ভৈষজ্যরত্নাবলী।

আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান ও আর্য্যগৃহচিকিৎসাদি গ্রন্থপ্রণেত্রা

শ্রীবিনোদলাল সেন কবিরাজেন

সঙ্কলিতা, অনূদিতা, সংবর্দ্ধিতা, সংস্কৃতা, প্রকাশিতা চ।

(সপ্তম সংস্করণম্।)

BHAISHAJYA RATNABALI.

A WELL-KNOWN SANSKRIT TREATISE ON PRACTICAL THERAPEUTICS.

With Bengali Translation.

EDITED. ENLARGED, IMPROVED & PUBLISHED

BY

Kaviraj Binod Lal Sen,

(SEVENTH EDITION)

কলিকাতারাজধান্যাম্।

১৪৬ডি। ২-৩নং লোয়ার চিৎপুর রোড।

মূল্য ৬ ছয় টাকা। *Price Six Rupees.*

Printed by Nagendranath Bhattacharjee at the Adi-Ayurveda Machine Press.
60/1 ,Canning Street, **CALCUTTA.**

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

এই ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের আধিপত্যকালে আর্য্য ঋষিগণ যে সমস্ত বিজ্ঞানের সম্যক্ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত্যাশায় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান বা আয়ুর্ব্বেদের সম্যক্ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্য্যদিগের চিকিৎসা-শাস্ত্র আরবেরা তাহাদের নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া লয়, তাহাদের নিকট হইতে গ্রীকেরা এবং গ্রীকদিগের নিকট হইতে অপর ইউরোপীয়েরা প্রাপ্ত হয়। যদিও এক্ষণে দিন দিন উন্নতিশালী ইউরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র অনেকাংশে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহার মূল ভিত্তি প্রাচীন হিন্দুদিগের বহু আয়াস-সাধ্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের স্বাধীনতা লোপ হওয়াতেই হউক বা স্বভাবের অনুল্লঙ্ঘনীয় শক্তিপ্রভাবেই হউক, ইহা ক্রমশঃ হীনাবস্থ হইয়া পড়ে, ইহার হীনাবস্থা প্রাপ্তির অপর কারণ এই যে, সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ও কূটার্থ পরিপূর্ণ। সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চার হ্রাস হওয়াতে সুতরাং ইহার চর্চ্চারও হ্রাস হইয়াছে, এই সমস্ত কারণে এই মহামূল্য শাস্ত্র ক্রমশঃ হতাদর ও অনালোচিত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হয়। যাহা হউক আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রানুযায়িনী চিকিৎসা যে বিশেষ ফলদায়িনী ও এতদ্দেশীয়দিগের প্রকৃতির উপযোগিনী, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণও স্বীকার করেন যে, জীর্ণ ও জটিল পীড়া সমস্ত শান্তির একমাত্র উপায় ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা। এই আয়ুর্ব্বেদে শারীরবিদ্যা, শস্ত্রচিকিৎসা, ঔষধের পরিচয়, ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী, প্রয়োগ ও মাত্রা, রোগনির্ণয় এবং চিকিৎসা ইত্যাদি সমস্ত বিষয় বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে।

সংস্কৃতভাষা আর্য্য বা প্রাচীন হিন্দুদিগের মাতৃভাষাস্বরূপ ও তৎকালে ইহার বিশেষ চর্চ্চা ছিল, এক্ষণে সংস্কৃতভাষায় আমাদের প্রায় অনধিকার হইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় এই যে, সম্প্রতি অনেকে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি সাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে বিদেশ হইতে অনেকে আমাদিগকে লিখিয়াছেন এবং কলিকাতার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রব্যক্তি বিশেষ অনুরোধ করেন। আয়ুর্ব্বেদে উন্নতি সাধনের উপায় দুইটী। প্রথম—রীতিমত আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপন। দ্বিতীয়—দেশীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ করা। দেশীয় ভাষায় পুস্তক অনুবাদ না করিলে সাধারণের শিক্ষার উপায়ান্তর নাই। তজ্জন্য আমি যথোচিত পরিশ্রম ও সাধ্যাতীত ব্যয় স্বীকার করিয়া আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান নামে এক বিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অধিকাংশ সংগৃহীত হইয়াছে সত্বর মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে। ইহাতে চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, হারীত ও ভাবপ্রকাশ এবং বিবিধ রসগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া শারীর-বিদ্যা, শস্ত্র-চিকিৎসা, দ্রব্য-পরিচয়, ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালী ও প্রয়োগ, রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা ও পথ্যাপথ্য ইত্যাদি সমস্ত বিষয় সুপ্রণালীক্রমে ও বিস্তারিতরূপে লিখিত হইবে।

আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহ ও তাহার বাঙ্গালায় অনুবাদ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে চানক নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ রায় কবিরাজ মহাশয় যত্নবান্ হন। তিনি আয়ুর্ব্বেদ-দর্পণ নামে একখানি

আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়া অনুবাদ সহিত প্রকাশ করিলেন, কিন্তু উহাতে কেবল জ্বর, অতীসার ও গ্রহণী, এই তিনটী মাত্র রোগের চিকিৎসা সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই সদনুষ্ঠানসাধনের জন্য উক্ত কবিরাজ মহাশয় সহস্র সহস্র ধন্যবাদের পাত্র। দর্পণপ্রকাশের সমকালে শ্রীআনন্দচন্দ্র বর্ম্মা মহাশয় সারকৌমুদী নামক চিকিৎসা গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত করেন, কিন্তু ইহাতেও চিকিৎসা সমস্ত অতি সংক্ষেপে লিখিত হয়। প্রায় ২ বৎসর হইল, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু উদয় চাঁদ দত্ত মহোদয় মাধবনিদান নামক রোগবিনিশ্চায়ক গ্রন্থের এক অতি উৎকৃষ্ট অনুবাদ প্রকাশ করেন, এ পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদ-বিষয়ক গ্রন্থের যে সমস্ত অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই গ্রন্থখানিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

এক্ষণে প্রকৃত বিষয় লিখিত হইতেছে, বৈদ্য-মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোবিন্দদাস বিশারদ, শতাধিক বৎসর অতীত হইল ভৈষজ্য-রত্নাবলী নামক একখানি সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ সংগৃহীত ও প্রচারিত করেন, উহাতে এতদ্দেশপ্রচলিত সারকৌমুদী, রসেন্দ্রচিন্তামণি, চক্রদত্ত, রসেন্দ্রসারসংগ্রহ ও রাঢ়ীয় ঔষধাবলীসংগ্রহ ধৃত ঔষধ সমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি প্রণীত হইবার পর হইতেই বঙ্গদেশীয় কবিরাজগণের বিশেষ আদরের ধন হইল, প্রায় চিকিৎসকমাত্রেই এক একখানি পুস্তক সংগ্রহ করিলেন, এমন কি ইহার হস্ত লিখিত সংশোধিত একখানি পুস্তক ১৬৲ টাকার ন্যূনে বিক্রয় হইত না, সচরাচর লিপিকরেরা ১০৲ টাকার ন্যূনে বিক্রয় করিত না।

অত্রত্য বিদেশীয় কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদিগকে সত্বর একখানি সানুবাদ চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রকাশ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। আমাদের সঙ্কলিত আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান প্রকাশিত হইবার কিঞ্চিৎ বিলম্ব থাকাতে, শীঘ্র তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা এবং এইরূপ গ্রন্থের কথঞ্চিৎ অভাব পূরণার্থে উল্লিখিত সুপ্রসিদ্ধ ভৈষজ্য রত্নাবলী গ্রন্থখানি মূল ও অনুবাদের সহিত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু এই সংগ্রহখানিও বর্ত্তমান সময়ের প্রকৃত উপযোগী নহে। ইহাতে ধৃত ঔষধ সমস্ত ভিন্ন, অন্যান্য প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বিবিধ চূর্ণ, বটিকা, তৈল, আসব, অরিষ্ট প্রভৃতি এক্ষণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—মেহমিহির তৈল, গ্রহণীমিহির তৈল, মালতীবসন্ত, সোমনাথরস ও বসন্ততিলক রস ইত্যাদি। উহাতে এই সমস্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ আমরা চক্রদত্ত, রসরত্নাকর ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি গ্রন্থ ও উদ্ধৃত পাঠ হইতে সঙ্কলিত করিয়া এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিলাম। উল্লিখিত ভৈষজ্যরত্নাবলী ইহার অস্থি-স্বরূপ; ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই সংগ্রহ অন্য নামে অভিহিত না করিয়া ভৈষজ্যরত্নাবলী নামেই প্রকাশিত করিলাম। ভৈষজ্যরত্নাবলী প্রভৃতিতে ঔষধ সমস্তের যেরূপ মাত্রা লিখিত আছে, আমরা তাহা না লিখিয়া এক্ষণকার উপযোগী মাত্রাই অনুবাদে লিখিয়াছি। মূল্যেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছি। এই পুস্তকের পরিশিষ্টে মানপরিভাষা, দ্রব্যের গণ ও দ্রব্যপ্রতিনিধি প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। আপাততঃ আমবাতাধিকার পর্য্যন্ত মুদ্রিত করিয়া এক খণ্ড প্রকাশ করিলাম, অপরাংশের মুদ্রাঙ্কণ চলিতেছে, অতি ত্বরায় প্রকাশিত হইবে। পুস্তকখানি সাধারণের ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি। ইহার দ্বারা সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের কিছু উপকার হইলেই সমুদায় পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

আমার পিতৃব্য আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদ, সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয় ইহার অনুবাদ সময়ে দুরূহ ও সন্দেহপূর্ণ অংশ সমস্তের ব্যাখ্যা ও মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন এবং সংকলন ও অনুবাদটী আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্যই ইহা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

এস্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, এই গ্রন্থের সংকলন ও অনুবাদ বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদ-পারদর্শী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগীন্দ্রকুমার বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বিশিষ্টরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে এই দুরূহ কার্য্য সত্বর সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন হইত। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

কলিকাতা,
আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।
বৈশাখ, ১৭৯৮ শক। } শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

ভৈষজ্যরত্নাবলী দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। প্রথমবারে জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য ও ক্রিমি ইত্যাদি ক্রমে (মাধবনিদানের রোগনিবেশানুসারে) রোগসকলের চিকিৎসা বিন্যস্ত ছিল, এবারে তাহাদের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, অর্থাৎ পরস্পর বিশেষ সংশ্লিষ্ট রোগসকলের চিকিৎসা ক্রমান্বয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আর মাধব-নিদান ও মূল ভৈষজ্যরত্নাবলীতে যে সকল রোগের চিকিৎসা উক্ত হয় নাই, আমরা নানা তন্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া সেই সকল রোগেরও চিকিৎসাদি ইহাতে সন্নিবেশিত করিলাম। আমাদের পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত অত্যাশ্চর্য্য গুণবিশিষ্ট অনেকগুলি ঔষধ, যাহাদের উল্লেখ কোন সংস্কৃত চিকিৎসাগ্রন্থে নাই, সেগুলিও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল। এবারে ইহাতে অকারাদিক্রমে একটী স্বতন্ত্র সূচী সন্নিবিষ্ট এবং তজ্জন্য ইহা পূর্ব্ববারের ন্যায় দুইখণ্ডে বিভক্ত না করিয়া একখণ্ডেই সম্পূর্ণ করা হইল। প্রথম মুদ্রাঙ্কণে স্থানে স্থানে যে কিছু ভুল হইয়াছিল, এবার বিশেষ মনোযোগের সহিত তৎসমুদায়ের সংশোধন করিলাম, আর যে সকল ঔষধের মাত্রা লিখিত ছিল না, এবারে তাহা দেওয়া হইল। অতিরিক্ত অনেক রোগের চিকিৎসাদি সন্নিবিষ্ট হওয়াতে এবারে ইহার কলেবর পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর হইয়াছে। কলেবর বৃদ্ধি অনুসারে যদিও ব্যয়বাহুল্য ও শ্রমাধিক্য হইয়াছে, তথাপি সাধারণের সুবিধার জন্য এবারেও ইহার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মূল্যই স্থির রাখিলাম।

আমার পিতৃব্য আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদ চিকিৎসক শিরোমণি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর সেন গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় স্বাভাবিক অপত্যস্নেহ পরবশ হইয়া ইহার সঙ্কলন ও সংশোধনাদি সমগ্রবিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, আমি সেই জন্যই ইহার প্রচার বিষয়ে ক্ষমতাবান্ হইলাম। এস্থলে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, আমার চির সুহৃৎ আয়ুর্ব্বেদ-পারদর্শী

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্কলনাদি সমস্ত বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে সংবদ্ধ করিলেন।

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।
কলিকাতা, ফৌজদারীবালাখানা।
বৈশাখ, ১৮০৬ শক।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

ভৈষজ্যরত্নাবলী তৃতীয়বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এবার ইহাতে নানাপ্রকার রোগের চিকিৎসা অনুক্রমণিকানুসারে যথাক্রমে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা কয়েকটী নূতন রোগের চিকিৎসা ও নূতন ঔষধ সযত্নে সংগ্রহ করিয়া ইহার কলেবর পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি। পুস্তকের সংশোধনবিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না।

ফাল্গুন, ১৮১১ শক।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন।

ভৈষজ্যরত্নাবলী চতুর্থবার মুদ্রিত হইল। তৃতীয়বারে যে সমস্ত ঔষধ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছিল, এবার তৎসমস্ত যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নূতন ঔষধের পাঠ প্রাপ্ত হইয়া অনুবাদের সহিত ইহার কলেবর পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি। অপরাংশ পূর্ব্ববৎ আছে। ইহার সংশোধন বিষয়ে ত্রুটি করি নাই।

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।
কলিকাতা, ফৌজদারীবালাখানা।
শ্রাবণ, ১৮১৪ শক।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।

পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন।

ঈশ্বরপ্রসাদে ভৈষজ্যরত্নাবলীর পঞ্চম সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বপূর্ব্ববারে ইহার যে যে অঙ্গে যে যে বিষয়ে ত্রুটি ছিল, এবারে তাহা সযত্নে সংশোধিত হইল। পরিশিষ্টে ধৃত পরিভাষাদি, গ্রন্থের পূর্ব্বভাগেই সন্নিবিষ্ট হইল, এবং কতিপয় রোগের মহৌষধগুলি যাহা পরিশিষ্টে ছিল, তাহা যথাযথ অধিকারে বিন্যস্ত হইল। তন্ত্রাদি শাস্ত্র হইতে অনেকগুলি সদ্যঃফলপ্রদ মহৌষধ সংগ্রহ পূর্ব্বক ইহার কলেবর পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষা দেড়গুণ পরিবর্দ্ধিত করা গেল। ভ্রমবশতঃ কতকগুলি মহৌষধ যথাস্থানে সন্নিবেশিত না হওয়াতে সে'গুলি পরিশিষ্টেই বিন্যস্ত হইল। ইহার সঙ্কলন ও সংশোধনাদি বিষয়ে আমার পুত্র প্রাণাধিক শ্রীমান্ আশুতোষ সেন কবিরাজ ও শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীরামগোপাল কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্যক্ সাহায্য পাইয়াছি। ইঁহাদের সাহায্য ব্যতীত এরূপ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া দুর্ঘট হইত। এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ সুধীগণ সন্নিধানে সানুনয়ে নিবেদন যে, ইহার কোন স্থানে কোনপ্রকার ত্রুটি লক্ষিত হইলে কৃপাপূর্ব্বক জ্ঞাপন করিলে বাধিত হইব, এবং আগামী-

বারে সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। এইবারে ইহার কলেবর পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর হইলেও সাধারণের সুবিধার জন্ম ইহার মূল্য পূর্ব্ববৎ ৬৲ টাকাই রাখিলাম।

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।
কলিকাতা, ফৌজদারীবালাখানা।
ভাদ্র, ১৮২২ শক।

কবিরাজ বিনোদলাল সেন গুপ্ত।

ষষ্ঠবারের বিজ্ঞাপন।

ভৈষজ্য রত্নাবলীর ষষ্ঠ সংস্করণ মুদ্রিত হইল। পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার কলেবর বর্দ্ধিত করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মুদ্রাকার্য্যের বিলম্ব ও গ্রাহকগণের ব্যস্ততাবশতঃ তাহাতে বিরত হইতে হইল। পূর্ব্বে যাহা ছিল তৎসমস্তই আছে, পরিশিষ্টের ঔষধগুলি যথাধিকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অনেকগুলি নূতন ঔষধ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে কতকগুলি পরিশিষ্টে দেওয়া গেল। আমার পরমারাধ্য পিতামহ চিকিৎসকশিরোমণি আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহকর্ত্তা ঋষিকল্প কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন এবং পিতৃদেব কবিরাজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ সেন মহাশয়ের বিশেষ যত্নে এবং পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাহায্যে এই সংস্করণ পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষা সংশোধিত হইয়াছে। তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে এ মহৎ কার্য্য কিছুতেই সম্পূর্ণ হইত না। ইত্যলম্।

কলিকাতা, আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।
জ্যৈষ্ঠ, ১৮৩১ শক।

কবিরাজ শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন গুপ্ত।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

সপ্তমবারের বিজ্ঞাপন।

ভগবৎকৃপায় ভৈষজ্য রত্নাবলীর সপ্তম সংস্করণ মুদ্রিত হইল। ইহা আমার স্বর্গীয় পিতামহ বিনোদলাল সেন কবিরাজ মহাশয়ের অতি যত্নের ধন। ইহা যাহাতে বিশুদ্ধ হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিয়াছি কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। ইহার কোনস্থানে কোন ত্রুটি থাকিলে সহৃদয় পাঠকগণ আমাকে জানাইলে বাধিত হইব।

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।
কলিকাতা, ফৌজদারীবালাখানা।
আশ্বিন, ১৮৫১ শক।

শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন গুপ্ত।

সতর্কীকরণ।

আমরা বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াছি যে, আয়ুর্ব্বেদে অমুক্ত অথচ আমাদের বংশপরম্পরায় ব্যবহৃত অনেক ঔষধের পাঠাদি ইহাতে নিবিষ্ট করিয়াছি। সেই সকল পাঠ বা তাহার অনুবাদাদি যিনি মুদ্রিত করিবেন, তিনি আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন, কারণ সেই সকল পাঠাদির মুদ্রাঙ্কণ ও প্রচার প্রভৃতিতে কেবল আমরাই সত্ত্ববান্।

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।
কলিকাতা, ফৌজদারীবালাখানা।
জ্যৈষ্ঠ, ১৮১৩ শক।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত।
শ্রীআশুতোষ সেন গুপ্ত।
শ্রীপুলিনকৃষ্ণ সেন গুপ্ত।

ভৈষজ্যরত্নাবল্যা অকারাদিক্রমেণ সূচীপত্রম্ ।

(অ)

(খ)

(ঘ)

(চ)

(দ)

(প)

—

(ম)

বিষয়ঃ।	পৃষ্ঠাঙ্কঃ।

(হ)

ইত্যকারাদিক্রমেণ ভৈষজ্যরত্নাবল্যাঃ সূচীপত্রম্।

গ্রন্থস্যানুক্রমণিকা।

জ্বরো জ্বরাতিসারশ্চ যকৃৎপ্লীহগদৌ তথা।
পাণ্ড্বাত্ব্যদরশোথাশ্চ রক্তপিত্তং তথা ক্ষয়ঃ॥
কাসশ্চ স্বরভঙ্গশ্চ হিক্কা শ্বাসশ্চ হৃদ্গদঃ।
উরস্তোয়ং ক্রিমিগদো বহ্নিমান্দ্যমরোচকঃ॥
অতিসারোঽথ গ্রহণী চাম্লপিত্তঞ্চ শূলরুক্।
গুল্মশ্ছর্দ্দিস্তৃষা দাহঃ শীতপিত্তাদয়ো গদাঃ॥
বিসর্পশ্চ মসূরী চ রোমান্তী বাতশোণিতম্।
কুষ্ঠমর্শাংসি চ তথা ভগন্দরব্রণানি চ॥
উপদংশঃ শূকদোষো রসজাপি চ বিক্রিয়া।
ঊরুস্তম্ভো বিদ্রধিশ্চ বিস্ফোটো গণ্ডরুগ্‌গণঃ॥
বৃদ্ধি শ্লীপদ ভগ্নানি বাতব্যাধ্যামবাতকৌ।
উদাবর্ত্তস্তথানাহ উন্মাদঃ স্মরজোঽথ স॥
গদোদ্বেগশ্চ মূর্চ্ছা চাপ্যপস্মারো মদাত্যয়ঃ।
তন্ত্রোন্মাদোঽচলমরুৎ খঞ্জনী তাণ্ডবাময়ঃ॥
স্নায়ুরোগঃ ক্লোমরোগো বৃকরুঙ্মূত্রকৃচ্ছ্রকম্।
মূত্রাঘাতাশ্মরী মেহা সোমরুক্ শুক্রমেহকৌ॥
ঔপসর্গিকমেহশ্চ প্রমেহপিড়কা তথা।
ধ্বজভঙ্গস্তথা মেদোরোগশ্চাপি সুতুঙ্করঃ॥
মুখনাসাক্ষিকর্ণানামাময়াশ্চ শিরোগদঃ।
শীর্ষাম্বুরোগো মস্তিষ্কবেপনং তচ্চয়াচয়ৌ॥
অংশুঘাতস্তথা স্ত্রীণাং বালানামাময়া অপি।
ক্ষুদ্ররোগো বিষব্যাপদপমৃত্যুচিকিৎসিতম্॥
বীর্য্যস্তম্ভবিধিশ্চৈব রসায়নশ্চ বৃংহণম্।
ইত্যেতান্যত্র যত্নেন বর্ণিতানি যথাযথম্॥
যান্যভ্যস্য চিকিৎসায়াং মুগ্ধোঽপি কুশলো ভবেৎ॥

ভৈষজ্যরত্নাবলী।

মঙ্গলাচরণম্।

ওঁ নমঃ শিবায়।

সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং পরাৎপরতরং কারুণ্যরত্নাকরং
সারাৎসারতরং ভয়ক্ষয়করং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদম্।
সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদং ত্রিজগতামীশং পুরাণং প্রভুং
সাষ্টাঙ্গং প্রণমাম্যহং প্রতিদিনং বিঘ্নৌঘবিধ্বংসকম্॥

জগতের সমস্ত আশ্চর্য্য ঘটনাবলী ও দ্রব্যসমূহ যাঁহাতে বিদ্যমান, যিনি যাবতীয় উৎকৃষ্ট বস্তু হইতেও উৎকৃষ্টতম, যিনি করুণার সাগর, যিনি সমস্ত সার অর্থাৎ স্থিরতর পদার্থ হইতেও স্থিরতর, যাঁহার নাম স্মরণমাত্রে যমভীতি দূরীভূত হয়, যিনি সমস্ত জীবের সর্ব্ব প্রয়োজন সিদ্ধ করেন, যাঁহার কৃপায় ত্রিলোকবাসী সুর-নর-দানবগণ বাঞ্ছিত ফল অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলের অধিপতি, সেই নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ আদিদেব পুরাণ পুরুষকে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশার্থ নিরন্তর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করি।

গোবিন্দদাসং ভিষজাং মুখ্যং বিদ্বৎকুলোত্তমম্।
নত্বা তেন কৃতং গ্রন্থমবলম্ব্য ময়াধুনা॥
অন্যান্যপি চ তন্ত্রাণি পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ কৃতানি চ।
সারং তেভ্যঃ সমাকৃষ্য সংগ্রহোঽয়ং নিবধ্যতে॥

বিদ্বৎকুলতিলক ভিষগ্বর গোবিন্দদাস বিশারদকে প্রণাম করিয়া তৎপ্রণীত গ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্বাচার্য্য-প্রণীত চরক, সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ-সকলের সার সঙ্কলন করিয়া এই সংগ্রহ প্রস্তুত করিলাম।

পরম্পরোদিতানাঞ্চ বহুশো দৃষ্টকর্ম্মণাম্।
অস্মাভির্নির্ম্মিতানাঞ্চ প্রত্যক্ষফলদায়িনাম॥
প্রয়োগোঽগদসংঘানাং কীর্ত্তিতোঽস্মিন্নিবন্ধনে॥

অধিকন্তু যে সকল ঔষধ আয়ুর্ব্বেদীয় কোন গ্রন্থে উক্ত নাই, অথচ অস্মৎ-পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরাক্রমে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, এরূপ দৃষ্টফল বিবিধ ঔষধ এবং আমাদিগের আবিষ্কৃত প্রত্যক্ষ ফল-প্রদ ঔষধ সমূহের প্রয়োগ এই গ্রন্থে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদস্য লক্ষণং নিরুক্তিশ্চ।

আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধের্নিদানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে॥
অনেন পুরুষো যস্মাদায়ুর্বিন্দতি বেত্তি চ॥
তস্মান্মুনিবরৈরেষ আয়ুর্ব্বেদ ইতি স্মৃতঃ॥

যে শাস্ত্রে পরমায়ুর অর্থাৎ জীবিত কালের শুভাশুভ, জ্বরাদি ব্যাধির আদি কারণ ও নিবারণের উপায় থাকে, তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ কহে। ইহার দ্বারা

পরমায়ু বৃদ্ধির উপায় জানা যায় এবং আয়ুঃসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ হয় বলিয়া ইহার নাম আয়ুর্ব্বেদ।

আয়ুর্ব্বেদোৎপত্তিঃ।

ব্রহ্মা স্মৃত্বায়ুষো বেদং প্রজাপতিমজিগ্রহৎ।
স দস্রৌ তৌ সহস্রাক্ষং সোঽত্রিজং সমুপাদিশৎ॥
সোঽগ্নিবেশঞ্চ ভেড়ঞ্চ জাতূকর্ণং পরাশরম্।
ক্ষারপাণিঞ্চ হারীতমায়ুর্ব্বেদমপাঠয়ৎ॥
ব্রহ্মা প্রজাপতির্দস্রৌ দেবরাড়ত্রিজস্তথা।
স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে পৃথক্ কল্যাণহেতবে।
তন্ত্রস্য কর্ত্তা প্রথমমগ্নিবেশোঽভবৎ পুরা।
ততো ভেড়াদয়ঃ সর্ব্বে পৃথক্ তন্ত্রাণি তেনিরে॥

অগ্রে ব্রহ্মা দক্ষপ্রজাপতিকে আয়ুর্ব্বেদোপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার নিকট হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তাঁহাদিগের নিকট হইতে ইন্দ্র এবং ইন্দ্রের নিকট হইতে আত্রেয় মুনি উহা শিক্ষা করেন। ভগবান্ আত্রেয় মুনি অগ্নিবেশ, ভেড়, জাতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত মুনিকে উহার শিক্ষাপ্রদান করেন। ব্রহ্মা, দক্ষ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্র ও আত্রেয় ইহাঁরা স্ব স্ব নামে এক এক খানি আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা প্রণয়ন করেন। যথা, ব্রহ্ম-সংহিতা, দক্ষসংহিতা, অশ্বিনীকুমার-সংহিতা, ইন্দ্রসংহিতা ও আত্রেয়-সংহিতা। অগ্নিবেশ ও ভেড় প্রভৃতি ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদসংক্রান্ত যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাদিগকে তন্ত্র কহে। প্রথম তন্ত্রকর্ত্তা অগ্নিবেশ।

আরোগ্যরোগয়োর্লক্ষণম্।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ॥

আরোগ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভের প্রধান সাধন। ব্যাধিসমূহ, সেই আরোগ্য অপিচ কুশল ও জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করে।

ব্যাধিভেদঃ।

ব্যাধয়ো দ্বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ শারীরা মানসাস্তথা।
শারীরা জ্বরকুষ্ঠাদ্যা উন্মাদাদ্যা মনোভবাঃ।

ব্যাধি দুই প্রকার, যথা শারীরিক ও মানসিক। জ্বর ও কুষ্ঠ প্রভৃতিকে শারীরিক ব্যাধি এবং উন্মাদ প্রভৃতিকে মানসিক ব্যাধি বলে।

দোষাণাং সাম্যমারোগ্যং বৈষম্যং ব্যাধিরুচ্যতে।
সুখসংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো দুঃখমেব চ॥

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের সমতার নাম আরোগ্য এবং উহাদের বৈষম্যই ব্যাধি। আরোগ্যের নামান্তর সুখ, ব্যাধির নামান্তর দুঃখ।

সাধ্যোঽসাধ্য ইতি ব্যাধির্দ্বিধা তোঽপি পুনর্দ্বিধা।
সুখসাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যো যাপ্যো যশ্চাপ্রতিক্রিয়ঃ।

সাধ্য ও অসাধ্য ভেদে ব্যাধি দুই প্রকার। এই সাধ্য ও অসাধ্য প্রত্যেকে দ্বিবিধ, সুখসাধ্য ও কৃচ্ছ্রসাধ্য; এই দুই প্রকার ব্যাধিই সাধ্য, আর যাহা যাপ্য এবং যাহা ঔষধাদি দ্বারা অপ্রতিকার্য্য সেই উভয়কেই অসাধ্য কহা যায়।

যাপ্যত্বং যাতি সাধ্যস্তু যাপ্যো গচ্ছত্যসাধ্যতাম্।
জীবিতং হন্ত্যসাধ্যস্তু নরস্যাপ্রতিকারিণঃ॥

উপেক্ষিত হইলে সাধ্য ব্যাধিও যাপ্য এবং যাপ্যও অসাধ্য হয়। অসাধ্য ব্যাধি জীবন পর্য্যন্ত হরণ করে।

যাপ্যত্বমসাধ্যত্বঞ্চ দ্বিধা জ্ঞেয়ং প্রকৃতিতঃ উপেক্ষণাচ্চ। তথাচ সারচন্দ্রিকায়াম্—

যাপ্যাঃ কেচিৎ প্রকৃত্যৈব
কেচিদ্যাপ্যা উপেক্ষয়া।
প্রকৃত্যা ব্যাধয়োঽসাধ্যাঃ
কেচিৎ কেচিদুপেক্ষয়া॥

উল্লিখিত যাপ্য ও অসাধ্য ব্যাধি সকল দুই প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কতকগুলি স্বভাবতঃই যাপ্য ও অসাধ্য হইয়া থাকে, আর কতকগুলি উপেক্ষা প্রযুক্ত যাপ্যতা ও অসাধ্যতা প্রাপ্ত হয়। ইহা সারচন্দ্রিকা গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে।

একোত্তরং মৃত্যুশতমস্মিন্ দেহে প্রতিষ্ঠিতম্।
তত্রৈকঃ কালসংযুক্তঃ শেষাস্ত্বাগন্তবঃ স্মৃতাঃ।
যেত্বিহাগন্তবঃ প্রোক্তাস্তে প্রশাম্যন্তি ভেষজৈঃ।
জপহোমপ্রদানৈশ্চ কালমৃত্যুর্ন শাম্যতি॥
পীড়িতং রোগসর্পাদ্যৈরপি ধন্বন্তরিঃ স্বয়ম্।
সুস্থীকর্ত্তুং ন শক্নোতি কালপ্রাপ্তং হি দেহিনম্॥

এই শরীর মধ্যে একশত এক প্রকার মৃত্যু অবস্থিত আছে, তন্মধ্যে একটী কালসংযুক্ত, অপরগুলি আগন্তুক। আগন্তুক মৃত্যুসকল, ঔষধ ও জপ-হোমাদি দ্বারা উপশম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কালমৃত্যু কোনরূপেই প্রতিকৃত হয় না। কোন প্রাপ্তকাল-ব্যক্তি রোগাক্রান্ত ও সর্পাদি দষ্ট হইলে স্বয়ং ধন্বন্তরিও তাহাকে সুস্থ করিতে পারেন না।

তথাচ জ্যোতিষতত্ত্বে—

আয়ুষ্যে কর্ম্মণি ক্ষীণে লোকোঽয়ং দূয়তে ময়া।
নৌষধানি ন মন্ত্রাশ্চ ন হোমা ন পুনর্জপাঃ॥
ত্রায়ন্তে মৃত্যুনোপেতং জরয়া চাপি মানবম্।

তত্রৈব।

বর্ত্ত্যাধারস্নেহযোগাদ্ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ।
বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংক্ষয়ঃ॥

জ্যোতিষতত্ত্বে উল্লিখিত আছে যে, আয়ুষ্য কর্ম্মের ক্ষয় হইলে আমি (মৃত্যু), লোক সকলকে প্রপীড়িত করি, তখন কি ঔষধ, কি মন্ত্র, কি হোম, কি জপ কিছুই মনুষ্যকে জরা ও মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না। যেরূপ প্রদীপে বর্ত্তি ও তৈল সত্ত্বেও উহা নির্ব্বাণ হইতে পারে, তদ্রূপ আয়ুঃসত্ত্বেও কারণবশতঃ মনুষ্যের প্রাণনাশ হয়।

বৈদ্যত্বম্।

ব্যাধেস্তত্ত্বপরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ।
এতদ্বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ॥

ব্যাধির স্বরূপ অবগত হওয়া এবং বেদনা অর্থাৎ উপস্থিত যন্ত্রণা নিবারণ-করাই চিকিৎসকের চিকিৎসকত্ব, চিকিৎসক পরমায়ুঃপ্রদাতা নহেন।

অচিকিৎস্যা রোগিণঃ।

যাদৃচ্ছিকো মুমূর্ষুশ্চ বিহীনঃ করণৈশ্চ যঃ।
বৈরী চ বৈদ্যবিদ্বেষী শ্রদ্ধাহীনঃ সশঙ্কিতঃ॥
ভিষজামনিয়মাশ্চ নোপক্রম্যো ভিষগ্বিদা।
এতানুপাচরন্ বৈদ্যো বহূন্ দোষানবাপ্নুয়াৎ॥

স্বেচ্ছাচারী, মুমূর্ষু, ইন্দ্রিয়শক্তি-বিহীন, বৈরী, বৈদ্যদ্বেষী, শ্রদ্ধাহীন, সশঙ্কিত এবং চিকিৎসকের অবাধ্য, রোগিগণকে সদ্বৈদ্যের চিকিৎসা করা বিধেয় নহে। কারণ ইহাদিগকে চিকিৎসা করিলে বৈদ্য অপযশ প্রাপ্ত হন।

চিকিৎসাকালঃ।

যাবৎ কণ্ঠগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ঃ।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ॥

যে পর্য্যন্ত প্রাণ কণ্ঠগত থাকিবে, যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়শক্তির লোপ না হইবে, সে পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিতে হইবে।

জাতমাত্রশ্চিকিৎস্যস্তু নোপেক্ষ্যোঽল্পতয়া গদঃ।
বহ্নিশস্ত্রবিষৈস্তুল্যঃ স্বল্পোঽপি বিকরোত্যসৌ॥
যথা স্বল্পেন যত্নেন ছিদ্যতে তরুণস্তরুঃ।
স এবাতিপ্রবৃদ্ধস্তু ছিদ্যতেঽতিপ্রযত্নতঃ॥

ব্যাধি উৎপন্ন হইবামাত্র চিকিৎসা করিবে, সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিবে না। কারণ সামান্য ব্যাধিও অগ্নি, শস্ত্র এবং বিষের ন্যায় অল্প পরিমিত হইলেও মহৎ বিকার উপস্থিত করিতে পারে। যেরূপ ক্ষুদ্র বৃক্ষ অল্পায়াসে ছিন্ন হয়, কিন্তু বৃহৎ হইলে অতি প্রযত্নেও তাহা ছেদন করা দুষ্কর হইয়া উঠে, ব্যাধিগণের পক্ষেও তদ্রূপ জানিবে।

গ্রহেষু প্রতিকূলেষু নানুকূলং হি ভেষজম্।
তে ভেষজানাং বীর্য্যাণি হরন্তি বলবন্ত্যপি॥
প্রতিকুর্য্যা গ্রহানাদৌ পশ্চাৎ কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্॥

গ্রহগণ প্রতিকূল থাকিলে ঔষধ সকল ফলপ্রদ হয় না, উহারা অতি-বীর্য্যযুক্ত ঔষধেরও বীর্য্য হরণ করে। অতএব অগ্রে গ্রহশান্তি করিয়া পরে চিকিৎসা আরম্ভ করিবে।

চিকিৎসাভেদাঃ।

আসুরী মানুষী দৈবী চিকিৎসা ত্রিবিধা মতা।
শস্ত্রৈঃ কষায়ৈর্হোমাদ্যৈঃ ক্রমেণান্ত্যা সুপূজিতা॥

চিকিৎসা তিনপ্রকার যথা—আসুরী, মানুষী এবং দৈবী। শস্ত্রাদি দ্বারা চিকিৎসাকে আসুরী, কষায়াদি ঔষধ দ্বারা চিকিৎসাকে মানুষী এবং জপ-হোমাদি দ্বারা রোগের প্রতিকার করাকে দৈবী চিকিৎসা কহে। শেষোক্ত চিকিৎসাই শ্রেষ্ঠ।

যাভিঃ ক্রিয়াভির্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ।
সা চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম্ম তদ্ভিষজাং মতম্॥

যে ক্রিয়া দ্বারা শরীরের ধাতু সকল সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাই ব্যাধির চিকিৎসা ও তাহাই চিকিৎসকের কার্য্য।

চিকিৎসায়াঃ সাফল্যম্।

ক্বচিদ্ধর্ম্মঃ ক্বচিন্মৈত্রী ক্বচিদর্থঃ ক্বচিদ্যশঃ।
কর্ম্মাভ্যাসঃ ক্বচিচ্চাপি চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা॥

চিকিৎসা দ্বারা কোথাও ধর্ম্ম, কোথাও বন্ধুতা, কোথাও অর্থ, কোথাও যশোলাভ এবং কোথাও বা কর্ম্মাভ্যাস হইয়া থাকে, সুতরাং চিকিৎসা কোন রূপেই নিষ্ফলা হয় না।

ভেষজপাকাধিকারী ।

অন্যজাতিকৃতঃ পাকো হ্যস্পৃশ্যঃ সর্ব্বজাতিভিঃ ।
ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্ বৈদ্যং পাকে নিয়োজয়েৎ ।
মোহাদ্দ্বিজাতিবর্ণাদ্যৈঃ পাচিতে খাদিতে সতি ।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেচ্ছূদ্রো জাতিহীনো ভবেদ্দ্বিজঃ ॥

বৈদ্য ব্যতীত অন্য জাতি কর্ত্তৃক ঔষধ পাচিত হইলে তাহা সকল জাতির অস্পৃশ্য হয়, অতএব বৈদ্যজাতি দ্বারাই ঔষধ পাক করাইবে। ভ্রমবশতঃ ব্রাহ্মণাদি দ্বারা পাচিত ঔষধ সেবন করিলে, শূদ্রেরা প্রায়শ্চিত্তার্হ হয় এবং ব্রাহ্মণাদি জাতিভ্রষ্ট হয় ।

রোগশান্তিকারণানি ।

ভিষগ্দ্রব্যাণ্যুপস্থাতা রোগী পাদচতুষ্টয়ম্ ।
গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারব্যুপশান্তয়ে ॥

উপযুক্ত চিকিৎসক, প্রকৃত ঔষধ, সুযোগ্য পরিচারক এবং বাধ্য রোগী, ইহারা বক্ষ্যমাণ গুণান্বিত হইলে রোগশান্তির কারণ বলিয়া কথিত হয় ।

বৈদ্যগুণাঃ ।

শ্রুতে পর্য্যবদাতত্বং বহুশো দৃষ্টকর্ম্মতা ।
দাক্ষ্যং শৌচমিতি জ্ঞেয়ং বৈদ্যে গুণচতুষ্টয়ম্ ॥

বৈদ্যের আয়ুর্ব্বেদ-পারদর্শিতা, বহুদর্শিতা, ক্রিয়ানৈপুণ্য ও পবিত্রতা এই চারিটী গুণ থাকা আবশ্যক ।

প্রশস্তভেষজম্ ।

প্রশস্তদেশসম্ভূতং প্রশস্তেঽহনি চোদ্ধৃতম্ ।
অল্পমাত্রং মহাবীর্য্যং-গন্ধবর্ণরসান্বিতম্ ॥
উদ্ভিজ্জমপরিক্ষুণ্ণং শুদ্ধং ধাত্বাদিকং তথা ।
সমীক্ষ্য কালে দত্তঞ্চ প্রাহুঃ পরমমৌষধম্ ॥

প্রশস্ত দেশে উৎপন্ন, প্রশস্ত দিবসে উদ্ধৃত, অল্প পরিমিত, অথচ মহাবীর্য্যসম্পন্ন, গন্ধ ও রসবিশিষ্ট, কীটাদি কর্ত্তৃক অক্ষুণ্ণ উদ্ভিজ্জ দ্রব্য এবং শোধিত ধাতু প্রভৃতি যথাসময়ে প্রযুক্ত হইলে, উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ।

পরিচারকগুণাঃ ।

উপচারজ্ঞতা দাক্ষ্যমনুরাগশ্চ ভর্ত্তরি ।
শৌচঞ্চেতি চতুষ্কোঽয়ং গুণঃ পরিচরে জনে ॥

শুশ্রূষাভিজ্ঞ, কার্য্যকুশল, প্রভুভক্ত ও শুচি ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ পরিচারক বলিয়া কথিত হয় ।

রোগিগুণাঃ ।

স্মৃতির্নির্দ্দেশকারিত্বমভীরুত্বমথাপি চ ।
জ্ঞাপকত্বঞ্চ রোগাণামাতুরস্য গুণা মতাঃ ॥

যে রোগী আপনার পীড়ার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন, এবং বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষরূপে জ্ঞাত করাইতে সমর্থ এবং ভয়বর্জ্জিত, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসার উপযোগী ।

চিকিৎসকস্য প্রাধান্যম্ ।

মৃদ্দণ্ডচক্রসূত্রাদ্যাঃ কুম্ভকারাদৃতে যথা ।
নাবহন্তি গুণং বৈদ্যাদৃতে পাদত্রয়ং তথা ॥

যেরূপ মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র ও সূত্রাদি-উপাদান সকল, কুম্ভকার ব্যতিরেকে

কোন কার্য্যকর হয় না, তদ্রূপ চিকিৎসক ব্যতিরেকে ঐ পূর্ব্বোক্ত পাদত্রয় (ঔষধ, পরিচারক ও রোগী) সত্ত্বেও কোন ফল হয় না। অতএব চিকিৎসাকার্য্যে চিকিৎসকেরই প্রাধান্য জানিবে।

বৈদ্যভেদাঃ।

যস্তু রোগমবিজ্ঞায় কর্ম্মাণ্যারভতে ভিষক্।
অপ্যৌষধবিধানজ্ঞস্তস্য সিদ্ধির্যদৃচ্ছয়া ॥
যস্তু রোগবিশেষজ্ঞঃ সর্ব্বভৈষজ্যকোবিদঃ।
সাধ্যাসাধ্যবিধানজ্ঞস্তস্য সিদ্ধিঃ করে স্থিতা ॥
দৃষ্টকর্ম্মা চ শাস্ত্রজ্ঞো বৈদ্যঃ স্যাৎ সিদ্ধিভাগসৌ।
একাঙ্গহীনো ন শ্লাঘ্য একপক্ষ ইব দ্বিজঃ ॥
শাস্ত্রং গুরুমুখোদীর্ণমাদায়োপাস্য চাসকৃৎ।
যঃ কর্ম্ম কুরুতে বৈদ্যঃ স বৈদ্যোঽন্যে তু তস্করাঃ।
নাভিজ্ঞায় তু শাস্ত্রাণি ভেষজং কুরুতে ভিষক্।
যম এব স বিজ্ঞেয়ো মর্ত্ত্যানাং মর্ত্ত্যরূপধৃক্ ॥
কুচেলঃ কর্কশঃ স্তব্ধঃ কুগ্রামী স্বয়মাগতঃ।
পঞ্চ বৈদ্যা ন পূজ্যন্তে ধন্বন্তরিসমা যদি ॥
নাড়ীজিহ্বাস্যমূত্রাণাং কোষ্ঠাদীনাঞ্চ সর্ব্বথা।
পরীক্ষাং যো ন জানাতি স বৈদ্যো যম এব হি ॥

যে চিকিৎসক ঔষধবিধানবিৎ ও প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন, তিনি অনায়াসেই সিদ্ধিলাভ করেন। যে চিকিৎসক রোগ-তত্ত্ব, ঔষধতত্ত্ব, রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ অবগত, দৃষ্ট-কর্ম্মা, বহুদর্শী ও শাস্ত্রজ্ঞ, তিনি অনায়াসেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। যে বৈদ্য শাস্ত্রজ্ঞ ও কৃতকর্ম্মা তিনিই শ্রেষ্ঠ, ইহার একাঙ্গহীন হইলে এক-পক্ষযুক্ত পক্ষীর ন্যায় অকর্ম্মণ্য হন। যে বৈদ্য গুরুর নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন, তিনিই যথার্থ চিকিৎসক, অন্যকে তস্কর ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। যে বৈদ্য শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিয়া চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করেন, তিনি মনুষ্যগণের পক্ষে মানবরূপধারী যমস্বরূপ। যে বৈদ্য কুৎসিত বসন পরিহিত, কর্কশ-স্বভাব, স্তব্ধ (কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়), কুগ্রাম-বাসী অথবা বিনা আহ্বানে আতুরের গৃহে স্বয়ং সমাগত হন, তিনি চিকিৎসা-বিষয়ে ধন্বন্তরি সদৃশ হইলেও কখনই প্রশংসা ও সম্মান লাভ করিতে পারেন না। যিনি নাড়ী, জিহ্বা, মুখ, মূত্র এবং কোষ্ঠাদির পরীক্ষা বিশেষরূপ অবগত নহেন, তিনি যম সদৃশ ভয়ানক।

নিরুজীকরণগুণাঃ।

অপ্যেকং নীরুজং কৃত্বা জন্তুং যাদৃশতাদৃশম্।
আয়ুর্ব্বেদপ্রসাদেন কিং ন দত্তং ভবেদ্ভুবি ॥
কপিলাকোটিদানাদ্ধি যৎ ফলং পরিকীর্ত্তিতম্।
ফলং তৎকোটিগুণিতমেকাতুরচিকিৎসয়া ॥
নন্দিপুরাণে—
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং কারণং যতঃ।
তস্মাদারোগ্যদানেন নরো ভবতি সর্ব্বদঃ ॥
অপ্যেকং নীরুজীকৃত্য ব্যাধিতং ভেষজৈর্নরঃ।
প্রয়াতি ব্রহ্মসদনং কুলসপ্তকসংযুতঃ।

যদি আয়ুর্ব্বেদ প্রসাদে কোন ব্যক্তিকে নীরোগ করিয়া প্রাণদান করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে আর কি দান করিতে অবশিষ্ট রহিল। কোটি কপিলা-দানের যে ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, একটী-মাত্র রোগীকে রোগ হইতে মুক্ত করিলে তাহার কোটিগুণ ফল লাভ হয়। নন্দি-

পুরাণে উক্ত আছে—আরোগ্যই, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভের কারণ, অতএব আরোগ্য দান করিলে ভূমণ্ডলের সমস্তই দান করা হয়। একটী-মাত্র রোগীকে আরোগ্যদান করিলে বৈদ্য সপ্তকুলের সহিত ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

চিকিৎসিতশরীরং যো ন নিষ্ক্রীণাতি দুর্ম্মতিঃ।
স যৎ করোতি সুকৃতং তৎ সর্ব্বং ভিষগশ্নুতে ॥

যে দুর্ম্মতি ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিয়া বৈদ্যকে চিকিৎসিত দেহের নিষ্ক্রয় (পারিতোষিকাদি) প্রদান না করে, সে ব্যক্তি যে সমস্ত পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, বৈদ্য তৎসমুদায়ের ফলভাগী হন।

রোগপরিজ্ঞানোপায়াঃ।

দর্শন স্পর্শন প্রশ্নৈর্ব্যাধেজ্ঞানং ত্রিধা মতম্।
দর্শনাম্মূত্রজিহ্বাদ্যৈঃ স্পর্শনান্নাড়িকাদিভিঃ ॥
প্রশ্নেন দূতাদিবচনাদিতি ত্রেধা সমুচ্যতে ॥

দর্শন, স্পর্শ ও প্রশ্ন এই তিন উপায়ে ব্যাধি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, অর্থাৎ মূত্র ও জিহ্বাদির দর্শন, নাড়ী ও ত্বগাদির স্পর্শন এবং রোগীকে ও দূতাদিকে রোগের বিষয় জিজ্ঞাসা, এই তিনপ্রকার রোগ পরিজ্ঞানের উপায়।

চিকিৎসাপ্রকারঃ।

রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক্ পশ্চাজ্ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ ॥

অগ্রে রোগ পরীক্ষা, তৎপরে ঔষধ পরীক্ষা এবং তদনন্তর জ্ঞানপূর্ব্বক চিকিৎসার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

যথা বিষং যথা শস্ত্রং যথাগ্নিরশনির্যথা।
তথৌষধমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমমৃতং যথা ॥

যে ঔষধের গুণ জানা যায় না তাহা বিষ, শস্ত্র ও বজ্র সদৃশ ভয়ানক; কিন্তু পরিজ্ঞাত ঔষধ অমৃত সদৃশ সুফলপ্রদ।

অথ পরিভাষাপ্রকরণম্

মাণপরিভাষা।

ন মানেন বিনা যুক্তির্দ্রব্যাণাং জায়তে কচিৎ।
অতঃ প্রয়োগকার্য্যার্থং মানমত্রোচ্যতে ময়া ॥
ষট্ সর্ষপৈর্যবস্ত্বেকো গুঞ্জৈকা তু যবৈস্ত্রিভিঃ।
মাষস্তু পঞ্চভিঃ ষড়্ভিস্তথা সপ্তভিরষ্টভিঃ ॥
দশভির্দ্বাদশভিশ্চ রক্তিভিঃ ষড়্বিধো মতঃ।
চরকস্য তু মাষস্তু দশগুঞ্জাভিরেব চ ॥
চরকস্য তু চার্দ্ধেন সুশ্রুতস্য তু মাষকঃ।
মাষৈশ্চতুর্ভিঃ শাণঃ স্যাদ্ধরণং তন্নিগদ্যতে ॥
টঙ্কঃ স এব কথিতস্তদ্দ্বয়ং কোল উচ্যতে ॥
ক্ষুদ্রকো বটকশ্চৈব দ্রঙ্ক্ষণঃ স নিগদ্যতে ॥
কোলদ্বয়ঞ্চ কর্ষঃ স্যাৎ স প্রোক্তঃ পাণিমাণিকঃ।
অক্ষঃ পিচুঃ পাণিতলং কিঞ্চিৎপাণিশ্চ তিন্দুকম্ ।
বিড়ালপদকঞ্চৈব তথা ষোড়শিকা মতা ॥
করমধ্যো হংসপদঃ সুবর্ণঃ কবলগ্রহঃ।
উড়ুম্বরশ্চ পর্য্যায়ৈঃ কর্ষ এব নিগদ্যতে ॥
স্যাৎ কর্ষাভ্যামর্দ্ধপলং শুক্তিরষ্টমিকা তথা ॥
শুক্তিভ্যাঞ্চ পলং জ্ঞেয়ং মুষ্টিরাম্রঞ্চতুর্থিকা।
প্রকুঞ্চঃ ষোড়শী বিল্বং পলমেবাত্র কীর্ত্ত্যতে ॥
পলাভ্যাং প্রসৃতির্জ্ঞেয়া প্রসৃতঞ্চ নিগদ্যতে।
প্রসৃতিভ্যামঞ্জলিঃ স্যাৎ কুড়বোঽর্দ্ধশরাবকঃ ॥
অষ্টমানশ্চ স জ্ঞেয়ঃ কুড়বাভ্যাঞ্চ মাণিকা।
শরাবোঽষ্টপলং তদ্বজ্ জ্ঞেয়মত্র বিচক্ষণৈঃ ॥
শরাবাভ্যাং ভবেৎ প্রস্থশ্চতুঃপ্রস্থৈস্তথাঢ়কম্ ॥
ভাজনং কংসপাত্রে চ চতুঃষষ্টিপলঞ্চ তৎ ॥
চতুর্ভিরাঢ়কৈর্দ্রোণঃ কলসো নল্বণোঽর্ম্মণঃ।
উন্মানশ্চ ঘটো রাশির্দ্রোণপর্য্যায়সংজ্ঞিতঃ ॥

দ্রোণাভ্যাং শূর্পকুম্ভৌ চ চতুঃষষ্টিশরাবকঃ।
শূর্পাভ্যাঞ্চ ভবেদ্দ্রোণী বাহো গোণী চ সা স্মৃতা॥
গোণীচতুষ্টয়ং খারী কথিতা সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ।
চতুঃসহস্রপলিকা ষণ্ণবত্যধিকা চ সা॥
পলানাং দ্বিসহস্রঞ্চ ভার একঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তুলা পলশতং জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্রৈবৈষ নিশ্চয়ঃ॥

ঔষধের পরিমাণ উত্তমরূপে অবগত না হইলে ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ করা যায় না। এইনিমিত্ত পারিভাষিক পরিমাণ লিখিত হইতেছে। এতদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। তন্মধ্যে যাহা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এই গ্রন্থের অনুবাদে যেরূপ পরিমাণ লেখা হইয়াছে, এস্থলে তাহাই বলা যাইতেছে।

৬ সর্ষপে এক যব। ৩ যবে ১ গুঞ্জা (কুঁচ বা রতি)। ৫ রতিতে ১ মাষা হয়, কিন্তু কোন মতে ৫, কোন মতে ৬, কোন মতে ৭, কোন মতে ৮ কোন মতে ১০, কোন মতে ১২ রতিতেও মাষা পরিগণিত হইয়া থাকে। চরকের মতে ১০ রতিতে, সুশ্রুতের মতে ৫ রতিতে মাষা। কিন্তু এক্ষণে ১২ রতি অর্থাৎ ৵০ আনায় মাষা ধরা যায়। ৪ মাষায় ১ শাণ। শাণকে ধরণ ও টঙ্ক কহে। ২ শাণে ১ কোল (১ তোলা) কোলের অপর নাম ক্ষুদ্রক, বটক ও দ্রঙ্ক্ষণ। ২ কোলে ১ কর্ষ, কর্ষের নামান্তর পাণিমাণিক, অক্ষ, পিচু, পাণিতল, কিঞ্চিৎ, পাণি, তিন্দুক, বিড়ালপদক, ষোড়শিকা, করমধ্য, হংসপদ, সুবর্ণ, কবড়গ্রহ ও উড়ুম্বর। ২ কর্ষে অর্দ্ধপল, অর্দ্ধপলকে শুক্তি ও অষ্টমিকা কহে। ২ শুক্তিতে ১ পল, পলের পর্য্যায়—মুষ্টি, চতুর্থিকা, প্রকুঞ্চ, ষোড়শী ও বিল্ব। ২ পলে ১ প্রসৃতি বা প্রসৃত। ২ প্রসৃতিতে ১ অঞ্জলি, অঞ্জলির পর্য্যায়—কুড়ব, অর্দ্ধশরাব ও অষ্টমান। ২ কুড়বে ১ মাণিকা অর্থাৎ ১ শরাব বা অষ্টপল। ২ শরাবে ১ প্রস্থ, ৪ প্রস্থে এক আঢ়ক, ইহার অন্য নাম ভাজন, কংস, পাত্র অর্থাৎ চতুঃষষ্টিপল। ৪ আঢ়কে ১ দ্রোণ, দ্রোণের পর্য্যায়—কলস, নল্বণ, অর্ম্মণ, উন্মান, ঘট ও রাশি। ২ দ্রোণে ১ শূর্প বা কুম্ভ অর্থাৎ চতুঃষষ্টি শরাব। ২ শূর্পে দ্রোণী বা বাহ বা গোণী হয়। ৪ গোণিতে ১ খারী বা ৪০৯৬ পল। ২০০০ পলে ১ ভার। ১০০ পলে ১ তুলা হয়।

(পরিমাণের সংক্ষেপ কথন)

৬ সর্ষপ	···	১ যব।
৩ যব (৪ ধান্য)		১ গুঞ্জা, কুঁচ বা রতি।
৮ রতিতে	···	১ মাষা হয়।
১২ রতি	···	১ মাষা বা ৵০ আনা।*
৩ মাষায়	···	।০ চারি আনা।
১২ মাষায়	···	১ তোলা।
৪ মাষা	···	১ শাণ বা ॥০ তোলা।
২ শাণ	···	১ কোল বা ১ ঐ

* কাথে অর্থাৎ পাচনে ১০ রতিতে মাষা ধরা হয়। ক্বাথ্য দ্রব্য সমস্তের পরিমাণ এক্ষণকার ২ তোলা হইলে ১২ রতিতে মাষা ধরাই উচিত। ৮ খানি দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিতে হইলে প্রত্যেকের পরিমাণ এক্ষণকার ।০ আনা, কারণ ৬ কুঁচ বা রতির ন্যূনে ⁄০ আনা হয় না।

২ তোলা ···	১ কর্ষ।	
২ কর্ষ বা ৪ তোলা ···	১ শুক্তি।	
২ শুক্তি বা ৮ তোলা ···	১ পল।	
২ পল ···	১ প্রসৃতি বা ১৬ তোলা।	
২ প্রসৃতি	১ কুড়ব বা ৩২তোলা বা /॥০সের	
২ কুড়ব	১ শরাব বা ৬৪ ঐ	বা /১ ঐ
২ শরাব ···	১ প্রস্থ	বা /২ ঐ
৪ প্রস্থ ···	১ আঢ়ক	বা /৮ ঐ
৪ আঢ়ক ···	১ দ্রোণ	বা ৸২ ঐ
২ দ্রোণ ···	১ কুম্ভ	বা ১॥৪ ঐ
২ কুম্ভ ···	১ গোণী	বা ৩/৮ ঐ
৪ গোণী ···	১ খারী	বা ১২৸২ ঐ
১০০পল ···	১ তুলা	বা ।১২॥০ ঐ
২০০০পল ···	১ ভার	বা ৬।০ ঐ

দ্রবার্দ্রশুষ্কাণাং মানভেদঃ।

গুঞ্জাদিমানমারভ্য যাবৎ স্যাৎ কুড়বস্থিতিঃ।
দ্রবার্দ্রশুষ্কদ্রব্যাণাং তাবন্মানং সমং মতম্॥
প্রস্থাদি মানমারভ্য দ্বিগুণং তদ্ দ্রবার্দ্রয়োঃ।
মানং তথা তুলায়াস্তু দ্বিগুণং ন ক্বচিৎ স্মৃতম্॥

অন্যচ্চ।

কুড়বে মাণিকায়াঞ্চ তুলামানে তথৈব চ।
পলোল্লেখাগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেষ্যতে॥

অন্যচ্চ।

কুড়বেঽপি ক্বচিদ্ দ্বিত্বং যথা দন্তীঘৃতে স্মৃতম্।
সর্পিঃ গুড় জল ক্ষৌদ্র তৈল ক্ষীরাসবাদিষু।
অষ্টৌ পলানি কুড়বো নারিকেলে তথৈব চ।
অনিত্যা পরিভাষেয়ং যথাদর্শনমুচ্যতে॥

উল্লিখিত পরিমাণবাচক শব্দ সমস্ত দ্রব, আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্যে একরূপ অর্থে প্রয়োগ হয় না। প্রস্থ হইতে পরিমাণবাচক শব্দ দ্রব ও আর্দ্র দ্রব্যে প্রকৃত পরিমাণের দ্বিগুণ হইয়া থাকে। যথা দেবদারু ১ প্রস্থ বলিলে ২ সের বুঝায়, কিন্তু তৈল ১ প্রস্থ বলিলে ৪ সের হইবে, কারণ তৈল দ্রব পদার্থ; দ্রবপদার্থের ন্যায় আর্দ্র দ্রব্যেরও ঐরূপ পরিমাণ হইবে। তবে প্রস্থ অপেক্ষা অল্প অর্থাৎ গুঞ্জা হইতে কুড়ব পর্য্যন্তের পরিমাণ স্থলে দ্রব্যভেদে অর্থভেদ হয় না। দ্রব, আর্দ্র ও শুষ্ক সর্ব্বত্রই এক পরিমাণ। যথা, ১ মাষা ঘৃত ও ১ মাষা পিঁপুলচূর্ণ উভয়ই সমান অর্থাৎ উভয়েরই পরিমাণ ১২ রতি বা ৶০ আনা। প্রস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া পরিমাণবাচক শব্দ সমস্ত দ্রব ও আর্দ্র দ্রব্য পক্ষে দ্বৈগুণ্যার্থে ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু শাস্ত্রান্তরে উক্ত আছে—যেস্থলে কুড়ব, মাণিকা, তুলা বা পলশব্দ প্রয়োগ করিয়া দ্রব্যের পরিমাণ উল্লেখ করা যায়, তথায় দ্বৈগুণ্যার্থ বুঝাইবে না। যথা, ১ তুলা ঘৃত বলিলে ১২॥০ সের বুঝাইবে এবং ১ তুলা দেবদারু বলিলেও ১২।০ সের হইবে। ঐরূপ ১৬ পল তৈল ও ১৬ পল পিপ্পলী এই উভয়ই সমান কিন্তু কুড়ব শব্দ, দ্রব ও আর্দ্র পক্ষে কদাচিৎ দ্বৈগুণ্যার্থে প্রযুক্ত হয়। যেমন দন্তীঘৃতে দ্বিগুণ লওয়া গিয়া থাকে। ঘৃত, চিনি, জল, মধু, তৈল, দুগ্ধ, আসব ও নারিকেল প্রভৃতিতে কুড়বশব্দ প্রযুক্ত হইলে ৮ পল অর্থাৎ ১ সের পরিমাণ বুঝায়, কিন্তু এই পরিভাষা নিত্য নহে।

শুষ্কদ্রব্যেষু যা মাত্রা আর্দ্রস্য দ্বিগুণা হি সা।
শুষ্কস্য গুরুতীক্ষ্ণত্বাত্তস্মাদর্দ্ধং প্রযোজয়েৎ॥

শুষ্ক দ্রব্যের অভাবে যদি আর্দ্র দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে দ্বিগুণ পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে। মনে কর ৫টী দ্রব্যে কোন একটী ঔষধ প্রস্তুত হয়, ঐ পাঁচটীর মধ্যে একটীর দ্রব্য শুষ্ক পাওয়া গেল না বলিয়া আর্দ্রই দিতে হইতেছে, সেরূপস্থলে ঐ দ্রব্যটীর পরিমাণ গ্রন্থে যত লিখিত আছে, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ দিতে হইবে। অতএব শুষ্কের পরিমাণ, আর্দ্র পরিমাণের অর্দ্ধেক। কারণ দ্রব্য শুষ্ক হইলে জলীয় অংশের অভাব বশতঃ উহা তীক্ষ্ণবীর্য্য ও গুরু হয়।

অস্যাপবাদঃ।

বাসানিম্বপটোলকেতকিবলা কুষ্মাণ্ডকেন্দীবরী
বর্ষাভূ কুটজাশ্বগন্ধ সহিতাস্তাঃ পূতিগন্ধামৃতাঃ।
মাংসং নাগবলা সহাচর পুরোহিঙ্গ্বার্দ্রকে নিত্যশো
গ্রাহ্যাস্তৎক্ষণমেব ন দ্বিগুণিতা যে চেক্ষুজাতা ঘনাঃ॥

আর্দ্র দ্রব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্য সমস্ত দ্বিগুণ পরিমাণে গৃহীত হয় না। যথা বাসক, নিম, পটোল, কেতকী, বেড়েলা, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, পুনর্নবা, কুড়চী, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলিয়া, গুলঞ্চ, মাংস, গোরক্ষচাকুলে, ঝাঁটি, গুগ্গুলু, হিঙ্গু, আদা ও ইক্ষুজাত ঘন বস্তু অর্থাৎ গুড়াদি। ইহারা কাঁচা অবস্থাতেই গ্রহণীয়, অথচ ইহাদের পরিমাণের দ্বৈগুণ্য হয় না।

অথ গণাঃ।

ত্রিফলা।

পথ্যা বিভীতকং ধাত্রী মহতী ত্রিফলা মতা।
স্বল্পা কাশ্মর্য্য খর্জ্জুর পরূষকফলৈর্ভবেৎ॥

হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী এই তিন দ্রব্য মিলিত হইলে মহাত্রিফলা কহে। তদ্রূপ গাম্ভারী, খর্জ্জুর ও পরুষ-ফলকে (ফল্‌সাকে) স্বল্পত্রিফলা বলা যায়। এই গ্রন্থের অনুবাদে যে যে স্থলে ত্রিফলা শব্দ লিখিত হইয়াছে, তথায় হরীতকী, বহেড়া ও আমলা এই তিন দ্রব্যের সমান ভাগের একত্রীভাবই বুঝিতে হইবে।

ত্রিমদঃ।

মুস্তং বিড়ঙ্গং চিত্রঞ্চ ত্রিমদঃ সমুদাহৃতঃ॥

মুতা, বিড়ঙ্গ ও চিতামূল এই তিন দ্রব্য সমান পরিমাণে মিশ্রিত হইলে ত্রিমদ শব্দে উক্ত হয়।

ত্র্যূষণ-চতুরূষণ-পঞ্চোষণ-ষড়ূষণানি।

পিপ্পলী মরিচং শুণ্ঠী ত্রয়মেতদ্‌বিমিশ্রিতম্।
ত্রিকটু ত্র্যূষণং ব্যোষং কটুত্রিকমথোচ্যতে॥
গ্রন্থিকানল চব্যৈস্তু চতুঃ পঞ্চ ষড়ূষণম্।
চবিকা চিত্রকো নাগপিপ্পলী ত্র্যূষণং মতম্॥

পিপ্পলী, মরিচ ও শুণ্ঠী এই তিনটী দ্রব্য ত্রিকটু, ত্র্যূষণ, ব্যোষ বা কটুত্রিক কহে। ত্রিকটুর সহিত পিঁপুলমূল সংযুক্ত হইলে তাহাকে চতুরূষণ ও চতুরূষণের সহিত চিতামূল সংযুক্ত হইলে তাহাকে

পঞ্চোষণ এবং পঞ্চোষণের সহিত চঁই সংযুক্ত হইলে তাহাকে ষড়ূষণ বলা যায়। চঁই, চিতামূল ও গজপিপ্পলী ইহাদিগকেও ত্র্যূষণ বলা যায়।

ঔষধের ফর্দ্দে হরীতকী, আমলকী, বহেড়া কিংবা শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ ইত্যাদি লিখিত থাকিলে যেরূপ অর্থ, অর্থাৎ হরীতকী বা শুঁঠ প্রভৃতি যত ভাগ বুঝায়, ত্রিফলা বা ত্রিকটু প্রভৃতি শব্দ লিখিত থাকিলেও সেইরূপ অর্থ অর্থাৎ হরীতকী প্রভৃতির ততভাগ বুঝিতে হইবে। যথা, কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেকের সমভাগ এইরূপ লিখিত থাকিলে কট্‌ফল ১ ভাগ, কুড় ১ ভাগ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ১ ভাগ, মিলিত ত্রিকটু ১ ভাগ, দুরালভা ১ ভাগ ও কৃষ্ণজীরা ১ ভাগ এইরূপ অর্থ না হইয়া কট্‌ফল ১ ভাগ, কুড় ১ ভাগ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ১ ভাগ, শুঁঠ ১ ভাগ, পিঁপুল ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, দুরালভা ১ ভাগ ও কৃষ্ণজীরা ১ ভাগ বুঝিতে হইবে। ব্যভিচারস্থলে অনুবাদে বিশেষ করিয়া লেখা হইয়াছে।

ত্রিজাতং চাতুর্জাতং ত্রিসুগন্ধি চ।

চাতুর্জাতং সমাখ্যাতং ত্বগেলা পত্রকেশরৈঃ।
তদেব ত্রিসুগন্ধি স্যাৎ ত্রিজাতকমকেশরম্॥

দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র এই তিনটীকে ত্রিজাতক ও ত্রিসুগন্ধি কহে। ত্রিজাত ও নাগেশ্বর এই চারি দ্রব্যকে অর্থাৎ দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও নাগকেশর এই ৪টীকে চাতুর্জাত কহে।

সর্ব্বগন্ধম্।

চাতুর্জাতক কর্পূর কাক্কোলাগুরু শিহ্লকম্।
লবঙ্গ সহিতঞ্চৈব সর্ব্বগন্ধং বিনির্দ্দিশেৎ॥

চাতুর্জাত, কর্পূর, কাঁকলা, অগুরু, শিলারস ও লবঙ্গ ইহাদিগকে সর্ব্বগন্ধ কহে।

চাতুর্ভদ্রকম্।

নাগরাতিবিষা মুস্তং ত্রয়মেতদ্ বিমিশ্রিতম্।
গুড়ূচীসংযুতং তচ্চ চাতুর্ভদ্রকমুচ্যতে॥

শুঁঠ, আতইচ, মুতা ও গুলঞ্চ এই দ্রব্য চতুষ্টয়ের নাম চাতুর্ভদ্রক।

পঞ্চকোলং (পঞ্চোষণং)।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূল চব্য চিত্রক নাগরম্।
পঞ্চকোলমিদং প্রাহুঃ পঞ্চোষণমথাপরে॥

ভাবমিশ্রেণোক্তম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূল চব্য চিত্রক নাগরম্।
পঞ্চভিঃ কোলমাত্রং যৎ পঞ্চকোলং তদুচ্যতে॥

পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চঁই, চিতামূল ও শুঁঠ এই পাঁচ দ্রব্যকে পঞ্চকোল বা পঞ্চোষণ কহে।

ভাবমিশ্র বলেন, পাঁচন প্রস্তুত করিতে হইলে পিপ্পল্যাদি এই পাঁচ দ্রব্য মিলিত ১ তোলা লইতে হয় বলিয়া ইহার নাম পঞ্চকোল।

ক্ষীরিবৃক্ষাঃ ।

উড়ুম্বরো বটোঽশ্বত্থো বেতসঃ প্লক্ষ এব চ ।
পঞ্চৈতে ক্ষীরিণো বৃক্ষাঃ সংজ্ঞায়াং সমুদাহৃতাঃ ॥

যজ্ঞডুমুর, বট, অশ্বত্থ, বেতস ও পাকুড় এই পাঁচটী ক্ষীরিবৃক্ষ।

চতুরম্লং পঞ্চাম্লঞ্চ ।

কোল দাড়িম বৃক্ষাম্লৈরম্লবেতসসংযুতৈঃ ।
চতুরম্লন্তু পঞ্চাম্লং মাতুলুঙ্গসমন্বিতম্ ॥

কুল, দাড়িম, বৃক্ষাম্ল ও অম্লবেতস এই চারিটীকে চতুরম্ল ও ইহার সহিত টাবালেবু সংযুক্ত হইলে তাহাকে পঞ্চাম্ল কহে।

পঞ্চগব্যম্ ।

পঞ্চগব্যং দধি ক্ষীর ঘৃত গোমূত্র গোময়ৈঃ ॥

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোমূত্র ও গোময় এই পাঁচটী গব্যদ্রব্যকে পঞ্চগব্য কহে।

লবণবর্গঃ ।

সিন্ধু সৌবর্চলঞ্চৈব বিড়ং সামুদ্রমৌদ্ভিদম্ ।
এক দ্বি ত্রি চতুঃ পঞ্চ লবণানি ক্রমাদিহ ॥

এক লবণ বলিলে সৈন্ধব, দ্বিলবণ বলিলে সৈন্ধব ও সচল, ত্রিলবণ বলিলে সৈন্ধব, সচল ও বিট্, চতুর্লবণ বলিলে সৈন্ধব, সচল, বিট্ ও সামুদ্র এবং পঞ্চলবণ বলিলে সৈন্ধব, সচল, বিট্, সামুদ্র ও ঔদ্ভিদ এই পাঁচটী লবণ বুঝায়।

পঞ্চমূলং দশমূলঞ্চ ।

বিল্বশ্যোণাক গাম্ভারী পাটলা গণিকারিকাঃ ।
এতন্মহৎ পঞ্চমূলং সংজ্ঞয়া সমুদাহৃতম্ ॥
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরম্ ।
কনীয়ঃ পঞ্চমূলং স্যাদুভয়ং দশমূলকম্ ॥

বিল্ব, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী এই পাঁচটী বৃক্ষের মূলকে মহৎ পঞ্চমূল এবং শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের মূলকে লঘু পঞ্চমূল কহে। পঞ্চমূলদ্বয় মিলিত হইলে তাহাকে দশমূল কহা যায়।

তৃণপঞ্চমূলম্ ।

কুশঃ কাশঃ শরো দর্ভ ইক্ষুশ্চৈব তৃণোদ্ভবম্ ।
পঞ্চতৃণমিদং খ্যাতং তৃণজং পঞ্চমূলকম্ ॥

কুশ, কাশ, শর, বেণা ও কৃষ্ণেক্ষু ইহাদিগকে পঞ্চতৃণ ও ইহাদের মূলকে তৃণপঞ্চমূল কহে। বেণার পরিবর্ত্তে উলুর মূলও ব্যবহৃত হয়।

জীবনীয়ো গণঃ। (মধুরগণঃ)

জীবকর্ষভকৌ মেদে কাকোল্যৌ মধুকং তথা ।
মাষপর্ণী মুদ্গপর্ণী জীবন্তী মধুরো গণঃ ॥

জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকলী, যষ্টিমধু, মাষাণী, মুগানী ও জীবন্তী ইহাদিগকে জীবনীয়গণ বা মধুরগণ বলে।

অষ্টবর্গঃ।

মেদে মহামেদে চাপি কাকোল্যৌ জীবকর্ষভকৌ তথা।
ঋদ্ধি বৃদ্ধিযুতৈঃ সর্ব্বৈরষ্টবর্গ উদাহৃতঃ॥

মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীর-কাঁকলা, জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি এই আটটীকে অষ্টবর্গ কহে।

দ্রব্যপ্রতিনিধিঃ।

কদাচিদ্ দ্রব্যমেকং বা যোগে যত্র ন লভ্যতে।
তত্তদ্গুণযুতং দ্রব্যং পরিবর্ত্তেন গৃহ্যতে॥
মধ্বভাবে গুড়ো জীর্ণঃ শাল্যভাবে চ ষষ্টিকা।
নতং তগরমূলং স্যাদভাবে শিহলীজটা॥
বৃক্ষাম্লং দাড়িমাভাবে সিতায়াঃ খণ্ডমিষ্যতে।
চবিকাগজপিপ্পল্যোঃ পিপ্পলীমূলবৎ স্মৃতৌ॥
সৌরাষ্ট্রমৃদভাবে চ গ্রাহ্যা পঙ্কস্য পর্পটী।
রসাঞ্জনাপরিপ্রাপ্তৌ দার্ব্বীক্বাথঃ প্রশস্যতে॥
লৌহাভাবে তু মণ্ডুরং দার্ব্ব্যভাবে মতা নিশা।
স্বর্ণ রূপ্য যোগস্যাভাবে লৌহং প্রযোজয়েৎ॥
নিত্যং মুঞ্জাতকাভাবে তালমস্তকমিষ্যতে।
বারাহীণামভাবে তু চর্ম্মকারালুকং মতম্॥
অভাবাৎ পৌষ্করে মূলে কুষ্ঠং সর্ব্বত্র গৃহ্যতে।
সামুদ্রং সৈন্ধবাভাবে বিড়ং বা গৃহ্যতে বুধৈঃ॥
কুস্তুম্বুরু ন বিদ্যেত যত্র তত্র চ ধান্যকম্।
পুষ্পাভাবে ফলগ্রাহ্যং বিড়্ভেদে বিল্বজং ফলম্॥
ভল্লাতকাসহত্বে তু রক্তচন্দনমিষ্যতে।
সিদ্ধার্থকস্য চাভাবে সামান্যঃ সর্ষপো মতঃ॥
মেদাভাবেঽশ্বগন্ধা স্যাৎ মহামেদে তু সারিবা।
জীবকর্ষভকাভাবে গুড়ূচী বংশলোচনা॥
ঋদ্ধ্যভাবে বলা গ্রাহ্যা বৃদ্ধ্যভাবে মহাবলা।
কাকোলীযুগলাভাবে নিক্ষিপেচ্চ শতাবরীম্॥
যত্র যদ্দ্রব্যমপ্রাপ্তং ভেষজে পরপূর্ব্বতঃ।
গ্রাহ্যং তদ্গুণসাম্যাত্তু ন তত্র ক্বাপি দূষণম্॥

ভৈষজ্যপ্রয়োগে কোন দ্রব্যের অপ্রাপ্তি হইলে তাহার পরিবর্ত্তে তদ্-গুণবিশিষ্ট অপর দ্রব্য গ্রহণীয়। মধুর অভাবে পুরাতন গুড়, শালিধান্যের অভাবে আউশ ধান্য, তগরপাদুকার অভাবে শিহলীচোপ, দাড়িমের অভাবে বৃক্ষাম্ল, চিনির অভাবে খাঁড়, চৈ ও গজপিপ্পলীর অভাবে পিপ্পলীমূল, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকার অভাবে পঙ্কপর্পটী, রসাঞ্জনের অভাবে রসোত বা দারু-হরিদ্রার ক্বাথ, লৌহের অভাবে মণ্ডুর, দারুহরিদ্রার অভাবে হরিদ্রা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাবে লৌহ, মুঞ্জাতকের অভাবে তালের মাতি, বারাহীকন্দের অভাবে চুবড়িআলু, পুষ্করমূলের অভাবে কুড়, সৈন্ধবলবণের অভাবে সামুদ্র বা বিট্, কুস্তুম্বুরুর অভাবে ধন্যা, পুষ্পের অভাবে কচি ফল, উদরাময়রোগে বিল্বের ফল, ভেলা অসহ্য হইলে রক্ত-চন্দন, শ্বেতসর্ষপের অভাবে সামান্য সর্ষপ, মেদের অভাবে অশ্বগন্ধা, (মতা-ন্তরে গুড়ূচী), মহামেদের পরিবর্ত্তে অনন্তমূল (মতান্তরে বিদারিকা), জীবকের অভাবে গুলঞ্চ, ঋষভকের পরিবর্ত্তে বংশলোচন (মতান্তরে ভূমি-কুষ্মাণ্ড), ঋদ্ধির পরিবর্ত্তে বেড়েলা, বৃদ্ধির অভাবে গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর অভাবে শতমূলী গ্রাহ্য। কোন ঔষধের ফর্দ্দের দ্রব্য-সমূহের মধ্যে কোন দ্রব্যের অভাব হইলে তাহার তুল্য গুণবিশিষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী কোন একটী দ্রব্য সংযোগ করিবে, ইহাতে ঔষধের কিছুমাত্র গুণের ব্যতিক্রম হইবে না।

ভেষজগ্রহণসাঙ্কেতঃ ।

উক্তে চন্দনশব্দে তু গৃহ্যতে রক্তচন্দনম্ ।
লবণে সৈন্ধবং বিদ্যাৎ মূত্রে গোমূত্রমুচ্যতে ॥
শকৃদ্রস পয়ঃ সর্পিঃ প্রয়োগে গব্যমিষ্যতে ।
বিশেষো যত্র নোক্তঃ স্যাদেবং তত্র বিধিঃ স্মৃতঃ ॥

যেস্থলে বিশেষ উল্লেখ না থাকে, তথায় চন্দন শব্দে রক্তচন্দন, লবণ শব্দে সৈন্ধবলবণ এবং মূত্রশব্দে গোমূত্র, শকৃৎরসশব্দে গোময়রস, দুগ্ধশব্দে গোদুগ্ধ ও ঘৃতশব্দে গব্যঘৃত, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

সারঃ স্যাৎ খদিরাদীনাং নিম্বাদীনাং ত্বচস্তথা ।
ফলন্তু দাড়িমাদীনাং পটোলাদেশ্ছদস্তথা ॥
ফলপ্রধানবৃক্ষাণাং ফলং সর্ব্বত্র গৃহ্যতে ।
রক্তচিত্রকমূলন্তু সর্ব্বত্রৈব প্রয়োজয়েৎ ॥
মাংসলত্বাৎ সুতীক্ষ্ণত্বাদভাবাদন্যচিত্রকম্ ।
মহান্তি যানি মূলানি কাষ্ঠগর্ভাণি যানি চ ॥
তেষান্তু বল্কলং গ্রাহ্যং হ্রস্বমূলানি কৃৎস্নশঃ ।
অঙ্গেঽনুক্তে জটা গ্রাহ্যা ভাগেঽনুক্তেঽখিলং সমং ॥
পাত্রেঽনুক্তে মৃদঃ পাত্রং কালেঽনুক্তে ত্বহর্মুখম্ ।
দ্রবেঽনুক্তে জলং দেয়মেষ সর্ব্বত্র নিশ্চয়ঃ ॥
দ্রব্যাণ্যভিনবান্যেব প্রশস্তানি ক্রিয়াবিধৌ ।
ঋতে গুড় ঘৃত ক্ষৌদ্র ধান্য কৃষ্ণা বিড়ঙ্গকৈঃ ॥

খদিরাদিবৃক্ষের সার, নিম্বাদির ত্বক্, দাড়িমাদিবৃক্ষের ফল এবং পটোলাদির পত্র গ্রহণীয়। ফলপ্রধান বৃক্ষের ফলই গ্রাহ্য। চিত্রক শব্দে লালচিতার মূল বুঝিতে হইবে, তদভাবে অন্য চিতার মূলও ব্যবহার করা যাইতে পারে। যে সকল মূল বৃহৎ এবং যাহাদের ভিতরে কাষ্ঠ জন্মিয়াছে, সেই সকল মূলের ছাল লইবে। সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্রমূল সকলের সমস্ত অংশই গ্রহণীয়। কোন উদ্ভিদের মূল, পত্র বা ফল ইত্যাদি অঙ্গবিশেষ উক্ত না থাকিলে মূলই বুঝিতে হইবে। দ্রব্যাদির ভাগ ও পরিমাণ অনুক্ত থাকিলে সমান ভাগ ও সমান পরিমাণ গ্রাহ্য। ঔষধ সেবনাদির কাল উক্ত না থাকিলে প্রাতঃকাল, দ্রব অর্থাৎ তরলবস্তু অনুক্ত থাকিলে জল এবং পাত্রের অনুক্তিতে মৃৎপাত্র বুঝিতে হইবে। গুড়, ঘৃত, মধু, ধান্য, পিপ্পলী ও বিড়ঙ্গ এই সমস্ত দ্রব্য পুরাতন হইলেই উপকারক হয়। অন্যান্য দ্রব্য নূতনই প্রশস্ত।

ভাবনাবিধিঃ ।

দিবা দিবাতপে শুষ্কং রাত্রৌ রাত্রৌ নিবাসয়েৎ ।
শুষ্কং চূর্ণীকৃতং দ্রব্যং সপ্তাহং ভাবনাবিধিঃ ॥
দ্রবেণ যাবতা দ্রব্যমেকীভূয়ার্দ্রতাং ব্রজেৎ ।
দ্রবপ্রমাণং নির্দ্দিষ্টং ভিষগ্‌ভির্ভাবনাবিধৌ ॥
ভাব্যদ্রব্যসমং ক্বাথ্যং ক্বাথ্যাদষ্টগুণং জলম্ ।
অষ্টাংশশেষিতঃ ক্বাথো ভাব্যানাং তেন ভাবনা ॥

ভাবনা শব্দের অর্থ এই, শুষ্কচূর্ণ দ্রব্য কোন দ্রব পদার্থে সিক্ত করিয়া দিবসে রৌদ্রে রাখিয়া শুষ্ক করা ও রাত্রিতে শিশিরে রাখা, বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে ৭ দিন এইরূপ করিতে হয়। যে পরিমিত দ্রবে ভাব্য দ্রব্য একীভূত হইয়া আর্দ্র হয়, তাবৎ পরিমিত দ্রবে ভাবনা দিতে হয়। কোন দ্রব্যের ক্বাথে ভাবনা দিতে হইলে ভাব্য দ্রব্যের সমান ক্বাথ্য দ্রব্য লইয়া (ক্বাথ্য দ্রব্যের) অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া আট ভাগের

এক ভাগ থাকিতে নামাইবে, ঐ জল ছাঁকিয়া লইয়া তদ্দ্বারা ভাবনা দিবে।

(এই গ্রন্থের অনুবাদে যে সমস্ত স্থলে বিষশব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তথায় শোধিত শৃঙ্গীবিষ অর্থাৎ মিঠাবিষ গ্রহণ করিতে হইবে। যে যে স্থলে রস (পারদ) ও গন্ধক উল্লিখিত হইয়াছে, উহারা উভয়ই শোধিত এবং উহা একত্রে মাড়িয়া উত্তমরূপ কজ্জলী করিয়া ঔষধে দিতে হইবে। লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ ও তাম্র প্রভৃতি সমস্ত ধাতু জারিত ও যথাবিধি শোধিত হওয়া আবশ্যক। মুক্তা, শঙ্খ, কড়ি ও শুক্তি (ঝিনুক) প্রভৃতির ভস্মই গ্রাহ্য এবং অপর তৎসমুদয় শোধিত ও সংস্কৃত হওয়া আবশ্যক।)

এই গ্রন্থে পরিভাষা সম্বন্ধে কয়েকটী বিশেষ বিশেষ বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইল। আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞানে সমুদায় বিষয় সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

ইতি পরিভাষাপ্রকরণম্।

অথ জ্বরচিকিৎসা।

জ্বরস্য পূর্ব্বরূপে বিধিঃ।

পূর্ব্বরূপে প্রযুঞ্জীত জ্বরঘ্নং লঘু ভোজনম্।
লঙ্ঘনঞ্চ যথাদোষং বিশেষং বাতিকে পুনঃ॥
পায়য়েৎ সর্পিরেবাচ্ছং পৈত্তিকে তু বিরেচনম্।
মৃদু প্রচ্ছর্দ্দনং তদ্বৎ কফজে তু বিধীয়তে॥
দ্বন্দ্বজেষু দ্বয়ং কুর্য্যাদ্ বুদ্ধ্বা সর্ব্বন্তু সর্ব্বজে॥

জ্বরের উপক্রমে দোষের স্বল্পতা বা প্রাবল্য অনুসারে লঘু ভোজন কিংবা উপবাস অথবা বিরেচন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বাতিকজ্বরের পূর্ব্বরূপে বিশুদ্ধ ঘৃতপান, পৈত্তিকজ্বরের পূর্ব্বরূপে বিরেচন এবং কফজ্বরের পূর্ব্বরূপে মৃদু বমন করাইবে। দ্বন্দ্বজ অর্থাৎ বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বরে উভয়বিধ ক্রিয়া এবং ত্রিদোষজ অর্থাৎ সান্নিপাতিক জ্বরে বিবেচনা করিয়া উক্ত ত্রিবিধ ক্রিয়া করিবে।

নবজ্বরে নিষিদ্ধানি।

নবজ্বরে দিবাস্বপ্ন স্নানাভ্যঙ্গান্ন মৈথুনম্।
ক্রোধ প্রবাত ব্যায়াম কষায়াংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

নবজ্বরে দিবানিদ্রা, স্নান, তৈলাদি-মর্দ্দন, গুরুপাকদ্রব্য ভোজন, মৈথুন, ক্রোধ, অধিক বায়ুসেবন, শ্রমজনক কর্ম্ম এবং কষায় অর্থাৎ পাঁচন সেবন করিবে না।

নবজ্বরে কষায়পানে দোষাঃ।

কষায়ং যঃ প্রযুঞ্জীত নরাণাং তরুণজ্বরে।
স সুপ্তং কৃষ্ণসর্পন্তু করাগ্রেণ পরামৃশেৎ॥
ন কষায়ং প্রযুঞ্জীত নরাণাং তরুণজ্বরে॥
কষায়েণাকুলীভূতা দোষা জ্বেতু দুস্তরাঃ॥

হস্তদ্বারা কৃষ্ণসর্পকে স্পর্শ করিলে যেরূপ বিপদ ঘটে, নবজ্বরে কষায় অর্থাৎ পাঁচন সেবন করাইলে সেইরূপ বিপদ ঘটিতে পারে। অতএব নবজ্বরে পাঁচন কদাচ সেবন করাইবে না। করিলে দোষ সকল বর্দ্ধিত হইয়া রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে।

কষায়-ফাণ্টয়োর্লক্ষণম্ ।

চতুর্ভাগাবশিষ্টস্তু যঃ ষোড়শগুণাম্ভসা ।
স কষায়ঃ কষায়ঃ স্যাৎ স বর্জ্জ্যস্তরুণজ্বরে ॥
ফাণ্টাদীনাং প্রয়োগস্তু ন নিষিদ্ধঃ কদাচন ॥

ক্বাথ্য দ্রব্য ষোলগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিলে, উহাকে কষায় বলে। ঐ কষায় তরুণজ্বরে নিষিদ্ধ, কিন্তু ফাণ্টাদির প্রয়োগ কোন অবস্থাতেই নিষিদ্ধ নহে। এক পল অর্থাৎ ৮ তোলা দ্রব্য কুটিয়া মাটীর বা প্রস্তরের পাত্রে রাখিয়া তাহাতে উষ্ণজল আধসের দিয়া কিছুক্ষণ পরে ছাঁকিয়া লইলে তাহাকে ফাণ্ট বলে।

ন দ্বিরদ্যান্ন পূর্ব্বাহ্নে নাভিষ্যন্দি কদাচন ।
ন নক্তং ন গুরুপ্রায়ং ভুঞ্জীত তরুণজ্বরী ॥
পরিষেকান্ প্রদেহাংশ্চ স্নানং সংশোধনানি চ ।
দিবাস্বপ্নং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং শিশিরং জলম্ ॥
ক্রোধ প্রবাত ভোজ্যানি বর্জ্জয়েত্তরুণজ্বরী ।

দ্বিভোজন, অর্থাৎ দিবা ও রাত্রিতে ভোজন, শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকারক এবং গুরুপাক দ্রব্য ভোজন তরুণজ্বরে কর্ত্তব্য নহে। জলাভিষেক, গাত্রে চন্দনাদি প্রলেপ ও তৈলাভ্যঙ্গ, স্নান, সংশোধন অর্থাৎ বমন, বিরেচন, বস্তি, শিরোবিরেচনরূপ সম্যক্ শোধন, দিবানিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম, শীতলজল, ক্রোধ, অধিক বায়ু-সেবন ও ভোজন পরিবর্জ্জন করিবে।

বর্জ্জনীয়সেবনে দোষাঃ ।

শোষ ছর্দ্দি মদং মূর্চ্ছা ভ্রম তৃষ্ণারোচকান্ ।
প্রাপ্নোত্যুপদ্রবানেতান্ পরিষেকাদিসেবনাৎ ॥

উল্লিখিত নিষিদ্ধ ক্রিয়া পরিত্যাগ না করিলে মুখশোষ, বমি, মত্ততা, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়।

জ্বরবিশেষে লঙ্ঘননিষেধঃ ।

জ্বরে লঙ্ঘনমেবাদাবুপদিষ্টমৃতে জ্বরাৎ ।
ক্ষয়ানিল ভয় ক্রোধ কাম শোক শ্রমোদ্ভবাৎ ॥

ক্ষয়জ্বর, বাতিক জ্বর এবং ভয়, ক্রোধ, কাম, শোক ও শ্রম হইতে উৎপন্ন জ্বর ভিন্ন অন্য সকল জ্বরে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য।

লঙ্ঘনস্যাবশ্যকতা ।

আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামো মার্গান্ পিধাপয়ন্ ।
বিদধাতি জ্বরং দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ ॥
অনবস্থিতদোষাগ্নের্লঙ্ঘনং দোষপাচনম্ ।
জ্বরঘ্নং দীপনং কাঙ্ক্ষা রুচিলাঘবকারকম্ ॥
প্রাণাবিরোধিনা চৈনং লঙ্ঘনেনোপপাদয়েৎ ।
বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রমঃ ॥

আমাশয়স্থ দোষ, স্বকীয় প্রকোপক কারণে কুপিত হইয়া আম অর্থাৎ অপক্ব রসযুক্ত হয়, ঐ সামদোষ, অগ্নিকে নষ্ট করিয়া রসপথকে আচ্ছাদন করতঃ সদ্য জ্বর আনয়ন করে, তন্নিমিত্ত জ্বরী লঙ্ঘন করিবে। যে ব্যক্তির বাতাদি দোষ ও অগ্নি, স্বস্থানে ও স্বমানে সাম্যাবস্থায় অবস্থিত না থাকায় জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহার লঙ্ঘন করা বিধেয়। লঙ্ঘন দ্বারা দোষের পরিপাক, জ্বরের শান্তি, অগ্নির দীপ্তি, আহারে অভিলাষ ও রুচি

এবং দেহের লঘুতা হইয়া থাকে। রোগীর বল বিবেচনা করিয়া লঙ্ঘন করাইবে। কারণ আরোগ্য বলাধীন; বললাভ ভিন্ন আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা নাই।

লঙ্ঘনাযোগ্যাঃ।

তত্র মারুতক্ষুত্তৃষ্ণা মুখশোষ ভ্রমান্বিতে।
কার্য্যং ন বালে না বৃদ্ধে ন গর্ভিণ্যাং ন দুর্ব্বলে॥

বাতপ্রধান ধাতু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মুখশোষ ও ক্লান্তিযুক্ত রোগী, বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিকে লঙ্ঘন করাইবে না।

কৃতলঙ্ঘনলক্ষণম্

বাত মূত্র পুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে।
হৃদয়োদ্গার কণ্ঠাস্যশুদ্ধৌ তন্দ্রাক্লমে গতে॥
স্বেদে জাতে রুচৌ চাপি ক্ষুৎপিপাসাসহোদয়ে।
কৃতং লঙ্ঘনমাদেশ্যং নির্ব্যথে চান্তরাত্মনি॥

বায়ুনিঃসরণ, মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ শরীরের লঘুতা, হৃদয়ের ও উদ্গারের শুদ্ধি, কণ্ঠ ও মুখের বিরসতা দূর, তন্দ্রা ও গ্লানির অপগম, ঘর্ম্মাগম, অন্নে রুচি ক্ষুধা, পিপাসা এবং চিত্ত প্রসন্ন হইলে, রোগীকে কৃতলঙ্ঘন জানিয়া আহারাদি ব্যবস্থা করিবে।

অতিলঙ্ঘনে দোষাঃ।

পর্ব্বভেদোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্য চ।
ক্ষুৎপ্রণাশোঽরুচিস্তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ।
মনসঃ সম্ভ্রমোঽভীক্ষ্ণমূর্দ্ধবাতস্তমো হৃদি।
দেহাগ্নিবলহানিশ্চ লঙ্ঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ॥

অতিশয় লঙ্ঘন করিলে এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, যথা পর্ব্বে ভঙ্গবৎ বেদনা, অঙ্গবেদনা, কাস, মুখশোষ, ক্ষুধার নাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, শরীরের দুর্ব্বলতা, কর্ণ ও নেত্রের দুর্ব্বলতা চিত্তের অস্থিরতা, নিরন্তর ঊর্দ্ধগত বায়ুদ্বারা উদ্গারবাহুল্য, অন্ধকারে প্রবেশের ন্যায় বোধ এবং দেহাগ্নি ও বলের হানি হয়। অতএব সহ্যমত লঙ্ঘন করাইবে।

বমনপ্রাশস্ত্যম্।

সদ্যোভুক্তস্য বা জাতে জ্বরে সন্তর্পণোত্থিতে।
বমনং বমনার্হস্য শস্তমিত্যাহ বাগ্ভটঃ॥
কফপ্রধানানুৎক্লিষ্টান্ দোষানামাশয়স্থিতান্।
বুদ্ধ্বা জ্বরকরান্ কালে বম্যানাং বমনৈর্হরেৎ॥
অনুপস্থিতদোষাণাং বমনং তরুণজ্বরে।
হৃদ্রোগং শ্বাসমানাহং মোহঞ্চ কুরুতে ভৃশম্॥

বাগ্ভট কহিয়াছেন যে, প্রচুর আহার বা স্নানাদি করিয়া সেই দিবসে জ্বর হইলে, জ্বরী যদি বমনার্হ হয়, তাহা হইলে তাহাকে অর্থাৎ শিশু, দুর্ব্বল ও গর্ভিণী ভিন্ন অপরকে বমন করাইবে। যদি কফাধিক্য থাকে এবং তজ্জন্য উৎক্লেশ অর্থাৎ বমনভাব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বমনার্হ ব্যক্তিকে বমনকারক ঔষধ সেবন করাইয়া আমাশয়স্থ দোষ সকল নিঃসারিত করিবে। কফাদি দোষ সকল অনুৎক্লিষ্ট থাকিলে যদি বমন করান যায়, তাহা হইলে হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা, শ্বাস, মলমূত্রাদির রোধ এবং মোহ উপস্থিত হয়।

জ্বরবিশেষে শৃতশীতলজলপানব্যবস্থা।

তৃষ্ণাতে সলিলং চোষ্ণং দদ্যাদ্বাতকফজ্বরে।
মদ্যোত্থে পৈত্তিকে বাথ শীতলং তিক্তকৈঃ শৃতম্॥
দীপনং পাচনঞ্চৈব জ্বরঘ্নমুভয়ঞ্চ তৎ।
স্রোতসাং শোধনং বল্যং রুচিস্বেদপ্রদং শিবম্॥

বাতজ্বরে, কফজ্বরে ও বাতকফজ্বরে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য রোগীকে উষ্ণ জল পান করিতে দিবে। মদ্যোত্থ জ্বরে ও পৈত্তিক জ্বরে বক্ষ্যমাণ তিক্ত দ্রব্য সহ জল সিদ্ধ করিয়া ঐ জল শীতল হইলে রোগীকে পান করিতে দিবে। এই উভয়বিধ জল অর্থাৎ উষ্ণজল ও তিক্তক-শৃতশীতল জল অগ্ন্যুদ্দীপক ও পাচক। এতদ্দ্বারা দৈহিক স্রোতঃ সমস্ত বিশোধিত, বল বর্দ্ধিত, অন্নে রুচি ও স্বেদাদি নির্গত হইয়া বিশেষ উপকার হয়।

ষড়ঙ্গপানীয়ম্।

মুস্তপর্পটকোশীরচন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ।
শৃতশীতং জলং দেয়ং পিপাসাজ্বরশান্তয়ে॥

মুতা, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা একত্রে কুটিয়া /৪ সের জলে পাক করিয়া /২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া শীতল হইলে ঐ জল রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে পিপাসাজ্বর নষ্ট হয়।

নবজ্বরে পেয়াদিসেবনবিধিঃ।

মুখ্যভেষজসম্বন্ধো নিষিদ্ধস্তরুণে জ্বরে।
তোয়পেয়াদিসংস্কারে নির্দোষং তেন ভেষজম্॥

কথিত আছে যে, জ্বরে সপ্তাহ অতীত হইলে ঔষধ ব্যবস্থেয়, কিন্তু ষড়ঙ্গাদি পানীয় তাহার মধ্যেই ব্যবস্থা করা হইতেছে, ইহা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হইল? তাহার মীমাংসা উপরি উক্ত শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার মর্ম্ম এই তরুণ জ্বরে মুখ্য ঔষধ অর্থাৎ দশমূলাদির ক্বাথ প্রভৃতি নিষিদ্ধ, কিন্তু মুস্তক প্রভৃতি ঔষধ দ্বারা সংস্কৃত ষড়ঙ্গাদি অপ্রধান তোয় ও পেয়াদি সেবন নিষিদ্ধ নহে।

ষড়ঙ্গাদিসাধনম্।

যদপ্সু শৃতশীতাসু ষড়ঙ্গাদি প্রযুজ্যতে।
কর্ষমাত্রং ততো দ্রব্যং সাধয়েৎ প্রাস্থিকেঽম্ভসি।
অর্দ্ধশৃতং প্রয়োক্তব্যং পানে পেয়াদিসম্বিধৌ।

শৃতশীতল অর্থাৎ সিদ্ধ করিয়া শীতল জল গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ষড়ঙ্গাদি প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই—মুতা, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ এই ছয়টী দ্রব্য সমুদায়ে ২ তোলা পরিমিত লইয়া /২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট করিয়া লইবে, ঐ জল শীতল হইলে পানার্থ ব্যবহার্য্য। এবং ঐ জলে পেয়া প্রস্তুত করিবে।

লাজপেয়াসেবনকালঃ।

লাজপেয়াং সুখজ্বরাং পিপ্পলীনাগরৈঃ শৃতাম্ ॥
পিবেজ্জ্বরী জ্বরহরাং ক্ষুদ্বানল্পাগ্নিরাদিতঃ ॥

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির পরিপাকশক্তি অল্প হইলেও কিঞ্চিৎ ক্ষুধার উদ্রেকেই প্রথমে তাহাকে পিপ্পলী ও শুণ্ঠীর সহিত সিদ্ধ লাজ পেয়া অর্থাৎ খইয়ের মণ্ড পান করিতে দেওয়া যায়। লাজ-পেয়া অনায়াসে জীর্ণ হয়।

রক্তশালিপেয়াসেবনকালঃ।

পেয়াং বা রক্তশালীনাং পার্শ্ববস্তিশিরোরুজি।
শ্বদংষ্ট্রাকণ্টকারীভ্যাং সিদ্ধাং জ্বরহরাং পিবেৎ ॥

পার্শ্বদ্বয়ে, বস্তিদেশে ও মস্তকে বেদনা থাকিলে গোক্ষুর ও কণ্টকারীর সহিত রক্তশালি অর্থাৎ দাউদ্‌খানি চাউলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করাইবে।

পেয়াদিপ্রস্তুতপ্রকারঃ।

ষড়ঙ্গপানিভাবৈব প্রায় পেয়াদিসম্মতা ॥

ষড়ঙ্গপানীয় প্রস্তুত করিবার যে নিয়ম লিখিত হইয়াছে, পেয়াদি প্রস্তুত করিবার প্রণালীও সেইরূপ।

যবাগূলক্ষণম্।

যবাগূমুচিতাদ্ ভক্তাচ্চতুর্ভাগকৃতাং বদেৎ ॥

রোগীর যে পরিমিত তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করা অভ্যাস থাকে, তাহার চতুর্থাংশ তণ্ডুলের যবাগূ প্রস্তুত করিয়া দিবে। ইহাতে তণ্ডুলগুলি অর্দ্ধ চূর্ণ হইলে ভাল হয়।

মণ্ডাদিলক্ষণম্।

সিক্‌থকৈ রহিতো মণ্ডঃ পেয়া সিক্‌থসমন্বিতা।
যবাগূর্বহুসিক্‌থা স্যাদ্ বিলেপী বিরলদ্রবা ॥

যাহা একেবারে সিক্‌থক অর্থাৎ সিটি শূন্য, তাহাকে মণ্ড কহে। অর্থাৎ অন্ন সকল সম্পূর্ণরূপে গলিয়া তরল হইলে তাহাকে মণ্ড বলা যায়। অল্প পরিমাণে সিক্‌থকসংযুক্ত অধিক দ্রবকে পেয়া কহে। দ্রব ভাগ অল্প ও সিক্‌থ অধিক থাকিলে তাহাকে যবাগূ কহে এবং অতি অল্পদ্রব সংযুক্ত অধিক সিক্‌থককে বিলেপী বলে।

অন্নাদিসাধনম্।

অন্নং পঞ্চগুণে সাধ্যং বিলেপী চ চতুর্গুণে।
মণ্ডশ্চতুর্দ্দশগুণে যবাগূঃ ষড়্গুণেঽম্ভসি।
অষ্টাদশগুণে তোয়ে যূষঃ শার্ঙ্গধরোদিতঃ ॥

তণ্ডুলের পরিমাণ যত, তাহার পাঁচগুণ জলে অন্ন পাক করিতে হয়। চারিগুণ জলে বিলেপী, চৌদ্দগুণ জলে মণ্ড ও ছয়গুণ জলে যবাগূ করিবার নিয়ম। শার্ঙ্গধর বলেন—মুদ্গাদির যূষ পাক করিতে হইলে আঠার গুণ জল দিতে হইবে। কোন কোন মতে অন্ন পাকের জলকে অপেক্ষা করিয়া উক্ত চারিগুণ, চৌদ্দগুণ ও ছয়গুণ জল দিয়া বিলেপী আদি পাক করিতে হয় অর্থাৎ তণ্ডুলের পরিমাণ যত, তাহার

পাঁচগুণ জল দিয়া অন্ন পাক করিতে হয়, বিলেপী ৯ গুণ জলে, মণ্ড ১৯ গুণ জলে ও যবাগূ ১১ গুণ জলে পক্তব্য।

জ্বরভেদে পথ্যানি।

শ্রমোপবাসানিলজে হিতো নিত্যং রসৌদনঃ।
মুদ্গযূষৌদনশ্চাপি দেয়ঃ কফসমন্বিতে॥
স এব সিতয়া যুক্তঃ শীতঃ পিত্তজ্বরে হিতঃ।
রক্তশাল্যাদয়ঃ শস্তাঃ পুরাণাঃ ষষ্টিকৈঃ সহ॥
যবাণ্ঢোদনলাজার্থং জ্বরিতানাং জ্বরাপহা।
মুদ্গান্ মসূরাংশ্চণকান্ কুলত্থান্ সমুকুষ্ঠকান্॥
আহারকালে যূষার্থং জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ।
পটোলপত্রং বার্ত্তাকুং কুলকং কারবেল্লকম॥
কর্কোটকং পর্পটকং গোজিহ্বাং বালমূলকম
পত্রং গুড়ুচ্যাঃ শাকার্থে জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ।

পরিশ্রম, উপবাস ও বায়ু জন্য জ্বরে নিত্য মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে। কফজ্বরে মুদ্গযূষের সহিত অন্ন ব্যবস্থেয়। পিত্তজ্বরে উহা শীতল করিয়া চিনির সহিত ভক্ষণ করিতে দিবে। পুরাতন রক্তশালি ও ষষ্টিক প্রভৃতি ধান্য দ্বারা যবাগূ, অন্ন এবং খই প্রস্তুত করিয়া জ্বরিত ব্যক্তিকে আহারার্থ দিবে, কারণ ঐ সকল অন্ন জ্বরঘ্ন। যূষার্থ মুগ, মসূর, ছোলা, কুলত্থ-কলায় ও বনমুগ এই সকল ব্যবহার্য্য। শাকের মধ্যে পল্‌তা, বার্ত্তাকু, পটোল, করলা, কাঁকরোল, ক্ষেতপাপড়া, গোজিয়া শাক, কচিমুলা ও গুলঞ্চশাক ব্যবস্থা করিবে।

জ্বরিতস্যাহারব্যবস্থা।

জ্বরিতোঽহিতমশ্নীয়াদ্ যদ্যপ্যস্যারুচির্ভবেৎ।
অন্নকালে হ্যভুঞ্জানঃ ক্ষীয়তে ম্রিয়তেঽপি বা॥
সাতত্যাৎ স্বাদ্বভাবাদ্বা পথ্যং দ্বেষ্যত্বমাগতম্।
কল্পনাবিধিভিস্তৈস্তৈঃ প্রিয়ত্বং গময়েৎ পুনঃ॥

জ্বরিত ব্যক্তির কুপথ্য ভোজন করা উচিত নহে। কিন্তু অরুচি হইলে কুপথ্যও ভোজন করিতে পারে। কারণ আহারকালে ভোজন না করিলে রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়ে অথবা তাহার মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে। নিরন্তর একরূপ দ্রব্য ভোজন করিলে অথবা স্বাদুরস অর্থাৎ রোগীর অভীষ্ট রস না থাকিলে পথ্যদ্রব্যে অরুচি জন্মে, এরূপ স্থলে পাকশাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে নানাপ্রকারে পাক করিয়া পথ্য দ্রব্যেই রোগীর রুচি উৎপাদন করিবে।

জ্বরিত-জ্বরমুক্তয়োর্ভোজনকালঃ।

জ্বরিতং জ্বরমুক্তং বা দিনান্তে ভোজয়েল্লঘু।
শ্লেষ্মক্ষয়ে বিবৃদ্ধোষ্মা বলবাননলস্তদা॥

জ্বরিত বা জ্বরমুক্ত ব্যক্তিকে অপরাহ্নে (কেহ কেহ বলেন মধ্যাহ্নে) লঘু ভোজন করাইবে, কারণ তৎকালে শ্লেষ্মার ক্ষয় হওয়াতে জঠরাগ্নির উত্তাপ ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

জ্বরিতস্য নিষিদ্ধানি।

গুর্ব্বভিষ্যন্দ্যকালে চ জ্বরী নাদ্যাৎ কথঞ্চন।
নহি তস্যাহিতং ভুক্তমায়ুষে বা সুখায় বা॥

জ্বরিত ব্যক্তি কদাচ পিষ্টকাদি গুরু দ্রব্য, দধি প্রভৃতি শ্লেষ্মকর দ্রব্য এবং অসময়ে আহার করিবে না। অহিত ভোজনে পরমায়ুক্ষয় এবং রোগবৃদ্ধি হয়।

আমদোষপাচনানি।

লঙ্ঘনং স্বেদনং কালো যবাগ্বস্তিক্তকো রসঃ।
পাচনান্যবিপক্কানাং দোষাণাং তরুণে জ্বরে॥

লঙ্ঘন, স্বেদক্রিয়া, কাল অর্থাৎ অষ্টাহ, যবাগূ ও তিক্তরস এই সমস্ত, অবিপক্ক রসের অর্থাৎ আমদোষের পাচক। উপবাসাদি দ্বারা সাত দিবস অতীত হইলে দোষের পরিপাক হইয়া থাকে।

জ্বরস্য তরুণাদিলক্ষণম্।

আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বরমাহুর্মনীষিণঃ।
মধ্যং দ্বাদশরাত্রং তু পুরাণমত উত্তরম্॥
ত্রিসপ্তাহব্যতীতস্তু জ্বরো যস্তনুতাং গতঃ।
প্লীহাগ্নিসাদং কুরুতে স জীর্ণজ্বর উচ্যতে॥

জ্বরোৎপত্তির পর সাত দিবস পর্য্যন্ত তরুণ জ্বর, সাতদিবসের পর দ্বাদশ দিবসের মধ্যে মধ্যমজ্বর এবং ১৩ দিনের পর ২১ দিনের মধ্যে পুরাতন জ্বর বলিয়া কথিত হয়। তিন সপ্তাহের পর জ্বর অল্পবেগ হইলে এবং প্লীহা ও মন্দাগ্নি উপস্থিত হইলে তাহাকে জীর্ণজ্বর বলা যায়।

জ্বরে কষায়প্রয়োগঃ।

জ্বরিতং ষড়হেঽতীতে লঘ্বন্নপ্রতিভোজিতম্।
পাচনং শমনীয়ং বা কষায়ং পায়য়েত্তু তম্॥
সপ্তাহাৎ পরতোঽস্তব্ধে সামে স্যাৎ পাচনং জ্বরে।
নিরামে শমনং স্তব্ধে সামে নৌষধমাচরেৎ॥

ষড়হেঽতীতে ইতি জ্বরোৎপাদদিনমারভ্য ষড়হেঽতিক্রান্তে সপ্তমেঽহন্যতীতার্থঃ। লঘ্বন্নপ্রতিভোজিতং জ্বরিতং অর্থাদষ্টমেঽহনি। পাচনং শমনীয়ং বা ইতি বিকল্পদ্বয়ং যোগ্যতয়া যথাক্রমং আমদোষপক্কদোষবিষয়ং জ্ঞেয়ম্। পাচনং শমনীয়ং বা কষায়ং পায়য়েদিতি যোজনা। অত্র উপবাসপরদিনে ভেষজনিষেধঃ। যদুক্তং "পীতাম্বুর্লঙ্ঘিত ইত্যাদিনা"। অস্যা পুনরস্যৈবার্থঃ প্রকারান্তরেণেচ্ছন্তি ষড়্‌হেঽতীতে জ্বরোৎপাদদিনং পরিত্যজ্য গণনা কার্য্যা ইতি। আরম্ভদিনপরিহারেণ পরিহারগণনাবৎ। তেন ষড়হেঽতীতে ইত্যস্য সপ্তমেঽতীতে ইত্যর্থো ভবতি।

ইদানীং সপ্তাহানন্তরমপি যস্যামবস্থায়াং পাচনং শমনঞ্চ দেয়ং যস্যাঞ্চ ন দেয়ং তদাহ সপ্তাহাৎ পরত ইত্যাদিনা। সামে জ্বরে সপ্তাহোপরি পাচনং কিন্তু অস্তব্ধে প্রবর্ত্তমানমূত্রপুরীষে, নিরামে শমনং শমনযোগ্যং স্তব্ধে সামে নৌষধমাচরেদিতি ন সর্ব্বথৈব ঔষধং পিবেদিত্যর্থঃ। ননু সপ্তাহানন্তরং জ্বরস্য নিরামত্বাৎ কিমর্থং পাচনং? যদুক্তং "অষ্টাহো নিরামজ্বরলক্ষণমিতি"। উচ্যতে দ্বিধা হি সামতা একা দোষসামতা প্রথমা দোষদুষ্টিরূপা। "প্রথমাং দোষদুষ্টিঞ্চ কেচিদামং প্রচক্ষতে।" সা সপ্তাহেনাপৈতি। "সপ্তাহেনৈব পচ্যন্তে সপ্তধাতুগতা মলাঃ। নিরামশ্চাপ্যতঃ প্রোক্তো জ্বরঃ প্রায়োঽষ্টমেঽহনি"॥ ইতি চরকঃ। তস্যাং দোষসামতায়াং পাচননিষেধঃ। অপরা রসসামতা সপ্তাহাৎ পরতোঽপ্যনুবর্ত্ততে, তস্যামপ্রবলায়াং পাচনং দেয়ং সুশ্রুতসংবাদাৎ। তেন সপ্তাহাদর্ব্বাক্ তরুণে, সপ্তাহানন্তরমপি স্তব্ধেসামে প্রবলরসসামতায়াং মুখ্যভেষজং ন দেয়মিতি

পর্য্যবসিতোঽর্থঃ। পাচনমামপাচনং, শমনং দোষশমনমিতি।

সপ্তাহের পর যদি রসের পরিপাক না হয় কিন্তু রীতিমত মলমূত্রাদির নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে পাচন ব্যবস্থেয়, আর যদি মলমূত্রাদির প্রবৃত্তি ও রসের পরিপাক হইয়া থাকে, তাহা হইলে শমন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। মলমূত্রাদির নিঃসরণ ও রসের পরিপাক না হইলে জ্বরঘ্ন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে না।

আমজ্বরস্য লক্ষণম্।

লালাপ্রসেকো হৃল্লাসো হৃদয়াশুদ্ধ্যরোচকাঃ
তন্দ্রালস্যাবিপাকাস্যবৈরস্যং গুরুগাত্রতা॥
ক্ষুন্নাশো বহুমূত্রত্বং স্তব্ধতা বলবান্ জ্বরঃ।
আমজ্বরস্য লিঙ্গানি ন দদ্যাত্তত্র ভেষজম্॥
ভেষজং হ্যামদোষস্য ভূয়ো জ্বলয়তি জ্বরম্॥

মুখ হইতে লালা নিঃসরণ, হৃল্লাস অর্থাৎ বমির বেগ, বক্ষোদেশের অশুদ্ধি, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক, মুখবৈরস্য, গাত্রভার, ক্ষুধানাশ, অধিক পরিমাণে মূত্রনিঃসরণ, স্তব্ধতা ও প্রবল জ্বর এই সমুদায় আমজ্বরের লক্ষণ। এই অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। যেহেতু আমাবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে জ্বর অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে।

দোষপরিপাকলক্ষণম্।

মৃদৌ জ্বরে লঘৌ দেহে প্রচলেষু মলেষু চ।
পক্বং দোষং বিজানীয়াৎ জ্বরে দেয়ং তদৌষধম্॥

জ্বর মন্দীভূত হইলে, শরীরের ভার লাঘব হইলে, বায়ু প্রভৃতি দোষ সমস্ত স্ব স্ব পথে সঞ্চারিত হইলে এবং প্রকৃতরূপে মলমূত্রাদি নির্গত হইলে দোষের পরিপাক হইয়াছে জানিবে; তৎকালে ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

কষায়সেবনকালঃ।

পীতাম্বুর্লঙ্ঘিতঃ ক্ষীণোঽজীর্ণী ভুক্তঃ পিপাসিতঃ।
ন পিবেদৌষধং জন্তুঃ সংশোধনমথেতরৎ॥

জলপানান্তে, উপবাসের পরদিন, ক্ষীণাবস্থায়, অথবা ক্ষয়রোগী, অজীর্ণ সত্ত্বে, আহারান্তে এবং পিপাসার সময় সংশোধন বা শমন কষায় সেবন কর্ত্তব্য নহে।

অভুক্তাবস্থায়ামৌষধসেবনগুণাঃ।

বীর্য্যাধিকং ভবতি ভেষজমন্নহীনং
হন্যাত্তদাময়মসংশয়মাশু চৈব।
তদ্বাল বৃদ্ধ যুবতী মৃদবশ্চ পীতং
গ্লানিং পরাং নয়তি চাশু বলক্ষয়ঞ্চ॥

অন্নহীন অর্থাৎ অভুক্তাবস্থায় সেবিত ঔষধের বীর্য্য অধিকতর প্রকাশ পায়, তদ্দ্বারা নিঃসন্দেহ শীঘ্র রোগ নষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু বালক, বৃদ্ধ, যুবতী ও মৃদুদেহ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা প্রশস্ত নহে, কারণ তাহাতে ইহাদের অত্যন্ত গ্লানি উপস্থিত ও বলক্ষয় হইয়া থাকে।

জীর্ণৌষধলক্ষণম্।

অনুলোমোঽনিলঃ স্বাস্থ্যং ক্ষুত্তৃষ্ণা সুমনস্কতা।
লঘুত্বমিন্দ্রিয়োদ্গারশুদ্ধির্জীর্ণৌষধাকৃতিঃ॥

ঔষধ সুজীর্ণ হইলে বায়ুর অনুলোম, সুস্থতা, ক্ষুধা তৃষ্ণার উদয়, প্রসন্নচিত্ততা ও উদ্গারশুদ্ধি হইয়া থাকে।

অজীর্ণৌষধলক্ষণম্।

ঔষধশেষে ভুক্তং পীতং তদৌষধং সশেষেঽন্নে।
ন করোতি গদোপশমং প্রকোপয়ত্যন্যরোগাংশ্চ॥

ঔষধ সম্যক্‌রূপে জীর্ণ না হইতেই ভোজন করিলে অথবা ভুক্তদ্রব্যের সম্যক পরিপাকের পূর্ব্বে ঔষধ সেবন করিলে পীড়া শান্তি হয় না, অধিকন্তু অন্যান্য রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

সাবশেষৌষধলক্ষণম্।

ক্লমো দাহোঽঙ্গসদনং ভ্রমো মূর্চ্ছা শিরোরুজা।
অরতির্বলহানিশ্চ সাবশেষৌষধাকৃতিঃ॥

সম্পূর্ণরূপে ঔষধের পরিপাক না হইয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলে ক্লান্তি, দাহ, শরীরের অবসন্নতা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, শিরঃপীড়া, অসুখবোধ ও বলক্ষয় ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অন্নাবৃতৌষধলক্ষণম্।

শীঘ্রং বিপাকমুপযাতি বলং ন হিংস্যা-
দন্নাবৃতং ন চ মুহুর্বদনান্নিরেতি।
প্রাগ্‌ভুক্তসেবিতমথৌষধমেতদেব
দদ্যাচ্চ বৃদ্ধ শিশু ভীরু বরাঙ্গনাভ্যঃ॥

আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ঔষধ সেবন করিলে তাহা শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়, ইহাতে বলহানি হয় না এবং ঔষধ অন্নাবৃত থাকাতে মুহুর্মুহুঃ মুখ দিয়া নির্গত হইতে পারে না। বৃদ্ধ, শিশু, ভীরু এবং সুকুমারী রমণীগণের পক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা প্রশস্ত।

ঔষধমাত্রানিরূপণম্।

মাত্রায়া নাস্ত্যবস্থানং দোষমগ্নিং বলং বয়ঃ।
ব্যাধিং দ্রব্যঞ্চ কোষ্ঠঞ্চ বীক্ষ্য মাত্রাং প্রযোজয়েৎ॥

মাত্রার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম কিছুই নাই: দোষ, অগ্নি, বল, বয়ঃক্রম, ব্যাধি, ঔষধদ্রব্য ও কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিবে।

পাচনাদিসেবনকালঃ।

জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং জ্বরমধ্যে তু পাচনম্।
জ্বরান্তে ভেষজং দদ্যাজ্জ্বরমুক্তে বিরেচনম॥

জ্বরের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ দোষের অল্পতায় লঙ্ঘন, মধ্যাবস্থায় অর্থাৎ মধ্যদোষে পাচন, জ্বরের অন্তে অর্থাৎ শেষাবস্থায় জ্বরঘ্ন ঔষধ এবং জ্বরমুক্ত হইলে বিরেচন প্রয়োগ করিবে।

সাধারণজ্বরে—ধান্যপটোলম্।

দীপনং কফবিচ্ছেদি বাতপিত্তানুলোমনম।
জ্বরঘ্নং পাচনং ভেদি শৃতং ধান্যপটোলয়োঃ॥

ধন্যা ১ তোলা ও পটোলপত্র ১ তোলা কুটিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিবে। ইহা সেবনে অগ্নির দীপ্তি, কফনাশ, বায়ু ও পিত্তের অধোনিঃসরণ, আমদোষের পরিপাক ও সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশ হয়।

বাতিকজ্বরে—কিরাতাদিক্বাথঃ ।

কিরাতাব্দামৃতোদীচ্য বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরৈঃ ।
সপিষ্টা কলসী বিশ্বৈঃ ক্বাথো বাতজ্বরাপহঃ ॥

চিরাতা, মুতা, গুলঞ্চ বালা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শালপানি, চাকুলে ও শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ সেবনে বাতিক জ্বর নষ্ট হয়।

পঞ্চমূল-পিপ্পল্যাদিকাথৌ ।

বিল্বাদিপঞ্চমূলস্য ক্বাথঃ স্যাদ্বাতিকে জ্বরে ।
পাচনং পিপ্পলীমূলগুড়ূচীবিশ্বভেষজৈঃ ॥

বিল্ব প্রভৃতি পঞ্চমূল অর্থাৎ বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী, ইহাদের মূলের ক্বাথ, অথবা পিঁপুলের মূল, গুলঞ্চ ও শুঁঠ এই সকলের ক্বাথ সেবনে বাতিকজ্বর নষ্ট হয়।

রাস্নাদিক্বাথঃ ।

রাস্না বৃক্ষাদনী দারু সরলং সৈলবালুকম্ ।
কষায়ঃ শর্করাক্ষৌদ্রযুক্তো বাতজ্বরাপহঃ ॥

রাস্না, পরগাছা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ ও এলবালুক এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে শর্করা ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবনে বাতিক জ্বর নষ্ট হয়।

বিল্বাদিক্বাথঃ ।

বিল্বাদিপঞ্চমূলী চ গুড়ূচ্যামলকে তথা ।
কুস্তুম্বুরুসমো জ্ঞেয় কষায়ো বাতিকে জ্বরে ॥

বেল, শোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী, ইহাদের মূল এবং গুলঞ্চ, আমলকী ও ধনিয়া সমভাগে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে, এই ক্বাথ সেবনে বাতিকজ্বর নষ্ট হয়।

পিপ্পল্যাদিক্বাথঃ ।

পিপ্পলী শারিবা দ্রাক্ষা শতপুষ্পা হরেণুভিঃ ।
কৃতঃ কষায়ঃ সগুড়ো হন্যাৎ শ্বসনজং জ্বরম্ ॥

পিঁপুল, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা (কিস্‌মিস্‌), শুল্‌ফাশাক ও রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতিক জ্বর নষ্ট হয়।

গুড়ূচ্যাদিক্বাথঃ ।

গুড়ূচী শারিবা দ্রাক্ষা শতপুষ্পা পুনর্নবা ।
সগুড়োঽয়ং কষায়ঃ স্যাদ্বাতজ্বরবিনাশনঃ ॥

গুলঞ্চ, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, শুল্‌ফা ও পুনর্নবার ক্বাথে গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতিক জ্বর নষ্ট হয়।

দ্রাক্ষাদিক্বাথঃ ।

দ্রাক্ষাগুড়ূচীকাশ্মর্য্যত্রায়মাণাঃ সশারিবাঃ ।
নিস্ক্বাথ্য সগুড়ং ক্বাথং পিবেদ্বাতজ্বরাপহম্ ॥

দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, গাম্ভারী, বলাড়ুমুর ও অনন্তমূল, এই সকলের ক্বাথে গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতিকজ্বর নষ্ট হয়।

শতাবর্য্যাদিস্বরসঃ।

শতাবরীগুড়ূচীভ্যাং স্বরসো যন্ত্রপীড়িতঃ।
গুড়প্রগাঢ়ঃ শময়েৎ সদ্যোঽনিলকৃতং জ্বরম্॥

শতমূলী ও গুলঞ্চের স্বরসে গুড় প্রক্ষেপ দিয়া সেবনীয়। ইহা দ্বারা বাতিক জ্বর নষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, গুড়ের প্রক্ষেপমাত্র দিবে, আর কেহ কেহ বলেন এরূপ পরিমাণে গুড় দিবে যাহাতে উক্ত রস সুমধুর হয়।

পৈত্তিকজ্বরচিকিৎসা—

যবপটোলক্বাথঃ।

পটোলযবনিঃক্বাথো মধুনা মধুরীকৃতঃ।
তীব্রপিত্তজ্বরামর্দ্দী পানাত্তৃড়্দাহনাশনঃ॥

পটোলপত্র ১ তোলা ও যবের চাউল ১ তোলা ইহাদের ক্বাথ শীতল হইলে মধু সংযোগে মধুরীকৃত করিয়া সেবনীয়। ইহার পানে তীব্র পিত্তজ্বর, তৃষ্ণা ও দাহ নাশ হয়।

পর্পটক্বাথঃ।

একঃ পর্পটকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্তজ্বরবিনাশনঃ।
কিং পুনর্যদি যুজ্যেত চন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ॥

ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহা পিত্তজ্বরের উৎকৃষ্ট পাঁচন। আর ক্ষেতপাপড়ার সহিত রক্তচন্দন, বালা ও শুণ্ঠী মিলিত করিয়া ঐ ক্বাথ সেবনেও বিশেষ ফল দর্শে।

কলিঙ্গাদিক্বাথঃ।

কলিঙ্গং কটুফলং মুস্তং পাঠা তিক্তকরোহিণী।
পক্বং সশর্করং পীতং পাচনং পৈত্তিকে জ্বরে॥

ইন্দ্রযব, কট্‌ফল, মুতা, আকনাদি ও কট্‌কী ইহাদিগের ক্বাথে শর্করা প্রক্ষেপ দিয়া সেবনে পৈত্তিকজ্বর নষ্ট হয়।

তিক্তাদিক্বাথঃ।

সক্ষৌদ্রং পাচনং পৈত্তে তিক্তাব্দেন্দ্রযবৈঃ কৃতম্॥

কট্‌কী, মুতা ও ইন্দ্রযব এই তিন দ্রব্যের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবনে পৈত্তিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

লোধ্রাদিক্বাথঃ।

লোধ্রোৎপলামৃতাপদ্মশারিবাণাং সশর্করঃ।
ক্বাথঃ পিত্তজ্বরং হন্যাদথবা পর্পটোদ্ভবঃ॥

লোধ, নীলোৎপল, গুলঞ্চ, পদ্মপুষ্প ও অনন্তমূল, এই সকলের ক্বাথে অথবা কেবল ক্ষেতপাপড়ার ক্বাথে শর্করা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পৈত্তিক জ্বর নাশ হয়। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদসার মতে লোধ্র, নীলোৎপল, গুলঞ্চ, পদ্মপুষ্প, অনন্তমূল, ক্ষেতপাপড়া এই সমস্ত গুলিতে একটীমাত্র যোগ। সুশ্রুতমতে লোধ্র হইতে অনন্তমূল পর্য্যন্ত একটী যোগ ও কেবল ক্ষেতপাপড়ার ক্বাথ একটী যোগ।

দুরালভাদিক্বাথঃ ।

দুরালভা পর্পটক প্রিয়ঙ্গু-
ভূনিম্ব বাসা কটুরোহিণীনাম্ ।
ক্বাথঃ পিবেচ্ছর্করয়াবগাঢ়ং
তৃষ্ণাস্রপিত্তজ্বরদাহযুক্তঃ ॥

দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, প্রিয়ঙ্গু, চিরাতা, বাকসছাল ও কট্কী ইহাদের ক্বাথ সেবনে পিপাসা, রক্তপিত্ত, দাহ ও পৈত্তিক জ্বর নষ্ট হয় । কেহ কেহ বলেন, এস্থলে শর্করার প্রক্ষেপমাত্র দিতে হইবে, কেহ কেহ বলেন, এরূপ শর্করা দিতে হইবে, যাহাতে ক্বাথ সুমধুর হয় ।

ত্রায়মাণাদিক্বাথঃ ।

ত্রায়মাণা চ মধুকং পিপ্পলীমূলমেব চ ।
কিরাততিক্তকং মুস্তং মধুকং সবিভীতকম্ ।
সশর্করং পীতমেতৎ পিত্তজ্বরবিনাশনম্ ॥

বলালতা, যষ্টিমধু, পিঁপুলের মূল, চিরাতা, মুতা, মধূকপুষ্প (মউয়াফুল), বহেড়া ; এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত দুই তোলা, উত্তমরূপে কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধ-সের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া লইবে। প্রক্ষেপার্থ চিনি অর্দ্ধতোলা দিবে। ইহা সেবনে পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয় ।

মৃদ্বীকাদিক্বাথঃ ।

মৃদ্বীকা মধুকং নিম্বং কটুকারোহিণী সমা ।
অবশ্যায়স্থিতঃ পাক্যমেতৎ পিত্তজ্বরাপহম্ ॥

কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু, নিমছাল, কট্‌কী ; ইহাদের মিলিত দুই তোলা, উত্তমরূপ কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া লইবে। এই ক্বাথ শিশিরে রাখিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর প্রশমিত হয় ।

বিশ্বাদিক্বাথঃ ।

বিশ্বাম্বুপর্পটোশীরঘনচন্দনসাধিতম্ ।
দদ্যাৎ সুশীতলং বারি তৃটচ্ছর্দ্দিজ্বরদাহনুৎ ॥

শুঁঠ, বালা, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, মুতা ও রক্তচন্দন ; ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা, বমি, দাহ ও পৈত্তিক জ্বর নষ্ট হয় ।

পর্পটাদিক্বাথঃ ।

পর্পটামৃতধাত্রীণাং ক্বাথঃ পিত্তজ্বরাপহঃ ॥

ক্ষেতপাপড়া, গুলঞ্চ ও আমলকীর ক্বাথ সেবনে পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয় ।

দ্রাক্ষাদি-কাশ্মরি-ক্বাথঃ ।

দ্রাক্ষারগ্বধয়োশ্চাপি কাশ্মর্য্যস্যাথবা পুনঃ ॥

কিস্‌মিস্ ও সোঁদালফলের ক্বাথ সেবনে পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। গাম্ভারী ফলের ক্বাথ সেবনেও পিত্তজ্বর নষ্ট হয় । কেহ কেহ বলেন, এই ক্বাথে শর্করা প্রক্ষেপ দিতে হয় ।

চরকে ফলবর্গে এবং সুশ্রুতে পত্রবর্গে আরগ্বধ শব্দের উল্লেখ থাকাতে লেপাদি বাহ্যিকপ্রয়োগে পত্র এবং আহারাদি আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ফলই গ্রাহ্য ।

দ্রাক্ষাদিক্বাথঃ ।

দ্রাক্ষাভয়া পর্পটকাব্দ তিক্তা-
ক্বাথং সশম্পাকফলং বিদধ্যাৎ ।
প্রলাপমূর্চ্ছাভ্রমদাহশোষ-
তৃষ্ণান্বিতে পিত্তভবে জ্বরে তু ॥

কিস্মিস্, হরীতকী, ক্ষেতপাপড়া, মুতা ও কটুকী ; এই সমুদায় দ্রব্যের ক্বাথে সোঁদালের আটা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে প্রলাপ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, শোষ ও তৃষ্ণাযুক্ত পৈত্তিকজ্বর নষ্ট হয়।

কেহ কেহ সোঁদালের আটার পরিবর্ত্তে সোঁদালের ফল দিবার ব্যবস্থা করেন, এই শেষোক্ত মত অপেক্ষা পূর্ব্বমত সর্ব্বসাধারণের আদরণীয়।

বিদার্য্যাদিপ্রলেপঃ ।

বিদারী দাড়িমং লোধ্রং দধিত্থং বীজপূরকম্ ।
এভিঃ প্রদিহ্যান্মূর্দ্ধানং তৃড়্‌দাহার্ত্তস্য দেহিনঃ ॥

ভূমিকুষ্মাণ্ড, দাড়িমছাল, লোধ্র, কৎবেল, বীজপূর (টাবা অথবা ছোলঙ্গলেবু) : এই সমস্ত দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক একত্রে বাঁটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে পিত্তজ্বররোগীর তৃষ্ণা ও দাহ বিনষ্ট হয়।

ধাত্রীপ্রলেপঃ ।

ঘৃতভৃষ্টাম্লপিষ্টায়া ধাত্র্যাঃ লেপাচ্চ দাহনুৎ ॥

আমলকী ঘৃতে অল্প ভাজিয়া কাঁজীসহ পেষণ করতঃ মস্তকে প্রলেপ দিলে পিত্তজ্বর জন্য দাহ নষ্ট হয়।

কেহ কেহ বলেন, অগ্রে আমলকী কাঁজিদ্বারা পেষণ করিয়া পরে ঘৃতে ভাজিতে হয়।

কালেয়াদিপ্রলেপঃ ।

কালেয়চন্দনানন্তা যষ্টী বদর কাঞ্জিকৈঃ ।
সঘৃতৈঃ স্যাচ্ছিরোলেপস্তৃষ্ণাদাহার্ত্তিশান্তয়ে ॥

কালেয় অর্থাৎ কালিকা নামক সুগন্ধি কাষ্ঠ, রক্তচন্দন, অনন্তমূল, যষ্টিমধু ও বদরী (কুলের শাঁস) ; এই সকল দ্রব্য যথোপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক কাঞ্জির সহিত বাঁটিয়া শতধৌত ঘৃতের সহিত মিশাইয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে পৈত্তিকজ্বর জন্য তৃষ্ণা ও দাহরোগের শান্তি হয়।

ধান্যশর্করা ।

ব্যুষিতং ধন্যাকজলং প্রাতঃ পীতং সশর্করং পুংসাম্ ।
অন্তর্দ্দাহং শময়ত্যচিরাদ্দূরপ্ররূঢ়মপি ॥

রাত্রিতে ধন্যার চাউল ২ তোলা ১২ তোলা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে সেই জল চিনির সহিত সেবনে অতি প্রগাঢ় অন্তর্দাহযুক্ত পৈত্তিকজ্বর উপশমিত হয়।

পিত্তজ্বরেণ তপ্তস্য ক্রিয়াং শীতাং সমাচরেৎ ॥

পিত্তজ্বরসন্তপ্ত ব্যক্তির পক্ষে শৈত্যক্রিয়া বিশেষ উপকারী।

দাহহরযোগঃ ।

উত্তানসুপ্তস্য গভীরতাম্র-
কাংস্যাদি পাত্রং বিনিধায় নাভৌ ।
তত্রাম্বুধারা বহুলা পতন্তী
নিহন্তি দাহং ত্বরিতং সুশীতা ॥

পিত্তজ্বরযুক্ত রোগীকে উত্তানভাবে অর্থাৎ চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া তাহার নাভির উপরে তাম্র বা কাংস্যাদি নির্ম্মিত গভীর অর্থাৎ কানাউঁচা পাত্র স্থাপন করিয়া তাহার উপরিভাগে শনৈঃশনৈঃ শীতল জলধারা পাতিত করিবে, এইরূপ করিতে করিতে শীঘ্র পিত্তজ্বর জন্য দাহ নিবৃত্তি হয়। যাহাতে গাত্রে জলকণা পতিত না হয়, এরূপভাবে জলধারা পাতন করিবে।

পলাশপত্রাদিপ্রলেপঃ।

অম্লপিষ্টৈঃ সুশীতৈর্ব্বা পলাশতরুজৈর্দ্দিহেৎ।
বদরীপল্লবোত্থেন ফেনেনারিষ্টকস্য বা ॥

পলাশবৃক্ষের কচি পত্র কাঞ্জিকের সহিত বাঁটিয়া রোগীর গাত্রে প্রলেপ দিবে। অথবা কুলের বা নিম্বের কচি কচি পত্র কাঞ্জিকের সহিত বাঁটিয়া মন্থন করিয়া তদুৎপন্ন ফেনা লইয়া রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিলে শীঘ্র পিত্তজ্বর জন্য দাহ শান্তি হয়।

শ্লৈষ্মিকজ্বরচিকিৎসা—

নিম্বাদিকাথঃ।

নিম্ব বিশ্বামৃতা দারু শটী ভূনিম্ব পৌষ্করম্।
পিপ্পল্যৌ বৃহতী চেতি কাথো হন্তি কফজ্বরম্ ॥

নিমছাল, শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, দেবদারু, শটী, চিরাতা, কুড়, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী এবং বৃহতী মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহাদের কাথ পানে কফজন্য জ্বর নষ্ট হয়।

সিন্ধুবারকাথঃ।

সিন্ধুবারদলকাথঃ সোষণং কফজে জ্বরে।
জঙ্ঘায়াশ্চ বলে ক্ষীণে কর্ণে বা পিহিতে পিবেৎ ॥

নিসিন্দাপত্রের কাথে মরিচচূর্ণ ।৹ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্রবল কফজন্য জ্বর সত্বর নষ্ট হয়।

বিশেষতঃ কফজ্বরে জঙ্ঘা দুর্ব্বল হইলে কিংবা শ্রবণশক্তি অল্প হইলে এই কাথ সেবনীয়।

চাতুর্ভদ্রাবলেহিকা।

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী কৃষ্ণা চ মধুনা সহ।
শ্বাসকাসজ্বরহরঃ শ্রেষ্ঠো লেহঃ কফান্তকৃৎ ॥

কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী এবং পিপ্পলী প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সমষ্টির দ্বিগুণ মধুর সহিত অবলেহ প্রস্তুত করিবে। ইহার মাত্রা ২ মাষা। এই অবলেহ শ্বাস কাস ও কফজন্য জ্বর নষ্ট করে।

অবলেহসেবনকালঃ।

ঊর্দ্ধজত্রুজরোগঘ্নী সায়ং স্যাদবলেহিকা।
অধোরোগহরী যা তু সা পূর্ব্বং ভোজনান্মতা ॥

যে অবলেহ, ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগনাশার্থ প্রয়োগ করা যায়, তাহা সায়ংকালে সেবনীয়, জত্রুর অধোগত রোগনাশক অবলেহ ভোজনের পূর্ব্বে সেবন করিতে হয়।

মধুপিপ্পলী।

ক্ষৌদ্রোপকূল্যাসংযোগঃ শ্বাসকাসজ্বরাপহঃ।
প্লীহানং হন্তি হিক্কাঞ্চ বালানাঞ্চাপি শস্যতে॥

পিপ্পলী চূর্ণ ॥০ তোলা ও মধু ১ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিলে শ্বাস, কাস, জ্বর, প্লীহা ও হিক্কা নষ্ট হয়। এই অবলেহ বালকগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

মাতুলুঙ্গাদিক্বাথঃ।

মাতুলুঙ্গশিফা বিশ্বা ব্রাহ্মী গ্রন্থিকসম্ভবম।
কফজ্বরেঽস্য সক্ষারং পাচনং বা কণাদিকম॥

মাতুলুঙ্গের (টাবালেবু) মূল, শুণ্ঠী, ব্রহ্মীশাক ও পিঁপুলের মূল, ইহাদিগের ক্বাথ যথাবিধি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে যবক্ষার প্রক্ষেপ করতঃ কফজনিত জ্বরে পান করিলে কফের পরিপাক হইয়া জ্বর নষ্ট হয়।

পিপ্পল্যাদিগণের ক্বাথও কফজ্বরে ও কফে হিতকারী।

পিপ্পল্যাদিগণঃ।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্য চিত্রক নাগরম্।
মরিচৈলাজমোদেন্দ্রপাঠারেণুকজীরকম্॥
ভার্গী মহানিম্বফলং রোহিণী হিঙ্গু সর্ষপম্।
বিড়ঙ্গাতিবিষে মূর্ব্বা চেত্যয়ং কীর্ত্তিতো গণঃ॥

পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈঁ, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, ছোটএলাইচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, রেণুকা, জীরক, বামনহাটী, ঘোড়ানিমের ফল, কট্‌কী, হিঙ্গু, শ্বেতসর্ষপ, বিড়ঙ্গ, আতইচ এবং মূর্ব্বালতা (সূচীমুখী), ইহাদিগকে কণাদিগণ বা পিপ্পল্যাদিগণ বলে।

পিপ্পল্যাদিঃ কফহরঃ প্রতিশ্যারোচকজ্বরান্।
নিহন্ত্যগ্নিদীপনো গুল্মশূলঘ্নস্ত্বামপাচনঃ॥

এই পিপ্পল্যাদিগণ কফনাশক প্রতিশ্যায় (পীনসরোগ অথবা সর্দ্দিরোগ), অরুচি ও জ্বরনাশক, অগ্নির উদ্দীপক, গুল্ম ও শূলনাশক এবং আমদোষের পাচক।

কটুকাদিক্বাথঃ।

কটুকং চিত্রকং নিম্বং হরিদ্রাতিবিষে বচা।
কুষ্ঠমিন্দ্রযবং মূর্ব্বাং পটোলঞ্চাপি সাধিতম্।
পিবেন্মরিচসংযুক্তং সক্ষৌদ্রং শ্লৈষ্মিকে জ্বরে॥

কট্‌কী, চিতামূল, নিমছাল, হরিদ্রা, আতইচ ও বচ; ইহাদিগের ক্বাথে এবং কুড়, ইন্দ্রযব, মূর্ব্বালতা ও পল্‌তা; ইহাদিগের ক্বাথে মরিচচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়।

কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বোক্ত দুইটী স্বতন্ত্র ঔষধ। প্রথমটী কট্‌কী হইতে বচ পর্য্যন্ত; দ্বিতীয়টী কুড় হইতে পল্‌তা পর্য্যন্ত।

সুশ্রুতের টীকাকার ডল্বণাচার্য্যের মতে কট্‌কী হইতে পল্‌তা পর্য্যন্ত একই গণ

আমলক্যাদিক্বাথঃ।

আমলক্যভয়া কৃষ্ণা চিত্রকশ্চেত্যয়ং গণঃ।
সর্ব্বজ্বরকফাতঙ্কভেদী দীপন-পাচনঃ॥

আমলকী, হরীতকী, পিঁপুল ও চিতামূল ; ইহাদের ক্বাথ সেবনে সর্ব্ব-প্রকার জ্বর ও কফ নষ্ট হয় এবং অগ্নির উদ্দীপন ও পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ত্রিফলাদিক্বাথঃ।

ত্রিফলা পটোল বাসা
ছিন্নরুহা তিক্তরোহিণী ষড়্‌গ্রন্থাঃ।
মধুনা শ্লেষ্মসমুত্থে দশমূলী
বাসকয়োর্বা ক্বাথঃ॥

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, পলতা, বাকসছাল, গুলঞ্চ, কট্‌কী এবং বচ ; ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবনে শ্লেষ্মজ্বর নষ্ট হয়। অথবা দশমূলী অর্থাৎ বেল, শ্যোণা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী (ব্যাকুড়), কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহাদের মূল ও বাকসছালের ক্বাথ মধু সহ সেবনে শ্লেষ্মজ্বর নষ্ট হয়।

মুস্তাদিক্বাথঃ।

মুস্তং বৎসকবীজানি ত্রিফলা কটুরোহিণী।
পরুষকাণি চ ক্বাথঃ কফজ্বরবিনাশনঃ॥

মুতা, ইন্দ্রযব, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, কট্‌কী, পরুষফল (ফলসা) ; ইহাদের ক্বাথ সেবনে কফজ্বর নষ্ট হয়।

বাতপৈত্তিকজ্বরচিকিৎসা—

নবাঙ্গক্বাথঃ।

বিশ্বামৃতাব্দ ভূনিম্বৈঃ পঞ্চমূলীসমন্বিতৈঃ।
কৃতঃ কষায়ো হন্ত্যাশু বাতপিত্তোদ্ভবং জ্বরম্॥

শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, মুতা, চিরাতা, শাল-পাণি, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী ও গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথ পানে বাতপৈত্তিক জ্বর নষ্ট হয়।

গুড়ূচ্যাদিক্বাথঃ।

গুড়ূচী নিম্ব ধন্যাকং পদ্মকং রক্তচন্দনম।
এষ সর্ব্বান জ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দিপিপাসাদাহনাশনঃ॥

গুলঞ্চ, নিমছাল, ধান্য, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন এই কষায় পান করিলে অগ্নির দীপ্তি এবং সকল প্রকার জ্বর, বমির বেগ, অরুচি, বমি, পিপাসা, দাহ ও বাতপৈত্তিকজ্বর নষ্ট হয়।

বৃহদ্‌গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচী চন্দনং পদ্মং নাগরেন্দ্রযবাসকম্।
অভয়ারগ্বধোদীচ্যপাঠাধাত্র্যাকরোহিণী॥
কষায়ং পায়য়েদেতং পিপ্পলীচূর্ণসংযুতম।
কাসশ্বাসজ্বরান্ হন্তি পিপাসাদাহনাশনঃ।
বিণ্মূত্রানিলবিষ্টম্ভে ত্রিদোষপ্রভবেঽপি চ॥

গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব, দুরালভা, হরীতকী, সোঁদাল, বালা, আকনাদি, ধনে, মুতা ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথে পিঁপুলচূর্ণ অর্দ্ধ ॥০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কাস, শ্বাস, জ্বর, পিপাসা ও দাহ নাশ হয়।

মল, মূত্র ও বায়ু স্তম্ভিত হইয়া থাকিলে ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহা সান্নিপাতিক জ্বর ও বাতপৈত্তিক জ্বর নষ্ট করে।

ঘনচন্দনাদিঃ।

ঘন চন্দন পর্পটকং কটুকং
অমৃণালপটোলদলং সজলম্।
শৃতশীত সিতাযুত পিত্তহরং
জ্বরছর্দ্দিতৃষারুচি দাহহরম্॥

মুতা, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, কট্‌কী, বেণার মূল, পটোলপত্র ও বালা, ইহাদের ঈষদুষ্ণ কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতপৈত্তিকজ্বর, পিত্ত, বমি, তৃষ্ণা, অরুচি ও দাহ নিবারণ হয়।

মুস্তাদিঃ।

মুস্ত পর্পটকোৎপলকিরাততোশীরচন্দনাৎ কর্ষঃ।
শর্করয়া চ ক্রিয়তে বাতপিত্তজ্বরে বহুধা দৃষ্টফলঃ॥

মুতা, ক্ষেতপাপড়া, উৎপল, চিরাতা, বেণার মূল ও রক্তচন্দন ইহাদের কাথে চিনি অর্দ্ধ ॥০ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতপিত্তজ্বর নষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

ত্রিফলাদিঃ।

ত্রিফলা শাল্মলী রাস্না রাজবৃক্ষাটরূষকৈঃ।
শৃতমম্বুহরেত্তূর্ণং বাতপিত্তোদ্ভবং জ্বরম্॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শিমুলের মূলের ছাল, রাস্না, সোঁদালের ফল ও বাকসছাল; ইহাদের কাথ সেবনে বাতপিত্তসংসৃষ্ট জ্বর শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

কিরাতাদিকাথঃ

কিরাততিক্তমমৃতাং দ্রাক্ষামামলকীং শটীম্।
নিষ্কাথ্য পিত্তানিলজে কাথং তং সগুড়ং পিবেৎ॥

চিরাতা, গুলঞ্চ, কিস্‌মিস্, আমলকী ও শটী ইহাদের কাথে গুড় উপযুক্ত পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতপিত্তজনিত জ্বর বিনষ্ট হয়।

নিদিগ্ধিকাদিকাথঃ।

নিদিগ্ধিকাবলারাস্নাত্রায়মাণামৃতাযুতৈঃ।
মসূরবিদলৈঃ কাথো বাতপিত্তজ্বরং জয়েৎ॥

কণ্টকারী, বেড়েলা, রাস্না, বলাডুমুর, গুলঞ্চ ও মসূরবিদল (মস্‌রডাইল) মতান্তরে শ্যামালতা; ইহাদের কাথ যথাবিধি নিয়মানুসারে প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে বাতপিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়।

পঞ্চভদ্রকাথঃ।

গুড়ূচী পর্পটং মুস্তং কিরাতং বিশ্বভেষজম্।
বাতপিত্তজ্বরে দেয়ং পঞ্চভদ্রমিদং শুভম্॥

গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, মুতা, চিরাতা ও শুঁঠ; এই পঞ্চভদ্রের কাথ সেবনে বাতপৈত্তিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

মধুকাদিঃ।

মধুকং শারিবে দ্রাক্ষা মধূকং চন্দনোৎপলম্।
কাশ্মরী পদ্মকং লোধ্রং ত্রিফলাং পদ্মকেশরম্।
পরুষকং মৃণালঞ্চ ন্যসেত্তত্তমবারিণি।
মধুলাজসিতাযুক্তং তৎ পীতমুষিতং নিশি।
বাতপিত্তজ্বরং দাহতৃষ্ণামূর্চ্ছাবমিভ্রমান্।
শময়েদ্রক্তপিত্তঞ্চ জীমূতানিব মারুতঃ॥

যষ্টিমধু, শ্যামালতা, অনন্তমূল, কিস্‌মিস্, মউয়াফুল, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, গাম্ভারফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, হরীতকী,

আমলকী, বহেড়া, পদ্মকেশর, পরুষফল (ফল্‌সা) ও মৃণাল; এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত ২ তোলা উত্তমরূপে কুট্টিত করতঃ পূর্ব্ব দিবস তণ্ডুলোদকে রাত্রিতে প্রস্তরাদি পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতে ছাঁকিয়া তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে মধু, খৈচূর্ণ ও শর্করা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বমি, ভ্রম ও রক্তপিত্তরোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

তণ্ডুলোদকবিধিঃ।

জলমষ্টগুণং দত্ত্বা পলং কুট্টিততণ্ডুলাৎ।
ভাবয়িত্বা ততো দেয়ং তণ্ডুলোদককর্ম্মণি॥

এক পল পরিমাণে (৮ তোলা) কুট্টিত তণ্ডুলে আট পল (৬৪ তোলা) জল দিয়া ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইলেই তণ্ডুলোদক প্রস্তুত হইল।

গুড়ূচ্যাদিস্বরসঃ।

গুড়ূচী পর্পটং ভেকপর্ণী চ হিলমোচিকা।
পটোলং পুটপাকেন রস এষাং মধুপ্লুতঃ।
বাতপিত্তজ্বরং হন্তি চিরোত্থমপি দারুণম্॥

গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, থানকুনী, হেলঞ্চশাক ও পল্‌তাপাতা ইহাদের রস পুটপাকবিধানানুসারে বহিষ্কার করিয়া মধুর সহিত ২ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে দীর্ঘকালজাত দারুণ বাতপৈত্তিক জ্বর সমূলে বিনষ্ট হয়।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরচিকিৎসা—

অমৃতাষ্টকঃ।

অমৃতেন্দ্রযবারিষ্টপটোলং কটুরোহিণী।
নাগরং চন্দনং মুস্তং পিপ্পলীচূর্ণসংযুতম্।
অমৃতাষ্টক ইত্যেষ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দিপিপাসাদাহনাশনঃ॥

গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পটোলপত্র, কট্‌কী, শুঠী, রক্তচন্দন এবং মুতা ইহাদের ক্বাথ, ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা পরিমিত পিঁপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে হৃল্লাস (গা বমি বমি করা), অরুচি, বমি, পিপাসা, দাহ এবং পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নষ্ট হয়।

কণ্টকার্য্যাদিক্বাথঃ।

কণ্টকার্য্যমৃতা ভার্গী নাগরেন্দ্রযবাসকঃ।
ভূনিম্বং চন্দনং মুস্তং পটোলং কটুরোহিণী॥
কষায়ং পায়য়েদেতং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহম্।
দাহতৃষ্ণারুচিচ্ছর্দ্দিকাসহৃৎ পার্শ্বশূলনুৎ॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামনহাটী, শুঠী, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরাতা, রক্তচন্দন, মুতা, পটোলপত্র ও কট্‌কী মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ সেবনে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, কাস ও পার্শ্বশূল নিবারণ হয়।

পটোলাদিক্বাথঃ।

পটোলং চন্দনং মূর্ব্বা তিক্তা পাঠামৃতাগণঃ।
পিত্তশ্লেষ্মারুচিচ্ছর্দ্দিজ্বরকণ্ডুবিষাপহঃ॥

পল্‌তা, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা (সূচীমুখী), কট্‌কী, আকনাদি ও গুলঞ্চ; এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, অরুচি, বমি, কণ্ডূ ও বিষদোষ নষ্ট হয়।

গুড়ূচ্যাদিক্বাথঃ।

গুড়ূচী নিম্ব-ধন্যাক-পদ্মক-চন্দনানি চ।
এষ সর্ব্বজ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দিপিপাসাদাহনাশনঃ॥

গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন; ইহাদের ক্বাথ সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক, অগ্নির উদ্দীপক এবং হৃল্লাস, অরুচি, বমি, পিপাসা, দাহ ও বিশেষতঃ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নাশ করে।

কিরাতাদিক্বাথঃ।

কিরাতং নাগরং মুস্তং গুড়ূচীঞ্চ কফাধিকে।
পাঠোদীচ্যমৃণালৈস্তু সহ পিত্তাধিকে পিবেৎ॥

চিরাতা, শুঁঠ, মুতা, গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ সেবনে কফপ্রধান এবং আকনাদি, বালা ও বেণারমূল; ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পিত্তপ্রধান পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়।

ইহাকে চাতুর্ভদ্রক এবং পাঠাসপ্তক ক্বাথও বলে।

বাসকস্বরসঃ।

সপত্রপুষ্পবাসায়া রসঃ ক্ষৌদ্রসিতাযুতঃ।
কফপিত্তজ্বরং হন্তি সাস্রপিত্তং সকামলম্॥

পুষ্পসহিত বাকসপত্রের স্বরস মধু ও শর্করার প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে কফপিত্তজ্বর, রক্তপিত্তজ্বর ও কামলা-রোগ নিবারিত হয়।

পটোলাদিক্বাথঃ।

পটোলং পিচুমর্দ্দশ্চ ত্রিফলা মধুকং বলা।
সাধিতোঽয়ং কষায়ঃ স্যাৎ পিত্তশ্লেষ্মোদ্ভবে জ্বরে॥

পল্‌তা, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু এবং বেড়েলা, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মঘটিত জ্বর বিনষ্ট হয়।

পঞ্চতিক্তক্বাথঃ।

ক্ষুদ্রামৃতাভ্যাং সহ নাগরেণ
সপৌষ্করৈশ্চৈব কিরাততিক্তম্।
পিবেৎ কষায়ং ত্বিহ পঞ্চতিক্তং
জ্বরং নিহন্ত্যষ্টবিধং সমগ্রম্॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়) এবং চিরাতা; এই সকল দ্রব্যকে পঞ্চতিক্ত কহে; এই পঞ্চতিক্তের ক্বাথ সেবন করিলে অষ্টবিধ জ্বর সম্যক্‌রূপে নিবারিত হয়।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরহরযোগঃ।

সশর্করামক্ষমাত্রাং কটুকামুষ্ণবারিণা।
পীত্বা জ্বরং জয়েজ্জন্তুঃ কফপিত্তসমুদ্ভবম্॥

শর্করা ও কটুকী এই উভয় দ্রব্য ২ দুই তোলা পরিমাণে লইয়া কল্ক প্রস্তুত করতঃ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর নিবারিত হয়।

বাতশ্লেষ্মজ্বরচিকিৎসা ।

তত্র স্বেদবিধিঃ ।

কফবাতজ্বরে স্বেদান্ কারয়েদ্রুক্ষনির্ম্মিতান্ ।
স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা নীত্বা পাবকমাশয়ম ।
হত্বা বাতকফস্তম্ভং স্বেদো জ্বরমপোহতি ॥

বাতশ্লৈষ্মিকজ্বরে বালুকাদি উষ্ণ করিয়া রোগীকে রুক্ষস্বেদ দিবে, তদ্দারা দৈহিক স্রোতঃ সমস্ত সরল হয়, অগ্নি স্বস্থানে গমন করে এবং বাতশ্লেষ্মার স্তব্ধতা রহিত হইয়া জ্বর নিবারণ হয়।

বালুকাস্বেদঃ ।

খর্পরভৃষ্টস্থিতকাঞ্জিকসিক্তো হি বালুকাস্বেদঃ ।
শময়তি বাতকফাময়মস্তকশূলাঙ্গভঙ্গাদীন্ ॥
বীক্ষ্য স্বেদবিধিং কুর্য্যাৎ স্বেদনং বালুকাদিভিঃ ।
সর্ব্বাঙ্গে যদি বা যত্র বেদনা সম্প্রজায়তে ॥

খোলায় বালুকা ভাজিয়া বস্ত্রে বন্ধন পূর্ব্বক কাঁজিতে ভিজাইয়া স্বেদ প্রদান করিলে বাতশ্লেষ্ম জন্য পীড়া, শিরঃশূল ও গাত্রভঙ্গাদি নিবারণ হয়। যদি সর্ব্বাঙ্গে বা কোন বিশেষ স্থানে বেদনা থাকে, তাহা হইলে ঐ বেদনা স্থানে বালুকা স্বেদ দিবে।

সম্যক্‌স্বেদলক্ষণম্ ।

শীত শূল ব্যুপরমে স্তম্ভগৌরবনিগ্রহে ।
সঞ্জাতমাৰ্দ্দবে স্বেদে স্বেদনাদ্বিরতির্ম্মতা ॥

শীত, শূল, স্তব্ধতা ও গাত্রভার নিবারণ হইলে স্বেদক্রিয়া রহিত করিবে।

আমজ্বরাদৌ স্বেদঃ ।

আমজ্বরে বা বলাসক্তে বা
কফোত্থিতে মারুতসম্ভবে বা ।
ত্রিদোষজে স্বেদমুদাহরন্তি
স্তম্ভপ্রমোহাঙ্গরুজাপ্রশান্ত্যৈ ॥

বাতিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও আমজ্বরে স্তম্ভ, মূর্চ্ছা ও গাত্রবেদনা নিবারণার্থ স্বেদক্রিয়া কর্ত্তব্য।

পঞ্চকোলঃ ।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূল চব্য চিত্রক নাগরৈঃ ।
দীপনীয়ঃ স্মৃতো বর্গঃ কফানিলগদাপহঃ ॥

পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহাতে বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর নষ্ট এবং অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

পিপ্পলীক্বাথঃ ।

পিপ্পলীভিঃ শৃতং তোয়মনভিষ্যন্দি দীপনম্ ।
বাতশ্লেষ্মবিকারঘ্নং প্লীহজ্বরবিনাশনম্ ॥

পিঁপুল ২ তোলা লইয়া পূর্ব্ববৎ ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর এবং প্লীহাশ্রিত জ্বর নষ্ট হয়।

আরগ্বধাদিঃ।

আরগ্বধ গ্রন্থিক মুস্ত তিক্ত-
হরীতকীভিঃ ক্বথিতঃ কষায়ঃ।
সামে সশূলে কফবাতযুক্তে
জ্বরে হিতো দীপনপাচনশ্চ॥

সোঁদালের আটা, পিঁপুলমূল, মুতা, কট্‌কী ও হরীতকী মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। সোঁদালের আটা প্রথমে সিদ্ধ না করিয়া অপর দ্রব্য সকলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথে সোঁদালের আটা গুলিয়া সেবন করিবে। এই ক্বাথ অগ্নিদীপ্তিকারক এবং আমদোষের পাচক। বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে আমদোষ এবং গাত্রবেদনা থাকিলে ইহা ব্যবস্থেয়।

ক্ষুদ্রাদিঃ।

ক্ষুদ্রামৃতা নাগরপুষ্করাহ্বয়ৈঃ
কৃতঃ কষায়ঃ কফমারুতোত্তরে।
সশ্বাসকাসারুচিপার্শ্বরুগ্জ্বরে
তথা ত্রিদোষপ্রভবেহপি শস্যতে॥

কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী ও কুড় মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরে শ্বাস, কাস, অরুচি ও পার্শ্ববেদনা থাকিলে এবং সান্নিপাতিক জ্বরেও এই পাঁচন ব্যবস্থা করিবে।

দশমূলীক্বাথঃ।

দশমূলীরসঃ পেয়ঃ কণাযুক্তঃ কফানিলে।
অবিপাকেহতিতন্দ্রায়াং পার্শ্বরুক্‌শ্বাসকাসকে॥

বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, গণিয়ারিছাল, পারুলছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুরী মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ পিঁপুলচূর্ণ অর্দ্ধ ॥০ তোলা। ইহাতে বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর ও তন্দ্রাদি নষ্ট হয়।

মুস্তকাদিক্বাথঃ।

মুস্তনাগরভূনিম্বং ত্রয়মেতৎ ত্রিকার্ষিকম্।
কফবাতামশমনং পাচনং জ্বরনাশনম্॥

মুতা, শুঁঠ ও চিরাতা; এই তিনটী দ্রব্য প্রত্যেক দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণ করতঃ অর্দ্ধ সের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে কফ, বাত, আম এবং বাতশ্লেষ্মজ্বর নষ্ট হয়।

মুস্তাদিঃ।

মুস্তঃ পর্পটকঃ শুণ্ঠী গুড়ূচী সদুরালভা।
কফবাতারুচিচ্ছর্দ্দিদাহশোষজ্বরাপহঃ॥

মুতা, ক্ষেতপাপড়া, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও দুরালভা; এই সকলের ক্বাথ সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মজ্বর, অরুচি, বমন, গাত্রদাহ ও শোষ প্রভৃতি নষ্ট হয়।

সান্নিপাতিকজ্বরচিকিৎসা—

সান্নিপাতিকে বিধিঃ।

লঙ্ঘনং বালুকাস্বেদো নস্যং নিষ্ঠীবনং তথা।
অবলেহোহঞ্জনং চৈব প্রাক্ প্রযোজ্যং ত্রিদোষজে॥

ত্রিদোষজ অর্থাৎ সান্নিপাতিকজ্বরে প্রথমে লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন, অবলেহ ও অঞ্জন ব্যবস্থেয়। ইহাদের বিষয় পরে লিখিত হইতেছে।

সন্নিপাতজ্বরে পূর্ব্বং কুর্য্যাদামকফাপহম্ ।
পশ্চাৎ শ্লেষ্মণি সংক্ষীণে শময়েৎ পিত্তমারুতৌ ॥

সন্নিপাতজ্বরে প্রথমে আম অর্থাৎ অপক্ক আহাররস ও কফ দমন করিয়া পশ্চাৎ পিত্ত ও বায়ুর শান্তি করিবে।

লঙ্ঘনম্ ।

ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা দশরাত্রমথাপি বা ।
লঙ্ঘনং সন্নিপাতেষু কুর্য্যাদারোগ্যদর্শনাৎ ॥
দোষাণামেব সা শক্তির্লঙ্ঘনে যা সহিষ্ণুতা ।
নহি দোষক্ষয়ে কশ্চিৎ সহতে লঙ্ঘনাদিকম্ ॥

সন্নিপাত জ্বরে তিন দিবস, পাঁচ দিবস অথবা দশ দিবস পর্য্যন্ত উপবাস করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ যাবৎ আরোগ্য না হয়, তাবৎ উপবাস কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত উপবাস সহ্য হয়, সেই পর্য্যন্তই দোষের শক্তি জানিবে. দোষক্ষয় হইলে আর উপবাস সহ্য হয় না।

স্বেদঃ ।

ন স্বেদব্যতিরেকেণ সন্নিপাতঃ প্রশাম্যতি ।
তস্মান্মুহুর্ম্মুহুঃ কার্য্যং স্বেদনং সন্নিপাতিনাম্ ।
সন্নিপাতে জলময়ো নরাণাং বিগ্রহো ভবেৎ ।
বিনা বহ্ন্যুপচারেণ কস্তং শোষয়িতুং ক্ষমঃ ॥
প্রয়োগা বহবঃ সন্তু সবিষা নির্ব্বিষা অপি ॥
বহ্ন্যুষ্মাণং বিনা প্রায়ো ন বীর্য্যং দর্শয়ন্তি তে ॥
প্রতিক্রিয়াবিধানেন যস্য সংজ্ঞা ন জায়তে ।
পাদতলে ললাটে বা দহেল্লোহশলাকয়া ॥

স্বেদক্রিয়া ব্যতিরেকে সন্নিপাত উপশমিত হয় না, অতএব সান্নিপাতিক জ্বরে মুহুর্মুহুঃ, স্বেদ প্রদান করিবে। সন্নিপাতে মনুষ্যের শরীর জলময় হয়; সুতরাং অগ্নিক্রিয়া ব্যতিরেকে কে তাহা শোষণ করিতে পারে? সবিষ এবং নির্বিষাদি বহুপ্রকার প্রয়োগ আছে বটে, কিন্তু অগ্নিতাপ ব্যতিরেকে তাহাদের বীর্য্য কার্য্যকর হয় না। নানা প্রকার প্রতিক্রিয়া করিয়া যাহার চেতনা লাভ না হয়, তাহার পদতলে বা ললাটদেশে অগ্নিসন্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা দাহ করিবে।

স্বেদনিষিদ্ধকালঃ ।

লোহিতে নেত্রয়োর্বান্তৌ প্রলাপে মস্তচালনে ।
ন স্বেদঃ শুভদো জ্ঞেয়স্তত্র শীতক্রিয়া হিতা ॥

চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, বমি, প্রলাপ ও শিরশ্চালন এই সকল, লক্ষণ উপস্থিত হইলে স্বেদক্রিয়া নিষিদ্ধ। এরূপ স্থলে শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

নস্যম্ ।

সৈন্ধবাদি নস্যম্ ।

সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্ষপং কুষ্ঠমেব চ ।
বস্তমূত্রেণ সংপিষ্য নস্যং তন্দ্রাবিনাশনম্ ॥
শ্বেতমরিচং শুক্লমরিচং সজিনাবীজমিতি কেচিৎ ।

সৈন্ধবলবণ, শ্বেতমরিচ বা (সজিনাবীজ), শ্বেতসর্ষপ ও কুড় সমভাগ একত্র করতঃ ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নস্য দিবে। ইহাতে সন্নিপাত রোগীর তন্দ্রা নষ্ট হয়।

মধূকসারাদি নস্যম্।

মধূকসার সিন্ধূত্থ বচোষণকণাঃ সমাঃ।
শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বাম্ভসা নস্যং কুর্য্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্॥

মউলসার, সৈন্ধবলবণ, বচ, মরিচ ও পিঁপুল সমভাগে পেষণ করিয়া ঈষৎ উষ্ণ জলের সহিত নস্য দিলে রোগীর চৈতন্যোদয় হয়।

ষড়্গ্রন্থ্যাদি নস্যম্।

ষড়্গ্রন্থি সৈন্ধব কণাঃ সমধূকসারাঃ
পিষ্টাঃ সমেন মরিচেন জলৈঃ কবোষ্ণৈঃ।
নস্যং নিবারয়তি শীঘ্রমচেতনত্বং
তন্দ্রাপ্রলাপসহিতং শিরসো গুরুত্বম্॥

পিপ্পলীমূল, সৈন্ধবলবণ, পিপ্পলী ও মউলসার ইহাদের সমভাগ চূর্ণ এবং সমুদায় চূর্ণের সমান মরিচচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঈষৎ উষ্ণ জলের সহিত নস্য প্রদান করিলে রোগীর শীঘ্র চেতনালাভ হয় এবং তন্দ্রা, প্রলাপ ও মস্তকের ভার নিবারিত হয়।

রসোনাদিনস্যম্।

রসোনং মরিচং পিষ্টং নস্যং স্যাৎ শ্লেষ্মনাশনম্॥

রসুন ও মরিচ সমভাগে পেষণ পূর্ব্বক বস্ত্রের পুটলী মধ্যে রাখিয়া নস্য গ্রহণ করিলে শ্লেষ্মা নষ্ট হয়।

সিতিকুক্কুটিকাণ্ডজজলং পানান্নস্যাদপাঞ্জনাচ্চ।
দুঃসাধনসন্নিপাতঃ প্রবলোঽপ্যাশু প্রশমমেতি॥

কৃষ্ণ কুক্কুটডিম্বের ভিতরের তরলাংশ পান অথবা নস্যরূপে গ্রহণ করিলে এবং তাহার অঞ্জন প্রদান করিলে প্রবল, দুঃসাধ্য সন্নিপাতজ্বরও শীঘ্র উপশম প্রাপ্ত হয়।

নিষ্ঠীবনম্।

আর্দ্রকাদিনিষ্ঠীবনম্।

আর্দ্রিকস্বরসোপেতং সৈন্ধবং সকটুত্রয়ম্।
আকণ্ঠং ধারয়েদাস্যে নিষ্ঠীবেচ্চ পুনঃ পুনঃ॥
তেনাস্য হৃদয়াৎ শ্লেষ্মা মন্যাপার্শ্বশিরোগলাৎ।
লীনোঽপ্যাকৃষ্যতে শুষ্কো লাঘবঞ্চাস্য জায়তে॥
পর্ব্বভেদো জ্বরো মূর্চ্ছা নিদ্রা কাস গলাময়াঃ।
মুখাক্ষিগৌরবং জাড্যমুৎক্লেদশ্চোপশাম্যতি।
একদ্বিত্রিশ্চতুঃ কুর্য্যাৎ দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্।
এতদ্ধি পরমং প্রাহুর্ভেষজং সন্নিপাতিনাম্॥

সৈন্ধব, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ সমভাগ চূর্ণ করিয়া আদার রসে গুলিয়া আকণ্ঠপূর্ণ করিয়া মুখে ধারণ করিলে, ইহাতে পুনঃ পুনঃ শ্লেষ্মা উঠিবে। এই ক্রিয়া দ্বারা হৃদয়, মন্যা, পার্শ্ব, মস্তক ও গলা হইতে অতি গাঢ়রূপে সংলগ্ন বা শুষ্ক সমুদায় শ্লেষ্মা আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়া শরীরের ভার লাঘব হয়, এবং পর্ব্বভেদ, জ্বর, মূর্চ্ছা, নিদ্রা, কাস, গলরোগ, মুখ ও চক্ষুর ভার, জড়তা, উৎক্লেদ অর্থাৎ বমিভাব এই সমুদায় নিবারিত হয়। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া একবার, দুইবার, তিনবার কিংবা চারিবার পর্য্যন্ত নিষ্ঠীবন ব্যবহার্য্য। ইহা সন্নিপাত রোগে বিশেষ হিতপ্রদ।

অবলেহঃ ।

অষ্টাঙ্গাবলেহঃ ।

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ব্যোষং যাসশ্চ কারবী ।
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং চৈতৎ মধুনা সহ লেহয়েৎ ॥
এষোঽবলেহঃ সংহন্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্ ।
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ কণ্ঠরোধং নিযচ্ছতি ॥
ঊর্দ্ধগশ্লেষ্মহরণে চোষ্ণে স্বেদাদিকর্ম্মস্তু ।
বিরোধ্যস্মিন্ মধু ত্যক্ত্বা কার্য্যশ্চার্দ্রকজৈ রসৈঃ ॥

কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অবলেহন করিলে ঘোরতর সন্নিপাতজ্বর, হিক্কা, শ্বাস ও কণ্ঠরোধ নিবারণ হয়। ঊর্দ্ধগ শ্লেষ্মা নাশার্থ উষ্ণ-স্বেদাদি ক্রিয়া কর্ত্তব্য হইলে মধু না দিয়া আদার রসে অবলেহ প্রস্তুত করিবে, কারণ মধু উষ্ণ ক্রিয়ার বিরোধি ।

অঞ্জনম্ ।

শিরীষাদ্যঞ্জনম্ ।

শিরীষবীজগোমূত্রকৃষ্ণা মরিচ সৈন্ধবৈঃ ।
অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলা বচৈঃ ॥

শিরীষবীজ, পিপ্পলী, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ গোমূত্রে পেষণ করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে সান্নিপাতিক রোগীর চৈতন্য লাভ হয় ।

তস্করাহ্বপতঙ্গস্য বিট্‌চূর্ণং মধুসংযুতম্ ।
অঞ্জনাদ্‌বোধয়েৎস্বপ্নং তন্দ্রিতং সন্নিপাতিনম্ ॥

আরসুলার নাদি মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া অঞ্জন দিলে সান্নিপাতিক রোগীর তন্দ্রানাশ ও চেতনা লাভ হয় ।

দশমূলক্কাথঃ ।

বিল্বশ্যোনাক গাম্ভারী পাটলা গণিকারিকা ।
দীপনং কফবাতঘ্নং পঞ্চমূলমিদং মহৎ ॥
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরম্ ।
বাতপিত্তাপহং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্ ॥
উভয়ং দশমূলং হি সন্নিপাতজ্বরাপহম্ ।
কাসে শ্বাসে চ তন্দ্রায়াং পার্শ্বশূলে চ শস্যতে ।
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং কণ্ঠহৃদ্‌গ্রহনাশনম্ ॥

বিল্ব, শোনা, গাম্ভার, পারুল, গণিয়ারি, ইহাদের মূলের ছাল একত্র করিলে বৃহৎ পঞ্চমূল এবং শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের একত্রীকৃত মূলের নাম স্বল্প পঞ্চমূল। উভয়বিধ পঞ্চমূল মিলিত হইলে দশমূল কহা যায়। দশমূলের ক্বাথে পিঁপুলচূর্ণ ৵০ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সন্নিপাত জ্বর, কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল এবং কণ্ঠ ও হৃদয়ের বেদনা নিবারিত হয় ।

চতুর্দ্দশাঙ্গঃ ক্বাথঃ ।

চিরজ্বরে বাতকফোল্বণে বা
ত্রিদোষজে বা দশমূলমিশ্রঃ ।
কিরাততিক্তাদিগণঃ প্রয়োজ্যঃ
শুদ্ধার্থিনে বা ত্রিবৃতাদিমিশ্রঃ ॥

দশমূল এবং চিরাতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুণ্ঠী এই চতুর্দ্দশ দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। বহুকালব্যাপী জ্বরে, বাতশ্লেষ্ম প্রধান জ্বরে এবং সান্নিপাতিক জ্বরে, এই কষায়

পান করিবে। শুদ্ধি অর্থাৎ ভেদ করান আবশ্যক হইলে ইহার সহিত ২ বা ৪ মাষা তেউড়িমূলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে।

ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশাঙ্গক্বাথঃ।

ভূনিম্ব দারু দশমূল মহৌষধাব্দ-
তিক্তেন্দ্রবীজ ধনিকেভকণাকষায়ঃ।
তন্দ্রাপ্রলাপকসনারুচিদাহমোহ-
শ্বাসাদিযুক্তমখিলং জ্বরমাশু হন্তি॥

চিরাতা, দেবদারু, দশমূল, শুণ্ঠী, মুতা, কট্কী, ইন্দ্রযব, ধনে ও গজপিপ্পলী মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই কষায় পান করিলে তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাসাদি উপদ্রব সহিত সকল প্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

বৃহৎ কট্ফলাদিক্বাথঃ।

কট্ফলাব্দবচাপাঠাপুষ্করাজাজিপর্পটৈঃ।
শৃঙ্গী কলিঙ্গ ধন্যাকং শটী ভৃঙ্গ কণাদ্বয়ম্॥
তিক্তাভয়াম্বু কৈরাতং ভার্গী রামঠকং বলা।
দশমূলী কণামূলং নিষ্কাথ্য ক্বাথমুত্তমম্॥
হিঙ্গ্বার্দ্রকরসোপেতং সন্নিপাতবিনাশনম্।
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং স্বরভেদং গলাময়ান্॥
কর্ণমূলোদ্ভবং শোথং হন্বাদ্যনুমুখাময়ান্।
কফবাতজ্বরং কাসং তথা হন্তি শিরোগদান্।
শিরোগুরুত্বং বাধির্য্যং নিহন্তি কফবাতিকম্॥

কট্ফল, মুতা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেতপাপড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইন্দ্রযব, ধনে, শটী, ভৃঙ্গরাজ, পিঁপুল, কট্কী, হরীতকী, বালা, চিরাতা, বামনহাটী, হিং, বেড়েলা, দশমূল ও পিঁপুলমূল এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। হিং ও আদার রস মিশ্রিত করিয়া সেবনীয়। এই কষায় পানে সান্নিপাতিক জ্বর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, স্বরভঙ্গ, গলরোগ, কর্ণমূলোৎপন্ন শোথ, হনুরোগ, মুখরোগ মস্তকের ভার ও বাতশ্লেষ্ম জন্য বধিরতা প্রভৃতি নষ্ট হয়।

পঞ্চমুষ্টিঃ।

যবকোলকুলত্থানাং মুদ্গামলকশুণ্ঠয়োঃ।
একৈকমুষ্টিমাহৃত্য পচেদষ্টগুণে জলে॥
পঞ্চমুষ্টিক ইত্যেষ বাতপিত্তকফাপহঃ।
শস্যতে গুল্মশূলে চ শ্বাসে কাসে ক্ষয়ে জ্বরে॥

যব, কুল, কুলথকলাই, মুগ ও আমলা এই সকল দ্রব্যের এক এক মুষ্টি লইয়া আটগুণ জল দিয়া তাহা পাক করিবে। ইহার নাম পঞ্চমুষ্টি, ইহা সেবন করিলে, বাত, পিত্ত ও কফ বিনষ্ট হয় এবং গুল্মশূল, শ্বাস, কাস, ক্ষয় ও জ্বর রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

চাতুর্ভদ্রকং পঞ্চমূলকঞ্চ।

পঞ্চমূলীকিরাতাদির্গণো যোজ্যস্ত্রিদোষজে।
পিত্তোৎকটে চ মধুনা কণয়া চ কফোৎকটে॥

লঘুপঞ্চমূলী অর্থাৎ শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এবং কিরাতাদিগণ অর্থাৎ চিরাতা, শুঁঠ, মুতা ও গুলঞ্চ; ইহার নাম নবাঙ্গযোগ।

এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা. এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পিত্তপ্রধান সান্নিপাতিক জ্বরে মধু প্রক্ষেপ দিয়া এবং কফপ্রধান সান্নিপাতিকজ্বরে পিঁপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে।

বাতশ্লেষ্মহরোঽষ্টাদশাঙ্গঃ।

দশমূলী শটী শৃঙ্গী পৌষ্করঞ্চ দুরালভা।
ভার্গী কুটজবীজঞ্চ পটোলং কটুরোহিণী॥
অষ্টাদশাঙ্গ ইত্যেষ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ।
কাসহৃদ্গ্রহপার্শ্বার্ত্তিশ্বাসহিক্কাবমীহরঃ॥

দশমূল, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, দুরালভা, বামনহাটী, ইন্দ্রযব, পল্‌তা এবং কট্‌কী; এই সমুদয় দ্রব্য মিলিত দুই তোলা, জল অর্দ্ধ সের, অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া। এই ক্বাথ সেবনে সন্নিপাতজ্বর, কাস, হৃদয় ও পার্শ্ববেদনা, শ্বাস, হিক্কা ও বমি প্রশমিত হয়।

মুস্তাদিগণঃ।

মুস্ত পর্পটকোশীর দেবদারু মহৌষধম।
ত্রিফলা ধন্বযাসঞ্চ নীলী কম্পিল্লকং ত্রিবৃৎ॥
কিরাততিক্তকং পাঠা বলা কটুকরোহিণী।
মধুকং পিপ্পলীমূলং মুস্তাদ্যো গণ উচ্যতে॥
অষ্টাদশাঙ্গমুদিতমেতদ্ধা সন্নিপাতনুৎ।
পিত্তোত্তরে সন্নিপাতে হিতঞ্চোক্তং মনীষিভিঃ॥
মন্যাস্তম্ভে উরোঘাতে উরঃপার্শ্বশিরোগ্রহে॥

মুতা, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, দেবদারু, শুঁঠ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দুরালভা, নীলবুহ্মা, কম্পিল্লক (গুণ্ডারোচনী বা কমলাগুঁড়ী), তেউড়ী, চিরাতা, আকনাদি, বেড়েলা, কট্‌কী, যষ্টিমধু ও পিঁপুলমূল; ইহাদিগকে মুস্তাদিগণ বা অষ্টাদশাঙ্গ ক্বাথ বলে। ইহা সেবনে পিত্তপ্রধান সান্নিপাতিক জ্বর, মন্যাস্তম্ভ, উরোঘাত এবং বক্ষঃস্থল, পার্শ্ব ও মস্তকের বেদনা নিবারণ হয়।

শট্যাদিগণঃ।

শটী পুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রী শৃঙ্গী দুরালভা।
গুড়ূচী নাগরং পাঠা কিরাতং কটুরোহিণী॥
এষ শট্যাদিকো বর্গঃ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ।
কাসহৃদ্গ্রহপার্শ্বার্ত্তিশ্বাসে তন্দ্র্যাঞ্চ শস্যতে॥

শটী, কুড়, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদি, চিরাতা, ও কট্‌কী; এই সকল দ্রব্যকে শট্যাদিগণ কহে। এই ক্বাথ সেবনে সন্নিপাতজ্বর বিনষ্ট হয়, এবং ইহা কাস, হৃদয় ও পার্শ্ববেদনা, শ্বাস ও তন্দ্রা রোগে বিশেষ হিতকারী।

বৃহত্যাদিগণঃ।

বৃহত্যৌ পুষ্করং ভার্গী শটী শৃঙ্গী দুরালভা।
বৎসকস্য চ বীজানি পটোলং কটুরোহিণী॥
বৃহত্যাদির্গণঃ প্রোক্তঃ সন্নিপাতজ্বরাপহঃ।
কাসাদিষু চ সর্ব্বেষু দেয়ঃ সোপদ্রবেষু চ॥

বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামনহাটী, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পল্‌তা ও কট্‌কী, ইহাদিগকে বৃহত্যাদিগণ বলে। ইহাদের ক্বাথ সেবনে সন্নিপাতজ্বর, কাস, শ্বাস ও পার্শ্ববেদনা ইত্যাদি প্রশমিত হয়।

ভার্গ্যাদিঃ।

ভার্গীং পুষ্করমূলঞ্চ রাস্নাং বিল্বং যমানিকাম্।
নাগরং দশমূলঞ্চ পিপ্পলীং চাপ্স্ব সাধয়েৎ॥
সন্নিপাতজ্বরে দেয়ং হৃৎপার্শ্বানাহশূলিনাম্।
কাসশ্বাসাগ্নিমন্দত্বং তন্দ্রাঞ্চ বিনিবর্ত্তয়েৎ॥

বামনহাটী, কুড়, রাস্না, বিল্বমূল, জোয়ান, শুঁঠ, দশমূল ও পিঁপুল; এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ সেবন করিলে সন্নিপাতজ্বরে হৃদয়ের ও পার্শ্বদ্বয়ের আনাহশূল অর্থাৎ বন্ধনবৎ বেদনা, কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও তন্দ্রা নিবারিত হয়।

ব্যোষাদিঃ।

ব্যোষাব্দত্রিফলাতিক্তাপটোলাবিষ্টবাসকৈঃ।
সভূনিম্বামৃতানান্তৈস্ত্রিদোষজ্বরমুজ্জ্বলম্॥

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, মুতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কটকী, পলতা, নিমছাল, বাসকছাল, চিরাতা, গুলঞ্চ এবং দুরালভা; এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ যথাবিহিত নিয়মানুসারে প্রস্তুত করিয়া পান করিলে ত্রিদোষ অর্থাৎ বাতজনিত, পিত্তজনিত ও শ্লেষ্মজনিত জ্বর বিনষ্ট হয়।

ত্রিবৃতাদিঃ।

ত্রিবৃদ্বিশালাত্রিফলাকটুকারগ্বধৈঃ কৃতঃ।
সক্ষারো ভেদনঃ ক্বাথঃ পেয়ঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ॥

তেউড়ী, গোরক্ষচাকুলে (রাখালশসা), হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, কটকী সোঁদাল এই সকল দ্রব্যের যথানিয়মে ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে যবক্ষার প্রক্ষেপপূর্ব্বক পান করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়, এবং বাতজ, পিত্তজ, কফজ, দ্বন্দ্বজ, আগন্তুজ, সন্নিপাতজ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

সন্নিপাতে পুরাতনঘৃতাভ্যঙ্গঃ।

বাতপিত্তোল্বণে চৈব ঘৃতং যোজ্যং পুরাতনম্।
অভ্যঙ্গাৎ শময়ত্যাশু সন্নিপাতং সুদারুণম্॥

বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাত জ্বরে পুরাতন ঘৃত দ্বারা অভ্যঙ্গ করাইবে, তদ্দ্বারা শীঘ্র সুদারুণ সন্নিপাত জ্বর উপশমিত হয়।

সন্নিপাতে স্বেদোদ্গমে বিধিঃ।

স্বেদোদ্গমে জ্বরে দেয়শ্চূর্ণো ভৃষ্টকুলত্থজঃ॥

সন্নিপাতজ্বরে ঘর্ম্মাধিক্য হইলে কুলত্থকলাই ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে।

সন্নিপাতে কর্ণমূলশোথঃ।

সন্নিপাতজ্বরস্যান্তে কর্ণমূলে সুদারুণঃ।
শোথঃ সঞ্জায়তে তেন কশ্চিদেব প্রমুচ্যতে॥

সন্নিপাত জ্বরাবসানে কর্ণমূলে সুদারুণ শোথ জন্মে, তাহাতে কদাচিৎ কেহ রক্ষা পায়।

তস্য সাধ্যত্বাদি।

জ্বরাদিতো বা জ্বরমধ্যতো বা
জ্বরান্ততো বা শ্রুতিমূলশোথঃ।
ক্রমেণ সাধ্যঃ খলু কৃচ্ছ্রসাধ্য-
স্ততস্ত্বসাধ্যঃ কথিতো ভিষগ্ভিঃ।

জ্বরের আদিতে কর্ণমূলে শোথ হইলে সাধ্য, জ্বরের মধ্যে হইলে কষ্টসাধ্য এবং জ্বরের অন্তে হইলে অসাধ্য।

কর্ণমূলশোথচিকিৎসা।

রক্তাবসেচনৈঃ পূর্ব্বং সর্পিঃপানৈশ্চ তং জয়েৎ।
প্রদেহৈঃ কফবাতঘ্নৈর্ব্বমনৈঃ কবলগ্রহৈঃ।

কর্ণমূলে শোথ হইলে প্রথমে জলৌকা দ্বারা ঐ স্থানের রক্ত মোক্ষণ করাইবে, এবং পঞ্চতিক্ত ঘৃত বা ত্রিফলাঘৃতাদি পান করিতে দিবে। এবং বাতশ্লেষ্মনাশক প্রলেপ, বমন এবং কবলগ্রহ ব্যবস্থা করিবে।

কুলত্থাদিপ্রলেপঃ।

কুলত্থকট্‌ফলে শুণ্ঠী কারবী চ সমাংশকৈঃ।
সুখোষ্ণৈর্লেপনং দদ্যাৎ কর্ণমূলে মুহুর্মুহুঃ॥

কুলত্থকলায়, কট্‌ফল, শুঁঠ ও কৃষ্ণজীরা ইহাদের চূর্ণ সমভাগে অগ্নিস্বিন্ন সিজপত্ররসে পেষিত ও সুখোষ্ণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ কর্ণমূলে প্রলেপ দিবে।

গৈরিকাদিপ্রলেপঃ।

গৈরিকং পাংশুজং শুণ্ঠী বচা কট্‌ফলকাঞ্জিকৈঃ।
কর্ণশোথহরো লেপঃ সন্নিপাতজ্বরে নৃণাম্॥

গেরিমাটী, যবক্ষার, শুঁঠ, বচ, কট্‌ফল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে কাঞ্জিকের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সান্নিপাতিক কর্ণমূল নিবারণ হয়।

দশমূলপ্রলেপঃ।

সুখোষ্ণদশমূলেন প্রলেপোঽপি মহাফলঃ॥

দশমূল বাঁটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিস্তর উপকার হয়।

বীজপূরাদিপ্রলেপঃ।

বীজপূরকমূলানি অগ্নিমন্থং তথৈব চ
সনাগরং দেবদারু চব্যচিত্রকপেষিতম্।
প্রলেপনমিদং শ্রেষ্ঠং গলে শ্বয়থুনাশনম্॥

টাবালেবুর মূল, গণিয়ারি, দেবদারু, শুঁঠ, চৈ ও চিতামূল সমভাগে পেষণ করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রলেপ দিলে গলশোথ অর্থাৎ গলাফুলা নিবারণ হয়।

অভিন্যাসজ্বরচিকিৎসা—

নিদ্রোপেতমভিন্যাসক্ষীণং বিদ্যাদ্ধতৌজসম্।
সন্নিপাতে প্রকম্পস্তং প্রলপন্তং ন বৃংহয়েৎ।
তৃষ্ণাদাহাভিভূতেম্ ন দদ্যাচ্ছীতলং জলম্॥

সন্নিপাত জ্বরে, কম্প, প্রলাপ, নিদ্রাবির্ভাব এবং ওজোনাশ হইলে রোগীকে অভিন্যাসজ্বর প্রাপ্ত জানিবে। তাদৃশ অবস্থায় দুগ্ধাদি দ্রব্য আহার করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ। তৃষ্ণা ও দাহাভিভূত রোগীকে শীতল জল দিবে না।

কারব্যাদিকাথঃ।

কারবী পুষ্করৈরণ্ড ত্রায়ন্তী নাগরামৃতাঃ।
দশমূলী শটী শৃঙ্গী যাস ভার্গী পুনর্নবাঃ॥
তুল্যা মূত্রেণ নিঃক্বাথ্য পীতাঃ স্রোতোবিশোধনাঃ।
অভিন্যাসজ্বরং ঘোরমাশু ঘ্নন্তি সমুদ্ধতম্॥

কৃষ্ণজীরা, কুড়, ভেরাণ্ডামূল, বলাডুমুর, শুঁঠ, গুলঞ্চ, দশমূল, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, বামনহাটী ও পুনর্নবা মিলিত ২ দুই তোলা, পাকার্থ গোমূত্র ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহা পান করিলে নাড়ী সকল বিশুদ্ধ হয় এবং ঘোরতর অভিন্যাস জ্বর নষ্ট হয়।

মাতুলুঙ্গাদিক্বাথঃ।

মাতুলুঙ্গাশ্মভিদ্বিল্বব্যাঘ্রীপাঠোরুবূকজঃ।
ক্বাথো লবণমূত্রাঢ্যোঽভিন্যাসাপহশূলনুৎ॥

টাবালেবু, পাষাণভেদী, বিল্বমূল, কণ্টকারী, আকনাদি এবং এরণ্ডমূল; এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সৈন্ধবলবণ ও গোমূত্র প্রক্ষেপ করতঃ সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা ঘোরতর অভিন্যাসজ্বর, আনাহ অর্থাৎ মলমূত্ররোধক পীড়াবিশেষ ও শূলরোগ বিনষ্ট হয়।

কণ্ঠরোধাদৌ যোগঃ।

কণ্ঠরোধককফশ্বাসহিক্কাসংন্যাসপীড়িতঃ।
মাতুলুঙ্গার্দ্রকরসং দশমূলাম্ভসা পিবেৎ।

যে রোগী কণ্ঠারোধ, কফ, শ্বাস, হিক্কা বা সংন্যাস রোগে পীড়িত, তাহার পক্ষে দশমূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে টাবালেবুর ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া পান করা কর্ত্তব্য।

জীর্ণজ্বরচিকিৎসা—

নিদিগ্ধিকাদিক্বাথঃ।

নিদিগ্ধিকানাগরকামৃতানাং
ক্বাথং পিবেৎ মিশ্রিতপিপ্পলীকম্।
জীর্ণজ্বরারোচককাসশূল-
শ্বাসাগ্নিমান্দ্যার্দ্দিতপীনসেষু॥
ঊর্দ্ধ্বগাময়ং প্রায়ঃ সায়ং তেনোপযুজ্যতে।
এতদ্রাত্রিজ্বরে সায়মহ্নথা প্রাতরিষ্যতে।
পিত্তানুবন্ধে সংত্যজ্য পিপ্পলীং প্রক্ষিপেন্মধু॥

কণ্টকারী, শুণ্ঠী ও গুলঞ্চ মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ পিপ্পলীচূর্ণ ✓০ আনা। জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, অর্দ্দিত ও পীনস রোগে এই ক্বাথ ব্যবস্থেয়। ইহা ঊর্দ্ধগরোগ নিবারণ করে বলিয়া সায়ংকালে সেবনীয়। রাত্রিজ্বরে এই ক্বাথ সায়ংকালে সেব্য। দিবাজ্বরে প্রাতঃকালে সেব্য। পিত্তপ্রধান জ্বরে পিপ্পলীচূর্ণের পরিবর্ত্তে মধু প্রক্ষেপ দিবে।

মুষ্টিযোগঃ।

পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তঃ ক্বাথশ্ছিন্নরুহোদ্ভবঃ।
জীর্ণজ্বরকফধ্বংসী পঞ্চমূলীকৃতোঽথবা॥
পিপ্পলীমধুসংমিশ্রং গুড়ূচীস্বরসং পিবেৎ।
জীর্ণজ্বরকফপ্লীহকাসারোচকনাশনম্॥

গুলঞ্চ ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ পিপ্পলীচূর্ণ দুই ✓০ আনা। ইহাদ্বারা জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়।

বিল্বছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, মিলিত দুই

২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ পিঁপুলচূর্ণ ৵০ আনা। ইহাতে জীর্ণজ্বর ও কফ নষ্ট হয়।

গুলঞ্চের স্বরস, পিঁপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে জীর্ণজ্বর, কফ, প্লীহা, কাস ও অরুচি নিবারণ হয়।

প্লীহজ্বরে নিদিগ্ধিকাদিঃ।

নিদিগ্ধিকাগণঃ পথ্যা তথ রোহীতকত্বচঃ।
ক্বাথং কৃত্বা ক্ষিপেত্তত্র যবক্ষারং কণাযুতম॥
এতস্য প নমাত্রেণ প্লীহজ্বরবিনাশনম॥
(নিদিগ্ধিকাগণঃ স্বল্পপঞ্চমূলম।)

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, হরীতকী ও রড়ার ছাল মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ যবক্ষার ২ মাষা ও পিপ্পলী চূর্ণ ২ মাষা। ইহা পান করিলে প্লীহাজ্বর নিবারণ হয়।

মুষ্টিযোগঃ।

অস্থিককটপঞ্চাঙ্গং শুণ্ঠ্যা চিরজ্বরপ্রণুৎ।

অস্থিককটস্য হাড়কাঁকড়া ইতিখ্যাতস্য বৃক্ষস্য পঞ্চাঙ্গং মূল-বল্কল-পত্র-পুষ্প-ফলং সংক্ষুদ্য পোট্টলীং বদ্ধা দগ্ধ্বা রসং গৃহীত্বা তোলকদ্বযমিতয়া শুণ্ঠ্যা পেয়ম্।

হাড়কাঁকড়ার মূল, বল্কল, পত্র, পুষ্প ও ফল কুটিয়া পুটলি বাঁধিয়া দগ্ধ করিবে, ইহার নিঃসৃত রস ২ তোলা অল্প শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত সেবন করিলে বহুকালের জ্বর নষ্ট হয়।

বিষমজ্বরচিকিৎসা—

মধুনা সর্ব্বজ্বরনুৎ শেফালীদলজো রসঃ॥

শেফালীপত্রের রস ২ তোলা, মধুর সহিত সেবনে সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর উপশমিত হয়।

অজাজী গুড়সংযুক্তা বিষমজ্বরনাশিনী।
অগ্নিসাদং জয়েৎ সম্যক্ বাতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ॥

কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ॥০ তোলা ও পুরাতন গুড় ॥০ তোলা একত্র সেবন করিলে বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও বাতরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

রসোনকল্কং তিলতৈলমিশ্রং
যোঽশ্নাতি নিত্যং বিষমজ্বরার্ত্তঃ।
বিমুচ্যতে সোঽপ্যচিরাজ্জ্বরেণ
বাতামযৈশ্চাপি সুঘোরকল্পৈঃ॥

রসুন দগ্ধ করিয়া তিলতৈলের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে শীঘ্র বিষমজ্বর ও ঘোরতর বাতব্যাধি নিবারিত হয়।

সন্ততাদিজ্বরে—

কলিঙ্গাদিক্বাথঃ।

কলিঙ্গকাঃ পটোলস্য পত্রং কটুকরোহিণী॥
পটোলং সারিবা মুস্তং পাঠা কটুকরোহিণী॥
নিম্বং পটোলং মৃদ্বীকা ত্রিফলা মুস্ত বৎসকৌ।
কিরাততিক্তমমৃতা চন্দনং বিশ্বভেষজম্॥
গুড়ূচ্যামলকং মুস্তমর্দ্ধশ্লোকসমাপনাঃ।
কষায়াঃ শময়ন্ত্যাশু পঞ্চ পঞ্চবিধান্ জ্বরান্॥
সন্ততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকান্॥

ইন্দ্রযব, পল্তা ও কট্কী মিলিত ২ তোলা, জল ॥০ সের, শেষ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ মধু ।০ আনা। এই

কষায় পানে সন্ততাদি বিষমজ্বর উপশমিত হইয়া থাকে।

পটোলপত্র, অনন্তমূল, মুতা, আকনাদি ও কট্‌কী মিলিত ২ তোলা, জল ॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু। ইহা সেবনে সতত অর্থাৎ দ্বৌকালীন বিষমজ্বর উপশমিত হয়।

নিমছাল, পল্‌তা, কিস্‌মিস্‌, ত্রিফলা, মুতা, কুড়চির ছাল ও ইন্দ্রযব মিলিত ২ তোলা, জল ॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু। ইহা পানে অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর প্রশমিত হয়।

চিরাতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা, জল ॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু। ইহাতে তৃতীয়ক অর্থাৎ এক দিবস অন্তর যে জ্বর হয়, উহা প্রশমিত হয়।

গুলঞ্চ, আমলা ও মুতা মিলিত দুই ২ তোলা, জল ॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু। ইহা সেবনে চাতুর্থক অর্থাৎ ২ দিবস অন্তর যে জ্বর হয়, উহা প্রশমিত হয়।

উপরোক্ত পাঁচটী পাঁচন বিষমজ্বরে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

গুড়প্রগাঢ়াং ত্রিফলাং পিবেদ্বা বিষমার্দ্দিতঃ।
দীর্ঘপত্রককর্ণাখ্যনেত্রং খদিরসংযুতম্॥
তাম্বূলৈস্তদ্দিনে ভুক্তং প্রাতর্বিষমনাশনম।
গুড়ূচীমুস্তধাত্রীণাং কষায়ং বা সমাক্ষিকম্॥

ত্রিফলা উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক যথানিয়মে ক্বাথ প্রস্তুত করতঃ ইহাতে গুড় প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

পালাজ্বরের পালার দিবসে প্রাতঃকালে খদিরের সহিত তাম্বূল দিয়া শুষ্ক ভূমিজাত ও দীর্ঘপত্রবিশিষ্ট কর্ণবৃক্ষের অর্থাৎ কানা খোড়া গাছের মূল সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

গুলঞ্চ, মুতা ও আমলকী; এই সকলেরও যথানিয়মানুসারে ক্বাথ প্রস্তুত করতঃ তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

মহৌষধাদি ক্বাথঃ।

মহৌষধামৃতামুস্ত চন্দনোশীরধান্যকৈঃ।
ক্বাথস্তৃতীয়কং হন্তি শর্করামধুযোজিতঃ॥
তৃতীয়কেঽত্যন্তসিদ্ধফলঃ।

শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও ধন্যা, মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ চিনি ২ মাষা, মধু ২ মাষা। ইহাতে তৃতীয়কজ্বর নষ্ট হয়।

উশীরাদিক্বাথঃ।

উশীরং চন্দনং মুস্তং গুড়ূচীধান্যনাগরম্।
অম্ভসা কথিতং পেয়ং শর্করামধুযোজিতম্।
জ্বরে তৃতীয়কে দেয়ং তৃষ্ণাদাহসমন্বিতে॥

বেণার মূল, রক্তচন্দন, মুতা, গুলঞ্চ, ধন্যা, শুণ্ঠী মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ চিনি ২ মাষা ও মধু ২ মাষা। তৃষ্ণা ও দাহসমন্বিত তৃতীয়ক জ্বরে ইহা পান করিবে।

পটোলাদিক্কাথঃ।

পটোলারিষ্টমৃদ্বীকা শ্যামাকং ত্রিফলা বৃষম্।
ক্কাথ ঐকাহিকং হন্তি শর্করামধুযোজিতঃ॥

পটোলপত্র, নিমছাল, দ্রাক্ষা, শ্যামালতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও বাসকছাল মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ চিনি ২ মাষা, এবং মধু ২ মাষা। এই ক্কাথ সেবনে ঐকাহিক জ্বর নষ্ট হয়।

চাতুর্থকজ্বরে বাসাদিক্কাথঃ।

বাসাধাত্রীস্থিরাদারুপথ্যানাগরসাধিতঃ।
সিতামধুযুতঃ ক্কাথশ্চাতুর্থকবিনাশনঃ॥

বাসকছাল, আমলা, শালপাণি, দেবদারু, হরীতকী, শুণ্ঠী মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ চিনি ২ মাষা, মধু ২ মাষা। ইহা চাতুর্থক জ্বর নষ্ট করে।

মহাবলাদিক্কাথঃ।

মহাবলামূলমহৌষধাভ্যাং
ক্কাথো নিহন্যাদ্ বিষমজ্বরঞ্চ।
শীতং সকম্পং পরিদাহযুক্তং
বিনাশয়েদ্ দ্বিত্রিদিনপ্রযুক্তঃ॥

গোরক্ষচাকুলের মূল ১ তোলা, শুণ্ঠী ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহা দুই তিন দিন সেবন করিলে শীত, কম্প, দাহযুক্ত বিষম জ্বর নষ্ট হয়।

রাত্রিজ্বরে গুড়ূচ্যাদিক্কাথঃ।

গুড়ূচীমুস্তভূনিম্বং ধাত্রী ক্ষুদ্রা চ নাগরম্।
বিল্বাদিপঞ্চমূলঞ্চ কটুকেন্দ্রযবাসকম্॥
নিশাভবং জ্বরং বাতকফপিত্তসমুদ্ভবম্।
চিরোত্থং দ্বন্দ্বজং হন্তি সকণং মধুসংযুতম্॥

গুলঞ্চ, মুতা, চিরাতা, আমলা, কণ্টকারী, শুণ্ঠী, বিল্বছাল, সোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, কট্কী, ইন্দ্রযব ও দুরালভা মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, এই ক্কাথ সেবনে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, দ্বন্দ্বজ ও চিরোৎপন্ন রাত্রিজ্বর নিবারিত হয়।

মুস্তাদিক্কাথঃ।

মুস্তামলকগুড়ূচীবিশ্বৌষধকণ্টকারিকাক্কাথঃ।
পীতঃ সকণাচূর্ণঃ সমধুর্বিষমজ্বরং হন্তি॥

মুতা, আমলা, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী ও কণ্টকারী ইহাদের ক্কাথে, পিঁপুলচূর্ণ ২ মাষা, মধু ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

মধুকাদিক্কাথঃ।

মধুকং চন্দনং মুস্তং ধাত্রী ধান্যমুশীরকম্।
ছিন্নোদ্ভবং পটোলঞ্চ ক্কাথঃ সমধুশর্করঃ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সন্ততাদ্যং সুদারুণম্।
বাতিকং পৈত্তিকং চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্॥

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুতা, আমলা, ধন্যা, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও পটোলপত্র। পূর্ব্ববৎ ক্কাথ, প্রক্ষেপ মধু ২ মাষা ও চিনি ২ মাষা। ইহাতে অষ্টবিধ জ্বর ও সন্ততাদি সুদারুণ জ্বর নষ্ট হয়।

স্বল্পভার্গ্যাদিক্বাথঃ।

ভার্গ্যাব্দপর্পটকধান্যযবাসবিশ্ব-
ভূনিম্বকুষ্ঠকণসিংহ্যমৃতাকষায়ঃ।
জীর্ণজ্বরং সততসন্ততকং নিহন্যা
দন্যেদ্যুষ্কং সতৃতীয়কচতুর্থকঞ্চ॥

বামনহাটী, মুতা, ক্ষেতপাপড়া, ধনে, দুরালভা, শুণ্ঠী, চিরাতা, কুড়, পিপ্পলী, বৃহতী ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে সতত, সন্ততক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক ও জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়।

ভার্গ্যাদিক্বাথঃ।

ভার্গ্যাব্দপর্পটকপুষ্করশৃঙ্গবের-
পথ্যাকণাহ্ব দশমূলকৃতঃ কষায়ঃ।
সদ্যো নিহন্তি বিষমজ্বর সন্নিপাত-
জীর্ণজ্বর শ্বয়থু শীতক বহ্নিসাদান॥

বামনহাটী, মুতা, ক্ষেতপাপড়া, কুড়, শুণ্ঠী, হরীতকী, পিপ্পলী, বিল্ব, সোণা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ইহাদের পূর্ব্ববৎ ক্বাথ সেবনে বিষমজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, জীর্ণজ্বর, শোথ, শীত ও অগ্নিমান্দ্য নিবারণ করে।

বৃহদ্ভার্গ্যাদিক্বাথঃ।

ভার্গী পথ্যা কটুঃ কুষ্ঠং পর্পটং মুস্তকং কণা।
অমৃতা দশমূলঞ্চ নাগরং ক্বাথয়েদ্ ভিষক্॥
হন্তি ধাতুগতং সর্ব্বং বহিঃস্থং শীতসংযুতম্।
সততাদ্যং জ্বরং ঘোরং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥
প্লীহানং যকৃতং গুল্মং শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ।
এষ ভার্গ্যাদিকো নাম সর্ব্বজ্বরহরঃ পরঃ॥

বামনহাটী, হরীতকী, কট্কী, কুড়, ক্ষেতপাপড়া, মুতা, পিঁপুল, গুলঞ্চ, দশমূল ও শুণ্ঠী মিলিত দুই ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই কষায় পান করিলে ধাতুগত সততাদি ঘোরতর জ্বর, বহিঃস্থ ও শীতসংযুক্ত জ্বর এবং আনুষঙ্গিক মন্দাগ্নি, অরুচি, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও শোথ নষ্ট হয়।

দাস্যাদিক্বাথঃ।

দাসী দারু কলিঙ্গ লোহিতলতা শ্যামাক পাঠাশটী
শুণ্ঠোশীর কিরাতকুঞ্জরকণা ত্রায়ন্তিকাপদ্মকৈঃ।
বন্থীধান্যক নাগরাব্দসরলৈঃ শিগ্রুশ্বসিংহী শিবা
ব্যাঘ্রীপর্পটদর্ভমূলকটুকানন্তামৃতাপুষ্করৈঃ॥
ধাতুস্থং বিষমং ত্রিদোষজনিতং
চৈকাহিকং দ্ব্যাহিকং
কামাৎ শোকসমুদ্ভবঞ্চ বিবিধং
যং ছর্দ্দিযুক্তং নৃণাম্।
শীতো হন্তি ক্ষয়োদ্ভবং
সততকং চাতুর্থকং ভূতজং
যোগোহয়ং মুনিভিঃ পুরা
নিগদিতো জীর্ণজ্বরে দুস্তরে॥

নীলঝিণ্টী, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আকনাদি, শটী, শুণ্ঠী, বেণারমূল, চিরাতা, গজপিপ্পলী, বলাডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়ভাঙ্গা, ধনে, শুঁঠ, মুতা, সরলকাষ্ঠ, সজিনার ছাল, বালা, বৃহতী, হরীতকী, কণ্টকারী, ক্ষেতপাপড়া, কুশমূল, কট্কী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও কুড়, মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ মধু ॥০ অর্দ্ধ তোলা। এই কষায় সেবন করিলে ধাতুস্থ বিষমজ্বর, ত্রিদোষজনিত জ্বর, ঐকাহিক ও

দ্ব্যাহিক জ্বর, কামজজ্বর, শোকজনিত-জ্বর, বমন সহিত জ্বর, ক্ষয়জন্য জ্বর, সততক, চাতুর্থক ও দুঃসাধ্য জীর্ণজ্বর সত্বর প্রশমিত হয়।

দার্ব্ব্যাদিক্বাথঃ।

দার্ব্বী কলিঙ্গ মঞ্জিষ্ঠা ব্যাঘ্রী দারুগুড়ূচিকাঃ।
ভূধাত্রী পর্পটং শ্যামা তগরং করিপিপ্পলী॥
ক্ষুদ্রা নিম্বং ঘনং ব্যাধির্নাগরং পদ্মকঃ শটী।
রামাটরূষঃ সরলং ত্রায়মাণাস্থিসন্ধিকম্॥
ভূনিম্বারুষ্করং পাঠা কুশা কটুকরোহিণী।
মাগধী ধান্যকং চৈভি ক্বাথং মধুযুতং পিবেৎ॥
যাতিকং পৈত্তিকং চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
দ্বন্দ্বজং বিষমং ঘোরঃ সততাদ্যং সুদারুণম্॥
অন্তঃস্থঞ্চ বহিঃস্থঞ্চ ধাতুস্থঞ্চ বিশেষতঃ।
সর্ব্বজ্বরং নিহন্ত্যাশু তথাচ দৈর্ঘ্যরাত্রিকম্॥
শীতং কম্পং ভৃশং দাহং কার্শ্যং ঘর্ম্মস্রুতিং বমিম্।
গ্রহণীমতিসারঞ্চ কাসং শ্বাসং সকামলম্॥
শোষং হন্যাত্তথা শোথং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
শূলমষ্টবিধং হন্তি প্রমেহানপি বিংশতিম্॥
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ হলীমকম্।
পৃথগ্দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্॥
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু বৃক্ষেন্দ্রানশনির্যথা॥

দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেত-পাপড়া, শ্যামালতা, তগরপাদুকা, গজ-পিপ্পলী, কণ্টকারী, নিমছাল, মুতা, কুড়, শুঠী, পদ্মকাষ্ঠ, শটী, রামবাসকমূল, সরলকাষ্ঠ, বলাডুমুর, হাড়ভাঙ্গা, চিরাতা, ভেলার মুটি, আকনাদি, কুশমূল, কট্‌কী, পিঁপুল ও ধন্যা মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ মধু অর্দ্ধ ॥০ তোলা। এই কষায় পান করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, দ্বন্দ্বজ ও সতত প্রভৃতি সুদারুণ বিষমজ্বর, অন্তঃস্থ, বহিঃস্থ ও দৈর্ঘরাত্রিক এই সকল জ্বর এবং শীত, কম্প, দাহ, কার্শ্য, ঘর্ম্মনির্গম, বমি, গ্রহণী, অতিসার, কাস, শ্বাস, কামলা, শোষ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শূল, প্রমেহ, প্লীহা, অগ্রমাংস, যকৃৎ ও হলীমক প্রভৃতি নানাবিধ রোগ, বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় নষ্ট হয়।

মূলধারণাদয়ঃ প্রয়োগাঃ।

কাকজঙ্ঘা বলা শ্যামা ব্রহ্মদণ্ডী কৃতাঞ্জলিঃ।
পৃশ্নিপর্ণ্যপ্যপামার্গস্তথা ভৃঙ্গরজোঽষ্টমঃ॥
এষামন্যতমং মূলং পুষ্যেণোদ্ধৃত্য যত্নতঃ।
রক্তসূত্রেণ সংবেষ্ট্য বদ্ধমৈকাহিকং জয়েৎ॥

কাকজঙ্ঘা, বেড়েলা, শ্যামালতা, বামনহাটী, লজ্জাবতী, চাকুলে, আপাঙ্গ ও ভৃঙ্গরাজ ইহাদের মধ্যে যে কোন বৃক্ষের মূল, পুষ্যানক্ষত্রে তুলিয়া রক্ত-সূত্রে বেস্টন করিয়া হস্তে বন্ধন করিলে ঐকাহিক জ্বর নিবারিত হয়।

অপামার্গজটা কট্যাং লোহিতৈঃ সপ্ততন্তুভিঃ।
বদ্ধা বারে রবেস্তূর্ণং জ্বরং হন্তি তৃতীয়কম্॥

রবিবারে আপাঙ্গের মূল, সাতগাছি লাল সুতা দিয়া কটিতে বাঁধিলে তৃতীয়ক জ্বর শীঘ্র নষ্ট হয়।

উলূকদক্ষিণং পক্ষং সিতসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
বধ্নীয়াদ্ বামকর্ণে তু হরত্যৈকাহিকং জ্বরম্॥

পেঁচার দক্ষিণ পক্ষ শুক্লসূত্রে বেষ্টন করিয়া বাম কর্ণে বন্ধন করিলে ঐকাহিক জ্বর নষ্ট হয়।

কর্কটস্য বিলোদ্ভূতমৃদা তু তিলকং কৃতম্।
ঐকাহিকং জ্বরং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

কাঁকড়ার গর্ত্তের মৃত্তিকা দ্বারা তিলক করিলে ঐকাহিক জ্বর নিবৃত্ত হয়।

কর্ণস্য মলজালেন বর্ত্তিং কৃত্বা প্রযত্নতঃ।
জ্বালয়েত্তিলতৈলেন কজ্জলং গ্রাহয়েচ্ছনৈঃ॥
অঞ্জয়েন্নেত্রযুগলং ত্র্যাহিকজ্বরশান্তয়ে॥

কর্ণের মল লইয়া বর্ত্তিকা করিয়া তিলতৈলের সহিত জ্বালাইয়া তাহাতে কজ্জল প্রস্তুত করিবে, ঐ কজ্জলে চক্ষুদ্বয় অঞ্জিত করিলে ত্র্যাহিক জ্বর শান্তি হয়।

"গঙ্গায়া উত্তরে তীরে অপুত্রস্তাপসো মৃতঃ।
তস্মৈ তিলোদকং দদ্যাং মুঞ্চত্বৈকাহিকো জ্বরঃ॥"
এতন্মন্ত্রেণ চাশ্বত্থপত্রহস্তঃ প্রতর্পয়েৎ॥

অশ্বত্থপত্র হস্তে লইয়া (গঙ্গায়া হইতে জ্বরঃ পর্য্যন্ত) এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তর্পণ করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

ওঁ বাণযুদ্ধে মহাঘোরে দ্বাদশার্কসমপ্রভে।
জাতোঽসৌসুমহাবীর্য্যোমুঞ্চত্বৈকাহিকো জ্বরঃ॥
লিখিত্বাশ্বত্থপত্রে তু বাহৌ নৃণাং প্রধারয়েৎ॥

এই মন্ত্র অশ্বত্থপত্রে লিখিয়া বাহুতে ধারণ করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে দ্বিবিদো নাম বানরঃ।
ঐকাহিকং জ্বরং হন্তি লিখিতং যস্তু পশ্যতি॥

এই মন্ত্র অশ্বত্থপত্রে লিখিয়া দর্শন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

উপরি লিখিত ক্রিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদন করাইবে।

শ্বেতার্ককরবীরস্য চাশ্বিন্যাং মূলমুদ্ধরেৎ।
তণ্ডুলোদকপানেন পৃথক্ চাতুর্থনাশনম্॥

অশ্বিনীনক্ষত্রে শ্বেত আকন্দ কিংবা করবীর মূল তুলিয়া ৬ রতি মাত্রায় চালুনির জল দিয়া বাঁটিয়া সেবন করিলে চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়।

শৈলূসমগুলরক্তঃ প্রকৃদাম্বুরূপং
শুক্লাঙ্গবৎস সুরভীপয়সা নিপীতম্।
আদিত্যবারভবপালিদিনে নরাণাং
চাতুর্থকং হরতি কষ্টমপি ক্ষণেন॥

রবিবার পালার দিবসে বিশুদ্ধ হরিতালচূর্ণ শুক্লবৎসা গাভীর দুগ্ধের সহিত ১ রতি মাত্রায় সেবন করিলে দুঃসাধ্য চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়।

চাতুর্থকে ধূপঃ।

কৃষ্ণাম্বরদৃঢ়াবদ্ধগুগ্গুলুলূকপুচ্ছজঃ।
ধূপশ্চাতুর্থকং হন্তি তমঃ সূর্য্য ইবোদিতঃ॥
(কৃষ্ণাম্বরঃ ভৃঙ্গরাজাদি কৃষ্ণীকৃতবস্ত্রম্)

ভৃঙ্গরাজাদির রসে বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ করিয়া তাহাতে গুগ্গুল ও পেচকপুচ্ছ দৃঢ়রূপে বন্ধন ও নির্ধূম অঙ্গারে স্থাপন করিয়া পালার দিবস রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া ধূপ দিবে। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় এই ধূপক্রিয়ায় চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়।

চাতুর্থকহরং নস্যম্।

শিরীষপুষ্পস্বরসো রজনীদ্বয়সংযুতঃ।
নস্যং সর্পিঃসমাযোগাজ্জ্বরং চাতুর্থকং জয়েৎ॥

শিরীষপুষ্পের রসে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রার চূর্ণ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে চাতুর্থক জ্বরের শান্তি হয়।

নস্যং চাতুর্থকং হন্তি রসো বাগস্ত্যপত্রজঃ ॥

বকবৃক্ষের পাতার রসের নস্য লইলে চাতুর্থক জ্বর নিবৃত্ত হয়।

অম্লোটিজসহস্রেণ দলেন সুকৃতাং পিবেৎ।
পেয়াং ঘৃতপ্লুতাং জন্তুশ্চাতুর্থকহরীং ত্র্যহম্ ॥

আমরুলের সহস্র পরিমিত পত্রে দ্বিগুণ তণ্ডুলের সহিত পেয়া প্রস্তুত করিয়া ঘৃত সহিত তিন দিন সেবন করিলে চাতুর্থক জ্বর নস্ট হয়।

আগন্তুজ্বরচিকিৎসা—

কর্ম্ম সাধারণং জহ্যাৎ তৃতীয়কচতুর্থকৌ।
আগন্তুরনুবন্ধো হি প্রায়শো বিষমজ্বরে ॥

ভূতানুবন্ধিনোস্তৃতীয়ক-চতুর্থকয়োশ্চিকিৎসামাহ কর্ম্মেত্যাদি। দৈবব্যপাশ্রয়ং বলিমঙ্গলহোমাদি। যুক্তিব্যপাশ্রয়ং কষায়াদি। এতদুভয়মপি চিকিৎসিতং সাধারণশব্দেনোচ্যতে, তেন সাধারণং কর্ম্ম চিকিৎসিতং কর্ত্তৃ, তৃতীয়ক-চতুর্থকৌ কর্ম্মরূপৌ জহ্যাৎ ক্ষপয়েৎ নিরাকুর্য্যাদিত্যর্থঃ। কথমিত্যাহ আগন্তুর্ভূতাদিঃ। অত্র বিষমজ্বরশব্দেন তৃতীয়ক-চতুর্থকাবেব অভিমতৌ, তৃতীয়কচতুর্থকশব্দেনাত্র তদ্বিপর্য্যয়স্যাপি গ্রহণম্। অন্যে তু আগন্তুরনুবন্ধো হীত্যাদিবচনাৎ বিষমজ্বরমাত্র এব দৈবব্যপাশ্রয়ং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহুঃ; তথাপি তৃতীয়কচতুর্থকাবিতি যদুক্তং তদ্বিশেষার্থং তেন তৃতীয়কচতুর্থকয়োঃ প্রায়েণ ভূতানুবন্ধজন্যত্বাৎ তয়োরেব বিশেষেণ দৈবব্যপাশ্রয়ং কর্ত্তব্যমিতি শিবদাসঃ। তৃতীয়কচতুর্থকৌ প্রায়ো ভূতাভিসঙ্গজৌ ভবতঃ, তস্মাৎ সাধারণং দৈবযুক্তিব্যপাশ্রয়ং কর্ম্ম কর্ত্তৃভূতং দ্বৌ জ্বরৌ জহ্যাৎ হন্যাদিত্যর্থঃ। দৈবং বলিমঙ্গলহোমাদি। যুক্তিঃ কষায়াদি ইতি গোপালদাসঃ।

সাধারণ কর্ম্ম অর্থাৎ বলিমঙ্গল হোমাদিরূপ দৈব কর্ম্ম অথবা কষায়াদি পানরূপ যৌক্তিক কর্ম্ম দ্বারা তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়। কারণ আগন্তু অর্থাৎ ভূতাদির আবেশ হেতু তৃতীয়কাদি বিষম জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অভিঘাতজ্বরচিকিৎসা—

অভিঘাতজ্বরো নশ্যেৎ পানাভ্যঙ্গেন সর্পিষঃ।
ক্ষতানাং ব্রণিতানাঞ্চ ক্ষতব্রণচিকিৎসয়া ॥
ওষধীগন্ধবিষজৌ বিসর্পিত্তপ্রবাধনৈঃ।
জয়েৎ কষায়ৈর্মতিমান্ সর্ব্বগন্ধকৃতৈস্তথা ॥
অভিচারাভিশাপোত্থৌ জ্বরৌ হোমাদিনা জয়েৎ।
দানস্বস্ত্যয়নাতিথ্যৈরুৎপাতগ্রহপীড়জৌ ॥

ঘৃতপান ও ঘৃতাভ্যঙ্গ দ্বারা অভিঘাতোৎপন্ন জ্বর উপশমিত হয়। শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত ও ব্রণিত ব্যক্তির জ্বর, ক্ষত ও ব্রণ চিকিৎসা দ্বারা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিবে। ওষধী গন্ধজন্য ও বিষসম্ভূত জ্বর পিত্তনাশক ও বিষঘ্ন ঔষধ সেবন করাইয়া অথবা সুশ্রুতোক্ত এলাদি সর্ব্বগন্ধগণের কষায় পান করাইয়া নিবারণ করিবার চেষ্টা করিবে। অভিচার ও অভিশাপোৎপন্ন জ্বর হোমাদি দ্বারা এবং নির্ঘাতাদি উৎপাত ও গ্রহপীড়া জন্য জ্বর দান ও স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা প্রতীকার করা কর্ত্তব্য।

কামাদিজনিতজ্বরচিকিৎসা—

হর্ষণৈশ্চ শমং যান্তি কামশোকভয়জ্বরাঃ।
কামাৎ ক্রোধজ্বরো নাশং ক্রোধাৎ কামসমুদ্ভবঃ ॥

যাতি তাভ্যামুভাভ্যান্তু ভয়শোকসমুদ্ভবঃ।
ভূতবিদ্যাসমুদ্দিষ্টৈর্বন্ধনাবেশতাড়নৈঃ।
জয়েদ্ ভূতাভিষঙ্গোত্থং মনঃসান্ত্বৈশ্চ মানসম্॥
ক্রোধজে পিত্তজিৎ কাম্যা হ্যর্থাঃ সদ্বাক্যমেবচ।
আশ্বাসেনেষ্টলাভেন বায়োঃ প্রশমনেন চ॥

ক্রোধ জন্য জ্বরে পিত্তনাশক ক্রিয়া, রোগীর বাঞ্ছিত বিষয় প্রদান, সদ্বাক্য কথন, আশ্বাসদান ও বায়ুনাশক ক্রিয়া উপকারক। কাম, শোক ও ভয় জন্য জ্বরে রোগীর হর্ষজনক ক্রিয়া করিবে। ক্রোধজ্বর, কামোদ্রেকে এবং কামজ্বর ক্রোধোদ্রেকেও নিবারিত হয়। এবং ভয় ও শোক হেতু উৎপন্ন জ্বর কাম ক্রোধের আবির্ভাবে উপশমিত হইয়া থাকে। ভূতাবেশ জন্য জ্বর হইলে ভূতবিদ্যার নিয়মানুসারে বন্ধন, আবেশন ও তাড়ন ক্রিয়া দ্বারা তাহার প্রতীকার করিবে। মানসিক জ্বর মনের শান্তিজনক ক্রিয়া দ্বারা নিবার্য্য।

সর্ব্বজ্বরহরপ্রয়োগাঃ।

মূলং জয়ন্ত্যাঃ শিরসি ধৃতং সর্ব্বজ্বরাপহম্॥

মস্তকে জয়ন্তীর মূল ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

মূলকং ভৃঙ্গরাজস্য কৃত্বা তৎ সপ্তখণ্ডকম্।
আর্দ্রকৈঃ সহ ভুঞ্জীত সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্॥

ভৃঙ্গরাজের মূল তুলিয়া তাহাকে সাত খণ্ড করিয়া এক এক খণ্ড, আদার সহিত ভক্ষণ করিলে সকল প্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

কাকমাচীভবং মূলং কর্ণে বদ্ধং নিশাজ্বরম্।
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো যথা সূর্য্যোদয়স্তমঃ॥

কাকমাচীর মূল কর্ণে বাঁধিলে, যেরূপ সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নিরাকৃত হয়, সেইরূপ নিশ্চয়ই রাত্রিজ্বর নষ্ট হয়।

"ওঁ নমো ভগবতে ছিন্দি ছিন্দি অমুকস্য জ্বরস্য শিরঃ প্রজ্বলিতপরশুপানয়ে পুরুষায় ফট্"। এতন্মন্ত্রস্য ধারণাৎ জ্বরাঃ সর্ব্বে বিনশ্যন্তি।"

এই মন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর শান্তি হয়।

ওঁ বিদ্যুদানন হ্রাং ফট্ স্বাহা।" এতন্মন্ত্রং চূর্ণলিপ্তে তাম্বূলীপত্রে লিখিত্বা তৎপত্রং সংচর্ব্ব্য ভক্ষয়েত্তো দিনত্রয়াভ্যন্তরে জ্বরশান্তির্ভবতি।

চূর্ণলিপ্ত তাম্বূলীপত্রে এই মন্ত্র লিখিয়া চিবাইয়া খাইলে তিন দিন মধ্যে জ্বরশান্তি হয়।

সোমং সানুচরং দেবং সমাতৃগণমীশ্বরম্।
পূজয়ন্ প্রযতঃ শীঘ্রং মুচ্যতে বিষমজ্বরাৎ॥
বিষ্ণুং সহস্রমূর্দ্ধানং চরাচরপতিং বিভুম্।
স্তুবন্ নামসহস্রেণ জ্বরান্ সর্ব্বান্ ব্যপোহতি"
ব্রহ্মাণমশ্বিনাবিন্দ্রং হুতভক্ষ্যং হিমাচলম্।
গঙ্গাং মরুদ্গণাংশ্চেষ্টান্ পূজয়ন্ জয়তি জ্বরম্॥
ভক্ত্যা মাতুঃ পিতুশ্চৈব গুরূণাং পূজনেন চ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা পুরাণশ্রবণেন চ॥
জপহোমপ্রদানেন সত্যেন নিয়মেন চ।
জ্বরাদ্বিমুচ্যতে শীঘ্রং সাধূনাং দর্শনেন চ॥

অনুচরগণের সহিত সোম, মাতৃগণের সহিত শিব, ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র, অগ্নি, হিমালয়, গঙ্গা, দেবগণ, গুরুগণ ও পিতামাতার পূজা করিলে, পুরাণাদি ও বিষ্ণুর সহস্র নাম শ্রবণ করিলে এবং সাধুদিগের দর্শন করিলে সত্বর জ্বর হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

অষ্টাঙ্গধূপঃ।

পলঙ্কষা নিম্বপত্রং বচা কুষ্ঠং হরীতকী।
যবাঃ সর্ষপাঃ সর্পিধূ্র্পনং জ্বরনাশনম্॥

গুগ্গুল, নিম্বপত্র, বচ, কুড়, হরীতকী, যব, সর্ষপ এবং ঘৃত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ প্রদান করিলে বিষম জ্বর নষ্ট হয়।

অপরাজিতধূপঃ।

পুর ধ্যাম বচা সর্জ্জ নিম্বার্কাগুরুদারুভিঃ।
সর্ব্বজ্বরহরো ধূপঃ কার্য্যোঽয়মপরাজিতঃ॥

গুগ্গুল, গন্ধতৃণ, বচ, ধূনা, নিম্বপত্র, আকন্দপত্র, অগুরু ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ প্রদান করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর নিবৃত্ত হয়।

মাহেশ্বরধূপঃ।

হিঙ্গুলং দেবকাষ্ঠঞ্চ শ্রীবেষ্টং ঘৃতমেব চ।
গব্যাস্থীনি তথা ধ্যামং নির্ম্মাল্যং কটুরোহিণী॥
সর্ষপং নিম্বপত্রাণি পিচ্ছাহিকঞ্চুকং তথা।
মার্জ্জারবিষ্ঠা গোশৃঙ্গং মদনস্য ফলানি চ॥
দ্বে বৃহত্যৌ বচা চৈব কার্পাসাস্থি তুষান্ তথা।
ছাগগোমায়ুবিট্ চৈব হস্তিদন্তস্তথৈব চ॥
এতৎ সর্ব্বং সমাহৃত্য ছাগমূত্রেণ ভাবয়েৎ।
উদূখলে তু সংকুট্য স্থাপয়েন্মৃণ্ময়ে শুভে॥
ঘ্রাণমাত্রেণ ধূপোঽয়ং দীয়তে যত্র বেশ্মনি।
ন তত্র সর্পাস্তিষ্ঠন্তি ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ॥
এষ মাহেশ্বরো ধূপঃ সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চতুর্থকম্॥
এবমাদীন জ্বরান্ সর্ব্বান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
"ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় উমাপতয়ে সম্পন্নায় নন্দিকেশ্বরায়।" ইতি মন্ত্রেণাভিমন্ত্রয়েৎ॥

হিঙ্গুল, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গব্যঘৃত, গোরুর অস্থি, গন্ধতৃণ, শিবনির্ম্মাল্য, কটুকী, শ্বেতসর্ষপ, নিম্বপত্র, ময়ূরপুচ্ছ, সাপের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা, গোশৃঙ্গ, মদনফল, বৃহতী, কণ্টকারী, বচ, কার্পাসবীজ (মাকাটি), ধান্যের তুষ, ছাগবিষ্ঠা, শৃগালের বিষ্ঠা ও হস্তিদন্ত এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ছাগমূত্রে ভাবনা দিয়া উদূখলে কুটিয়া মৃত্তিকা পাত্রে স্থাপন করিয়া ধূপিত করিবে। এই ধূপ ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক এবং সকল প্রকার বিষম জ্বর নষ্ট করে, গৃহে ধূপ প্রদান করিলে সর্প, পিশাচ ও রাক্ষস কিছুই করিতে পারে না।

উপরি লিখিত "ওঁ নমো ভগবতে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ধূপের অভিমন্ত্রণ করিতে হইবে।

জীর্ণজ্বরে পেয়াদয়ঃ

জ্বরে পেয়াঃ কষায়াশ্চ সর্পিঃ ক্ষীরং বিরেচনম্॥
ষড়হে ষড়হে দেয়ং কালং বীক্ষ্যাময়স্য চ॥

জীর্ণজ্বরে পেয়া, কষায়, ঘৃত ও দুগ্ধ সেবন কর্ত্তব্য এবং রোগের কাল বিবেচনা করিয়া ছয় ছয় দিন অন্তর বিরেচন ব্যবস্থেয়।

জ্বরে সংশোধনম্।

জ্বরিভ্যো বহুদোষেভ্য ঊর্দ্ধং চাধশ্চ বুদ্ধিমান্।
দদ্যাৎ সংশোধনং কালে কল্পে যদুপদেক্ষ্যতে॥

বহুদোষাশ্রিত জ্বরে ঊর্দ্ধ ও অধঃ সংশোধন অর্থাৎ বমন ও বিরেচন

করাইবে। ইহার বিষয় সুশ্রুত গ্রন্থের কল্পস্থানে যেরূপ উক্ত আছে তদনুসারে কর্ত্তব্য।

জ্বরে বমনম্

মদনং পিপ্পলীভির্বা কলিঙ্গৈর্মধুকেন বা।
যুক্তমুষ্ণাম্বুনা পেয়ং বমনং জ্বরশান্তয়ে॥

জ্বরশান্তির নিমিত্ত পিপ্পলী, ইন্দ্রযব, বা যষ্টিমধুর সহিত মদনফল উষ্ণ জলের সহিত ব্যবস্থেয়। কফাধিক্যে পিপ্পলীর সহিত, পিত্ত ও কফের আধিক্যে ইন্দ্রযবের সহিত এবং দাহ থাকিলে যষ্টিমধুর সহিত প্রযোজ্য। ইহাতে বমি হইয়া জ্বরের উপশম হয়।

জ্বরে বিরেচনম্।

আরগ্বধং বা পয়সা মৃদ্বীকানাং রসেন বা।
ত্রিবৃতাং ত্রায়মাণাং বা পয়সা জ্বরিতঃ পিবেৎ॥

জল বা দ্রাক্ষারসের সহিত সোঁদালের আটা অথবা তেউড়ী বা বলাড়ুমুর জলের সহিত বিরেচনার্থ ব্যবস্থেয়।

জ্বরক্ষীণে বিধিঃ।

জ্বরক্ষীণস্য ন হিতং বমনং ন বিরেচনম।
কামন্তু পয়সা তস্য নিরূহৈর্বা হরেন্মলান্॥
প্রযোজয়েৎ জ্বরহরান্ নিরূহান্ সানুবাসনান্।
পক্কাশয়গতে দোষে বক্ষ্যন্তে যেন সিদ্ধিষু॥

জ্বরক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে বমন বা বিরেচন কিছুই হিতকর নহে। ক্ষীণাবস্থায় নিরূহণ (কষায়াদি দ্বারা পিচকারী প্রদান) অথবা অনুবাসন ক্রিয়া (স্নেহদ্রব্য দ্বারা পিচকারী প্রদান) দ্বারা মল নিঃসারণ করা কর্ত্তব্য। নিরূহণ ক্রিয়ায় পক্কাশয়গত দোষ নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

জ্বরে শিরোবিরেচনম্।

গৌরবে শিরসঃ শূলে বিবদ্ধেষ্বিন্দ্রিয়েষু চ।
জীর্ণজ্বরে রুচিকরং দদ্যাচ্ছীর্ষবিরেচনম॥

শিরঃশূল, মস্তকভার ও ইন্দ্রিয় সকলের জড়তা থাকিলে জীর্ণজ্বরে শিরোবিরেচন (নস্য) প্রযোজ্য।

জ্বরে শিরোবেদনাহরো লেপঃ।

রক্তকরবীরপুষ্পং ধাত্রীফলং সধান্যাম্লম্।
কল্কঃ সুখোষ্ণলেপাজ্জ্বরেষু শিরসো রুজং জয়তি॥

লালকরবীর পুষ্প ও আমলকী কাঁজির সহিত বাঁটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে সর্ব্বজ্বরে মস্তকবেদনা নিবারণ হয়।

জ্বরে ঘৃতপানব্যবস্থা।

জ্বরাঃ কষায়ৈর্বমনৈর্লঙ্ঘনৈর্লঘুভোজনৈঃ।
রুক্ষস্য যেন শাম্যন্তি সর্পিস্তেষাং ভিষগ্জিতম্॥

কষায়সেবন, বমন, লঙ্ঘন ও লঘুভোজন দ্বারা জ্বরশান্তি না হইলে এবং রূক্ষতা উপস্থিত থাকিলে ঘৃত সেবন ব্যবস্থেয়।

নির্দশাহমপি জ্ঞাত্বা কফোত্তরমলঙ্ঘিতম্।
ন সর্পিঃ পায়য়েৎ প্রাজ্ঞঃ শমনৈস্তমুপাচরেৎ॥
যাবল্লঘুত্বমশনং দদ্যান্মাংসরসেন তু।
বলং হ্যলং নিগ্রহায় দোষাণাং বলকৃচ্চ তৎ॥

চরকে জ্বরে দশাহের পর ঘৃতপান ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার

নিষেধ করা হইতেছে, দশাহ অতীত হইলেও যদি কফ প্রবল থাকে এবং নিয়মিতরূপে লঙ্ঘন করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঘৃত পান ব্যবস্থেয় নহে, সে স্থলে জ্বরের লঘুতা পর্য্যন্ত শমন ঔষধদ্বারা চিকিৎসা করিবে এবং আহারার্থ মাংসের যূষ ব্যবস্থা করিবে। মাংসযূষ ভোজনে বলবৃদ্ধি হইলে দুষ্ট বাতাদি দোষত্রয় নিগৃহীত হইয়া থাকে।

জ্বরে পথ্যানি মাংসানি।

মাংসার্থমেণলাবাদীন্ যুক্ত্যা দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
কুক্কুটাংশ্চ ময়ূরাংশ্চ তিত্তিরিক্রৌঞ্চবর্ত্তকান॥
গুরূষ্ণত্বান্ন শংসন্তি জ্বরে কেচিচ্চিকিৎসকাঃ।
লঙ্ঘনেনানিলবলং জ্বরে যদ্যধিকং ভবেৎ॥
ভিষঙ্মাত্রাবিকল্পজ্ঞো দদ্যাৎ তানপি কালবিৎ॥

আহারার্থ এণ অর্থাৎ মৃগবিশেষ ও লাবাদি পক্ষীর মাংস ব্যবস্থা করিবে। কুক্কুট, ময়ুর, তিত্তির, বক ও বর্ত্তক অর্থাৎ বটের পক্ষী ইহাদের মাংস গুরু ও উষ্ণ বলিয়া কোন কোন চিকিৎসক আহারার্থ বিধি দেন না। কিন্তু লঙ্ঘন দ্বারা জ্বরে যদি বায়ুর বল অধিক হয়, তাহা হইলে মাত্রাবিৎ ও বিজ্ঞ চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া ঐ সকল মাংস ব্যবস্থা করিবেন।

স্নেহপাকস্য সাধারণো বিধিঃ।

ক্বাথ্যাদীনাং পরিমাণম্।

অনির্দ্দিষ্টপ্রমাণানাং স্নেহানাং প্রস্থ ইষ্যতে।
অনুক্তে ক্বাথমানে তু পাত্রমেকং প্রশস্যতে॥
ক্বাথ্যাচ্চতুর্গুণং বারি পাদস্থং স্যাচ্চতুর্গুণম্।
স্নেহাৎ স্নেহসমং ক্ষীরং কল্কস্তু স্নেহপাদিকঃ॥
চতুর্গুণন্ত্বষ্টগুণং দ্রব্যদ্বৈগুণ্যাতো ভবেৎ।
পঞ্চপ্রভৃতি তত্র স্যুর্দ্রবাণি স্নেহসম্বিধৌ।
তত্র স্নেহসমান্যাহুরর্বাক্ চ স্যাচ্চতুর্গুণম্॥

স্নেহপাকের সাধারণ নিয়ম এই যে, ক্বাথ্যদ্রব্য চতুর্গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, এই ক্বাথের পরিমাণ যত, স্নেহের অর্থাৎ ঘৃত তৈলাদির পরিমাণ তাহার চতুর্থাংশ (সিকি), দুগ্ধ স্নেহের সমান এবং কল্ক দ্রব্য স্নেহের চতুর্থাংশ। ক্বাথ্য দ্রব্য যে সর্ব্বত্রই চতুর্গুণ জলে পাক করিতে হয় এমন নহে, দ্রব্যের কাঠিন্যের তারতম্যানুসারে জলের ন্যূনাধিক্য হয়। কোমল দ্রব্য ৪ গুণ জলে, কঠিন দ্রব্য ৮ গুণ জলে এবং অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য ১৬ গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্ভাগাবশিষ্ট করিতে হয়। যেখানে পাঁচ বা ততোঽধিক দ্রব পদার্থের সহিত স্নেহ পাক হইবে, তথায় সকল দ্রব পদার্থের পরিমাণ স্নেহের সমান হইবে, আর যেখানে তাহার ন্যূনসংখ্যক অর্থাৎ এক হইতে চারিটী পর্য্যন্ত দ্রব্যের সহিত পাক হইবে, তথায় প্রত্যেকের পরিমাণ স্নেহের চতুর্গুণ হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত পৃথক্ পৃথক্ স্নেহের পাক করিতে হইবে। অবশেষে কল্ক পাক। কল্ক পাক করিবার সময় স্নেহে স্নেহের চতুর্গুণ জল প্রদান করিতে হয়। পরিশেষে গন্ধপাক। উহাতেও জল ঐরূপ পরিমাণে দিতে হয়।

স্নেহপাককালঃ।

ঘৃততৈলগুড়াদীংশ্চ নৈকাহাদবতারয়েৎ।
ব্যুষিতাস্তু প্রকুর্ব্বন্তি বিশেষেণ গুণান্ যতঃ॥

ঘৃত, তৈল ও গুড় প্রভৃতির পাক এক দিনের মধ্যেই সমাপ্ত করিবে না, কারণ অধিক দিনে পাক সম্পন্ন হইলে বিশেষ গুণকর হয়।

পাকসিদ্ধিলক্ষণম্।

স্নেহকল্কো যদাঙ্গুল্যাবর্ত্তিতো বর্ত্তিবদ্ভবেৎ।
বহ্নৌ ক্ষিপ্তে চ নো শব্দস্তদা সিদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ॥
শব্দস্যোপশমে জাতে ফেনস্যোপশমে তথা।
গন্ধবর্ণরসাদীনাং সম্পত্তৌ সিদ্ধিমাদিশেৎ॥

স্নেহপক্ক কল্ক যখন অঙ্গুলি দ্বারা আবর্ত্তিত হইলে বর্ত্তির ন্যায় হয় এবং অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিলে শব্দ হয় না, তখন পাক সিদ্ধি হইল জানিবে। পাক জ্ঞানের অপর লক্ষণ এই, যখন শব্দ ও ফেন নিবৃত্ত হইবে এবং প্রকৃতরূপ গন্ধ, বর্ণ ও রসাদির উৎপত্তি হইবে, তখন পাক সম্পন্ন হইল জানিবে।

তিলতৈলমূর্চ্ছা।

কৃত্বা তৈলং কটাহে দৃঢ়-
তরবিমলে মন্দমন্দানলৈস্তৎ
তৈলং নিষ্ফেনভাবং গতমিহ
চ যদা শৈত্যযুক্তং তদৈব।
মঞ্জিষ্ঠা রাত্রিলোধ্রৈর্জ্জলধর-
নলিকৈঃ সামলৈঃ সাক্ষপথ্যোঃ
সূচীপত্রাভিধ নীরৈরুপ-
হিতমথিতৈর্গন্ধযোগং জহাতি॥
তৈলস্যেন্দুকলাংশিকৈকবিকসা-
ভাগোঽপি মূর্চ্ছাবিধৌ
যে চান্যে ত্রিফলা পয়োদ
বজ্রনীরক্ষীবেরলোধ্রান্বিতাঃ।
সূচীপুষ্পবটাবরোহ নলিকাং
স্তস্যাশ্চ পাদাংশিকাঃ
দুর্গন্ধং বিনিহত্য তৈলমরুণং সৌরভ্যমাকুর্ব্বতে॥

তিলতৈল দৃঢ় কটাহে স্থাপনপূর্ব্বক মন্দ মন্দ অগ্নিতে পাক করিবে, ঐ তৈল যখন ফেনরহিত হইবে তখন চুল্লী হইতে নামাইবে। কিঞ্চিৎ শীতল হইলে পেষিত হরিদ্রা জলে গুলিয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে, পরে কুট্টিত জলসিক্ত মঞ্জিষ্ঠা ক্রমশঃ তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ, মুতা, নালুকা, আমলা, বহেড়া, হরীতকী, কেঁয়ার জটা ও বালা এই সমুদায়ের চূর্ণ জলসংযুক্ত করিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং ঐ তৈলে তৈলের চতুর্গুণ জল দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে, কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছুদিন তদবস্থায় রাখিবে। এই হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যকে মূর্চ্ছাদ্রব্য কহে। ইহাদের পরিমাণের নিয়ম এই, তৈলের পরিমাণ যত, মঞ্জিষ্ঠার পরিমাণ তাহার ষোড়শাংশ, অপরাপর দ্রব্যের প্রত্যেকের পরিমাণ মঞ্জিষ্ঠার চতুর্থাংশ। অর্থাৎ তৈলের পরিমাণ ১৬ সের হইলে মঞ্জিষ্ঠার পরিমাণ ১ সের এবং হরিদ্রা ও লোধ প্রভৃতি অবশিষ্ট কয়েক দ্রব্যের প্রত্যেকের পরিমাণ ।০ এক পোয়া হওয়া আবশ্যক। মূর্চ্ছাক্রিয়া দ্বারা তৈলের দুর্গন্ধ নিবারণ হইয়া উত্তম সৌগন্ধ্য ও অরুণবর্ণ

উৎপন্ন হয়। তৈলের সহিত অন্য ক্বাথাদি পাক করিবার সময় মূর্চ্ছা দ্রব্য সকল ছাঁকিয়া লইবে।

কটুতৈলমূর্চ্ছা ।

বয়ঃস্থা রজনী মুস্ত বিল্ব দাড়িম কেশরৈঃ।
কৃষ্ণজীরক হ্রীবের নলিকৈঃ সবিভীতকৈঃ।
এতৈঃ সমাংশৈঃ প্রস্থে চ কর্ষমাত্রং প্রযোজয়েৎ।
অরুণাদ্বিপলং তত্র তোয়ঞ্চাঢকসংমিতম্ ॥
কটুতৈলং পচেত্তেন আমদোষহরং পরম্ ॥

কটু তৈলের মূর্চ্ছা দ্রব্য যথা আমলা, হরিদ্রা, মুতা, বেলছাল, দাড়িমছাল নাগেশ্বর, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুকা ও, বহেড়া। মূর্চ্ছা করিবার প্রণালী পূর্ব্ববৎ। অর্থাৎ কটু তৈল নিষ্ফেন হইলে নামাইয়া প্রথমে হরিদ্রা, তৎপরে মঞ্জিষ্ঠা ও তদনন্তর অন্যান্য দ্রব্য সকল তৈলে প্রদান করিতে হয়। ৪ সের তৈলে মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা ও অন্যান্য দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া ষোল ১৬ সের জল দিয়া পাক করিবে।

এরণ্ডতৈলমূর্চ্ছা ।

বিকসা মুস্তকং ধান্যং ত্রিফলা বৈজয়ন্তিকা।
হ্রীবের বনখর্জ্জুর বটশুঙ্গা নিশাযুগম্ ।
নলিকা ভেষজং দেয়ং কেতকী চ সমং সমম্।
প্রস্থে দেয়ং শাণমিতং মূর্চ্ছনে দধি কাঞ্জিকম্ ॥

এরণ্ডতৈলের মূর্চ্ছাদ্রব্য যথা, মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, ধন্যা, হরীতকী, বহেড়া, আমলা, জয়ন্তীপত্র, বালা, বনখেজূর, বটের ঝুরি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নালুকা, শুণ্ঠী, কেঁয়ার মূল, দধি ও কাঁজি। পূর্ব্ববৎ হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা মূর্চ্ছা করিবে। ৪ সের তৈলে প্রত্যেক মূর্চ্ছা দ্রব্য ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে দিবে।

ঘৃতমূর্চ্ছা ।

পথ্যা ধাত্রী বিভীতৈর্জ্জলধর
রজনী মাতুলুঙ্গদ্রবৈশ্চ
দ্রব্যৈরেতৈঃ সমস্তৈঃ পলক-
পরিমিতৈর্মন্দমন্দানলেন।
আজ্যপ্রস্থং বিফেনং পরি-
চপলগতং মূর্চ্ছয়েদ্বৈদ্যরাজ-
স্তস্মাদামোপদোষং হরতি
চ সকলং বীর্য্যবৎ সৌখ্যদায়ি ॥

হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুতা, হরিদ্রা ও টাবালেবুর রস এই সমস্ত ঘৃতের মূর্চ্ছা দ্রব্য। প্রথমে হরিদ্রা, তৎপরে লেবুর রস ও তদনন্তর অপর দ্রব্য সকল পূর্ব্ববৎ ঘৃতে নিক্ষেপ করিতে হইলে মূর্চ্ছা দ্রব্য সকলের প্রত্যেকের পরিমাণ ৮ তোলা ও জল ১৬ সের হওয়া আবশ্যক।

পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃতম্ ।

পিপ্পল্যশ্চন্দনং মুস্তমুশীরং কটুরোহিণী
কলিঙ্গকাস্তামলকী শারিবাতিবিষা স্থিরা।
দ্রাক্ষামলকবিল্বানি ত্রায়মাণা নিদিগ্ধিকা।
সিদ্ধমেতদ্ঘৃতং সদ্যো জ্বরং জীর্ণমপোহতি ॥
ক্ষয়ং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ শিরঃশূলমরোচকম্।
অঙ্গাভিতাপমগ্নিঞ্চ বিষমং সংনিযচ্ছতি ।

পিপ্পল্যাদ্যমিদং ক্বাপি তন্ত্রে ক্ষীরেণ পচ্যতে।
যত্রাধিকরণে নোক্তির্গণে স্যাৎ স্নেহসম্বিধৌ।
তত্রৈব কল্কনির্য্যুহাবিষ্যেতে স্নেহবেদিনা।
এতদ্বাক্যবলেনৈব কল্কসাধ্যপরং ঘৃতম্।
জলস্নেহৌষধানাঞ্চ প্রমাণং যত্র নেরিতম্।
তত্র স্যাদৌষধাৎ স্নেহঃ স্নেহাত্তোয়ং চতুর্গুণম।
দ্রবকার্য্যেঽপ্যনুক্তে চ সর্ব্বত্র সলিলং মতম্॥

গব্য ঘৃত /৪ সের মূর্চ্ছিত করিয়া পিঁপুল, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, বেণার মূল, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ভুঁইআমলা, অনন্তমূল, আতইচ, শালপাণি, দ্রাক্ষা, আমলা, বেলছাল, বলাডুমুর ও কণ্টকারী এই সকল কল্ক দ্রব্যের প্রত্যেক ৪ তোলা, সর্ব্বসমষ্টি ১ সের ঐ ঘৃতের সহিত পাক করিবে। পাকার্থ জল ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, ঘৃতে জল ১৬ সের ও উল্লিখিত কল্কদ্রব্য বাঁটিয়া দিয়া একত্র পাক করিবে। মাত্রা ।।০ অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা। ইহাতে জীর্ণজ্বর এবং তৎসংযুক্ত কাসাদি রোগ নষ্ট হয়।

ক্ষীরষট্‌পলকং ঘৃতম্।

পঞ্চকোলৈঃ সসিন্ধূত্থৈঃ পলকৈঃ পয়সা সহ।
সর্পিঃপ্রস্থং শৃতং প্লীহবিষমজ্বরগুল্মনুৎ॥
অত্র দ্রবান্তরেঽনুক্তে ক্ষীরমেব চতুর্গুণম্।
দ্রবান্তরেণ যোগে হি ক্ষীরং স্নেহসমং ভবেৎ॥

মূর্চ্ছিত গব্য ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, জল ৬৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা, পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ৮ আট তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের। মাত্রা ১ তোলা। ইহা সেবন করিলে বিষমজ্বর, প্লীহা ও গুল্মরোগ নিবারিত হয়।

দশমূলষট্‌পলকং ঘৃতম্।

দশমূলীরসে সর্পিঃ সক্ষীরে পঞ্চকোলকৈঃ।
সক্ষারৈর্হন্তি তৎ সিদ্ধং জ্বরকাসাগ্নিমন্দতাঃ॥
বাতপিত্তকফব্যাধীন্ প্লীহানঞ্চাপি পাণ্ডুতাম্॥

দশমূল ৮ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য যথা, পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার প্রত্যেক ৮ তোলা, দুগ্ধ ৪ সের। ঘৃত ও দশমূলীর ক্বাথ একত্র পাক করিয়া পরে ক্ষীরপাক ও তৎপরে কল্কদ্রব্য পাক করিবে। ইহাতে বিষমজ্বর, কাস ও অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ নষ্ট হয়।

বাসাদ্যং ঘৃতম্।

বাসাং গুড়ূচীং ত্রিফলাং ত্রায়মাণাং যবাসকম্।
পক্ত্বা তেন কষায়েণ পয়সা দ্বিগুণেন চ।
পিপ্পলীমূল মৃদ্বীকা চন্দনোৎপল নাগরৈঃ।
কল্কীকৃতৈশ্চ বিপচেদ্ ঘৃতং জীর্ণজ্বরাপহম্।

বাকস, গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বলাডুমুর, দুরালভা; এই সকলের ক্বাথ করিবে, এই ক্বাথের পরিমাণ সর্ব্বসমষ্টিতে ১৬ সের। পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এবং পিঁপুলমূল, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও শুঁঠ; এই সকলের উত্তমরূপ কুট্টিত কল্ক গ্রহণ করিবে। এই কল্কের পরিমাণও সর্ব্বশুদ্ধ ১ এক সের। দুগ্ধ ৮ আট সের ও ঘৃত ৪ চারি সের। প্রথমতঃ কল্কদ্রব্য ও উপযুক্ত পরিমাণ জল সহিত ঘৃত পাক করিয়া ক্রমে ক্বাথ দ্বারা যথাবিহিত নিয়মে পাক করিবে। অনন্তর ঘৃত

ছাঁকিয়া লইয়া, দুগ্ধের সহিত পাক করিবে। যখন শেষ পাকের লক্ষণাদি সম্যক্‌রূপে প্রকাশ পাইবে, তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহার নাম বাসাদ্য-ঘৃত। ইহা সেবন করিলে জীর্ণজ্বর বিনষ্ট হয়।

গুড়ূচ্যাদীনি ঘৃতানি ।

গুড়ূচ্যাঃ ক্বাথকল্কাভ্যাং ত্রিফলায়া বৃষস্য চ।
মৃদ্বীকায়া বলায়াশ্চ সিদ্ধাঃ স্নেহা জ্বরচ্ছিদঃ॥

নিম্নলিখিত গুড়ূচী প্রভৃতি পাঁচটী দ্রব্যের প্রত্যেকের ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পাঁচ প্রকার ঘৃত প্রস্তুত করিবে। যথা,—

গুড়ূচীর ক্বাথ ও কল্কদ্বারা যথাবিহিত নিয়মানুসারে প্রস্তুত গুড়ূচ্যাদি ঘৃত।

ত্রিফলার ক্বাথ ও কল্কদ্বারা প্রস্তুত ত্রিফলাদি ঘৃত।

বাকসের ক্বাথ ও কল্কদ্বারা যথারীতি প্রস্তুত বাসাদি ঘৃত।

দ্রাক্ষার ক্বাথ ও কল্কদ্বারা প্রস্তুত দ্রাক্ষাদি ঘৃত।

বেড়েলার ক্বাথ ও কল্কদ্বারা যথা-নিয়মে প্রস্তুত বলাদি ঘৃত। এই পঞ্চ-প্রকার ঘৃতই পুরাতন জ্বরনাশক।

তৈলপ্রকরণম্ ।

অভ্যঙ্গাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ সস্নেহান্ সাবগাহনান্।
বিভজ্য শীতোষ্ণকৃতান্ দদ্যাজ্জীর্ণজ্বরে ভিষক্॥
তৈরাশু প্রশমং যাতি বহির্মার্গগতো জ্বরঃ।
লভন্তে সুখমঙ্গানি বলং বর্ণশ্চ জায়তে॥

জীর্ণজ্বরে অভ্যঙ্গ (তৈলাদি মর্দ্দন), প্রলেপ, স্নেহপান ও স্নানাদি বিষয়ে স্থলবিশেষে শীতল অথবা উষ্ণ তৈল ব্যবস্থা করিবে। অভ্যঙ্গাদি দ্বারা বাহ্য-পথস্থিত জ্বর শীঘ্র উপশমিত হয় এবং শরীর সুস্থ ও বলবর্ণাদি উৎপন্ন হয়।

অঙ্গারকতৈলম্ ।

মূর্ব্বা লাক্ষা হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা সেন্দ্রবারুণী।
বৃহতী সৈন্ধবং কুষ্ঠং রাস্না মাংসী শতাবরী॥
আরনালাঢ়কেনৈব তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
তৈলমঙ্গারকং নাম সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্॥

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের, কাঞ্জিক ১৬ সের, কল্কদ্রব্য যথা, মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখাল-শসার মূল, বৃহতী, সৈন্ধবলবণ, কুড়, রাস্না, জটামাংসী ও শতমূলী এই সকল দ্রব্য মিলিত ১ সের। কল্কপাকার্থ জল ১৬ সের। পাক সিদ্ধ হইলে তৈল ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে কর্পূর ২ তোলা, শিলারস ২ তোলা ও নখী ২ দুই তোলা, মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ইহাতে সকল প্রকার জ্বর উপশমিত হয়।

বৃহদঙ্গারকতৈলম্ ।

শুষ্কমূলাদিকস্যাঙ্গৈরঙ্গৈরঙ্গারকস্য চ।
পক্বং তৈলং জ্বরহরং শোথপাণ্ড্বাময়াপহম্॥
বৃহদঙ্গারকং তৈলং জলমত্র চতুর্গুণম্।
শুষ্কমূলাদি যথা,
শুষ্কমূলক বর্ষাভূ দারু রাস্না মহৌষধৈঃ।

শুষ্কমূলা, পুনর্নবা, দেবদারু, রাস্না, শুণ্ঠী এবং পূর্ব্বোক্ত অঙ্গারক তৈলের কল্ক সকল, সমুদায় ১ সের, পাকার্থ

জল ১৬ সের। মূর্চ্ছিত তিলতৈল চারি ৪ সের, ইহা মর্দ্দনে জ্বর, শোথ ও পাণ্ডু-রোগ নষ্ট হয়।

লাক্ষাদিতৈলম্।

লাক্ষাহরিদ্রামঞ্জিষ্ঠাকল্কৈস্তৈলং বিপাচিতম্।
ষড়্গুণেনারনালেন দাহশীতজ্বরাপহম্॥

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের, পুরাতন কাঁজি ২৪ সের, কল্কার্থ লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে জ্বর এবং তজ্জনিত দাহ ও শীত নিবারণ হয়।

মহালাক্ষাদিতৈলম্।

লাক্ষারসাঢ়কে প্রস্থং তৈলস্য বিপচেদ্ ভিষক্।
মস্তাঢ়কসমাযুক্তং পিষ্ট্বা চাত্র সমাবপেৎ॥
শতপুষ্পাং হরিদ্রাঞ্চ মূর্ব্বাং কুষ্ঠং হরেণুকম।
কটুকা মধুকং রাস্নামশ্বগন্ধাঞ্চ দারু চ॥
মুস্তকং চন্দনঞ্চৈব পৃথগক্ষসমানকৈঃ।
দ্রব্যৈরেতৈস্তু তৎসিদ্ধমভ্যঙ্গান্মারুতাপহম্॥
বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ সর্ব্বান্ আশ্বেব প্রশমং নয়েৎ।
কাসং শ্বাসং প্রতিশ্যায়ং কণ্ডুদৌর্গন্ধ্যগৌরবম্॥
ত্রিকপৃষ্ঠকটীশূলং গাত্রাণাং কুট্টনং তথা।
পাপালক্ষ্মীপ্রশমনং সর্ব্বগ্রহবিনাশনম্॥
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং তৈলং লাক্ষাদিকং মহৎ।
লাক্ষায়াঃ ষড়্গুণং তোয়ং দত্ত্বৈকবিংশবারকম্॥
পরিস্রাব্য জলং গ্রাহ্যং কিংবা ক্বাথং যথোদিতম্॥

লাক্ষাং কুট্টয়িত্বা দোলাযন্ত্রেণ একবিংশতিবারান্ পরিস্রাব্য তজ্জলং (১৬ সের) গ্রাহ্যং যদবশিষ্টং তৎ ত্যাজ্যমিতি। যথোদিতমিতি শুষ্কদ্রব্যমুপাদায় স্বরসানামসম্ভবে।

বারিণাষ্টগুণে সাধ্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্॥
(লাক্ষাংশ ৮, জলাংশ ৬৪, জলশেষ ১৬)

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষার ক্বাথ ১৬ সের (লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের), দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ শুল্‌ফা, হরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, রেণুক, কট্‌কী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, মুতা ও রক্তচন্দন, প্রত্যেক ২ তোলা। পাক সমাপ্ত হইলে কর্পূর ২ তোলা ও নখী ২ তোলা তৈলে মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই তৈল মর্দ্দনে বিষমজ্বরাদি নানারোগ নষ্ট হয়।

ষট্‌কট্বরতৈলম্।

স্বর্জিকা নাগরং কুষ্ঠং মূর্ব্বা-
লাক্ষা নিশা লোহিতযষ্টিকাভিঃ।
তৈলং জলে ষড়্গুণতক্রসিদ্ধ-
মভ্যঞ্জনাচ্ছীতবিদাহনুৎ স্যাৎ॥

সচললবণ, শুঁঠ, কুড়, মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা এই সকল কল্কদ্রব্য মিলিত এক ১ সের। তক্র ২৪ সের, মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে শীত ও দাহযুক্ত জ্বর নিবারণ হয়।

দধ্নঃ সসারকস্যাত্র তক্রং কট্বরমিষ্যতে॥

সারবিশিষ্ট দধির তক্রকে কট্বর কহে।

বৃহৎকট্বরতৈলম্।

শুক্তারনালৈর্দধিমস্তুতক্রৈঃ
ফলাম্বুভাগেন সমং হি তৈলম্।
কুষ্ঠাদিকল্কৈর্মৃদুবহ্নিসিদ্ধ-
মভ্যঞ্জনং বাতকফজ্বরাণাম্॥

ঐকাহিকং দ্বি ত্রি চতুর্থকানাং
মাসার্দ্ধ মাসদ্বয় মাসিকানাম্।
নিবারণং তদ্বিষমজ্বরাণাং
তৈলন্তু ষট্‌কটুরকং মহৎ স্যাৎ॥

কৃষ্ণাদিগণো যথা,

কৃষ্ণা চিত্রক ষড়্‌গ্রন্থা বাসকং বিকসা ঘনম্।
গ্রন্থিকৈলে চাতিবিষা রেণুকঞ্চ কটুত্রয়ম্॥
যমানী গোস্তনী ব্যাঘ্রী ভূনিম্বং বিল্ব চন্দনম্।
ভার্গী শ্যামা শিবা ধাত্রী স্থিরা মূর্ব্বা সজীরকা॥
সর্ষপং হিঙ্গু কটুকী বিড়ঙ্গঞ্চ সমাংশকম্।
এষ কৃষ্ণাদিকো নাম গণো জ্বরবিনাশনঃ॥

তিলতৈল ৪ সের, শুক্ত ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, দধিমস্তু ৪ সের, তক্র ৪ সের, (সারযুক্ত দধিতে চতুর্থাংশ জল দিয়া তক্র প্রস্তুত করিয়া লইবে), গোঁড়ালেবুর রস ৪ সের। কল্কার্থ পিপ্পলী, চিতামূল, বচ, বাসকছাল, মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, পিঁপুলমূল, এলাইচ, আতইচ, রেণুক, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, যমানী, দ্রাক্ষা, কণ্টকারী, চিরাতা, বেলছাল, রক্তচন্দন, বামনহাটী, অনন্তমূল, হরীতকী, আমলা, শালপাণি, মূর্ব্বামূল, জীরা, সর্ষপ, হিঙ্গু, কটকী ও বিড়ঙ্গ এই সমুদায় মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে নানাবিধ বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

বৃহৎ পিপ্পল্যাদ্যং তৈলম্।

পিপ্পলী মুস্তকং ধান্যং সৈন্ধবং ত্রিফলা বচা।
যমানী চাজমোদা চ চন্দনং পুষ্করাহ্বয়ম্॥
শটী দ্রাক্ষা গবাক্ষী চ শালপর্ণী ত্রিকণ্টকম্।
ভূনিম্বারিষ্টপত্রাণি মহানিম্বং নিদিগ্ধিকা।
গুড়ূচী পৃশ্নিপর্ণী চ বৃহতী দন্তিচিত্রকৌ।
দার্ব্বী হরিদ্রা বৃক্ষাম্লং পর্পটং গজপিপ্পলী॥
এতেষাং কার্ষিকৈঃ কল্কৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দধিকাঞ্জিকতক্রৈশ্চ মাতুলুঙ্গরসৈস্তথা॥
স্নেহমাত্রাসমৈরেভিঃ শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
সিদ্ধমেতৎ প্রয়োক্তব্যং জীর্ণজ্বরমপোহতি॥
একজং দ্বন্দ্বজং চৈব দোষত্রয়সমুদ্ভবম্।
সন্ততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকান্।
মাসজং পক্ষজং চৈব চিরকালানুবন্ধিনম্।
সর্ব্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু পিপ্পল্যাদ্যমিদং শুভম্।

পিঁপুল, মুতা, ধন্যা, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বচ, যমানী, বনযমানী, রক্তচন্দন, কুড়, শটী, দ্রাক্ষা, রাখালশসার মূল, শালপাণি, গোক্ষুর, চিরাতা, নিমপত্র, ঘোড়ানিমছাল, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, চাকুলে, বৃহতী, দন্তীমূল, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, মহাদা, ক্ষেতপাপড়া ও গজপিপ্পলী, এই সমুদায় কল্কদ্রব্যের প্রত্যেক দুই ২ তোলা। মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের। দধিমস্তু চারি ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, তক্র ৪ সের, টাবালেবুর রস চারি ৪ সের। পাকান্তে কিঞ্চিৎ গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে নানাবিধ বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

কিরাতাদি তৈলম্।

মূর্ব্বা লাক্ষা হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা সেন্দ্রবারুণী।
হ্রীবেরং পুষ্করং রাস্না কপিবল্লী কটুত্রয়ম্।
পাঠা চেন্দ্রযবশ্চৈব লবণত্রয়সংযুতম্।
বাসকার্ক শ্যামদারু মহাকালফলং তথা॥
দধিমস্ত্বারনালেন কৈরাতেন চ সম্পচেৎ।
প্রস্থং প্রস্থং সমাদায় তৈলপ্রস্থে বিপাচয়েৎ॥
লিপ্তভুক্তজ্বরঞ্চৈব সন্ততং সততং তথা।
ধাতুস্থমস্থিমজ্জস্থং জ্বরং সর্ব্বং ব্যপোহতি॥

কামলাং গ্রহণীং ঘোরামতিসারং হলীমকম্।
প্লীহানং পাণ্ডুং শ্বয়থুং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
নাস্তি তৈলবরস্ক্রাস্মাৎ জ্বরদর্পকুলান্তকম্।

কটুতৈল ৪ সের, দধির মাত চারি ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, চিরাতার ক্বাথ ৪ সের। কল্কার্থ মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশসা, বালা, কুড়, রাস্না, গজপিপ্পলী, ত্রিকটু, আকনাদি, ইন্দ্রযব, সৈন্ধব, সচল, বিট্‌লবণ, বাসকছাল, শ্বেতআকন্দের ছাল, শ্যামালতা, দেবদারু ও মাকালফল মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে নানাবিধ জ্বর নষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহৎ কিরাতাদি তৈলম্।

কৈরাতস্য তুলামানং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
কটুতৈলস্য পাত্রার্দ্ধং তেনৈব সাধয়েদ্ভিষক্॥
মূর্ব্বা লাক্ষা দ্বয়োঃ ক্বাথৌ কাঞ্জিকং দধিমস্তু চ।
এতানি তৈলতুল্যানি কল্কানেতাংশ্চ সম্পচেৎ।
ভূনিম্বঃ শ্রেয়সী রাস্না কুষ্ঠং লাক্ষেন্দ্রবারুণী।
মঞ্জিষ্ঠা চ হরিদ্রে দ্বে মূর্ব্বা মধুক মুস্তকম্॥
বর্ষাভূঃ সৈন্ধবং মাংসী বৃহতী চ তথা বিড়ম্।
হ্রীবেরং শতমূলী চ চন্দনং কটুরোহিণী॥
হয়গন্ধা শতাহ্বা চ রেণুকা সুরদারু চ।
উশীরং পদ্মকং ধান্যং পিপ্পলী চ বচা শটী॥
ফলত্রিকং যমান্যৌ দ্বে শৃঙ্গী গোক্ষুর এব চ।
পর্ণ্যৌ দ্বে তরুণীমূলং বিড়ঙ্গং জীরকদ্বয়ম্॥
মহানিম্বশ্চ হবুষা যবক্ষারো মহৌষধম্।
এষাং কর্ষদ্বয়ং ক্ষিপ্ত্বা সাধয়েন্মৃদুবহ্নিনা॥
যথাহিবর্গং বিনিহন্তি তার্ক্ষ্যো
যথা চ ভাস্বাংস্তিমিরস্য সঙ্ঘম্।
তথৈব সর্ব্বং জ্বরবর্গমেত-
দভ্যঙ্গমাত্রেণ নিহন্তি তৈলম্॥

সন্ততং সততাদীংশ্চ নিখিলান্ বিষমজ্বরান্।
প্লীহাশ্রিতান্ সশোথান্ বা প্রমেহজ্বরমেব চ॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বলবর্ণকরং পরম্।
পাণ্ড্বাদীন্ হন্তি রোগাংশ্চ কিরাতাদ্যমিদং বৃহৎ॥

কটুতৈল ৮ সের। কল্কার্থ চিরাতা ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। মূর্ব্বামূলের ক্বাথ ৮ সের, লাক্ষার ক্বাথ ৮ সের, কাঁজি ৮ সের, দধির মাত আট ৮ সের। কল্কার্থ চিরাতা, গজপিপ্পলী রাস্না, কুড়, লাক্ষা, রাখালশসার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, যষ্টিমধু, মুতা, পুনর্নবা, সৈন্ধব, জটামাংসী, বৃহতী, বিট্‌লবণ, বালা, শতমূলী, রক্তচন্দন, কট্‌কী, অশ্বগন্ধা, শুল্‌ফা, রেণুকা, দেবদারু, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, ধন্যা, পিপ্পলী, বচ, শটী, ত্রিফলা, যমানী, বনযমানী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গোক্ষুর, শালপাণি, চাকুলে, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ঘোড়ানিমের ছাল, হবুষ, যবক্ষার এবং শুঁঠ প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে নানাবিধ জ্বর আরোগ্য হয়। ইহা জীর্ণজ্বরাদি শান্তির মহৌষধ।

বৃহজ্জ্বরভৈরব তৈলম্।

গুড়ূচী বাসকো নিম্বো মূর্ব্বামূলং সচন্দনম্।
কৈরাতো যবতিক্তা চ সিন্ধুবারদলানি চ॥
এষাং পলশতং গ্রাহ্যং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
ক্বাথৈঃ পাদাবশিষ্টৈশ্চ তৈলপ্রস্থদ্বয়ং পচেৎ॥
গুড়ূচ্যতিবিষা দারু হরিদ্রে দ্বে সুপর্ণিকা।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং শিগ্রুবীজং স্থিরা জতু।
পটোলং ধান্যকং কুষ্ঠং কিরাতো হেমপুষ্পকঃ।
মূর্ব্বামূলমশ্বগন্ধা সরলং কণ্টকারিকা॥

এতৈঃ সার্দ্ধপলোন্মানৈঃ কল্কৈস্তৈলং বিপাচয়েৎ ।
পাকার্থং দীয়তে তত্র পয়ঃপ্রস্থচতুষ্টয়ম্ ॥
সিদ্ধমেতৎ প্রয়োক্তব্যং জীর্ণজ্বরমপোহতি ।
বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ সর্ব্বান্ প্লীহানং যকৃতং তথা ॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং হন্তি ন সংশয়ঃ ।
জ্বরভৈরবনামেদং তৈলং শিবকৃতং মতং ॥

যথাবিহিত মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৮ সের। ক্বাথার্থ গুলঞ্চ, বাসক, নিমছাল, মূর্ব্বা-মূল, রক্তচন্দন, চিরাতা, কালমেঘ ও নিসিন্দাপত্র মিলিত ১০০ পল। পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ গুলঞ্চ, আতইচ, দেবদারু, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, সোমরাজী, পিঁপুল, পিঁপুলমূল, সজিনাবীজ, শালপাণি, লাক্ষা, পটোল-পত্র, ধন্যা, কুড়, চিরাতা, চাঁপা, মূর্ব্বামূল, অশ্বগন্ধা, সরলকাষ্ঠ ও কণ্টকারী, প্রত্যেক ১৷৷০ পল, অর্থাৎ ১২ তোলা, কল্কপাকার্থ জল ১৬ সের। এই কল্ক ও উপরি উক্ত ক্বাথ দ্বারা সিদ্ধ তৈল ব্যব-হারে জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, কামলা, পাণ্ডু ও শোথসংযুক্ত জ্বর সত্বর বিনষ্ট হয়।

ক্ষীরপাকবিধিঃ ।

দ্রব্যাদষ্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাত্তোয়ং চতুর্গুণম্ ।
ক্ষীরাবশেষঃ কর্ত্তব্যঃ ক্ষীরপাকে ত্বয়ং বিধিঃ ॥

ক্ষীরপাকের নিয়ম এই, যে দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিতে হইবে, তাহার অষ্টগুণ দুগ্ধ, দুগ্ধের চতুর্গুণ জল, সমু-দায় একত্র পাক করিবে। জল নিঃশেষ হইলে পাক সমাপ্ত হইবে।

দুগ্ধগুণাঃ ।

জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমম্ ।
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবম্ ॥
চতুর্গুণেনাম্ভসা চ শৃতং জ্বরহরং পয়ঃ ।
ধারোষ্ণং বা পয়ঃ শীতং পীতং সদ্যো জ্বরং জয়েৎ ॥

কফক্ষীণ জীর্ণজ্বরে দুগ্ধ অমৃত সদৃশ হিতকর। কিন্তু তরুণ জ্বরে দুগ্ধ পান করিলে প্রাণসংশয় হয়। চতুর্গুণ জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে পান করিলে সদ্যঃ জ্বর নিবৃত্ত হয়। ধারোষ্ণ বা শীতল দুগ্ধ পানেও জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে।

ভেষজসিদ্ধদুগ্ধগুণাঃ ।

জীর্ণজ্বরাণাং সর্ব্বেষাং পয়ঃ প্রশমনং পরম্ ।
পেয়ং তদুষ্ণং শীতং বা যথাস্বমৌষধৈঃ শৃতম্ ॥

দুগ্ধের সহিত ঔষধ সিদ্ধ করিয়া পান করিলে সমুদায় জ্বরের শান্তি হয়।

কাসাৎ শ্বাসাৎ শিরঃশূলাৎ পার্শ্বশূলাচ্চিরজ্বরাৎ ।
মুচ্যতে জ্বরিতঃ পীত্বা পঞ্চমূলীশৃতং পয়ঃ ॥

দুগ্ধের সহিত স্বল্প পঞ্চমূলী ২ তোলা বস্ত্রে বন্ধনপূর্ব্বক সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে কাস, শ্বাস, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল ও বহুকালের জ্বর উপশমিত হয়।

ত্রিকণ্টক বলা ব্যাঘ্রী গুড়নাগরসাধিতম্ ।
বর্চোমূত্রবিবন্ধঘ্নং শোথজ্বরহরং পয়ঃ ॥

গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা। দুগ্ধাবশেষ পাক করিবে, প্রক্ষেপ গুড় ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা। ইহা

সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধ, মূত্ররোধ, শোথ ও জ্বর নষ্ট হয়।

বৃশ্চীর বিল্ব বর্ষাভূ পয়শ্চোদকমেব চ।
পচেৎ ক্ষীরাবশিষ্টন্তু তদ্ধি সর্ব্বজ্বরাপহম্॥

শ্বেতপুনর্নবা, বেলশুঁট ও রক্তপুনর্নবা মিলিত ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা পূর্ব্ববৎ পাক করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

শীতং চোষ্ণং জ্বরে ক্ষীরং যথাস্বমৌষধৈঃ শৃতম্॥

পৈত্তিকে ও বাতপৈত্তিকে শীতল, বাতিকে ও বাতশ্লৈষ্মিকে উষ্ণ ক্ষীর সেবনীয়। যুক্তিযুক্ত ঔষধের সহিত পাক করিয়া দিবে।

এরণ্ডমূলসিদ্ধং বা জ্বরে সপরিকর্ত্তিকে॥

জ্বরে পরিকর্ত্তিকা অর্থাৎ গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকিলে এরণ্ডমূল সিদ্ধ দুগ্ধপান উপকারী।

চূর্ণপ্রকরণম্।

সুদর্শনচূর্ণম্।

কালীয়কঞ্চ রজনী দেবদারু বচা ঘনম্।
অভয়া ধন্বযাসশ্চ শৃঙ্গী ক্ষুদ্রা মহৌষধম॥
ত্রায়ন্তী পর্পটং নিম্বং গ্রন্থিকং বালকং শটী।
পৌষ্করং মাগধী মূর্ব্বা কুটজং মধুযষ্টিকা॥
শিগ্রুৎপলং সেন্দ্রযবং বরী দার্ব্বী কুচন্দনম্।
পদ্মকং সরলোশীরং ত্বচং সৌরাষ্ট্রিকা স্থিরা॥
যমান্যতিবিষা বিল্বং মরিচং গন্ধপত্রকম্।
ধাত্রী গুড়ূচী কটুকং সচিত্রক পটোলকম্॥
কলসী চৈব সর্ব্বাণি সমভাগানি কারয়েৎ।
সর্ব্বদ্রব্যস্য চার্দ্ধন্তু কৈরাতং সম্প্রকল্পয়েৎ॥
পৃথগ্দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্।
প্রাকৃতং বৈকৃতঞ্চৈব সৌম্যং তীক্ষ্ণমথাপিবা॥
অন্তর্গতং বহিঃস্থঞ্চ নিরামং সামমেব চ।
নানাদেশোদ্ভবঞ্চৈব বারিদোষভবং তথা॥
বিরুদ্ধভেষজভবং জ্বরমাশু ব্যপোহতি॥
প্লীহানং যকৃতং গুল্মং হন্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ।
যথা সুদর্শনং চক্রং দানবানাং নিসূদনম্।
তথা জ্বরানাং সর্ব্বেষামিদমেব নিগদ্যতে॥

কৃষ্ণাগুরু অভাবে অগুরু, হরিদ্রা, দেবদারু, বচ, মুতা, হরীতকী, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী, শুণ্ঠী, বলাডুমুর, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, পিপ্পলীমূল, বালা, শটী, কুড়, পিপ্পলী, মূর্ব্বামূল, কুড়চিছাল, যষ্টিমধু, সজিনাবীজ, সুঁদি-মূল, ইন্দ্রযব, শতমূলী, দারুহরিদ্রা, রক্ত-চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, বেণার মূল, দারুচিনি, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, শালপাণি, যমানী, আতইচ, বেলছাল, মরিচ, গন্ধ-ভাদুলা, আমলকী, গুলঞ্চ, কটুকী, চিতামূল, পটোলপত্র ও চাকুলে এই সমুদায় দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ লইবে এবং সমষ্টির অর্দ্ধেক পরিমাণে চিরাতাচূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিবে। ইহার নাম সুদর্শনচূর্ণ। মাত্রা ১ মাষা হইতে চারি ৪ মাষা পর্য্যন্ত। ইহা সর্ব্বপ্রকার জ্বরের উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

জ্বরভৈরবচূর্ণম্।

নাগরং ত্রায়মাণা চ পিচুমর্দ্দং দুরালভা।
পথ্যা মুস্তং বচা দারু ব্যাঘ্রী শৃঙ্গী শতাবরী॥
পর্পটং পিপ্পলীমূলং বিশালা পুষ্করং শটী।
মূর্ব্বা কৃষ্ণা হরিদ্রে দ্বে লোধ্রচন্দনমুষ্ককম্॥
কুটজস্য ফলং বক্ষং যষ্টীমধুক চিত্রকম্।
শোভাঞ্জনং বলা চাতিবিষা চ কটুরোহিণী॥

মুষলী পদ্মকাষ্ঠঞ্চ যমানী শালপর্ণিকা ।
মরিচং চামৃতা বিল্বং বালং পঙ্কস্থ পর্পটী ॥
তেজপত্রং ত্বচা ধাত্রী পৃশ্নিপর্ণী পটোলকম ।
গন্ধকং পারদং লৌহমভ্রকঞ্চ মনঃশিলা ॥
এতেষাং সমভাগেন চূর্ণমেব বিনির্দ্দিশেৎ ।
তদর্দ্ধং প্রক্ষিপেত্তত্র চূর্ণং ভূনিম্বসম্ভবম্ ॥
মাত্রামস্য প্রযুঞ্জীত দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্ ।
চূর্ণং ভৈরবসংজ্ঞন্তু জ্বরান্ হন্তি ন সংশয়ঃ ॥
পৃথগ্‌দোষাংস্তু বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্ ।
দ্বন্দ্বজান্ সন্নিপাতোত্থান্ মানসানপি নাশয়েৎ ॥
প্রাকৃতং বৈকৃতঞ্চৈব সৌম্যং তীক্ষ্ণমথাপিবা ।
অন্তর্গতং বহিঃস্থঞ্চ নিরামং সামমেব চ ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ ।
নানাদোষোদ্ভবঞ্চৈবং বারিদোষভবং তথা ॥
বিরুদ্ধভেষজভবং জ্বরমাশু ব্যপোহতি ।
অগ্নিমান্দ্যং যকৃৎপ্লীহপাণ্ডুরোগমরোচকম্ ॥
উদরাণ্যন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ রক্তপিত্তং ত্বগাময়ম্ ।
শ্বয়থুঞ্চ শিরঃশূলং বাতাময়রুজাপহম্ ।
জ্বরভৈরবসংজ্ঞন্তু ভৈরবেণ কৃতং শুভম্ ॥

শুঁঠ, বলাডুমুর, নিমছাল, দুরালভা, হরীতকী, মুতা, বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেতপাপড়া, পিঁপুলমূল, রাখালশসামূল, কুড়, শটী, মূর্ব্বামূল, পিঁপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুল, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, যষ্টিমধু, চিতামূল, সজিনা-বীজ, বেড়েলা, আতইচ, কট্‌কী, তাল-মূলী, পদ্মকাষ্ঠ, যমানী, শালপানি, মরিচ, গুলঞ্চ, বেলছাল, বালা, পঙ্কপর্পটী, তেজ-পত্র, গুড়ত্বক্, আমলকী, চাকুলে, পল্‌তা, গন্ধক, পারদ, লৌহ, অভ্র ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ, সমুদায় চূর্ণের সমষ্টির অর্দ্ধেক চিরাতাচূর্ণ তাহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া ১ মাষা হইতে চারি ৪ মাষা পর্য্যন্ত মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ইহাও সুদর্শন চূর্ণের ন্যায় বিষমজ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার দ্বারা পাণ্ডু রোগাদি বিবিধ পীড়াও নিরাকৃত হয়।

জ্বরনাগময়ূর চূর্ণম্ ।

লৌহাভ্রং টঙ্গনং তাম্রং তালকং বঙ্গমেব চ ।
শুদ্ধসূতং গন্ধকঞ্চ শিগ্রুবীজং ফলত্রিকম্ ॥
চন্দনাতিবিষা পাঠা বচা চ রজনীদ্বয়ম্ ।
উশীরং চিত্রকং দেবকাষ্ঠঞ্চ সপটোলকম্ ॥
জীবকর্ষভকাজাজ্যস্তালীশং বংশলোচনা ।
কণ্টকার্য্যাঃ ফলং মূলং শটী পত্রং কটুত্রয়ম্ ॥
গুড়ূচীসত্বং ধন্যাকং কটুকা ক্ষেত্রপর্পটী ।
মুস্তকং বালকং বিল্বং যষ্টীমধু সমং সমম্ ॥
ভাগাচ্চতুর্গুণং দেয়ং কৃষ্ণজীরস্য চূর্ণকম্ ।
তৎসমং তালপুষ্পঞ্চ চূর্ণং দগ্ধাৎপলাভবম্ ॥
কৈরাতং তৎসমং দেয়ং তৎসমং চপলাভবম্ ॥
এতচ্চূর্ণং সমাখ্যাতং জ্বরনাগময়ূরকম্ ॥
প্রতিমাষমিতং খাদ্যং যুক্ত্যা বা রুচিবর্দ্ধনম্ ।
সন্ততাদি জ্বরং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ ॥
ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ধাতুস্থং কামশোকোদ্ভবং জ্বরম্ ।
ভূতাবেশজ্বরঞ্চৈব অভিচারসমুদ্ভবম্ ॥
দাহশীতজ্বরং ঘোরং চাতুর্থাদিবিপর্য্যয়ম্ ।
জীর্ণঞ্চ বিষমং সর্ব্বং প্লীহানমুদরং তথা ॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং হন্তি ন সংশয়ঃ ।
ভ্রমং তৃষ্ণাঞ্চ কাসঞ্চ শূলানাহৌ ক্ষয়ং তথা ॥
যকৃতং গুল্মশূলঞ্চ আমবাতং নিহন্তি চ ।
ত্রিক পৃষ্ঠ কটী জানু পার্শ্বানাং শূলনাশনম্ ।
অনুপানং শীতজলং ন দেয়মুষ্ণবারিণা ॥

লৌহ, অভ্র, সোহাগা, তাম্র, হরি-তাল, বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, সজিনাবীজ,

হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন, আতইচ, আকনাদি, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, চিতামূল, দেবদারু, পটোলপত্র, জীবক, ঋষভক, কৃষ্ণজীরা, তালীশপত্র, বংশলোচন, কণ্টকারীর ফল ও মূল, শটী, তেজপত্র, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, গুলঞ্চ, ধন্যা, কট্‌কী, ক্ষেতপাপড়া, মূতা, বালা, বেলছাল ও যষ্টিমধু, ইহাদের প্রত্যেকের ১ এক ভাগ, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ৪ চারি ভাগ, তালজটাক্ষার ৪ ভাগ, ডানকুনি শাক চূর্ণ ৪ চারি ভাগ। চিরাতা চূর্ণ ৪ চারি ভাগ ও সিদ্ধিচূর্ণ ৪ ভাগ। সকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাতে নানাপ্রকার বিষমজ্বর নিবৃত্ত হয়। মাত্রা ১ মাষা হইতে ২ দুই মাষা। অনুপান শীতল জল।

রসপ্রয়োগঃ ।

ন দোষাণাং ন রোগাণাং ন পুংসাঞ্চ পরীক্ষণম্ ।
ন দেশস্য ন কালস্য কার্য্যং রসচিকিৎসিতে ॥

রসচিকিৎসায় বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিবিধ দোষ, জ্বর প্রভৃতি পীড়া, ব্যক্তি স্থূল বা কৃশ এবং দেশ ও কাল প্রভৃতি পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই।

সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো ন জানাতি রসং যদা ।
সর্ব্বং তস্যোপহাসায় ধর্ম্মহীনো যথা বুধঃ ॥

সমুদায় শাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়াও রসক্রিয়ায় অনভিজ্ঞ হইলে ধর্ম্মহীন পণ্ডিতের ন্যায় উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

সংশোধ্য বিধিনা ধাতূনুপধাতূন্ বিষাণ্যপি ।
যোজয়েৎ কর্ম্মণি প্রাজ্ঞো দোষঃ সঞ্জায়তেঽন্যথা ॥

(শোধনোক্ত্যা যথাযথং ধাত্বাদীনাং মারণস্যাপি প্রতীতিঃ। রসোপরসানাং ধাতূপধাতুষ্বন্তর্ভাবঃ। অতিশব্দেন জয়পালাদীনাং প্রাপ্তিঃ)

ধাতু, উপধাতু, রস, উপরস ও বিষ সকলের এবং জয়পালবীজাদির যথাবিধি শোধনাদি করিয়া কার্য্যে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, নতুবা নানা অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে।

রসস্যানুপানম্ ।

অনুপানৈ রসা যোজ্যা দেশকালানুসারিভিঃ ।
দোষঘ্নৈর্ম্মধুনা বাপি কেবলেন জলেন বা ॥

(রসা ইত্যুপলক্ষণম্, অন্যান্যপি ভেষজানি সাধ্যানুপানৈর্দেয়ানি ।)

রসঘটিত ঔষধ সমস্ত (হিঙ্গুলেশ্বর, শীতভঞ্জী প্রভৃতি) এবং অন্যান্য ঔষধও দেশকালানুসারী দোষঘ্ন অনুপানের সহিত অথবা মধু কিংবা কেবল জলের সহিত প্রযোজ্য।

নবজ্বরাদৌ—

হিঙ্গুলেশ্বরঃ ।

তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে পিপ্পলীং হিঙ্গুলং বিষম্ ।
গুঞ্জার্দ্ধং মধুনা দেয়ং বাতজ্বরনিবৃত্তয়ে ॥

পিঁপুল, হিঙ্গুল ও বিষ এই তিন দ্রব্য সমভাগে জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ॥০ অর্দ্ধ রতি প্রমাণ বটী করিবে। নূতন বাতিকজ্বরে মধুর সহিত ব্যবস্থেয়।

শীতভঞ্জী রসঃ।

রস হিঙ্গুল গন্ধঞ্চ জৈপালং মর্দ্দিতং ত্রিভিঃ।
দন্তীক্বাথেন সংমর্দ্দ্য রসো জ্বরহরঃ পরঃ॥
আর্দ্রকস্বরসেনাথ দাপয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ম্।
নবজ্বরং মহাঘোরং নাশয়েদ্ যামমাত্রতঃ॥
শীততোয়ং পিবেচ্চানু ইক্ষুমুদ্গরসো হিতঃ।
শীতভঞ্জী রসো নাম্না সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥

পারদ ১ এক ভাগ, হিঙ্গুল ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ ও জয়পালবীজ ৩ ভাগ একত্র করিয়া দন্তীমূলের ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ২ দুই রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান আদার রস। ঔষধ সেবনের পর শীতল জল, ইক্ষু ও মুগের যূষ সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার নবজ্বর নষ্ট হয়।

তরুণজ্বরারিঃ।

জৈপাল গন্ধে বিষপারদৌ চ
তুল্যাং কুমারীস্বরসেন মর্দ্দ্যম্।
অস্য দ্বিগুঞ্জা হি সিতোদকেন
খ্যাতো রসোঽয়ং তরুণজ্বরারিঃ॥
দাতব্য এষোঽহনি পঞ্চমে বা
ষষ্ঠেঽথবা সপ্তম এব বাপি।
জাতে বিরেকে বিগতজ্বরঃ স্যাৎ
পটোলমুদ্গান্ননিষেবণেন॥

জয়পাল, গন্ধক, বিষ ও পারদ প্রত্যেক সমভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ দুই রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান চিনির জল। এই ঔষধ জ্বরের পঞ্চম, ষষ্ঠ অথবা সপ্তম দিবসে প্রযোজ্য। ঔষধ সেবন করিয়া বিরেচন হইলে জ্বর ত্যাগ হইবে।

নবজ্বরেভসিংহঃ।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং লৌহং তাম্রঞ্চ সীসকম্।
মরিচং পিপ্পলী বিশ্বং সমভাগানি কারয়েৎ॥
অর্দ্ধভাগং বিষং দত্ত্বা মর্দ্দয়েদ্ বাসরদ্বয়ম্।
শৃঙ্গবেরাম্বুপানেন দদ্যাৎ গুঞ্জাদ্বয়ং ভিষক্॥
নবজ্বরে মহাঘোরে ধাতুস্থে গ্রহণীগদে।
নবজ্বরেভসিংহোঽয়ং সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসক, মরিচ, পিঁপুল ও শুঁঠ প্রত্যেক সমভাগ, বিষ অর্দ্ধভাগ (কেহ কেহ বলেন সমষ্টির অর্দ্ধেক বিষ) একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ২ দুই রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান আদার রস। ইহাতে ঘোরতর নবজ্বর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

ত্রিপুরভৈরবো রসঃ।

বিষ টঙ্গ বলি ম্লেচ্ছ দন্তীবীজং ক্রমাদ্ বহু।
দন্ত্যম্বুমর্দ্দিতং যামং রসস্ত্রিপুরভৈরবঃ॥
বল্লঃ ব্যোষেণ চার্দ্রস্য রসেন সিতয়াথবা।
দত্তো নবজ্বরং হন্তি মান্দ্যামানিলশোথহা॥
হন্তি শূলং সবিষ্টম্ভমর্শাংসি ক্রিমিজান্ গদান্।
পথ্যং তক্রেণ ভোক্তব্যং রসেঽস্মিন্ রোগহারিণি॥

বিষ ১ এক ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, তাম্র ৪ ভাগ, দন্তীবীজ ৫ ভাগ। দন্তীর ক্বাথে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া ২ দুই রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান আদার রস বা চিনির সহিত শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ। ইহাতে নবজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত ও শোথ প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। পথ্য তক্র।

জ্বরধূমকেতুঃ।

ভবেৎ সমং সূতসমুদ্রফেন-
হিঙ্গুলগন্ধৌ পরিমর্দ্দ্য যত্নাৎ।
নবজ্বরে বল্লমিতং ত্রিযম-
মার্দ্রাম্বুনায়ং জ্বরধূমকেতুঃ॥

পারদ, সমুদ্রফেন, হিঙ্গুল ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগ আদার রসে তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ।

বিষস্যৈকস্তথা ভাগো মরিচং পিপ্পলীকণঃ।
গন্ধকস্য তথা ভাগো ভাগঃ স্যাৎ টঙ্কনস্য বৈ॥
সর্ব্বত্র সমভাগঃ স্যাৎ দ্বিভাগং হিঙ্গুলং ভবেৎ।
জম্বীরস্য রসেনাত্র হিঙ্গুলং ভাবয়েদ্বিষক্॥
রসশ্চেৎ সমভাগঃ স্যাৎ হিঙ্গুলং নেষ্যতে তদা।
গোমূত্রশোধিতঞ্চাত্র বিষং সৌরবিশোধিতম্॥
চূর্ণয়েৎ খল্লমধ্যে তু মুদ্গমাত্রাং বটীং চরেৎ।
মধুনা লেহনং প্রোক্তং সর্ব্বজ্বরনিবৃত্তয়ে॥
দধ্যুদকানুপানেন বাতজ্বরনিবর্হণঃ।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ পানং দারুণে সান্নিপাতিকে॥
জম্বীররসযোগেন হ্যজীর্ণজ্বরনাশনঃ।
অজাজীগুড়সংযুক্তো বিষমজ্বরনাশনঃ॥
জীর্ণজ্বরে মহাঘোরে পুরুষে যৌবনান্বিতে।
পূর্ণা মাত্রা প্রদাতব্যা পূর্ণং বটিচতুষ্টয়ম্।
অতিক্ষীণেঽতিবৃদ্ধে চ শিশৌ চাল্পবয়স্যপি।
তুর্য্যমাত্রা প্রদাতব্যা ব্যবস্থাসারনিশ্চিতা।
নবজ্বরে প্রদানে চ যামৈকান্নাশয়েজ্জ্বরম্।
অক্ষীণে চ কফাভাবে দাহে চ বাতপৈত্তিকে॥
সিতাং দদ্যাৎ প্রযত্নেন নারিকেলাম্বু নির্ভয়ম্।
অয়ং মৃত্যুঞ্জয়ো নাম রসঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ।
অনুপানপ্রভেদেন নিহন্তি সকলান্ গদান্॥

বিষ ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, পিপ্পলী ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খই ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ, (জম্বীর রসে ভাবনা দিয়া হিঙ্গুল শোধন করিয়া লইবে, যদি এই ঔষধে ১ ভাগ পারদ মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে হিঙ্গুল দিবার প্রয়োজন নাই। বিষ গোমূত্রে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া শোধন করিয়া লইবে) আদার রসে মর্দ্দন করিয়া মুদ্গ প্রমাণ বটী করিবে। সাধারণ অনুপান মধু। বাতজ্বরে দধির মাত, সান্নিপাতিকে আদার রস, অজীর্ণ জ্বরে জম্বীর রস, বিষমজ্বরে কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ও পুরাতন গুড় অনুপান দিবে। মাত্রা যুবার পক্ষে ৪ বটী; অতি ক্ষীণ, অতি বৃদ্ধ ও শিশুর পক্ষে ১ বটী। নবজ্বরে সেবন করাইলে সত্বর জ্বর নিবৃত্ত হয়। রোগী যদি ক্ষীণ না হয় এবং কফাধিক্য না থাকে, তাহা হইলে চিনি ও ডাবের জল অনুপান দিবে। তদ্দ্বারা বাতপৈত্তিক জ্বরজনিত দাহ নিবৃত্ত হয়।

শ্রীরামরসঃ।

গন্ধকং পারদং তুল্যং মরিচঞ্চ ত্রিভিঃ সমম্।
বীজং নৈকুম্ভকং মর্দ্দ্যং দন্তীকাথেন যামকম্।
দ্বিগুঞ্জঃ শূলবিষ্টম্ভানিলমামজ্বরং জয়েৎ॥

গন্ধক ১ ভাগ, পারদ ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, জয়পাল ৩ ভাগ। দন্তী ক্বাথে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহাতে শূল, বিষ্টম্ভ, বায়ু ও আমজ্বর নিবৃত্ত হয়।

নবজ্বরাঙ্কুশঃ।

ক্রমেণ বৃদ্ধ্যা রসগন্ধহিঙ্গুলান্
নৈকুম্ভবীজাণ্যথ দন্তিবারিণা।
পিষ্ট্বাস্য গুঞ্জাভিনবজ্বরাপহা
জলেন চাস্যা সিতয়া প্রয়োজিতা॥

রস ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ, জয়পাল ৪ ভাগ, দন্তীক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান চিনির জল।

প্রচণ্ডরসঃ।

অমৃতং পারদং গন্ধং মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্।
সিন্ধুবাররসৈঃ পশ্চাৎ ভাবয়েদেকবিংশতিম্।
তিলপ্রমাণং দাতব্যং নবজ্বরবিনাশনম্।
উদ্বেগে মস্তকে তৈলং তক্রঞ্চাপি প্রদাপয়েৎ।
অনুপানমার্দ্ররসঃ প্রচণ্ডরসসংজ্ঞকঃ॥

বিষ, পারদ, গন্ধক এই তিন দ্রব্য সমভাগে লইয়া দুই প্রহর মর্দ্দন করিয়া নিসিন্দাপত্ররসে ২১ বার ভাবনা দিয়া তিলপ্রমাণ বটী করিবে। অনুপান আদার রস। ঔষধ সেবন করিয়া উদ্বেগ উপস্থিত হইলে মস্তকে তৈল প্রদান বা তক্র পান ব্যবস্থেয়।

বৈদ্যনাথ বটী।

শাণং গন্ধমথো রসস্য চ
তথা কৃত্বা দ্বয়োঃ কজ্জলীং
তিক্তাচূর্ণমথাক্ষমেব সকলং
রৌদ্রে ত্রিধা ভাবয়েৎ।
পশ্চাৎ তৎ স্নুহীরসেন
নতুবা ক্বাথেঽমলে ত্রৈফলে
সংশোষ্য গুড়িকা কলায়-
সদৃশী কার্য্যা বুধৈর্যত্নতঃ।
জ্ঞাত্বা দোষবলং রসেন
সুষবীপত্রস্য পর্ণস্য বা
একদ্বিত্রিচতুঃক্রমেণ বটিকাং
দদ্যাৎ কদুষ্ণাম্বুনা।
হন্তিশূলনিচয়ং নবজ্বরং
পাণ্ডুতামরুচিশোথসঞ্চয়ম্।
রেচনে চ দধিভক্ত ভোজনং
বৈদ্যনাথসুকুমাররেচনম্॥

গন্ধক ৪ মাষা, রস ৪ মাষা উত্তম-রূপে মাড়িয়া কজ্জলী করিয়া তাহাতে ২ তোলা কট্‌কীচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। পশ্চাৎ উচ্ছেপাতার রসে অথবা ত্রিফলার ক্বাথে তিন বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া মটর প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান উচ্ছেপাতার রস অথবা পানের রস এবং ঈষদুষ্ণ জল। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া ১টী হইতে ৪টী পর্য্যন্ত বটিকা প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ সুখ-বিরেচক। ইহাতে নবজ্বর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

অগ্নিকুমারো রসঃ।

মরিচোগ্রা কৃষ্ণমুস্তৈঃ সর্বৈরেব সমং বিষম্।
পিষ্ট্বা চার্দ্ররসেনৈব বটিকা রক্তিকামিতা॥
আমজ্বরে প্রথমতঃ শুণ্ঠ্যা চ মধুপিষ্টয়া।
আর্দ্রকস্য রসেনাপি নিগুণ্ড্যাশ্চ কফজ্বরে॥
পীনসে চ প্রতীশ্যায়ে আর্দ্রকস্য চ বারিণা।
অগ্নিমান্দ্যে লবঙ্গেন শোথে সদশমূলকঃ॥
গ্রহণ্যাং সহ শুণ্ঠ্যা চ মুস্তকেনাতিসারকে।
সামে চ ধান্যশুণ্ঠীভ্যাং পক্বে চ কুটজং মধু॥
সন্নিপাতজ্বরারম্ভে পিপ্পল্যার্দ্রকবারিণা।
কণ্টকার্য্যা রসৈঃ কাসে শ্বাসে তৈলগুড়ান্বিতম্॥

পীত্বা বটীদ্বয়ং রোগী স্বাস্থ্যং সমুপগচ্ছতি ।
সর্ব্বেষামেব রোগাণামামদোষপ্রশান্তয়ে ।
অগ্নিবৃদ্ধিকরো নাম্না বিখ্যাতোঽগ্নিকুমারকঃ ॥

মরিচ ২ মাষা, বচ ২ মাষা, কুড় দুই ২ মাষা, মুতা ২ মাষা, বিষ ৮ মাষা। আদার রসে পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান আমজ্বরের প্রথমাবস্থায় শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত মধু, কফজ্বরে আদার বা নিসিন্দাপত্রের রস, পীনস ও প্রতীশ্যায় রোগে আদার রস, অগ্নিমান্দ্যে লবঙ্গচূর্ণ, শোথে দশমূলের ক্বাথ, গ্রহণীরোগে শুণ্ঠীচূর্ণ, অতিসারে মুতার রস, আমাতিসারে ধন্যা ও শুণ্ঠীর ক্বাথ, পক্বাতিসারে কুটজক্বাথ ও মধু, সন্নিপাত জ্বরের প্রথমাবস্থায় পিঁপুল ও আদার রস, শ্বাসে সার্ষপতৈল ও পুরাতন গুড়। মাত্রা ২ বটিকা। সকল রোগে আমদোষ শান্তির নিমিত্ত এই বটী প্রযোজ্য। ইহার দ্বারা অগ্নিবৃদ্ধি হয় বলিয়া ইহার নাম অগ্নিকুমার রস।

রত্নগিরিরসঃ ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃততাম্রাভ্রহাটকম্ ।
প্রত্যেকং সূততুল্যং স্যাৎ সূতার্দ্ধং মৃতলৌহকম্ ॥
লৌহার্দ্ধং মৃতবৈক্রান্তং মর্দ্দয়েদ্ ভৃঙ্গজদ্রবৈঃ ।
পর্পটীরসবৎ পাচ্যং চূর্ণিতং ভাবয়েৎ পৃথক্ ॥
শিগ্রু বাসক নির্গুণ্ডী বচাগ্নিভৃঙ্গমুণ্ডিকৈঃ ।
ক্ষুদ্রামৃতা জয়ন্তীভির্মুনি ব্রহ্মী সুতিক্তকৈঃ ॥
কন্যায়াশ্চ দ্রবৈর্ভাব্যং প্রতিবারং ত্রিধা ত্রিধা ।
রুদ্ধা লঘুপুটে পাচ্যং বালুকাযন্ত্রমধ্যগম্ ॥
যন্ত্রং নিরুধ্য যত্নেন স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ ।
চূর্ণং নবজ্বরে দেয়ং মাষমাত্রং রসস্য বৈ ॥
কৃষ্ণা ধান্য সমাযুক্তং মুহূর্ত্তান্নাশয়েজ্জ্বরম্ ।
অয়ং রত্নগিরির্নাম রসো যোগস্য বাহকঃ ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, লৌহ অর্দ্ধভাগ, বৈক্রান্ত লৌহের অর্দ্ধেক। এই সকল দ্রব্য ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিয়া পর্পটীর ন্যায় পাক করিবে, পরে চূর্ণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সজিনা, বাসক, নিসিন্দা, বচ, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, ভূকদম্ব, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, জয়ন্তী, বকপুষ্প, ব্রহ্মী, তিতরাজ ও ঘৃতকুমারী ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। অনন্তর মূষাতে রুদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে লঘুপুটে পাক করিবে। উক্তমরূপ শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। ইহা নবজ্বরে ব্যবস্থেয়। অনুপান পিঁপুল ও ধনের ক্বাথ। মাত্রা ২ রতি। এই ঔষধ সেবন করিলে সত্বর জ্বর নিবারণ হয়। ইহা জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রতাপমার্ত্তণ্ডো রসঃ ।

বিষ হিঙ্গুল জৈপাল টঙ্কনং ক্রমমর্দ্দিতম্ ।
রসঃ প্রতাপমার্ত্তণ্ডঃ সদ্যো জ্বরবিনাশনঃ ॥

বিষ, হিঙ্গুল, জয়পাল ও সোহাগার খই প্রত্যেকের সমভাগ লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহা সেবন করিলে সত্বর জ্বর নিবৃত্ত হয়।

চণ্ডেশ্বরো রসঃ ।

রসং গন্ধং বিষং তাম্রং মর্দ্দয়েদেকযামকম্ ।
আর্দ্রকস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ সপ্তবারকম্ ।

নিগু'ণ্ড্যাঃ স্বরসে পশ্চান্মর্দ্দয়েৎ সপ্তবারকম্।
গুঞ্জৈকার্দ্রকরসেনৈব দত্তো হন্তি জ্বরং ক্ষণাৎ ॥
বাতজং পিত্তজং শ্লৈষ্ম্যং দ্বিদোষজমপি ক্ষণাৎ।
সুশীতলজলে স্নানং তৃষার্ত্তং ক্ষীরভোজনম্ ॥
আম্রঞ্চ পনসং চৈব চন্দনাগুরুলেপনম্।
এতৎসমো রসো নাস্তি বৈদ্যানাং হৃদয়ঙ্গমঃ।
এষ চণ্ডেশ্বরো নাম সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ ॥

রস, গন্ধক, বিষ ও তাম্র এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। পরে যথাক্রমে আদার রসে ও নিসিন্দাপত্ররসে সাতবার ভাবনা দিয়া এবং মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান আদার রস। ইহাতে নানাপ্রকার জ্বর নিবৃত্ত হয়।

উদকমঞ্জরী রসঃ।

সূতো গন্ধষ্টঙ্গনঃ সোষণঃ স্যাৎ
এতৈস্তুল্যা শর্করা মৎস্যপিত্তৈঃ।
ভূয়ো ভূয়ো ভাবয়েচ্চ ত্রিরাত্রং
বল্লো দেয়ঃ শৃঙ্গবেরস্য বারা ॥
সম্যক্তাপে বারিভক্তং সতক্রং
বৃন্তাকাদ্যাঃ পথ্যমত্র প্রদিষ্টম্।
অস্যায়োগং হন্তি সামং প্রভাবাৎ
পিত্তাধিক্যে মূর্দ্ধ্নি বারিপ্রয়োগঃ ॥

পারদ ১ মাষা, গন্ধক ১ মাষা, সোহাগার খই ১ মাষা, মরিচ ১ মাষা, চিনি ৪ মাষা। সমুদায় একত্র করিয়া তিন দিবস রোহিত মৎস্যের পিত্তে ভাবনা দিবে ও মর্দ্দন করিবে। ২ রতি প্রমাণ বটী। অনুপান আদার রস। ঔষধ সেবন করিয়া অধিক উষ্ণ হইলে জল, অম্ল ও তক্র পথ্য দিবে। পিত্তাধিক্যে মস্তকে জলের পটী দিবে। ইহার দ্বারা শীঘ্র সামজ্বর নষ্ট হয়।

অচিন্ত্যশক্তী রসঃ।

রসগন্ধকয়োগ্র্াহ্যং প্রত্যেকং মাষকদ্বয়ম্।
ভৃঙ্গকেশৌ চ নিগু'ণ্ডী মণ্ডুকী পত্রসুন্দরঃ ॥
শ্বেতাপরাজিতামূলং শালিঞ্চং কাণমারিষম্।
সূর্য্যাবর্ত্তঃ সিতশ্চৈষাং চতুর্মাষকসম্মিতৈঃ ॥
প্রত্যেকং স্বরসৈঃ খল্লশিলায়ামবধানতঃ।
স্বর্ণমাক্ষিকমাষঞ্চ দত্ত্বা মরিচমাষকম্ ॥
নৈপাল তাম্রদণ্ডেন ঘৃষ্ট্বা তৎ কজ্জলদ্যুতি।
বটী মুদ্গোপমা কার্য্যা ছায়াশুষ্কা তু রক্ষিতা।
প্রথমে বটিকাস্তিস্রঃ কৃত্বা নবশরাবকে।
ততঃ খসর্পণং স্বয়ং পূজয়িত্বা প্রণম্য চ ॥
বারিণা গোলয়িত্বা তু পাতুং দেয়ঞ্চ রোগিণে।
স্বেদোপবাসচরিতে ক্লান্তে চাত্যবলে তথা ॥
দ্বিতীয়েঽহ্নি বটীযুগ্মং বটীমেকাং তৃতীয়কে।
যাবস্তো বটকা দেয়াস্তাবজ্জলশরাবকম্ ॥
তৃষ্ণায়াঞ্চ রসং দদ্যাজ্জাঙ্গলানাং জলং তৃষি।
লুলাপদধিসংযুক্তং ভক্তং ভোজ্যং যথেপ্সিতম্ ॥
লাবপক্ষিরসো দেয়ঃ সংস্কৃতঃ সৈন্ধবাদিভিঃ।
পথ্যমগ্নিবলং বীক্ষ্য বারিভক্তরসং তথা।
শিরশ্চলনশলাদৌ তৈলং নারায়ণাদি চ ॥

রস ২ মাষা, গন্ধক ২ মাষা, একত্র কজ্জলী করিয়া ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, নিসিন্দা, থানকুনী, গিমা, শ্বেতাপরাজিতার মূল, শালিঞ্চ, কাঁটানটে, শ্বেত হুড়হুড়ে ইহাদের প্রত্যেকের ৪ মাষা করিয়া রস লইয়া উহাতে মিশ্রিত করিবে। পশ্চাৎ স্বর্ণমাক্ষিক ১ মাষা, মরিচ ১ মাষা সংযুক্ত করিয়া তাম্রপাত্রে ও তাম্রদণ্ডে মর্দ্দন করিয়া মুদ্গপ্রমাণ বটী করিবে। প্রথম দিবসে ৩টী, দ্বিতীয়

দিবসে ২ টী, তৃতীয় দিবসে ১ টী বটী শীতল জলের সহিত সেবন করাইবে। তৎপরে শীতল জল পান করিতে দিবে। তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে জল ও মাংসের যূষ প্রভৃতি পান করিতে দিবে। শিরঃ-কম্পন বা শিরঃশূল উপস্থিত হইলে মস্তকে নারায়ণ তৈলাদি মর্দ্দন করাইবে।

জয়াবটী।

বিষং ত্রিকটুকং মুস্তং হরিদ্রা নিম্বপত্রকম।
বিড়ঙ্গমষ্টমং চূর্ণং ছাগমূত্রৈঃ সমং সমম্।
চণকাভা বটী কার্য্যা স্যাজ্জয়া যোগবাহিকা॥

বিষ, ত্রিকটু, মুতা, হরিদ্রা, নিম্বপত্র, বিড়ঙ্গ, সর্ব্বসমান জয়ন্তীমূলচূর্ণ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগ লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া চণক পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা নবজ্বর আরোগ্য হয়।

জয়ন্তী বটিকা।

বিষং পাঠাশ্বগন্ধা চ বচা তালীশপত্রকম্।
মরিচং পিপ্পলী নিম্বমজ্জামূত্রেণ তুল্যকম্॥
বটিকা পূর্ব্ববৎ কার্য্যা জয়ন্তী যোগবাহিকা॥

বিষ, আকনাদি, অশ্বগন্ধা, বচ, তালীশপত্র, মরিচ, পিপ্পলী, নিম্ব, জয়ন্তী, এই সমস্ত দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া পূর্ব্ববৎ বটিকা করিবে। ইহা নবজ্বরে হিতকর।

জয়াজয়ন্তীবটী।

জয়ন্তী চ জয়া বাথ ক্ষীরৈঃ পিত্তজ্বরাপহা।
মুদ্গামলকযূষেণ পথ্যং দেয়ং ঘৃতং বিনা॥
জয়ন্তী বা জয়াবাথ সক্ষৌদ্রমরিচান্বিতা।
সন্নিপাতজ্বরং হন্তি রসশ্চানন্দভৈরবঃ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ বিষমজ্বরমুৎ ঘৃতৈঃ।
সর্ব্বজ্বরং মধুব্যোষৈঃ গবাং মূত্রেণ শীতকম্॥
চন্দনস্য কষায়েণ রক্তপিত্তজ্বরাপহা।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ মাক্ষিকেণ চ কাসজিৎ॥
জয়ন্তী বা জয়া ক্ষীরৈঃ পাণ্ডুশোথবিনাশিনী।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ তণ্ডুলোদকপানতঃ॥
অশ্মরীং হন্তি নো চিত্রং মূত্রকৃচ্ছ্রন্তু দারুণম্।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ গোমূত্রেণ যুতাং পিবেৎ॥
হন্ত্যাশু কাকণং কুষ্ঠং স্বলেপেন চ তদদ্রুতম্।
শ্বিনিষ্কং কেতকীমূলং পিষ্টতোয়েন পায়য়েৎ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ মেহং হন্তি স্বরাহ্বয়ম্।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ মধুনা মেহজিদ্ভবেৎ॥
লোধ্রমুস্তাভয়াতুল্যাং কট্ফলঞ্চ জলৈঃ সহ।
ক্বাথয়িত্বা পিবেচ্চান্থু মধুনা সর্ব্বমেহজিৎ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ গুড়ৈঃ কোষ্ণজলৈঃ পিবেৎ।
ত্রিদোষোত্থং হরেদ্ গুল্মং রসো বানন্দভৈরবঃ॥
জয়ন্তী বা জয়া হন্তি শুণ্ঠ্যা সর্ব্বং ভগন্দরম্।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ তক্রেণ গ্রহণীপ্রণুৎ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ রসশ্চানন্দভৈরবঃ।
রক্তপিত্তে ত্রিদোষোত্থে শীততোয়েন পায়য়েৎ॥
জয়ন্তী বা জয়া বাথ ভৃঙ্গদ্রাবৈর্নিশান্ধ্যনুৎ।
জয়ন্তী বা জয়া বাথ ঘৃষ্ট্বা তক্রেন চাঞ্জয়েৎ।
স্রাবণং সর্ব্বদোষোত্থং মাংসবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ॥

জয়ন্তী কিংবা জয়াবটী উভয়ই দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহারা জ্বরঘ্ন এবং বিবিধ অনুপানে বিবিধ রোগ নাশ করে।

স্বচ্ছন্দভৈরবো রসঃ।

তাম্রভস্ম বিষং হেম্নঃ শতধা ভাবিতং রসৈঃ।
গুঞ্জার্দ্ধং সন্নিপাতাদি নবজ্বরহরং পরম্॥
আর্দ্রাম্বুশর্করাসিন্ধুযুতঃ স্বচ্ছন্দভৈরবঃ॥
ইক্ষুদ্রাক্ষাসিতাঞ্চাপি দধিপথ্যং রুচৌ দদেৎ॥

তাম্রভস্ম ও বিষ, ধুস্তূররসে শতবার ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস, শর্করা ও সৈন্ধবলবণ। ইহা নবজ্বরের মহৌষধ।

নবজ্বরেভাঙ্কুশঃ।

সগন্ধটঙ্কং রসতালকঞ্চ
বিমর্দ্দয়েত্তাবয়েন্মীনপিত্তৈঃ।
দিনদ্বয়ং বল্লমিতং প্রদদ্যাৎ
বৃন্তাকতক্রোদনমেব পথ্যম।
নবজ্বরেভাঙ্কুশনামধেয়ঃ
ক্ষণেন ঘর্ম্মোদ্গমমাতনোতি॥

গন্ধক, সোহাগা, পারদ ও হরিতাল মৎস্যপিত্তে মর্দ্দন করিয়া ২ দিবস ভাবনা দিবে। মাত্রা ৪ রতি। ইহা ঘর্ম্মোৎপাদক ও জ্বরঘ্ন। পথ্য বার্ত্তাকু, তক্র ও অন্ন।

ত্রৈলোক্যডম্বররসঃ।

সূতার্কগন্ধচপলাজয়পালতিক্তা
পথ্যা ত্রিবৃচ্চ বিষতিন্দুকজঃ সমাংশম্।
সংমর্দ্য বহ্নিপয়সা মধুনা দ্বিগুঞ্জঃ
ত্রৈলোক্যডম্বররসো হ্যভিনবজ্বরঘ্নঃ॥

পারদ, তামা, গন্ধক, পিপ্পলী, জয়পাল, কট্‌কী, হরীতকী, তেউড়ী, মাকড়াগাব, প্রত্যেক ১ তোলা; মনসাসীজের আঠায় মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা অভিনব জ্বরঘ্ন।

গদমুরারিঃ।

রসবলিশিললৌহব্যোম তাম্রাণি তুল্যা-
ন্যথ সদরদ নাগঃ ভাগমেতৎ প্রদিষ্টম্।
ভবতি গদমুরারিশ্চাস্য গুঞ্জাদ্বয়ং বৈ
ক্ষপয়তি দিবসেন প্রৌঢ়মামজ্বরাখ্যম্॥

তুল্যাংশ পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, লৌহ, ত্রিকটু, তামা, হিঙ্গুল, সীসক; একত্র করিয়া মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা নবজ্বরঘ্ন।

অমৃতমঞ্জরী।

হিঙ্গুলং মরিচং টঙ্গং পিপ্পলী বিষমেব চ।
জাতীকোষঃ সমঃ সর্ব্বং জম্বীরাম্ভির্বিমর্দ্দিতম্॥
গুঞ্জাদ্বয়ং ত্রয়ং বাপি দেয়ঞ্চ সান্নিপাতিকে।
কাসশ্বাসৌ জয়ত্যাশু সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ॥

হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগা, পিপ্পলী, বিষ ও জয়িত্রী জম্বীররসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহা সন্নিপাত প্রভৃতি রোগে প্রয়োক্তব্য।

স্বল্পজ্বরাঙ্কুশো রসঃ।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং ধুর্ত্তবীজং ত্রিভিঃ সমম্।
চতুর্ণাং দ্বিগুণং ব্যোষং চূর্ণং গুঞ্জাদ্বয়ং হিতম্॥
জম্বীরস্য চ মজ্জাভিরার্দ্রকস্য রসৈর্যুতম্।
স্বল্পজ্বরাঙ্কুশো নাম্না জ্বরান্ সর্ব্বান্ প্রণাশয়েৎ॥
(ব্যোষং মিলিত্বা দ্বিগুণম্।)

পারা ২ মাষা, গন্ধক ২ মাষা, বিষ ২ মাষা, ধুতুরাবীজ ৬ মাষা, ত্রিকটুচূর্ণ মিলিত ২৪ মাষা একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। লেবুর বীজের শাঁস ও আদার রসের সহিত সেবন করাইবে। ইহাতে সকল প্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

জ্বরকেশরিকা।

শুদ্ধসূতং বিষং ব্যোষং গন্ধং ত্রিফলমেব চ।
জয়পালং সমং কুর্য্যাদ্ভৃঙ্গতোয়েন মর্দ্দয়েৎ॥

বটিকাং গুঞ্জমাত্রাস্তু কৃত্বা বৈদ্যঃ প্রযত্নতঃ।
প্রমাণং সর্ষপাকারং বালানাঞ্চ প্রশস্যতে॥
নারিকেলাম্বুনা বাপি সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী।
নারিকেলজলং শস্তং কর্ষত্রয়ং পিবেদনু॥
সিতয়া চ সমং পীত্বা পিত্তজ্বরবিনাশিনী।
মরিচেন চ পীতা সা সন্নিপাতজ্বরং জয়েৎ।
পিপ্পলীজীরকাভ্যান্তু দাহজ্বরবিনাশিনী।
বিষমজ্বরং ভূতোত্থং জ্বরং প্লীহানমেব চ॥
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ সুদারুণম্।
শূলাজীর্ণং তথাগুল্মং কুষ্ঠং দ্বাদশ পিত্তজান্॥
জ্বরকেশরিকা খ্যাতা তরুণজ্বরনাশিনী॥

পারদ, বিষ (মতান্তরে হিঙ্গু), ত্রিকটু, গন্ধক, ত্রিফলা ও জয়পাল, প্রত্যেক ১ তোলা, ভৃঙ্গরাজরসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ রতি। বালকগণের মাত্রা ১ সর্ষপ পরিমাণ। অনুপান সর্ব্বজ্বরে নারিকেল জল ৩ কর্ষ, পিত্তজ্বরে চিনির জল, সন্নিপাতে মরিচের গুঁড়া, দাহজ্বরে পিঁপুল ও জীরাচূর্ণ। ইহা পিত্তজ্বর প্রভৃতি নিবারণ করে।

পর্প্পটীরসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং মর্দ্দ্যং ভৃঙ্গরসেন চ।
মৃতং তাম্রং লৌহভস্ম পাদাংশেন তয়োঃ ক্ষিপেৎ।
লৌহপাত্রে চ বিপচেৎ চালয়েৎ লৌহচাটুনা।
তৎ ক্ষিপেৎ কদলীপত্রে গোময়োপরিসংস্থিতে।
পশ্চাৎ সঞ্চূর্ণয়েৎ খল্লে নিগুণ্ড্যা ভাবয়েদ্দিনম্।
জয়ন্তীত্রিফলাকন্যাবাসাভার্গীকটুত্রিকৈঃ।
ভৃঙ্গাগ্নিমূলমুণ্ডীভির্ভাবয়েদ্দিনসপ্তকম্।
অঙ্গারৈঃ স্বেদয়েৎ কিঞ্চিৎ পর্পটাখ্যো মহারসঃ।
চতুর্গুঞ্জামিতং ভক্ষ্যঃ সম্যক্ শ্লেষ্মজ্বরং জয়েৎ॥

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ, ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিয়া তাহাতে জারিত তাম্র ও জারিত লৌহ চতুর্থাংশ মিশাইয়া লৌহপাত্রে লৌহ চটুদ্বারা চালনাপূর্ব্বক পাক করিবে। কর্দ্দমবৎ হইলে গোময়োপরি সংস্থিত কদলীপত্রে পর্প টীবৎ ক্ষেপণ করিয়া পরে খলে নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করতঃ নিসিন্দার রসে ১ দিবস, জয়ন্তী, ত্রিফলা, ঘৃতকুমারী, বাসক, ব্রহ্মযষ্টী, ত্রিকটু, ভৃঙ্গরাজ, চিতামূল ও মুণ্ডিরীর রসে ৭ দিবস ভাবনা দিয়া, জ্বলন্ত অঙ্গারে স্বিন্ন করিয়া লইলে পর্প টীরস প্রস্তুত হইবে। মাত্রা ৬ রতি। ইহা শ্লেষ্ম জ্বরঘ্ন।

বাতপিত্তান্তকো রসঃ।

মৃতসূতাভ্রমুক্তার্কতীক্ষ্ণমাক্ষিক তালকম্।
গন্ধকং মর্দ্দয়েৎ তুল্যং যষ্টীদ্রাক্ষামৃতারসৈঃ॥
ধাত্রীশতাবরীদ্রাবৈঃ দ্রবৈঃ ক্ষীরবিদারিজৈঃ।
দিনং দিনং বিভাব্যাথ সিতক্ষৌদ্রযুতা বটী।
মাষমাত্রং নিহন্ত্যাশু বাতপিত্তজ্বরং ক্ষয়ম্।
দাহং তৃষাং ভ্রমং শোষং বাতপিত্তান্তকো রসঃ।
সিতাং ক্ষীরং পিবেচ্চানু যষ্টীকাথসিতাযুতম্।

পারদভস্ম, অভ্র, মুক্তা, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল ও গন্ধক, প্রত্যেক ১ তোলা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, গুড়ূচী, আমলকী ও শতমূলীর রসে এবং ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে অথবা কাথে এক এক দিবস ভাবনা দিবে। মাত্রা ১ মাষা। শর্করা ও মধুর সহিত সেবনীয়। ইহা বাতপিত্ত জ্বর প্রভৃতি নিবারণ করে।

বিশ্বেশ্বররসঃ।

মৃতসূতার্কতীক্ষ্ণঞ্চ তালং গন্ধঞ্চ কট্‌ফলম্।
মেষশৃঙ্গী বচা শুণ্ঠী ভার্গী পথ্যা চ বালকম্॥
ধন্যাকং মর্দ্দয়েত্তুল্যং পর্পটোত্থদ্রবৈর্দিনম্।
মর্দ্যং মাষং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈঃ কফপিত্তমদাত্যয়ে॥
রসো বিশ্বেশ্বরো নাম প্রোক্তো নাগার্জ্জুনেন চ।
কাকমাচীরসং চানু সৈন্ধবেন যুতং পিবেৎ॥

তুল্যাংশ পারদভস্ম, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, কট্‌ফল, মেষশৃঙ্গী, বচ, শুণ্ঠী, বামনহাটী, হরীতকী, বালা ও ধনিয়া মর্দ্দন করিবে এবং ক্ষেতপাপড়ার রসে ১ দিবস ভাবনা দিবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহা দ্বারা কফপিত্তজ্বর ও মদাত্যয় প্রভৃতি নিবারণ হয়। অনুপান সৈন্ধবলবণ ও কাকমাচীর রস।

চিন্তামণিরসঃ।

রসং গন্ধং বিষং লৌহং ধূর্ত্তবীজন্তু তৎসমম্।
দ্বৌ ভাগৌ তাম্রবহ্ন্যোশ্চ ব্যোষচূর্ণঞ্চ তৎসমম্॥
জম্বীরস্য চ মজ্জাভিরার্দ্রকস্য রসৈর্যুতম্।
অস্যানুপানেন বটী জ্বরে দেয়াং প্রযত্নতঃ॥
গুঞ্জাদ্বয়ং বটীং খাদেৎ সদ্যোজ্বরবিনাশিনীম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্॥
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ চাতুর্থকবিপর্য্যয়ম্।
অসাধ্যঞ্চাপি সাধ্যঞ্চ জ্বরঞ্চৈবাভিতৃস্তরম্॥
অগ্নিমান্দ্যেঽপ্যজীর্ণে চ আধ্মানেঽনিলসম্ভবে।
অতিসারে ছর্দিতে চ অরোচকনিপীড়িতে॥
জ্বরান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
চিন্তামণিরসো নাম সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, লৌহ, ধুস্তুর-বীজ, প্রত্যেক এক ভাগ; তাম্র, চিতা ও ত্রিকটুচূর্ণ, প্রত্যেক ২ ভাগ; একত্র করিয়া গোঁড়ালেবুর মজ্জা ও আদার রসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।

সান্নিপাতিক জ্বরাদৌ—

জয়মঙ্গলঃ।

ভস্মসূতাভ্রকং তারং মৃত্ততীক্ষ্ণারমাক্ষিকম্।
বহ্নিটঙ্কণকং ব্যোষং সমং সংমর্দ্দয়েদ্দিনম্॥
পাঠা নির্গুণ্ডিকা যষ্টীবিল্বমূলকষায়কৈঃ।
ততো মূষাগতং রুদ্ধং বিপচেদ্ভূধরে পুটে॥
মাষৈকং দশমূলস্য কষায়েণ প্রযোজয়েৎ।
অঞ্জনেনাথবা নস্যে সন্নিপাতং জয়েদ্ধ্রুবম্॥

রসসিন্দূর, অভ্র, রৌপ্য, মুণ্ডলৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, চিতা, সোহাগা, ত্রিকটু, তুল্যাংশ গ্রহণ করিয়া, আকনাদি, নিসিন্দা, যষ্ঠিমধু ও বিল্বমূল ইহাদের কাথে ১ দিবস মর্দ্দন করিয়া মূষায় বদ্ধ করতঃ ভূধরযন্ত্রে পুটপাক করিবে। ইহার ১ মাষা ঔষধ দশমূল-কাথ সহ অঞ্জন বা নস্যার্থে প্রয়োগ করিলে সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হয়।

নস্যভৈরবঃ।

মৃতসূতার্কতীক্ষ্ণাগ্নিঃ টঙ্কণং খর্পরং সমম্।
সব্যোষমর্কদুগ্ধেন দিনঞ্চ মর্দ্দয়েদ্দিনম্॥
অর্কক্ষীরযুতং নস্যং সন্নিপাতহরং পরম্।

রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, চিতা, সোহাগা, খর্পর ও ত্রিকটু আকন্দের আঠায় ১ দিবস মর্দ্দন করিয়া, নস্য করিলে, সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হয়।

মোহান্ধসূর্য্যো রসঃ।

গন্ধেশৌ লশুনাম্ভোভির্মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রকম্।
তস্তোদকেন সংযুক্তং নস্যং তৎ প্রতিবোধয়েৎ।
মরিচেন সমাযুক্তং হন্তি তন্দ্রাং প্রলাপকম্॥

গন্ধক ও পারদ সমভাগে লইয়া রসুনের রসের সহিত নস্য দিলে রোগীর চেতনা লাভ হয়, মরিচ সংযোগে ইহা তন্দ্রা ও প্রলাপ নাশ করে।

কুলবধূঃ।

শুদ্ধসূতং মৃতং নাগং মৃতং তাম্রং মনঃশিলা।
তুত্থকং তুল্যতুল্যাংশং দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ॥
রসৈশ্চোত্তরবারুণ্যাশ্চণমাত্রা বটী কৃতা।
সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু নস্যমাত্রেণ দারুণম্।
এষা কুলবধূর্নাম জলৈর্ঘৃষ্টা প্রদাপয়েৎ॥

পারদ, সীসক, তাম্র, মনছাল ও তুঁতে প্রত্যেক সমভাগে লইয়া রাখালশশার রসে মর্দ্দন করিয়া ছোলার ন্যায় বটী করিবে। ইহা জলে ঘসিয়া নস্য দিলে সান্নিপাতিক জ্বর নিবারিত হয়।

সৌভাগ্যবটী।

সৌভাগ্যামৃত জীর পঞ্চলবণ ব্যোষাভয়াক্ষামলা
নিশ্চন্দ্রাভ্রক শুদ্ধ গন্ধক রসানেকীকৃতান্ ভাবয়েৎ।
নির্গুণ্ডীযুগ ভৃঙ্গরাজক বৃষাপামার্গপত্রোল্লসৎ
প্রত্যেকস্বরসেন সিদ্ধবটিকা হন্তি ত্রিদোষোদয়ম্॥
যেষাং শীতমতীবদাহমখিলং স্বেদদ্রবার্দ্রীকৃতং
নিদ্রাং ঘোরতরাং সমস্তকরণব্যামোহমূঢ়ংমনঃ।
শূলশ্বাস বলাস কাস সহিতং মূর্চ্ছারুচিং তৃড়্ জ্বরং
তেষাং বৈ পরিহৃত্য জীবিতমসৌ গৃহ্লাতি
মৃত্যোর্মুখাৎ॥

সোহাগার খই, বিষ, জীরা, সৈন্ধব, করকচ, বিট্, সচল, সাম্ভার লবণ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলা, অভ্র, গন্ধক ও রস এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে। পশ্চাৎ নিসিন্দাপত্ররসে, শেফালিকাপত্র রসে, ভৃঙ্গরাজ পত্র রসে, বাসকপত্ররসে ও আপাঙ্গ পত্রের রসে ভাবনা দিবে। ২ রতি প্রমাণ বটিকা। ইহা সেবন করিলে ঘোরতর নিদ্রাদি উপদ্রবসংযুক্ত সান্নিপাতিক জ্বর নষ্ট হয়।

শ্রীবেতালো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব মরিচালং সমাংশকম্।
মর্দ্দয়েচ্ছিলয়া তাবদ্ যাবজ্জায়েত কজ্জলম্॥
গুঞ্জামাত্রপ্রমাণেন হরেদ্দারুণসংজ্ঞকম্।
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতং সুদারুণম্॥
স্নানেষু লিপ্তদেহেষু মোহগ্রস্তেষু দেহিষু।
দাতুমর্হতি বেতালো যমদূতনিবারকঃ॥

রস, গন্ধক, বিষ, মরিচ ও হরিতাল এই সকল দ্রব্য সমভাগ লইয়া জল দিয়া উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া কজ্জলবৎ করিবে। ১ রতি প্রমাণ বটী। সন্নিপাত জ্বরে মূর্চ্ছা ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে ইহা প্রয়োজ্য।

চক্রী।

রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব ধুস্তূরং মরিচং তথা।
শোধিতঞ্চ তথা তালং মাক্ষিকঞ্চ সমাংশকম্॥
দন্তীক্বাথেন সংভাব্য গুঞ্জামাত্রা তু চক্রিকা।
সাধ্যাসাধ্যান্ নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতাংস্ত্রয়োদশ॥

রস, গন্ধক, বিষ, ধুতুরাবীজ, মরিচ, হরিতাল ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া দন্তীক্বাথে তিন দিন ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহাতে ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বর সত্বর প্রশমিত হয়।

চক্রী।

শম্ভোঃ কণ্ঠবিভূষণং সমরিচং তালং তথা পারদং।
দেবীবীজযুতং সুশোধিততমং জৈপালবীজোত্তমম্॥
দন্তীমূলযুতং সমাগধিফলং সর্ব্বং সমাংশং নয়েৎ।
তৎ সর্ব্বং পরিমর্দ্দ্য চার্দ্রকরসৈগুঞ্জাপ্রমাণং রসং॥
দদ্যাদেঘারতরে ত্রয়োদশবিধে দোষে চ চক্রাহ্বয়ং।
তন্দ্রাদাহসমন্বিতে চ তৃষয়া সম্পীড়িতে মানবে॥

বিষ, মরিচ, হরিতাল, পারদ, গন্ধক, জয়পালবীজ, দন্তীমূল ও পিঁপুল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহা তন্দ্রা, দাহ ও তৃষ্ণাদি উপদ্রব সংযুক্ত সন্নিপাত জ্বরে প্রযোজ্য।

ব্রহ্মরন্ধ্ররসঃ।

রসাভ্রং গন্ধকং তালং হিঙ্গুলং মরিচং তথা।
টঙ্গনং সৈন্ধবোপেতং সর্ব্বাংশমমৃতং তথা॥
সর্ব্বপাদসমোপেতং মহিষীপিত্তমর্দ্দিতম্।
ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রয়োক্তব্যং সন্ন্যাসজ্ঞানসঙ্গমে॥
সহস্রকলসৈঃ স্নানং লেপনং চন্দনাদিভিঃ।
ইক্ষুমুদ্গরসং ভোজ্যং তক্রভক্তং যথেপ্সিতম্॥

রস, অভ্র, গন্ধক, হরিতাল, হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খই, সৈন্ধবলবণ এই সকল সমভাগ। সর্ব্ব সম বিষ। এই সমুদায় দ্রব্যসমষ্টির চতুর্থাংশ পরিমিত মহিষীপিত্তের সহিত মর্দ্দন করিবে, ক্ষুর দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রে অল্প ক্ষত করিয়া, এই ঔষধ লাগাইবে। সান্নিপাতিকে অজ্ঞান অবস্থায় প্রযোজ্য। মস্তকে জল দিবে ও অন্যান্য শীতক্রিয়া করিবে।

মৃতোত্থাপনো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং শিলা চ বিষ হিঙ্গুলম্।
মৃতকান্তাভ্রতাম্রায়স্তালকং মাক্ষিকং সমম্॥
অম্লবেতস জম্বীর চাঙ্গেরীণাং রসেন চ।
নির্গুণ্ডী হস্তিশুণ্ড্যোশ্চ দ্রবৈর্মর্দ্দ্যং দিনত্রয়ম॥
রুদ্ধা তু ভূধরে পাচ্যং দিনান্তে তং সমুদ্ধরেৎ।
চিত্রকস্য কষায়েণ মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্॥
মাষমাত্রং প্রদাতব্যং হিঙ্গুব্যোষার্দ্রকদ্রবৈঃ।
সকর্পূরানুপানং স্যান্মৃতস্যোত্থাপনে রসে।
তৎক্ষণাজ্জীবয়ত্যেষ পথ্যং ক্ষীরৈঃ প্রযোজয়েৎ॥
(কান্তমিতি অভ্রবিশেষণম্।)

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, হিঙ্গুল ১ ভাগ, অভ্র ১ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, লৌহ ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ ও স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া অম্লবেতস, গোঁড়ালেবু, আমরুল, নিসিন্দা ও হাতিশুঁড়া এই সকলের প্রত্যেকের রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। এক দিবস পাক করিয়া পরে চিতামূলের ক্বাথে ২ প্রহর মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৷৹ রতি। অনুপান কর্পূর, হিঙ্গু ও ত্রিকটুচূর্ণ সংযুক্ত আদার রস। ইহা সেবন করাইলে মৃতপ্রায় ব্যক্তিও জীবিত হইয়া উঠে। পথ্য দুগ্ধ।

মৃতসঞ্জীবনো রসঃ ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং খল্লে তৎ কজ্জলীকৃতম্ ।
অভ্রলৌহকয়োর্ভস্ম তাম্রভস্ম সমং সমম্ ॥
বিষং তালং বরাটী চ শিলা হিঙ্গুল চিত্রকম্ ।
হস্তিশুণ্ডী চাতিবিষা ত্র্যুষণং হেমমাক্ষিকম্ ॥
চূর্ণং বিমর্দ্দয়েদদ্রাবৈরার্দ্রকস্য দিনত্রয়ম্ ।
নিগুণ্ডীবিজয়াদ্রাবৈস্ত্রিদিনং মর্দ্দয়েৎ পুনঃ ॥
কাচকূপ্যাং নিবেশ্যাথ বালুকাযন্ত্রকে পচেৎ ।
দ্বিযামান্তে সমুদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ ॥
মৃতসঞ্জীবনো নাম রসোঽয়ং শঙ্করোদিতঃ ।
মৃতোঽপি সন্নিপাতার্ত্তো জীবত্যেব ন সংশয়ঃ ।
নাতঃ পরতরঃ কশ্চিৎ সন্নিপাতহরো রসঃ ॥

(অঘোরমন্ত্রেণ রসরক্ষাং পূজাঞ্চ কৃত্বা প্রহরদ্বয়ং জ্বালা দেয়া, অপরদিনে শীতলমাকৃষ্য পুনরার্দ্রকদ্রবেণ সংমর্দ্দ্য শোষয়িত্বা গুঞ্জাদ্বয়ং গুঞ্জাত্রয়ং বা আর্দ্রকরসেন দেয়ং ; রসং লগ্নং জ্ঞাত্বা অঙ্গুরসবৎ শীতোপচারং কুর্য্যাৎ । অঘোরমন্ত্রো যথা, "ওঁ অঘোরেভ্যশ্চ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যো নমোঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ" ইতি মন্ত্রেণ রক্ষণং পূজনঞ্চ । অঘোরমন্ত্রেণ অন্যত্রাপি রসকার্য্যং কর্ত্তব্যমন্যথা সিদ্ধির্ন স্যাৎ ।)

রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, কজ্জলী করিয়া অভ্র, লৌহ, তাম্র, বিষ, হরিতাল, কড়িভস্ম, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, চিতামূল, হাতীশুঁড়ার মূল, আত-ইচ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ১ তোলা, আদা, নিসিন্দা ও সিদ্ধি ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া কুট্টিত বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা সংলিপ্ত কাচকূপী অর্থাৎ শিশি বা বোতলের মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। অঘোরমন্ত্রে রস রক্ষা ও পূজা করিয়া ২ প্রহর ক্রমাগত জ্বাল দিবে, পরদিন শীতল হইলে ঔষধ লইয়া পুনর্ব্বার আদার রসে মর্দ্দিত ও শুষ্ক করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি বা ৩ রতি। ঔষধ ধরিলে শীতলক্রিয়া করিবে। অঘোর মন্ত্র মূলে লিখিত হইয়াছে।

সন্নিপাতভৈরবো রসঃ ।

হিঙ্গুলস্য বিশুদ্ধস্য সার্দ্ধতোলচতুষ্টয়ম্ ।
গন্ধকস্য বিষস্যাপি প্রত্যেকং তোলকদ্বয়ম্ ॥
সমাষকদ্বয়ঞ্চৈব কনকাত্তোলকত্রয়ম্ ।
মাষৈকাধিকতোলৈকং টঙ্কনস্য তথৈব চ ॥
সংমর্দ্দ্য জম্বীররসৈর্ব্বটীশ্ছায়াবিশোষিতাঃ ।
গুঞ্জৈকপরিমাণাস্তু কারয়েৎ কুশলো ভিষক্ ॥
এতাস্তু ভক্ষয়েত্তস্য গোলয়িত্বার্দ্রকদ্রবৈঃ ।
ঘোরে ত্রিদোষে দাতব্যঃ সন্নিপাতকভৈরবঃ ॥

হিঙ্গুল ৪॥০ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, ২ মাষা, বিষ ২ তোলা ২ মাষা, ধুতুরা-বীজ ৩ তোলা, সোহাগার খই ১ তোলা, ১ মাষা। এই সকল দ্রব্য গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দিত ও ছায়ায় শুষ্ক করিয়া এক রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঘোরতর সান্নিপাতিক জ্বরে ১টী বটী সেবন করাইবে। অনুপান আদার রস।

সূচিকাভরণো রসঃ ।

রস গন্ধক নাগঞ্চ বিষং স্থাবর জঙ্গমম্ ।
মাৎস্য বারাহ মায়ূর চ্ছাগ পিত্তৈশ্চ ভাবয়েৎ ॥
সূচিকাভরণো নাম ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
সূচিকাগ্রেণ দাতব্যঃ সন্নিপাতকুলান্তকঃ ॥

(মাত্রয়া আর্দ্রকরসেন পিবেৎ ।)

রস, গন্ধক, সীসা, স্থাবর অর্থাৎ কাষ্ঠবিষ ও জঙ্গম অর্থাৎ কৃষ্ণসর্প বিষ এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া রোহিত-মৎস্যের পিত্ত, শূকরের পিত্ত, ময়ূরের পিত্ত ও ছাগপিত্ত এই সকলের দ্বারা ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিবে। অতিসার সহিত সন্নিপাতে বা শুদ্ধ সন্নিপাতে সূচিকার অগ্রে করিয়া অতি অল্প মাত্রায় প্রযোজ্য। অনুপান আদার রস। ইহা সেবন করাইয়া মস্তকে জল প্রদান ও অন্যান্য শীতক্রিয়া করিবে।

সূচিকাভরণো রসঃ।

অমৃতং গরলং দারু সর্ব্বতুল্যঞ্চ হিঙ্গুলম্।
পঞ্চপিত্তেন সংমর্দ্দ্য সর্ষপাভাং বটীং চরেৎ॥
বটিকা সূচিকাগ্রেণ সন্নিপাতকুলান্তকৃৎ।
তিলঞ্চ তিল তৈলঞ্চ ভোজনং দধিভক্তকম্॥
(সতন্ত্রশো দৃষ্টফলেয়ং বটিকা।)

কাষ্ঠবিষ, সর্পবিষ ও দারুমুজ প্রত্যেক ১ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ এই সমুদায় রোহিত মৎস্য, মহিষ, ময়ূর, ছাগ ও বরাহের পিত্তে এক এক দিন ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ডাবের জল। ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর গাত্রে তিল-তৈলাদি মর্দ্দন ও অন্যান্য শীতল ক্রিয়া করিবে। ইহা সেবনে মৃতপ্রায় ব্যক্তিও পুনর্জ্জীবিত হয়। বারংবার ইহার ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে।

বৃহৎ সূচিকাভরণো রসঃ।

রস গন্ধক নাগাভ্রং বিষং স্থাবর জঙ্গমম্।
মাৎস্য মাহিষ মায়ূর ছাগপিত্তৈর্বিভাবয়েৎ॥
সূচিকাভরণো নাম ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ।
দাতব্যঃ সূচিকাগ্রেণ পয়ঃপেটীজলেন চ॥
ত্রয়োদশ সন্নিপাতে বিসূচ্যামতিসারকে।
ত্রিদোষজে তথা কাসে দাপয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
পয়ঃ পেটীশতং দদ্যাদ্ ভোজনং দধিভক্তকম্।
তথা সুভর্জ্জিতং মাংসং লেপনং তিলচন্দনৈঃ।
রোগিণো যৎপ্রিয়ং দ্রব্যং তস্মৈতচ্চপ্রদাপয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, সীস, অভ্র, কাষ্ঠবিষ ও কৃষ্ণসর্পবিষ প্রত্যেক সমভাগে মাড়িয়া রোহিত মৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও ছাগলের পিত্তে ভাবনা দিয়া ক্ষুদ্র সর্ষপবৎ বটিকা করিবে। অনুপান নারিকেল জল। ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত, বিসূচিকা ও অতীসার প্রভৃতি রোগে নিতান্ত মন্দ অবস্থায় ইহা প্রযোজ্য। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর গাত্রে তিলতৈল ও চন্দনাদি লেপন প্রভৃতি বিবিধ শীতল ক্রিয়া এবং নারিকেল জল পান ও দধি প্রভৃতি ভোজন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

পানীয়বটিকা।

রস মাষকচত্বারি ইষ্টকাগুগুকে গ্রতঃ।
শোষয়িত্বা ততঃ শোধ্য তীক্ষ্ণপর্ণে তথার্দ্রকে॥
স্বর্ণধুস্তূরসত্বে চ বৃদ্ধদারদ্রবে তথা।
কন্যকানিজসত্বে চ রসশোধনমুত্তমম্॥
গন্ধকং রসতুল্যন্তু প্রক্ষাল্য তণ্ডুলাম্বুনা।
কৃত্বা তৈলসমং দর্ব্ব্যাং নির্ব্বাপ্য চিত্রকদ্রবে॥
দ্বাভ্যাং কজ্জলিকাং কৃত্বা লৌহচূর্ণস্য মাষকম্।
সুবর্ণমাক্ষিকমপি তত্র লৌহসমং দদেৎ॥

কৃত্বা কণ্টকবেধ্যন্তু তাম্রং কজ্জললেপিতম্।
মুহূর্ত্তং ধ্যমতস্তাম্রং দ্রুতং চূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ॥
একীকৃত্য তু তৎ সর্ব্বং ততঃ প্রস্তরভাজনে।
মর্দ্দয়েত্তাম্রদণ্ডেন দত্ত্বা চৈষাং নিজদ্রবম্॥
প্রথমে কেশরাজশ্চ দ্বিতীয়ে গ্রীষ্মসুন্দরঃ।
তৃতীয়ে ভৃঙ্গরাজশ্চ চতুর্থে ভেকপর্ণিকা॥
পঞ্চমে সিন্ধুবারশ্চ ষষ্ঠে চ রসপূর্ত্তিকা।
সপ্তমে পারিভদ্রশ্চ চাষ্টমে রক্তচিত্রকঃ।
শক্রাশনঞ্চ নবমে দশমে কাকমাচিকা।
একাদশে তথা নীলা দ্বাদশে হস্তিশুণ্ডিকা॥
অমীষামোষধীনান্তু প্রত্যেকন্তু পলদ্রবম।
মর্দ্দয়েত্তু প্রযত্নেন দ্বাদশাহেন সাধকঃ॥
ততঃ পারদমানঞ্চ দত্ত্বা ত্রিকটুগুণ্ডকম্।
বটিকাঃ রাজিকাতুল্যাঃ ছায়াশুষ্কাঃ সমাচরেৎ॥
ততঃ শঙ্খকজে পাত্রে কর্ত্তব্যা বটিকা স্থিরম্।
শরাবে শঙ্খপাত্রে বা কৃত্বা সলিলগোলিতম্।
অত্যন্তদোষতুষ্টায় জ্ঞানশূন্যায় রোগিণে।
উর্দ্ধযোনিঃ সমভ্যর্চ্য প্রদদ্যাদ্ বটিকাদ্বয়ম্॥
ঢক্কয়েৎ তং ততঃ পশ্চান্নরং স্থূলপটাদিভিঃ।
মলমূত্রাগমাৎ সদ্যঃ স সাধ্যো ভবতি ধ্রুবম্॥
দধ্যন্নন্তু ততো দদ্যাৎ পিবেদ্বারি যথেচ্ছয়া।
দদ্যাৎ বাতহরং তৈলমভ্যঙ্গায় সদৈব হি॥
চিরজ্বরে পিবেদ্বারি পঞ্চমূলীপ্রসাধিতম্।
গ্রহণ্যাং রক্তপাতে চ পিবেদতিবিষাং গদী।
পিবেৎ পর্পটজং বারি ঘোরে কম্পজ্বরে তথা।
তথা জ্বরাতিসারে চ জীরকস্য জলং পিবেৎ॥
মন্দাগ্নৌ কামলায়াঞ্চ সংগ্রহগ্রহণীগদে।
কাসে শ্বাসে সদা সেব্যা পানীয়বটিকা স্থিরম্॥

রস ৪ মাষা লইয়া প্রথমে লাল ইটের গুঁড়া দিয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর ঐ ইষ্টকচূর্ণ সমস্ত অপসারিত করিয়া কামরাঙ্গার রসে, আদার রসে, কনক ধুতুরাপাতার রসে, বীজতাড়কমুলের রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে একে একে মর্দ্দন করিবে। অপর, তণ্ডুলজলে গন্ধক প্রক্ষালন পূর্ব্বক লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া অগ্নির সন্তাপ দিবে, তরল হইলে চিতাপাতার রসে নিক্ষেপ করিয়া উহা নির্ব্বাণ করিবে। পরে ঐ গন্ধক ৪ মাষা ও পূর্ব্বোক্ত শোধিত পারা একত্র করিয়া কজ্জলী করিবে। শোধিত সূক্ষ্ম তাম্র-পাত্রে কজ্জলী লেপন করিয়া স্থালীর মধ্যে রাখিয়া নিম্নে অগ্নির সন্তাপ দিবে, ইহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাম্র ভস্ম হইবে।

লৌহচূর্ণ ১ মাষা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ মাষা, উক্ত প্রকার তাম্রভস্ম ৪ মাষা সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া কেশুরিয়া, গিমা-শাক, ভৃঙ্গরাজ, থুলকুড়ি, নিসিন্দা, লতাফট্‌কী, পালিদামাদার, লালচিতা, সিদ্ধি, কাকমাচী, নীলবৃক্ষ ও হাতীশুঁড়া এই ১২ দ্রব্যের প্রত্যেকের এক পল করিয়া রস দিয়া তাম্রদণ্ড দ্বারা এক এক দিন মর্দ্দন করিবে। ১২ দ্রব্যের রসে একে একে ১২ দিন মর্দ্দন ও শুষ্ক করিয়া তাহাতে ত্রিকটুচূর্ণ ৪ মাষা সংযুক্ত করিয়া জলে মর্দ্দন ও ছায়ায় শুষ্ক করিয়া রাইসর্ষপ প্রমাণ বটী করিবে। সান্নি-পাতিক জ্বরে অজ্ঞান অবস্থায় ২টী বটিকা সেবন করাইয়া রোগীকে স্থূল বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে।

সিদ্ধফলা পানীয়বটিকা।

অনাথনাথো জগদেকনাথঃ
শ্রীলোকনাথঃ প্রথমং প্রসন্নঃ।
জগাদ পানীয়বটীং সুপট্বীং
তামেব বক্ষ্যামি গুরুপ্রসাদাৎ।

জয়ার্কস্বরসং চৈব নিগুণ্ডী বাসকং তথা।
বাট্যালকং করঞ্জশ্চ সূর্য্যাবর্ত্তক চিত্রকৌ॥
ব্রহ্মী বনসর্ষপঞ্চ ভৃঙ্গরাজং বিনিক্ষিপেৎ।
দন্তী চ ত্রিবৃতা চৈব তথারগ্বধপত্রকম্॥
সহদেবামরং ভণ্ডী তথা ত্রিপুরভণ্ডিকা।
মণ্ডূকপর্ণী পিপ্পল্যৌ দ্রোণপুষ্পক বায়সী॥
গুঞ্জাকিনী কেশরাজস্তথা যোজনমল্লিকা।
আসারণেতি বিখ্যাতো ধুস্তূরঃ কনকস্তথা।
ত্রৈলোক্যবিজয়া চৈব তথা শ্বেতাপরাজিতা॥
প্রত্যেকং কার্ষিকঞ্চৈব রসমাকৃষ্য ভাজনে।
একৈকঞ্চ রসং দত্ত্বা মর্দ্দয়েল্লৌহদণ্ডতঃ॥
চণ্ডাতপে চ সংশোষ্য ক্ষীরং তত্র পুনঃ ক্ষিপেৎ।
স্নুহীক্ষীরং চার্কদুগ্ধং বটদুগ্ধং তথৈব চ॥
প্রত্যেকং কার্ষিকং দত্ত্বা মর্দ্দয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ।
সুমর্দ্দিতঞ্চ তং জ্ঞাত্বা যদা পিণ্ডত্বমাগতম্॥
দ্রব্যাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য বস্ত্রপূতানি কারয়েৎ।
দগ্ধহীরং চাতিবিষাং কোকিলামভ্রকং তথা॥
পারদং শোধিতঞ্চৈব গন্ধকং বিষমাধুরম্।
হরিতালং বিষঞ্চৈব মাক্ষিকঞ্চ মনঃশিলা॥
প্রত্যেকঞ্চ চতুর্মাষং সর্ব্বং চূর্ণীকৃতঞ্চ তৎ।
প্রক্ষিপ্য মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বং শোষয়িত্বা পুনঃ পুনঃ॥
সুমর্দ্দিতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা চাঙ্গেরীস্বরসেন চ।
উত্থাপ্য ভেষজং দৃষ্ট্বা যদা পিণ্ডত্বমাগতম্॥
তিলপ্রমাণা গুড়িকাঃ কারয়েন্মতিমান্ ভিষক্।
ত্রিদোষজনিতো বৈদ্যমুক্তোঽপি বহুসম্মতঃ॥
লজ্জনৈর্বালুকাস্বেদৈঃ প্রক্রান্তো দীনদর্শনঃ।
সংপূজ্য করুণাধারং প্রণম্য চ খর্পণম্॥
শরাবে বারিণা ঘৃষ্ট্বা বিংশতির্বটিকাঃ পিবেৎ।
শীতং তন্তেবজং পশ্চাদ্ বস্ত্রৈরাচ্ছাদয়েন্নরম্॥
রসলগ্নং বপুর্জ্ঞাত্বা দদ্যাদ্ বারি সুশীতলম্।
শরাবপ্রমিতং বারি পাতব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥
সন্নিপাতজ্বরঞ্চৈব দাহঞ্চৈব সুদারুণম্।
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ বিড়্গ্রহং চাশ্মরীং জয়েৎ॥
মূত্ররোধবিবন্ধে তু দাতব্যং ক্ষীরসংযুতম্।
পঞ্চতৃণকৃতক্কাথং দাতব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥
পানীয়বটিকা হ্যেষা লোকনাথেন নির্ম্মিতা।
লোকানামুপকারায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী॥

(জয়ন্ত্যাদিশ্বেতাপরাজিতাপর্য্যন্তানাং স্বরসং প্রত্যেকং কর্ষ ১ প্রস্তরভাজনে লৌহদণ্ডেন একৈকশো বিমর্দ্দ্য তদনু শোষয়েৎ। তদনু স্নুহীক্ষীরং অর্কক্ষীরং প্রত্যেকং কর্ষং দত্ত্বা পুনর্মর্দ্দয়েৎ। পিণ্ডত্বমাপন্নে দগ্ধহীরকাদীনাং প্রতি মাষা ৪, কজ্জলীপূর্ব্বকং সর্ব্বমেকীকৃত্য চাঙ্গেরীরসেন মর্দ্দয়িত্বা উত্থাপ্য পিণ্ডীকৃত্য তিলপ্রমাণা বটিকাঃ কার্য্যাঃ। অস্য বটিকা বিংশতিঃ বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশাৎ আর্দ্রকরসেন বারিণা বা গোলয়িত্বা শরাবিকয়া পায়য়েৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রে পঞ্চতৃণসাধিতং ক্ষীরং পায়য়েৎ।)

জয়ন্তী, আকন্দ, নিসিন্দা, বাসক, বেড়েলা, নাটাকরঞ্জ, হুড়হুড়ে, চিতা, ব্রহ্মী, বনসর্ষপ, ভৃঙ্গরাজ, দন্তী, তেউড়ী, সোঁদালপত্র, ডানকুনিশাক, অমরকন্দ, ভাঁট, ত্রিপুরভণ্ডিকা (বড় ভাঁটি, কেহ কেহ বলেন রুদ্রজটা), থুলকুড়ি, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, ঘলঘসিয়া, কাকমাচী, কুঁচ, কেশুরিয়া, হাফরমালী, আসারণ, কনক-ধুতূরা, সিদ্ধি ও শ্বেতাপরাজিতা ইহাদের প্রত্যেকের স্বরস যথাক্রমে এক এক কর্ষ লইয়া প্রস্তরপাত্রে লৌহদণ্ডে মর্দ্দিত ও আতপে শুষ্ক করিবে। অনন্তর উহার সহিত ক্রমে ক্রমে সিজার আটা, আকন্দের আটা ও বটের আটা প্রত্যেক ২ দুই তোলা পরিমাণে মিলিত ও মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। পশ্চাৎ পারদ ৪ মাষা ও গন্ধক ৪ মাষা কজ্জলী করিয়া ঐ পিণ্ডের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে বৈক্রান্ত, আতইচ, কুচিলা, অভ্র, শৃঙ্গীবিষ,

হরিতাল, গরল, স্বর্ণমাক্ষিক ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ৪ মাষা পরিমাণ লইয়া পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের সহিত মিলিত ও আমরুলের রসে মর্দ্দিত করিয়া তিল প্রমাণ বটিকা করিবে। ২০টী বটিকা আদার রসে বা জলে গুলিয়া শরাবে করিয়া পান করাইবে। এক্ষণে ২। ৩ বটীমাত্র শীতল জল সহিত সেবন করান হয়। মূত্রকৃচ্ছ্র হইলে পঞ্চতৃণের সহিত ক্ষীর পাক করিয়া সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবন করাইয়া পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে জলপান করাইবে।

চিন্তামণিরসঃ।

সূতং গন্ধকমভ্রকং সুবিমলং সূতার্দ্ধভাগং বিষং।
তৎত্র্যাংশং জয়পালমম্লমৃদিতং তদ্গোলকং বেষ্টিতম্ ॥
পত্রৈর্নাগভুজঙ্গবল্লিজনিতৈর্নিক্ষিপ্য খাতে পুটং
দত্ত্বা কুক্কুটসংজ্ঞকং সদলৈঃ সংচূর্ণ্য তত্র ক্ষিপেৎ ॥
ভাগার্দ্ধং জয়পালবীজমমৃতং তত্তুল্যমেকীকৃতং।
গুঞ্জাত্র্যষণসিন্ধুচিত্রকযুতা সর্ব্বান্ জ্বরান্নাশয়েৎ ॥
শূলং সংগ্রহণীগদং সজঠরং দধ্যন্নসংসেবিনাং
তাপেসেচনকারিণাংগদবতাংসূতস্তুচিন্তামণেঃ ॥
অয়মেব রসো দেয়ো মৃতকল্পে গদাতুরে ॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, বিষ ॥০ তোলা, জয়পাল ১॥০ তোলা এই সকল দ্রব্য গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দিত ও গোলাকার করিয়া তিনটী পান দিয়া বেষ্টন ও মৃত্তিকার কৌটার মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক কুট্টিত বস্ত্র মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে তুলিয়া ঐ পান তিনটীর সহিত সমুদায় চূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার জয়পাল অর্দ্ধ তোলা ও বিষ অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত করিয়া আদার রসে মাড়িয়া ১ এক রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ত্রিকটুচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ ও চিতাপাতার রস। ইহাতে সকল প্রকার জ্বর ও অন্যান্য অনেক পীড়া উপশমিত হয়।

রসরাজেন্দ্রঃ।

সূতস্তু শুদ্ধস্তু পলং পলং তাম্রময়োরজঃ।
অভ্রং নাগং পলং বঙ্গং পলং গন্ধক তালকম্ ॥
পলং শুদ্ধবিষং চূর্ণং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
মর্দ্দয়েৎ কাকমাচাশ্চ তত্র সাররসেন চ ॥
মাৎস্য বারাহ মায়ূর চ্ছাগ মাহিষপিত্তকৈঃ।
মর্দ্দয়েদ্ ভিন্নভিন্নঞ্চ ত্রিকটোরম্বুভিস্তথা ॥
আর্দ্রকস্বরসৈঃ পশ্চাৎ শতবারান্ মুহুর্মুহুঃ।
সিদ্ধোঽয়ং রসরাজেন্দ্রো ধন্বন্তরিবিনির্ম্মিতঃ ॥
গুঞ্জামাত্রং রসং দদ্যাৎ সুরসারসসংযুতম্।
মেঘধারাপ্রবাতেণ ধারিতং বারি মস্তকে ॥
অনিবারো যদা দাহস্তদা দেয়া চ শর্করা।
ভোজনং দধিসংযুক্তং বারমেকন্তু দাপয়েৎ ॥
ঈশ্বরেণ হতঃ কামঃ কেশবেন চ দানবাঃ।
পাবকেন হতং শীতং সন্নিপাতে রসস্তথা ॥

রস ১ পল, তাম্র ১ পল, লৌহ ১ পল, অভ্র ১ পল, সীসা ১ পল, বঙ্গ ১ পল, গন্ধক ১ পল, হরিতাল ১ পল ও বিষ ১ পল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কাকমাচীর রসে মর্দ্দন করিবে। পরে রোহিত মৎস্য, শূকর, ময়ুর, ছাগ ও মহিষ ইহাদের পিত্তের সহিত একে একে মর্দ্দন করিয়া ত্রিকটুর ক্বাথে মর্দ্দন করিবে। ত্রিকটু ক্বাথে মর্দ্দনানন্তর ১০০ শতবার আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি

প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান তুলসীপত্রের রস। ঔষধ সেবন করাইয়া মস্তকে জলধারা দিবে। অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে মধ্যে মধ্যে চিনির পানা ও দধিযুক্ত অন্নভোজন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর সদ্য নষ্ট হয়।

সপঞ্চপিত্তরসস্য জলসম্পর্কাদ্বলবত্ত্বম্‌।

যে রসাঃ পিত্তসংযুক্তাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বত্র শম্ভুনা।
জলসেকাবগাহাদ্যৈর্বলিনস্তে তু নান্যথা॥

মৎস্যাদির পিত্ত দ্বারা ভাবিত রস জলসেচনাদি ক্রিয়াদ্বারা বলবান্‌ হয়।

রসজনিতদাহশান্তিকরাণি।

রসজনিতবিদাহে শীততোয়াভিষেকো
মলয়জ ঘনসারালেপনং মন্দবাতঃ।
তরুণ দধি সিতাঢ্যং নারিকেলীফলাম্ভো
মধুর শিশিরপানং শীতমন্যচ্চ শস্তম্‌॥

রস সেবন করিয়া দাহ উপস্থিত হইলে গাত্রে শীতল জলাভিষেক, চন্দনাদি লেপন, মন্দ মন্দ বায়ু সেবন, শর্করা সহিত দধি ভোজন, ডাবের জল পান, মধুর ও শীতল পানীয় ও অন্যান্য শীতক্রিয়া উপকারক।

পঞ্চবক্ত্রুরসঃ।

গন্ধেশ টঙ্গমরিচং বিষং ধুস্তূ রজৈর্দ্রবৈঃ।
দিনং বিমর্দ্দিতং শুষ্কং পঞ্চবক্ত্রো ভবেদ্রসঃ।
দ্বিগুঞ্জমার্জ্জনীরেণ ত্রিদোষজ্বরহৃৎ পরঃ॥

গন্ধক, পারদ, সোহাগার খই, মরিচ ও বিষ এই সকল দ্রব্য ধুতুরাপাতার রসে এক দিন মর্দ্দিত ও শুষ্ক করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। ইহাতে সান্নিপাতিক জ্বর নষ্ট হয়।

সন্নিপাতসূর্য্যো রসঃ।

হিঙ্গুলং গন্ধকং তাম্রং মরিচং পিপ্পলী বিষম্‌।
শুণ্ঠী কনকবীজঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
বিজয়াপত্রতোয়েন ত্রিদিনং ভাবয়েৎ সুধীঃ।
দ্বিগুঞ্জং পর্ণখণ্ডেন অর্কক্বাথং পিবেদনু।
নিহন্তি সন্নিপাতোত্থান্‌গদান্‌ঘোরান্‌সুদারুণান্‌।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকঞ্চ বিশেষতঃ।

হিঙ্গুল, গন্ধক, তাম্র, মরিচ, পিঁপুল, বিষ, শুঁঠ ও কনকধুতুরার বীজ সমভাগে চূর্ণিত করিয়া সিদ্ধির ক্বাথে তিন দিন ভাবনা দিবে। ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। পানের সহিত একটী বটিকা সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে আকন্দমূলের ক্বাথ পান বিধেয়। ইহাতে ঘোরতর সান্নিপাতিক জ্বর নিবৃত্ত হয়।

চিন্তামণিরসঃ।

রসবিষগন্ধক টঙ্গন তাম্র যবক্ষারকং ব্যোষম্‌।
জয়পালস্য বীজঞ্চ ক্ষৌদ্রং দত্ত্বা শতবারান্‌।
সংমর্দ্দ্যরক্তিকমিতা বটিকাঃ কুর্য্যাদ্ভিষক্‌প্রাজ্ঞঃ।
শুণ্ঠীপিষ্টেন সমমেকা দ্বে বাথবা তিস্রঃ।
সংপ্রাপ্ত নারিকেলীজলমনুপানং প্রযুঞ্জীত।
ভেদানন্তরমেবপ্রক্ষালিতভক্তং তক্রমুপযোজ্যম্‌।
শেষাং সৈন্ধবজীরং তক্রং ভক্তং প্রয়োক্তব্যম্‌।
প্রশময়তি সন্নিপাতজ্বরং তথা জীর্ণং বিষমঞ্চ॥

প্লীহানং চাগ্মানং কাসং শ্বাসঞ্চ বহ্নিমান্দ্যম্।
চিন্তামণিরসো বৈ কিলনিয়তং ভৈরবেণ নির্দ্দিষ্টঃ॥

রস, বিষ, গন্ধক, সোহাগার খই, তাম্র, যবক্ষার, ত্রিকটু ও জয়পালবীজ, এই সকল দ্রব্য শতবার মধু দিয়া মর্দ্দন করিয়া ১ এক রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। শুষ্ঠীচূর্ণ ও মধুর সহিত পেষণ করিয়া সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে ডাবের জল পান করা উচিত। ভেদ হইলে অন্ন ধৌত করিয়া তক্রের সহিত ভোজন করিতে দিবে এবং সৈন্ধব, জীরক প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া অন্ন ভোজন করাইবে। ইহাতে সান্নিপাতিক জ্বর ও অগ্নিমান্দ্যাদি নিবারণ হয়।

অঘোরনৃসিংহো রসঃ।

ভাগৈকং মৃততাম্রস্য দ্বিভাগং মৃতলৌহকম্।
ত্রিভাগং মৃতবঙ্গঞ্চ চতুর্ভাগং মৃতাভ্রকম্॥
মাক্ষিকং রসগন্ধৌ চ তথা শুদ্ধা মনঃশিলা।
চত্বার্য্যেতানি তাম্রস্য প্রত্যেকং তুল্যমেব চ॥
গরলং চাভ্রতুল্যং স্যাৎ ত্রিকটুশ্চাভ্রতুল্যকঃ।
এতৎসর্ব্বসমং দেয়ং বিষমাখ্যং তথৈব চ॥
এতৎসর্ব্বস্য দ্রব্যস্য দ্বিগুণং কালকূটকম্।
মাৎস্যমাহিষমায়ূর সৌকরপিত্তৈর্বিভাবিতম্।
চিত্রকস্য দ্রবেণৈব প্রত্যেকং যামমাত্রকম্।
সর্ষপাভা বটী কার্য্যা শোষয়েদাতপে ততঃ॥
দাপয়েদ্ বটিকামেকাং পয়ঃপেটীরসেন চ।
ত্রয়োদশ সন্নিপাতে বিসূচ্যামতিসারকে।
ত্রিদোষজে তথা কাসে দাপয়েৎ কুশলো ভিষক্।
পয়ঃপেটীশতং দদ্যাদ্ ভোজনং দধিভক্তকম্।
অঘোরনৃসিংহনামা রসানামুত্তমো রসঃ॥

তাম্র ১ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ, বঙ্গ ৩ ভাগ, অভ্র ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, রস ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, কৃষ্ণসর্পবিষ ৪ ভাগ, ত্রিকটু ৪ ভাগ, কুঁচিলা ২২ ভাগ ও কাষ্ঠ-বিষ ৮৮ ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া রোহিতমৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও শূকর ইহাদের পিত্তে এবং চিতার রসে এক প্রহর করিয়া ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিবে। অনন্তর সর্ষপ প্রমাণ বটিকা করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। ডাবের জলের সহিত এক বটিকা প্রযোজ্য। ইহার দ্বারা ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত ও বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

প্রতাপতপনো রসঃ।

গন্ধকং হিঙ্গুলং তালং সূতকং লৌহ টঙ্কনম্।
খর্পরং সাচিকাক্ষারং মাঞ্জিষ্ঠং হিঙ্গুলং সমম্॥
রসেন মর্দ্দিতং পিণ্ডং নিগুণ্ডী হস্তিশুণ্ডয়োঃ।
অষ্টযামং পচেৎ কূপ্যাং নিরুধ্য সিকতাহ্বয়ে॥
ততঃ সিদ্ধং সমাদায় রক্তিকামাত্রকেণ চ।
সন্নিপাতবিনাশায় প্রতাপতপনো রসঃ।
দধিভক্তং তথা দুগ্ধং ছাগমাংসঞ্চ ভোজয়েৎ॥

গন্ধক, হিঙ্গুল, হরিতাল, পারদ, লৌহ, সোহাগার খই, খর্পর, সাচিক্ষার, মঞ্জিষ্ঠাচূর্ণ ও হিঙ্গুল এই সকল দ্রব্য নিসিন্দা ও হাতিশুঁড়ার রসে মর্দ্দন করিয়া অন্ধমূষায় স্থাপন করিয়া ৮ প্রহর বালুকা-যন্ত্রে পাক করিবে। আদার রসের সহিত ১ রতি পরিমাণে প্রযোজ্য। ঔষধ সেবন করাইয়া দধি, অন্ন, দুগ্ধ ও ছাগমাংসযূষ ভোজন করাইবে।

প্রাণেশ্বরো রসঃ।

শুদ্ধং সূতং তথা গন্ধং মৃতাভ্রং বিষসংযুতম্।
রসং সংমর্দ্দিতং তালমূলীনীরৈস্ত্র্যহং বুধঃ॥
পূরয়েৎ কূপিকামধ্যে মুদ্রয়িত্বা চ শোষয়েৎ।
সপ্তভির্মৃত্তিকাবস্ত্রৈর্বেষ্টয়িত্বা চ শোষয়েৎ॥
পুটেৎ কুণ্ডপ্রমাণেন স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
গৃহীত্বা কূপিকামধ্যান্মর্দ্দয়েচ্চ দিনং ততঃ॥
অজাজীজীরকং হিঙ্গু সর্জ্জিকা টঙ্কনং জগং।
গুগ্গুলুঃ পঞ্চলবণং যবক্ষারো যমানিকা॥
মরিচং পিপ্পলী চৈব প্রত্যেকং রসমানতঃ।
এষাং কষায়েণ পুনর্ভাবয়েৎ সপ্তধাতপে॥
নাগবল্লীদলযুতং পঞ্চগুঞ্জং রসেশ্বরম্।
দত্বান্নবজ্বরে তীব্রে সোষ্ণং বারি পিবেদনু॥
প্রাণেশ্বরো রসো নাম সন্নিপাতপ্রকোপনুৎ।
শীতজ্বরে দাহপূর্ব্বে গুল্মশূলে ত্রিদোষজে॥
বাঞ্ছিতং ভোজনং দত্বাৎ কুর্য্যাচ্চন্দনলেপনম্।
তাপোদ্রেকস্য শমনং বলাধিষ্ঠানকারকম্।
ভবেন্নৈবাত্র সন্দেহঃ স্বাস্থ্যঞ্চ লভতে নরঃ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র ও বিষ এই চারি দ্রব্য সমভাগে লইয়া তালমূলীর রসে তিন দিন মর্দ্দন করিবে। অনন্তর উহা কূপিকায় স্থাপন করিয়া কূপিকা মুদ্রিত করিয়া শুষ্ক করিবে। আর ঐ কূপিকার উপরিভাগে কুট্টিত বস্ত্রসংযুক্ত মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া লইবে। পরে ঐ কূপিকা কুণ্ডমধ্যে রাখিয়া পুটপাক দিবে। শীতল হইলে ঔষধ কূপিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া ১ দিন মর্দ্দন করিবে। পশ্চাৎ কৃষ্ণজীরা, জীরা, হিঙ্গু, সর্জ্জিকাক্ষার, সোহাগা, সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা, গুগ্গুলু, পঞ্চলবণ, যবক্ষার যমানী, মরিচ ও পিপুল এই সকল দ্রব্য পারদের সমান পরিমাণে লইয়া ইহাদের ক্বাথে সাতবার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। তীব্র নবজ্বরে পানের সহিত ৫ রতি প্রমাণ সেবন করাইয়া পশ্চাৎ উষ্ণ জল পান করাইবে।

যে জ্বরে প্রথমে দাহ হইয়া পশ্চাৎ শীত হয়, তাহাতে প্রাণেশ্বর ব্যবস্থেয়। ইহার দ্বারা অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে অভিলষিত ভোজন প্রদান ও গাত্রে চন্দনাদি লেপন করিবে।

সন্নিপাতভৈরবঃ।

পারদং গন্ধকং তালং বৎসনাভং ত্রিভিঃ সমম্।
দারুমুজঞ্চ গরলং সর্ব্বস্য সম হিঙ্গুলম্॥
মুদ্গমানাং চ বটিকাং কারয়েৎ কুশলো ভিষক্।
সন্নিপাতে বটীমেকামার্দ্রদ্রাবৈঃ প্রদাপয়েৎ।
রসো মহাপ্রভাবোহয়ং সন্নিপাতস্য ভৈরবঃ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, দারুমুজ এক ১ ভাগ, কৃষ্ণসর্পবিষ ১ ভাগ ও হিঙ্গুল ৮ ভাগ এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া মুদ্গপ্রমাণ বটিকা করিবে। সন্নিপাতজ্বরে আদার রসের সহিত ১টী বটী সেবন করাইবে।

সন্নিপাতভৈরবঃ।

রসং বিষং গন্ধকঞ্চ হরিতালং ফলত্রয়ম্।
জয়পালং ত্রিবৃৎ স্বর্ণং তাম্র সীসাভ্র লৌহকম্।
অর্কক্ষীরং লাঙ্গলী চ স্বর্ণমাক্ষিকমেব চ।
সমং কৃত্বা রসেনৈষাং ত্রিংশদ্বারঞ্চ মর্দ্দয়েৎ।

অর্কশ্বেতালম্বুষা চ সূর্য্যাবর্ত্তশ্চ কারবী।
কাকজঙ্ঘা শোণকশ্চ কুষ্ঠং ব্যোষং বিকঙ্কতম্॥
সূর্য্যকান্তশ্চন্দ্রকান্তো নিগুণ্ডীশজটাপি চ।
ধুস্তূর দন্তী পিপ্পল্যো দশাষ্টাঙ্গমিদং শুভম্॥
রসতুল্যং প্রদাতব্যং দত্ত্বা তোয়ং চতুর্গুণম্।
শিষ্টৈকগুণতোয়েন ভাবনাবিধিরিষ্যতে॥
ভাবনায়াং ভাবনায়াং শোষণং মুহুরিষ্যতে।
ততশ্চ বটিকাং কৃত্বা ভৈরবায় বলিং দদেৎ॥
রসোঽয়ং শ্রীসন্নিপাতভৈরবো জ্বরনাশনঃ।
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তং জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ॥
সন্নিপাতজ্বরং হন্তি জীর্ণঞ্চ বিষমং তথা।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ চাতুর্থকমপি ধ্রুবম্॥
জ্বরঞ্চ জলদোষোত্থং সর্ব্বদোষসমাকুলম্।
ভৈরবস্য প্রসাদেন জগাদানন্দকন্দজী॥

(সর্ব্বচূর্ণং সমং কৃত্বা অর্কমূলাদিপিপ্পলী-মূলান্তানামষ্টাদশানাং মিলিত্বা রসাদিসামগ্রী-তুল্যানাং চতুর্গুণজলৈকগুণাবশিষ্টক্কাথেন ত্রিংশদ্-বারানাতপে ভাবয়িত্বা প্রতিবারং যত্নেন শোষয়িত্বা চ কলায়প্রমাণা বটিকাঃ কৃত্বা ব্যাধ্যনুরূপমার্দ্রকরসেন জ্বরিণে দদ্যাৎ, বিরে-কাদনন্তরং শুণ্ঠীজীরকসহিতং তোয়প্রক্ষালি-তমন্নং দদ্যাৎ। অজাতে বিরেকে পুনরপি রসং দদ্যাৎ, ব্যাধিনিবৃত্তৌ কদাচিৎ বাতপীড়ায়াং বাতচিকিৎসা কার্য্যা।

রস, বিষ, গন্ধক, হরিতাল, ত্রিফলা, জয়পাল, তেউড়ী, ধুতুরাবীজ, তাম্র, সীসক, অভ্র, লৌহ, আকন্দের আটা, ঈশলাঙ্গলার মূল ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া নিম্ন-লিখিত দ্রব্য সকলের ক্কাথে ৩০ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। সেই সকল দ্রব্য এই যথা—আকন্দ, শ্বেতাপরাজিতা, মুণ্ডিরী, হুড়হুড়ে, কৃষ্ণজীরা, কাকজঙ্ঘা, শোণা, কুড়, ত্রিকটু, বঁইচী, সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত মণি, নিসিন্দা, রুদ্রজটা, ধুতুরা, দন্তী ও পিঁপুলমূল, এই কয় প্রকার দ্রব্যের সমষ্টি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকলের সমষ্টির সমান পরিমাণে লইয়া ৪ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া সিকি পরিমাণ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্কাথে পূর্ব্বোক্ত ভাবনাদি ক্রিয়া করিবে। ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সান্নিপাতিকজ্বরে আদার রস সহ প্রযোজ্য। বিরেচন হইলে শুঁঠ জীরাযুক্ত জল প্রক্ষালিত অন্ন পথ্য দিবে। বিরেক না হইলে আর ১টী বটী খাওয়াইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে জ্বর শান্তির পর কখন কখন বাতরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি তাহা হয় তবে তদবস্থায় বাতরোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ।

সূতং গন্ধক টঙ্কনং শুভবিষং ধুস্তূরবীজং কটু
নীত্বা ভাগমথোত্তর দ্বিগুণিতং চোম্মত্তমূলাম্বুনা।
কৃত্যা মাসবটিং সুখাতিসুখদাংসর্ব্বান্ জ্বরান্নাশয়ে-
দেষ শ্রীশিবশাসনাৎ প্রভণিতঃ সূতশ্চ মৃত্যুঞ্জয়ঃ॥
নারিকেলসিতাযুক্তং বাতপিত্তজ্বরং জয়েৎ।
মধুনা শ্লেষ্মপিত্তোত্থং জ্বরং সংনাশয়েদ্ ধ্রুবম্।
সন্নিপাতজ্বরং ঘোরং নাশয়েদার্দ্রনীরতঃ॥

পারা ১ মাষা, গন্ধক ২ মাষা, সোহা-গার খই ৪ মাষা, বিষ ৮ মাষা, ধুতুরা-বীজ ১৬ মাষা, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেক ১০ মাষা ৭ রতি অর্থাৎ মিলিত ৩২ মাষা। এই সমুদায় দ্রব্য ধুতুরামূলের রসে বা ক্কাথে পেষণ করিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত

করিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর নষ্ট হয়। অনুপান বাত-পিত্ত জ্বরে ডাবের জল ও চিনি, পিত্ত-শ্লেষ্ম জ্বরে মধু এবং সান্নিপাতিকে আদার রস।

শ্রীসন্নিপাতমৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ।

বিষং সূতকগন্ধৌ চ পিত্তং মৎস্যবরাহয়োঃ।
আজ মায়ুর পিত্তে চ মহিষ্যাশ্চাপি যোজয়েৎ॥
হরিতালঞ্চ সব্যোষং বানরীবীজসংযুতম্।
অপামার্গং চিত্রমূলং জয়পালঞ্চ কল্কয়েৎ॥
এতৎ সর্ব্বং সমাংশেন অজামূত্রেণ মর্দ্দয়েৎ।
মাষেণ সদৃশী কার্য্যা বটিকা সদ্ভিষগ্‌বরৈঃ॥
মহাজ্বরে মহাশীতে মহাশীতজ্বরেঽপি চ।
মজ্জাগতে সন্নিপাতে বিসূচ্যাং বিষমজ্বরে॥
অসাধ্যে মানবে যুঞ্জ্যাদেকাহাজ্জ্বরনাশিনী।
জলোদরে শিথিলাঙ্গে নাসাস্রাবে চ পীনসে॥
অজীর্ণে মূর্চ্ছনাভাবে শ্লেষ্মভাবেঽতিদুর্জ্জয়ে।
শোথ কামল পাণ্ড্বাদি সর্ব্বরোগাপহারকঃ॥
সন্নিপাত মৃত্যুঞ্জয়ো জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রকাশিতঃ।
ভৃঙ্গরাজরসেনায়ং রসরাজঃ প্রদীয়তে॥
নির্ব্বাত নির্জ্জন স্থানে বহুবস্ত্রসমাবৃতে।
প্রস্বেদঃ ক্ষণমাত্রেণ জায়তে চিহ্নমীদৃশম্॥
মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ দহ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।
এবং চিহ্নং সমালোক্য বদেন্নৈরুজ্যমাতুরে॥
পথ্যং যদ্ যাচতে রোগী তদ্দাতব্যং প্রযত্নতঃ।
দধ্যোদনং শীতজলং দাতব্যং তদ্ বিচক্ষণৈঃ॥
এবং মহারসঃ শ্রেষ্ঠঃ শম্ভুনা প্রেরিতো ভুবি।
কৃপয়া সর্ব্বভূতানাং জ্ঞানজ্যোতিঃপ্রকাশিতঃ॥

বিষ, পারদ, গন্ধক, মৎস্যপিত্ত, শূকরপিত্ত, ছাগপিত্ত, ময়ূরপিত্ত, মহিষী-পিত্ত, হরিতাল, ত্রিকটু, আলকুশী বীজ, আপাঙ্গের মূল, চিতার মূল ও জয়পাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে শিলায় পেষণ ও ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার দ্বারা অত্যন্ত শীতযুক্ত সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। অনুপান ভৃঙ্গ-রাজের রস। ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর গাত্রে স্থূল বস্ত্রাদি আবরণ করিয়া রাখিবে। ক্ষণকাল মধ্যে ঘর্ম্মোদ্গম হইবে। যখন রোগী মূর্চ্ছিত, ভূমিতে পতিত ও গাত্রদাহে ব্যাকুল হইবে, তৎকালে জানিবে যে রোগী ব্যাধিমুক্ত হইয়াছে। ঐ অবস্থায় রোগী যাহা আহার করিতে চাহিবে তাহাই তৎক্ষণাৎ দেওয়া উচিত। দধিযুক্ত অন্ন ও শীতল জল নির্ভয়ে প্রদান করিবে।

প্রভাকরঃ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং কৃশানু-
রসৈর্বিমর্দ্দ্যাষ্টদিনং সুঘর্ম্মে।
রসাষ্টভাগং স্বমৃতঞ্চ দদ্যাদ্
বিপাচয়েদ্ বহ্নিরসেন কিঞ্চিৎ॥
পিত্তৈশ্চ সম্ভাবিত এষ দেয়-
স্ত্রিদোষনীহারবিনাশসূর্য্যঃ॥

রস ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ একত্র কজ্জলী করিয়া ৮ দিন চিতার রসে মর্দ্দিত ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রসের অষ্টভাগ বিষ ও চিতার রস মিলিত করিয়া পাক করিবে এবং মৎস্যাদির পিত্তে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। সন্নিপাত জ্বরে ইহার প্রয়োগ করিবে।

কালাগ্নিভৈরবো রসঃ ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং মর্দ্দয়েদ্ গোক্ষুরদ্রবৈঃ ।
ভাবিতঞ্চ বিশোষ্যাথ চূর্ণয়েদতিচিক্কণম্ ॥
চূর্ণতুল্যং মৃতং তাম্রং তাম্রাদষ্টাংশকং বিষম্ ।
হিঙ্গুলং রসভাগঞ্চ দ্বৌ ভাগৌ কনকস্য চ ॥
বাণভাগোঽত্র গোদন্তঃ কালভাগা মনঃশিলা ।
টঙ্গনং নেত্রভাগঞ্চ ঋতুভাগঞ্চ খর্পরম্ ॥
ত্রক্ষভাগঞ্চ জৈপালং নেত্রভাগং হলাহলম্ ।
মাক্ষিকং চাগ্নিভাগঞ্চ লৌহং বঙ্গঞ্চ ভাগকম্ ॥
সর্ব্বান্ খল্লোদরে ক্ষিপ্ত্বা ক্ষীরেণার্কস্য মর্দ্দয়েৎ ।
দশমূলকষায়েণ তথৈব চ বিমর্দ্দয়েৎ ।
চণমাত্রাং বটীং কৃত্বা বলং জ্ঞাত্বা প্রযোজয়েৎ ॥
সর্ব্বং ত্রিদোষজং হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্ ।
পূর্ব্ববদ্ দাপয়েৎ পথ্যং জলযোগঞ্চ কারয়েৎ ॥
পথ্যং শাল্যোদনং দেয়ং দধিভক্তসমন্বিতম্ ।
কালাগ্নিভৈরবো নাম রসোঽয়ং ভূরিপূজিতঃ ॥

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ, একত্র কজ্জলী করিয়া গোক্ষুররসে ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া তাহাতে চূর্ণতুল্য তাম্র, তাম্রের অষ্টাংশ বিষ, হিঙ্গুল ১ ভাগ, ধুতুরাবীজ ২ ভাগ, গোদন্ত-হরিতাল ৫ ভাগ, মনঃশিলা ৩ ভাগ, সোহাগার খই ৩ ভাগ, খর্পর ৬ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৩ ভাগ, লৌহ ১ ভাগ, জয়পাল ১ ভাগ, কৃষ্ণসর্প বিষ ৩ ভাগ ও বঙ্গ ১ ভাগ এই সকল, দ্রব্য খলে স্থাপিত করিয়া আকন্দের আটা দিয়া মর্দ্দন করিবে। পশ্চাৎ দশমূলের কাথ ও পঞ্চমূলের কাথ দ্বারা ক্রমে ক্রমে এক এক প্রহর ধরিয়া মর্দ্দন করিয়া ছোলার ন্যায় বটিকা করিবে। ইহার দ্বারা দারুণ সন্নিপাত নিবারিত হয়। ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে পূর্ব্ববৎ দধিযুক্ত অন্ন প্রভৃতি পথ্য দিবে এবং যথাবিধি শৈত্য-ক্রিয়া করিবে।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণিঃ ।

রসভস্ম ত্রয়ো ভাগা দ্বিভাগঞ্চ ভুজঙ্গমম্ ।
কালকূটঞ্চ ষড়্ভাগং ভাগৈকং তালকং তথা ॥
গোদন্তং গগনং তুত্থং শিলা গন্ধক টঙ্গনম্ ।
জয়পালোন্মত্ত দন্তী করবীরঞ্চ লাঙ্গলী ।
পলাশমূলজৈর্নীরৈঃ সপ্তধা ভাবিতং দৃঢ়ম্ ।
চিত্রমূলকষায়েণ চার্দ্রকস্য চ বারিণা ॥
মাৎস্য মাহিস মায়ূর চ্ছাগ বারাহ ডৌণ্ডুভম্ ।
প্রত্যেকং দশধা মর্দ্দ্যং শিলাখল্লে চ সংক্ষয়াৎ ॥
ধান্যদ্বয়াং বটীং কুর্য্যাৎ শুদ্ধবস্ত্রেণ ধারয়েৎ ।
দাতব্যং চাম্বুপানেন নারিকেলোদকেন চ ॥
তাম্বূলঞ্চ ততোদদ্যাৎ ভক্ষ্যং শীতোপচারকম্ ।
তিলতৈলে সদা স্নানং ঘৃতমৎস্যাদিভোজনম্ ।
শীতাম্লদধিসংযুক্তং পুরাণান্নঞ্চ ভক্ষয়েৎ ॥

রসসিন্দূর ৩ ভাগ, সর্পবিষ ২ ভাগ, কাষ্ঠবিষ ৬ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, গোদন্ত হরিতাল ১ ভাগ, অভ্র ১ ভাগ, তুঁতে ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগা ১ ভাগ, জয়পাল ১ ভাগ, ধুতুরাবীজ ১ ভাগ, দন্তীমূল ১ ভাগ, করবীর মূল ১ ভাগ, লাঙ্গলী ১ ভাগ, এই সকল দ্রব্য পলাশমূলের কাথে সাতবার ভাবনা দিয়া চিতামূলের কাথ, আদার রস, মৎস্যপিত্ত, মহিষীপিত্ত, ময়ূরপিত্ত, ছাগপিত্ত, শূকরপিত্ত ও ঢোঁড়াসাপের পিত্ত ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা দশ বার মর্দ্দন করিয়া দুই

ধান প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান নারিকেল জল। ঔষধ সেবন করাইয়া শীতক্রিয়া করা কর্ত্তব্য।

রসেশ্বরঃ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং গৃহীত্বা
তৎপাদ গন্ধ: রবি তাল হেম।
ভস্মীকৃতং প্রোক্তং মর্দ্দয়েচ্চ
দিনত্রয়ং বহ্নিরসেন ঘর্ম্মে॥
বিষঞ্চ দত্ত্বাত্র কলাপ্রমাণং
অজাদিপিত্তৈঃ পরিভাবয়েচ্চ।
রক্তিদ্বয়ং চাস্য দদীত বহ্নি-
কটুত্রয়েণার্দ্ররসপ্রযুক্তম্॥
তৈলেন চাভ্যক্তবপুশ্চ কুর্য্যাৎ
স্নানং জলেনৈব সুশীতলেন।
যাবদ্ ভবেদ্ দুঃসহমস্য শীতং
মূত্রং পুরীষঞ্চ শরীরকম্পঃ॥
পথ্যে যদীচ্ছা পরিজায়তেঽস্য
মরিচখণ্ডং দধিভক্তকঞ্চ।
অন্নং দদীতার্দ্রকমত্র শাকং
দিনাষ্টকং স্নানমিদঞ্চ পথ্যম্॥

রস ৮ তোলা, গন্ধক ১৮ তোলা, তাম্র ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা এই সকল দ্রব্য চিতার রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া তাহাতে ষোড়শাংশ বিষ মিশ্রিত করিয়া ছাগ প্রভৃতির পিত্তে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস, চিতার রস এবং ত্রিকটু চূর্ণ। ইহাতেও পূর্ব্ববৎ দধি ও অন্ন প্রভৃতি পথ্য দিবে এবং সুশীতল জলে এরূপ স্নান করাইবে, যেন তাহাতে রোগীর কম্প ও মল মূত্রাদির প্রবৃত্তি হয়। ক্রমাগত অষ্টাহ স্নানাদি করাইবে।

বড়বানলঃ।

কান্তঞ্চ সূতং হরিতাল গন্ধং
সমুদ্রফেনং লবণানি পঞ্চ।
নীলাঞ্জনং তুত্থকমেব রূপ্যং
ভস্ম প্রবালানি বরাটকাশ্চ॥
বৈক্রান্ত শম্বূক সমুদ্রশুক্তি
সর্ব্বাণি চৈতানি সমানি কুর্য্যাৎ।
সূতং ভবেদ্ দ্বাদশ ভাগিকঞ্চ
স্নুহ্যর্কদুগ্ধেন বিমর্দ্দয়েচ্চ।
দিনত্রয়ং বহ্নিরসৈস্ততশ্চ
নিবেশয়েত্তাম্রজসম্পুটে তৎ।
মৃদা চ সংলিপ্য রসং পুটেত্ত-
দ্রসস্ততঃ স্যাদ্ বড়বানলাখ্যঃ॥
তৎপাদভাগেন বিষং নিযোজ্য
কৃশানুতোয়েন পচেৎ ক্ষণং তৎ।
বাতপ্রধানে চ কফপ্রধানে
নিযোজয়েৎ ত্র্যুষণ চিত্র যুক্তম্॥
দোষত্রয়োত্থেঽপি চ সন্নিপাতে
বাতাধিকত্বাদিহ সূতকোক্তঃ॥

কান্তলৌহ, পারদ, হরিতাল, গন্ধক, সমুদ্রফেন, পঞ্চলবণ, রসাঞ্জন, তুঁতে, রূপা, প্রবাল, কড়ি, বৈক্রান্ত, শম্বূক ও সমুদ্রের ঝিনুক ভস্ম এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে লইবে এবং দ্বাদশ ভাগ পারদ লইয়া সিজের আটা ও আকন্দের আটা দিয়া মর্দ্দন করিবে। অনন্তর চিতা-মূলের রসে বা কাথে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া তাম্রপুটে রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা

লেপন করিয়া পুটপাক দিবে, পাক শীতল হইলে ইহাতে সিকি ভাগ অর্থাৎ সাড়ে সাত ভাগ বিষ দিয়া চিতার ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া কিঞ্চিৎকাল পাক করিবে। ২ রতি হইতে ৪ রতি মাত্রায় বটী করিবে। ইহার দ্বারা সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি উপশমিত হয়। অনুপান চিতার রস ও ত্রিকটুচূর্ণ।

অর্কমূর্ত্তি-ত্রিদোষদাবানলরসৌ।

লৌহাষ্টকং মারিতমর্কভাগং
সূতং দ্বিভাগং দ্বিগুণঞ্চ গন্ধম্।
বিমর্দ্দয়েদ্ বহ্নিরসেন তাপে
দিনত্রয়ং চাত্র বিষং কলাংশম্॥
বিক্ষিপ্য পিত্তৈঃ পরিভাবিতোঽয়ং
রসোঽর্কমূর্ত্তির্ভবতি ত্রিদোষে।
তাম্রস্য পাত্রে তু দিনৈকমাত্রং
নিম্বূরসেনাপি চ পিত্তবর্গৈঃ॥
ক্ষুদ্রার্দ্রকোত্থেন রসেন সূত-
স্ত্রিদোষদাবানল এষ সিদ্ধঃ।
গুঞ্জাদ্বয়ং ত্র্যূষণযুক্তমস্য
দদীত চিত্রার্দ্ররসেন বাপি॥
নাগাপুটে চাপি নিযোজনীয়া
গুঞ্জাস্য শুণ্ঠী মরিচেন যুক্তা।

(যদি তাম্রপাত্রে জম্বীরাদিরসৈঃ পুনরপি ভাবয়েৎ তদা ত্রিদোষদাবানলো ভবতি।)

লৌহ ৮ ভাগ, লৌহের অষ্টাংশ অর্থাৎ ১ ভাগ তাম্র, পারদ ২ ভাগ, দ্বিগুণ গন্ধক ও ষোড়শাংশ বিষ এই সমুদায় একত্র করিয়া তিন দিন চিতার রসে মর্দ্দন করিয়া পঞ্চপিত্তে ভাবনা দিবে। ইহার নাম "অর্কমূর্ত্তি রস"। আর যদি উহাকে তাম্রপাত্রে স্থাপিত করিয়া পুনর্ব্বার লেবুর রস, পঞ্চপিত্ত, কণ্টকারিরস ও আদার রস এই সকলের দ্বারা ভাবনা দেওয়া যায়, তাহা হইলে "ত্রিদোষ দাবানল রস" প্রস্তুত হয়।

ত্রিদোষদাবানলকালমেঘঃ।

তালেন বঙ্গং শিলয়া চ নাগং
রসৈঃ সুবর্ণং রবি তারপত্রম্।
গন্ধেন লৌহং দরদেন সর্ব্বং
পুটে মৃতং যোজয় তুল্যভাগম্॥
তত্তুল্যসূতং দ্বিগুণঞ্চ গন্ধং
তুত্থঞ্চ গন্ধেন সমানভাগম্।
নিম্বূত্থতোয়েন বিমর্দ্দ্য সর্ব্বং
গোলং প্রকৃত্যাথ মৃদা বিলিপ্য॥
পুটঞ্চ দত্ত্বাথ বিমর্দ্দয়েনং
গন্ধেন তুল্যেন কৃশানুনীরৈঃ।
বিষঞ্চ দত্ত্বাথ কলাপ্রমাণ-
মীষৎকৃশানূত্থরসৈঃ পচেত্তৎ॥
পিত্তৈস্তথা ভাবিত এষ সূত-
স্ত্রিদোষদাবানলকালমেঘঃ।
বল্লং দদীতাস্য চ পূর্ব্বযুক্ত্যা
দাহোত্তরে তং মধুপিপ্পলীভিঃ।
মুদ্গশ্চ শাল্যন্নমিহ প্রশস্তং
পথ্যং ভবেৎ কোষ্ণমিদং দিবান্তে॥

হরিতালের সহিত বঙ্গ, মনঃশিলার সহিত সীসক, রসের সহিত স্বর্ণ, তাম্র ও রৌপ্যপত্র ও গন্ধকের সহিত লৌহ জারণ করিয়া পশ্চাৎ হিঙ্গুলের সহিত সমুদায় দ্রব্য পুনর্ব্বার পুটপাক করিবে, ইহাদের সকলের সমান ভাগ হইবে এবং তৎপরিমিত পারদ, দ্বিগুণ গন্ধক ও দ্বিগুণ তুঁতে এই সকল দ্রব্য লেবুর রসে মর্দ্দিত ও গোলাকার করিয়া যথানিয়মে

পুটপাক দিবে। অনন্তর উহাতে সমান গন্ধক দিয়া চিতার রসে মর্দ্দন করিবে, পশ্চাৎ উহাতে ষোড়শাংশ বিষ মিশ্রিত ও চিতার রসে সিক্ত করিয়া কিয়ৎকাল পাক করিবে। পরে মৎস্যাদির পিত্তে ভাবনা দিয়া দুই ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দাহপ্রধান জ্বরে মধু ও পিপ্পলীর সহিত সেবনীয়। অপরাহ্ণে রোগীকে মুগের ডাউল ও শালিতণ্ডুলের ঈষদুষ্ণ অন্ন ভোজন করাইবে।

রসেশ্বরাদিকালমেঘান্তা রসা বাতোল্বণে সন্নিপাতে প্রযোজ্যা ইতি সারকৌমুদ্যাং মাধবঃ।

রসেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া কালমেঘ পর্য্যন্ত যে সকল ঔষধ লিখিত হইল, তৎসমুদায় বাতোল্বণ সন্নিপাতে প্রযোজ্য। ইহা সারকৌমুদী গ্রন্থে মাধবকর বলিয়াছেন।

শ্রীপ্রতাপলঙ্কেশ্বরো রসঃ।

অপামার্গস্য মূলানাং চূর্ণং চিত্রকমূলজৈঃ।
বল্কলৈর্মর্দ্দয়িত্বাথ রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ॥
রসতুল্যং শুদ্ধসূতং গন্ধকঞ্চাভ্রকং বিষম্।
টঙ্কনং তালকঞ্চৈব মর্দ্দয়েদ্দিনসপ্তকম্॥
ত্রিদিনং মুষলীকন্দৈর্ভাবয়েদ্ ঘর্ম্মরক্ষিতম্।
মূষাঞ্চ গোস্তনাকারামাপূর্য্যোপরি ঢক্কয়েৎ।
সপ্তভির্মৃত্তিকাবস্ত্রৈর্বেষ্টয়িত্বা পুটেল্লঘু।
রসতুল্যং লৌহভস্ম মৃতবঙ্গমহিস্তথা॥
মধূকসারং জলদং রেণুকং গুগ্গুলুং শিলাম্।
চাম্পেয়ঞ্চসমাংশংস্যাদ্ভাগার্দ্ধং শোধিতং বিষম্।
তৎ সর্ব্বং মর্দ্দয়েৎ খল্লে ভাবয়েদ্ বিষনীরতঃ।
আতপে সপ্তধা তীব্রে মর্দ্দয়েদ্ বটিকাদ্বয়ম্।
কটুত্রয়কষায়েণ কনকস্য রসেন চ।
ফলত্রয়কষায়েণ মুনিপুষ্পরসেন চ।
সমুদ্রফেননীরেণ বিজয়াপত্রবারিণা।
চিত্রকস্য কষায়েণ জ্বালামুখ্যা রসেন চ॥
প্রত্যেকং সপ্তধা ভাব্যং তদ্বৎপিত্তৈশ্চ পঞ্চভিঃ।
সর্ব্বস্য সমভাগেন বিষেণ পরিধূপয়েৎ॥
বিমর্দ্দ্য রক্ষয়িত্বা চ রক্ষয়েৎ কূপিকোদরে।
গুঞ্জৈকং বহ্নিনীরেণ শৃঙ্গবেররসেন বা॥
দদ্যাচ্চ রোগিণে তীব্রমৌঢ্যাবিস্মৃতিশান্তয়ে।
ক্ষুরেণ তালুমাহত্য ঘর্ষয়েদার্দ্রনীরতঃ॥
নোদ্ধটন্তে যথা দন্তাস্তথা কুর্য্যাদমুং বিধিম্।
সেচয়েন্মন্ত্রবিদ্বেদ্যো বারাং কুম্ভশতৈর্নরম্॥
ভোজনেচ্ছা যদা তস্য জায়তে রোগিণঃ পরম্।
দধ্যোদনং সিতাযুক্তং দদ্যাত্তক্রং সজীরকম্॥
পানে পানং সিতাজাতং যদিচ্ছেত্ত দদীত তৎ।
এবং কৃতেন শান্তিঃ স্যাৎ তাপস্য চ রুজস্য চ॥
সচন্দ্র চন্দন রসালেপনং কুরু শীতলম্।
যূথিকা মল্লিকা জাতী পুন্নাগ বকুলাবৃতাম্॥
বিধায় শয্যাং তত্রস্থং লেপনৈশ্চন্দনৈর্মুহুঃ।
হাব ভাব বিলাসোক্তৈঃ কটাক্ষচঞ্চলেক্ষণৈঃ॥
পীনোত্তুঙ্গকুচাপীড়ৈঃ কামিনীপরিরম্ভণৈঃ।
রম্যবীণানিনাদোত্থৈর্গায়নৈঃ শ্রবণামৃতৈঃ॥
পুণ্যশ্লোককথাভিশ্চ সন্তাপহরণং কুরু।
দদ্যাদ্ বাতেষু সর্ব্বেষু সিন্ধুজৈঃ সহ বহ্নিভিঃ।
দদ্যাৎ কণামাক্ষিকাভ্যাং কামলাহ্বয়পাণ্ডুষু।
তত্তদ্রোগানুপানেন সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।
অয়ং প্রতাপলঙ্কেশঃ সন্নিপাতহরঃ পরঃ॥

আপাঙ্গের মূল ও চিতামূলের ছাল একত্র জলে মর্দ্দন ও বস্ত্রে নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার রস বাহির করিয়া লইবে। পশ্চাৎ ঐ রসের সমান পরিমাণে পারদ, গন্ধক, অভ্র, বিষ, সোহাগার খই ও হরিতাল এই সকল দ্রব্য লইয়া ঐ দ্রবের সহিত মিলিত করিয়া ৭ সাত দিন মর্দ্দন করিবে। পরে তিন ৩ দিন তালমূলীর রসে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে,

পরে উহা গোস্তনাকৃতি মূষা মধ্যে স্থাপন করিয়া ৭ পুরু মৃত্তিকা সহিত বস্ত্র বেষ্টন করিয়া লঘু পুটে পাক করিবে। পরে লৌহ, বঙ্গ, অহিফেন, মউলসার, মুতা, রেণুক, গুগ্‌গুল, মনঃশিলা ও নাগেশ্বর প্রত্যেক রসের সমান ও বিষ অৰ্দ্ধ ভাগ, এই সকল দ্রব্য খলে মর্দ্দন করিয়া শৃঙ্গী-বিষের ক্বাথে ও তীব্র রৌদ্রে সাত বার ভাবনা দিয়া ২ দণ্ড কাল মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর ত্রিকটু, ধুতূরা, ত্রিফলা, বক-পুষ্প, সমুদ্রফেন, সিদ্ধিপত্র, চিতা, ঈশ-লাঙ্গলা ইহাদের ক্বাথে ও পঞ্চপিত্তে প্রত্যেক ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে, পরে সকলের সমান পরিমাণে বিষ মিলিত করিয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। এবং কাচকূপী মধ্যে স্থাপন করিবে। ইহা ১ রতি পরিমাণে আদার সহিত সেবনীয়। রোগীর মস্তক ক্ষুরের দ্বারা ক্ষত করিয়া ঐ স্থানে আদার রসের সহিত এই ঔষধ ঘর্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর গাত্রে চন্দনাদি লেপন ও তাহার আহ্লাদজনক অন্যান্য ক্রিয়াও সম্পাদন করিবে।

কফকেতুঃ।

টঙ্গনং মাগধী শঙ্খং বৎসনাভং সমং সমম্।
আর্দ্রকস্বরসেনাথ দাপয়েদ্ ভাবনাত্রয়ম্॥
গুঞ্জামাত্রং প্রদাতব্যমার্দ্রকস্বরসৈর্যুতম্।
পীনসে শ্বাস কাসে চ শিরোরোগে গলগ্রহে।
কফরোগান্ নিহন্ত্যাশু কফকেতুরয়ং রসঃ॥

সোহাগার খই, পিঁপুল, শঙ্খভস্ম ও বিষ্ এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া আদার রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। ইহা কফরোগনাশক।

বৃহৎ কফকেতুঃ।

দগ্ধ শঙ্খং ত্রিকটুকং টঙ্গনং সমভাগিকম্।
বিষঞ্চ পঞ্চভিস্তুল্যমার্দ্রতোয়েন মর্দ্দয়েৎ॥
বারত্রয়ং রক্তিকাভাং বটীং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
প্রাতঃ সায়ঞ্চ বটিকাদ্বয়মার্দ্রকবারিণা॥
কফকেতুঃ কণ্ঠরোগং শিরোরোগঞ্চ নাশয়েৎ।
পীনসং কফসংঘাতং সন্নিপাতং সুদারুণম্॥

শঙ্খভস্ম ১ তোলা, ত্রিকটু মিলিত ৩ তোলা, সোহাগার খই ১ তোলা ও বিষ ৫ তোলা। আদার রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা আদার রসের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর ও অন্যান্য রোগ প্রশমিত হয়।

শ্লেষ্মকালানলো রসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং মৃততাম্রকম্।
তুত্থং মনোহ্বা তালঞ্চ কট্‌ফলং ধূর্ত্তবীজকম্॥
হিঙ্গু সমাক্ষিকং কুষ্ঠং ত্রিবৃদ্দন্তী কটুত্রিকম্।
ব্যাধিঘাতফলং বঙ্গং টঙ্গনং সমভাগিকম্॥
স্নুহীক্ষীরেণ বটিকাঃ কারয়েৎ কুশলো ভিষক্।
বিজ্ঞায় কোষ্ঠং কালঞ্চ যোজয়েদ্রক্তিকাং ক্রমাৎ।
বাতশ্লেষ্মণি মন্দেঽগ্নৌ পিত্তশ্লেষ্মাধিকেঽপি চ।
জীর্ণজ্বরে চ শ্বয়থৌ সন্নিপাতে কফোল্বণে॥
বলাসং প্রবলং ত্যক্ত্বা ধাতুং বাতাত্মকং নয়েৎ।
সেবনাৎ সর্ব্বরোগঘ্নঃ শ্লেষ্মকালানলো রসঃ॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, তাম্র, তুঁতে, মনঃশিলা, হরিতাল, কট্‌ফল, ধুতূরাবীজ, হিঙ্গু, স্বর্ণমাক্ষিক, কুড়, তেউড়ী, জয়পাল, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, সোঁদালফল, বঙ্গ ও সোহাগার খই এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিজের আটায় মর্দ্দন করিয়া ১ এক রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর উপশমিত হয়।

স্বল্পকস্তূরীভৈরবো রসঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং টঙ্গং জাতীকোষং ফলং তথা।
মরিচং পিপ্পলী চৈব কস্তূরী চ সমাংশিকা।
রক্তিদ্বয়ং ততঃ খাদেৎ সন্নিপাতে সুদারুণে॥

হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগার খই, জৈত্রী, জায়ফল, মরিচ, পিঁপুল এবং মৃগনাভি প্রত্যেক সমভাগে জল দিয়া মাড়িয়া দুই ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সান্নিপাতিক জ্বরে প্রয়োজ্য।

বৃহৎকস্তূরীভৈরবো রসঃ।

মৃগমদ শশি সূর্য্যা ধাতকী শৃকশিম্বী
রজত কনক মুক্তা বিদ্রুমং লৌহ পাঠাঃ।
ক্রিমিরিপু ঘন বিশ্বা বারি তালাভ্র ধাত্রী
রবিদলরসপিষ্টং কস্তূরীভৈরবোঽয়ম্॥
কস্তূরীভৈরবঃ খ্যাতঃ সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ পেয়ো বিষমজ্বরনাশনঃ॥
দ্বন্দ্বভৌতিককামাদিসম্ভবান্নাশয়েজ্জ্বরান্।
অভিচারকৃতাংশ্চৈব তথা শুক্রকৃতান্ পুনঃ॥
নিহন্যাদ্ ভক্ষণাদেব ডাকিন্যাদিযুতাংস্তথা।
বিল্বচূর্ণ জীরকাভ্যাং মধুনা সহ পানতঃ॥
আমাতিসারং গ্রহণীং জ্বরাতীসারমেব চ।
অগ্নিদীপ্তিকরঃ শাস্তঃ কাসরোগনিকৃন্তনঃ॥
ক্ষপয়েদ্ ভক্ষণাদেব মেহরোগং হলীমকম্।
জীর্ণজ্বরং নূতনং বা স্তোকালীনঞ্চ সন্ততম্॥
প্রক্ষিপ্তং ভৌতিকং বাপি হন্তি সর্ব্বান্ বিশেষতঃ।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং বা ত্র্যাহিকং চতুরাহিকম্॥
পাঞ্চাহিকং ষষ্ঠসংস্থং পাক্ষিকং মাসিকং পুনঃ।
সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভক্ষণাদার্দ্রকদ্রবৈঃ॥

মৃগনাভি, কর্পূর, তাম্র, ধাইফুল, আলকুশীবীজ, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, মুতা, শুঁঠ, বালা, হরিতাল, অভ্র ও আমলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া আকন্দ-পত্রের রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস বিল্বচূর্ণ ও মধু। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হয়।

কস্তূরীভূষণরসঃ।

রসাভ্রং টঙ্গনং শুণ্ঠী কস্তূরী পিপ্পলী তথা।
জয়াবীজং দন্তীমূলং কর্পূরং মরিচং সমম্॥
আর্দ্রকস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ সপ্তবারকম্।
শৃঙ্গবেররসৈর্যুক্তং যোজয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ম্॥
বাতশ্লেষ্মণি মন্দেঽগ্নৌ পিত্তশ্লেষ্মাধিকেঽপি চ।
ত্রিদোষজনিতে ঘোরে কাসেশ্বাসে ক্ষয়ে তথা॥
ঊর্দ্ধজত্রুজরোগে চ সশোথে বিষমজ্বরে।
এষ সর্ব্বাময়ান্ হন্তি শুক্রৌজোবলকৃৎ পরঃ॥

রসসিন্দূর, অভ্র, সোহাগা, শুঁঠ, মৃগনাভি, পিঁপুল, সিদ্ধিবীজ, দন্তীমূল, কর্পূর ও মরিচ ইহাদিগকে সমভাগে লইয়া আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আদার

রসের সহিত ইহা প্রযুক্ত হইলে বাত-শ্লেষ্ম, পিত্তশ্লেষ্ম ও ত্রিদোষজনিত কাস, শ্বাস, ক্ষয়, শোথ ও বিষমজ্বর এবং উর্দ্ধ-জত্রুজ অর্থাৎ কণ্ঠদেশের উর্দ্ধভাগের যাবতীয় রোগ ও অগ্নিমান্দ্যাদি সর্ব্ব প্রকার রোগ নিবারিত হয়। ইহা সেবনে শুক্র ও বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শ্রীকালানলরসঃ ।

রসং গন্ধং মৃতাভ্রঞ্চ টঙ্গনঞ্চ মনঃশিলা।
হিঙ্গুলং গরলং দারু বিষং তাম্রঞ্চ তৎসমম্ ॥
বিড়ালপদমাত্রন্তু সর্ব্বং শুদ্ধং বিচূর্ণয়েৎ।
ভাবনার্থং চ দাতব্যং লাঙ্গলীমূলকং তথা ॥
ঘোসামূলং তথা দেয়ং মূলং লোহিতচিত্রকম্।
অপুষ্পফল ভূধাত্রীমূলং ভ্রমর রুদ্রকম্ ॥
ছাগ বারাহ মায়ূর মাহিষ মাৎস্য এব চ।
এতেষাঞ্চ দদেৎ পিত্তমার্দ্রকস্য রসেন তু।
প্রত্যেকং মর্দ্দিতং শুষ্কং কণামাত্রা প্রমাণতঃ ॥

(অত্র ভ্রমরো ভ্রমরেষ্টা ভার্গীত্যর্থঃ ।)

পারদ, গন্ধক, অভ্র, সোহাগা, মনছাল, হিঙ্গুল, কৃষ্ণসর্প বিষ, দারুমুজ, বিষ, ও তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য ঈশলাঙ্গলার মূল, ঘোষালতার মূল, চিতামূল, পলাশমূল, ভূম্যামলকীর মূল, বামনহাটী ও আকন্দমূলের রসে এবং ছাগ, শূকর, ময়ুর, মহিষ ও মৎস্যের পিত্তে এবং আদার রসে ভাবনা দিয়া অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সন্নিপাত জ্বরে প্রযোজ্য।

মৃতসঞ্জীবনী ।

গুড়ং দ্রোণসমং গ্রাহ্যং বর্ষাদূর্দ্ধং পুরাতনম্।
বাবরীত্বচমাদায় দাপয়েৎ পলবিংশতিম্ ॥
দাড়িমীং বৃষং মোচং চ বরাক্রান্তারুণা তথা।
অশ্বগন্ধা দেবদারু বিল্ব শ্যোণাক পাটলাঃ ॥
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরম্।
বদরীন্দ্রবারুণী চিত্রং স্বয়ংগুপ্তা পুনর্নবা ॥
এষাং দশপলান্ ভাগান্ কুট্টয়িত্বা উদূখলে।
সুগভীরে চ মৃদ্ভাণ্ডে তোয়মষ্টগুণং ক্ষিপেৎ ॥
গুড়সংগোলনং কৃত্বা এতৈঃ সংপূরয়েদ্বুধঃ।
মুখে শরাবকং দত্ত্বা রক্ষয়েদ্দিনবিংশতিম্ ॥
ষোড়শাদ্দিবসাদূর্দ্ধং দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ।
পূগপ্রস্থদ্বয়ং চাত্র কুট্টয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ ॥
ধুস্তুরং দেবপুষ্পঞ্চ পদ্মকোশীর চন্দনম্।
শতপুষ্পা যমানী চ মরিচং জীরকদ্বয়ম্ ॥
শটী মাংসী ত্বগেলা চ সজাতীফল মুস্তকম্।
গ্রন্থিপর্ণী তথা শুণ্ঠী মেথী মেষী চ চন্দনম্ ॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ কুট্টয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
মৃণ্ময়ে মোচিকাযন্ত্রে ময়ূরাখ্যেঽপি যন্ত্রকে ॥
যথাবিধি প্রকারেণ চালনং দাপয়েদ্বুধঃ।
বুদ্ধিমান্ সৌজলং কৃত্বা উদ্ধরেদ্ বিধিবৎসুধাম্ ॥
সুধামেতাং পিবেন্নিত্যং যথাধাতু বয়ঃক্রমম্।
দেহদার্ঢ্যকরং তুষ্টি বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্ ॥
সন্নিপাতজ্বরে ঘোরে বিসূচ্যাঞ্চ মুহুর্মুহুঃ।
শীতে দেহে প্রযোজ্যোয়ং মৃতসঞ্জীবনী সুধা ॥

এক বৎসরের পুরাতনগুড় ৩২ সের, কুট্টিত বাবলা ছাল ২০ পল, দাড়িম ছাল, বাসক ছাল, মোচরস, বরাক্রান্তা, আতইচ, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, বেলছাল, সোণাছাল, পারুলছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, কুল, রাখালশসার মূল, চিতামূল, আল-কুশীবীজ ও পুনর্নবা প্রত্যেক কুট্টিত ১০ পল এবং জল ২৫৬ সের, এই সমুদায়

একত্রে গুলিয়া একটী বৃহৎ জালার মধ্যে রাখিয়া শরার দ্বারা জালার মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। ১৬ দিনের পরে ইহাতে সুপারি ৪ সের, ধুতুরামুল, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, রক্তচন্দন, শুল্‌ফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, জটামাংসী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, জায়ফল, মুতা, গ্রন্থিপর্ণী, শুঁঠ, মেথী, জটামাংসী ও শ্বেতচন্দন প্রত্যেক ১ এক পল। এই সমুদায় দ্রব্য কুট্টিয়া প্রক্ষেপ দিবে এবং পুনর্ব্বার জালার মুখ আবৃত করিয়া সেই ভাবে ৪ চারি দিন রাখিবে। পরে মৃণ্ময় মোচিকাযন্ত্র অথবা ময়ূরাখ্য-যন্ত্রে যথাবিধানে চালনা করিয়া সুধা প্রস্তুত করিবে। এই সুধা পান করিলে দেহের দৃঢ়তা এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়। সান্নিপাতিক জ্বরে এবং বিসূচিকা রোগে হিমাঙ্গের সময় এই "মৃতসঞ্জীবনী সুধা" মুহুর্ম্মুহুঃ প্রয়োগ করিলে নিশ্চয়ই উপকার দর্শে।

মৃগমদাসবঃ।

মৃতসঞ্জীবনী গ্রাহ্যা পঞ্চাশৎপলসম্মিতা।
তদর্দ্ধং মধু সংগ্রাহ্যং তোয়ং মধুসমং তথা॥
কস্তূরীকুড়বং তত্র মরিচং দেবপুষ্পকম্।
জাতীফলং পিপ্পলীত্বগ্‌ভাগঃ দ্বিপলিকং ক্ষিপেৎ॥
ভাণ্ডে সংস্থাপ্য রুদ্ধা চ নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্।
বিসূচিকায়াং হিক্কায়াং ত্রিদোষপ্রভবে জ্বরে।
বীক্ষ্য কোষ্ঠং বলঞ্চৈব ভিষঙ্মাত্রাং প্রজোজয়েৎ॥

মৃতসঞ্জীবনী সুধা ৫০ পল, মধু ২৫ পল, জল ২৫ পল, মৃগনাভি ৪ পল, মরিচ, লবঙ্গ, জায়ফল, পিপ্পলী ও গুড়ত্বক্ প্রত্যেক ২ পল এই সমুদায় একত্রিত করিয়া আবৃত পাত্রে এক মাস রাখিবে, পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা যথাযোগ্য মাত্রায় বিসূচিকা, হিক্কা ও সান্নিপাতিক জ্বরে প্রয়োগ করিবে।

মধ্যজ্বরাদৌ—

জ্বরমাতঙ্গকেশরী।

পারদং গন্ধকং চৈব হরিতালং সমাক্ষিকম্।
কটুত্রয়ং তথা পথ্যা ক্ষারৌ দ্বৌ সৈন্ধবং তথা॥
নিম্বস্য বিষমুষ্টেশ্চ বীজং চিত্রকমেব চ।
এষাং মাষমিতং ভাগং গ্রাহ্যং প্রতি সুসংস্কৃতম্॥
দ্বিমাষং কানকফলং বিষঞ্চাপি দ্বিমাষকম্।
নিগুণ্ডীস্বরসেনৈব শোষয়েত্তৎ প্রযত্নতঃ॥
সার্দ্ধরক্তিপ্রমাণেন বটী কার্য্যা সুশোভনা।
সর্ব্বজ্বরহরী চৈষা ভেদিনী দোষনাশিনী॥
আমাজীর্ণপ্রশমনী কামলা পাণ্ডুরোগহা।
বহ্নিদীপ্তিকরী চৈষা জঠরাময়নাশিনী॥
উষ্ণোদকানুপানেন দাতব্যা হিতকারিণী।
ভাষিতো লোকনাথেন জ্বরমাতঙ্গকেশরী॥

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, নিম্ববীজ, কুঁচিলা ও চিতামূল প্রত্যেক ১ মাষা, জয়পাল ২ মাষা (মতান্তরে ধুস্তূরবীজ) ও বিষ ২ মাষা এই সকল দ্রব্য নিসিন্দাপত্রের রসে ভাবনা দিয়া ১॥০ দেড় রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান উষ্ণ জল। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর, আম, অজীর্ণ, কামলা, পাণ্ডু ও জঠররোগ নাশ হয়। ইহা বিরেচক।

রসমঙ্গলোক্তো জ্বরমুরারিরসঃ।

শুদ্ধসূতং শুদ্ধগন্ধং বিষঞ্চ দরদং পৃথক্।
কর্ষপ্রমাণং কর্ষার্দ্ধং লবঙ্গং মরিচং পলম্॥
শুদ্ধং কনকবীজঞ্চ পলদ্বয়মিতং তথা।
ত্রিবৃতা কর্ষমেকঞ্চ ভাবয়েদ্দন্তিকাদ্রবৈঃ॥
সপ্তধা চ ততঃ কার্য্যা গুড়ী গুঞ্জামিতা শুভা।
জ্বরমুরারিনামায়ং রসো জ্বরকুলান্তকঃ॥
অত্যন্তাজীর্ণপূর্ণে চ জ্বরে বিষ্টম্ভসংযুতে।
সর্ব্বাঙ্গগ্রহণীগুল্মে চামবাতেঽম্লপিত্তকে॥
কাসে শ্বাসে যক্ষ্মরোগেঽপ্যুদরে সর্ব্বসম্ভবে।
গৃধ্রস্যাং সন্ধিমজ্জস্থে বাতে শোথে চ দুস্তরে।
অষ্টাদশ কুষ্ঠরোগে সিদ্ধ গহন-নির্ম্মিতঃ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ ও হিঙ্গুল, প্রত্যেক ½ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, মরিচ ১ এক পল, ধুতুরাবীজ ১৬ তোলা, (মতান্তরে জয়পালবীজ ১৬ তোলা), তেউড়ী ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দন্তীর ক্বাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর, অজীর্ণ, বিনষ্ট ও আমবাত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীজ্বরমুরারিঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং ব্যোষং টঙ্গনং নাগরাভয়া।
জয়পাল সমাযুক্তঃ সদ্যোজ্বরনিবারকঃ॥
(সর্ব্বচূর্ণসমং জয়পালচূর্ণম্। সর্ব্বং পিষ্ট্বা কলায়প্রমাণা বটী কার্য্যা।)

হিঙ্গুল, বিষ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, সোহাগার খই, শুঁঠ ও হরীতকী প্রত্যেক ১ তোলা, জয়পাল ৮ তোলা একত্র চূর্ণ করিয়া জলে পেষণ করিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সদ্যো জ্বর নিবৃত্ত হয়। অনুপান আদার রস ও মধু।

জ্বরকেশরী।

শুদ্ধসূতং বিষং ব্যোষং গন্ধং ত্রিফলমেব চ।
জয়পালং সমং সর্ব্বৈর্ভৃঙ্গতোয়েন মর্দ্দয়েৎ॥
গুঞ্জামাত্রা বটী কার্য্যা বালানাং সর্ষপাকৃতিঃ।
সিতয়া চ সমং পীতা পিত্তজ্বরবিনাশিনী॥
মরিচেন প্রযুক্তা সা সন্নিপাতজ্বরাপহা।
পিপ্পলীজীরকাভ্যাঞ্চ দাহ জ্বর বিনাশিনী।
জ্বরকেশরিনামায়ং রসো জ্বরকুলান্তকঃ॥

পারদ, বিষ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, গন্ধক, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেক ১ ভাগ এবং সর্ব্বসমান জয়পাল ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। বালকের পক্ষে সর্ষপপ্রমাণ। পিত্তজ্বরে চিনির সহিত, সন্নিপাতে মরিচের সহিত এবং দাহজ্বরে পিঁপুল ও জীরার সহিত সেব্য।

জ্বরভৈরবো রসঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা টঙ্গ বিষ গন্ধক পারদম্।
জৈপালঞ্চ সমং মর্দ্দ্যং দ্রোণপুষ্পীরসৈর্দিনম্॥
তাম্বূলেন প্রতি সমং খাদেদ্গুঞ্জামিতাং বটীম্।
মুদ্গযূষং শিখরিণী পথ্যং দেয়ং প্রযত্নতঃ॥
নবজ্বরং ত্রিদোষোত্থং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্।
দিনৈকেন নিহন্ত্যাশু রসোঽয়ং জ্বরভৈরবঃ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, সোহাগার খই, বিষ, গন্ধক, পারদ ও জয়পাল প্রত্যেক সমভাগ লইয়া দ্রোণপুষ্পের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া এক ১ রতি প্রমাণ বটিকা

করিবে। তাম্বূলের সহিত সেবনীয়। *পথ্য মুগের ডাউল ও দ্রাক্ষা প্রভৃতি।* ইহাদের দ্বারা সান্নিপাতিক প্রভৃতি বহুবিধ জ্বর নিবারিত হয়।

বিদ্যাধরো রসঃ।

রসো গন্ধস্তাম্রং ত্রিকটু কটুকা টঙ্গন বরা
ত্রিবৃদ্দন্তী হেম দ্যুতিমণি বিষমেতৎ সমমিদম্।
সমস্তৈস্তুল্যং স্যাদ্ বিমল জয়পালোত্তবরজঃ
ততঃ স্নুক্‌ক্ষীরেণ প্রগুণমৃদিতং দন্তিসলিলৈঃ॥
দ্বিগুঞ্জাস্য প্রোঢ়ং জয়তি বটিকা সামসকলম্
জ্বরং পাণ্ডুং গুল্মং গ্রহণী গুদকীলোত্তবরুজঃ।
মরুচ্ছূনা জীর্ণং প্রবলমপি সামং ক্রিমিগদম্
বিবন্ধং প্লীহানং যকৃতমপি বিদ্যাধররসঃ॥

রস, গন্ধক, তাম্র, ত্রিকটু, কটুকী, সোহাগার খই, ত্রিফলা, তেউড়ী, দন্তীবীজ, ধুস্তূরাবীজ, আকন্দমূল ও বিষ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে এবং চূর্ণসমষ্টির তুল্য জয়পালচূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সিজের আটা ও দন্তীর কাথে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২ দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সামজ্বর ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ নষ্ট করে।

পঞ্চাননো রসঃ।

শম্ভোঃ কণ্ঠবিভূষণং সমরিচং
দৈত্যেন্দ্র রক্তং রবিঃ
পক্ষৌ সাগরলোচনং শশি-
যুগং ভাগোঽর্কসংখ্যান্বিতঃ।
খল্লে তৎ পরিমর্দ্দিতং
রবিজতৈলৈর্দ্দ্বৈকমাত্রং দদেৎ
সিদ্ধোঽয়ং জ্বরদন্তিদর্পদলনঃ
পঞ্চাননাখ্যো রসঃ॥
পথ্যঞ্চ দেয়ং দধিভক্তকঞ্চ
সিন্ধূত্থ পথ্যা মধুনা সমেতম্।
গন্ধানুলেপো হিমতোয়পানং
দুগ্ধঞ্চ দেয়ং শুভ দাড়িমঞ্চ॥

বিষ ২ তোলা, মরিচ ৪ চারি তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, হিঙ্গুল ১ তোলা, তাম্র ২ দুই তোলা, সমুদায়ে ১২ তোলা দ্রব্য আকন্দমূলের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রবল জ্বর নাশ হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া শীতক্রিয়াদি কর্ত্তব্য। অনুপান সৈন্ধবলবণ, হরীতকী ও মধু। পথ্য দধিযুক্ত অন্ন, গন্ধানুলেপন, শীতল জল পান, দুগ্ধ ও দাড়িম।

চন্দ্রশেখরো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং মরিচং টঙ্গনং তথা।
চতুস্তুল্যা সিতা যোজ্যা মৎস্যপিত্তেন ভাবয়েৎ।
ত্রিদিনং মর্দ্দয়েত্তেন রসোঽয়ং চন্দ্রশেখরঃ।
দ্বিগুঞ্জমার্দ্রকদ্রাবৈর্দেয়ং শীতোদকং হ্যনু।
তক্রভক্তঞ্চ বৃন্তাকং পথ্যং তত্র প্রদাপয়েৎ।
ত্রিদিনাৎ শ্লেষ্মপিত্তোত্থমত্যুগ্রং নাশয়েজ্জ্বরম্॥

রস ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, সোহাগার খই ২ ভাগ, চিনি ৭ ভাগ এই সকল দ্রব্য রোহিতমৎস্যের পিত্তে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান আদার রস। ঔষধ সেবন করাইয়া শীতল জল পান করাইবে। পথ্য তক্রযুক্ত অন্ন প্রভৃতি। এই ঔষধ

সেবন করিলে তিন দিনে ঘোরতর পিত্ত-শ্লেষ্ম জ্বর উপশমিত হয়।

অর্দ্ধনারীশ্বরো রসঃ।

রসং গন্ধামৃতঞ্চৈব সমং শুদ্ধঞ্চ টঙ্গনম্।
মর্দ্দয়েৎ খল্লমধ্যে তু যাবৎ স্যাৎ কজ্জলপ্রভম্॥
নকুলারিমুখে ক্ষিপ্ত্বা মৃদা সংবেষ্টয়েদ্বহিঃ।
স্থাপয়েন্মৃণ্ময়ে পাত্রে উর্দ্ধাধো লবণং ক্ষিপেৎ॥
ভাণ্ডবক্ত্রং নিরুধ্যাথ চতুর্যামং হঠাগ্নিনা।
স্বাঙ্গশৈত্যং সমুদ্ধৃত্য খল্লে কৃত্বা তু কজ্জলীম্॥
গুঞ্জামাত্রং প্রদাতব্যং নস্যকর্ম্মণি যোজয়েৎ।
বামভাগে জ্বরং হন্তি তৎক্ষণাল্লোককৌতুকম্।
কুর্য্যাদ্দক্ষিণভাগেন চারোগ্যং নিশ্চিতং ভবেৎ।
গোপ্যাদ্গোপ্যতমং প্রোক্তং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।
অর্দ্ধনারীশ্বরো নাম রসোঽয়ং কথিতো ভুবি॥

রস, গন্ধক, বিষ ও সোহাগার খই খলে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলবৎ করিবে। পরে ঐ কজ্জলী কৃষ্ণসর্পের মুখে পূরিত করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপন পূর্ব্বক মৃত্তিকাভাণ্ডে স্থাপিত করিবে। উহার অধোভাগে ও উর্দ্ধভাগে লবণ প্রক্ষেপ-পূর্ব্বক ভাণ্ড আবৃত করিয়া প্রবল অগ্নিতে ৪ প্রহর ক্রমাগত পাক করিবে। শীতল হইলে খলে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিতে হইবে। ইহা নস্যার্থ ব্যবহার্য্য। ইহার নস্য প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ বামাঙ্গের জ্বর দূরীকৃত হয়, ইহা বড় আশ্চর্য্য। পরে দক্ষিণ অঙ্গের জ্বরও আরোগ্য হয়। ইহা অতি গোপনীয় মহৌষধ।

মৃতসঞ্জীবনো রসঃ।

হিঙ্গুলভাগাশ্চত্বারো জৈপালস্য ত্রয়ো মতাঃ।
দ্বৌ ভাগৌ টঙ্গনস্যাপি ভাগৈকমমৃতস্য চ॥
তৎ সর্ব্বং মর্দ্দয়েৎ শ্লক্ষ্ণং শুষ্কং যামং ভিষগ্বরঃ।
শৃঙ্গবেরাম্বুনা মর্দ্দ্যাং ব্যোষচিত্রকসৈন্ধবৈঃ॥
যামদ্বয়মিতস্তাপো হরত্যেব ন সংশয়ঃ।
ঘনসারসসারেণ চন্দনেন বিলেপনম্॥
বিদধ্যাৎ কাংস্যপাত্রেণ বীজয়েদ্রোগিণং ভিষক্।
শাল্যন্নং তক্রসহিতং ভোজয়েদিন্দুসংযুতম্॥
সন্নিপাতে মহাঘোরে ত্রিদোষে বিষমজ্বরে।
আমবাতে বাতগুল্মে শূলে প্লীহ্নি জলোদরে॥
শীতপূর্ব্বে দাহপূর্ব্বে বিষমে সন্ততজ্বরে।
অগ্নিমান্দ্যে চ বাতে চ প্রযোজ্যোঽয়ং রসোত্তমঃ।
মৃতসঞ্জীবনো নাম বিখ্যাতো রসসাগরে॥

হিঙ্গুল ৪ তোলা, জয়পাল ৩ তোলা, সোহাগার খই ২ তোলা ও বিষ ১ তোলা আদার রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া ১ রত্তি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান চিতার রস, ত্রিকটু ও সৈন্ধবলবণ চূর্ণ। এই ঔষধ সেবনে দুই প্রহরের মধ্যে জ্বর নিবৃত্ত হয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া চন্দনলেপনাদি শীতক্রিয়া করিবে।

শ্রীরসরাজঃ।

ভাগৈকং রসরাজস্য ভাগশ্চ হৈমমাক্ষিকঃ।
ভাগদ্বয়ং শিলায়াশ্চ গন্ধকস্য ত্রয়ো মতাঃ॥
তালকাষ্টাদশ ভাগাঃ শুদ্ধং স্যাদ্ভাগপঞ্চকম্।
ভল্লাতকাৎ ত্রয়ো ভাগাঃ সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ॥
বজ্রীক্ষীরপ্লুতং কৃত্বা দৃঢ়ে মৃণ্ময়ভাজনে।
বিধায় সুদৃঢ়াং মুদ্রাং পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্॥
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য খল্লয়েৎ সুদৃঢ়ং পুনঃ।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ং চাস্য পর্ণখণ্ডেন দাপয়েৎ॥
রসরাজঃ প্রসিদ্ধোঽয়ং জ্বরমষ্টবিধং জয়েৎ॥

রস ১ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, মনঃশিলা ২ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, হরিতাল ১৮ ভাগ, তাম্র ৫ ভাগ ও ভেলা ৩ ভাগ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করতঃ সিজের আটায় মর্দ্দিত করিয়া হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া শরার দ্বারা হাঁড়ীর মুখ আচ্ছাদন করিয়া উত্তমরূপে প্রলেপ দিবে। ঐ স্থালী চুল্লীতে স্থাপনপূর্ব্বক ক্রমাগত ৪ প্রহর জ্বাল দিবে। শীতল হইলে ঔষধ মর্দ্দন করিয়া লইবে। ৪ রতি পরিমাণে পানের সহিত খাইতে দিবে। ইহাতে অষ্টবিধ জ্বর নিবৃত্ত হয়।

মুদ্রাঘোটকো রসঃ।

পারদো গন্ধকশ্চৈব ত্রিক্ষারং লবণত্রয়ম্।
গুগ্গুলুর্বৎসনাভঞ্চ প্রত্যেকন্তু দ্বিমাষিকম্॥
কৃষ্ণোন্মত্তজটানীরৈর্ভাবয়েৎ সপ্তবারকম্।
গোক্ষুরেন্দ্রকমারীষ করঞ্জ চিত্র তেজিকা॥
ভুকুরুবকলতাভিশ্চ ত্রিফলাবৃহতীরসৈঃ।
মৃদিত্বা বটিকা কার্য্যা কৃষ্ণলাফলসন্নিভা।
ততো বটীদ্বয়ং দত্ত্বা যত্নেঃ পাট্যাদিভির্বৃতঃ।
রসঃ সর্ব্বজ্বরং হন্তি ক্ষণমাত্রান্ন সংশয়ঃ॥

পারদ, গন্ধক, সাচিক্ষার, যবক্ষার, সোহাগা, সৈন্ধব, বিট, সচললবণ, গুগ্গুল্ ও বিষ প্রত্যেক ২ মাষা লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। পশ্চাৎ কৃষ্ণধুতুরামূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া এবং গোক্ষুর, ইন্দ্রযব, কাঁটানটে, ডহরকরঞ্জবীজ, চিতামূল, লতাফট্কী, ভূমিঝিণ্টী, ত্রিফলা ও বৃহতীর ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ২ বটী আদার রসে মাড়িয়া সেবন করাইবে। ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর গাত্রে বস্ত্রাদি আচ্ছাদন করিয়া দিবে। ইহাতে শীঘ্র জ্বর নিবারণ হয়।

শীতারিরসঃ।

পারদং গন্ধকং টঙ্কং শুল্বং চূর্ণং সমং সমম্।
পারদাদ্ দ্বিগুণং দেয়ং জৈপালং-তুষবর্জ্জিতম্॥
সৈন্ধবং মরিচং চিঞ্চাত্বগ্ভস্ম শর্করাপি চ।
প্রত্যেকং সূততুল্যং স্যাজ্জম্বীরৈর্মর্দ্দয়েদ্দিনম্॥
দ্বিগুঞ্জং তপ্ততোয়েন বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ।
রসঃ শীতারিনামায়ং শীতজ্বরহরঃ পরঃ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খই ১ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, জয়পাল ২ ভাগ, সৈন্ধবলবণ ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, তেঁতুলছাল ভস্ম ১ ভাগ ও শর্করা ১ ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র জম্বীর রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান উষ্ণ জল। ইহা সেবন করিলে বাতশ্লেষ্ম জ্বর ও শীতজ্বর উপশমিত হয়।

পর্ণখণ্ডেশ্বরঃ।

সমাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে রসং গন্ধং শিলাং বিষম্।
নিগুণ্ডীস্বরসৈর্ভাব্যং ত্রিবারং চার্দ্রকদ্রবৈঃ।
গুঞ্জৈকং ভক্ষয়েৎ পর্ণৈর্জ্বরং হন্তি মহাদ্ভুতম্।

রস, গন্ধক, মনঃশিলা ও বিষ প্রত্যেক ১ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া নিসিন্দা পত্র-রসে ও আদার রসে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। পানের সহিত সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

শীতভঞ্জী রসঃ।

পারদং রসকং তালং তুত্থং টঙ্গন গন্ধকম্।
সর্ব্বমেতৎ সমং শুদ্ধং কারবেল্যা রসৈর্দিনম্॥
মর্দ্দয়েত্তেন কল্কেন তাম্রপাত্রোদরং লিপেৎ।
অঙ্গুল্যর্দ্ধার্দ্ধমানেন তং পচেৎ সিকতাহ্বয়ে॥
যন্ত্রে যাবৎ স্ফুটন্ত্যেব ব্রীহয়স্তস্য পৃষ্ঠতঃ।
তাম্রপাত্রং সমুদ্ধৃত্য চূর্ণয়েন্মরিচৈঃ সহ॥
শীতভঞ্জী রসো নাম দ্বিগুঞ্জো বাতিকে জ্বরে।
দাতব্যঃ পর্ণখণ্ডেন মুহূর্ত্তান্নাশয়েজ্জ্বরম্॥

(অত্র রসকং খর্পরম্। শুদ্ধতাম্রং ষট্তোলকং তেন নির্ম্মিতং তাম্রখল্লং প্রত্যেকং তোলকমিতেন পারদাদিষড়্দ্রব্যেণ লিপ্তমধোমুখং কৃত্বা স্থাল্যাং সংস্থাপ্য পাত্রান্তরেণাচ্ছাদ্য উপরি বালুকাভিঃ স্থালীং পরিপূর্য্য তদুপরি ব্রীহীন্ দত্ত্বা চুল্ল্যাং নিবেশ্য তাবদগ্নিজ্বালা দাতব্যা যাবদ্ব্রীহয়ো ন স্ফুটন্তি স্ফুটিতেষু তেষু ব্রীহিষু রসঃ সিদ্ধো ভবতি। পশ্চাৎ মরিচচূর্ণং ষট্তোলং সর্ব্বমেকীকৃত্য চূর্ণয়িত্বা অস্য দ্বিগুঞ্জং পর্ণখণ্ডেন সহ ভক্ষয়েদিত্যুপদেশঃ।)

৬ তোলা পরিমিত বিশুদ্ধ তাম্রে একটী খল প্রস্তুত করাইবে। অনন্তর পারদ, খর্পর, হরিতাল, তুঁতে, সোহাগার খই ও গন্ধক এই ছয় দ্রব্য প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে লইয়া করলাউচ্ছেপত্র রসে মর্দ্দন করিয়া তদ্দারা পূর্ব্বোক্ত তাম্র খলের উপরি ভাগ লিপ্ত করিবে। পশ্চাৎ ঐ খল একটী হাঁড়ীর মধ্যে অধোমুখে স্থাপন করিয়া তাহার উপরিভাগে অপর একটী হাঁড়ী ঢাকা দিয়া বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া উপরিভাগে কতকগুলি ধান্যাদি নিক্ষেপ করিবে। পরে উহা চুল্লীর উপর স্থাপন করিয়া জ্বাল দিবে, উপরের হাঁড়ীর ধান্য সকল ফুটিলে চুল্লী হইতে উহা নামাইয়া ঔষধ উদ্ধার করিয়া উহার সহিত ৬ তোলা মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ২ রতি পরিমাণে পানের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে বাতিকজ্বর নষ্ট হয়।

মধ্যজ্বরাঙ্কুশো রসঃ।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং কর্ষমাণং নয়েদ্বুধঃ।
মহৌষধং টঙ্গনঞ্চ হরিতালং তথা বিষম্॥
রসার্দ্ধং মর্দ্দয়েৎ খল্লে ভৃঙ্গরাজরসেন তু।
ত্রিদিনং ভাবনাং দত্ত্বা চতুর্থে বটিকাং ততঃ॥
কুর্য্যাচ্চণকমাত্রাঞ্চ পিপ্পলী মধু সংযুতঃ।
মধ্যজ্বরাঙ্কুশো নাম বিষমজ্বরনাশনঃ॥
(মহৌষধাদীনাং চতুর্ণাং প্রত্যেকং রসার্দ্ধং)

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, সোহাগার খই ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা ও বিষ ১ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া চতুর্থ দিবসে ছোলার ন্যায় বটিকা করিবে। পিঁপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবনীয়। ইহা দ্বারা বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশঃ।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং মরিচং নাগরং কণা।
ত্বচং জৈপালকং কুষ্ঠং ভূনিম্বং মুস্তকং পৃথক্॥
চূর্ণয়িত্বা সমাংশন্তু কজ্জল্যা সহ মেলয়েৎ।
নিগুণ্ড্যাঃ স্বরসে চাপি আর্দ্রকস্য রসে তথা॥
ভাবনাং কারয়িত্বা তু বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
বটিকাং ভক্ষয়িত্বা তু বস্ত্রবেষ্টঞ্চ কারয়েৎ।
সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশো নাম সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ।
পৃথগ্দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্॥

প্রাকৃতং বৈকৃতং বাপি বাতশ্লেষ্মকৃতঞ্চ যম্।
অন্তর্গতং বহিঃস্থঞ্চ নিরামং সামমেব বা ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥

পারদ. ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে। পরে মরিচ, শুঁঠ, পিঁপুল, গুড়ত্বক্, জয়পাল, কুড়, চিরাতা ও মুতা প্রত্যেক পারদের সমান পরিমাণে লইয়া কজ্জলীর সহিত মিলিত করিয়া নিসিন্দাপত্র রস ও আদার রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর গাত্র, বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত করিয়া দিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশঃ।

পারদং গন্ধকং তাম্রং হিঙ্গুলং তালমেব চ।
লৌহং বঙ্গং মাক্ষিকঞ্চ খর্পরঞ্চ মনঃশিলা ॥
স্বর্ণমভ্রং গৈরিকঞ্চ টঙ্গনং রূপ্যমেব চ।
সর্ব্বাণ্যেতানি তুল্যানি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ ॥
জম্বীর তুলসী চিত্র বিজয়া তিন্তিড়ীরসৈঃ।
এভির্দিনত্রয়ং রৌদ্রে নির্জ্জনে খল্লগহ্বরে ॥
চণমাত্রাং বটীং কৃত্বা চ্ছায়াশুষ্কান্তু কারয়েৎ।
মহাগ্নিজননী চৈষা সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী ॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব চিরকালসমুদ্ভবম্।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্রিদোষপ্রভবং জ্বরম্ ॥
চাতুর্থকং তথাত্যুগ্রং জলদোষসমুদ্ভবম্।
সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিজ্জ্বরনাশায় ভেষজম্।
মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম রসোঽয়ং মুনিভাষিতঃ ॥
(মৃতাভ্রকং গৈরিকঞ্চ টঙ্গনং দন্তিবীজকং।
ইতি পাঠান্তরং।)

পারদ, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা, স্বর্ণ, অভ্র, গেরিমাটী, সোহাগা ও রূপা (মতান্তরে অভ্র গেরিমাটী, সোহাগা ও দন্তীবীজ) এই সকল দ্রব্য সমভাগে মর্দ্দন করিয়া গোঁড়ালেবুর রস তুলসীপত্র রস, চিতাপত্রের রস, সিদ্ধিপত্র রস, তেঁতুলপত্রের রস এই সকল রস দ্বারা ৩ দিন ভাবনা দিয়া ও ছায়ায় শুষ্ক করিয়া ছোলার ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি ও সকল প্রকার জ্বর নিবৃত্ত হয়।

জ্বরাঙ্কুশঃ।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং বীজং কনকসম্ভবম্।
মহৌষধং টঙ্গনঞ্চ হরিতালং তথা বিষম্ ॥
ভৃঙ্গরাজাম্ভসা সর্ব্বং মর্দ্দয়িত্বা বটীং চরেৎ।
গুঞ্জাপ্রমাণাং খাদেৎ তাং যথাদোষানুপানতঃ ॥
এষ জ্বরাঙ্কুশো নাম্না বিষমজ্বরনাশনঃ।
জ্বরাতিসারং মন্দাগ্নিং নাশয়েচ্চাবিকল্পতঃ ॥

পারদ, গন্ধক, ধুতুরাবীজ, শুঁঠ, সোহাগার খই, হরিতাল ও বিষ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ভীমরাজের রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা যথাযোগ্য অনুপান সহ সেব্য। ইহা বিষমজ্বরে প্রশস্ত।

চিন্তামণিরসঃ।

রসং গন্ধং মৃতং তাম্রং মৃতমভ্রং ফলত্রিকম্।
ত্র্যূষণং দন্তিবীজঞ্চ সমং খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ ॥
দ্রোণপুষ্পীরসৈর্ভাব্যং শুষ্কং তদ্রূপপালিতম্।
চিন্তামণিরসো হ্যেষ অজীর্ণে শস্যতে সদা ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সর্ব্বশূলনিসূদনঃ ॥
গুঞ্জৈকং বা দ্বিগুঞ্জং বা দেয়মার্দ্রকবারিণা ॥

রস, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ ও দন্তীবীজ এই সকল দ্রব্য সমভাগে মর্দ্দন করিয়া ঘণ্টাঘসিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ও ছায়ায় শুষ্ক করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে অজীর্ণ, শূল ও অষ্টবিধ জ্বর নষ্ট হয়। অনুপান আদার রস। এক বা দুই বটিকা সেবনীয়।

পানীয়বটিকা।

শুদ্ধঃ সূতো গন্ধকশ্চ হরিতালং সমাংশকম্।
বিষায়স্কান্ত নিম্বানাং প্রত্যেকঞ্চ দ্বিভাগিকম্॥
শেফালীদলজৈঃ ক্বাথৈগুড়ূচীপর্পটোদ্ভবৈঃ।
ভাবয়িত্বা ততঃ কার্য্যা গুঞ্জাত্রয়মিতা বটী॥
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং শীতলং সলিলং হ্যনু।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা॥
প্লীহানং যকৃতং শোথং পাণ্ডুঞ্চ সহলীমকম্।
পানীয়বটিকা হ্যেষা প্রথিতা পৃথিবীতলে॥
(বিষা অতিবিষা)

শোধিত পারদ, গন্ধক ও হরিতাল প্রত্যেক সমভাগ এবং আতইচ, অয়স্কান্ত ও নিমছাল, ইহাদের প্রত্যেক ২ ভাগ। শেফালী, গুলঞ্চ ও ক্ষেতপাপড়ার কাথে প্রত্যেক ৭ বার ভাবনা দিয়া ৩ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা শীতল জলের সহিত সেবন করিলে সাধ্য বা অসাধ্য অষ্টপ্রকার জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, পাণ্ডু ও হলীমক রোগ নিবারিত হয়।

ত্রিলোচনবটী।

বারিণা মর্দ্দয়েত্তালং সীসকং মরিচং বিষম্।
মুদ্গমাত্রা বটী কার্য্যা জলেন সিতয়া সহ॥
দ্বিমুহূর্ত্তান্তরং দদ্যাৎ ক্রমেণ বটিকাত্রয়ম্।
ত্রিলোচনবটী হ্যেষা পর্য্যায়জ্বরনাশিনী॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু প্রযুক্তা জ্বরমার্দ্দবে॥

হরিতাল, সীসক (শ্বেত ভস্ম), মরিচ ও বিষ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জলে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মুদ্গপ্রমাণ বটিকা করিবে। জ্বরের মগ্নাবস্থায় এক একটী করিয়া ৪ দণ্ড অন্তর ক্রমান্বয়ে ৩টী বটিকা প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়। ইহা পালাজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জ্বরারিরসঃ।

রস গন্ধক কাশীশ ত্রায়মাণাতিবিষাভয়াঃ।
চম্পকত্বক্ চ সর্ব্বাণি সর্বতিক্তারসৈর্দিনম্॥
মর্দ্দয়িত্বা বটী কার্য্যা রক্তিকাদ্বয়সম্মিতা।
আর্দ্রকস্বরসেনাথ দাপয়েজ্জ্বরশান্তয়ে॥
রসৈর্বা বহুমঞ্জর্য্যাঃ কেবলেন জলেন বা।
নবজ্বরং মহাঘোরং বাতপিত্তকফোদ্ভবম্॥
সোপদ্রবং ত্রিদোষোত্থং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্।
জ্বরারিরসনামাসৌ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

পারদ, গন্ধক, হিরাকস, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, আতইচ, হরীতকী ও চাঁপার ছাল, প্রত্যেক সমভাগ। ইহাদিগকে কালমেঘের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা

আদার রস বা তুলসীপত্রের রস অথবা কেবল জল দ্বারা সেবন করিলে বাতিকাদি সর্ব্বপ্রকার প্রবল নবজ্বর এবং উপদ্রবযুক্ত ত্রিদোষোত্থ যাবতীয় জীর্ণ ও বিষমজ্বর দূরীভূত হয়।

বাতশ্লেষ্মান্তকো রসঃ।

পঞ্চকোলং প্রবালঞ্চ পারদঞ্চাভ্রকং তথা।
আর্দ্রকস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েদতিযত্নতঃ॥
গুঞ্জাদ্বয়ং প্রদাতব্যং নাগবল্লীরসৈর্যুতম্।
বাতশ্লেষ্মজ্বরহরো বাতশ্লেষ্মান্তকো রসঃ।
বাতজং পিত্তজং শ্লৈষ্মং দ্বিদোষজমপি ক্ষণাৎ।
সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, প্রবাল, রসসিন্দূর ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগ। ইহাদিগকে আদার রসে অতি যত্নপূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমিত বটী করিবে। ইহা পানের রসের সহিত সেবিত হইলে, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও দ্বন্দ্বজাদি সর্ব্বপ্রকার জ্বর প্রশমিত হয়। এই বাতশ্লেষ্মান্তক রস বাতশ্লেষ্মজ্বরের মহৌষধ।

ত্র্যাহিকারিরসঃ।

রস গন্ধ শিলা তালং সর্ব্বৈরতিবিষা সমা।
রসস্তু দ্বিগুণং লৌহং রৌপ্যং লৌহার্দ্ধসম্মিতম্॥
পিচুমর্দ্দরসেনাপি বিষ্ণুক্রান্তারসেন চ।
সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য বটিকাঃ কুর্য্যাদ্‌গুঞ্জাত্রয়োন্মিতাঃ॥
ভক্ষ্যাদতিবিষাকাথসংযুতোঽয়ং রসোত্তমঃ।
ত্র্যাহিকাদীন্ জ্বরান্ সর্ব্বান্ রক্ষাংসীব রঘূদ্বহঃ।

পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, হরিতাল প্রত্যেক ১ ভাগ, আতইচ ৪ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ ও রৌপ্য অর্দ্ধ ॥০ ভাগ এই সমুদায় দ্রব্য নিমছালের রসে ও অপরাজিতাপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। আতইচের কাথের সহিত সেব্য। ইহা ত্র্যাহিকাদি জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চাতুর্থকারিরসঃ।

রস গন্ধক লৌহাভ্র হরিতালং সমাংশকম্।
রসার্দ্ধপ্রমিতং হেম সর্ব্বং খল্লোদরে ক্ষিপেৎ॥
কৃষ্ণধুস্তূরপয়সা মুনিপুষ্পরসেন চ।
ভাবয়িত্বা বটী কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ॥
চম্পকদ্রবযোগেন সেবিতোঽয়ং রসেশ্বরঃ।
চাতুর্থকাদীন্ নিখিলান্ নিহন্যাদ্ বিষমজ্বরান্॥
(ত্র্যাহিকারিশ্চাতুর্থকারিশ্চ রসৌ জ্বরবিরতৌ প্রযোজ্যাবিতি বৃদ্ধাঃ।)

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও হরিতাল প্রত্যেক ১ ভাগ, স্বর্ণ অর্দ্ধ ॥০ ভাগ এই সমুদায় কৃষ্ণধুতূরা ও বকপুষ্পের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। চাঁপাছালের রসের সহিত সেবনীয়। ইহাতে চাতুর্থকাদি বিষমজ্বর সমস্ত বিনষ্ট হয়।

ত্র্যাহিকারি ও চাতুর্থকারি রস জ্বরের বিরামাবস্থায় প্রযোজ্য।

বিশ্বেশ্বরো রসঃ।

পারদং রসকং গন্ধং তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্রসে।
অশ্বত্থজে ত্র্যহং পশ্চাদ্রসে কোলকমূলজে॥
নিদিগ্ধিকারসে কাকমাচিকায়া রসে তথা।
দ্বিগুঞ্জাং বা ত্রিগুঞ্জাং বা গোক্ষীরেণ প্রদাপয়েৎ।
রাত্রিজ্বরং নিহন্ত্যাশু নাম্না বিশ্বেশ্বরো রসঃ॥
(রসকং খর্পরম্। রাত্রিজ্বরে প্রশস্তোঽয়ং রসঃ।)

পারদ, খর্পর ও গন্ধক সমভাগে লইয়া অশ্বত্থমূলের রসে, কুলমূলের রসে, কণ্টকারীর রসে ও কাকমাচীর রসে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান গব্য দুগ্ধ। ইহাতে রাত্রিজ্বর নিবারণ হয়।

বিক্রমকেশরী রসঃ।

শুদ্ধমেকং দ্বিধা তাম্রং মর্দ্দয়েদ্‌বিধিবদ্‌ভিষক্।
পশ্চাদ্বিষং রসং গন্ধং মেলয়িত্বা তু ভাবয়েৎ॥
একবিংশতিবারাংশ্চ নিম্পাকবল্কলদ্রবৈঃ।
রসঃ সিদ্ধঃ প্রদাতব্যো গুঞ্জামাত্রো জ্বরান্তকৃৎ॥
সর্ব্বজ্বরহরঃ খ্যাতো রসো বিক্রমকেশরী॥

রৌপ্য ১ তোলা ও তাম্র ২ তোলা, উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া তাহাতে বিষ, রস ও গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। পশ্চাৎ লেবুমূলের বল্কলের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

জ্বরকালকেতুরসঃ।

রসং বিষং গন্ধক তাম্রকঞ্চ
মনঃশিলাক্ষর তালকঞ্চ।
বিমর্দ্দ্য বজ্রীপয়সা সমাংশং
গণাহ্বয়ং তত্র পুটং বিদধ্যাৎ॥
দ্বিগুঞ্জমস্যৈব মধুপ্রযুক্তং
জ্বরং নিহন্ত্যষ্টবিধং মহোগ্রম্।
পুরা ভবান্যৈ কথিতো ভবেন
নৃণাং হিতায় জ্বরকালকেতুঃ॥

পারদ, বিষ, গন্ধক, তাম্র, মনঃশিলা, ভেলা ও হরিতাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে সিজের আটায় মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু। ইহাতে অষ্টবিধ জ্বর নষ্ট হয়।

ত্রিপুরারিরসঃ।

হুতাশমুখসংশুদ্ধং রসং তাম্রঞ্চ গন্ধকম্।
লৌহমভ্রং বিষঞ্চৈব সর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাংশকম্॥
রসার্দ্ধং মৃতরূপ্যঞ্চ শৃঙ্গবেরাম্বুমর্দ্দিতম্।
দ্বিগুঞ্জং মধুনা দেয়ং সিতয়ার্দ্রকরসেন বা॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি বারিদোষভবং তথা।
প্লীহানমুদরং শোথমতীসারং বিনাশয়েৎ॥
রোগানেতান্ নিহন্ত্যাশু শঙ্করস্ত্রিপুরং যথা॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, তাম্র, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বিষ প্রত্যেক ১ তোলা, রূপাভস্ম অর্দ্ধ তোলা আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু, চিনি বা আদার রস। ইহাতে নানাপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

মেঘনাদো রসঃ।

তারং কাংস্যং মৃতং তাম্রং ত্রিভিস্তুল্যঞ্চ গন্ধকম্।
ক্বাথেন মেঘনাদস্য পিষ্ট্বা রুদ্ধা পুটে পচেৎ॥
ষড়্‌ভিঃ পুটৈর্ভবেৎ সিদ্ধো মেঘনাদো জ্বরাপহঃ।
ভক্ষিতঃ পর্ণখণ্ডেন বিষমজ্বরনাশনঃ॥
অস্য মাত্রা দ্বিগুঞ্জা স্যাৎ পথ্যং দুগ্ধৌদনং হিতম্।
নাগরাতিবিষা মুস্ত ভূনিম্বামৃত বৎসকৈঃ॥
সর্ব্বজ্বরাতিসারঘ্নং ক্বাথমস্যানুপায়য়েৎ।
তরুণং বা জ্বরং জীর্ণং তৃষ্ণাং দাহঞ্চ নাশয়েৎ॥

(তারমিত্যত্র আরমিতি, ক্বাথেনেত্যত্র রসেনেতি, মেঘনাদস্যেত্যত্র তণ্ডুলীয়স্য ইতি চ পাঠান্তরম্।)

রূপা, মতান্তরে পিতল, কাঁসা ও তাম্র প্রত্যেক ১ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা তিতরাজের মূলের ছালের ক্বাথে মাড়িয়া ৬ বার গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। পানের সহিত সেবনীয়। ইহাতে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। পথ্য দুগ্ধান্ন।

জ্বরাতিসারে শুঠী, আতইচ, মুতা, চিরাতা, গুলঞ্চ ও কুড়চিছাল মিলিত ২ তোঁলা, অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথের সহিত ঔষধ "মেঘনাদ রস" সেবন করাইবে। ইহাতে তরুণজ্বর, জীর্ণজ্বর, তৃষ্ণা ও দাহ নিবৃত্ত হয়।

শীতারিরসঃ।

তালকং দরদোদ্ভূতঃ পারদো গন্ধকঃ শিলা।
ক্রমাস্ত্বাগার্দ্ধরহিতং কারবেল্লাম্বুমর্দ্দিতম্ ॥
ইদমস্য প্রমাণেন তাম্রপাত্রীং প্রলেপয়েৎ।
অধোমুখীং দৃঢ়ে ভাণ্ডে তাং নিরুত্থায় পূরয়েৎ ॥
চুল্ল্যাং বালুকয়া ঘস্রমেকং প্রজ্বালয়েদ্দৃঢ়ম্।
শীতে সংচূর্ণ্য গুঞ্জাস্য নাগবল্লীদলে স্থিতা ॥
ভক্ষিতা মরিচৈঃ সার্দ্ধং সমস্তান্ বিসমজ্বরান্।
দাহ শীতাদিকং হন্ত্যাৎ পথ্যং শাল্যোদনং পয়ঃ ॥

হরিতাল ৪ তোলা, হিঙ্গুলোত্থ পারদ ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, মনঃশিলা ৪ মাষা এই সমুদায় উচ্ছেপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া ৭॥০ তোলা পরিমিত তাম্র-খল্লের অভ্যন্তর ভাগ, উক্ত মর্দ্দিত ঔষধ দ্বারা লিপ্ত করিয়া কোন স্থালীর মধ্যে অধোমুখে ঐ খল স্থাপন করিয়া ক্ষুদ্র শরার দ্বারা খল আচ্ছাদন ও লেপন করিয়া বালুকা দ্বারা স্থালী পূর্ণ করিবে। অনন্তর স্থালীর মুখ শরার দ্বারা আচ্ছাদন ও লেপন করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমাগত প্রগাঢ় অগ্নিতে পাক করিবে। পরদিন প্রাতে শীতল হইলে অন্যান্য সমুদায় বস্তু ত্যাগ করিয়া কেবল তাম্র খল উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণিত ঔষধ হস্তিদন্তাদির দ্বারা নির্ম্মিত নলিকা মধ্যে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। মাত্রা ১ বা ২ রতি। ৫ রতি মরিচচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পানের সহিত চিবাইয়া খাইতে দিবে। ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ শীতল জল পান ব্যবস্থেয়।

স্বচ্ছন্দভৈরবো রসঃ।

সমভাগাংশ্চ সংগৃহ্য পারদামৃতগন্ধকান্।
জাতীফলস্য ভাগার্দ্ধং দত্ত্বা কুর্য্যাচ্চ কজ্জলীম্ ॥
সর্ব্বার্দ্ধং পিপ্পলীচূর্ণং খল্লয়িত্বা নিধাপয়েৎ।
গুঞ্জৈকং বা দ্বিগুঞ্জং বা নাগবল্লীদলৈঃ সহ ॥
আর্দ্রকস্য রসেনাপি দ্রোণপুষ্পীরসেন বা।
শীতজ্বরে সন্নিপাতে বিসূচ্যাং বিসমজ্বরে ॥
পীনসে চ প্রতিশ্যায়ে জ্বরেঽজীর্ণে তথৈব চ।
মন্দেঽগ্নৌ বমনে চৈব শিরোরোগে চ দারুণে ॥
প্রযোজ্যো ভিষজা সম্যগ্রসঃ স্বচ্ছন্দভৈরবঃ।
পথ্যং দধ্যোদনং দেয়ং বীক্ষ্য দোষবলাবলম ॥

পারদ ৪ মাষা, বিষ ৪ মাষা, গন্ধক ৪ মাষা, জায়ফল ২ মাষা, পিঁপুলচূর্ণ ৭ মাষা, উত্তমরূপে মর্দ্দনকরিয়া ১ বা ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান পানের রস, আদার রস বা ঘলঘসিয়া পাতার রস। দোষের বলাবল বিবেচনা

করিয়া পথ্য ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে শীতজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর ও বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

জ্বরারিরসঃ।

দরদ বলি রসানাং শুল্ব নাগাভ্রকাণাম্
শুভগ বিট শিলানাং সর্ব্বমেকত্র যোজ্যম্।
বিপিননৃপদলোথৈর্ভাবিতং শোষয়েত্তম্
দিবস দশ সমাপ্তৌ রক্তিকৈকাঞ্চ কুর্য্যাৎ॥
একৈকাং ভক্ষয়েদস্য চার্দ্রকস্য রসৈর্য্যুতাম্।
দন্তমাত্রো জ্বরং হন্তি জ্বরারিঃ স নিগদ্যতে॥
সর্ব্বশূলবিনাশী চ কফপিত্তবিনাশনঃ॥
(সর্ব্বমারগ্বধপত্ররসেন দশদিনং ভাবয়িত্বা গুঞ্জাপ্রমাণমার্দ্রকরসেন দেয়ম্।)

হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, তাম্র, সীসা, অভ্র, সোহাগা, বিট্‌লবণ ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া সোঁদালপাতার রসে ১০ দিন ভাবনা দিয়া ও শুষ্ক করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও শূল রোগ নষ্ট হয়।

জ্বরাশনিরসঃ।

রসং গন্ধং সৈন্ধবঞ্চ বিষং তাম্রং সমং ভবেৎ।
সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং তৎসমং চূর্ণমভ্রকম্।
লৌহে চ লৌহদণ্ডেন নিগুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ।
মর্দ্দয়েদ্‌যত্নতঃ পশ্চান্মরিচং সূততুল্যকম্॥
পর্ণেন সহ দাতব্যো রসো রক্তিকসম্মিতঃ।
কাসং শ্বাসং মহাঘোরং বিষমাখ্যং জ্বরং বমিম্॥
ধাতুস্থং প্রবলং দাহং জ্বরদোষং চিরোত্তবম্।
যকৃদ্‌গুল্মোদরপ্লীহশ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

রস, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, বিষ ও তাম্র, প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসম লৌহ, লৌহসম অভ্র একত্র লৌহখলে লৌহদণ্ড দ্বারা নিসিন্দাপত্ররসে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত পারদ সম মরিচচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে ধাতুস্থ বিষমজ্বর প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

জ্বরান্তকো রসঃ।

ভাস্করো গন্ধকঃ সর্ব্বো দেবী বিহঙ্গ তীক্ষ্ণকম্।
শোণিতং গগনঞ্চৈব পুষ্পকঞ্চ মহেশ্বরম্॥
ভূনিম্বাদিগণৈর্ভাব্যং মধুনা গুড়িকা দৃঢ়া।
চাতুর্থকং তৃতীয়ঞ্চ জ্বরং সন্ততকং তথা॥
আমজ্বরং ভূতকৃতং সর্ব্বজ্বরমপোহতি॥

(ভাস্করস্তাম্রঃ। সর্ব্বো রসঃ। দেবী সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা। বিহঙ্গং স্বর্ণমাক্ষিকম্। শোণিতং হিঙ্গুলম্। পুষ্পকং রসাঞ্জনম্। মহেশ্বরং সুবর্ণম্। তাম্রাদীনাং সমভাগচূর্ণং ভূনিম্বাদিক্বাথেন ভাবয়েৎ। ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশ দ্রব্যাণি সর্ব্বদ্রব্যতুল্যানি। অষ্টাংশাবশিষ্টং ক্বাথং কৃত্বা তেন দিনত্রয়ং বিভাব্য মধুনা বিমর্দ্দ্য লিহেৎ।)

তাম্র, গন্ধক, পারদ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, হিঙ্গুল, অভ্র, রসাঞ্জন ও স্বর্ণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ভূনিম্বাদির ক্বাথে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। তাম্রাদি সমুদায় দ্রব্যের সমান পরিমাণে লইয়া অষ্টগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথে ভাবনা দিবে। অনুপান মধু। ইহাতে নানাবিধ বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

শ্রীজয়মঙ্গলো রসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং টঙ্গনং তথা।
তাম্রং বঙ্গং মাক্ষিকঞ্চ সৈন্ধবং মরিচং তথা॥
সমং সর্ব্বং সমাহৃত্য দ্বিগুণং স্বর্ণভস্মকম্।
তদর্দ্ধং কান্তলৌহঞ্চ রৌপ্যভস্মাপি তৎসমম্॥
এতৎ সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাথ ভাবয়েৎ কনকদ্রবৈঃ।
শেফালীদলজৈশ্চাপি দশমূলরসেন চ॥
কিরাততিক্তকক্কাথৈস্ত্রিবারং ভাবয়েৎ সুধীঃ।
ভাবয়িত্বা ততঃ কার্য্যা গুঞ্জাদ্বয়মিতা বটী॥
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং জীরকং মধু সংযুতম্।
জীর্ণজ্বরং মহাঘোরং চিরকালসমুদ্ভবম্॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা।
পৃথগ্দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্॥
মেদোগতং মাংসগতমস্থিমজ্জগতং তথা।
অন্তর্গতং মহাঘোরং বহিস্থঞ্চ বিশেষতঃ॥
নানাদোষোদ্ভবঞ্চৈব জ্বরং শুক্রগতং তথা।
নিখিলং জ্বরনামানং হন্তি শ্রীশিবশাসনাৎ॥
জয়মঙ্গলনামায়ং রসঃ শ্রীশিবনির্ম্মিতঃ।
বলপুষ্টিকরশ্চৈব সর্ব্বরোগনিকৃন্তনঃ॥

হিঙ্গুলোত্থ রস, গন্ধক, সোহাগার খই, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব ও মরিচ প্রত্যেক ৪ মাষা, স্বর্ণ ১ তোলা, লৌহ ৪ মাষা, রূপা ৪ মাষা এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া ধুতুরাপত্রের রসে, শেফালীপত্ররসে, দশমূলের কাথে ও চিতার কাথে যথাক্রমে তিন বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান জীরকচূর্ণ ও মধু। জয়মঙ্গলরস সেবন করিলে নানাবিধ ধাতুস্থ জ্বর নষ্ট হয়। ইহা বিষম ও জীর্ণজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররসঃ।

মূর্চ্ছিতং রসকর্ষৈকং তদর্দ্ধং জারিতাভ্রকম্।
তারং তাপ্যঞ্চ রসজং রসকং তাম্রকং তথা॥
মৌক্তিকং বিদ্রুমং লৌহং গিরিজং গৈরিকং শিলা।
গন্ধকং হেমসারঞ্চ পলার্দ্ধঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
ক্ষীরাবী সুরবল্লী চ শোথঘ্নী গণিকারিকা।
ঝাটামলা জ্যোৎস্নিকা চ সতিক্তা তু সুদর্শনা॥
অগ্নিজিহ্বা পূতিতৈলা শূর্পপর্ণী প্রসারণী।
প্রত্যেকস্বরসং দত্ত্বা মর্দ্দয়েৎ ত্রিদিনাবধি॥
ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণতঃ।
মহাগ্নিকারকো রোগসঙ্করঘ্নঃ প্রয়োগরাট্॥
সন্ততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়ক চতুর্থকান্।
জ্বরান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥
কাসং শ্বাসং প্রমেহঞ্চ শোথং পাণ্ডুঞ্চ কামলাম্।
গ্রহণীং ক্ষয়রোগঞ্চ সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্।
জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্রঃ প্রথিতঃ পৃথিবীতলে॥

মূর্চ্ছিত রস ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, রূপা, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন, খর্পর, তাম্র, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, গেরিমাটী, মনঃশিলা, গন্ধক ও স্বর্ণ ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া, ক্ষীরুই, তুলসী, পুনর্নবা, গণিয়ারি, ভূঁইআমলা, ঘোষালতা, চিরাতা, পদ্মগুলঞ্চ, ঈশলাঙ্গলা, লতাফট্‌কী, মুগানি ও গন্ধভাদুলে ইহাদের প্রত্যেকের স্বরসে ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা পানের রসের সহিত সেব্য। ইহা অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক এবং বিষমজ্বরের উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

বিদ্যাবল্লভো রসঃ ।

রসম্লেচ্ছশিলাতালাশ্চন্দ্রদ্ব্যগ্ন্যর্কভাগিকাঃ ।
পিষ্ট্বা তান্সুষবীতোয়ৈস্তাম্রপাত্রোদরে ক্ষিপেৎ ॥
ন্যস্তং শরাবে সংরুধ্য বালুকাযন্ত্রগং পচেৎ ।
স্ফুটন্তি ব্রীহয়ো যাবৎ তচ্ছিরঃস্থাঃ শনৈঃশনৈঃ ॥
সংচূর্ণ্য শর্করাযুক্তং দ্বিবল্লং ভক্ষয়েৎ ততঃ ।
বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ হন্তি তৈলাম্লাদিবিবর্জ্জয়েৎ ॥

রস ১ ভাগ, তাম্র ২ ভাগ, মনঃশিলা ৩ ভাগ, হরিতাল ১২ ভাগ একত্রে উচ্ছেপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া তাম্রপাত্রের মধ্যভাগে নিক্ষেপপূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধার করিয়া লইবে। যন্ত্রের উপরি স্থাপিত ধান্য সকল ফুটিয়া উঠিলে পাক সমাপ্তি হইবে। ঔষধের মাত্রা ২ রতি। ইহা বিষমজ্বর নষ্ট করে। ঔষধ সেবনকালে তৈলাভ্যঙ্গ ও অম্লাদি ভোজন বর্জ্জন করিবে।

শীতারিরসঃ ।

কুষ্মাণ্ডক্ষার চূর্ণোদক তিলজ
পৃথক্ পাচিতং শুদ্ধতালং
তুল্যং সূতেন পিষ্ট্বা ত্রিদিবস-
মসকৃৎ কারবেল্লদ্রবেণ ।
ক্ষিপ্ত্বা তৎ খর্পরাস্তদিনপতি-
পিহিতং রন্ধ্রমপ্যন্ধয়েৎ তৎ
নীরন্ধ্রং চূর্ণ পথ্যা গুড় লবণ
খটী মৃত্তিরপ্যন্তরালম্ ॥
তদ্বালুকাপূর্ণঘটে বিদধ্যা-
চ্ছনৈঃ পচেৎ তাবদুপর্য্যাস্যস্য ।
ব্রীহির্বিবর্ণত্বমুপৈতি যাবৎ
ততস্তু শীতং বিদধীত চূর্ণম্ ॥
সিদ্ধং তচ্চ সমাদদীত তুলসীতোয়েন বল্লোন্মিতং
পশ্চাৎ ক্ষৌদ্রকণাসিতাজ্যপয়সা কুর্ব্বান্নুপানং গদী
ভুঞ্জীতাথ পয়োঽন্নমুদ্গসহিতং সাজ্যঞ্চ হন্ত্যাম্বুণাং
তাপং কালবশেন সঞ্চিতময়ং শীতারিনামা রসঃ ॥

কুমড়ার ডাঁটার ক্ষার, চূণের জল, ও তিলের ক্ষার এই সমুদায় দ্বারা ক্রমে ক্রমে হরিতাল পাক করিয়া তাহার সহিত সম পরিমাণে পারদ মিশ্রিত ও উচ্ছেপাতার রসে তিন দিবস ক্রমাগত পেষিত করিয়া শরাবে স্থাপিত করিবে, ঐ শরাব তাম্রপাত্রে আচ্ছাদন করিয়া হরীতকীচূর্ণ, গুড়, লবণ, খড়ি ও মৃত্তিকার দ্বারা রন্ধ্রভাগ লেপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে, যন্ত্রের উপরি স্থাপিত ধান্যাদি বিবর্ণ হইলে পাকক্রিয়া সম্পাদিত হইবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। ইহার মাত্রা ২ রতি। তুলসীপত্রের রসে মাড়িয়া মধু, পিঁপুলচূর্ণ, চিনি, ঘৃত ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। পথ্য দুগ্ধ, অন্ন, মুগের যূষ ও ঘৃত। ইহাতে চির সঞ্চিত জ্বর সত্বর প্রশমিত হয়।

জ্বরশূলহরো রসঃ ।

রসগন্ধকয়োঃ কৃত্বা কজ্জলীং ভাণ্ডমধ্যগাম্ ।
তত্রাধোবদনাং তাম্রপাত্রীং সংরুধ্য শোধয়েৎ ॥
পাদাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণেন চুল্ল্যাং জ্বালেন তাং দহেৎ ।
মাষদ্বয়ং ততস্তৎস্থং রসপাত্রং সমাহরেৎ ॥
চূর্ণয়েদ্রক্তিযুগলং তৃতীয়ং বা বিচক্ষণঃ ।
তাম্বূলীদলযোগেন দদ্যাৎ সর্ব্বজ্বরেষ্বমুন্ ॥
জীরসৈন্ধবসংলিপ্তবক্ত্রায় জ্বরিণে হিতম্ ।
স্বেদোদ্গমো ভবত্যেব দেবি ! সর্ব্বেষু পাপ্মসু ॥

চাতুর্থকাদীন্ বিষমান্ নবমাগামিনং জ্বরম্।
সাধারণং সন্নিপাতং জয়ত্যেব ন সংশয়ঃ॥

রস ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে। ঐ কজ্জলী ভাণ্ডমধ্যে স্থাপিত করিয়া তাহার উপর এক তাম্র পাত্র অধোমুখ করিয়া আচ্ছাদন করিবে। সন্ধিস্থলে লেপ দিয়া পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। মাত্রা ২।৩ রতি। জীরক ও সৈন্ধবলবণ চর্ব্বণান্তে পানের সহিত ঔষধ সেবনীয়। ইহাতে চাতুর্থকাদি জ্বর সত্বর নষ্ট হয়।

ষড়াননো রসঃ।

আরং কাংস্যং মৃতং তাম্রং দরদং পিপ্পলী বিষম্।
তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্বে যামঞ্চ গুড়ূচীরসৈঃ॥
গুঞ্জামাত্রং রসং দেয়ং গুঞ্জামাত্রং লিহেৎ সদা।
জ্বরে মন্দানলে চৈব বাতপিত্তজ্বরেষু চ॥
জ্বরে বৈষম্য তরুণে জ্বরে জীর্ণে বিশেষতঃ।
মুদ্গান্নং মুদ্গযূষং বা তক্রভক্তঞ্চ কেবলম্॥
নারিকেলোদকং দেয়ং মুদ্গপথ্যং বিশেষতঃ।
ষড়াননো রসো নাম সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥

পিতল, কাঁসা, তামা, হিঙ্গুল, পিঁপুল ও বিষ এই সমুদায় সমভাগে লইয়া গুলঞ্চরসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগে মধুর সহিত প্রযোজ্য। পথ্য মুগের যূষ, তক্র, অন্ন ও নারিকেলজল।

কল্পতরুরসঃ।

রসং গন্ধং বিষং তাম্রং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ।
ভাবয়েৎ পঞ্চভিঃ পিত্তৈঃ ক্রমশঃ পঞ্চবাসরান্॥
নির্গুণ্ডীস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ সপ্তবাসরান্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব ভাবয়েচ্চ ত্রিধা পুনঃ॥
সর্ষপাভা বটী কার্য্যা ছায়য়া পরিশোষিতা।
ততঃ সপ্তবটীর্যোজ্যা যাবন্ন ত্রিগুণা ভবেৎ॥
বয়োঽগ্নি দোষকং বুদ্ধা প্রযোজ্যা ভিষজাং বরৈঃ।
অনুপানং-চোষ্ণজলং কজ্জলী পিপ্পলীযুতম্॥
পানাবশেষে প্রস্বাপ্য বস্ত্রৈরাচ্ছাদয়েন্নরম্।
ঘর্ম্মাভ্যাগমনং যাবৎ ততো রোগাৎ প্রমুচ্যতে॥
রোগিণং স্বাপয়িত্বা তু যোজয়েৎ সসিতং দধি।
এষ কল্পতরুর্নাম রসঃ পরমদুর্লভঃ॥
অসাধ্যং চিরকালোত্থং জীর্ণঞ্চ বিষমং জ্বরম্।
হন্তি জ্বরাতিসারৌ চ গ্রহণীং পাণ্ডুকামলাম্॥
ন দেয়ঃ শ্বাসকাসে চ শূলযুক্তে নরে তথা।
গোপনীয়ঃ প্রযত্নেন ন দেয়ো যস্য কস্যচিৎ॥

রস, গন্ধক, বিষ ও তাম্র এই চারি দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। পরে ক্রমশঃ পঞ্চপিত্তে পাঁচ দিন, নিসিন্দা-পত্ররসে ৭ দিন ও আদার রসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া এবং মর্দ্দন করিয়া সর্ষপা-কৃতি বটিকা করিয়া লইবে। প্রত্যহ একটী করিয়া সেবনীয়। ২১ দিন ঔষধ সেবনের নিয়ম। অনুপান কজ্জলী ২ রতি ও পিঁপুলচূর্ণ সংযুক্ত উষ্ণ জল। ঔষধ সেবন করিয়া রোগীকে নিদ্রা যাইতে দিবে এবং তাহার গাত্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। ঘর্ম্ম হইলে রোগমুক্ত হইবে। নিদ্রাভঙ্গের পর চিনি সংযুক্ত দধি ভোজন ব্যবস্থেয়। ইহাতে জ্বর প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। শ্বাস, কাস ও শূল সত্বে এই ঔষধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

তালাঙ্কো রসঃ।

তালকস্য চ ভাগৌ দ্বৌ ভাগং তুত্থস্য শুক্তিকা।
চূর্ণকাণাং চতুর্ভাগং মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রবৈঃ॥
যামৈকেন ততঃ পশ্চাৎ রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ।
অস্য গুঞ্জাদ্বয়ং হন্তি বাতিকং পৈত্তিকং তথা।
শীতজ্বরং বিশেষেণ তৃতীয়ক চতুর্থকৌ॥

হরিতাল ২ তোলা, তুঁতিয়া ১ তোলা ও ঝিণুকভস্ম ৪ তোলা একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। পশ্চাৎ লেপ দিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা সেবন করিলে তৃতীয়ক ও চাতুর্থক প্রভৃতি নানাবিধ জ্বর সত্বর উপশমিত হয়।

জ্বরারি অভ্রম্।

অভ্রং তাম্রং রসং গন্ধং বিষঞ্চেতি সমং সমম্।
দ্বিগুণং ধূর্ত্তবীজঞ্চ ব্যোষং পঞ্চগুণং মতম॥
জলেন বটিকাং কুর্য্যাদ্ যথাদোষানুপানতঃ॥
অভ্রং জ্বরারি নামেদং সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্॥
বাতপিত্তকফোত্থাংশ্চ বিষমং সান্নিপাতিকম্।
বিষমাখ্যান্ দ্বন্দ্বজাংশ্চ ধাতুস্থান্ বিষমজ্বরান্।
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
প্লীহানং যকৃতং গুল্মমগ্নিমান্দ্যং সশোথকম্।
কাসং শ্বাসং তৃষাং কম্পং দাহং শীতং বমিং ভ্রমিম্।

অভ্র, তাম্র, রস, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক ২ মাষা, ধুতুরাবীজ ৪ মাষা, ত্রিকটু মিলিত ১০ মাষা জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে নানাবিধ জ্বর ও অন্যান্য রোগ নষ্ট হয়।

জীবনানন্দাভ্রম্।

বজ্রাভ্রং মারিতং কৃত্বা কর্ষযুগ্মং বিচূর্ণিতম্।
জীরং কনকবীজঞ্চ কর্ষং বাসারসেন চ॥
কণ্টকারীরসেনৈব ধাত্রীমুস্তরসেন চ।
গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনৈব পলাংশেন পৃথক্ পৃথক্॥
মর্দ্দয়িত্বা বটী কার্য্যা গুঞ্জামাত্রা প্রয়োজিতা।
বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ সর্ব্বান্ প্লীহানং যকৃতং বমিম্॥
রক্তপিত্তং বাতরক্তং গ্রহণীং শ্বাসকাসকৌ।
অরুচিং শূলহৃল্লাসাবর্শাংসি চ বিনাশয়েৎ॥
জীবনানন্দনামেদমভ্রং বৃষ্যং বলপ্রদম্।
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠমগ্নিসন্দীপনং পরম্॥

অভ্র ৪ তোলা, জীরা ২ তোলা, ধুতুরাবীজ (মতান্তরে জয়পাল) ২ তোলা, একত্র চূর্ণ করিয়া বাসক, কণ্টকারী, আমলা, মুতা ও গুলঞ্চ ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে নানাবিধ জ্বর ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

চন্দনাদিলৌহঃ।

রক্তচন্দন হ্রীবের পাঠোশীর কণা শিবা।
নাগরোৎপলধাত্রীভিস্ত্রিমদেন সমন্বিতঃ॥
লৌহো নিহন্তি বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্॥
(ত্রিমদং মুস্তক চিত্রক বিড়ঙ্গম্। সর্ব্বসমং লৌহম্।
ওঁ অমৃতোদ্ভবায় স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ মর্দ্দনম্।
ওঁ অমৃতে হুং ইতি মন্ত্রেণ ভক্ষণম্॥ দ্বাদশ-দ্রব্যসমং লৌহম্। রক্তিদ্বয়ং মধুনা লিহেৎ। পশ্চাৎ মুস্তকচর্ব্বণং কর্ত্তব্যং বৃদ্ধোপদেশাৎ।)

রক্তচন্দন, বালা, আকনাদিমূল, বেণার মূল, পিঁপুল, হরীতকী, শুঁঠ,

শুঁদিমূল, আমলা, মুতা, চিতার মূল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ মাষা, লৌহ ১২ মাষা একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মর্দ্দন ও ভক্ষণের মন্ত্র মূলে লিখিত হইয়াছে। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার বিষম জ্বর সত্বর প্রশমিত হয়।

রত্নপ্রভা বটী।

হেমায়স্কান্ত বৈক্রান্ত খর্পরাভ্রাংসি বিদ্রুমম্।
মুক্তাশ্চৈকত্র সংমর্দ্দ্য দার্ব্বীক্বাথেন সপ্তধা॥
ভাবয়িত্বা বটীঃ কুর্য্যাদ্রক্তিকাপ্রমিতাঃ ভিষক্।
এষা রত্নপ্রভা নাম বটী সততকং হরেৎ॥
প্লীহানং বহ্নিমান্দ্যঞ্চ কামলাং যকৃদাময়ম্।
স্নায়ুশূলং মহাঘোরং কেশরী করিণং যথা॥

স্বর্ণ, অয়স্কান্ত, বৈক্রান্ত, খর্পর, লৌহ, প্রবাল ও মুক্তা প্রত্যেক সমভাগ লইয়া দারুহরিদ্রার ক্বাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে দ্বৈকালিক জ্বর, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, কামলা, যকৃৎ ও স্নায়ুশূল নিবারিত হয়।

বসন্তমালতী রসঃ।

স্বর্ণং মুক্তা দরদ মরিচং ভাগবৃদ্ধ্যা প্রদিষ্টং
খর্পরাষ্টৌ প্রথমমখিলং মর্দ্দয়েন্ম্রক্ষণেন।
যাবৎ স্নেহো ব্রজতি বিলয়ং নিম্বুনীরেণ তাবৎ
গুঞ্জাদ্বন্দ্বং মধু চপলয়া মালতীপ্রাগ্‌বসন্তঃ॥
সেবিতোহয়ং হরেৎ তূর্ণং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্।
ব্যাধীনন্যাংশ্চ কাসাদীন্ প্রদীপ্তং কুরুতেহনলম্॥

স্বর্ণ ১ ভাগ, মুক্তা ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ এবং খর্পর ৮ ভাগ এই সকল দ্রব্য প্রথমে অল্প পরিমিত মাখনের সহিত মর্দ্দন করিয়া পরে পাতিলেবুর রসের সহিত তাবৎকাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে, যাবৎ মাখনের স্নেহাংশ অদৃশ্য না হয়। ২ রতি মাত্রায় মধু ও পিপ্পলীচূর্ণের সহিত সেব্য। ইহা সেবনে জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, উদরাময় ও কাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়া সত্বর উপশমিত হয়। ইহা পশ্চিম প্রদেশের প্রসিদ্ধ মহৌষধ।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররসঃ।

গন্ধকং পারদং চাভ্রং ত্র্যূষণং জীরকদ্বয়ম্।
শটী শৃঙ্গী যমানী চ পুষ্করং রামঠং তথা॥
সৈন্ধবং যাবশূকঞ্চ টঙ্গনং গজপিপ্পলী।
জাতীকোষাজমোদা চ লৌহং সাস লবঙ্গকম্॥
ধুস্তূরবীজং জৈপালং কট্‌ফলং চিত্রকং তথা।
প্রত্যেকং কার্ষিকং চৈষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ।
পাষাণে বিমলে পাত্রে ঘৃষ্টং পাষাণমুদ্গরৈঃ।
বিল্বমূলরসং দত্ত্বা চার্ক চিত্রক দন্তিকা॥
শিখরী কাঞ্জিকা বাসা নির্গুণ্ডী গণিকারিকা।
ধুস্তূরঃ কৃষ্ণজীরঞ্চ পারিভদ্রক পিপ্পলী॥
কণ্টকার্য্যার্দ্রয়োশ্চৈব মূলান্যেতানি দাপয়েৎ।
এষাং মূলরসং দত্ত্বা ঘৃষ্টমাতপশোষিতম্॥
গুঞ্জাপ্রমাণাং বটিকাং কারয়েৎ কুশলো ভিষক্।
চতুঃসংখ্যাং বটীং খাদেন্নিত্যমার্দ্রকবারিণা॥
উষ্ণতোয়ানুপানেন শ্লেষ্মব্যাধিং ব্যপোহতি।
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকঞ্চৈব শিরোরোগঞ্চ দারুণম্॥
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব পঞ্চগুল্মনিসূদনম্।
উদরাণ্যন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চাপ্যামবাতবিনাশনম্॥
পঞ্চপাণ্ড্বাময়ান্ হন্তি ক্রিমিস্থৌল্যাময়াপহম্।
সোদাবর্ত্তং জ্বরং কুষ্ঠং গাত্রকণ্ড্বাময়াপহম্॥
যথা শুষ্কেন্ধনৈর্বহ্নিস্তথা বহ্নিবিবর্দ্ধনঃ।

শ্লেষ্মামযে় কৃপাহেতো রসেন্দ্রো মুনিভাবিতঃ।
শ্লেষ্মশৈলেন্দ্রকো নাম রসেন্দ্রগুড়িকা শুভা॥

গন্ধক, পারদ, অভ্র, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, কুড়, হিঙ্গু, সৈন্ধব, যবক্ষার, সোহাগা, গজপিপ্পলী, জয়িত্রী, বনযমানী, লৌহ, দুরালভা, লবঙ্গ, ধুতূরাবীজ, জয়পাল-বীজ, কট্ফল ও চিতামুল প্রত্যেক ২ তোলা চূর্ণ প্রস্তরপাত্রে প্রস্তরদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া বিল্ব, আকন্দ, চিতা, দন্তী, আপাঙ্গ, জীবন্তী, বাসক, নিসিন্দা, গণিয়ারি, ধুতূরা, কৃষ্ণজীরা, পালিধা, পিপুল, কণ্টকারী ও আদা ইহাদের মূলের রসে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস বা উষ্ণ জল। ইহা সেবন করিলে শিরোরোগ ও জ্বর প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

লক্ষ্মীবিলাসরসঃ।

পলং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণস্য তদৰ্দ্ধৌ রসগন্ধকৌ।
তদৰ্দ্ধং চন্দ্রসংজ্ঞস্য জাতীকোষফলে তথা॥
বৃদ্ধদারকবীজঞ্চ বীজং ধুস্তূরকস্য চ।
ত্রৈলোক্যবিজয়াবীজং বিদারীমূলমেব চ॥
নারায়ণী তথা নাগবলা চাতিবলা তথা।
বীজং গোক্ষুরকস্যাপি নৈচুলং বীজমেব চ॥
এতেষাং কার্ষিকং চূর্ণং পর্ণপত্ররসৈঃ পুনঃ।
নিষ্পিষ্য বটিকা কার্য্যা ত্রিগুঞ্জাফলমানতঃ॥
নিহন্তি সন্নিপাতোত্থান্ গদান্ ঘোরাংশ্চতুর্ব্বিধান্।
বাতোত্থপৈত্তিকাংশ্চৈব নাস্ত্যত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ॥
কুষ্ঠমষ্টাদশাখ্যঞ্চ প্রমেহান্ বিংশতিং তথা।
নাড়ীব্রণং ব্রণং ঘোরং গুদাময়ভগন্দরান্॥
শ্লীপদং কফবাতোত্থং রক্তমাংসাশ্রিতঞ্চ যৎ।
মেদোগতং ধাতুগতং চিরজং কুলসম্ভবম্॥
গলশোথমন্ত্রবৃদ্ধিমতীসারং সুদারুণম্।
আমবাতং সর্ব্বরূপং জিহ্বাস্তম্ভং গলগ্রহম্॥
উদরং কর্ণনাসাক্ষিমুখবৈকৃতমেব চ।
কাস পীনস যক্ষ্মার্শঃ স্থৌল্য দৌর্গন্ধ্যনাশনঃ॥
সর্ব্বশূলং শিরঃশূলং স্ত্রীণাং গদনিসূদনম্।
বটিকাং প্রাতরেকৈকাং খাদেন্নিত্যং যথাবলম্॥
অনুপানমিহ প্রোক্তং মাংসপিষ্টং পয়ো দধি।
বারিভক্ত সুরা সীধুসেবনাৎ কামরূপধৃক্॥
বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী ন চ শুক্রস্য সংক্ষয়ঃ।
ন চ লিঙ্গস্য শৈথিল্যং ন কেশা যান্তি পক্কতাম্॥
নিত্যং স্ত্রীণাং শতং গচ্ছেৎ মত্তবারণবিক্রমঃ।
দ্বিলক্ষযোজনী দৃষ্টির্জায়তে পৌষ্টিকঃ পরঃ॥
প্রোক্তঃ প্রয়োগরাজোঽয়ং নারদেন মহাত্মনা।
রসো লক্ষ্মীবিলাসস্তু বাসুদেবে জগৎপতৌ॥
অভ্যাসাদ্যস্য ভগবান্ লক্ষনারীষু বল্লভঃ॥

(রস গন্ধক কর্পূর জাতীকোষ জাতীফলানাং পঞ্চানাং প্রত্যেকং পলার্দ্ধং বৃদ্ধদারকবীজাদীনাং নবদ্রব্যাণাং প্রত্যেকং কর্ষ ইতি ভট্টাদিব্যবহারঃ। রাঢ়ীয়াস্তু রস গন্ধকয়োর্মিলিত্বা পলার্দ্ধং কর্পূরস্য রসগন্ধকার্দ্ধং জাতীকোষফলয়োর্মিলিত্বা কর্ষং বৃদ্ধদারকবীজাদিনবদ্রব্যাণাং মিলিত্বা চ কর্ষমাহুঃ।)

অভ্র ৮ তোলা, পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জয়িত্রী ও জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা, বিদ্ধড়কবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ডমূল, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলের মূল, বেড়েলা-মূল, গোক্ষুরবীজ ও হিজলবীজ প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদায় একত্রে পানের রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান দুগ্ধ, দধি ও কাঁজি প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে নানাবিধ রোগ দূরীকৃত হইয়া বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়।

বিষমজ্বরান্তকলৌহঃ।

কিরাতঃ পর্পটো দারু পৃশ্নিপর্ণী মনঃশিলা।
ত্রিকটু ত্রায়মাণা চ ছিন্নারিষ্টং পটোলকম্॥
মূর্ব্বামূলং খর্পরাভ্রং সমভাগানি কারয়েৎ।
সর্ব্বাঙ্গং জারিতং তীক্ষ্ণং জলেন মর্দ্দয়েদ্ভিষক্॥
চতুর্গুঞ্জামিতং দদ্যাৎ কিরাতক্বাথসংযুতম্।
প্লীহাগ্নিসাদ দৌর্ব্বল্য যকৃচ্ছোথসমন্বিতান্॥
সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যেষ কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং তথা॥

চিরাতা, ক্ষেতপাপড়া, দেবদারু, চাকুলে, মনঃশিলা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, বলাডুমুর, গুলঞ্চ, নিমছাল, পটোলপত্র, মূর্ব্বামুল, খর্পর ও অভ্র, প্রত্যেক সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধেক জারিত লৌহ, ইহাদিগকে জলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ৪ রতি পরিমিত বটী করিবে। চিরাতার ক্বাথের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, যকৃৎ ও শোথাদি উপদ্রবসম্পন্ন যাবতীয় জ্বর এবং শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়।

বিষমজ্বরান্তকলৌহঃ।

পারদং গন্ধকং তুল্যং সূতার্দ্ধং জীর্ণতাম্রকম্।
তাম্রতুল্যং মাক্ষিকঞ্চ লৌহং সর্ব্বসমং নয়েৎ॥
জয়ন্ত্যাঃ স্বরসেনৈব কোকিলাক্ষরসেন চ।
বাসাকার্দ্র পর্ণরসৈঃ পঞ্চধা চ বিমর্দ্দয়েৎ॥
পৃথক্ কলায়মানাস্তু বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
বিষমজ্বরান্তনামায়ং বিষমজ্বরনাশনঃ॥
বহ্নিদীপ্তিকরো হৃদ্যঃ প্লীহগুল্মবিনাশনঃ।
চক্ষুষ্যো বৃংহণো বৃষ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধ ৷৹ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক অর্দ্ধ ৷৹ তোলা ও লৌহ ৩ তোলা এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া জয়ন্তী, কুলেখাড়া, বাসক, আদা ও পানের রসে যথাক্রমে পাঁচ বার করিয়া ভাবনা দিয়া মটর প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে বিষমজ্বর ও প্লীহা প্রভৃতি অনেক রোগ উপশমিত হয়।

পুটপক বিষমজ্বরান্তকলৌহঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকেন সুকজ্জলম্।
পর্পটীরসবৎ পাচ্যং সূতাভ্রং হেম ভস্মকম্॥
লৌহং তাম্রমভ্রকঞ্চ রসস্য দ্বিগুণং তথা।
বঙ্গকং গৈরিকঞ্চৈব প্রবালঞ্চ রসার্দ্ধকম্॥
মুক্তা শঙ্খং শুক্তিভস্ম প্রদেয়ং রসপাদিকম্।
মুক্তাগৃহে চ সংস্থাপ্য পুটপাকেন সাধয়েৎ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং কণা হিঙ্গু সসৈন্ধবম্॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবম্।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মং সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা॥
সন্ততং সততাখ্যঞ্চ বিষমজ্বরনাশনঃ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং মেহমরোচকম্॥
গ্রহণীমামদোষঞ্চ কাসং শ্বাসঞ্চ তত্র চ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাতিসারঞ্চ নাশয়েদবিকল্পতঃ॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বলবর্ণপ্রসাদনঃ।
বিষমজ্বরান্তকো নাম্না ধন্বন্তরিপ্রকাশিতঃ॥

হিঙ্গুলোত্থ রস ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া পর্পটীবৎ পাক করিবে। পরে উহার সহিত স্বর্ণ ২ মাষা, লৌহ, তাম্র ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, বঙ্গ ও গেরীমাটী ৷৹ অর্দ্ধ তোলা, পলাভস্ম ৷৹ অর্দ্ধ তোলা, মুক্তা, শঙ্খ ও শুক্তি ভস্ম প্রত্যেক ২ মাষা

এই সমুদায় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া জল দিয়া মাড়িয়া গোলাকৃতি করিবে। পশ্চাৎ ঐ গোলক ঝিনুকের মধ্যে নিহিত করিয়া ঝিনুকে লেপ দিয়া ২০।২৫ খানি ঘুটিয়ার অগ্নিতে পুটপাক দিবে। ইহার মাত্রা ২ রতি। ২ রতি পিঁপুলচূর্ণ, ২ রতি সৈন্ধব, ২ রতি হিঙ্গু ও কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেব্য। ইহা বিষমজ্বরের প্রসিদ্ধ মহৌষধ। বিষমজ্বরে উদরাময়াদি থাকিলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার উপলব্ধ হয়।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহঃ।

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তকং তথা।
শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলমুশীরং দেবদারু চ॥
কিরাততিক্তকং বালং কটুকী কণ্টকারিকা।
শোভাঞ্জনস্য বীজঞ্চ মধুকং বৎসকং সমম্॥
লৌহং তুল্যং গৃহীত্বা তু বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
সর্ব্বজ্বরহরো লৌহঃ সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥
বাতিকং পৈত্তিকং শ্লৈষ্মং দ্বন্দ্বজং সান্নিপাতিকম্॥
জীর্ণজ্বরঞ্চ বিষমং রোগসঙ্করমেব চ।
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিঁপুলমূল, বেণারমূল, দেবদারু, চিরাতা, বালা, কট্‌কী, কণ্টকারী, সজিনাবীজ, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব প্রত্যেক ১ মাষা, লৌহ ২৷০ তোলা একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহঃ।

দ্বিপলং জারিতং লৌহং রসং গন্ধং দ্বিতোলকম্।
তোলকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তকং তথা।
শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলং হরিদ্রে দ্বে চ চিত্রকম্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
গুঞ্জাদ্বয়ং বটীং কৃত্বা ভক্ষয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ।
সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
বিষমজ্বরং ভূতোত্থজ্বরং প্লীহানমেব চ॥
মাসজং পক্ষজঞ্চৈব তথা সংবৎসরোত্থিতম্।
সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

জারিত লৌহ ২ পল, পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিঁপুলমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। ইহা বিষমজ্বরের মহৌষধ।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহঃ।

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং তাম্রমভ্রঞ্চ মাক্ষিকম্।
হিরণ্যং তারং তালঞ্চ কর্ষমেকং পৃথক্ পৃথক্।
মৃতকান্তং পলং দেয়ং সর্ব্বমেকীকৃতং শুভম্।
বক্ষ্যমাণৌষধৈর্ভাব্যং প্রত্যেকং দিনসপ্তকম্॥
কারবেল্লরসেনাপি দশমূলরসেন চ॥
পর্পটস্য কষায়েণ ক্বাথেন ত্রৈফলেন চ॥
গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনাপি নাগবল্লীরসেন চ।
কাকমাচীরসেনৈব নিগুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ॥
পুনর্নবার্দ্রকাম্ভোভির্ভাবনাং পরিকল্প্য চ।
রক্তিকাদ্বিক্রমেণৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
পিপ্পলী গুড় সংযুক্তা বটিকা বীর্য্যবর্দ্ধিনী।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি চিরকালসমুদ্ভবম্॥

বিবিধং বারিদোষোত্থং নানাদোষোদ্ভবং তথা।
সততাদি জ্বরং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা ॥
ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ধাতুস্থং কামশোকভবং তথা।
ভূতাবেশজ্বরঞ্চৈব ঋক্ষদোষভবং তথা ॥
অভিঘাতজ্বরঞ্চৈব চাভিচারসমুদ্ভবম্।
অতিন্যাসং মহাঘোরং বিষমঞ্চ ত্রিদোষজম্ ॥
শীতপূর্ব্বং দাহপূর্ব্বং বিষমং শীতলং জ্বরম্।
প্রলেপকজ্বরং ঘোরমর্দ্ধনারীশ্বরং তথা ॥
প্লীহজ্বরং তথা কাসং চাতুর্থকবিপর্য্যয়ম্।
পাণ্ডুরোগগণান্ সর্ব্বানগ্নিমান্দ্যমহাগদম্ ॥
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু পক্ষার্দ্ধেন ন সংশয়ঃ।
শাল্যন্নং তক্রসহিতং ভোজয়েৎ পক্ষিমাংসকম্ ॥
ককারপূর্ব্বকং সর্ব্বং বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ।
মৈথুনং বর্জ্জয়েৎ তাবদ্ যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ।
সর্ব্বজ্বরহরং শ্রেষ্ঠমনুপানং প্রকল্পয়েৎ ॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও শুদ্ধ পুটিত হরিতাল ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা ও কান্তলৌহ ৮ তোলা এই সমুদায় একত্র করিয়া উচ্ছেপাতার রস, দশমূলের ক্বাথ, ক্ষেতপাপড়ার ক্বাথ, ত্রিফলার ক্বাথ, গুলঞ্চরস, পানের রস, কাকমাচীর রস, নিসিন্দাপত্র রস, পুনর্নবার রস ও আদার রস এই সমুদায় দ্বারা ক্রমে ক্রমে প্রত্যেককে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। পিঁপুলচূর্ণ ও পুরাতন গুড়ের সহিত সেবনীয়। ইহাতে সপ্তাহ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নষ্ট হয়। পথ্য শালি তণ্ডুলের অন্ন, তক্র, পক্ষিমাংসের যূষ প্রভৃতি। যাবৎ বললাভ না হয়, তাবৎ মৈথুনাদি নিষিদ্ধ।

গন্ধককজ্জলী।

কণ্টকারী সিন্ধুবারস্তথা পুতিকরঞ্জকম্।
এতেষাং রসমাদায় কৃত্বা খর্পরখণ্ডকে ॥
প্রক্ষেপং গন্ধকং তত্র জ্বালাং মৃদ্বগ্নিনা দহেৎ।
গন্ধকে স্নেহমাপন্নে তৎসমং পারদং ক্ষিপেৎ ॥
মিশ্রীকৃত্য ততো দ্বাভ্যাং দ্রুতং তমবতারয়েৎ।
আমর্দ্দয়েৎ তথা তত্তু যথা স্যাৎ কজ্জলপ্রভম্ ॥
ততস্তু রক্তিকামস্য মাষকং জীরকস্য চ।
মাষৈকং লবণস্যাপি পর্ণে কৃত্বা নিধাপয়েৎ ॥
জ্বরে ত্রিদোষজে ঘোরে জলমুষ্ণং পিবেদনু।
ছর্দ্দ্যাং শর্করয়া দদ্যাৎ সামে দদ্যাৎ তথা গুড়ম্।
ক্ষয়ে চ্ছাগভবং ক্ষীরং প্রদদ্যাদনুপানকম্।
রক্তাতিসারে কুটজমূলবল্কলজং রসম্ ॥
রক্তবান্তৌ তথা দদ্যাদুড়ুম্বরভবং জলম্।
সর্ব্বব্যাধিহরশ্চায়ং গন্ধকঃ কজ্জলীকৃতঃ ॥
আয়ুর্বৃদ্ধিকরশ্চৈব মৃতঞ্চাপি প্রবোধয়েৎ ॥

(কণ্টকারীরসং সিন্ধুবাররসং নাটাকরঞ্জরসং খর্পরে কৃত্বা গন্ধকং তত্র নিক্ষিপ্য মৃদুজ্বালাং দদ্যাৎ। গন্ধকে দ্রবীভূতে তত্তুল্যং শোধিতরসং দত্ত্বা দ্বয়ং মিশ্রীকৃতমালোক্য শীঘ্রমবতারয়েৎ। ততো লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়িত্বা কজ্জলপ্রভং কৃত্বা উর্দ্ধযোনিং সংপূজ্য বলিং দত্ত্বা পর্ণখণ্ডে রক্তিকাং জীরকচূর্ণমাষকং সৈন্ধবমাষকমেকীকৃত্য ভক্ষয়িত্বা জ্বরে উষ্ণজলং, ছর্দ্দ্যাং শর্করাজলং, সামে পুরাতন গুড়কর্ষং জলপলঞ্চ, ক্ষয়ে ছাগদুগ্ধপলং, রক্তাতিসারে কুটজক্বাথপলং, রক্তবান্তৌ পক্কোড়ুম্বররসপলং চানুপিবেৎ।)

কণ্টকারী, নিসিন্দা ও নাটাকরঞ্জ ইহাদের রস কোন মৃত্তিকাপাত্রে রাখিয়া তাহাতে গন্ধক নিক্ষেপ করিবে। পরে ঐ পাত্র চুল্লীতে স্থাপন করিয়া মৃদু মৃদু অগ্নির তাপ দিবে। গন্ধক দ্রবীভূত হইলে গন্ধকের সমপরিমিত পারদ

তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। উভয়ে মিশ্রিত হইলে শীঘ্র পাত্র নামাইয়া লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া কজ্জলাভ করিবে। এই ঔষধ ১ রতি, জীরকচূর্ণ ১ মাষা ও সৈন্ধবলবণ ১ মাষা একত্র পানের সহিত সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে জ্বরে উষ্ণ জল, বমিতে চিনির পানা, আমে পুরাতন গুড় ১ কর্ষ ও জল ৮ তোলা, ক্ষয়ে ছাগদুগ্ধ ১ পল, রক্তাতিসারে কুড়্চি ছালের ক্বাথ ১ পল এবং রক্তবমনে পাকা যজ্ঞডুমুরের রস ১ পল অনুপান করা ব্যবস্থেয়।

স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজঃ

ষড়্গুণবলিজারিত মকরধ্বজশ্চ।

স্বর্ণদলং পলঞ্চৈব রসেন্দ্রঞ্চ পলাষ্টকম্।
রসস্য দ্বিগুণং গন্ধং তেনৈব কজ্জলীকৃতম্॥
কুমারিকারসৈর্ভাব্যং কাচপাত্রে নিধাপয়েৎ।
বালুকাযন্ত্রগং কৃত্বা ক্রমশস্ত্রিদিনং পচেৎ॥
স্বাঙ্গশীতং সমাদায় পুষ্পারুণরজঃসমম্।
যবমাত্রং প্রদাতব্যমার্দ্রবল্লীদলেন চ॥
রসস্য ষড়্গুণং গন্ধং পূর্ব্ববং ক্রমতো যদি।
কজ্জলীকৃতমেব স্যাং ষড়্গুণো বলিজারিতঃ॥
বিধিবৎ সেবিতো হ্যেষ মুমূর্ষুমপি জীবয়েৎ।
এতদভ্যাসতশ্চৈব জরামরণনাশনম্।
অনুপানবিশেষেণ করোতি বিবিধান্ গুণান্॥
জ্বরং ত্রিদোষজং ঘোরং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ রোগান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
করোত্যগ্নিং বলং পুংসাং বলীপলিতনাশনঃ।
মেধায়ুঃকান্তিজননঃ কামোদ্দীপনকৃন্মহান্॥
ভাস্বজ্জ্যোতির্যথা ভাতি কাচে নীলাদিকে শুভে।
তথানুপানভেদেন ক্রিয়াবান্ মকরধ্বজঃ॥

সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র ৮ তোলা, পারদ ৬৪ তোলা, শোধিত গন্ধক ১২৮ তোলা। অগ্রে পারদ ও স্বর্ণ একত্রে মাড়িয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া কজ্জলী করিবে। অনন্তর উহা ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া একটী সমতল বোতলে রাখিয়া ঐ বোতল কুট্টিত বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া বালুকাযন্ত্রে ২ দিন পাক করিলে মকরধ্বজ প্রস্তুত হইবেক।

ষড়্গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে হইলে উক্ত মকরধ্বজ শীতল হইলে বোতল হইতে বাহির করিয়া ১২৮ তোলা গন্ধক সহ কজ্জলী করিয়া পূর্ব্ববৎ বোতলমধ্যে স্থাপিত করিয়া বালুকাযন্ত্রে ৩ দিন পাক করিবে, পরে উহা চুল্লী হইতে নামাইয়া শীতল হইলে বোতল হইতে নিষ্কাসিত করিয়া পুনরায় উহার সহিত ১২৮ তোলা গন্ধক মিশ্রিত করিয়া মৃত্তিকালিপ্ত বোতলে স্থাপিত করিয়া পুনরায় ৩ দিবস পাক করিয়া বোতল হইতে উদ্ধৃত করিলে ষড়্গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ হয়। ইহা জরা-মরণ-নাশক ও কামোদ্দীপক। মাত্রা ১ যব, অনুপান পানের রস প্রভৃতি। ভিন্ন ভিন্ন অনুপানের সহিত সেবন করিলে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহার দ্বারা সান্নিপাতিক জ্বর ও অগ্নি-মান্দ্য প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

লৌহাসবঃ।

লৌহচূর্ণং ত্রিকটুকং ত্রিফলঞ্চ যমানিকা।
বিড়ঙ্গং মুস্তকং চিত্রং চতুঃসংখ্যপলং ক্ষিপেৎ॥
চূর্ণীকৃত্য ততঃ ক্ষৌদ্রং চতুঃষষ্টিপলং পৃথক্।
দদ্যাদ্গুড়তুলাং তত্র জলদ্রোণদ্বয়ং তথা॥
ঘৃতভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্।
লৌহাসবমমুং মর্ত্ত্যঃ পিবেদ্বহ্নিকরং পরম্॥
পাণ্ডুশ্বয়থুগুল্মানি জঠরাণ্যর্শসাং রুজম্।
প্লীহাময়ং জ্বরং জীর্ণং কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্॥
অরোচকঞ্চ গ্রহণীং হৃদ্রোগঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, যমানী, বিড়ঙ্গ, মুতা ও চিতামূল প্রত্যেক চূর্ণ ৪ পল, মধু ৮ সের, গুড় ১২॥০ সের ও জল ১২৮ সের এই সকল একত্রে মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুম্ভে রাখিয়া তাহার মুখ আচ্ছাদিত করিয়া এক মাস রাখিবে, ইহাতে ঔষধ সমস্ত অন্তরুৎসিক্ত হইয়া আসবরূপে পরিণত হইবে। ইহা সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি এবং জীর্ণজ্বর, কাস, শ্বাস, গ্রহণী ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়।

অমৃতারিষ্টঃ।

অমৃতায়াঃ পলশতং দশমূলীশতং তথা।
চতুর্দ্রোণে জলে পক্ত্বা কুর্য্যাৎ পাদাবশেষিতম্॥
শীতে তস্মিন্ রসে পূতে গুড়স্য ত্রিতুলাঃ ক্ষিপেৎ।
অজাজীষোড়শপলং পর্পটস্য পলদ্বয়ম্॥
সপ্তপর্ণং ত্রিকটুকং মুস্তকং নাগকেশরম্।
কটুকাতিবিষে চেন্দ্রযবঞ্চ পলসম্মিতম্॥
একীকৃত্য ক্ষিপেদ্ভাণ্ডে বিদধ্যান্মাসমাত্রকম্।
অমৃতারিষ্ট ইত্যেষ সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥

গুলঞ্চ ১২॥০ সের, মিলিত দশমূল ১২॥০ সের, এই ২৫ সের দ্রব্য ২৫৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইবে, পরে ঐ ক্বাথে ৩৭॥০ সের গুড় গুলিয়া উহাতে কৃষ্ণজীরা ২ সের, ক্ষেতপাপড়া ।০ পোয়া এবং ছাতিম ছাল, ত্রিকটু, মুতা, নাগেশ্বর, কট্‌কী, আতইচ ও ইন্দ্রযব প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল নিক্ষেপ করিয়া আবৃত পাত্রে এক মাস রাখিবে। ইহাতে উক্ত দ্রব্য সকলের অন্তরুৎসেক ক্রিয়াদ্বারা অরিষ্ট প্রস্তুত হইবে। এই অমৃতারিষ্ট পান করিলে সকল প্রকার জ্বর প্রশমিত হয়।

আসব ও অরিষ্টের প্রক্ষেপ দ্রব্য সমস্ত শুষ্ক এবং উত্তমরূপ কুট্টিত বা চূর্ণিত হওয়া আবশ্যক।

সন্নিপাতজ্বরে—আনন্দভৈরবঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং ব্যোষং মরিচং টঙ্কণং কণা।
জাতীকোষসমং চূর্ণং জম্বীরদ্রবমর্দ্দিতম্॥
রক্তিমানাং বটীং কুর্য্যাৎ খাদেদার্দ্রকসংযুতাম্॥
বটীদ্বয়ং ত্রয়ং বাপি সন্নিপাতে সুদারুণে॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি তথাতিসারনাশনঃ।
জীর্ণজ্বরহরশ্চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গভেদকঃ।
আমবাতাদি রোগঞ্চ নাশয়েদবিকল্পতঃ॥

বিষ, হিঙ্গুল, ত্রিকটু, মরিচ, সোহাগা, পিপ্পলী ও জয়িত্রী চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ রতি। আদার রস সহ সেবনীয়। ইহা সন্নিপাত প্রভৃতি জ্বর নিবারক।

আনন্দভৈরবী।

বিষং ত্রিকটুকং গন্ধং টঙ্গণং মৃতশুল্বকম্ ॥
ধুস্তূরস্য চ বীজানি হিঙ্গুলং নবমং স্মৃতম্ ॥
এতানি সমভাগানি দিনৈকং বিজয়াদ্রবৈঃ।
মর্দ্দয়েৎ চণকাভাস্তু বটীঞ্চানন্দভৈরবীম্ ॥
ভক্ষয়েচ্চ পিবেচ্চানু রবিমূলকষায়কম্।
সব্যোষং হন্তি নো চিত্রং সন্নিপাতং সুদারুণম্ ॥
শীতাঙ্গে সন্নিপাতে বা সামান্যে বা ত্রিদোষজে।
ধন্যাকং পিপ্পলী শুণ্ঠী কটুকী কণ্টকারিকা।
ক্বাথং পিপ্পলীসংযুক্তং চতুর্গুঞ্জা চ পর্পটী।
সন্নিপাতজ্বরং হন্তি বটিকানন্দভৈরবী ॥
মূলঞ্চ কটুরোহিণ্যাঃ সমং বিশ্বং সজীরকম্।
দধ্না পিষ্টং পিবেচ্চানু বটিকানন্দভৈরবী ॥
সন্নিপাতাতিসারঘ্নী পথ্যং শাকবিবর্জ্জিতম্।
আনন্দভৈরবীং পীত্বা ক্বাথং বরুণসম্ভবম্ ॥
পায়য়েদশ্মরীং হন্তি সপ্তরাত্রান্ন সংশয়ঃ।
বাগুজীসম্ভবৈস্তৈলৈর্বটীঞ্চানন্দভৈরবীম্ ॥
লেহয়েন্নিষ্কমাত্রাস্তু গলৎকুষ্ঠঞ্চ নাশয়েৎ।
দধিমস্তু সিতা ক্ষৌদ্রৈঃ বটীঞ্চানন্দভৈরবীম্।
ভক্ষয়েন্মূত্রকৃচ্ছ্রার্ত্তো যবক্ষারং সিতান্বিতম্ ॥
গোক্ষুরং ক্বথিতঞ্চানু শীতলং মধুনা পিবেৎ।
গুঞ্জামূলং পিবেৎ ক্ষীরৈরনুপানং প্রশস্যতে ॥
অনেন চানুপানেন বটিকানন্দভৈরবী।
দেয়া রুদ্রজটা ক্ষৌদ্রৈঃ সর্ব্বমেহপ্রশান্তয়ে ॥

বিষ, ত্রিকটু, গন্ধক, সোহাগা, তামা, ধুস্তূরবীজ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক ১ তোলা, জয়ন্তীর মতান্তরে (সিদ্ধি) রসে ১ দিবস ভাবনা দিয়া চণক পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান তাল-মূলীরস ও ত্রিকটু চূর্ণ। ইহা সন্নিপাত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর এবং নানা ব্যাধি নাশ করে।

সন্নিপাতবড়বানলরসঃ।

রসস্যাষ্টাম্রতং সপ্ত স্যাং ষট্ চ গন্ধতালয়োঃ।
দন্তীবীজস্য ষড়্ভাগাঃ পঞ্চভাগস্তু টঙ্গণম্ ॥
চত্বারি ধূর্ত্তবীজস্য ব্যোষস্য ত্রিতয়ো ভবেৎ।
এতানি বহ্নিমূলস্য ক্বাথেন পরিমর্দ্দয়েৎ ॥
আর্দ্রকস্য রসেনাথ দেয়ং গুঞ্জাদ্বয়ং হিতম্।
বড়বানলসংজ্ঞোঽয়ং সন্নিপাতহরঃ পরঃ ॥

পারদ ৮ ভাগ, বিষ ৭, গন্ধক ৬, হরি-তাল ৬, দন্তীবীজ ৬, সোহাগা ৫, ধুস্তূরবীজ ৪ ও ত্রিকটু ৩ ভাগ, চিতা-মূলের ক্বাথে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান আদার রস। ইহা সেবনে সন্নিপাতজ্বর নষ্ট হয়।

সিংহনাদরসঃ।

লৌহপাত্রগতে গন্ধে দ্রাবিতে তত্র নিক্ষিপেৎ।
শুদ্ধসূতং সমং চাভ্রং ভার্গীদ্রাবং তয়োঃসমম্ ॥
নির্গুণ্ড্যাঃ পল্লবোত্থঞ্চ তুল্যং তুল্যং প্রদাপয়েৎ।
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা তাবদ্‌যাবৎ শুষ্কং দ্রবং দ্বয়ম্ ॥
বিষপাদযুতঃ সোঽয়ং সিংহনাদরসোত্তমঃ।
গুঞ্জামাত্রঃ প্রদাতব্যঃ সন্নিপাতজ্বরান্তকঃ।
অনুপানং পিবেদ্ব্যাঘ্রীক্বাথং পুষ্করচূর্ণিতম্ ॥

গন্ধক লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া অগ্নি-সন্তাপে গলাইয়া, উহাতে সমভাগ পারদ ও অভ্র এবং পারদ ও অভ্রের তুল্য বামনহাটীর রস দিয়া পাক করিবে, ঘন হইলে তাহাতে চতুর্থাংশ বিষ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ রতি। অনুপান কণ্টকারীর ক্বাথ ও কুড়চূর্ণ। ইহা সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক।

সচ্ছন্দনায়কঃ।

সূতগন্ধকলৌহানি রৌপ্যং সংমর্দ্দয়েত্ত্র্যহম্।
সূর্য্যাবর্ত্তশ্চ নিগু'ণ্ডী তুলসী গিরিকর্ণিকা॥
অগ্নিবল্ল্যার্দ্রকং বহ্নি বিজয়াথ জয়া তথা।
কাকমাচীরসৈরেষাং পঞ্চপিত্তৈশ্চ ভাবয়েৎ॥
অন্ধমূষাগতং পশ্চাদ্বালুকাযন্ত্রগং দিনং।
বিপচেচ্চূর্ণিতং খাদেম্মাষৈকং চার্দ্রকদ্রবৈঃ॥
নিগু'ণ্ডীদলমূলানাং কষায়ং সোষণং পিবেৎ।
অভিন্যাসং নিহন্ত্যাশু রসঃ স্বচ্ছন্দনায়কঃ॥
ছাগীদুগ্ধেন মুদ্গং বা পথ্যমত্র প্রযোজয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ ও রৌপ্য, একত্র করিয়া হুড়হুড়ে, নিসিন্দা, তুলসী, অপরাজিতা, অগ্নিবল্লী, আদা, চিতা, জয়ন্তী, সিদ্ধি ও কাকমাচী, ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ দিবস এবং পঞ্চপিত্তে দিনত্রয় ভাবনা দিয়া অন্ধমূষায় বদ্ধ করিয়া ১ দিবস বালুকাযন্ত্রে পাক করতঃ চূর্ণ করিবে। মাত্রা ১ মাষা। অনুপান আদার রস, নিসিন্দা ও দশমূলের ক্বাথ ও মরিচচূর্ণ। ইহা অভিন্যাস জ্বরের মহৌষধ। পথ্য ছাগদুগ্ধ ও মুদ্গযূষ।

সন্নিপাতান্তকরসঃ।

শুদ্ধসূতঃ সমো গন্ধো দরদং শুদ্ধখর্পরম্।
রসস্য দ্বিগুণৌ দেয়ৌ মৃততাম্রাম্লবেতসৌ॥
ভৃঙ্গরাজদ্রবৈর্ভাব্যং প্রত্যহং ভাবনা পৃথক্।
দাতব্যং তচ্চতুর্গুঞ্জমার্দ্রকস্য রসৈঃ সহ॥
সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতান্তকো রসঃ॥

পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল ও খর্পর, প্রত্যেক ১ ভাগ এবং পারদের দ্বিগুণ তাম্র ও অম্লবেতস মিশ্রিত করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে ৭ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা ৪ রতি। আদার রস সহ প্রয়োজ্য। ইহা সন্নিপাতাদি জ্বর নিবারণ করে।

নাসাজ্বরে—আহবারিরসঃ।

ক্ষুদ্রৈলা সাভয়া কৃষ্ণা লৌহাভ্রখর্পরাণি চ।
সমভাগং প্রকর্ত্তব্যং দ্বিভাগঃ পারদো মতঃ॥
সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য দ্রোণপুষ্পরসেন চ।
বল্লমাত্রং প্রদাতব্যং পুনর্নবারসৈর্যুতম্॥
প্লীহানং যকৃতং শোথমগ্নিমান্দ্যমরোচকম্।
নাসাজ্বরং বিশেষেণ সর্ব্বঞ্চ বিষমজ্বরম্।
আহবারিরসো হ্যেষ নাশয়েদবিকল্পতঃ॥

ছোটএলাইচ, হরীতকী, পিপ্পলী, লৌহ, অভ্র ও খর্পর ইহাদের প্রত্যেক ১ ভাগ এবং রসসিন্দূর ২ ভাগ। এই সকল দ্রব্য দ্রোণপুষ্পের অর্থাৎ ঘলঘসিয়ার রসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহা পুনর্নবার রসের সহিত সেবিত হইলে প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি এবং সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর বিশেষতঃ নাসাজ্বর নিশ্চয়ই নিবারিত হয়।

আহবারি নস্যম্।

দূর্ব্বাভয়া দাড়িম পুষ্করাণাং
দ্রাক্ষামলক্যোঃ স্বরসেন নস্যম্।
দিনত্রয়ং যঃ কুরুতে প্রভাতে
স আহবং নাম রুজং জয়েচ্চ॥

দূর্ব্বা, হরীতকী, দাড়িমপুষ্প, কুড়, দ্রাক্ষা ও আমলা ইহাদের রসের নস্য গ্রহণ করিলে নাসাজ্বরের উপশম হয়।

দূর্ব্বাদ্যং তৈলম্।

দূর্ব্বা ভব্যফলং মাষঃ কুলত্থো বংশপত্রিকা।
জলস্থলভবৌ কর্ণমোরটৌ খরমঞ্জরী॥
দণ্ডোৎপলস্য মূলঞ্চ নিক্কাথ্যাষ্টগুণেঽম্ভসি।
তৎপাদশেষিতং তৈলং তুল্যং কৃত্বা বিপাচয়েৎ॥
তত্তৈলং প্রতিমর্ষেণ আহবাখ্যং গদং জয়েৎ॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ দূর্ব্বা, চালিতাফল, মাষকলাই, কুলত্থকলাই, বংশপত্র, জলজ ও স্থলজ কাঁচড়া, আপাং ও ডানকুনির মূল মিশ্রিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। এই ক্কাথে তৈল পাক করিবে। ইহার নস্যে নাসা-জ্বর নষ্ট হয়।

অথ জ্বরবলিঃ।

জ্বরাময়গৃহীতস্য মুষ্টিভির্নবভিঃ কৃতম্।
তণ্ডুলৈরোদনং তেন কুর্য্যাৎ পুত্তলকং শুভম্॥
তং হরিদ্রাবলিপ্তাঙ্গং চতুঃপীতধ্বজান্বিতম্।
হরিদ্রারসপূর্ণাভিঃ পুটিকাভিশ্চতসৃভিঃ॥
মণ্ডিতং গন্ধপুষ্পাদ্যৈরবকীর্য্য বিসর্জ্জয়েৎ।
এবং দিনত্রয়ং কুর্য্যাৎ জ্বররোগোপশান্তয়ে॥

(ওদনেন পুত্তলং নির্ম্মায় বীরণচাচিকায়াং সংস্থাপ্য হরিদ্রাভিরবলিপ্য চতুঃপীতপতাকা-ভিরলঙ্কৃত্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈরবকীর্য্য হরিদ্রারস-পূর্ণাশ্চতস্রঃ পুটিকাশ্চতুঃকোণে সংস্থাপ্য (পুটিকা অশ্বত্থপত্ররচিতঠোঙ্গা) বিষ্ণুর্নমোঽদ্যেত্যাদিনা সংকল্প্য জ্বরং ধ্যাত্বা সমাবাহ্য নবকপর্দ্দকাক্রীড় গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপাদিভিঃ সংপূজ্য সন্ধ্যাসময়ে জ্বরিতং নির্মঞ্জ্য মন্ত্রমিদং পঠিত্বা দিনত্রয়ং বলিং দদ্যাৎ। মন্ত্রো যথা—ওঁ নমো ভগবতে গরুড়াসনায় ত্র্যম্বকায় স্বস্ত্যস্তু বস্তুতঃ স্বাহা ওঁ কঁ টঁ পঁ শঁ বৈনতেয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং ক্ষঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ হ্রীং ঠ ঠ ভো ভো জ্বর শৃণু শৃণু হল হল গর্জ্জ গর্জ্জ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থকং অর্দ্ধমাসিকং মাসিকং নৈমেসিকং মৌহূর্ত্তিকং ফট্ ফট্ হুং ফট্ ফট্ হল হল মুঞ্চ মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ স্বাহা। ইতি পঠিত্বা একবৃক্ষে শ্মশানে চতুষ্পথে বা বিসর্জ্জয়েৎ। এতৎ কর্ম্ম বাস্তুশুচিদক্ষিণপ্রদেশে কর্ত্তব্যম্।)

জ্বরিত ব্যক্তির জ্বর শান্তির জন্য জ্বরবলি বিধান লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ তণ্ডুল পাক করিয়া তদ্দারা পুত্তলিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বেণানির্ম্মিত আসনে স্থাপন করিবে। পরে পুত্তলিকার অঙ্গে হরিদ্রা লেপন করিবে। আসনের চারিদিকে চারিটী পীতবর্ণ বস্ত্রের ধ্বজা দিবে। পরে হরিদ্রারসপূর্ণ ৪টী ঠোঙা চারি কোণে দিয়া গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ দ্বারা জ্বরের পূজা করিবে। পূজার মন্ত্রাদি মূলে লিখিত হইল। ইহা দ্বারা জ্বর শান্তি হয়।

বারতিথিনক্ষত্রবিশেষেষু রোগোৎপত্তিফলম্।

রবৌ সপ্ত নব বিধৌ কুজে চ দশ বাসরান্।
বুধে ত্রি দ্বাদশ গুরৌ ভৃগৌ ত্রি মনবঃ শনৌ॥
রবৌ শনৌ কুজে ষষ্ঠী নবমী বা চতুর্দ্দশী।
পূর্ব্বাষাঢ়ার্দ্রকং মূলাশ্লেষা চ পূর্ব্বফল্গুনী॥
পূর্ব্বভাদ্রপদা স্বাতিস্তথা শতভিষাস্ত চ।
এষু রোগঃ সমুৎপন্নো মৃত্যবে স্যান্ন সংশয়ঃ॥
কৃত্তিকায়াং যদা ব্যাধিরুৎপন্নো ভবতি স্বয়ম্॥
নবরাত্রং ভবেৎ পীড়া ত্রিরাত্রং রোহিণীষু চ।
মৃগশীর্ষে পঞ্চরাত্রমার্দ্রায়াং মুচ্যতেঽসুভিঃ।
পুনর্বসৌ তথা পুষ্যে সপ্তরাত্রেণ মোচনম্॥

নবরাত্রং তথাশ্লেষে শ্মশানান্তং মঘাসু চ।
দ্বৌ মাসৌ পূর্ব্বফল্গুন্যামুত্তরাসু ত্রিপঞ্চকম্॥
হস্তে চ সপ্তমে মোক্ষশ্চিত্রায়ামর্দ্ধমাসকম্।
মাসদ্বয়ং তথা স্বাত্যাং বিশাখে দিনবিংশতি॥
মিত্রে চৈব দশাহানি জ্যেষ্ঠায়ামর্দ্ধমাসকম্।
মূলে ন জায়তে মোক্ষঃ পূর্ব্বাষাঢ়ে ত্রিপঞ্চকম্॥
উত্তরে দিনবিংশত্যা দ্বৌ মাসৌ শ্রবণে তথা।
ধনিষ্ঠায়ামর্দ্ধমাসো বারুণে চ দশাহকম্॥
পূর্ব্বভাদ্রপদে দেবি! ঊনবিংশতিবাসরান্।
অহির্ব্রধ্নে ত্রিপক্ষঞ্চ রেবত্যাং দশরাত্রকম্॥
অহোরাত্রং তথাশ্বিন্যাং ভরণ্যান্তু গতায়ুষম্।
এবং ক্রমেণ জানীয়ান্নক্ষত্রেষু যথোচিতম্॥

বার, তিথি ও নক্ষত্র বিশেষে উৎপন্ন জ্বরাদির ভোগকাল মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে।

সূর্য্যার্ঘ্যদানবিধিঃ।

হংসো ভানুঃ সহস্রাংশুস্তপনস্তাপনো রবিঃ।
বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ বিশ্বকর্ম্মা বিভাবসুঃ॥
বিশ্বরূপো বিশ্বকর্ত্তা মার্ত্তণ্ডো মিহিরোঽংশুমান্।
আদিত্যশ্চোষ্ণগুঃ সূর্য্যোঽর্য্যমাব্রধ্নো দিবাকরঃ।
দ্বাদশাত্মা সপ্তহয়ো ভাস্করোঽহস্করঃ খগঃ।
সূরঃ প্রভাকরঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ॥
লোকেশো লোকসাক্ষী চ তমোঽরিঃশাশ্বতঃশুচিঃ
গভস্তিহস্তস্তীব্রাংশুস্তরণিঃ সুমহোরণিঃ॥
দ্যুমণির্হরিদশ্বোঽর্কো ভানুমান্ ভয়নাশনঃ।
ছন্দোঽশ্বো বেদবেদ্যশ্চ ভাস্বান্ পূষা বৃষাকপিঃ॥
একচক্ররথো মিত্রো মন্দেহারিস্তমিস্রহা।
দৈত্যহা পাপহর্ত্তা চ ধর্ম্মোঽধর্ম্মপ্রকাশকঃ॥
হেলিকশ্চিত্রভানুশ্চ কলিঘ্নস্তার্ক্ষ্যবাহনঃ।
দিক্পতিঃ পদ্মিনীনাথঃ কুশেশয়করো হরিঃ॥
ঘর্ম্মরশ্মির্দুর্নিরীক্ষ্যশ্চণ্ডাংশুঃ কশ্যপাত্মজঃ।
এভিঃ সপ্ততিসংখ্যাকৈঃ পুণ্যৈঃসূর্য্যস্য নামভিঃ॥
প্রণবাদি চতুর্থ্যন্তৈর্নমস্কারসমাযুতৈঃ।
প্রত্যেকমুচ্চরন্ নাম দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা দিবাকরম্॥
বিগৃহ্য পাণিযুগ্মেন তাম্রপাত্রং সুনির্ম্মলম্।
জানুভ্যামবনীং গত্বা পরিপূর্য্য জলেন চ॥
করবীরাদিকুসুমৈ রক্তচন্দন মিশ্রিতৈঃ।
দূর্ব্বাঙ্কুরৈরক্ষতৈশ্চ নিক্ষিপ্তৈঃ পাত্রমধ্যতঃ॥
দদ্যাদর্ঘ্যমনর্ঘায় সবিত্রে ধ্যানপূর্ব্বকম্।
উপমৌলি সমানীয় তৎ পাত্রং নাভদিঘ্নমনাঃ॥
প্রতিমন্ত্রং নমস্কুর্য্যাদুদয়াস্তমিতে রবৌ।
অনয়া নামসপ্তত্যা মহামন্ত্ররহস্যয়া॥
এবং কুর্ব্বন্ নরো যাতি ন দারিদ্র্যং ন শোকভাক্।
ব্যাধিভির্মুচ্যতে ঘোরৈরপি জন্মান্তরার্জ্জিতৈঃ॥
বিনৌষধৈর্বিনা বৈদ্যৈর্বিনা পথ্যপরিগ্রহৈঃ।
কালেন নিধনং প্রাপ্য সূর্য্যলোকে মহীয়তে॥

(অথাস্য প্রয়োগঃ। অদ্যেত্যাদি বাক্যান্তে অমুকস্য ঝটিতি জ্বরাদিরোগপ্রশমনকামঃ হংসাদি-সপ্ততিনামভিঃ শ্রীসূর্য্যায় সপ্তত্যর্ঘদানমহং করিষ্যামি ইতি সংকল্প্য ভূতশুদ্ধিমঙ্গন্যাসাদিকং কৃত্বা সামান্যার্ঘ্যং কল্পয়িত্বা সূর্য্যং ধ্যাত্বা সমাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃসংপূজ্য প্রণমেৎ। ততো শালগ্রামে ঘটে জলে যথোক্তবিধিনা প্রত্যেকনাম্না অর্ঘ্যং দদ্যাৎ। ইতি সূর্য্যার্ঘ্যদানবিধিঃ।)

মাহেশ্বরকবচম্।

ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায়।

রাজোবাচ।

অঙ্গন্যাসং ষদুক্তং ভো মহেশাক্ষরসংযুতম্।
বিধানং কীদৃশং তস্য কর্ত্তব্যং কেন হেতুনা॥
তদ্বদস্ব মহাভাগ! বিস্তরেণ মমাগ্রতঃ।

ভৃগুরুবাচ।

কবচং মাহেশ্বরং রাজন্! দেবৈরপি সুদুর্লভম্।
যঃ করোতি স্বগাত্রেষু পূতাত্মা স ভবেন্নরঃ।
কৃত্বা ন্যাসমিমং যস্তু সংগ্রামং প্রবিশেন্নরঃ॥
ন শরাস্তোমরাস্তস্য খড়্গশক্তিপরশ্বধাঃ।

প্রভবন্তি রিপোঃ ক্কাপি ভবেচ্ছিবপরাক্রমঃ।
ব্যাধিগ্রস্তস্তু যঃ কশ্চিৎ কারয়েচ্চৈব মার্জ্জনম্।
একাদশকুশৈঃ সাগ্রৈর্মুক্তো ভবতি নান্যথা॥
ন ভূতা ন পিশাচাশ্চ কুষ্মাণ্ডা ন বিনায়কাঃ।
শিবস্মরণমাত্রেণ ন বিশন্তি কলেবরে॥

ওঁ নমঃ পঞ্চবক্ত্রায় শশিসোমার্কনেত্রায় ভয়ার্ত্তানামভয়ায় মম সর্ব্ব গাত্ররক্ষার্থে বিনিয়োগঃ।

ওঁ হ্রৌং হাং হুং। মন্ত্রেণানেন বৃষগোময়-ভস্মণামন্ত্র্য ললাটে তিলকমাদায় পঠেৎ।

ত্রাহি মাং দেব দুষ্প্রেক্ষ্য! শত্রূণাং ভয়বর্দ্ধন!।
ওঁ স্বচ্ছন্দভৈরবঃ প্রাচ্যামাগ্নেয্যাং শিখিলোচনঃ।
ভূতেশো দক্ষিণে ভাগে নৈর্ঋত্যাং ভীমদর্শনঃ।
বারুণে বৃষকেতুশ্চ বায়ৌ রক্ষতু শঙ্করঃ॥
দিগ্বাসাঃ সৌম্যতো নিত্যমৈশান্যাং মদনান্তকঃ।
বামদেব ঊর্দ্ধতো রক্ষেদধো রক্ষেৎ ত্রিলোচনঃ॥
পুরারিঃ পুরতঃ পাতু কপর্দ্দী পাতু পৃষ্ঠতঃ।
বিশ্বেশো দক্ষিণে ভাগে বামে কালীপতিঃ সদা।
মহেশ্বরঃ শিরোভাগে ভবো ভালে সদৈব তু।
ভ্রুবোর্মধ্যে মহাতেজাস্ত্রিনেত্রো নেত্রয়োর্দ্বয়োঃ॥
পিনাকী নাসিকাদেশে কর্ণয়োর্গিরিজাপতিঃ।
উগ্রঃ কপোলতো রক্ষেন্মুখদেশে মহাভুজঃ।
জিহ্বায়ামন্ধকধ্বংসী দন্তান্ রক্ষতু মৃত্যুজিৎ।
নীলকণ্ঠঃ সদা কণ্ঠে পৃষ্ঠে কামাঙ্গনাশনঃ।
ত্রিপুরারিঃ স্কন্ধদেশে বাহ্বোশ্চ চন্দ্রশেখরঃ।
হস্তিচর্ম্মধরো হস্তে নখাঙ্গুলিষু শূলভৃৎ।
ভবানীশঃ পাতু হৃদয়ং পাতূদরকটীর্মৃড়ঃ।
গুদে লিঙ্গে চ মেঢ্রে চ নাভৌ চ প্রমথাধিপঃ॥
জঙ্ঘোরুচরণে ভীমঃ সর্ব্বাঙ্গে কেশবপ্রিয়ঃ।
রোমকূপে বিরূপাক্ষঃ শব্দস্পর্শে চ যোগবিৎ।
রক্তমজ্জবসামাংসশুক্রে বসুগণার্চ্চিতঃ।
প্রাণাপানসমানেষূদানব্যানেষু ধূর্জ্জটিঃ।
রক্ষাহীনন্তু যৎ স্থানং বর্জ্জিতং কবচেন চ।
তৎ সর্ব্বং রক্ষ মে দেব ব্যাধিদুর্গজ্বরাদিতঃ।
কার্য্যং কর্ম্ম ত্বিদং প্রাজ্ঞৈর্দীপং প্রজ্বাল্য সর্পিষা।
নিবেদ্য শিখিনেত্রায় কারয়েচ্ছোত্তরং মুখম্।
জ্বরদাহপরিক্রান্তং তথান্যব্যাধিসংযুতম্।
কুশৈঃসংমার্জ্জ্য সংমার্জ্জ্য ক্ষিপেদ্দীপশিখে জ্বরম্।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং বা তৃতীয়ক চতুর্থকম্।
বাতপিত্ত কফোদ্ভূতং সন্নিপাতোগ্রতেজসম্।
অন্যং দুঃখদুরাধর্ষং কর্ম্মজঞ্চাভিচারিকম্।
ধাতুস্থং কফসংমিশ্রং বিষমং কামসম্ভবম্।
ভূতাভিষঙ্গসংসর্গং ভূতচেষ্টাদিসংস্থিতম্।
শিবাজ্ঞাং ঘোরমন্ত্রেণ পূর্ব্ববৃত্তং স্বয়ং স্মর।
জহি দেহং মনুষ্যস্য দীপং গচ্ছ মহাজ্বরঃ!।
কৃত্বা তু কবচং দিব্যং সর্ব্বব্যাধিভয়ার্দ্দনম্।
ন বাধন্তে ব্যাধয়স্তং বালগ্রহভয়াশ্চ যে।
লূতা বিস্ফোটকং ঘোরং শিরোঽর্ত্তিচ্ছর্দ্দি বিগ্রহম্।
কামলাং ক্ষয়কাসঞ্চ গুল্মাশ্মরীভগন্দরান্।
শূলোন্মাদঞ্চ হৃদ্রোগং যকৃতং পাণ্ডুবিদ্রধিম্।
অতীসারাদয়ো রোগা ডাকিনীগ্রহপীড়িতম্।
পামা বিচর্চিকা দদ্রু কুষ্ঠব্যাধিবিমর্দ্দনম্।
স্মরণান্নাশয়ত্যাশু কবচং শূলপাণিনঃ।
যস্তু স্মরতি নিত্যং বৈ যস্তু ধারয়তে নরঃ॥
স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো বসেৎ শিবপুরে চিরম্।
সংখ্যা ব্রতস্য দানস্য যজ্ঞস্যাস্তীহ শাস্ত্রতঃ।
ন সংখ্যা বিদ্যতে শম্ভোঃ কবচস্মরণাদ্যতঃ।
তস্মাৎ সম্যগিদং সর্ব্বৈঃ সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥
শ্রোতব্যং সততং ভক্ত্যা কবচং সার্ব্বকামিকম্।
লিখিতং তিষ্ঠতে যস্য গৃহে সম্যগনুত্তমম্।
ন তত্র কলহোদ্বেগৌ নাকালমরণং ভবেৎ।
নাল্পপ্রজাঃ স্ত্রিয়স্তত্র ন দৌর্ভাগ্যসমাশ্রিতাঃ।
তস্মান্মাহেশ্বরং নাম কবচং সুরগণার্চ্চিতম্।
শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ মন্তব্যং ভাবুকপ্রদম্।
ইতি শ্রীমাহেশ্বরকবচং সর্ব্বব্যাধিনিসূদনম্।
যঃ পঠেত্তু নরো নিত্যং স ব্রজেচ্ছাঙ্করং পুরম্।

ইতি শ্রীমাহেশ্বরকবচং সমাপ্তম্। ওঁ তৎ সৎ॥

এই মাহেশ্বর কবচ মহাদেবের পূজা করিয়া পাঠ বা শ্রবণ করিলে রোগী রোগ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হইবে।

মহামৃত্যুঞ্জয়প্রয়োগঃ।

সর্ব্বরোগপ্রশান্ত্যর্থং মহামৃত্যুঞ্জয়ং ভজেৎ।
মহামৃত্যুঞ্জয়ং পূজ্য লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরম্॥
রোগার্ত্তো মুচ্যতে রোগাদ্বদ্ধোমুচ্যেত বন্ধনাৎ।
যস্তু সংপূজয়েৎ লিঙ্গং মহামৃত্যুঞ্জয়াভিধম্॥
যমোঽপি প্রণমেদ্ভক্ত্যা কিং করিষ্যতি চাময়ঃ।
তস্য পূজাবিধিং বক্ষ্যে শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে!॥
জাতিভেদে মৃত্তিকান্তু গৃহীত্বাশীতিতোলকম্।
নির্ম্মায় পার্থিবং লিঙ্গং কাংস্যাধারে নিবেশয়েৎ॥
পৌরাণিকেন মন্ত্রেণ কুর্য্যাচ্চ গঠনং বুধঃ।
স্নাপয়েৎ পঞ্চগব্যেন তথা পঞ্চামৃতেন চ॥
নারিকেলোদকেনৈব সম্বিদাভিশ্চ শক্তিতঃ।
স্বৈঃস্বৈর্মন্ত্রৈশ্চ দ্রব্যৈশ্চ প্রত্যেকস্যাষ্টতোলকৈঃ॥
রোগক্ষয়কামনয়া নামগোত্রাদিপূর্ব্বকম্।
উপবিশ্যাসনে বিপ্রো ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী॥
রুদ্রাক্ষমালাং কণ্ঠে বৈ ধৃত্বা ভস্মত্রিপুণ্ড্রকম্।
উপচারং ষোড়শকং দেয়ং ভক্ত্যা প্রযত্নতঃ॥
স্বর্ণস্যাসনং দদ্যাৎ তথৈবাভরণানি চ।
বস্ত্রযুগ্মং প্রদাতব্যং পরিধেয়ং যথা ভবেৎ।
মধুপর্কং কাংস্যপাত্রে দদ্যাৎ ভোজনযোগ্যকম্।
বিল্বপত্রসহস্রঞ্চ হ্যভগ্নং বিনিবেদয়েৎ॥
এবং সংপূজ্য লিঙ্গৈকং দ্বিসহস্রং জপেন্মনুম্।
ততো হোমং প্রকুর্য্যাচ্চ দক্ষিণান্তং ততশ্চরেৎ॥
সুবর্ণং বা চ তন্মূল্যং দেবি! বিভবমানতঃ।
অঙ্গহীনা ন কর্ত্তব্যা পূজা চাল্পফলপ্রদা॥
একলিঙ্গং সমারাধ্য ফলং যদন্যকে যুগে।
তৎফলং লভতে দেবি! কলৌ সংখ্যা চতুর্গুণা॥
তাম্রপাত্রেতু সংস্থাপ্য অশীতি তোলকং জলম্।
তজ্জলেনৈব দেবেশি! কুশৈঃ সংমার্জ্য রোগিণম্॥
ক্ষিপেদ্দীপশিখায়াঞ্চ মন্ত্রমুচ্চার্য্য মামকম্।
এবং বিধিবিধানেন পূজয়েন্মম লিঙ্গকম্॥
যাদৃগ্ যাদৃগ্ ভবেদ্রোগো নাশমেতি ন সংশয়ঃ।
সাঙ্গেন পূজয়িত্বা তু লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্॥
অঙ্গব্যতিক্রমেণৈব বৃথা ভবতি বাসনা।
রোগী প্রমুচ্যতে সদ্যো ভোগীব কঞ্চুকোজ্ঝিতঃ॥

(মন্ত্রং বেদোক্তত্র্যম্বকমন্ত্রম্। ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনমুর্ব্বারুকমিব বন্ধনা-ন্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ। পৌরাণিকেন "হরো মহেশ্বরশ্চৈব শূলপাণিঃ পিনাকধৃক্। পশুপতিঃ শিবশ্চৈব মহাদেব ইতি ক্রমাৎ" ইত্যেবং ক্রমেণ মন্ত্রেণ।)

মহামৃত্যুঞ্জয় প্রয়োগ দ্বারা অতি দুঃসাধ্য জ্বরাদি পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ৮০ তোলা পরিষ্কার গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা শিব-লিঙ্গ নির্ম্মাণ করতঃ কাংস্যপাত্রে স্থাপন করিবে। পৌরাণিক মন্ত্রে গঠন এবং বৈদিক মন্ত্রে পূজা কর্ত্তব্য। পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, নারিকেল জলে স্নান। সুবর্ণা-সনাদি ষোড়শোপচারে পূজা, ১০০০ অভগ্ন বিল্বপত্র অর্পণ, ২০০০ মন্ত্র জপ ও সুবর্ণ দক্ষিণা দিবে।

জ্বরমুক্তস্য লক্ষণম্।

স্বেদো লঘুত্বং শিরসঃ কণ্ডূঃ পাকো মুখস্য চ।
ক্ষবথুশ্চান্নলিপ্সা চ জ্বরমুক্তস্য লক্ষণম্॥
দেহো লঘুর্ব্যপগতক্লমমোহতাপঃ
পাকো মুখে করণসৌষ্ঠবমব্যথত্বম্।
স্বেদঃ ক্ষবঃ প্রকৃতিগামি মনোঽন্নলিপ্সা
কণ্ডুশ্চ মূর্দ্ধ্নি বিগতজ্বরলক্ষণানি॥

ঘর্ম্মনির্গম, দেহের লঘুতা, মস্তকে চুলকানি, মুখের পাক, হাঁচি, আহারা-ভিলাষ, ক্লান্তিদূর, মোহ ও তাপনিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব, ব্যথারাহিত্য ও চিত্তের প্রসন্নতা এই সমুদায় জ্বরমুক্তির লক্ষণ।

জ্বরমুক্তস্য বর্জ্জনীয়ানি।

ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ স্নানং চংক্রমণানি চ।
জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ॥

জ্বর মুক্তির পর যে পর্য্যন্ত বিশেষ বললাভ না হয়, তাবৎ শ্রমজনক কর্ম্ম, স্ত্রীসঙ্গম, স্নান ও অধিক ভ্রমণ এই সমুদায় নিষিদ্ধ।

জ্বরমুক্তস্য স্নানে দোষাঃ।

স্নানমাশু জ্বরং কুর্য্যাৎ জ্বরমুক্তস্য দেহিনঃ।
তস্মান্মুক্তজ্বরঃ স্নানং বিষবৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

জ্বরমুক্ত ব্যক্তির সহসা স্নান করা উচিত নহে। কারণ স্নান দ্বারা পুনর্ব্বার জ্বর আসিতে পারে।

আরোগ্যস্নানবিধিঃ।

ধনিষ্ঠা শ্রবণা স্বাতী জ্যেষ্ঠা শতভিষা তথা।
রবি মন্দ ভৌম বারাশ্চন্দ্রোঽশুভবিবর্জ্জিতঃ॥
কেন্দ্রস্থাশ্চাশুভাঃ শস্তা ব্যতীপাতাদিবাসরাঃ।
তিথির্ন শস্তা প্রতিপৎ তৃতীয়া নবমী তথা॥
স্নানায় রোগমুক্তানাং দশমী চ ত্রয়োদশী।
বুধেন্দু গুরু শুক্রাণাং বারাঃ স্নানে ন শোভনাঃ।
রোগান্মুক্তস্য নাশ্লেষা রোহিণী ভদ্রদায়িনী॥

শাস্ত্রোক্ত শুভ বার, শুভ তিথি ও শুভ নক্ষত্রাদিতে রোগী সম্যক্ বললাভ করিলে তাহাকে যথানিয়মে সর্ব্বৌষধি, মহৌষধি ও পঞ্চপুষ্প সংযুক্ত জলদ্বারা আরোগ্য স্নান করাইবে।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং জ্বরাধিকারঃ।

জ্বরাতিসারাধিকারঃ।

জ্বরাতিসারস্য লক্ষণম্।

পিত্তজ্বরে পিত্তভবোঽতিসার-
স্তথাতিসারে যদি বা জ্বরঃ স্যাৎ
দোষস্য দুষ্যস্য সমানভাবাৎ
জ্বরাতিসারঃ কথিতো ভিষগ্‌ভিঃ॥

যদি পৈত্তিক জ্বরে পিত্তজন্য অতিসার অথবা অতিসার রোগে জ্বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দোষ ও দুষ্যের সাম্যভাব হেতু ঐ মিলিত রোগদ্বয়কে জ্বরাতিসার বলা যায়।

তস্য চিকিৎসা।

জ্বরাতিসারয়োরুক্তমন্যোঽন্যং ভেষজং পৃথক্।
ন তন্মিলিতয়োঃ কুর্য্যাদন্যোঽন্যং বর্দ্ধয়েদ্ যতঃ॥
প্রায়ো জ্বরহরং ভেদি স্তম্ভনন্ত্বতিসারণুৎ।
অতোঽন্যোঽন্যবিরুদ্ধত্বাদ্ বর্দ্ধনং তৎ পরস্পরম্॥

শুদ্ধ জ্বর ও শুদ্ধ অতিসারে যে যে ঔষধ উক্ত আছে, জ্বরাতিসারে সেই সেই ঔষধ মিলিত করিয়া প্রয়োগ করা অবিহিত, কারণ উহারা পরস্পরের বর্দ্ধক। জ্বরঘ্ন ঔষধ সকল প্রায়ই ভেদক এবং অতিসারের ঔষধ ধারক, সুতরাং জ্বরঘ্ন ঔষধ সেবনে অতিসার বৃদ্ধি ও অতিসারনাশক ঔষধ সেবনে জ্বরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

জ্বরাতীসারিণামাদৌ কুর্য্যাল্লঙ্ঘনপাচনে।
প্রায়স্তাবামসম্বন্ধং বিনা ন ভবতো যতঃ॥

জ্বরাতিসারীর পক্ষে প্রথমে লঙ্ঘন ও পাচক ঔষধ ব্যবস্থেয়। কারণ রসসম্বন্ধ

ব্যতিরেকে জ্বর বা অতিসার রোগ প্রায়ই উৎপন্ন হয় না। লঙ্ঘন ও পাচন দ্বারা রসের পরিপাক হইয়া রোগের বল হ্রাস হয়।

জ্বরাতিসারে পেয়াদিক্রমঃ স্যাল্লঙ্ঘিতে হিতঃ।
জ্বরাতিসারী পেয়াং বা পিবেৎ সাম্লাংশৃতাংনরঃ॥

জ্বরাতিসারে প্রথমে লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য, পরে দাড়িমাদি অম্লদ্রব্য সংযুক্ত সিদ্ধ পেয়া, মণ্ড ও যবাগূ প্রভৃতি পথ্য ব্যবস্থেয়।

উৎপলষট্‌কম্‌।

পৃশ্নিপর্ণী বলা বিল্ব নাগরোৎপলধান্যকৈঃ।

জ্বরাতিসারী চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, শুণ্ঠী, নীলোৎপল ও ধনিয়া এই সকল দ্রব্যের সহিত পেয়াদি পাক করিয়া ঈষৎ অম্লসংযুক্ত করিয়া পান করিবে।

হ্রীবেরাদি ক্বাথঃ।

হ্রীবেরাতিবিষা মুস্ত বিল্ব নাগর ধান্যকৈঃ।
পিবেৎ পিচ্ছাবিবন্ধঘ্নং শূলদোষামপাচনম্‌।
সরক্তং হন্ত্যতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্‌॥

বালা, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধনিয়া মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে মলের পিচ্ছিলতা, শূল ও আম-দোষ নিবারিত হয়। ইহাতে জ্বর সহিত বা জ্বরহীন এবং সরক্ত অতিসাররোগ সত্বর নিবারিত হয়।

উশীরাদি ক্বাথঃ।

উশীরং বালকং মুস্তং ধন্যাকং বিশ্বভেষজম্‌।
সমঙ্গা ধাতকী লোধ্রং বিল্বং দীপন পাচনম্‌॥
হন্ত্যরোচক পিচ্ছামবিবন্ধং সাতিবেদনম্‌।
সশোণিতমতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্‌॥

বেণার মূল, বালা, মুতা, ধনিয়া, শুঁঠ, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ ও বেল-শুঁঠ এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, এই ক্বাথ পান করিলে রক্তাতিসার ও উদর-বেদনাদি উপশমিত হয়।

নাগরাদি ক্বাথঃ।

নাগরাতিবিষা মুস্ত ভূনিম্বামৃত বৎসকৈঃ।
সর্ব্বজ্বরহরঃ ক্বাথঃ সর্ব্বাতীসারনাশনঃ॥

শুঁঠ, আতইচ, মুতা, চিরাতা, গুড়ূচী, ও ইন্দ্রযব ইহাদের সমুদায়ে ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, এই ক্বাথ পানে সর্ব্বপ্রকার অতিসার নষ্ট হয়।

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথঃ।

গুড়ূচ্যতিবিষা ধান্য শুণ্ঠী বিল্বাব্দ বালকৈঃ।
পাঠা ভূনিম্ব কুটজ চন্দনোশীর পদ্মকৈঃ॥
কষায়ঃ শীতলঃ পেয়ো জ্বরাতিসারশান্তয়ে।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি পিপাসা দাহশান্তিকৃৎ॥

গুলঞ্চ, আতইচ, ধনিয়া, শুঁঠ, বেল-শুঁঠ, মুতা, বালা, আকনাদি, চিরাতা, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, বেণার মূল এবং পদ্মকাষ্ঠ মিলিত ২ তোলা, জল ৩২

তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহা সেবন করিলে জ্বরাতিসার ও বমি প্রভৃতি উপদ্রব নিবারিত হয়।

পঞ্চমূল্যাদি ক্বাথঃ ।

পঞ্চমূলী বলা বিল্ব গুড়ূচী মুস্ত নাগরৈঃ ।
পাঠা ভূনিম্ব হ্রীবের কুটজত্বক্‌ফলৈঃ শৃতম্‌ ॥
হন্তি সর্ব্বানতিসারান্‌ জ্বরদোষং বমিং তথা ।
সশূলোপদ্রবং কাসং শ্বাসং হন্যাৎ সুদারুণম্‌ ॥

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁঠ, আকনাদি, চিরাতা, বালা, কুড়চিছাল ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সকলপ্রকার অতিসার ও জ্বর নিবৃত্ত হয় এবং বমি প্রভৃতি উপদ্রব দূরীভূত হয়।

পঞ্চমূলী তু সামান্যা যোজ্যা পৈত্তে কনীয়সী ।
মহতী পঞ্চমূলী তু বাতশ্লেষ্মাতুরে হিতা ॥

পৈত্তিকে স্বল্পপঞ্চমূল এবং বাতশ্লেষ্মপ্রধান স্থলে বৃহৎ পঞ্চমূল ব্যবস্থেয়।

পাঠাদি ক্বাথঃ ।

পাঠেন্দ্রযব ভূনিম্ব মুস্ত পর্পটকামৃতাঃ ।

আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিরাতা, মুতা, ক্ষেতপাপড়া ও গুড়ূচী ইহাদের ক্বাথ পান করিলে জ্বরসংযুক্ত আমাতিসার সত্বর নষ্ট হয়।

বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি ক্বাথঃ ।

পঞ্চমূলী শৃঙ্গবেরং শৃঙ্গাটং কণ্টকং ঘনম্‌ ।
জম্বু দাড়িমপত্রঞ্চ বলা বালং গুড়ূচিকা ॥
পাঠা বিল্বং সমঙ্গা চ কুটজত্বক্‌ ফলং তথা ।
ধন্যাকং ধাতকীক্বাথং বিষাজীরকসংযুতম্‌ ॥
পিবেৎ জ্বরাতিসারে চ সরক্তে বাপ্যরক্তকে ।
অপি যোগশতৈস্ত্যক্তে চাসাধ্যে সর্ব্বরূপকে ॥

বিল্ব, সোণা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শুঁঠ, পানিফলপত্র, কাঁচড়া, মুতা, জামপত্র, দাড়িমপত্র, বেড়েলামূল, বালা, গুলঞ্চ, আকনাদি, বেলশুঁঠ, বরাক্রান্তা, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, ধনিয়া এবং ধাইফুল ইহাদের ক্বাথে আতইচচূর্ণ ২ মাষা ও জীরাচূর্ণ ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সকল প্রকার অতিসার রোগ নষ্ট হয়।

ধান্যশুণ্ঠী ।

ধন্যাকং বিশ্বসংযুক্তমামঘ্নং বহ্নিদীপনম্‌ ।
বাতশ্লেষ্মজ্বরহরং শূলাতিসারনাশনম্‌ ॥
(প্রথমতো ধান্যশুণ্ঠী দেয়া)

ধনের চাউল ১ তোলা ও শুণ্ঠী ১ তোলা কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া রোগীকে সেবন করাইবে। ইহাতে বাতশ্লেষ্মজ্বর ও শূলসংযুক্ত অতিসার উপশমিত হয়। জ্বরাতিসারে প্রথমে ধান্যশুণ্ঠী ব্যবস্থেয়।

বিল্বপঞ্চকম্‌ ।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলা বিল্বং সদাড়িমম্‌ ।
বিল্বপঞ্চকমিত্যেতৎ ক্বাথং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ ।
অতিসারে জ্বরে ছর্দ্দ্যাং শস্যতে বিল্বপঞ্চকম্‌ ॥

শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ ও দাড়িমফলের ছাল, ইহাদের ক্বাথ

পান করিলে অতিসার, জ্বর ও বমন রোগের শান্তি হয়।

কলিঙ্গাদিগুড়িকা।

কলিঙ্গ বিল্ব নিম্বাম্র কপিত্থং সরসাঞ্জনম্।
লাক্ষাং হরিদ্রে হ্রীবেরং কট্‌ফলং শুকনাসিকম্॥
লোধ্রং মোচরসং শঙ্খং ধাতকীং বটশুঙ্গকম্।
পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন গুড়িকাশ্চাক্ষসম্মিতাঃ॥
ছায়াশুষ্কাঃ পিবেৎ ক্ষিপ্রং জ্বরাতীসারশান্তয়ে।
রক্তপ্রসাধনা হ্যেতাঃ শূলাতীসারনাশনাঃ॥

ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, নিমছাল, আম-পত্র, কয়েতবেলের পত্র, রসোত, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বালা, কট্‌ফল, সোণাছাল, লোধ, মোচরস, শঙ্খচূর্ণ, ধাইফুল ও বটের ঝুরি এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আতপতণ্ডুলের জলে পেষণ করিয়া ২ মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহার দ্বারা জ্বরাতিসার, রক্তাতিসার ও শূল (কামড়ানি) নিবৃত্ত হয়।

ব্যোষাদিচূর্ণম্।

ব্যোষং বৎসকবীজঞ্চ নিম্বং ভূনিম্ব মার্কবম্।
চিত্রকং রোহিণীং পাঠাং দার্ব্বীমতিবিষাং সমাম্।
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং সর্ব্বং তত্তুল্যা বৎসকত্বচঃ।
সর্ব্বমেকত্র সংযোজ্য পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা॥
সক্ষৌদ্রং বা লিহেদেতৎ পাচনং গ্রাহিভেষজম্।
তৃষ্ণারুচিপ্রশমনং জ্বরাতীসারনাশনম্॥
প্রমেহং গ্রহণীদোষং গুল্মং প্লীহানমেব চ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ॥
(সর্ব্বচূর্ণসমং কুটজমূলবল্কলচূর্ণম্। তত্ মাষমিতং চতুর্গুণেন তণ্ডুলজলেন পিবেৎ অথবা দ্বিগুণেন মধুনা লিহেৎ।)

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরাতা, ভৃঙ্গরাজ, চিতামূল, কট্‌কী, আকনাদির মূল, দারুহরিদ্রা ও আতইচ, প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, কুড়চি-মূলের ছাল চূর্ণ ১২ তোলা এই সমুদায় একত্র করিয়া সুন্দররূপে পেষণ করিবে। মাত্রা ১ মাষা হইতে ৪ মাষা। চালুনি জল অথবা মধুর সহিত সেবনীয়। ইহা পাচক ও ধারক। ইহা দ্বারা জ্বরাতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

কুটজাবলেহঃ।

কুটজত্বক্ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ শর্করাপলবিংশতিম্॥
দত্ত্বা পক্ত্বা লেহপাকে চূর্ণানীমানি নিক্ষিপেৎ।
পাঠা সমঙ্গা বিল্বঞ্চ ধাতকী মুস্তকং তথা॥
দাড়িমাতিবিষা লোধ্রং শাল্মলীবেষ্ট সর্জ্জকম্।
রসাঞ্জনং ধান্যকঞ্চ উশীরং বালকং তথা॥
প্রত্যেকমেষাংকর্ষাংশ নিক্ষিপেৎপাকবিদ্‌ভিষক্।
শীতে চ মধুনস্তত্র কুড়বার্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ॥
সর্ব্বরূপমতীসারং গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্।
রক্তস্রুতিং জ্বরং শোথং বমিমর্শোগদং তৃষাম্॥
অম্লপিত্তং তথা শূলমগ্নিমান্দ্যং নিযচ্ছতি॥
(অতীসারে গ্রহণ্যাঞ্চ দৃষ্টফলোহয়ম্।)

কুড়চিমূলের ছাল ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত চিনি ২।০ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে পশ্চাল্লিখিত চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ করিয়া নামাইবে। প্রক্ষেপ দ্রব্য যথা—আকনাদি মূল, বরাক্রান্তা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল, মুতা, দাড়িমফলের

ছাল, আতইচ, লোধ, মোচরস, শ্বেত ধূনা, রসোত, ধন্যা, বেণারমূল ও বালা, এই কয় প্রকার দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা। শীতল হইলে ২ পল মধু মিশ্রিত করিয়া ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার, গ্রহণী, রক্তস্রাব ও জ্বর প্রভৃতি নানা-রোগ নষ্ট হয়। মাত্রা ১ তোলা। অনু-পান ছাগদুগ্ধ বা তণ্ডুলধৌতজল।

বৃহৎকুটজাবলেহঃ ।
(গ্রহণীগজেন্দ্রাবলেহঃ ।)

কুটজত্বক্‌পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ।
তেন পাদাবশেষেণ শর্করাপ্রস্থকং পচেৎ ॥
ততো লেহে ঘনীভূতে চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ ।
লবঙ্গং জীরকং মুস্তং ধাতকী বিল্ব বালকম্ ॥
এলা পাঠা ত্বচং শৃঙ্গী জাতীফল মধুরিকাঃ ।
শক্রকাতিবিষা ক্ষারং কাকোলী চ রসাঞ্জনম ॥
শাল্মলীবেষ্টকং যষ্টি সমঙ্গা রক্তচন্দনম্ ।
বটশুঙ্গং খাদিরঞ্চ জম্বাম্রপল্লবং তথা ॥
এষামক্ষসমং চূর্ণং প্রক্ষিপেৎ পাকবিদ্‌ভিষক্ ।
সিদ্ধেঽবতারিতে শীতে মধুনঃ কুড়বং ন্যসেৎ ॥
খাদয়েৎ কর্ষমাত্রন্তু হ্যনুপানবিধিং শৃণু ।
অনুপানং প্রদাতব্যং দধিমস্তু ত্বজাপয়ঃ ॥
চম্পকং কদলীমূলস্বরসং কর্ষমানতঃ ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ ॥
রোগং রক্তাতিসারঞ্চ চিরকালসমুদ্ভবম্ ।
পক্কাপক্কমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্ ।
শোথাতীসারসহিতং জ্বরমাশু ব্যপোহতি ॥

(অন্যত্রায়ং গ্রহণীগজেন্দ্রাবলেহঃ। আম-রক্তাতিসারে কেবলে বাতিসারে গ্রহণ্যাঞ্চ দৃষ্টফলোঽয়ম্।)

কুড়চি মূলের ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথের সহিত ২ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। লেহবৎ ঘনীভূত হইলে তাহাতে লবঙ্গ, জীরা, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, বড় এলাইচ, আকনাদি, গুড়ত্বক্, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জায়ফল, মউরি, ইন্দ্রযব, আতইচ, যবক্ষার, কাকোলী, রসোত, মোচরস, যষ্টিমধু, বরাক্রান্তা, রক্তচন্দন, বটের ঝুরি, খদির, জামপত্র ও আমপত্র ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে, পাক সিদ্ধ হইলে নামাইবে। শীতল হইলে অর্দ্ধ সের মধু মিশ্রিত করিয়া ভাণ্ডমধ্যে রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান দধির মাত, চম্পক মূলের রস বা কদলীমূলের রস ২ তোলা। প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে রক্তাতীসার ও সংগ্রহ-গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

রসপ্রয়োগঃ ।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বরো রসঃ ।

গন্ধেশাভ্রং পৃথক্‌বেদ ভাগমক্ষচ্চ ভাগিকম্ ।
সর্জ্জি টঙ্গ যবক্ষারাঃ পঞ্চৈব লবণানি চ ॥
বরা ব্যোষেন্দ্রবীজানি দ্বিজীরাগ্নি যমানিকাঃ ।
সহিঙ্গু বীজসারঞ্চ শতপুষ্পা সুচূর্ণিতা ॥
সিদ্ধপ্রাণেশ্বরঃ সূতঃ প্রাণিনাং প্রাণদায়কঃ ।
মাষৈকং ভক্ষয়েদস্য নাগবল্লীদলৈর্যুতম্ ॥
উষ্ণোদকানুপানঞ্চ দদ্যাত্তত্র পলত্রয়ম্ ।
জ্বরাতিসারেঽতিস্যতৌ কেবলে বা জ্বরেঽপিচ ॥
ঘোরে ত্রিদোষজে রোগে গ্রহণ্যামস্যগাময়ে ।
বাতরোগে চ শূলে চ শূলে চ পরিণামজে ॥

গন্ধক, পারদ ও অভ্র, প্রত্যেক ৪ মাষা, সর্জ্জিক্ষার, সোহাগার খই, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, যমানী, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ ও শুলফা প্রত্যেক চূর্ণ ১ মাষা এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস। ঔষধ সেবনান্তে উষ্ণ জল পান ব্যবস্থেয়। জ্বরাতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে প্রয়োজ্য।

কনকসুন্দরো রসঃ।

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং পিপ্পলী টঙ্গনং বিষম্।
কনকস্য চ বীজানি সমাংশং বিজয়াদ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রন্তু চণমাত্রা বটী কৃতা।
ভক্ষণাদ্ গ্রহণীং হন্তি রসঃ কনকসুন্দরঃ॥
অগ্নিমান্দ্যং জ্বরং তীব্রমতীসারঞ্চ নাশয়েৎ।
পথ্যং দধ্যোদনং দদ্যাৎ যদ্বা তক্রৌদনং চরেৎ॥

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিঁপুল, সোহাগার খই, বিষ ও ধুতুরাবীজ এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্ররসে মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অতীসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। পথ্য দধি, অন্ন ও তক্র।

মৃতসঞ্জীবনী বটী।

মাগধী বৎসনাভঞ্চ তয়োস্তুল্যঞ্চ হিঙ্গুলম্।
মৃতসঞ্জীবনী খ্যাতা জম্বীররসমর্দ্দিতা।
মূলকস্য চ বীজানাং বটিকা তুল্যরূপিণী।
পানীয়া শীততোয়েন জ্বরাতিসারনাশিনী।
বিসূচ্যাং সন্নিপাতে চ জ্বরে চৈবাতিদুস্তরে॥

পিপ্পলী ১ ভাগ, বৎসনাভ ১ ভাগ ও হিঙ্গুল ২ ভাগ; গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া মূলাবীজের তুল্য বটিকা প্রস্তুত করিবে এবং শীতল জলের সহিত পান করিবে। ইহা জ্বরাতিসার প্রভৃতি নিবারণ করে।

আনন্দভৈরবঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং ব্যোষং টঙ্গণং গন্ধকং সমম্।
জম্বীররসসংযুক্তং মর্দ্দয়েদ্ যামকদ্বয়ম্॥
কাসশ্বাসাতিসারেষু গ্রহণ্যাং সান্নিপাতিকে।
অপস্মারেঽনিলে মেহেঽপ্যজীর্ণে বহ্নিমান্দ্যকে।
গুঞ্জামাত্রঃ প্রদাতব্যো রস আনন্দভৈরবঃ॥

হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগা ও গন্ধক; প্রত্যেক সমভাগ, গোঁড়ালেবুর রসে ২ প্রহর মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ রতি। ইহা দ্বারা জ্বরাতিসার প্রভৃতি রোগ নিবারণ হয়।

অমৃতার্ণব।

হিঙ্গুলোত্থো রসো লৌহং টঙ্গণং গন্ধকং শটী।
ধান্যকং বালকং মুস্তং পাঠা জীরং ঘুণপ্রিয়া॥
প্রত্যেকং তোলকং চূর্ণং ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ।
মাষৈকা বটিকা কার্য্যা রসোঽয়মমৃতার্ণবঃ॥
বটিকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্গহনানন্দভাষিতাম্।
ধান্যজীরকযূষেণ বিজয়াশণবীজতঃ॥
মধুনা ছাগদুগ্ধেন মণ্ডেন শীতবারিণা।
কদলীমোচকরসৈঃ কঞ্চটদ্রবকেণ চ।
অতিসারং জয়েদুগ্রমেকজং দ্বন্দ্বজং তথা॥
দোষত্রয়সমুদ্ভূতমুপসর্গসমন্বিতম্।
শূলঘ্নো বহ্নিজননো গ্রহণ্যর্শোবিকারনুৎ।
অম্লপিত্তপ্রশমনঃ কাসঘ্নো গুল্মনাশনঃ॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, লৌহ, সোহাগা, গন্ধক, শটী, ধনিয়া, বালা, মুতা, আকনাদি, জীরা ও আতইচ, প্রত্যেক ১ তোলা, ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ করিবে। মাত্রা ১ মাষা, ধনিয়ার যূষ সহ সেবনীয়। ইহা জ্বরাতিসার প্রভৃতির নিবারক।

কারুণ্যসাগরঃ।

ভস্মসূতাদ্দ্বিধা গন্ধং তথা দ্বিত্বং মৃতাভ্রকম্।
দিনং সার্ষপতৈলেন পিষ্ট্বা যামং বিপাচয়েৎ।
রসৈর্মার্কবমূলোত্থৈঃ পিষ্ট্বা যামং বিপাচয়েৎ।
ত্রিক্ষার পঞ্চলবণ বিষ ব্যোষাগ্নি জীরকৈঃ।
সবিড়ঙ্গৈস্তুল্যভাগৈরয়ং কারুণ্যসাগরঃ।
মাষমাত্রং দদীতাস্য ভিষক্ সর্ব্বাতিসারকে।
সজ্বরে বিজ্বরে বাপি সশূলে শোণিতোদ্ভবে।
নিরামে শোথযুক্তে বা গ্রহণ্যাং সান্নিপাতিকে।
অনুপানং বিনাপ্যেষ কার্য্যসিদ্ধিং করিষ্যতি॥

রসসিন্দূর ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ ও অভ্র ৪ ভাগ; ১ দিবস সার্ষপতৈলে মর্দ্দন করিয়া, ১ প্রহর পাক করিবে। পরে ভৃঙ্গরাজরসে মর্দ্দন করিয়া ১ প্রহর পাক করিবে। অনন্তর তাহাতে ক্ষারত্রয়, পঞ্চলবণ, বিষ, চিতা, জীরা ও বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক এক এক ভাগ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহা জ্বরাতিসার প্রভৃতির নিবারক।

বৃহৎকনকসুন্দরঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মরিচং টঙ্গণং তথা।
স্বর্ণবীজং সমং মর্দ্দ্যং ভার্গীদ্রাবৈর্দিনার্দ্ধকম্।
সূততুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং রসঃ কনকসুন্দরঃ।
অস্য গুঞ্জাদ্বয়ং হন্তি পিত্তাতিসারমুগ্রকম্॥

পারা, গন্ধক, মরিচ, সোহাগা, ও ধুস্তূরবীজ সমানাংশে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মযষ্টির রসে ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া পারদের তুল্য অভ্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা উৎকট জ্বরাতিসার নিবারণ করে।

মৃতসঞ্জীবনরসঃ।

রসগন্ধৌ সমৌ গ্রাহ্যৌ সূতপাদং বিষং ক্ষিপেৎ।
সর্ব্বতুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং মর্দ্দ্যং ধুস্তূরজৈর্দ্রবৈঃ॥
সর্পাক্ষ্যাশ্চ দ্রবৈর্যামং কষায়েণাথ ভাবয়েৎ।
ধাতক্যতিবিষা মুস্তং শুণ্ঠী জীরক বালকম্।
যমানী ধান্যকং বিল্বং পাঠা পথ্যা কণান্বিতম্॥
কুটজস্য ত্বচং বীজং কপিত্থং বালদাড়িমম্।
প্রত্যেকং কর্ষমাত্রং স্যাৎ কুট্টিতং ক্বাথয়েজ্জলৈঃ॥
চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
অনেন ত্রিদিনং ভাব্যং পূর্ব্বোক্তং মর্দ্দিতং রসম্।
রুদ্ধ্বা তদ্বালুকাযন্ত্রে ক্ষণং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
মৃতসঞ্জীবনো নাম চাস্য গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
দাতব্যমনুপানেন চাসাধ্যমপি সাধয়েৎ।
ষট্ প্রকারমতীসারং সাধ্যাসাধ্যং জয়েদ্ধ্রুবম্।
নাগরাতিবিষা মুস্তং দেবদারু কণা বচা।
যমানী বালকং ধান্যং কুটজত্বক্ হরীতকী।
ধাতকীন্দ্রযবৌ বিল্বং পাঠা মোচরসং সমম্।
চূর্ণিতং মধুনা লেহ্যমনুপানং সুখাবহম্॥

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ৪ তোলা; বিষ ১ তোলা, অভ্র ৯ তোলা, ধুস্তূররসে পেষণ করিয়া রাস্নার রসে মর্দ্দন করতঃ ৭ বার ভাবনা দিবে। ধাইফুল, আতইচ, মুতা, শুণ্ঠী, জীরা, বালা, যমানী, ধনিয়া, বেলশুঁঠ, আকনাদি, হরীতকী, পিপ্পলী, কুটজবল্কল, ইন্দ্রযব, কয়েতবেল ও কচি

দাড়িম প্রত্যেক ২ তোলা; চতুর্গুণ জলসহ পাক করিয়া, চতুর্থভাগাবশেষ থাকিতে নামাইয়া তদ্দারা ৩ দিবস ভাবনা দিয়া বালুকাযন্ত্রে মৃদু অগ্নির সন্তাপে পাক করিবে। মাত্রা ৪ রতি। ইহা জ্বরাতিসারঘ্ন। শুণ্ঠী, আতইচ, মুতা, দেবদারু, পিপ্পলী, বচ, যমানী, বালা, ধনিয়া, কুটজবল্কল, বীরণমূল, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও মোচরস সমানাংশে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অনুপান করিবে।

প্রাণেশ্বরঃ।

রসগন্ধকমভ্রঞ্চ টঙ্গণং শতপুষ্পকঃ।
যমানী জীরকাথ্যঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষযুগ্মকম্।
কর্ষমেকং যবক্ষারং হিঙ্গু পটুকপঞ্চকম্।
বিড়ঙ্গেন্দ্রযবং সর্জ্জরসকং চাগ্নিসংজ্ঞিতম্।
ঘৃষ্ট্বা চ বটিকা কার্য্যা নাম্না প্রাণেশ্বরো রসঃ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, সোহাগা, শুল্‌ফা, জীরা ও যমানী, প্রত্যেক ৪ তোলা, যবক্ষার, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ধুনা ও চিতা, প্রত্যেক ২ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৫ রতি। ইহা জ্বরাতিসার প্রভৃতি নিবারণ করে।

অভ্রবটিকা।

অথ শুদ্ধস্য সূতস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ।
প্রত্যেকং কর্ষমানন্তু গ্রাহ্যং রসগুণৈষিণা॥
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা ব্যোষচূর্ণং প্রদাপয়েৎ।
কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ড্যাশ্চিত্রকস্য চ।
শ্রীমসুন্দরকস্যাথ জয়ন্ত্যাঃ স্বরসং তথা॥
মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসং তথা শক্রাশনস্য চ।
শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ স্বরসং পর্ণসম্ভবম্।
দাপয়েদ্রসতুল্যঞ্চ বিধিজ্ঞঃ কুশলো ভিষক্।
রসতুল্যং প্রদাতব্যং চূর্ণং মরিচসম্ভবম্।
দেয়ং রসার্দ্ধভাগেন চূর্ণং টঙ্গণসম্ভবম্।
শুভে শিলাময়ে পাত্রে ঘর্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ।
শুষ্কমাতপসংযোগাদ্ বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
কলায়পরিমাণান্তু খাদেত্তান্তু প্রযত্নতঃ।
দৃষ্ট্বা বয়শ্চাগ্নিবলং যথাব্যাধ্যনুপানতঃ।
হন্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতশ্লেষ্মভবং জ্বরম্।
পরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধকঃ।
জ্বরে চৈবাতিসারে চ সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্।
নাতঃ পরতরঃ শ্রেষ্ঠো বিদ্যতেঽভ্ররসায়নাৎ।
ভোজনে শয়নে পানে নাস্ত্যত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ।
দধি চাবশ্যকং ভক্ষ্যং প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ॥

পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, নিসিন্দা, চিতা, গীমাশাক, জয়ন্তী, থানকুনী, সিদ্ধি, শ্বেতাপরাজিতা ও পান ইহার প্রত্যেকের স্বরস ২ তোলা, মরিচ ২ তোলা, সোহাগা ১ তোলা সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। মাত্রা কলায় সদৃশ। ইহা জ্বরাতিসার প্রভৃতি নিবারণ করে।

গগনসুন্দরো রসঃ।

টঙ্গনং দরদং গন্ধমভ্রকঞ্চ সমং সমম্।
ছুঞ্চিকায়া রসেনৈব ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্।
দ্বিগুঞ্জং মধুনা দেয়ং শ্বেতসর্জ্জস্য বল্কলম্।
বিবিধং নাশয়েদ্রক্তং জ্বরাতীসারমুল্বণম্॥
পথ্যং তক্রং পয়শ্ছাগমামশূলং বিনাশয়েৎ।
অগ্নিবৃদ্ধিকরো হ্যেষ রসো গগনসুন্দরঃ॥

সোহাগার খই, হিঙ্গুল, গন্ধক এবং অভ্র এই সমুদায় সমভাগে লইয়া ক্ষীরুয়ের রসে ৩ দিবস ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ২ রতি শ্বেত ধুনাচূর্ণ ও মধু। ইহাতে জ্বরাতিসার ও রক্তাতীসার প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। পথ্য তক্র ও ছাগদুগ্ধ।

কনকপ্রভা বটী।

স্বর্ণবীজং মরিচং মরাল-
পাদং কণা টঙ্কনকং বিষঞ্চ।
গন্ধং জয়াম্ভির্দিবসং বিমর্দ্দ্য
গুঞ্জাপ্রমাণাং বটিকাং বিদধ্যাৎ॥
এষাতিসারগ্রহণীং জ্বরাগ্নি-
মান্দ্যং নিহন্যাৎ কনকপ্রভাখ্যা।
দধ্যোদনং পথ্যমনুষ্ণবারি
মাংসং ভজেত্তিত্তিরিলাবকানাম্॥

ধুতূরাবীজ, মরিচ, গোয়ালিয়ালতা, পিঁপুল, সোহাগার খই, বিষ ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিদ্ধির রসে ১ দিবস মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান শীতল জল। এই ঔষধ সেবন করিলে জ্বর, অতীসার, গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। পথ্য দধি, অন্ন, শীতল জল ও তিত্তির ও লাব প্রভৃতি পক্ষী-মাংসের যুষ।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং জ্বরাতি-
সারাধিকারঃ।

প্লীহযকৃদধিকারঃ।

যমানিকাদি চূর্ণম্।

যমানিকা চিত্রক যাবশূক-
ষড়্গ্রন্থি দন্তী মগধোদ্ভবানাম্।
প্লীহানমেতদ্ বিনিহন্তি চূর্ণ-
মুষ্ণাম্বুনা মস্তুসুরাসবৈর্ব্বা॥

যমানী, চিতামূল, যবক্ষার, বচ, দন্তীমূল ও পিঁপুল প্রত্যেক সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান উষ্ণজল, দধির মাত, সুরা বা আসব। এই চূর্ণ সেবনে প্লীহা রোগ নষ্ট হয়।

প্লীহহরমুষ্টিযোগাঃ।

তালপুষ্পোদ্ভবঃ ক্ষারঃ সগুড়ঃ প্লীহনাশনঃ॥

তালজটা অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া উহার ক্ষার পুরাতন গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে প্লীহা নষ্ট হয়।

পিপ্পলীং কিংশুকক্ষারভাবিতাং সংপ্রয়োজয়েৎ।
গুল্ম প্লীহাপহাং বহ্নিদীপনীঞ্চ রসায়নীম্॥

পলাশক্ষারের জলদ্বারা ভাবিত পিঁপুল উপযুক্ত মাত্রায় রোগের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে গুল্ম ও প্লীহা বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্ন্যুদ্দীপক ও রসায়ন।

রোহীতকাভয়াক্বাথঃ কণাক্ষারসমন্বিতঃ।

রোহিতক ও হরীতকীর ক্বাথে পিপ্পলীচূর্ণ ও যবক্ষারচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া যথোপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে প্লীহা নষ্ট হয়।

ক্ষারং বা বিড়ঙ্গকঙ্কাভ্যাং পূতিকস্যাম্ননিঃস্রুতঃ।
প্লীহযকৃৎপ্রশান্ত্যর্থং পিবেৎ প্রাতর্যথাবলম্॥

নাটাকরঞ্জের মূলের ক্ষার কাঞ্জির সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্রমশঃ সাতবার বস্ত্রপূত করিয়া লইবে, পরে বিট্‌লবণ ও পিপ্পলীচূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া প্রাতঃকালে পান করিবে। ইহাদ্বারা প্লীহা ও যকৃৎ রোগের শান্তি হয়।

পাতব্যো যুক্তিতঃ ক্ষারঃ ক্ষীরেণোদধিশুক্তিজঃ।
পয়সা বা প্রয়োক্তব্যাঃ পিপ্পল্যঃ প্লীহশান্তয়ে॥

প্লীহারোগ প্রশমনার্থে রোগের বলাবল বিবেচনা করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় সমুদ্র ঝিনুকভস্ম দুগ্ধের সহিত পান করিবে অথবা দুগ্ধের সহিত পিপ্পলী সেবন করিবে।

শোভাঞ্জনকনির্য্যূহং সৈন্ধবাগ্নিকণান্বিতম্।
পলাশক্ষারযুক্তং বা যবক্ষারং প্রয়োজয়েৎ॥

সজিনার কাথে সৈন্ধব, চিতা ও পিপ্পলীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। কাথ্য দ্রব্য দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে বস্ত্রপূত করিয়া লইবে। ইহাতে পলাশক্ষার বা যবক্ষার যুক্ত করিয়া পান করিবে।

চিত্রকস্য মূলকং পিষ্ট্বা কৃত্বা তু বটিকাত্রয়ম্।
কদলীপক্কমধ্যেন ভক্ষণাৎ প্লীহনাশনম্॥

চিতার মূল জলে পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে, ৩ বটিকা পক্ক রম্ভার অন্তর্গত করিয়া সেবন করিলে প্লীহা নষ্ট হয়।

গুড়ৈশ্চিত্রকমূলং বা রক্তার্কদলং তথা।
ধাতকীপুষ্পচূর্ণং বা প্রত্যেকং প্লীহনাশনম্॥

চিতামূল, হরিদ্রা, পাকা আকন্দপত্র বা ধাইফুল চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে প্লীহা নষ্ট হয়।

রসেন জম্বীরফলস্য শঙ্খ-
নাভীরজঃ পীতমশেষমেব।
কর্ষপ্রমাণং শময়েৎ সমূলং
প্লীহাময়ং কূর্ম্মসমানমাশু॥

শঙ্খনাভি চূর্ণ ॥০ তোলা, গোঁড়া-লেবুর রসে গুলিয়া পান করিলে শীঘ্র প্লীহরোগ উপশমিত হয়।

বিড়ঙ্গাদিচূর্ণম্।

বিড়ঙ্গাজ্যাগ্নিসিন্ধূত্থ শক্তূন্ দগ্ধ্বা বচান্বিতান্।
পিবেৎ ক্ষীরেণ সংচূর্ণ্য গুল্মপ্লীহোদরাপহান্॥

বিড়ঙ্গ, ঘৃত, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, বচ ও যবের ছাতু, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। পরে পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া দুগ্ধসহ পান করিবে। ইহাদ্বারা গুল্ম, প্লীহা ও উদররোগ নষ্ট হয়।

ভল্লাতকাদিমোদকঃ।

ভল্লাতকাভয়াজাজী গুড়েন সহ মোদকঃ।
সপ্তরাত্রান্নিহন্ত্যাশু প্লীহানমতিদারুণম্॥

শোধিত ভেলা, হরীতকী ও কৃষ্ণজীরা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক সপ্তাহ সেবন করিলে অতি দারুণ প্লীহারোগ বিনষ্ট হয়।

অর্কলবণম্।

অর্কপত্রং সলবণমন্তর্ধূমে দহেন্নরঃ।
মস্তুনা তৎ পিবেৎ ক্ষারং প্লীহগুল্মোদরাপহম্।

আকন্দপত্র ও সৈন্ধবলবণ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া দধির মাতের সহিত সেই ক্ষার সেবন করিলে প্লীহা, গুল্ম ও উদররোগ উপশমিত হয়।

যকৃন্নাশকযোগাঃ।

প্লীহোদ্দিষ্টাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ যকৃন্নাশায় যোজয়েৎ।
দধ্না ভুক্তবতো বামবাহুমধ্যে শিরাং ভিষক্॥
বিধ্যেৎ প্লীহবিনাশায় যকৃন্নাশায় দক্ষিণে।
প্লীহানং মর্দ্দয়েদ্ গাঢ়ং দুষ্টরক্তং প্রবর্ত্তয়েৎ॥
(দধ্না ভুক্তবতো বামবাহোঃ কূর্পরসন্ধৌ অভ্যন্তরতঃ শিরাং বিধ্যেত।)

যকৃৎরোগে প্লীহার ন্যায় চিকিৎসা করিবে। প্লীহারোগে রোগীকে দধি ভোজন করাইয়া বামবাহুর কফোণি সন্ধির অভ্যন্তরস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য। যকৃৎরোগে দক্ষিণ বাহু হইতে রক্তমোক্ষণ করিবে। প্লীহার উপর গাঢ়রূপে মর্দ্দন ও সেই স্থান হইতে দূষিত রক্ত নির্গত করিলে রোগের উপশম হয়।

তিলান্ সলবণাংশ্চৈব ঘৃতং ষট্পলকং তথা।
প্লীহোদ্দিষ্টাং ক্রিয়াং সর্ব্বাং যকৃতঃ সংপ্রযোজয়েৎ॥

যকৃৎরোগে কৃষ্ণতিলসংযুক্ত সৈন্ধব, অথবা জ্বরাধিকারোক্ত ষট্পল ঘৃত এবং প্লীহাধিকারোক্ত সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

লশুনং পিপ্পলীমূলমভয়াঞ্চৈব ভক্ষয়েৎ।
পিবেদ্ গোমূত্রগণ্ডূষং প্লীহরোগনিবৃত্তয়ে॥

রসুন, পিঁপুলমূল ও হরীতকী এই সমুদায় ভক্ষণ এবং গোমূত্রপান করিলে প্লীহা শান্তি হয়।

প্লীহজিৎ শরপুঙ্খায়াঃ কল্কস্তক্রেণ সেবিতঃ।

বাঁটা শরপুঙ্খ ৪ মাষা ও ঘোল অৰ্দ্ধ পোয়া একত্র পান করিলে প্লীহা নষ্ট হয়।

পিপ্পলী নাগরং দন্তী সমাংশং দ্বিগুণাভয়ম্।
চূর্ণং পীতং বিড়ার্দ্ধং প্লীহানমুষ্ণবারিণা॥

পিপ্পলী, শুঁঠ ও দন্তী প্রত্যেক ১ ভাগ, হরীতকী ২ ভাগ, বিট্‌লবণ অৰ্দ্ধ ভাগ, এই সকল একত্র করিয়া রোগের ও রোগীর বলানুসারে নিয়মিত মাত্রায় উষ্ণ জল সহ সেবনীয়। ইহা দ্বারা প্লীহা রোগ নষ্ট হয়।

মাণকাদিগুড়িকা।

মাণ মার্গাস্মৃতা বাসা স্থিরা সৈন্ধব চিত্রকম্।
নাগরং তালপুষ্পঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ ত্রিকার্ষিকম্॥
বিড়সৌবর্চলক্ষার পিপ্পল্যশ্চাপি কার্ষিকাঃ।
এতচ্চূর্ণীকৃতং সর্ব্বং গোমূত্রস্যাঢকে পচেৎ॥
সান্দ্রীভূতে গুড়ীকুর্য্যাদ্ দত্ত্বা ত্রিপলমাক্ষিকম্।
যকৃৎপ্লীহোদরহরো গুল্মার্শোগ্রহণীহরঃ॥
যোগঃ পরিকরো নাম্না হ্যগ্নিসন্দীপনঃ পরঃ॥
(এতৎসর্ব্বচূর্ণং প্রক্ষিপ্য গোমূত্রাঢকে পচেৎ। ততো গুড়বৎ পাকে শীতে চ মধু প্রক্ষিপ্য গুড়িকা কার্য্যা। পরিকরো বিরেকস্তৎকারকত্বাৎ পরিকরো বিরেককারীত্যর্থঃ। উক্তং হি, "ভবেৎ পরিকরঃ সজ্জে সমারম্ভবিরেকয়োরিতি"।)

সংবৎসরাতীত মাণ, আপাঙ্গমূল-ভস্ম, গুলঞ্চ, বাসকমূল, শালপাণি, সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, শুঁঠ এবং তাল-জটার ক্ষার প্রত্যেক ৬ তোলা, বিট্‌লবণ, সচললবণ, যবক্ষার এবং পিঁপুল প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ ১৬ সের গোমূত্রে পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইবে। শীতল হইলে ৩ পল মধু মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে বিরেচন হইয়া যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বৃহন্মাণকাদিগুড়িকা।

মাণ মার্গ স্থিরা বহ্নি সুণ্ঠী নাগর সৈন্ধবম্।
তালরওুং ক্রিমিঘ্নঞ্চ হবুষং চবিকা বচা॥
বিড় সৌবর্চল ক্ষার পিপ্পলী শরপুঙ্খকম্।
জীরকং পারিভদ্রঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষকদ্বয়ম্॥
সার্দ্ধাঢ়কে গবাং মূত্রে পচেৎ সর্ব্বং সুচূর্ণিতম্।
সান্দ্রীভূতে ক্ষিপেদেবং চূর্ণকং কর্ষসম্মিতম্॥
অজাজী ত্র্যষণং হিঙ্গু যমানী পুষ্করং শটী।
ত্রিবৃদ্দন্তী বিশালা চ দত্ত্বা ত্রিপলমাক্ষিকম্॥
খাদেদগ্নিবলাপেক্ষী বৃদ্ধা চানুপিবেন্নরঃ।
যকৃৎপ্লীহোদরানাহ গুল্মং পাণ্ডুং সকামলম্॥
কুক্ষিশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলমরোচকম্।
শোথঞ্চ শ্লীপদং হন্তি জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্॥

পুরাতন মাণ, আপাঙ্গমূলভস্ম, শাল-পাণি, চিতামূল, সিজমূল, শুঁঠ, সৈন্ধব, তালজটাভস্ম, বিড়ঙ্গ, হবুষ, চঁই, বচ, বিট্‌লবণ, সচললবণ, যবক্ষার, পিঁপুল, শরপুঙ্খ, জীরা ও পালিধামাদারের মূল, প্রত্যেক ৪ তোলা, গোমূত্র ২৪ সের। এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে জীরা, ত্রিকটু, হিং, যমানী, কুড়, শটী, তেউড়ী, দন্তীমূল ও রাখালশসার মূল প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। শীতল হইলে মধু ৩ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। অগ্নিবল ও দোষাদি বিবেচনা করিয়া মাত্রা ও অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

চিত্রকাদিলৌহঃ।

চিত্রকং নাগরং বাসা গুড়ূচী শালপর্ণিকা।
তালপুষ্পমপামার্গো মাণকং কার্ষিকত্রয়ম্॥
লৌহমভ্রং কণা তাম্রং ক্ষারকো লবণানি চ।
পৃথক্ কর্ষাংশমেতেষাং চূর্ণমেকত্র চিক্কণম্॥
চতুঃপ্রস্থে গবাং মূত্রে পচেন্মন্দেন বহ্নিনা।
সিদ্ধশীতং সমুদ্ধৃত্য মাক্ষিকং দ্বিপলং ক্ষিপেৎ॥
চিত্রকাদিরয়ং লৌহো গুল্মপ্লীহোদরাময়ম্।
যকৃতং গ্রহণীং হন্তি শোথং মন্দানলং জ্বরম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ গুদভ্রংশং প্রবাহিকাম্॥

চিতামূল, শুঁঠ, বাসকমূল, গুলঞ্চ, শালপাণি, তালজটাভস্ম, আপাঙ্গমূলভস্ম এবং পুরাতন মাণ প্রত্যেক ৬ তোলা, লৌহ, অভ্র, পিঁপুল, তাম্র, যবক্ষার ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ২ তোলা, গোমূত্র ১৬ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। শীতল হইলে মধু ২ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চিত্রকাদি লৌহ সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

অভয়ালবণম্।

পারিভদ্র পলাশার্ক স্নুহ্যপামার্গ চিত্রকান্।
বরুণাগ্নিমন্থ বস্নুক শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্॥
পূতিকাস্ফোত কুটজ কোষাতক্যঃ পুনর্নবা।
সমূলপত্রশাখাশ্চ গোদয়িত্বা উদূখলে॥
তিলনালপ্রদীপ্তাগ্নিসুদগ্ধং ভস্ম শীতলম্।
ক্ষারপ্রস্থং গৃহীত্বা তু ন্যসেৎ পাত্রে দৃঢ়ে নবে॥
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্।
পূর্ব্ববৎক্ষারকল্কেন স্রাবয়ীত বিচক্ষণঃ॥
প্রস্থমেকঞ্চ লবণং তদর্দ্ধাঞ্চ হরীতকীম্।
তুল্যাম্বুভাগং গোমূত্রং সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা॥
কিঞ্চিৎ সবাষ্পসান্দ্রে চ সম্যক্ সিদ্ধেঽবতারিতে।
অজাজী ত্র্যূষণং হিঙ্গু যমানী পৌষ্করং শটী॥
এতৈরর্দ্ধপলৈর্ভাগৈশ্চূর্ণীকৃত্য প্রদাপয়েৎ।
অভয়ালবণং নাম ভক্ষয়েচ্চ যথাবলম্॥
ব্যাধিঞ্চ বীক্ষ্য মতিমান্ অনুপানং যথোচিতম্।
যে চ কোষ্ঠগতা রোগাস্তান্ নিহন্তি ন সংশয়ঃ॥
যকৃৎপ্লীহোদরানাহ গুল্মাষ্ঠীলাগ্নিসাদজিৎ।
হন্যাচ্ছিরোঽর্ত্তি হৃদ্রোগং শর্করাশ্মরিনাশনম্॥

পালিধাছাল, পলাশছাল, আকন্দ, সিজের ছাল, আপাঙ্গ, চিতামূল, বরুণছাল, গণিয়ারিছাল, শ্বেতবকবৃক্ষ, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটা, হাফরমালী, কুড়চিছাল, ঘোষালতা ও গাধা পুনর্নবা এই সমুদায় উদূখলে কুটিয়া একটী হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া নিম্নে তিলকাষ্ঠের জ্বাল দিবে। স্থালীস্থ দ্রব্য সকল ভস্ম হইলে সেই ভস্ম ২ সের লইয়া ৬৪ সের জল দিয়া পাক করিবে। ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে এই ক্ষারজল পুনর্ব্বার পাকে চড়াইয়া তাহাতে সৈন্ধবলবণ ২ সের, হরীতকী ১ সের ও গোমূত্র ১৬ সের দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, হিঙ্গু, যমানী, কুড় ও শটী প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ তোলা, অনুপান উষ্ণ জল। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

বৃহৎগুড়পিপ্পলী।

বিড়ঙ্গং ত্র্যূষণং কুষ্ঠং হিঙ্গুর্লবণপঞ্চকম্।
ত্রিক্ষারং ফেনকং বহ্নিঃ শ্রেয়সী চোপকুঞ্চিকা॥
তালপুষ্পোদ্ভবং ক্ষারং নাড্যাঃ কুষ্মাণ্ডকস্য চ।
অপামার্গস্য চিঞ্চায়াশ্চূর্ণানি চিক্কণানি চ॥
সর্ব্বচূর্ণং সমং দেয়ং চূর্ণমত্র কণোদ্ভবম্।
এতস্মাদ্দ্বিগুণাচ্চূর্ণাৎ পুরাণো দ্বিগুণো গুড়ঃ॥
মর্দ্দয়িত্বা দৃঢ়ে পাত্রে মোদকানুপকল্পয়েৎ।
ভক্ষয়েদুষ্ণতোয়েন প্লীহানং হন্তি দুস্তরম্॥
যকৃতং পঞ্চগুল্মঞ্চ উদরং সর্ব্বরূপকম্।
জীর্ণজ্বরং তথা শোথং কাসং পঞ্চবিধং তথা।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতা শ্রেষ্ঠা বালানাং গুড়পিপ্পলী॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, কুড়, হিং, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, চিতামূল, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, তালজটাভস্ম, কুমড়ার ডাঁটাভস্ম, আপাঙ্গভস্ম ও তেঁতুলছালভস্ম প্রত্যেক সমভাগ এবং সমুদায় চূর্ণের সমান পিঁপুলচূর্ণ। সর্ব্বচূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড়। সমুদায় একত্র মাড়িয়া লইবে। মাত্রা ।০ তোলা। অনুপান উষ্ণ জল। ইহাতে অতি দুঃসাধ্য প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

গুড়ূচ্যাদি চূর্ণম্।

গুড়ূচ্যতিবিষা শুণ্ঠী ভূনিম্বো যবতিক্তকম্।
মুস্তং কণা যবক্ষারঃ কাসীসং ভ্রমরাতিথিঃ॥
এতেষাং সমভাগেন চূর্ণমেব বিনির্দ্দিশেৎ।
যকৃৎপ্লীহপাণ্ডুরোগমগ্নিমান্দ্যমরোচকম্॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা।
নানাদোষোদ্ভবঞ্চৈব বারিদোষভবং তথা॥
বিরুদ্ধভেষজভবং জ্বরমাশু ব্যপোহতি॥

গুলঞ্চ, আতইচ, শুঁঠ, চিরাতা, কালমেঘ, মুতা, পিপ্পলী, যবক্ষার, হিরাকস ও চাঁপার ছাল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ মাষা। ইহাতে যকৃৎ, প্লীহা ও জ্বর প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

প্লীহারিবটিকা।

সত্তাসারাভ্র কাসীস লশুনানি সমানি চ।
দ্রোণপুষ্পরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ প্রহরত্রয়ম্॥
বল্লদ্বয়ং প্রদাতব্যং প্রদোষে সলিলং স্নমু।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মমগ্নিমান্দ্যং সশোথকম্॥
কাসং শ্বাসং তৃষাং কম্পং দাহং শীতংবমিংভ্রমিম্।
প্লীহারিবটিকা হ্যেষা নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

মুসব্বর, অভ্র, হীরাকস ও রসুন প্রত্যেক সমভাগ লইয়া দ্রোণপুষ্প অর্থাৎ ঘলঘসের রসে ৩ প্রহর মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি পরিমিত বটী করিবে। ইহা সায়ংকালে শীতল জলের সহিত সেবন করিলে প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, কাস, শ্বাস, তৃষ্ণা, কম্প, দাহ, শীত, বমি ও ভ্রমি নিবারিত হয়।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানানি।

ক্রমবৃদ্ধ্যা দশাহানি দশপিপ্পলিকং দিনম্।
বর্দ্ধয়েৎ পয়সা সার্দ্ধং তথৈবাপনয়েৎ পুনঃ॥
জীর্ণেঽজীর্ণে চ ভুঞ্জীত ষষ্টিকং ক্ষীরসর্পিষা।
পিপ্পলীনাং সহস্রস্য প্রয়োগোঽয়ং রসায়নঃ॥
দশপৈপ্পলিকঃ শ্রেষ্ঠো মধ্যমঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতঃ।
যস্ত্রিপিপ্পলীপর্য্যন্তঃ প্রয়োগঃ সোঽবরঃ স্মৃতঃ॥
বৃংহণং বৃষ্যমায়ুষ্যং প্লীহোদরবিনাশনম্।
বয়সঃ স্থাপনং মেধ্যং পিপ্পলীনাং রসায়নম্॥
পঞ্চপিপ্পলিকশ্চাপি দৃশ্যতে বর্দ্ধমানকঃ।
পিষ্টা চ বলিভিঃ পেয়া শৃতা মধ্যবলৈর্নরৈঃ॥
শীতীকৃত্য হ্রস্ববলৈর্দেহদোষামযান্ প্রতি॥

প্রথম দিবস ১০টী পিঁপুল, দ্বিতীয় দিবসে ২০টী, তৃতীয় দিবসে ৩০টী, চতুর্থ-দিবসে ৪০টী এইরূপ প্রত্যহ দশ দশটী বর্দ্ধিত করিয়া দুগ্ধ সহ ক্রমাগত ১০ দিন সেবন করিয়া ১০ দিবসের পর পুনর্ব্বার প্রত্যহ ১০টী করিয়া হ্রাস করিবে এবং পুনরায় বৃদ্ধি করিবে। এইরূপে সহস্র পর্য্যন্ত পিপ্পলী সেবন করিবে। প্রত্যহ ১০টী করিয়া বর্দ্ধন করা প্রধান যোগ, ৬টী করিয়া বৃদ্ধি করা মধ্যম এবং ৩টী করিয়া বর্দ্ধন করাকে অধম যোগ কহে। ৫টী করিয়া বৃদ্ধি করারও নিয়ম আছে। ইহাতে প্লীহাদি রোগ নষ্ট হইয়া বল, বীর্য্য ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

এক্ষণে এত অধিক মাত্রায় পিপ্পলী প্রয়োগ নিতান্ত নিষিদ্ধ, অতিশয় দোষা-বহ ও অসহ্য। ইদানীন্তন মনুষ্যগণের বলানুসারে ১টী হইতে আরম্ভ করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

চিত্রকপিপ্পলীঘৃতম্।

পিপ্পলী চিত্রকাম্মূলং পিষ্ট্বা সম্যগ্ বিপাচয়েৎ।
ঘৃতাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরং যকৃৎপ্লীহোদরাপহম্॥

ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ পিঁপুল ও চিতামূল মিলিত ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে যকৃৎ ও প্লীহা নষ্ট হয়।

পিপ্পলীঘৃতম্।

পিপ্পলীকল্কসংযুক্তং ঘৃতং ক্ষীরং চতুর্গুণম্।
পচেৎ প্লীহাগ্নিসাদাদি যকৃদ্রোগহরং পরম্॥

ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ পিঁপুল ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে যকৃৎ, প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্যাদি নষ্ট হয়।

চিত্রকঘৃতম্।

চিত্রকস্য তুলাক্বাথৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
আরনালং তদ্দ্বিগুণং দধিমণ্ডং চতুর্গুণম্॥
পঞ্চকোলক তালীশ ক্ষারৈর্লবণসংযুতম্।
দ্বিজীরক নিশাযুগ্মৈর্মরিচং তত্র দাপয়েৎ॥
প্লীহগুল্মোদরাধ্মান পাণ্ডুরোগারুচি জ্বরান্।
বস্তিহৃৎপার্শ্ব কট্যূরু শূলোদাবর্ত্ত পীনসান্॥
হন্যাৎ পীতং তদর্শোঘ্নং শোথঘ্নং বহ্নিদীপনম্।
বলবর্ণকরঞ্চাপি ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ চিতামূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কাঁজি ৮ সের, দধির মাথ ১৬ সের। কল্কার্থ পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈই, চিতামূল, শুঁঠ, তালীশপত্র, যবক্ষার, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মরিচ সমুদায়ে ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়।

রোহীতকঘৃতম্।

রোহীতকত্বচং শ্রেষ্ঠাং পলানাং পঞ্চবিংশতিম্।
কোলদ্বিপ্রস্থসংযুক্তাং কষায়মুপকল্পয়েৎ॥
পলিকৈঃপঞ্চকোলৈশ্চ তৈঃ সর্ব্বৈশ্চাপি তুল্যয়া।
রোহীতকত্বচা পিষ্টৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
প্লীহাভিবৃদ্ধিং শময়েদেতদাশু প্রযোজিতম্।
তথা গুল্ম জ্বর শ্বাস ক্রিমি পাণ্ডুত্ব কামলাঃ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ রোহীতকছাল ২৫ পল, কুলশুঁঠা ৩২ পল, পাকার্থ জল ৫৭ সের, শেষ ১৪ সের; ২ পল। কল্কার্থ পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈই, চিতামূল ও শুঁঠ প্রত্যেক ১ পল, রোহীতকছাল ৫ পল। পাকের জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়।

মহারোহীতকঘৃতম্।

রোহীতকাৎ পলশতং ক্ষোদয়েদ্ বদরাঢ়কম্।
সাধয়িত্বা জলদ্রোণে চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥
ঘৃতপ্রস্থং সমাবাপ্য চ্ছাগক্ষীরং চতুর্গুণম্।
তস্মিন্ দদ্যাদিমান্ কল্কান্ সর্ব্বাংস্তানক্ষসংমিতান্॥
ব্যোষং ফলত্রিকং হিঙ্গু যমানী তুম্বুরু বিড়ম্।
অজাজী কৃষ্ণলবণং দাড়িমং দেবদারু চ॥
পুনর্নবা বিশালা চ যবক্ষারং সপৌষ্করম্।
বিড়ঙ্গং চিত্রকঞ্চৈব হবুষা চবিকা বচা॥
এভির্ঘৃতং বিপকন্তু স্থাপয়েদ্ ভাজনে শুভে।
পায়য়েৎ ত্রিপলাং মাত্রাং ব্যাধিং বলবমেক্ষ্য চ॥

রসকেনাথ যূষেণ পয়সা বাপি ভোজয়েৎ ।
উপযুক্তেঘৃতে তস্মিন্ ব্যাধীন্ হন্যাদিমান্ বহূন্ ॥
যকৃৎপ্লীহোদরঞ্চৈব প্লীহশূলং যকৃৎ তথা ।
কুক্ষিশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলমরোচকম্ ॥
বিবন্ধশূলং শময়েৎ পাণ্ডুরোগং সকামলম্ ।
ছর্দ্দ্যতীসারশূলঘ্নং তন্দ্রাজ্বরবিনাশনম্ ।
মহারোহীতকং নাম প্লীহানং হন্তি দারুণম্ ॥

(অত্র বদরাঢ়কং ত্যক্তা জলদ্রোণে ইতি জ্ঞেয়ং তেন জলদ্রোণদ্বয়েন রোহীতকপলশতস্য বদরচূর্ণাঢ়কস্য চ কাথো যুক্তঃ। অন্যথা জলস্য অল্পত্বাৎ তথাবিধঃ পাকো ন স্যাৎ। কেচিদিহ গৃহ্নন্তি তন্ত্রান্তরসংবাদাৎ। রোহীতকবদরাভ্যাং মিলিত্বা কাথঃ কর্ত্তব্য ইতি বৃদ্ধাঃ।)

ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ রোহীতকছাল ১২॥০ সের, কুলশুঁঠা ৮ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, হিং, যমানী, ধনিয়া, বিট্‌লবণ, জীরা, কৃষ্ণলবণ অর্থাৎ একপ্রকার সচল লবণ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, পুনর্নবা, রাখালশসার মূল, যবক্ষার, কুড়, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, হবুষ, চৈ ও বচ প্রত্যেক ২ তোলা। রোগীর বল ও ব্যাধি বিবেচনা করিয়া ৩ পল পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রদান করিবে। কিন্তু এক্ষণে ব্যবহার ২ তোলা মাত্রা, অনুপান মাংসযূষ ও দুগ্ধ প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়।

প্লীহারিরসঃ ।

পারদং গন্ধকং টঙ্কং বিষং ব্যোষং ফলত্রিকম্ ।
তোলকস্য সমোপেতং জৈপালঞ্চ তদর্দ্ধকম্ ॥
কিংশুকস্য রসেনৈব যামমাত্রন্তু মর্দ্দয়েৎ ।
গুঞ্জামাত্রাং বটীং কৃত্বা ছায়ায়াং শোষয়েত্ততঃ ॥
বটিকৈকা প্রদাতব্যা শৃঙ্গবেররসেন চ ।
গুদাঙ্কুরে গুল্মশূলে প্লীহশোথে কফাত্মকে ॥
উদাবর্ত্তে বাতশূলে শ্বাসকাসজ্বরেষু চ ।
রসঃ প্লীহারিনামায়ং কোষ্ঠাময়বিনাশনঃ ।
আমবাতগদচ্ছেদী শ্লেষ্মাময়বিনাশনঃ ॥
(অত্র সর্ব্বেষামর্দ্ধং জয়পালম্ ।)

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, বিষ, ত্রিকটু ও ত্রিফলা প্রত্যেক ১ তোলা, জয়পাল ৫ তোলা। এই সমুদায় পলাশপত্রের রসে ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। অনুপান আদার রস। ইহা সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হয়।

বাসুকিভূষণো রসঃ ।

সূতেন বঙ্গস্য সমং নিযোজ্য
তত্তুল্যগুল্বেন চ গন্ধকেন ।
বিমর্দ্দয়েদর্করসেন যামং
মৃদা চ সংলিপ্য পুটং দদীত ॥
বাসারসৈস্তং পরিভাবয়েচ্চ
রসো ভবেদ্ বাসুকিভূষণোঽয়ম্ ।
প্লীহস্য গুল্মস্য চ শান্তয়েঽস্য
বল্লঞ্চ দদ্যাদ্ বসুচূর্ণযুক্তম্ ॥
(বসু সৈন্ধবম্ ।)

পারদ, গন্ধক, বঙ্গ ও তাম্র এই সমুদায় সমভাগে লইয়া আকন্দপত্রের রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক পুটপাক দিবে। পরে বাসকের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। সৈন্ধব লবণের সহিত সেবনীয়। ইহাতে প্লীহা ও গুল্মরোগের শান্তি হয়।

বিদ্যাধরো রসঃ।

গন্ধকং তালকং তাপ্যং মৃতং তাম্রং মনঃশিলা।
শুদ্ধসূতঞ্চ তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্ ভাবয়েদ্দিনম্॥
পিপল্যাশ্চ কষায়েণ বজ্রীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
বল্লঞ্চ ভক্ষয়েৎ ক্ষৌদ্রৈর্গুল্মপ্লীহাদিকং জয়েৎ॥
রসো বিদ্যাধরো নাম গোদুগ্ধঞ্চ পিবেদনু॥

গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, তাম্র, মনছাল ও পারদ প্রত্যেক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া পিঁপুলের ক্বাথে ও সিজের আটায় এক এক দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু ও গব্যদুগ্ধ। ইহা সেবনে প্লীহাদি রোগ নষ্ট হয়।

রসরাজ রসঃ।

গন্ধকেন মৃতং তাম্রং শুদ্ধ গন্ধক তুল্যকম্।
দ্বয়োঃ পাদং শুদ্ধরসং মর্দ্দয়েচ্ছূরণদ্রবৈঃ।
পুটেদ্ গজপুটে বিদ্বান্ সাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
গুঞ্জাদ্বয়ং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈঃ প্লীহগুল্মবিনাশনম্॥
যকৃচ্ছূলং জ্বরং হন্তি কান্তিপুষ্টিবিবর্দ্ধনঃ।
রসরাজ ইতি খ্যাতো রোগবারণকেশরী।

গন্ধক সংযোগে জারিত তাম্র ১ তোলা, শোধিত গন্ধক ১ তোলা ও পারা ৪ মাষা এই সমুদায় ওলের রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া সুশীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান মধু। ইহাতে যকৃৎ, প্লীহা ও গুল্মরোগ প্রশমিত হয়।

প্লীহান্তকো রসঃ।

মৃতশুল্বঞ্চ তারঞ্চ গগনায়স মৌক্তিকাঃ।
দরদং পুষ্পকং সূতং গন্ধকং নবমং তথা॥
গুগ্গুলু ত্রিকটু রাস্না তথা জৈপালবীজকম্।
ত্রিফলা কটুকা দন্তী দেবদালী তু সৈন্ধবম্॥
ত্রিবৃতা তু যবক্ষারং বাতারিতৈলমর্দ্দিতম্।
অষ্টোদরাণি পাণ্ডুত্বমানাহং বিষমজ্বরম্।
অজীর্ণমামঞ্চ কফং ক্ষয়ঞ্চ সর্ব্বশূলকম্।
কাসং শ্বাসঞ্চ শোথঞ্চ সর্ব্বমাশু ব্যপোহতি।
প্লীহান্তকো রসো নাম প্লীহোদরবিনাশনঃ॥

তামা, রূপা, অভ্র, লৌহ, মুক্তা, হিঙ্গুল, রসাঞ্জন, পারা, গন্ধক, গুগ্গুল, ত্রিকটু, রাস্না, জয়পালবীজ, ত্রিফলা, কট্‌কী, দন্তীমূল, ঘোষামূল, সৈন্ধব, তেউড়ী ও যবক্ষার এই সমুদায় দ্রব্য এরণ্ডতৈলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে অষ্টবিধ উদররোগ, পাণ্ডু ও শোথ প্রভৃতি নানা পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। ইহা প্লীহরোগে বিশেষ উপকারী।

লোকনাথো রসঃ।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং বিমর্দ্দয়েৎ।
মৃতাভ্রং রসতুল্যঞ্চ পুনস্তত্রৈব মর্দ্দয়েৎ।
রসত্রিগুণলৌহঞ্চ লৌহতুল্যঞ্চ তাম্রকম্।
বরাটিকায়া ভস্মাথ পারদত্রিগুণং কুরু।
নাগবল্লীরসেনৈব মর্দ্দয়েদ্‌যত্নতো ভিষক্।
পুটেদ্ গজপুটে বিদ্বান্ সাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥
মধুনা পিপ্পলীচূর্ণং সগুড়াং বা হরীতকীম্।
অজাজীং বা গুড়েনৈব ভক্ষয়েদনুপানতঃ।
যকৃদ্গুল্মোদরহরঃ প্লীহ শ্বয়থুনাশনঃ।
জীর্ণজ্বরং তথা পাণ্ডুং কামলাঞ্চ বিনাশয়েৎ।
অগ্নিমান্দ্যঞ্চ শময়েল্লোকনাথো রসোত্তমঃ।

পারদ, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ, তাম্র ও কড়িভস্ম প্রত্যেক ৩ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য পানের রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। অনুপান মধু ও পিঁপুলের গুঁড়া, পুরাতন গুড় ও হরীতকী কিংবা পুরাতন গুড় ও জীরার গুঁড়া। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ, গুল্ম, প্লীহা, শোথ ও অন্যান্য অনেক পীড়ার উপশম হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তো লোকনাথরসঃ।

রসগন্ধৌ সমৌ কৃত্বা মর্দ্দয়েদর্দ্ধযামকম্।
রসতুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং দ্বিগুণং লৌহতাম্রকম্॥
তাম্রস্য দ্বিগুণং ভস্ম কপর্দ্দকসমুদ্ভবম্।
নাগবল্লীরসৈর্যামং মর্দ্দয়েদতিনির্জ্জনে॥
ততো লঘুপুটং দত্ত্বা স্বশীতং গ্রাহয়েত্ততঃ।
দ্বিগুঞ্জমার্দ্রকদ্রাবৈঃ খাদিরত্বগ্‌রসৈঃ পিবেৎ॥
যকৃৎপ্লীহোদরং শোথমগ্নিমান্দ্যাদিকং জয়েৎ।
লোকনাথরসো নাম সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ॥

(লৌহং তাম্রঞ্চ প্রত্যেকং রসদ্বিগুণমাদায় আর্দ্রকরসেন মর্দ্দয়িত্বা বটী কার্য্যা। তাং ভক্ষয়িত্বা খদিরং জলে সংস্থাপ্য তজ্জলং পশ্চাৎ পেয়মিতি বৃদ্ধব্যবহারঃ।)

পারা ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা একত্রে ৪ দণ্ডকাল মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে, পরে অভ্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা এবং কড়িভস্ম ৪ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পানের রসে ১ প্রহর মাড়িয়া লঘুপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধার করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান আদার রস। কিঞ্চিৎ খদির জলে ফেলিয়া রাখিয়া ঔষধ সেবনান্তে সেই জল পান করিবে। ইহাতে যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

বৃহল্লোকনাথো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং খল্লে কুর্য্যাচ্চ কজ্জলম্।
সূততুল্যং জারিতাভ্রং মর্দ্দয়েৎ কন্যকাম্বুনা॥
ততো দ্বিগুণিতং দদ্যাৎ তাম্রং লৌহং প্রযত্নতঃ।
সূতাদ্বষ্টগুণং দেয়ং বরাটীসম্ভবং রজঃ॥
কাকমাচীরসেনৈব সর্ব্বং তদ্ গোলকীকৃতম্।
ততো গজপুটে পচ্যাৎ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥
শিবং সংপূজ্য যত্নেন দ্বিজাতীন্ পরিতোষ্য চ।
ভক্ষয়েদস্য চূর্ণস্য দ্বিগুঞ্জং মধুনা সহ॥
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতং সর্ব্বরূপিণম্।
জীর্ণজ্বরং তথা গুল্মং কামলাং হন্তি দারুণাম্॥

পারা ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্রে মাড়িয়া কজ্জলী করিবে, পরে উহার সহিত অভ্র ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িবে। পশ্চাৎ তাম্র ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা ও কড়িভস্ম ৯ তোলা মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে মাড়িয়া বর্ত্তুলাকার করিবে। পরে ঐ গোলক গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে উদ্ধৃত করিবে। মাত্রা ২ রতি, অনুপান মধু। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাস, জীর্ণজ্বর, গুল্ম ও কামলা রোগ নষ্ট হয়।

রোহীতকলৌহঃ।

রোহিতকসমাযুক্তং ত্রিকত্রয়যুতং স্বয়ঃ।
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ শোথং হন্তি ন সংশয়ঃ॥

রোহীতকছাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ অর্থাৎ বিড়ঙ্গ, মুতা ও চিতামূল প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ। এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে, প্লীহা, অগ্রমাস ও শোথ নষ্ট হয়।

যকৃৎপ্লীহারিলৌহঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং লৌহমভ্রকম্।
তুল্যং দ্বিগুণতাম্রঞ্চ শিলা চ রজনী তথা॥
জয়পালং টঙ্কনঞ্চ শিলাজতু সমং রসাঃ।
এতৎ সর্ব্বং সমাহৃত্য চূর্ণীকৃত্য বিমিশ্রয়েৎ॥
দন্তী ত্রিবৃচ্চিত্রকঞ্চ নির্গুণ্ডী ত্র্যূষণং তথা।
আর্দ্রকং ভৃঙ্গরাজশ্চ রসৈরেষাং পৃথক্ পৃথক্॥
ভাবয়িত্বা বটীঃ কুর্য্যাদ্ বদরাস্থিমিতাং ভিষক্।
প্লীহানং যকৃতঞ্চৈব চিরকালানুবন্ধিনম্॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব সর্ব্বদোষভবং তথা।
হন্যাদষ্টোদরাণীহ জ্বরং পাণ্ডুঞ্চ কামলাম্॥
শোথং হলীমকং হন্তি মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
যকৃৎপ্লীহারিনামাসৌ লৌহো জগতি দুর্লভঃ॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, তাম্র ২ তোলা, মনঃশিলা, হরিদ্রা, জয়পাল, সোহাগা ও শিলাজতু প্রত্যেক ১ তোলা, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া পরে দন্তীমূল, তেউড়ী, চিতামূল, নিসিন্দা, ত্রিকটু, আদা ও ভীমরাজের রসে বা কাথে ভাবনা দিয়া কুলের আঁটির ন্যায় বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়।

যকৃদরিলৌহঃ।

দ্বিকর্ষং লৌহচূর্ণস্য গগনস্য পলার্দ্ধকম্।
কর্ষং শুদ্ধং মৃতং তাম্রং লিম্পাকাঙ্ঘ্রিত্বচঃ পলম্॥
মৃগাজিনভস্ম পলং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
নবগুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্॥
যকৃৎপ্লীহোদরঞ্চৈব কামলাঞ্চ হলীমকম্।
কাসং শ্বাসং জ্বরং হন্তি বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥
যকৃদরির্নাম লৌহঃ সর্ব্বব্যাধিনিসূদনঃ॥

লৌহচূর্ণ ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, তাম্র ২ তোলা, পাতিলেবুর মূলের ছাল ৮ তোলা ও অন্তর্ধূমে ভস্মীকৃত কৃষ্ণসারচর্ম্ম ৮ তোলা, এই সমুদায় একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি নানারোগের উপশম হয়।

বৃহদ্‌যকৃদরিলৌহঃ।

পারদং গন্ধকঞ্চাভ্রং ত্র্যূষণং কটুকীং তথা।
ত্রায়মাণাং বিষাং পাঠাং পিচুমর্দ্দং হরীতকীম্॥
চিত্রকং পর্পটং মুস্তং সমভাগং প্রকল্পয়েৎ।
সর্ব্বার্দ্ধং জারিতং লৌহং গুড়ূচীস্বরসৈর্দিনম্॥
নিষ্পিষ্য বটিকা কার্য্যা ত্রিগুঞ্জাফলমানতঃ।
প্লীহোদরযকৃদ্‌গুল্মান্ সর্ব্বোপদ্রবসংযুতান্॥
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং বা ত্র্যাহিকং চাতুর্থাহিকম্।
সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভক্ষণাদার্দ্রকদ্রবৈঃ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, কটুকী, বলাডুমুর, আতইচ, আকনাদি, নিমছাল, হরীতকী, চিতা, ক্ষেতপাপড়া ও মুতা প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধ জারিত লৌহ। ইহাদিগকে গুলঞ্চের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া

৩ রতি পরিমিত বটী করিবে। ইহা আদার রসের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বোপদ্রবসম্পন্ন প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম এবং ঐকাহিক দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক ও চাতুরাহিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়।

মহামৃত্যুঞ্জয়লৌহঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং জারিতাভ্রং সমং তথা।
গন্ধস্য দ্বিগুণং লৌহং মৃতং তাম্রং চতুর্গুণম্॥
দ্বিক্ষারং সৈন্ধবং বীটং বরাটীভস্ম শঙ্খকম্।
চিত্রকং কুনটী তালং রামঠং কটুকা তথা॥
রোহিতং ত্রিবৃতা চিঞ্চা বিশালা ধবলাঙ্কঠম্।
অপামার্গং তালরগুমল্লিকা চ নিশাদ্বয়ম্॥
প্রিয়ঙ্গিন্দ্রযবং পথ্যা চাজমোদা যমানিকা।
তুম্বকং শরপুঙ্খা চ যকৃন্মর্দ্দো রসাঞ্জনম্॥
প্রত্যেকং শাণমানেন ভাবয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ।
গুড়্চ্যাঃ স্বরসেনাপি মধুনঃ কুড়বার্দ্ধকম্॥
বটিকাং কারয়েদ্বৈদ্যো গুঞ্জাবট্প্রমিতাং পুনঃ।
অনুপানং প্রদাতব্যং বুদ্ধা দোষানুসারতঃ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বরোগকুলান্তকম্।
প্লীহানং জ্বরমুগ্রঞ্চ কাসঞ্চ বিসমজ্বরম্॥
আমবাতং যকৃচ্ছূলং শ্বাসমর্শঃশিরোরুজম্।
গুল্ম শোথোদরানাহমগ্রমাংসং যকৃৎ ক্ষয়ম্॥
সকামলং পাণ্ডুরোগমুদরঞ্চ সুদারুণম্।
রোগানীকবিনাশায় কেশরী করিণং যথা॥
মহামৃত্যুঞ্জয়ো লৌহঃ প্লীহগুল্মবিনাশনঃ।
প্রাণিনান্তু হিতার্থায় শম্ভুনা পরিকীর্ত্তিতঃ॥

পারদ, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেক ৪ মাষা, লৌহ ১ তোলা, তাম্র ২ তোলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম, চিতামূল, মনছাল, হরিতাল, হিঙ্গু, কট্‌কী, রোহীতকছাল, তেউড়ী, তেঁতুলছালভস্ম, রাখালশসার মূল, ধলআঁকড়ার মূল, অপামার্গভস্ম তালজটাভস্ম, অম্লবেতস, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বন-যমানী, যমানী, তুঁতিয়া, শরপুঙ্খ, রোহীতকছাল ও রসাঞ্জন প্রত্যেক ৪ মাষা। এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া আদা ও গুলঞ্চের রসে ভাবনা দিয়া ২ পল মধুর সহিত মাড়িয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহাদ্বারা জ্বর, প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

যকৃৎপ্লীহোদরারিলৌহঃ।

স্বর্ণং রৌপ্যং তথা তাম্রং বঙ্গঞ্চাভ্রং সমাক্ষিকম্।
সর্ব্বার্দ্ধং জারিতং লৌহং কল্পয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
শৃঙ্গবেররসেনাপি শেফালীদলজৈ রসৈঃ।
স্বরসৈর্বিল্বপত্রাণাং ক্বাথৈশ্চ কটুতিক্তজৈঃ॥
রসেন বহুমঞ্জর্য্যাঃ ভাবয়েচ্চ ত্রিধা ত্রিধা।
বল্লমাত্রং প্রদাতব্যং পর্পটক্বাথসংযুতম্॥
প্লীহানং যকৃতং শ্বাসং কাসঞ্চ বিষমজ্বরম্।
গুল্ম শোথোদরানাহমগ্রমাংসমরোচকম্॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ চিরকালানুবন্ধিনম্।
সর্ব্বান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু বাতপিত্তকফোদ্ভবান্॥

জারিত স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধ জারিত লৌহ। এই সমস্ত দ্রব্য আদার রসে, শেফালীপত্রের রসে, বিল্বপত্রের রসে, চিরাতার ক্বাথে ও তুলসীপত্রের রসে ৩।৩ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত

করিবে। ইহা ক্ষেতপাপড়ার রসের সহিত সেবন করিলে, প্লীহা, যকৃৎ, শ্বাস, কাস, বিষমজ্বর, গুল্ম, শোথ, উদররোগ, আনাহবায়ু, অগ্রমাংস, অরুচি, কামলা, পাণ্ডু ও বাতপিত্তকফজনিত স্থায়ী রোগ সকল আশু প্রশমিত হয়।

সর্ব্বেশ্বরলৌহঃ।

শুদ্ধসূতং পলং গন্ধং দ্বিগুণন্তু মৃতাভ্রকম্।
ত্রিপলং মৃততাম্রঞ্চ পলার্দ্ধং স্বর্ণমাক্ষিকম্॥
জৈপালং চিত্রকং মাণং শূরণং ঘণ্টকর্ণকম্।
গ্রন্থিকং ত্রিফলা ব্যোষং ত্রিবৃতা খরমঞ্জরী॥
দণ্ডোৎপলা বৃশ্চিকালী কুলিশং নাগদন্তিকা।
সূর্য্যাবর্ত্তঞ্চ সংচূর্ণ্য কর্ষমাত্রং বিমর্দ্দয়েৎ॥
আর্দ্রকস্য রসেনৈব চূর্ণয়িত্বা পুনঃ ক্ষিপেৎ।
ত্রিপলং লৌহচূর্ণস্য ততঃ খাদেৎ শুভেঽহনি॥
সংপূজ্য ভাস্করং বিষ্ণুং গণনাথং দ্বিজোত্তমম্।
মাষমাত্রঞ্চ মধুনা সেব্যং শীতজলং পিবেৎ॥
লৌহঃ সর্ব্বেশ্বরো নাম সর্ব্বরোগহরঃ পরঃ।
কঠোরপ্লী-মানাহ গুল্মোদরহরস্তথা॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ যকৃৎক্রিমিকৃতাময়ান্।
বিচর্চ্চীমম্লপিত্তঞ্চ কণ্ডুং কুষ্ঠং বিনাশয়েৎ॥
প্লীহানমম্লপিত্তঞ্চাপ্যগ্নিমান্দ্যং সুদুস্তরম্।
শ্রীকরঃ কান্তিজননঃ শুক্রায়ুর্বলবর্দ্ধনঃ॥

পারা ১ পল, গন্ধক ১ পল, অভ্র ২ পল, তাম্র ৩ পল, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ তোলা, জয়পাল, চিতামূল, পুরাতন মাণ, ওল, ঘেঁটকোল, পিঁপুলমূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, তেউড়ী, আপাঙ্গ, ডানকুনিশাক, বিছাটী-মূল, হাড়ঙ্গ, নাগদনা ও হুড়হুড়ে প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা। এই সমুদায় আদার রসে মাড়িয়া, লৌহচূর্ণ ৩ পল মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই চূর্ণের মাত্রা ১ মাষা। অনুপান শীতল জল। ইহা সেবন করিলে প্লীহা, গুল্ম ও যকৃৎ প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

যকৃৎপ্লীহারিলৌহঃ।

লৌহার্দ্ধমভ্রকং শুদ্ধং সূতমপ্যর্দ্ধভাগিকম্।
সামুদ্রং লৌহতুল্যং তু ত্রিফলাময়সো দ্বিধা।
দ্বিরষ্ট বারিণো ভাগমষ্টশিষ্টন্তু কারয়েৎ।
তেন চাষ্টাবশিষ্টেন সমেনাজ্যেন যত্নতঃ।
রসেন বহুপুত্রায়া দ্বিগুণক্ষীরসংযুতম্।
লৌহপাত্রে পচেদ্দর্ব্ব্যা লৌহপাত্রাভিধানতঃ॥
অভ্রকং নিহিতং শুদ্ধং পারদঞ্চ সুমূর্চ্ছিতম্।
অয়সোঽর্দ্ধমিতং চূর্ণমাদৌ পাকে বিনিক্ষিপেৎ॥
কন্দং কাপালিকাং চব্যং বিড়ঙ্গং সবৃহদ্দলম্।
শরপুঙ্খাঞ্চ পাঠাঞ্চ চিত্রকং সমহৌষধম্॥
লবণানি চ সর্ব্বাণি সক্ষারং বৃদ্ধদারকম্।
দীপ্যকঞ্চ তথা সীধুং লৌহাভ্রকসমং ক্ষিপেৎ॥
প্লীহোদরযকৃদ্গুল্মান্ হন্তি শস্ত্রাগ্নিভির্বিনা।
প্রযোজ্যোঽয়ংমহাবীর্য্যো লৌহো লৌহবিদাংবরৈঃ॥
প্লীহোদরবিনাশায় দত্ত্বাদ্ দ্বে দ্বে পুটে পৃথক্॥
মাণেন ঘণ্টকর্ণেন শূরণেন পৃথক্ পৃথক্॥

লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, রস-সিন্দূর ৪ তোলা ও ত্রিফলা প্রত্যেক ১৬ তোলা, করকচলবণ ৮ তোলা, পাকার্থ জল ১৮ সের, শেষ ২।০ সের। পরে ইহার সহিত ঘৃত ২।০ সের, শত-মূলীর রস ২।০ সের ও দুগ্ধ ৪।।০ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে, প্রক্ষে-পার্থ ওল, গুড়কামাই চৈঁই, বিড়ঙ্গ, পট্টিকালোধ্র, শরপুঙ্খ, আকনাদি, চিতা-মূল, শুঁঠ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, বিদ্ধড়ক,

যমানী ও সিজের মূল প্রত্যেক ১২ তোলা। এই সমুদয় একত্রিত করিয়া লৌহপাত্রে লৌহময়ী দর্ব্বী দ্বারা পাক-কার্য্য সমাধা করিবে। পরে মাণ, ঘেঁটকোল ও ওলের রসে মাড়িয়া যথা-ক্রমে দুই বার করিয়া পুটপাক দিবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান জল। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়া নষ্ট হয়।

যকৃৎপ্লীহোদরহরলৌহঃ।

লৌহার্দ্ধমভ্রকং শুদ্ধং সূতমভ্রার্দ্ধভাগিকম্।
ত্রিগুণাময়সশ্চূর্ণাত্রিফলামভ্রসংযুতাৎ॥
দ্বিরষ্ট বারিণো ভাগমষ্টশেষস্তু কারয়েৎ।
তেন চাষ্টাবশেষেণ সমেনাজ্যেন যত্নতঃ॥
রসেন বহুপুত্রায়া দ্বিগুণক্ষীরসম্মিতম্।
লৌহময্যা পচেদ্দর্ব্ব্যা পাত্রে চায়সি মৃণ্ময়ে।
দিব্যোষধিহতং লৌহং পুটিতং পুটনৌষধৈঃ।
পচেৎ পাকবিধিজ্ঞস্তু বহ্নিনা মৃদুনা শনৈঃ॥
অভ্রকং নিহতং কৃষ্ণং সূতকং বিধিমূর্চ্ছিতম্।
অয়সশ্চার্দ্ধভাগৈস্তু চাদৌ পাকে বিনিক্ষিপেৎ।
কন্দংকাপালিকা চব্যং বিড়ঙ্গং সবৃহদ্দলম্।
শরপুঙ্খা চ পাঠা চ চিত্রকঞ্চ মহৌষধম্॥
লবণানি চ সর্ব্বাণি সক্ষারং বৃদ্ধদারকম্।
দীপ্যকঞ্চ তথা সিক্থং লৌহাভ্রসমকং ক্ষিপেৎ॥
প্লীহোদরযকৃদ্গুল্মান্ হন্তি ক্ষারাগ্নিভির্ব্বিনা।
প্রয়োগোহয়ংমহাবীর্য্যো লৌহো লৌহবিদাংবরঃ।
প্লীহোদরবিনাশায় দত্তাদ্দ্বে দ্বে পুটে পৃথক্॥
মাণেন কণ্টকর্ণেন শূরণেনাধিকং পুনঃ।

লৌহ ১ ভাগ, লৌহের অর্দ্ধেক অভ্র, অভ্রের অর্দ্ধেক রসসিন্দূর, অভ্র ও লৌহের সমষ্টির ৩ গুণ ত্রিফলা, এই সমুদায় দ্রব্য একত্রে ১৬ গুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া উহার সহিত সমভাগে ঘৃত এবং শতমূলীর রস ও দ্বিগুণ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া মৃত্তিকা বা লৌহপাত্রে লৌহদর্ব্বী দ্বারা পাক করিবে। প্রথমে লৌহের অর্দ্ধাংশ পাকার্থ চড়াইবে, পরে অবশিষ্ট অর্দ্ধেক প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপার্থ ওল, চৈঁই, বিড়ঙ্গ, লোধ, শরপুঙ্খ, আকনাদি, চিতামূল, শুঁঠ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, বিদ্ধড়কবীজ, যমানী ও মোম প্রত্যেক লৌহ এবং অভ্রের সমষ্টির সমান। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান শীতল জল। ইহা সেবন করিলে প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

এই ঔষধে ব্যবহার্য্য লৌহ, মনঃশিলা দ্বারা জারিত করিয়া মাণ, ঘেঁটকোল ও ওলের রসে মর্দ্দন করিয়া দুই দুইবার পুটপাক দেওয়া কর্ত্তব্য।

রোহীতকাদ্যং চূর্ণম্।

রোহিতকং যবক্ষারো ভূনিম্বঃ কটুরোহিণী।
মুস্তকং নরসারঞ্চ বীরা বিশ্বং সুচূর্ণিতম্॥
মাষমাত্রং ততঃ খাদেচ্ছীততোয়ানুপানতঃ।
যকৃদ্রোগং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

রোহীতকছাল, যবক্ষার, চিরাতা, কট্‌কী, মুতা, নিশাদল, আতইচ ও শুঁঠ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ মাষা শীতল জলসহ সেব্য। ইহাতে সত্বর যকৃৎপ্লীহাদিরোগ উপশমিত হয়।

মহাদ্রাবকঃ।

বৃষশ্চিত্রমপামার্গশ্চিঞ্চা কুষ্মাণ্ডনাড়িকা।
মুণ্ডী তালস্য পুষ্পঞ্চ বর্ষাভূর্বেতসং তথা॥
এতেষাং ক্ষারমাহৃত্য নিম্পাকস্বরসেন চ।
ক্ষালয়িত্বা ক্ষারতোয়ং বস্ত্রপূতঞ্চ কারয়েৎ॥
চণ্ডাতপেন সংশোষ্য গ্রাহ্যং তদ্দ্রবণোচিতম্।
এতস্য দ্বিপলং গ্রাহ্যং যবক্ষারপলদ্বয়ম্॥
স্ফটিকারিপলঞ্চৈব নরসারপলং তথা॥
পলার্দ্ধং সৈন্ধবং গ্রাহ্যং টঙ্গনং তোলকদ্বয়ম্॥
কাসীসং তোলকঞ্চৈব মুদ্রাশঙ্খঞ্চ তোলকম্।
দারুমোচং কর্ষকঞ্চ তোলং সমুদ্রফেনকম্॥
সর্ব্বমেকত্র সংচূর্ণ্য বকযন্ত্রেণ সাধয়েৎ।
মহাদ্রাবক ইত্যেষ যোজ্যশ্চ রসজারণে।
হন্তি গুল্মাদিকান্ রোগান্ যকৃৎপ্লীহোদরাণি চ॥

বাসক, চিতামূল, আপাঙ্গ, তেঁতুল-ছাল, কুমড়ার ডাঁটা, সিজমূল, তালজটা, পুনর্নবা ও বেতবৃক্ষ এই সমুদায়ের ভস্ম পাতিলেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে ক্ষারদ্রব্য প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই ক্ষার ১৬ তোলা, যবক্ষার ১৬ তোলা, ফট্‌কিরি ৮ তোলা, নিশাদল ৮ তোলা, সৈন্ধব ৪ তোলা, সোহাগা ২ তোলা, হীরাকস ১ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ১ তোলা, সেঁকো ২ তোলা ও সমুদ্রফেন ১ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া বকযন্ত্রে চুয়াইয়া লইলে মহাদ্রাবক প্রস্তুত হয়। ইহাদ্বারা রসাদির জারণ হয়। ইহার ২।৩ বিন্দু ৮।১০ গুণ জলে মিশ্রিত করিয়া সেবনীয়। ইহাতে যকৃৎ, প্লীহা ও গুল্মাদি নানারোগ নষ্ট হয়।

মহাদ্রাবক এবং নিম্নলিখিত দ্রাবক সমস্ত কদাচ নির্জ্জলাবস্থায় সেবনীয় নহে। ৮।১০ গুণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়াই সেবন করা কর্ত্তব্য।

শঙ্খদ্রাবকঃ।

অর্কঃ মুণ্ডী তথা চিঞ্চা তিলারগ্বধ চিত্রকম্।
অপামার্গভস্মসমং বস্ত্রপূতং জলং হরেৎ॥
মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ তত্তু যাবল্লবণতাং গতম্।
লবণেন সমৌ গ্রাহ্যৌ দ্বৌ ক্ষারৌ টঙ্গনং তথা।
সমুদ্রফেনং গোদন্তং কাসীসং সোরকং তথা।
দ্বিগুণং পঞ্চলবণং মাতুলুঙ্গরসেন চ॥
কাচকূপ্যাস্তু সপ্তাহং বাসয়েদম্লযোগতঃ।
শঙ্খচূর্ণপলং দত্ত্বা বারুণীযন্ত্রগং হরেৎ॥
সর্ব্বধাতূন্ হরেচ্ছীঘ্রং বরাটীশঙ্খকাদিকান্।
উদরাদিকরোগাণাং সদ্যো নাশকরঃ পরঃ॥

আকন্দছাল, সিজমূল, তেঁতুলছাল, তিলকাষ্ঠ, সোঁদালছাল, চিতা, আপাঙ্গ, এই সমুদায়ের সমান সমান ভস্ম লইয়া জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ ক্ষারজল যাবৎ না লবণভাব প্রাপ্ত হয়, তাবৎ মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পরে ঐ লবণ ৪ তোলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, গোদন্তহরিতাল, হীরাকস ও সোরা প্রত্যেক ৪ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ৮ তোলা, এই সমুদায় একত্র করিয়া টাবালেবুর রসের সহিত বোতলের মধ্যে সপ্তাহ রাখিয়া দিবে। পরে শঙ্খচূর্ণ ৮ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া বারুণীযন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে। এই দ্রাবকে কড়ি ও শঙ্খ প্রভৃতি দ্রব্য সকল দ্রবীভূত হইয়া যায়।

ইহা সেবন করিলে শীঘ্র প্লীহাদি নানা-রোগ নষ্ট হয়। মাত্রা ৩।৪ বিন্দু। অনুপান শীতল জল।

শঙ্খদ্রাবকরসঃ।

যোগিনীভৈরবাভ্যাঞ্চ বলিমাদৌ প্রদাপয়েৎ।
পশ্চাদ্ যন্ত্রশ্চ কর্ত্তব্যমেবমাহ পরেশ্বরী ॥
রসঃ শঙ্খদ্রবো নাম শম্ভুদেবেন ভাষিতঃ।
গুহ্যাদ্ গুহ্যতমো গুহ্য ইদানীং কথ্যতে ময়া ॥
শঙ্খচূর্ণং যবক্ষারং সর্জিক্ষারং সটঙ্গনম্।
সমঞ্চ পঞ্চলবণং স্ফটিকারি নৃসাদরম্ ॥
কাচকূপ্যাং সমাধায় বারুণীযন্ত্রগং হরেৎ।
যামার্দ্ধাদ্ দ্রাবয়ত্যেষ শঙ্খশুক্তিবরাটকান্ ॥
অর্শাংসি নাশয়েৎ ষট্ চ মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীস্তথা।
উদরং হন্ত্যষ্টবিধং গুল্মপ্লীহাদিকানি চ ॥
অজীর্ণং নাশয়েচ্ছীঘ্রং গ্রহণীঞ্চ বিসূচিকাম্।
ভুক্তশেষে তু ভুক্তেঽস্মিন্ মাষমাত্রে রসোত্তমে ॥
ক্ষণমাত্রাদ্ ভবেত্তস্য পুনর্ভোজনমিচ্ছতি।
প্রত্যহং ভোজনান্তে চ সংসেব্যোঽয়ং রসোত্তমঃ ॥
ন রুজায়া ভয়ং কাপি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।
ন দেয়ো যস্মৈ কস্মৈচিৎ সদা গোপ্যোঽতিযত্নতঃ।
রসঃ শঙ্খদ্রবো নাম বৈদ্যানামুপকারকঃ ॥

শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, ফটকিরি ও নিশাদল এই সমুদায় সমভাগে বোতলে স্থাপিত করিয়া বারুণীযন্ত্রে চুয়াইয়া শঙ্খদ্রাবকরস প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা অর্দ্ধ প্রহরের মধ্যে শঙ্খ প্রভৃতি দ্রব্যকে দ্রবীভূত করে। মাত্রা ১০।১২ বিন্দু। ভোজনান্তে সেবনীয়। ইহা শীতল জলসহ সেবন করিলে অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি ও গুল্ম, প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

মহাদ্রাবকরসঃ।

শুদ্ধং কাঞ্চনমাক্ষিকং মৃত্বতরংকাংস্যাভিধংতত্তথা
সিন্ধূত্থং বিমলং রসাঞ্জনবরং
ফেনঃ স্রবন্তীপতেঃ।
ক্ষারৌ সর্জ্জিক সাম্ভলৌ সুবিমলৌ
ভাগাষ্টমীষাং সমাঃ
সপ্তানাং সদৃশস্তু টঙ্গনমিহাস্যার্দ্ধো নৃসারঃ সিতঃ ॥
তত্তুল্যা স্ফটিকারিকা ত্রিসদৃশঃ শুক্লো যবক্ষাগ্রজঃ
কাসীসত্রিতয়ং যবাগ্রজসমং সংচূর্ণ্য সর্ব্বং ন্যসেৎ
পাত্রে কাচময়ে মৃদম্বরবৃতে যন্ত্রে বকাখ্যে ভিষক্
জ্বালেন ক্রমবর্দ্ধিনাত্যবহিতো-
হমীষাং রসং পাতয়েৎ ॥
যো দ্রাগ্ভস্মবরাটিকাং প্রকুরুতে
সোঽয়ং মহাদ্রাবকঃ
কো বক্তুং প্রভবেদমুষ্য নিতরাং সম্যগ্-
গুণান্ ভূতলে
এতদ্বল্লচতুষ্টয়ং সহ গিলেৎ শুণ্ঠ্যা লবঙ্গেন বা
তৎপশ্চাৎ পরিবাসিতং
বহুগুণং তাম্বূলকং ভক্ষয়েৎ ॥
প্রাসঙ্গাৎ কথয়ামি তান্
শৃণু গুণানস্যৈব কাংশ্চিৎ পরান্
নিঃশেষং বিনিহন্ত্যসৌ
চিরভবান্যষ্টোদরাণি ধ্রুবম্।
গুল্মং পাণ্ডু হলীমকং সুকঠিনা-
মষ্ঠীলিকাং কামলাং
মন্দাগ্নিং বিষমাগ্নিতাং বহু-
বিধান্ শোথাংশ্চ শূলানপি ॥
সর্ব্বার্শাংসি ভগন্দরান্ ক্রিমি-
গদান্ পঞ্চৈব কাসাংস্তথা
হিক্কাশ্লীপদকোষবৃদ্ধি-
মরুচিব্যাধিং মহাদারুণম্।
নব্যং বা চিরজং জ্বরং
বহুবিধং ছর্দ্দিং ক্রিমীন্ বিংশতিং
যক্ষ্মাণং চিরজামবাত
পিড়কা বীসর্প বিস্ফোটকম্ ॥

উন্মাদং স্বরভেদমর্ব্বুদমপি স্বেদঞ্চ হৃৎপাণিজং।
জিহ্বাস্তম্ভ গলগ্রহং চিরভবং গ্রীবারুজামুল্বণাম্
নাসাকর্ণ শিরোঽক্ষিবক্ত্রুজ-
গদান্ ক্ষুদ্রাময়াংশ্চাপরান্
হন্যাদেব চিরোত্থিতান্
বহুবিধানন্যাংশ্চ রোগানপি॥
একঃ স্যাদপরো হি টঙ্কন-
মুখৈর্দ্রব্যৈঃ পরৈঃ সপ্তকৈঃ
অন্যস্তু স্ফটিকারি টঙ্কন
যবক্ষারাগ্রকাসীসকৈঃ।
জানীয়াদ্ গুরুতো বিভাগ-
মনয়োর্যন্ত্রাদিকং চাপরম্
নির্দ্দিষ্টাস্ত্রয় এব ভেষজ-
বরাঃ স্বল্পো মহান্ মধ্যমঃ॥
(টঙ্কনাদিকাসীসান্তৈঃ সপ্তভির্দ্রব্যৈর্মধ্যমঃ। স্ফটিকার্য্যাদিকাসীসান্তচতুর্দ্রব্যৈঃ স্বল্পঃ। স্বর্ণ-মাক্ষিকাদিকাসীসত্রিতয়ান্তৈর্মহান্।)

স্বর্ণমাক্ষিক, কাংস্যমাক্ষিক, সৈন্ধব-লবণ, রসাঞ্জন, সমুদ্রফেন, সাচিক্ষার, সাম্ভারলবণ, প্রত্যেক ১ তোলা, সোহাগা ৭ তোলা, নিশাদল ৩৷৷০ তোলা, ফট্‌কিরি ৩৷৷০ তোলা, যবক্ষার ১৪ তোলা, ধাতুকাসীস, পদ্মকাসীস, কাসীস অর্থাৎ হীরাকস, প্রত্যেক ৪ তোলা ৮ মাষা অর্থাৎ মিলিত ১৪ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে চূর্ণিত করিয়া কুট্টিত বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপিত কাচনির্ম্মিত পাত্রে রাখিয়া বকযন্ত্রে যথাবিধানে পাক করিয়া রস চুয়াইয়া লইলে মহাদ্রাবক প্রস্তুত হইবে।

দ্রাবক স্বল্প, মধ্য ও মহৎ এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। ফট্‌কিরি, সোহাগা, যবক্ষার ও হীরাকস এই চারি দ্রব্যের সমান চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া যে দ্রাবক প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে স্বল্প দ্রাবক কহে। এইরূপ সোহাগা, নিশাদল, ফট্‌কিরি, যবক্ষার, ধাতুকাসীস, পদ্মকাসীস ও কাসীস অর্থাৎ হীরাকস এই সপ্তদ্রব্যের আরককে মধ্যম দ্রাবক কহে। আর স্বর্ণমাক্ষিক প্রভৃতি মূলোক্ত সমুদায় দ্রব্যের আরকের নাম মহাদ্রাবক। ইহাদের যন্ত্র ও পাকের নিয়মাদি গুরুর নিকট হইতে জ্ঞাতব্য। মহাদ্রাবক, শুঁঠ বা লবঙ্গচূর্ণের সহিত ৭। ৮ বিন্দু পরিমাণে সেবনীয়। ইহার দ্বারা অতিশয় অগ্নির বৃদ্ধি ও প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি নানারোগের শান্তি হয়।

মহাশঙ্খদ্রাবকঃ।

চিঞ্চাশ্বত্থঃ স্নুহী হ্যর্কোঽপামার্গশ্চ হি পঞ্চমঃ।
পৃথগ্ ভস্মজলং কৃত্বা লবণানি সমুদ্ধরেৎ॥
টঙ্কনঞ্চ যবক্ষারং সর্জ্জং লবণপঞ্চকম্।
রামঠং তালকঞ্চৈব লবঙ্গং নরসাদরম্॥
জাতীফলঞ্চ গোদন্তং তাপ্যং গন্ধরসং তথা।
বিষং সমুদ্রফেনঞ্চ সোহাগা ফট্‌কিরি তথা॥
শঙ্খচূর্ণং শঙ্খনাভিচূর্ণং পাষাণসম্ভবম্।
মনঃশিলা চ কাসীসং সমভাগঞ্চ কারয়েৎ॥
ভাবয়েদ্ বেতসরসৈঃ কাচকূপ্যাং ক্ষিপেত্ততঃ।
অত্র দ্রবঞ্চ তদ্ দত্ত্বা চোষ্ণস্থানে নিধাপয়েৎ॥
বস্ত্রেণাচ্ছাদিতং তাবৎ যাবৎ স্যাৎ সপ্তবাসরম্।
বারুণীযন্ত্রযোগেন পশ্চান্মন্দাগ্নিনোদ্ধরেৎ॥
কাচকূপ্যাং জলং দত্ত্বা রক্ষয়েদ্ যত্নতঃ সুধীঃ।
গুঞ্জৈকং পর্ণখণ্ডেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ॥
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং প্লীহমজীর্ণং গ্রহণীগদম্।
রক্তপিত্তং ক্ষতং গুল্মমর্শাংসি চ বিনাশয়েৎ॥
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ শূলমষ্টবিধং তথা।

আমবাতং বাতরক্তং খঞ্জবাতং ধনুস্তথা ॥
উদরাময়মামঞ্চ স্থূলতাং ক্রিমিকোষ্ঠতাম্।
বাত পিত্ত কফান্ সর্ব্বান্নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥
ভুক্ত্বা চাকণ্ঠপর্য্যন্তং গুঞ্জৈকঞ্চ রসং লিহেৎ।
তৎক্ষণাৎ কারয়েদ্ভস্ম তৃণরাশিমিবানলঃ ॥
যামার্দ্ধং দ্রাবয়েৎ সর্ব্বান্ শঙ্খশুক্তিবরাটকান্।
পূর্ব্বোক্তবিধিনা তত্র দদ্যান্নিশি চতুষ্পথে ॥
যোগিনীভৈরবাভ্যাঞ্চ বলিং মাষতিলানথ।
মহাশঙ্খদ্রবো নাম্না শম্ভুনা পরিভাষিতঃ ॥
গুহ্যাদ্গুহ্যতমো গোপ্যঃ পুত্রায়াপি ন কথ্যতে।
লোকানাং কৌতুকাৎ কর্ত্রা প্রকাশ্যোনৃপসন্নিধৌ ॥

তেঁতুলছাল, অশ্বত্থছাল, সিজের ছাল, আকন্দছাল ও আপাঙ্ ইহাদের ভস্মের পৃথক্ পৃথক্ ক্ষারজল জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত করিয়া লইবে। পরে সোহাগা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, হিঙ্গু, হরিতাল, লবঙ্গ, নিশাদল, জায়ফল, গোদন্তহরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধবোল, বিষ, সমুদ্রফেন, সোরা, ফট্‌কিরি, শঙ্খচূর্ণ, শঙ্খনাভিচূর্ণ, প্রস্তরচূর্ণ, মনছাল ও হীরাকস এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া বেতের রসে ভাবনা দিয়া বোতলে স্থাপন করিবে। পরে ৭ দিন বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিয়া পশ্চাৎ মন্দ মন্দ অগ্নিতে বারুণীযন্ত্রে পাক করিয়া কিঞ্চিৎ জলসংযুক্ত কাচপাত্রে পাতিত করিবে। ইহা ১ রতি পরিমাণে পানের সহিত সেব্য। ইহাতে গুল্ম ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগ ধ্বংস হইয়া অতিশয় অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

রোহীতকারিষ্টঃ।

রোহীতকতুলামেকাং চতুর্দ্রোণে জলে পচেৎ।
পাদশেষে রসে পূতে শীতে পলশতদ্বয়ম্ ॥
দদ্যাদ্গুড়স্য ধাতক্যাঃ পলষোড়শিকা মতা।
পঞ্চকোলং ত্রিজাতঞ্চ ত্রিফলাঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ ॥
চূর্ণয়িত্বা পলাংশেন ততো ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
মাসাদূর্দ্ধঞ্চ পিবতাং সর্ব্বোদররুজাং জয়েৎ ॥
প্লীহগুল্মোদরাষ্ঠীলাং গ্রহণ্যর্শাংসি কামলাম্।
কুষ্ঠশোথারুচিহরো রোহিতারিষ্টসংজ্ঞিতঃ ॥

রোহীতক অর্থাৎ রড়ার ছাল ১২৷৷০ সের, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে গুড় ২৫ সের গুলিয়া দিয়া তাহাতে ধাইফুল ১৬ পল, পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, হরীতকী, বহেড়া ও আমলা প্রত্যেক চূর্ণ ৮ তোলা নিক্ষেপ করিয়া ১ মাসকাল আবৃত ভাণ্ডে রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার সেব্য। ইহাদ্বারা প্লীহা, গুল্ম ও উদররোগের শান্তি হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং প্লীহযকৃদধিকারঃ।

পাণ্ডু-কামলা-হলীমক-রোগাধিকারঃ।

সাধ্যন্তু পাণ্ডুাময়িনং সমীক্ষ্য
স্নিগ্ধং ঘৃতেনোর্দ্ধমধশ্চ শুদ্ধম্।
সম্পাদয়েৎ ক্ষৌদ্রঘৃতপ্রগাঢ়ৈ-
র্হরীতকীচূর্ণময়ৈঃ প্রয়োগৈঃ ॥

চিকিৎসাসাধ্য পাণ্ডুরোগে অগ্রে স্নেহনার্থ পঞ্চতিক্তাদি ঘৃত সেবন ও

বমন বা বিরেচন করাইয়া পশ্চাৎ ঘৃত ও মধুর সহিত হরীতকী চূর্ণ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

পাণ্ডুরোগহরা যোগাঃ।

পিবেদ্ ঘৃতং বা রজনীবিপক্বং
যৎ ত্রৈফলং তৈন্দুকমেব বাপি।
বিরেচনদ্রব্যকৃতং পিবেদ্বা
যোগাংশ্চ বৈরেচনিকান্ ঘৃতেন॥

পাণ্ডুরোগে হরিদ্রার ক্বাথ ও কল্ক সহিত সিদ্ধ ঘৃত, ত্রিফলার ক্বাথ ও কল্ক সিদ্ধ ত্রিফলা ঘৃত এবং বিরেচকদ্রব্য পক্ব ঘৃত অথবা বাতাধিকারোক্ত তৈন্দুক ঘৃত কিংবা ঘৃতের সহিত বিরেচক ঔষধ সেবনীয়।

বিধিঃ স্নিগ্ধস্তু বাতোত্থে তিক্তশীতস্তু পৈত্তিকে।
শ্লৈষ্মিকে কটুরুক্ষোষ্ণঃ কার্য্যো মিশ্রস্তু মিশ্রকে॥

বায়ুজন্য পাণ্ডুরোগে স্নিগ্ধ ক্রিয়া, পৈত্তিকে তিক্ত অথচ শীতল, শ্লৈষ্মিকে কটু, রূক্ষ ও উষ্ণ এবং মিশ্র পীড়ায় মিশ্রিত ক্রিয়া করিবে।

পাণ্ডুরোগে সদা সেব্যা সগুড়া চ হরীতকী॥

পাণ্ডুরোগে নিত্য গুড়ের সহিত হরীতকী ভক্ষণ করা উচিত।

সপ্তরাত্রং গবাং মূত্রে ভাবিতং বাপ্যয়োরজঃ।
পাণ্ডুরোগ প্রশান্ত্যর্থং পয়সাথ পিবেন্নরঃ॥

পাণ্ডুরোগ নিবারণের জন্য ৭ দিবস গোমূত্রে ভাবিত লৌহচূর্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনীয়।

অয়োমলন্তু সন্তপ্তং ভূয়ো গোমূত্রশোধিতম্।
মধুসর্পির্যুতং চূর্ণং সহ ভক্তেন যোজয়েৎ।
দীপনং চাগ্নিজননং শোথপাণ্ড্বাময়াপহম্॥

মণ্ডুর ৭ বার তপ্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে গোমূত্রে ভিজাইয়া লইয়া মধু ও ঘৃতসংযোগে অন্নের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাণ্ডুরোগীকে খাওয়াইবে, ইহাতে অগ্নির বৃদ্ধি এবং শোথ ও পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়।

রেচনং কামলার্ত্তস্য স্নিগ্ধস্যাদৌ প্রয়োজয়েৎ।
ততঃ প্রশমনী কার্য্যা ক্রিয়া বৈদ্যেন জানতা॥

কামলা রোগীকে প্রথমে স্নেহ পান করাইয়া বিরেচক ঔষধ দিবে, পরে প্রশমন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

ত্রিফলায়া গুড়ূচ্যা বা দার্ব্ব্যা নিম্বস্য বা রসঃ।
প্রাতর্মাক্ষিকসংযুক্তঃ শীলিতঃ কামলাপহঃ॥

ত্রিফলা, গুড়ূচী, দারুহরিদ্রা অথবা নিমছালের রস মধুর সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে অভ্যস্তরূপে সেবন করিলে কামলারোগ নষ্ট হয়।

সশর্করা কামলিনাং ত্রিভণ্ডী
হিতা গবাক্ষী সগুড়া চ শুণ্ঠী॥

চিনির সহিত তেউড়ীমূল ও গোরক্ষ-চাকুলে অথবা গুড়ের সহিত শুণ্ঠী সেবন করিলে কামলারোগের উপশম হয়।

দগ্ধ্বাক্ষকাষ্ঠৈর্মলমায়সন্তু
গোমূত্রনির্ব্বাপিতমষ্ট বারান্।
বিচূর্ণ্য লীঢ়ং মধুনা চিরেণ
কুম্ভাহ্বয়ং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥

বহেড়াকাষ্ঠের অগ্নিতে মণ্ডুর দগ্ধ করিয়া ক্রমশঃ ৮ বার গোমূত্রে নিক্ষেপ করতঃ চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কুম্ভকামলা রোগ নষ্ট হয়।

লৌহপাত্রে শৃতং ক্ষীরং সপ্তাহং পথ্যভোজনঃ।
পিবেৎ পাণ্ড্বাময়ী শোষী গ্রহণীদোষপীড়িতঃ॥

পাণ্ডুরোগী, শোষরোগী ও গ্রহণী-রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, সপ্তাহকাল পথ্য ভোজন করিয়া লৌহপাত্রে সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিলে পীড়ার উপশম হয়।

কামলাহরাঞ্জনম্।

অঞ্জনং কামলার্ত্তস্য দ্রোণপুষ্পীরসঃ স্মৃতঃ।
নিশা গৈরিক ধাত্রীণাং চূর্ণং বা সংপ্রকল্পয়েৎ॥

কিঞ্চিৎ তৈল ও লবণের সহিত ঘলঘষিয়াপত্র তাম্রপাত্রে পেষণ করিয়া তাহার রস অথবা হরিদ্রা, গেরীমাটী ও আমলাচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিলে চক্ষুর বিবর্ণতা যায়।

নস্যং কর্কোটমূলং বা ঘ্রেয়ং বা জালিনীফলম্।

কাঁকরোল মূলের রস অথবা ঘোষা-ফল নস্য স্বরূপ প্রয়োগ করিবে।

ফলত্রিকাদিকাথঃ।

ফলত্রিকামৃতা বাসা তিক্তা ভূনিম্ব নিম্বজঃ।
কাথঃ ক্ষৌদ্রযুতো হন্যাৎ পাণ্ডুরোগং সকামলম্।

ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাসক, কট্কী, চিরাতা ও নিমছাল; ইহাদের সমুদায়ে ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। এই কাথ মধুর সহিত পান করিলে কামলা ও পাণ্ডুরোগ নাশ হয়।

অয়স্তিলাদিমোদকঃ।

অয়স্তিল ত্র্যূষণ কোলভাগৈঃ
সর্ব্বৈঃ সমং মাক্ষিকধাতুচূর্ণম্।
তৈর্মোদকঃ ক্ষৌদ্রযুতোঽন্বু তক্রঃ
পাণ্ড্বাময়ে দূরগতেঽপি শস্তঃ॥

লৌহচূর্ণ, কৃষ্ণতিল, কুলের বিচির শাঁস ও ত্রিকটু, ইহাদিগের প্রত্যেক সম-ভাগ ও সর্ব্বসমান শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক-চূর্ণ একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় তক্র সহ সেবন করিলে অতি কঠিন পাণ্ডুরোগও বিনষ্ট হয়।

যোগরাজঃ।

ত্রিফলায়াস্ত্রয়ো ভাগাস্ত্রয়স্ত্রিকটুকস্য চ।
ভাগাশ্চিত্রকমূলস্য বিড়ঙ্গানাং তথৈব চ॥
পঞ্চাশ্মজতুনো ভাগাস্তথা রূপ্যমলস্য চ।
মাক্ষিকস্য বিশুদ্ধস্য লৌহস্য রজসস্তথা॥
অষ্টৌ ভাগাঃ সিতায়াশ্চ তৎ সর্ব্বং শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্।
মাক্ষিকেণাপ্লুতং স্থাপ্যমায়সে ভাজনে শুভে॥
উড়ুম্বরসমাং খাদেৎ যথাবহ্নি যথাবয়ঃ।
দিনে দিনে প্রয়োগেণ জীর্ণে ভোজ্যং যথেপ্সিতম্।
বর্জ্জয়িত্বা কুলত্থাংশ্চ কাকমাচীং কপোতকান্॥
যোগরাজ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ।
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বরোগহরং পরম্।
পাণ্ডুরোগং বিষং কাসং যক্ষ্মাণং বিষমজ্বরম্।
কুষ্ঠান্যজরকং মেহং শ্বাসং হিক্কামরোচকম্।
বিশেষাদ্ধন্ত্যপস্মারং কামলাং গুদজানি চ॥

ত্রিফলা ৩ ভাগ, ত্রিকটু ৩ ভাগ, চিতামূল ৩ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৩ ভাগ, শিলা-জতু ৫ ভাগ, রূপার মল ৫ ভাগ, স্বর্ণ-মাক্ষিক ৫ ভাগ, লৌহ চূর্ণ ৫ ভাগ ও চিনি ৮ ভাগ; এই সকল দ্রব্য উত্তম-রূপ চূর্ণ করতঃ খলে মাড়িয়া উত্তম-রূপে মিশ্রিত করিবে এবং মধুর সহিত আলোড়িত করতঃ পরিষ্কৃত লৌহভাণ্ডে

স্থাপন করিবে। এই ঔষধ বয়স ও অগ্নি বিবেচনা করিয়া দুই আনা হইতে চারি আনা পরিমাণে ভক্ষণ করিবে। ইহা প্রতিদিন সেবন করিয়া জীর্ণ হইলে যথেচ্ছ দ্রব্য ভোজন করিবে, কিন্তু কুলত্থকলাই, কাকমাচী ও কপোতমাংস; এই সকল পরিত্যাগ করিবে। এই যোগরাজ অমৃততুল্য। ইহা রসায়নশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বরোগহর। এই ঔষধ সেবনে পাণ্ডু, বিষ, কাস, বিষমজ্বর, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, অজীর্ণ, শ্বাস, হিক্কা, অরুচি, অপস্মার, কামলা, মেহ ও সকল প্রকার অর্থাৎ বাতজনিত, পিত্তজনিত, কফজনিত এবং অন্যান্য বিবিধ অর্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিশালাদিচূর্ণম্।

বিশালা কটুকা মুস্ত কুষ্ঠ দারু কলিঙ্গকাঃ।
কর্ষাংশা দ্বিপিচুঃ মূর্ব্বা কর্ষার্দ্ধা চ ঘুণপ্রিয়া॥
পীত্বা তচ্চূর্ণমম্ভোভিঃ সুখং লিহ্যাত্ততো মধু।
পাণ্ডুরোগং জ্বরং দাহং কাসং শ্বাসমরোচকম্।
গুল্মানাহামবাতাংশ্চ রক্তপিত্তঞ্চ তজ্জয়েৎ॥

রাখালশসা, কট্‌কী, মুতা, কুড়, দেবদারু ও ইন্দ্রযব, ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা, মূর্ব্বা ৪ তোলা, আতইচ ১ তোলা; এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করতঃ একত্র মিশ্রিত করিবে। উক্ত চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। অনন্তর মধু পান করিবে। অথবা উক্ত চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণ করতঃ এক ছটাক উষ্ণ জলে পূর্ব্ব দিবস অথবা ৬।৭ ঘণ্টা পূর্ব্বে ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিবস প্রাতে ছাঁকিয়া ঐ জল পান করিবে। পানান্তে কিঞ্চিৎ মধু ভক্ষণ করিবে। ইহাদ্বারা পাণ্ডু, জ্বর, দাহ, কাস, গুল্ম ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

অয়োরজো ব্যোষ বিড়ঙ্গচূর্ণং
লিহেদ্ধরিদ্রাং ত্রিফলান্বিতাং বা।
সশর্করা কামলিনাং ত্রিভণ্ডী
হিতা গবাক্ষী সগুড়া চ শুণ্ঠী॥

কামলা ও পাণ্ডুরোগে উপযুক্ত পরিমাণ বিড়ঙ্গচূর্ণ, লৌহচূর্ণ ও ত্রিকটুচূর্ণ কিংবা হরিদ্রা ও ত্রিফলা অথবা বিরেচনার্থ শর্করা ও তেউড়ীচূর্ণ সেবন করিবে। উক্ত রোগে গোরক্ষকর্কটী ও চিনি কিংবা শুঁঠ ও গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিবে।

দার্ব্ব্যাদিলেহঃ।

দার্ব্বী সত্রিফলা ব্যোষ বিড়ঙ্গান্যয়সো রজঃ।
মধুসর্পির্যুতং লিহ্যাৎ কামলাপাণ্ডুরোগবান্॥

দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও লৌহচূর্ণ; এই সকল সমপরিমাণে লইয়া মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করতঃ লেহন করিবে। ইহা দ্বারা পাণ্ডু ও কামলা রোগ বিনষ্ট হয়।

তুল্যা চায়োরজঃ পথ্যাঃ হরিদ্রাঃ ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
চূর্ণিতাঃ কামলী লিহ্যাৎ গুড়ক্ষৌদ্রেণ বাভয়াম্॥

লৌহচূর্ণ, হরীতকী ও হরিদ্রা সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত

লেহন করিলে, অথবা হরীতকী, ইক্ষু-গুড় ও মধু সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে পাণ্ডু ও কামলা রোগের নিবৃত্তি হয়।

হলীমকচিকিৎসা।

পাণ্ডুরোগক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ যোজয়েচ্চ হলীমকে।
কামলায়াঞ্চ যা দৃষ্টা সাপি কার্য্যা ভিষগ্বরৈঃ॥

পাণ্ডু ও কামলারোগে যে সকল চিকিৎসা উক্ত হইল, বিচক্ষণ চিকিৎসক, হলীমক রোগে সেই সকল চিকিৎসাই বিধান করিবেন।

বিড়ঙ্গাদ্যলৌহঃ।

বিড়ঙ্গ মুস্ত ত্রিফলা দেবদারু ষড়ূষণৈঃ।
তুল্যমাত্রময়শ্চূর্ণং গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ॥
তৈরক্ষমাত্রাং গুড়িকাং কৃত্বা খাদেৎ দিনে দিনে।
কামলাপাণ্ডুরোগার্ত্তঃ সুখমাপদ্যতেঽচিরাৎ॥

বিড়ঙ্গ, মুতা, ত্রিফলা, দেবদারু, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈই, চিতা, শুঁঠ ও মরিচ, সমভাগে লইবে, এবং সর্ব্বসমান লৌহচূর্ণ ও সর্ব্বসমষ্টির অষ্টগুণ গোমূত্রে পাক করিয়া ২ তোলা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা প্রতিদিন সেবন করিলে, অচিরে পাণ্ডু ও কামলা রোগের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

নবায়সলৌহম্।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্ত বিড়ঙ্গ চিত্রকাঃ সমাঃ।
নবায়োরজসো ভাগাস্তচ্চূর্ণং মধুসর্পিষা।
ভক্ষয়েৎ পাণ্ডু হৃদ্রোগ কুষ্ঠার্শঃকামলাপহম্॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা ও বিড়ঙ্গ চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা, সর্ব্বসমান লৌহ অর্থাৎ ৯ তোলা, এই সমুদায় জলে মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগে মধু ও ঘৃতের সহিত সেবনীয়। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ৯ রতি পর্য্যন্ত মাত্রা ব্যবস্থা করিবে।

ত্রিকত্রয়াদ্যং লৌহম্।

পলং লৌহস্য কিট্টস্য পলং গব্যস্য সর্পিষঃ।
সিতায়াশ্চ পলঞ্চৈকং মধুনশ্চ পলং তথা॥
তোলৈকং কান্তলৌহস্য ত্রিকত্রয়সমন্বিতম্।
ততঃ পাত্রে বিধাতব্যং লৌহে বা মৃন্ময়ে তথা॥
ভাবিতং মধুসর্পির্ভ্যাং রৌদ্রে শিশির এব চ।
ভোজনাদৌ তথা মধ্যে চান্তে চৈব প্রযোজয়েৎ॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকমথাপি চ।
অম্লপিত্তং তথা শূলং শূলঞ্চ পরিণামজম্॥
কাসং পঞ্চবিধঞ্চৈব প্লীহশ্বাসজ্বরানপি।
অপস্মারং তথোন্মাদমুদরং গুল্মমেব চ॥
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ সুদারুণম্।
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

মণ্ডুর ১ পল, চিনি ১ পল, কান্ত-লৌহ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, চিতামূল, মুতা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য লৌহখলে গব্যঘৃত ১ পল ও মধু ১ পলের সহিত লৌহদণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৭ দিবস রৌদ্রে ও শিশিরে রাখিবে, প্রত্যহ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। ইহা মৃৎপাত্রেও প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার মাত্রা ১ মাষা। ভোজনকালে গ্রাসের

সহিত ও মধ্যে একবার এবং শেষগ্রাসের সহিত একবার সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

আহারের সহিত সেবনে বিশেষ কষ্ট বা নিতান্ত অপ্রবৃত্তি হইলে কুলে-খাড়ার রসে বা দুগ্ধাদি অনুপানের সহিত ব্যবস্থা করিবে।

বজ্রবটকমণ্ডূরম্ ।

পঞ্চকোলং সমরিচং দেবদারু ফলত্রিকম্ ।
বিড়ঙ্গমুস্তযুক্তাশ্চ ভাগাস্ত্রিপলসম্মিতাঃ ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি মণ্ডূরং দ্বিগুণং ততঃ ।
পক্কা চাষ্টগুণে মূত্রে ঘনীভূতে তদুদ্ধরেৎ ॥
ততোঽক্ষমাত্রান্ বটকান্ পিবেত্তক্রেণ তক্রভুক্ ।
পাণ্ডুরোগং জয়ত্যেষ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্ ॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষমূরুস্তম্ভমথাপি চ ।
ক্রিমিং প্লীহানমুদরং গলরোগঞ্চ নাশয়েৎ ।
মণ্ডূরো বজ্রনামায়ং রোগানীকবিনাশনঃ ॥
নির্ব্বাপ্য বহুশো মূত্রে মণ্ডূরং গ্রাহ্যমিষ্যতে ॥

গোমূত্রে শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ ৪৮ তোলা, পাকার্থ গোমূত্র ৬ সের। আসন্নপাকে পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, দেবদারু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ ও মুতা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া ৪ মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান তক্র। এই মণ্ডূর সেবনে পাণ্ডু, কুম্ভকামলা ও অন্যান্য রোগ নষ্ট হয়।

পুনর্নবাদিমণ্ডূরম্ ।

পুনর্নবা ত্রিবৃচ্ছুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচানি চ ।
বিড়ঙ্গং দেবকাষ্ঠঞ্চ চিত্রকং পুষ্করাহ্বয়ম্ ॥
ত্রিফলা দ্বে হরিদ্রে চ দন্তী চ চবিকা তথা ।
কুটজস্য ফলং তিক্তা পিপ্পলীমূল মুস্তকম্ ॥
এতানি সমভাগানি মণ্ডূরং দ্বিগুণং ততঃ ।
গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্কা স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে ।
পাণ্ডুশোথোদরানাহ শূলার্শঃ ক্রিমি গুল্মনুৎ ॥

শোধিত মণ্ডূর ৫ পল, পাকার্থ গোমূত্র ৫ সের। আসন্নপাকে পুনর্নবা, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তিমূল, চৈ, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, পিঁপুলমূল ও মুতা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা ৪ মাষা পর্য্যন্ত। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডু, কামলা ও শোথ প্রভৃতি অনেক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডূরম্ ।

লৌহং তাম্রং গন্ধমভ্রং পারদঞ্চ সমাংশকম্ ।
ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চিত্রকং তথা ॥
কিরাতং দেবকাষ্ঠঞ্চ হরিদ্রাদ্বয় পুষ্করম্ ।
যমানী জীরযুগ্মঞ্চ শটী ধান্যক চব্যকম্ ॥
প্রত্যেকং লৌহভাগঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণন্তু কারয়েৎ ।
সর্ব্বচূর্ণস্য চার্দ্ধাংশং সুশুদ্ধং লৌহকিট্টকম্ ॥
গোমূত্রে পাচয়েদ্ বৈদ্যো লৌহকিট্টং চতুর্গুণে ।
পুনর্নবাকাথমষ্টগুণং তত্র প্রদাপয়েৎ ॥
সিদ্ধেঽবতারিতে চূর্ণং মধুনঃ পলমাত্রকম্ ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় কোকিলাক্ষাম্বুপানতঃ ॥

গ্রহণীং চিরজাং হন্তি সশোথাং পাণ্ডুকামলাম্।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মমুদরঞ্চ বিশেষতঃ।
কাসং শ্বাসং প্রতিশ্যায়ং কান্তিপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্॥

(অত্র সর্ব্বচূর্ণসমাংশং মণ্ডুরচূর্ণমিতি বৃদ্ধাঃ। গোমূত্র-পুনর্নবাক্বাথ-মণ্ডুরাণাং পাকঃ। চূর্ণানাং প্রক্ষেপঃ। শীতীভূতে মধু দেয়ম্।)

লৌহ, তাম্র, গন্ধক, অভ্র, পারদ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুস্তা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চিরাতা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, ধনে ও চৈই ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, চূর্ণসমষ্টির অর্দ্ধেক শোধিত মণ্ডুর (বৃদ্ধ-বৈদ্যগণের মতে চূর্ণের সমান মণ্ডূর)। মণ্ডূরচূর্ণের ৪ গুণ গোমূত্র। পুনর্নবার ক্বাথ ৮ গুণ। গোমূত্র, পুনর্নবার ক্বাথ ও মণ্ডূরচূর্ণ একত্র পাক করিয়া আসন্ন-পাকে লৌহাদিচূর্ণ সমস্ত প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে মধু ১ পল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা বিবেচনাপূর্ব্বক কল্পনা করিবে। অনুপান কুলেখাড়ার রস। ইহাদ্বারা গ্রহণী, পাণ্ডু, কামলা ও শোথ প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মকো রসঃ।

সূতকং গন্ধকং লৌহমভ্রকঞ্চ পলং পলম্।
শঙ্খং টঙ্কং বরাটঞ্চ প্রত্যেকার্দ্ধপলং হরেৎ॥
গোক্ষুরবীজচূর্ণঞ্চ পলৈকং তত্র দাপয়েৎ।
সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং বাষ্পযন্ত্রেণ ভাবয়েৎ॥
পটোলং পর্পটং ভার্গী বিদারী শতপুষ্পিকা।
কুণ্ডলী দণ্ডিনী বাসা কাকমাচীন্দ্রবারুণী॥
বর্ষাভূঃ কেশরাজশ্চ শালিঞ্চী দ্রোণপুষ্পিকা।
প্রত্যেকার্দ্ধপলৈর্দ্রাবৈর্ভাবয়িত্বা বটীং চরেৎ॥
চতুর্দ্দশ বটীঃ খাদেচ্ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ।
গহনানন্দনাথোক্তশ্চন্দ্রসূর্য্যাত্মকো রসঃ॥
হলীমকং নিহন্ত্যাশু পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাম্।
জীর্ণজ্বরং সবিষমং রক্তপিত্তমরোচকম্॥
শূলং প্লীহোদরানাহমষ্ঠীলা গুল্ম বিদ্রধীন্।
শোথংমন্দানলং কাসং শ্বাসং হিক্কাং বমিং ভ্রমিম্॥
ভগন্দরোপদংশৌ চ দদ্রু কণ্ডুব্রণাপচীঃ।
দাহং তৃষ্ণামূরুস্তম্ভমামবাতং কটীগ্রহম্॥
যুক্ত্যা মস্তেন মণ্ডেন মুদ্গযূষেণ বারিণা।
গুড়ূচী-ত্রিফলা-বাসা ক্বাথৈর্নীরেণ বা ক্বচিৎ॥

পারা, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ৮ তোলা, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খই ও কড়িভস্ম প্রত্যেক ৪ তোলা, গোক্ষুর-বীজচূর্ণ ৮ তোলা, এই সমুদায় একত্রিত করিয়া পটোলপত্র, ক্ষেতপাপড়া, বামন-হাটী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শুল্‌ফা, গুলঞ্চ, ডান-কুনিশাক, বাসক, কাকমাচী, রাখাল-শসা, পুনর্নবা, কেশুরিয়া, সালিঞ্চ ও ঘলঘসিয়া ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা পরিমিত রসে তপ্তখল্লে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ এক এক বটিকা সেব-নীয়। ঔষধ সেবনের নিয়ম ১৪ দিন। অনুপান ছাগদুগ্ধ। ইহাদ্বারা পাণ্ডু, কামলা, হলীমক, জীর্ণজ্বর ও অন্যান্য নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়। স্থলবিশেষে মস্তু, অন্নমণ্ড, মুদ্গযূষ অথবা গুড়ূচী, ত্রিফলা ও বাসকের ক্বাথের সহিত সেবন করিতে দিবে।

প্রাণবল্লভো রসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধং কাশ্মীরসম্ভবম্।
লৌহং তাম্রং বরাটীঞ্চ তুত্থং হিঙ্গু ফলত্রয়ম্॥
স্নুহীমূলং যবক্ষারং জৈপালং টঙ্কনং ত্রিবৃৎ।
প্রত্যেকন্তু সমং ভাগং ছাগীদুগ্ধেন ভাবয়েৎ॥
চতুর্গুঞ্জাং বটীং খাদেৎ বারিণা মধুনা সহ।
প্রাণবল্লভনামায়ং গহনানন্দভাষিতঃ॥
শ্লেষ্মদোষঞ্চ সংবীক্ষ্য যুক্ত্যা বা ক্রটিবর্দ্ধনম্।
নিহন্তি কামলাং পাণ্ডুমানাহং শ্লীপদং তথা॥
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং কৃচ্ছ্রাণি চ হলীমকম্।
শোথং শূলমূরুস্তম্ভং সংগ্রহগ্রহণীং তথা॥
হন্তি মূর্চ্ছাং বমিং হিক্কাং কাসং শ্বাসং গলগ্রহম্।
অসাধ্যং সন্নিপাতঞ্চ জীর্ণজ্বরমরোচকম্॥
জলদোষভবং শোথং মহোগ্রঞ্চ জলোদরম্।
নাতঃ পরতরঃ কোঽপি কামলাদিরুজাপহঃ॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, আমলাসার গন্ধক, লৌহ, তাম্র, কড়িভস্ম, তুঁতিয়া, হিং, ত্রিফলা, সিজবৃক্ষের মূল, যবক্ষার, জয়পাল, সোহাগার খই ও তেউড়ীমূল এই সমুদায় সমভাগে মর্দ্দন করিয়া ছাগদুগ্ধে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু ও জল। ইহাতে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চাননবটী।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃততাম্রাভ্র গুগ্গুলু।
জৈপালবীজং তুল্যঞ্চ ঘৃতেন গুড়কীকৃতম্॥
ভক্ষয়েদ্বদরাণ্ডাভং শোথ-পাণ্ডুপ্রশান্তয়ে।
পঞ্চাননবটী খ্যাতা পাণ্ডুরোগকুলান্তিকা॥

(অত্র সর্ব্বসমং জৈপালম্। ঘৃতেন যামমেকং সংমর্দ্দ্য স্নিগ্ধভাণ্ডে সংস্থাপ্য বদরাণ্ডাভং বদরীবীজতুল্যং ভক্ষয়েৎ। অনুপানং দ্রোণপুষ্পরসঃ।)

পারা, গন্ধক, তাম্র, অভ্র ও গুগ্গুল ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ, সর্ব্বসমান জয়পালবীজ, একত্র ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ ও শোথ নষ্ট হয়। অনুপান ঘলঘসিয়ার রস।

পাণ্ডুসূদনো রসঃ।

রসং গন্ধং মৃতং তাম্রং জয়পালঞ্চ গুগ্গুলু।
সমাংশামাজ্যসংযুক্তাং গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
একৈকাং খাদয়েদ্ বৈদ্যঃ পাণ্ডুশোথপ্রশুস্তয়ে।
শীতলঞ্চ জলঞ্চান্নং বর্জ্জয়েৎ পাণ্ডুসূদনে॥

পারা, গন্ধক, তাম্র, জয়পাল ও গুগ্গুল এই সমুদায় সমভাগে লইয়া ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। পাণ্ডুসূদন রস সেবন কালে শীতল জল ও অন্ন বর্জ্জনীয়।

পাণ্ডুপঞ্চাননরসঃ।

লৌহমভ্রঞ্চ তাম্রঞ্চ প্রত্যেকং পলসম্মিতম্।
ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী চবিকা কৃষ্ণজীরকম্॥
চিত্রকঞ্চ নিশে দ্বে চ ত্রিবৃতা মাণমূলকম্।
কুটজস্য ফলং তিক্তা দেবদারু বচা ঘনম্॥
প্রত্যেকমেষাং কর্ষন্তু নিক্ষিপেৎ পাকবিদ্ভিষক্।
সর্ব্বস্য দ্বিগুণং দেয়ং শুদ্ধমণ্ডুরচূর্ণকম্॥
গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্বা সিদ্ধে শীতলতাং গতে।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় চোষ্ণতোয়ানুপানতঃ॥
হলীমকং শোথপাণ্ডুমূরুস্তম্ভঞ্চ নাশয়েৎ।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মং সর্ব্বরোগহরঃ পরঃ॥
রসায়নবরশ্চৈব বলবর্ণাগ্নিকারকঃ॥

লৌহ, অভ্র ও তাম্র প্রত্যেক ৮ তোলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, চৈ, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, মাণমূল, ইন্দ্রযব, কটুকী, দেবদারু, বচ ও মুতা প্রত্যেক ২ তোলা, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ মণ্ডুর, মণ্ডুরের ৮ গুণ গোমূত্র। প্রথমে গোমূত্রে মণ্ডুর পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে লৌহ ও অভ্র প্রভৃতি দ্রব্য সমস্ত প্রক্ষেপ দিবে। উষ্ণজলের সহিত প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডু, হলীমক ও শোথাদি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

ত্র্যূষণাদিমণ্ডূরম্।

ত্র্যূষণং ত্রিফলামুস্তং বিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকৌ।
দার্ব্বীত্বঙ্মাক্ষিকো ধাতুর্গ্রন্থিকং দেবদারু চ॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ চূর্ণীকৃত্য পৃথক্ পৃথক্।
মণ্ডুরং দ্বিগুণং চূর্ণাচ্চুদ্ধমঞ্জনসন্নিভম্॥
মূত্রে চাষ্টগুণে পক্কা তস্মিংস্তু প্রক্ষিপেৎ ততঃ।
উড়ুম্বরসমান্ কৃত্বা বটকাংস্তান্ যথাগ্নিতঃ॥
উপযুঞ্জীত তক্রেণ সাত্ম্যং জীর্ণে চ ভোজনম্।
মণ্ডুরবটিকা হ্যেতাঃ প্রাণদাঃ পাণ্ডুরোগিণাম্॥
কুষ্ঠান্যজরকং শোথমূরুস্তম্ভং কফাময়ান্।
অর্শাংসি কামলাং মেহান্ প্লীহানং শময়ন্তি চ॥
নির্বাপ্য বহুশো মূত্রে মণ্ডুরং গ্রাহ্যমিষ্যতে।
গ্রাহ্যস্ত্বষ্টগুণিতং মূত্রং মণ্ডুরচূর্ণতঃ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, চৈ, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, গুড়ত্বক্, স্বর্ণমাক্ষিক, পিঁপুলমূল ও দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা, চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ, মণ্ডুরের ৮ গুণ গোমূত্র। অগ্রে গোমূত্রে মণ্ডুর পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে চূর্ণসকল প্রক্ষেপ দিয়া ৵০ আনা মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। তক্রের সহিত সেবনীয়। মণ্ডুর সেবনকালে সুপথ্য দ্রব্য ভোজন এবং অজীর্ণ সত্বে ভোজন পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। ইহাতে কামলা, মেহ ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়।

আনন্দোদয়রসঃ।

পারদং গন্ধকং লৌহমভ্রকং বিষমেব চ।
সমাংশং মরিচং চাষ্ট টঙ্গনঞ্চ চতুর্গুণম্॥
ভৃঙ্গরাজরসৈঃ সপ্ত ভাবনাশ্চাম্লদাড়িমৈঃ।
গুঞ্জাদ্বয়ং পর্ণখণ্ডৈঃ খাদেৎ সায়ং নিহন্তি চ॥
বাতশ্লেষ্মভবান্ রোগান্ মন্দাগ্নিং গ্রহণীং জ্বরান্।
অরুচিং পাণ্ডুতাঞ্চৈব জয়েদচিরসেবনাৎ॥
নষ্টমগ্নিং করোত্যেব কালভাস্করতেজসম্।
পর্ব্বতোঽপি হি জীর্য্যেত প্রাশনাদস্য দেহিনঃ।
গুর্ব্বন্নমন্নং মাংসঞ্চ ভক্ষণাদেব জীর্য্যতি॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বিষ প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, সোহাগার খই ৪ তোলা এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া ভৃঙ্গরাজরসে ও অম্লদাড়িম ফলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। পানের সহিত সায়ংকালে সেবনীয়। ইহা সেবনে অরুচি, পাণ্ডুরোগ ও মন্দাগ্নি প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া প্রশমিত হয়।

পুনর্নবাতৈলম্।

পুনর্নবাপলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥

ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী ধন্যাকং কট্‌ফলং তথা।
শটী দার্ব্বী প্রিয়ঙ্গুশ্চ দেবদারু হরেণুকম্॥
কুষ্ঠং পুনর্নবামূলং যমানী কারবী তথা।
এলা ত্বচং পদ্মকঞ্চ পত্রং নাগেশ্বরং তথা॥
এষাঞ্চ কার্ষিকং কল্কং পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকমথাপি বা॥
রক্তপিত্তং প্রমেহাংশ্চ কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্।
প্লীহানমুদরঞ্চৈব জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি॥
তৈলং পৌনর্নবং নাম কান্তিপুষ্টিবলপ্রদম্॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ পুনর্নবা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধন্যা, কট্‌ফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, রেণুক, কুড়, পুনর্নবামূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, গুড়ত্বক্, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি পীড়া নষ্ট হয়।

হরিদ্রাদ্যং ঘৃতম্।

হরিদ্রা ত্রিফলা নিম্ব বলা মধুকসাধিতম্।
সক্ষীরং মাহিষং সর্পিঃ কামলাহরমুত্তমম্॥

মাহিষ ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের। কল্কার্থ হরিদ্রা, ত্রিফলা, নিমছাল, বেড়েলা ও যষ্টিমধু মিলিত ১ সের। মাত্রা ১ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে কামলা রোগ নষ্ট হয়।

মূর্ব্বাদ্যং ঘৃতম্।

মূর্ব্বা তিক্তা নিশা যাস কৃষ্ণা চন্দন পর্পটৈঃ।
ত্রায়ন্তী বৎস ভূনিম্ব পটোলাম্বুদ দারুভিঃ॥
অক্ষমাত্রং ঘৃতপ্রস্থং সিদ্ধং ক্ষীরং চতুর্গুণম্।
পাণ্ডুতা জ্বর বিস্ফোট শোথার্শো রক্তপিত্তনুৎ॥

ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের। কল্কার্থ মূর্ব্বামূল, কট্‌কী, হরিদ্রা, দুরালভা, পিঁপুল, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, বলাডুমুর, কুড়চিছাল, চিরাতা, পটোলপত্র, মুতা ও দারুহরিদ্রা ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে পাণ্ডু রোগ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

ব্যোষাদ্যং ঘৃতম্।

ব্যোষং বিল্বং দ্বিরজনী ত্রিফলা দ্বিপুনর্নবম্।
মুস্তাজ্ঞয়োরজঃ পাঠা বিড়ঙ্গং দেবদারু চ॥
বৃশ্চিকালী চ ভার্গী চ সক্ষীরৈস্তৈঃ শৃতং ঘৃতম্।
সর্ব্বান্ প্রশময়ত্যেতদ্বিকারান্ মৃত্তিকাকৃতান্॥

ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। পাকার্থ জল ৬৪ সের। কল্কার্থ ত্রিকটু, বেলছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, মুতা, লৌহচূর্ণ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছাটী ও বামনহাটী এই সমুদায় কল্কদ্রব্য মিশ্রিত ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে মৃত্তিকা ভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

দ্রাক্ষাঘৃতম্।

পুরাণসর্পিষঃ প্রস্থং দ্রাক্ষার্দ্ধপ্রস্থসাধিতম্।
কামলাগুল্মপাণ্ড্বর্ত্তি জ্বরমেহোদরাপহম্॥

উৎকৃষ্ট পুরাতন ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ দ্রাক্ষা ১ সের, জল ১৬ সের।

প্রথমতঃ ঘৃত অগ্নিসন্তাপে গলাইয়া কিস্‌মিস্ সহ ১৬ সের জলদ্বারা মৃদু-সন্তাপে পাক করিয়া নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহা চারি আনা হইতে দুই তোলা পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা কামলা, গুল্ম, পাণ্ডু, জ্বর, প্রমেহ ও উদররোগের নিবৃত্তি হয়।

পর্পটাদ্যরিষ্টঃ।

পর্পটকতুলামেকাং চতুর্দ্রোণজলে পচেৎ।
ক্বাথে পাদাবশেষে চ শীতে পলশতদ্বয়ম্॥
দদ্যাদ্ গুড়স্য ধাতক্যাঃ পলষোড়শিকা মতা।
গুড়ূচী মুস্তকং দার্ব্বী দারু ব্যাঘ্রী দুরালভা॥
চব্যং চিত্রকমূলঞ্চ ত্রিকটু ক্রিমিনাশনম্।
সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য পলাংশেন বিনিক্ষিপেৎ॥
স্থাপয়িত্বা ততো ভাণ্ডে মাসাদূর্দ্ধং পিবেদমুম্।
পাণ্ডুগুল্মোদরাষ্ঠীলাঃ কামলাঞ্চ হলীমকম্॥
প্লীহানং যকৃত শোথং সর্ব্বঞ্চ বিষমজ্বরম্।
এষোঽরিষ্টো নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

ক্ষেতপাপড়া ১২॥০ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। শীতল হইলে ছাঁকিয়া উহাতে গুড় ২৫ সের, ধাইফুল ১৬ পল এবং গুলঞ্চ, মুতা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু, কণ্টকারী, দুরালভা, চৈই, চিতামূল, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক চূর্ণ এক পল এই সমুদায় একত্রিত করিয়া একমাসকাল একটী আবৃত পাত্রে রাখিলে অরিষ্ট প্রস্তুত হইবে। ইহা সেবন করিলে পাণ্ডু, গুল্ম ও উদর-রোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

ধাত্র্যরিষ্টঃ।

ধাত্রীফলসহস্রে দ্বে পীড়য়িত্বা রসং ভিষক্।
ক্ষৌদ্রাষ্টভাগং পিপ্পল্যাশ্চূর্ণার্দ্ধকুড়বান্বিতম্॥
শর্করার্দ্ধ তুলোন্মিশ্রং পক্বং স্নিগ্ধঘটে স্থিতম্।
প্রপিবেৎ পাণ্ডুরোগার্ত্তো জীর্ণেহিতমিতাশনঃ॥
কামলাপাণ্ডুহৃদ্রোগবাতাসৃগ্বিষমজ্বরান্।
কাসহিক্কারুচিশ্বাসানেষোঽরিষ্টঃ প্রণাশয়েৎ॥

২০০০ দুই সহস্র আমলকীর রস অথবা ক্বাথে পিপ্পলীচূর্ণ এক পোয়া ও চিনি ৬।০ সওয়া ছয় সের মিশ্রিত করতঃ যথাবিধি একত্র পাক করিবে, পাক শেষ হইলে নামাইবে এবং পরে শীতল হইলে আমলকীরসের আট ভাগের এক ভাগ মধু প্রক্ষেপ দিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। ইহা অগ্নি, বল ও বয়সাদি অনুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে, এবং ঔষধ জীর্ণ হইলে, আহার করিবে। ইহাদ্বারা পাণ্ডু, কামলা, হৃদ্রোগ, বাতরক্ত, বিষমজ্বর, কাস, হিক্কা, অরুচি ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং পাণ্ডু-কামলা-হলীমকরোগাধিকারঃ।

উদরাধিকারঃ।

সর্ব্বমেবোদরং প্রায়ো দোষসঙ্ঘাতজং যতঃ।
অতো বাতাদিশমনী ক্রিয়া সর্ব্বত্র শস্যতে॥

উদররোগ মাত্রেই প্রায় ত্রিদোষ-জনিত। অতএব বায়ু প্রভৃতি ত্রিদোষের শান্তিকারক চিকিৎসাই উদররোগে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

উদরে দোষসম্পূর্ণে কুক্ষৌ মন্দো ভবেত্তোহনলঃ।
তস্মাদ্‌ভোজ্যানি যোজ্যানি দীপনানি লঘূনি চ।

উদর দোষপূর্ণ হইলে অগ্নি হীনশক্তি হইয়া থাকে। অতএব উক্ত রোগে অগ্নিদীপ্তিকারক অথচ লঘু ভোজন ব্যবস্থা করিবে।

উদররোগে পথ্যানি।

রক্তশালীন্ যবান্ মুদ্গান্ জাঙ্গলান্ মৃগপক্ষিণঃ।
পয়ো মূত্রাসবারিষ্টান্ মধু সীধু চ শীলয়েৎ।

এই রোগে দাউদ্‌খানি চাউল, যব, মুগ, জাঙ্গল পশু ও পক্ষীর মাংসের যূষ, দুগ্ধ, গোমূত্র, আসব, অরিষ্ট, মধু ও সীধু পুনঃ পুনঃ সেবনীয়।

উদরহরযোগাঃ।

দোষাতিমাত্রোপচয়াৎ স্রোতোমার্গনিরোধনাৎ।
সম্ভবত্যুদরং তস্মান্নিত্যমেনং বিরেচয়েৎ।
পায়য়েত্তৈলমৈরণ্ডং সমূত্রং সপয়োঽপি বা॥

দোষের অতি সঞ্চয় ও দৈহিক স্রোতঃ সকলের নিরোধ বশতঃ উদররোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাতে সর্ব্বদা বিরেচন ক্রিয়া আবশ্যক। গোমূত্র বা উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল সেবনে উদর ও পাণ্ডুরোগের শান্তি হয়।

বাতোদরং বলবতঃ স্নেহস্বেদৈরুপাচরেৎ।
স্নিগ্ধায় স্বেদিতাঙ্গায় দদ্যাৎ স্নিগ্ধং বিরেচনম্॥
হৃতে দোষে পরিম্লানং বেষ্টয়েদ্বাসসোদরম্।
যথাস্থানবকাশত্বাদ্ বায়ুর্নাধ্মাপয়েৎ পুনঃ॥
(পরিম্লানং বিরেচনেন নম্রীকৃতম্।)

বাতোদরে রোগী বলবান্ থাকিলে প্রথমতঃ স্নেহস্বেদ প্রদানানন্তর স্নিগ্ধ বিরেচন দিবে। বিরেচন দ্বারা মল সমস্ত নির্গত হইয়া উদর কোমল হইলে বস্ত্র দ্বারা উদর বেষ্টন করিয়া চাপিয়া বান্ধিবে। ইহাতে স্থানাভাব প্রযুক্ত বায়ু দ্বারা উদরাধ্মান উপস্থিত হইবে না।

বিরিক্তে চ যথা দোষৈর্বৈঃ পেয়া শৃতা হিতা॥

বিরেচনের পর উপস্থিত দোষনাশক ঔষধ দ্বারা পেযা প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে।

বাতোদরী পিবেত্তক্রং পিপ্পলীলবণান্বিতম্।
শর্করামরিচোপেতং স্বাদু পিত্তোদরী পিবেৎ॥
যমানী সৈন্ধবাজাজী ব্যোষযুক্তং কফোদরী।
ত্র্যূষণক্ষার লবণৈর্যুক্তং ত্রৈদোষিকোদরী।
গৌরবারোচকার্ত্তানামমৃতত্বায় কল্পতে॥

বাতোদরে পিঁপুল ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত, পিত্তোদরে চিনি ও মরিচ সংযুক্ত, কফোদরে যমানী, সৈন্ধবলবণ, জীরা ও ত্রিকটু মিশ্রিত এবং সন্নিপাতোদরে ত্রিকটু, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ সহিত তক্র পান করা ব্যবস্থেয়। ইহা দ্বারা দেহের ভার ও অরুচি নষ্ট হয়।

বাতোদরে পয়োঽভ্যাসো নিরূহো দশমূলিকঃ।

বাতোদরে দুগ্ধ পান ও দশমূলের ক্বাথ দ্বারা পিচ্‌কারী উপকারক।

মধু তৈল বচা শুণ্ঠী শতাহ্বা কুষ্ঠ সৈন্ধবৈঃ।
যুক্তং প্লীহোদরী জাতং সব্যোষন্ত দকোদরী।
বদ্ধোদরী তু হবুষা দীপ্যকাজাজীসৈন্ধবৈঃ।
পিবেচ্ছিদ্রোদরী তক্রং পিপ্পলীক্ষৌদ্রসংযুতম্॥
গৌরবারোচকার্ত্তানাং সমন্দাগ্ন্যতিসারিণাম্।
তক্রং বাতকফার্ত্তানামমৃতত্বায় কল্পতে॥

প্লীহোদররোগী, মধু, তৈল, বচ, শুঁঠ, শুলফা, কুড় ও সৈন্ধব, এই সকলের সহিত তক্র পান করিবে।

দকোদররোগী ত্রিকটুর সহিত যথোপযুক্ত মাত্রায় দধিসমুৎপন্ন তক্র পান করিবে।

বদ্ধোদরে হবুষা, যমানী, জীরা ও সৈন্ধবের সহিত তক্র উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে।

ছিদ্রোদর রোগে পিপ্পলী ও মধুর সহিত তক্র পান কর্ত্তব্য।

গুরুতা, অরুচি ও মন্দাগ্নিপীড়িত, অতীসারী ও বাতকফার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে তক্র অমৃতের ন্যায় উপকার করে। বাস্তবিক উক্ত রোগের পক্ষে তক্র যে অতি হিতকর, তাহা বলা বাহুল্য।

পিত্তোদরেষু বলিনং পূর্ব্বমেব বিরেচয়েৎ।
অল্পবাস্থাবলং ক্ষীরবস্তিশুদ্ধং বিরেচয়েৎ॥
পয়সা সত্রিবৃৎকল্কেনোরুবুকশৃতেন বা।
শাতলাত্রায়মাণাভ্যাং শৃতেনারগ্বধেন বা॥

পিত্তোদর রোগে রোগী বলবান্ থাকিলে পূর্ব্বেই বিরেচন প্রদান করিবে। কিন্তু রোগী দুর্ব্বল হইলে রোগীকে অনুবাসন করতঃ ক্ষীরবস্তি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া তৎপরে বিরেচন দিবে।

যে সকল দ্রব্য দ্বারা বিরেচন দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা নিম্নে বলা যাইতেছে। যথা—দুগ্ধের সহিত তেউড়ী অথবা এরণ্ড বীজের সহিত কিংবা চর্ম্মকষা, বলাডুমুর বা সোঁদালফলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

কফোদরিণং শুদ্ধং কটুক্ষারান্নভোজিতম্।
মূত্রারিষ্টায়স্কৃতিভির্যোজয়েচ্চ কফাপহৈঃ॥

কফপ্রধান উদররোগে রোগীকে বমন ভিন্ন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া কটুদ্রব্য ও ক্ষারাদিযুক্ত পেয়াদি সেবন করাইবে এবং কফনাশক গোমূত্র, অরিষ্ট, রসায়নোক্ত লৌহ প্রভৃতি দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

সন্নিপাতোদরে সর্ব্বা যথোক্তাঃ কারয়েৎ ক্রিয়াঃ।
প্লীহোদরে প্লীহহরং কর্ম্মোদরহরং তথা॥

সান্নিপাতিক উদররোগে দোষের বলাবল বিবেচনা করতঃ ত্রিদোষনাশক সকল প্রকার প্রক্রিয়া করিবে।

প্লীহোদরে প্লীহানাশক এবং নিম্নোক্ত প্লীহোদরঘ্ন ঔষধ ও প্রক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে।

স্বিন্নায় বদ্ধোদরিণে মূত্রতীক্ষ্ণৌষধান্বিতম্।
সতৈলং লবণং দদ্যান্নিরূহং সানুবাসনম্॥
পরিস্রংসীনি চান্নানি তীক্ষ্ণঞ্চৈব বিরেচনম্।
ছিদ্রোদরমৃতে স্বেদাৎ শ্লেষ্মোদরবদাচরেৎ॥

বদ্ধোদরে রোগীর উদরে স্বেদ দিয়া গোমূত্রের সহিত তীক্ষ্ণ ঔষধ যথোপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে দিবে এবং সতৈল লবণ দ্বারা নিরূহণ অনুবাসন করাইবে; এবং পিত্তাদির অনুলোমকারক ভোজন ও তীক্ষ্ণ বিরেচন দিবে।

ছিদ্রোদররোগে স্বেদ ব্যতীত কফোদরোক্ত অন্যান্য চিকিৎসাও করিবে।

জাতং জাতং জলং স্রাব্যং শাস্ত্রোক্তং শস্ত্রকর্ম্ম চ।
জলোদরে বিশেষেণ দ্রবসেবা: বিবর্জ্জয়েৎ ॥

জলোদরে জলোৎপন্নমাত্রেই শল্য-শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে জল বাহির করিয়া ফেলিবে। এবং দ্রব বস্তু সেবন একেবারে পরিত্যাগ করিবে। কারণ দ্রব বস্তু সেবন করিলে পুনর্ব্বার জল সঞ্চয় হইয়া থাকে।

দেবদারু পলাশার্ক হস্তিপিপ্পলী শিগ্রুকৈঃ।
সাশ্বগন্ধৈঃ সগোমূত্রৈঃ প্রদিহ্যাদুদরং শনৈঃ ॥

জলোদররোগে দেবদারু, পলাশের বীজ, আকন্দ, গজপিপ্পলী, শজিনা ও অশ্বগন্ধা, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া উদরে শনৈঃ শনৈঃ প্রলেপ দিবে।

মূত্রাণ্যষ্টাবুদরিণাং সেকে পানে চ যোজয়েৎ।
স্নুহীপয়োভাবিতানাং পিপ্পলীনাং পয়োঽশনঃ।
সহস্রঞ্চ প্রযুঞ্জীত শক্তিতো জঠরাময়ী।

উদররোগে অষ্টপ্রকার মূত্র দ্বারা সেচন করিবে এবং উহা পানার্থ প্রয়োগ করিবে। এবং দুগ্ধান্নসেবন করিয়া মনসা-সিজের আটায় ৭ বার (মতান্তরে ২১ বার) ভাবনা দিয়া পিপ্পলী সেবন করিবে। রোগীর শক্তি অনুসারে প্রতি-দিন একটী, দুইটী কিংবা তিনটী করিয়া সহস্র পিপ্পলী পর্য্যন্ত সেবন করিবে।

শিলাজতুনাং মূত্রাণাং গুগ্‌গুলোস্ত্রৈফলস্য চ।
স্নুহীক্ষীরপ্রয়োগশ্চ শময়ত্যুদরাময়ম্।

শিলাজতু, গোমূত্র, ত্রিফলা, গুগ্‌-গুল ও মনসাসিজের আটা, এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে উদররোগের শান্তি হয়।

স্নুক্‌পয়সাপরিভাবিততণ্ডুলচূর্ণৈর্নির্ম্মিতঃ পূপঃ।
উদরমুদারং হিংস্যাদেযোগোঽয়ং সপ্তরাত্রেণ ॥

মনসাসিজের আটায় তণ্ডুল ভাবনা দিয়া সেই তণ্ডুলের চূর্ণ দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। এইরূপ পিষ্টক সাত দিবস পর্য্যন্ত যথোপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে নিশ্চয়ই উদর-রোগ নষ্ট হয়।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানং বা কল্পদৃষ্টং প্রযোজয়েৎ।
জঠরাণাং বিনাশায় নাস্তি তেন সমো ভুবি ॥

উদররোগে চরকোক্ত রসায়ন বিধি অনুসারে পিপ্পলীবর্দ্ধমান যোগের প্রয়োগ করিবে। উদররোগ বিনাশার্থ এইরূপ দ্বিতীয় ঔষধ ভূতলে আর নাই।

দন্তী বচা গবাক্ষী চ শঙ্খিনী তিল্বকং ত্রিবৃৎ।
গোমূত্রেণ পিবেদেতৎ কল্কং হ্যুদরনাশনম্ ॥

দন্তী, বচ, রাখালশসা, চোরকাঁচকী, তিলঘাস ও তেউড়ী এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত যথোপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে উদর-রোগ নষ্ট হয়।

সক্ষীরং মাহিষং মূত্রং নিরাহারঃ পিবেন্নরঃ।
শাম্যত্যনেন জঠরং সপ্তাহাদিতি নিশ্চয়ঃ।

নিরাহারী ব্যক্তি উপযুক্ত পরিমাণে মহিষমূত্র গব্য দুগ্ধের সহিত যথোপযুক্ত মাত্রায় পান করিবেন। অল্প কিছু

আহার বা পান করিবেন না। এইরূপ সপ্তাহ সেবন করিলে নিশ্চয়ই উদর-রোগের শান্তি হইবে।

গবাক্ষী শঙ্খিনী দন্তী নীলিনীকল্কসংযুতম্।
সর্ব্বোদরবিনাশায় গোমূত্রং পাতুমাচরেৎ॥

রাখালশসা, চোরকাঁচকী, দন্তী, নীলবুহ্না এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত যথোপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে সর্ব্বপ্রকার উদররোগ বিনষ্ট হয়।

অর্কপত্রং সলবণমন্তর্ধূমং দহেত্ততঃ।
মস্তুনা তৎ পিবেৎ ক্ষারং গুল্মপ্লীহোদরাপহম্॥

আকন্দের পত্র ও সৈন্ধবলবণ একত্র অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া উক্ত ক্ষার দধির মাতের সহিত পান করিবে। ইহাদ্বারা গুল্ম, প্লীহা ও উদররোগ বিনষ্ট হয়।

পীতঃ প্লীহোদরং হন্যাৎ পিপ্পলীমরিচান্বিতঃ।
অম্লবেতসসংযুক্তঃ শিগ্রুক্বাথঃ সসৈন্ধবঃ॥

সজিনার ক্বাথে পিপ্পলী, মরিচ, অম্লবেতস ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে প্লীহা ও উদররোগ নষ্ট হয়।

যস্ত গৃহীত্বা সংজ্ঞামুৎপাটয়িত্বেদ্রবারুণীমূলম্।
প্রক্ষিপ্যতে সুদূরে শাম্যেৎ প্লীহোদরং তস্য॥

রোগীর নাম উচ্চারণপূর্ব্বক রাখাল-শসার মূল উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে। ইহাদ্বারা প্লীহা ও উদররোগের শান্তি হইয়া থাকে।

রোহীতকাভয়াক্ষোদভাবিতং মূত্রমম্বু বা।
পীতং সর্ব্বোদরপ্লীহমেহার্শঃ ক্রিমিগুল্মনুৎ॥

রোহীতক ও হরীতকীচূর্ণ গোমূত্র কিংবা জল সহ ভাবনা দিয়া উপযুক্ত পরিমাণে পান করিলে সর্ব্বপ্রকার উদররোগ, প্লীহা, প্রমেহ, অর্শঃ, গুল্ম ও ক্রিমি রোগ নষ্ট হয়।

এরণ্ডতৈলং দশমূলমিশ্রং
গোমূত্রযুক্তস্ত্রিফলারসো বা।
নিহন্তি বাতোদরশোথশূলং
ক্বাথঃ সমূত্রো দশমূলজশ্চ॥

বিল্ব, পারুল, শ্যোণা, গাম্ভারী ও গণিয়ারীছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, ইহাদিগের ক্বাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া অথবা ত্রিফলার ক্বাথে গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া কিংবা পূর্ব্বোক্ত দশমূলের ক্বাথে গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতোদর, শোথ ও শূলরোগ বিনষ্ট হয়।

গোমূত্রযুক্তং মহিষীপয়ো বা
ক্ষীরং গবাং বা ত্রিফলাবিমিশ্রম্।
ক্ষীরান্নভুক্ কেবলমেব গব্যং
মূত্রং পিবেদ্বা শ্বয়থূদরেষু॥

শোথ ও উদরীরোগে গোমূত্রের সহিত মহিষীর দুগ্ধ অথবা ত্রিফলার সহিত গব্যদুগ্ধ কিংবা ক্ষীরান্নভোজী হইয়া কেবল গোমূত্র পান করিবে।

দেবদ্রুমাদিঃ।

দেবদ্রুমং শিগ্রু ময়ূরকঞ্চ
গোমূত্রপিষ্টামথবাশ্বগন্ধাম্।
পীত্বাশু হন্যাদুদরং প্রবৃদ্ধং
ক্রিমীন্ সশোথানুদরঞ্চ দূষ্যম্॥

দেবদারু, সজিনা, অপামার্গ অথবা অশ্বগন্ধা, গোমূত্রের সহিত যথোপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে শীঘ্র প্রবৃদ্ধ উদর রোগ, ক্রিমি, শোথ ও দূষিত উদর রোগ বিনষ্ট হয়।

দশমূলাদিক্বাথঃ।

দশমূলদারুনাগরছিন্নরুহা পুনর্নবাভয়াক্বাথঃ।
জয়তিজলোদরশোথশ্লীপদগণ্ডবাতরোগাংশ্চ॥

বিল্ব, শ্যোণা, পারুল, গাম্ভারী, গণিয়ারীছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, দেবদারু, শুঁঠ, গুলঞ্চ, পুনর্নবা ও হরীতকী এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে জলোদর, শোথ, প্লীহা, শ্লীপদ, গলগণ্ড ও বাত রোগ নষ্ট হয়।

হরীতক্যাদিক্বাথঃ।

হরীতকী নাগর দেবদারু
পুনর্নবা ছিন্নরুহাকষায়ঃ।
সগুগ্‌গুলুর্মূত্রযুতস্ত পেয়ঃ
শোথোদরাণাং প্রবরঃ প্রয়োগঃ॥

হরীতকী, শুঁঠ, দেবদারু, পুনর্নবা ও গুলঞ্চ ইহারা সমুদয়ে কুট্টিত ২ দুই তোলা, জল অর্দ্ধ সের, অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া। এই ক্বাথে গুগ্‌গুলু ও গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাদ্বারা শোথ ও উদররোগ বিনষ্ট হয়।

পুনর্নবাদিক্বাথঃ।

পুনর্নবা নিম্ব পটোল শুণ্ঠী
তিক্তামৃতা দার্ব্বভয়াকষায়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গ শোথোদরকাসশূল
শ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥

পুনর্নবা, নিম্ব, পটোলপত্র, শুঁঠ, কটুকী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী ইহারা সমুদায়ে ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, অবশিষ্ট অর্দ্ধপোয়া। ইহা পান করিলে সর্ব্বাঙ্গ শোথ, উদর, কাস, শ্বাস, শূল, ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়।

পুনর্নবাদিঃ।

পুনর্নবাং দার্ব্বভয়াং গুড়ূচীং
পিবেৎ সমূত্রাং মহিষাক্ষযুক্তাম্।
ত্বগ্দোষশোথোদর পাণ্ডুরোগ
স্থৌল্য প্রসেকোর্দ্ধকফাময়েষু॥

পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী ও গুলঞ্চ, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথের সহিত যথোপযুক্ত পরিমাণে গোমূত্র ও গুগ্‌গুল মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ইহা দ্বারা চর্ম্মরোগ, শোথ, উদররোগ, পাণ্ডু, স্থৌল্য, প্রসেক ও ঊর্দ্ধগ শ্লেষ্মরোগ বিনষ্ট হয়।

পটোলাদ্যং চূর্ণম্।

পটোলমূলং রজনী বিড়ঙ্গং ত্রিফলা ত্বচম্।
কম্পিল্লকং নীলিনীঞ্চ ত্রিবৃতাঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ॥
ষড়াদ্যান্ কার্ষিকানন্ত্যাংস্ত্রীংশ্চ দ্বিত্রিচতুর্গুণান্।
কৃত্বা চূর্ণং ততো মুষ্টিং গবাং মূত্রেণ সংপিবেৎ॥

বিরিক্তো জাঙ্গলরসৈর্ভুক্তীত মৃদ্বোদনম্।
মণ্ডং পেয়াঞ্চ পীত্বা তু সব্যোষং ষড়হং পয়ঃ॥
শৃতং পিবেত্তু তচ্চূর্ণং পিবেদেবং পুনঃ পুনঃ।
হন্তি সর্ব্বোদরাণ্যেতচ্চূর্ণং জাতোদকান্যপি।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুঞ্চাপকর্ষতি॥

পটোলমূল, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, গুণ্ডারোচনী ৪ তোলা, নীলবুহ্না ৬ তোলা, তেউড়ী ৮ তোলা, সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া এই চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করতঃ গোমূত্রের সহিত পান করিবে। এই চূর্ণ সেবন করিলে বিরেচন হইবে। বিরেচনান্তে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন অতি কুট্টিত করিয়া জাঙ্গল পশুর মাংসরসের সহিত পথ্য করিবে। কিংবা মণ্ড অথবা পেয়া সেবন করিবে। অনন্তর ৬ দিবস পর্য্যন্ত ত্রিকটু মিশ্রিত পক্ব দুগ্ধ পান করিবে; এবং সপ্তম দিবসে পুনর্ব্বার চূর্ণ সেবন করিবে। যত দিন পর্য্যন্ত রোগ আরোগ্য না হয় তত দিন উক্ত চূর্ণ ও পথ্য সেবন করিবে। এই চূর্ণ সর্ব্বপ্রকার উদররোগ, কামলা ও পাণ্ডুরোগ নাশ করে।

নারায়ণচূর্ণম্।

যমানী হবুষা ধান্যং ত্রিফলা সোপকুঞ্চিকা।
কারবী পিপ্পলীমূলমজগন্ধা শটী বচা॥
শতাহ্বা জীরকং ব্যোষং স্বর্ণক্ষীরী সচিত্রকা।
দ্বৌ ক্ষারৌ পৌষ্করং মূলং কুষ্ঠং লবণপঞ্চকম্॥
বিড়ঙ্গঞ্চ সমাংশানি দন্ত্যা ভাগত্রয়স্তথা।
ত্রিবৃদ্বিশালে দ্বিগুণে সাতলা স্যাচ্চতুর্গুণা॥
এতৎ নারায়ণং নাম চূর্ণং রোগগণাপহম্।
নৈতৎ প্রাপ্যাভিবর্দ্ধন্তে রোগা বিষ্ণুমিবাসুরাঃ॥
তক্রেণোদরিভিঃ পেয়ং গুল্মিভির্বদরাম্বুনা।
আনদ্ধবাতে সুরয়া বাতরোগে প্রসন্নয়া॥
দধিমণ্ডেন বিট্‌সঙ্গে দাড়িমাম্বুভিরর্শসি।
পরিকর্ত্তে চ বৃক্ষাম্লৈরুষ্ণাম্বুভিরজীর্ণকে॥
ভগন্দরে পাণ্ডুরোগে কাসে শ্বাসে গলগ্রহে।
হৃদ্রোগে গ্রহণীদোষে কুষ্ঠে মন্দানলে জ্বরে।
দংষ্ট্রাবিষে মূলবিষে সগরে কৃত্রিমে বিষে।
যথার্হং স্নিগ্ধকোষ্ঠেন পেয়মেতদ্বিরেচনম্॥

যমানী, হবুষা, ধনিয়া, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, ক্ষুদ্রজীরক, পিপ্পলীমূল, অজগন্ধা, শটী, বচ, শুল্‌ফা, বৃহজ্জীরা, ত্রিকটু, স্বর্ণক্ষীরী, চিতা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পুষ্করমূল, কুড় ও পঞ্চলবণ অর্থাৎ বিট্‌লবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সামুদ্রলবণ, সৈন্ধবলবণ ও ঔদ্ভিদলবণ ও বিড়ঙ্গ এই সকল সমভাগ, দন্তী ৩ ভাগ, তেউড়ী ৬ ভাগ, রাখালশসা ৬ ভাগ, চর্ম্মকষা ১২ ভাগ, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহার নাম 'নারায়ণচূর্ণ'। ইহা সমস্ত রোগনাশক। এই চূর্ণ উদর রোগে তক্রের সহিত, গুল্মরোগে বদরীর কাথের সহিত; আনদ্ধবাতে সুরার সহিত, বাতরোগে প্রসন্নানামক মদ্যের সহিত, কোষ্ঠবদ্ধতায় দধিমণ্ডের সহিত, অর্শোরোগে দাড়িমের রসের সহিত, পরিকর্ত্তিক রোগে বৃক্ষাম্লের সহিত, অজীর্ণরোগে উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। এই বিরেচন ঔষধ দ্বারা ভগন্দর, পাণ্ডুরোগ, কাস, শ্বাস, গলগ্রহ, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, কুষ্ঠ, মন্দাগ্নি, জ্বর,

দংষ্ট্রাবিষ, মূলবিষ, গর ও কৃত্রিম বিষদোষ উপশমিত হয়।

পুনর্নবাদিচূর্ণম্।

পুনর্নবা দার্ব্বমৃতা পাঠা বিল্বং শ্বদংষ্ট্রিকা।
বৃহত্যৌ দ্বে রজন্যৌ দ্বে পিপ্পল্যশ্চিত্রকং বৃষম্।
সমভাগানি চূর্ণানি গবাং মূত্রেণ বা পিবেৎ।
বহুপ্রকারং শ্বয়থুং সর্ব্বগাত্রবিসারিণম্॥
হন্তি শোথোদরাণ্যষ্টৌ ব্রণাংশ্চৈবোদ্ধতানপি॥

পুনর্নবা, দেবদারু, গুলঞ্চ, আক্নাদি, বিল্বমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপ্পলী, চিতা ও বাসক এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ইহাদ্বারা বহু প্রকার সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত শোথ, শূল, অষ্ট প্রকার উদররোগ এবং উদ্ধত ব্রণ নষ্ট হয়।

মাণপায়সঃ।

পুরাণং মাণকং পিষ্ট্বা দ্বিগুণীকৃততণ্ডুলৈঃ।
সাধিতং ক্ষীরতোয়াভ্যামভ্যসেৎ পায়সন্ত তম্॥
হন্তি বাতোদরং শোথং গ্রহণীং পাণ্ডুতামপি।
সিদ্ধো ভিষগ্ভিরাখ্যাতঃ প্রয়োগোঽয়ং নিরত্যয়ঃ॥

পুরাতন মাণকচুর চূর্ণ ৮ তোলা, তণ্ডুলচূর্ণ ১৬ তোলা, একত্র লইয়া যথোপযুক্ত দুগ্ধ ও জলদ্বারা পায়স পাক করিয়া সেবন করিবে, ইহা সেবন করিয়া অন্য কোন প্রকার অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করিবে না। ইহাদ্বারা বাতোদর, শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া থাকে।

সামুদ্রাদ্যং চূর্ণম্।

সামুদ্র সৌবর্চল সৈন্ধবানি
ক্ষারং যমানীমজমোদকঞ্চ।
সপিপ্পলী চিত্রক শৃঙ্গবেরং
হিঙ্গুং বিড়ঞ্চেতি সমানি কুর্য্যাৎ॥
এতানি চূর্ণানি ঘৃতপ্লুতানি
ভুঞ্জীত পূর্ব্বং কবলং প্রশস্তম্।
বাতোদরং গুল্মমজীর্ণভক্তং
বাতাপ্রকোপং গ্রহণীং প্রদুষ্টাম্।
অর্শাংসি দুষ্টানি চ পাণ্ডুরোগং
ভগন্দরং চাপি নিহন্তি সদ্যঃ॥

করকচ, সচল, সৈন্ধব, যবক্ষার, যমানী, বনযমানী, পিঁপুল, চিতামূল, শুঁঠ, হিং ও বিট্‌লবণ প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া আহারের প্রথম গ্রাসের সহিত ভোজন করিলে বাতোদর, গুল্ম ও অজীর্ণ প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

বিন্দুঘৃতম্।

অর্কক্ষীরপলে দ্বে চ স্নুহীক্ষীরপলানি ষট্।
পথ্যা কম্পিল্লকং শ্যামা সম্পাকং গিরিকর্ণিকা॥
নীলিনী ত্রিবৃতা দন্তী শঙ্খিনী চিত্রকং তথা।
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
অথাস্য মলিনে কোষ্ঠে বিন্দুমাত্রং প্রদাপয়েৎ।
যাবতোঽস্য পিবেদ্বিন্দূন্ তাবদ্বারান্ বিরিচ্যতে॥
কুষ্ঠগুল্মমুদাবর্ত্তং শ্বয়থুং সভগন্দরম্।
শময়ত্যুদরাণ্যষ্টৌ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
এতদ্বিন্দুঘৃতং নাম যেনাভ্যক্তো বিরিচ্যতে।
জলং চতুর্গুণং দেয়ং পাকার্থং বিন্দুসর্পিষঃ॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ আকন্দের আটা ২ পল, সিজের আটা ৬ পল, হরীতকী, কমলাগুঁড়ি, শ্যামালতা, সোঁদালফলের মজ্জা, শ্বেত অপরাজিতার মূল, নীলবৃক্ষ, তেউড়ী, দন্তীমূল, চোরকাঁচকী ও চিতামূল প্রত্যেক ১ পল, পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃতের যত বিন্দু সেবন করাইবে, ততবার বিরেচন হইবে। ইহা সেবনে সকল প্রকার উদরী ও অন্যান্য অনেক রোগ নষ্ট হয়।

মহাবিন্দুঘৃতম্।

স্নুহীক্ষীরপলে কল্কে প্রস্থার্দ্ধঞ্চৈব সর্পিষঃ।
কম্পিল্লকং পলঞ্চৈবং পলার্দ্ধং সৈন্ধবস্য চ॥
ত্রিবৃতায়াঃ পলঞ্চৈকং কুড়বং ধাত্রিকারসাৎ।
তোয়প্রস্থেন বিপচেৎ শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্॥
কর্ষপ্রমাণং দাতব্যং জঠরে প্লীহগুল্ময়োঃ।
তথা কচ্ছপরোগেষু যুঞ্জীত মতিমান্ ভিষক্॥
এতদ্ গুল্মান্ সনিচয়ান্ সশূলান্ সপরিগ্রহান্।
নিহন্ত্যেব প্রয়োগো হি বায়ুর্জলধরানিব॥
পঞ্চগুল্মবধার্থায় বজ্রো মুক্তঃ স্বয়ম্ভুবা।
মহাবিন্দুঘৃতং নাম সিদ্ধং সিদ্ধৈশ্চ পূজিতম্॥

ঘৃত ২ সের। কল্কার্থ সিজের আটা ২ পল, কমলাগুঁড়ি ১ পল, সৈন্ধব ৪ তোলা, তেউড়ী ১ পল ও আমলকীর রস ॥০ অর্দ্ধ সের। জল ৪ সের। মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে। প্লীহা ও গুল্ম রোগে ২ তোলা পরিমাণে প্রযোজ্য। ইহা অন্যান্য রোগেও ব্যবহার্য্য। ইহা গুল্ম ও উদররোগে বিশেষ উপকারী।

নারাচঘৃতম্।

স্নুক্ক্ষীর দন্তী ত্রিফলা বিড়ঙ্গ-
সিংহী ত্রিবৃচ্চিত্রক কল্কযুক্তম্।
ঘৃতং বিপক্বং কুড়বপ্রমাণং
তোয়েন তস্যাক্ষমথার্দ্ধমক্ষম্॥
পেয়ঞ্চ কোষ্ণাম্বু পিবেদ্ বিরিক্তঃ
পেয়াং সুখোষ্ণাং প্রপিবেদ্বিধিজ্ঞঃ।
নারাচমেতজ্জঠরাময়ানাং
যুক্তোপযুক্তং শমনং প্রদিষ্টম্॥

ঘৃত ১ সের। কল্কার্থ সিজের আটা, দন্তীমূল, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, কণ্টকারী, তেউড়ী ও চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা ৬ মাষা ২ রতি। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান উষ্ণ জল। বিরেচনান্তে সুখোষ্ণ পেয়া প্রস্তুত করিয়া দিবে। ইহাতে উদর রোগ নষ্ট হয়।

বৃহন্নারাচঘৃতম্।

লোধ্র চিত্রক চব্যানি বিড়ঙ্গং ত্রিফলা ত্রিবৃৎ।
শঙ্খিন্যতিবিষা ব্যোষমজমোদা নিশাদ্বয়ম্॥
দন্তী চ কার্ষিকং সর্ব্বং গোমূত্রস্য পলাষ্টকম্।
চতুঃপলং স্নুহীক্ষীরং রাজবৃক্ষফলং তথা॥
এতৈশ্চতুর্গুণে তোয়ে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
উদরঞ্চামবাতঞ্চ গুল্ম প্লীহ ভগন্দরান্॥
নিহন্ত্যচিরযোগেন গৃধ্রসীং স্তম্ভমূরুজম্।
বৃহন্নারাচকং নাম ঘৃতমেতদ্ যথামৃতম্॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ লোধ, চিতামূল, চঁই, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, তেউড়ী, চোরকাঁচকী, আতইচ, ত্রিকটু, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও দন্তীমূল প্রত্যেক ২ তোলা, গোমূত্র ১ সের, সিজের আটা ৪ পল, সোঁদালমজ্জা ৪ পল।

জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে উদরী ও আমবাত প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়।

দশমূলষট্‌পলকং ঘৃতম্।

দশমূলতুলার্দ্ধরসে সক্ষারৈঃ পঞ্চকোলৈঃ পলিকৈঃ।
সিদ্ধং ঘৃতার্দ্ধপাত্রং হিমস্তকমুদরগুল্মঘ্নম্॥

ঘৃত ৮ সের, বেলছাল, শ্যোণাছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, গাম্ভারীছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ইহারা ৬।০ সওয়া ছয় সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের। এই কাথ এবং ১ পল পরিমাণ পঞ্চকোল ও যবক্ষারের কল্ক। দধির মাত ১৬ সের। এই ঘৃত সেবন করিলে উদর ও গুল্মরোগ নষ্ট হয়।

চিত্রকঘৃতম্।

চতুর্গুণে জলে মূত্রে দ্বিগুণে চিত্রকাৎ পলে।
কল্কে সিদ্ধং ঘৃতপ্রস্থং সক্ষারং জঠরী পিবেৎ॥

ঘৃত ৪ সের। জল ১৬ সের, গোমূত্র ৮ সের। কল্কার্থ চিতা ১ পল ও যবক্ষার ১ পল। জঠররোগী পান করিলে উদর রোগ নষ্ট হয়।

দধিমণ্ডাদ্যং ঘৃতম্।

দধিমণ্ডাঢকে সিদ্ধাৎ স্নুক্‌ক্ষীরপরিকল্কিতাৎ।
ঘৃতপ্রস্থাৎ পিবেন্মাত্রাং তদ্বজ্জঠরশান্তয়ে॥
তথা সিদ্ধং ঘৃতপ্রস্থং পয়স্যষ্টগুণে পিবেৎ।
স্নুক্‌ক্ষীরপলকল্কেন ত্রিবৃতা ষট্‌পলেন চ॥

দধির মাত ১৬ সের, কল্কার্থ সিজের আটা ১ পল, দধিমথিত ঘৃত ৪ সের একত্র যথাবিধি পাক করিয়া উদররোগ প্রশমনার্থ পান করিবে। পূর্ব্ববরূপ দধিমথিত ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ৩২ সের, কল্কার্থ সিজের আটা ১ পল ও তেউড়ী ৬ পল, এই সকল একত্র পাক করিয়া উদররোগে পান করিবে।

শ্রীবৈদ্যনাথাদেশবটিকা।

ত্রিকটু পারদ পথ্যা সম-
ভাগতঃ কানকফলং দ্বিগুণম্।
মাষপ্রমাণা বটিকা কার্য্যা
স্বরসেনাম্ললোণিকায়াঃ॥
প্রবলজলোদর গুল্ম জ্বর
পাণ্ড্বাময়নাশিনী প্রোক্তা।
তিমিরাণি পটল বিদ্রধি
প্রবলোদাবর্ত্তশূলহরী॥
ক্রিমি কোঠ কুষ্ঠ কণ্ডু
পিড়কাংশ্চ নিহন্তি রোগচয়ম্।
সিদ্ধগুড়ী প্রথিতা ভুবনে
শ্রীবৈদ্যনাথপাদাজ্ঞা॥

(অতিসরণে সতি হস্তপাদ প্রক্ষালনপূর্ব্বকং দধিভক্তং ভোজয়েৎ। পথ্যং স্বল্পং দেয়ম্।)

ত্রিকটু, রসসিন্দূর ও হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বদ্বিগুণ জয়পাল-বীজ এই সমুদায় আমরুলের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রবল জলোদর, গুল্ম ও জ্বর প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া যদি অধিক পরিমাণে বিরেচন হয়, তাহা হইলে

হস্তপাদ প্রক্ষালন করাইয়া দধি ও অন্ন ভোজন করাইবে। পথ্য অল্প পরিমাণে দেয়।

ইচ্ছাভেদী রসঃ।

শুণ্ঠীমরিচসংযুক্তং রসগন্ধকটঙ্কনম্।
জৈপালাস্ত্রিগুণাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বমেকত্র পেষয়েৎ॥
ইচ্ছাভেদী দ্বিগুঞ্জঃ স্যাৎ সিতয়া সহ পায়য়েৎ।
যাবচ্চ চুল্লকং শীতং তাবদ্বেগাদ্বিরেচয়েৎ।
তক্রৌদনঞ্চ দাতব্যমিচ্ছাভেদী যথেচ্ছয়া॥
(চুল্লকং সিতোদকগণ্ডূষম্।)

শুঁঠ, মরিচ, পারা, গন্ধক ও সোহাগা প্রত্যেক ১ তোলা, জয়পাল ৩ তোলা, এই সমুদায় একত্র জলে পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান চিনির জল। যতবার চিনির জল খাইবে ততবার ভেদ হইবে। সম্যক্ ভেদ হইলে তক্রসংযুক্ত অন্ন পথ্য দিবে।

বৃহৎ ইচ্ছাভেদী রসঃ।

শুদ্ধসূতস্য মাষৈকং গন্ধকান্মাষকত্রয়ম্।
বিভীতকস্য মাষৈকং ধাত্র্যাশ্চৈব তু মাসকম্॥
মাষদ্বয়ঞ্চ পিপ্পল্যাঃ শুণ্ঠীনাং মাষকত্রয়ম্।
জৈপালবীজমজ্জায়া গুড়কং বিংশতিং তথা॥
অম্ললোণীরসৈঃ পিষ্ট্বা বটিকাং কারয়েদ্ বুধঃ।
কলায়পরিমাণাস্তু ভক্ষয়েদ্রেচনার্থকম্॥
অম্ললোণীরসৈঃ সার্দ্ধং তোয়মুষ্ণং পিবেদনু।
তাবদ্বিরিচ্যতে বেগাদ্ যাবৎ শীতং ন সেব্যতে॥

পারদ ১ মাষা, গন্ধক ৩ মাষা, বহেড়া ১ মাষা, আমলা ১ মাষা, পিঁপুল ২ মাষা, শুঁঠ ৩ মাষা ও জয়পালবীজচূর্ণ ২০ মাষা, আমরুলের রসে মর্দ্দন করিয়া কলায় প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আমরুলের রস ও উষ্ণ জল। যাবৎ শীতল জল পান না করা যায়, তাবৎ পর্য্যন্ত বিরেচন হয়।

অভয়া বটী।

অভয়া মরিচং কৃষ্ণা টঙ্কনঞ্চ সমাংশকম্।
সর্ব্বচূর্ণসমং ভাগং দদ্যাৎ কানকজং ফলম্।
স্নুহীক্ষীরেণ সংকুর্য্যাদ্বটীং দ্বিগুঞ্জকলায়বৎ।
বটীদ্বয়ং শিবামেকাং পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা॥
উষ্ণাদ্বিরেচয়েদেষা শীতে স্বাস্থ্যমুপৈতি চ।
জীর্ণজ্বরং প্লীহরোগং হন্ত্যষ্টাবুদরাণি চ॥
বাতোদরে প্রশস্তোঽয়ং সর্ব্বাজীর্ণং ব্যপোহতি।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ তথৈব কুম্ভকামলাম্॥

হরীতকী, মরিচ, পিঁপুল ও সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান জয়পাল। সিজের আটায় মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। সেবনের নিয়ম এই, একটী হরীতকী তণ্ডুলোদকে বাঁটিয়া তাহার সহিত একেবারে ২ বটিকা সেব্য। যাবৎ উষ্ণ জল পান করা যায়, তাবৎ বিরেচন হইতে থাকে কিন্তু শীতল জলপানাদি করিলে স্বাস্থ্য লাভ হয়। ইহাতে জীর্ণ জ্বর ও উদরী প্রভৃতি অনেক পীড়া উপশমিত হয়।

নারাচরসঃ।

সূতং টঙ্কনতুল্যাংশং মরিচং সূততুল্যকম্।
গন্ধকং পিপ্পলী শুণ্ঠী দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ বিচূর্ণয়েৎ॥
সর্ব্বতুল্যং ক্ষিপেদ্দন্তীবীজং নিস্তুষমেব চ।
দ্বিগুঞ্জো রেচনে সিদ্ধো নারাচোঽয়ং মহারসঃ।
গুল্মং প্লীহোদরং হন্তি শীততণ্ডুলবারিণা॥

পারা, সোহাগা ও মরিচ প্রত্যেক ১ তোলা, গন্ধক, পিঁপুল ও শুঁঠ, প্রত্যেক ২ তোলা, নিস্তুষ জয়পাল ৯ তোলা। এই সমুদায় জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান তণ্ডুলোদক। ইহাদ্বারা গুল্ম ও প্লীহোদর নষ্ট হয়।

ইচ্ছাভেদী রসঃ।

সূতং গন্ধঞ্চ মরিচং টঙ্গনং নাগরাভয়া।
জৈপালবীজসংযুক্তং ক্রমোত্তরগুণং ভবেৎ॥
সর্ব্বতুল্যো গুড়ো দেয় ইচ্ছাভেদী স্বয়ং রসঃ।
দ্বিত্রিগুঞ্জা পরিমিতা বটী কার্য্যা বিচক্ষণৈঃ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, মরিচ ৩ ভাগ, সোহাগা ৪ ভাগ, শুঁঠ ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ ও জয়পাল ৭ ভাগ। সমষ্টির তুল্য চিনি। একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে।

চুলিকা বটী।

রসো গন্ধো বিষং তালং ত্রিকটু ত্রিফলা তথা।
টঙ্গনং সমভাগঞ্চ জয়পালং চতুগুণম্॥
ভৃঙ্গরাজরসেনাথ কেশরাজরসেন বা।
মধুনা বটিকা কার্য্যা গুঞ্জাদ্বয়মিতা শুভা॥
চুলিকাখ্যা বটী খ্যাতা শোথোদরবিনাশিনী।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ চামবাতং হলীমকম্।
হন্যাদ্ ভগন্দরং কুষ্ঠং প্লীহানং গুল্মমেব চ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, হরিতাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও সোহাগা প্রত্যেক সমভাগ, সমষ্টির চতুর্গুণ জয়পাল। ভীমরাজ বা কেশরাজের রসে এবং মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে শোথ ও উদরী রোগ নষ্ট হয়।

ভেদিনী বটী।

ত্রিকণ্টক স্নুক্পয়সা পিপ্পল্যা বটিকা কৃতা।
ভেদিনীয়ং সিদ্ধমন্তা মহাগদনিসূদনী॥

গোক্ষুর, সিজের আটা ও পিঁপুল এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান জল। ইহা সেবন করিলে বিরেচন হইয়া অনেক প্রবল পীড়ার শান্তি হয়।

শোথোদরারিলৌহঃ।

পুনর্নবামৃতা বহ্নি গবাক্ষী মানসীশ্বরঃ।
সূর্য্যাবর্ত্তার্কমূলঞ্চ পৃথগষ্টপলং জলে॥
পাদশেষে শৃতং দ্রোণে সুপূতে বস্ত্রগালিতে।
লৌহচূর্ণাষ্টপলকং পচেদাজ্যসমং ভিষক্॥
অর্কস্য দ্বিপলং ক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং চতুঃপলম্।
পলদ্বয়ং কৌশিকস্য গন্ধকস্য পলং তথা॥
পলার্দ্ধং পারদং সিদ্ধে বক্ষ্যমাণন্তু নিক্ষিপেৎ।
জয়পালং তাম্রমভ্রং শুদ্ধমত্র প্রদাপয়েৎ॥
কস্তূরীবহ্নিকন্দানাং শরাখ্যাৎ ঘণ্টকর্ণকাৎ।
পলাশস্য চ বীজানি কঞ্চুকী তালমূলিকা॥
ত্রিফলায়াঃ ক্রিমিরিপোস্ত্রিবৃদ্দন্তীভবং তথা।
সূর্য্যাবর্ত্তগবাক্ষ্যোশ্চ বর্ষাভূর্বজ্রবল্লিকা॥
এষাং লৌহসমাং মাত্রাং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
অতোঽস্য ভক্ষয়েন্মাত্রামনুপানঞ্চ যুক্তিতঃ॥
হন্তি সর্ব্বোদরং শীঘ্রং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
যে চ শোথাঃ সুদুর্ব্বারাশ্চিরকালানুবন্ধিনঃ॥
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।
নাতঃ পরতরঃ কশ্চিৎ শোথোদরবিনাশনঃ॥

উদরাণি পাণ্ডুরোগং কামলাঞ্চ হলীমকম্।
অর্শো ভগন্দরং কুষ্ঠং জ্বরং গুল্মঞ্চ নাশয়েৎ ॥
(মানসীবর্ষ ইত্যত্র মাণশিগ্রবঃ ইতি কেচিৎ)

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, চিতামূল, গোক্ষুর, চাকুলে, মনসাসিজের মূল, (মতান্তরে রাখালশষা, মাণ, শজিনামূল) হুড়হুড়ে-মূল ও আকন্দমূল, প্রত্যেক ১ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া লইয়া লৌহ ১ সের, ঘৃত ১ সের, আকন্দের আটা।০ পোয়া, সিজের আটা ॥০ সের, গুগ্‌গুল।০ পোয়া, গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা (উভয়ে কজ্জলী করিয়া) মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। আসন্ন পাকে জয়পাল, তাম্র, অভ্র, কন্কুষ্ঠ, চিতামূল, বন্য ওল, শর-পুঙ্খ, ঘেঁটকোল. পলাশবীজ, ক্ষীরুই, তালমূলী, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, তেউড়ী, দন্তীমূল. হুড়হুড়ে, রাখালশসার মূল, পুনর্নবা ও হাড়ঞ্চ, এই সমুদায় মিলিত ১ সের প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধানে পাক সমাধা করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ও অনুপান স্থল বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবে। ইহা শোথ ও উদরীরোগের মহৌষধ। ইহাদ্বারা পাণ্ডু প্রভৃতি রোগও নিবারিত হইয়া থাকে।

জলোদরারিরসঃ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং শিলা চ
নিশা চ বীজং জয়পালকস্য।
ফলত্রয়ং ত্র্যুষণকঞ্চ চিত্রং
সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাপি বিভাবয়েচ্চ ॥
দন্তীস্নুহীভৃঙ্গরসে পৃথক্ চ
সম্ভাব্য সংশোষ্য চ সপ্ত বারান্।
বয়ো বলং বীক্ষ্য তথা দদীত
জাতে বিরেকে চ দদীত পথ্যম্॥
অন্নং সতক্রং শিশিরাম্বশায়ি
জাতে বলে তৎ পুনরেব দদ্যাৎ।
তক্রেণ রোগঃ সমুপৈতি শান্তিং
সিদ্ধো রসো নাম জলোদরারিঃ॥

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, মনছাল, হরিদ্রা, জয়পালবীজ, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য দন্তী, সিজ ও ভৃঙ্গ-রাজের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। বয়স ও বল বিবেচনা করিয়া ২ রতি হইতে ৪ রতি মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। ঔষধ সেবন করিয়া বিরেচন হইলে তক্র সংযুক্ত শীতল পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

বারিশোষণো রসঃ।

চতুর্ব্বিংশতিভাগাঃ স্যুর্গন্ধাদ্ বঙ্গং তদর্দ্ধকম্।
বঙ্গভাগাদ্ ভবেদর্দ্ধঃ পারদঃ কৃষ্ণমভ্রকম্॥
চতুর্দ্দশবিভাগং স্যাৎ মৃতং তদ্দীয়তে পুনঃ।
মৃতলৌহমষ্টভাগং মৃততাম্রং নবাত্র তৎ॥
মৃতহেমদ্বয়ং তেষাং মৃতরূপ্যঞ্চ সপ্তকম্।
অতিশুদ্ধমতিস্থূলং মৃতং হীরং ত্রয়োদশ॥
ভাগা গ্রাহ্যা মাক্ষিকস্য বিশুদ্ধস্যাত্র ষোড়শ।
অষ্টাদশমিতং গ্রাহ্যং নব কাশীশকং পুনঃ॥
তুত্থকঞ্চ ষড়েবাত্র নবীনং গ্রাহ্যমেব চ।
তালকঞ্চ চতুর্ভাগং শিলা যোজ্যাস্ত্রয়ো বুধৈঃ॥
শৈলেয়ং পঞ্চ দাতব্যং সর্ব্বমেকত্র নূতনম্।
মৃতমৌক্তিকভাগৈকং সৌহাগ্যং ত্রয়মেব চ॥
কুষ্টয়িত্বা বিচূর্ণ্যাথ জম্বীরস্য রসেন বৈ।
ভাবয়েৎ সপ্তধা গাঢ়ং গুড়িকাং তস্য কারয়েৎ॥

পানকদ্বিতয়ে কৃত্বা মুদ্রয়েৎ পানকদ্বয়ম্।
ঘটমধ্যে নিবেশ্যাথ দত্বা পূর্ব্বঞ্চ বালুকাম্॥
ঊর্দ্ধঞ্চ তাং পুনর্দত্বা বালুকাং মুদ্রয়েৎ মুখম্।
অহোরাত্রং দহেদগ্নৌ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥
বকুলস্য চ বীজেন কণ্টকারীদ্বয়েন চ।
গুড়ূচী ত্রিফলাবারা ভাবয়েৎ সপ্ত সপ্তধা॥
বৃদ্ধদারুরসেনাপি তথা দেয়াস্ত ভাবনাঃ।
গিরিকর্ণ্যারসেনাপি রোহিতমৎস্যপিত্ততঃ॥
এবং সিদ্ধো ভবেৎ সম্যক্ রসোঽসৌ বারিশোষণঃ।
দেবান্ গুরূন্ সমভ্যর্চ্চ্য পিতৄন্ সাধূন্ তথা মুনীন্
রক্তিকাদ্বিতয়ং দেয়ং সন্নিপাতে সমুচ্ছ্রয়ে॥
মরিচেন সমং দেয়ং তেন জাগর্ত্তি মানবঃ।
শ্লৈষ্মিকে চ গদে দেয়ং গ্রহণ্যামগ্নিমান্দ্যকে।
প্লীহ্নি পাণ্ডৌ প্রয়োক্তব্যঃ ত্রিকটুত্রিফলাম্ভসা॥
শূলরোগে প্রয়োক্তব্যমুদরে চ বিশেষতঃ।
কুষ্ঠে সুদুষ্টে দেয়োঽয়ং কাকোড়ুম্বরিকাম্ভসা।
অতিবহ্নিকরঃ শ্রীদো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ।
ধন্বন্তরিকৃতঃ সম্যো রসঃ পরমদুর্লভঃ।
সর্ব্বরোগে প্রয়োক্তব্যো নিঃসন্দেহং ভিষগ্বরৈঃ॥

গন্ধক ২৪ ভাগ, বঙ্গ ১২ ভাগ, রস ৬ ভাগ, অভ্র ১৪ ভাগ, লৌহ ৮ ভাগ, তাম্র ৯ ভাগ, স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ৭ ভাগ, হীরক ১৩ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১৬ ভাগ, হিরাকস ১৮ ভাগ, তুঁতিয়া ৬ ভাগ, হরিতাল ৪ ভাগ, মনঃশিলা ৩ ভাগ, শিলাজতু ৫ ভাগ, মুক্তা ১ ভাগ ও সোহাগা ২ ভাগ এই সমস্ত দ্রব্য জম্বীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া গুটিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক মূষাযন্ত্রমধ্যে স্থাপিত করিয়া পরে বালুকাযন্ত্রে অহোরাত্র পাক করিবে। শীতল হইলে নামাইয়া উহার সহিত বকুলবীজ, কণ্টকারী, বৃহতী, গুড়ূচী, বিদ্ধড়ক, অপরাজিতা, ত্রিফলাকাথ ও রোহিতমৎস্যের পিত্ত ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মরিচচূর্ণের সহিত সেব্য। ইহা সেবনে উদর, প্লীহা, যকৃৎ, জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, সর্ব্বপ্রকার শোথ প্রভৃতি বিবিধ দুঃসাধ্য পীড়া প্রশমিত হয়।

অভয়ারিষ্টঃ।

অভয়ায়াস্তুলামেকাং মৃদ্বীকার্দ্ধতুলাং তথা।
বিড়ঙ্গস্য দশপলং মধূককুসুমস্য চ॥
চতুর্দ্রোণে জলে পক্ত্বা দ্রোণমেকঞ্চ শেষয়েৎ।
শীতীভূতে রসে তস্মিন্ পূতে গুড়তুলাং ক্ষিপেৎ॥
শ্বদংষ্ট্রাং ত্রিবৃতাং ধান্যং ধাতকীমিন্দ্রমারুণীম্।
চব্যং মধুরিকাং শুণ্ঠীং দন্তীং মোচরসং তথা॥
পলযুগ্মমিতং সর্ব্বং পাত্রে মহতি মৃণ্ময়ে।
ক্ষিপ্ত্বা সংরুধ্য তৎপাত্রং মাষমাত্রং নিধাপয়েৎ।
ততো জাতরসং জ্ঞাত্বা পরিস্রাব্য রসং নয়েৎ।
বলং কোষ্ঠঞ্চ বহ্নিঞ্চ বীক্ষ্য মাত্রাং প্রয়োজয়েৎ।
অর্শাংসি নাশয়েচ্ছীঘ্রং তথাষ্টাবুদরাণি চ॥
বর্চ্চোমূত্রবিবন্ধঘ্নো বহ্নিসন্দীপনঃ পরঃ॥

হরীতকী ১২॥০ সের, দ্রাক্ষা ৬।০ সওয়া ছয় সের, মৌলফুল ১০ পল ও বিড়ঙ্গ ১০ পল এই সমুদায় একত্র ২৫৬ সের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে এই কাথে গুড় ১২॥০ সের গুলিয়া তাহাতে গোক্ষুর, তেউড়ী, ধন্যা, ধাইফুল, রাখালশসার মূল, চৈ, মৌরী, শুঁঠ, দন্তীমূল ও মোচরস প্রত্যেক ২ পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আবৃত মৃৎপাত্রে এক মাস রাখিয়া পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। বল, কোষ্ঠ ও অগ্নি বিবেচনা করিয়া

মাত্রা স্থির করিবে। ইহা সেবন করিলে অর্শঃ, উদরী ও মলমূত্রের রোধনিবারণ এবং অগ্নির দীপ্তি হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামুদরাধিকারঃ।

শোথাধিকারঃ।

লঙ্ঘনং পাচনং শোথে শিরঃকায়বিরেচনম্।
বমনঞ্চ যথাসন্নং যথাদোষং প্রকল্পয়েৎ॥
স্নেহোঽথ বাতিকে শোথে বদ্ধবিট্কে নিরূহণম্।
পয়োঘৃতং পৈত্তিকে তু কফজে রূক্ষণক্রমঃ॥

শোথরোগে দোষভেদে, বিবেচনা করিয়া লঙ্ঘন, পাচন, নস্য, বিরেচন ও বমনক্রিয়া কর্ত্তব্য। বাতিকশোথে স্নিগ্ধক্রিয়া, মল বদ্ধ থাকিলে নিরূহ অর্থাৎ পিচ্‌কারি, পৈত্তিক শোথে দুগ্ধ ও ঘৃত পান এবং কফজে রূক্ষক্রিয়া ব্যবস্থা করিবে।

অথামজং লঙ্ঘনপাচনক্রমৈ-
র্বিশোধনৈরুল্বণদোষমাদিতঃ।
শিরোগতং শীর্ষবিরেচনৈরধো-
বিরেচনৈরূর্দ্ধহরৈস্তথোর্দ্ধগম্।
উপাচরেৎ স্নেহভবং বিরূক্ষণৈঃ
প্রকল্পয়েৎ স্নেহবিধিঞ্চ রূক্ষিতে॥

আমজন্য শোথে লঙ্ঘন ও পাচন, অতিশয় প্রবলদোষে শোধন, মস্তকগত শোথে নস্য, দেহের অধোভাগগত শোথে বিরেচক এবং ঊর্দ্ধভাগের শোথে বমনকারক ঔষধই ব্যবস্থেয়। এই তৈল, ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্যের সেবনজন্য শোথ উৎপন্ন হইলে রূক্ষ ক্রিয়া ও রূক্ষতা নিবন্ধন শোথে স্নিগ্ধক্রিয়া করিবে।

দশমূলং সদা শস্তং বাতশোথে বিশেষতঃ।
বাতজে তৈলমেরণ্ডং বিড্গ্রহে পয়সা পিবেৎ॥

বায়ুজন্য শোথে দশমূল প্রশস্ত। ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল সেবন করাইবে।

গোমূত্রস্য প্রয়োগো বা শীঘ্রং শ্বয়থুনাশনঃ।
যবাগুর্মাণকন্দস্য প্রায়শশ্চাতিশোথজিৎ॥

গোমূত্র অথবা পুরাতন মাণের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া পান করিলে শীঘ্র শোথ নষ্ট হয়।

সিংহাস্যাদিকাথঃ।

সিংহাস্যামৃতভণ্টাকীকাথং কৃত্বা সমাক্ষিকম্।
পীত্বা শোথং জয়েজ্জন্তুঃ শ্বাসং কাসং জ্বরং বমিম্॥

বাসকছাল, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ‖০ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ মধু। এই কাথ পান করিলে শোথ, শ্বাস, কাস, জ্বর ও বমি নিবারণ হয়।

পুনর্নবাদিঃ।

পুনর্নবা বিশ্ব ত্রিবৃদ্ গুড়ূচী
সম্পাক পথ্যামরদারুকল্কম্।
শোথে কফোত্থে মহিষাক্ষযুক্তং
মূত্রং পিবেদ্বা সলিলং তথৈবাম্॥

শ্লৈষ্মিক শোথে পুনর্নবা, শুঁঠ, তেউড়ী, গুলঞ্চ, সোঁদালফলের মজ্জা,

হরীতকী ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া মহিষাক্ষগুগ্গুল ও গোমূত্রের সহিত পান করিবে। অথবা উক্ত পুনর্নবাদির যথানিয়মে কাথ প্রস্তুত করিয়া উহাতে গুগ্গুল ও গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিবে।

কৃষ্ণাদিলেপঃ।

কফে তু কৃষ্ণা সিকতা পুরাণ-
পিণ্যাক শিগ্রুত্বগুমাপ্রলেপঃ।
কুলত্থ শুণ্ঠীজলমূত্রসেক-
শ্চণ্ডাগুরুভ্যামনুলেপনঞ্চ॥

কফশোথে পিপ্পলী, বালুকা, পুরাতন সর্ষপের তৈল, শজিনার ছাল ও তিসি, এই সকল দ্রব্য গোমূত্র সহ পেষণ করিয়া, শরীরে লেপন করিবে। কুলত্থ-কলাই ও শুণ্ঠীর যথাবিধি কাথ প্রস্তুত করিয়া কিংবা গোমূত্র সহ সিদ্ধ শুণ্ঠীর কাথে শরীর ধৌত করিয়া চোরপুষ্পী ও অগুরু পেষণ করতঃ শরীরে লেপন করিলে শোথ নষ্ট হয়।

পুনর্নবাষ্টকঃ।

পুনর্নবা নিম্ব পটোল শুণ্ঠী
তিক্তামৃতা দার্ব্ব্যভয়া কষায়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গ শোথোদর পার্শ্বশূল-
শ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥

শ্বেতপুনর্নবা, নিম্বমূলের ছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, কটুকী, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা (মতান্তরে দেবদারু) ও হরীতকী এই সমুদায়ে ২ তোলা, জল ॥০ সের, শেষ অর্দ্ধ তোলা। এই কাথ পান করিলে সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, উদরী, পার্শ্বশূল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগ উপশমিত হয়।

শোথহরা যোগাঃ।

নিম্বপত্ররসং পূতং সোষণং শ্বয়থৌ ত্রিজে।
বিট্সঙ্গে চৈব চূর্ণাম্নি বিদধ্যাৎ কামলাস্ব চ॥

সান্নিপাতিক শোথে, কোষ্ঠরোধে, অর্শোরোগে ও কামলায় মরিচচূর্ণের সহিত নিম্বপত্রের রস পান করিলে উপকার হয়।

ভূনিম্বদারুচূর্ণং জগ্ধ্বা পেয়ঃ পুনর্নবাকাথঃ।
অপহরতি নিয়তমাশু শোথং সার্ব্বাঙ্গিকং নৃণাম্॥

চিরাতা ও দেবদারু চূর্ণ ১ মাষা খাইয়া পুনর্নবার কাথ পান করিলে সার্ব্বাঙ্গিক শোথ নষ্ট হয়।

শোথঘ্নং কোকিলাক্ষস্য ভস্ম মূত্রেণ বাম্ভসা।

কুলেখাড়াভস্ম কফজশোথে গোমূত্রের সহিত এবং পৈত্তিকে জলের সহিত সেবন করিলে উপকার দর্শে।

স্থলপদ্মভবং কল্কং পয়সালোড্য পায়য়েৎ।
প্লীহাময়হরঞ্চৈব সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গশোথজিৎ॥

স্থলপদ্ম পত্র দুগ্ধে বাঁটিয়া পান করাইলে প্লীহা এবং সার্ব্বাঙ্গিক ও ঐকাঙ্গিক শোথ নিবারণ হয়।

মাণমণ্ডঃ।

পুরাণং মাণকং পিষ্ট্বা দ্বিগুণীকৃততণ্ডুলম্।
সাধিতং ক্ষীরতোয়াভ্যামভ্যসেৎ পায়সন্তু তৎ।

হন্তি বাতোদরং শোথং গ্রহণীং পাণ্ডুতামপি।
সিদ্ধোভিষগ্‌ভিরাখ্যাতঃ প্রয়োগোঽয়ং নিরত্যয়ঃ॥

পুরাতন মাণ ১ ভাগ, আতপতণ্ডুল-চূর্ণ ২ ভাগ, সজল দুগ্ধ ৪২ ভাগ একত্র পাক করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রত্যহ পান করিলে বাঁতোদর, শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডু এই সমস্ত রোগের শান্তি হয়।

পুনর্নবাদিপুটস্বেদঃ।

পুনর্নবা নিম্বপত্রং নিষ্পাব পারিভদ্রকে।
এতৈশ্চ পুটসংস্বেদঃ শোথং হন্তি সুদারুণম্॥
অপামার্গঃ কোকিলাক্ষো নিগুণ্ডী বিজয়া তথা।
এতৈরপি পুটস্বেদঃ শোথং হন্তি সুদারুণম্॥

পুনর্নবা, নিমপত্র, শিমপত্র, পালিধা-ছাল অথবা আপাঙ্গ, কুলেখাড়া, নিসিন্দা ও জয়ন্তী এই সমুদায় দ্রব্য পোট্টলীবদ্ধ করিয়া স্বেদ প্রদান করিলে প্রবল শোথ নিবারিত হয়।

পুনর্নবাদিচূর্ণম্।

পুনর্নবা দার্ব্বভয়া পাঠা বিল্বং শ্বদংষ্ট্রিকা।
বৃহত্যৌ দ্বে রজন্যৌ দ্বে পিপ্পল্যৌ চিত্রকং বিষঃ।
সমভাগানি সংচূর্ণ্য গবাং মূত্রেণ না পিবেৎ।
বহুপ্রকারং শ্বয়থুং সর্ব্বগাত্রবিসারিণম্।
হন্তি শোথোদরাণ্যষ্টৌ ব্রণাংশ্চৈবোদ্ধতানপি॥
(বিল্বং বিল্বস্য মূলম্॥)

পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী, আক-নাদি, বিল্বমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্ট-কারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিঁপুল, গজপিঁপুল, চিতামূল ও বাসকছাল এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া ২ মাষা মাত্রায় গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে শোথ, উদরী ও ব্রণ নষ্ট হয়।

শোথারিচূর্ণম্।

শুক্ষমূলমপামার্গস্ত্রিকটু ত্রিফলা তথা।
দন্তী চ ক্রিমদঞ্চৈব প্রত্যেকঞ্চ সমং সমম্॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় বিল্বপত্ররসেন চ।
পাণ্ডুরোগং নিহন্ত্যাশু শোথঞ্চৈব সুদারুণম্।

শুক্ষমূলা, আপাঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল ও মুতা এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা, অনুপান বিল্বপত্রের রস। প্রাতে সেবনীয়। ইহাতে শোথ ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

শোথোদরে পুনর্নবাদিগুগ্‌গুলুঃ।

পুনর্নবাং দার্ব্বভয়াং গুড়ূচীং-
পিবেৎ সমূত্রাং মহিষাক্ষযুক্তাম্।
ত্বগ্‌দোষ শোথোদর পাণ্ডুরোগ-
স্থৌল্য প্রসেকোর্দ্ধকফাময়েষু॥
(সর্ব্বচূর্ণসমং গুগ্‌গুলুং এরণ্ডতৈলেন পিষ্ট্বা ভাণ্ডমধ্যে স্থাপয়েৎ। যথাযথং গোমূত্রেণ পিবেৎ।)

পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী ও গুলঞ্চ প্রত্যেক ১ তোলা, মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু ৪ তোলা। এরণ্ডতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া উল্লিখিত চূর্ণ সকল উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনুপান গোমূত্র। ইহাদ্বারা ত্বকের বিকৃতি,

শোথ ও উদরী প্রভৃতি পীড়ার সত্বর উপশম হয়।

পুনর্নবাদিলেহঃ।

পুনর্নবামৃতা দারু দশমূলরসাঢ়কে।
আর্দ্রকস্বরসপ্রস্থে গুড়স্য চ তুলাং পচেৎ॥
তৎসিদ্ধং ব্যোষপত্রৈলাত্বক্চব্যৈঃকার্ষিকৈঃ পৃথক্।
চূর্ণীকৃতৈঃ ক্ষিপেৎ শীতে মধুনঃ কুড়বং লিহেৎ॥
লেহঃ পৌনর্নবো নাম শোথশূলনিসূদনঃ।
কাসশ্বাসারুচিহরো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, দেবদারু ও দশমূল এই সমুদায়ে ৮ সের, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। আদার রস ৪ সের। এই উভয় রসে পুরাতন গুড় ১২॥০ সের গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, তেজপত্র, এলাইচ, গুড়ত্বক্ ও চৈ প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা করিয়া প্রক্ষেপ দিবে, শীতল হইলে মধু ॥০ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই লেহ সেবন করিলে শোথ প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হইয়া বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

শোথারিমণ্ডুরম্।

গোমূত্রশুদ্ধমণ্ডূরং নিগুণ্ডীরসভাবিতম্।
মাণকার্দ্রককন্দানাং রসৈরপি চ ভাবয়েৎ॥
ত্রিফলা ব্যোষ চব্যানাং চূর্ণং কর্ষদ্বয়ং পৃথক্।
চূর্ণাদ্ দ্বিগুণমণ্ডূরং গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ॥
সিদ্ধে চূর্ণং ক্ষিপেৎ শীতে মধুনশ্চ পলদ্বয়ম্।
নিহন্তি সর্ব্বজং শোথং সর্ব্বাঙ্গোত্থং ন সংশয়ঃ॥

৭ বার গোমূত্রে শোধিত মণ্ডুর ৭ পল, নিসিন্দা, মাণমূল, আদা ও বন্য ওলের রসে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৭ সের গোমূত্রে পাক করিবে। দর্ব্বীতে প্রলেপ লাগিলে ত্রিফলা, ত্রিকটু ও চৈ এই ৭ দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ২ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে সার্ব্বাঙ্গিক ও সর্ব্বদোষোৎপন্ন শোথ নষ্ট হয়।

অগ্নিমুখমণ্ডূরম্।

পলদ্বাদশমণ্ডূরং গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ।
পঞ্চকোলং দেবদারু মুস্তং ব্যোষং ফলত্রয়ম্॥
বিড়ঙ্গং পলমাত্রন্তু পাকান্তে চূর্ণিতং ক্ষিপেৎ।
পায়য়েদক্ষমাত্রন্তু তক্রেণ সহ বুদ্ধিমান্।
অসাধ্যং শ্বয়থুং হন্তি পাণ্ডুরোগং চিরোত্থবম্।
স্বয়মগ্নিমুখং নাম সর্পিঃক্ষৌদ্রৈশ্চ মর্দ্দয়েৎ॥

শোধিত মণ্ডুর ১২ পল, পাকার্থ গোমূত্র ১২ সের। প্রক্ষেপার্থ পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, দেবদারু, মুতা, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল। ইহা ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া তক্রের সহিত সেব্য। মাত্রা ১ তোলা। সেবন করিলে শোথ ও পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়।

রসাভ্রমণ্ডুরম্।

গন্ধকাভ্ররসসূতানাং প্রত্যেকং শুক্তিসম্মিতম্।
সংশোধ্য চূর্ণিতং কৃত্বা মণ্ডুরং মুষ্টিকদ্বয়ম্॥
প্রস্থতঞ্চ হরীতক্যাঃ পাষাণজতুনঃ পিচুম্।
তোলকং কান্তলৌহস্য সর্ব্বং রৌদ্রে বিভাবয়েৎ।
ভৃঙ্গরাজরসপ্রস্থে কেশরাজরসে তথা।

নিগুণ্ডী মাণকন্দানামার্দ্রকস্ত রসেষপি।
ত্রিকটু ত্রিফলা চব্য মুস্তকানাং পৃথক্ পৃথক্।
কর্ষং কর্ষং ক্ষিপেচ্চূর্ণং মর্দ্দয়েন্মধুসর্পিষা॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় মাত্রয়া যুক্তিতঃ পুমান্।
নিহন্তি সর্ব্বজং শোথং সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশ্রয়ম্॥
কাস শ্বাস তৃষা দাহ মোহ ছর্দ্দিযুতং তথা।
অম্লপিত্তং নিহন্ত্যেব শূলমষ্টবিধং জয়েৎ॥
অগ্নিবৃদ্ধিকরং বৃষ্যং হৃদ্যং বাতানুলোমনম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্লেষ্ম কুষ্ঠারুচিজ্বরম্॥
প্লীহগুল্মোদরং হন্তি গ্রহণীং সপ্রবাহিকাম্॥

(নিগুণ্ড্যাদীনাং রসৈঃ প্রত্যেকমার্দ্রীকরণক্ষমৈর্ভাবয়িত্বা কিঞ্চিদার্দ্রতায়াং ত্রিকট্বাদীনাং চূর্ণং প্রত্যেকং ১ কর্ষং দত্ত্বা পুনঃ পিষ্ট্বা কোলপ্রমাণাং বটিকাং কুর্য্যাৎ। একৈকাং ঘৃতমধুভ্যাং মর্দ্দয়িত্বা ভক্ষয়েৎ। পুনর্নবাকাথং প্রক্ষিপ্তযবক্ষারমনুপিবেৎ।)

পারা, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেক ৪ তোলা, শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ ২ পল, হরীতকীচূর্ণ ২ পল, শিলাজতু ২ তোলা ও কান্তলৌহ ১ তোলা, এই সমুদায় একত্রে মর্দ্দন করিয়া ভীমরাজের রস ৪ সের, কেশুরিয়ার রস ৪ সের এবং আর্দ্রীকরণোপযুক্ত নিসিন্ধা, মাণ, ওল ও আদা এই সমুদায়ের রসে ভাবনা দিয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, চৈ ও মুতা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত ও পেষিত করিয়া ॥০ তোলা প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ঘৃত ও মধু। সেবনান্তে পুনর্নবার কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহাতে শোথাদি নানারোগ নষ্ট হইয়া অগ্নি ও বল বৃদ্ধি হইবে।

শুষ্কমূলাদ্যং তৈলম্।

শুষ্কমূলক বর্ষাভূ দারু রাস্না মহৌষধৈঃ।
পক্বমভ্যঞ্জনাৎ তৈলং সমূলং শ্বয়থুং জয়েৎ॥

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ শুষ্কমূলা, পুনর্নবা, দেবদারু, রাস্না ও শুঁঠ মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে শোথ নষ্ট হয়।

বৃহৎ শুষ্কমূলাদ্যং তৈলম্।

মূলকং দশমূলঞ্চ কণামূলং পুনর্নবা।
প্রত্যেকং প্রস্থমাহৃত্য বারিণাষ্টগুণে পচেৎ॥
তেন পাদাবশেষেণ তৈলস্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ।
দাপয়েত্তৈলতুল্যঞ্চ গোমূত্রং কুশলো ভিষক্॥
মূলকং চামৃতা শুণ্ঠী পটোলং চপলা বলা।
পাঠা পুনর্নবামূলং বালোশীরঞ্চ শিগ্রুজম্॥
নিগুণ্ডীন্দ্রাশনং শ্যামা করঞ্জং বাসকং তথা।
কণা হরীতকী চৈব বচা পুষ্করমূলকম্॥
রাস্না বিড়ঙ্গং চব্যঞ্চ দ্বে হরিদ্রে চ ধান্যকম্।
দ্বিক্ষারং সৈন্ধবঞ্চৈব দেবদারু সপদ্মকম্॥
শটী করিকণা বিল্বং মঞ্জিষ্ঠা চ ততঃ ক্রমাৎ।
প্রত্যেকার্দ্ধপলঞ্চৈষাং পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ॥
অভ্যঙ্গেনাস্য তৈলস্য যে গুণাস্তাংস্ততঃ শৃণু।
নানা শোথা বিনশ্যন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ॥
মলোদ্ভবাশ্চ যে কেচিদ্বিশেষেণ জলাশ্রয়াঃ।
অবশ্যং নির্জ্জরা দেহা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥

কটুতৈল ৮ সের। কাথার্থ শুষ্কমূলা ২ সের, দশমূল মিশ্রিত ২ সের, পিঁপুলমূল ২ সের, পুনর্নবা ২ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গোমূত্র ৮ সের। কল্কদ্রব্য যথা, শুষ্কমূলা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, পটোলপত্র, পিঁপুলমূল, বেড়েলা, আকনাদি, পুনর্নবামূল, বালা, বেণার

মূল, সজিনাবীজ, নিসিন্দা, সিদ্ধি, অনন্ত-মূল, ডহরকরঞ্জবীজ, বাসকমূলের ছাল, পিঁপুল, হরীতকী, বচ, কুড়, রাস্না, বিড়ঙ্গ, চঁই, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনিয়া, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, দেবদারু, পদ্মবীজ, শটী, গজপিপ্পলী, বেলছাল ও মঞ্জিষ্ঠা ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা। পাকের জল ৩২ সের। এই তৈল মর্দ্দনে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, মলজ ও জলজাত শোথ নষ্ট হয়।

মহা শুষ্কমূলাদ্যং তৈলম্।

শুষ্কমূলরসপ্রস্থং শিগ্রু ধুস্তূরয়োস্তথা।
সিন্ধুবাররসপ্রস্থং দশমূলরসং তথা॥
পারিভদ্ররসপ্রস্থং বর্ষাভূপ্রস্থমেব চ।
করঞ্জস্য রসপ্রস্থং প্রস্থং বরুণকস্য চ।
তৈলপ্রস্থং সমাদায় ভিষগ্ যত্নাদ্বিপাচয়েৎ॥
কল্কৈরর্দ্ধপলৈরেতৈঃ শুণ্ঠী মরিচ সৈন্ধবৈঃ।
পুনর্নবা কাকমাচী শেলুত্বক্ পিপ্পলীযুগৈঃ।
কট্ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী রাস্না যাসশ্চ কারবী॥
হরিদ্রাদ্বয় পূতীকদ্বয়ানন্তাযুগৈঃ পৃথক্।
তৎ সাধু সিদ্ধং বিজ্ঞায় শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
বাতশ্লেষ্মকৃতং দোষং সন্নিপাতভবং তথা।
নিহন্তি সর্ব্বজং শোথমুদরশ্বাসনাশনম্॥
বিরুদ্ধভেষজভবং শোথমাশু ব্যপোহতি।
ব্রণশোথাক্ষিশূলঘ্নং কামলাপাণ্ডুনাশনম্॥
যে চান্যে ব্যাধয়ঃ সন্তি শ্লেষ্মজাঃ সন্নিপাতজাঃ।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ॥

তৈল ৪ সের। শুষ্কমূলার কাথ ৪ সের, সজিনার রস ৪ সের, ধুতুরারস ৪ সের, নিসিন্দারস ৪ সের, দশমূলকাথ ৪ সের, পালিধার রস ৪ সের, পুনর্নবার রস ৪ সের, করঞ্জরস ৪ সের ও বরুণ-ছালের রস ৪ সের। কল্কার্থ শুঁঠ, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, পুনর্নবা, কাকমাচী, বহুবার-ছাল, পিঁপুল, গজপিঁপুল, কট্ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রাস্না, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, শ্যামালতা ও অনন্তমূল প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহা মর্দ্দন করিলে নানাবিধ শোথ নিবারিত হয়।

শোথশার্দ্দূলতৈলম্।

ধুস্তূরো দশমূলঞ্চ সিন্ধুবারং জয়ন্তিকা।
পুনর্নবা করঞ্জশ্চ ষট্পলানি প্রগৃহ্য চ॥
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্।
প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য কল্কাস্ত্বেতানি দাপয়েৎ॥
রাস্না পুনর্নবা দারু মূলকং নাগরং কণা।
সিদ্ধং তৈলবরং হ্যেতন্নাশয়ত্যস্য সেবনাৎ।
শোথং সুদারুণং ঘোরং বাতপিত্তকফোদ্ভবম্॥
অসাধ্যং সর্ব্বদেহস্থং সন্নিপাতসমুদ্ভবম্॥
শ্লীপদঞ্চ জ্বরং পাণ্ডুং ক্রিমিদোষং বিনাশয়েৎ।
ক্লিন্নব্রণপ্রশমনং নাড়ীদুষ্টব্রণাপহম্।
শোথশার্দ্দূলকং তৈলং বলবর্ণপ্রসাদনম্॥

কটুতৈল ৪ সের। কাথার্থ ধুতুরা, দশমূল, নিসিন্দা, জয়ন্তী, পুনর্নবা ও করঞ্জ, প্রত্যেক ৬ পল, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ রাস্না, পুনর্নবা, দেবদারু, শুষ্কমূলা, শুঁঠ ও পিঁপুল এই সমুদায়ে ১ সের। ইহাদ্বারা শোথ ও শ্লীপদ প্রভৃতি অনেক পীড়ার নিবৃত্তি হয়।

পুনর্নবাদি তৈলম্।

পুনর্নবাপলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং পচেদ্ভিষক্॥

ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী ধান্তকং কট্‌ফলং তথা।
শটী দার্ব্বী প্রিয়ঙ্গুশ্চ পদ্মকাষ্ঠং হরেণুকম্‌।
কুষ্ঠং পুনর্নবা চৈব যমানী কারবী তথা।
এলা ত্বচং সলোধ্রঞ্চ পত্রকং নাগকেশরম্‌।
বচা গ্রন্থিকমূলঞ্চ চব্যং চিত্রকমূলকম্‌।
শতপুষ্পাম্বু মঞ্জিষ্ঠা রাস্না যাসস্তথৈব চ।
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈঃ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকমথারুচিম্‌।
রক্তপিত্তং মহাঘোরং কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্‌।
প্লীহানমুদরঞ্চৈব জীর্ণজ্বরমপোহতি॥
কুরুতে পরমাং কান্তিং প্রদীপ্তং জঠরানলম্‌।
তৈলং পুনর্নবাখ্যান্তং সর্ব্বান্‌ ব্যাধীন্‌ ব্যপোহতি॥

তৈল ৪ সের। কাথার্থ পুনর্নবা ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য যথা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনিয়া, কট্‌ফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, রেণুক, কুড়, পুনর্নবা, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, গুড়ত্বক্‌, লোধ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বচ, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুল্‌ফা, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না ও দুরালভা, প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে শোথ, পাণ্ডু ও উদররোগ প্রভৃতি নানা পীড়ার শান্তি হয়।

পুনর্নবাদ্যং ঘৃতম্‌।

পুনর্নবাতুলাং গৃহ্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
চতুর্ভাগাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ভূনিম্ব বিজয়া শুণ্ঠী শোথঘ্নামরদারুভিঃ।
কাসং শ্বাসং জ্বরং হন্তি শোথঞ্চাপি সুদারুণম্‌।

ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ পুনর্নবা ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ চিরাতা, জয়ন্তী, শুঁঠ; পুনর্নবা ও দেবদারু মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে প্রবল শোথ, কাস, শ্বাস ও জ্বর প্রশমিত হয়।

মাণঘৃতম্‌।

মাণককাথকল্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
একজং দ্বন্দ্বজং শোথং ত্রিদোষজমপোহতি।

ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ সুকুট্টিত মাণমূল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কের পরিমাণ ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার শোথ নষ্ট হয়।

ত্রিনেত্রাখ্যো রসঃ।

টঙ্গনং শোধিতং গন্ধং মৃতশুল্বায়সং রসম্‌।
দিনৈকমার্দ্রকদ্রাবৈর্মর্দ্দ্যং লঘুপুটে পচেৎ।
ত্রিনেত্রাখ্যো রসো নাম চাসাধ্যং শ্বয়থুং জয়েৎ।
বল্লমাত্রং পিবেচ্চানু এরণ্ডশিখরীরসম্‌।

পারা, গন্ধক, সোহাগার খই, তাম্র ও লৌহ এই সমুদায় দ্রব্য ১ দিন আদার রসে মর্দ্দন করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান এরণ্ড ও আপাঙ্গের রস।

ত্রিকট্বাদিলৌহঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী বিড়ঙ্গং কটুকা তথা।
চিত্রকং দেবকাষ্ঠঞ্চ ত্রিবৃদ্‌ বারণপিপ্পলী।
চূর্ণান্তেতানি তুল্যানি দ্বিগুণং স্যাদয়োরজঃ।
ক্ষীরেণ পিষ্টং পীতং বৈ পরং শ্বয়থুনাশনম্‌।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, কটুকী, চিতামূল, দেবদারু, তেউড়ী ও গজপিপ্পলী প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ; চূর্ণ-সমষ্টির দ্বিগুণ লৌহ। সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া লইবে। মাত্রা ১ মাষা। অনুপান দুগ্ধ। ইহাতে শোথ নষ্ট হয়।

স্থলপদ্মঘৃতম্।

স্থলপদ্মপলান্যষ্টৌ ত্র্যষণস্য চতুঃপলম্।
ঘৃতপ্রস্থং পচেদেভিঃ ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্॥
পঞ্চকাসান্ হরেচ্ছীঘ্রং শোথঞ্চৈব সুদুস্তরম্॥

স্থলপদ্ম ৮ পল, ত্রিকটু মিলিত ৪ পল। ঘৃত ৪ সের। যথাবিহিত নিয়মানুসারে পাক করিবে। পাককালে ঘৃতের চতুর্গুণ দুগ্ধ উহাতে প্রদান করিবে। ইহা সেবন করিলে পঞ্চপ্রকার কাস ও দুস্তর শোথ শীঘ্র নষ্ট হয়।

শৈলেয়াদ্যং তৈলম্।

শৈলেয়ং কুষ্ঠাগুরু দারু কৌন্তী
ত্বক্ পদ্মকৈলাম্বু পলাশমুস্তৈঃ।
প্রিয়ঙ্গু স্থৌনেয়ক হেম মাংসী
তালীশপত্র প্লব পত্র ধান্যৈঃ॥
শ্রীবেষ্টক ধ্যামক পিপ্পলীভিঃ
পৃক্কা নখৈর্ব্বাপি যথোপলাভম্।
বাতান্বিতেঽভ্যঙ্গমুষন্তি তৈলং
সিদ্ধং সুপিষ্টৈরপি চ প্রদেহম্।

শৈলজ, কুড়, অগুরু, দেবদারু, রেণুক, দারুচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, এলাইচ, বালা, শটী, মুতা, প্রিয়ঙ্গু, গেঁঠেলা, নাগকেশর, জটামাংসী, তালীশপত্র, কৈবর্ত্তমুস্তক, তেজপত্র, ধনিয়া, নবনীতখোটি, গন্ধতৃণ, পিপ্পলী, পিড়িংশাক ও নখী এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া তৈলের চতুর্গুণ অর্থাৎ ১৬ সের জল সহিত ৪ সের তৈল যথারীতি পাক করিয়া বাতশোথ রোগে অভ্যঙ্গ করিবে। অথবা শৈলজ প্রভৃতি দ্রব্য সকল একত্র পেষণ করিয়া যথোপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণ করতঃ শোথে প্রলেপ দিলেও উক্তরূপ ফল লাভ হয়।

পুনর্নবাবলেহঃ।

পুনর্নবামৃতা দারু দশমূলরসাঢকে।
আর্দ্রকস্বরসপ্রস্থে গুড়স্য তু তুলাং পচেৎ॥
তৎ সিদ্ধং ব্যোষপত্রৈলাত্বক্চব্যৈঃ কার্ষিকৈঃ পৃথক্।
চূর্ণীকৃতৈঃ ক্ষিপেচ্ছীতে মধুনঃ কুড়বং লিহেৎ॥
পুনর্নবাবলেহোঽয়ং শোথশূলনিসূদনঃ।
শ্বাসকাসারুচিহরো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধকঃ॥

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, দেবদারু, বেলছাল, শ্যোণাছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, গাম্ভারীছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই সমুদায় দ্রব্য ৬৪ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ এবং আদার রস ৪ সের ও পুরাতন গুড় ১২৷৷০ সের একত্র পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে তাহাতে মরিচ, পিপ্পলী, শুঁঠ, তেজপত্র, এলাইচ, দারুচিনি ও চৈ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে চূর্ণ করিয়া উহাতে প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু এক সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। রোগের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক

উপযুক্ত মাত্রায় এই লেহ সেবন করিলে শোথ, শূল, শ্বাস, কাস ও অরুচি বিনষ্ট এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

দশমূলহরীতকী।

দশমূলকষায়স্ত কংসে পথ্যাশতং পচেৎ।
তুলাং গুড়াদ্ঘনে দদ্যাদ্ব্যোষং ক্ষারং চতুঃপলম্॥
ত্রিসুগন্ধং সুবর্ণাংশং প্রস্থার্দ্ধং মধুনো হিমে।
দশমূলীহরীতক্যঃ শোথান্ হন্যুঃ সুদারুণান্॥
জরারোচকগুল্মার্শোমেহপাণ্ডুদরাময়ান্।
প্রত্যেকমেব কর্ষাংশং ত্রিসুগন্ধমিতং ভবেৎ॥
কংসহরীতকী চৈষা চরকে পঠ্যতেহন্যথা।
এতন্মানেন তুল্যত্বং তেন তত্রাপি বর্ণ্যতে॥

বিল্ব, শ্যোণা, পারুল, গাম্ভারী ও গণিয়ারীছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সমুদায় দ্রব্য ৬৪ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ এবং হরীতকী ১০০ একশত ও পুরাতন গুড় ১২।৷০ সের একত্র পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে তাহাতে মরিচ, পিপ্পলী, শুঁঠ ও যবক্ষার, ইহাদিগের চূর্ণ মিলিত ৪ পল এবং দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা উহাতে প্রক্ষেপ করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে মধু ১৬ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে।

শোথারিচূর্ণম্।

অয়োরজস্ত্র্যূষণ যাবশূকং
চূর্ণঞ্চ পীতং ত্রিফলারসেন।
শোথং নিহন্যাৎ সহসা নরস্য
যথাশনির্বৃক্ষমুদগ্রবেগঃ॥
(সর্ব্বসমং লৌহম্।)

ত্রিকটু, যবক্ষার, প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৪ তোলা। একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ত্রিফলা রসের সহিত সেবনীয়। ইহাতে শীঘ্র শোথ নষ্ট হয়।

শোথভস্ম লৌহম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা দ্রাক্ষা পৌষ্করং সজলং শটী।
লৌহং বচা লবঙ্গঞ্চ শৃঙ্গী ত্বক্ শতপুষ্পিকা॥
বিভীতকং বিড়ঙ্গঞ্চ ধাতকীপুষ্পমেব চ।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
সর্ব্বদ্রব্যসমঞ্চাত্র সুশুদ্ধং লৌহকিট্টকম্।
কুটজস্য রসেনাপি ভ্রক্ষয়েৎ পরিযত্নতঃ॥
বেষ্টিতং জম্বুপত্রেণ পঙ্কেন পরিলেপয়েৎ।
ততো গজপুটে পক্বা স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥
প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা ভক্ষয়েৎ শুক্তিমানতঃ।
নিহন্তি সর্ব্বজং শোথং গ্রহণীঞ্চ বিশেষতঃ॥
উদরেষু চ সর্ব্বেষু শোথেষু চ বিধানতঃ।
বিবিধা ব্যাধয়শ্চান্যে সেবনাদ্যান্তি সাধ্যতাম্॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, কুড়, বালা, শটী, লৌহ, বচ, লবঙ্গ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গুড়ত্বক্, শুল্ফা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ ও ধাইফুল প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, সর্ব্বসমান শোধিত মণ্ডূর। এই সমুদায় দ্রব্য কুড়চিছালের রসে মর্দ্দন করিয়া জামপত্রে বেষ্টন ও পঙ্কলিপ্ত করিয়া যথাবিধি গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধার করিয়া লইবে। মাত্রা ২ মাষা। ইহা সেবন করিলে শোথাদি রোগ নষ্ট হয়।

শোথকালানলো রসঃ।

চিত্রং কুটজবীজঞ্চ শ্রেয়সী সৈন্ধবং তথা।
পিপ্পলী দেবপুষ্পঞ্চ সজাতীফলটঙ্কনম্॥
লৌহমভ্রং তথা গন্ধং পারদেনৈব মিশ্রিতম্।
এতেষাং কর্ষমাত্রেণ বটীং গুঞ্জামিতাং শুভাম্॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় কোকিলাক্ষরসেন তু।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা॥
কাসং শ্বাসং তথা শোথং প্লীহানং হন্তি দুস্তরম্।
মেহং মন্দানলং শূলং সংগ্রহগ্রহণীং তথা॥
নিঃশেষং নাশয়েচ্ছোথং কর্দ্দমং ভাস্করো যথা।
শোথকালানলো নাম রোগানীকবিনাশনঃ॥

চিতামূল, ইন্দ্রযব, গজপিপ্পলী, সৈন্ধব, পিঁপুল, লবঙ্গ, জায়ফল, সোহাগা, লৌহ, অভ্র, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমস্ত জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান কুলেখাড়ার রস। ইহাদ্বারা শোথ ও জ্বর প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

শোথাঙ্কুশো রসঃ।

রসেন গন্ধং মৃতলৌহ তাম্রং
নাগং তথাভ্রং সমসংখ্যকঞ্চ।
নিগুণ্ডিকাস্ফোত কপিত্থ চিঞ্চা
পুনর্নবা শ্রীফল কেশরাজম্॥
এষাং রসৈর্ভাবিতমেকশশ্চ
কোলপ্রমাণা বটিকা বিধেয়া।
শোথ জ্বরারোচক পাণ্ডুরোগ
সর্ব্বাঙ্গশোথং বিনিবারয়েচ্চ।
পিত্তান্বিতান্ বাতভবান্ কফোত্থান্
শোথাঙ্কুশো নাম নিহন্তি রোগান্॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দা, হাপরমালী, কয়েতবেলের ছাল, তেঁতুলছাল, পুনর্নবা, বেলছাল ও কেশুরিয়া এই সমুদায়ের রসে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া কুলপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে শোথ প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়।

পঞ্চামৃতরসঃ।

শুদ্ধসূতং সমাদায় গন্ধকং ভাগতঃ সমম্।
ত্রিভাগং টঙ্কনং দেয়ং বিষভাগত্রয়ং তথা॥
ভাগত্রয়ং তথা দেয়ং মরিচস্য প্রযত্নতঃ।
চূর্ণীকৃতং জলেনাপি পিষ্ট্বা রক্তিমিতাং বটীম্॥
শৃঙ্গবেররসেনৈব ভক্ষয়েদ্বটিকামিমাম্।
জলদোষোদ্ভবে শোথে ঘোরেঽত্যুগ্রে জলোদরে॥
সন্নিপাতেষু ঘোরেষু বিংশতিশ্লৈষ্মিকে গদে।
জ্বরাতিসারসংযুক্তে শোথে চৈব গলগ্রহে॥
শিরঃশূলগদে ঘোরে নাসারোগে সপীনসে।
পঞ্চামৃতরসো হ্যেষ সর্ব্বরোগোপশান্তিকৃৎ॥

পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খই ৩ তোলা, বিষ ৩ তোলা ও মরিচ ৩ তোলা এই সমুদায় একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। ইহাতে শোথ প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়।

দুগ্ধবটী।

অমৃতং সূর্য্যগুঞ্জং স্যাদহিফেনং তথৈব চ।
পঞ্চরক্তিকলৌহঞ্চ ষষ্টিরক্তিকমভ্রকম্॥
দুগ্ধৈর্গুঞ্জাদ্বয়মিতা বটী কার্য্যা ভিষগ্বিদা।
দুগ্ধানুপানং দুগ্ধৈশ্চ ভোজনং সর্ব্বথা হিতম্॥

শোথং নানাবিধং হন্তি গ্রহণীং বিষমজ্বরম্।
মন্দাগ্নিং পাণ্ডুরোগঞ্চ নাম্না দুগ্ধবটী পরা।
বর্জ্জয়েল্লবণং বারি ব্যাধিনিঃশেষতাবধি॥

বিষ ১২ রতি, আফিঙ ১২ রতি, লৌহ ৫ রতি ও অভ্র ৬০ রতি এই সমুদায় দ্রব্য একত্র দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান দুগ্ধ। পথ্য কেবল দুগ্ধ ও অন্ন। যাবৎ আরোগ্য লাভ না হয়, তাবৎ লবণ ও জল বর্জ্জনীয়। ইহাতে শোথ ও গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তা দুগ্ধবটী।

অমৃতং ধূর্ত্তবীজঞ্চ হিঙ্গুলঞ্চ সমং সমম্।
ধূর্ত্তপত্ররসেনৈব মর্দ্দয়েদ্যামমাত্রকম্॥
মুদ্গোপমাং বটীং কৃত্বা দুগ্ধেন সহ পায়য়েৎ।
দুগ্ধেন ভোজয়েদন্নং বর্জ্জয়েল্লবণং জলম্॥
শোথং নানাবিধং হন্তি পাণ্ডুরোগং সকামলম্।
সেয়ং দুগ্ধবটী নাম্না গোপনীয়া প্রযত্নতঃ॥

বিষ, ধুতুরাবীজ ও হিঙ্গুল এই তিন দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ধুতুরাপত্রের রসে ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া মুদ্গ প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা দুগ্ধের সহিত সেব্য। পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন। লবণ ও জল বর্জ্জনীয়। ইহা সেবনে শোথ, পাণ্ডু ও কামলা রোগ উপশমিত হয়।

গ্রহণীযুক্তশোথে কল্পলতা বটী।

অমৃতং হিঙ্গুলং ধূর্ত্তবীজং দ্বাদশরক্তিকম্।
প্রত্যেকমহিফেনঞ্চ ষট্‌ত্রিংশদ্রক্তিকং নয়েৎ॥
পিষ্ট্বা দুগ্ধেন গুঞ্জৈকং বটীং দুগ্ধেন পায়য়েৎ।
দুগ্ধং পানে ভোজনে চ দেয়ং ন লবণং জলম্॥
গ্রহণীং চিরকালীনাং হন্তি শোথং সুদুর্জ্জয়ম্।
চিরজ্বরং পাণ্ডুরোগং নাম্না কল্পলতা বটী॥

বিষ, হিঙ্গুল ও ধুতুরাবীজ প্রত্যেক ১২ রতি, আফিঙ ৩৬ রতি এই সমস্ত দ্রব্য দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান দুগ্ধ। পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন। লবণ ও জল বর্জ্জনীয়। গ্রহণীযুক্ত শোথে ইহা প্রযোজ্য।

ক্ষেত্রপালরসঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং তাম্রং লৌহং তালক টঙ্কনম্।
জীরমাহেয়ফেনঞ্চ সমভাগং বিমর্দ্দয়েৎ॥
যবার্দ্ধা বটিকা কার্য্যা পথ্যং দুগ্ধোদনং হিতম্।
অলবণং বারিহীনং দাতব্যং ভিষজাং বরৈঃ॥
গুল্মশোথ মগ্নিমান্দ্যং গ্রহণীমতিদুস্তরাম্।
জ্বরঞ্চ বিষমং জীর্ণং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

হিঙ্গুল, বিষ, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, সোহাগা, জীরা ও আফিঙ প্রত্যেক সমভাগ মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধযব পরিমিত বটিকা করিবে। পথ্যাদি পূর্ব্ববৎ। ইহাতে শোথাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বৈদ্যনাথবটী। (দধিবটী)

পক্কেষ্টকাহরিদ্রাভ্যামগারধূমকেন চ।
শোধিতং সূতকং গ্রাহ্যং তোলকং তুলয়া ধৃতম্॥
ভৃঙ্গরাজরসৈঃ শুদ্ধং গন্ধকং সূততুল্যকম্।
হরিতালং বিষং তুল্যমেলবালুক তাম্রকম্॥
খর্পরং মাক্ষিকং কান্তং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
সর্ব্বার্দ্ধা কজ্জলী গ্রাহ্যা ভাবয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ॥

সিন্ধুবাররসে চৈব জ্যোতিষ্মত্যা রসে তথা ।
রসেঽপরাজিতায়াশ্চ জয়ন্ত্যাঃ স্বরসে তথা ॥
রক্তচিত্রকমূলোত্থৈ রসৈশ্চ পরিভাবয়েৎ ।
বটিকাং সর্ষপাকারাং যোজয়েৎ কুশলো ভিষক্ ॥
ততঃ সপ্ত বটীর্দদ্যাদুষ্ণেন বারিণা সহ ।
অনুপানঞ্চ কর্ত্তব্যং কজ্জল্যা কণয়া সহ ॥
সন্নিপাতজ্বরে চৈব সশোথে গ্রহণীগদে ।
পাণ্ডুরোগেঽগ্নিমান্দ্যে চ বিবিধে বিষমজ্বরে ॥
শুক্রমজ্জগতে দদ্যান্নতু কাসে কদাচন ।
নিত্যং দধ্না চ ভোক্তব্যা সিতয়া চ প্রযত্নতঃ ॥
স্নাতব্যং হ্যভয়ান্নিত্যং বয়োদোষানুসারতঃ ।
অলবণং বারিহীনং দধি পথ্যং সদা ভবেৎ ।
বৈদ্যনাথবটী নাম্না বৈদ্যনাথেন নির্ম্মিতা ॥

(ইয়ং গ্রহণ্যাং শোথে চ প্রযুজ্যতে ।)

ইষ্টকচূর্ণ, হরিদ্রা ও গৃহধুম (ঝুল) দ্বারা শোধিত পারদ ১ তোলা, ভৃঙ্গরাজরসে শোধিত গন্ধক ১ তোলা, এই উভয়ে কজ্জলী করিবে। পরে হরিতাল, বিষ, তুঁতিয়া, এলবালুক, তাম্র, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও কান্তলৌহ প্রত্যেক ৪ মাষা পরিমাণে লইয়া ঐ কজ্জলীর সহিত মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দাপত্র, লতাফট্কী, অপরাজিতা, জয়ন্তী ও চিতামূল, এই সমুদায়ের রসে ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা প্রস্তুত করিবে। উষ্ণ জলের সহিত ৭ বটিকা সেবনীয়। ১ যব পরিমিত কজ্জলীর সহিত ঔষধ সেবন ব্যবস্থেয়। এই ঔষধ শোথসংযুক্ত গ্রহণী ও জ্বরাদি রোগে প্রযোজ্য, কিন্তু যদি কাস থাকে, তাহা হইলে কদাচ প্রয়োগ করিবে না। দধি ও চিনি পথ্য। রোগীর বয়স ও রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া নির্ভয়ে স্নান ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও লবণ ও জল বর্জ্জনীয়।

সুধানিধিঃ ।

ধান্যকং বালকং মুস্তং বিশ্বং সিন্ধুং সমাংশকম্ ।
মণ্ডূরং দ্বিগুণং দত্ত্বা ভাবয়েত্তু চতুর্দ্দশ ॥
গোমূত্রে কেশরাজশ্চ শোথঘ্নী ভৃঙ্গরাজকঃ ।
নির্গুণ্ডী ভেকপর্ণী চ রসৈরেষাং বিভাব্য চ ॥
নিষ্কং চূর্ণং প্রযুঞ্জীত তক্রেণ সহ বুদ্ধিমান্ ।
কেশরাজরসৈর্বাপি ভোজনং লবণং বিনা ॥
তক্রেণ ভোজয়েদন্নং পানে তক্রঞ্চ দাপয়েৎ ।
কামলাজ্বরশোথঘ্নো বহ্নিসন্দীপনঃ পরঃ ।
গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নঃ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনঃ ॥

ধনিয়া, বালা, মুতা, শুঁঠ ও সৈন্ধব প্রত্যেক ১ তোলা, মণ্ডুর ১০ তোলা এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া গোমূত্রে এবং কেশুরিয়া, পুনর্নবা, ভীমরাজ, নিসিন্দা ও থুলকুড়ি ইহাদের রসে যথাক্রমে ১৬ বার করিয়া ভাবনা দিবে। মাত্রা ৪ মাষা। অনুপান তক্র বা কেশুরিয়ার রস। পথ্য তক্র ও অন্ন। পিপাসার সময় জলের পরিবর্ত্তে তক্র দেয়। ইহাতেও লবণ ও জল নিষিদ্ধ। ইহাতে শোথ ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

পাণ্ডুশোথে তক্রমণ্ডূরম্ ।

সপ্তধাষ্টপলৈর্মূত্রৈঃ শুদ্ধ মণ্ডূরচূর্ণতঃ ।
চতুঃপলং ভাবনার্থং গোমূত্রাষ্টপলং তথা ।
বিল্বপত্ররসশ্চৈব গণিকারীরসস্তথা ॥
পুনর্নবা কোকিলাক্ষ ভৃঙ্গরাজ রসৈঃ পৃথক্ ।
কেশরাজরসৈর্বাপি প্রত্যেকৈর্ভাবয়েৎ ত্রিধা ॥

তক্রেণাস্ত পিবেৎ চূর্ণং মাত্রয়া কর্ষরক্তিকম্।
তক্রান্নং ভোজনং কুর্য্যাৎ তক্রপানং প্রযত্নতঃ।
বর্জ্জয়েৎ লবণং বারি পাণ্ডুশোথহরং পরম্॥

সপ্তবার গোমূত্র শোধিত মণ্ডুরচূর্ণ ৪ পল, ৮ পল গোমূত্রে এবং বিল্বপত্র, গণিয়ারিপত্র, পুনর্নবা, কুলেখাড়া, কেশুরিয়া ও ভীমরাজ ইহাদের রসে ক্রমান্বয়ে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। এই মণ্ডুরের মাত্রা ১০ রত্তি। তক্রের সহিত সেব্য। ইহাতেও পূর্ব্ববৎ তক্রের সহিত অন্ন ভোজন ও পিপাসাকালে তক্রপান ব্যবস্থেয় এবং লবণ ও জল বর্জ্জনীয়।

তক্রবটী।

রসস্য মাষকং গ্রাহ্যং গন্ধকস্য চ মাষকম্।
দ্বিমাষকং বিষস্যাপি তাম্রং মাষচতুষ্টয়ম্।
তোলকং পিপ্পলীচূর্ণং মণ্ডুরস্য চ তোলকম্।
ক্বাথেন কৃষ্ণজীরস্য ভাবয়েৎ সপ্ত বাসরান্।
বল্লপ্রমাণাং বটিকাং তক্রেণ সহ পায়য়েৎ।
তক্রেণ ভোজনং পানং লবণাম্ভোবিবর্জ্জিতম্।
নিহন্তি শোথং গ্রহণীং মন্দাগ্নিং পাণ্ডুতামপি॥

পারদ ১ মাষা, গন্ধক ১ মাষা, বিষ ২ মাষা, তাম্র ৪ মাষা, পিঁপুলচূর্ণ ১ তোলা ও মণ্ডুর ১ তোলা এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া কৃষ্ণজীরার ক্বাথে ৭ দিন ভাবনা দিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। তক্রের সহিত সেব্য। ইহাতেও পথ্যাদির ব্যবস্থা অবিকল পূর্ব্বের ন্যায় জানিবেন। এই ঔষধ সেবন করিলে শোথ, গ্রহণী, মন্দাগ্নি ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

কটুকাদ্যং লৌহম্।

কটুকং ত্র্যুষণং দন্তী বিড়ঙ্গং ত্রিফলা তথা।
চিত্রকো দেবদারুশ্চ ত্রিবৃম্বারণপিপ্পলী॥
চূর্ণান্যেতানি তুল্যানি দ্বিগুণং স্যাদয়োরজঃ।
ক্ষীরেণ তুল্যমেতচ্চ শ্রেষ্ঠং শ্বয়থুনাশনম্॥
(সর্ব্বচূর্ণাদ্দ্বিগুণং লৌহম্।)

কটুকী, ত্রিকটু, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতামূল, দেবদারু, তেউড়ী ও গজপিপ্পলী প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বদ্বিগুণ লৌহ। দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহাদ্বারা শোথ আরোগ্য হয়।

কংসহরীতকী।

দ্বিপঞ্চমূলস্য পচেৎ কষায়ে
কংসেঽভয়ানাঞ্চ শতং গুড়াচ্চ।
লেহে সুশীতে চ বিনীয় চূর্ণং
ব্যোষং ত্রিসৌগন্ধ্যমুপস্থিতে চ॥
কিঞ্চিচ্চ চূর্ণাদপি যাবশূকাৎ
প্রস্থার্দ্ধমানং মধুনশ্চ দদ্যাৎ।
একাভয়াং প্রাশ্য ততশ্চ লেহাৎ
শুক্তিং নিহন্তি শ্বয়থুং প্রবৃদ্ধম্॥
শ্বাস জ্বরারোচক মেহ গুল্ম-
প্লীহ ত্রিদোষোদরপাণ্ডুরোগান্॥
কার্শ্যামবাতাবসৃগম্লপিত্তং
বৈবর্ণ্য মূত্রানিল শুক্রদোষান্॥
(কংসে আঢ়কে।)

মিলিত দশমূল ১২॥০ সের, শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ২০০ টা, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ১২॥০ সের গুলিয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া উহাতে উক্ত হরীতকী ১০০ টা দিয়া মৃৎপাত্রে

পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও যবক্ষার প্রত্যেক ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ২ সের মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ ঐ হরীতকীর এক একটা ও ৪ তোলা পরিমাণে লেহ সেবনীয়। ইহা দ্বারা অতিবর্দ্ধিত শোথ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

শোথশার্দ্দূলচূর্ণম্।

সোরকং পঞ্চলবণং সর্জ্জিকাক্ষার এব চ।
যবক্ষারো রসশ্চৈব ষড় গুণো বলিজারিতঃ।
সমান্ সর্ব্বান্ সমাদায় চূর্ণয়েদতিযত্নতঃ।
রক্তিত্রয়মিতা মাত্রা যাবদ্বৈ মাষকদ্বয়ম্।
চূর্ণমেতৎ হরেৎ শোথং নানোপদ্রবসংযুতম্।
এতৎ পঞ্চতৃণকাথৈর্যোজিতং মূত্রকৃচ্ছ্রনুৎ।
পুনর্নবাদিকাথেন সেবিতং হ্যদরং হরেৎ।

সোরা, পঞ্চলবণ (সৈন্ধব, সচল, বিট, সামুদ্র ও ঔদ্ভিদ লবণ), সর্জ্জিক্ষার, যবক্ষার ও ষড়গুণবলিজারিত মকরধ্বজ প্রত্যেক সমভাগ, উত্তমরূপে খলে মাড়িয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ৩ রতি হইতে ২ মাষা পর্য্যন্ত জল সহ সেবন কর্ত্তব্য। ইহা শোথের মহৌষধ। তৃণপঞ্চমূলের কাথের সহিত সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র এবং পুনর্নবাদি কাথের সহিত সেবনে উদর রোগ নষ্ট হয়।

ক্ষীরবটিকা।

গৃহীত্বা দরদাৎ কর্ষং তদর্দ্ধং দেবপুষ্পকম্।
ফণিফেনং বিষং জাতীফলং ধুস্তূরবীজকম্।
সংমর্দ্দ্য বিজয়াদ্রাবৈর্মুদ্গমাত্রাং বটীং চরেৎ।
অনুপানং প্রদাতব্যং শোথে ক্ষীরং ভিষগ্বরৈঃ।
গ্রহণ্যাং বিজয়াকাথঃ পথ্যং দুগ্ধান্নমেব হি।
জলঞ্চ লবণঞ্চাপি বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ।
প্রবলায়ামুদন্যায়াং সলিলং নারিকেলজম্।
পাতব্যং বটিকা চৈষা শোথং হন্তি ন সংশয়ঃ।
গ্রহণীমতিসারঞ্চ জ্বরং জীর্ণং তথারুচিম্॥

হিঙ্গুল ২ তোলা, লবঙ্গ, অহিফেন, বিষ, জায়ফল ও ধুতূরাবীজ, প্রত্যেক ১ তোলা এই সমুদায় সিদ্ধির রসে মাড়িয়া মুগ প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান শোথে দুগ্ধ, গ্রহণীতে সিদ্ধির কাথ। ইহা সেবন করিলে শোথ ও গ্রহণী পীড়ার শান্তি হয়। পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন। লবণ ও জল বর্জ্জনীয়। কিন্তু অত্যন্ত পিপাসা হইলে নারিকেলের জল পান করিবে।

পুনর্নবাসবঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলাং দার্ব্বীং শ্বদংষ্ট্রাং বৃহতীদ্বয়ম্।
বাসামেরণ্ডমূলঞ্চ কটুকীং গজপিপ্পলীম্।
শোথঘ্নীং পিচুমর্দ্দঞ্চ গুড়ূচীং শুকমূলকম্।
দুরালভাং পটোলঞ্চ পলাংশেন বিচূর্ণয়েৎ।
ধাতকীং ষোড়শপলাং দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিম্।
তুলামানাং সিতাং দত্ত্বা মাক্ষিকার্দ্ধতুলাং তথা।
জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপ্ত্বা মাসং ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
পুনর্নবাসবো হ্যেষ শোথোদরবিনাশনঃ।
প্লীহানমম্লপিত্তঞ্চ যকৃদ্‌গুল্মজ্বরাদিকান্।
কৃচ্ছ্রসাধ্যাময়ান্ সর্ব্বান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, বাসক এরণ্ডমূল, কটুকী, গজপিপ্পলী, শ্বেত-পুনর্নবা, নিম্ব, গুলঞ্চ, শুকমূলা, দুরালভা

ও পটোলপত্র প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, চিনি ১২॥০ সের, জল ১২৮ সের, মধু ৬।০ সের। এই সমুদয় দ্রব্য একত্রিত করিয়া এক মাস একটি আবৃত পাত্রে রাখিলে আসব প্রস্তুত হইবেক। এই আসব সেবন করিলে, শোথ, উদররোগ, প্লীহা, অম্লপিত্ত, যকৃৎ, গুল্ম ও জ্বরাদি সর্ব্বরোগ নিশ্চয় নিবারিত হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং শোথাধিকারঃ।

রক্তপিত্তাধিকারঃ।

নোদ্রিক্তমাদৌ সংগ্রাহ্যং বলিনোঽপ্যশ্নতশ্চ যৎ।
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীরোগ প্লীহগুল্মজ্বরাদিকৃৎ॥

রোগী বলবান্ থাকিলে এবং আহার করিতে পারিলে প্রথমে প্রবল রক্তপিত্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে না, কারণ দুষ্ট রক্তপিত্ত দেহে রুদ্ধ থাকিলে হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম ও জ্বরাদি নানা রোগ উৎপাদন করে।

ঊর্দ্ধং প্রবৃদ্ধদোষস্ত পূর্ব্বং লোহিতপিত্তিনঃ।
অক্ষীণবলমাংসাগ্নেঃ কর্ত্তব্যমপতর্পণম্।

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে রোগীর বল ও মাংসাদি ক্ষীণ না হইলে প্রথমে অপতর্পণ অর্থাৎ লঙ্ঘনাদি ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

ঊর্দ্ধগে তর্পণং পূর্ব্বং কর্ত্তব্যঞ্চ বিরেচনম্।
প্রাগধোগমনে পেয়া বমনঞ্চ যথাবলম্॥

(ঊর্দ্ধগে প্রক্ষীণবলমাংসে জলেন তর্পণং কার্য্যম্। অতিপ্রবৃত্তে চোর্দ্ধগে রক্তপিত্তেঽবিপুলবলমাংসে ন বিরেচনমিত্যাশয়ঃ।)

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তে বল ও মাংস ক্ষীণ হইলে প্রথমতঃ জলের দ্বারা সন্তর্পণ ক্রিয়া করিবে। ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তের অতিপ্রবৃত্তি অর্থাৎ অধিক পরিমাণে নিঃসরণ হইলে এবং বল মাংসাদি ক্ষয় না হইলে বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। অধোগ রক্তপিত্তে প্রথমে পেয়া প্রভৃতি আহার করাইবে, ইহাতে আবশ্যক হইলে রোগীর বলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কদাচিৎ বমন করানও আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু বমন দ্বারা অনেক স্থলে অনিষ্ট হইয়া থাকে, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

ক্ষীণমাংসবলং বৃদ্ধং বালং শোষানুবন্ধিনম্।
অবম্যমবিরেচ্যঞ্চ স্তম্ভনৈঃ সমুপাচরেৎ॥

ক্ষীণমাংস, ক্ষীণবল, বৃদ্ধ, বালক এবং শোথরোগাক্রান্ত রক্তপিত্তরোগীকে কদাচ বমন বা বিরেচন করাইবে না। এই সকল স্থলে রক্তরোধক ঔষধই ব্যবস্থা করিবে।

রক্তপিত্তহরা যোগাঃ।

বৃষপত্রাণি নিষ্পীড্য রসং সমধুশর্করম্।
পিবেত্তেন সমং যাতি রক্তপিত্তং সুদারুণম্॥

(বৃষপত্রাণি বাসকপত্রাণি তেষাং পুটপাকেন রসো গ্রাহ্যঃ ইতি বৃদ্ধোপদেশঃ।)

বাসকপত্র পুটপক্ব করিয়া তাহার রস মধু ও চিনির সহিত পান করিলে সুদারুণ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

সমাক্ষিকঃ ফল্গুফলোদ্ভবো বা
পীতো রসঃ শোণিতমাশু হন্তি।

যজ্ঞডুমুরের রস মধুর সহিত সেবন করিলে শীঘ্র রক্তপিত্ত নিবারণ হয়।

অভয়া মধুসংযুক্তা পাচনী দীপনী মতা।
শ্লেষ্মাণং রক্তপিত্তঞ্চ হন্তি শূলাতিসারকান্।

মধুর সহিত হরীতকী ভক্ষণ করিলে অগ্নির দীপ্তি, দোষের পরিপাক এবং শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, শূল ও অতীসার রোগ প্রশমিত হয়।

বাসকস্বরসৈঃ পথ্যা সপ্তধা পরিভাবিতা।
কৃষ্ণা বা মধুনা লীঢ়া রক্তপিত্তং দ্রুতং জয়েৎ।

বাসকের রসে হরীতকী ৭ বার ভাবনা দিয়া তাহা ভক্ষণ করিলে অথবা মধুর সহিত পিঁপুলচূর্ণ অবলেহ করিলে শীঘ্র রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

পক্কোড়ুম্বর কাশ্মর্য্য পথ্যা খর্জ্জূর গোস্তনাঃ।
মধুনা ঘ্নন্তি সংলীঢ়া রক্তপিত্তং পৃথক্ পৃথক্।

(উড়ুম্বরাদীনাং পক্কানি ফলানি শুষ্কীকৃত্য শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃত্য চ মধুনা লেহনীয়ানি। অত্র পথ্যাচূর্ণং মধুনা লীঢ়মতীব ফলপ্রদমিতি ভাষ্যঃ।)

যজ্ঞডুমুর, গাম্ভারী, হরীতকী, পিণ্ড-খর্জ্জূর এবং দ্রাক্ষা ইহাদের সুপক্ক ফল শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। ইহার মধ্যে হরীতকীচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

খদিরস্য প্রিয়ঙ্গূনাং কোবিদারস্য শাল্মলেঃ।
পুষ্পচূর্ণঞ্চ মধুনা লিহন্নারোগ্যমশ্নুতে।

খদির (খইরিশাক), প্রিয়ঙ্গু, রক্ত-কাঞ্চন ও শিমুলের পুষ্প চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে রক্তপিত্ত নাশ হয়। মধুর সহিত মোচরস সেবনেও রক্তপিত্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

লাক্ষাচূর্ণং সুকৃতং ক্ষৌদ্রাজ্যসমন্বিতং সকৃল্লীঢ়ম্।
শময়তি সোচ্ছ্রতবমনং সরক্তপিত্তস্য সিদ্ধমিদম্।

লাক্ষাচূর্ণ ৪ মাষা উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহন করিলে রক্তপিত্ত নিবারিত হয়।

রক্তপিত্তে পথ্যানি।

শালি ষষ্টিক নীবার কোরদূষ প্রসাধিকাঃ।
শ্যামাকশ্চ প্রিয়ঙ্গুশ্চ ভোজনং রক্তপিত্তিনাম্।

হৈমন্তিক, ষাটি, উড়ী, কোরদূষ, রক্তবর্ণ উড়িধান্য, শ্যামাক ও প্রিয়ঙ্গু এই সকল অন্ন রক্তপিত্ত রোগীর পথ্য।

মসূর মুদ্গ চণকাঃ সমকুষ্ঠাঢ়কীফলাঃ।
প্রশস্তাঃ সূপযূষার্থং কল্পিতা রক্তপিত্তিনাম্।

রক্তপিত্ত রোগে আহারার্থ মসূর, মুগ, ছোলা, বনমুগ ও অরহর এই সকল ডাইলের ঝোল ব্যবস্থা করিবে।

শাকং পটোল বেত্রাগ্রং তণ্ডুলীয়াদিকং হিতম্।
মাংসং লাব কপোতাদি শশৈণ হরিণাদিজম্।

রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে পলতা, বেতশাক ও কাঁটানটে শাক এবং লাব, পায়রা, শশক, এণ ও হরিণাদির মাংস পথ্য জানিবে।

দাহতৃষ্ণাদৌ উশীরাদিচূর্ণম্।

উশীরং তগরং শুণ্ঠী কক্কোলং চন্দনদ্বয়ম্।
লবঙ্গং পিপ্পলীমূলং কৃষ্ণৈলা নাগকেশরম্।

মুস্তা মধুক কর্পূরং তুগাক্ষীরী চ পত্রকম্।
কৃষ্ণাগুরু সমং চূর্ণং সিতা চাষ্টগুণা তথা॥
রক্তবান্তিঞ্চ তাপঞ্চ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥
উড়ুম্বররসঞ্চানু পিবেত্তোলচতুষ্টয়ম্॥

বেণার মূল, তগরপাদুকা, শুঁঠ, কাঁকলা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, লবঙ্গ, পিঁপুলমূল, পিঁপুল, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুতা, যষ্টিমধু, কর্পূর, বংশলোচন ও তেজপত্র প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। সমুদায় চূর্ণের সমান কৃষ্ণাগুরুচূর্ণ। এই সকল দ্রব্য ৮ গুণ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া ॥০ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে রক্তবমন ও দাহাদি নষ্ট হয়। এই চূর্ণ ভক্ষণ করাইয়া যজ্ঞডুমুরের রস ৪ তোলা পান করিতে দিবে।

এলাদিগুড়িকা।

এলা পত্র ত্বচোঽর্দ্ধাক্ষাঃ পিপ্পল্যর্দ্ধপলা তথা।
সিতা মধুক খর্জ্জূর মৃদ্বীকাশ্চ পলোন্মিতাঃ॥
সংচূর্ণ্য মধুনা যুক্তা গুড়িকাঃ কারয়েদ্ভিষক্।
অক্ষমাত্রাং ততশ্চৈকাং ভক্ষয়েচ্চ দিনে দিনে॥
শ্বাসং কাসং জ্বরং হিক্কাং ছর্দ্দিং মূর্চ্ছাং মদং ভ্রমম্।
রক্তনিষ্ঠীবনং তৃষ্ণাং পার্শ্বশূলমরোচকম্॥
শোষপ্লীহানবাতাংশ্চ স্বরভেদং ক্ষতক্ষয়ম্।
গুড়িকা তর্পণী বৃষ্যা রক্তপিত্তং বিনাশয়েৎ॥

এলাইচ ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, গুড়ত্বক্ ১ তোলা, পিঁপুল ৪ তোলা, চিনি, যষ্টিমধু, পিণ্ডখর্জ্জূর ও দ্রাক্ষা প্রত্যেক ১ পল, সমুদায় চূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া ২ তোলা প্রমাণ গুড়িকা করিবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, বমি, মূর্চ্ছা, রক্তবমন ও তৃষ্ণা প্রভৃতি উপশমিত হয়।

ঘ্রাণপ্রবৃত্তরক্তে বিধিঃ।

ঘ্রাণপ্রবৃত্তে জলমাশু দেয়ং
সশর্করং নাসিকয়া পয়ো বা।
দ্রাক্ষারসং ক্ষীরঘৃতং পিবেদ্বা
সশর্করং চেক্ষুরসং হিতং বা॥

নাসিকা দিয়া রক্ত নির্গত হইলে চিনি সংযুক্ত দুগ্ধ অথবা জল নাসিকায় প্রবিষ্ট করাইবে কিংবা দ্রাক্ষারস, দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত এবং চিনি ও ইক্ষুর রস পান করাইবে।

নস্যং দাড়িমপুষ্পোত্থো রসো দূর্ব্বাভবোঽথবা।
আম্রাস্থিজঃ পলাণ্ডোর্বা নাসিকাস্রুতরক্তজিৎ॥

দাড়িমপুষ্প, দূর্ব্বা, আম্রকেশী অথবা পলাণ্ডু (পেঁয়াজ) ইহাদের রসের নস্য দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব সত্বর নিবারণ হয়।

রসো দাড়িমপুষ্পস্য দূর্ব্বারসসমন্বিতঃ।
অলক্তকরসোপেতঃ পথ্যয়া বা সমন্বিতঃ॥
যোজিতো নস্যতঃ ক্ষিপ্রং ত্রিদোষমপি দেহিনাম্।
নাসাপ্রবৃত্তং রক্তং চ হন্যাদেব ন সংশয়ঃ॥

দাড়িমফুলের রস ও দূর্ব্বার রস একত্র মিশ্রিত করিয়া আলতার জল অথবা হরীতকীর জলের সহিত নস্য করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব সত্বর নিবারণ হয়।

নাসাপ্রবৃত্তরুধিরং ঘৃতভৃষ্টং সুকপিষ্টমামলকম্।
সেতুরিব তোয়বেগং রুণদ্ধি মূর্দ্ধি প্রলিপ্তং চেৎ॥
(আমলকং ঘৃতৈর্ভৃষ্ট্বা কাঞ্জিকেন পিষ্ট্বা চ মূর্দ্ধি লেপয়েৎ ইতি নীলকণ্ঠঃ।)

আমলা ঘৃতে ভাজিয়া কাঞ্জিকের সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব রোধ হয়।

মেঢ়প্রবৃত্তরক্তে বিধিঃ।

মেঢ়গেঽতিপ্রবৃত্তে তু বস্তিরুত্তরসংজ্ঞিতঃ।
শৃতং ক্ষীরং পিবেদ্বাপি পঞ্চমূল্যা তৃণাহ্বয়া॥
কুশঃ কাশঃ শরো দর্ভ ইক্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবঃ॥

লিঙ্গ দিয়া অধিক রক্তস্রাব হইলে উত্তর বস্তিক্রিয়া কর্ত্তব্য। অথবা পঞ্চতৃণ ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ২ পল ও জল ১ সের একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া তাহা পান করিতে দিবে। কুশ, কাশ, শর, বেণা ও কাজলি আকের মূল এই পাঁচটীকে পঞ্চতৃণ কহে।

কুষ্মাণ্ডখণ্ডঃ।

কুষ্মাণ্ডকাৎ পলশতং সুস্বিন্নং নিষ্কুলীকৃতম্।
পচেৎ তপ্তে ঘৃতপ্রস্থে শনৈস্তাম্রময়ে দৃঢ়ে॥
যদা মধুনিভঃ পাকস্তদা খণ্ডশতং ন্যসেৎ।
কুষ্মাণ্ডপীড়নাত্তোয়েনাঢ়কেন পুনঃ পচেৎ।
যুক্তসপির্যদা পক্বস্তদা সিদ্ধেঽত্র নিক্ষিপেৎ॥
পিপ্পলীশৃঙ্গবেরাভ্যাং দ্বে পলে জীরকস্য চ।
ত্বগেলা পত্র মরিচ ধান্যকানাং পলার্দ্ধকম্।
ন্যসেচ্চূর্ণীকৃতং তত্র দর্ব্ব্যা সংঘট্টয়েৎ পুনঃ।
তৎ পক্বং স্থাপয়েদ্ভাণ্ডে দত্ত্বা ক্ষৌদ্রং ঘৃতার্দ্ধকম্।
তদ্ যথাগ্নিবলং খাদেদ্রক্তপিত্তী ক্ষতক্ষয়ী।
শ্বাস কাস তমশ্ছর্দ্দি তৃষ্ণা জ্বর নিপীড়িতঃ।
বৃষ্যঃ পুনর্নবকরো বলবর্ণপ্রসাধকঃ।
উরঃসন্ধানকরণো বৃংহণঃ স্বরশোধনঃ।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতঃ শ্রেষ্ঠঃ কুষ্মাণ্ডকরসায়নঃ।
খণ্ডামলকমানানুসারাৎ কুষ্মাণ্ডকদ্রবাৎ।
পাত্রং পাকায় দাতব্যং যাবানত্র রসো ভবেৎ।
অত্রাপি মৃদ্রয়া পাকো নিস্ত্বচং নিষ্কুলীকৃতম্॥

ত্বগ্‌বীজাদি রহিত, বস্ত্রনিষ্পীড়িত ও রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শোষিত পুরাতন কুষ্মাণ্ড-শস্য ১০০ পল (১২॥০ সের), ৪ সের ঘৃতে ভাজিয়া মধুবর্ণ হইলে তাহাতে কুষ্মাণ্ড-জল ১৬ সের, চিনি ১২॥০ সের গুলিয়া দিয়া পাক করিবে, পাক সিদ্ধ হইলে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য সকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া শীতল হইলে ২ সের মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃত-ভাণ্ডে রাখিবে। প্রক্ষেপ দ্রব্য যথা, পিঁপুল, শুঁঠ ও জীরা, প্রত্যেক ২ পল। গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, মরিচ ও ধনে প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা। মাত্রা ॥০ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া, মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ছাগদুগ্ধাদির সহিত সেবনে বিশেষ উপকার হয়। ইহা বৃষ্য, পুষ্টি-কর, বলপ্রদ ও স্বরদোষনিবারক। দীর্ঘ-কাল সেবন করিলে রক্তপিত্ত ও ক্ষয়াদি নানা রোগ প্রশমিত হয়।

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ডঃ।

পঞ্চাশচ্চ পলং গ্রাহ্যং কুষ্মাণ্ডাৎ প্রস্থমাজ্যতঃ।
গ্রাহ্যং পলশতং খণ্ডং বাসাক্কাথাঢ়কে পচেৎ।
মুস্তা ধাত্রী শুভা ভার্গী ত্রিসুগন্ধৈশ্চ কার্ষিকৈঃ।
ত্রৈলেয় বিশ্ব ধন্যাক মরিচৈশ্চ পলাংশকৈঃ।

পিপ্পলী কুড়বঞ্চৈব মধুমানীং প্রদাপয়েৎ।
সর্ব্বং চূর্ণীকৃতং তত্র দর্ব্ব্যা সংঘট্টয়েৎ পুনঃ।
তং যথাগ্নিবলং খাদেদ্রক্তপিত্তী ক্ষতক্ষয়ী॥
বৃষ্যঃ পুনর্নবকরো বলবর্ণপ্রসাধনঃ।
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং হিক্কাং রক্তপিত্তং হলীমকম্।
হৃদ্রোগমম্লপিত্তঞ্চ পীনসঞ্চ ব্যপোহতি॥

বাসকমূলের ছাল ৮ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ৬।০ সের কুষ্মাণ্ডশস্য, ৪ সের ঘৃতে পূর্ব্ববৎ ভাজিয়া লইবে। পরে চিনি, বাসকের কাথ ও কুষ্মাণ্ডশস্য এই তিন দ্রব্য একত্র পাক করিবে। আসন্ন পাকে মুতা, আমলকী, বংশলোচন, বামনহাটী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, এলবালুক, শুঠ, ধনে ও মরিচ প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, এবং পিঁপুল ||০ অর্দ্ধ সের নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে অলোড়ন করিয়া নামাইবে, শীতল হইলে ১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ইহা সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, রক্তপিত্ত, হলীমক, হৃদ্রোগ, অম্লপিত্তও পীনস প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

বাসাখণ্ডঃ।

তুলামাদায় বাসায়াঃ পচেদষ্টগুণে জলে।
তেন পাদাবশেষেণ পাচয়েদাঢ়কং ভিষক্॥
চূর্ণানামভয়ানাঞ্চ খণ্ডাচ্ছুদ্ধশতং ন্যসেৎ।
দ্বিপলং পিপ্পলীচূর্ণাৎ সিদ্ধে শীতে চ মাক্ষিকাৎ।
কুড়বং পলমাত্রন্তু চাতুর্জাতং সুচূর্ণিতম্।
ক্ষিপ্তা বিলোড়িতং খাদেদ্রক্তপিত্তী ক্ষতক্ষয়ী।
কাসশ্বাসপরীতশ্চ যক্ষ্মণা চ প্রপীড়িতঃ॥
(বাসকমূলস্য শতপলমার্দ্রমেব গ্রাহ্যম্। জলং শ ১০০, শেষঃ শ ২৫, হরীতকীচূর্ণ পলানি ৬৫, শর্করা পলানি ১০০, পিপ্পলীচূর্ণং পলে ২, মধুনঃ কুড়বমষ্টপলং দ্বৈগুণ্যাদিতি ভাস্তদাসঃ। চাতুর্জাতস্য প্রত্যেকং পলম্। বাসাক্বাথে শর্করাপলশতং গোলয়িত্বা দর্ব্ব্যালোড়য়েৎ আসন্নপাকে পিপ্পলীচূর্ণং চাতুর্জাতচূর্ণঞ্চ প্রক্ষেপ্যং শীতীভূতে মধু প্রক্ষেপণীয়ম্।)

বাসকমূলের ছাল ১০০ পল, জল ১০০ সের, শেষ ২৫ সের। এই কাথের সহিত চিনি ১০০ পল মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং উপযুক্ত সময়ে হরীতকীচূর্ণ ৮ সের দিবে। পাক সিদ্ধ হইলে পিঁপুলচূর্ণ ২ পল এবং গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করতঃ নামাইয়া লইবে, শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিবে। ইহাতে রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বাসাঘৃতম্।

বাসাং সশাখাং সপলাশমূলাং
কৃত্বা কষায়ং কুসুমানি চাস্যাঃ।
প্রদায় কল্কং বিপচেদ্ ঘৃতঞ্চ
ক্ষৌদ্রেণ পানাদ্বিনিহন্তি রক্তম্॥
শণস্য কোবিদারস্য বৃষস্য ককুভস্য চ।
কল্কাদ্যত্বাৎ পুষ্পকল্কং প্রস্থে পলচতুষ্টয়ম্॥

ঘৃত ৪ সের। বাসকের শাখা, পত্র ও মূল মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ বাসকপুষ্প ৪ পল। এই ঘৃত কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত রোগ নষ্ট হয়।

দূর্ব্বাদ্যং ঘৃতম্।

দূর্ব্বা সোৎপলকিঞ্জল্কা মঞ্জিষ্ঠা সৈলবালুকা।
সিতা সিতমূশীরঞ্চ মুস্তং চন্দনপদ্মকে।
বিপচেৎ কার্ষিকৈরেতৈঃ সর্পিরাজং সুখাগ্নিনা।
তণ্ডুলাম্বু স্বজাক্ষীরং দত্ত্বা চৈব চতুর্গুণম্।
তৎপানং বমতো রক্তং নাবনং নাসিকাগতে।
কর্ণাভ্যাং যস্য গচ্ছেত্তু তস্য কর্ণৌ প্রপূরয়েৎ।
চক্ষুঃস্রাবিণি রক্তে চ পূরয়েত্তেন চক্ষুষী।
মেঢ্রপায়ুপ্রবৃত্তে তু বস্তিকর্ম্মসু তদ্বিতম্।
রোমকূপে প্রবৃত্তে তু তদভ্যঙ্গঃ প্রশস্যতে॥

(তণ্ডুলোদকচ্ছাগদুগ্ধয়োঃ প্রত্যেকং চাতুর্গুণ্যং রক্তশালিতণ্ডুলশরাবচতুষ্টয়ং ৪, জলং শরাবষোড়শকং ১৬ সংমর্দ্দ্য বস্ত্রপূতং গ্রাহ্যম্।)

দাউদখানি চাউল ৪ সের, ১৬ সের জলে সংমর্দ্দন করিয়া জল ছাঁকিয়া লইবে। ঐ জল ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, ছাগঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ দূর্ব্বামূল, শুঁদির কেশর, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুক, চিনি, শ্বেতচন্দন, বেণারমূল, মুতা, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেক ২ তোলা। রক্তবমনে এই ঘৃত পান, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার নস্য, কর্ণ হইতে রক্তস্রাবে কর্ণপূরণ, চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে চক্ষুতে পূরণ, মেঢ্র ও গুহ্যদ্বার দিয়া রক্তস্রাবে ইহার পিচকারী ও রোমকূপ হইতে রক্তক্ষরণ হইলে গাত্রে মর্দ্দন করিতে হইবেক।

সমশর্করো লৌহঃ।

লৌহাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরমাজ্যং দ্বিগুণমুত্তমম্।
চূর্ণং পাদন্তু বৈড়ঙ্গং দত্ত্বাদ্মধুসিতে সমে॥
তাম্রপাত্রে শুভে পক্কা স্থাপয়েদ্ ঘৃতভাজনে।
মাষকাদিক্রমেণৈব ভক্ষয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
অনুপানং প্রযুঞ্জীত নারিকেলজলাদিকম্।
রক্তপিত্তং জয়েত্তীব্রমম্লপিত্তং ক্ষতক্ষয়ম্।
পুষ্টিদঃ কান্তিজনকশ্চায়ুষ্যো বৃষ্য উত্তমঃ।

(মধুসিতে প্রত্যেকং লৌহসমে মৃত্রয়া পাকে জাতে লৌহাৎ পাদিকং বিড়ঙ্গচূর্ণং প্রক্ষেপ্যং শীতে চ মধু দেয়ম্।)

লৌহ ৪ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, ঘৃত ৮ তোলা, চিনি ৪ তোলা, এই সমুদায় একত্র তাম্রপাত্রে পাক করিয়া বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ তোলা প্রক্ষেপ দিবে, শীতল হইলে উহাতে মধু ৪ তোলা মিলিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১ মাষা। অনুপান নারিকেল জল প্রভৃতি। এই লৌহ সেবনে রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, ক্ষত ও ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয় এবং বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়।

শতমূল্যাদিলৌহম্।

শতমূলী সিতা ধান্য নাগকেশর চন্দনৈঃ।
ত্রিকত্রয় তিলৈর্যুক্তং লৌহং সর্ব্বগদাপহম্।
তৃষ্ণা দাহ জ্বর ছর্দ্দি রক্তপিত্তহরং পরম্॥

শতমূলী, চিনি, ধনে, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ অর্থাৎ বিড়ঙ্গ, মুতা, চিতামূল এবং কৃষ্ণতিল ইহাদের এক এক ভাগ, সমুদায়ের সমান লৌহ। এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া লইবে। মাত্রা ১ মাষা। অনুপান মধু। ইহা সেবন করিলে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, বমি ও রক্তপিত্ত উপশমিত হয়।

খণ্ডকাদ্যো লৌহঃ।

শতাবরী ছিন্নরুহা বৃষমুণ্ডিতিকা বলাঃ।
তালমূলী চ গায়ত্রী ত্রিফলায়াস্ত্বচস্তথা॥
ভার্গী পুষ্করমূলঞ্চ পৃথক্ পঞ্চপলানি চ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যমষ্টভাগাবশেষিতম্॥
পলদ্বাদশকং দেয়ং কান্তলৌহস্য চূর্ণিতম্।
দিব্যৌষধিহতস্যাপি মাক্ষিকেণ হতস্য বা॥
খণ্ডতুল্যং ঘৃতং দেয়ং পলষোড়শিকং বুধৈঃ।
পচেত্তাম্রময়ে পাত্রে গুড়পাকো মতো যথা॥
প্রস্থার্দ্ধং মধুনো দেয়ং শুভাশ্মজতুকং ত্বচম্।
শৃঙ্গী বিড়ঙ্গকং কৃষ্ণা শুণ্ঠী জাতীফলং পলম্॥
ত্রিফলা ধান্যকং পত্রং দ্ব্যক্ষং মরিচ কেশরম্॥
চূর্ণং দত্ত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
যথাকালং প্রযুঞ্জীত বিড়ালপদকং ততঃ।
গব্যক্ষীরানুপানঞ্চ সেব্যো মাংসরসঃ পয়ঃ॥
গুরুবৃষ্যানুপানানি স্নিগ্ধং মাংসাদি বৃংহণম্।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং পক্তিশূলং বিশেষতঃ॥
বাতরক্তং প্রমেহঞ্চ শীতপিত্তং বমিং ক্লমম্।
শ্বয়থুং পাণ্ডুরোগঞ্চ কুষ্ঠং প্লীহোদরং তথা॥
আনাহং শোণিতস্রাবমম্লপিত্তং নিহন্তি চ।
চক্ষুষ্যো বৃংহণো বৃষ্যো মাঙ্গল্যঃ প্রীতিবর্দ্ধকঃ॥
আরোগ্যপুত্রদঃ শ্রেষ্ঠঃ কায়াগ্নিবলবর্দ্ধকঃ।
শ্রীকরো লাঘবকরঃ খণ্ডকাদ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ছাগঃপারাবতংমাংসং তিত্তিরিঃ ক্রকরাঃ শশাঃ।
কুরঙ্গকৃষ্ণসারাণাং মাংসানি বিনিযোজয়েৎ॥
নারিকেলপয়ঃপানং সুনিষণ্ণক বাস্তুকম্।
শুষ্কমূলকজীরাখ্যং পটোলং বৃহতীফলম্॥
ফলং বার্ত্তাকু পক্বাম্রং খর্জ্জুরং স্বাদু দাড়িমম্।
ককারপূর্ব্বকং যচ্চ মাংসং চানূপসম্ভবম্॥
বর্জ্জনীয়ং বিশেষেণ খণ্ডকাদ্যং প্রভুঞ্জতঃ।
লৌহান্তরবদত্রাপি পুটনাদি ক্রিয়েষ্যতে॥
যচ্চ পিত্তজ্বরে প্রোক্তং বহিরন্তশ্চ ভেষজম্।
রক্তপিত্তে হিতং তচ্চ ক্ষীণক্ষতহিতঞ্চ যৎ॥

(শুভা বংশলোচনা। দিব্যৌষধির্মনঃশিলা কণামূলং বা। মনঃশিলয়া কণামূলেন বা। মাক্ষিকেণ স্বর্ণমাক্ষিকেণ প্রলিপ্য জারিতং লৌহং গ্রাহ্যম্। "জাতীফলং পল" মিত্যত্র জীরং পলং পলমিতি কেচিৎ।)

শতমূলী, গুলঞ্চ, বাসকছাল, মুণ্ডিরী, বেড়েলা, তালমূলী, খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলা, বামনহাটী এবং কুড় প্রত্যেক ৫ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। মনঃশিলা ও স্বর্ণমাক্ষিক সংযোগে জারিত কান্তলৌহ ১২ পল, চিনি ১৬ পল, ঘৃত ১৬ পল। এই সমুদায় দ্রব্য উক্ত কাথের সহিত গুড়পাকবৎ পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে তাহাতে বংশলোচন, শিলাজতু, গুড়ত্বক্, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ, পিঁপুল, শুঁঠ ও জায়ফল (মতান্তরে জীরা) প্রত্যেক ১ পল এবং ত্রিফলা, ধন্যা, তেজপত্র, মরিচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া শীতল হইলে মধু ২ সের মিশ্রিত করিবে। ইহার অনুপান ছাগদুগ্ধ ও মাংসরস প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য। ইহা সেবন করিলে রক্তপিত্ত ও কাস প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

ইহা সেবনকালে ছাগ, পারাবত, তিত্তিরি, ক্রকর, শশক, কুরঙ্গ ও কৃষ্ণসারাদির মাংসযূষ ভক্ষণ এবং নারিকেল জলপান, শুষুণী, বেতোশাক, শুষ্কমূলা, জীরাশাক, পলতা, বৃহতীফল, বেগুন, সুপক্ব আম্র, পিণ্ডখর্জ্জুর ও দাড়িম্ব প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে পারে।

রক্তপিত্তান্তকো লৌহঃ।

ধাত্রী চ পিপ্পলীচূর্ণং তুল্যাংঃ সিতয়া সহ।
রক্তপিত্তহরো লৌহো নাশয়েদম্লপিত্তকম্॥

আমলা ১ তোলা, পিঁপুল ১ তোলা, চিনি ১ তোলা ও লৌহ ১ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে রক্তপিত্ত ও অম্লপিত্ত রোগ নষ্ট হয়।

তীক্ষ্ণাদিবটিকা।

খর্পরাভ্ররসাস্তুল্যাস্তীক্ষ্ণঞ্চ দ্বিগুণং মতম্।
তীক্ষ্ণপাদসমং স্বর্ণং জতুক্কাথেন সপ্তধা॥
ভাবয়িত্বা ততঃ কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাপ্রমিতা বটী।
পলঙ্কষাকষায়েণ রসেনোতুম্বরস্য বা॥
প্রযোজ্যা বটিকা হ্যেষা শুভা তীক্ষ্ণাদিনামিকা॥
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং যক্ষ্মাণং শ্বসনং জ্বরম্।
নিহন্যাৎ সকলান্ রোগান্ কেশরী করিণং যথা॥

তীক্ষ্ণ অর্থাৎ ইস্পাত হইতে প্রস্তুত লৌহ ১ তোলা, খর্পর, অভ্র ও রস-সিন্দূর প্রত্যেক ॥০ তোলা এবং স্বর্ণ ।০ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য লাক্ষার ক্কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস, যক্ষ্মা, শ্বাস ও জ্বরাদি নানাপ্রকার পীড়া নিবারিত হইয়া থাকে।

সুধানিধিরসঃ।

সূতং গন্ধং মাক্ষিকং লৌহচূর্ণং
সর্ব্বং ঘৃষ্টং ত্রৈফলেনোদকেন।
মূষামধ্যে ভূধরে তৎ পুটিত্বা
দদ্যাদ্ গুঞ্জাং ত্রৈফলেনোদকেন॥
লৌহাধারে গোপয়ঃ পাচয়িত্বা
রাত্রৌ দদ্যাদ্রক্তপিত্তপ্রশান্ত্যৈ॥

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহ সমভাগে লইয়া ত্রিফলার জলে মর্দ্দন করিয়া মূষামধ্যে ভূধর যন্ত্রে পাক করিবে বটিকার পরিমাণ ১ রতি। অনুপান ত্রিফলার জল ও লৌহপাত্রে সিদ্ধ গব্য দুগ্ধ। ইহা রাত্রিতে সেবনীয়।

হ্রীবেরাদ্যং তৈলম্।

হ্রীবেরং নলদং লোধ্রং পদ্মকেশর পত্রকম্।
নাগপুষ্পঞ্চ বিল্বঞ্চ ভদ্রমুস্তা তথা শটী॥
চন্দনঞ্চৈব পাঠা চ কুটজস্য ফলত্বচম্।
ত্রিফলা শৃঙ্গবেরঞ্চ ভূতবাসত্বচস্তথা॥
আম্রাস্থি জম্বুসারাস্থি মূলং রক্তোৎপলস্য চ।
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
লাক্ষারসাঢ়কঞ্চৈব ক্ষীরং স্নেহসমং ভবেৎ।
রক্তপিত্তঞ্চ ত্রিবিধং নাশয়েদবিকল্পতঃ॥
কাসং পঞ্চবিধং হন্তি তথা শ্বাসমুরঃক্ষতম্।
হ্রীবেরাদ্যমিদং তৈলং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিতং বিশ্বসম্পদে॥

তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষার ক্কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ বালা, বেণার মূল, লোধ, পদ্মকেশর, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, নাগরমুতা, শটী, রক্তচন্দন, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, ত্রিফলা, শুঁঠ, বহেড়াছাল, আমের আঁটি, জামের আঁটি, রক্তোৎপলের মূল, প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে রক্তপিত্ত, কাস ও উরঃক্ষত রোগ শান্তি এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

কামদেবঘৃতম্।

অশ্বগন্ধা পলশতং তদর্দ্ধং গোক্ষুরস্য চ।
শতাবরী বিদারী চ শালপর্ণী বলা তথা॥
অশ্বত্থস্য চ শুঙ্গানি পদ্মবীজং পুনর্নবা।
কাশ্মরীফলমেতত্তু মাষবীজং তথৈব চ॥
পৃথগ্দশপলান্ ভাগাংশ্চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ।
চতুর্ভাগাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ॥
মৃদ্বীকা পদ্মকং কুষ্ঠং পিপ্পলী রক্তচন্দনম্।
বালকং নাগপুষ্পঞ্চ আত্মগুপ্তাফলং তথা॥
নীলোৎপলং শারিবে দ্বে জীবনীয়ং বিশেষতঃ।
পৃথক্কর্ষসমঞ্চৈব শর্করায়াঃ পলদ্বয়ম্॥
রসস্য পৌণ্ড্রকেক্ষুণামাঢ়কং তত্র দাপয়েৎ।
চতুর্গুণেন পয়সা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
রক্তপিত্তং ক্ষতক্ষীণং কামলাং বাতশোণিতম্।
হলীমকং তথা শোথং স্বরভেদং বলক্ষয়ম্॥
অরোচকং মূত্রকৃচ্ছ্রং পার্শ্বশূলঞ্চ নাশয়েৎ।
এতদ্রাজ্ঞাং প্রয়োক্তব্যং বহ্বন্তঃপুরচারিণাম্॥
স্ত্রীণাং চৈবানপত্যানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাম্।
ক্লীবানামল্পশুক্রাণাং জীর্ণানামল্পরেতসাম্॥
শ্রেষ্ঠং বলকরং হৃদ্যং বৃষ্যং পেয়ং রসায়নম্।
ভুজস্তেজস্করঞ্চৈব আয়ুঃপ্রাণবিবর্দ্ধনম্॥
সংবর্দ্ধয়তি শুক্রঞ্চ পুরুষং দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ম্।
সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তস্তোয়সিক্তো যথা দ্রুমঃ।
কামদেব ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বর্ত্তুষু চ শস্যতে॥

অশ্বগন্ধা ১০০ পল, গোক্ষুর ৬।০ সের, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালপাণি, বেড়েলা, অশ্বত্থের ঝুরি, পদ্মবীজ, পুনর্নবা, গাম্ভারীফল ও মাষকলাই; ইহাদের প্রত্যেক ১০ পল। এই সকল দ্রব্য যথাযোগ্য উত্তমরূপ কুট্টিত করিয়া ২৫৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। দ্রাক্ষা, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, পিপ্পলী, রক্তচন্দন, বালা, নাগকেশর, আলকুশী ফল, নীলোৎপল, শ্যামালতা, অনন্তমূল ও জীবনীয়দশক; ইহাদের উত্তমরূপ কুট্টিত বা পেষিত কল্ক প্রত্যেক ২ তোলা, ইক্ষুরস ১৬ সের দুগ্ধ ১৬ সের, ঘৃত ৪ সের, জল ১৬ সের ও শর্করা ২ পল। প্রথমতঃ উপযুক্ত পরিমাণ জল এবং উক্ত কুট্টিত কল্কদ্রব্য একত্র পাক করিবে। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত অশ্বগন্ধাদির ক্বাথ, ইক্ষুরস ও দুগ্ধদ্বারা পাক করিয়া নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং পূর্ব্বোক্ত চিনি ২ পল প্রক্ষেপ দিবে। ইহাদ্বারা রক্তপিত্ত, ক্ষতক্ষীণ, কামলা, বাতরক্ত, হলীমক, শোথ, স্বরভেদ, দুর্ব্বলতা, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। এই ঘৃত বহুপত্নীক রাজা, বন্ধ্যা স্ত্রী, দুর্ব্বল, ক্লীব, নষ্টধাতু, জীর্ণশরীর ও অল্প ধাতু ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই ঘৃত অতি শ্রেষ্ঠ রসায়ন এবং বল, শুক্র, ওজঃ তেজঃ প্রাণ ও আয়ুর বৃদ্ধিকারক ও সর্ব্বরোগনাশক। ইহা পান করিলে জলসিক্ত বৃক্ষের ন্যায় দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের শুক্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করিতে পারে। ইহার মাত্রা সিকি তোলা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত।

সপ্তপ্রস্থঘৃতম্।

শতাবরী পয়ো দ্রাক্ষা বিদারীক্ষামলৈরসৈঃ।
সর্পিষা সহ সংযুক্তৈঃ সপ্তপ্রস্থং পচেদ্ঘৃতম্॥

শর্করাপ্রাদসংযুক্তং রক্তপিত্তহরং পিবেৎ।
উরঃক্ষতে পিত্তশূলে চোরুবাতেঽপ্যসৃগ্দরে।
বল্যমোজস্করং বৃষ্যং ক্ষয়হৃদ্রোগনাশনম্॥

শতমূলী, বালা, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষু ও আমলকী, ইহাদের রস প্রত্যেক এক প্রস্থ। ঘৃত এক প্রস্থ। সমুদায় সাত প্রস্থ দ্রব্য যথাবিধি পাক করিবে। অনন্তর চতুর্থাংশ শর্করা মিশ্রিত করিয়া যথোপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, উরঃক্ষত, উরুবাত, অসৃগ্দর, ক্ষয়, হৃদ্রোগ রক্তপিত্ত, পিত্তশূল প্রভৃতি রোগের নিবৃত্তি হয় এবং ইহা বল, ওজঃ ও শুক্র বৃদ্ধিকারক।

পিত্তান্তকো রসঃ।

জাতীকোষফলে মাংসী কুষ্ঠং তালীশপত্রকম্।
মাক্ষিকং মৃতলৌহঞ্চ অভ্রং দিব্যং সমাংশকম্॥
সর্ব্বতুল্যং মৃতং তারং সমং নিষ্পিষ্য বারিণা।
দ্বিগুঞ্জাভা বটী কার্য্যা পিত্তরোগবিনাশিনী॥
কোষ্ঠাশ্রিতঞ্চ যৎ পিত্তং শাখাশ্রিতমথাপি বা।
শূলঞ্চৈবাম্লপিত্তঞ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্॥
ছর্দ্দিমং ভ্রান্তিং বান্তিঞ্চ ক্ষিপ্রমেব বিনাশয়েৎ॥
রক্তপিত্তান্তকো হ্যেষ কাশীরাজেন ভাবিতঃ॥

জয়িত্রী, জায়ফল, জটামাংসী, কুড়, তালীশপত্র, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, ও মনঃশিলা প্রত্যেক ১ ভাগ, সমুদায়ের তুল্য রৌপ্যভস্ম। জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে পিত্তজনিত সর্ব্বপ্রকার পীড়া সত্বর প্রশমিত হয়।

মহাপিত্তান্তকো রসঃ।

যত্তত্র মাক্ষিকং ত্যক্ত্বা স্বর্ণমপি দীয়তে।
মহাপিত্তান্তকো নাম সর্ব্বপিত্তবিনাশকঃ॥

পিত্তান্তক রসে স্বর্ণমাক্ষিকের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ প্রয়োগ করিলে উহাকে মহাপিত্তান্তক কহে। ইহা পিত্তান্তক অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক।

উশীরাসবঃ।

উশীরং বালকং পদ্মং কাশ্মরীং নীলমুৎপলম্।
প্রিয়ঙ্গুং পদ্মকং লোধ্রং মঞ্জিষ্ঠা ধন্বযাসকম্॥
পাঠাং কিরাততিক্তঞ্চ ন্যগ্রোধোডুম্বরং শটীম্।
পর্পটং পুণ্ডরীকঞ্চ পটোলং কাঞ্চনারকম্॥
জম্ব্‌শাল্মলিনির্য্যাসং প্রত্যেকং পলসংমিতম্।
সর্ব্বং সুচূর্ণিতং কৃত্বা দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিম্॥
ধাতকীং ষোড়শপলাং জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপেৎ।
শর্করায়াস্তুলাং দত্ত্বা ক্ষৌদ্রস্যার্দ্ধতুলাং তথা॥
মাসং সংস্থাপয়েদ্ভাণ্ডে মাংসীমরিচধূপিতে।
উশীরাসব ইত্যেষ রক্তপিত্তবিনাশনঃ।
পাণ্ডু কুষ্ঠ প্রমেহার্শঃ কৃমি শোথহরস্তথা॥

বেণার মূল, বালা, পদ্মমূল, গাম্ভারী-ছাল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, দুরালভা, আকনাদি, চিরাতা, বটছাল, যজ্ঞডুমুরের ছাল, শটী, ক্ষেতপাপড়া, কুড়, পটোলপত্র, কাঞ্চন-ছাল, জামছাল ও মোচরস প্রত্যেক ১ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, চিনি ১২।০ সের, মধু ৬।০ সের এবং জল ১২৮ সের। এই সমুদায় একত্র করিয়া আবৃতপাত্র মধ্যে ১ মাস রাখিবে। ঐ পাত্র প্রথমতঃ জটামাংসী ও মরিচচূর্ণ

দ্বারা ধূপিত করা কর্ত্তব্য। ইহা সেবন করিলে রক্তপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং রক্তপিত্তাধিকারঃ।

যক্ষ্মাধিকারঃ।

শালি ষষ্টিক গোধূম যব মুদ্গাদয়ঃ শুভাঃ।
মদ্যানি জাঙ্গলাঃ পক্ষিমৃগাঃ শস্তা বিশুষ্যতাম্॥
শুষ্যতাং ক্ষীণমাংসানাং কল্পিতানি বিধানবিৎ।
দদ্যাৎ ক্রব্যাদমাংসানি বৃংহণানি বিশেষতঃ॥

শালিধান্য, যষ্টিকধান্য, গোধূম, যব ও মুদ্গ প্রভৃতি এবং মদ্য ও জাঙ্গল পশু পক্ষীর অর্থাৎ ছাগ পারাবতাদির মাংস যক্ষ্মারোগীর পথ্য। যক্ষ্মারোগে বল এবং মাংস ক্ষীণ হইলে, বলমাংস-বর্দ্ধক মাংসভোজী পক্ষীর মাংস আহার করা বিধেয়।

দোষাধিকানাং বমনং শস্যতে সবিরেচনম্।
স্নেহ স্বেদোপপন্নানাং সস্নেহং যন্ন কর্ষণম্॥

(নম্ন সর্ব্বথৈব যক্ষ্মিণাং বিরেচনং নিষিদ্ধম্। যদ্ বক্ষ্যতি "শুক্রায়ত্তং বলং পুংসাং মলায়ত্তং হি জীবনম্। তস্মাদ্ যত্নেন সংরক্ষেদ্ যক্ষ্মিণো মলরেতসী"। অত্রোচ্যতে "রোগে শোধনসাধ্যে তু যং বিদ্যাদ্ দোষবর্দ্ধনম্। তং সমীক্ষ্য ভিষক্ কুর্য্যাদ্ দোষপ্রচ্যাবনং মৃদু"। ইতি।)

যক্ষ্মারোগে শ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে বমন ও পিত্তাধিক্য থাকিলে স্থলবিশেষে বিরেচন করান যাইতে পারে এবং ঈষৎ স্নেহ স্বেদ প্রদান, আর যাহা দৌর্ব্বল্য-কর-নহে, এরূপ ক্রিয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু উক্ত আছে, মনুষ্যের বল শুক্রাধীন ও জীবন মলায়ত্ত, অতএব যক্ষ্মারোগীর মল ও শুক্র যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা অতি আবশ্যক। তবে বিরেচন ক্রিয়া কিরূপে বিহিত হয়? ইহার মীমাংসা এই, যক্ষ্মারোগে বিরেচন ক্রিয়া সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক হইলে সাবধানতাপূর্ব্বক মৃদু বিরেচক ব্যবস্থা করিবে।

বলিনো বহুদোষস্য পঞ্চকর্ম্মাণি কারয়েৎ।
যক্ষ্মিণঃ ক্ষীণদেহস্য তৎ কৃতং স্যাদ্ বিষোপমম্॥

বলবান্ যক্ষ্মারোগীর বহুদোষ প্রবল থাকিলে পঞ্চ কর্ম্ম অর্থাৎ বমন, বিরেচন, অনুবাসন, নিরূহ ও নস্য কর্ম্ম ব্যবস্থেয়। কিন্তু ক্ষীণদেহ ব্যক্তির পক্ষে ঐ সকল ক্রিয়া বিষসদৃশ জানিবে।

শুক্রায়ত্তং বলং পুংসাং মলায়ত্তং হি জীবনম্।
তস্মাদ্ যত্নেন সংরক্ষেদ্ যক্ষ্মিণো মলরেতসী॥

মনুষ্যের বল শুক্রাধীন এবং জীবন মলায়ত্ত, অতএব যত্নসহকারে যক্ষ্মা-রোগীর মল ও শুক্র রক্ষা করিবে।

যক্ষ্মহরা যোগাঃ।

পারাবত কপি ছাগ কুরঙ্গাণাং পৃথক্ পৃথক্।
মাংসচূর্ণমজাক্ষীরৈঃ পীতং ক্ষয়হরং পরম্॥

পায়রা, বানর, ছাগ বা হরিণের মাংস ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া ছাগ-দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ক্ষয়রোগ নিবারণ হয়।

ঘৃতকুসুমরসলীঢ়ং ক্ষয়ং নয়তি গজবলামূলম্।
দুগ্ধেন কেবলেন চ বায়সজঙ্ঘা নিপীতৈব॥

গোরক্ষচাকুলের মূল বাঁটিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে এবং দুগ্ধের সহিত কাকজঙ্ঘা সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে যক্ষ্মারোগ উপশমিত হয়।

শর্করামধুসংযুক্তং নবনীতং লিহন্ ক্ষয়ী।
ক্ষীরাশী লভতে পুষ্টিমতুল্যে চাজ্যমাক্ষিকে।

চিনি ৪ মাষা, মধু ৪ মাষা ও নবনীত ৮ মাষা অথবা ঘৃত ৪ মাষা ও মধু ২ মাষা সেবন করিলে এবং ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে যক্ষ্মারোগে পুষ্টিলাভ হয়।

অলক্তকরসৈঃ ক্ষৌদ্রং রক্তবান্তিহরং পরম্।

আলতার জল ২ তোলা ও মধু ৪ মাষা একত্রে পান করিলে রক্তবমন নিবারণ হয়।

যষ্ট্যাহ্বং চন্দনোপেতং সম্যক্ ক্ষীরপ্রপেষিতম্।
ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং রুধিরচ্ছর্দিনাশনম্।

যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া এবং দুগ্ধে আলোড়ন করিয়া সেবন করিলে রক্তবমন নিবারণ হয়।

সিতোপলাদিলেহঃ।

সিতোপলা তুগাক্ষীরী পিপ্পলী বহুলাত্বচঃ।
অন্ত্যাদূর্দ্ধং দ্বিগুণিতং লেহয়েৎ ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
চূর্ণং বা প্রাশয়েদেতৎ শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্।
সুপ্তজিহ্বারোচকিনং মন্দাগ্নিং পার্শ্বশূলিনম্।
হস্তপাদাংসদাহেষু জ্বরে রক্তে তু চোর্দ্ধগে।

গুড়ত্বক্ ১ ভাগ, এলাইচ ২ ভাগ, পিঁপুল ৪ ভাগ, বংশলোচন ৮ ভাগ, চিনি ১৬ ভাগ, একত্রে ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিয়া সেবনীয়। অথবা ঐ সকল চূর্ণ ছাগদুগ্ধের সহিত সেব্য। ইহাতে শ্বাস, কাস ও ক্ষয়াদি রোগ উপশমিত হয়।

অজাপঞ্চকঘৃতম্।

ছাগশকৃদ্রসমূত্রক্ষীরৈর্দধ্না চ সাধিতং সর্পিঃ।
সক্ষারং যক্ষ্মহরং শ্বাসকাসোপশান্তয়ে পরমম্।

ছাগঘৃত ৪ সের, ছাগবিষ্ঠার রস ৪ সের, ছাগমূত্র ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের ও ছাগদধি ৪ সের একত্র পাক করিয়া যবক্ষারচূর্ণ ১ সের প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। মাত্রা ১ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে যক্ষ্মা, শ্বাস ও কাসরোগ উপশমিত হয়।

ছাগমাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পিঃ সশর্করম্।
ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যে তু যক্ষ্মনুৎ।

ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ পান, শর্করা সহিত ছাগঘৃত পান, ছাগ সেবা ও ছাগ মধ্যে শয়ন করিয়া থাকা যক্ষ্মাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারক।

জীবন্ত্যাদ্যং ঘৃতম্।

জীবন্তী মধুকং দ্রাক্ষাং ফলানি কুটজস্য চ।
শটীং পুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রীং গোক্ষুরকং বলাম্।
নীলোৎপলং চামলকীং ত্রায়মাণাং দুরালভাম্।
পিপ্পলীঞ্চ সমং পিষ্ট্বা ঘৃতং বৈদ্যো বিপাচয়েৎ।
এতদ্ব্যাধিসমূহস্য রোগেশস্য সমুত্থিতম্।
রূপমেকাদশবিধং সর্পিরুগ্রং ব্যপোহতি।

ঘৃত ৪ সের, জল ১৬ সের, কল্কার্থ জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইন্দ্রযব, শটী,

কুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর বেড়েলা, নীলোৎপল, ভূঁইআমলা, বলাডুমুর, দুরালভা ও পিপ্পলী মিলিত ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে একাদশবিধ দুঃসাধ্য যক্ষ্মারোগ উপশমিত হয়।

বৃহদ্বাসাবলেহঃ।

শতং সংগৃহ্য বাসায়াস্তোয়দ্রোণে বিপাচয়েৎ।
চতুর্ভাগাবশেষেঽস্মিন্ শর্করায়াঃ পলং শতম্।
ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধিশ্চ কট্‌ফলং মুস্তকং গদম্।
জীরকং পিপ্পলীমূলং রোচনী চবিকা শুভা।
কটুকী শ্রেয়সী চৈব তালীশং সধনীরকম্।
কার্ষিকং পৃথগেতেষাং ক্ষিপেন্মধু পলাষ্টকম্।
তদ্ যথাগ্নিবলং লিহ্যাচ্ছৃতশীতাম্বুপানতঃ।
নিহন্তি রাজযক্ষ্মাণং রক্তপিত্তং ক্ষতং ক্ষয়ম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্বাসঞ্চৈব সুদারুণম্।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ বমিঞ্চৈবারুচিং জ্বরম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতো হ্যেষ বৃহদ্বাসাবলেহকঃ।

বাসকমূলের ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ১৬ সের ক্বাথের সহিত ১২॥০ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কট্‌ফল, মুতা, কুড়, জীরা, পিঁপুলমূল, কমলাগুঁড়ি, চৈ, বংশলোচন, কটুকী, গজপিপ্পলী, তালীশপত্র ও ধনিয়া ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে, শীতল হইলে ১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। শৃতশীতল দুগ্ধ বা জলের সহিত সেবনীয়। অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত ও শ্বাসাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

রসার্ণবোক্তো বৃহদ্বাসাবলেহঃ।

পঞ্চবিংশপলং গ্রাহ্যং বৃহত্যোর্ব্বাসকস্য চ।
ভার্গ্যাশ্চ পঞ্চবিংশঞ্চ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পাদশেষে রসে তস্মিন্ খণ্ডপ্রস্থং সমাবপেৎ।
কুড়বার্দ্ধঞ্চ হবিষো মধুনঃ কুড়বং তথা।
মৃতাভ্রকং পলঞ্চৈকং কণাচূর্ণং চতুঃপলম্।
কুষ্ঠং তালীশপত্রঞ্চ মরিচং তেজপত্রকম্॥
মুরামাংসীমুশীরঞ্চ লবঙ্গং নাগকেশরম্।
ত্বগ্ ভার্গী বালকং মুস্তং প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্।
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং সর্ব্বং লেহীভূতে বিনিক্ষিপেৎ।
হন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং কাসং পঞ্চবিধং তথা।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং শ্বাসং জ্বরং প্লীহানমেব চ।
বালানামপি বৃদ্ধানাং তরুণানাং বিশেষতঃ।
পার্শ্বশূলঞ্চ হৃচ্ছূলমম্লপিত্তং বমিং তথা।
বৃহদ্ বাসাবলেহোঽয়ং মহাদেবেন নির্ম্মিতঃ।

বৃহতী ২৫ পল, কণ্টকারী ২৫ পল, বাসকমূলের ছাল ২৫ পল, বামনহাটী ২৫ পল, প্রত্যেকের পাকার্থ জল ৬৪ সের। শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথে ২ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে অভ্র ১ পল, পিঁপুলচূর্ণ ৪ পল, কুড়, তালীশপত্র, মরিচ, তেজপত্র, মুরামাংসী, বেণার মূল, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, গুড়ত্বক্, বামনহাটী, বালা ও মুতা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে ঘৃত অর্দ্ধ সের দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে

মধু ১ সের মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ বালক, বৃদ্ধ ও যুবা সকলের পক্ষেই উপকারক। সেবন করিলে রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি নানারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। মাত্রা ২ তোলা।

তন্ত্রান্তরোক্তো বৃহদ্বাসাবলেহঃ।

তুলামাদায় বাসায়া জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষে রসে তস্মিন্ খণ্ডং শতপলং ন্যসেৎ॥
শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা সম্যক্ সিদ্ধে তত্র প্রদাপয়েৎ।
ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধিঞ্চ কট্‌ফলং মুস্তমেব চ॥
কুষ্ঠং কম্পিল্লকং শ্বেতজীরঞ্চ কৃষ্ণজীরকম্ :
ত্রিবৃতা পিপ্পলীমূলং চব্যং কটুকরোহিণী।
শিবা তালীশ ধন্যাকং প্রত্যেকঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্।
চূর্ণয়িত্বা ক্ষিপেত্তত্র শীতে মধু পলাষ্টকম্॥
অস্য মাত্রাং ততো লীঢ়া তোয়মুষ্ণং পিবেদনু।
সর্ব্বকালবিকারেষু স্বরভঙ্গে বিশেষতঃ॥
রাজযক্ষ্মণি দুঃসাধ্যে বাতশ্লেষ্মাশ্রয়ে তথা।
আনাহে বহ্নিমান্দ্যে চ হৃদ্রোগে চ ক্ষতক্ষয়ে।
মূত্রকৃচ্ছ্রে চ কৃচ্ছ্রে চ শস্তোঽয়ং লেহ উত্তমঃ।

বাসকমূলের ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, চিনি ১২॥০ সের। প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কট্‌ফল, মুতা, কুড়, কমলাগুঁড়ি, শ্বেতজীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, পিঁপুলমূল, চৈ, কট্‌কী, হরীতকী, তালীশপত্র ও ধনিয়া প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা। শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ॥০ তোলা হইতে ২ তোলা। অনুপান উষ্ণ জল। ইহা সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, স্বরভঙ্গ, কাস ও অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ নষ্ট হয়।

রাজযক্ষ্মণো নিদানাদি।

মেহেন চোপদংশেন রসেন দেহগেন বা।
ধাতুর্বিকৃতিমাপন্নো যক্ষ্মাণং জনয়েদপি॥
শিরোরুহাণাং পতনং নিশাস্বেদশ্চ জায়তে।
রক্তনিষ্ঠীবনশ্বাসৌ বলমাংসক্ষয়াদয়ঃ॥
যক্ষ্মাময়াবিনাং স্বপ্নে রেতসশ্চ চ্যুতির্ভবেৎ।
কস্তূরীপ্রমুখং তত্র নিশাস্বেদোপশান্তয়ে।
প্রলাপে চ প্রয়োক্তব্যং ভেষজং ভিষজাংবরৈঃ।

প্রমেহ, উপদংশ ও দেহগত পারদ কর্তৃক ধাতুসকল বিকৃত হইয়া পরিণামে যক্ষ্মারোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগে মস্তকের কেশ উঠিয়া যায়, রাত্রিকালে ঘর্ম্ম, স্বপ্নদোষ, রক্তনিষ্ঠীবন, শ্বাস এবং বলমাংসাদির ক্ষয় হইয়া থাকে। নিশাস্বেদ ও প্রলাপ শান্তির নিমিত্ত কস্তূরী প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

সান্নিপাতিকযক্ষ্মরোগে বিধিঃ।

যক্ষ্মাময়ে ত্রিদোষোত্থে ত্বচিরাৎ ক্ষয়কারিণি।
ভবেদ্‌দ্বৈকালিকো বাপি জ্বরস্ত্রৈকালিকোঽপি বা॥
অনিশং জায়তে স্বেদো বুভুক্ষা ন প্রবর্ত্ততে।
করণানি বিষীদেয়ুঃ শয্যা চাপ্রীয়তেতরাম্॥
কশ্চিদেব প্রমুচ্যেত গদাদস্মাৎ সুদুস্তরাৎ।
প্রবালভস্ম কস্তূরী মৃতসঞ্জীবনী সুরা॥
অরিষ্টশ্চাসবশ্চাত্র গদে সাত্ম্যমনুত্তমম্।
বীজনং তালবৃন্তেন স্বেদসন্ততিশান্তয়ে॥
বলপুষ্ট্যর্থকং পথ্যং মাংসযূষং প্রকল্পয়েৎ।
অধিকারগতানন্যানগদান্ সান্নিপাতিকে॥

সত্বর ক্ষয়কারী সান্নিপাতিক যক্ষ্মারোগে দ্বৈকালিক বা ত্রৈকালিক জ্বর, সর্ব্বদা ঘর্ম্ম, আহারে অনিচ্ছা,

ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস এবং শীঘ্র শয্যাশায়ী হইয়া থাকে। ইহাতে প্রবালভস্ম, কস্তূরী, মৃতসঞ্জীবনী সুধা এবং আসবাদি উপকারক। সার্ব্বকালিক ঘর্ম্ম নিবারণের জন্য তালবৃন্ত দ্বারা বীজন এবং মাংসযূষাদি পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

মেহাদিজন্যে যক্ষ্মণি বিধিঃ।

মেহজে চোপদংশোত্থে রসোদ্ভূতে চ যক্ষ্মণি।
প্রযুঞ্জীত সমীক্ষ্যাপি গদাগদবলাবলম্॥

মেহজ, ঔপদংশিক ও পারদবিকারজাত এবং সান্নিপাতিক যক্ষ্মারোগে বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক যক্ষ্মাধিকারোক্ত সমস্ত ঔষধ রোগ ও ঔষধের বলাবল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবেন।

বাসারিষ্টমভ্রহারিষ্টং মৃগমদাসবম্।
মৃতসঞ্জীবনীং চৈব কর্পূরাসবমেব চ॥
যথাযথং সেবমানো নরো দিব্যবপুর্ভবেৎ।
উরঃক্ষতং রক্তপিত্তং রাজযক্ষ্মাণমেব চ।
কাসং পঞ্চবিধঞ্চৈব নাশয়েদবিকল্পতঃ॥

বাসারিষ্ট, অভ্রহরারিষ্ট, মৃগমদাসব, মৃতসঞ্জীবনীসুধা ও কর্পূরাসব ইত্যাদি ঔষধ যথাবিধি সেবন করিলে রক্তপিত্ত, রাজযক্ষ্মা এবং পঞ্চবিধ কাসরোগ প্রশমিত হয়।

উপদ্রবাজ্জ্বরাদ্যাস্তে সাধ্যাঃ স্বৈঃ স্বৈশ্চিকিৎসিতৈঃ।
তেষু শান্তেষু রোগেষু পশ্চাচ্ছোষমুপাচরেৎ॥

শোষ (যক্ষ্মা) রোগে জ্বরাদি যে সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত থাকে, তাহাদের চিকিৎসা তত্তদ্ রোগোক্ত বিধি অনুসারে অগ্রে কর্ত্তব্য। ঐ রোগ সকল প্রশমিত হইলে, পশ্চাৎ শোষ রোগের চিকিৎসা করিবে।

চব্যনপ্রাশঃ।

বিল্বাগ্নিমন্থ শ্যোণাক কাশ্মর্য্যঃ পাটলা বলা।
পর্ণ্যশ্চতস্রঃ পিপ্পল্যঃ শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্॥
শৃঙ্গী তামলকী দ্রাক্ষা জীবন্তী পুষ্করাগুরু।
অভয়া চামৃতা ঋদ্ধির্জীবকর্ষভকৌ শটী॥
মুস্তং পুনর্নবা মেদা সূক্ষ্মৈলোৎপল চন্দনে।
বিদারী বৃষমূলানি কাকোলী কাকনাসিকা॥
এষাং পলোন্মিতান্ ভাগান্ শতান্যামলকস্য চ।
পঞ্চ দদ্যাৎ তদৈকধ্যং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
জ্ঞাত্বা গতরসান্যেতান্যৌষধান্যথ তং রসম্।
তচ্চামলকমুদ্ধৃত্য নিষ্কুলং তৈলসর্পিষোঃ॥
পলদ্বাদশকে ভৃষ্ট্বা দত্ত্বা চার্দ্ধতুলাং ভিষক্।
মৎস্যণ্ডিকায়াঃ পূতায়া লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ॥
ষট্পলং মধুনশ্চাত্র সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ।
চতুঃপলং তুগাক্ষীর্য্যাঃ পিপ্পল্যা দ্বিপলং তথা॥
পলমেকং বিদধ্যাচ্চ ত্বগেলা পত্র কেশরাৎ।
ইত্যয়ং চ্যবনপ্রাশঃ পরমুক্তো রসায়নঃ॥
কাসশ্বাসহরশ্চৈব বিশেষেণোপদিশ্যতে।
ক্ষীণক্ষতানাং বৃদ্ধানাং বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনঃ॥
স্বরক্ষয়মুরোরোগং হৃদ্রোগং বাতশোণিতম্।
পিপাসাং মূত্রশুক্রস্থান্ দোষাংশ্চৈবাপকর্ষতি॥
অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত নোপরুন্ধ্যাচ্চ ভোজনম্।
অস্য প্রয়োগাচ্চ্যবনঃ সুবৃদ্ধোঽভূৎ পুনর্যুবা॥

মেধাং স্মৃতিং কান্তিমনামযত্ব-
মায়ুঃপ্রকর্ষং বলমিন্দ্রিয়াণাম্।
স্ত্রীষু প্রহর্ষং পরমগ্নিবৃদ্ধিং
বলপ্রসাদং পবনানুলোম্যম্॥
রসায়নস্যাস্য নরঃ প্রয়োগা-
ল্লভেত জীর্ণোঽপি কুটিপ্রবেশাৎ।
জরাকৃতং পূর্ব্বমপাস্য রূপং
বিভর্ত্তি রূপং নবযৌবনস্য॥

পিত্তা ষৎস্বপিকাংশলাভে ধাত্র্যাশ্চ মৃদু ভর্জনম্।
চতুর্ভাগজলে প্রায়ো দ্রব্যং গতরসং ভবেৎ।

বেলছাল, গণিয়ারীছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, বেড়েলাছাল, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, পিঁপুল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভূঁইআমলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক, শটী, মুতা, পুনর্নবা, মেদ, ছোট এলাইচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভুমকুষ্মাণ্ড, বাসকমূল, কাকোলী ও কাকজঙ্ঘা ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল। শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ আমলকীফল ৫০০টা (৭৮/০ সাত সের তের ছটাক)। এই সমুদায় একত্র ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া কাথ ছাঁকিয়া লইবে এবং পোট্টলীবদ্ধ আমলকীসকল খুলিয়া, বীজ ফেলিয়া দিয়া ৬ পল ঘৃতে ও ৬ পল তিলতৈলে একত্র মিশ্রিত করিয়া ভাজিয়া শিলায় পেষণ করিয়া লইবে। পরে মিছরী ৫০ পল, কাথজল ও উল্লিখিত শিলাপিষ্ট ও নির্বীজ আমলকী একত্র পাক করিবে। লেহবৎ হইলে বংশলোচন ৪ পল, পিঁপুল ২ পল, গুড়ত্বক্ ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা ও নাগেশ্বর ২ তোলা এই সমুদায় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইয়া লইবে। শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৬ পল মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ইহার মাত্রা ৷৷০ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান ছাগদুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে স্বরভঙ্গ, কাস, যক্ষ্মারোগ ও শুক্রগত দোষ প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে এবং অগ্নিবৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, বায়ুর অনুলোমতা, আয়ুর্বৃদ্ধি ও বৃদ্ধেরও যৌবনভাব উপস্থিত হয়। ইহা দুর্ব্বল ও ক্ষীণধাতুর পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

যক্ষ্মারিলৌহঃ।

মধু তাপ্যং বিড়ঙ্গাশ্মজতু লৌহং ঘৃতাভয়াঃ।
ঘ্নন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং সেব্যমানা হিতাশিনা।
(সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহচূর্ণং ঘৃতমধুভ্যাং লেহ্যমিতি ভানুদাসঃ।)

স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু, হরীতকীচূর্ণ ও লৌহ এই সমুদায় ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া অবলেহ করিলে উৎকট যক্ষ্মা রোগ নিবারিত হয়।

বিন্ধ্যবাসিযোগঃ।

ব্যোষং শতাবরী ত্রীণি ফলানি দ্বে বলে তথা।
সর্ব্বাময়হরো যোগঃ সোঽয়ং লৌহরজোঽন্বিতঃ।
এষ বক্ষঃক্ষতং হন্তি কণ্ঠজাংশ্চ গদাংস্তথা।
রাজযক্ষ্মাণমত্যুগ্রং বাহুস্তম্ভমথার্দ্দিতম্।

ত্রিকটু, শতমূলী, ত্রিফলা, বেড়েলা, ও শ্বেত বেড়েলা প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৯ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে উরঃক্ষত, কণ্ঠরোগ, রাজযক্ষ্মা ও বাহুস্তম্ভ রোগ উপশমিত হয়।

যক্ষ্মান্তকলৌহঃ। (রাস্নাদিলৌহঃ।

রাস্না তালীশ কর্পূর ভেকপর্ণী শিলাহ্বয়ৈঃ।
ত্রিকত্রয়সমাযুক্তৈর্লৌহো যক্ষ্মান্তকো মতঃ।
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তমপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতম্।
হন্তি কাসং স্বরাঘাতং ক্ষয়কাসং ক্ষতক্ষয়ম্।
বলবর্ণাগ্নিপুষ্টীনাং সাধনো দোষনাশনঃ।
(শিলা শিলাজতু মনঃশিলা ইতি কেচিৎ।)

রাস্না, তালীশপত্র, কর্পূর, থুলকুড়ি, শিলাজতু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ অর্থাৎ বিড়ঙ্গ, মুতা ও চিতামূল ইহাদের প্রত্যেকের এক এক ভাগ, সমুদায়ের সমান লৌহ, একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহার অপর নাম "রাস্নাদি লৌহ"। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, স্বরভঙ্গ, ক্ষয়কাস ও ক্ষতক্ষীণ রোগ নষ্ট হয় এবং বল, বর্ণ, পুষ্টি ও অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শিলাজত্বাদিলৌহঃ।

শিলাজতু মধু ব্যোষ তাপ্য লৌহরজাংসি চ।
ক্ষীরেণ লেহিতস্তাশু ক্ষয়ং ক্ষয়মবাপ্নুয়ুঃ।
(মধু যষ্টিমধু অবাপ্নুয়ুঃ প্রাপয়েয়ুঃ অন্তর্ভূতণ্যর্থত্বাৎ।)

শিতাজতু, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহচূর্ণ, একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শীঘ্র ক্ষয়রোগ নিবারণ হয়।

ক্ষয়কেশরী।

ত্রিকটু ত্রিফলৈলাভির্জ্জাতীফল লবঙ্গকৈঃ।
নবভাগাম্বিতং লৌহং সমং সিন্দুরসন্নিভম্।
ছাগীদুগ্ধেন সম্পিষ্য বল্লমস্য প্রযোজিতঃ।
মধুনা ক্ষয়রোগাংশ্চ হন্ত্যয়ং ক্ষয়কেশরী॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাইচ, জায়ফল ও লবঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৯ তোলা, ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়রোগ নিবারণ হয়।

রসেন্দ্রগুড়িকা।

কর্ষং শুদ্ধরসেন্দ্রস্য স্বরসেন জয়ার্দ্রয়োঃ।
শিলায়াং খল্লয়েত্তাবদ্যাবৎ পিণ্ডং ঘনং ভবেৎ।
জলকর্ণাকাকমাচীরসাভ্যাং ভাবয়েৎ পুনঃ।
সৌগন্ধিকপলং ভৃঙ্গস্বরসেন সুভাবিতম্।
চূর্ণিতং রসসংযুক্তমজাক্ষীরপলদ্বয়ে।
খল্লিতং ঘনপিণ্ডস্য গুড়ীঃ স্নিগ্ধকলায়বৎ।
কৃত্বাদৌ শিবমভ্যর্চ্য দ্বিজাতীন্ পরিতোষ্য চ।
জীর্ণান্নো ভক্ষয়েদেকাং ক্ষীরমাংসরসাশনঃ।
সর্ব্বরূপং ক্ষয়ং কাসং রক্তপিত্তমরোচকম্।
অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্তমন্নপিত্তং নিযচ্ছতি।

ইষ্টকচূর্ণাদি দ্বারা মর্দ্দিত রস ২ তোলা, জয়ন্তী ও আদার রসে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডবৎ করিবে, পরে উহা জলকর্ণা ও কাকমাচীর রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিবে। পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবিত নবনীতাখ্য গন্ধকচূর্ণ ২ পল উহার সহিত মাড়িয়া কজ্জলী করিবে। অনন্তর ছাগদুগ্ধ ২ পল ঐ কজ্জলীর

সহিত মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধ মটরের ন্যায় গুড়িকা করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ কিংবা মধু ও বাসকপত্রের রস। ভুক্ত অন্নের পরিপাক হইলে ইহা সেবনীয়। পথ্য দুগ্ধ ও মাংসরস। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়, কাস, রক্তপিত্ত, অরুচি ও অম্লপিত্ত রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা।

কুমার্য্যা ত্রিফলাচূর্ণৈশ্চিত্রকস্য রসৈঃ ক্রমাৎ।
শোধয়িত্বা পুনারাজী গৃহধূম হরিদ্রয়া॥
পক্বেষ্টকারজোভিশ্চ ধূর্ত্তপত্ররসেন চ।
শৃঙ্গবেররসেনাপি শোধয়িত্বা পুনঃ পুনঃ॥
প্রক্ষালয়েৎ পুনঃ পশ্চাচ্ছানয়েদ্বসনে ঘনে।
কর্ষদ্বয়ং রসেন্দ্রস্য ভাবয়েদ্বিজয়ারসে॥
শিলায়াং খল্লয়েচ্চাপি যাবৎ পিণ্ডত্বমাগতম্।
জলকর্ণা কাকমাচীরসাভ্যাং ভাবয়েৎ পুনঃ॥
সৌগন্ধিকপলং শুদ্ধমর্দ্ধং মরিচ টঙ্গনম্।
মাক্ষিকঞ্চ শিখিগ্রীবং তালকং চাভ্রকং তথা॥
এতাংস্তু মিলিতান্ দত্বা ভাবয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ।
রক্তিদ্বয়প্রমাণেন কারয়েদ্গুড়িকাং ভিষক্॥
জীর্ণান্নো ভোজয়েদেকাং ক্ষীরমাংসরসাশনঃ।
হন্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং রক্তপিত্তমরোচকম্॥
পাণ্ডুক্রিমিহরী স্বর্য্যা কৃশানাং পুষ্টিবর্দ্ধনী।
বাজীকরণিকোদ্দিষ্টা চাম্লপিত্তহরী পরা॥

৪ তোলা পারদ লইয়া ঘৃতকুমারীর রস, ত্রিফলাচূর্ণ, চিতার রস, রাইসর্ষপ-চূর্ণ, ঝুল, হরিদ্রা, ইষ্টকচূর্ণ, ধুতুরাপত্রের রস ও আদার রস এই সকলের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া স্থূল বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে জয়ন্তী, কানছিঁড়া ও কাকমাচী ইহাদের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিয়া ও মাড়িয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজরসে শোধিত গন্ধক ১ পল, মরিচ, সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, হরিতাল ও অভ্র প্রত্যেক ৪ তোলা এই সমুদায় আদার রসে মাড়িয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। ঔষধ সেবনের পর দুগ্ধ ও মাংসের যূষ পান করা উচিত। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়-কাস, শ্বাস ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া বলবীর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কল্যাণসুন্দরাভ্রম্।

বজ্রাভ্রমেকপলিকং পুটনৈঃ সুজীর্ণং
ধাত্রী পয়োদ বৃহতীশতমূলিকেক্ষু।
বিল্বাগ্নিমন্থ জল বাসক কণ্টকারী
শ্যোণাক পাটলি বলা চ রসৈরমীষাম্॥
সংমর্দ্দিতং পলমিতৈঃ পৃথগেকশশ্চ
গুঞ্জাসমং সুবলিতং বটিকাকৃতঞ্চ।
যক্ষ্মক্ষয়ৌ সকলশোষ বলাস পিত্তং
শ্বাসং সমীরমরুচিং সকলাঙ্গসাদম্॥
শোথং স্বরক্ষয়মজীর্ণমুদর্দ্ধ শূলং
মেহং জ্বরং বিষমুরোগ্রহ পাণ্ডু হিক্কাঃ।
কার্শ্যং ক্রিমিং বলবিনাশনমম্লপিত্তং
প্লীহাময়ং সহ হলীমকমস্রগুল্মম্॥
তৃষ্ণামবাতনিচয়ং গ্রহণীং প্রদুষ্টাং
বিস্ফোট কুষ্ঠ নয়নান্তশিরোগদাংশ্চ।
মূর্চ্ছাং বমিং বিরসতাং বিনিহন্তি সদ্যঃ
কল্যাণসুন্দরমিদং বলদং সুবৃষ্যম্॥
মেধ্যং রসায়নবরং সকলাময়ানাং
নাশায় যক্ষনিবহে কথিতং হরেণ॥

জারিত অভ্র ১ পল, আমলা, মুতা, বৃহতী, শতমূলী, ইক্ষু, বিল্বপত্র, গণিয়ারীপত্র, বালা, বাসকপত্র, কণ্টকারী,

সোনাছাল, পারুল ও ঘেড়েলা ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে যক্ষ্মা, ক্ষয় ও স্বরভঙ্গাদি নানা রোগ প্রশমিত হয়।

মৃগাঙ্কচূর্ণম্।

মুক্তা শঙ্খ প্রবালানি বঙ্গঞ্চৈব সমাংশকম্।
নিম্বুরসেন সংমর্দ্দ্য ততো গজপুটে পচেৎ॥
সর্ব্বতুল্যা তুগাক্ষীরী দরদং তৎকলাংশকম্।
এতৎ সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাথ পিপ্পলী মধুসংযুতম্॥
রক্তিদ্বয়ং প্রদাতব্যং কৃচ্ছ্ররোগপ্রশান্তয়ে।
ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং যক্ষ্মাণং শ্বাসমেব চ॥
স্বরভেদং জ্বরং মেহান্ দোষত্রয়সমুত্থিতান্।
মৃগাঙ্কচূর্ণমেতদ্ধি কাসরোগকুলান্তকৃৎ॥

মুক্তা, শঙ্খ, প্রবাল ও বঙ্গ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া পাতিলেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে সর্ব্বতুল্য বংশলোচন এবং বংশলোচনের ষোড়শাংশ শোধিত হিঙ্গুল দিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ২ বা ৪ রতি মাত্রায়, পিঁপুলের গুঁড়া ও মধুর সহিত সেবন করিলে কষ্টসাধ্য ক্ষয়, কাস, যক্ষ্মা, শ্বাস, স্বরভেদ, জ্বর ও মেহরোগ আশু নিবারিত হয়। ইহা কাসরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

লবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্।

লবঙ্গকক্কোলমুশীরচন্দনং
নতং সনীলোৎপলজীরকং সমম্।
ত্রুটিঃ সকৃষ্ণাগুরুভৃঙ্গকেশরং
কণা সবিশ্বা নলদং সহাম্বুদম্॥
অহীন্দ্রজাতীফল বংশলোচনা-
সিতাষ্টভাগং সমসূক্ষ্মচূর্ণিতম্।
সুরোচনং তর্পণমগ্নিদীপনং
বলপ্রদং বৃষ্যতমং ত্রিদোষজিৎ॥
উরোবিবন্ধং তমকং গলগ্রহং
সকাসহিক্কারুচিযক্ষ্মপীনসম্।
গ্রহণ্যতীসারভগন্দরার্ব্বুদং
প্রমেহগুল্মাংশ্চ নিহন্তি সজ্বরান্॥

লবঙ্গ, কক্কোল, বেণার মূল, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, নীলোৎপল, জীরা, ছোট এলাইচ, পিপ্পলী, অগুরু, দারুচিনি, নাগকেশর, পিপ্পলী, শুঁঠ, জটামাংসী, মুতা, অনন্তমূল, জাতিফল ও বংশলোচন; এই সকল দ্রব্য সমভাগে পৃথক্ পৃথক্ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে চূর্ণের ৮ গুণ চিনি মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অরুচি নষ্ট হইয়া শরীর স্নিগ্ধ ও অগ্নির দীপ্তি হয়। ইহা মুখরোচক, তৃপ্তিকারক, অগ্ন্যুদ্দীপক, বলপ্রদ, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষ নাশক; এবং উরঃক্ষত, তমকশ্বাস, গলগণ্ড, কাস, হিক্কা, যক্ষ্মা, পীনস, গ্রহণী, অতিসার, ভগন্দর, অর্ব্বুদ, অরুচি, জ্বর, প্রমেহ ও গুল্ম প্রভৃতি রোগনাশক।

তালীশাদ্যো মোদকঃ।

তালীশপত্রং মরিচং নাগরং পিপ্পলী শুভা।
যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা ত্বগেলে চার্দ্ধভাগিকে॥
পিপ্পল্যষ্টগুণা চাত্র প্রদেয়া সিতশর্করা।
শ্বাসকাসারুচিহরং তচ্চূর্ণং দীপনং পরম্॥

হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীরোগ প্লীহশোথজ্বরাপহম্।
ছর্দ্দ্যতীসারশূলঘ্নং মূঢ়বাতানুলোমনম্॥
কল্পয়েৎ গুড়িকাঞ্চৈতচ্চূর্ণং পক্ত্বা সিতোপলাম্।
গুড়িকা হ্যগ্নিসংযোগাচ্চূর্ণাল্লঘুতরাঃ স্মৃতাঃ॥

তালীশপত্র ১ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, শুণ্ঠ ৩ ভাগ, পিপ্পলী ৪ ভাগ, বংশলোচন ৫ ভাগ এবং ছোট এলাইচ অৰ্দ্ধভাগ, দারুচিনি অৰ্দ্ধভাগ ও চিনি ৩২ ভাগ সমস্ত মিশ্রিত করিয়া এক আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা কাস, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, প্লীহা, শোষ, জ্বর, অতিসার, শূল ও বমন প্রশমিত হয়; এবং ইহা রুচিকর, অগ্ন্যুদ্দীপক ও মূঢ়বাতানুলোমক। এই চূর্ণ শর্করার সহিত পাক করিয়া গুড়িকাও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অগ্নিসংযোগ হেতু চূর্ণ হইতে গুড়িকাসমূহ লঘুতর হয়।

শৃঙ্গ্যর্জ্জুনাদ্যচূর্ণম্।

শৃঙ্গ্যর্জ্জুনাশ্বগন্ধানাগবলাপুষ্করাভয়া ছিন্নরুহাঃ।
তালীশাদি সমেতালেহ্যা মধুসর্পির্ভ্যাং যক্ষ্মহরাঃ॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে, কুড়, হরীতকী, গুলঞ্চ, তালীশপত্র, মরিচ, শুঁঠ, পিপ্পলী, দারুচিনি, এলাইচ ও চিনি; এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে যক্ষ্মারোগ বিনষ্ট হয়। ইহা এক আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

মৃগাঙ্কবটিকা।

পারদো গন্ধকঃ শুদ্ধো লৌহমভ্রঞ্চ টঙ্কনম্।
ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং তালীশং পিপ্পলী তথা॥
রক্তোৎপলং তথা লাক্ষা সর্ব্বমেকীকৃতং শুভম্।
বাসাক্বাথেন সম্ভাব্য বল্লমাত্রাং বটীং চরেৎ॥
একৈকাং বটিকাং খাদেৎ রক্তোৎপলরসপ্লুতাম্।
বাসাক্বাথেন পিপ্পল্যা চোড়ুম্বররসেন বা॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং বাপি পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভবম্॥
সর্ব্বং কাসং নিহন্ত্যাশু জ্বরং শ্বাসসমন্বিতম।
রক্তনিষ্ঠীবনং তৃষ্ণাং দাহং মেহং ভ্রমিং বমিম্॥
প্লীহ গুল্মোদরানাহ ক্রিমি কণ্ডু বিনাশিনী।
মৃগাঙ্কবটিকা হেষা বলবর্ণাগ্নিকারিণী।

(রক্তোৎপলাদীনামন্যতমেন সেব্যং নতু সর্ব্বৈরিত্যর্থঃ।

শোধিত পারদ ও গন্ধক, সহস্রপুটিত লৌহ ও অভ্র এবং সোহাগার খই, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চৈ, তালীশপত্র, পিপ্পলী, রক্তোৎপল ও লাক্ষা এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া বাসকের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ২।৩ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটী, রক্তোৎপলমূলের রস, বাসকের ক্বাথ, পিপ্পলীচূর্ণ অথবা যজ্ঞডুমুরের রস ইহাদের কোন একটির সহিত সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার কাস, শ্বাস, রক্তনিষ্ঠীবন, তৃষ্ণা, দাহ, মেহ, ভ্রমি, বমি, প্লীহা, গুল্ম, উদররোগ, আনাহবায়ু, ক্রিমি ও কণ্ডু দূরীভূত হয় এবং ইহা বল, বর্ণ ও অগ্নির দীপ্তিকর

মৃগাঙ্কো রসঃ।

স্বাত্রসেন সমং হেম মৌক্তিকং দ্বিগুণং ততঃ।
গন্ধকঞ্চ সমং তেন রসপাদন্তু টঙ্কনম্।
সর্ব্বং তদ্‌গোলকং কৃত্বা কাঞ্জিকেনাবশোষয়েৎ।
ভাণ্ডে লবণপূর্ণেঽথ পচেদ্‌যামচতুষ্টয়ম্॥
মৃগাঙ্কসংজ্ঞঃ স জ্ঞেয়ো রোগরাজনিকৃন্তনঃ।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ং চাস্য মরিচৈর্ভক্ষয়েদ্ভিষক্।
পিপ্পলীদশকৈর্ব্বাথ মধুনা লেহয়েদ্বুধঃ।
পথ্যং শুলঘু মাংসেন প্রায়শোঽস্য প্রযোজয়েৎ॥
দধ্যাজ্যং গব্যতক্রং বা মাংসমাজং প্রযোজয়েৎ।
ব্যঞ্জনৈর্ঘৃতপক্কৈশ্চ নাতিক্ষারৈরহিঙ্গুভিঃ।
বিল্বাদি তৈলং বৃন্তাকং কারবেল্লঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
স্ত্রিয়ং পরিহরেদ্দূরে কোপঞ্চাপি পরিত্যজেৎ॥

পারদ ১ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, মুক্তাভস্ম ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও সোহাগা ২ মাষা এই সমুদায় কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া গোলাকার করিবে। পশ্চাৎ ইহা শুষ্ক করিয়া মূষামধ্যে স্থাপন করিয়া লবণযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা ২ বা ৪ রত্তি। মরিচ বা পিঁপুলের গুঁড়ার সহিত মধু দিয়া মাড়িয়া সেবন করিবে। লঘু মাংসের যূষ, ছাগদধি, গব্যতক্র, ছাগমাংস ও ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জনাদি যক্ষ্মা-রোগীর পথ্য এবং অধিক ক্ষারদ্রব্য, বেগুন, তৈল, বিল্ব ও উচ্ছে প্রভৃতি দ্রব্য পরিত্যজ্য। স্ত্রীসম্পর্ক ও ক্রোধাদি একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত।

রাজমৃগাঙ্কো রসঃ।

রসভস্ম ত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্।
মৃততাম্রস্য ভাগৈকং শিলা তালক গন্ধকম্॥
প্রতিভাগদ্বয়ং তত্রাপ্যেকীকৃত্য বিধাপয়েৎ।
বরাটীং পূরয়েত্তেন চাজ্যক্ষীরেণ টঙ্কনম্॥
পিষ্ট্বা তেন মুখং রুদ্ধ্বা মৃদ্ভাণ্ডেন নিরোধয়েৎ।
শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্॥
রসো রাজমৃগাঙ্কোঽয়ং চতুর্গুঞ্জঃ ক্ষয়াপহঃ।
দশ পিপ্পলিকৈঃ ক্ষৌদ্রৈর্মরিচৈকোনবিংশতিঃ।
সঘৃতৈর্দাপয়েদ্ বাত পিত্ত শ্লেষ্মোদ্ভবে ক্ষয়ে।

পারদ ৩ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া বড় বড় কড়ির মধ্যে পূরিবে, পরে ছাগদুগ্ধে সোহাগা পেষণ করিয়া তদ্দারা ঐ কড়ি সকলের মুখ রুদ্ধ করিয়া লেপ দিবে, পশ্চাৎ লেপ শুষ্ক হইলে গজপুটে পাক করিবে, শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ২ বা ৪ রত্তি। অনুপান ঘৃত ও মধু। পিঁপুল বা মরিচের গুঁড়ার সহিত সেব্য। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়।

মহামৃগাঙ্কো রসঃ।

নিরুত্থভস্ম সৌবর্ণং দ্বিগুণং ভস্ম সূতকম্।
ত্রিগুণং ভস্ম মুক্তোত্থং শুকপুচ্ছং চতুর্গুণম্॥
মৃততাপ্যঞ্চ পঞ্চাংশং দদ্যাদত্র ভিষক্ সুধীঃ।
সপ্তভাগং প্রবালঞ্চ রসতুল্যঞ্চ টঙ্কনম্॥
সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য ত্রিদিনং নিম্ববারিণা।
তং ততো গোলকং কৃত্বা শোষয়িত্বা খরাতপে॥
লবণৈঃ পাত্রমাপূর্য্য তন্মধ্যে গোলকং ক্ষিপেৎ।
তন্মুখঞ্চ মৃদা রুদ্ধ্বা পচেদ্‌যামচতুষ্টয়ম্॥
আকৃষ্য চূর্ণিতং শুদ্ধং প্রদেয়ং পূর্ব্বভাগিকম্।
বজ্রঞ্চ তদভাবে তু বৈক্রান্তং তৎসমাংশকম্॥

মহামৃগাঙ্কঃ খলু সিদ্ধ এষ
শ্রীনন্দিনাথপ্রকটীকৃতোঽয়ম্।
বল্লোঽস্য সেব্যো মরিচাজ্যযুক্তঃ
সেব্যোঽথবা পিপ্পলিকাসমেতঃ॥
অত্রোপচারাঃ কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বে ক্ষয়গদোদিতাঃ।
বল্যং ঘৃতঞ্চ ভোক্তব্যং ত্যাজ্যং শুরবিরোধি যৎ॥
যক্ষ্মাণং বহুরূপিণং জ্বরগণং
গুল্মং তথা বিদ্রধিং
মন্দাগ্নিং স্বরভেদ কাসমরুচিং
বান্তিঞ্চ মূর্চ্ছাং ভ্রমম্।
অষ্টাবেব মহাগদান্ গর-
গণান্ পাণ্ড্বাময়ং কামলাং
পিত্তার্ত্তিং সমলগ্রহান্ বহু-
বিধানন্যাংস্তথা নাশয়েৎ॥

অতি ভস্মীকৃত স্বর্ণ ১ ভাগ, রস-সিন্দূর ২ ভাগ, মুক্তাভস্ম ৩ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৫ ভাগ, প্রবাল ৭ ভাগ ও সোহাগার খই ২ ভাগ এই সমুদায় নিমের কাথে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া গোলাকার করিবে এবং ঐ গোলক প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া মূষামধ্যে লবণযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিয়া শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইয়া তাহার সহিত হীরকভস্ম অথবা বৈক্রান্তভস্ম ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া মাড়িয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান মরিচ বা পিঁপুল চূর্ণ এবং গব্যঘৃত। এই ঔষধ সেবনকালে ঘৃতাদি বলকর দ্রব্য আহার করা এবং ক্ষয়রোগোক্ত বিধি অনুসারে চলা আবশ্যক। ইহা সেবন করিলে যক্ষ্মা, স্বরভেদ ও কাসাদি নানা রোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

রত্নগর্ভপোট্টলীরসঃ।

রসং বজ্রং হেম তারং নাগং লৌহঞ্চ তাম্রকম্।
তুল্যাংশং মারিতং যোজ্যং মুক্তামাক্ষিকবিদ্রুমম্॥
শঙ্খঞ্চ তুল্যতুল্যাংশং সপ্তাহং চার্দ্রকদ্রবৈঃ।
মর্দ্দয়িত্বা বিচূর্ণ্যাথ তেন পূর্য্যা বরাটিকাঃ॥
টঙ্কনং রবিদুগ্ধেন পিষ্ট্বা তন্মুখতো দদেৎ।
মৃদ্ভাণ্ডে তং নিরুধ্যাথ সম্যগ্‌গজপুটে পচেৎ॥
আদায় চূর্ণয়েৎ সর্ব্বং নির্গুণ্ড্যাঃ সপ্ত ভাবনাঃ।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ সপ্ত চিত্রকস্যৈকবিংশতিঃ॥
দ্রবৈর্ভাব্যং ততঃ শোষ্যং দেয়ং গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
যক্ষ্মারোগং নিহন্ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥
যোজয়েৎ পিপ্পলী ক্ষৌদ্রৈঃ সঘৃতৈর্মরিচৈস্তথা।
মহারোগাষ্টকে কাসে জ্বরে শ্বাসেঽতিসারকে॥
পোট্টলীরত্নগর্ভোঽয়ং যোগবাহেন যোজিতঃ॥
বাতব্যাধ্যশ্মরী কুষ্ঠ মেহোদর ভগন্দরাঃ।
অর্শাংসি গ্রহণীত্যষ্টৌ মহারোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

রসসিন্দূর, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, লৌহ, তাম্র, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রবাল ও শঙ্খভস্ম এই সমুদায় সমভাগে লইয়া আদার রসে ৭ দিন মাড়িয়া ও চূর্ণ করিয়া কড়ির ভিতর পূরিবে এবং কিঞ্চিৎ সোহাগা আকন্দের আঠায় পেষণ করিয়া তদ্দারা মুখ বন্ধ করিয়া মৃত্তিকার ভাণ্ডে রাখিয়া ভাণ্ড আবৃত ও লিপ্ত করিয়া যথাবিধি গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত ও চূর্ণ করিয়া নিসিন্দার রসে ৭ বার ও চিতার রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা ২ বা ৪ রতি। মধু ও পিঁপুলচূর্ণ অথবা ঘৃত ও মরিচের সহিত সেব্য। ইহা

সেবনে কৃচ্ছ্রসাধ্য যক্ষ্মা, অষ্টবিধ মহা-রোগ ও জ্বরাদি পীড়া প্রশমিত হয়।

বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেহ, উদররোগ, ভগন্দর, অর্শঃ ও গ্রহণী এই আটটী মহারোগ।

কাঞ্চনাভ্ররসঃ।

কাঞ্চনং রসসিন্দুরং মৌক্তিকং লৌহমভ্রকম্।
বিদ্রুমঞ্চাভয়া তারং কস্তুরী চ মনঃশিলা॥
প্রত্যেকং বিন্দুমাত্রঞ্চ সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ।
বারিণা বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ॥
অনুপানং প্রযোক্তব্যং যথাদোষানুসারতঃ।
নানারোগপ্রশমনং সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্॥
ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং শ্লেষ্মপিত্তসমুদ্ভবম্।
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব দোষত্রয়সমুত্থিতান্॥
অশীতিং বাতজান্ রোগান্ নাশয়েৎ সদ্য এব হি।
বলবৃদ্ধিং বীর্য্যবৃদ্ধিং লিঙ্গদার্ঢ্যং করোতি চ॥
কাঞ্চনস্য সমা কান্তির্মদনস্য সমং বপুঃ।
ভক্ষিতঃ প্রাতরুত্থায় রসোঽয়ং কাঞ্চনাভ্রকঃ॥

স্বর্ণ, রসসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, হরীতকী, রৌপ্য, মৃগনাভি ও মনছাল প্রত্যেক সমভাগে জলে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়রোগ ও কাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

বৃহৎকাঞ্চনাভ্ররসঃ।

কাঞ্চনং রসসিন্দুরং মৌক্তিকং লৌহমভ্রকম্।
বিদ্রুমং মৃতবৈক্রান্তং তারং তাম্রঞ্চ বঙ্গকম্।
কস্তুরিকা লবঙ্গঞ্চ জাতীকোষৈলবালুকম্।
প্রত্যেকং বিন্দুমাত্রঞ্চ সর্ব্বং মর্দ্দ্য প্রযত্নতঃ।
কন্যানীরেণ সংমর্দ্দ্য কেশরাজরসেন চ।
অজাক্ষীরেণ সংভাব্য প্রত্যেকং দিবসত্রয়ম্॥
চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
অনুপানং প্রদাতব্যং যথাদোষানুসারতঃ॥
নানারোগপ্রশমনঃ সর্ব্বোপদ্রবনাশকঃ।
ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং যক্ষ্মাণং শ্বাসমেব চ॥
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব দোষত্রয়সমুত্থিতান্।
সর্ব্বান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

স্বর্ণ, রসসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, মৃগনাভি, লবঙ্গ, জয়িত্রী ও এলবালুক এই সমুদায় সমভাগে একত্র মাড়িয়া ঘৃতকুমারীর রসে, কেশুরিয়ার রসে ও ছাগদুগ্ধে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে শ্বাস, কাস ও যক্ষ্মা, প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

চূড়ামণিরসঃ।

দ্বিনিষ্কং রসসিন্দুরং তদর্দ্ধং হেম জারিতম্।
নিষ্কদ্বয়ং গন্ধকঞ্চ মর্দ্দয়েচ্চিত্রকদ্রবৈঃ॥
কুমারিকাদ্রবৈর্যামং ছাগদুগ্ধৈস্ত্রিযামকম্।
মুক্তা বিদ্রুম বঙ্গানাং নিষ্কং নিষ্কং বিমিশ্রয়েৎ॥
গোলকং পূরয়েদ্ভাণ্ডে রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ।
স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণ্যার্থ ভক্ষয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ম্।
মধুনা ক্ষয়রোগঘ্নং বাতপিত্তসমুদ্ভবম্।
অজাঘৃতকাম্নুপিবেৎ শর্করা মধু সংযুতম্॥

রসসিন্দুর ১ তোলা, স্বর্ণ ।০ তোলা, গন্ধক ১ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য চিতার রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে ১ প্রহর ও

ছাগদুগ্ধে ৩ প্রহর মাড়িয়া তাহার সহিত মুক্তা, প্রবাল ও বঙ্গ প্রত্যেক ।৹ তোলা পরিমাণে মিশাইয়া মাড়িয়া চক্রাকার করিবে। পরে ঐ চক্র সকল বদ্ধমূষায় স্থাপন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। অনুপান মধু ও ছাগঘৃত। ইহা সেবন করিলে ক্ষয়রোগের শান্তি হয়।

ছাগলাদ্যঘৃতম্।

আজমাংসং তুলামানং বাসকস্য পলং শতম্।
অশ্বগন্ধা পলশতং কটাহে সমধিক্ষিপেৎ॥
জলদ্রোণে পৃথক্ পক্কা চতুর্ভাগাবশেষিতৈঃ।
কষায়ৈর্ব্বিপচেদ্‌গব্যং প্রস্থদ্বয়মিতং ঘৃতম্॥
ছাগক্ষীরং ঘৃতসমং দদ্যাৎ কল্কানি যানি চ।
বক্ষ্যাম্যতঃ পরং তানি সর্ব্বাণি শৃণু যত্নতঃ॥
অষ্টবর্গং পঞ্চমূলী চাতুর্জাতং শতাবরী।
ত্রিকটু ত্রিফলা যষ্টী বিদারী শাল্মলী বচা॥
শঙ্খপুষ্পী সুধামূলী মুশলী চবিকা তথা।
কপিকচ্ছুকবীজঞ্চ দীপ্যা খদির জীরকৌ॥
সূক্ষ্মৈলা মেথিকা ভার্গী প্রত্যেকং শুক্তিমানতঃ।
সংগৃহ্য সাধয়েৎ সর্পিঃ শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্॥
রাজযক্ষ্মণি দুঃসাধ্যে সর্ব্বকাসগদেষু চ।
স্বরভেদে ক্ষয়ে কাসে ধ্বজভঙ্গে জ্বরে তথা॥
প্রমেহে মূত্রকৃচ্ছ্রে চ রক্তপিত্তে ত্বরোচকে।
ছাগলাদ্যং ঘৃতং শস্তং সর্ব্বরোগবিনাশনম্॥

গব্যঘৃত ৮ সের। ক্কাথার্থ নপুংসক ছাগমাংস ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বাকসছাল ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগদুগ্ধ ৮ সের। কল্কদ্রব্য যথা,—অষ্টবর্গ—মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী ও ক্ষীর-কাকোলী। পঞ্চমূলী—বিল্ব, সোণা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী। চাতুর্জাত—গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর। শতমূলী, ত্রিকটু—শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ। ত্রিফলা—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া। যষ্টিমধু, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, শিমুলমূল, বচ, চোরকাঁচকীর মূল, সালমমিছরী, তালমূলী, চঁই, আল-কুশীবীজ, যোয়ান, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণজীরা, ছোট এলাইচ, মেথী ও বামনহাটীর মূল প্রত্যেক ৪ তোলা। উপরি উক্ত ক্কাথ ও কল্ক দ্বারা ঘৃতকে যথারীতি মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত পানে দুঃসাধ্য রাজযক্ষ্মা, সর্ব্বপ্রকার কাস ও স্বরভেদাদি পীড়া নিবারিত হয়।

কুঙ্কুমাদ্যং ঘৃতম্।

মধুকং ক্ষীরকাকোলী দুঃস্পর্শা দশমূলিকা।
তুলামানানি সর্ব্বাণি জলদ্রোণে পচেৎ পৃথক্॥
পাদাবশেষিতৈঃ ক্কাথৈর্ঘৃতং কুঙ্কুমমূর্চ্ছিতম্।
ঘৃতাচ্চতুর্গুণঞ্চাজং ক্ষীরং দত্বা বিপাচয়েৎ॥
দ্রব্যাণি যানি পেষ্যাণি তানি বক্ষ্যামতঃপরম্।
জীবনীয়গণো মুস্তং লবঙ্গং কুঙ্কুমং বচা॥
নীলোৎপলং বলা ব্যোষং পৃশ্নিপর্ণী হরেণুকা।
চর্ম্মকারালুকশ্ছিন্না প্রিয়ঙ্গুশ্চৈলবালুকম্॥
এলাদ্বয়ং তুগা ধাত্রী প্রসূনং মালতীভবম্।
হবুষা চবিকা পত্রং তালীশং নাগকেশরম্॥
বরদা জীরকৌ দীপ্যা প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্।
সর্ব্বাণ্যেতানি সংহৃত্য শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
হন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং জ্বরম্।
রক্তপিত্তং প্রমেহঞ্চ কুঙ্কুমাদ্যং ঘৃতং শুভম্॥

কুঙ্কুম দ্বারা মূর্চ্ছিত গব্যঘৃত ৪ সের। যষ্টিমধু ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ক্ষীরকাকোলী ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কণ্টকারী ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দশমূল ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক দ্রব্য—জীবনীয়গণ, মুতা, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, বচ, নীলোৎপল, শ্বেত বেড়েলা, ত্রিকটু, চাকুলে, রেণুক, বারাহীকন্দ, গুলঞ্চ, প্রিয়ঙ্গু, এলবালুক, বড়এলাইচ, ছোট-এলাইচ, বংশলোচন, আমলকী, মালতী-পুষ্প, হবুষ, চৈই, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, অশ্বগন্ধা, জীরা ও যোয়ান প্রত্যেক ২ তোলা। এই সকল ক্বাথ ও কল্কদ্বারা যথাবিধি পক্ক ঘৃত সেবন করিলে উৎকট রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, জ্বর, রক্তপিত্ত ও প্রমেহাদি পীড়া সত্বর নিবারিত হয়।

চন্দনাদ্যং তৈলম্।

চন্দনাম্বু নখং বাপ্যং যষ্টী শৈলেয়ং পদ্মকম্।
মঞ্জিষ্ঠা সরলং দারু শট্যেলা পূতি কেশরম্॥
পত্রং শৈলং মুরামাংসী কক্কোলং বনিতাম্বুদম্।
হরিদ্রে সারিবে তিক্তা লবঙ্গাগুরুকুঙ্কুমম্॥
ত্বগ্রেণু নলিকা চৈভিস্তৈলং মস্তচতুগু র্ণম্।
লাক্ষারসসমং সিদ্ধং গ্রহঘ্নং বলবর্ণকৃৎ॥
অপস্মারজ্বরোন্মাদকৃত্যালক্ষ্মীবিনাশনম্।
আয়ুঃপুষ্টিকরঞ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্॥

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ রক্তচন্দন, বালা, নখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু, শটী, এলাইচ, খট্টাসী, নাগকেশর, তেজপত্র, শিলারস, মুরামাংসী, কক্কোল, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, লতাকস্তুরী, লবঙ্গ, অগুরু, কুঙ্কুম, দারুচিনি, রেণুকা ও নালুকা প্রত্যেক ২ তোলা। দধির মাত ১৬ সের। লাক্ষার ক্বাথ ৪ সের। পোটলীবদ্ধ লাক্ষা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। ইহা সেবনে গ্রহণী, অপস্মার, উন্মাদ, জ্বর, যক্ষ্মা, কাস ও বক্ষোবেদনা আরোগ্য হয়।

মহাচন্দনাদি তৈলম্।

চন্দনং শালপর্ণী চ পৃশ্নিপর্ণী নিদিগ্ধিকা।
বৃহতী গোক্ষুরঞ্চৈব মুদ্গপর্ণী বিদারিকা॥
অশ্বগন্ধা মাষপর্ণী তথামলকমেব চ।
শিরীষং পদ্মকোশীরং সরলং নাগকেশরম্॥
প্রসারণী তথা মূর্ব্বা প্রিয়ঙ্গূৎপল বালকম্।
বাট্যালকং চাতিবলা মৃণালং বিস শালুকম্॥
পঞ্চাশৎপলমেতেষাং শ্বেতবাট্যালকং তথা।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্॥
অজাক্ষীরং তৈলসমং শতমূলীরসাঢ়কে।
লাক্ষারসং কাঞ্জিকঞ্চ দধিমস্তু তথৈব চ॥
হরিণ ছাগ শশক মাংসানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
চতুঃপ্রস্থং বিনিঃক্বাথ্য তৈলাঢ়কে বিপাচয়েৎ॥
শ্রীখণ্ডাগুরু কক্কোলং নখং শৈলেয় কেশরম্।
পত্রং চোচং মৃণালঞ্চ হরিদ্রে শারিবাদ্বয়ম্॥
রক্তোৎপলং নতং কুষ্ঠং ত্রিফলা চ পদ্মকম্।
মূর্ব্বা চ গ্রন্থিপর্ণী চ নলিকা দেবদারু চ॥
সরলং পদ্মকোশীরং ধাতকী বিল্বপেশিকা।
রসাঞ্জনং মুস্তকঞ্চ শৈহ্লকং বালকং বচা॥
মঞ্জিষ্ঠা লোধ্র মধুরী জীবনীয়ং প্রিয়ঙ্গুকম্।
শট্যেলা কুঙ্কুমঞ্চৈব খট্টাশী পদ্মকেশরম্॥

রাস্না চ জাতিকোষঞ্চ বিশ্বকং সধনীয়কম্।
পলার্দ্ধমেষাং প্রত্যেকং পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ ॥
মহাসুগন্ধিতৈলস্য গন্ধমত্র প্রদীয়তে।
কাশ্মীরমদ চন্দ্রাংশু সিদ্ধে পূতে বিনিক্ষিপেৎ ॥
যথালাভং শুভে পাত্রে সংগোপেন নিধাপয়েৎ।
বাতপিত্তহরং বৃষ্যং ধাতুপুষ্টিকরং পরম্ ॥
হন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং রক্তপিত্তমুরঃক্ষতম্ ॥
যেষাং ভূরিপরিশ্রমাদনুদিনং নশ্যন্তি দেহা নৃণাং
যে বা কামকলানুকূলতরুণীসঙ্গে চ নির্ধাতবঃ।
যে বা ব্যাধিবিশীর্ণতামুপগতাস্তেষাংপরং ভেষজং
বল্যং বৃষ্যতমং তনূপচয়কৃৎ শ্রীচন্দনাদ্যং মহৎ ॥

তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ রক্ত-চন্দন, শালপাণি, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোক্ষুর, মুগানী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, মাষাণী, আমলা, শিরীষছাল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, সরলকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, গন্ধভাদ্লে, মূর্ব্বামূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, মৃণাল ও পদ্মমূল মিলিত ৫০ পল, শ্বেতবেড়েলা ৫০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগদুগ্ধ, শতমূলীর রস, লাক্ষার জল বা ক্বাথ, কাঁজি ও দধির মাত প্রত্যেক ১৬ সের। হরিণ, ছাগ ও শশক প্রত্যেকের মাংস ৮ সের, প্রত্যেকের পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ ক্বাথ কর্ত্তব্য। কল্কার্থ শ্বেতচন্দন, অগুরু, কাঁকলা, নখী, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, মৃণাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রক্তোৎপল, তগরপাদুকা, কুড়, ত্রিফলা, পরূষফল, মূর্ব্বামূল, গেঁটেলা, নালুকা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, রসোত, মুতা, শিলারস, বালা, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, মউরী, জীবনীয়গণ, প্রিয়ঙ্গু, শটী, এলাইচ, কুঙ্কুম, খাটাশী, পদ্মকেশর, রাস্না, জয়িত্রী, শুঁঠ ও ধনে প্রত্যেক ৪ তোলা। বাতব্যাধ্যুক্ত মহাসুগন্ধি লক্ষ্মীবিলাস তৈলের গন্ধ দ্রব্য দ্বারা এই তৈল পাক করিবে। পাকান্তে তৈল নামাইয়া ছাঁকিয়া কুঙ্কুম, মৃগনাভি ও কর্পূর কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই তৈল মর্দ্দনে রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত ও ধাতুদৌর্ব্বল্যাদি নিবারণ হয়।

বৃহচ্চন্দ্রামৃতরসঃ।

রসগন্ধকয়োর্গ্রাহ্যং কর্ষমেকং সুশোধিতম্।
অভ্রং নিশ্চন্দ্রকং দদ্যাৎ পলার্দ্ধঞ্চ বিচক্ষণঃ ॥
কর্পূরং শাণকং দদ্যাৎ স্বর্ণং তোলকসম্মিতম্।
তাম্রঞ্চ তোলকং দদ্যাদ্বিশুদ্ধং মারিতং ভিষক্ ॥
লৌহং কর্ষং ক্ষিপেত্তত্র বৃদ্ধদারক জীরকে।
বিদারী শতমূলী চ ক্ষুরকঞ্চ তথা বলা ॥
মর্কট্যতিবলা চৈব জাতীকোষ ফলে তথা।
লবঙ্গং বিজয়াবীজং শ্বেতস্বর্জরসং তথা ॥
শাণভাগং সমাদায় চৈকীকৃত্য প্রযত্নতঃ।
মধুনা মর্দ্দয়েত্তাবদ্ যাবদেকত্বমাগতম্ ॥
চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কুরু যত্নতঃ।
ভক্ষয়েদ্বটিকামেকাং পিপ্পল্যা মধুনা সহ ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, প্রত্যেক ২ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, কর্পূর ॥০ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক (মতান্তরে) স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, বৃদ্ধদারক, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, তালমাখনা, বেড়েলা, শূকশিম্বী, গোরক্ষচাকুলে, জায়ফল,

জয়িত্রী, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ, শ্বেতধুনা প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, সমুদায় মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ রতি। পিপ্পলীচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবনীয়।

অশ্রহরারিষ্টঃ।

অশ্রুশ্রীস্বরসশ্চৈব মৃতসঞ্জীবনীং সুধাম্।
পলং পলং সমদায় ভাণ্ডমধ্যে নিধাপয়েৎ॥
মৃদালিপ্য মুখং তস্য স্থাপয়েৎ সপ্তবাসরান্।
ততঃ স্থূলপটাপূতঃ শীতলেন জলেন চ॥
সেব্যো মাষমিতো নিত্যং যামে যামে প্রযত্নতঃ।
উরঃক্ষতং রক্তপিত্তং কাসং রক্তাতিসারকম্॥
নাশয়েদ্রাজযক্ষ্মাণং রক্তপ্রদরমেব চ।
সোঽয়মশ্রহরারিষ্টঃ সর্ব্বত্রদোষনাশকঃ॥

বিশল্যকরণীর স্বরস এবং মৃতসঞ্জীবনীসুধা প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে লইয়া একত্রে ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া মৃত্তিকাদ্বারা ভাণ্ডের মুখ লেপন করিয়া দিবে। এক সপ্তাহ পরে ইহা স্থূল বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। শীতল জলের সহিত আবশ্যক মত প্রতি প্রহরে সেবনীয়। মাত্রা ৫ হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত। ইহাতে উরঃক্ষত, রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস, রক্তাতিসার, রাজযক্ষ্মা এবং রক্তপ্রদরাদি রোগ প্রশমিত হয়।

দ্রাক্ষারিষ্টঃ।

দ্রাক্ষাতুলার্দ্ধং দ্বিদ্রোণে জলস্য বিপচেৎ সুধীঃ।
পাদশেষে কষায়ে চ পূতে শীতে বিনিক্ষিপেৎ॥
গুড়স্য দ্বিতুলাং তত্র ত্বগেলা পত্র কেশরম্।
প্রিয়ঙ্গু মরিচং কৃষ্ণা বিড়ঙ্গেতি বিচূর্ণয়েৎ॥
পৃথক্ পলোন্মিতৈর্ভাগৈর্ঘৃতভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
সমস্ততো ঘট্টয়িত্বা পিবেজ্জাতরসং ততঃ॥
উরঃক্ষতং ক্ষয়ং হন্তি কাস শ্বাস গলাময়ান্।
দ্রাক্ষারিষ্টাহ্বয়ঃ প্রোক্তো বলকৃন্মলশোধনঃ॥

দ্রাক্ষা ৬।০ সের, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। এই ক্বাথে ২৫ সের গুড় গুলিয়া তাহাতে গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, মরিচ, পিঁপুল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া সমুদায় আলোড়ন পূর্ব্বক ঘৃতভাণ্ডে ১ মাস মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। পরে উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে। এই দ্রাক্ষারিষ্ট পানে উরঃক্ষত, ক্ষয়রোগ, কাস, শ্বাস ও গলরোগ নিরাকৃত এবং বলবৃদ্ধি ও মলশুদ্ধি হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং যক্ষ্মাধিকারঃ।

কাসাধিকারঃ।

বাতিক কাসচিকিৎসা।

বাস্তুকো বায়সীশাকং মূলকং সুনিষণ্ণকম্।
স্নেহাস্তৈলাদয়ো ভক্ষ্যাঃ ক্ষীরেক্ষুরসগৌড়িকাঃ।
দধ্যারনালাম্লফলং প্রসন্নাপানমেব চ॥
শস্তুতে বাতকাসে তু স্বাদ্বম্ললবণানি চ।
গ্রাম্যানূপৌদকৈঃ শালি যব গোধূম ষষ্টিকান্।
রসৈর্ম্মাষাত্মগুপ্তানাং যূষৈর্বা ভোজয়েদ্ধিতান্॥

বায়ুজন্য কাসরোগে বাস্তুকশাক, কাকমাচীশাক, কচিমূলা, শুষুণিশাক, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি স্নেহ পদার্থ এবং দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মিছরি প্রভৃতি গুড়বিকৃতি,

দধি, কাঁজি, অম্লপ্রধান ফল, প্রসন্না, সুস্বাদু দ্রব্য, দধি, অম্ল ও লবণরস সংযুক্ত দ্রব্য সকল হিতকর। গ্রাম্য অর্থাৎ ছাগাদি, আনূপ অর্থাৎ বরাহাদি ও ঔদক অর্থাৎ কচ্ছপাদি জন্তুর মাংসের যূষের সহিত শালি, যব, গোধূম, ষষ্টিক ধান্যের অন্ন, অথবা মাষকলায়ের দাইলের ও শূকশিম্বীবীজের যূষের সহিত যব, গোধূম, শালিধান্য ও ষষ্টি ধান্যের অন্ন ভোজন করা প্রশস্ত।

পঞ্চমূলীকৃতঃ ক্বাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ।
রসান্নমশ্নতো নিত্যং বাতকাসমুদস্যতি॥

বেল, শ্যোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী; ইহারা সমুদায়ে ২ তোলা, উত্তমরূপ কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে বস্ত্রপূত করিয়া লইবে। এই পঞ্চমূলের ক্বাথে পিপ্পলীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। এবং মাংসযূষের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। ইহা দ্বারা বাতকাস রোগ সত্বর বিনষ্ট হয়।

বিশ্বাদিলেহঃ।

চূর্ণিতা বিশ্ব দুস্পর্শা শৃঙ্গী দ্রাক্ষা শটী সিতাঃ।
লীঢ়া তৈলেন বাতোত্থং কাসং জয়তি দারুণম্॥

শুঁঠ, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দ্রাক্ষা, শটী ও চিনি; এই সকলের চূর্ণ তিলতৈলের সহিত লেহন করিলে অতি সুদারুণ বাতপ্রধান কাসরোগ নষ্ট হয়।

ভার্গ্যাদিলেহঃ।

ভার্গী দ্রাক্ষা শটী শৃঙ্গী পিপ্পলী বিশ্বভেষজৈঃ।
গুড়তৈলযুতো লেহো হিতো মারুতকাসিনাম্॥

বামনহাটী, দ্রাক্ষা, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপ্পলী, শুঁঠ ও পুরাতন গুড় এই সকল দ্রব্য তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে। এই লেহ সেবন করিলে বাতপ্রধান কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

অপরাজিতলেহঃ।

শটী শৃঙ্গী কণা ভার্গী গুড় বারিদ যাসকৈঃ।
সতৈলৈর্বাতকাসঘ্নো লেহোঽয়মপরাজিতঃ॥

শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিঁপুল, বামনহাটী, পুরাতন গুড়, মুতা ও দুরালভা এই সমুদায় দ্রব্য কটু তৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া অবলেহ করিলে বাতজন্য কাস নষ্ট হয়।

পৈত্তিক কাসচিকিৎসা।

পিত্তকাসে তনুকফে ত্রিবৃতাং মধুরৈর্যুতাম্।
দদ্যাদ্ঘনকফেতিক্তৈর্বিরেকার্থং যুতাং ভিষক্॥

পৈত্তিক কাসে যদি কফাংশ ক্ষীণ থাকে, তাহা হইলে বিরেচনার্থ মধুর রসের সহিত তেউড়ীর ক্বাথ সেবন করাইবে। কফ প্রবল থাকিলে উহা তিক্ত দ্রব্যের সহিত দিবে।

মধুরৈর্জাঙ্গলরসৈঃ শ্যামাক যব কোদ্রবাঃ।
মুদ্গাদিযূষৈঃশাকৈশ্চ তিক্তকৈর্মাত্রয়া হিতাঃ॥

পৈত্তিককাসে শ্যামাক, যব ও কোদ ধান্যের অন্ন, জাঙ্গল অর্থাৎ হরিণাদি পশুর মাংসের যূষের সহিত, কিংবা তিক্তশাকের সহিত মুগ প্রভৃতির যূষ ভোজন করাইবে।

দ্রাক্ষা মধুক খর্জ্জূরং পিপ্পলী মরিচান্বিতম্।
পিত্তকাসহরং হ্যেতল্লিহ্যান্মাক্ষিক সর্পিষা॥

দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, পিণ্ডখর্জ্জূর, পিঁপুল ও মরিচচূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে পিত্তজন্য কাস নষ্ট হয়।

বলা দ্বিবৃহতী বাসা দ্রাক্ষাভিঃ ক্বথিতং জলম্।
পিত্তকাসাপহং পেয়ং শর্করামধুযোজিতম্॥

বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টকারী, বাসক ও দ্রাক্ষা, ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপপূর্ব্বক পান করিলে পিত্তপ্রধান কাস নষ্ট হয়।

শরাদি পঞ্চমূলস্য পিপ্পলীদ্রাক্ষয়োস্তথা।
কষায়েণ শৃতং ক্ষীরং পিবেৎ সমধুশর্করম্॥

শর, ইক্ষু, দর্ভ, কাস ও বেণা ইহাদিগের মূল এবং পিপ্পলী ও দ্রাক্ষা; এই সকলের ক্বাথের সহিত পক্ক দুগ্ধে মধু ও শর্করা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

কাকোলী বৃহতী মেদাযুগ্মৈঃ সবৃষনাগরৈঃ।
পিত্তকাসে রসক্ষীরযূষাংশ্চাপ্যুপকল্পয়েৎ॥

পিত্তপ্রধান কাসরোগে কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বৃহতী, কণ্টকারী, মেদা, মহামেদা, বাসক ও শুঁঠ; ইহাদিগের সহিত মাংসরস, দুগ্ধ বা যূষ পাক করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

খর্জ্জূরপিপ্পলীদ্রাক্ষাসিতালাজাঃ সমাংশিকাঃ।
মধুসর্পির্যুতো লেহঃ পিত্তকাসহরঃ পরঃ॥

পিণ্ডখর্জ্জূর, পিপ্পলী, দ্রাক্ষা, চিনি ও খৈ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিলে, পৈত্তিক কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

শটী হ্রীবের বৃহতী শর্করা বিশ্বভেষজম্।
পিষ্ট্বা রসং পিবেৎ পূতং সঘৃতং পিত্তকাসনুৎ॥

শটী, বালা, কণ্টকারী, শর্করা ও শুঁঠ; এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা পীড়ন করতঃ রস গ্রহণ করিবে। এই রসের সহিত ঘৃতমিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তপ্রধান কাস-রোগ বিনষ্ট হয়।

মধুনা পদ্মবীজানাং চূর্ণং পৈত্তিককাসনুৎ॥

মধুর সহিত পদ্মবীজচূর্ণ সেবন করিলেও পিত্তকাস নিবারিত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিককাসচিকিৎসা।

বলিনং বমনেনাদৌ শোধিতং কফকাসিনম্।
যবান্নৈঃ কটুরুক্ষোষ্ণৈঃ কফঘ্নৈশ্চাপ্যুপাচরেৎ॥

শ্লৈষ্মিককাসাক্রান্ত রোগী বলবান্ থাকিলে প্রথমে তাহাকে বমন করাইয়া কফঘ্ন, কটু, রূক্ষ ও উষ্ণ যবান্ন প্রভৃতি ভোজন করাইবে।

পিপ্পলীক্ষারকৈর্যূষৈঃ কৌলত্থৈর্মূলকস্য চ।
লঘূন্যন্নানি ভুঞ্জীত রসৈর্ব্বা কটুকান্বিতৈঃ॥

পিপ্পলী ও যবক্ষারদ্বারা সংস্কৃত কুলত্থকলায়ের যূষ অথবা মূলার যূষ কিংবা কটু দ্রব্য সমন্বিত মাংসরস সহিত লঘু অন্ন আহার করিবে।

পঞ্চকোলৈঃ শৃতং ক্ষীরং কফঘ্নং লঘু শস্যতে।
শ্বাসকাসজ্বরহরং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥

পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠ; উক্ত দ্রব্যগুলি সমুদায়ে ২.তোলা লইয়া উত্তমরূপ কুট্টিত করতঃ দুগ্ধ এক পোয়া এবং জল ১ সের সহিত সিদ্ধ করিয়া ১ পোয়া থাকিতে অর্থাৎ দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। ইহা পান করিলে কাস, কফ, শ্বাস ও জ্বরের নিবৃত্তি হইয়া বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

পৌষ্করং কট্ফলং ভার্গী
বিশ্বপিপ্পলিসাধিতম্।
পিবেৎ ক্বাথং কফোদ্রেকে
কাসে শ্বাসে চ হৃদ্গ্রহে॥

কট্ফল, কুড়, বামনহাটী, শুঁঠ ও পিপ্পলী; ইহাদিগের ক্বাথ পান করিলে কফপ্রধান কাস, শ্বাস এবং হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

স্বরসং শৃঙ্গবেরস্য মাক্ষিকেণ সমন্বিতম্।
পায়য়েচ্ছ্বাসকাসঘ্নং প্রতিশ্যায়কফাপহম্॥

উপযুক্ত পরিমাণ আদার স্বরস মধুর সহিত পান করিলে শ্বাস, কফজন্য কাস, প্রতিশ্যায় ও কফরোগ বিনষ্ট হয়।

পার্শ্বশূলে জ্বরে শ্বাসে কাসে শ্লেষ্মসমুদ্ভবে।
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং দশমূলীরসং পিবেৎ॥

শ্লৈষ্মিক কাসে পার্শ্ববেদনা, জ্বর ও হাঁপানি থাকিলে পিঁপুলচূর্ণের সহিত দশমূলের ক্বাথ পান করাইবে।

নবাঙ্গযূষঃ।

মুদ্গামলাভ্যাং যবদাড়িমাভ্যাং
কর্কন্ধুনা মূলকং শুণ্ঠকেন।
শুণ্ঠীকণাভ্যাঞ্চ কুলত্থকেন
যূষো নবাঙ্গঃ কফরোগহন্তা॥

যব, আমলকী, দাড়িম, বদরী, শুষ্ক মূলা ও শুঁঠ; এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া ষড়ঙ্গ পরিভাষাক্রমে অর্দ্ধাবশেষ অর্থাৎ ক্বাথ্য দ্রব্যগুলি সমুদায়ে দুই তোলা লইয়া ৪ সের জলদ্বারা সিদ্ধ করতঃ ২ সের থাকিতে নামাইয়া লইবে। অনন্তর এই ক্বাথে উপযুক্ত মাত্রায় মুগ ও কুলত্থকলাই প্রদান করতঃ যূষ পাক করিবে, এবং শুঁঠ ও পিপ্পলীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া কটুরসযুক্ত করতঃ রোগীকে পান করিতে দিবে। অথবা সমুদায় দ্রব্য যথোক্ত মাত্রায় গ্রহণ করতঃ ক্বাথ বিধানানুসারে ক্বাথ প্রস্তুত করতঃ পঞ্চমুষ্টিবিধানে যূষ পাক করিয়া রোগীকে পানার্থ প্রদান করিবে। ইহাদ্বারা কফরোগ ও কফজন্য কাস বিনষ্ট হয়।

কট্ফলাদিঃ।

কট্ফলং কতৃণং ভার্গী মুস্তং ধান্যং বচাভয়া।
শৃঙ্গী পর্পটকং শুণ্ঠী সুরাহ্বা চ জলে শৃতম্।
মধুহিঙ্গুযুতং পেয়ং কাসে বাতকফাত্মকে।
কণ্ঠরোগে ক্ষয়ে শূলে শ্বাসহিক্কাজ্বরেষু চ॥

কট্ফল, গন্ধতৃণ, বামনহাটী, মুতা, ধনিয়া, বচ, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ক্ষেতপাপড়া, শুঁঠ ও দেবদারু; এই দ্রব্যগুলি ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের,

শেষ অর্দ্ধ পোয়া। এই ক্বাথে মধু ও হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতশ্লৈষ্মিক কাস, কণ্ঠরোগ, ক্ষয়, শূল, শ্বাস, হিক্কা ও জ্বররোগের নিবৃত্তি হয়।

কণ্টকারীকৃতঃ ক্বাথঃ সকৃষ্ণঃ সর্ব্বকাসহা॥

কণ্টকারী ২ তোলা, অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পিঁপুলচূর্ণ ১ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সকল প্রকার কাসরোগ নষ্ট হয়।

বিভীতকং ঘৃতাভ্যক্তং গোশকৃৎপরিবেষ্টিতম্।
স্বিন্নমগ্নৌ হরেৎ কাসং ধ্রুবমাস্যবিধারিতম্॥

বহেড়াফলে ঘৃত মাখাইয়া গোময়ে বেষ্টন করিয়া অগ্নিমধ্যে সিদ্ধ করিয়া মুখে ধারণ করিলে নিশ্চয়ই কাস নিবারণ হইয়া থাকে।

বাসকস্বরসঃ পেয়ো মধুযুক্তো হিতাশিনা।
পিত্তশ্লেষ্মকৃতে কাসে রক্তপিত্তে বিশেষতঃ॥

বাসকপত্রের রস মধুর সহিত সেবন করিয়া সুপথ্য ভোজন করিলে পিত্তশ্লেষ্ম কাস ও রক্তপিত্ত রোগ উপশমিত হয়।

বাসায়াঃ স্বরসং পূতং কণা মাক্ষিকসংযুতম্।
অভ্যাসান্মুচ্যতে পীত্বাপ্যসাধ্যাৎ কাসরোগতঃ।

(পুটপাকেন উৎস্বিন্ন বাসকস্ত রসো গাহ্যঃ। অত্র ক্বাথং ব্যবহরন্তি বৃদ্ধাঃ।)

পুটপাকবিধানানুসারে বাসকের রস গ্রহণ করিয়া পিঁপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত প্রত্যহ পান করিলে অতি দুঃসাধ্য কাসরোগ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বাসকস্বরসাভাবে বৃদ্ধ বৈদ্যগণ বাসকের ক্বাথ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সমূলং চিত্রকঞ্চৈব পিপ্পলীচূর্ণকং হরেৎ।
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ মধুযুক্তং ন সংশয়ঃ॥

শুকমূলা, চিতামূল ও পিপ্পলীচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কাস, শ্বাস ও হিক্কা রোগ নষ্ট হয়।

তদ্বৎ ক্রব্যাদজং মাংসং কৌলিঙ্গং মাংসমেব চ।
অসাধ্যান্মুচ্যতে ভুক্ত্বা কাসাদভ্যাসযোগতঃ॥

শ্যেন ও ফিঙ্গা প্রভৃতি পক্ষির মাংস প্রত্যহ আহার করিলে অসাধ্য কাস রোগ হইতেও মুক্তি পাওয়া যায়।

মুস্তকং পিপ্পলী দ্রাক্ষা সুপক্কং বৃহতীফলম্।
ঘৃত ক্ষৌদ্রযুতো লেহঃ ক্ষয়কাসনিবর্হণঃ।

মুতা, পিঁপুল, দ্রাক্ষা ও সুপক্ক বৃহতী ফল এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে ক্ষয়কাস নষ্ট হয়।

মরিচাদ্যং চূর্ণম্।

কর্ষঃ কর্ষার্দ্ধমথো পলং পলদ্বয়ং তথার্দ্ধকর্ষশ্চ।
মরিচস্য পিপ্পলীনাং দাড়িম গুড় যাবশূকানাম্॥
সর্ব্বৌষধৈরসাধ্যা কাসাঃ সর্ব্ববৈদ্যবিনির্মুক্তাঃ।
অপি পূয়ং ছর্দ্দয়তাং তেষামিদং মহৌষধং পথ্যঞ্চ॥

মরিচচূর্ণ ২ তোলা, পিঁপুলচূর্ণ ১ তোলা, দাড়িমবীজ চূর্ণ ৮ তোলা, পুরাতন গুড় ১৬ তোলা ও যবক্ষার ১ তোলা এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অতি দুঃসাধ্য কাস এবং যে কাসে পূয়াদি পর্য্যন্ত নির্গত হইয়া থাকে, তাহাও উপশমিত হয়।

সমশর্করচূর্ণম্।

লবঙ্গ জাতীফল পিপ্পলীনাং
ভাগান্ প্রকল্প্যাক্ষসমানমীষাম্।
পলার্দ্ধমেকং মরিচস্য দত্বাৎ
পলানি চত্বারি মহৌষধস্য॥
সিতাসমং চূর্ণমিদং প্রসহ্য
য়োগানিমানাশু বলাগ্নিহন্ত্যাৎ।
কাস জ্বরারোচক মেহ গুল্ম-
শ্বাসাগ্নিমান্দ্য গ্রহণীপ্রদোষান্॥

লবঙ্গ ২ তোলা, জায়ফল ২ তোলা, পিঁপুল ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুঁঠ ৪ পল ও চূর্ণসমষ্টির সমান চিনি। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে কাস, জ্বর ও অরুচি প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বৃহৎ তালীশাদিচূর্ণম্।

তালীশং ত্র্যষণং শৃঙ্গী ক্ষুদ্রৈলাক্ষশ্চ বৈণবী।
সর্ব্বাণি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
খাদেদস্মাৎ প্রতিদিনং মাষার্দ্ধং মধুনা সহ।
কাসং শ্বাসং রক্তপিত্তং হন্তি সর্ব্বান্ গলাময়ান্।

তালীশপত্র, ত্রিকটু, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ছোট এলাইচ, বহেড়া ও বংশলোচন সমভাগে লইয়া অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ৪ হইতে ৬ রতি মাত্রায় মধুর সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও সর্ব্বপ্রকার কণ্ঠস্থ রোগ নিবারিত হয়।

মনঃশিলাল মরিচ মাংসী মুস্তেঙ্গুদৈঃ পিবেৎ।
ধূমং ত্র্যহঞ্চ তস্যানু সগুড়ঞ্চ পয়ঃ পিবেৎ।
এষ কাসান্ পৃথগ্ জন্য সর্ব্বদোষসমুদ্ভবান্।
শতৈরপি প্রয়োগাণাং সাধয়েদপ্রসাধিতান্।

মনঃশিলা, হরিতাল, মরিচ, জটামাংসী, মুতা ও ইঙ্গুদীফল এই সমুদায় দ্রব্যের ধূমপান করাইয়া পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও গুড় সেবন করাইবে। তিন দিবস এইরূপ করিলে অতি দুঃসাধ্য কাসও নষ্ট হয়।

মনঃশিলালিপ্তদলং বদর্য্যা উপশোষিতম্।
সক্ষীরং ধূমপানঞ্চ মহাকাসনিবর্হণম্।

মনছাল জলে ঘসিয়া কতকগুলি কুলপত্রে মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। ঐ কুলপত্র সকল, অগ্নিতে দিয়া তাহার ধূম পান করিয়া পরে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিলে উৎকট কাস নষ্ট হয়।

অর্কচ্ছল্লশিলে তুল্যে ততোঽর্দ্ধেন কটুত্রিকম্।
চূর্ণিতং বহ্নিনিক্ষিপ্তং পিবেদ্ধূমন্ত যোগবিৎ।
ভক্ষয়েদথ তাম্বূলং পিবেদ্দুগ্ধমথাম্বুনা।
কাসাঃ পঞ্চবিধাঃ যান্তি শান্তিমাশু ন সংশয়ঃ।

আকন্দের ছাল ১ ভাগ, মনছাল ১ ভাগ ও ত্রিকটু অর্দ্ধভাগ এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার ধূমপানান্তে তাম্বূল ভক্ষণ ও সজল দুগ্ধ পান করিলে পঞ্চবিধ কাস প্রশমিত হয়।

মরিচ শিলার্কক্ষীরৈরার্কীং
ত্বচমাশু ভাবিতাং শুষ্কাম্।
কৃত্বা বিধিনা ধূমং পিবতঃ
কাসাঃ শমং যান্তি।

মরিচ, মনছাল ও আকন্দের ছাল আকন্দের আটায় ভাবনা দিয়া ও শুষ্ক করিয়া বিধিপূর্ব্বক তাহার ধূম গ্রহণ করিলে কাস রোগ প্রশমিত হয়।

তিন্তিড়ীপত্রজঃ ক্বাথো হিঙ্গু সৈন্ধবসংযুতঃ।
দুষ্টং কাসং জয়ত্যাশু তৃণবিন্দমিবানলঃ॥

তেঁতুলপত্রের ক্বাথের সহিত হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে দুষ্ট কাস নিবারণ হয়।

কণ্টকারীঘৃতম্।

ঘৃতং রাস্না বলা ব্যোষ শ্বদংষ্ট্রাকল্কপাচিতম্।
কণ্টকারীরসে পানাৎ পঞ্চকাসনিসূদনম্॥

ঘৃত ৪ সের। কণ্টকারীর রস ১৬ সের, অথবা কণ্টকারী ৮ সের, জল ১৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য যথা,—রাস্না, বেড়েলা, ত্রিকটু ও গোক্ষুর মিলিত ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে পঞ্চবিধ কাস রোগ নষ্ট হয়।

ব্যাঘ্রী হরীতকী।

সমূলপুষ্পচ্ছদকণ্টকার্য্যাঃ
তুলাং জলদ্রোণপরিপ্লুতাঞ্চ।
হরীতকীনাঞ্চ শতং নিদধ্যাদ্
বিপচ্য সম্যক্ চরণাবশেষম্॥
গুড়স্য দত্ত্বা শতমেবমগ্নৌ
বিপক্বমুত্তার্য্য ততঃ সুশীতে।
কটুত্রিকঞ্চ দ্বিপলপ্রমাণং
পলানি ষট্ পুষ্পরসস্য তত্র॥
ক্ষিপেচ্চতুর্জাতপলং যথাগ্নি
প্রযুজ্যমানো বিধিনাবলেহঃ।
বাতাত্মকং পিত্তকফোদ্ভবঞ্চ
দ্বিদোষকাসানপি চ ত্রিদোষম্॥
ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ক্ষতজঞ্চ হন্যাৎ
তৎ পীনসং শ্বাসমুরঃক্ষতঞ্চ।
যক্ষ্মাণমেকাদশমূগ্ররূপং
ভৃগূপদিষ্টং হি রসায়নং স্যাৎ॥

মূল, পুষ্প ও পত্র সহিত কণ্টকারী ১০০ পল, শ্লথ পোট্টলী বদ্ধ গোটা হরীতকী ১০০টা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথজলের সহিত পুরাতন গুড় ১০০ পল ও সিদ্ধ হরীতকী সকল বীজরহিত করিয়া একত্রে পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে ত্রিকটু প্রত্যেক ২ পল, চাতুর্জাত অর্থাৎ গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর মিলিত ১ পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ৬ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই অবলেহ ৪ মাষা ও হরীতকী অর্দ্ধখান এক এক মাত্রায় সেব্য। এই ঔষধ সেবন করিলে নানাবিধ, কাস, যক্ষ্মা, শ্বাস ও পীনস প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বাসাবলেহঃ।

বাসকস্বরসপ্রস্থে মাণিকা সিতশর্করা।
পিপ্পলী দ্বিপলং দত্ত্বা সর্পিষশ্চ পচেচ্ছনৈঃ॥
লেহীভূতে ততঃ পশ্চাচ্ছীতে ক্ষৌদ্রপলাষ্টকম্।
দত্ত্বাবতারয়েদ্বৈদ্যো মাত্রয়া লেহ উত্তমঃ॥
নিহন্তি রাজযক্ষ্মাণং কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্।
পার্শ্বশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং রক্তপিত্তং জ্বরং তথা॥

বাকসছাল ২ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত চিনি ১ সের ও ঘৃত ১ পোয়া মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে, লেহবৎ ঘন হইলে পিঁপুল-চূর্ণ এক পোয়া প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে উহার সহিত মধু ১ সের মিশ্রিত

করিবে। এই অবলেহ সেবনে রাজ-যক্ষ্মা, কাস, শ্বাস ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

তালীশাদ্যং চূর্ণং মোদকঞ্চ।

তালীশপত্রং মরিচং নাগরং পিপ্পলী শুভা।
যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা ত্বগেলা চার্দ্ধভাগিকে।
পিপ্পল্যষ্টগুণা চাত্র প্রদেয়া সিতশর্করা।
তালীশাদ্যমিদং চূর্ণং কাসশ্বাসহরং পরম্।
দীপনং কফবিধ্বংসি রুচিকৃদ্ বাতনাশনম্।
হৃৎ পাণ্ডু গ্রহণীরোগ প্লীহ শোথ জ্বরাপহম্।
ছর্দ্দ্যতীসারশূলঘ্নং মূঢ়বাতানুলোমনম্।
কল্পয়েন্মোদকঞ্চৈতচ্চূর্ণং পক্বা সিতোপলৈঃ।
গুড়িকা হ্যগ্নিসংযোগাচ্চূর্ণাল্লঘুতরা স্মৃতা।
পৈত্তিকে গ্রাহয়ন্ত্যেকে শুভয়া বংশলোচনম্।
বিশেষেণ হি পিপ্পল্যা চাত্মত্র পৈত্তিকাচ্ছুভা।

তালীশপত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিঁপুল ৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, গুড়ত্বক্ অৰ্দ্ধ তোলা, এলাইচ অৰ্দ্ধ তোলা ও চিনি অৰ্দ্ধ সের একত্র মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ প্রস্তুত করিবে। এই চূর্ণ সমপরিমাণে চিনির সহিত যথাবিধানে পাক করিলে মোদক প্রস্তুত হইবে। মোদক চূর্ণ অপেক্ষা লঘুতর হইয়া থাকে। এই চূর্ণ অথবা মোদক সেবন করিলে কাস, শ্বাস, অরুচি ও প্লীহা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। "পিপ্পলী শুভা" স্থানে কেহ কেহ বলেন যে পৈত্তিক কাসে শুভা-শব্দে বংশলোচন বুঝিতে হইবে এবং অন্যত্র উহা পিপ্পলী এই পদের বিশেষণ স্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে।

পঞ্চামৃতরসঃ।

শুদ্ধসূতস্য ভাগৈকং ভাগৌ দ্বৌ গন্ধকস্য চ।
ভাগদ্বয়ং মৃতং তাম্রং মরিচং দশভাগিকম্।
মৃতাভ্রস্য চতুর্ভাগং ভাগমেকং বিষং ক্ষিপেৎ।
অম্লেন মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বং মাষৈকং বাতকাসনুৎ।
অনুপানং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বিভীতকফলত্বচম্॥

পারা ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা, মরিচ ১০ তোলা, অভ্র ৪ তোলা ও বিষ ১ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার অনুপান বহেড়াফলের ছাল চূর্ণ ও মধু। ইহাতে বাতকাস নষ্ট হয়।

অমৃতার্ণবরসঃ।

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং মৃতং লৌহঞ্চ টঙ্গনম্।
রাস্না বিড়ঙ্গ ত্রিফলা দেবদারু কটুত্রিকম্।
অমৃতা পদ্মকং ক্ষৌদ্রং বিষঞ্চাপি বিচূর্ণয়েৎ।
দ্বিগুঞ্জং বাতকাসার্ত্তং সেবয়েদমৃতার্ণবম্।

পারা, গন্ধক, লৌহ, সোহাগা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, দেবদারু, ত্রিকটু, গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ ও বিষ এই সমুদায় দ্রব্য সমানভাগে লইয়া মধুর সহিত মৰ্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু। ইহা বাতিক কাসে প্রযোজ্য।

চন্দ্রামৃতবটী।

(চন্দ্রামৃতরসঃ)

ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং ধান্য জীরক সৈন্ধবম্।
প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং ছাগীক্ষীরেণ গোলয়েৎ॥

রস গন্ধক লৌহানাং প্রত্যেকং কার্ষিকং শুভম্।
টঙ্কণস্য পলং দত্ত্বা মরিচস্য পলার্দ্ধকম্॥
নবগুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা চিন্তয়িত্বামৃতেশ্বরীম্।
একৈকাং বটিকাং খাদেদ্রক্তোৎপলরসপ্লুতাম্।
নীলোৎপলরসেনাপি কুলথস্য রসেন বা॥
পিপ্পল্যা মধুনা বাপি শৃঙ্গবেররসেন বা।
হন্তি পঞ্চবিধং কাসং বাতপিত্তসমুদ্ভবম্॥
বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং দোষং পিত্তশ্লেষ্মোদ্ভবং তথা।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব নানাদোষসমুদ্ভবম্॥
রক্তনিষ্ঠীবনং চাপি জ্বরং শ্বাসসমন্বিতম্।
তৃষ্ণাং দাহং ভ্রমং হন্তি জঠরাগ্নিপ্রদীপনী।
বলবর্ণকরী হ্যেষা প্লীহগুল্মোদরাপহা।
আমাহ ক্রিমিহৃৎ পাণ্ডু জীর্ণজ্বরবিনাশিনী।
ইয়ং চন্দ্রামৃতা নাম চন্দ্রনাথেন নির্ম্মিতা।
বাসা গুড়ূচী ভার্গী চ মুস্তকং কণ্টকারিকা।
সেবনান্তে প্রকর্ত্তব্যা গুড়িকা বীর্য্যধারিণী॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চৈ, ধনিয়া, জীরা, ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ১ তোলা, পারা, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, সোহাগার খই ৮ তোলা ও মরিচ ৪ তোলা এই সমুদায় ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ৯ রতি প্রমাণ গুড়িকা করিবে। অনুপান রক্তোৎপল, নীলোৎপল, কুলথ কলাই ও আদা ইহাদের মধ্যে যে কোনটীর রস অথবা পিঁপুলচূর্ণ ও মধু। ইহা সেবন করিলে নানাবিধ কাস, রক্তবমন ও শ্বাস সহিত অন্যান্য নানারোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া বাসক, গুলঞ্চ, বামনহাটী, মুতা ও কণ্টকারী মিলিত ২ তোলা অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

শ্রীডামরানন্দাভ্রম্।

অভ্রস্যামলমারিতস্য তু পলং ক্ষুদ্রাটরূষস্থিরাং
বিল্ব শ্যোণক পাটলা কলসিকা সব্রহ্মযষ্ট্যার্দ্রকাঃ
চিত্র গ্রন্থিক গোক্ষুরং সচবিকং মার্গাস্বগুপ্তান্বিতং
সর্ব্বৈর্মর্দ্দিতমেকশশ্চ পলিকৈর্গুঞ্জার্দ্ধকং ভক্ষিতম্
কাসং পঞ্চবিধং স্বরাময়মুরোঘাতঞ্চ হিক্কাং জ্বরং
শ্বাসং পীনস মেহ গুল্মমরুচিং যক্ষ্মাস্রপিত্তং ক্ষয়ম্
দাহং মোহমশেষদোষজনিতং শূলং বলাশং ক্রিমিং
ছর্দ্দীং পাণ্ডুহলীমকং গলগদং বিস্ফোটকং কামলাম্
মন্দাগ্নিং গ্রহণীং ক্ষয়ঞ্চ যকৃতং প্লীহানমর্শাংসি ষট্
হন্ত্যাদাম কফোদ্ভবান্ গুরুগদান্ শ্রীডামরানন্দকম্
বল্যং বৃষ্যমশেষদোষহরণং ধাতুপ্রদং কামিনাং
মেধ্যং হৃদ্য রসায়নং হরমুখাজ্জ্ঞাত্বা ময়া ভাষিতম্

জারিত অভ্র ১ পল, কণ্টকারী, বাসকমূল, শালপাণি, বিল্বমূল, শোণামূল, পারুলমূল, চাকুলে, বামনহাটী, আদা, চিতামূল, পিঁপুলমূল, গোক্ষুর, চৈ, আপাঙ্গ ও আলকুশী ইহাদের প্রত্যেক এক এক পল রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা অর্দ্ধ রতি। ইহা সেবনে কাস, শ্বাস, হিক্কা, স্বরভঙ্গ ও যক্ষ্মা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

মহাকালেশ্বরো রসঃ।

মৃতং লৌহং মৃতং বঙ্গং মৃতার্কং মৃতমভ্রকম্।
শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধঞ্চ মাক্ষিকং হিঙ্গুলং বিষম্॥

জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ ত্বগেলা নাগকেশরম্।
উন্মত্তস্য চ বীজানি জয়পালঞ্চ শোধিতম্॥
এতানি সমভাগানি মর্দ্দিতং হরনেত্রকম্।
সর্ব্বদ্রব্যং ক্ষিপেৎ খল্লে লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ॥
শক্রাশনস্য স্বরসৈর্ভাবয়েদেকবিংশতিম্।
গুঞ্জামাত্রা প্রদাতব্যা চার্দ্রকস্য রসৈর্যুতা॥
তদর্দ্ধং বালবৃদ্ধেষু পথ্যং দেয়ং যথোচিতম্।
পঞ্চ কাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং রাজযক্ষ্মাণমেব চ॥
সন্নিপাতং কণ্ঠরোগমভিন্যাসমচেতনম্।
মহাকালেশ্বরো হন্তি কালনাথেন ভাষিতঃ॥

লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, অভ্র, পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, বিষ, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধুতুরাবীজ ও জয়পালবীজ প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ৩ তোলা, সিদ্ধিপত্ররসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। বাল্য ও বৃদ্ধাবস্থায় অর্দ্ধরতি প্ররিমাণে প্রযোজ্য। যথাযোগ্য পথ্য ব্যবস্থা করিবে। অনুপান আদার রস। ইহাতে কাস, যক্ষ্মা ও কণ্ঠরোগ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

বিজয়ভৈরবো রসঃ।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষমভ্রঞ্চ তালকম্।
বিড়ঙ্গং রেণুকং মুস্তমেলা গ্রন্থিক কেশরম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং শুদ্ধং জৈপালবীজকম্।
এতানি সমভাগানি গুড়ং দ্বিগুণমুচ্যতে॥
তিন্তিড়ীবীজশস্যেন প্রাতঃকালে তু ভক্ষয়েৎ।
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং গুল্মং প্রমেহং বিষমজ্বরম্॥
অজীর্ণং গ্রহণীদোষং হন্তি পাণ্ড্বাময়ং তথা।
অপানেঽহৃদয়ে শূলং বাতরোগং গলগ্রহম্॥
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতো হ্যেষ রসো বিজয়ভৈরবঃ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র, হরিতাল, বিড়ঙ্গ, রেণুক, মুতা, এলাইচ, পিঁপুলমূল, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল ও শোধিত জয়পালবীজ ইহাদের প্রত্যেকের এক এক তোলা এবং গুড় ২ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। তেঁতুলবীজের শস্য অনুপান সহ সেব্য। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, অজীর্ণ ও অন্যান্য রোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

কাসসংহারভৈরবো রসঃ।

রস গন্ধক তাম্রঞ্চ শঙ্খ টঙ্গন লৌহকম্।
মরিচং কুষ্ঠ তালীশ জাতীফল লবঙ্গকম্॥
কার্ষিকং চূর্ণমাদায় দণ্ডেনামর্দ্দ্য ভাবয়েৎ।
ভেকপর্ণী কেশরাজো নির্গুণ্ডী কাকমাচিকা॥
দ্রোণপুষ্পী শালপর্ণী শ্রীমৎসুন্দরমেব চ।
ভার্গী হরীতকী বাসা কার্ষিকৈঃ পত্রজৈ রসৈঃ॥
বটিকাং কারয়েদ্বৈদ্যঃ পঞ্চগুঞ্জাপ্রমাণতঃ।
বাতজং পিত্তজং কাসং দ্বন্দ্বজং চিরকালজম্॥
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা।
শ্রীমদ্গহননাথেন কাসসংহারভৈরবঃ॥
রসোঽয়ং নির্ম্মিতো যত্নাল্লোকরক্ষণহেতবে।
বাসা শুণ্ঠী কণ্টকারীক্বাথেন পায়য়েদ্বুধঃ॥
কাসং নানাবিধং হন্তি শ্বাসমুগ্রং গ্রহাপহঃ।
বলবর্ণকরঃ শ্রীদঃ পুষ্টিদো বহ্নিদীপনঃ॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খই, লৌহ, মরিচ, কুড়, তালীশপত্র, জায়ফল ও লবঙ্গ প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে একত্রিত করিয়া থুলকুড়ি, কেশুরিয়া, নিসিন্দা, কাকমাচী, ঘলঘসিয়া, শালপাণি, গিমা, বামনহাটী,

হরীতকী ও বাসক ইহাদের ২ তোলা পরিমিত রসে ভাবনা দিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান বাসক, শুণ্ঠী ও কণ্টকারী ইহাদের ক্বাথ। ইহাতে সকল প্রকার কাস নষ্ট হয়।

বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা।

কর্ষং শুদ্ধরসেন্দ্রস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ।
তাম্রস্য হরিতালস্য লৌহস্য চ বিষস্য চ॥
মরিচস্য চ সর্ব্বেষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণং পৃথক্ পৃথক্।
রসেন ভৃঙ্গরাজস্য নিগুণ্ডীঘণ্টকর্ণয়োঃ॥
মাণৌল্লকাকমাচীনাং কেশরাজস্য ভাবিতম্।
মাষমাণাং তু বটিকাং ততশ্চ কারয়েদ্ভিষক্॥
রসেন্দ্রগুড়িকা নাম সংসেব্যামধুনা সহ।
জীর্ণান্নো না ভবেৎ পশ্চাৎ ক্ষীরমাংসরসাশনঃ॥
অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্তমস্নপিত্তং নিযচ্ছতি।
কাসং পঞ্চবিধং হন্তি শ্বাসঞ্চৈব সুদুর্জ্জয়ম্॥
(জ্বরসংযুক্তে শ্লৈষ্মিককাসে দৃষ্টফলেয়ম্।)

পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, হরিতাল, লৌহ, বিষ ও মরিচ প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দাপত্র, ঘেঁটকোল, মাণ, ওল, কাকমাচী ও কেশুরিয়া ইহাদিগের প্রত্যেকের স্বরসে ১ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু। ইহা দ্বারা কাসাদি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়। ইহা জ্বরসংযুক্ত শ্লৈষ্মিক কাসের প্রত্যক্ষফলপ্রদ মহৌষধ।

যক্ষ্মাধিকারোক্ত স্বল্পরসেন্দ্রগুড়িকা নামক ঔষধও কাসরোগে প্রযোজ্য।

সিংহাস্যাদিবটী।

বাসাদলরসৈর্জাতো মুস্তালেহঃ পলোন্মিতঃ।
কর্ষোঽর্কমূলচূর্ণস্য ফণিফেনশ্চ তন্মিতঃ।
তদর্দ্ধং ঘনসারশ্চ সর্ব্বং সংমিশ্র্য মর্দ্দয়েৎ।
দ্বিগুঞ্জাং বা ত্রিগুঞ্জাং বা বটিকাং কারয়েৎ ততঃ
সিংহাস্যাদিবটী নাম সেব্যা চ মধুনা সহ।
হন্ত্যাশুরঃক্ষত শ্বাস রক্তপিত্ত গলাময়ান্॥
রক্তাতীসার যক্ষ্মার্শো রক্তপ্রদরমেব চ।
কাসং পঞ্চবিধং শোথং গ্রহণীঞ্চ তথা ক্ষয়ম্॥

বাসকপত্ররসের কঠিন অবলেহ ৮ তোলা, আকন্দমূলের ছাল চূর্ণ ২ তোলা, অহিফেন ২ তোলা এবং কর্পূর ১ তোলা একত্রে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মধুর সহিত সেব্য। ইহার দ্বারা রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস ও রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

শশিপ্রভা বটিকা।

ভুজঙ্গফেনং মধুকং ঘনঞ্চ
কোলাস্থিশস্যং সমভাগমেব।
আদায় তোয়েন বিমর্দ্দ্য খল্লে
দ্বিরক্তিমানা বটিকা বিরচ্য॥
তমাংসি নৈশানি শশিপ্রভেব
হন্ত্যাশ্বি কাসাদিকমামবাতম্।
উদগ্রমপ্যুত্তমদেহশূলং
গলাময়ানাময়যাতনাঞ্চ॥
তথৈব সুস্বাপবিধায়িনীয়ং
যতো নরাণাং বিবিধার্ত্তিভাজাং।
অতো গুণজ্ঞৈরুদিতো ভিষগ্ভিঃ
শশিপ্রভা সার্থকনামিকৈব।

অহিফেন, যষ্টিমধু, কর্পূর ও কুলবীজের শস্য প্রত্যেক সমভাগে লইয়া

জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা মধুর বা জলের সহিত সেবন করিলে কাস, শ্বাস, আমবাত ও শিরঃপীড়া প্রভৃতি প্রশমিত হয় এবং বিবিধ পীড়াতে নিদ্রার জন্য ইহা রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে সেবন করান যাইতে পারে।

মহোদধিরসঃ।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষঞ্চাপি বরাঙ্গকম্।
তাম্রকং বঙ্গভস্মাপি ব্যোমকঞ্চ সমাংশকম্॥
পত্রং ত্রিকটুকং মুস্তং বিড়ঙ্গং নাগকেশরম্।
রেণুকামলকঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেব চ॥
এষাঞ্চ দ্বিগুণং দত্ত্বা মর্দ্দয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
ভাবনা তত্র দাতব্যা জলপিপ্পলিকাম্বুভিঃ।
মাত্রা চণকতুল্যা তু বটিকেয়ং প্রকীর্ত্তিতা।
হন্তি কাসং তথা শ্বাসমর্শাংসি চ ভগন্দরম্।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কর্ণরোগং কপালিকাম্।
হরেৎ সংগ্রহণীরোগানষ্টৌ চ জাঠরাণি চ।
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈবাপ্যশ্মরীঞ্চ চতুর্বিধাম্॥
ন চান্নপানে পরিহার্য্যমস্তি
ন চাতপে চাধ্বনি মৈথুনে চ।
যথেষ্টচেষ্টাভিরতঃ প্রয়োগে
নরো ভবেৎ কাঞ্চনরাশিগৌরঃ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, গুড়ত্বক্, তাম্র, বঙ্গ ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং তেজপত্র, ত্রিকটু, মুতা, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, রেণুক, আমলকী ও পিঁপুলমূল ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা, সমুদায় একত্রে মর্দ্দন করিয়া বালা ও পিঁপুলের কাথে ভাবনা দিয়া চণক প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে কাস, শ্বাস ও গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিলে ইচ্ছামত আহারাদি করা যাইতে পারে।

সমশর্করলৌহম্।

লবঙ্গং কট্ফলং কুষ্ঠং যবানী ত্র্যষণং তথা।
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং বাসকং কণ্টকারিকা॥
চব্যং কর্কটশৃঙ্গী চ চাতুর্জ্জাতং হরীতকী।
শটী কক্কোলকং মুস্তং লৌহমভ্রং যবাগ্রজম্॥
সর্ব্বং প্রতি সমং চূর্ণং তাবচ্ছর্করয়ান্বিতম্।
সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে॥
নিহন্তি সর্ব্বজং কাসং বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভবম্।
ক্ষয়কাসং রক্তপিত্তং শ্বাসমাশু বিনাশয়েৎ।
ক্ষীণস্য পুষ্টিজননং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।

লবঙ্গ, কট্ফল, কুড়, যমানী, ত্রিকটু, চিতামূল, পিঁপুলমূল, বাসকমূলের ছাল, কণ্টকারী, চৈ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, শটী, কাঁকলা, মুতা, লৌহ, অভ্র ও যবক্ষার ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক ভাগ এবং চূর্ণসমষ্টির সমান চিনি সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ৪ মাষা। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কাস, রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস ও শ্বাস রোগ নষ্ট হয়।

ভাগোত্তরগুড়িকা।

রসভাগো ভবেদেকো গন্ধকো দ্বিগুণো ভবেৎ।
ত্রিভাগা পিপ্পলী পথ্যা চতুর্ভাগা বিভীতকঃ॥
পঞ্চভাগস্তথা বাসা বড়্গুণা সপ্তভাগিকা।
ভার্গী সর্ব্বমিদং চূর্ণং ভাব্যং বব্বোলজৈর্দ্রবৈঃ।
একবিংশতিবারাংস্ত মধুনা গুড়িকা কৃতা॥

বিভীতকপ্রমাণেন প্রাতরেকান্ত ভক্ষয়েৎ।
কাসং শ্বাসং হরেৎ ক্ষুদ্রাক্কাথস্তদন্থ কৃষ্ণয়া॥

পারা ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, পিঁপুল ৩ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা, বহেড়া ৫ তোলা, বাকসছাল ৬ তোলা, বামনহাটী ৭ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ ২১ বার বাব্‌লার আঠায় ভাবনা দিয়া মধু সংযুক্ত করিয়া বহেড়াফলের ন্যায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রাতে এক এক গুড়িকা ভক্ষণীয়। অনুপান পিঁপুলচূর্ণ ও কণ্টকারীর কাথ। ইহা সেবন করিলে কাস রোগ নষ্ট হয়।

বৃহৎ শশিপ্রভা বটী।

ফণিফেনঞ্চ কর্পূরং ত্র্যষণং মধুকং বচা।
বিভীতকাস্থিশস্যঞ্চ শুভা বদরবীজজম্॥
সমং সর্ব্বং সমাদায় মর্দ্দয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ।
দ্বিগুঞ্জাভা বটা দেয়া পিপ্পলীচূর্ণমাক্ষিকৈঃ॥
হন্তি কাসং তথা শ্বাসং রাজযক্ষ্মাণমেব চ।
পার্শ্বশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং গ্রহণীঞ্চ গলাময়ান্।
স্বরভঙ্গং তথা কার্শ্যং ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

অহিফেন, কর্পূর, ত্রিকটু, যষ্টিমধু, বচ, বহেড়ার বীজের শস্য, বংশলোচন ও কুলের বীজের শস্য এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে আদার রসে বা জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান পিঁপুলচূর্ণ ও মধু। ইহা সেবনে কাস, শ্বাস, রাজযক্ষ্মা, পার্শ্ববেদনা, গ্রহণী, গলরোগ ও স্বরভঙ্গ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

কাসলক্ষ্মীবিলাসঃ।

পলং বঙ্গং পলং কান্তং ঘনং তাম্রঞ্চ কাংস্তকম্।
শুদ্ধসূতং সতালঞ্চ তালাঙ্কুরকখর্পরৌ॥
কেশরাজরসেনাপি ভাবনা দিবসত্রয়ম্।
কুলত্থস্বরসেনাথ ভাবয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ॥
এলা জাতীফলাখ্যঞ্চ তেজপত্রং লবঙ্গকম্।
যমানী জীরকঞ্চৈব ত্রিকটু ত্রিফলা সমম্॥
নতং ভৃঙ্গং বংশগর্ভং কর্ষমাত্রঞ্চ কারয়েৎ।
ভাবয়েচ্চ রসেনাথ গোলয়েৎ সর্ব্বমৌষধম্॥
তৎপশ্চাৎ বটিকা কার্য্যা চণকপ্রমিতা তথা।
শীতাম্বুনা পিবেদ্ধীমানপ্রকাসনিবৃত্তয়ে॥
মৎস্যংমাংসং তথা ক্ষীরং পথ্যং স্যাৎ স্নিগ্ধভোজনম্।
ক্ষয়কাসং তথা শ্বাসং জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ॥
হলীমকং পাণ্ডুরোগং শোথং শূলং প্রমেহকম্।
অর্শোনাশং করোত্যেব বলবৃদ্ধিঞ্চ কারয়েৎ॥
কামদেবসমং বর্ণং তৃষ্ণারোচকনাশনম্।
বর্জ্জ্যং শাকাম্লমাদৌ চ ভৃষ্টদ্রব্যং হুতাশনম্॥
রসো লক্ষ্মীবিলাসোঽয়ং মহাদেবেন ভাষিতঃ॥

বঙ্গ, লৌহ, অভ্র, তাম্র, কাঁসা, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনছাল ও খর্পর প্রত্যেক ১ পল একত্র মাড়িয়া কেশুরিয়ার রসে ও কুলত্থকলায়ের কাথে ৩ দিন ভাবনা দিয়া উহার সহিত এলাইচ, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, গুড়ত্বক্, ও বংশলোচন প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার কেশুরিয়ার রসে ও কুলত্থকলায়ের কাথে মাড়িয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান শীতল জল। ইহা সেবন করিলে কাস, শ্বাস, জ্বর, পাণ্ডু, শ্লেষ্ম, দৌর্ব্বল্য ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো রসঃ।

রসগন্ধৌ তু তুল্যাংশৌ দ্বৌ ভাগৌ টঙ্কনস্য চ।
মৌক্তিকং বিদ্রুমং শঙ্খং মারণীয়ং প্রযত্নতঃ॥
হেমভস্মার্দ্ধভাগঞ্চ সর্ব্বং খল্লে নিধাপয়েৎ।
নিম্বুদ্রবস্য যোগেন পিণ্ডিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
পশ্চাদ্গজপুটং দত্বাৎ শীতলঞ্চ সমুদ্ধরেৎ।
হেমভস্মসমং তীক্ষ্ণং তীক্ষ্ণার্দ্ধং দরদো মতঃ॥
একীকৃত্য সমস্তানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
ততঃ পূজাং প্রকুর্ব্বীত রসস্য দিবসে শুভে।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো নাম রোগরাজকুলান্তকৃৎ॥

(নিম্বুদ্রবস্যেত্যত্র নিম্বুকদ্রবযোগেনেতি পাঠান্তরম্। নিম্বুকদ্রবো জম্বীররসঃ ইতি কেচিৎ।)

রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খই ২ তোলা (প্রথমে সোহাগার খই চূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইবে), মুক্তা, প্রবাল ও শঙ্খ প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণভস্ম অর্দ্ধ তোলা এই সমুদায় পাতিলেবুর রসে মাড়িয়া গোলাকার করিয়া পশ্চাৎ তীব্র অগ্নিতে রুদ্ধমূষায় গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে উহা তুলিয়া লইয়া লৌহ অর্দ্ধ তোলা ও হিঙ্গুল চারি আনা মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মাড়িবে। ইহার মাত্রা ২ রতি। অনুপান পিঁপুলচূর্ণ ও মধু। ইহা সেবন করিলে যক্ষ্মা ও সর্ব্বপ্রকার কাস রোগ প্রশমিত হয়।

শৃঙ্গারাভ্রম্।

শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণং দ্বিপল-
পরিমিতং শাণমানং যদন্তৎ,
কর্পূরং জাতিকোষং সজল-
মিভকণা তেজপত্রং লবঙ্গম্।
মাংসী তালীশ চোচে গজ-
কুসুম গদং ধাতকী চেতি তুল্যং,
পথ্যা ধাত্রী বিভীতং ত্রিকটু-
রথ পৃথক্ স্বর্দ্ধশাণং দ্বিশাণম্॥
এলা জাতীফলাখ্যং ক্ষিতিতল-
বিধিনা শুদ্ধগন্ধাশ্মকোলং,
কোলার্দ্ধং পারদস্য প্রতিপদ-
বিহিতং পিষ্টমেকত্র মিশ্রম্।
পানীয়েনৈব কার্য্যাঃ পরিণত-
চণকস্বিন্নতুল্যাশ্চ বট্যঃ,
প্রাতঃ খাদ্যাশ্চতস্রস্তদনু কতিপয়ং
শৃঙ্গবেরং সপর্ণম্॥
পানীয়ং পীতমস্তে ধ্রুবমপ-
হরতি ক্ষিপ্রমাদৌ বিকারান্,
কোষ্ঠে দুষ্টাগ্নিজাতান্ জ্বরমুদর-
রুজো রাজযক্ষ্ম ক্ষয়ঞ্চ।
কাসং শ্বাসং সশোথং নয়ন-
পরিভবং মেহমেদোবিকারান্,
ছর্দ্দিং শূলাম্লপিত্তং তৃষমপি
মহতীং গুল্মজালং বিশালম্॥
পাণ্ডুত্বং রক্তপিত্তং গরগরল-
গদান্ পীনসান্ প্লীহরোগান্,
হন্যাদামানিলোত্থান্ কফপবন-
কৃতান্ পিত্তরোগানশেষান্।
বল্যো বৃষ্যশ্চ ভোগ্যস্তরুণ-
তরকরঃ সর্ব্বরোগে প্রশস্তঃ,
পথ্যং মাংসৈশ্চ যূষৈর্ঘৃত-
পরিললিতৈর্গব্যদুগ্ধৈশ্চ ভূয়ঃ॥
ভোজ্যং মিষ্টং যথেষ্টং ললিত-
ললনয়া দীয়মানং মুদেদং,
শৃঙ্গারাভ্রেণ কামী যুবতি-
জনশতাভোগযোগাদতুষ্টঃ।
বর্জ্জ্যং শাকাম্লমাদৌ দিনকতি-
চিদথ স্বেচ্ছয়া ভোজ্যমস্মাদ্-
দীর্ঘায়ুঃ কামমূর্ত্তির্গত-
বলিপলিতো মানবোঽস্য প্রসাদাৎ॥

অভ্র ১৬ তোলা, কর্পূর, জয়িত্রী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, গুড়ত্বক্, নাগেশ্বর, কুড় ও ধাইফুল প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও ত্রিকটু প্রত্যেক চারি আনা, এলাইচ ও জায়ফল প্রত্যেক ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ অর্দ্ধ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য জলে মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধ চণক প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। কিঞ্চিৎ আদা ও পানের সহিত সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলপান করা কর্ত্তব্য। ইহা সেবন করিলে কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি ও বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়।

বসন্ততিলকরসঃ।

হেম্নো ভস্মকতোলকং দ্বিঘনকং লৌহত্রয়ং পাবদা-
চ্চত্বারো নিয়তস্তু বঙ্গযুগলং চৈকীকৃতং মর্দ্দয়েৎ।
মুক্তাবিদ্রুময়ো রসেন সমতা গোক্ষুরবাসেক্ষুণা
যামং বস্তকরীষকাগ্নি সিকতাযন্ত্রে পচেৎ সপ্ততঃ॥
কস্তূরী ঘনসারমর্দ্দিতরসঃ পশ্চাৎ সুসিদ্ধো ভবেৎ
কাস শ্বাসসপিত্তবাতকফজিৎপাণ্ডুক্ষয়াদীন্ হরেৎ
শূলাদি গ্রহণীবিষাদিহরণো মেহাশ্চবিবিংশতিম্ ॰
হৃদ্রোগাপহরো জরাদিশমনো বৃষ্যো বয়োবর্দ্ধকঃ
শ্রেষ্ঠঃ পুষ্টিকরো বসন্ততিলকো মৃত্যুঞ্জয়েনোদিতঃ॥

স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা ও প্রবাল ৪ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য গোক্ষুর, বাসক ও ইক্ষুর রসে মর্দ্দন করিয়া বস্তমূত্রার বিল ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে বালুকাযন্ত্রে ৭ প্রহর পাক করিবে। পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া তাহার সহিত মৃগনাভি ৪ তোলা ও কর্পূর ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া মাড়িয়া লইবে। ইহা কাস ও ক্ষয়রোগের মহৌষধ। মাত্রা ২ রতি। অনুপান পিঁপুলের গুঁড়া ও মধু।

সার্ব্বভৌমরসঃ।

জীর্ণং সুবর্ণং লৌহঞ্চ শৃঙ্গারাভ্রেঽর্পয়েদ্যদি।
তদায়ং সর্ব্বরোগাণাং সার্ব্বভৌমো ন সংশয়ঃ॥

শৃঙ্গারাভ্র রসে জারিত স্বর্ণ ও লৌহ ২ মাষা মিশ্রিত করিলে উহাকে সার্ব্বভৌম রস কহে। ইহা কাস রোগের শ্রেষ্ঠ মহৌষধ।

কাসকুঠারঃ।

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং সব্যোষং টঙ্কণং তথা।
ত্রিগুঞ্জমার্দ্রকদ্রাবৈঃ সন্নিপাতং সুদারুণম্।
কাসং নানাবিধং হন্তি শিরোরোগং সুদুঃসহম্।

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, সোহাগা, ত্রিকটু, আদার রস সহ মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি।

বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্রম্।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব টঙ্কণং নাগকেশরম্।
কর্পূরং জাতীকোষঞ্চ লবঙ্গং তেজপত্রকম্।
সুবর্ণঞ্চাপি প্রত্যেকং কর্ষমাত্রং প্রকল্পয়েৎ।
শুদ্ধ কৃষ্ণাভ্রচূর্ণন্তু চতুঃকর্ষং প্রযোজয়েৎ।
তালীশ ঘন কুষ্ঠানি মাংসী ত্বক্ ধাত্রিপুষ্পিকা।
এলাবীজং ত্রিকটুকং ত্রিফলা করিপিপ্পলী॥

কর্ষযুগঞ্চ চৈতেষাং পিপ্পলীক্কাথমর্দ্দিতম্।
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং চোচং ক্ষৌদ্রসমাবৃতম্।
অগ্নিমান্দ্যাদিকান্ রোগানরুচিং পাণ্ডুকামলাম্।
উদরাণি তথা শোথমানাহং জ্বরমেব চ॥
গ্রহণীং শ্বাসকাসঞ্চ হন্যাদ্‌যক্ষ্মাণমেব চ।
নানারোগপ্রশমনং বলবর্ণাগ্নিকারকম্।
বৃহচ্চন্দ্রাভ্রনাম বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম।
এতদভ্যাসযোগেন নির্ব্যাধির্জায়তে নরঃ॥

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, নাগেশ্বর, কর্পূর, জয়িত্রী, লবঙ্গ, তেজপত্র, ধুস্তূর-বীজ প্রত্যেক ২ তোলা, অভ্রভস্ম ৮ তোলা, তালীশপত্র, মুতা, কুড়, জটা-মাংসী, দারুচিনি, ধাইফুল, এলাইচ, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও গজপিপ্পলীচূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা একত্র করিয়া পিপ্পলীর ক্বাথে ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া দারুচিনির চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিবে। ইহা কাসরোগনাশক।

চন্দনাদ্যং তৈলম্।

চন্দনাগুরু তালীশ মঞ্জিষ্ঠা নখ পদ্মকম্।
মুস্তকঞ্চ শটী লাক্ষা হরিদ্রা রক্তচন্দনম্।
এষাং প্রতিপলৈশ্চূর্ণৈস্তৈলার্দ্ধ পাত্রকং পচেৎ।
ভার্গী বাসা কণ্টকারী বাট্যালক গুড়ূচিকাঃ।
এষাং শতপলে ক্বাথে সমভাগে জডীকৃতে।
পক্কা তৈলং প্রদাতব্যং রাজযক্ষ্মবিনাশনম।
কাসঘ্নং গরদোষঘ্নং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
পাপালক্ষ্মীপ্রশমনং গ্রহদোষবিনাশনম।
আদৌ কল্কং প্রদাতব্যং গন্ধদ্রব্যং ততঃপরম্।
তৈলমুত্তার্য্য দাতব্যং শিহ্লকং কুঙ্কুমং নখম্।
গন্ধচন্দন কর্পূরমেলাবীজং লবঙ্গকম্।

তিলতৈল ৮ সের। কল্কার্থ শ্বেত-চন্দন, অগুরু, তালীশপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, নখী, পদ্মকাষ্ঠ, মুতা, শটী, লাক্ষা, হরিদ্রা ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ১ পল। ক্বাথার্থ বামনহাটী, বাসকছাল, কণ্টকারী, বেড়েলা ও গুলঞ্চ, মিশ্রিত ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; এই ক্বাথেই কল্ক পাক করিতে হয়। কল্কপাকার্থ অন্য জল দিবার প্রয়োজন নাই। কল্কপাকান্তে গন্ধ দ্রব্যের মধ্যে শিলারস, কুঙ্কুম, নখী, শ্বেতচন্দন, কর্পূর এলাইচ ও লবঙ্গ এই সমুদায় দ্রব্য, তৈল নামাইয়া সর্ব্বশেষে প্রদান করিতে হয়। এই তৈল মর্দ্দনে যক্ষ্মা ও কাস রোগ প্রশমিত হয়।

(কাস) বাসাচন্দনাদ্যং তৈলম্।

চন্দনং রেণুকা পূতির্হয়গন্ধা প্রসারণী।
ত্রিসুগন্ধি কণামূলং নাগকেশরমেব চ॥
মেদে দ্বে চ ত্রিকটুকং রাস্না মধুক শৈলজম্।
শটী কুষ্ঠং দেবদারু বনিতা চ বিভীতকম্॥
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈঃ পচেচ্চৈতলাঢকং ভিষক্।
বাসায়াশ্চ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
লাক্ষারসাঢকঞ্চৈব তথৈব দধিমস্তকম্।
চন্দনঞ্চামৃতা ভার্গী দশমূলং নিদিগ্ধিকা॥
এতেষাং বিংশতিপলং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষে স্থিতে ক্বাথে তৈলং তেনৈব সাধয়েৎ।
কাসান্ জ্বরান্ রক্তপিত্তং পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
কামলাঞ্চ ক্ষতক্ষীণং রাজযক্ষ্মাণমেব চ॥
শ্বাসান্ পঞ্চবিধান্ হন্তি বলবর্ণাগ্নিপুষ্টিকৃৎ।
তৈলং বাসাচন্দনাদি কৃষ্ণাত্রেয়েণ ভাষিতম্॥

তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ বাসক-ছাল ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; রক্তচন্দন, গুলঞ্চ,

বামনহাটী, মিলিত দশমূল ও কণ্টকারী প্রত্যেক ২০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ রক্তচন্দন, রেণুক, খাটাশী, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, পিঁপুলমূল, নাগেশ্বর, মেদ, মহামেদ, ত্রিকটু, রাস্না, যষ্টিমধু, শৈলজ, শটী, কুড়, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু ও বহেড়া, প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল মর্দ্দনে কাস, রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়।

কাসেঽহিফেনসেবনগুণাঃ।

সিংহাস্যাদি প্রভৃতিকমহিফেনবদৌষধম্।
অহিফেনাসবশ্চৈব সোঽহিফেনশ্চ কেবলঃ॥
নাশয়েদ্রাজযক্ষ্মাণং রক্তপিত্তমুরঃক্ষতম্।
শ্বাসং কাসং শিরঃশূলং মধুমেহং গলাময়ম্।
যক্ষ্মাদিষ্বহিফেনো হি পরং ভেষজমুচ্যতে॥

সিংহাস্যাদি বটী প্রভৃতি অহিফেন-ঘটিত ঔষধ সমস্ত, অহিফেনাসব এবং কেবলমাত্র অহিফেন সেবনে রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, শ্বাস, কাস, শিরঃশূল, মধুমেহ এবং কণ্ঠরোগ প্রশমিত হয়। অহিফেন উৎকট কাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের একটী মহৌষধ।

বাসারিষ্টঃ।

বাসাস্বরসমাদায় মৃতসঞ্জীবনীসমম্।
সংমিশ্র্য ভিষগস্তোঽস্তং বাসরে শুভতারকে।
মৃদ্ভাণ্ডে কাচভাণ্ডে বা নিরুধ্য তন্মুখং দৃঢ়ম্।
সপ্তাহং স্থাপয়েৎ যত্নাৎ পূতীকুর্য্যাৎ তু বাসসা।
বাসারিষ্টঃ সুসেব্যোঽয়ং মাষমাত্রো দিনে দিনে।
নরৈঃ পথ্যাশিভির্নিত্যং দেবভূদেবভক্তকৈঃ।
কাসং শ্বাসং রক্তপিত্তং কণ্ঠরোগমুরঃক্ষতম্।
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ রোগান্ জয়েদাশু ন সংশয়ঃ॥

বাসকপত্রের রস বা ক্বাথ এবং মৃতসঞ্জীবনীসুধা সমভাগে একত্র মৃণ্ময় বা কাচপাত্রে উত্তমরূপে মুখবন্ধ করিয়া ৭ দিবস রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া ১ মাষা বা ৫ বিন্দু মাত্রায় কিঞ্চিৎ জলের সহিত সেবনে কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

উরঃক্ষতে যক্ষ্মণি রক্তপিত্তে
শ্বাসে চ কাসেঽভিহিতা বিভজ্য।
যে চাগদা বৈদ্যবিমূঢ়চেতসঃ
সুখাববোধায় যথাধিকারম্॥
ভেদোদিতান্ পঞ্চসু তানমীষু
ধীমান্ প্রযুঞ্জীত পরস্পরঞ্চ।
বীক্ষ্যাগদদ্রব্যগতানদোষান্
দোষান্ গদে দোষবলাবলং বা॥

(ফুস্ফুসমধিকৃত্য জাতত্বাৎ প্রায়েণৈষাং রোগাণামেকজাতীয়ত্বম্। অতএব ভেষজানাম-ন্যোন্যপ্রয়োগোপদেশঃ।)

অল্পমতি চিকিৎসকদিগের অনায়াসে বোধের জন্য অধিকারানুসারে বিভাগ করিয়া উরঃক্ষত, রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, শ্বাস এবং কাস রোগে যে সমস্ত ঔষধ উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ পঞ্চরোগাধিকারোক্ত ঔষধ সমস্তই বুদ্ধিমান্ ভিষক্ ঔষধগত দ্রব্যের গুণ, দোষ এবং ব্যাধিগত দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া উক্ত উরঃক্ষতাদি পঞ্চরোগেই পরস্পর প্রয়োগ করিবেন। কারণ উহারা প্রায় সকলেই ফুস্ফুস্ সম্বন্ধীয় পীড়া।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং কাসাধিকারঃ।

স্বরভঙ্গাধিকারঃ।

বাতে সলবণং তৈলং পিত্তে সর্পিঃ সমাক্ষিকম্।
কফে সক্ষার কটুকং ক্ষৌদ্রং কবড় ইষ্যতে॥
গলে তালুনি জিহ্বায়াং দন্তমূলেষু চাশ্রিতঃ।
তেন নিষ্ক্রয্যতে শ্লেষ্মা স্বরশ্চাশু প্রসীদতি।
স্বরোপঘাতে মেদোজে কফবদ্বিধিরিষ্যতে।
ক্ষয়জে সর্ব্বজে চাপি প্রত্যাখ্যায় চরেৎ ক্রিয়াম্॥

বায়ুজন্য স্বরভঙ্গে তৈল ও লবণ, পৈত্তিকে ঘৃত ও মধু এবং কফজে ক্ষার, কটু দ্রব্য ও মধু একত্র করিয়া কবল গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ ঐ ঐ দ্রব্য দ্বারা মুখের অর্দ্ধভাগ পূরণ ও উহা চর্ব্বণ করিয়া ফেলিয়া দিবে। ইহাতে গল, তালু, জিহ্বা ও দন্তমূলাশ্রিত শ্লেষ্মা দূরীভূত হইয়া মুখ ও কণ্ঠ পরিষ্কৃত হয়। মেদোজন্য স্বরভেদে কফজ স্বরভঙ্গের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। ক্ষয়জাত ও সান্নিপাতিক স্বরভঙ্গ অপ্রতীকার্য্য।

আদ্যে কোষ্ণং জলং পেয়ং জগ্ধ্বা ঘৃতগুড়ৌদনম্।
ক্ষীরান্নপানং পিত্তোত্থে পিবেৎ সর্পিরতন্দ্রিতঃ॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্।
পিবেন্মূত্রেণ মতিমান্ কফজে স্বরসংক্ষয়ে॥
(আদ্যে বাতিকে ইত্যর্থঃ।)

বায়ুপ্রধান স্বরভঙ্গরোগে, ঘৃত ও গুড়ের সহিত অন্ন আহার করিয়া ঈষদুষ্ণ জল পান করিবে। পিত্তাধিক্য স্বরভেদে দুগ্ধান্ন ভোজন এবং বাসাদিঘৃত ও বিদারীঘৃত প্রভৃতি পিত্তকাসোক্ত ঘৃত পান করিবে।

কফপ্রধান স্বরভঙ্গে, যথোপযুক্ত মাত্রায় পিঁপুল, পিঁপ্পলীমূল, মরিচ, শুঁঠ ইহাদিগের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত পান করিবে।

চব্যাদিচূর্ণম্।

চব্যাম্লবেতস কটুত্রিক তিন্তিড়ীক-
তালীশ জীরক তুগা দহনৈঃ সমাংশৈঃ।
চূর্ণং গুড়ৈর্বিমৃদিতং ত্রিসুগন্ধিযুক্তং
বৈস্বর্য্য পীনস কফারুচিষু প্রশস্তম্।

চৈঁই, অম্লবেতস, ত্রিকটু, তিন্তিড়ী, তালীশপত্র, জীরা, বংশলোচন, চিতামূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া পুরাতন গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে স্বরভঙ্গ, পীনস, শ্লেষ্মা ও অরুচি নষ্ট হয়।

স্বরভঙ্গহরা যোগাঃ।

অজমোদাং নিশাং ধাত্রীং ক্ষারং বহ্নিং বিচূর্ণয়েৎ।
মধুসর্পির্যুতং লীঢ়া স্বরভেদমপোহতি॥

বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার ও চিতামূল এই সমুদায়ের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে স্বরভেদ নিবারণ হয়।

তৈলাক্তং স্বরভেদে বা খদিরং ধারয়েন্মুখে।
পথ্যাং বা পিপ্পলীযুক্তাং সংযুক্তাং নাগরেণ বা॥

স্বরভেদরোগে, খদির ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিবে। অথবা হরীতকী ও পিপ্পলীচূর্ণ কিংবা হরীতকী ও শুণ্ঠীচূর্ণ মুখমধ্যে ধারণ করিবে। ইহাদ্বারা স্বরভেদ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

কলিতফলকল সিন্ধুকণাচূর্ণং তক্রেণ লীঢ়মপহরতি।
স্বরভেদং গোপয়সা পীতং বামলকং চূর্ণঞ্চ।

বহেড়া, সৈন্ধবলবণ ও পিপ্পলী; ইহাদিগের সমভাগ চূর্ণ তক্রের সহিত লেহন করিলে অথবা আমলকীচূর্ণ গব্য-দুগ্ধের সহিত পান করিলে, স্বরভঙ্গ-রোগের শান্তি হয়।

শর্করা মধুমিশ্রাণি শৃতাণি মধুরৈঃ সহ।
পিবেৎ পয়াংসি যস্তোচ্চৈর্ব্বদতোঽভিহতঃস্বরঃ।

উচ্চ কথা বলিতে যাহার স্বরভঙ্গ হয়, সেই ব্যক্তি কাকোল্যাদিগণের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহাতে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ করতঃ পান করিবে।

বদরীপত্রকল্কং বা ঘৃতভৃষ্টং সসৈন্ধবম্।
স্বরোপঘাতে কাসে চ লেহমেতং প্রযোজয়েৎ।

কুলপাতা সৈন্ধবলবণের সহিত ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে স্বরভঙ্গ ও কাস নিবারণ হয়।

কৃচ্ছ্রা বিবিধয়ার্ত্তানাং বলাসাদ্ রসসেবনাৎ।
কাসার্ত্তানাং যক্ষ্মিণাং বা জায়ন্তে প্রায়শো নৃণাম্।
কণ্ঠেঽম্বুবন্ধভাবেন যে চ শোথক্ষতাদয়ঃ।
তে চিকিৎস্যাঃ পৃথঙ্ নৈব জিগীষেত্তাস্তমাময়ম্।
সহৈব বা তথা শান্তিরিতি বৃদ্ধমতং স্মৃতম্।
তে চাপি কণ্ঠশোথাদ্যা বৃংহিতা জনয়ন্ত্যপি।
অনন্যহেতুকং তেষাং স্বরভেদং সুদারুণম্।
হেতুনলভমানোঽপি প্রাগ্‌দিষ্টানতিগৌরবাৎ।
যৎ স্বাতন্ত্র্যং মন্যমানো ভিষক্‌পাশো বিমুহ্যতি।
মুখ্যাময়ে প্রশান্তে তু সোঽপি শাম্যেন্ন সংশয়ঃ।
ঊর্ণাময়েণ বস্ত্রেণ ছাদয়েদথবা গলম্।
লেপয়েদ্বা প্রলেপেন সর্ব্বেষামেব শান্তয়ে।
ধারয়েৎ কিঙ্কিরাটাদি কবলং যত্নতস্তথা।

শ্লেষ্মা ও পারদ নিবন্ধন বিবিধ পীড়া-গ্রস্ত, কাস এবং যক্ষ্মারোগীর প্রায় কণ্ঠশোথ ও কণ্ঠগত প্রভৃতি পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহাদের পৃথক্ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য নহে। কেবলমাত্র মূলরোগের চিকিৎসা করিলেই অথবা স্থলবিশেষে মূলরোগের সহিত উপস্থিত রোগের চিকিৎসা করিলে তাহার শান্তি হইয়া থাকে। ইহাই প্রাচীন মত বলিয়া বিদিত আছে। কণ্ঠশোথ প্রভৃতি অতি-শয় বৰ্দ্ধিত হইলে তজ্জন্য দারুণ স্বরভঙ্গ উপস্থিত হয়। এই স্বরভেদে চিকিৎসক-গণ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অত্যুচ্চভাষণাদি নিদান না পাইলেও প্রায়ই স্বতন্ত্র রোগ বোধ করিয়া ভ্রমে পতিত হন। মূলরোগের শান্তি হইলে এই স্বরভেদ রোগও উপ-শমিত হয়। সেই সকল রোগ শান্তির জন্য স্থলবিশেষে ঊর্ণাবস্ত্র দ্বারা গলদেশ আচ্ছাদিত করিবে, শ্লেষ্মনাশক প্রলেপ দিবে এবং কিঙ্কিরাটাদি কবল ধারণ অর্থাৎ কুল্লী করিতে দিবে।

কিঙ্কিরাটাদিঃ।

কিঙ্কিরাটং স্থূলপত্রাং তিন্দুকং বকুলত্বচম্।
সমভাগাং সমাদায় তৎষোড়শগুণেঽম্ভসি।
পচেদৰ্দ্ধাবশিষ্টঃ স কবলো ধার্য্যতে যদি।
স্বরভেদং ক্ষতং হন্ত্যাস্যপাকং শোণিতস্রুতিম্।

বাবলা, জাম, গাব ও বকুল এই চারি বৃক্ষের ছাল সমভাগে লইয়া সমষ্টির ১৬ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঈষদুষ্ণ

থাকিতে তাহার কবল গ্রহণ করিলে স্বরভঙ্গ, মুখমধ্যে ক্ষত, ব্যথা এবং রক্তস্রাবাদি উপশমিত হয়।

হরীতকীক্কাথঃ।

ক্কাথং যশ্চ হরীতক্যা ধারয়েৎ সহ শুভ্রয়া।
রক্তস্রাবাদিকং সোঽপি জয়েদাশু বিনিশ্চিতম্॥

হরীতকীসিদ্ধ জলের সহিত কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরী মিশ্রিত করিয়া কবল ধারণ করিলে মুখমধ্যের ক্ষত ও রক্তস্রাবাদি রোগ নিবারিত হয়।

ব্যাঘ্রীঘৃতম্।

ব্যাঘ্রীস্বরস বিপক্কং রাস্নাবাট্যাল গোক্ষুরব্যোষৈঃ।
সর্পিঃ স্বরোপঘাতং হন্যাৎ কাসঞ্চ পঞ্চবিধম্॥
শুষ্কদ্রব্যমুপাদায় স্বরসানামসম্ভবে।
বারিণ্যষ্টগুণে সাধ্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্॥

গব্যঘৃত ৪ সের, কণ্টকারীর রস ১৬ সের, কল্কার্থ রাস্না, বেড়েলা, গোক্ষুর ও ত্রিকটু মিলিত ১ সের। কাঁচা কণ্টকারীর অভাবে শুষ্ক কণ্টকারী ৮ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া লইয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্কাথের দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে স্বরভেদ ও কাস নিবারণ হয়।

সারস্বতঘৃতম্। (ব্রাহ্মীঘৃতম্।)

সমূলং পত্রমাদায় ব্রাহ্মীং প্রক্ষাল্য বারিণা।
উদূখলে ক্ষোদয়িত্বা রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ॥
রসে চতুর্গুণে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ঔষধানি তু পেষ্যাণি ত্বানীমানি প্রদাপয়েৎ॥
হরিদ্রা মালতী কুষ্ঠং ত্রিবৃতা সহরীতকী।
এতেষাং পলিকান্ ভাগান্ শেষাণি কার্ষিকাণি চ॥
পিপ্পল্যোঽথ বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং শর্করা বচা।
সর্ব্বমেতৎ সমালোড্য শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
এতৎপ্রাশিতমাত্রেণ বাগ্বিশুদ্ধিঃ প্রজায়তে।
সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে॥
অর্দ্ধমাসপ্রয়োগেণ সোমরাজীবপুর্ভবেৎ।
মাসমাত্রপ্রয়োগেণ শ্রুতমাত্রন্তু ধারয়েৎ॥
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি অর্শাংসি বিবিধানি চ।
পঞ্চগুল্মান্ প্রমেহাংশ্চ কাসং পঞ্চবিধং তথা॥
বন্ধ্যানামপি নারীণাং নরাণামল্পরেতসাম্।
ঘৃতং সারস্বতং নাম বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
(ইদানীন্তনৈরিদং ব্রাহ্মীঘৃতমুচ্যতে।)

মূল ও পত্র সহিত ব্রাহ্মীশাক জলে ধৌত করিয়া উদূখলে পেষণ করিয়া তাহার রস নিঙ্‌ড়াইয়া লইবে। এই রস ১৬ সের, ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ হরিদ্রা, মালতীপুষ্প, কুড়, তেউড়ীমূল ও হরীতকী ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পিঁপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি ও বচ প্রত্যেক ২ তোলা। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এক্ষণে ইহা ব্রাহ্মীঘৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা পান করিলে স্বরবিকৃতি নিবারণ হয়।

ভৈরবরসঃ।

রসগন্ধৌ বিষং টঙ্কং মরিচং চব্যচিত্রকে।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব সংমর্দ্দ্য বটিকাং চরেৎ॥
গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণাঞ্চ জলেন সহ সেবয়েৎ।
স্বরভঙ্গং তথা শ্বাসং হরেদেব ন সংশয়ঃ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, মরিচ, চৈ ও চিতামূল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে

চূর্ণ করিয়া আদার রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান জল। ইহা স্বরভঙ্গনাশক।

ভৃঙ্গরাজাদ্যং ঘৃতম্।

ভৃঙ্গরাজামৃতাবল্লী বাসক দশমূলকাসমর্দ্দরসৈঃ।
সর্পিঃ সপিপ্পলীকং সিদ্ধং স্বরভেদকাসজিন্মধুনা॥

ভৃঙ্গরাজ, গুলঞ্চ, বাসকছাল, দশমূল ও কালকাসুন্দা; ইহাদিগের কাথ এবং পিপ্পলীর কল্কদ্বারা যথাবিহিত নিয়মানুসারে ঘৃত পাক করতঃ শীতল হইলে, মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা দ্বারা স্বরভেদ ও কাসরোগ শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

কল্যাণাবলেহঃ।

সহরিদ্রা বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
অজাজী চাজমোদা চ যষ্টীমধুক সৈন্ধবম্॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
তচ্চূর্ণং সর্পিষালোড্য প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ॥
একবিংশতিরাত্রেণ ভবেৎ শ্রুতিধরো নরঃ।
মেঘদুন্দুভিনির্ঘোষো মত্তকোকিলনিস্বনঃ।
জড় গদ্গদ মূকত্বং লেহঃ কল্যাণকো জয়েৎ॥

হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, কৃষ্ণজীরা, বনযমানী, যষ্টিমধু ও সৈন্ধলবণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া অতি সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। সেই চূর্ণ গব্যঘৃতে আলোড়িত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে একবিংশতি দিবসের মধ্যে মনুষ্য শ্রুতিধর হয় এবং কথার জড়তা দূরীভূত হইয়া কোকিলকণ্ঠ হইয়া থাকে।

রসেন্দ্রবটিকা।

লৌহাভ্রে কোলমানে চ তদর্দ্ধৌ রসগন্ধকৌ।
তদর্দ্ধো বিদ্রুমো গ্রাহ্যঃ খর্পরং বিদ্রুমৈঃ সমম্॥
কণ্টকারীরসেনাপি সারস্বতরসেন চ।
বাসকস্য কষায়েণ ভাবয়েচ্চ ত্রিধা ত্রিধা॥
রক্তিদ্বয়প্রমাণেন বটিকাং কারয়েৎ ততঃ।
সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ স্বরশুদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্॥
মাসমাত্রপ্রয়োগেণ কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে॥
মেধাঞ্চ লভতে তীক্ষ্ণাং তুষ্টিপুষ্টিসমন্বিতাম্।
হন্তি কাসং তথা শ্বাসং প্রমেহং বহুমূত্রকম্।
রসেন্দ্রবটিকা হ্যেষা ধন্বন্তরিবিনির্ম্মিতা॥

লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, পারদ অর্দ্ধ তোলা, গন্ধক অর্দ্ধ তোলা, প্রবাল ।০ আনা এবং খর্পর ।০ আনা, এই সমস্ত দ্রব্য কণ্টকারীর রসে, ব্রাহ্মীশাকের রসে ও বাসকের রসে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। এই বটী ৭ দিন সেবন করিলে স্বরশুদ্ধি হয় এবং ১ মাস সেবন করিলে কণ্ঠস্বর কিন্নরের তুল্য শ্রুতিমধুর হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা কাস, শ্বাস, মেহ ও বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ দূরীভূত হয় এবং বিশিষ্ট মেধাশক্তি ও দেহের পুষ্টি হইয়া থাকে।

ত্র্যম্বকাভ্রম্।

অভ্রং মেচকমারিতং পল-
মিতং ব্যাঘ্রী বলা গোক্ষুরং
কন্যা পিপ্পলিমূল ভৃঙ্গ বৃষকাঃ
পত্রং তথা বাদরম্॥

ধাত্রী রাত্রি গুড়ূচিকাঃ পৃথ-
গতঃ স্বস্বৈঃ পলাংশৈর্যুতং
সংমর্দ্দ্যাতিমনোরমং সুবলিতং
কৃত্বা যদা সেবিতম্॥
বাতোত্থং কফপিত্তজং স্বর-
গতং যঞ্চ ত্রিদোষাত্মক-
মত্যুচ্চৈর্বদতো হতং বহু-
বিধং পানীয়দোষোদ্ভবম্।
কাসং শ্বাসমুরোগ্রহং
সযকৃতং হিক্কাং তৃষাং কামলা-
মর্শাংসি গ্রহণীং জ্বরং বহুবিধং
শোথং ক্ষয়ঞ্চার্ব্বুদম্॥
হন্তি ত্র্যম্বকমভ্রমদ্ভুততরং বৃষ্যাতিবৃষ্যং পরং
বহ্নের্বৃদ্ধিকরং রসায়নবরং সর্ব্বাময়ধ্বংসি তৎ॥

জারিত অভ্র ১ পল পরিমাণে লইয়া কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী, পিঁপুলমূল, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, কুলপত্র, আমলা, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ ইহাদের প্রত্যে-কের ১ পল পরিমিত রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে স্বরভঙ্গ ও হিক্কা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

কিন্নরকণ্ঠো রসঃ।

রসং গন্ধকমভ্রঞ্চ মাক্ষিকং লৌহমেব চ।
কর্ষপ্রমাণং সংগৃহ্য বৈক্রান্তং রসপাদিকম্॥
বৈক্রান্তার্দ্ধং তথা হেম রৌপ্যং হেমচতুর্গুণম্।
বাসায়াশ্চ তথা ভার্গ্যা বৃহত্যোরার্দ্রকস্য চ।
স্বরসেন স্বরস্বত্যা ভাবয়িত্বা পৃথক্ পৃথক্।
রক্তিদ্বয়মিতাঃ কুর্য্যাদ্বটীশ্ছায়াপ্রশোষিতাঃ॥
স্বরভেদানশেষাংশ্চ কাসান্ শ্বাসাংশ্চ দারুণান্।
নিখিলান্ কফজান্ ব্যাধীন্ বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভবান্॥
হন্ত্যাৎ কিন্নরকণ্ঠাখ্যো রসোঽসৌ রুদ্রনির্ম্মিতঃ।
কিন্নরস্যেব কণ্ঠস্য স্বরোঽস্য প্রাশনাদ্ভবেৎ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, বৈক্রান্ত ৪ মাষা, স্বর্ণ ২ মাষা এবং রৌপ্য ১ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য বাসক, বামনহাটী, বৃহতী, কণ্টকারী, আদা ও ব্রাহ্মী ইহা-দের রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার স্বর-ভঙ্গ, কাস, শ্বাস এবং কফজ বাতশ্লৈষ্মিক ব্যাধি সমস্তই বিনষ্ট হয়। ইহা কিছুদিন নিয়মপূর্ব্বক সেবন করিলে কণ্ঠস্বর কিন্নরের ন্যায় সুমধুর হইয়া থাকে।

সারস্বতারিষ্টঃ।

সমূলপত্রশাখায়া ব্রাহ্ম্যা ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তকে।
গৃহীত্বা বিংশতিপলং পুষ্যযোগে শতাবরীম্॥
বিদারিকাভয়োশীরাণ্যার্দ্রকঞ্চ তথা মিশিম্।
পঞ্চ পঞ্চ পলান্যেষাং জলদ্রোণে পচেদ্ ভিষক্॥
পাদাবশেষে বিস্রাব্য রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ।
মাক্ষিকস্য দশপলং সিতায়াঃ পঞ্চবিংশতিম্॥
ধাতকী পঞ্চপলিকা রেণুকা ত্রিবৃতা কণা।
দেবপুষ্পং বচা কুষ্ঠং বাজীগন্ধা বিভীতকী॥
অমৃতৈলা বিড়ঙ্গং ত্বক্ প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্।
ক্বাথে তস্মিন্ সমস্তানি সমাক্ষিপ্য প্রযত্নতঃ॥
স্বর্ণকুম্ভে নিদধ্যাদ্ বা নবে মৃণ্ডাজনেঽপি বা।
স্বর্ণপ্রতনু পত্রঞ্চ ক্ষিপ্ত্বাস্মিন্ কর্ষসম্মিতম্।
মাসাজ্জাতরসং দৃষ্ট্বা হৈমপত্রে ক্ষয়ং গতে।
বাসসা চ পরিস্রাব্য স্থাপয়েদ্ ঘৃতভাজনে॥
সারস্বতাভিধোঽরিষ্ট এষোঽমৃতসমঃ পুরা।
শিষ্যাণামুপকারার্থং ধন্বন্তরিবিনির্ম্মিতঃ॥
আয়ুর্বীর্য্যং ধৃতিং মেধাং বলং কান্তিং বিবর্দ্ধয়েৎ।
বাগ্‌বিশুদ্ধিকরো হৃদ্যো রসায়নবরঃ স্মৃতঃ॥

বালকানাঞ্চ যূনাঞ্চ বৃদ্ধানাঞ্চ হিতঃ সদা।
নরনারীহিতো নিত্যং পরমোজ্জ্বরো মতঃ॥
বারয়েৎ স্বরকার্কশ্যং তথা চাস্পষ্টভাষণম্।
স্বরং পরভৃতস্যেব জনয়েৎ সেবনাদ্রুতম্॥
রজোদোষেণ দুষ্টানাং যোষিতাং শুক্রদোষিণাম্।
পুংসাঞ্চাপি শুভকরঃ সর্ব্বদোষহরো মতঃ॥
অত্যধ্যয়নগীতাদিক্ষীণস্মৃতিবলা নরাঃ।
লভন্তে চিত্তসন্তোষং স্মৃতিঞ্চাস্য নিষেবণাৎ॥
পয়সা সহ পাতব্যোঽরিষ্টোঽয়ং শাণমানতঃ।
মাসাভ্যাং রোগমুচ্ছায়ং শরদা সর্ব্বসিদ্ধিদঃ॥
অকালমৃত্যোর্হরণে যদীচ্ছা
নারীপ্রিয়ত্বং যদি বাঞ্ছিতং স্যাৎ।
বাক্‌শুদ্ধি ধৈর্য্য স্মৃতিলব্ধিরিষ্টা
নিষেব্যতাং তর্হ্যমৃতং ভবদ্ভিঃ॥

প্রত্যূষে পুষ্যানক্ষত্রযোগে উদ্ধৃত মূল, পত্র ও শাখা সহিত ব্রাহ্মীশাক ২০ পল, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, হরীতকী, বেণার মূল, আদা ও মউরী প্রত্যেক ৫ পল। এই সমুদায় একত্র ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ কাথে মধু ১০ পল, চিনি ২৬ পল, গুলিয়া তাহাতে ধাইফুল ৫ পল, রেণুক, তেউড়ী, পিঁপুল, লবঙ্গ, বচ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বহেড়া, গুলঞ্চ, এলাইচ, বিড়ঙ্গ ও গুড়ত্বক্ প্রত্যেক কুট্টিত ২ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আবৃত স্বর্ণকুম্ভে অভাবে নূতন মৃৎপাত্রে রাখিবে, উহাতে স্বর্ণের সূক্ষ্মপত্র অর্থাৎ তবক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া দিবে। একমাস পরে স্বর্ণপত্র সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া উহা বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা। দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবনে আয়ুঃ, বীর্য্য, বল ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। অস্পষ্টভাষণ ও স্বরের কর্কশতা, অধিক সঙ্গীতচর্চ্চা বা রাত্রিজাগরণাদি নানা কারণে উৎপন্ন স্বরভঙ্গ বিদূরিত এবং স্ত্রীদিগের রজোদোষ ও পুরুষের শুক্রদোষ নিবারিত হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন এবং বালক, যুবা ও বৃদ্ধ সকলেরই পরম হিতকর।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং স্বরভেদাধিকারঃ।

হিক্কাশ্বাসাধিকারঃ।

হিক্কা শ্বাসাতুরে পূর্ব্বং তৈলাক্তে স্বেদ ইষ্যতে।
স্নিগ্ধৈর্লবণযোগৈশ্চ মৃদু বাতানুলোমনম্।
ঊর্দ্ধাধঃ শোধনং শক্তে দুর্ব্বলে শমনং মতম্॥

প্রথমে হিক্কারোগীর উদরে এবং শ্বাসরোগীর বক্ষঃস্থলে তৈল মর্দ্দন করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে। ঘৃতাদি স্নিগ্ধ দ্রব্য লবণ সহিত সেবন করাইয়া বায়ুর লঘুতা সম্পাদন করিবে। বলবান্ ব্যক্তিকে বমন, বিরেচন এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিকে শমন ঔষধ সেবন করাইবে।

হিক্কাশ্বাসহরা যোগাঃ।

কৃষ্ণামলকশুণ্ঠীনাং চূর্ণং মধু সিতাযুতম্।
মুহুর্মুহুঃ প্রয়োক্তব্যং হিক্কাশ্বাসনিবর্হণম্॥

পিপ্পলী, আমলকী ও শুঁঠ; ইহাদিগের চূর্ণ, চিনি ও মধুর সহিত বারংবার লেহন করিবে। ইহাদ্বারা হিক্কা ও শ্বাসরোগ বিনষ্ট হইবে।

কোলমজ্জাঞ্জনং লাজা তিক্তা কাঞ্চনগৈরিকম্।
কৃষ্ণা ধাত্রী সিতা শুণ্ঠী কাশীশং দধিনাম চ॥
পাটল্যাঃ সফলং পুষ্পং কৃষ্ণা খর্জ্জূরমস্তকম্।
ষড়েতে পাদিকা লেহা হিক্কাঘ্না মধুসংযুতাঃ॥

(১) কুলবীজের শস্য, রসাঞ্জন ও খইচূর্ণ।

(২) কটুকী এবং স্বর্ণগেরিমাটী।

(৩) পিপ্পলী, আমলকী, চিনি, ও শুণ্ঠী।

(৪) হিরাকস এবং কয়েতবেলের শস্য।

(৫) পারুলের ফল ও পুষ্প। পিপ্পলী ও খেজুরের মাতি। মধু সংযুক্ত এই ছয় প্রকার অবলেহের যে কোনটী হউক উত্তমরূপে মাড়িয়া ২ মাষা মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর লেহন করিলে হিক্কার শান্তি হয়।

মধুকং মধুসংযুক্তং পিপ্পলী শর্করান্বিতা।
নাগরং গুড়সংযুক্তং হিক্কাঘ্নং নাবনত্রয়ম্॥

যষ্টিমধুচূর্ণ মধুর সহিত, পিপ্পলীচূর্ণ চিনির সহিত এবং শুণ্ঠীচূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কা নিবারিত হয়।

স্তন্যেন মক্ষিকাবিষ্ঠা নস্যং বালক্তকাম্বুনা।
যোজ্যং হিক্কাভিভূতায় স্তন্যং বা চন্দনান্বিতম্॥

মক্ষিকার বিষ্ঠা স্তনদুগ্ধে কিংবা আল্‌তার জলে গুলিয়া অথবা স্তনদুগ্ধে রক্তচন্দন ঘসিয়া নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কা নিবৃত্ত হয়।

মধু সৌবর্চ্চলোপেতং মাতুলুঙ্গরসং পিবেৎ।
হিক্কার্ত্তস্তু পয়শ্ছাগং হিতং নাগরসাধিতম্॥

টাবালেবুর রস ২ তোলা, মধু অর্দ্ধ তোলা এবং সচললবণ অভাবে সৈন্ধব লবণ অর্দ্ধ তোলা একত্রিত করিয়া সেবন করিলে অথবা শুণ্ঠী ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ।০ পোয়া, ১ সের জলে একত্র পাক করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিলে অতি দুঃসাধ্য হিক্কাও নিবারণ হয়।

অপ্যসাধ্যাং নয়ত্যস্তং হিক্কাং ক্ষৌদ্রবিলেহনম্।
সন্ত এব মহারোগং কাশমূলভবং রজঃ॥

মধু অথবা কাশমূলচূর্ণ সেবন করিলে অসাধ্য হিক্কারও শান্তি হয়।

মাষচূর্ণভবো ধূমো হিক্কাং হন্তি ন সংশয়ঃ।
অসাধ্যাং সাধয়েদ্ধিক্কাং সিতয়ৈলাভবং রজঃ॥

মাষকলায়ের ধূম গ্রহণ করিলে অথবা বড় এলাইচ চূর্ণ ২ মাষা চিনির সহিত সেবন করিলে প্রবল হিক্কাও উপশমিত হয়।

শর্করা মরিচং চূর্ণং লীঢ়ং মধুযুতং মুহুঃ।
নিহন্তি প্রবলাং হিক্কামসাধ্যামপি দেহিনাম্॥

চিনি ও মরিচচূর্ণ মধুর সহিত বারংবার সেবন করিলে প্রবল হিক্কা প্রশমিত হয়।

হিক্কাঘ্নঃ কদলীমূলরসঃ পেয়ঃ সশর্করঃ॥

হিক্কাশান্তির জন্য কদলীমূলের রস চিনির সহিত পান করিবে।

কৃষ্ণামলক শুণ্ঠীনাং চূর্ণং মধু সিতা ঘৃতৈঃ।
মুহুর্মুহুঃ প্রয়োক্তব্যং হিক্কাশ্বাসনিবর্হণম্॥

পিপ্পলী, আমলকী এবং শুণ্ঠীচূর্ণ, মধু, চিনি ও ঘৃতের সহিত বারংবার সেবন করিলে হিক্কা ও শ্বাস নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়।

হিক্কাং হরতি প্রবলাং শ্বাসমতিপ্রবৃদ্ধং জয়তি।
শিখিপুচ্ছভস্ম পিপ্পলীচূর্ণং মধুমিশ্রিতং লীঢ়ম্ ॥

ময়ূরপুচ্ছ অন্তর্ধূমে অর্থাৎ আবদ্ধ পাত্রে রাখিয়া ভস্ম করিয়া পিপ্পলীচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে হিক্কা এবং প্রবল শ্বাস বিনষ্ট হয়।

অভয়া নাগরকল্কং পৌষ্করং
যাবশূক মরিচকল্কং বা।
তোয়েনোষ্ণেন পিবেচ্ছ্বাসী
হিক্কী চ তচ্ছান্তৈ্য ॥

হরীতকী ও শুণ্ঠী কিংবা কুড়, যবক্ষার ও মরিচ বাঁটিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে হিক্কা ও শ্বাসের সত্বর শান্তি হয়।

কর্ষং কলিঙ্গচূর্ণং লীঢ়ঞ্চাত্যন্তমিশ্রিতং মধুনা।
অচিরাদ্ধরতি শ্বাসং প্রবলামূর্দ্ধহিক্কাঞ্চৈব ॥

ইন্দ্রযবচূর্ণ ২ তোলা মধুর সহিত উত্তমরূপ মিলাইয়া লেহন করিলে শীঘ্র কাস এবং অতি দুঃসাধ্য প্রবল ঊর্দ্ধহিক্কাও প্রশমিত হয়।

কনকস্য ফলং শাখাং পত্রং সংকুট্য যত্নতঃ।
শোষয়িত্বা চ তদ্ধূমপানাৎ শ্বাসো বিনশ্যতি ॥

ধুতূরার ফল, শাখা ও পত্র কুটিয়া শুকাইয়া তাহার ধূম পান করিলে প্রবল শ্বাস প্রশমিত হয়।

দশমূলীকষায়স্তু পুষ্করেণাবচূর্ণিতঃ।
কাসশ্বাসপ্রশমনঃ পার্শ্বহৃচ্ছূলনাশনঃ ॥

দশমূলের ক্বাথে পুষ্করমূলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কাস, শ্বাস, পার্শ্বশূল ও হৃচ্ছূল প্রভৃতি রোগের নিবৃত্তি হয়।

কুলত্থ নাগর ব্যাঘ্রী বাসাভিঃ ক্বথিতং জলম্।
পীতং পুষ্করসংযুক্তং হিক্কাশ্বাসনিবর্হণম্ ॥

কুলত্থকলাই, শুঁঠ, কণ্টকারী ও বাসক; ইহাদিগের ক্বাথে কুড়চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে হিক্কা ও শ্বাসরোগ নিবারণ হয়।

শৃঙ্গী মহৌষধ কণা ঘন পুষ্করাণাং
চূর্ণং শটী মরিচ শর্করয়া সমেতম্।
ক্বাথেন পীতমমৃতাবৃষপঞ্চমূল্যাঃ
শ্বাসং ত্র্যহেণ শময়েদতিদোষমুগ্রম্ ॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপ্পলী, মুতা, কুড়, শটী, মরিচ, ইহাদিগের চূর্ণ অর্দ্ধ মাষা ও শর্করা অর্দ্ধমাষা প্রক্ষেপ দিয়া গুলঞ্চ, বাসক, পঞ্চমূল অর্থাৎ বেলছাল, শোণাছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী ও গাম্ভারীছাল; ইহাদিগের ক্বাথ তিন দিন পান করিলে অতি প্রবল শ্বাসরোগের শান্তি হয়। ইহাদিগের ক্বাথও পূর্ব্বোক্তরূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।

গুড়ং কটুকতৈলেন মিশ্রয়িত্বা সমং লিহেৎ।
ত্রিসপ্তাহপ্রয়োগেণ শ্বাসং নির্ম্মূলতো জয়েৎ ॥

পুরাতন গুড় ১ তোলা এবং সার্ষপ তৈল ১ তোলা একত্র মিলাইয়া ২১ দিবস সেবন করিলে শ্বাসরোগ সমূলে প্রশমিত হয়।

বিল্বাটরূষদলবারি সমূল শুষ্ক-
দণ্ডোৎপলোৎপলজলং কটুতৈলমিশ্রম্।
ভার্গীগুড়ো যদি চ তত্র হতপ্রভাব-
স্তং শ্বাসমাশু বিনিহন্তি মহাপ্রভাবম্ ॥
(বিল্ববাসকয়োঃ পত্রস্য শুষ্কদণ্ডোৎপলপত্রস্য চ স্বরসঃ কটুতৈলেন পেয়ঃ।)

বিল্বপত্রের রস, বাসকপত্রের রস এবং শ্বেত ডানকুনি ও উৎপলের রস কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে প্রবল শ্বাস নষ্ট হয়।

কুষ্মাণ্ডকানাং চূর্ণন্তু পেয়ং কোষ্ণেন বারিণা।
শীঘ্রং প্রশময়েচ্ছ্বাসং কাসঞ্চৈব সুদারুণম্॥

কুষ্মাণ্ডশস্যচূর্ণ ৪ মাষা, উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে শ্বাস এবং কাস প্রশমিত হয়।

কৃষ্ণা সৈন্ধবচূর্ণং স্বরসেন শৃঙ্গবেরস্য।
যো লেঢ়ি শয়নকালে স জয়তি সপ্তাহতঃ শ্বাসান্॥

পিপ্পলীচূর্ণ ২ মাষা এবং সৈন্ধবলবণ ২ মাষা আদার রসের সহিত শয়নকালে সাত দিবস সেবন করিলে শ্বাসরোগ প্রশমিত হয়।

গন্ধকং মরিচং সাজ্যং শ্বাস কাস ক্ষয়াপহম্॥

শোধিত গন্ধক ৫ রতি ও মরিচচূর্ণ ৫ রতি একত্র ঘৃতের সহিত সেবনে শ্বাস, কাস এবং ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হয়।

গন্ধকং ঘৃতযোগেন শ্বাস কাস ক্ষয়াপহম্॥

শোধিত গন্ধক ৬ রতি ঘৃতের সহিত সেবন করিলে শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়।

পর্ণাসপঞ্চকম্।

অমৃতা নাগর ফঞ্জী ব্যাঘ্রী পর্ণাস সাধিতঃ ক্বাথঃ।
পীতঃ সকণাচূর্ণঃ কাসশ্বাসৌ নিহন্ত্যাশু॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ, বামনহাটী, কণ্টকারী ও তুলসী; ইহারা সমুদায়ে দুইতোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া লইবে। এই ক্বাথে পিপ্পলীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শীঘ্র কাস ও শ্বাসরোগ বিনষ্ট হয়।

হরিদ্রাদিচূর্ণম্।

হরিদ্রাং মরিচং দ্রাক্ষাং গুড়ং রাস্নাং কণাং শটীম্।
হন্যাৎ তৈলেন বিলিহন্ শ্বাসান্ প্রাণহরানপি॥

হরিদ্রা, মরিচ, কিস্‌মিস্, পুরাতন গুড়, রাস্না, পিপ্পলী ও শটী ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ মাষা মাত্রায় কিঞ্চিৎ সার্ষপ-তৈলের সহিত লেহন করিয়া সেবন করিলে শ্বাসরোগ নিবৃত্ত হয়।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণম্।

শৃঙ্গী কটুত্রয় ফলত্রয় কণ্টকারী
ভার্গী সপুষ্কর জটা লবণানি পঞ্চ।
চূর্ণং পিবেদশিশিরেণ জলেন হিক্কা-
শ্বাসোর্দ্ধ বাতকসনারুচি পীনসেষু॥

কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কণ্টকারী, বামনহাটী, কুড়, জটামাংসী ও পঞ্চলবণ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র উত্তমরূপ মাড়িয়া ২ মাষা পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে হিক্কা, ঊর্দ্ধশ্বাস এবং কাস রোগ নষ্ট হয়।

ভার্গীগুড়ঃ।

শতং সংগৃহ্য ভার্গ্যাস্তু দশমূল্যাস্তথা শতম্।
শতং হরীতকীনাঞ্চ পচেৎ তোয়ে চতুর্গুণে॥
পাদাবশেষে তস্মিংস্তু রসে বস্ত্রপরিস্রুতে।
আলোড্য চ তুলাং পূতাং গুড়স্য স্বভরাং ততঃ॥

পুনঃ পচেন্মৃদাবগ্নৌ যাবল্লেহত্বমাগতম্।
শীতে চ মধুনশ্চাত্র ষট্ পলানি প্রদাপয়েৎ॥
ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধঞ্চ পলিকানি পৃথক্ পৃথক্।
কর্ষদ্বয়ং যবক্ষারং সংচূর্ণ্য প্রক্ষিপেৎ ততঃ॥
ভক্ষয়েদভয়ামেকাং লেহস্যার্দ্ধপলং লিহেৎ।
শ্বাসং সুদারুণং হন্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা॥
স্বরবর্ণপ্রদো হ্যেষ জঠরাগ্নেশ্চ দীপনঃ।
পলোল্লেখাগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেষ্যতে।
হরীতকীশতস্যাত্র প্রস্থদ্বাদাঢ়কং জলম্।

বামনহাটীর মূল ১২৷৷০ সের, দশমূল মিলিত ১২৷৷০ সের ও শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ১০০টা বা ২ সের। জল ১০৮ সের, শেষ ২৭ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ জলে উক্ত হরীতকী সকল এবং ১০০ পল পুরাতন গুড় দিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে উহাতে ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল ও যবক্ষার ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে উহাতে ৬ পল মধু দিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে ৪ তোলা এবং হরীতকী ১টা বা উহার অংশ একত্র সেব্য। ইহাতে প্রবল শ্বাস এবং কাসাদি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

হিংস্রাদ্যং ঘৃতম্।

হিংস্রাবিড়ঙ্গপূতীকত্রিফলাব্যোষচিত্রকৈঃ।
দ্বিক্ষীরং সর্পিষঃ প্রস্থং চতুর্গুণ জলান্বিতম্॥
কোলমাত্রৈঃ পচেত্তদ্ধি শ্বাসকাসৌ ব্যপোহতি।
অর্শাংস্যরোচকং গুল্মং শকৃদ্ভেদং ক্ষয়ং তথা॥

ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ৮ সের। কাথার্থ কালিয়াকড়া, বিড়ঙ্গ, নাটাকরঞ্জ, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও চিতামূল মিলিত ১ সের। জল ১৬ সের। শেষ ৪ সের। মাত্রা ২ তোলা। ইহা সেবনে প্রবল শ্বাসও কাস পীড়া নিবৃত্ত হয়।

তেজোবত্যাদ্যং ঘৃতম্।

তেজোবত্যভয়াকুষ্ঠং পিপ্পলী কটুরোহিণী।
ভূতিকং পৌষ্করং মূলং পলাশশ্চিত্রকং শটী॥
সৌবর্চ্চলং হ্যামলকী সৈন্ধবং বিল্বপেষিকা।
তালীশপত্রং জীবন্তী বচা তৈরক্ষসম্মিতৈঃ॥
হিঙ্গুপাদৈর্ঘৃতপ্রস্থং পচেত্তোয়চতুর্গুণে।
এতদ্যথাবলং পীত্বা হিক্কাশ্বাসৌ জয়েন্নরঃ।
শোথানিলার্শোগ্রহণী হৃৎপার্শ্বরুজ এব চ॥

ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ চৈঁ, হরীতকী, কুড়, পিঁপুল, কটুকী, গন্ধতৃণ, কুড়, পলাশ, চিতামূল, শটী, সৌবর্চ্চল লবণ, ভূম্যামলকী, সৈন্ধব, বেলশুঁঠ, তালীশ-পত্র, জীবন্তী ও বচ, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক ২ তোলা। জল ১৬ সের। শেষ ৪ সের। হিঙ্গু অর্দ্ধ তোলা। এই ঘৃত সেবনে শ্বাস ও কাস নষ্ট হয়।

শৃঙ্গীগুড়ঘৃতম্।

কণ্টকারীদ্বয়ং বাসামৃতা পঞ্চপলং পৃথক্।
শতাবর্য্যাঃ পঞ্চদশ ভার্গ্যা দশ পলানি চ॥
গোক্ষুরং পিপ্পলীমূলং পৃথক্পলসমন্বিতম্।
পাটলা ত্রিপলঞ্চৈব চতুর্গুণ জলে পচেৎ॥
চতুর্ভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ।
পুরাতনগুড়স্যাত্র পলানি দশ দাপয়েৎ॥
ঘৃতস্য পঞ্চ দত্ত্বা চ দত্ত্বা দশপলং পয়ঃ।
সর্ব্বমেকীকৃতং পক্কা চূর্ণমেষাং বিনিক্ষিপেৎ॥
শৃঙ্গী দ্বিতোলকং জাতীফলং পত্রং ত্রিতোলকম্।
চতুস্তোলং লবঙ্গঞ্চ তুগাক্ষীরী পৃথক্ পৃথক্॥

গুড়ত্বগেলে চ তথা তোলকদ্বয়মাণিকে।
কুষ্ঠং তোলচতুষ্কঞ্চ শুণ্ঠ্যাস্তোলকসপ্তকম্ ॥
পিপ্পল্যাঃ পলমেকঞ্চ তালীশং তোলকত্রয়ম্।
জাতীকোষং তোলকৈকং শীতে চ মধুনঃ পলম্ ॥
ততঃ খাদ্যঞ্চ কর্ষৈকমনুপানবিধিং শৃণু।
কাষ্ঠমার্জ্জারিকাচূর্ণং মরিচং তচ্চতুর্গুণম্ ॥
একীকৃত্য বটীং যত্নাৎ কুর্য্যান্মাষমিতাং ভিষক্।
তাসামেকাং চর্ব্বয়িত্বা পিবেদম্বু জলং কিয়ৎ ॥
শৃঙ্গীগুড়ঘৃতং নাম সর্ব্বরোগহরং পরম্।
অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্তং শ্বাসং হন্তি সুদারুণম্ ॥
কাসং পঞ্চবিধং হন্তি বিবিধোপদ্রবান্বিতম্।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ঞ্চৈব স্বরভঙ্গমরোচকম্।
বিশেষাচ্চিরকালোত্থং শ্বাসং হন্তি সুদুস্তরম্ ॥

(কাষ্ঠমার্জ্জারিকাচূর্ণং কাষ্ঠবিড়ালমাংসচূর্ণম্। তদাখ্য লতাবিশেষচূর্ণমিতি কেচিৎ। নিশাচরাদি মাংসস্য শ্বাসহরত্বাৎ কাষ্ঠমার্জ্জারমাংসঃ সম্ভবত্যেব)।

কণ্টকারী, বৃহতী, বাসকমূলের ছাল ও গুলঞ্চ প্রত্যেক ৫ পল, শতমূলী ১৫ পল, বামনহাটী ১০ পল, গোক্ষুর ও পিপ্পলীমূল প্রত্যেক ১ পল, পারুলছাল ৩ পল এই সমস্ত কুটিয়া ৩২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহাতে পুরাতন গুড় ১০০ পল, ঘৃত ৫ পল ও দুগ্ধ ১০ পল দিয়া একত্রে পাক করিবে, ঘন হইলে কাঁকড়াশৃঙ্গী ২ তোলা, জায়ফল ৩ তোলা, তেজপত্র ৩ তোলা, লবঙ্গ ৪ তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা, গুড়ত্বক্ ২ তোলা, এলাইচ ৩ তোলা, কুড় ৪ তোলা, শুণ্ঠী ৭ তোলা, পিপ্পলী ৮ তোলা, তালীশপত্র ৩ তোলা, জয়িত্রী ১ তোলা, এই সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে, শীতল হইলে মধু ১ পল মিশ্রিত করিবে। ২ তোলা মাত্রায় নিম্নলিখিত অনুপানের সহিত সেবনীয়। কাঠবিড়ালের মাংসচূর্ণ (অথবা কাঠবিড়ালীলতাচূর্ণ) ১ ভাগ এবং মরিচচূর্ণ ৪ ভাগ একত্রে মাড়িয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে, ঔষধ সেবনের পরেই এই বটিকা একটী চর্ব্বণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল পান কর্ত্তব্য। অভাবে তেঁতুলপত্রের কাথ এবং মরিচচূর্ণ ৬ রতি ও হিঙ্গু ৬ রতির সহিত ঔষধ সেবনীয়। তদভাবে উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেব্য। ইহা দ্বারা শত শত বৈদ্য পরিত্যক্ত বহুকালের প্রবল শ্বাস ও উপদ্রবসংযুক্ত পঞ্চ প্রকার কাস, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

ভার্গীশর্করা।

ভার্গ্যাঃ শতার্দ্ধং বাসায়াঃ কণ্টকার্য্যাশ্চ পাচয়েৎ।
তুলামিতং জলং দত্ত্বা নিশাচরচতুষ্টয়ম্ ॥
জলাঢ়কং পচেৎ তেন চতুর্থমবশেষয়েৎ।
বস্ত্রপূতঞ্চ তৎ সর্ব্বং সিতাপ্রস্থং ততঃ ক্ষিপেৎ ॥
উষ্ণেঽবতারিতে তত্র চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ।
ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং তালীশং নাগকেশরম্ ॥
ভার্গী বচা শ্বদংষ্ট্রা চ ত্বগেলা পত্র জীরকম্।
যমানী চাজমোদা চ বাংশী কৌলখজং রজঃ।
কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী কোলমাত্রং ক্ষিপেৎ ততঃ ॥
হন্তি পঞ্চবিধং কাসং শ্বাসমেব সুদারুণম্ ॥
যক্ষ্মাণং হন্তি হিক্কাঞ্চ জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি।
রোগানেতান্ নিহন্ত্যাশু বলপুষ্ট্যগ্নিবর্দ্ধনী ॥

বামনহাটীর মূল ৫০ পল, বাসকমূলের ছাল ৫০ পল, কণ্টকারী ৫০ পল, জল ৯৬ সের, শেষ ২৪ সের। চারিটী

বাদুড়ের মাংস, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। ছাঁকিয়া উভয় কাথ একত্র করিয়া তাহাতে চিনি ২ সের দিয়া পাক করিবে, ঘন হইলে নামাইয়া উহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, তালীশ-পত্র, নাগেশ্বর, বামনহাটীর মূল, বচ, গোক্ষুরী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, জীরা, যমানী, বনযমানী, বংশলোচন, কুলত্থকলাই, কট্‌ফল, কুড় ও কাঁকড়া-শৃঙ্গী ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। রোগ বিবেচনায় উপযুক্ত অনুপানের সহিত অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা মাত্রায় সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে প্রবল শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা, হিক্কা ও জীর্ণজ্বরের শান্তি এবং শারীরিক বলবৃদ্ধি ও দেহের পুষ্টিবর্দ্ধন হয়।

ডামরেশ্বরাভ্রম্।

মেচকং পলমিতং মৃতমভ্রং
ব্রহ্মযষ্টি কনকামৃতবাসাঃ।
কাসমর্দ্দ বননিম্বক চব্যং
গ্রন্থিকং দহনমূলসমেতম্॥
একশশ্চ পলিকৈরিহ সৰ্ব্বৈ-
র্ম্মর্দ্দিতং সুবলিতং গুরুহিক্কাম্।
শ্বাসকাসমুদরং চিরমেহান্
পাণ্ডুরোগযকৃতং গলরোগম্।
শোথমোহনয়নাম্বুজরোগং
বহ্নিদীনসগরং বলসাদম্।
গণ্ডমণ্ডল বমি ভ্রমি দাহং
প্লীহ শূল বিষমজ্বরকৃচ্ছ্রম্।
হন্তি বাত কফপিত্তমশেষং
ডামরেশ্বরমিদং মহদভ্রম্॥
(হিক্কায়াং শ্বাসে চ প্রশস্তম্।)

জারিত কৃষ্ণাভ্র ১ পল, ভাবনার্থ বামনহাটী ১ পল, জল ১ সের, শেষ ১ পল, ধুতুরাপত্রের রস, গুলঞ্চের রস, বাসকপত্রের রস, কালকাসন্দাপত্রের রস প্রত্যেক ১ পল এবং ঘোড়ানিমের মূলের ছাল, চৈই, পিপ্পলীমূল, চিতামূল ইহাদিগের স্বরসের অভাবে উপরি উক্ত বামনহাটীর মূলের ন্যায় কাথ করিয়া ঐ কাথে এক এক বার ভাবনা দিবে। ৬ রতি মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে প্রবল হিক্কা এবং শ্বাস ও কাসাদি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

শ্বাসারিলৌহঃ।

কর্ষদ্বয়ং লৌহচূর্ণং কর্ষার্দ্ধমভ্রমেব চ।
সিতা কর্ষদ্বয়ঞ্চৈব মধু কর্ষদ্বয়ং তথা॥
ত্রিফলা মধুকং দ্রাক্ষা কণা কোলাস্থি বংশজা।
তালীশপত্রং বৈড়ঙ্গমেলা পুষ্কর কেশরম্॥
এতানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কর্ষার্দ্ধঞ্চ সমাংশকম্।
লৌহে চ লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্॥
ততো মাত্রাং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বুদ্ধা দোষবলাবলম্।
অয়ং শ্বাসারিলৌহস্তু মহাশ্বাসং বিনাশয়েৎ॥
কাসং পঞ্চবিধঞ্চৈব রক্তপিত্তং সুদারুণম্।
কফজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্।
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা এবং ত্রিফলা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, কুল-বীজের শস্য, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, কুড় ও নাগেশ্বর ইহা-দিগের প্রত্যেকের সূক্ষ্ম চূর্ণ ১ তোলা এই সমস্ত লৌহপাত্রে ও লৌহদণ্ডে

২ প্রহর মর্দ্দন করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ মাষা হইতে ২ মাষা। মধুর সহিত সেবন করিলে শ্বাস, পঞ্চ প্রকার কাস এবং রক্তপিত্তাদি রোগ প্রশমিত হয়।

পিপ্পল্যাদিলৌহঃ।

পিপ্পল্যামলকী দ্রাক্ষা কোলাস্থি মধুশর্করা।
বিড়ঙ্গ পুষ্করৈর্যুক্তো লৌহো হন্তি সুদুস্তরাম্।
হিক্কাং ছর্দ্দিং মহাশ্বাসং ত্রিরাত্রেণ ন সংশয়ঃ॥
(সর্ব্বচূর্ণসমো লৌহঃ। হিক্কায়াময়মতিপ্রশস্তঃ।)

পিপ্পলী, আমলকী, দ্রাক্ষা, কুলবীজের শস্য, মধু, চিনি, বিড়ঙ্গ ও কুড় ইহাদিগের প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, লৌহ ৮ তোলা জল দিয়া মাড়িয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে হিক্কা, বমি এবং শ্বাস রোগ উপশমিত হয়।

বৃহন্মৃগাঙ্কবটী।

হেমায়স্কান্ত সূতাভ্র প্রবাল মৌক্তিকানি চ।
বিভীতককষায়েণ সর্ব্বাণি ভাবয়েৎ ত্রিধা॥
এরণ্ডপত্রমধ্যস্থং ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম।
স্থাপয়িত্বা তদুদ্ধৃত্য দ্বিগুঞ্জাং বটিকাং চরেৎ॥
বিভীতকাস্থিশস্যঞ্চ মাষার্দ্ধং মধুসংযুতম্।
অনুপানমিহ প্রোক্তং ক্বাথো বাক্ষসমুদ্ভবঃ॥
ক্ষয়ং হন্তি তথা কাসং যক্ষ্মাণং শ্বাসমেব চ॥
স্বরভেদং জ্বরং মেহং সর্ব্বাময়বিনাশকৃৎ॥

স্বর্ণ, অয়স্কান্ত, রসসিন্দুর, অভ্র, প্রবাল ও মুক্তা সমভাগে লইয়া বহেড়ার ক্বাথে ৩ বার ভাবনা দিয়া ভেরেণ্ডার পত্রে বেষ্টন করিয়া ৩ দিন ধান্যরাশির মধ্যে রাখিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান বহেড়াবীজের শস্য অর্দ্ধ মাষা ও মধু অথবা বহেড়ার ক্বাথ। এই বটী সেবনে ক্ষয়, কাস, যক্ষ্মা, শ্বাস, স্বরভেদ, জ্বর ও মেহ প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

শ্বাসকুঠারো রসঃ।

রসং গন্ধঃ বিষং তাম্রং শিলোষণকটুত্রিকম্।
সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য দাতব্যো রসঃ শ্বাসকুঠারকঃ॥
বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতং কাসং শ্বাসং স্বরক্ষয়ম্।
নাশয়েন্মাত্র সন্দেহো বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
(অত্র মরিচস্য ভাগদ্বয়ং পুনরুক্তত্বাৎ। মাত্রা রক্তিমিতা। বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশাৎ। আর্দ্রকরসানুপানম্।)

রস, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খই, মনছাল, মরিচ এবং ত্রিকটু ইহাদিগের প্রত্যেক সমান ভাগ জলের সহিত মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আদার রস ও মধুর সহিত সেবন করিলে বাতশ্লেষ্ম জনিত শ্বাস, কাস এবং স্বর ভঙ্গ প্রশমিক হয়।

মহাশ্বাসকুঠারো রসঃ।

রসং বিষং সমং গন্ধং টঙ্গনঞ্চ মনঃশিলাম্।
এতানি সমভাগানি মরিচঞ্চাষ্ট টঙ্গণাৎ॥
টঙ্গষট্‌কং ত্রিকটুকং খল্লে কৃত্বা বিচূর্ণয়েৎ।
রসঃ শ্বাসকুঠারোঽয়ং বিষমশ্বাসকাসজিৎ॥
প্রতিশ্যায়ং ক্ষতক্ষীণমেকাদশবিধং ক্ষয়ম্।
হৃদ্রোগং পার্শ্বশূলঞ্চ স্বরভেদঞ্চ দারুণম্॥

সন্নিপাতং তথা তন্দ্রাং প্রমেহাংশ্চ বিনাশয়েৎ।
গতা সংজ্ঞা যদা পুংসাং তদা নস্যং প্রদাপয়েৎ॥
স্রাপয়েন্নাসিকারন্ধ্রে সংজ্ঞাকারকমুত্তমম্।
সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদৌ চ দুঃসহাঞ্চ শিরোব্যথাম্।
অনুপানং পর্ণরসমার্দ্রকস্য রসং তথা॥

(টঙ্গণাদষ্টগুণং মরিচং ষড়্গুণা পিপ্পলী শুণ্ঠী চ।)

পারা, বিষ, গন্ধক, সোহাগার খই ও মনছাল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপ্পলী ৬ তোলা, শুণ্ঠী ৬ তোলা, একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত বটী করিবে, ইহা পানের রস কিংবা আদার রসের সহিত সেবন করিলে শ্বাস ও কাস প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত হয়। সংজ্ঞা করিবার জন্য ইহার নস্য বিশেষ কার্য্যকারক।

শ্বাসভৈরবো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং ব্যোষং মরিচং চব্য চিত্রকম্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব সংমর্দ্দ্য বটিকাং ততঃ॥
গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন খাদেৎ তোয়ানুপানতঃ।
স্বরভেদং নিহন্ত্যাশু শ্বাসং কাসং সুদুর্জ্জয়ম্॥

(ব্যোষস্থানে টঙ্গণমিতি কৌমুদ্যাম্। অত্রাপি মরিচস্য ভাগদ্বয়ম্।)

রস, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, মরিচ, চঁই এবং চিতামূল, এই সকলের চূর্ণ সমভাগ লইয়া আদার রসে মাড়িয়া ২ রতি পরিমিত বটী করিবে। জলের সহিত সেব্য। ইহা সেবনে শ্বাস ও স্বরভেদ নিবারিত হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তরসঃ।

সূতার্দ্ধো গন্ধকো মর্দ্দ্যো মাসৈকং কন্যকাদ্রবৈঃ।
দ্বয়োস্তুল্যং তাম্রপাত্রং পূর্ব্বকল্কেন লেপয়েৎ।
দিনৈকং বালুকাযন্ত্রে পাচ্যমাদায় চূর্ণয়েৎ॥
সূর্য্যাবর্ত্তরসো হ্যেষ দ্বিগুঞ্জঃ শ্বাসজিদ্ভবেৎ॥
ইন্দ্রবারুণিকামূলং দেবদারু কটুত্রয়ম্॥
শর্করাসহিতং খাদেদূর্দ্ধশ্বাসনিবৃত্তয়ে॥

(এতেষাং চূর্ণং যথাবলং লেহ্যং কস্যচিন্মতে ক্বাথঃ।)

পারদ ২ ভাগ ও গন্ধক ১ ভাগ এই উভয় দ্রব্য ঘৃতকুমারীর রসে ১ মাস মাড়িয়া উহার দ্বারা ৩ ভাগ পরিমিত তাম্রপাত্র প্রলিপ্ত করিয়া একদিন বালুকা যন্ত্রে পাক করিবে। পরে ঐ তাম্র উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। ইহার মাত্রা ২ রতি। ঔষধ সেবনান্তে রাখালশশার মূল, দেবদারু ও ত্রিকটু ইহাদের চূর্ণ বা ক্বাথ ও চিনির সহিত সেব্য। ইহাতে উর্দ্ধ শ্বাস নিবারণ হয়।

শ্বাসচিন্তামণিঃ।

দ্বিকর্ষং লৌহচূর্ণস্য তদর্দ্ধং গন্ধমভ্রকম্।
তদর্দ্ধং পারদং তাপ্যং পারদার্দ্ধেন মৌক্তিকম্॥
শাণমানং হেমচূর্ণং সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ।
কণ্টকারীরসৈশ্চাপি শৃঙ্গবেররসৈস্তথা॥
ছাগীক্ষীরেণ মধুকৈঃ ক্রমেণ মতিমান্ ভিষক্।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ঞ্চাস্য বিভীতকসমন্বিতম্।
ভক্ষয়েৎ শ্বাসকাসার্ত্তো রাজযক্ষ্মনিপীড়িতঃ॥

লৌহ ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, মুক্তা অর্দ্ধ তোলা ও স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য

একত্রে মাড়িয়া কণ্টকারীর রসে, ছাগ- দুগ্ধে ও যষ্টিমধুর ক্বাথে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু ও বহেড়াচূর্ণ। ইহা শ্বাস, কাস ও যক্ষ্মারোগে প্রযোজ্য।

যমানীশাড়রঃ ।

যমানী তিন্তিড়ীকঞ্চ নাগরং চাম্লবেতসম্।
দাড়িমং বদরং চাম্লং কার্ষিকাণ্যুপকল্পয়েৎ ॥
ধান্যসৌবর্চ্চলাজাজীবরাঙ্গঞ্চার্দ্ধকার্ষিকম্।
পিপ্পলীনাং শতঞ্চৈকং দ্বে শতে মরিচস্য চ ॥
শর্করায়াশ্চ চত্বারি পলান্যেকত্র চূর্ণয়েৎ।
জিহ্বাবিশোধনং হৃদ্যং তচ্চূর্ণং ভক্তরোচকম্ ॥
হৃৎপীড়াপার্শ্বশূলঘ্নং বিবন্ধানাহনাশনম্।
কাসশ্বাসহরং গ্রাহি গ্রহণ্যর্শোবিকারনুৎ ॥

যমানী, তেঁতুল, শুঠ, অম্লবেতস, দাড়িম ও অম্লবদরী; ইহারা প্রত্যেকে ২ তোলা, ধনিয়া, সৌবর্চ্চল, জীরা, দারু- চিনি; ইহারা প্রত্যেকে ১ তোলা, পিপ্পলী ১০০ এক শত, মরিচ ২০০ শত, চিনি ৪ পল, অর্থাৎ ৩২ বত্রিশ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। ইহা জিহ্বাশোধক ও সংগ্রাহক। এই ঔষধ ব্যবহারে অন্নাদি আহারে রুচি জন্মে এবং হৃৎপীড়া, পার্শ্বশূল, বিবন্ধ, আনাহ, কাস, শ্বাস, গ্রহণী ও অর্শোবিকা- রাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

ইহাদ্বারা অরোচক আদি রোগ নষ্ট হয়।

কলহংসঃ ।

অষ্টাদশ শিগ্রুফলানি দশ
মরিচানি বিংশতিশ্চ পিপ্পল্যঃ।
আর্দ্রক পলং গুড়পলং
প্রস্থত্রয়মারনালস্য ॥
এতদ্বিড়লবণযুতং খজাহতং সুরভিগন্ধাঢ্যম্।
ব্যঞ্জন সহস্রঘাতি জ্ঞেয়ং কলহংসং নাম ॥

সজিনাবীজ ১৮ পল, মরিচ ১০ পল, পিপ্পলী ২০ পল, আদা ১ পল, গুড় ১ পল, কাঁজিক ১২ সের, এবং বিট্‌লবণ, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও মরিচ, এই সমস্ত দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করতঃ দণ্ডদ্বারা উত্তমরূপ আলোড়ন করিয়া লইবে। ইহা সমগ্র ব্যঞ্জনসহ ভুক্তান্ন জীর্ণকারক এবং স্বরবহা নাড়ীর বিশোধক।

কনকাসবঃ ।

সংক্ষুদ্য কনকং শাখামূলপত্রফলৈঃ সহ।
ততশ্চতুঃপলং গ্রাহ্যং বৃষমূলত্বচস্তথা ॥
মধুকং মাগধী ব্যাঘ্রী কেশরং বিশ্বভেষজম্।
ভার্গী তালীশপত্রঞ্চ সংচূর্ণ্যৈষাং পলদ্বয়ম্ ॥
সংগৃহ্য ধাতকীপ্রস্থং দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিম্।
জলদ্রোণদ্বয়ং দত্ত্বা শর্করায়াস্তুলাং তথা ॥
ক্ষৌদ্রস্যার্দ্ধতুলাঞ্চাপি সর্ব্বং সংমিশ্র্য যত্নতঃ।
ভাণ্ডে নিক্ষিপ্য চাবৃত্য নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্ ॥
নিহন্তি নিখিলান্ শ্বাসান্ কাসং যক্ষ্মাণমেব চ।
ক্ষতক্ষীণং জ্বরং জীর্ণং রক্তপিত্তমুরঃক্ষতম্ ॥

শাখা, মূল, পত্র ও ফল সহিত কুট্টিত ধুস্তূর ৪ পল, বাসকমূলের ছাল ৪ পল, যষ্টিমধু, পিঁপুল, কণ্টকারী, নাগেশ্বর, শুঁঠ, বামনহাটী ও তালীশপত্র প্রত্যেক

চূর্ণ ২ পল, ধাইফুল ১৬ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, জল ১২৮ সের, চিনি ১২॥০ সের ও মধু ৬।০ সের। এই সমুদায় উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া আবৃত পাত্রে ১ মাস রাখিয়া পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা, ক্ষতক্ষীণ, জীর্ণজ্বর, রক্তপিত্ত ও উরঃক্ষত রোগ নষ্ট হয়। মাত্রা ২ তোলা।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং হিক্কাশ্বাসাধিকারঃ।

হৃদ্রোগাধিকারঃ।

বাতোপসৃষ্টে হৃদয়ে বাময়েৎ স্নিগ্ধমাতুরম্।
দ্বিপঞ্চমূলীকাথেন সস্নেহ লবণেন চ॥

(মদনাদিচূর্ণযুক্তেন দশমূলীকাথেন বমনং কর্ত্তব্যম্। অত্র বিরেচনমপি কর্ত্তব্যং লঙ্ঘনঞ্চ। যদুক্তম্, "হৃদ্রোগিণং স্নেহয়িত্বা বাময়েৎ স্রংসয়েৎ তথা। লঙ্ঘয়েদচিরোত্থঞ্চ হৃদ্রোগং বাতিকং বিনেতি"।)

বায়ুপ্রধান হৃদ্রোগে রোগীকে তৈল ও সৈন্ধবলবণাদির সহিত দশমূলের কাথে মদনফলাদির চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা বমন করাইবে। অচিরজাত হৃদ্রোগে লঙ্ঘন করান কর্ত্তব্য, কিন্তু বায়ুর অধিক প্রবলতা থাকিলে লঙ্ঘন অবিধেয়। হৃদ্রোগে বিরেচনেরও বিধি আছে।

পিপ্পল্যেলা বচা হিঙ্গু যবক্ষারোঽথ সৈন্ধবম্।
সৌবর্চ্চলমথো শুণ্ঠী চাজমোদা চ চূর্ণিতম্॥
ফল ধান্যাম্ল কৌলত্থ দধি মদ্যাসবাদিভিঃ।
পায়য়েচ্ছুদ্ধদেহঞ্চ স্নেহেনান্ততমেন বা॥

অগ্রে বমনাদি দ্বারা রোগীর দেহ শুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ পিঁপুল, এলাইচ, বচ, হিঙ্গু, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, সচল লবণ, শুঁঠ ও বনযমানী এই সমুদায় চূর্ণিত করিয়া লেবুর রস, কাঁজি, কুলত্থযূষ, দধি, মদ্য, আসব বা উপযুক্ত স্নেহ পদার্থের সহিত সেবন করাইবে।

নাগরং বা পিবেদুষ্ণং কষায়ঞ্চাগ্নিবর্দ্ধনম্।
কাস শ্বাসানিলহরং শূল হৃদ্রোগনাশনম্॥

উষ্ণ শুণ্ঠীকাথ পান করিলে কাস, শ্বাস, বায়ু ও হৃদ্রোগ নষ্ট হইয়া অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

শ্রীপর্ণী মধুক ক্ষৌদ্র সিতা গুড় ফলৈর্বমেৎ।
পিত্তোপসৃষ্টে হৃদয়ে সেবয়েন্মধুরৈঃ শৃতম্।
ঘৃতং কষায়াংশ্চোদ্দিষ্টান্ পিত্তজ্বরবিনাশনান্॥

পৈত্তিক হৃদ্রোগে গাম্ভারীফল ও যষ্টিমধু অৰ্দ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহাতে মধু, চিনি ও গুড় প্রক্ষেপ দিয়া এবং তাহার সহিত মদনফলের চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া বমন করাইবে। মধুরদ্রব্যের সহিত সিদ্ধ ঘৃত, কষায় ও পিত্তজ্বরোক্ত বিধি সকল ইহাতে ব্যবস্থেয়।

শীতাঃ প্রদেহাঃ পরিষেচনানি
তথা বিরেকো হৃদি পিত্তদুষ্টে।
দ্রাক্ষা সিতা ক্ষৌদ্র পরূষকৈঃ
শুদ্ধে চ পিত্তাপহমন্নপানম্।

পৈত্তিক হৃদ্রোগে শীতল প্রলেপ ও বিরেচন ব্যবস্থেয়। বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহ শোধন করিয়া দ্রাক্ষা, চিনি, মধু ও পরূষফল সহিত পিত্তনাশক অন্ন পানীয় প্রদান করিবে।

পিষ্ট্বা পিবেদ্বাপি সিতাজলেন
যষ্ট্যাহ্বয়ং তিক্তকরোহিণীঞ্চ ॥

চিনির জলের সহিত যষ্টিমধু বা কট্‌কী পেষণ করিয়া সেবন করাইবে।

অর্জ্জুনস্য ত্বচা সিদ্ধং ক্ষীরং যোজ্যং হৃদাময়ে।
সিতয়া পঞ্চমূল্যা বা বলয়া মধুকেন বা ॥

অর্জ্জুনছাল, চিনি, স্বল্পপঞ্চমূল, বেড়েলা বা মধুর সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে।

ঘৃতেন দুগ্ধেন গুড়াম্ভসা বা
পিবন্তি চূর্ণং ককুভত্বচো যে।
হৃদ্রোগ জীর্ণজ্বর রক্তপিত্তং
হত্বা ভবেয়ুশ্চিরজীবিনস্তে ॥

ঘৃত, দুগ্ধ বা গুড়ের জলের সহিত অর্জ্জুনছাল চূর্ণ সেবন করিলে হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর ও রক্তপিত্ত রোগ সত্বর উপশমিত হয়।

বচা নিম্বকষায়াভ্যাং বান্তং হৃদি কফোত্থিতে।
বাতহৃদ্রোগহৃৎ চূর্ণং পিপ্পল্যাদি চ পায়য়েৎ ॥

(পিপ্পল্যাদিচূর্ণং পিপ্পল্যেলা বচা হিঙ্গু ইত্যাদি উক্তম্।)

কফজ হৃদ্রোগে বচ ও নিমছালের কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে এবং ইহাতে বাতহৃদ্রোগনাশক পিপ্পল্যাদি চূর্ণ সেবন করান যাইতে পারে।

ত্রিদোষজে লঙ্ঘনমাদিতঃ স্যাৎ
অন্নঞ্চ সর্ব্বেষু হিতং বিধেয়ম্।
হীনত্বমধ্যত্বমবেক্ষ্য চৈব
কার্য্যং ত্রয়াণামপি কর্ম্ম শস্তম্ ॥

সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে প্রথমে লঙ্ঘন ব্যবস্থেয়, ইহাতে দোষত্রয়ের শান্তিকর অন্নপানাদি প্রদান এবং দোষবিশেষের প্রবলতা, হীনতা বা মধ্যাবস্থা বিবেচনা করিয়া যথাবিহিত চিকিৎসা করিবে।

চূর্ণং পুষ্করজং লিহ্যাত্মাক্ষিকেণ সমাযুতম্।
হৃচ্ছূল শ্বাস কাসঘ্নং ক্ষয় হিক্কানিবারণম্ ॥

কুড়চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে হৃদ্রোগাদি নিবারণ হয়।

তৈলাজ্য গুড়বিপক্বং চূর্ণং
গোধূমং পার্থজং বাপি।
পিবতি পয়োঽনু চ স ভবে-
জ্জিত কাস শ্বাস হৃদাময়ঃ পুরুষঃ ॥

(পার্থোঽর্জ্জুনঃ। পার্থগোধূমাভ্যাং সমো-গুড়ঃ। তৈলাজ্যে অল্পমাত্রয়া দেয়ে। কিঞ্চিজ্জলং দত্ত্বা পিবেৎ। বাশব্দঃ পূর্ব্বযোগাপেক্ষয়া।)

গোধূমচূর্ণ ১ ভাগ, অর্জ্জুনছালচূর্ণ ১ ভাগ, গুড় ২ ভাগ এই সমুদায় একত্র করিয়া অল্প মাত্রায় তিলতৈল ও ঘৃতে পাক করিয়া উহার সহিত কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হৃদ্রোগ প্রভৃতি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

গোধূম ককুভচূর্ণং ছাগ-
পয়ো গব্যসর্পিষা পক্বম্।
মধু শর্করসমেতং শময়তি
হৃদ্রোগমুদ্ধতং পুংসাম্ ॥

গোধূমচূর্ণ ১ ভাগ, অর্জ্জুনছালচূর্ণ ১ ভাগ, ছাগদুগ্ধ ৪ ভাগ, ঘৃত ও চিনি কিঞ্চিৎ। এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া শীতল হইলে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিবে। ইহা সেবন করিলে প্রবল হৃদ্রোগ নিবারণ হয়।

মূলং নাগবলায়াস্তু চূর্ণং দুগ্ধেন পায়য়েৎ।
হৃদ্রোগ শ্বাস কাসঘ্নং ককুভস্য চ বল্কলম্ ॥

রসায়নং পরং বল্যং বাতজিৎ মাসযোজিতম্।
সংবৎসরপ্রয়োগেণ জীবেদ্ বর্ষশতং ধ্রুবম্॥

গোরক্ষচাকুলের মূলচূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে হৃদ্রোগ, শ্বাস ও কাস রোগ নষ্ট হয়। ঐরূপ অর্জ্জুন-বৃক্ষের ছালচূর্ণ এক মাস সেবন করিলে হৃদ্রোগাদি নাশ এবং বল বৃদ্ধি হয়।

হিঙ্গুগ্রগন্ধা বিড় বিশ্ব কৃষ্ণা-
কুষ্ঠাভয়া চিত্রক যাবশূকম্।
পিবেৎ সসৌবর্চ্চল পুষ্করাঢ্যং
যবাম্ভসা শূল হৃদাময়ঘ্নম্॥

হিঙ্গু, বচ, বিট্‌লবণ, শুঁঠ, পিঁপুল, কুড়, হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার, সচল লবণ ও কুড় প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ মিশ্রিত করিয়া যবের কাথের সহিত পান করিলে শূল ও হৃদ্রোগ নষ্ট হয়।

দশমূলকষায়স্তু লবণ ক্ষার যোজিতঃ।
কাসং শ্বাসঞ্চ হৃদ্রোগং গুল্মং শূলঞ্চ নাশয়েৎ॥

দশমূলের কাথে সৈন্ধব লবণ ২ মাষা ও যবক্ষার ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কাস, শ্বাস, হৃদ্রোগ ও গুল্মশূল নষ্ট হয়।

পাঠাং বচাং যবক্ষারমভয়াং চাম্লবেতসম্।
দুরালভাং চিত্রকঞ্চ ত্র্যূষণঞ্চ ফলত্রয়ম্॥
শটীং পুষ্করমূলঞ্চ তিন্তিড়ীকং সদাড়িমম্।
মাতুলুঙ্গস্য মূলানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
সুখোদকেন মদ্যৈর্বা প্লুতাম্লেতানি পায়য়েৎ।
অর্শঃ শূলঞ্চ হৃদ্রোগং গুল্মমাশু নিযচ্ছতি॥

আকনাদি, বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অম্লবেতস, দুরালভা, চিতামূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শটী, কুড়, তেঁতুলছাল, দাড়িম-ছাল ও টাবালেবুর মূল এই সমুদায় সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া সুখোষ্ণ জল বা মদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হৃদ্রোগ প্রভৃতি অনেক ব্যাধি উপশমিত হয়।

পুটদগ্ধমশ্মপিষ্টং হরিণবিষাণং সর্পিষা পিবতঃ।
হৃৎপৃষ্ঠশূলমুপশমমুপযাত্যচিরেণ কষ্টমপি॥

পুটদগ্ধ হরিণশৃঙ্গ শিলায় পেষণ করিয়া ঘৃত সংযোগে সেবন করিলে হৃচ্ছূল ও পৃষ্ঠশূল উপশমপ্রাপ্ত হয়।

ক্রিমি হৃদ্রোগিণং স্নিগ্ধং ভোজয়েৎ পিশিতৌদনম্॥
দধ্না চ পললোপেতং ত্র্যহং পশ্চাদ্বিরেচয়েৎ॥
সুগন্ধিভিঃ সলবণৈর্যোগৈঃ সাজাজিশর্করৈঃ।
বিড়ঙ্গগাঢ়ৈর্ধান্যাম্লং পায়য়েদ্ধিতমুত্তমম্॥

(অত্র পিশিতৌদনং ক্রিমীণামুৎক্লেশার্থম্। পিশিতপ্রধানমোদনং পিশিতৌদনং দধ্না পললেন চ সংযুক্তং ত্র্যহং ভোজয়েৎ। পললং পিষ্টকমিতি জেজ্জটঃ। তিলচূর্ণমিতি চক্রঃ। অন্যে তু শুষ্কমাংসচূর্ণমাহুঃ। এতে ক্রিমি-ঘাতকাঃ। সুগন্ধিভিঃ লবণৈঃ যোগৈরিতি বিরেচনযোগৈঃ। চাতুর্জাতেন সুগন্ধীকরণঞ্চ বাস্তিশঙ্কানিরাসার্থম্। ধান্যাম্লমত্রপেয়ম্।)

ক্রিমিহৃদ্রোগে প্রথমতঃ ৩ দিবস দধি ও তিলপিষ্টক সংযুক্ত স্নিগ্ধ মাংসান্ন ভোজন করাইয়া চাতুর্জাতাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত সৈন্ধব, জীরা, চিনি ও অধিক বিড়ঙ্গবিশিষ্ট বিরেচক ঔষধ পান করা-ইবে। অনুপান ধান্যাম্ল।

ক্রিমিজে চ পিবেন্মূত্রং বিড়ঙ্গাময়সংযুতম্।
হৃদি স্থিতাঃ পতন্ত্যেবমধস্তাৎ ক্রিময়ো নৃণাম্।
যবান্নং বিতরেচ্চাস্মৈ সবিড়ঙ্গমতঃ পরম্॥

ক্রিমিজ হৃদ্রোগে বিড়ঙ্গ ও কুড়-চূর্ণের সহিত গোমূত্র পান করাইবে, তদ্দ্বারা ক্রিমি সকল অধঃপাতিত হইলে রোগীকে বিড়ঙ্গ সংযুক্ত যবান্ন আহার করাইবে।

বল্লভকং ঘৃতম্।

মুখ্যং শতার্দ্ধঞ্চ হরীতকীনাং
সৌবর্চ্চলস্যাপি পলদ্বয়ঞ্চ।
পক্বং ঘৃতং বল্লভকেতি নাম্না
হৃল্লাস শূলোদর মারুতঘ্নম্॥

হরীতকী ৫০ টা, সচল লবণ ২ পল এই উভয়ের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে হৃল্লাস, শূল, উদররোগ ও বায়ুরোগ নাশ হয়।

শ্বদংষ্ট্রাদ্যং ঘৃতম্।

শ্বদংষ্ট্রোশীর মঞ্জিষ্ঠা বলা কাশ্মর্য্য কতৃণম্।
দর্ভমূলং পৃথক্‌পর্ণী পলাশর্ষভকৌ স্থিরা॥
পলিকাং সাধয়েৎ তেষাং রসে ক্ষীরে চতুর্গুণে।
কল্কৈঃ স্বগুপ্তর্ষভক মেদা জীবন্তী জীরকৈঃ॥
শতাবর্য্যৃদ্ধি মৃদ্বীকা শর্করা শ্রাবণী বিসে।
প্রস্থঃ সিদ্ধো ঘৃতাদ্বাপি পিত্তহৃদ্রোগশূলনুৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্র প্রমেহার্শঃ শ্বাস কাস ক্ষয়াপহম্।
ধন্বঃ স্ত্রী মদ্য ভারাধ্বখিন্নানাং বলমাংসদম্॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ গোক্ষুর, বেণার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেড়েলা, গাম্ভারী-ছাল, কতৃণ (সুগন্ধি তৃণবিশেষ), কুশ-মূল, চাকুলে, পলাশছাল, ঋষভক ও শালপাণি প্রত্যেক ১ পল পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ আলকুশীবীজ, ঋষভক, মেদা, জীবন্তী, জীরা, শতমূলী, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, চিনি, মুণ্ডীরী ও মৃণাল মিলিত ১ সের। ইহাতে পৈত্তিক হৃদ্রোগ ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি নানা ব্যাধি উপশমিত হয়।

বলাদ্যং ঘৃতম্।

ঘৃতং বলা নাগবলার্জ্জুনাম্বু-
সিদ্ধং সযষ্টীমধু কল্কপাদম্।
হৃদ্রোগ শূল ক্ষত রক্তপিত্ত-
কাসানিলাসৃক্ শময়ত্যুদীর্ণম্॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও অর্জ্জুনছাল মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে হৃদ্রোগ ও রক্তপিত্তাদি অনেক পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

অর্জ্জুনঘৃতম্।

পার্থস্য কল্ক স্বরসেন সিদ্ধং
শস্তং ঘৃতং সর্ব্বহৃদাময়েষু।

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ অর্জ্জুনছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ অর্জ্জুনছাল ১ সের। অর্জ্জুনঘৃত সকল প্রকার হৃদ্রোগে প্রশস্ত।

ককুভাদিচূর্ণম্।

ককুভত্বগ্ বচা রাস্না বলা নাগবলাভয়া।
শটী পুষ্করমূলঞ্চ পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্॥
সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য সর্পিষা শাণমাত্রয়া।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বহৃদ্রোগশান্তয়ে॥

অর্জ্জুনছাল, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, হরীতকী, শটী, কুড়, পিঁপুল ও শুঁঠ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় উপযুক্ত পরিমাণ গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগের শান্তি হয়।

কল্যাণসুন্দরো রসঃ।

সিন্দূরমভ্রং তারঞ্চ তাম্রং হেম চ হিঙ্গুলম্।
সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা মর্দ্দয়েদ্বহ্নিবারিণা॥
হস্তিশুণ্ড্যম্ভসা পশ্চাদ্ভাবয়িত্বা চ সপ্তধা।
গুঞ্জামাত্রাং বটীং কৃত্বা কোষ্ণতোয়েন দাপয়েৎ॥
উরস্তোয়ঞ্চ হৃদ্রোগং বক্ষোবাতমুরোঽস্রকম্।
ফৌপ্ফুসান্ হন্তি রোগাংশ্চ রসঃ কল্যাণসুন্দরঃ॥

রসসিন্দূর, অভ্র, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক সমভাগে লইয়া চিতার রসে এক দিন মাড়িয়া এবং হাতিশুঁড়ার রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে উরস্তোয়, হৃদ্রোগ, বক্ষোবাত, বক্ষোরুধির এবং ফুস্ফুসজ রোগ সমস্ত বিনষ্ট হয়।

চিন্তামণিরসঃ।

পারদং গন্ধকঞ্চাভ্রং লৌহং বঙ্গং শিলাজতু।
সমং সমং গৃহীত্বা চ স্বর্ণং সূতাজ্ঘ্রি সম্মিতম্॥
স্বর্ণস্য দ্বিগুণং রৌপ্যং সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ।
চিত্রকস্য দ্রবেণাপি ভৃঙ্গরাজাম্ভসা ততঃ॥
পার্থস্যাথ কষায়েণ সপ্তকৃত্বো বিভাবয়েৎ।
ততো গুঞ্জামিতাঃ কুর্য্যাদ্বটীশ্ছায়াপ্রশোষিতাঃ।
একৈকাং দাপয়েদাসাং গোধূমক্বাথবারিণা।
হৃদ্রোগান্ নিখিলান্ হন্তি ব্যাধীন্ ফুপ্ফুসজানপি॥
প্রমেহান্ বিংশতিং শ্বাসান্ কাসানপি সুদুস্তরান্।
বলপুষ্টিকরো হৃদ্যো রসশ্চিন্তামণিঃ স্মৃতঃ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ ও শিলাজতু প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ।০ আনা ও রৌপ্য অর্দ্ধ তোলা, সমুদায় একত্র করিয়া চিতার রসে, ভৃঙ্গরাজরসে এবং অর্জ্জুনছালের কাথে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। এক একটী বটিকা গোধূমের কাথের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে হৃদ্রোগ, ফুস্ফুস্জন্য রোগ এবং প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি এবং বলবীর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রভাকরবটী।

মাক্ষিকং লৌহমভ্রঞ্চ তুগাক্ষীরীং শিলাজতু।
ক্ষিপ্ত্বা খল্লোদরে পশ্চাদ্ভাবয়েৎ পার্থবারিণা॥
বল্লদ্বয়মিতাং কুর্য্যাদ্বটীং ছায়াবিশোষিতাম্।
প্রভাকরবটী নাম হৃদ্রোগান্ নিখিলান্ জয়েৎ॥

স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বংশলোচন ও শিলাজতু প্রত্যেক সমভাগে লইয়া অর্জ্জুনছালের কাথে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার হৃদ্রোগের শান্তি হয়।

বিশ্বেশ্বরো রসঃ।

স্বর্ণাভ্র লৌহ বঙ্গানাং রসগন্ধকয়োরপি।
বৈক্রান্তস্য চ সংগৃহ্য ভাগাংস্তোলকসম্মিতান্।
কর্পূরসলিলেনাথ ভাবয়িত্বা যথাবিধি।
রক্তিকৈকপ্রমাণেন বিদধ্যাদ্বটিকাং ততঃ।
অয়ং বিশ্বেশ্বরো নাম রসঃ ফুস্‌ফুসজান্ গদান্।
হৃদ্রোগাংশ্চ জয়েৎ সর্ব্বান্ সংশয়োঽত্র ন বিদ্যতে॥

স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, পারদ, গন্ধক ও বৈক্রান্ত প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে লইয়া কর্পূরের জলে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে হৃদ্রোগ ও ফুস্‌ফুসজাত রোগ সমস্ত নিরাকৃত হয়।

হৃদয়ার্ণবরসঃ।

সূতার্কগন্ধকান্ ক্বাথে বরায়া মর্দ্দয়েদ্দিনম্।
কাকমাচ্যা বটীং কৃত্বা চণমাত্রাঞ্চ ভক্ষয়েৎ।
হৃদয়ার্ণবনামায়ং হৃদ্রোগদলনো রসঃ॥

পারদ, তাম্র ও গন্ধক ত্রিফলার ক্বাথে ও কাকমাচীর রসে এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে হৃদ্রোগের শান্তি হয়।

বৃহৎ হৃদয়ার্ণবো রসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃতং তাম্রময়ঃ সমম্।
মর্দ্দয়েৎ ত্রিফলাক্বাথৈঃ কাকমাচীদ্রবৈর্দিনম্॥
চণমাত্রাং বটীং খাদেদ্রসোঽয়ং হৃদয়ার্ণবঃ।
কাকমাচীফলং কর্ষং ত্রিফলাফলসংযুতম্॥
দ্বাত্রিংশত্তোলকং তোয়ং ক্বাথমষ্টাবশেষিতম্।
অনুপানং পিবেচ্চাত্র হৃদ্রোগে চ কফোত্থিতে।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, সমাংশে গ্রহণ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথ ও কাকমাচীর রসে এক এক দিবস মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি। কাকমাচীর ফল ও ত্রিফলার ক্বাথ অনুপেয়। ইহা হৃদ্রোগনাশক।

নাগার্জ্জুনাভ্রম্।

সহস্রপুটনৈঃ শুদ্ধং বজ্রাভ্রমর্জ্জুনত্বচঃ।
সত্ত্বৈর্দ্বিমর্দ্দিতং সপ্তদিনং খল্লে বিশোষিতম্॥
ছায়াশুষ্কা বটী কার্য্যা নাম্না নাগার্জ্জুনাভ্রকম্।
হৃদ্রোগং সর্ব্বশূলার্শোহৃল্লাসচ্ছর্দ্দ্যরোচকান্।
অতীসারমগ্নিমান্দ্যং রক্তপিত্তং ক্ষতক্ষয়ম্।
শোথোদরাম্লপিত্তঞ্চ বিষমজ্বরমেব চ।
হন্ত্যন্যানপি রোগাংশ্চ বল্যং বৃষ্যং রসায়নম্।

সহস্রপুটিত শুদ্ধ বজ্রাভ্র, অর্জ্জুন-ছালের রসে ৭ দিবস ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা হৃদ্রোগনাশক।

পঞ্চাননরসঃ।

সূতগন্ধৌ দ্রবৈর্ধাত্র্যা মর্দ্দয়েৎ গোস্তনীদ্রবৈঃ।
যষ্টি খর্জ্জূরসলিলৈর্দিনৈকং পরিমর্দ্দয়েৎ।
ধাত্রীচূর্ণং সিতাক্তাম্বু পিবেৎ হৃদ্রোগশান্তয়ে।

পারদ ও গন্ধক আমলকীর রসে মর্দ্দন করিয়া দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু ও খর্জ্জূর, ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে এক এক দিবস ভাবনা দিবে। মাত্রা ২ রতি। ঔষধ সেবন করিয়া আমলকীচূর্ণ ও শর্করা অনুপান করিবে।

শঙ্করবটী।

রসস্য ভাগাশ্চত্বারো বলেরষ্টৌ তথা মতাঃ।
ত্রয়ো লৌহস্য নাগস্য দ্বাবিত্যেকত্র মর্দ্দয়েৎ॥
ভাবয়েৎ কাকমাচ্যাশ্চ চিত্রকস্যার্দ্রকস্য চ॥
স্বরসেন জয়ন্ত্যাশ্চ বাসায়া বিল্বপার্থয়োঃ।
ততো গুঞ্জাদ্বয়মিতা বিদধ্যাদ্বটিকা ভিষক্।
একৈকাং দাপয়েদাসামীষদুষ্ণেন বারিণা॥
জয়েদিয়ং ফুপ্‌ফুসজান্ রোগান্ হৃদয়সম্ভবান্।
জীর্ণজ্বরং তথা ঘোরং প্রমেহানপি বিংশতিম্॥
কাসশ্বাসামবাতাংশ্চ গ্রহণীমপি দুস্তরাম্।
বটী শ্রীশঙ্করপ্রোক্তা বলপুষ্টিবিবর্দ্ধনী॥

পারদ ৪ ভাগ, গন্ধক ৮ ভাগ, লৌহ ৩ ভাগ ও সীসা ২ ভাগ, এই সমুদায় একত্র করিয়া যথাক্রমে কাকমাচী, চিতা, আদা, জয়ন্তী, বাসক, বিল্ব ও অর্জ্জুনের স্বরসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে ফুস্‌ফুস্‌জাত রোগ, হৃদ্রোগ ও অন্যান্য বিবিধ পীড়া নিরাকৃত হয়।

পার্থাদ্যরিষ্টঃ।

পার্থস্বচস্তুলামেকাং মৃদ্বীকার্দ্ধতুলাং তথা।
ভাগং মধুকপুষ্পস্য পলবিংশতিসম্মিতম্॥
চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পক্ত্বা দ্রোণমেবাবশেষয়েৎ।
ধাতক্যা বিংশতিপলং গুড়স্য চ তুলাং ক্ষিপেৎ॥
মাসমাত্রং স্থিতো ভাণ্ডে ভবেৎ পার্থাদ্যরিষ্টকঃ।
হৃৎফুপ্‌ফুসগদান্ সর্ব্বান্ হন্ত্যয়ং বলবীর্য্যকৃৎ॥

অর্জ্জুনছাল ১২॥০ সের, দ্রাক্ষা ৬।০ সের ও মউলফুল ২।০ সের একত্র করিয়া ২৫৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৬৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কাথজল ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর ঐ জলে গুড় ১২॥০ সের গুলিয়া ও ধাই-ফুলচূর্ণ ২।০ সের প্রক্ষেপ করিয়া রুদ্ধ ভাণ্ডে এক মাস রাখিবে। ইহাতে অন্তরুৎসেক ক্রিয়া দ্বারা অরিষ্ট প্রস্তুত হইবে। ইহাকে পার্থাদ্যরিষ্ট কহে। ইহা সেবন করিলে হৃদয় ও ফুস্‌ফুস্‌-জাত পীড়া সকলের শান্তি এবং বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং হৃদ্রোগাদ্যধিকারঃ।

উরস্তোয়াধিকারঃ।

ভেষজং শ্লেষ্মহরণং মূত্রস্যাপি প্রবর্ত্তনম্।
উরস্তোয়ে গদে যোজ্যং বিবিচ্য ভিষজা সদা॥

উরস্তোয় রোগে কফনিঃসারক ও মূত্রপ্রবর্ত্তক ঔষধ সমূহ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

পিপাসানিগ্রহঃ কার্য্যঃ শীতাম্ভোঽনিলসেবনম্।
যত্নতঃ পরিহর্ত্তব্যমভিষ্যন্দ্যাখিলং তথা॥

এই পীড়ায় পিপাসা দমন করা কর্ত্তব্য। শীতল জল, শীতল বায়ু ও অভিষ্যন্দি দ্রব্যমাত্র ইহাতে অনিষ্টকর।

পাদাবশিষ্টং যৎ তোয়ং তত্তৃষায়াং পিবেন্নরঃ।
পয়সা বা শৃতোষ্ণেন শান্তিং কুর্য্যাৎ সদা তৃষঃ॥

পাদাবশিষ্ট জল অথবা শৃতোষ্ণ দুগ্ধের দ্বারা পিপাসা শান্তি কর্ত্তব্য।

বর্ষাভূস্বরসং বাপি যবক্ষারসমাযুতম্।
পিবেন্নিত্যমুরস্তোয়ী সায়ং প্রাতরতন্দ্রিতঃ॥

প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় যবক্ষারের সহিত পুনর্নবার রস পান করিলে এই পীড়ার উপশম হয়।

শ্বয়থৌ মূত্রকৃচ্ছ্রে চ কাসে শ্বাসে হৃদাময়ে।
ভেষজং গদিতং যদ্যৎ তত্তদত্র প্রযোজয়েৎ ॥

শোথ, মূত্রকৃচ্ছ্র, কাস, শ্বাস ও হৃদ্রোগ এই সকল অধিকারে কথিত ঔষধ সমস্ত উরস্তোয়রোগে প্রযোজ্য।

নৈবং ব্যাধিঃ শমং যায়ান্নিখিলৈর্যদি কর্ম্মভিঃ।
কুর্য্যাচ্ছস্ত্রক্রিয়াং তর্হি লব্ধহস্তো ভিষগ্বরঃ ॥

এইরূপ বিবিধ ক্রিয়ার দ্বারা ব্যাধির শান্তি না হইলে সুদক্ষ চিকিৎসক শস্ত্রক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবেন।

সমুদ্রবস্বোর্মধ্যে বা মহীগ্রহয়োরথ।
পশুর্কাস্থ্যোগ্র্হদিশোঃ শস্ত্রং নাম ত্রিকূর্চ্চকম্ ॥
প্রবেশ্যাবহিতো রক্ষন্ যকৃৎ প্লীহানমেব চ।
নিঃশেষং নির্হরেদম্বু ব্যাধিরেবং প্রশাম্যতি ॥

সপ্তম ও অষ্টম, অষ্টম ও নবম অথবা নবম ও দশম পশুর্কাস্থির মধ্যস্থানে ত্রিকূর্চ্চক নামক শস্ত্র প্রয়োগ করিয়া বক্ষঃসঞ্চিত জলনিঃসারণ করিবে। শস্ত্র প্রয়োগকালে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে, যেন যকৃৎ বা প্লীহাতে আঘাত না লাগে।

ততো ব্যবায়মধ্বানং ব্যায়ামং শিশিরং জলম্।
অহঃস্বাপং শুচং ক্রোধং ত্যজেদ্বর্ষং গদোত্থিতঃ ॥

ভাগ্যবলে শস্ত্রক্রিয়াদ্বারা জীবন রক্ষা হইলে একবৎসরকাল মৈথুন, পথপর্য্যটন, শীতল জল, দিবানিদ্রা, শোক ও ক্রোধ এই সমস্ত যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামুরস্তোয়াধিকারঃ।

ক্রিম্যধিকারঃ।

পারাসীয়যমানী পীতা পর্য্যুসিতবারিণা প্রাতঃ।
গুড়পূর্ব্বা ক্রিমিজাতং কোষ্ঠগতং পাতয়ত্যাশু ॥

(গুড়পূর্ব্বা প্রথমতো গুড়ং মনাক্ ভক্ষয়িত্বা বিলম্বং কৃত্বা পাতব্যা।)

প্রথমে কিঞ্চিৎ গুড় খাইয়া কিছু পরে বাসিজলের সহিত খোরাসানী যমানী খাইলে কোষ্ঠস্থ ক্রিমি সকল নির্গত হইয়া যায়।

পারিভদ্রস্য পত্রোত্থং রসং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ।
কেমুকস্য রসং বাপি পত্তূরস্যাথ বা পুনঃ ॥

মধুর সহিত পালিধাপত্রের, কেঁউপত্রের অথবা সাঞ্চীর রস সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

লিহ্যাং ক্ষৌদ্রেণ বৈড়ঙ্গং চূর্ণং ক্রিমিহরং পরম্ ॥

মধুর সহিত বিড়ঙ্গচূর্ণ সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

মুস্তাখুপর্ণী ফল শিগ্রু দারু-
কাথঃ সকৃষ্ণা ক্রিমিশত্রুকল্কঃ।
মার্গদ্বয়েনাপি চিরপ্রবৃত্তান্
ক্রিমীন্ নিহন্তি ক্রিমিজাংশ্চ রোগান্ ॥

মুতা, ইন্দুরকাণি, ত্রিফলা, সজিনাছাল ও দেবদারু ইহাদের কাথে পিঁপুল ১ মাষা ও বিড়ঙ্গ ১ মাষা, বাঁটিয়া মিশ্রিত করিয়া খাইলে ক্রিমি ও ক্রিমিজন্য রোগ নষ্ট হয়।

পলাশবীজস্বরসং পিবেদ্বা ক্ষৌদ্রসংযুতম্।
পিবেৎ তদ্বীজকল্কং বা তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্ ॥

পলাশবীজের রস মধুর সহিত সেবন করিলে কিংবা উহার বীজ বাঁটিয়া ঘোলের সহিত খাইলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

কাথং খর্জ্জূরপত্রাণাং সক্ষৌদ্রমুষিতং নিশি।
পীত্বা নিবারয়ত্যাশু ক্রিমিসজ্ঘমশেষতঃ।

খেজুর পাতার কাথ বাসি করিয়া মধুর সহিত খাইলে সমুদায় ক্রিমি নষ্ট হয়।

অপক্বং ক্রমুকং পিষ্টং পীতং জম্বীরজৈ রসৈঃ।
নিহন্তি বিড়্ভবং কীটং রসঃ খর্জ্জূরজস্তয়োঃ।

কাঁচা সুপারি ২ মাষা বাঁটিয়া ২ তোলা লেবুর রসের সহিত খাইলে অথবা খেজুরপাতার রস ৪ তোলা ও লেবুর রস ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

পিবেৎ তুম্বীবীজচূর্ণং তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্।

তিতলাউবীজ চূর্ণ ২ তোলা ও তক্র ১ পল একত্র পেষণ করিয়া সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

নারিকেলজলং পীতং সক্ষৌদ্রং ক্রিমিনাশনম্।

মধুর সহিত নারিকেল জল পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

যমানীং লবণোপেতাং ভক্ষয়েৎ কল্য উত্থিতঃ।
অজীর্ণমামবাতঞ্চ ক্রিমিজাংশ্চ জয়েদ্গদান্।

খোরাসানী যমানী সৈন্ধবলবণের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অজীর্ণ, আমবাত ও ক্রিমিজন্য রোগ নষ্ট হয়।

পলাশবীজেন্দ্র বিড়ঙ্গ নিম্ব-
ভূনিম্বচূর্ণং সগুড়ং লিহেদ্ যঃ।
দিনত্রয়েণ ক্রিময়ঃ পতন্তি
পলাশবীজেন যমানিকাং বা।

পলাশবীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিরাতাচূর্ণ গুড়ের সহিত তিন দিবস সেবন করিলে অথবা পলাশবীজ ও যমানী একত্রিত করিয়া সেবন করিলে সমুদায় ক্রিমি নিঃসৃত হয়।

পারাসীয়াদিচূর্ণম্।

পারাসীয়যমানিকা ঘন
কণা শৃঙ্গী বিড়ঙ্গারুণা
চূর্ণং শ্লক্ষ্ণতরং বিলীঢ়মপি তৎ
ক্ষৌদ্রেণ সংযোজিতম্।
কাসং নাশয়তি জ্বরঞ্চ
জয়তি প্রৌঢ়াতিসারং জয়ে-
চ্ছর্দ্দিং মর্দ্দয়তি ক্রিমিস্তু
নিয়তং কোষ্ঠস্থমুন্মূলয়েৎ।

খোরাসানী যমানী, মুতা, পিঁপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ ও আতইচ উত্তমরূপে চূর্ণ এবং সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে কাস, জ্বর, অতীসার ও বমি নিবারণ হয় এবং কোষ্ঠস্থ ক্রিমি সকল সত্বর উন্মূলিত হইয়া যায়।

পেষয়েদারনালেন নাড়ীচস্তু ফলানি চ।
যূকালিক্ষাপ্রশান্ত্যর্থং দত্তাল্লেপন্তু মস্তকে।

নালিতা শাকের বীজ কাঁজির সহিত বাঁটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে সমুদায় ইকুন মরিয়া যায়।

রসেন্দ্রেণ সমাযুক্তো রসো ধুস্তূরপত্রজঃ।
তাম্বূলপত্রজো বাপি লেপো যূকাবিনাশনঃ।

ধুতুরাপাতার রস অথবা পানের রস পারদের সহিত মাড়িয়া ঘনীভূত হইলে মস্তকে প্রলেপ দিবে, তদ্দারা মস্তকের ইকুন মরিয়া যাইবে।

বিড়ঙ্গাদিতৈলম্ ।

সবিড় গন্ধকশিলা সিদ্ধং
সুরভিজলেন কটুতৈলম্ ।
আজন্ম নয়তি নাশং
লিক্ষাসহিতাংশ্চ যূকাংশ্চ ॥

(শিলা মনঃশিলা, গন্ধকশিলাশব্দেন গন্ধক ইতি ভাষ্যঃ ।)

কটুতৈল ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, গন্ধক ও মনঃশিলা মিলিত ১ সের। একত্র পাক করিবে। এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে সমুদায় ইকুন নষ্ট হইয়া যায়।

বৃহৎ বিড়ঙ্গাদিতৈলম্ ।

তুলামানং বিড়ঙ্গস্য সোমবল্ল্যাঃ পলং শতম্ ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং চতুর্ভাগাবশেষিতম্ ॥
এতৎকাথে পচেৎ তৈলং দ্বাত্রিংশৎপলমানকম্ ।
বিড়ঙ্গো বারুণী বহ্নির্লাঙ্গলী চ প্রসারণী ॥
দাসঃ কুরণ্টকশ্চৈব কট্‌ফলং ত্র্যূষণং বরা ।
রাস্না চৈরণ্ডমূলঞ্চ প্রত্যেকং শুক্তিসম্মিতম্ ॥
কল্কার্থং দীয়তে তত্র শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ।
কোঠ কণ্ডূ জ্বরানাহ হৃল্লাসারুচি পীনসান্ ॥
গ্রহণী পাণ্ডুতা মূর্চ্ছাঃ ক্রিমীংশ্চান্তর্বহিশ্চরান্ ।
বিড়ঙ্গাদ্যমিদং তৈলং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥

বিড়ঙ্গ ১২৷৷০ সের, ক্বাথার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের এবং সোমরাজী ১২৷৷০ সের, ক্বাথার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথদ্বয়ের সহিত ৪ সের তিলতৈল পাক করিবে। কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, রাখালশসা, চিতামূল, ঈশলাঙ্গলা, গন্ধভাদুলিয়া, নীলঝাঁটী, পীতঝাঁটী, কট্‌ফল, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, রাস্না ও এরণ্ডমূল, প্রত্যেক ৪ তোলা করিয়া দিবে। এই তৈল মর্দ্দনে কোঠ, কণ্ডূ, জ্বর, আনাহবায়ু, বমনভাব, অরুচি, পীনস, গ্রহণী, পাণ্ডুতা, মূর্চ্ছা এবং বাহ্যাভ্যন্তরজ ক্রিমি সকল বিদূরিত হয়।

ধুস্তূরতৈলম্ ।

ধুস্তূরপত্রকল্কেন তদ্রসেন চ সাধিতম্ ।
তৈলমভ্যঙ্গমাত্রেণ যূকাং নাশয়তি ধ্রুবম্ ॥

কটুতৈল ৪ সের, ধুতুরাপাতার রস ১৬ সের, কল্কার্থ ধুতুরাপত্র ১ সের। একত্র যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মস্তকে মাখিলে সত্বর মস্তকের সমস্ত ইকুন মরিয়া যায়।

ত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্ ।

ত্রিফলা ত্রিবৃতা দন্তী বচা কাম্পিল্লকং তথা ।
সিদ্ধমেভির্গবাং মূত্রৈঃ সর্পিঃ ক্রিমিবিনাশনম্ ।
সর্ব্বান্ ক্রিমীন্ প্রণুদতি বজ্রং মুক্তমিবাসুরান্ ॥
ত্রিফলাঘৃতমেতদ্ধি লেহ্যং শর্করয়া সহ ॥

ঘৃত ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কল্কার্থ ত্রিফলা, তেউড়ী, দন্তীমূল, বচ ও কমলাগুঁড়ি মিলিত ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে সমুদায় ক্রিমি রোগ নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাদিঘৃতম্ ।

এক প্রস্থো বিড়ঙ্গস্য ত্রিফলায়াস্ত্রয়স্তথা ।
দীপনং দশমূলঞ্চ লাভতঃ সমুপাহরেৎ ॥

পাদশেষে জলদ্রোণে শৃতে সর্পির্বিপাচয়েৎ।
প্রস্থোন্মিতং সিন্ধুযুতং তৎ পরং ক্রিমিনাশনম্।
বিড়ঙ্গাদিঘৃতং হ্যেতৎ লেহ্যং শর্করয়া সহ।
সর্ব্বান্ ক্রিমীন্ প্রণুদতি বজ্রং মুক্তমিবাসুরান্॥

(দীপনং পঞ্চকোলং মিলিত্বা প্রস্থমানং। এবং দশমূলং মিলিত্বা প্রস্থমানম্।)

গব্যঘৃত ৪ সের। কাথার্থ মিলিত ত্রিফলা ৬ সের, বিড়ঙ্গ ২ সের, দীপন অর্থাৎ পঞ্চকোল যথা, পিঁপুল, পিঁপুল-মূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠ মিশ্রিত ২ সের, দশমূল মিলিত ২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ সৈন্ধবলবণ অর্দ্ধ সের ও বিড়ঙ্গ অর্দ্ধ সের, যথাবিধি পাক করিবে। মাত্রা ১ তোলা। কিঞ্চিৎ চিনির সহিত সেব্য। ইহা সেবনে বিবিধ ক্রিমিরোগ উপশমিত হয়।

হরিদ্রাখণ্ডঃ।

স্বরসং পারিভদ্রস্য প্রস্থমাদায় যত্নতঃ।
প্রস্থার্দ্ধাঞ্চ সিতাং দত্ত্বা ঘৃতং কুড়বসম্মিতম্॥
প্রস্থার্দ্ধং রজনীচূর্ণং দত্ত্বা পাকং সমাচরেৎ।
যদা দর্ব্বীপ্রলেপঃ স্যাৎ তদৈবং চূর্ণমাক্ষিপেৎ।
চিত্রকং ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং কৃষ্ণজীরকম্॥
যমানীদ্বয় সিন্ধুত্থং নির্গুণ্ডীফলমেব চ।
পাঠা বিড়ঙ্গকঞ্চৈব শারিবাদ্বয় বাসকৌ॥
পলাশবীজং ব্যোষঞ্চ ত্রিবৃদ্দন্তী সরেণুকা।
অরিষ্টং সোমরাজী চ প্রত্যেকঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্॥
ততো মাষাষ্টকং খাদেৎ তোয়ঞ্চানুপিবেন্নরঃ।
ক্রিমীংশ্চ বিংশতিবিধান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥
দুষ্টব্রণঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ নাড়ীব্রণ ভগন্দরম্।
শীতপিত্তং বিদ্রধিঞ্চ দদ্রুং চর্ম্মদলং তথা॥
অজীর্ণং কামলাং গুল্মং শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ।
বলপুষ্টিকরো হ্যেষ বলীপলিতনাশনঃ॥
হরিদ্রাখণ্ডনামায়ং সর্ব্বব্যাধিনিসূদনঃ।
ব্রণিনাং হিতকামো হি প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ॥

(কুড়বমিতি দ্রবদ্বৈগুণ্যাদষ্টপলমিতি গ্রন্থকর্ত্তৃমতম্।)

পালিধার রস ৪ সের, চিনি ১ সের, ঘৃত ১ সের ও হরিদ্রাচূর্ণ ১ সের, এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে চিতামূল, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, সৈন্ধবলবণ, নিসিন্দাফল, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, শ্যামালতা, অনন্তমূল, বাসকমূল, পলাশবীজ, ত্রিকটু, তেউড়ী, দন্তীমূল, রেণুক, নিমছাল ও সোমরাজী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান শীতল জল। ইহা সেবন করিলে বিংশতি প্রকার ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, বিদ্রধি, পাণ্ডু ও অন্যান্য নানারোগ নষ্ট হয়।

পারিভদ্রাবলেহঃ।

পলাশবীজং দ্বিপলঞ্চ যোজ্যং
তথেন্দ্রবীজং ক্রিমিশত্রুচূর্ণম্।
লবঙ্গমেলা গজপিপ্পলী চ
ত্বক্‌পত্র শুণ্ঠী মরিচানি টঙ্গম্॥
শুভা কণা চিত্রকমুস্তকে চ
বিড়ং তথা সৈন্ধবসূক্ষ্মচূর্ণম্।
রেণুক ধাত্রীফল শৈলজঞ্চ
হরীতকী চাক্ষফলং জলঞ্চ॥
লৌহাভ্র বঙ্গানি সুচূর্ণিতানি
প্রত্যেকমেষাং পিচুভাগযোজ্যম্।
মন্দারপত্রস্বরসস্য প্রস্থং
শরাবমেকং সুরভীজলস্য॥

একত্র সর্ব্বং পরিপাচয়েচ্চ
পলদ্বয়ং মাক্ষিকমেব দদ্যাৎ।
ততোঽক্ষমাত্রাং প্রপিবেন্নরো বৈ
ক্রিমীন্ নিহন্যাৎ ক্রিমিশূলমুগ্রম্।
মন্দানলং হন্তি তথা বমিঞ্চ
কাসং তথা শ্বাসমরোচকঞ্চ॥

পালিধাপত্রের রস ৪ সের, গোমূত্র ১ সের, একত্র পাক করিয়া আসন্নপাকে পলাশবীজচূর্ণ ২ পল এবং ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, লবঙ্গ, এলাইচ, গজপিপ্পলী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, শুঁঠ, মরিচ, সোহাগা, বংশলোচন, জীরক, চিতা, মুতা, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, রেণুক, আমলকী, শৈলজ, হরীতকী, বহেড়া, বালা, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। পাক সমাপ্ত হইলে উহাতে ২ পল মধু মিশ্রিত করিবে। ইহা ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, যাবতীয় ক্রিমি, ক্রিমিশূল, মন্দাগ্নি ও বমি, নিবারিত হয়।

ক্রিমিমুদ্গররসঃ।

ক্রমেণ বৃদ্ধং রসগন্ধকাজ-
মোদা বিড়ঙ্গং বিষমুষ্টিকা চ।
পলাশবীজঞ্চ বিচূর্ণমস্য
নিষ্কপ্রমাণং মধুনাবলীঢ়ম্॥
পিবেৎ কষায়ং ঘনজং তদূর্দ্ধং
রসোঽয়মুক্তঃ ক্রিমিমুদ্গরাখ্যঃ।
ক্রিমীন্ নিহন্তি ক্রিমিজাংশ্চ রোগান্
সন্দীপয়ত্যগ্নিময়ং ত্রিরাত্রাৎ॥

রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, মহানিম্ব ৫ তোলা মতান্তরে বিষদোড়ী ও পলাশবীজ ৬ তোলা একত্র মর্দ্দিত করিয়া লইবে। মাত্রা ১ মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত। ইহা সেবন করিলে তিন দিবসের মধ্যে ক্রিমি ও ক্রিমিজন্য রোগ সকল নিবারিত হয়।

ক্রিমিঘাতিনী বটিকা।

শশিলেখা নিশা কৃষ্ণা কাম্পিল্লো গিরিমৃত্তিকা।
ত্রিবৃন্মূলং শিবা বীজং পলাশস্য সমং সমম্॥
সংমর্দ্দ্য বারিণা কার্য্যা চতুর্গুঞ্জামিতা বটী।
হৃল্লাসং সদনং শোথং শূলং ক্ষবথুং পীনসান্।
ভক্তদ্বেষং জ্বরং কার্শ্যং বমনং বিড়্‌বিবন্ধতাম্।
ক্রিমীংশ্চ বিংশতিবিধান্ নাশয়েৎ ক্রিমিঘাতিনী॥

সোমরাজী, হরিদ্রা, পিপ্পলী, কমলাগুঁড়ি, গেরিমাটী, তেউড়ীমূল, হরীতকী ও পলাশবীজ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে বিংশতি প্রকার ক্রিমি এবং বমনভাব, অবসাদ, শোথ, শূল, হাঁচী, পীনস, অরুচি, জ্বর, কৃশতা, বমন ও মলবদ্ধতা প্রভৃতি তদুপদ্রব সকল নিবারিত হয়।

ক্রিমিশার্দ্দূলচূর্ণম্।

সোমবল্লী বিড়ঙ্গঞ্চ ভূনিম্বো কটুকী তথা।
পর্ণীবীজং ত্রিবৃন্মূলং পিচুমর্দ্দো হরীতকী॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
মাষমাত্রং প্রদাতব্যং যথানুপানযোগতঃ॥
ক্রিমীন্ ক্রিমিগদান্ সর্ব্বান্ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
জ্বরঞ্চ নাশয়েচ্চূর্ণং ক্রিমিশার্দ্দূলনামকম্॥

সোমরাজী, বিড়ঙ্গ, চিরাতা, কটুকী, পলাশবীজ, তেউড়ীমূল, নিম্ব ও হরীতকী

এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত ইহা ১ মাষা পরিমাণে সেবনে সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি ও ক্রিমিজন্য উপদ্রব, মন্দাগ্নি, অরুচি ও জ্বর নষ্ট হয়।

কীটারি রসঃ।

শুদ্ধসূতমিন্দ্রযবঞ্চাজমোদা মনঃশিলা।
বিষমুষ্টি ব্রহ্মদণ্ডী যথাক্রমগুণোত্তরম্॥
সংমর্দ্দ্য ভক্ষয়েন্নিত্যং মুদ্গপর্ণীরসৈঃ সহ।
সিতাযুক্তং পিবেচ্চানু ক্রিমিপাতো ভবত্যলম্॥

পারদ, ইন্দ্রযব, বনযমানী, মনঃশিলা, পলাশবীজ ও গন্ধক এই সকল সমভাগে লইয়া ঘোষালতার রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান চিনিসংযুক্ত বনমুগের রস। ইহা সেবন করিলে সমুদায় ক্রিমি নির্গত হইয়া যায়।

কীটমর্দ্দো রসঃ।

শুদ্ধসূতং শুদ্ধগন্ধমজমোদা বিড়ঙ্গকম্।
বিষমুষ্টি ব্রহ্মদণ্ডী যথাক্রমগুণোত্তরম্।
চূর্ণয়েন্মধুনা মিশ্রং নিষ্ককং ক্রিমিজিদ্ভবেৎ।
কীটমর্দ্দো রসো নাম মুস্তাকাথং পিবেদনু॥
(ব্রহ্মদণ্ডী ভার্গী।)

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, কুঁচিলা অথবা মহানিম্ব ৫ তোলা ও বামনহাটী ৬ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ মাষা, অনুপান মধু ও মুতার কাথ। ইহা সেবন করিলে ক্রিমি সকল নষ্ট হয়।

ক্রিমিঘাতিনী গুড়িকা।

রস গন্ধাজমোদানাং ক্রিমিঘ্ন ব্রহ্মবীজয়োঃ।
একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ তিন্দোর্বীজস্য ষট্ক্রমাৎ।
সংচূর্ণ্য মধুনা সর্ব্বং গুড়িকাং ক্রিমিঘাতিনীম্।
খাদন্ পিপাসুস্তোয়ঞ্চ মুস্তানাং ক্রিমিশান্তয়ে।
আখুপর্ণীকষায়ং বা প্রপিবেৎ শর্করান্বিতম্॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, বামনহাটীর বীজ ৫ তোলা ও কেঁউ ৬ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণ একত্র মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে পিপাসা উপস্থিত হইলে মুতার অথবা ইন্দুরকাণির কাথ চিনির সহিত পান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে শীঘ্র ক্রিমি নষ্ট হয়।

ক্রিমিকালানলো রসঃ।

বিড়ঙ্গং দ্বিপলঞ্চৈব বিষচূর্ণং তদর্দ্ধকম্।
লৌহচূর্ণং তদর্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধং শুদ্ধপারদম্।
রসতুল্যং শুদ্ধগন্ধং ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ।
ছায়াশুষ্কাং বটীং কৃত্বা খাদেৎ ষোড়শরক্তিকাম্।
ধান্যজীরানুপানেন নাম্না কালানলো রসঃ।
উদরস্থং ক্রিমিং হন্যাদ্গ্রহণ্যর্শঃসমন্বিতম্।
অগ্নিদঃ শোথশমনো গুল্মপ্লীহোদরান্ জয়েৎ।
গহনানন্দনাথেন ভাষিতো বিশ্বসম্পদে।

বিড়ঙ্গ ২ পল, বিষ ১ পল, লৌহ ৪ তোলা, শোধিত পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা, ছাগদুগ্ধে পেষণ করতঃ ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। ১৬ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান ধন্যা ও জীরা। ইহা ক্রিমি রোগঘ্ন।

ক্রিমিবিনাশনো রসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধমভ্রং লৌহং মনঃশিলা।
ধাতকী ত্রিফলা লোধ্রং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্।
ভাবয়েৎ সপ্তধা সর্ব্বং শৃঙ্গবেরভবৈ রসৈঃ।
চণমাত্রাং বটীং কৃত্বা ত্রিফলারসসংযুতাম্।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় ক্রিমিরোগোপশান্তয়ে।
বাতিকং পৈত্তিকং হন্তি শ্লৈষ্মিকঞ্চ ত্রিদোষজম্।
ক্রিমিবিনাশনামায়ং ক্রিমিরোগকুলান্তকঃ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, মনঃশিলা, ধাইফুল, ত্রিফলা, লোধ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রত্যেক সমভাগ লইয়া আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা চণক তুল্য। অনুপান ত্রিফলার জল বা কাথ।

ক্রিমিরোগারি রসঃ।

সূতং গন্ধং মৃতং লৌহং মরিচং বিষমেব চ।
ধাতকী ত্রিফলা শুণ্ঠী মুস্তকং সরসাঞ্জনম্।
ত্রিকটু মুস্তকং পাঠা বালকং বিল্বমেব চ।
ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকত্র স্বরসৈর্ভৃঙ্গজৈস্ততঃ।
বরাটিকা প্রমাণেন ভক্ষণীয়ো বিশেষতঃ।
ক্রিমিরোগবিনাশায় রসোঽয়ং ক্রিমিনাশনঃ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, মরিচ, বিষ, মুতা, ত্রিফলা, শুণ্ঠী, ধাইফুল, রসাঞ্জন, ত্রিকটু, মুতা, আকনাদি, বালা ও বেল; প্রত্যেক সমান। ভৃঙ্গরাজরসে ভাবনা দিবে। ইহা ক্রিমিনাশক।

ক্রিমিঘ্নো রসঃ।

ক্রিমিঘ্নং কিংশুকারিষ্টবীজং স্থরসভস্মকম্।
বল্লদ্বয়ং চাখুপর্ণীরসৈঃ ক্রিমিবিনাশনম্॥

তুল্যাংশ বিড়ঙ্গ, পলাশবীজ, নিম্ববীজ, তুলসীপত্র ভস্ম; ইন্দুরকাণির রসে মর্দ্দন করিবে। ইহা ক্রিমিঘ্ন।

ক্রিমিধূলিজলপ্লবো রসঃ।

পারদং গন্ধকং শুল্কং বঙ্গং শঙ্খং সমং সমম্।
চতুর্ণাং যোজয়েত্তুল্যং পথ্যাচূর্ণং ভিষগ্বরঃ।
দণ্ডযন্ত্রেণ নির্ম্মথ্য পটোলস্বরসং ক্ষিপেৎ।
কার্পাসবীজসদৃশীং বটিকাং কুরু যত্নতঃ॥
ত্রিবটীং ভক্ষয়েৎ প্রাতঃ শীততোয়ং পিবেদনু।
কেবলং পৈত্তিকে যোজ্যঃ কদাচিদ্বাতপৈত্তিকে।
শ্রীমদ্গহননাথোক্তঃ ক্রিমিধূলিজলপ্লবঃ॥

পারদ, গন্ধক, বঙ্গ ও শঙ্খভস্ম প্রত্যেক ১ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা; পটোলের রসে মর্দ্দন করিয়া কার্পাসবীজ তুল্য বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার ৩ বটী প্রাতে সেবন করিবে।

ক্রিমিকাষ্ঠানলো রসঃ।

বিশুদ্ধং পারদং গন্ধং বঙ্গং তালং বরাটকম্।
মনঃশিলা কৃষ্ণকাচং সোমরাজী বিড়ঙ্গকম্।
দন্তীবীজঞ্চ জৈপালং শিলা টঙ্গণ চিত্রকম্।
কর্ষমাত্রন্তু প্রত্যেকং বজ্রীক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ।
কলায়সদৃশীং কৃত্বা বটিকাং ভক্ষয়েত্ততঃ।
ক্রিমিকাষ্ঠানলো নাম রসোঽয়ং পরিনির্ম্মিতঃ।
শ্লৈষ্মিকে শ্লেষ্মপিত্তে চ শ্লেষ্মবাতে চ শস্যতে।

পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, হরিতাল, বরাটক ভস্ম, মনঃশিলা, কৃষ্ণকাচ, সোমরাজী, বিড়ঙ্গ, দন্তীবীজ, জয়পাল, চিতা, সোহাগা, মনঃশিলা প্রত্যেক ২ তোলা,

সীজের আঠায় মর্দ্দন করতঃ ১ দিবস ভাবনা দিবে। মাত্রা কলায় প্রমাণ।

লাক্ষাদিবটী।

লাক্ষা ভল্লাত শ্রীবাস শ্বেতাপরাজিতাশিফা।
অর্জ্জুনস্য ফলং পুষ্পং বিড়ঙ্গমথ গুগ্‌গুলুঃ।
এভিঃ কীটাশ্চ সাম্যন্তে তিষ্ঠতাপি গৃহে সদা।
ভুজঙ্গা মূষিকা দংশাঃ সংঘনামা মতঙ্গজাঃ।
দূরাদেব পলায়ন্তে কিম্নকীটাশ্চ যেহপরাঃ॥

লাক্ষা, ভেলা, সরলকাষ্ঠ, শ্বেত-অপরাজিতামূল, অর্জুনফল ও পুষ্প, বিড়ঙ্গ, গুগ্‌গুলু, সমুদায় একত্র করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা ক্রিমিনাশক।

বিড়ঙ্গলৌহম্।

রসং গন্ধঞ্চ মরিচং জাতীফল লবঙ্গকম্।
কণা তালং শুণ্ঠী টঙ্গং প্রত্যেকং ভাগসম্মিতম্॥
সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং বিড়ঙ্গং সর্ব্বতুল্যকম্।
লৌহং বিড়ঙ্গকং নাম কোষ্ঠস্থক্রিমিনাশনম্।
দুর্নামমরুচিঞ্চৈব মন্দাগ্নিঞ্চ বিসূচিকাম্।
শোথং শূলং জ্বরং হিক্কাং শ্বাসং কাসঞ্চ নাশয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, মরিচ, লবঙ্গ, জাতীফল, পিপ্পলী, সোহাগা, শুণ্ঠী ও হরিতাল প্রত্যেক ১ ভাগ; লৌহ সর্ব্বসমান। সর্ব্বতুল্য বিড়ঙ্গচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ইহা ক্রিমিনাশক।

রক্তজন্যক্রিমিচিকিৎসা।

ক্রিমীণাং বিট্‌কফোত্থানা-
মেতদুক্তং চিকিৎসিতম্।
রক্তজানান্তু সংহারং
কুর্য্যাৎ কুষ্ঠচিকিৎসয়া॥

মল ও কফোৎপন্ন কৃমির চিকিৎসা বর্ণিত হইল। রক্তজন্য কৃমির চিকিৎসা কুষ্ঠ চিকিৎসার ন্যায় জানিবে।

ক্রিমিরোগে বর্জ্জ্যানি।

ক্ষীরাণি মাংসানি ঘৃতানি চাপি
দধীনি শাকানি চ পর্ণবন্তি।
অম্লঞ্চ মিষ্টঞ্চ রসং বিশেষাৎ
ক্রিমীন্ জিঘাংসুঃ পরিবর্জ্জয়েদ্ধি॥

ক্ষীর, মাংস, ঘৃত, দধি, পত্রশাক, অম্ল ও বিশেষতঃ মিষ্টদ্রব্য কৃমিরোগী ত্যাগ করিবেন।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং ক্রিম্যধিকারঃ।

অগ্নিমান্দ্যারোচকাজীর্ণ-বিসূচিকাধিকারঃ।

পাচকাগ্নেঃ সর্ব্বথা রক্ষণীয়ত্বম্।

সারমেতচ্চিকিৎসায়াঃ পরমগ্নেশ্চ পালনম্।
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যং বহ্নেস্তু প্রতিপালনম্।
অস্তু দোষশতং ক্রুদ্ধং সন্তু ব্যাধিশতানি চ।
কায়াগ্নিমেব মতিমান্ রক্ষন্ রক্ষতি জীবিতম্॥

পাচকাগ্নির রক্ষা করাই চিকিৎসার সার কর্ম্ম। শত দোষ প্রকুপিত থাকুক, শত শত ব্যাধি উপস্থিত থাকুক, তথাপি অগ্রে অগ্নিরক্ষায় যত্নবান্ হওয়া উচিত।

অগ্নিমান্দ্যচিকিৎসা।

হরীতকী তথা শুণ্ঠী ভক্ষ্যমাণা গুড়েন চ।
সৈন্ধবেন যুতা বা সা সাতত্যেনাগ্নিদীপনী॥

হরীতকী এবং শুঁঠ গুড় বা সৈন্ধব সহ সেবনে অগ্নিপ্রদীপ্ত হয়।

সমস্য রক্ষণং কার্য্যং বিষমে বাতনিগ্রহঃ।
তীক্ষ্ণে পিত্তপ্রতীকারো মন্দে শ্লেষ্মবিশোধনম্॥

সমাগ্নির রক্ষা, বিষমাগ্নিতে বায়ুদমন, তীক্ষ্ণাগ্নিতে পিত্তশান্তি এবং মন্দাগ্নিতে কফবিশোধন করাই কর্ত্তব্য।

ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্।
অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণম্॥

ভোজনের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ লবণের সহিত আর্দ্রক ভক্ষণ করিলে মুখ ও কণ্ঠ শুদ্ধি এবং অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

আমাজীর্ণচিকিৎসা।

বচালবণতোয়েন বান্তিরামে প্রশস্যতে॥

বচের সহিত সিদ্ধজলে লবণ মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ পান করাইলে অথবা বচ বাঁটিয়া লবণের সহিত সেবন করাইলে বমি হইয়া সত্বর আমদোষ নিবারিত হয়।

অন্নং বিদগ্ধং হি নরস্য শীঘ্রং
শীতাম্বুনা বৈ পরিপাকমেতি।
তৎ তস্য শৈত্যেন নিহন্তি পিত্ত-
মাক্লেদিভাবাচ্চ নয়ত্যধস্তাৎ॥

শীতল জল পানে অপক্ক অন্নের পরিপাক হইয়া থাকে এবং শৈত্য ও দ্রবত্ব প্রযুক্ত পিত্ত দূষিত হইয়া অধোনিঃসৃত হয়।

হরীতকী ধান্যতুষোদসিদ্ধা
সপিপ্পলী সৈন্ধব সম্প্রযুক্তা।
সোদ্গারধূমং ভৃশমপ্যজীর্ণং
বিজিত্য সদ্যো জনয়েৎ ক্ষুধাঞ্চ॥

হরীতকী ও পিঁপুল ধান্যতুষোদকে (সন্ধান বিশেষে, অভাবে কাঞ্জিকে) সিদ্ধ করিয়া সৈন্ধবলবণের সহিত সেবন করিলে ধূমোদ্গার ও অজীর্ণ নিবারণ হইয়া সদ্যঃ ক্ষুধার উদ্রেক হয়।

বিষ্টব্ধে বিধিঃ।

বিষ্টব্ধে স্বেদনং পথ্যং পেয়ঞ্চ লবণোদকম্।
রসশেষে দিবাস্বপ্নং লঙ্ঘনং বাতবর্জ্জনম্॥

বিষ্টব্ধ অর্থাৎ অজীর্ণ জন্য উদর স্তব্ধী-ভূত হইয়া থাকিলে স্বেদক্রিয়া ও লবণ মিশ্রিত জল পান ব্যবস্থেয়। অন্নরসের সম্যক্ পরিপাক না হইয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলে দিবানিদ্রা, উপবাস ও নির্ব্বাত-স্থানে শয়নোপবেশনাদি উপকারক।

ব্যায়ামপ্রমদাধ্ববাহনরতক্লান্তানতীসারিণঃ
শূলশ্বাসবতস্তৃষাপরিগতান্ হিক্কামরুৎপীড়িতান্
ক্ষীণান্ ক্ষীণকফান্ শিশূন্
মদহতান্ বৃদ্ধান্ রসাজীর্ণিনো
রাত্রৌ জাগরিতান্ নরান্
নিরশনান্ কামং দিবা স্বাপয়েৎ॥

যাহারা সর্ব্বদা ব্যায়াম, স্ত্রীসঙ্গম, পথপর্য্যটন ও অশ্বাদি যানে ভ্রমণাদি করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে এবং ক্লান্ত, অতীসারী, শূল রোগী ও শ্বাসরোগী তৃষ্ণাতুর, হিক্কা ও বায়ুপীড়িত, ক্ষীণধাতু, ক্ষীণকফ, শিশু, মদাত্যয়াদি রোগাক্রান্ত, বৃদ্ধ, অজীর্ণরসপীড়িত, রাত্রিজাগরিত ও অনাহার ব্যক্তিদের পক্ষে ইচ্ছামত দিবানিদ্রা উপকারক।

আলিপ্য জঠরং প্রাজ্ঞো হিঙ্গুত্র্যূষণসৈন্ধবৈঃ।
দিবাস্বপ্নং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বাজীর্ণবিনাশনম্॥

হিঙ্গু, ত্রিকটু ও সৈন্ধব লবণ দ্বারা উদরপ্রলিপ্ত করিয়া দিবসে নিদ্রা যাইলে সকল প্রকার অজীর্ণ নিবারণ হয়।

পথ্যাপিপ্পলিসংযুক্তং চূর্ণং সৌবর্চ্চলং পিবেৎ।
মস্তুনোষ্ণোদকেনাথ বুদ্ধা দোষগতিং ভিষক্॥
চতুর্বিধমজীর্ণঞ্চ মন্দানলমরোচকম্।
আধ্মানং বাতগুল্মঞ্চ শূলঞ্চাশু নিযচ্ছতি॥

হরীতকী, পিঁপুল ও সচললবণ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া দোষানুসারে দধির মাত বা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করাইবে, ইহাতে চারি প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, আধ্মান, বাতগুল্ম ও শূলরোগ নিবারিত হয়।

বিসূচিকাচিকিৎসা।

বিসূচিকায়াং বমিতং বিরিক্তং
সুলঙ্ঘিতং বা মনুজং বিদিত্বা।
পেয়াদিভির্দীপনপাচনৈশ্চ
সম্যক্ ক্ষুধার্ত্তং সমুপক্রমেত॥

বিসূচিকা রোগে বমন, বিরেচন ও লঙ্ঘনক্রিয়ার পর রোগীর ক্ষুধা উপস্থিত হইলে ধান্যপঞ্চক ও পঞ্চকোলাদির পেয়া প্রস্তুত করিয়া আহার করাইবে।

জলপীতমপামার্গমূলং হন্তি বিসূচিকাম্।

আপাঙ্গের মূল জলে বাঁটিয়া সেবন করাইলে বিসূচিকা রোগ নিবারণ হয়।

কুষ্ঠসৈন্ধবয়োঃ কল্কং চুক্র তৈল সমন্বিতম্।
বিসূচ্যাং মর্দ্দনং কোষ্ণং খল্লীশূলনিবারণম্॥

চুক্র অভাবে কাঞ্জিক ও তিল-তৈলের সহিত কুড় এবং সৈন্ধব বাঁটিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিলে হস্ত-পাদাদির খালিধরা নিবারণ হয়।

ব্যোষং করঞ্জস্য ফলং হরিদ্রাং
মূলং সমাবাপ্য চ মাতুলুঙ্গ্যাঃ।
ছায়াবিশুষ্কা গুড়িকাঃ কৃতাস্তা
হন্যুর্বিসূচীং নয়নাঞ্জনেন॥

ত্রিকটু, ডহরকরঞ্জফল, হরিদ্রা ও বনমাতুলুঙ্গমূল জলে বাঁটিয়া ছায়ায় শুকাইয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে বিসূচিকা রোগ নষ্ট হয়।

গুড়পুষ্পশিখরীতণ্ডুল গিরিকর্ণিকা হরিদ্রাভিঃ।
অঞ্জনগুড়িকাবিনয়তিবিসূচিকাংত্রিকটুসংযুক্তা॥

মউলসার, আপাঙ্গবীজের তণ্ডুল, শ্বেতাপরাজিতার মূল, হরিদ্রা ও ত্রিকটু এই সমুদায় একত্র করিয়া অঞ্জন দিলে বিসূচিকা রোগ নিবৃত্ত হয়।

ত্বক্পত্র রাস্নাগুরু শিগ্রু কুষ্ঠৈ-
রম্লপ্রপিষ্টৈঃ সবচা শতাহ্বৈঃ।
উদ্বর্ত্তনং খল্লিবিসূচিকাঘ্নং
তৈলং বিপক্কঞ্চ তদর্থকারি॥

গুড়ত্বক্, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুল্ফা এই সমুদায় দ্রব্য কাঞ্জিকে পেষণ করিয়া অথবা কাঞ্জিকের সহিত তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে বিসূচিকা ও হস্তপদে খালিধরা নিবারণ হয়।

অতীসারদশায়াং হি রসচূর্ণেন সংযুতম্।
ফণিফেনং যথামাত্রং প্রযুঞ্জ্যাদ্রোগিণে ভিষক্॥

শরীরে শীততামাপ্তে ক্ষীণতামিন্দ্রিয়ে গতে।
যথামাত্রং প্রযুঞ্জীত মৃতসঞ্জীবনীং সুধাম্॥
কর্পূরবাসিতং তোয়ং তথাতিশীততাং গতম্।
তৃষার্ত্তায় মুহুর্দদ্যাদ্ যুক্তিতঃ প্রাণধারণম্॥
উদরোর্দ্ধং প্রলিম্পেচ্চ কল্কৈঃ সর্ষপসম্ভবৈঃ।
তেন বান্তিঃ শমং যাতি রোগী চ সুখমাপ্নুয়াৎ॥
হিঙ্গু চন্দ্রকণাঃ পিষ্ট্বা ততো রক্তিদ্বয়োন্মিতম্।
কাঞ্জিকেন সমং দদ্যাদথবা সীধুসংযুতম্॥
শ্রীবাসেন সমভ্যজ্য স্বেদয়েদুদরং শনৈঃ।
স্বেদেন প্রশমং যাতি বেদনোদরসম্ভবা॥
গ্রীবায়ামথবা পৃষ্ঠে পিষ্টৈঃ সিদ্ধার্থকৈর্ভিষক্।
হিক্কাপ্রশমনার্থায় পৃষ্ঠবংশং প্রলেপয়েৎ॥
মূত্ররোধপ্রশান্ত্যর্থং স্থলপদ্মস্য পত্রজম্।
স্বরসং সিতয়া সার্দ্ধং পায়য়েৎ পরমং হিতম্॥
সোরকং বটপত্রঞ্চ পিষ্ট্বা লিম্পেৎ তথোদরম্।
শীতাম্বুঃ পায়য়েৎ তচ্চ তন্মূত্রকরণং পরম্॥
শিরঃশূলে চ শিরসি সিঞ্চেৎ তোয়ং সুশীতলম্।
সংজ্ঞাসঞ্জননার্থঞ্চ চরণৌ পরিতাপয়েৎ॥

বিসূচিকা রোগের অতিসারাবস্থায় রসচূর্ণ ৬।৮ রতি ও অহিফেন অর্দ্ধ রতি একত্র করিয়া সেবন করাইবে। শরীর শীতল ও ইন্দ্রিয় সমস্ত ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইলে উপযুক্ত মাত্রায় মৃতসঞ্জীবনী সুধা প্রয়োজ্য। পিপাসা নিবারণার্থ কর্পূরের জল অথবা সুশীতল জল প্রদেয়। কারণ বরফ দ্বারা রোগীর আশু তৃষ্ণা নিবারণ ও পীড়ার উপশম হয়। একবারে অধিক পরিমাণে জল না দিয়া মুহুর্মুহুঃ স্বল্প পরিমাণে দেওয়া উচিত। বমন নিবারণার্থ উদরের ঊর্দ্ধ প্রদেশ সর্ষপ কল্কদ্বারা প্রলিপ্ত করা উচিত। ইহাতে বমির নিবৃত্তি হইয়া রোগী আরাম লাভ করিবে। হিঙ্গু, কর্পূর ও পিঁপুল সমভাগে একত্র মর্দ্দন করিয়া তাহা ২ রতি পরিমাণে কাঁজি বা সীধুর সহিত সেবন করাইবে। উদরের বেদনা নিবারণার্থ তার্পিন্ তৈলের স্বেদ দিবে। হিক্কা উপস্থিত হইলে গ্রীবা অথবা পৃষ্ঠদেশে বা পৃষ্ঠবংশের উপর শ্বেত সর্ষপ বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। মূত্র সঞ্জননার্থ স্থলপদ্মপত্রের রস চিনির সহিত সেবন করাইবে এবং সোরা ও পাথরকুচী একত্র বাঁটিয়া উদরে প্রলেপ দিবে। শীতল জল যেমন মূত্রকারক এরূপ আর কিছুই নাই। শিরঃশূল নিবারণার্থ শীতল জলে মস্তক সিক্ত করা উচিত। সংজ্ঞানয়নার্থ পাদদ্বয়ে তাপ প্রদান কর্ত্তব্য।

অলসকচিকিৎসা।

বমনং ত্বলসে পূর্ব্বং লবণেনোষ্ণবারিণা।
স্বেদো বর্ত্তির্লঙ্ঘনঞ্চ ক্রমশ্চাতোঽগ্নিবর্দ্ধনম্॥
সেবয়েদৌষধং পশ্চান্মূত্রকৃদ্বায়ুনাশনম্॥

অলসক রোগে প্রথমে লবণ ও উষ্ণ জলের সহিত ২ তোলা মদনফলচূর্ণ সেবন করাইয়া বমন করাইবে। পশ্চাৎ ঘটস্বেদ, বর্ত্তি (গুহ্যদেশে বকুল বীজের পলিতা প্রভৃতি), লঙ্ঘন ও অগ্নিবর্দ্ধক ক্রিয়া ব্যবস্থেয়। তৎপরে মূত্রকারক ও বায়ুনাশক ঔষধ সেবন করাইবে।

উদরবেদনাচিকিৎসা।

সকুক্ চানদ্ধমুদরমম্লপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ।
দারু হৈমবতী কুষ্ঠ শতাহ্বা হিঙ্গু সৈন্ধবৈঃ।

উদর স্তম্ভিত ও বেদনাযুক্ত থাকিলে দেবদারু, বচ, কুড়, শুলফা, হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ, কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

তক্রেণ যুক্তং যবচূর্ণমুষ্ণং
সক্ষারমার্ত্তিং জঠরে নিহন্যাৎ।
স্বেদো ঘটৈর্বা বহুবাষ্পপূর্ণৈ-
রুষ্ণৈস্তথান্যৈরপি পাণিতাপৈঃ॥

(তক্রেণ সন্ধীয় যবচূর্ণং যবক্ষারঞ্চ খোলকে তপ্তং কৃত্বা উদরে স্বেদো দাতব্যো লেপো বা ইতি ভানুঃ। অম্ল ঘোলাংশং ৪ শরাব যবচূর্ণ ২ পলং যবক্ষার ১ পলং সর্ব্বং স্থাল্যাং পক্তব্যম্। অতিতপ্তে সতি অপরঘটিকায়াং কিঞ্চিদ্দত্বা তাং ঘটীমুদরে ভ্রাময়েদিতি ত্রিপুরারিঃ।)

যবচূর্ণ ও যবক্ষারচূর্ণ তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া খোলায় তপ্ত করিয়া তদ্দারা উদরে স্বেদ দিবে অথবা অম্ল ঘোল ৪ সের, যবচূর্ণ ২ পল, যবক্ষার ১ পল এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া অত্যন্ত উষ্ণ হইলে একটী ঘটীতে কিঞ্চিৎ ঢালিয়া ঘটী উদরে স্পর্শ করাইবে। কিংবা হস্ত উষ্ণ করিয়া তদ্দারা স্বেদ দিবে। ইহাতে উদরের বেদনা দূর হইবে।

তীব্রার্ত্তিরপি নাজীর্ণী পিবেচ্ছূলঘ্নমৌষধম্।
দোষাচ্ছন্নোঽনলো নালং পক্তুং দোষৌষধাশনম্॥

উদরে অত্যন্ত কামড়ানি থাকিলেও শূলঘ্ন ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু জঠরাগ্নি বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন থাকিলে কি দোষ, কি ঔষধ, কি ভুক্তদ্রব্য কিছুই পরিপাক করিতে পারে না।

ব্যোষং দন্তী ত্রিবৃচ্চিত্রং কৃষ্ণামূলং বিচূর্ণিতম্।
তচ্চূর্ণং গুড়সংমিশ্রং ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ॥
এতদ্ গুড়াষ্টকং নাম বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
শোথোদাবর্ত্তশূলঘ্নং প্লীহপাণ্ড্বাময়াপহম্॥

ত্রিকটু, দন্তীবীজ, তেউড়ীমূল, চিতামূল ও পিঁপুলমূল ইহাদের চূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি এবং শোথ, উদাবর্ত্ত, শূল, প্লীহা ও পাণ্ডু রোগের শান্তি হয়।

সৈন্ধবাদিচূর্ণম্।

সিন্ধূত্থ পথ্যা মগধোদ্ভব বহ্নিচূর্ণ-
মুষ্ণাম্বুনা পিবতি যঃ খলু নষ্টবহ্নিঃ।
তস্যামিষেণ সঘৃতেন বরং নবান্নং
ভস্মীভবত্যশিতমাত্রমিহ ক্ষণেন॥

সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, পিঁপুল ও চিতামূলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হয়, তদ্দারা ভক্ষিত নূতন তণ্ডুলের অন্ন ও ঘৃতপক্ক মৎস্য ক্ষণকালের মধ্যে দ্রবীভূত হইয়া যায়।

হিঙ্গ্বষ্টকং চূর্ণম্।

ত্রিকটুকমজমোদা সৈন্ধবং জীরকে দ্বে
সমধরণ ধৃতানামষ্টমো হিঙ্গুভাগঃ।
প্রথমকবলভুক্তং সর্পিষা চূর্ণমেত-
জ্জনয়তি জঠরাগ্নিং বাতরোগাংশ্চ হন্তি॥

(অজমোদাত্র যমানী অগ্নেরত্যন্তদীপনত্বাদিতি ভানুদাসগোপালদাসৌ। চূর্ণং ভক্তোপরি দত্ত্বা ঘৃতেন সন্ধীয় গ্রাসত্রয়ং ভোজনীয়মিতি ভানুদাসঃ।)

ত্রিকটু, যমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিঙ্গু প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ভোজনের প্রথম গ্রাসে ঘৃত সহিত সেবন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি ও বাতরোগ নাশ হয়। ভানুদাস বলেন, অন্নের উপরিভাগে চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া ঘৃত মাখাইয়া উহার সহিত মিশ্রিত তিন গ্রাস অন্ন প্রথমে ভোজন করা কর্ত্তব্য।

স্বল্পাগ্নিমুখচূর্ণম্।

হিঙ্গুভাগো ভবেদেকো বচা চ দ্বিগুণা ভবেৎ।
পিপ্পলী ত্রিগুণা প্রোক্তা শৃঙ্গবেরং চতুর্গুণম্॥
যমানিকা পঞ্চগুণা ষড়্গুণা চ হরীতকী।
চিত্রকং সপ্তগুণিতং কুষ্ঠমষ্টগুণং ভবেৎ॥
এতদ্ বাতহরং চূর্ণং পীতমাত্রং প্রসন্নয়া।
পিবেদ্ দধ্নাং মস্তুনা বা সুরয়া কোষ্ণবারিণা॥
সোদাবর্ত্তমজীর্ণঞ্চ প্লীহানমুদরং তথা।
অঙ্গানি যস্য শীর্য্যন্তি বিষং বা যেন ভক্ষিতম্॥
অর্শোহরং দীপনঞ্চ শূলঘ্নং গুল্মনাশনম্।
কাসং শ্বাসং নিহন্ত্যাশু তথৈব ক্ষয়নাশনম্।
চূর্ণমগ্নিমুখং নাম ন ক্বচিৎ প্রতিহন্যতে॥

হিঙ্গু ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিঁপুল ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতামূল ৭ ভাগ ও কুড় ৮ ভাগ, একত্র চূর্ণিত করিয়া লইবে। প্রসন্না (সুরার উপরিস্থ স্বচ্ছ অংশ), দধিমস্তু, সুরা অথবা উষ্ণ জলের সহিত সেব্য। ইহা বায়ুনাশক এবং উদাবর্ত্ত, অজীর্ণ, প্লীহা ও কাসাদি রোগের মহৌষধ।

মহৌষধাদি চূর্ণং গুড়িকা চ।

মহৌষধং শিবা জীর শতপুষ্পা বচা ত্বচাম্।
ক্রুটী মধুরিকা হিঙ্গু দেবপুষ্প হবিভুর্জাম্॥
যমান্যাশ্চ লবণয়োঃ পয়োধর মরীচয়োঃ।
পিপ্পলীটঙ্গয়োঃ শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি সমভাগতঃ॥
সংমিশ্র্য মর্দ্দয়েৎ খল্লে মাষমাত্রঞ্চ সেবয়েৎ।
মহৌষধাদিকং চূর্ণমিদং হন্ত্যাদরোচকম্॥
অগ্নিমান্দ্যমতীসারমম্লপিত্তং বিসূচিকাম্।
গ্রহণীশূলগুল্মাংশ্চ সূতিকাঞ্চ বিলম্বিকাম্॥
যকৃদজীর্ণজ্বরৌ প্লীহং রক্তবীজং যথাম্বিকা।
চতুর্গুণেন লিম্পাকরসেন সপ্তবাসরান্॥
তদেব ভাবয়েচ্চূর্ণং যদি বুদ্ধৈশ্চিকিৎসকৈঃ।
গুণৈবরা তদা খ্যাতা তদাখ্যা গুড়িকা ভবেৎ॥

শুঁঠ, হরীতকী, জীরা, শুল্ফা, বচ, গুড়ত্বক্, ছোটএলাইচ, মৌরী, হিং, লবঙ্গ, চিতামূল, যমানী, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, মুতা, মরিচ, পিঁপুল এবং সোহাগার খই প্রত্যেক সমভাগ। একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ মাষা। অনুপান জল। এই চূর্ণ সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অতীসার ও গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

এই চূর্ণ সমষ্টির, চতুর্গুণ পাতিলেবুর রসে ৭ বার ভাবনা দিলে মহৌষধাদি-গুড়িকা নামে আখ্যাত হয়। ইহা চূর্ণ অপেক্ষা গুণকারক। মাত্রা ১ মাষা। অনুপান জল।

বৃহদগ্নিমুখচূর্ণম্।

দ্বৌ ক্ষারৌ চিত্রকং পাঠা করঞ্জং লবণানি চ।
সূক্ষ্মৈলা পত্রকং ভার্গী ক্রিমিঘ্নং হিঙ্গু পুষ্করম্॥
শটী দার্ব্বী ত্রিবৃন্মুস্তং বচা চেন্দ্রযবস্তথা।
ধাত্রী জীরক বৃক্ষাম্লং শ্রেয়সী চোপকুঞ্চিকা॥

অম্লবেতসমম্লীকা যমানী সুরদারু চ।
অভয়াতিবিষা শ্যামা হবুষারগ্বধং সমম্॥
তিলমুষ্ককশিগ্রূণাং কোকিলাক্ষপলাশয়োঃ।
ক্ষারাণি লৌহকিট্টঞ্চ তপ্তং গোমূত্রসেচিতম্।
সমভাগানি সর্ব্বাণি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
মাতুলুঙ্গরসেনৈব ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্।
দিনত্রয়ন্তু শুক্তেন চার্দ্রকস্য রসেন চ।
অত্যগ্নিকারকং চূর্ণং প্রদীপ্তাগ্নিসমপ্রভম্॥
উপযুক্তবিধানেন নাশয়ত্যচিরাদ্গদান্।
অজীর্ণকমথো গুল্মান্ প্লীহানং গুদজানি চ॥
উদরাণ্যন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ অষ্ঠীলাং বাতশোণিতম্।
প্রণুদত্যুত্বণান্ রোগান্ নষ্টমগ্নিং প্রদীপয়েৎ॥
সমস্তব্যঞ্জনোপেতং ভক্তং কৃত্বা সুভাজনে।
দাপয়েদস্য চূর্ণস্য বিড়ালপদমাত্রকম্।
গোদোহমাত্রাৎ তৎ সর্ব্বং দ্রবীভবতি সোষ্মকম্।

যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, আকনাদি, করঞ্জমূলের ছাল, পঞ্চলবণ, ছোটএলাইচ, তেজপত্র, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু, কুড়, শটী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, মুতা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলা, জীরা, আমরুল, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, অম্লবেতস, তিন্তিড়ী, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতইচ, অনন্তমূল, হবুষা, সোঁদালফলের মজ্জা, তিলনালের ক্ষার, ঘণ্টাপারুলের ক্ষার, সজিনাছালের ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, পলাশক্ষার ও উষ্ণ গোমূত্রসিক্ত মণ্ডুর এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া তিন দিবস টাবালেবুর রসে তিন দিবস শুক্তে (অভাবে কাঞ্জিকে) ও তিন দিবস আদার রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। পাত্রে অন্ন ব্যঞ্জনাদি রাখিয়া তাহাতে ইহার ২ তোলা নিক্ষেপ করিয়া ঘৃতের সহিত সেই অন্ন ভক্ষণ করিবে। ইহাতে অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হয় এবং অজীর্ণ ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

ভাস্করলবণম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ধান্যকং কৃষ্ণজীরকম্।
সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঞ্চৈব পত্রং তালীশ কেশরম্॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পঞ্চ সৌবর্চ্চলস্য চ।
মরিচাজাজীশুণ্ঠীনামেকৈকস্য পলং পলম্॥
ত্বগেলা চার্দ্ধভাগেন সামুদ্রাৎ কুড়বদ্বয়ম্।
দাড়িমাৎ কুড়বঞ্চৈব দ্বে পলে চাম্লবেতসাৎ॥
এতচ্চূর্ণীকৃতং শ্লক্ষ্ণং গন্ধাঢ্যমমৃতোপমম্।
লবণং ভাস্করং নাম ভাস্করেণ বিনির্ম্মিতম্॥
জগতস্তু হিতার্থায় বাতশ্লেষ্মামযাপহম্।
বাতগুল্মং নিহন্ত্যাশু বাতশূলানি যানি চ॥
তক্র মস্তু সুরা সীধু তক্র কাঞ্জিকযোজিতম্।
জাঙ্গলানাঞ্চ মাংসেন রসেন বিবিধেন চ॥
মন্দাগ্নেরশ্নতো নিত্যং ভবেদাশ্বেব পাবকঃ।
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং কুষ্ঠাময় ভগন্দরান্॥
হৃদ্রোগমামদোষঞ্চ বিবন্ধানুদরে স্থিতান্।
প্লীহানমশ্মরীঞ্চৈব শ্বাসকাসোদরক্রিমীন্॥
বিশেষতঃ শর্করাদীন্ রোগান্ নানাবিধাংস্তথা।
পাণ্ডুরোগাংশ্চ বিবিধান্ নাশয়ত্যশনির্যথা॥

(পত্রতালীশাদিযোগাদেব গন্ধাঢ্যত্বং ন পুনশ্চাতুর্জাতাদিপ্রক্ষেপাৎ।)

পিঁপুল, পিঁপুলমূল, ধনিয়া, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, তেজপত্র, তালীশপত্র ও নাগকেশর ইহাদের প্রত্যেক ২ পল, সচললবণ ৫ পল, মরিচ, জীরা ও শুঁঠ ইহাদের প্রত্যেক ১ পল, গুড়ত্বক্ ৪ তোলা, এলাইচ ৪ তোলা, করকচ লবণ ৮ পল, অম্ল দাড়িমবীজ ৪ পল ও অম্লবেতস ২ পল-এই সকল

চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। তক্র ও কাঞ্জিকাদির সহিত সেব্য। ইহা সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মা, বাতগুল্ম, বাতশূল, প্লীহা ও পাণ্ডুরোগাদি নানা পীড়া নষ্ট হয় এবং অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হয়।

লবঙ্গাদ্যং মোদকম্।

লবঙ্গং পিপ্পলী শুণ্ঠী মরিচং জীরকদ্বয়ম্।
কেশরং তগরঞ্চৈব এলা জাতিফলং ত্বগা।
কটফলং তেজপত্রঞ্চ পদ্মবীজং সচন্দনম্।
কক্কোলমগুরুঞ্চৈব উশীরমভ্রকং তথা॥
কর্পূরং জাতিকোষঞ্চ মুস্তং মাংসী যবস্তথা।
ধান্যকং শতপুষ্পা চ লবঙ্গং সর্ব্বতুল্যকম্॥
সর্ব্বচূর্ণদ্বিগুণিতাং শর্করাং বিনিযোজয়েৎ।
সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যাশু চাম্লপিত্তং সুদারুণম্॥
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ কামলাং পাণ্ডুরোগনুৎ॥
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব বিশেষাৎ শুক্রবর্দ্ধনম্॥
গ্রহণীং সর্ব্বরূপাঞ্চ হন্তীসারং সুদুর্জ্জয়ম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হন্তি লবঙ্গাদ্যমিদং শুভম্॥

লবঙ্গ, পিঁপুল, শুঁঠ, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, নাগকেশর, তগরপাদুকা, এলাইচ, জায়ফল, বংশলোচন, কট্‌ফল, তেজপত্র, পদ্মবীজ, রক্তচন্দন, কাঁকলা, অগুরু, বেণার মূল, অভ্র, কর্পূর, জয়িত্রী, মুতা, জটামাংসী, যবতণ্ডুল, ধনে ও শুল্‌ফা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, চূর্ণসমষ্টির সমান লবঙ্গচূর্ণ। সর্ব্ব চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি দিয়া যথাবিধানে মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহাতে অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, কামলা, অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বাতাজীর্ণে সুকুমারমোদকম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং নাগরং মরিচং শিবা।
ধাত্রী চিত্রকমভ্রঞ্চ গুড়ূচী কটুরোহিণী।
প্রত্যেকমেষাং কর্ষাংশং চূর্ণং দন্ত্যাস্ত্রিকার্ষিকম্।
দ্বিপলং ত্রিবৃতাচূর্ণং শর্করায়াঃ পলত্রয়ম্।
মধুনা মোদকং কার্য্যং সুকুমারকমোদকম।
বাতাজীর্ণপ্রশমনং বিষ্টম্ভে পরমৌষধম্।
উদাবর্ত্তানাহহরং সর্ব্বাজীর্ণবিনাশনম্॥

পিঁপুল, পিঁপুলমূল, শুঁঠ, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, চিতামূল, অভ্র, গুলঞ্চ ও কট্‌কী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ কর্ষ, দন্তীচূর্ণ ৩ কর্ষ, তেউড়ীচূর্ণ ২ পল, চিনি ৩ পল। মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম সুকুমার মোদক। ইহা সেবন করিলে বাতাজীর্ণ, বিষ্টম্ভ, উদাবর্ত্ত ও আনাহ রোগ প্রশমিত হয়।

বাতাজীর্ণে হরীতকীপ্রয়োগঃ।

হরীতক্যাঃ শতং গ্রাহ্যং তক্রৈঃ স্বিন্নঞ্চ কারয়েৎ।
যত্নাদ্‌বীজং সমুদ্ধৃত্য চূর্ণানীমানি পূরয়েৎ॥
ষড়ূষণং পঞ্চপটু যমানীদ্বয়মেব চ।
ত্রিক্ষারং হিঙ্গু দিব্যঞ্চ কর্ষদ্বয়মিতং পৃথক্॥
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং সর্ব্বং চুক্রাম্লেনাপি ভাবয়েৎ।
লিম্পাকস্বরসেনাপি ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্॥
খাদয়েদভয়ামেকাং সর্ব্বাজীর্ণবিনাশনম্।
চতুর্ব্বিধমজীর্ণঞ্চ বহ্নিমান্দ্যং বিসূচিকাম্॥
গুল্মশূলাদিরোগাংশ্চ নাশয়েদবিকল্পতঃ॥

১০০ হরীতকী ২॥০ সের তক্রে সিদ্ধ করিয়া যত্নপূর্ব্বক বীজ সকল নির্ম্মুক্ত করিয়া লইবে। পরে পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ,

পঞ্চলবণ, যমানী, বনযমানী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, হিঙ্গু ও লবঙ্গ প্রত্যেক ৪ তোলা চূর্ণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত হরীতকী সকলের মধ্যে পূর্ণ করিবে। পশ্চাৎ ঐ হরীতকী সকল আমরুলের রসে এবং লেবুর রসে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। প্রত্যহ এক একটী হরীতকী সেবনীয়। ইহাতে সকল প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা, গুল্ম ও শূলাদি নানা রোগ উপশমিত হয়।

বিষ্টম্ভে ত্রিবৃতাদিমোদকম্।

ত্রিবৃদ্দন্তী কণামূলং কণা বহ্নি পলং পলম্।
সমতুল্যামৃতা শুণ্ঠী গুড়েন সহ মোদকম্॥
কর্ষৈকং ভক্ষয়েন্নিত্যং দীপ্তাগ্নিং কুরুতে ক্ষণাৎ॥

তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, পিঁপুলমূল, পিঁপুল ও চিতামূল প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল, গুলঞ্চ ২॥০ পল, শুণ্ঠীচূর্ণ ২॥০ পল, চিনি ২০ পল। মোদক করিয়া লইবে। ইহা ভক্ষণ করিলে অতিশয় অগ্নি বৃদ্ধি হয়। মাত্রা ২॥০ তোলা।

অগ্নিমুখলবণম্।

চিত্রকং ত্রিফলা দন্তী ত্রিবৃতা পুষ্করং সমম্।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রন্ত সৈন্ধবম্॥
ভাবয়িত্বাম্লু হীক্ষীরৈস্তৎকাণ্ডে নিক্ষিপেৎ ততঃ।
মৃদু পঙ্কেনানুলিপ্তং প্রক্ষিপেজ্জাতবেদসি॥
সুদগ্ধন্ত সমুদ্ধৃত্য সংচূর্ণ্যোষ্ণাম্বুনা পিবেৎ।
এতদগ্নিমুখং নাম লবণং বহ্নিকৃৎ পরম্।
যকৃৎ প্লীহোদরানাহ গুল্মার্শঃ পার্শ্বশূলনুৎ॥
(সর্ব্বং চূর্ণমেকীকৃত্য পঞ্চরক্তিকমুষ্ণজলেন পিবেৎ।)

চিতামূল, ত্রিফলা, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল ও কুড় ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ, চূর্ণসমষ্টির সমান সৈন্ধবলবণ একত্র সিজবৃক্ষের আটায় ভাবনা দিয়া উহার কাণ্ডমধ্যে (গুঁড়িকাষ্ঠের মধ্যে) পুরিয়া পঙ্কদ্বারা মৃদুলেপন দিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। উত্তমরূপে দগ্ধ হইলে তুলিয়া লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের মাত্রা ৫ রতি। উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বিষ্টম্ভে শার্দ্দূলকাঞ্জিকম্।

পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ দেবদারু সচিত্রকম্।
চবিকাং বিল্বপেশীঞ্চ চাজমোদাং হরীতকীম্॥
মহৌষধং যমানীঞ্চ ধন্যাকং মরিচং তথা।
জীরকঞ্চাপি হিঙ্গুঞ্চ কাঞ্জিকৈঃ সাধয়েদ্ভিষক্॥
এষ শার্দ্দূলকো নাম কাঞ্জিকোঽগ্নিবলপ্রদঃ।
সিদ্ধার্থতৈলসংভৃষ্টো দশ রোগান্ ব্যপোহতি॥
কাসং শ্বাসমতীসারং পাণ্ডুরোগং সকামলম্।
আমঞ্চ গুল্মরোগঞ্চ বাতশূলং সবেদনম্॥
অর্শাংসি শ্বয়থুঞ্চৈব ভুক্তে পীতে চ সাত্ম্যতঃ।
ক্ষীরপাকবিধানেন কাঞ্জিকস্যাপি সাধনম্॥
(সর্ব্বচূর্ণাপেক্ষয়াষ্টগুণং কাঞ্জিকং চতুর্গুণজলেন পক্বা কাঞ্জিকশেষমবতারয়েৎ। বুদ্ধ্যা মাত্রয়া দদ্যাৎ।)

পিঁপুল, শুঁঠ, দেবদারু, চিতামূল, চৈ, বেলশুঁঠ, বনযমানী, হরীতকী, শুঁঠ, যমানী, ধনে, মরিচ, জীরা ও হিঙ্গু ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, চূর্ণসমষ্টির অষ্টগুণ কাঞ্জিক ও কাঞ্জিকের চতুর্গুণ

জল। এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া জল নিঃশেষ হইলে নামাইয়া লইবে। ইহার নাম শার্দ্দূলকাঞ্জিক। ইহা শ্বেত-সর্ষপ তৈলে সাঁতলাইয়া লইয়া যথা-যোগ্য মাত্রায় প্রদান করিবে। ইহাতে কাস, শ্বাস, অতীসার, পাণ্ডুরোগ, কামলা, আমদোষ, গুল্মরোগ, বেদনাযুক্ত বাত-শূল, অর্শঃ ও শোথ রোগ নষ্ট হয়।

সৈন্ধবাদ্যং চূর্ণম্।

সৈন্ধবং চিত্রকং পথ্যা লবঙ্গং মরিচং কণা।
টঙ্গণং নাগরং চব্যং যমানী মধুরী বচা॥
দ্রব্যাণি দ্বাদশৈতানি সমভাগানি চূর্ণয়েৎ।
ভাবয়েন্নিম্বুকদ্রাবৈস্ত্রিসপ্তাহং প্রযত্নতঃ॥
ততো মাষদ্বয়ং চূর্ণং বারিণোষ্ণেন পাচয়েৎ।
সৈন্ধবাদ্যমিদং চূর্ণং সদ্যো বহ্নিং প্রদীপয়েৎ॥

সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, হরীতকী, লবঙ্গ, মরিচ, পিঁপুল, সোহাগা, শুঁঠ, চঁই, যোয়ান, মউরী ও বচ এই ১২ দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া লেবুর রসে ২১ দিন ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। মাত্রা ২ মাষা। উষ্ণ জল, সৈন্ধবসংযুক্ত তক্র, দধির মাত বা কাঞ্জিকের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে সদ্যঃ অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

বজ্রক্ষারঃ।

সর্জ্জিঃ সৌবর্চ্চলং গ্রাহ্যং প্রত্যেকং শাণমানতঃ।
যবক্ষারস্য শুদ্ধস্য পলার্দ্ধং পরিকল্পয়েৎ।
স্থাপয়িত্বায়সে পাত্রে স্বেদয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
দ্রুতং তদ্‌ঢালয়েৎ প্রাজ্ঞঃ প্রান্তরে ভাজনে শুভে।
দদ্যাদ্রক্তিদ্বয়ং বারি বারিদস্বরসাদিভিঃ।
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ শূলাধ্মানোদরাময়ান্।
অম্লপিত্তং তথানাহং বিষ্টম্ভং গুল্মমেব চ।
বজ্রক্ষারো নিহন্ত্যাশু শক্রবজ্রো যথা তরূন্॥

শোধিত সর্জ্জিক্ষার অর্দ্ধ তোলা, সচললবণ অর্দ্ধ তোলা ও যবক্ষার ৪ তোলা, লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে গলাইয়া প্রস্তরপাত্রে ঢালিয়া চটী করিবে। ইহা ২ রতি মাত্রায় শীতল জল বা মুতার রস প্রভৃতির সহিত সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, শূল, উদরাধ্মান, উদররোগ ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ সকল নিবারিত হয়।

শ্রীরামবাণরসঃ।

পারদামৃত লবঙ্গ গন্ধকং
ভাগযুগ্মমরিচেন মিশ্রিতম্।
জাতিকাফলমথার্দ্ধভাগিকং
তিন্তিড়ীভবরসেন মর্দ্দিতম্॥
মাষমাত্রমনুপানযোগতঃ
সদ্য এব জঠরাগ্নিদীপনঃ॥
সংগ্রহগ্রহণিকুম্ভকর্ণকং
সামবাতখরদূষণং জয়েৎ॥
বহ্নিমান্দ্যদশবক্ত্রনাশনো
রামবাণ ইব বিশ্রুতো রসঃ॥

পারদ, বিষ, লবঙ্গ ও গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা ও জায়ফল অর্দ্ধ তোলা একত্র কাঁচা তেঁতুলের রসে মাড়িয়া মাষকলাই প্রমাণ বাটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সদ্য জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত এবং সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হয়।

অগ্নিতুণ্ডী বটী।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধমজমোদা ফলত্রয়ম্।
সর্জ্জিক্ষারং যবক্ষারং বহ্নি সৈন্ধব জীরকম্॥
সৌবর্চ্চলং বিড়ঙ্গানি সামুদ্রং টঙ্কনং সমম্।
বিষমুষ্টিং সর্ব্বতুল্যং জম্বীরাম্লেন মর্দ্দয়েৎ॥
মরিচাভাং বটীং খাদেদগ্নিমান্দ্যপ্রশান্তয়ে॥

পারদ, বিষ, গন্ধক, বনযমানী, ত্রিফলা, সাচিক্ষার, যবক্ষার, চিতামূল সৈন্ধবলবণ, জীরা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, করকচলবণ ও সোহাগার খই প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান বিষদোড়ি, সমুদায় একত্র করিয়া গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া মরিচসদৃশ বটিকা করিবে। ইহা অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবস্থেয়।

অমৃতবটী।

অমৃত বরাটক মরিচৈর্দ্বিপঞ্চনবভাগিকৈঃ ক্রমশঃ।
বটিকা মুদ্গসমানা কফপিত্তাগ্নিমান্দ্যহারিণী॥
(ইয়মগ্নিতুণ্ডী নাম্না চ খ্যাতা।)

বিষ ২ তোলা, কড়িভস্ম ৫ তোলা ও মরিচ ৯ তোলা একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া মুগের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা কফ, পিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য রোগ নিবারণ করে।

ক্ষুধাসাগরো রসঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব তথা লবণপঞ্চকম্।
ক্ষারত্রয়ং রসং গন্ধং ভাগৈকং পূর্ব্ববদ্বিষম্॥
গুঞ্জামাত্রাং বটীং কুর্য্যাল্লবঙ্গৈঃ পঞ্চভিঃ সহ।
ক্ষুধাসাগরনামায়ং রসঃ সূর্য্যেণ নির্ম্মিতঃ।
(পূর্ব্ববদ্বিষমিতি অমৃতবট্যুক্তভাগবৎ। তেনাত্র দ্বিমস্ত ভাগদ্বয়ম্।)

ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ১ ভাগ এবং বিষ ২ ভাগ জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধু দিয়া মাড়িয়া ৫টী লবঙ্গ চূর্ণের সহিত সেবনীয়।

লবঙ্গাদিবটী।

লবঙ্গ শুণ্ঠী মরিচানি ভৃষ্ট্বা
সৌভাগ্যচূর্ণানি সমানি কৃত্বা।
ভাব্যাস্ত্বপামার্গ হুতাশবারা
প্রভূতমাংসাদিকজারণায়॥

ভৃষ্ট লবঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ ও সোহাগার খই প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া আপাঙ্গ ও চিতামূলের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রভূত মাংসাদি গুরুতর ভোজনও সত্বর জীর্ণ হয়।

অজীর্ণকণ্টকো রসঃ।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং সমং সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ॥
মরিচং সর্ব্বতুল্যং স্যাৎ কণ্টকার্য্যাঃ ফলদ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েৎ ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকবিংশতিবারকম্।
গুঞ্জামাত্রাং বটীং খাদেৎ সর্ব্বজীর্ণপ্রশান্তয়ে।
অজীর্ণকণ্টকঃ সোঽয়ং রসো হন্তি বিসূচিকাম্।

পারদ ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও মরিচ ৩ তোলা এই সমুদায় কণ্টকারীর রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে অজীর্ণ ও বিসূচিকা রোগ নষ্ট হয়।

মহোদধিরসঃ।

একৈকং বিষসূতৌ চ জাতী টঙ্গং দ্বিকং দ্বিকম্।
কৃষ্ণা ত্রয়ং বিশ্বষট্কং তথা গন্ধং কপর্দ্দকম্।
দেবপুষ্পং বাণমিতং সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ।
মহোদধিবটী নাম্না নষ্টমগ্নিং প্রদীপয়েৎ॥

বিষ ১ তোলা, রসসিন্দূর ১ তোলা, জায়ফল ২ তোলা, সোহাগার খই ২ তোলা, পিঁপুল ৩ তোলা, শুঁঠ ৬ তোলা, কড়িভস্ম ৬ তোলা ও লবঙ্গ ৫ তোলা একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে নষ্ট অগ্নির পুনর্ব্বার দীপ্তি হয়।

অগ্নিকুমারো রসঃ।

রসেন্দ্র গন্ধৌ সহ টঙ্গনেন
সমং বিষং যোজ্যমিত ত্রিভাগম্।
কপর্দ্দশঙ্খাবিহ নেত্রভাগৌ
মরীচমত্রাষ্টগুণং প্রদেয়ম্॥
সুপক্কজম্বীররসেন ঘৃষ্টঃ
সিদ্ধো ভবেদগ্নিকুমার এষঃ॥
বিসূচিকাজীর্ণ সমীরণার্ত্তে
দদ্যাদ্দ্বিবল্লং গ্রহণীগদে চ॥
(অত্র সর্ব্বমেকভাগাপেক্ষয়া বচনান্তরসংবাদাৎ।)

পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খই ১ তোলা, বিষ ৩ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা, শঙ্খভস্ম ৩ তোলা ও মরিচ ৮ তোলা এই সমুদায় একত্র পাকা গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অগ্নিকুমার সেবন করিলে বিসূচিকা অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

হুতাসনো রসঃ।

গন্ধেশ টঙ্গনৈকৈকং বিষমত্র ত্রিভাগিকম্।
অষ্টভাগস্তু মরিচং জম্বাম্ভোমর্দ্দিতং দিনম্॥
তদ্বটীং মুদ্গমানেন কৃত্বার্দ্রেণ প্রযোজয়েৎ।
শূলারোচক গুল্মেষু বিসূচ্যামগ্নিমান্দ্যকে।
অজীর্ণসন্নিপাতাদৌ শৈত্যে জাড্যে শিরোগদে॥

গন্ধক ১ ভাগ, পারা ১ ভাগ, সোহাগার খই ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ ও মরিচ ৮ ভাগ এই সমুদায় একত্র লেবুর রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া মুগের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস। শূল, অরুচি, বিসূচিকা, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

ভাস্করো রসঃ।

বিষং সূতং ফলং গন্ধং ত্র্যষণং টঙ্গ জীরকম্।
একৈকং দ্বিগুণং লৌহং শঙ্খমভ্রবরাটকম্॥
সর্ব্বতুল্যং লবঙ্গঞ্চ জম্বীরৈর্ভাবয়েদ্ভিষক্॥
সপ্তবাসরপর্য্যন্তং ততঃ স্যাদ্ভাস্করো রসঃ॥
তাম্বুলীদলযোগেন বটীং সংচর্ব্য ভক্ষয়েৎ॥
শূলরোগেষু সর্ব্বেষু বিসূচ্যামগ্নিমান্দ্যকে।
সদ্যো বহ্নিকরো হ্যেষ তন্ত্রনাথেন ভাষিতঃ॥

বিষ, পারদ, ত্রিফলা, গন্ধক, ত্রিকটু, সোহাগা ও জীরা প্রত্যেক ১ ভাগ। লৌহ, শঙ্খভস্ম, অভ্র ও কড়িভস্ম প্রত্যেক ২ ভাগ এবং সমুদায়ের সমান লবঙ্গচূর্ণ, এই সমুদায় ৭ দিন গোঁড়ালেবুর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। তাম্বূলের সহিত চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিতে দিবে। ইহাতে

শীঘ্র অগ্নির দীপ্তি হয় এবং শূল, বিসূচিকা ও অগ্নিমান্দ্যরোগে প্রযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার করে।

অগ্নিসন্দীপনো রসঃ।

ষড়ূষণং পঞ্চ পটু ত্রিক্ষারং জীরকদ্বয়ম্।
ব্রহ্মদর্ভোগ্রগন্ধৌ চ মধুরী হিঙ্গু চিত্রকম্॥
জাতীফলং তথা কুষ্ঠং জাতীকোষং ত্রিজাতম্।
চিঞ্চা শেখরিকাক্ষারমমৃতং রস গন্ধকৌ॥
লৌহমভ্রঞ্চ বঙ্গঞ্চ লবঙ্গঞ্চ হরীতকী।
সমভাগানি সর্ব্বাণি ভাগৌ দ্বামম্লবেতসাৎ॥
শঙ্খস্য ভাগাশ্চত্বারঃ সর্ব্বমেকত্র ভাবয়েৎ।
ক্বাথেন পঞ্চকোলস্য চিত্রাপামার্গয়োস্তথা॥
অম্ললোণীরসেনৈব প্রত্যেকং ভাবয়েৎ ত্রিধা।
ত্রিসপ্তকৃত্বো লিম্পাকরসৈঃ পশ্চাদ্বিভাবয়েৎ॥
বদরাভা বটী কার্য্যা যোক্তব্যা সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োঃ।
অনুপানং প্রদাতব্যং বুদ্ধা দোষানুসারতঃ॥
অগ্নিসন্দীপনো নাম রসোঽয়ং ভুবি দুর্লভঃ।
দীপয়ত্যাশু মন্দাগ্নিমজীর্ণঞ্চ বিনাশয়েৎ।
অম্লপিত্তং তথা শূলং গুল্মমাশু ব্যপোহতি॥

পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চঁই, চিতামুল, শুঁঠ, মরিচ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বচ, মউরী, হিং, চিতামূল, জায়ফল, কুড়, জয়িত্রী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, তেঁতুলছালভস্ম, আপাঙ্গভস্ম, বিষ,পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, লবঙ্গ ও হরীতকী ইহাদের প্রত্যেকের ১ ভাগ, অম্লবেতস ২ ভাগ ও শঙ্খভস্ম ৪ ভাগ এই সমুদায় একত্র করিয়া পঞ্চকোল, চিতামূল ও আপাঙ্গের ক্বাথে এবং আমরুলের রসে ৩ বার ও লেবুর রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে যথাযোগ্য অনুপানের সহিত প্রযোজ্য। ইহাতে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

শঙ্খবটী মহাশঙ্খবটী চ।

দগ্ধশঙ্খস্য চূর্ণং হি তথা লবণপঞ্চকম্।
চিঞ্চিকাক্ষারকঞ্চৈব কটুকত্রয়মেব চ॥
তথৈব হিঙ্গুকং গ্রাহ্যং বিষ গন্ধক পারদম্।
অপামার্গস্য বহ্নেশ্চ ক্বাথৈর্লিম্পাকজৈ রসৈঃ॥
ভাবয়েৎ সর্ব্বচূর্ণং তদম্লবর্গৈর্বিশেষতঃ।
যাবৎ তদম্লতাং যাতি গুড়িকামৃতরূপিণী॥
সদ্যো বহ্নিকরী চৈব ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি।
ভুক্ত্বাকণ্ঠন্তু তস্যান্তে খাদেচ্চ গুড়িকামিমাম্॥
তৎক্ষণাজ্জারয়ত্যাশু ভুক্তদ্রব্যমশেষতঃ।
জ্বরং গুল্মং পাণ্ডুরোগং কুষ্ঠং শূলং প্রমেহকম্॥
বাতরক্তং মহাশোথং বাতপিত্তকফানপি।
দুর্নামারিরয়ঞ্চাশু দৃষ্টো বারসহস্রশঃ॥
নির্ম্মূলং দহ্যতে শীঘ্রং তুলকং বহ্নিনা যথা।
লৌহবঙ্গযুতা সেয়ং মহাশঙ্খবটী স্মৃতা॥
প্রভাতে কোষ্ণতোয়ানুপানমেব প্রশস্যতে।
জম্বীরং বীজপূরঞ্চ মাতুলুঙ্গক চুক্রকম্॥
চাঙ্গেরী তিন্তিড়ী চৈব বদরী করমর্দ্দকম্।
অষ্টাবম্লস্য বর্গোঽয়ং কথিতো মুনিসত্তমৈঃ॥
(সিদ্ধফলেয়ম্)

শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুলছালের ক্ষার, ত্রিকটু, হিঙ্গু, বিষ, পারা ও গন্ধক এই সমুদায় সমভাগে মিশ্রিত করিয়া আপাঙ্গ ও চিতামূলের ক্বাথে, লেবুর রসে ও অম্লবর্গ দ্বারা এরূপে ভাবনা দিবে, যেন ঔষধে অম্লরস উৎপন্ন হয়। ইহার নাম শঙ্খবটী। মাত্রা ২ রতি।

এই শঙ্খবটীর সহিত লৌহ ও বঙ্গ মিশ্রিত করিলে, তাহাকে মহাশঙ্খবটী কহে। প্রাতে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করা কর্ত্তব্য। এই ঔষধ সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শঃ, পাণ্ডু ও শূল প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ সমুদায় ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত মহৌষধ।

জামীর, বীজপূরক, টাবালেবু চুকাপালম, আমরুল, তেঁতুল, কুল ও করঞ্জ এই আটটীকে অম্লবর্গ কহে।

শঙ্খবটী।

চিঞ্চাক্ষারপলং পটুব্রজপলং নিম্বুরসে কল্কিতং।
তস্মিন্ শঙ্খপলং প্রতপ্তমসকৃৎ সংস্থাপ্যশীর্ণাবধি॥
হিঙ্গুব্যোষপলংরসামৃতবলীন্নিক্ষিপ্যনিষ্কাং শিকান্।
বদ্ধা শঙ্খবটী ক্ষয় গ্রহণিকারুক্ পক্তিশূলাদিষু॥

(পটুব্রজপলং পঞ্চলবণং মিলিত্বা পলং হিঙ্গু শুণ্ঠী পিপ্পলীমরিচানামপি মিলিত্বা পলম্। রস বিষ গন্ধকানাং প্রত্যেকং নিষ্কং মাষচতুষ্টয়ম্। শঙ্খগেঁড়ুয়াং বহ্নৌ ধ্মাত্বা তপ্তাং নিম্বুরসে নিক্ষিপেৎ ততশ্চূর্ণীভূয় তদ্রসে পতিষ্যতি। সর্ব্বংচূর্ণমেকীকৃত্য নিম্বুরসেন রৌদ্রে তাবদ্ ভাবয়েদ্ যাবদম্লতা ভবতি।)

তেঁতুলছাল ভস্ম ১ পল, পঞ্চলবণ মিলিত ১ পল, শঙ্খভস্ম ১ পল (শাঁখের গেঁড়ো অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া লেবুর রসে নিক্ষেপ করিবে, পরে উহা স্বয়ং চূর্ণ ভাব প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার লেবুর রসে ভাবনা দিবে, অম্লাস্বাদ হইলে অপরাপর দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিবে) হিঙ্গু, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ মিলিত ১ পল, পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা, লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী ও শূলাদি রোগ সত্বর নষ্ট হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তা শঙ্খবটী।

দ্বৌ ক্ষারৌ রসগন্ধকৌ
সলবণৌ ব্যোষঞ্চ তুল্যং বিষং
শাঙ্খং ভস্ম চতুর্গুণং রস-
বরে লিম্পাকজাতে কৃতম্।
বারংবারমিদং সুপাকচরিতং
লৌহং ক্ষিপেদ্ধিঙ্গুকং
ভৃষ্টং বঙ্গসমং সুমর্দ্দিত-
মিদং গুঞ্জাপ্রমাণা ভবেৎ॥

খ্যাতা শঙ্খবটী মহাগ্নিজননী শূলান্তকৃৎ পাচনী
কাসশ্বাসবিনাশিনী ক্ষয়হরী মন্দাগ্নিসন্দীপনী।
বাতব্যাধিমহোদরাদিশমনী তৃষ্ণাময়োচ্ছেদনী
সর্ব্বব্যাধিবিনাশিনীক্রিমিহরীহৃষ্টাময়ধ্বংসিনী॥

যবক্ষার, সাচিক্ষার, পারদ, গন্ধক, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, ত্রিকটু ও বিষ ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, শঙ্খভস্ম ৪ তোলা এই সমুদায় একত্র করিয়া লেবুর রসে ভাবনা দিয়া তাহার সহিত লৌহ, ঘৃতভর্জ্জিত হিঙ্গু ও বঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা মিশ্রিত ও মর্দ্দিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার দ্বারা অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং শূল, কাস, শ্বাস, উদররোগ, ক্রিমি ও অন্যান্য নানা পীড়া উপশমিত হইয়া থাকে।

মহাশঙ্খবটী।

কণামূলং বহ্নি দন্তী পারদং গন্ধকং কণা।
ত্রিক্ষারং পঞ্চলবণং মরিচং নাগরং বিষম্।
অজমোদামৃতা হিঙ্গু ক্ষারং তিন্তিড়িকাভবম্।
সংচূর্ণ্য সমভাগস্তু দ্বিগুণং শঙ্খভস্মকম্॥
অম্লদ্রবেণ সংভাব্য বটী কোলাস্থিসম্মিতা।
অম্লদাড়িমতোয়েন লিম্পাকস্বরসেন চ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় নাম্না শঙ্খবটী শুভা।
তক্রমস্তু সুরা সীধু কাঞ্জিকোষ্ণোদকেন বা॥
শশৈণাদিরসেনৈব রসেন বিবিধেন চ।
মন্দাগ্নিং দীপয়ত্যাশু বাড়বাগ্নিসমপ্রভম্।
অর্শাংসি গ্রহণীরোগং কুষ্ঠং মেহং ভগন্দরম্।
প্লীহানমশ্মরীং শ্বাসং কাসং মেহোদরক্রিমীন্।
হৃদ্রোগং পাণ্ডুরোগঞ্চ বিবদ্ধান্ হৃদরে স্থিতান্।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

পিঁপুলমূল, চিতামূল, দন্তীমূল, পারদ, গন্ধক, পিঁপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, মরিচ, শুঁঠ, বিষ, বনযমানী, গুলঞ্চ, হিং ও তেঁতুল-ছাল ভস্ম ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, শঙ্খভস্ম ২ তোলা এই সমুদায় অম্লবর্গের রসে ভাবনা দিয়া কুলের আঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অম্লদাড়িমের রস, লেবুর রস, তক্র, দধির মাত, সুরা, সীধু, কাঁজি, অথবা উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অতিশয় অগ্নির বৃদ্ধি হয় এবং অর্শঃ, গ্রহণী, ক্রিমি, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয়। পথ্য শশক ও এণাদি মাংসের যূষ।

টঙ্গনাদিবটী।

টঙ্গন নাগর গন্ধক পারদ-
গরলং মরিচং সমভাগযুতম্।
লকুচস্বরসৈশ্চণকপ্রতিমা
গুড়িকা জনয়ত্যচিরাদনলম্॥

সোহাগার খই, শুঁঠ, গন্ধক, পারদ, বিষ ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ মাদারের (ডেহুয়া ফলের) রসে মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে শীঘ্র অগ্নি দীপ্তি হয়।

ক্রব্যাদরসঃ।

পলং রসস্য দ্বিপলং বলেঃ স্যাৎ
শুল্বায়সী চার্দ্ধপল প্রমাণে।
বিচূর্ণ্য সর্ব্বং দ্রুতবহ্নিযোগা-
দেরণ্ডপত্রেঽথ নিবেশনীয়ম্॥
কৃত্বাথ তাং পর্পটিকাং বিদধ্যা-
ল্লৌহস্য পাত্রে বরপূতমস্মিন্।
জম্বীরজং পক্করজঃপলানি
শতং নিয়োজ্যাগ্নিমহাল্পমাত্রাম্॥
জীর্ণে রসে ভাবিতমেতদেতৈঃ
সুপক্ককোলোদ্ভববারিপূরৈঃ।
সবেতসাম্লৈঃ শতমত্র দেয়ং
সমং রসটঙ্গনজং সুভৃষ্টম্।
বিড়ং তদর্দ্ধং মরিচং সমঞ্চ
তৎ সপ্তধাম্লৈঃ চণকাম্লবারা
ক্রব্যাদনামা ভবতি প্রসিদ্ধো
রসস্তু মন্থানকভৈরবোক্তঃ।
মাষদ্বয়ং সৈন্ধব তক্রপীত-
মেতস্য ধন্যৈঃ খলু ভোজনান্তে॥
গুরূণি মাংসানি পয়াংসি পিষ্টী-
কৃতানি সেব্যানি ফলানি চৈব।

মাত্রাতিরিক্তান্যপি সেবিতানি
যামদ্বয়াজ্জারয়তি প্রসিদ্ধঃ॥
কার্শ্যস্থৌল্যনিবর্হণো গরহরঃ সামাতিনির্নাশনে
গুল্ম প্লীহ জলোদরাদিশমনঃ শূলার্ত্তিমূলাপহঃ।
বাতশ্লেষ্মনিবর্হণো গ্রহণিকাতীসারবিধ্বংসনো
বাতগ্রন্থিমহোদরাপহরণঃ ক্রব্যাদনামা রসঃ॥

(রস ১ পল, গন্ধক ২ পল, তাম্র ৪ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, সর্ব্বং চূর্ণয়িত্বা লৌহপাত্রে মৃদুবহ্নিনা পর্পটীবৎ কার্য্যং ততো জম্বীররস-পলশতেন শনৈঃ শনৈঃ পক্তব্যম্। রসে শুষ্কে পুনর্ভাবনা দাতব্যা পঞ্চকোলক্কাথেন ৫০, অম্ল-বেতসক্কাথেন ৫০, ততঃ সর্ব্বদ্রব্যসমং ভৃষ্টটঙ্গন-চূর্ণং ৪ পল, তস্যার্দ্ধং বিট্‌লবণং ২ পল, সর্ব্ব-দ্রব্যসমং মরিচচূর্ণং ১০ পল, ততশ্চণক শিশিরেণ সপ্ত ভাবনা দাতব্যা ইতি কবিচন্দ্র প্রভৃতয়ঃ।)

পারদ ১ পল, গন্ধক ২ পল, তাম্র ৪ তোলা ও লৌহ ৪ তোলা এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নিতে পর্পটীবৎ পাক করিবে, পরে জামীরের রস ১০০ পল দিয়া অল্পে অল্পে পাক করিবে, রস নিঃশেষ হইলে ৫০ পল পঞ্চকোলের কাথে ও ৫০ পল অম্লবেতসের কাথে ভাবনা দিয়া ৪ পল সোহাগার খই, ২ পল বিট্‌লবণ ও ১০ পল মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ছোলার জলে ৭ বার ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। সৈন্ধব সংযুক্ত তক্রের সহিত সেবনীয়। ইহাতে মাংস ও পিষ্টকাদি গুরুতর আহার সকল দুই প্রহরের মধ্যে জীর্ণ হইয়া যায় এবং গুল্ম, প্লীহা, উদররোগ, শূল, গ্রহণী ও অতীসার প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

বিসূচীবিধ্বংসরসঃ।

টঙ্গণং মাক্ষিকং শুণ্ঠী পারদং গন্ধকং বিষম্।
গরলং সমভাগেন সর্ব্বেষাং হিঙ্গুলং সমম্॥
মর্দ্দয়েৎ জম্বীরদ্রাবৈর্বটী কার্য্যা প্রযত্নতঃ।
শ্বেত সর্ষপ তুল্যা চ মৃতসঞ্জীবনী তথা॥
বিসূচীং নাশয়ত্যাশু দধ্যন্নং পথ্যমাচরেৎ।
ত্রিদোষোত্থমতীসারং সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্॥

সোহাগার খই, স্বর্ণমাক্ষিক, শুঁঠ, পারদ, গন্ধক, বিষ ও সর্পবিষ প্রত্যেক ১ ভাগ ও হিঙ্গুল ৭ ভাগ এই সমুদায় একত্র করিয়া গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে বিসূচিকা ও অতিসার রোগ নষ্ট হয়।

বিশ্বোদ্দীপকাভ্রম্।

অভ্রং নির্ম্মলমারিতং পলমিতং চূর্ণীকৃতং যত্নত-
শ্চব্যং চিত্রকমিন্দ্রসূরকনকং মালূরপত্রার্দ্রকম্।
মূলং পিপ্পলীসম্ভবং মধুরিকা নীপোঽর্কমূলং পৃথক্
চৈষাং সপ্তপলৈর্বিমর্দ্দিতমিদং কর্ষং ক্ষিপেট্টঙ্গণম্॥
গুঞ্জাসম্মিতমেতদেব বলিতং তৎপারিভদ্রদ্রবৈ-
র্মন্দাগ্নিং চিরজাতগুল্মনিচয়ং শূলাম্লপিত্তং জ্বরম্।
ছর্দ্দিং দুষ্টমসূরিকামলসকং শ্বাসঞ্চ কাসং তৃষাং
প্লীহানং যকৃতং ক্ষয়ং স্বরহিতং কুষ্ঠং মহারোচকম্॥
দাহং মোহমশেষদোষজনিতং কৃচ্ছ্রঞ্চ দুর্নামক-
মামং বাতবিমিশ্রতং নয়নজং রোগং সমুন্মূলয়েৎ।
বিশ্বোদ্দীপকনাম রোগহরণে প্রোক্তং পুরা শম্ভুনা
সর্ব্বেষাং হিতকারকং গদবতাং সর্ব্বাময়ধ্বংসনম॥
পাষাণং যদি ভক্ষিতং তদপিতৎ কুর্য্যাৎ সুজীর্ণং পুন-
র্বল্যং বৃষ্যতরং রসায়নবরং মেধাকরং কান্তিদম্॥

অভ্র ১ পল ও চঁই ১ পল একত্র করিয়া চিতা, নিসিন্দা, ধুতূরা ও বিল্ব ইহাদের প্রত্যেকের পত্রের রস ও

আদার রস ১ পল এবং পিঁপুলমূল, মউরি, কদম্ব ও আকন্দমূল ইহাদের প্রত্যেকের কাথ ১ পলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা সোহাগার খই মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পালিতার রস। ইহাতে মন্দাগ্নি, গুল্ম, শূল ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

বীরভদ্রাভ্রকম্।

অভ্রকং পুটসহস্রমারিতং
কষযুগ্মমতিনির্ম্মলীকৃতম্।
বাসরাণি নবতিং বিমর্দ্দিতং
চিত্রকস্বরসসাধু সিক্তকম্॥
শৃঙ্গবেররসমর্দ্দিতা বটী
কারিতা সকলরোগনাশিনী।
ভক্ষিতা ভুজগবল্লিপত্রকৈঃ
শৃঙ্গবেরশকলেন বা পুনঃ॥
বহ্নিমান্দ্যমভিনাশ্য সত্বরং
কারয়েৎ প্রখরপাবকোৎকরম্।
শ্বাস কাস বমি শোথ কামলা
প্লীহ গুল্ম জঠরারুচি ভ্রমান্॥
রক্তপিত্ত যকৃদম্লপিত্তকং
শূল কোষ্ঠজগদান্ বিসূচিকাম্।
আমবাত বহুবাত শোণিতং
দাহ শীত বলহ্রাস কার্শ্যকম্॥
বিদ্রধিং জ্বরগরং শিরোগদং
নেত্ররোগমখিলং হলীমকম্।
হন্তি বৃষ্যতমমেতদভ্রকং
বীরভদ্রমতিবল্যমুত্তমম্॥
ভক্ষিতং বিবিধভক্ষ্যমাগলং
কাষ্ঠসংঘমিব ভস্মতাং নয়েৎ॥

সহস্র পুটিত অভ্র ২ তোলা, ৯০ দিন চিতার রসে ভাবনা দিয়া আদার রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। পান বা আদার কুচির সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, শূল ও বিসূচিকা প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

মুস্তাদ্যা বটী।

অব্দাৎ পলদ্বয়ং ক্ষুণ্ণং কণাকর্পূর হিঙ্গুতঃ।
পলং পলং গৃহীত্বা তু মর্দ্দয়িত্বা বটীং চরেৎ॥
বল্লদ্বয়মিতাং খাদেৎ কর্পূরাম্বুসুবাসিতাম্।
অতীসারমজীর্ণঞ্চ বিসূচীং ঘোররূপিণীম্॥
অরোচকং বহ্নিমান্দ্যং গ্রহণীমপি দারুণাম্।
কাসং পঞ্চবিধং চৈব নাশয়েদবিকল্পতঃ॥
(কেচিদত্রাহিফেনস্য ভাগার্দ্ধং প্রক্ষিপন্তি।)

মুতা ২ পল, পিঁপুল, কর্পূর ও হিং প্রত্যেক ১ পল এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান কর্পূরের জল। ইহা সেবন করিলে বিসূচিকা ও অতিসার প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

এই ঔষধে কেহ কেহ অর্দ্ধ পল অহিফেন সংযুক্ত করেন।

জাতীফলাদিবটী।

জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ পিপ্পলী সিন্ধু চামৃতম্।
শুণ্ঠী ধুস্তূরবীজঞ্চ দরদং টঙ্কণং তথা॥
সমং সর্ব্বং সমাহৃত্য জম্বাম্ভোভির্বিমর্দ্দয়েৎ।
বল্লমানা বটী কার্য্যা চাগ্নিমান্দ্যপ্রশান্তয়ে॥

জাতীফল, লবঙ্গ, পিঁপুল, সৈন্ধব, বিষ, শুঁঠ, ধুস্তূরবীজ, হিঙ্গুল ও সোহাগা

প্রত্যেক সমভাগ, লেবুর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়।

প্রদীপনরসঃ।

রসনিষ্কং গন্ধনিষ্কং নিষ্কমাত্রং প্রদীপনম্।
মানমর্দ্ধং প্রদাতব্যং চুল্লিকালবণং ভিষক্॥
মর্দ্দয়িত্বা প্রদাতব্যমথাস্য মাষমাত্রকম্।
অজীর্ণে চাগ্নিমান্দ্যে চ দাতব্যো রসবল্লভঃ॥

পারদ, গন্ধক ও প্রদীপন বিষ প্রত্যেক ॥০ তোলা, চুল্লিকালবণ।০ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়।

বড়বানলরসঃ।

শুদ্ধসূতস্য কর্ষৈকং গন্ধকং তৎসমং মতম্॥
পিপ্পলী পঞ্চলবণং মরিচঞ্চ ফলত্রয়ম্॥
ক্ষারত্রয়ং সমং সর্ব্বং চূর্ণং কৃত্বা প্রযত্নতঃ।
নির্গুণ্ড্যাশ্চ দ্রবেণৈব ভাবয়েদ্দিনমেকতঃ।
বড়বানলনামায়ং মন্দাগ্নিঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, পিপ্পলী, পঞ্চলবণ, মরিচ, ত্রিফলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগা প্রত্যেক ২ তোলা, নিসিন্দাপত্রের রসে ১ দিবস ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

বৃহদ্ধুতাশনরসঃ।

এক দ্বিক দ্বাদশভাগযুক্তং
যোজ্যং বিষং টঙ্গণমূষণঞ্চ।
হুতাশনো নাম হুতাশনস্য
করোতি বৃদ্ধিং কফজিন্নরাণাম্॥

বিষ ১ ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, মরিচ ১২ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাদ্বারা অগ্নির দীপ্তি হয়।

অমৃতকল্পবটী।

শুদ্ধৌ পারদগন্ধৌ চ সমানৌ কজ্জলীকৃতৌ।
তয়োরর্দ্ধং বিষং শুদ্ধং তৎসমং টঙ্গণং ভবেৎ॥
ভৃঙ্গরাজদ্রবৈর্ভাব্যং ত্রিদিনং যত্নতঃ পুনঃ।
মুদ্গপ্রমাণা বটিকা কর্ত্তব্যা ভিষজাং বরৈঃ॥
বটীদ্বয়ং হরেচ্ছূলমগ্নিমান্দ্যং সুদারুণম্।
অজীর্ণং জরয়ত্যাশু ধাতুপুষ্টিং করোতি চ॥
নানাব্যাধিহরা চেয়ং বটী গুরুবচো যথা।
অনুপানবিশেষেণ সম্যগ্ গুণকরী ভবেৎ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ ও সোহাগা প্রত্যেক ১ তোলা, ভৃঙ্গরাজ রসে দিনত্রয় ভাবনা দিয়া মুদ্গ পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা অগ্নিদীপক।

বৃহদগ্নিকুমারো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং গন্ধতুল্যঞ্চ টঙ্গণম্।
ফলত্রয়ং যবক্ষারং ব্যোষং পঞ্চ পটূনি চ॥
দ্বাদশৈতানি সর্ব্বাণি রসতুল্যানি দাপয়েৎ।
সংমর্দ্দ্য সপ্তধা সর্ব্বং ভাবয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ॥
সংশোষ্য চূর্ণয়িত্বা তু ভক্ষয়েদার্দ্রকাম্বুনা।
শাণমাত্রং বয়ো বীক্ষ্য নানাজীর্ণপ্রশান্তয়ে॥
রসশ্চাগ্নিকুমারোঽয়ং মহেশেন প্রকাশিতঃ।
মহাগ্নিকারকশ্চৈব কালভাস্করতেজসাম্।
অগ্নিমান্দ্যভবান্রোগান্শোথং পাণ্ড্বাময়ং জয়েৎ॥
দুর্নামগ্রহণীসামরোগান্ হন্তি ন সংশয়ঃ।
যথেষ্টাহারচেষ্টস্য নাস্ত্যত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ॥

গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খই ২ ভাগ, পারদ, ত্রিফলা, যবক্ষার, ত্রিকটু,

ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ ভাগ, আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা ॥০ তোলা। ইহা অগ্নিদীপক।

বৃহন্মহোদধিবটী ।

লবঙ্গং চিত্রকং শুণ্ঠী জয়পালং সমং সমম্ ।
টঙ্গণঞ্চ প্রদাতব্যং বৃদ্ধদারঞ্চ কার্ষিকম্ ॥
চতুর্দ্দশ ভাবনাশ্চ দন্তীদ্রাবৈঃ প্রদাপয়েৎ ।
লিম্পাকেন ত্রিধা দেয়া বৃদ্ধদারেণ পঞ্চধা ॥
রসং গন্ধঞ্চ গরলং মেলয়িত্বা বিভাবয়েৎ ।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব চিত্রকস্য রসেন বা ॥
মুদ্গপ্রমাণাং বটিকাং কৃত্বা খাদেদ্দিনে দিনে ।
ক্ষুৎপিপাসাকরী চেয়ং জীর্ণজ্বরবিনাশিনী ॥

লবঙ্গ, চিতামূল, শুণ্ঠী, জয়পাল ও সোহাগা প্রত্যেক ১ তোলা, বৃদ্ধদারক ২ তোলা, এই সকল দন্তীর কাথে চতুর্দ্দশবার ও কাগজীলেবুর রসে বারত্রয়, বৃদ্ধদারক রসে ৫ বার ভাবনা দিবে। পরে পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক ১ ভাগ মিশ্রিত করতঃ আদার রস ও চিতার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া মুদ্গ পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা অজীর্ণ নিবারক।

পাশুপতো রসঃ ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং ত্রিভাগং তীক্ষ্ণভস্মকম্ ।
ত্রিভিঃ সমং বিষং দেয়ং চিত্রকক্কাথভাবিতম্ ।
ধূর্ত্তবীজস্য ভস্মাপি দ্বাত্রিংশদ্ভাগসংযুতম্ ।
কটুত্রয়ং ত্রিভাগং স্যাৎ লবঙ্গৈলা চ তৎসমম্ ।
জাতীফলং তথা কোষমর্দ্ধভাগং নিযোজয়েৎ ।
তথার্দ্ধং লবণং পঞ্চ স্নুহ্যর্কৈরণ্ডতিন্তিড়ী ।
অপামার্গাশ্বত্থজঞ্চ ক্ষারং দত্বাদ্বিচক্ষণঃ ।
হরীতকীং যবক্ষারং স্বর্জিকা হিঙ্গু জীরকম্ ।
টঙ্গণঞ্চ সূততুল্যং চাম্লযোগেন মর্দ্দয়েৎ ।
ভোজনান্তে প্রয়োক্তব্যো গুঞ্জাফলপ্রমাণতঃ ।
রসঃ পাশুপতো নাম সদ্যঃ প্রত্যয়কারকঃ ।
দীপনঃ পাচনো হৃদ্যঃ সদ্যো হন্তি বিসূচিকাম ।
তালমূলীরসেনৈব হ্যদরাময়নাশনঃ ।
মোচরসেনাতীসারং গ্রহণীং তক্রসৈন্ধবৈঃ ।
সৌবর্চ্চল কণা শুণ্ঠীযুতঃ শূলং বিনাশয়েৎ ।
অর্শো হন্তি চ তক্রেণ পিপ্পল্যা রাজযক্ষকম্ ।
বাতরোগং নিহন্ত্যাশু শুণ্ঠীসৌবর্চ্চলান্বিতঃ ।
শর্করাধাক্সযোগেন পিত্তরোগং নিহন্ত্যয়ম্ ।
পিপ্পলীক্ষৌদ্রযোগেন শ্লেষ্মরোগঞ্চ তৎক্ষণাৎ ।
অতঃ পরতরো নাস্তি ধন্বন্তরিমতো রসঃ ॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, লৌহ ৩ ভাগ, বিষ ৬ ভাগ, চিতার কাথে ভাবনা দিয়া ধুস্তূরবীজভস্ম ৩২ ভাগ, ত্রিকটু ৩ ভাগ, লবঙ্গ ৩ ভাগ, এলাইচ ৩ ভাগ, জাতীফল ও জয়িত্রী প্রত্যেক অর্দ্ধ ভাগ, পঞ্চলবণ, সীজ, আকন্দ, এরণ্ড, তেঁতুলছাল ভস্ম, অপামার্গক্ষার, অশ্বত্থক্ষার, সোহাগা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হিঙ্গু, জীরা ও হরীতকী প্রত্যেক ১ ভাগ মিশাইয়া অম্লবর্গের রসে ভাবনা দিবে এবং মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ রতি। ইহা অজীর্ণ নিবারক।

ভক্তবিপাকবটী ।

মাক্ষিকং রসগন্ধৌ চ হরিতালং মনঃশিলা ।
ত্রিবৃদ্দন্তী বারিবাহং চিত্রকঞ্চ মহৌষধম্ ।
পিপ্পলী মরিচং পথ্যা যমানী কৃষ্ণজীরকম্ ।
রামঠং কটুকা পাণি সৈন্ধবং সাজমোদকম্ ॥
জাতীফলং যবক্ষারং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ ।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব নিগুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ ॥

সূর্য্যাবর্ত্তরসেনৈব তুলস্যাঃ স্বরসেন চ।
আতপে ভাবয়েদ্বৈদ্যঃ খল্লপাত্রে চ নির্ম্মলে॥
পেষয়িত্বা বটীং খাদেৎ গুঞ্জাফলসমপ্রভাম্।
ভক্তোত্তরীয়ে বহুভোজনান্তে
মুহুর্মুহুর্বাঞ্ছতি ভোজনানি॥
আমানুবন্ধে চ চিরাগ্নিমান্দ্যে
বিড়্বিগ্রহে পিত্তকফানুবন্ধে।
শোথোদরে চার্শগদেঽপ্যজীর্ণে
শূলে ত্রিদোষপ্রভবে জ্বরে চ।
শস্তা বটী ভক্তবিপাকসংজ্ঞা
সুখং বিপাচ্যাশু নরস্য কোষ্ঠম্॥

স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, তেউড়ী, দন্তী, মুতা, চিতা, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ, হরীতকী, যমানী, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গু, কট্‌কী, তালমাখনা, সৈন্ধব, যমানী, জাতীফল ও যবক্ষার, এই সমস্ত আদা, নিসিন্দা, হুড়হুড়ে ও তুলসী ইহাদের প্রত্যেকের স্বরসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। মাত্রা ১ রতি। ইহা অত্যগ্নিদীপক।

পঞ্চামৃতবটী।

অভ্রকং পারদং তাম্রং গন্ধকং মরিচানি চ।
সমভাগমিদং চূর্ণং চাঙ্গেরীরসমর্দ্দিতম্॥
মর্দ্দিতে হি রসে ভূয়ো জয়ন্তী সিন্ধুবারয়োঃ।
ভাবনাপি চ দাতব্যা গুঞ্জা পরিমিতা বটী॥
তপ্তোদকানুপানেন চতস্রস্তিস্রএব বা।
বহ্নিমান্দ্যে প্রদাতব্যা বট্যঃ পঞ্চামৃতাস্তথা॥

অভ্র, পারদ, তাম্র, গন্ধক ও মরিচ প্রত্যেক সমভাগ, আমরুলের রসে মর্দ্দন করিয়া জয়ন্তী ও নিসিন্দার রসে ভাবনা দিবে। মাত্রা ১ রতি।

জ্বালানলো রসঃ।

ক্ষারদ্বয়ং সূতগন্ধৌ পঞ্চকোলমিদং সমম্।
সর্ব্বতুল্যা জয়া দেয়া তদর্দ্ধং শিগ্রুবল্কলম্॥
এতৎ সর্ব্বং জয়া শিগ্রু বহ্নিমার্কবজৈ রসৈঃ।
ভাবয়েৎত্রিদিনং ঘর্ম্মে ততো লঘুপুটে পচেৎ।
ভাবয়েৎ সপ্তধা চার্দ্রদ্রবৈর্জ্জ্বালানলো ভবেৎ।
পাচনো দীপনো হৃদ্যশ্চোদরাময়নাশনঃ॥

যবক্ষার, সাচিক্ষার, পারদ, গন্ধক ও পঞ্চকোল তুল্যভাগ; এই সমুদায়ের তুল্য সিদ্ধি এবং উহার অর্দ্ধেক সজিনামূল; সমুদায় একত্র করিয়া সিদ্ধি, সজিনা, চিতা ও ভৃঙ্গরাজ রসে বা কাথে দিনত্রয় ভাবনা দিয়া লঘুপুট প্রদান করিবে এবং আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে।

বৃহদ্ভক্তপাকবটী।

অভ্রং পারদগন্ধকৌ সদরদৌতাম্রঞ্চতালং শিলা
বঙ্গঞ্চ ত্রিফলা বিষঞ্চ কুনটী ভাগাস্বয়োদন্তিনঃ।
শৃঙ্গীব্যোম যমানী চিত্রজলদং দ্বেজীরকে টঙ্গণম্
এলাপত্র লবঙ্গ হিঙ্গু কটুকী জাতীফলং সৈন্ধবম্
এতান্যার্দ্রকচিত্রদন্তী সুরসা বাসারসৈর্বিভজৈঃ
পত্রোত্থৈরপিসপ্তধা সুবিমলে খল্লে বিভাব্যাস্ততঃ
খাদেদ্বল্লমিতং তথাচ সকলব্যাধৌ প্রযোজ্যাবুধৈঃ
বিড়্বন্ধেকফজেত্রিদোষজনিতেহ্যামানুবন্ধেপি চ
মন্দেঽগ্নৌবিষমজ্বরে চ সকলেশূলেত্রিদোষোদ্ভবে
হন্যাত্তানপি ভক্তপাকবটিকা ভূয়শ্চ সামং জয়েৎ॥

অভ্র, পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, তাম্র, হরিতাল, মনঃশিলা, বঙ্গ, ত্রিফলা, বিষ, নৈপালী, দন্তীবীজ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, যমানী, চিতা, মুতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সোহাগা, এলাইচ, তেজপত্র,

লবঙ্গ, হিঙ্গু, কটুকী, জাতীফল ও সৈন্ধব প্রত্যেক ৩ ভাগ, একত্র করিয়া আদা, চিত্রক, দন্তী, তুলসী, বাসক ও বিল্বপত্র প্রত্যেকের স্বরসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্যাদি পীড়া নষ্ট হয়।

লবঙ্গাদিবটী।

লবঙ্গ জাতীফল ধান্য কুষ্ঠং
জীরদ্বয়ং ত্র্যূষণং ত্রৈফলঞ্চ।
এলা ত্বচং টঙ্গ বরাট মুস্তং
বচাজমোদা বিড় সৈন্ধবঞ্চ॥
তদৰ্দ্ধকং পারদ গন্ধমভ্রং
লৌহঞ্চ তুল্যং সুবিচূর্ণ্য সর্ব্বম্।
তন্নাগবল্লী দলতোয়পিষ্টং
বল্লপ্রমাণাং বটিকাঞ্চ কৃত্বা॥
প্রাতর্বিদধ্যাদপি চোষ্ণতোয়ৈ-
রিয়ং নিহন্যাদ্ গ্রহণীবিকারম্।
আমাম্বুবন্ধং সরুজং প্রবাতং
জ্বরং তথা শ্লেষ্মভবং সশূলম্॥
কুষ্ঠাম্লপিত্তং প্রবলং সমীরং
মন্দানলং কোষ্ঠগতঞ্চ বাতম্।
বটী লবঙ্গাদ্য বসু প্রণীতা
তথা সবাতং বিনিহন্তি শীঘ্রম্॥

লবঙ্গ, জাতীফল, ধনিয়া, কুড়, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলা-ইচ, দারুচিনি, সোহাগা, কড়িভস্ম, মুতা, বচ, যমানী, বিট্‌লবণ ও সৈন্ধব-লবণ প্রত্যেক ১ ভাগ, পারদ, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেক অৰ্দ্ধ ভাগ, সৰ্ব্বতুল্য লৌহ সমস্ত একত্র চূর্ণ করিয়া পানের রসে পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান উষ্ণ জল।

বিজয়রস।

রসস্যৈকং পলং দত্ত্বা নাগঞ্চ গন্ধকং পলম্।
ক্ষারত্রয়ং পলং দেয়ং লবঙ্গং পলপঞ্চকম্।
দশমূলীয়জাচূর্ণং তদ্দ্রবেণ তু ভাবয়েৎ।
চিত্রকস্য রসেনাথ ভৃঙ্গরাজরসেন তু।
শিগ্রুমূলদ্রবৈশ্চাপি ততো ভাণ্ডে নিরুধ্য চ।
যামমাত্রং পচেদগ্নৌ মৰ্দ্দয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ।
তাম্বূলীপত্রসংযুক্তং খাদেন্নিষ্কমিতং সদা॥

পারদ, সীসক, গন্ধক ও ক্ষারত্রয় প্রত্যেক ১ পল, লবঙ্গ ৫ পল, দশমূল ও সিদ্ধিচূর্ণ প্রত্যেক ১ পল, দশমূলরসে ৭ বার, সিদ্ধির রসে ৭ বার, চিতার রসে ৭ বার, ভৃঙ্গরাজরসে ৭ বার, সজিনামূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া একটী ভাণ্ডে রাখিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া ১ প্রহর কাল পুটপাক দিবে। পরে আদার রসে মৰ্দ্দন করিয়া অৰ্দ্ধ তোলা মাত্রায় তাম্বূলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

ত্রিফলালৌহম্।

ত্রিফলা মুস্ত বেল্লৈশ্চ সিতয়া কণয়া সমম্।
খরমঞ্জরীবীজৈশ্চ লৌহং ভস্মকনাশনম্॥

ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, শর্করা, পিঁপুল ও অপামার্গবীজ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া চূর্ণসমষ্টির তুল্য লৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ রতি মাত্রায় সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়।

মুস্তকারিষ্টঃ।

মুস্তকস্য তুলাদ্বন্দ্বং চতুর্দ্রোণেঽম্বুনঃ পচেৎ।
পাদশেষে রসে তস্মিন্ ক্ষিপেদ্গুড়তুলাত্রয়ম্॥
ধাতকীং ষোড়শপলাং যমানীং বিশ্বভেষজম্।
মরিচং দেবপুষ্পঞ্চ মেথীং বহ্নিঞ্চ জীরকম্॥
পলযুগ্মমিতং ক্ষিপ্ত্বা রুদ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
সংস্থাপ্য মাসমাত্রন্তু ততঃ সংস্রাবয়েদ্ভিষক্॥
অজীর্ণমগ্নিমান্দ্যঞ্চ বিসূচীমপি দারুণাম্।
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

মুতা ২৫ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে গুড় ৩৭॥০ সের, ধাইফুল ১৬ পল, যমানী, শুঁঠ, মরিচ, লবঙ্গ, মেথী, চিতামূল ও জীরা প্রত্যেক ২ পল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া একমাস আবৃত পাত্রে রাখিবে। পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা ও গ্রহণী রোগ প্রশমিত হয়।

কর্পূরাসবঃ।

তুলাং প্রসন্নাং পরিগৃহ্য শুদ্ধাং
পলাষ্টকং চোড়্পতেঃ ক্ষিপেচ্চ।
এলা চ সূক্ষ্মা ঘন শৃঙ্গবেরে
যমানিকা বেল্লজমত্র সর্ব্বম্॥
পল প্রমাণং পিহিতে চ ভাণ্ডে
মাসং নিদধ্যাদ্ ভিষগত্র যত্নাৎ।
বিসূচিকায়াঃ পরমৌষধং তৎ
নিহন্তি চান্যান্ বিবিধান্ বিকারান্।

পরিষ্কৃত সুরা ১০০ পল, কর্পূর ৮পল, ছোটএলাইচ, মুতা শুঁঠ যমানী, ও মরিচ প্রত্যেক ১ পল। এই সমুদায় দ্রব্য একটী রুদ্ধভাণ্ডে ১ মাস রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহা বিসূচিকা রোগের মহৌষধ। ইহার দ্বারা অন্যান্য কোষ্ঠজ পীড়ারও শান্তি হয়। মাত্রা ১ মাষা। ইহা বারংবার সেব্য।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামগ্নিমান্দ্যাদ্যধিকারঃ।

অরোচকাধিকারঃ।

বস্তিং সমীরণে পিত্তে বিরেকং বমনং কফে।
কুর্য্যাদ্ধৃদ্যান্যনুকূলানি হর্ষণঞ্চ মনোঘ্নজে॥

বায়ুজন্য অরুচিতে বস্তিক্রিয়া, পৈত্তিকে বিরেচন ও কফজে বমন করান কর্ত্তব্য। মনোবিঘাত জন্য অরুচিতে রোগীর হৃদ্য ও অনুকূল ক্রিয়া এবং সন্তোষ সাধন করিবে।

অরোচকহরা যোগাঃ।

ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং লবণার্দ্রক ভক্ষণম্।
রোচকং দীপনং বহ্নের্জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্॥

প্রত্যহ দিবাভোজনের পূর্ব্বে লবণ ও আদা ভক্ষণ করিলে অরুচি নষ্ট হয়।

কুষ্ঠ সৌবর্চ্চলাজাজী শর্করা মরিচং বিড়ম্।
ধাত্র্যেলা পদ্মকোশীর পিপ্পল্যশ্চন্দনোৎপলম্।
লোধ্রং তেজোবতী পথ্যা ত্র্যবণং সযবাগ্রজম্।
আর্দ্রদাড়িমনির্য্যাসশ্চাজাজী শর্করাযুতঃ॥
সতৈল মাক্ষিকাস্ত্বেতে চত্বারঃ কবড়গ্রহাঃ।
চতুরোঽরোচকান্ হন্যুর্বাতাদ্যেকজসর্ব্বজান্॥

কুড়, সচললবণ, জীরা, চিনি, মরিচ ও বিট্‌লবণ। আমলা, এলাইচ, পদ্মকাষ্ঠ,

বেণার মূল, পিঁপুল, রক্তচন্দন ও উৎপল। লোধকাষ্ঠ, চৈ, হরীতকী, ত্রিকটু ও যবক্ষার। কচি ডালিমের রস, জীরা ও চিনি। এই চারি প্রকার যোগ (চূর্ণ) মধু ও তৈলের সহিত গুলিয়া মুখে ধারণ করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও সান্নিপাতিক অরুচি নিবারণ হয়।

ত্বঙ্মুস্তমেলা ধান্যানি মুস্তকামলকং ত্বচঃ।
ত্বক্ চ দার্ব্বী যমানশ্চ তেজোবত্যপি পিপ্পলী।
যমানী তিন্তিড়ীকঞ্চ পঞ্চৈতে মুখশোধনাঃ।
শ্লোকপাদৈরভিহিতাঃ সর্ব্বারোচকনাশনাঃ॥

গুড়ত্বক্, মুতা, এলাইচ ও ধনিয়া-চূর্ণ। মুতা, আমলা ও গুড়ত্বক্‌চূর্ণ। গুড়ত্বক্, দারুহরিদ্রা ও যমানীচূর্ণ। পিঁপুল ও চৈচূর্ণ। তেঁতুল ও যমানী-চূর্ণ। এই পাঁচপ্রকার যোগ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে মুখবিশুদ্ধি ও সকল প্রকার অরুচি নিবারণ হয়।

অম্লিকাগুড়তোয়ঞ্চ ত্বগেলা মরিচান্বিতম্।
অভক্তচ্ছন্দরোগেষু শস্তং কবড়ধারণম্॥

কিঞ্চিৎ তেঁতুল ও গুড় জলে গুলিয়া তাহার সহিত গুড়ত্বক্, এলাইচ ও মরিচ চূর্ণ কিছু মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে অভক্তচ্ছন্দ (অন্নে শ্রদ্ধা না থাকা) রোগ নিবারণ হয়।

কারব্যজাজী মরিচং দ্রাক্ষা বৃক্ষাম্লদাড়িমম্।
সৌবর্চ্চলং গুড়ঃ ক্ষৌদ্রং সর্ব্বারোচকনাশনম্॥
বিটচূর্ণ মধুসংযুক্তো রসো দাড়িমসম্ভবঃ।
অসাধ্যামপি সংহন্যাদরুচিং বক্ত্রধারিতঃ॥

কৃষ্ণজীরা, জীরা, মরিচ, দ্রাক্ষা, বৃক্ষাম্ল (মাদার বা আমরুল), দাড়িম, সচললবণ, গুড় ও মধু অথবা দাড়িমের রস, বিট্‌লবণ ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে অরুচি নিবারণ হয়।

দ্বে পলে দাড়িমাম্লস্য খণ্ডং দদ্যাৎ পলত্রয়ম্।
ত্রিসুগন্ধিপলঞ্চৈকং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ॥
তচ্চূর্ণং মাত্রয়া ভুক্তমরোচকহরং পরম্।
দীপনং পাচনঞ্চ স্যাৎ পীনসজ্বরকাসজিৎ॥

দাড়িমচূর্ণ ২ পল খাঁড়গুড় ৩ পল, ত্রিসুগন্ধি অর্থাৎ দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র মিলিত ১ পল, সমস্ত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন কর্ত্তব্য। ইহা সেবনে অরুচি নষ্ট হয়।

রাজিকা জীরকৌ ভৃষ্টৌ ভৃষ্টং হিঙ্গু সনাগরম্।
সৈন্ধবং দধি গোঃ সর্ব্বং বস্ত্রপূতং প্রকল্পয়েৎ॥
তাবন্মাত্রং ক্ষিপেত্তক্রং যথা স্যাক্রুচিরুত্তমা।
তক্রমেতদ্ভবেৎ সদ্যো রোচনং বহ্নিবর্দ্ধনম্॥

রাইসর্ষপ, জীরা ও হিং ভাজিয়া চূর্ণ করিবে, শুণ্ঠীচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক সম-ভাগ, সর্ব্বসমান গব্যদধি। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র আলোড়ন করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া উহাতে সর্ব্বসমান গব্য তক্র দিয়া সেবন করিবে। ইহা রুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক।

ত্রীণ্যূষণাদি ত্রিফলা রজনীদ্বয়ঞ্চ
চূর্ণীকৃতানি যবশূকবিমিশ্রিতানি।
ক্ষৌদ্রান্বিতানি বিতরেন্মুখধারণার্থং
অন্যানি তিক্তকটুকানি চ ভেষজানি॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও যবক্ষার প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। অনু-পান মধু ও তিক্তকটু দ্রব্য অর্থাৎ দারু-চিনি ও এলাইচাদির সহিত মুখে ধারণ করিলে অরোচক নষ্ট হয়।

যমানীষাড়বম্ ।

যমানীং তিন্তিড়ীকঞ্চ নাগরঞ্চাম্লবেতসম্ ।
দাড়িমং বদরঞ্চাম্লং কার্ষিকাণ্যুপকল্পয়েৎ ॥
ধান্য সৌবর্চ্চলাজাজী বরাঙ্গঞ্চার্দ্ধকার্ষিকম্ ।
পিপ্পলীনাং শতঞ্চৈব দ্বে শতে মরিচস্য চ ॥
শর্করায়াশ্চ চত্বারি পলান্যেকত্র চূর্ণয়েৎ ।
জিহ্বাবিশোধনং হৃদ্যং তচ্চূর্ণং ভক্তরোচকম্ ॥
হৃৎপীড়াপার্শ্বশূলঘ্নং বিবন্ধানাহনাশনম্ ।
কাসশ্বাসহরং গ্রাহি গ্রহণ্যর্শোবিকারনুৎ ॥

যমানী, তেঁতুল, শুঁঠ, অম্লবেতস, দাড়িম ও অম্লকুল এই সমুদায় দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, ধনিয়া, সচললবণ, জীরা ও গুড়ত্বক্ প্রত্যেক ১ তোলা, পিঁপুল ১০০টা, মরিচ ২০০টা, চিনি ৪ পল। এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা সংগ্রাহী। এই চূর্ণ মুখে ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে গলাধঃকরণ করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা জিহ্বা শুদ্ধি, অন্নে রুচি ও কাসাদি রোগ নাশ হয়।

কলহংসঃ ।

অষ্টাদশশিগ্রুফলানিদশমরিচানিবিংশতিঃ পিপ্পল্যঃ ।
আর্দ্রকপলং গুড়পলং প্রস্থদ্বয়মারনালস্য চ ॥
এষ বিড়লবণসহিতঃ খজাহতঃ সুরভিগন্ধাঢ্যঃ ।
ব্যঞ্জনসহস্রঘাতী জ্ঞেয়ঃ কলহংসকো নাম ॥

(খজাহতঃ মন্থানদণ্ডমথিতঃ । সুরভিগন্ধাঢ্যঃ চাতুর্জাতগন্ধাঢ্যঃ চাতুর্জাতস্য মিলিত্বা পলং প্রত্যেকমিতি কেচিৎ । কলহংসবৎ স্বরকর্তৃত্বাদস্য কলহংসেতি সংজ্ঞা ।)

সজিনাবীজ ১৮টা, মরিচ ১০টা, পিঁপুল ২০টা, আদা ১ পল, গুড় ১ পল, কাঁজি ৮ সের, বিট্‌লবণ ১ পল এই সমুদায় দ্রব্য দণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে মন্থন করিয়া তাহার সহিত চাতুর্জাতচূর্ণ (গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর) ১ পল মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সেবনে কণ্ঠের স্বর অতি উৎকৃষ্ট হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

তিন্তিড়ীপানকম্ ।

ভাগাস্তু পঞ্চ চিঞ্চায়াঃ খণ্ডস্যাপি চতুর্গুণাঃ ।
ধান্যকার্দ্রকয়োর্ভাগং চাতুর্জাতার্দ্ধভাগিকম্ ॥
দ্বিগুণং জলমেতেসামেকপাত্রে বিলোড়িতম্ ।
পিহিতং তপ্তদুগ্ধেন ততো বস্ত্রপরিপ্লুতম্ ॥
বিধিনা ধূপিতে পাত্রে কৃত্বা কর্পূরবাসিতম্ ।
নৃপযোগ্যমিদং পানং ভবেদ্‌যুক্ত্যা সুযোজিতম্ ॥

বীজাদি রহিত সুপক্ক তেঁতুল ৫ পল, চিনি ২০ পল, সুপিষ্ট ধনিয়া ৪ তোলা, আদা ৪ তোলা, গুড়ত্বক্ চূর্ণ ১ তোলা, তেজপত্র চূর্ণ ১ তোলা, এলাইচচূর্ণ ১ তোলা, নাগেশ্বর চূর্ণ ১ তোলা, জল ৫০ পল, এই সমুদায় নূতন মৃৎপাত্রে স্থাপন ও আলোড়ন করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে অগুরু প্রভৃতি দ্বারা ধূপিত নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া ৪ দণ্ড কাল রাখিবে, পশ্চাৎ সেবনীয়। ইহা রাজভোগ্য পানীয়।

রসালা ।

অর্দ্ধাঢকং সুচিরপর্য্যুষিতস্য দধ্নঃ
খণ্ডস্য ষোড়শ পলানি শশিপ্রভস্য ।
সর্পিঃ পলং মধুপলং মরিচং দ্বিকর্ষং
শুণ্ঠ্যাঃ পলার্দ্ধমপি চার্দ্ধ পলং চতুর্ণাম্ ।

শুক্লোপলে ললনয়া মৃদুপানিঘৃষ্টা
কর্পূর চূর্ণ সুরভীকৃতভাণ্ডসংস্থা।
এষা বৃকোদরকৃতা সুরসা রসালা
যাস্বাদিতা ভগবতা মধুসূদনেন ॥
রসালা বৃংহণী বৃষ্যা স্নিগ্ধা বল্যা রুচিপ্রদা ॥
(অত্র দগ্নো ন দ্বৈগুণ্যমিতি কেচিৎ।)

অম্ল দধি ৮ সের, চিনি ২ সের, ঘৃত ১ পল, মধু ১ পল, মরিচচূর্ণ ৪ তোলা, শুঁঠচূর্ণ ৪ তোলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ তোলা। কোন সুন্দরী রমণীর কোমল হস্তে শুক্লপ্রস্তরে এই সমুদায় একত্র প্রমর্দ্দিত ও কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া ভাণ্ড মধ্যে সংস্থাপন করিবেন। ইহার নাম রসালা। ইহা পুষ্টিকারক, বৃষ্য, বলপ্রদ, স্নিগ্ধ ও রুচিকর। ইহা ভীমসেন প্রস্তুত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পান করাইয়াছিলেন।

রসকেশরী।

রসগন্ধৌ সমৌ শুদ্ধৌ দন্তীক্কাথেন মর্দ্দয়েৎ।
দেবপুষ্পং বাণমিতং রসপাদং তথামৃতম্।
মাষমাত্রঞ্চ তৎ সর্ব্বং নাগরেণ গুড়েন বা।
সর্ব্বারোচক শূলাগ্নিমামবাতং বিনাশয়েৎ।
রসো নিবারয়ত্যেষ কেশরী করিণং যথা॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লবঙ্গ ৫ তোলা, বিষ ২ মাষা এই সমুদায় দন্তীর ক্কাথে মর্দ্দন করিয়া মাষকলাই প্রমাণ বটিকা করিবে। শুঁঠ বা গুড়ের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার অরুচি, আমবাত, বিসূচিকা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

সুধানিধিরসঃ।

রসগন্ধৌ সমৌ শুদ্ধৌ দন্তীক্কাথেন ভাবয়েৎ।
জম্বীরস্য রসেনৈব চার্দ্রকস্য রসেন চ।
মাতুলুঙ্গস্য তোয়েন তস্য মজ্জরসেন চ।
পশ্চাদ্বিশোষ্য সর্ব্বাংস্তান্ টঙ্গণঞ্চাবচারয়েৎ।
দেবপুষ্পং বাণমিতং রসপাদং মৃতামৃতম্।
মাষমাত্রঞ্চ তৎসর্ব্বং নাগরেণ গুড়েন বা।
সর্ব্বারোচক শূলাগ্নিং সানবাতং সুদারুণম্।
বিসূচীমগ্নিমান্দ্যঞ্চ ভক্তদ্বেষঞ্চ দারুণম্।
রসোঽয়ং বারয়ত্যাশু কেশরী করিণং যথা॥

পারদ ও গন্ধক মর্দ্দন করিয়া দন্তীক্কাথ, লেবুর রস, আদার রস, টাবালেবুর রস ও টাবালেবুর মজ্জার রস ইহাদের প্রত্যেক দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে তাহাতে সোহাগা ১ ভাগ, লবঙ্গ ৫ ভাগ, রস ও বিষ সিকি ভাগ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ মাষা। শুঁঠ ও গুড়ের সহিত সেবনীয়। ইহা অরোচকনাশক।

সুলোচনাভ্রম্।

পলং সুজীর্ণং গগনস্য বজ্রকং
তেজোবতী কোলমূশীর দাড়িমম্।
ধাত্র্যম্ললোনী রুচকং পৃথগ্দশ
পলোম্মিতং মর্দ্দিতমেব সেবিতম্।
অরোচকং বাত কফ ত্রিদোষজং
পিত্তোদ্ভবং গন্ধসমুদ্ভবং নৃণাম্।
কাসং স্বরাঘাতমুরোগ্রহং রুজং
শ্বাসং বলাসং যকৃতং ভগন্দরম্।
প্লীহাগ্নিমান্দ্যং শ্বয়থুং সমীরণং
মেহং ভৃশং কুষ্ঠমসৃগ্দরং ক্রিমিম্।

শূলাম্লপিত্তক্ষয়রোগমুদ্ধতং
সরক্তপিত্তং বমি দাহমশ্মরীম্॥
নিহন্তি চার্শাংসি সুলোচনাভ্রকং
বলপ্রদং বৃষ্যতমং রসায়নম্॥

অভ্রভস্ম ১ পল, হীরক ১ পল, চঁই, কুল, বীরণমূল, দাড়িম, আমলকী, আমরুল ও ছোলঙ্গলেবু, প্রত্যেক ১০ পল একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা অরোচকনাশক।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামরোচকাধিকারঃ।

অতীসারাদ্যধিকারঃ।

আম পক্ক ক্রমং হিত্বা নাতিসারে ক্রিয়া যতঃ।
অতঃ সর্ব্বাতিসারেষু জ্ঞেয়ং পক্কামলক্ষণম্॥

প্রথমতঃ অতীসারের আম ও পক্ক লক্ষণ অবগত হওয়া উচিত। কারণ যদি আমাতীসারে পক্কাতীসারের ক্রিয়া অর্থাৎ ধারক ঔষধাদি প্রয়োগ করা যায় অথবা পক্কাতীসারে আমবিহিত ক্রিয়া অর্থাৎ লঙ্ঘনাদি ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রথমে আম ও পক্ক লক্ষণ জ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ তদনুসারে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে।

আমপক্কয়োর্লক্ষণম্।

মজ্জত্যামো গুরুত্বাদ্ বিট্ পক্কা তূৎপ্লবতে জলে।
বিনাতিদ্রব সংঘাত শৈত্য শ্লেষ্মপ্রদূষণাৎ॥

আমাতীসারে পুরীষ, জলে নিক্ষিপ্ত হইলে মগ্ন হইয়া যায় এবং পক্কাতীসারে মগ্ন হয় না। কিন্তু পুরীষ অত্যন্ত দ্রব, অধিক সংহত, অত্যন্ত শীতল বা কফ দূষিত হইলে পক্ক পুরীষও জলে নিমগ্ন হয়। অত্যন্ত দ্রব পুরীষ জলের সহিত একীভূত হইয়া নিমগ্ন হইয়া যায়।

আমপক্কয়োরপরলক্ষণম্।

শকৃদ্দুর্গন্ধি সাটোপ বিষ্টম্ভার্ত্তি প্রসেকিনঃ।
বিপরীতং নিরামস্তু কফাৎ পক্কঞ্চ মজ্জতি॥

আমাতীসারে উদর মধ্যে গুড়্গুড়্ শব্দ, অল্প অল্প মল নির্গম, লালা দ্বারা মুখ পরিপূর্ণ ও মলে দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। নিরাময় অবস্থায় ইহার বিপরীত লক্ষণ ঘটে। কফাতীসারে কফের গুরুত্ব-প্রযুক্ত পক্কাবস্থাতেও পুরীষ জলে নিমগ্ন হইয়া যায়।

অতিসারচিকিৎসা।

আমে বিলঙ্ঘনং শস্তমাদৌ পাচনমেব বা।
কার্য্যঞ্চানশনস্যান্তে প্রদ্রবং লঘুভোজনম্॥
লঙ্ঘনমেকং ত্যক্ত্বা নান্যদস্তীহ ভেষজং বলিনঃ।
সমুদীর্ণং দোষচয়ং শময়তি তৎ পাচয়ত্যপি চ॥

(প্রদ্রবং প্রকৃষ্টদ্রবং তচ্চ লঘু এতেন মণ্ড পেয়া যবাগ্বাদিকং সূচিতম্। বর্জ্জয়েদ্বৈদলং শূলী কুষ্ঠী মাংসং ক্ষয়ী স্ত্রিয়ম্। দ্রবমন্নমতীসারী সর্ব্বঞ্চ তরুণজ্বরী। ইত্যত্র দ্রবনিষেধোঽবিহিত-দুগ্ধাদিদ্রবনিষেধার্থ ইতি ন বিরোধঃ।

আমাবস্থায় প্রথমতঃ বিশিষ্টরূপ লঙ্ঘন ও পাচন ব্যবস্থেয়। লঙ্ঘনান্তে মণ্ড, পেয়া ও যবাগূ প্রভৃতি প্রকৃষ্ট দ্রব অথচ লঘুপাক দ্রব্য ভোজন বিধেয়।

অতীসারে যে দ্রব পদার্থ ভোজনের নিষেধ আছে, তাহা দুগ্ধাদি অবিহিত দ্রব নিষেধার্থ জানিবে, যবাগূ প্রভৃতি নিষিদ্ধ নহে।

বলবান্ রোগীর পক্ষে লঙ্ঘনের তুল্য অন্য ঔষধ কিছুই নাই। লঙ্ঘন দ্বারা দোষের শান্তি ও পরিপাক হইয়া থাকে।

হ্রীবের শৃঙ্গবেরাভ্যাং মুস্ত পর্পটকেন বা।
মুস্তোদীচ্যশৃতং তোয়ং দেয়ং বাপি পিপাসবে॥

অতীসারে বালা ১ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা কিংবা মুতা ১ তোলা, ক্ষেত-পাপড়া ১ তোলা অথবা মুতা ১ তোলা, বালা ১ তোলা অৰ্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অৰ্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেবন করাইবে। তদ্দ্বারা অতীসার-রোগীর পিপাসা শান্তি হয়।

যুক্তেঽন্নকালে ক্ষুৎক্ষামং লঘূন্যন্নানি ভোজয়েৎ।
ঔষধসিদ্ধপেয়া লাজানাং শক্তবোঽতিসারহিতাঃ॥
বস্ত্রপ্রস্রুতমণ্ডঃ পেয়াচ মসূরযূষশ্চ॥

নিয়মিতরূপ লঙ্ঘন দ্বারা রোগীর ক্ষুধা হইলে লঘু অন্ন ভোজন করাইবে এবং ধান্যপঞ্চক বা পঞ্চকোলাদি সিদ্ধ পেয়া, খইচূর্ণ, বস্ত্র পরিস্রুত পেয়া ও মসূরযূষ এই সকল পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

নতু সংগ্রহণং দদ্যাৎ পূৰ্ব্বমামাতিসারিণে।
দোষা হ্যাদৌ রুধ্যমানা জনয়ন্ত্যাময়ান্ বহূন্।
শোথ পাণ্ড্বাময় প্লীহ কুষ্ঠ গুল্মোদর জ্বরান্।
দণ্ডকালসকাধ্মান গ্রহণ্যর্শোগদাংস্তথা॥

আমাতীসারে প্রথমাবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা কৰ্ত্তব্য নহে, কারণ ধারক ঔষধ দ্বারা দোষ সকল সম্যক্-রূপে রুদ্ধ হইয়া শোথ, পাণ্ডু, প্লীহা, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর, জ্বর, দণ্ডক, অলসক, আধ্মান, গ্রহণী ও অর্শঃ প্রভৃতি বহু রোগ উৎপাদন করে।

ক্ষীণধাতুবলার্ত্তস্য বহুদোষাতিনিঃসৃতঃ।
আমোঽপি স্তম্ভনীয়ঃ স্যাৎ পাচনান্মরণং ভবেৎ॥

অতীসারে রোগীর ধাতু ও বল অত্যন্ত ক্ষীণ হইলে এবং প্রবল দোষ দূষ্ট হইলে অথবা নিতান্ত অধিক পরি-মাণে পুরীষ নির্গম হইলে আমাবস্থা-তেও ধারক ঔষধ সেবন করাইতে পারা যায়। কারণ তাদৃশ অবস্থায় পাচক ঔষধ প্রদান করিলে আরও অধিক পরি-মাণে মল নির্গত হইয়া রোগীর মৃত্যু পৰ্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা।

স্তোকং স্তোকং বিবদ্ধং বা
সশূলং যোঽতিসাৰ্য্যতে।
অভয়া পিপ্পলীকল্কৈঃ
সুখোষ্ণৈস্তং বিপাচয়েৎ॥

অতীসারে অল্প অল্প বদ্ধ মল নির্গত হইলে এবং উদরে কামাড়ানি থাকিলে হরীতকী ও পিঁপুল বাঁটিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া সেবন করাইবে। ইহাতে দোষের পরিপাক হয়।

ধান্যপঞ্চকং ধান্যচতুষ্কঞ্চ।

ধান্যকং নাগরং মুস্তং বালকং বিল্বমেব চ।
আমশূলং বিবদ্ধঘ্নং পাচনং বহ্নিদীপনম্।
ইদং ধান্যচতুষ্কং স্যাৎ পৈত্তে শুণ্ঠীং বিনা পুনঃ॥

ধনে, শুঁঠ, মুতা, বালা ও বেলশুঁঠ মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু অর্দ্ধ তোলা। এই পাচন সেবনে আমবেদনা ও বদ্ধ আম নষ্ট হইয়া দোষের পরিপাক ও অগ্নির দীপ্তি হয়। ইহার নাম ধান্যপঞ্চক।

পৈত্তিক অতীসারে ধান্যপঞ্চকের মধ্যে শুণ্ঠী ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট চারি দ্রব্যে পূর্ব্ববৎ পাচন প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে, ইহার নাম ধান্যচতুষ্ক।

নাগরাতিবিষা মুস্তৈরথবা ধান্যনাগরৈঃ।
তৃষ্ণা শূলাতিসারঘ্নং পাচনং দীপনং লঘু॥

শুঁঠ, আতইচ ও মুতা এই তিন দ্রব্যে অথবা ধনে ও শুঁঠ এই দুই দ্রব্যে পূর্ব্ববৎ পাচন প্রস্তুত করিয়া দিবে। ইহাতে তৃষ্ণা পেটের কামড়ানি ও অতীসার নষ্ট হয়। ইহা পাচক, অগ্নির দীপ্তিকারক ও লঘু।

পক্বোঽসকৃদতীসারো গ্রহণীমার্দ্দবাদযদা।
প্রবর্ত্ততে তদা কার্য্যঃ ক্ষিপ্রং সাংগ্রাহিকো বিধিঃ॥

গ্রহণীর অর্থাৎ অগ্ন্যধিষ্ঠান নাড়ী বিশেষের মৃদুতাবশতঃ পক্বাতীসারে যখন নিরন্তর পুরীষ নির্গত হয়, তৎকালে শীঘ্র ধারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

কঞ্চটাদিঃ

কঞ্চটদাড়িমজম্বূশৃঙ্গাটকপত্রহ্রীবেরম্।
জলধর নাগরসহিতং গঙ্গামপি বেগিনীং রুন্ধ্যাৎ॥

কাঁচড়াপত্র, দাড়িমপত্র, জামপত্র, পানিফলপত্র, বালা, মুতা ও শুঁঠ ইহাদের কাথ সেবনে অতি বেগবান্ অতীসারও রুদ্ধ হয়।

কুটজাদিঃ

কুটজং দাড়িমং মুস্তং ধাতকী বিল্ব বালকম্।
লোধ্র চন্দন পাঠাশ্চ কষায়ং মধুনা পিবেৎ॥
সামে শূলে চ রক্তে চ পিচ্ছাস্রাবে চ শস্যতে।
কুটজাদিরিতি খ্যাতঃ সর্ব্বাতীসারনাশনঃ॥

কুড়চীছাল, ইন্দ্রযব, দাড়িমের খোলা, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, লোধ, রক্তচন্দন ও আকনাদি মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু অর্দ্ধ তোলা। ইহা আমশূল, রক্তস্রাব ও মলের পিচ্ছিলতা নষ্ট করে।

বৎসকাদিক্কাথঃ।

সবৎসকঃ সাতিবিষঃ সবিল্বঃ
সোদীচ্যমুস্তৈশ্চ কৃতঃ কষায়ঃ।
সামে সশূলে সহ শোণিতে চ
চিরপ্রবৃত্তেঽপি হিতোঽতিসারে॥

কুড়চীছাল, ইন্দ্রযব, আতইচ, বেলশুঁঠ, বালা ও মুতা ইহাদের ক্বাথ সেবনে আম, শূল ও রক্তস্রাব নিবৃত্ত হয়। ইহা দীর্ঘকালের অতীসারেও উপকার করে।

পথ্যাদিক্কাথঃ।

পথ্যা দারু বচা মুস্তৈর্নাগরাতিবিষান্বিতৈঃ।
আমাতিসারনাশায় ক্বাথমেভিঃ পিবেন্নরঃ॥

হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ ও আতইচের ক্বাথ পান করিলে আমাতিসার নষ্ট হয়।

কলিঙ্গাদিক্কাথঃ।

কলিঙ্গাতিবিষা হিঙ্গু পথ্যা সৌবর্চ্চলং বচা।
শূলস্তম্ভবিবন্ধঘ্নঃ পেয়ো দীপনপাচনঃ॥

ইন্দ্রযব, কুড়চীছাল, আতইচ, হিঙ্গু, হরীতকী, সচললবণ ও বচ ইহাদের কাথ পান করিলে শূলবৎ বেদনা, স্তম্ভ ও মলের বিবদ্ধতা নাশ এবং অগ্নির দীপ্তি ও আমদোষের পরিপাক হয়।

ত্র্যূষণাদিচূর্ণম্।

ত্র্যূষণাতিবিষাহিঙ্গুবালাসৌবর্চ্চলাভয়াঃ।
পীত্বোষ্ণেণাম্ভসা হন্ত্যাদামাতীসারমুদ্ধতম্॥
অথবা পিপ্পলীমূলপিপ্পলীদ্বয়চিত্রকান্।
সৌবর্চ্চলবচাব্যোষহিঙ্গুপ্রতিবিষাভয়াঃ॥
পিবেৎ শ্লেষ্মাতিসারার্ত্তশ্চূর্ণিতাশ্চোষ্ণবারিণা।
হরিদ্রাদিং বচাদিং বা পিবেদামেষু বুদ্ধিমান্॥
খড়যূষযবাগূষু পিপ্পল্যাদিং প্রযোজয়েৎ॥

প্রবল আমাতিসারে শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, আতইচ, হিঙ্গু, বেড়েলা, সচল লবণ ও হরীতকীচূর্ণ অথবা পিপ্পলীমূল, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী ও চিতা ইহাদের চূর্ণ; শ্লেষ্মাতিসারে সচললবণ, বচ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হিঙ্গু, আতইচ ও হরীতকীর চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিতে দিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আমাতিসারে সুশ্রুতোক্ত হরিদ্রাদি বা বচাদিগণের কাথ এবং সুশ্রুতোক্ত পিপ্পল্যাদিগণের সহিত খড়যূষ ও যবাগূ সেবন করাইবেন।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা চাকুলে, ইন্দ্র যব ও যষ্টিমধু ইহারা হরিদ্রাদিগণ।

বচ, মুতা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও শুঁঠ ইহারা বচাদিগণ।

পিপ্পল্যাদিগণ যথা. পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈঁই, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, ছোটএলাইচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, রেণুক, জীরক, বামনহাটী, মহানিম্ব, হিঙ্গু, কটুকী, শ্বেত সর্ষপ, বিড়ঙ্গ, আতইচ এবং মূর্ব্বা।

খড়যূষ-কলিঙ্গযূষৌ।

তক্রং কপিত্থচাঙ্গেরীমরিচাজাজিচিত্রকৈঃ।
সুপক্কঃ খড়যূষোঽয়মথ কালিঙ্গকোঽপরঃ।
দধ্যম্লো লবণস্নেহতিলমাষসমন্বিতঃ॥

তক্র ৪ সের, কয়েতবেল ও চাঙ্গেরীশাক প্রত্যেক ৪ বা ৬ তোলা এবং মরিচ, কৃষ্ণজীরা ও চিতা সমুদায়ে ২ তোলা, এই সকল দ্রব্যের সহিত কাঁচা মুগের দাল পাক করিলে যে যূষ হয়, তাহাকে খড়যূষ কহে।

এই খড়যূষকে দধি দ্বারা অম্লীকৃত এবং লবণ. তৈল, তিল ও মাষ সংযুক্ত করিয়া পাক করিলে কালিঙ্গক নামক যূষ প্রস্তুত হয়।

শুণ্ঠ্যাদিচূর্ণম্।

শুণ্ঠীপ্রতিবিষাহিঙ্গুমুস্তাকুটজচিত্রকৈঃ।
চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পীতমামাতীসারনাশনম্।

শুঁঠ, আতইচ, হিঙ্গু, মুতা, ইন্দ্রযব ও চিতা ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলসহ পানে প্রবল আমাতিসার নষ্ট হয়।

হরীতক্যাদিচূর্ণম্।

হরীতকী প্রতিবিষা সিন্ধু সৌবর্চ্চলং বচা।
হিঙ্গু চেতি কৃতং চূর্ণং পিবেদুষ্ণেন বারিণা॥

হরীতকী, আতইচ, সৈন্ধব ও সচল লবণ, বচ এবং হিঙ্গু ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে আমাতিসার নিবৃত্ত হয়।

—

বাতিকাতিসারচিকিৎসা—

পূতিকাদিকাথঃ।

পূতিকো মাগধী শুণ্ঠী বলা ধান্যং হরীতকী।
পক্বাম্বুনা পিবেৎ সায়ং বাতাতীসারশান্তয়ে ॥

বাতিক অতিসার শান্তি জন্য করঞ্জ, পিপ্পলী, শুঁঠ, বেড়েলা, ধনে ও হরীতকী ইহাদের ক্বাথ পান কর্ত্তব্য।

—

পথ্যাদিকাথঃ ।

পথ্যা দারু বচা শুণ্ঠী মুস্তা চাতিবিষামৃতা।
ক্বাথ এষাং হরেৎ পীতো বাতাতীসারমুল্বণম্ ॥

প্রবল বাতাতীসারে হরীতকী, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, মুতা, আতইচ ও গুলঞ্চের ক্বাথ পান করিবে।

—

বচাদিকাথঃ।

বচা চাতিবিষা মুস্তং বীজানি কুটজস্য চ।
শ্রেষ্ঠঃ কষায় এতেষাং বাতাতীসারশান্তয়ে ॥

বচ, আতইচ, মুতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ বাতাতীসারে শ্রেষ্ঠ।

পঞ্চমূলী বলা বিল্ব ধান্যকোৎপলবিল্বজাঃ।
বাতাতিসারিণে দেয়া তক্রেনাম্লতমেন বা ॥

বায়ুজনিত অতিসারে বৃহৎ বা স্বল্প পঞ্চমূল এবং বেড়েলা, শুঁঠ, ধনে, উৎপল ও বেলশুঁঠ, এই সকল দ্রব্য তক্র, কাঁজি বা জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে। তক্রাদিতে অর্দ্ধ পরিমিত জল প্রদেয়।

—

পিত্তাতীসারচিকিৎসা—

মধুকাদিচূর্ণম্।

মধুকং কট্ফলং লোধ্রং দাড়িমস্য ফলত্বচৌ।
পিত্তাতীসারে মধ্বাক্তং পায়য়েত্তণ্ডুলাম্বুনা ।

পিত্তাতীসারে যষ্টিমধু, কট্ফল, লোধ এবং দাড়িমের কচি ফল ও বল্কল ইহাদের চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিতে দিবে।

—

বিল্বাদিকাথঃ।

বিল্বশক্রযবাম্ভোদ-বালকাতিবিষাকৃতঃ।
কষায়ো হন্ত্যতীসারং সামং পিত্তসমুদ্ভবম্ ॥

আমযুক্ত পৈত্তিক অতিসারে বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, মুতা, বালা ও আতইচ ইহাদের ক্বাথ প্রযোজ্য।

—

কট্ফলাদিকাথঃ।

কট্ফলাতিবিষাম্ভোদ-বৎসকং নাগরান্বিতম্।
শৃতং পিত্তাতীসারঘ্নং দাতব্যং মধুসংযুতম্ ।

কট্ফল, আতইচ, মুতা, কুড়চিছাল ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে পিত্তাতিসার প্রশমিত হয়।

—

কিরাততিক্তাদিকাথঃ।

কিরাততিক্তকং মুস্তং বৎসকং সরসাঞ্জনম্।
পিত্তাতীসাররোগঘ্নং সক্ষৌদ্রং বেদনাপহম্॥

চিরাতা, মুতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথে রসাঞ্জন ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তাতীসার প্রশমিত হয়।

অতিবিষাদিঃ।

সক্ষৌদ্রাতিবিষাং পিষ্ট্বা বৎসকস্য ফলং ত্বচম্।
তণ্ডুলোদকসংযুক্তং পিবেৎ পিত্তাতিসারনুৎ॥

আতইচ, কুড়চিছাল ও ইন্দ্রযবচূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া তণ্ডুলজলের সহিত সেবনে পিত্তাতিসার নিবারিত হয়।

শ্লৈষ্মিকাতীসার চিকিৎসা—

পথ্যাদি কাথকল্কৌ।

পথ্যাগ্নি কটুকা-পাঠা-বচা-মুস্তক-বৎসকৈঃ।
সনাগরৈর্জয়েৎ কাথঃ কল্কো বা শ্লৈষ্মিকাং স্রুতিম্॥

হরীতকী, চিতা, কট্‌কী, আকনাদি, বচ, মুতা, ইন্দ্রযব ও শুঁঠ ইহাদের কাথ বা কল্ক শ্লেষ্মাতীসার নিবারণ করে।

ক্রিমিশত্র্বাদিকাথঃ।

কৃমিশত্রু বচা বিল্বপেশী ধান্যক কট্‌ফলম্।
এষাং কাথং ভিষগ্‌ দদ্যাদতীসারে বলাসজে॥

বিড়ঙ্গ, বচ, বেলশুঁঠ, ধনে ও কট্‌ফল ইহাদের কাথ শ্লেষ্মাতীসারে প্রযোজ্য।

চব্যাদিকাথঃ।

চব্যং সাতিবিষং কুষ্ঠং বালবিল্বং সনাগরম্।
বৎসকত্বক্‌ফলং পথ্যা ছর্দ্দি-শ্লেষ্মাতিসারনুৎ॥

চঁই, আতইচ, কুড়, কচিবেলশুঁঠ, শুঁঠ, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব এবং হরীতকী ইহাদের কাথ পান করিলে শ্লেষ্মাতিসার ও বমি নিবৃত্ত হয়।

পাঠাদিচূর্ণম্।

পাঠা বচা ত্রিকটুকং কুষ্ঠং কটুকরোহিণী।
উষ্ণাম্বুনা নাশয়তি শ্লেষ্মাতিসারমুল্বণম্॥

আকনাদি, বচ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, কুড় ও কট্‌কী ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে প্রবল শ্লেষ্মাতিসার নিবারিত হয়।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণম্।

হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং ব্যোষমভয়াতিবিষা বচা।
পীতমুষ্ণাম্বুনা চূর্ণমেতৎ শ্লেষ্মাতিসারনুৎ॥

হিঙ্গু, সচললবণ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, আতইচ ও বচ, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলেও শ্লেষ্মাতিসার বিনষ্ট হয়।

বব্বূলাদিযোগঃ।

বব্বুলপত্রং সম্পিষ্টং রাত্রৌ জীরদ্বয়ং হিতম্।
কর্ষমাত্রং ভবেদ্‌ভক্ষ্যং শ্লেষ্মাতিসারনাশনম্॥

বাব্‌লাপাতা, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, বাঁটিয়া ১ তোলা পরিমাণে রাত্রিতে খাইলে শ্লেষ্মাতিসার নিবৃত্ত হয়।

পথ্যাদিচূর্ণম্।

পথ্যা পাঠা বচা কুষ্ঠং চিত্রকং কটুরোহিণী।
চূর্ণমুষ্ণাম্ভসা পীতং শ্লেষ্মাতিসারনাশনম্॥

হরীতকী, আকনাদি, বচ, কুড়, চিতা ও কট্কী ইহাদের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পানে শ্লেষ্মাতিসার নষ্ট হয়।

ত্রিদোষাতীসার চিকিৎসা—

সমঙ্গাদিকষায়ঃ।

সমঙ্গাতিবিসা-মুস্তা-বিশ্ব-হ্রীবের-ধাতকী।
কুটজত্বক্‌ফলং বিশ্বঃ ক্বাথঃ সর্ব্বাতিসারনুৎ॥

বরাক্রান্তা, (মতান্তরে বেড়েলা), আতইচ, মুতা, শুঁঠ, বালা, ধাইফুল, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব ও বেলশুঁঠ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ত্রিদোষ জন্য অতিসার নিবৃত্ত হয়।

পঞ্চমূলীবলাদিক্বাথঃ।

পঞ্চমূলীবলাবিশ্ব-গুড়ূচী-মুস্ত-নাগরৈঃ।
পাঠাভূনিম্ববর্হিষ্ঠকুটজত্বক্‌ফলৈঃ শৃতম্॥
সর্ব্বজং হন্ত্যতীসারং জ্বরঞ্চাপি তথা বমিম্।
সশূলোপদ্রবং শ্বাসং কাসং বাপি সুদুস্তরম্॥

পঞ্চমূল (পিত্তাধিক্যে স্বল্প পঞ্চমূল, বাত ও কফাধিক্যে বৃহৎ পঞ্চমূল), বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁঠ, আকনাদি, চিরাতা, বালা এবং কুড়চির ছাল ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ত্রিদোষজ অতিসার, জ্বর, বমি, শূলোপদ্রবসংযুক্ত শ্বাস ও কাস প্রশমিত হয়।

শোকাদিজাতাতীসারচিকিৎসা—

ভয়শোকসমুদ্ভূতৌ জ্ঞেয়ৌ বাতাতিসারবৎ।
তয়োর্বাতহরী কার্য্যা হর্ষণাশ্বাসনৈঃ ক্রিয়া॥

ভয়জ ও শোকজ অতিসারের চিকিৎসা বাতাতিসারের ন্যায় জানিবে। এই উভয়বিধ অতিসারে বাতহরী ক্রিয়া, হর্ষোৎপাদন ও আশ্বাস প্রদান কর্ত্তব্য।

পৃশ্নিপর্ণ্যাদিক্বাথঃ।

পৃশ্নিপর্ণী বলা বিল্ব ধান্যকোৎপলনাগরৈঃ।
বিড়ঙ্গাতিবিষা-মুস্তা-দারু-পাঠা-কলিঙ্গকৈঃ।
মরিচেন সমাযুক্তঃ শোকাতিসারনাশনঃ॥

চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধনে, উৎপল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আতইচ, মুতা, দেবদারু, আকনাদি, ইন্দ্রযব ও কুড়চির ছাল ইহাদের ক্বাথে মরিচের গুঁড়া প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শোকজন্য অতিসার নিবারিত হয়।

দ্বিদোষজাতীসারচিকিৎসা—

দ্বিদোষলক্ষণৈর্বিদ্যাদতীসারং দ্বিদোষজম্।
তেষাং চিকিৎসা প্রোক্তৈব বিশিষ্টা চ নিগদ্যতে।

যে অতিসারে দুই দোষের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে দ্বিদোষজ অতিসার বলা যায়। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অতিসারের চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, এক্ষণে দ্বিদোষজ অতিসারের বিশেষ চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

পিত্তশ্লেষ্মাতীসারচিকিৎসা—

মুস্তাদিকষায়ঃ।

মুস্তা সাতিবিষা মূর্ব্বা বচা চ কুটজঃ সমাঃ।
এষাং কষায়ঃ সক্ষৌদ্রঃ পিত্তশ্লেষ্মাতিসারহৃৎ॥

মুতা, আতইচ, মূর্ব্বা, বচ ও কুড়চি-ছাল, ইহাদের কষায় মধুর সহিত পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মাতিসার নষ্ট হয়।

সমঙ্গাদিক্কাথকল্কৌ।

সমঙ্গা ধাতকী বিল্বমাম্রাস্থ্যম্ভোজকেশরম্।
বিল্বং মোচরসং লোধ্রং কুটজস্য ফলত্বচৌ॥
পিবেত্তণ্ডুল-তোয়েন কষায়ং কল্কমেব বা।
শ্লেষ্মপিত্তাতিসারঘ্নং রক্তং বাথ নিযচ্ছতি॥

বরাক্রান্তা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, আমের আঁটি ও পদ্মকেশর কিম্বা বেল-শুঁঠ, মোচরস, লোধ, কুড়চির ছাল ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কষায় অথবা কল্ক তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মা-তিসার ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

বাতশ্লেষ্মাতীসারচিকিৎসা—

চিত্রকাদিঃ।

চিত্রকাতিবিষামুস্তং বলা বিল্বং সনাগরম্।
বৎসকত্বক্‌ফলং পথ্যা বাতশ্লেষ্মাতিসারনুৎ॥

চিতা, আতইচ, মুতা, বেড়েলা, বেল-শুঁঠ। শুঁঠ, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব এবং হরীতকী, ইহাদের ক্কাথ সেবনে বাত-শ্লেষ্মাতিসার নষ্ট হয়।

বাতপিত্তাতীসারচিকিৎসা—

কলিঙ্গাদিঃ।

কলিঙ্গকবচামুস্তং দারু সাতিবিষং সমম্।
কল্কং তণ্ডুলতোয়েন পিবেৎ পিত্তানিলাময়ী।

বাতপিত্তাতিসারে ইন্দ্রযব, বচ, মুতা, দেবদারু ও আতইচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে বাঁটিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিতে দিবে।

সামান্যাতীসারচিকিৎসা—

বিল্বাদিঃ।

বিল্বচূতাস্থিনির্য্যূহঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ।
নিহন্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারং বৈশ্বানর ইবাহুতিম্॥

অতিসারে বমনোপদ্রব থাকিলে বেলশুঁঠ ও আমের আঁটির ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া চিনি ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

পটোলাদিক্কাথঃ।

পটোলযবধন্যাকক্কাথঃ পীতঃ সুশীতলঃ।
শর্করামধুসংযুক্তশ্ছর্দ্দ্যতীসারনাশনঃ।

পটোল, যব ও ধনের ক্কাথ শীতল করিয়া সেই ক্কাথ মধু ও চিনির সহিত পান করিলে অতিসার ও বমি নিবারিত হয়।

প্রিয়ঙ্গ্বাদিক্কাথঃ।

প্রিয়ঙ্গ্বঞ্জনমুস্তাখ্যং পায়য়েত্তু যথাবলম্।
তৃষ্ণাতিসারচ্ছর্দ্দিঘ্নং সক্ষৌদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা।

অতিসারে তৃষ্ণা ও বমি থাকিলে প্রিয়ঙ্গু, রসাঞ্জন ও মুতা চূর্ণ করিয়া তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিতে দিবে।

জম্ব্বাদিঃ।

জম্ব্বাম্রপল্লবোশীরবটশুঙ্গাবরোহকম্।
রসঃ ক্বাথোঽথবা চূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সহ যোজিতম্॥
ছর্দ্দিঃ জ্বরমতীসারং মূর্চ্ছাং তৃষ্ণাঞ্চ দুর্জ্জয়াম্।
নাশয়ত্যচিরাদ্ধস্তি ক্রতিং বানেকহেতুকাম্॥

জামের ও আমের কচি পাতা, বেণার মূল ও বটের ঝুরি ইহাদের রস, ক্বাথ বা চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে বমি, জ্বর, অতিসার, মূর্চ্ছা ও দারুণ পিপাসা বিনষ্ট হয়।

হ্রীবেরাদিক্বাথঃ।

হ্রীবেরধাতকীলোধ্রপাঠালজ্জালুবংসকৈঃ।
ধান্যকাতিবিষামুস্তগুড়ূচীবিল্বনাগরৈঃ॥
কৃতঃ কষায়ঃ শময়েদতিসারং চিরোত্থিতম্।
অরোচকামশূলাস্রজ্বরঘ্নঃ পাচনঃ স্মৃতঃ॥

বালা, ধাইফুল, লোধ, আকনাদি, লজ্জালুলতা, ইন্দ্রযব, ধনে, আতইচ, মুতা, গুলঞ্চ, বেলশুঁঠ ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ অরুচি, আমশূল, রক্তস্রাব ও জ্বর-নাশক এবং দোষের পাচক।

দশমূলশুণ্ঠী।

দশমূলীকষায়েণ বিশ্বমক্ষসমং পিবেৎ।
জ্বরে চৈবাতিসারে চ সশোথে গ্রহণীগদে॥

দশমূলের ক্বাথে ২ তোলা শুঁঠ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করিলে জ্বর, অতিসার, শোথ ও গ্রহণী নাশ হয়।

নাভিপ্রলেপাঃ।

কৃত্বালবালং সুদৃঢ়ং পিষ্টৈরামলকৈর্ভিষক্।
আর্দ্রকস্বরসেনাথ পূরয়েন্নাভিমণ্ডলম্।
নদীবেগোপমং ঘোরমতীসারং নিবারয়েৎ॥

আমলা বাঁটিয়া রোগীর নাভির চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে আলি দিয়া তন্মধ্য-ভাগ আদার রসে পরিপূর্ণ করিবে, ইহাতে অতীসার নিবৃত্ত হয়।

তথা জাতীফলং পিষ্ট্বা নাভৌ দত্বাং প্রলেপনম্।
দুনিবারমতীসারং বারয়ত্যনিবারিতম্॥

জায়ফল বাঁটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে দুর্নিবার্য্য ও অতিপ্রবৃদ্ধ অতি-সারও নিবারিত হয়।

আম্রস্য বল্কলং পিষ্টং কাঞ্জিকেন প্রযত্নতঃ।
নাভিং সংলেপয়েৎ তেন কল্কেন মতিমান্ ভিষক্॥
নদীবেগোপমং ঘোরমতীসারং নিবারয়েৎ॥

কাঞ্জিকের সহিত আমের ছাল বাঁটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে অতি প্রবল অতীসারও নিবারিত হয়।

জাতিফলং ত্রিদশপুষ্পসমন্বিতঞ্চ
জীরঞ্চ টঙ্গনযুতং মুনিভিঃ প্রণীতম্।
এতানি মাক্ষিকসিতাসহিতানি লীঢ়া
আমাতিসারমখিলং শুকমাশু হন্তি॥

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা, সোহাগার খই এই সকল একত্র চূর্ণ করিয়া মধু ও চিনির সহিত অবলেহ করিলে প্রবল আমাতীসার উপশমিত হয়।

অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে উপকার হয় না, বরং অপকারই হইয়া থাকে। কিন্তু অতি অল্প মাত্রায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

রক্তাতিসারচিকিৎসা—

কুটজদাড়িমকষায়ঃ।

কষায়ো মধুনা পীতস্ত্বচো দাড়িমবৎসকাৎ।
সদ্যো জয়েদতীসারং সরক্তং দুর্নিবারকম্॥

কচি দাড়িম ফলের ত্বক্ ১ তোলা ও কুড়চিমূলের ছাল ১ তোলা, অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া অর্দ্ধ তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে দুর্নিবার্য্য রক্তাতীসার শীঘ্র নিবৃত্ত হয়।

গুড়বিল্বম্।

গুড়েন খাদিতং বিল্বং রক্তাতীসারনাশনম্।
আমশূলং বিবন্ধঘ্নং কুক্ষিরোগবিনাশনম্॥

দগ্ধবিল্ব কিঞ্চিৎ গুড়সহ ভক্ষণ করিলে রক্তাতীসার, আমশূল, বিবন্ধ ও কুক্ষিরোগ নষ্ট হয়।

রক্তাতিসারহরা যোগাঃ।

শল্লকী বদরী জম্বু প্রিয়ালাম্রার্জ্জুনত্বচঃ।
পীতাঃ ক্ষীরেণ মধ্বাঢ্যাঃ পৃথক্ শোণিতনাশনাঃ॥

শিমূলমূলের ছাল, কুলছাল, জামছাল, পিয়াল বৃক্ষের ছাল, আমছাল বা অর্জ্জুনছাল বাঁটিয়া দুগ্ধ ও মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে রক্তাতীসার প্রশমিত হয়।

জম্বাম্রামলকানাঞ্চ পল্লবানথ কুট্টয়েৎ।
সংগৃহ্য স্বরসং তেষামজাক্ষীরেণ যোজয়েৎ।
তং পিবেন্মধুনা যুক্তং রক্তাতীসারনাশনম্॥

জাম, আম ও আমলকীর কচি পত্র একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস মধু ও ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রক্তাতীসার নাশ হয়।

বিল্বং ছাগপয়ঃ সিদ্ধং সিতা মোচরসান্বিতম্।
কলিঙ্গচূর্ণ সংযুক্তং রক্তাতীসারনাশনম॥

বেলশুঁঠ ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ২ পল ও জল ৮ পল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ করিবে। পরে উহার সহিত চিনি, মোচরস ও ইন্দ্রযব ইহাদের চূর্ণ মিলিত

[illegible] অতি [illegible] প্রশমিত হয় ।

[illegible]সারং পীতঞ্চ সসিতং মধু ।
[illegible]াবরীকল্কং পয়সা ক্ষীরভুগ্ জয়েৎ ।
[illegible]তীসারং পীত্বা বা তস্য সিদ্ধং ঘৃতং নরঃ ॥

[illegible]কাঁটানটের মূল ২ মাষা, চালুনি [illegible]লের সহিত অথবা চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তাতীসার নাশ হয় ।

শতমূলী বাঁটিযা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কিংবা ঘৃতে সিদ্ধ করিযা খাইলে রক্তাতীসার নাশ হয় ।

কুটজস্য পলং গ্রাহ্যং অষ্টভাগেন শৃতম্ ।
তথৈব বিপচেদ্ ভূয়ো দাড়িমোদরসংযুতম্ ॥
যাবচ্ছেব লসীকাভং শৃতং তৎপবলয়েৎ ।
তস্যার্দ্ধ কষং তক্রেণ পিবেদ্রক্তাতিসারবান্ ।
অবশ্যমরণীয়োঽপি মৃত্যুনাতি ন শোচবম্ ॥

(ক্বাথদাড়িমাম্বুভাগৌ সমাঃ । ভাগানুক্তে সমং যতঃ)

কুড়চিমূলের ছাল ১ পল, জল ৮ পল, শেষ ২ পল । এই ক্বাথের সহিত দাড়িমেব পত্র ও ফলের ক্বাথ ২ পল মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে । ঘনীভূত হইলে ইহা ১ তোলা পরিমাণে তক্রের সহিত মিশ্রিত কবিয়া সেবনীয় । ইহাতে অতি দুর্নিবার রক্তাতীসারও উপশমিত হয় ।

বর্দ্ধিতানাং কৃষ্ণানাং শর্করাভাগসংযুতং ।
আজেন পয়সা পীতং সদ্যো রক্তং নিযচ্ছতি ॥

কৃষ্ণতিল ৪ তোলা বাঁটিয়া ১ তোলা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সদ্যঃ রক্তাতীসার নিবারণ হয় ।

বিল্বাব্দ ধাতকী পাঠা শুণ্ঠী মোচরসাঃ সমাঃ ।
পীতা রুন্ধন্ত্যতীসারং গুড তক্রেণ দুর্জ্জয়ম্ ॥

(গুড়েন মধুরীকৃতং তক্রং গুডতক্রং কল্কেন যোগ ইতি গোপালদাসঃ ।)

বেলশুঁঠ, মুতা, ধাইফুল, আকনাদি, শুঁঠ ও মোচরস এই সমুদায় সমভাগে লইয়া গুড় ও তক্রের সহিত সেবন করিলে দুর্জ্জয় রক্তাতীসার নষ্ট হয় ।

নিঃক্বাথ্য মূলমমলং গিরিমল্লিকায়াঃ
সম্যক্ পলদ্বিতয়মষ্ট চতুঃশরাবে ।
শেষংপাদশেষসলিলং খলু শোষণীয়ং
ক্ষীরে পলদ্বয়মিতে পৃশতীবজায়াঃ ॥
প্রক্ষিপ্য মাষকানষ্টৌ মধুনস্তত্র শীতলে ।
রক্তাতিসারী তং লীঢ়্বা নৈরুজ্যমধিগচ্ছতি ॥

কুডচিমূলের ছাল ২ পল, জল ৪ সের, শেষ ১ সেব । এই ক্বাথে ছাগদুগ্ধ ২ পল মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে । দুগ্ধাবশেষ হইলে মধু ৮ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে । ইহাতে রক্তাতীসার নিবৃত্ত হয় ।

পীত্বা সশর্করং ক্ষৌদ্রং চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা ।
দাহ তৃষ্ণাং প্রমেহঞ্চ সদ্যো রক্তং নিযচ্ছতি ॥

চিনি, মধু, রক্তচন্দন ও তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিলে রক্তাতীসার প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় ।

নবনীতং মধুযুত লিহেদ্ বা সিতয়া সহ ।
নাগকেশরসংযুক্তং রক্তসংগ্রহণং পরম্ ।
মধু পাদং সিতার্দ্ধাংশ নবনীত চতুর্গুণম্ ॥

মধু ১ মাষা, চিনি ২ মাষা এবং নাগেশ্বরচূর্ণ ৪ মাষার সহিত নবনীত ২ তোলা ভক্ষণ করিলে রক্তভেদ নিবারণ হয় ।

গুহ্যদাহে বিধিঃ।

গুহ্যদাহে প্রপাকে বা পটোলমধুকাম্বুনা।
সেকাদিকং প্রশংসন্তি ছাগেন পয়সাথবা।
গুদভ্রংশে তু কর্ত্তব্যা চিকিৎসা তৎপ্রকীর্ত্তিতা॥

গুহ্যদেশে দাহ বা ক্ষত হইলে পটোলপত্র ও যষ্টিমধুর ক্বাথ অথবা ছাগদুগ্ধ দ্বারা সেচন ক্রিয়া করিবে। গুদভ্রংশরোগ উৎপন্ন হইলে তদধিকারোক্ত যথাবিধি চিকিৎসা করিবে।

ফলবর্ত্তিঃ।

পিষ্ট্বা কনকমূলঞ্চ শক্রজং ফণিফেনকম্।
বধ্বমানং কৃত্বা বর্ত্তির্নধূপ ঘৃত যোগতঃ॥
তস্মাদ্ গুদগতা ক্ষিপ্রং দাহপাকাবসংশয়ম্॥
ফলবর্ত্তিরিয়ং কৃৎস্নগুদরোগনিসূদনী॥

ধুতুরামূল, ইন্দ্রযব ও অহিফেন প্রত্যেক ২ রতি কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মোমের সহিত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা গুহ্যে প্রবেশ করাইলে গুহ্যদেশের দাহ পাকাদি নিবারিত হয়।

নারায়ণচূর্ণম্।

গুড়ূচীং বৃদ্ধদারঞ্চ কুটজস্য ফলং তথা।
বিশ্বঞ্চাতিবিষাঞ্চৈব ভৃঙ্গরাজঞ্চ নাগরম্॥
শক্রাশনস্য চূর্ণঞ্চ সর্ব্বমেকত্র মেলয়েৎ।
চূর্ণমেতৎ সমং গ্রাহ্যং কুটজস্য ত্বচোঽপি চ॥
গুড়েন মধুনা বাপি লেহয়েদ্ ভিষজাং বরঃ।
শোথং রক্তমতীসারং চিরজং দুর্জ্জয়ং তথা॥
জ্বরং তৃষ্ণাঞ্চ কাসঞ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
মন্দানলং প্রমেহঞ্চ গুদজঞ্চ বিনাশয়েৎ।
এতন্নারায়ণং চূর্ণং শ্রীনারায়ণভাষিতম্॥

গুলঞ্চ, বিদ্ধড়কবীজ, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আতইচ, ভৃঙ্গরাজ, শুঁঠ ও সিদ্ধিপত্র প্রত্যেক চূর্ণ সমান, কুড়চিছালচূর্ণ সর্ব্বসমান, এই সমুদায় একত্র করিয়া গুড় ও মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তাতীসার, শোথ ও জ্বর প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

পুটপাকবিধিঃ।

অবেদনং সুসংপক্কং দীপ্তাগ্নেঃ সুচিরোত্থিতম্।
নানাবর্ণমতীসারং পুটপাকৈরুপাচরেৎ॥

বেদনারহিত, সুপক, বহুকালোৎপন্নও নানাবর্ণ অতীসারে অগ্নির প্রদীপ্তি থাকিলে পুটপক ঔষধ ব্যবস্থেয়।

কুটজপুটপাকঃ।

স্নিগ্ধং ঘনং কুটজবল্কমজন্তুজগ্ধমাদায় তৎক্ষণমতীব চ পেষয়িত্বা।
জম্বূ পলাশপুটতণ্ডুলতোয়সিক্তং
বদ্ধং কুশেন চ বহির্ঘনপঙ্কলিপ্তম্॥
সুস্বিন্নমেতদবপীড্য রসং গৃহীত্বা
ক্ষৌদ্রেণ যুক্তমতিসারবতে প্রদদ্যাৎ।
কৃষ্ণাত্রিপুত্রমতপূজিত এষ যোগঃ
সর্ব্বাতিসারহরণে স্বয়মেব রাজা॥
স্বরসস্য গুরুত্বেন পুটপাকে পলং পিবেৎ।
পুটপাকস্য পাকোঽয়ং বহিরারুণবর্ণতা॥

কীটাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত নহে এরূপ, স্নিগ্ধ ও পুরু কুড়চিমূলের ছাল লইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তমরূপে কুট্টিত ও তণ্ডুলজলে সিক্ত করিয়া জামপত্র দ্বারা বেষ্টন ও কুশদ্বারা বন্ধন করিয়া বহির্ভাগে মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক পুটপাক করিবে।

বহিঃস্থ প্রলেপন অরুণবর্ণ হইলেঅগ্নি হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া রস নিংড়াইয়া কিঞ্চিৎ মধুসংযুক্ত করিয়া ৪ তোলা পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহাতে সকল প্রকার অতীসার নষ্ট হয়।

শ্যোণাকপুটপাকঃ।

ত্বক্‌পিণ্ডং দীর্ঘবৃন্তস্য কাশ্মরীপত্রবেষ্টিতম্।
মৃদাবলিপ্তং সুকৃতমঙ্গারেষ্বকুলয়েৎ॥
স্বিন্নমুদ্ধৃত্য নিষ্পীড্য রসমাদায় যত্নতঃ।
শীতীকৃতং মধুযুতং পায়য়েদুদরাময়ে॥

শ্যোণাছাল পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করিবে, এবং ঐ পিণ্ড গাম্ভারীপত্রে পূর্ব্ববৎ স্থাপন, বন্ধন ও মৃত্তিকা লেপন করিয়া পুটপাক করিবে। ইহা উত্তমরূপ সিদ্ধ হইলে অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিংড়াইয়া রস বাহির করিবে। ঐ রস শীতল হইলে মধুসহ পান করিতে দিবে। ইহাতে অতি প্রবল অতিসার ও উদরাময়াদি পীড়া প্রশমিত হয়।

দাড়িমপুটপাকঃ।

দাড়িমস্য ফলং পিষ্ট্বা পচেৎ পুটবিধানতঃ।
তদ্রসং মধুসংমিশ্রং পিবেৎ সর্ব্বাতিসারজিৎ॥

কচি দাড়িম, পুটপাকের নিয়মানুসারে পাক করিয়া তাহার রস মধুর সহিত সেবন করাইবে। ইহাতে অতীসার রোগ নষ্ট হয়।

কুটজলেহঃ।

শতং কুটজমূলস্য ক্ষুণ্ণং তোয়ার্ম্মণে পচেৎ।
ক্বাথে পাদাবশেষেঽস্মিন্ লেহংপূতে পুনঃ ক্ষিপেৎ॥
সৌবর্চ্চল যবক্ষার বিড় সৈন্ধব পিপ্পলী।
ধাতকীন্দ্রযবাজাজী চূর্ণং দত্ত্বা পলদ্বয়ম্॥
লিহ্যাদ্ বদরমাত্রন্তু শীতং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্।
পক্কাপক্কমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্।
দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাম্॥

(চূর্ণং মিলিতং পলদ্বয়ং গ্রাহ্যং ঘনীভূতে প্রক্ষেপ্যম্। বদরমাত্রমষ্টমাষকমানং মধুনা গাহ্যমিতি গোপালদাস-ভানুদাস-প্রভৃতয়ঃ।)

কুড়চিমূলের ছাল ১২॥০ সের কুটিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ ক্বাথ পুনর্ব্বার পাক করিয়া লেহবৎ ঘন হইলে তাহাতে সচললবণ, যবক্ষার, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, পিঁপুল, ধাইফুল, ইন্দ্রযব ও জীরা ইহাদের চূর্ণ মিলিত ১৬ তোলা নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইয়া লইবে। মাত্রা ১ তোলা। মধুর সহিত লেহনীয়। ইহা দ্বারা প্রবল অতীসার রোগ নষ্ট হয়।

কুটজাষ্টকঃ।

তুলামথার্দ্রাং গিরিমল্লিকায়াঃ
সংক্ষুদ্য পক্ত্বা রসমাদদীত।
তস্মিন্ সুপূতে পলসম্মিতানি
শ্লক্ষ্ণানি পিষ্ট্বা সহ শাল্মলেন।
পাঠাং সমঙ্গাতিবিষাং সমুস্তাং
বিল্বঞ্চ পুষ্পাণি চ ধাতকীনাম্।
প্রক্ষিপ্য ভূয়ো বিপচেত্তু তাবদ্
দর্ব্বীপ্রলেপং স্বরসস্তু যাবৎ॥

পীতস্তসৌ কালবিদা জনেন
মণ্ডেন বাজাপয়সাথবাপি।
নিহন্তি সর্ব্বস্ত্বতিসারমুগ্রং
কৃষ্ণং সিতং লোহিতপীতকং বা॥
দোষং গ্রহণ্যা বিবিধঞ্চ রক্তং
পিত্তং তথার্শাংসি সশোণিতানি।
অসৃগ্দরঞ্চৈবমসাধ্যরূপং
নিহন্ত্যবশ্যং কুটজাষ্টকোঽয়ম্॥

তুলাদ্রব্যে জলদ্রোণো দ্রোণে দ্রব্যতুলা মতা॥

(মনাক্ দর্ব্বীপ্রলেপাবস্থায়াং শাল্মলাদি চূর্ণং প্রক্ষেপ্যং, শাল্মলাদীনাং প্রত্যেকং পলমিতম্। শাল্মলং শাল্মলিনির্য্যাসঃ। অগ্নিমান্দ্যে কোষ্ণজলেন শৃতশীতেন ইত্যন্যে। বস্তিদুষ্টৌ অন্নমণ্ডেন, রক্তে ছাগদুগ্ধেন ইতি ভানুদাসঃ।)

কুড়চির কাঁচা ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ঐ কাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে, লেহবৎ ঘন হইলে তাহাতে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য সকলের চূর্ণ নিক্ষেপ ও আলোড়ন করিয়া নামাইয়া লইবে। প্রক্ষেপ্য দ্রব্য যথা—মোচরস, আকনাদি, বরাক্রান্তা, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ ও ধাইফুল প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার অতীসার, সশোণিত অর্শঃ, রক্তপ্রদর ও অন্যান্য অনেক রোগ নষ্ট হয়। অনুপান ঈষদুষ্ণ অথবা শৃতশীতল জল, বস্তিদোষে অন্নমণ্ড, রক্তস্রাবে ছাগদুগ্ধ।

জীর্ণাতিসারে ছাগদুগ্ধপ্রয়োগঃ।

জীর্ণেঽমৃতোপমং ক্ষীরমতিসারে বিশেষতঃ।
ছাগং তদ্বৎ ভেষজৈঃ সিদ্ধং পেয়ং বা বারিসাধিতম্॥

জীর্ণাতীসারে ছাগদুগ্ধ অমৃতসদৃশ। অতএব উহা উপযুক্ত ঔষধ বা জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে।

অথ প্রবাহিকাচিকিৎসা—
(আমাশয়)

বালবিল্বং গুড়ং তৈলং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
লিহ্যাদ্ বাতে প্রতিহতে সশূলঃ সপ্রবাহিকঃ॥

প্রবাহিকা অর্থাৎ আমাশয় রোগে পেটের কামড়ানি ও বায়ু বিরুদ্ধ থাকিলে কচি বেলের শাঁস, গুড়, তিলতৈল, পিঁপুল ও শুণ্ঠী এই কয় দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে প্রবল প্রবাহিকা নষ্ট হয়।

পয়সা পিপ্পলীকল্কঃ পীতো বা মরিচোদ্ভবঃ।
ত্র্যহাৎ প্রবাহিকাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্॥

পিঁপুল কিংবা মরিচ ২ মাষা বাঁটিয়া ১ পল ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে তিন দিবসে পূর্ব্বসঞ্চিত প্রবাহিকা রোগ নষ্ট হয়।

কল্কঃ স্যাদ্ বালবিল্বানাং তিলকল্কশ্চ তৎসমঃ।
দধ্নঃসরোঽম্লঃ স্নেহাঢ্যঃ খড়ো হন্যাৎ প্রবাহিকাম্॥

বেলশুঁঠ ২ মাষা ও নিস্তুষ তিল ২ মাষা, শিলায় পেষণ করিয়া অম্ল দধির সর ২ মাষা ও তিলতৈল ২ মাষার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগ নষ্ট হয়।

দধ্না সসারেণ সমাক্ষিকেণ
ভুঞ্জীত নিশ্চারকপীড়িতস্তু।
সুতপ্ত কুপ্য ক্বথিতেন বাপি
ক্ষীরেণ শীতেন মধুপ্লুতেন॥
(নিশ্চারকঃ প্রবাহিকা।)

সসার দধি ও মধু অথবা তাম্রপাত্রে সিদ্ধ ছাগদুগ্ধ ও মধু সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগ উপশমিত হয়।

বিশ্বোষণগুড়ং লোধ্রং তৈলং লিহ্যাৎ প্রবাহণে॥

বেলশুঁঠ, মরিচ, গুড় ও লোধ, প্রত্যেক সমভাগ, একত্র তিলতৈলে মর্দ্দন করিয়া লেহন করিলে প্রবাহিকা রোগ নষ্ট হয়।

লবঙ্গাভ্রযোগঃ।

কুটজং দাড়িমঞ্চৈব কদলীমোচমেব চ।
কঞ্চটং তালমূলী চ ত্বচা জম্বাম্রয়োঃ সহ॥
শৃঙ্গাটকং বটশৃঙ্গা সর্জ্জবল্কলমেব চ।
এষাং দশপলান্ ভাগান্ সংগৃহ্য চ পৃথক্ পৃথক্॥
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
তদ্রসং পুনরেবাধো পক্ত্বা দর্ব্বীপ্রলেপনম্॥
তত্র প্রক্ষেপণার্থায় দ্রব্যমেতৎ সুচূর্ণিতম।
লবঙ্গং জীরকং জাতীফলঞ্চাতিবিষা সমম্॥
এলা মধুরিকা চৈব খদিরং ভৃঙ্গমেব চ।
শাল্মলী মোচকং বিল্বং সর্জ্জস্য রসমেব চ॥
এতেষাং পলমানেন চাভ্রকং পলমেব চ।
সর্ব্বঞ্চ তত্র নিঃক্ষিপ্য গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্।
লবঙ্গাভ্রকযোগোঽয়ং রক্তাতীসারনাশনঃ॥
শোথাতীসারশমনঃ সর্ব্বশূলনিসূদনঃ॥

কুড়চিছাল, দাড়িমছাল, কাঁচকলা, কাঁচড়া, তালমূলী, জামছাল, আমছাল, পানিফল, বটের ঝুরি ও শালছাল, প্রত্যেক দশ পল। জল ৬৪ সের। শেষ ১৬ সের। ঐ ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। গাঢ় হইলে তাহাতে লবঙ্গ, জীরা, জায়ফল, আতইচ, এলাইচ, মউরী, খদির, ভৃঙ্গরাজ, মোচরস, বেলশুঁঠ, ধূনা ও অভ্র প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল পরিমিত প্রক্ষেপ দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে রক্তাতীসার, শোথাতিসার এবং সর্ব্বপ্রকার শূল নিবারিত হয়।

লবঙ্গদ্রাবকঃ।

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং পাঠা বিল্বং সধান্যকম্।
ধাতকী মোচকং জীরং লোধ্রমিন্দ্রযবং তথা॥
বালকং সর্জ্জকঃ শৃঙ্গী সৈন্ধবং নাগরং কণা।
বাট্টালকং যবক্ষারমহিফেনং রসাঞ্জনম্॥
এতেষাং তুল্যভাগানি লবঙ্গানি প্রদাপয়েৎ।
পাখসীস্বরসেনৈব ভাবয়েৎ সপ্তবারকম্॥
লবঙ্গদ্রাবকো নাম সর্ব্বরোগেষু যোজিতঃ।
গ্রহণীং চিরজাং হন্তি সশোথাং পাণ্ডুকামলাম্॥
অতীসারং নিহন্ত্যাশু সামং নানাবিধং তথা।
মন্দাগ্নিং নাশয়েচ্ছীঘ্রমম্লপিত্তং সুদারুণম্॥
নরাণাঞ্চ হিতার্থায় বিশ্বামিত্রেণ নির্ম্মিতঃ॥

লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, আকনাদি, বেলশুঁঠ, ধনে, ধাইফল, মোচরস, জীরা, লোধকাষ্ঠ, ইন্দ্রযব, বালা, ধূনা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, সৈন্ধব, শুঁঠ, পিঁপুল, বেড়েলা, যবক্ষার, অহিফেন ও রসাঞ্জন প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টি তুল্য লবঙ্গ, এই সকল দ্রব্য পোস্তঢেড়ির রসে বা ক্বাথে ৭ বার ভাবনা দিবে। ইহা সেবনে অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ সকল নিবারিত হয়।

রসপ্রয়োগঃ।

অমৃতার্ণবরসঃ।

হিঙ্গুলোত্থো রসো লৌহং গন্ধকং টঙ্কনং শটী।
ধান্যকং বালকং মুস্তং পাঠা জীরং ঘুণপ্রিয়া॥

প্রত্যেকং তোলকং চূর্ণং ছাগীক্ষীরেণ পেষিতম্।
মাষৈকা বটিকা কার্য্যা রসোঽয়মমৃতার্ণবঃ॥
বটিকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্গহনানন্দভাষিতাম্।
ধান্যজীরকচূর্ণেন বিজয়া শালবীজতঃ॥
মধুনা ছাগদুগ্ধেন মণ্ডেন শীতবারিণা।
কদলীমোচকরসৈঃ কণ্টকারীদ্রবেণ বা॥
অতীসারং জয়েদুগ্রমেকজং দ্বন্দ্বজং তথা।
দোষত্রয় সমুদ্ভূতমুপসর্গসমন্বিতম্॥
শূলঘ্নো বহ্নিজননো গ্রহণ্যর্শোবিকারনুৎ।
অম্লপিত্তপ্রশমনঃ কাসঘ্নো গুল্মনাশনঃ॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, লৌহ, গন্ধক, সোহাগার খই, শটী, ধনিয়া, বালা, মুতা, আকনাদি, জীরা ও আতইচ ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা, ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ধনিয়া, জীরা, সিদ্ধি, শালবীজ-চূর্ণ, মধু, ছাগদুগ্ধ, মণ্ড, শীতল জল, কদলীমূলের রস, মোচরস অথবা কণ্টকারীর রসের সহিত প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহা দ্বারা সকল প্রকার অতীসার ও অন্যান্য অনেক রোগ নষ্ট হয়।

জাতীফলরসঃ।

পারদাভ্রক সিন্দূরং গন্ধং জাতীফলং সমম্।
কুটজস্য ফলঞ্চৈব ধূর্ত্তবীজানি টঙ্কনম্॥
ব্যোষং মুস্তাভয়া চৈব চূতবীজং তথৈব চ।
বিশ্বকং সর্জ্জবীজঞ্চ দাড়িমীবল্ক জীরকম্॥
এতানি সমভাগানি নিঃক্ষিপেৎ খল্লমধ্যতঃ।
বিজয়াম্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্॥
গুঞ্জাফলপ্রমাণাং তু বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
একা কুটজমূলত্বক্‌কষায়েণ প্রযোজিতা।
আমাতিসারং হরতি কুরুতে বহ্নিদীপনম্।
মধুনা বিল্বশুণ্ঠৈন রক্তগ্রহণিকাং জয়েৎ॥
শুণ্ঠী ধান্যকযোগেন চাতিসারং নিহন্ত্যসৌ।
জাতীফলরসেনৈষ গ্রহণীগদহারকঃ॥

পারদ, অভ্র, রসসিন্দূর, গন্ধক, জায়ফল, ইন্দ্রযব, ধুতুরাবীজ, সোহাগার খই, ত্রিকটু, মুতা, হরীতকী, আম্র-কেশী, বেলশুঁঠ, শালবীজ, দাড়িমফলের ছাল ও জীরা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্রকাথে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান কুড়চি মূলের ছালের কাথ। ইহাতে আমাতীসার নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়। রক্তগ্রহণীতে মধু ও বেলশুঁঠের সহিত এবং অতীসারে ধনিয়া ও শুঁঠের কাথের সহিত সেবন করাইবে।

অভয়নৃসিংহো রসঃ।

দরদঞ্চ বিষং ব্যোষং জীরকং টঙ্গণং সমম্।
গন্ধকঞ্চাভ্রকঞ্চৈব ভাগৈকং শুদ্ধসূতকম্॥
মণ্ডূকং সর্ব্বতুল্যং স্যান্মর্দ্দয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ।
একৈকং ভক্ষয়েচ্চানু জীরকং মধুনা সহ॥
ত্রিদোষোত্থমতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্।
সর্ব্বরূপমতীসারং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।
রসোঽভয়নৃসিংহোঽয়মতীসারে সুপূজিতঃ॥

হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, জীরা, সোহাগার খই, গন্ধক, অভ্র ও পারদ প্রত্যেক সমান, সর্ব্ব সমান অহিফেন, এই সকল একত্র করিয়া লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। জীরাচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবনীয়। ইহা দ্বারা অতীসার ও সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি রোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

আনন্দভৈরবো রসঃ।

দরদং মরিচং টঙ্কমমৃতং মাগধী সমম্।
শ্লক্ষ্ণপিষ্টন্তু গুঞ্জৈকং রসমানন্দভৈরবম্॥
লেহয়েন্মধুনা চাস্য কুটজস্য ফলত্বচোঃ।
চূর্ণিতং কর্ষমাত্রন্তু ত্রিদোষোত্থাতিসারজিৎ॥
দধ্যন্নং দাপয়েৎ পথ্যং দধ্যাজং তক্রমেব বা।
পিপাসায়াং জলং দেয়ং বিজয়া চ হিতা নিশি॥

হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খই, বিষ ও পিঁপুল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইন্দ্রযবচূর্ণ, কুড়চিমূলের ছালচূর্ণ ও মধুর সহিত সেব্য। ইহা দ্বারা ত্রিদোষজন্য অতীসার নষ্ট হয়। পথ্য ছাগতক্র, ছাগদধি ও অন্ন। পিপাসা হইলে জল দিবে। রাত্রিতে অল্প সিদ্ধি সেবন করাইবে।

তন্ত্রান্তরোক্ত আনন্দভৈরবো রসঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং ব্যোষং টঙ্গনং গন্ধকং সমম্।
জম্বীররসসংযুক্তং মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রকম্॥
কাসশ্বাসাতিসারেষু গ্রহণ্যাং সান্নিপাতিকে।
অপস্মারেঽনিলে মেহেঽপ্যজীর্ণে বহ্নিমান্দ্যকে।
গুঞ্জামাত্রঃ প্রদাতব্যো রস আনন্দভৈরবঃ॥
অনুপানং প্রদাতব্যং যথাব্যাধি বিধানতঃ॥

হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগার খই ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অতীসার, গ্রহণী, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য। ব্যাধি অনুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে।

অতিসারবারণো রসঃ।

দরদং কৃতকর্পূরং মুস্তেন্দ্রযবসংযুতম্।
সর্ব্বাতীসারশমনং খাখসীক্ষীরভাবিতম্॥

শোধিত হিঙ্গুল, কর্পূর, মুতা ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য অহিফেন সিক্ত জলে ভাবনা দিয়া ১ রতি মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার নিবৃত্ত হয়।

পূর্ণচন্দ্রোদয়ো রসঃ।

শুদ্ধঞ্চ তালকং লৌহং গগনঞ্চ পলং পলম্।
কর্পূরং পারদং গন্ধং প্রত্যেকং বটকোন্মিতম্॥
জাতিকোষ মুরা পত্র শটী তালীশ কেশরম্।
ব্যোষং চোচং কণামূলং লবঙ্গং পিচুসম্মিতম্॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় গুরুদেবদ্বিজার্চ্চকঃ।
নানারূপমতীসারং গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্॥
অম্লপিত্তং তথা শূলং শূলঞ্চ পরিণামজম্।
রসায়নবরশ্চায়ং বাজীকরণ উত্তমঃ॥

শোধিত হরিতাল, লৌহ ও অভ্র, প্রত্যেক এক পল, কর্পূর, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ৮ মাষা; জায়ফল, মুরামাংসী, তেজপত্র, শটী, তালীশপত্র, নাগকেশর, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, দারুচিনি, পিঁপুলমূল ও লবঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ রতি মাত্রায় প্রাতঃকালে সেবন করিলে নানাপ্রকার অতিসার, সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী, শূল ও পরিণাম শূল প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

অহিফেন বটিকা।

অহিফেনং সখর্জ্জূরং ঘৃষ্ট্বা গুঞ্জৈকমাত্রকম্।
রক্তস্রাবমতীসারমতিবৃদ্ধং বিনাশয়েৎ॥

অহিফেন ও পিণ্ডখর্জ্জূর একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ রতি মাত্রায় সেবন করিলে অতি প্রবল অতিসার ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

প্রাণেশ্বরো রসঃ।

রসগন্ধকমভ্রঞ্চ টঙ্গণং শতপুষ্পকম্।
যমানী জীরকাখ্যঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষযুগ্মকম্॥
কর্ষমেকং যবক্ষারং হিঙ্গু পটুকপঞ্চকম্।
বিড়ঙ্গেন্দ্রযবং সর্জ্জরসকঞ্চাগ্নিসংজ্ঞিতম্।
ঘৃষ্ট্বা চ বটিকা কার্য্যা নাম্না প্রাণেশ্বরো রসঃ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, সোহাগার খই, শুল্‌ফা, যমানী ও জীরা প্রত্যেক ৪ তোলা, যবক্ষার, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ধূনা ও চিতামূল প্রত্যেক ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য জলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহা সেবনে অতি প্রবল অতিসার রোগ প্রশমিত হয়।

ভুবনেশ্বর রসঃ।

সৈন্ধবং ত্রিফলাঞ্চৈব যমানীং বিশ্বপেষিকাম্।
গৃহধূমং গৃহীত্বা চ প্রত্যেকং সমভাগিকম্॥
জলেন মর্দ্দয়িত্বা তু মাষমাত্রাং বটীং চরেৎ।
খাদেত্তোয়ানুপানেন সর্ব্বাতীসারশান্তয়ে॥

সৈন্ধবলবণ, ত্রিফলা, যমানী, বেলশুঁঠ ও ঝুল এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জল দিয়া মর্দ্দন করতঃ ১ মাষা মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান জল। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অতিসার রোগ নষ্ট হয়।

কর্পূররসঃ।

হিঙ্গুলমহিফেনঞ্চ মুস্তকেন্দ্রযবৌ তথা।
জাতীফলঞ্চ কর্পূরং সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ॥
জলেন বটিকা কার্য্যা দেয়া গুঞ্জাদ্বয়াম্বিকা।
জ্বরাতিসারিণে চৈব তথাতীসাররোগিণে॥
গ্রহণীষট্‌প্রকারে চ রক্তাতীসার উল্বণে॥
(অত্র কেচিৎ টঙ্গনমপ্যেকভাগমিচ্ছন্তি।)

হিঙ্গুল, অহিফেন, মুতা, ইন্দ্রযব, জায়ফল ও কর্পূর এই সমুদায় দ্রব্য জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। কেহ কেহ ইহার সহিত ১ ভাগ সোহাগার খই মিশ্রিত করেন। জ্বরাতীসার, অতিসার, রক্তাতীসার ও গ্রহণী রোগে ইহা যথাযথ অনুপান সহ প্রযোজ্য।

কণাদ্যং লৌহম্।

কণানাগরপাঠাভিস্ত্রিবর্গ ত্রিতয়েন চ।
বিশ্বচন্দনহ্রীবেরৈঃ সর্ব্বাতিসারজিদ্ভবেৎ॥
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তামপি হন্তি প্রবাহিকাম্।
সর্ব্বতুল্যং ভবেল্লৌহং বিজ্ঞেয়ং গ্রহণীহরম্॥

পিপ্পলী, শুণ্ঠী, আকনাদি, বেলশুঁঠ, চন্দন, বালা; সমুদায়ের তুল্য লৌহ মিশাইবে। ইহা অতিসারনাশক।

বৃহদ্গগনসুন্দরঃ ।

পারদং গন্ধকঞ্চাভ্রং লৌহঞ্চাপি বরাটকম্ ।
রূপ্যং চাতিবিষাং কর্ষং সমভাগং প্রকল্পয়েৎ ॥
ধান্যশুণ্ঠীকৃতক্বাথৈর্ভাবয়েচ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।
গুঞ্জাপ্রমাণাং বটিকাং কারয়েৎ কুশলো ভিষক্ ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় গুরুদেবদ্বিজার্চ্চকঃ ।
দগ্ধবিল্বং গুড়েনৈব কুর্য্যাত্তদনুপানকম্ ॥
অজাদুগ্ধেন বা পেয়ং জম্বুত্বক্‌সাধিতং রসম ।
অতীসারে জ্বরে ঘোরে গ্রহণ্যামরুচৌ তথা ॥
সামে সশূলে রক্তে চ পিচ্ছাস্রাবে ভ্রমে তথা ।
শোথে রক্তাতীসারে চ সংগ্রহগ্রহণীষু চ ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, কড়িভস্ম রৌপ্য ও আতইচ প্রত্যেক ২ তোলা, ধনিয়া ও শুণ্ঠীর ক্বাথে ভাবনা দিবে। মাত্রা ২ রতি। জামের ছালের ক্বাথ অথবা ছাগদুগ্ধ সহ ঔষধ সেবন করিয়া দগ্ধবেল ও গুড় অনুপান করিবে।

লোকনাথো রসঃ ।

ভস্মসূতস্য ভাগৈকং চত্বারঃ শুদ্ধগন্ধকাঃ ॥
ক্ষিপ্ত্বা বরাটিকাগর্ভে টঙ্গণেন নিরুধ্য চ ॥
ভাণ্ডে রুদ্ধ্বা পুটে পাচ্যং স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ ।
লোকনাথরসো নাম ক্ষৌদ্রৈর্গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্ ॥
নাগরাতিবিষা মুস্তং দেবদারু বচান্বিতম্ ।
কষায়মনুপানন্তু সর্ব্বাতিসারনাশনঃ ॥

রসসিন্দুর ১ ভাগ, শোধিত গন্ধক ৪ ভাগ একত্র করিয়া একটী কড়ির মধ্যে পুরিয়া সোহাগা দ্বারা কড়ির মুখ রুদ্ধ করতঃ পুটপাক দিবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান মধু এবং শুণ্ঠী, আতইচ, মুতা, দেবদারু ও বচ, ইহাদের ক্বাথ অনুপান দিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অতিসার সত্বর প্রশমিত হয়।

চিন্তামণিরসঃ ।

শুদ্ধসূতং মৃতং তাম্রং গন্ধকং প্রতিকার্ষিকম্ ।
চূর্ণয়েদ্বিষকর্ষার্দ্ধং বিষার্দ্ধং তিন্তিড়ীফলম্ ॥
মর্দ্দয়েৎ খল্লমধ্যে তু চাম্লেন গোলকীকৃতম্ ।
গর্ত্তং ষড়ঙ্গুলং কুর্য্যাৎ সর্ব্বতো বর্ত্তুলং শুভম্ ॥
নাগবল্ল্যাঃ ক্ষিপেৎ পত্রমাদৌ পাত্রে চ গোলকম্ ।
আচ্ছাদ্য তচ্চ পত্রেণ রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ ॥
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য সপত্রঞ্চ বিশেষতঃ ।
কর্ষার্দ্ধং মরিচং দত্ত্বা কর্ষার্দ্ধং তিন্তিড়ীফলম্ ॥
গুঞ্জামিতাং বটীং কুর্য্যাচ্চিন্তামণিরসো মহান্ ।
অতিসারে ত্রিদোষোত্থে সংগ্রহগ্রহণীগদে ॥
অনুপানং বিধাতব্যং যথাদোষানুসারতঃ ॥

পারদ, তাম্র ও গন্ধক প্রত্যেক ২ তোলা, বিষ ১ তোলা, তেঁতুল ॥০ তোলা। সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া পানদ্বারা বেষ্টন করতঃ ষড়ঙ্গুল পরিমিত গোলাকার একটী গর্ত্তমধ্যে রাখিয়া তাম্বূলদ্বারা আচ্ছাদন করতঃ গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে পানভস্ম সহ মর্দ্দন করিবে। পরে মরিচচূর্ণ ১ তোলা, তেঁতুল ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ১ রতি।

মহাগন্ধকম্ ।

রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং গ্রাহমেকং সুশোধিতম্ ।
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা মৃদুপাকেন সাধয়েৎ ॥
জাতীফলং তথা কোষং লবঙ্গারিষ্টপত্রকে ।
সিন্ধুবারদলঞ্চৈব এলাবীজং তথৈব চ ॥
এষাঞ্চ কর্ষমাত্রেণ তোয়েনাথ বিমর্দ্দয়েৎ ।
মুক্তাগৃহে পুনঃ স্থাপ্যং পুটপাকেন সাধয়েৎ ॥
ঘনপঙ্কৈস্তৎক্ষিপ্ত্বা পুটমধ্যে নিধাপয়েৎ ।
গুঞ্জাষট্‌কপ্রমাণেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ ॥
এতৎ প্রোক্তং কুমারাণাং রক্ষণায় মহৌষধম্ ।
জ্বরঘ্নং দীপনঞ্চৈব বলবর্ণপ্রসাধনম্ ॥

দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়ত্যেব প্রবাহিকাম্।
সূতিকাঞ্চ জয়েদেতদ্রক্তার্শো রক্তসম্ভবম্॥
পিশাচা দানবা দৈত্যা বালানাং বিঘ্নকারকাঃ।
যত্রৌষধবরস্তিষ্ঠেৎ তত্র সীমাং ন যান্তি তে॥
বালানাং গদযুক্তানাং স্ত্রীণাঞ্চৈব বিশেষতঃ।
মহাগন্ধকমেতদ্ধি সর্ব্বব্যাধিনিসূদনম্॥
বিনা পাকেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরোঽয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ॥

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ২ তোলা মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া মৃদুজ্বালে পাক করিবে। পরে জাতীফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, নিম্বপত্র, নিসিন্দাপত্র ও এলাইচ, প্রত্যেক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঝিনুকে পুরিয়া পুটপাক করিবে। মাত্রা ৬ রতি। ইহাকে মহাগন্ধক বলে। লঘুপুটে পাক না করিলে ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কহে।

কুটজারিষ্টঃ।

তুলাং কুটজমূলস্য মৃদ্বীকার্দ্ধতুলাং তথা।
মধুকপুষ্পকাশ্মর্য্যোর্ভাগান্ দশ পলোন্মিতান্॥
চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পক্ত্বা দ্রোণঞ্চৈবাবশেষিতম্।
ধাতক্যা বিংশতিপলং গুড়স্য চ তুলাং ক্ষিপেৎ॥
মাসমাত্রং স্থিতো ভাণ্ডে কুটজারিষ্টসংজ্ঞিতঃ।
জ্বরান্ প্রশময়েৎ সর্ব্বান্ কুর্য্যাত্তীক্ষ্ণং ধনঞ্জয়ম্।
দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি রক্তাতীসারমুল্বণম্॥

কুড়চিমূলের ছাল ১২॥০ সের, দ্রাক্ষা ৬।০ সের, মউলফুল ১০ পল, গাম্ভারীছাল ১০ পল, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথে ধাইফুল ২০ পল ও গুড় ১২॥০ সের মিশ্রিত করিয়া আবৃত পাত্রে এক মাস রাখিবে। পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা পান করিলে অগ্নি প্রবল এবং জ্বর, অতিসার, জ্বরাতিসার, রক্তাতীসার ও গ্রহণী প্রশমিত হয়।

অহিফেনাসবঃ।

তুলাং মধুকমদ্যস্য শুভে ভাণ্ডে পরিক্ষিপেৎ।
ফণিফেনস্য কুড়বং মুস্তকং পলসম্মিতম্॥
জাতীফলঞ্চেন্দ্রযবং তথৈলাং তত্র দাপয়েৎ।
রুদ্ধা ভাণ্ডং মাসমাত্রং যত্নতঃ পরিরক্ষয়েৎ।
হন্ত্যতীসারমত্যুগ্রং বিসূচীমপি দারুণাম্॥

মউলফুলের সুধা ১২॥০ সের, অহিফেন ৪ পল, মুতা, জায়ফল, ইন্দ্রযব ও এলাইচ, প্রত্যেক ১ পল, এই সমুদায় দ্রব্য আবৃত ভাণ্ডে এক মাস রাখিয়া পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ মাষা। ইহা দ্বারা প্রবল অতীসার ও দারুণ বিসূচিকা রোগ নষ্ট হয়।

বব্বূলারিষ্টঃ।

চতুর্দ্রোণে জলে পক্ত্বা বব্বূলস্য তুলাদ্বয়ম্।
দ্রোণশেষে রসে শীতে গুড়স্য ত্রিতুলাঃ ক্ষিপেৎ॥
ধাতকীং ষোড়শপলাং কৃষ্ণাঞ্চ দ্বিপলাংশিকাম্।
জাতীফলানি কক্কোলং ত্বগেলা পত্র কেশরম্॥
লবঙ্গং মরিচঞ্চৈব পলিকান্যুপকল্পয়েৎ।
মাসং ভাণ্ডে স্থিতস্ত্বেব বব্বূলারিষ্টকো জয়েৎ।
ক্ষয়ং কুষ্ঠমতীসারং প্রমেহশ্বাসকাসকান্॥

বাবলাছাল ২৫ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। গুড় ৩৭॥০ সের, ধাইফুল ১৬ পল, পিঁপুল ২ পল, জায়ফল, কাঁকলা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ ও মরিচ

প্রত্যেক ১ পল। এই সমুদায় একত্রিত করিয়া এক মাস আবৃত পাত্রে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে অতীসার প্রভৃতি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

গ্রহণ্যাং যে রসাঃ প্রোক্তাস্তে-
ঽতিসারেঽপি যোজিতাঃ।
হন্যুঃ সর্ব্বানতীসারান্
শিবস্যাজ্ঞা বিশেষতঃ॥

গ্রহণীরোগে যে সকল রস উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদায় অতিসারে প্রযুক্ত হইলে প্রবল অতীসার রোগও নষ্ট হইয়া থাকে।

অতিসারে বর্জ্জ্যানি।

স্নানাভ্যঙ্গাবগাহাংশ্চ গুরু স্নিগ্ধাতিভোজনম্।
ব্যায়ামমগ্নিসন্তাপমতীসারী বিবর্জ্জয়েৎ॥

স্নান, তৈলাদিমর্দ্দন, জলাবগাহন, গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন ব্যায়াম অর্থাৎ শ্রমজনক কর্ম্ম ও অগ্নিসন্তাপ ইত্যাদি অতীসার রোগে বর্জ্জনীয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামতীসারাদ্যধিকারঃ।

গ্রহণ্যধিকারঃ।

গ্রহণীমাশ্রিতং দোষমজীর্ণবদুপাচরেৎ।
অতিসারোক্তবিধিনা তস্যামঞ্চ বিপাচয়েৎ॥

গ্রহণী অর্থাৎ অগ্ন্যধিষ্ঠান নাড়ীগত রোগে অজীর্ণের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ অতীসারোক্ত নিয়মানুসারে অর্থাৎ লঙ্ঘন ও পাচনাদি দ্বারা গ্রহণীগত দোষের পরিপাক করিবে।

শরীরানুগতে সামে রসে লঙ্ঘনপাচনে।
বিশুদ্ধামাশয়ায়াস্মৈ পঞ্চকোলাদিভির্যুতম্।
দদ্যাৎ পেয়াদি লঘ্বন্নং পুনর্যোগাংশ্চ দীপনান্॥

শরীরে আমরস সঞ্চিত থাকিলে লঙ্ঘন ও পাচন ব্যবস্থা করিবে। তদ্দ্বারা আমাশয় শুদ্ধ হইলে পঞ্চকোলাদিযুক্ত পেয়া ও লঘু অন্ন এবং অগ্নিবৃদ্ধিকারক ঔষধ প্রদান করিবে।

বাতিক গ্রহণীচিকিৎসা—

কপিত্থাদিপেয়া।

কপিত্থ বিল্ব চাঙ্গেরী তক্র দাড়িম সাধিতা।
পাচনী গ্রাহিণী পেয়া সবাতে পাঞ্চমূলিকী॥

কয়েতবেল, বেলশুঁঠ, আমরুলশাক ও দাড়িমের ত্বক্ এই সকল দ্রব্য মিলিত ৮ তোলা লইয়া তক্রের সহিত পেয়া প্রস্তুত করিয়া বাতিক ও কফপ্রধান গ্রহণী রোগীকে সেবন করাইবে। বায়ুপ্রধান গ্রহণীরোগে স্বল্প পঞ্চমূল-সিদ্ধ পেয়া প্রদান করিবে। ইহা পাচক ও মলসংগ্রাহক।

স্বল্পপঞ্চমূল যথা—শালপাণি, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী ও গোক্ষুর।

তক্রপানবিধিঃ।

গ্রহণীদোষিণাং তক্রং দীপনং গ্রাহি লাঘবাৎ।
পথ্যং মধুরপাকিত্বান্ন চ পিত্তপ্রকোপণম্॥
কষায়োষ্ণবিকাশিত্বাদ্ রৌক্ষ্যাচ্চৈব কফে হিতম্।
বাতেস্বাদ্বম্লসান্দ্রত্বাৎ সদ্যস্কমবিদাহি তৎ।

গ্রহণীরোগে তক্র, লঘুতাপ্রযুক্ত অগ্নিদীপ্তিকারক, গ্রাহি অর্থাৎ ধারক ও

গুলঞ্চ, আতইচ, শুঁঠ ও মুতার ক্বাথ পানে আমগ্রহণী নষ্ট হয়। ইহা দ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত এবং ভুক্ত দ্রব্য সত্বর পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

শট্যাদিচূর্ণম্।

শটীব্যোষাভয়াক্ষারৌ গ্রন্থিকং বীজপূরকম্।
লবণাম্লাম্বুনা পেয়ং শ্লৈষ্মিকে গ্রহণীগদে।

শটী, ত্রিকটু, হরীতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পিঁপুলমূল ও টাবালেবু ইহাদের চূর্ণ লবণ ও অম্লরসের সহিত সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক গ্রহণী নষ্ট হয়।

রাস্নাদিচূর্ণম্।

রাস্না পথ্যা শটী ব্যোষং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণানি চ।
গ্রন্থিকং মাতুলুঙ্গঞ্চ সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ।
পিবেদুষ্ণেন তোয়েন শ্লৈষ্মিকে গ্রহণীগদে।

রাস্না, হরীতকী, শটী, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, পিঁপুলমূল ও টাবালেবু, ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জল সহ সেবনে শ্লৈষ্মিক গ্রহণী নষ্ট হয়।

মলকাঠিন্যে বিধিঃ।

কৃচ্ছ্রেণ কঠিনত্বেন যঃ পুরীষং বিমুঞ্চতি।
সঘৃতং লবণং তস্য পায়য়েৎ ক্লেশশান্তয়ে।
বিড়ং যমানীং বিষ্টম্ভে পিবেদুষ্ণেন বারিণা।

মল কঠিন হইলে সৈন্ধবলবণ গব্য-দুগ্ধ সহ সেবন করাইবে। মল বদ্ধ হইয়া থাকিলে উষ্ণ জলের সহিত যোয়ান ও বিট্‌লবণ খাইতে দিবে।

বাতপিত্তগ্রহণীচিকিৎসা—

মুণ্ড্যাদিগুড়িকা।

মুণ্ডী শতাবরী মুস্তা বানরী ছিন্নিকামৃতা।
যষ্টিকং সৈন্ধবং তুল্যং সূক্ষ্মচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ।
চূর্ণস্য দ্বিগুণং যোজ্যা বিজয়া মৃদুভর্জ্জিতা।
ঘৃতস্নিগ্ধে পচেৎ ভাণ্ডে দুগ্ধং দশগুণং গবাম্॥
যাবৎপিণ্ডত্বমাপন্না তাবন্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
এতন্মধুযুতং হন্যাৎ গ্রহণীং বাতপিত্তজাম্॥

থুলকুড়ী, শতমূলী, মুতা, আলকুশীর বীজ, ক্ষীরুই, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব-লবণ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগ চূর্ণ করিয়া ইহার সহিত অল্পভর্জ্জিত দ্বিগুণ সিদ্ধিচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া চূর্ণের ১০ গুণ গব্য-দুগ্ধে মিলাইয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া পাক করিবে। পিণ্ডাকৃতি হইলে অল্প মধুর সহিত সেবন করিবে। ইহা সেবনে প্রবল বাতপৈত্তিক গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়।

চিত্রকগুড়িকা।

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণানি চ।
ব্যোষং হিঙ্গ্বজমোদাঞ্চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ।
গুড়িকা মাতুলুঙ্গস্য দাড়িমস্য রসেন বা।
কৃতা বিপাচয়ত্যামং দীপয়ত্যাশু চানলম্।
সৌবর্চ্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়মৌদ্ভিদমেব চ।
সামুদ্রেণ সমং পঞ্চ লবণান্যত্র যোজয়েৎ।

চিতামূল, পিঁপুলমূল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হিং, বন-যমানী ও চৈঁই এই সকল একত্র চূর্ণ করিয়া ১ মাষা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা আমদোষের পরি-পাক ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

ভল্লাতকক্ষারঃ।

ভল্লাতকং ত্রিকটুকং ত্রিফলা লবণত্রয়ম্।
অন্তর্ধূমং দ্বিপলিকং গোপুরীষাগ্নিনা দহেৎ॥
সক্ষারঃ সর্পিষা পেয়ো ভোজ্যে বাপ্যবচারিতঃ।
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীদোষগুল্মোদাবর্ত্তশূলনুৎ॥

ভেলা, মরিচ, পিঁপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সৌবর্চ্চললবণ, সৈন্ধবলবণ ও বিট্‌লবণ; এই সকল দ্রব্য ১৬ তোলা লইয়া অন্তর্ধূমে ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। উক্ত ক্ষারমিশ্রিত ঘৃত অন্ন ও ব্যঞ্জনের সহিতও সেবন করিলে হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, গ্রহণীদোষ, গুল্ম, উদাবর্ত্ত ও শূলরোগ বিনষ্ট হয়।

বাতশ্লেষ্মগ্রহণীচিকিৎসা—

বাতশ্লেষ্মাধিকে যোজ্যা কুটজাস্তবলেহিকা।
পর্পটীরস গুঞ্জাষ্টৌ লিহেন্মধ্বাজ্যকেন বা॥
সহিঙ্গু জীরকং ব্যোষং নিষ্কার্দ্ধং ভক্ষয়েদনু।
গ্রহণীং কফবাতোত্থাং শময়েৎ তক্রভোজনাৎ॥

বাতশ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে কুটজাবলেহ ব্যবস্থা করিবে, অথবা ৮ রতি পর্পটীরস ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিয়া হিং, জীরা ও ত্রিকটুচূর্ণ ২ মাষা সেবন করিবে।

কর্পূরাদিচূর্ণম্।

কর্পূরন্ত্র্যূষণং রাস্না লবণানি হরীতকী।
সর্জ্জিক্ষারং যবক্ষারং মাতুলুঙ্গং সমং সমম্॥
চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পেয়ং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
শ্লৈষ্মিকং গ্রহণীদোষং সবাতঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

কর্পূর, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, রাস্না, পঞ্চলবণ, হরীতকী, সাচিক্ষার, যবক্ষার ও টাবালেবু ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে বাতশ্লেষ্মজনিত গ্রহণী রোগ নষ্ট হয়, এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

তালীশাদিবটী।

তালীশপত্রচবিকামরিচানাং পলং পলম্।
কৃষ্ণা তন্মূলয়োর্দ্বে দ্বে পলে শুণ্ঠীপলত্রয়ম্॥
চাতুর্জাতমুশীরঞ্চ কর্ষাংশং সূক্ষ্মচূর্ণিতম্।
চূর্ণস্য ত্রিগুণেনৈব গুড়েন বটিকা কৃতা॥
ভক্ষিতা তু পলার্দ্ধঞ্চ বাতশ্লেষ্মোত্থিতে গদে।
উৎকটাং গ্রহণীং ছর্দ্দিং কাসং শ্বাসং জ্বরারুচী।
শোথগুল্মোদরান্ পাণ্ডুং তালীশাদ্যা বিনাশয়েৎ॥

তালীশপত্র, চৈ ও মরিচ প্রত্যেক ১ পল; পিঁপুল ও পিঁপুলমূল প্রত্যেক ২ পল, শুঁঠ ৩ পল; দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর, তেজপত্র ও বেণামূল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহাদিগের চূর্ণ ৩ গুণ গুড় সহ মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। মাত্রা ১ তোলা। ইহা সেবনে বাতশ্লেষ্মজনিত উৎকট গ্রহণী ও বমি প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

পিত্তশ্লেষ্মগ্রহণীচিকিৎসা—

মুষল্যাদিযোগঃ।

মুষলীং পেয়য়েত্তক্রৈরথবা তণ্ডুলোদকৈঃ।
কর্বৈকং যোজয়েচ্চাথ পথ্যং তক্রৌদনং হিতম্॥

তালমূলী তক্রে বা তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে সেবন করাইবে। পথ্য তক্র ও অন্ন।

সান্নিপাতিকগ্রহণীচিকিৎসা—

সর্ব্বজায়াং গ্রহণ্যান্তু সামান্যো বিধিরিষ্যতে।

ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগে সাধারণ বিধি অর্থাৎ বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক গ্রহণী রোগের পৃথক্ পৃথক্ যে চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, বিবেচনাপূর্ব্বক সেই সমুদায় মিলিত করিয়াই প্রয়োগ করিবে।

পঞ্চপল্লবকল্কঃ।

জম্বু দাড়িম্ব শৃঙ্গাট পাঠা কঞ্চট পল্লবৈঃ।
পক্বং পর্য্যুষিতং বালবিল্বং সগুড়নাগরম্।
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীমতিদুস্তরাম্।

জাম, দাড়িম, পাণিফল, আকনাদি ও কাঁচড়া ইহাদিগের পত্র দ্বারা একটী কাঁচা বেল বেষ্টন করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিয়া রাখিবে। পরদিন ঐ সিদ্ধ বেল ২ তোলা, কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণ ও ২ তোলা ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ পূর্ব্বক ঐ সিদ্ধ জল অনুপান করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী ও অতীসার নষ্ট হয়।

ভূনিম্বাদ্যং চূর্ণম্।

ভূনিম্ব কটুকা ব্যোষ মুস্তকেন্দ্রযবান্ সমান্।
দ্বৌ চিত্রকাৎ বৎসকত্বগ্‌ভাগান্ ষোড়শচূর্ণয়েৎ।
গুড়শীতাম্বুভিঃ পীতং গ্রহণীদোষগুল্মনুৎ।
কামলাজ্বরপাণ্ডুত্ব মেহারুচ্যতিসারনুৎ।
গুড়যোগাদ্ গুড়াম্বু স্যাদ্‌গুড়বর্ণরসান্বিতম্।

চিরাতা, কট্‌কী, ত্রিকটু, মুতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ, চিতা ২ ভাগ, কুড়চির ছাল ১৬ ভাগ, একত্র চূর্ণ করিয়া ইক্ষুগুড় ও শীতল জল সহ পান করিবে। যাহাতে রস সুমিষ্ট হয়, এরূপ পরিমাণে গুড় দিতে হইবেক। ইহা সেবনে জ্বর, পাণ্ডু ও গ্রহণী নষ্ট হয়।

মরিচাদিচূর্ণম্।

চূর্ণং মরিচমহৌষধকুটজত্বগ্‌ভবং ক্রমাদ্দ্বিগুণম্।
গুড়মিশ্রমথিতপীতং গ্রহণীদোষাপহং খ্যাতম্॥

মরিচ ১ ভাগ, শুঁঠ ২ ভাগ ও কুড়চির ছাল ৪ ভাগ; এই সকলের চূর্ণ একত্র করিয়া গুড় মিশ্রিত করতঃ ঘোলের সহিত মন্থন করিবে। এই মথিত ঔষধ যথোপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে, গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়।

কপিত্থাষ্টকচূর্ণম্।

যমানী পিপ্পলীমূল চাতুর্জ্জাতক নাগরৈঃ।
মরিচাগ্নি জলাজাজী ধান্য সৌবর্চ্চলৈঃ সমৈঃ।
বৃক্ষাম্ল ধাতকী কৃষ্ণা বিল্ব দাড়িম তিন্দুকৈঃ।
ত্রিগুণৈঃ ষড়্‌গুণসিতৈঃ কপিত্থাষ্টগুণৈঃকৃতম্।
চূর্ণং হরেদতীসারগ্রহণীক্ষয় গুল্মকান্।
কাসং শ্বাসারুচিং হিক্কাং কপিত্থাষ্টমিদং শুভম্।

যোয়ান, পিঁপুলমূল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর, শুঁঠ, মরিচ, চিতামূল, বালা, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, সচললবণ, ইহাদের প্রত্যেক এক এক ভাগ। অম্লবেতস, ধাইফুল, পিঁপুল,

বেলশুঁঠ, দাড়িম ও গাব; ইহাদের প্রত্যেক ৩ ভাগ, চিনি ৬ ভাগ, কৎবেল ৮ ভাগ; এই সকলের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করতঃ যথোপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অতীসার, গ্রহণী, ক্ষয়রোগ, গুল্ম, গলরোগ, কাস, শ্বাস, অরুচি ও হিক্কা; এই সকল রোগ বিনষ্ট হয়। ইহার নাম কপিত্থাষ্টক।

দাড়িমাষ্টকচূর্ণম্।

কর্ষোন্মিতা তুগাক্ষীরী চাতুর্জ্জাতং দ্বিকার্ষিকম্।
যমানীধান্যকাজাজী গ্রন্থিব্যোষং পলাংশকম্॥
পলানি দাড়িমাদষ্টৌ সিতায়াশ্চৈকতঃ কৃতম্।
গুণৈঃ কপিত্থাষ্টকবচ্চূর্ণমেতন্ন সংশয়ঃ॥

বংশলোচন ১ কর্ষ, দারুচিনি, ছোট এলাইচ, তেজপত্র ও নাগকেশর প্রত্যেক ২ কর্ষ; যোয়ান, ধনিয়া, কৃষ্ণজীরা, পিঁপুলমূল, মরিচ, পিঁপুল, শুঁঠ প্রত্যেক ১ পল; দাড়িম ৬৪ তোলা ও চিনি ৬৪ তোলা; এই সমুদায় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অতীসার, গ্রহণী, ক্ষয়, গুল্ম, গলরোগ, কাস, শ্বাস, অরুচি ও হিক্কা নিবারিত হয়। মাত্রা ২ আনা হইতে ৪ আনা পর্য্যন্ত। বালকের পক্ষে ৩ রতি হইতে ১ আনা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

পাঠাদ্যং চূর্ণম্।

পাঠা বিশ্বানল ব্যোষ জম্বু দাড়িম ধাতকী।
কটুকাতিবিষা মুস্তা দার্ব্বী ভূনিম্ব বৎসকৈঃ।
সর্ব্বৈরেভিঃ সমং চূর্ণং কৌটজং তণ্ডুলাম্বুনা।
সক্ষৌদ্রেণ পিবেচ্ছর্দ্দী জ্বরাতিসার শূলবান্।
হৃদ্রোগগ্রহণীদোষারোচকানলসাদজিৎ॥

আকনাদি, বেলশুঁঠ, চিতামূল, ত্রিকটু, জামছাল, দাড়িমবীজ, ধাইফুল, কট্‌কী, আতইচ, মুতা, দারুহরিদ্রা, চিরাতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমান, সর্ব্বসমান কুড়চিমূলের ছালচূর্ণ, এই সমুদায় উত্তমরূপে একত্র মিশ্রিত করিয়া তণ্ডুলজল ও মধুর সহিত সেবনীয়। ইহা দ্বারা জ্বরাতীসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বার্ত্তাকুগুড়িকা।

চতুঃপলং স্নুহীকাণ্ডাৎ ত্রিপলং লবণত্রয়াৎ।
বার্ত্তাককুড়বশ্চার্কাদষ্টৌ দ্বে চিত্রকাৎ পলে॥
দগ্ধানি বার্ত্তাকুরসে গুড়িকা ভোজনোত্তরা।
ভক্তং ভুক্তং পচত্যাশু কাসশ্বাসার্শসাং হিতা।
বিসূচিকা প্রতিশ্যায় হৃদ্রোগঘ্না ন সংশয়ঃ॥

সিজবৃক্ষের গুঁড়ির ছাল ৪ পল, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব ও বিট্ এই লবণত্রয় ৩ পল, বেগুণ অর্দ্ধ সের, আকন্দছাল ৮ পল ও চিতামূল ২ পল; এই সমুদায় একত্র দগ্ধ করিয়া বেগুনের রসে মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা করিবে। আহারান্তে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে ভুক্ত অন্নের সত্বর পরিপাক এবং বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

স্বল্পগঙ্গাধরচূর্ণম্।

মুস্ত সৈন্ধব শুণ্ঠীভির্ধাতকী লোধ্র বৎসকৈঃ।
বিল্বমোচরসাভ্যাঞ্চ পাঠেন্দ্রযব বালকৈঃ॥

আম্রবীজমতিবিষা লজ্জা চেতি সচূর্ণিতম্।
ক্ষৌদ্রতণ্ডুলতোয়াভ্যাং জয়েৎ পীত্বা প্রবাহিকাম্॥
সর্ব্বাতিসারশমনং সর্ব্বশূলনিসূদনম্।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি সূতিকাতঙ্কমেব চ।
এতদ্গঙ্গাধরং চূর্ণং সরিদ্বেগাবরোধনম্॥

মুতা, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ইন্দ্রযব, বালা, আম্রকেশী, আতইচ ও বরাক্রান্তা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত সেবনীয়। ইহাতে গ্রহণী, অতীসার ও সূতিকা রোগ নষ্ট হয়।

মধ্যগঙ্গাধরচূর্ণম্।

বিল্বং শৃঙ্গাটকদলং দাড়িম্বদলমেব চ।
সমুস্তাতিবিষা চৈব সর্জ্জং শ্বেতঞ্চ ধাতকী॥
মরিচং পিপ্পলী শুণ্ঠী দার্ব্বী ভূনিম্ব নিম্বকম্।
জম্বু রসাঞ্জনঞ্চৈব কুটজস্য ফলং তথা॥
পাঠা সমঙ্গা হ্রীবেরং শাল্মলীবেষ্টমেব চ।
শক্রাশনং ভৃঙ্গরাজচূর্ণং দেয়ং সমং সমম্॥
কুটজস্য ত্বচশ্চূর্ণং সর্ব্বচূর্ণসমং মতম্।
এতদ্গঙ্গাধরং নাম মহচ্চূর্ণং মহাগুণম্॥
নানাবর্ণমতীসারং চিরজং বহুরূপিণম্।
দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি তৃষ্ণাং কাসঞ্চ দুর্জ্জয়ম্॥
জ্বরঞ্চ বিবিধং হন্তি শোথঞ্চৈব সুদারুণম্।
অরুচিং পাণ্ডুরোগঞ্চ হন্যাদেব ন সংশয়ঃ।
ছাগীদুগ্ধেন মণ্ডেন মধুনা বাথ লেহয়েৎ॥

বেলশুঁঠ, পানিফলপত্র, দাড়িমপত্র, মুতা, আতইচ, শ্বেতধূনা, ধাইফুল, মরিচ, পিঁপুল, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা, চিরাতা, নিমছাল, জামছাল, রসোত, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বরাক্রান্তা, বালা, মোচরস, সিদ্ধিপত্র ও ভৃঙ্গরাজ ইহাদের প্রত্যেকের ছালচূর্ণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ, অন্নের মণ্ড অথবা মধু। ইহা গ্রহণী ও অতিসারাদি নানারোগের মহৌষধ। মাত্রা ১ মাষা।

বৃহদ্গঙ্গাধরচূর্ণম্।

বিল্বং মোচরসং পাঠা ধাতকী ধান্যমেব চ।
হ্রীবেরং নাগরং মুস্তং তথৈবাতিবিষা সমম্॥
অহিফেনং লোধ্রকঞ্চ দাড়িমং কুটজং তথা।
পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ॥
তক্রেণ খাদয়েৎ প্রাতশ্চূর্ণং গঙ্গাধরং বৃহৎ।
জ্বরমষ্টবিধং হন্যাদতীসারং সুদুস্তরম্।
গ্রহণীং বিবিধাঞ্চৈব কোষ্ঠব্যাধিহরং পরম্॥

বেলশুঁঠ, মোচরস, আকনাদি, ধাইফুল, ধনিয়া, বালা, শুঁঠ, মুতা, আতইচ, অহিফেন, লোধ, কচি দাড়িমফলের ছাল, কুড়চিছাল, পারা ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ। একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ মাষা। অনুপান তক্র বা আতপতণ্ডুলোদক। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী ও অতীসার প্রভৃতি বিবিধ পীড়া সত্বর উপশমিত হয়।

স্বল্প লবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্।

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং বিল্বং পাঠা চ শাল্মলী।
জীরকং ধাতকীপুষ্পং লোধ্রেন্দ্রযব বালকম্।
ধান্যং সর্জ্জরসং শৃঙ্গী পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
সমঙ্গা যাবশূকঞ্চ সৈন্ধবং সরসাঞ্জনম্॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
শময়েদগ্নিমান্দ্যঞ্চ সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ॥

নানাবর্ণমতীসারং সশোথাং পাণ্ডুকামলাম্।
ইদমষ্টীলিকাং হন্তি কাসং শ্বাসং জ্বরং বমিম্।
সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।

লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, আকনাদি, মোচরস, জীরা, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধনিয়া, শ্বেতধূনা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিঁপুল, শুঁঠ, বরাক্রান্তা, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও রসোত এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ১০ রতি হইতে ২০ রতি পর্য্যন্ত। অনুপান তণ্ডুলোদক, মধু বা ছাগদুগ্ধ। ইহা দ্বারা অগ্নিমান্দ্য, সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

বৃহল্লবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্।

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং পিপ্পলী মরিচানি চ।
সৈন্ধবং হবুষা ধান্যং কট্‌ফলং পুষ্করং তথা।
জাতীকোষফলাজাজী সৌবর্চ্চল রসাঞ্জনম্।
ধাতকী মোচকং পাঠা পত্রং তালীশ কেশরম্॥
চিত্রকঞ্চ বিড়ঞ্চৈব তুম্বুরুর্বিল্বমেব চ।
ত্বগেলা পিপ্পলীমূলমজমোদা যমানিকা॥
সমঙ্গা বৎসকং শুণ্ঠী দাড়িমং যাবশূকজম্।
নিম্বং সর্জ্জরসং ক্ষারং সামুদ্রং টঙ্গনং তথা।
হ্রীবেরং কুটজঞ্চৈব জম্বাম্রং কটুরোহিণী।
অভ্রকং পুটিতং লৌহং শুদ্ধ গন্ধক পারদম্।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
মধুনা বা লিহেচ্চূর্ণং পিবেত্তণ্ডুলবারিণা॥
সর্ব্বদোষহরঞ্চৈব গ্রহণীং হন্তি দুস্তরাম্।
বাতিকীং পৈত্তিকীঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকীং সান্নিপাতিকীম্।
পক্কাপক্কমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্।
কৃষ্ণারুণঞ্চ পীতঞ্চ মাংসধাবনসন্নিভম্॥
জ্বরারোচকমন্দাগ্নিং কাসং শ্বাসং বমিং তথা।
অম্লপিত্তং তথা হিক্কাং প্রমেহঞ্চ হলীমকম্॥
পাণ্ডুরোগঞ্চ বিষ্টম্ভমর্শাংসি বিবিধানি চ।
প্লীহ গুল্মোদরানাহ শোথাতীসার পীনসান্॥
আমবাতং তথাজীর্ণং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।
উদরং প্রদরঞ্চৈব লবঙ্গাদ্যমিদং শুভম্॥

লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধব, হবুষ, ধনিয়া, কট্‌ফল, কুড়, জয়িত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণজীরা, সচললবণ, রসোত, ধাইফুল, মোচরস, আকনাদি, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিট্‌লবণ, ধনিয়া (মতান্তরে তিক্তলাউ), বেলশুঁঠ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, পিঁপুলমূল, বনযমানী, যমানী, বরাক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, দাড়িম ফলের ছাল, যবক্ষার, নিমছাল, শ্বেতধূনা, সাচিক্ষার, (মতান্তরে সমুদ্রফেনা), সোহাগার খই, বালা, কুড়চিমূলের ছাল, জামছাল, আমছাল কট্‌কী, অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। অনুপান মধু বা তণ্ডুলোদক। ইহা দ্বারা গ্রহণী ও অতীসার প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

মহল্লবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্।

লবঙ্গং জীরকং কৌন্তী সৈন্ধবং ত্রিসুগন্ধকম্।
অজমোদা যমানী চ মুস্তকং সকটুত্রয়ম্॥
ত্রিফলা শতপুষ্পা চ পাঠা ভূনিম্ব গোক্ষুরম্।
জাতীকোষফলে দার্ব্বী নলদং চন্দনং মুরা॥
শটী মধুরিকা মেথী টঙ্গনং কৃষ্ণজীরকম্।
ক্ষারদ্বয়ং বালকঞ্চ বিল্বং পৌষ্করকং তথা॥
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং বিড়ঙ্গং সধনীয়কম্।
রসাভ্রগন্ধকং লৌহং সমং সর্ব্বং বিচূর্ণিতম্॥
উষ্ণোদকানুপানেন সমাগ্নের্দীপনং পরম্।
শীততোয়ানুপানৈর্বা বুদ্ধা দোষগতিং ভিষক্॥

আমাতিসারং গ্রহণীং চিরকালোত্থিতামপি।
শূলং বিষ্টম্ভমানাহং বিসূচীং শোথকামলে।
হলীমকং পাণ্ডুরোগং হন্তি কাসং বিশেষতঃ।
লবঙ্গাদ্যং মহচ্চূর্ণং শর্করাসহিতং পিবেৎ।
আধ্মানং শময়েচ্ছীঘ্রং লবঙ্গস্যানুপানতঃ।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হ্যেতল্লোকানুগ্রহহেতবে।

লবঙ্গ, জীরা, রেণুক, সৈন্ধব, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, বনযমানী, যমানী, মুতা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শুলফা, আকনাদি, চিরাতা, গোক্ষুর, জয়িত্রী, জায়ফল, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, (কোন মতে জটামাংসী), রক্তচন্দন, মুরামাংসী, শটী, মউরী, মেথী, সোহাগার খই, কৃষ্ণজীরা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বালা, বেলশুঁঠ, কুড়, চিতামূল, পিঁপুলমূল, বিড়ঙ্গ, ধনিয়া, পারদ, অভ্র, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। দোষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া শীতল জল বা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে অতীসার প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

স্বল্পনায়িকাচূর্ণম্।

ত্রিশাণং পঞ্চলবণং প্রত্যেকং ত্র্যষণং পিচু।
গন্ধকান্ মাষকানষ্টৌ চত্বারো মাষকা রসাৎ।
ইন্দ্রাশনাৎ পলং শানত্রিতয়াধিকমিষ্যতে।
খাদেন্মিশ্রীকৃতাচ্ছানমনুপেয়ঞ্চ কাঞ্জিকম্॥
মাষকাদি ক্রমেণৈবমনুযোজ্যং রসায়নম্।
অত্যন্তাগ্নিকরঞ্চৈতদ্ভোজনং সার্ব্বকামিকম্।
প্রসিদ্ধা যোগিনী নারী তয়া প্রোক্তং রসায়নম্।
গ্রহণীনাশনং হ্যেতদগ্নিসন্দীপনং পরম্।

পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১।০ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ অর্দ্ধ তোলা, সিদ্ধিপত্র ৯।০ তোলা, উত্তমরূপ চূর্ণিত ও একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা এক মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত বর্দ্ধনীয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধিকারক ও গ্রহণীরোগনাশক।

বৃহন্নায়িকাচূর্ণম্।

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্।
ভল্লাতকং যমানী চ হিঙ্গুলবণপঞ্চকম্।
গৃহধূমো বচা কুষ্ঠং ঘনমভ্রক গন্ধকম্।
ক্ষারত্রয়ং চাজমোদা পারদো গজপিপ্পলী।
অমীষাং চূর্ণকং যাবৎ তাবচ্ছক্রাশনস্য চ।
অভ্যর্চ্চ্য নায়িকাং প্রাতর্যোগিনীং কামরূপিণীম্।
বিড়ালপদমাত্রন্তু ভক্ষিতঞ্চাস্য গুণকম্।
মন্দাগ্নি কাস দুর্নাম প্লীহ পাণ্ডু চিরজ্বরান্।
প্রমেহং শোথং বিষ্টম্ভং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।
সর্ব্বাতীসারহরণং সর্ব্বশূলনিসূদনম্।
আমবাতগদচ্ছেদি সূতিকাতঙ্কনাশনম্।
ন চ তে ব্যাধয়ঃ সন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ।
চূর্ণং হস্ত্যাদদঃ সিদ্ধিং গুণকং নায়িকাকৃতম্।
বাযাম্ন মাষমভ্যঙ্গ স্নানং পিশিতভোজনম্॥
কাঞ্জিকাম্লং সদা পথ্যং দগ্ধমীনস্তথা দধি।
কাষ্ঠমপ্যুদরে যস্য ভক্ষণাদ্ যাতি জীর্ণতাম্।

(কলিঙ্গাতিবিষা ধান্য চব্যং জাতীফলং সমম্। ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ দৃশ্যতে।)

চিতামূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ভেলার মুটী, যমানী, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, ঝুল, বচ, কুড়, মুতা, অভ্র, গন্ধক, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, বনযমানী, পারদ ও গজপিপ্পলী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান, এবং সমষ্টির সমান সিদ্ধিচূর্ণ। একত্র উত্তমরূপে

পেষণ করিয়া লইবে। যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। পথ্য কাঞ্জিক, দধি ও মাংস প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে অতিশয় অগ্নিদীপ্তি এবং গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

গ্রহণীশার্দ্দূলচূর্ণম্।

রস গন্ধক লৌহাভ্রং হিঙ্গুর্লবণ পঞ্চকম্।
হরিদ্রে কুষ্ঠকঞ্চৈব বচা মুস্তং বিড়ঙ্গকম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রমজমোদা যমানিকা।
গজোপকুল্যা ক্ষারাণি তথৈব গৃহধূমকম্॥
এতেষাং কার্ষিকং চূর্ণং বিজয়াচূর্ণকং সমম্।
মাসদ্বয়মিদং চূর্ণং শালিতণ্ডুলবারিণা॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় গ্রহণীগদনাশনম্।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বড়বানলসন্নিভম্॥
সর্ব্বাতীসারশমনং তৃষ্ণাজ্বরবিনাশনম্।
পক্বাপক্বমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্॥
আমাতীসারমখিলং বিশেষাৎ শ্বয়থুং জয়েৎ।
অসাধ্যাং গ্রহণীং হন্তি পাণ্ডু প্লীহ চিরজ্বরান্।
গ্রহণীশার্দ্দূলচূর্ণং সর্ব্বরোগকুলান্তকম্॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, বচ, মুতা, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, বনযমানী, যমানী, গজপিপ্পলী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা ও ঝুল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ কর্ষ এবং সকল চূর্ণ সমষ্টির সমান সিদ্ধিচূর্ণ, একত্র মর্দ্দিত করিবে। মাত্রা ২ মাষা। অনুপান তণ্ডুলোদক। প্রাতে সেবনীয়। ইহাদ্বারা অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হয় এবং গ্রহণী ও অতীসার প্রভৃতি নানা রোগ সত্বর উপশমিত হইয়া থাকে।

জাতীফলাদি চূর্ণম্।

জাতীফলং বিড়ঙ্গানি চিত্রকং তগরং তথা।
তালীশং চন্দনং শুণ্ঠী লবঙ্গঞ্চোপকুঞ্চিকা॥
কর্পূরঞ্চাভয়া ধাত্রী মরিচং পিপ্পলী ত্বগা।
এষামক্ষসমান্ ভাগান্ চাতুর্জাতকসংযুতান্॥
পলানি সপ্ত ভঙ্গস্য সিতা সর্ব্বসমা তথা।
এতচ্চূর্ণং জয়েৎ কাসং ক্ষয়ং শ্বাসমরোচকম্॥
গ্রহণীমতিসারঞ্চ বহ্নিমান্দ্যং সপীনসম্।
বাতশ্লেষ্মভবান্ রোগান্ প্রতিশ্যায়াংশ্চদুঃসহান্॥

জায়ফল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, তগরপাদুকা অভাবে সিউলীছোপ, কোন মতে তগর অভাবে পাতাড়ি, তালিশপত্র, রক্তচন্দন, শুঁঠ, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কর্পূর, হরীতকী, আমলা, মরিচ, পিপ্পলী, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৭ পল, সমুদায় চূর্ণের সমান চিনি। সমুদায় উত্তমরূপে একত্র মর্দ্দিত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ মাষা। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণী, অতীসার, অগ্নিমান্দ্য ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

জীরকাদ্যং চূর্ণম্।

জীরকং টঙ্গনং মুস্তং পাঠা বিল্বং সধান্যকম্।
বালকং শতপুষ্পা চ দাড়িমং কুটজং তথা॥
সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং ব্যোষঞ্চৈব ত্রিজাতকম্।
মোচরসং কলিঙ্গঞ্চ ব্যোম গন্ধকপারদৌ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবজ্জাতীফলানি চ।
এতৎ প্রাশিতমাত্রেণ গ্রহণীং দুস্তরাং জয়েৎ॥
অতীসারং নিহন্ত্যাশু সামং নানাবিধং তথা।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ মন্দাগ্নিঞ্চ বিশেষতঃ।
জীরকাদ্যমিদং চূর্ণমগস্ত্যেন প্রকাশিতম্॥

জীরা, সোহাগার খই, মুতা, আকনাদি, বেলশুঁঠ, ধনিয়া, বালা, শুলফা, দাড়িমফলের ছাল, কুড়চিমূলের ছাল, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অভ্র, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, চূর্ণসমষ্টির সমান জায়ফলচূর্ণ; এই সমুদায় একত্র করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ৬ রতি। এই চূর্ণ সেবনে গ্রহণী, অতীসার প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

মার্কণ্ডেয়চূর্ণম্।

শুদ্ধসূতং গন্ধকঞ্চ হিঙ্গুলং টঙ্গনং তথা।
ব্যোষং জাতীফলঞ্চৈব লবঙ্গং তেজপত্রকম্॥
এলাবীজং চিত্রকঞ্চ মুস্তকং গজপিপ্পলী।
নাগরং সজলঞ্চাভ্রং ধাতকাতিবিষা তথা॥
শিগ্রুজং শাল্মলঞ্চৈবমহিফেনং পলাংশকম্।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
খাদেদস্যাং প্রতিদিনং মাষকং সিতয়া সহ।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি মন্দাগ্নিঞ্চ বিনাশয়েৎ॥
ধাতুবৃদ্ধিং বয়োবৃদ্ধিং বলপুষ্টিং করোত্যপি।
মার্কণ্ডেয়মিদং চূর্ণং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্॥

পারা, গন্ধক, হিঙ্গুল, সোহাগার খই, ত্রিকটু, জায়ফল, লবঙ্গ, তেজপত্র, এলাইচ, চিতামূল, মুতা, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, বালা, অভ্র, ধাইফুল, আতইচ, সজিনাবীজ, মোচরস ও অহিফেন প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণিত ও মর্দ্দিত করিয়া লইবে। চিনির সহিত ১ মাষা পরিমাণে সেব্য। ইহা দ্বারা সংগ্রহগ্রহণী নিবারিত হয়।

কঞ্চটাবলেহঃ।

প্রস্থে পচেৎ কঞ্চটতালমূল্যোঃ
সিতার্দ্ধপ্রস্থং শৃত পাদশেষে।
ততোঽক্ষমাত্রাণি সমানি দত্বা-
চ্চূর্ণানি ধীরো বিধিবৎ তদেষাম্॥
সমঙ্গা ধাতকী পাঠা বিল্বং মুস্তাথ পিপ্পলী।
শক্রকাতিবিষা ক্ষার সৌবর্চ্চল রসাঞ্জনম্॥
শাল্মলীবেষ্টকঞ্চৈব সর্ব্বং সিদ্ধে নিধাপয়েৎ।
শীতে চ মধুনশ্চাত্র কুড়বার্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ॥
অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যথাকালং প্রমাণতঃ।
সর্ব্বাতিসারং শময়েৎ সংগ্রহগ্রহণীং তথা॥
অম্লপিত্তকৃতং দোষমুদরং সর্ব্বরূপিণম্।
বিকারান্ কোষ্ঠজান্ হন্তি তথা শূলমরোচকম্॥

(কঞ্চটতালমূল্যোঃ প্রত্যেকস্যাষ্টপলানি। জলস্য ষোড়শ শরাবাঃ। শেষঃ চতুঃশরাবাঃ। সিতাষ্টপলং দত্বা চ পক্বা সমঙ্গাদিচূর্ণপ্রক্ষেপঃ কার্য্যঃ। শীতে মধু পলচতুষ্টয়মিতি গোপালদাসঃ। মধুনঃ পলদ্বয়মিত্যন্যে।)

কাঁচড়াদাম ১ সের, তালমূলী ১ সের, ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ ক্বাথে চিনি ১ সের দিয়া পাক করিয়া সিকি অবশিষ্ট থাকিতে তাহাতে বরাক্রান্তা, ধাইফুল, আকনাদি, বেলশুঁঠ, মুতা, পিঁপুল, সিদ্ধিপত্র, আতইচ, যবক্ষার, সচললবণ, রসোত ও মোচরস ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে মধু।০ এক পোয়া মিলিত করিয়া লইবে। দোষ, বল ও কাল বিবেচনা করিয়া ইহার মাত্রা ব্যবস্থা করিবে।

ইহাদ্বারা অতীসার, সংগ্রহগ্রহণী, অম্ল-পিত্ত, উদররোগ, কোষ্ঠজ বিকার, শূল ও অরুচি পীড়া নিবারিত হয়।

দশমূলগুড়ঃ।

দশমূল্যাঃ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ পচেদ্ গুড়তুলাং ভিষক্॥
আর্দ্রকস্বরসপ্রস্থং দত্ত্বা মৃদ্বগ্নিনা ততঃ।
লেহীভূতে প্রদাতব্যং চূর্ণমেষাং পলং পলম্॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্।
হিঙ্গু ভল্লাতকঞ্চৈব বিড়ঙ্গমজমোদকম্।
দ্বৌ ক্ষারৌ চিত্রকং চব্যং পঞ্চৈব লবণানি চ।
দত্ত্বা সুমথিতং কৃত্বা স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
কোলমাত্রং ততঃ খাদেৎ প্রাতঃ প্রাতর্বিচক্ষণঃ॥
হন্তি মন্দানলং শোথমামজং গ্রহণীমপি॥
আমং সর্ব্বভবং শূলং প্লীহানমুদরং তথা।
মন্দানলভবং রোগং বিষ্টম্ভং গুদজানি চ।
জ্বরং চিরন্তনং হন্তি তমিস্রং ভানুমানিব॥

দশমূল মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথে পুরাতন গুড় ১২॥০ সের ও আদার রস ৪ সের একত্র করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। লেহবৎ ঘন হইলে পিঁপুল, পিঁপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, হিঙ্গু, ভেলার মুটী, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, চঁই ও পঞ্চলবণ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১ পল করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে স্নিগ্ধভাণ্ড-মধ্যে রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, আমজ গ্রহণী, প্লীহা ও জ্বর প্রভৃতি অনেক রোগ নিবারিত হয়।

কল্যাণগুড়ঃ।

প্রস্থত্রয়ঞ্চামলকীরসস্য
শুষ্কস্য দত্ত্বার্দ্ধতুলাং গুড়স্য।
চূর্ণীকৃতৈর্গ্রন্থিক জীর চব্য-
ব্যোষেভকৃষ্ণা হবুষাজমোদৈঃ॥
বিড়ঙ্গ সিন্ধু ত্রিফলা যমানী
পাঠাগ্নি ধান্যৈশ্চ পলপ্রমাণৈঃ।
দত্ত্বা ত্রিবৃচ্চূর্ণপলানি চাষ্টা-
বষ্টৌ চ তৈলস্য পচেদ্ যথাবৎ॥
তং ভক্ষয়েদক্ষ ফল প্রমাণং
যথেষ্টচেষ্টং ত্রিসুগন্ধিযুক্তম্।
অনেন সর্ব্বে গ্রহণীবিকারাঃ
সশ্বাস কাস স্বরভেদ শোথাঃ॥
শাম্যন্তি চায়ং চিরমন্তরাগ্নে-
র্হতস্য পুংস্ত্বস্য চ বৃদ্ধিহেতুঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ বন্ধ্যাময়নাশনোঽয়ং
কল্যাণকো নাম গুড়ঃ প্রদিষ্টঃ॥
ত্রিবৃতাং ভর্জ্জয়েত্তত্র সম্যক্ তৈলে চিকিৎসকাঃ।
তত্রোক্তমানসাধর্ম্ম্যাৎ ত্রিসুগন্ধি পলং পৃথক্॥

আমলকীর রস ১২॥০ সের, পুরাতন গুড় ৬।০ সের একত্র পাক করিবে এবং তাহাতে পিঁপুলমূল, জীরা, চঁই, ত্রিকটু, গজপিঁপুল, হবুষ, বনযমানী, আকনাদি, চিতামূল ও ধনিয়া, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক ১ পল, তেউড়ীচূর্ণ ৮ পল, প্রথমে তেউড়ীচূর্ণ তৈলে ঈষৎ ভাজিয়া লইবে, তিলতৈল ৮ পল এবং গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ প্রত্যেক ১ পল নিক্ষেপ করিবে। মাত্রা ১ তোলা। এই গুড় সেবনে সকল প্রকার গ্রহণী রোগ, শ্বাস, কাস, স্বরভেদ ও শোথাদি রোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

কুষ্মাণ্ডগুড়কল্যাণকঃ।

কুষ্মাণ্ডকানাং রূঢ়ানাং সুস্বিন্নং নিষ্কুলত্বচাম্।
সর্পিঃপ্রস্থে পলশতং তাম্রপাত্রে শনৈঃ পচেৎ॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকং হস্তিপিপ্পলী।
ধান্যকানি বিড়ঙ্গানি যমানী মরিচানি চ॥
ত্রিফলা চাজমোদা চ কলিঙ্গাজাজী সৈন্ধবম্।
একৈকস্য পলঞ্চৈব ত্রিবৃদষ্টপলং ভবেৎ॥
তৈলস্য চ পলান্যষ্টৌ গুড়পঞ্চাশদেব তু।
প্রস্থৈস্ত্রিভিঃ সমেতন্তু রসমামলকস্য চ॥
যদা দর্ব্বীপ্রলেপস্তু তদৈনমবতারয়েৎ।
যথাশক্তি গুড়ীকুর্য্যাৎ কর্ষকর্ষার্দ্ধমানতঃ।
অনেন বিধিনা চৈব প্রযুক্তন্তু জয়েদিমান্॥
দুর্ব্বারান্ গ্রহণীরোগান্ কুষ্ঠার্শোভগন্দরান্।
জ্বর দুর্নাম হৃদ্রোগ গুল্মোদর বিসূচিকাঃ॥
কামলাপাণ্ডুরোগাংশ্চ প্রমেহাংশ্চৈব বিংশতিম্।
প্লীহানং বাতরক্তঞ্চ দদ্রু চর্ম্ম হলীমকান্॥
কফ পিত্তানিলান্ সর্ব্বান্ প্ররূঢ়াংশ্চ ব্যপোহতি।
ব্যাধিক্ষীণা বয়ঃক্ষীণাঃ স্ত্রীষু ক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ॥
তেষাং বৃষ্যশ্চ বল্যশ্চ বয়ঃস্থাপন এব চ।
গুড়কুষ্মাণ্ডকো নাম বন্ধ্যানাং গর্ভদঃ পরঃ॥

সুপক্ক কুষ্মাণ্ডশস্য ১২॥০ সের, ঘৃত ৪ সের। পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, ধন্যা, বিড়ঙ্গ, যমানী, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বনযমানী, ইন্দ্রযব, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ১ পল, তেউড়ীমূল ৮ পল। তিলতৈল ৮ পল, গুড় ৫০ পল, আমলকীর রস ১২ সের। এই সমুদায় দ্রব্য একত্র তাম্রপাত্রে যথাবিধি পাক করিয়া ঘন হইলে নামাইবে। মাত্রা ১ তোলা। এই ঔষধ সেবনে গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ রোগ উপশমিত হয়। ইহা অতি উৎকৃষ্ট রসায়ন ঔষধ।

মুস্তকাদিমোদকঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং লবঙ্গং জীরকদ্বয়ম্।
যমান্যৌ দ্বে মধুরিকা নাগবল্লীদলং তথা॥
শতপুষ্পা বরী ধান্যং চাতুর্জাতং তথা তুগা।
মেথী জাতীফলং গ্রাহ্যং প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্॥
মুস্তকং ষট্পলং দেয়ং সিতা চ দ্বিগুণা মতা।
গ্রহণীং হন্ত্যতীসারং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥
অজীর্ণমামদোষঞ্চ বিসূচীমপি দারুণাম্।
পুষ্টিং দেহস্য জনয়েদ্বলবর্ণাগ্নিবৃদ্ধিকৃৎ।
বলীপলিত দৌর্ব্বল্যং ক্ষপয়েন্মুস্তমোদকঃ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, মৌরী, পান, শুল্ফা, শতমূলী, ধন্যা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, মেথী ও জায়ফল প্রত্যেক ২ তোলা, মুতা ৪৮ তোলা, চিনি সর্ব্বদ্বিগুণ অর্থাৎ ৩ সের। যথাবিধি পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা। শীতল জলের সহিত সায়ংকালে সেব্য। ইহা সেবনে গ্রহণী, অতীসার, মন্দাগ্নি, অরুচি, অজীর্ণ, আমদোষ ও বিসূচিকা রোগ নষ্ট হইয়া বল, বীর্য্য ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

কামেশ্বরমোদকঃ।

ধাত্রী সৈন্ধব কুষ্ঠ কট্ফল কণা শুণ্ঠী যমানীদ্বয়ং
ষষ্টী জীরকযুগ্ম ধান্যক শটী শৃঙ্গী বচা কেশরম্।
তালীশং ত্রিসুগন্ধিকং সমরিচং পথ্যাক্রমেভিঃসমং
চূর্ণীকৃত্যমনাকস্ববীজসহিতংভৃষ্টা তু শক্রাশনম্
সর্ব্বেষাং দ্বিগুণাং সিতাং
সুবিমলাং যত্নাদ্ ভিষঙ্ নিক্ষিপেৎ

ক্ষৌদ্রঞ্চাপি ঘৃতং প্রশস্ত-
দিবসে কুর্য্যাচ্ছুভান্ মোদকান্।
কর্পূরৈরবচূর্ণিতানপিহিতান্
দত্ত্বা তিলান্ ভর্জিতান্
গোপ্যোহয়ং ক্ষিতিমণ্ডলে-
হমিতধিয়াং পাষণ্ডিনামগ্রতঃ॥
আধিব্যাধিহরঃ পরঃ ক্ষয়হরঃ কুষ্ঠাপহো বৃংহণঃ
স্ত্রীণাং তোষকরো মৃগত্যতি-
করঃ শুক্রাগ্নিবৃদ্ধিপ্রদঃ।
কাসশ্বাস বলাস রোগনিচয় প্রধ্বংসনঃ প্রাণিনাং
প্রোক্তো রক্ষস্তেন সর্ব্ব-
সুখদঃ কামেশ্বরো মোদকঃ॥
গ্রহগণপরিহীনঃ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবীণঃ
কলিতবিমলকীর্ত্তিঃ প্রাপ্তকন্দর্পমূর্ত্তিঃ
বিগতসকলভীতির্গীতবাদ্যাঙ্গনীতি-
র্ভবতি ভুবি স দেবো যেন ভুক্তঃ প্রযত্নাৎ॥
রহসি যুবতিখেলাসম্পুটাকর্ষহর্ষাদ্
গময়তি যুবতীনাং কেলিকৌতূহলেন।
যদি কথমপি ভুক্তো ভোজনাদাবথান্তে
সুরত রভসমুষ্টৈর্নষ্টকামঃ প্রকামম্॥
যস্মান্নব্যবৃহস্পতিস্তনুধিয়ো যস্মাৎ সদা বীর্য্যবান্
যস্মাদুন্মদ দাক্ষিণাত্য যুবতী সম্ভোগ কৌতূহলী
যস্মাৎ কাব্যকুতূহলং সুকবিতা সঞ্জায়তে লীলয়া
শ্রীমদ্ভিঃ প্রতিবাসরং ক্ষিতিতলে
স সেব্যতাং মোদকঃ॥

আমলকী, সৈন্ধব, কুড়, কট্‌ফল, পিঁপুল, শুঁঠ, যমানী, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, মরিচ, হরীতকী ও বহেড়া, প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, সকলের সমান ঈষৎ ভর্জ্জিত বীজসহিত সিদ্ধিচূর্ণ, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। প্রথমে পাকযোগ্য জল দিয়া চিনি পাক করিবে, গাঢ় হইলে আমলকীচূর্ণ প্রভৃতি প্রক্ষেপ দিবে; পাক সম্পন্ন হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু দিয়া অর্দ্ধ তোলা প্রমাণ মোদক বান্ধিবে। পরে ভাজা তিলচূর্ণ ও কর্পূর দ্বারা অধিবাসিত করিবে। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি নানাবিধ রোগের শান্তি এবং বল, বীর্য্য ও রতিশক্তি বার্দ্ধিত হইয়া থাকে।

(মহা) শ্রীকামেশ্বরমোদকঃ।

সম্যগ্মারিতমভ্রকং কটফলং কুষ্ঠাশ্বগন্ধামৃতা
মেথী মোচরসো বিদারিমুষলী গোক্ষুরকক্ষেক্ষুরঃ
রম্ভাকন্দ শতাবরী ত্বজমুদা
মাংসী তিলা ধান্যকং
হৈমী নাগবলা কচূর মদনে
জাতীফলং সৈন্ধবম্॥
ভার্গী কর্কটশৃঙ্গকং ত্রিকটুকং জীরদ্বয়ং চিত্রকং
চাতুর্জ্জাত পুনর্নবা গজকণা দ্রাক্ষা শটী বালকম্।
শাল্মল্যজ্ঝি ফলত্রিকং
কপিভবং বীজং সমং চূর্ণয়েৎ
চূর্ণাংশা বিজয়া সিতা
দ্বিগুণিতা মধ্বাজ্যয়োঃ পিণ্ডিতম্॥
কর্ষাংশা গুড়িকার্দ্ধকর্ষ-
মথবা সেব্যা সদা কামিভিঃ
সেব্যং ক্ষীরসিতং সুবীর্য্য-
করণং স্তম্ভেহপ্যয়ং কামিনাম্।
বামাবশ্যকরঃ সুখাতিসুখদো বহ্বঙ্গনাদ্রাবণঃ
ক্ষীণে পুষ্টিকরঃ ক্ষতক্ষয়হরো হন্যাচ্চ সর্ব্বাময়ান্
কাসশ্বাসমহাতিসারশমনঃ কামাগ্নিসন্দীপনো
দুর্নাম গ্রহণী প্রমেহনিবহ শ্লেষ্মাতিরেকপ্রণুৎ।
নিত্যানন্দকরো বিশেষ-
কবিতাবাচাং বিলাসোদ্ভবং
ধত্তে সর্ব্বগুণং মহাস্থিরমতি-
র্বালো নিতান্তোৎসবঃ॥

অভ্যাসেন নিহন্তি মৃত্যু-
পলিতে কামেশ্বরো বাসরাৎ
সর্ব্বেষাং হিতকারিণা নিগ-
দিতঃ শ্রীনিত্যনাথেন সঃ।
বৃদ্ধানাং মদনোদয়োদয়করঃ প্রৌঢ়াঙ্গনাসঙ্গমে
সিংহোঽয়ং সমদৃষ্টিপ্রত্যয়-
করো ভূপৈঃ সদা সেব্যতাম্॥
(তন্ত্রান্তরেঽস্যৈব মহাকামেশ্বরসংজ্ঞা।)

অভ্র, কট্‌ফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুরবীজ, কুলেখাড়াবীজ, কদলীমূল, শতমূলী, যমানী, জটামাংসী, তিলতণ্ডুল, ধনে, শটী, গোরক্ষচাকুলে, গন্ধমাত্রা, ময়নাফল, জায়ফল, সৈন্ধব, বামনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্নবা, গজপিপ্পলী, দ্রাক্ষা, শটী, বালা, শিমুলমূল, ত্রিফলা ও আলকুশীবীজ প্রত্যেক ১ তোলা, সিদ্ধিচূর্ণ ৪২ তোলা, চিনি ১৬৮ তোলা। পাকযোগ্য জল দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। শীতল হইলে ঘৃত ও মধু দিয়া মোদক বান্ধিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। মোদক ভক্ষণান্তে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও চিনি খাইবে। ইহাতে কাস, শ্বাস, গ্রহণী ও অতীসারাদি বিবিধ রোগের শান্তি হয় এবং ইন্দ্রিয়শক্তি প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়।

মদনমোদকঃ।

ত্রৈলোক্যবিজয়াপত্রং সবীজং ঘৃতভর্জ্জিতম্।
সমে শিলাতলে পশ্চাচ্চূর্ণয়েদতিচিক্বণম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী কুষ্ঠ ধান্যক সৈন্ধবম্।
শটী তালীশ পত্রে চ কট্‌ফলং নাগকেশরম্॥
অজমোদা যমানী চ যষ্টীমধুকমেব চ।
মেথী জীরকযুগ্মঞ্চ গৃহীত্বা শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদেব তদৌষধম্।
তাবদেব সিতা দেয়া যাবদায়াতি বন্ধনম্॥
ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং মোদকং পরিকল্পয়েৎ।
ত্রিসুগন্ধিসমাযুক্তং কর্পূরেণাধিবাসয়েৎ॥
স্থাপয়েদ্ ঘৃতভাণ্ডে চ শ্রীমন্মদনমোদকম্।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় বাতশ্লেষ্মবিনাশনম্॥
কাসঘ্নং সর্ব্বশূলঘ্নমামবাতবিনাশনম্।
সর্ব্বরোগহরো হ্যেষ সংগ্রহগ্রহণীহরঃ॥
এতস্য সততাভ্যাসাদ্ বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে।
ব্রহ্মণঃ প্রমুখাৎ শ্রুত্বা বাসুদেবে জগৎপতৌ॥
এষ কামবিবৃদ্ধ্যর্থং নারদপ্রতিপাদিতঃ।
যেন লক্ষং বরস্ত্রীণাং রেমে স যদুনন্দনঃ॥

দুগ্ধসিদ্ধ ও ঘৃতভর্জ্জিত সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ ২১ তোলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, ধনে, সৈন্ধব, শটী, তালীশপত্র, তেজপত্র, কট্‌ফল, নাগেশ্বর, বনযমানী, যমানী, যষ্টিমধু, মেথী, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা অর্থাৎ সমুদায়ে ২১ তোলা, চিনি ৮৪ তোলা। পাক যোগ্য জল দিয়া এই সকল পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচচূর্ণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া এবং অল্প কর্পূরচূর্ণ মিলিত করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধুর সহিত ২ তোলা পরিমাণে মোদক বান্ধিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা বিবেচনা করিয়া দিবে। প্রাতে সেবনীয়। ইহা দ্বারা গ্রহণী ও কাসাদি পীড়া নষ্ট হয়।

মেথীমোদকঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং জীরকদ্বয় ধান্তকে।
কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী যমানী সৈন্ধবং বিড়ম্‌॥
তালীশকেশরে পত্রং ত্বগেলা চ ফলং তথা।
জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ মুরা কর্পূর চন্দনে॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদেব তু মেথিকা।
সংচূর্ণ্য মোদকঃ কার্য্যঃ পুরাতনগুড়েন চ॥
ঘৃতেন মধুনা কিঞ্চিৎ খাদিতোঽগ্নিবলং যথা।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং সাম্যে মেদে মতৌষধম্‌॥
বলবর্ণকরো হোষ সংগ্রহগ্রহণীহরঃ।
প্রমেহান্‌ বিংশতিং হন্তি মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীম্‌॥
পাণ্ডুরোগং তথা কাসং যক্ষ্মাণং হন্তি কামলাম্‌।
স্তনৌ চ পতিতৌ গাঢ়ৌ স্যাতাং তালফলোপমৌ॥
দৃষ্টিপ্রসাদনশ্চৈব নারীণাঞ্চৈব পুত্রদঃ।
ভাষিতঃ কামদেবেন মেথীমোদকসংজ্ঞকঃ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, জীরা, কৃষ্ণ-জীরা, ধনে, কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক্‌, এলাইচ, জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, মুরামাংসী, কর্পূর ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, চূর্ণ সমষ্টির সমান মেথীচূর্ণ। সকল চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড়। উপযুক্ত জল দিয়া পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিলিত করিয়া রাখিবে। ইহা উপ-যুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অগ্নি বর্দ্ধিত এবং সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

বৃহন্মেথীমোদকঃ।

ত্রিফলা ধান্তকং মুস্তং শুণ্ঠী মরিচ পিপ্পলম্‌।
কট্‌ফলং সৈন্ধবং শৃঙ্গী জীরকদ্বয় পুষ্করম্‌॥
যমানী কেশরং পত্রং তালীশং বিড়মেব চ।
জাতীফলং ত্বগেলা চ জয়িত্রীন্দু লবঙ্গকম্‌॥
শতপুষ্পা মুরামাংসী যষ্টীমধুক পদ্মকম্‌।
চব্যং মধুরিকা দারু সর্ব্বমেতৎ সমং ভবেৎ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রা তু মেথিকা।
সিতয়া মোদকঃ কার্য্যো ঘৃত মাধ্বীক সংযুতঃ॥
ভক্ষিতঃ প্রাতরুত্থায় যথাদোষানুপানতঃ।
হন্তি মন্দানলান্‌ সর্ব্বানামদোষং বিশেষতঃ॥
মহাগ্নিজননো বৃষ্যশ্চামবাতনিসূদনঃ।
গ্রহণ্যর্শোবিকারঘ্নঃ প্লীহপাণ্ডুগদাপহঃ॥
প্রমেহান্‌ বিংশতিং হন্তি কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্‌।
ছর্দ্দ্যতীসারশমনঃ সর্ব্বারুচিবিনাশনঃ।
মেথীমোদকনামায়ং পতঞ্জলিবিনির্ম্মিতঃ॥

ত্রিফলা, ধনে, মুতা, শুঁঠ, মরিচ, পিঁপুল, কট্‌ফল, সৈন্ধবলবণ, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, যমানী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, তালীশপত্র, বিট্‌-লবণ, জায়ফল, গুড়ত্বক্‌, এলাইচ, জয়িত্রী, কর্পূর, লবঙ্গ, শুল্‌ফা, মুরা-মাংসী, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, চঁই, মউরী ও দেবদারু প্রত্যেক চূর্ণ সমান, সর্ব্বসমান মেথীচূর্ণ। চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাকযোগ্য জল দিয়া পাক করিবে। নামাইয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিলিত করিয়া লইবে। প্রাতে সেবনীয়। অনু-পান দোষ বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা এই মোদক সেবনে অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

জীরকাদিমোদকঃ।

শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং জীরং পলাষ্টকমিতং শুভম্‌।
তদর্দ্ধং বিজয়াবীজং ভর্জ্জিতং বস্ত্রপূতকম্‌॥

অয়শ্চূর্ণং তথা বঙ্গমভ্রকং কর্ষমানতঃ।
মধুরিকা চ তালীশং জাতীকোষফলে তথা॥
ধান্যকং ত্রিফলা চৈব চাতুর্জাতং লবঙ্গকম্।
শৈলেয়ং চন্দনে দ্বে চ মাংসী দ্রাক্ষা শটী তথা॥
টঙ্গনং কুন্দুরুর্যষ্টি তুগা কক্কোল বালকম্।
গাঙ্গেরুস্ত্রিকটুশ্চৈব ধাতকী বিশ্বমর্জ্জুনম্॥
শতপুষ্পা দেবদারু কর্পূরং সপ্রিয়ঙ্গুকম্।
জীরকং শাল্মলঞ্চৈব কটুকা পদ্মনালুকে॥
এষাং কর্ষসমং চূর্ণং গৃহ্লীয়াৎ কুশলো ভিষক্।
মধ্বাজ্যশর্করাভিশ্চ মোদকং পরিকল্পয়েৎ॥
ভুক্তঃ কর্ষমিতস্তস্য প্রত্যহং প্রাতরুত্থিতঃ।
শীততোয়ানুপানেন সর্ব্বগ্রহণিকাং জয়েৎ॥
আমদোষাবৃতে পিত্তে বহ্নিমান্দ্যে তথৈব চ।
রক্তাতিসারেঽতিসারে প্রযোজ্যো বিষমজ্বরে॥
সশব্দং ঘোরং গম্ভীরং হন্তি সদ্যো ন সংশয়ঃ।
অম্লপিত্ত কৃতং দোষমুদরং সর্ব্বরূপিণম্॥
সর্ব্বাতীসারং শময়েৎ সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।
একজং দ্বন্দ্বজং চৈব দোষত্রয়কৃতং তথা॥
বিকারং কোষ্ঠজঞ্চৈব হন্তি শূলমরোচকম্।
ভাষিতো বৃষ্ণিনাথেন জন্তুনাং হিতকারকঃ॥

(জীরকচূর্ণ পলানি ৮, বিজয়াবীজচূর্ণ পলানি ৪, লৌহাদিনালুকান্তানাং প্রত্যেকং কর্ষঃ ১, সর্ব্বদ্বিগুণা সিতা, ঘৃতমধুভ্যাং বন্ধনম্।)

শ্লক্ষ্ণ চূর্ণিত জীরা ৮ পল, ঘৃতভর্জিত ও বস্ত্রপূত সিদ্ধিবীজ চূর্ণ ৪ পল, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, মউরী, তালীশপত্র, জয়িত্রী, জায়ফল, ধনে, ত্রিফলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, দ্রাক্ষা, শটী, সোহাগার খই, কুন্দুরখোটী, যষ্টিমধু, বংশলোচন, কাঁকলা, বালা, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, অর্জ্জুনছাল, শুল্‌ফা, দেবদারু, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরস, কট্‌কী, পদ্মকাষ্ঠ ও নালুকা ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ১ কর্ষ। সকল সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। পাকশেষে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিলিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ১ তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে সেবনীয়। এই জীরকাদি মোদক সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী ও অম্লপিত্তাদি নানা রোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

বৃহজ্জীরকাদিমোদকঃ।

জীরকং কৃষ্ণজীবঞ্চ কুষ্ঠং শুণ্ঠী চ পিপ্পলী।
মরিচং ত্রিফলা ত্বক্ চ পত্রমেলা চ কেশরম্॥
শুভা লবঙ্গং শৈলেয়ং চন্দনং শ্বেতচন্দনম্।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জাতীকোষফলে তথা॥
যষ্টি মধুরিকা মাংসী মুস্তং সচলকং শটী।
ধান্যকং দেবতাড়ঞ্চ মুরা দ্রাক্ষা নখী তথা॥
শতপুষ্পা পদ্মকঞ্চ মেথী চ সুরদারু চ।
সজলং নালুকা চৈব সৈন্ধবং গজপিপ্পলী॥
কর্পূরং বনিতা চৈব কুন্দখোটী সমাংশকম্।
লৌহমভ্রক বঙ্গানাং দ্বিভাগং তত্র দাপয়েৎ।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
সর্ব্বচূর্ণসমং দেয়ং ভৃষ্টজীরকচূর্ণকম্॥
সিতা দ্বিগুণিতা দেয়া মোদকং পরিকল্পয়েৎ।
ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং মোদকঞ্চ ভিষগ্বরঃ॥
খাদয়েৎ প্রাতরুত্থায় যথাদোষবলাবলম্।
গব্যং সশর্করঞ্চৈব হ্যনুপানং প্রযোজয়েৎ॥
অশীতিং বাতজানেষ চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্।
সর্ব্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
নানাবর্ণমতীসারং বিশেষাদামসম্ভবম্।
শূলমষ্টবিধং হন্তি অর্শোরোগং চিরোদ্ভবম্॥
জীর্ণজ্বরঞ্চ সততং বিষমজ্বরমেব চ।
স্ত্রীণাঞ্চৈবানপত্যানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাম্॥
পুষ্পকৃৎ পুত্রকৃচ্চৈব বলবর্ণকরঃ পরঃ।
সূতিকারোগমত্যুগ্রং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

প্রদরং নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ ।
দাহং সার্ব্বাঙ্গিকঞ্চৈব বাতপিত্তোত্থিতঞ্চ যৎ ॥
অয়ং সর্ব্বগদোচ্ছেদী বৃহজ্জীরকমোদকঃ ॥

জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, ত্রিফলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, লবঙ্গ, শৈলজ, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জয়িত্রী, জায়ফল, যষ্টিমধু, মউরী, জটামাংসী, মুতা, সচললবণ, শটী, ধনে, দেবতাড়, মুরামাংসী, দ্রাক্ষা, নখী, শুল্ফা, পদ্মকাষ্ঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, নালুকা, সৈন্ধবলবণ, গজপিপ্পলী, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু ও কুন্দুরখোটী ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ। লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ প্রত্যেক ২ ভাগ। সমুদয় চূর্ণের সমান ভর্জিত জীরকচূর্ণ। সর্ব্ব সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। চিনি পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে চূর্ণ সকল নিক্ষেপ করিয়া নামাইয়া শীতল হইলে ঘৃত ও মধু দিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রাতে গব্যদুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী, অতীসার, প্রদর ও সূতিকাদি নানাবিধ রোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

অগ্নিকুমারমোদকঃ ।

উশীরং বালকং মুস্তং ত্বক্‌পত্রে নাগকেশরম্ ।
জীরদ্বয়ঞ্চ শৃঙ্গী চ কট্‌ফলং পুষ্করং শটী ॥
ত্রিকটু বিল্বকং ধান্যং জাতীফল লবঙ্গকম্ ।
কর্পূরং কান্তলৌহঞ্চ শৈলজং বংশলোচনম্ ॥
এলাবীজং জটামাংসী রাস্না তগরপাদুকা ।
সমঙ্গাতিবলা চাভ্রং মুরা বঙ্গং তথৈব চ ॥
অন্যচূর্ণৈঃ সমা মেথী চূর্ণার্দ্ধং বিজয়ারজঃ ।
শর্করা মধু সংযুক্তং মোদকং পরিকল্পয়েৎ ॥
কর্ষমেকপ্রমাণন্তু খাদয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ ।
শীততোয়ানুপানেন চাজেন পয়সাথবা ॥
গ্রহণীং দুস্তরাং হন্তি শ্বাসং কাসমতীব চ ।
আমবাতমগ্নিমান্দ্যং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্ ॥
বিবন্ধানাহশূলঞ্চ নরুং প্লীহোদরাণি চ ।
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি মোদকোঽগ্নিকুমারকঃ ॥
উদাবর্ত্তগুল্মরোগোদরামযবিনাশনঃ ॥

বেণার মূল, বালা, মুতা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, নাগেশ্বর, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, কুড়, শটী, ত্রিকটু, বেলশুঁঠ, ধনে, জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর, কান্তলৌহ, শৈলজ, বংশলোচন, এলাইচ, জটামাংসী, রাস্না, তগরপাদুকা, বরাক্রান্তা, বেড়েলা, অভ্র, মুরামাংসী ও বঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ; এই সকল চূর্ণের সমান মেথীচূর্ণ। সমুদায় চূর্ণের অর্দ্ধেক শোধিত সিদ্ধিপত্রচূর্ণ। সকল চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। পাক করিয়া মধু মিলিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। শীতল জল অথবা ছাগদুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অতি দুঃসাধ্য গ্রহণী, শ্বাস, কাস, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, জীর্ণজ্বর ও প্লীহা প্রভৃতি নানারোগ নিবারিত হয়।

স্বল্পচুক্রসন্ধানম্ ।

যন্মস্বাদি শুচৌ ভাণ্ডে সগুড় ক্ষৌদ্র কাঞ্জিকম্ ।
ধান্যরাশৌ ত্রিরাত্রস্থং শুক্তং চুক্রং তদুচ্যতে ॥
দ্বিগুণং গুড় মধ্বারনাল মস্ত ক্রমাদ্ বিদুঃ ॥
গ্রহণীঞ্চাতিসারঞ্চ চুক্রমেতদ্বিনাশয়েৎ ॥

পরিষ্কৃত ভাণ্ডে গুড় ১ ভাগ, মধু ২ ভাগ, কাঁজি ৪ ভাগ ও দধির মাত ৮ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া ধান্য-রাশির মধ্যে ৩ দিবস রাখিলে উহা বিকৃত হইয়া যায়। ঐ বিকৃত বস্তুর নাম শুক্ত বা চুক্র। ইহা সেবনে গ্রহণী ও অতিসারাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বৃহচ্চুক্রসন্ধানম্।

প্রস্থং তণ্ডুলতোয়তস্তুষজলাৎ প্রস্থত্রয়ং চাম্লতঃ।
প্রস্থার্দ্ধং দধিতোঽম্লমূলকপলান্যষ্টৌ গুড়াম্মানিকে॥
মাক্ষৌ শোধিতশৃঙ্গবেরশকলাদ্
দ্বে সিন্ধুজাজ্যোঃ পলে।
দ্বে কৃষ্ণোসণয়োর্নিশাপলযুগং
নিক্ষিপ্য ভাণ্ডে দৃঢে॥
স্নিগ্ধে ধান্যযবাদিরাশি নিহিত.
ত্রীন্ বাসরান্ স্থাপয়েদ্।
গ্রীষ্মে তোয়ধরাত্যয়ে চ চতুরে:
বর্ষাস্ত পুষ্পাগমে।
ষট্ শীতেঽষ্টদিনান্যতঃ পরমিদং
বিস্রাব্য সংচূর্ণয়েৎ।
চাতুর্জাতপলেন সংস্কৃতমিদং
শুক্তঞ্চ চুক্রঞ্চ তৎ॥
হন্যাদ্বাত কফামদোষজনিতান্
নানাবিধানাময়ান্।
দুর্নামানি চ শূলগুল্ম জঠরান্
হন্ত্যানলং দীপয়েৎ॥

একটী কলসে তণ্ডুলোদক ৪ সের, কাঁজি ১২ সের, দধি ২ সের, কাঁজির অধঃস্থিত সিটি ১ সের, গুড় ২ সের একত্র নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহাতে ত্বক্‌রহিত খণ্ড খণ্ড আদা ২ সের, সৈন্ধবলবণ, জীরা, মরিচ, পিঁপুল ও হরিদ্রা প্রত্যেক ২ পল এই সকল প্রদান করিয়া শরা ঢাকা দিয়া উত্তমরূপে মুখ লিপ্ত করিয়া ধান্যরাশির অভ্যন্তরে স্থাপিত করিবে। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে ৩ দিন, বর্ষা কালে ৪ দিন, বসন্তকালে ৬ দিন ও শীতকালে ৮ দিন পর্য্যন্ত ধান্যাদির মধ্যে রাখিবে। অনন্তর ধান্যরাশির অভ্যন্তর হইতে ভাণ্ড উদ্ধার করিয়া গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা উত্তমরূপে তাহাতে মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহার নাম বৃহৎ শুক্ত বা বৃহৎ চুক্র। ইহা মন্দাগ্নি প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট করে।

কঠিন্যাদিপেয়া।

কঠিনা পলসংখ্যাতা সিতা চার্দ্ধপলা মতা।
বব্বূলস্য চ নির্যাসো গ্রাহ্যোঽর্দ্ধপলসম্মিতঃ॥
গ্রাহ্যা মধুরিকা দারু সিতা কর্ষমিতা শুভা।
একীকৃত্য মনাক্ ক্ষুণ্ণং তোয়মষ্টপলং তথা॥
মৃদ্ভাজনে পরিস্থাপ্য সংরক্ষেন্নিশি যত্নতঃ।
স্রাবয়িত্বা পিবেৎ প্রাতঃ স্বচ্ছাংশমুপরি স্থিতম্॥
প্রবাহিকায়াং পিত্তাস্রে গ্রহণ্যাঞ্চ প্রশস্যতে।
লবঙ্গ ধান্যসংযুক্তমম্লপিত্তে মতৌষধম্॥
সশোণিতেঽতিসারে চ শস্তং বিল্বসমাযুতম্॥

ফুলখড়ি ৮ তোলা, মিছরি ৪ তোলা, গঁদ ৪ তোলা, মউরী ২ তোলা ও দারু চিনি ২ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য ঈষৎ কুট্টিত করিয়া রাত্রিতে কোন মৃৎপাত্রে ১ সের জলে ভিজাইয়া রাখিবে, প্রাতে ছাঁকিয়া লইবে। সেই জল কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া তাহার উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ পান

করাইবে। ইহা গ্রহণী, প্রবাহিকা ও রক্তপিত্তে প্রযোজ্য। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকলের সহিত লবঙ্গ ২ তোলা ও ধনে ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া পেয়া প্রস্তুত করিলে অম্লপিত্তে এবং ২ তোলা বেলশুঁঠ সহযোগে প্রস্তুত করিলে রক্তাতীসারে বিশেষ উপকার করে।

আয়ামকাঞ্জিকম্ ।

বাট্যস্য দদ্যাদ্ যবশক্তুকানাং
পৃথক্ পৃথক্ চাঢ়কসংমিতঞ্চ ।
মধ্যপ্রমাণানি চ মূলকানি
দদ্যাচ্চতুঃষষ্টি সুকল্পিতানি ॥
দ্রোণেঽম্ভসঃ প্রাপ্য ঘটে সুধৌতে
দদ্যাদিদং ভেষজজাতমুক্তম্ ।
ক্ষারদ্বয়ং তুম্বুরু বস্তগন্ধা
ধনীয়কং স্যাদ্ বিড় সৈন্ধবঞ্চ ॥
সৌবর্চ্চলং হিঙ্গু শিবাটিকাঞ্চ
চব্যঞ্চ দদ্যাদ্ দ্বিপলপ্রমাণম্ ।
ইমানি চান্যানি পলোন্মিতানি
বিবর্জ্জরীকৃত্য ঘটে ক্ষিপেচ্চ ॥
কৃষ্ণামজাজীমুপকুঞ্চিকাঞ্চ
তথাস্তরীং কারবীং চিত্রকঞ্চ ।
পক্ষস্থিতঞ্চেদ্ বলবর্ণদেহ-
বয়স্করঞ্চাতি বলপ্রদঞ্চ ॥
কান্ জীবয়ামীতি যতঃ প্রবৃত্তং
তৎ কাঞ্জিকেতি প্রবদন্তি চৈতৎ ॥
আয়ামকালাজ্জরয়েচ্চ ভুক্ত-
মায়ামিকেতি প্রবদন্তি চৈতৎ ।
দকোদরং প্লীহরুজাঞ্চ গুল্মং
হৃদ্রোগমানাহমরোচকঞ্চ ॥
মন্দাগ্নিতাং কোষ্ঠগতঞ্চ শূল-
মর্শোবিকারান্ সভগন্দরাংশ্চ ।
বাতাময়ানাশু নিহন্তি সর্ব্বান্
সংসেব্যমানং বিধিবন্নরাণাম্ ॥

(নিস্তুষদরদলিতযবে চতুর্দ্দশগুণজলদানাৎ সাধিতো মণ্ডো বাট্যঃ। তস্য পলানি ৬৪। তথা যবশক্তু পলানি ৬৪।)

১৪ গুণ জলে প্রস্তুত নিস্তুষ যবমণ্ড ৮ সের, যবের ছাতু ৮ সের, মধ্যবিধ মূলা খণ্ড খণ্ড ৮ সের, এই সমুদায় দ্রব্য পরিষ্কৃত কলসে রাখিয়া ৬৪ সের জল দিয়া তাহাতে যবক্ষার, সাচিক্ষার, তম্বুরু, যমানী, ধনিয়া, বিট্, সৈন্ধব ও সচললবণ, হিঙ্গু, বংশপত্রী ও চৈ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল। পিঁপুল, জীরা, স্থূল কৃষ্ণজীরা, রাইসর্ষপ, সূক্ষ্ম কৃষ্ণজীরা ও চিতামূল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল। এই সমুদায় মিশ্রিত করিয়া ১৫ দিবস আবৃত কলসে রাখিয়া দিবে। পরে উহা বিকৃত হইলে উহাকে আয়ামকাঞ্জিক কহে। যাম শব্দের অর্থ এক প্রহর কাল। এক প্রহরের মধ্যে ভুক্ত বস্তুকে জীর্ণ করিয়া রোগীর জীবন প্রদান করে বলিয়া ইহার নাম আয়ামকাঞ্জিক। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও আনাহ প্রভৃতি নানা রোগ নিবারিত হয়।

অষ্টপলং ঘৃতম্ ।

ত্র্যূষণত্রিফলাকল্কে বিল্বমাত্রে গুড়াৎ পলে ।
সর্পিষোঽষ্টপলং পক্বা মাত্রাং মন্দানলঃ পিবেৎ ॥

মরিচ, পিঁপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মিলিত ১ পল, গুড় ১

পল; এই সকল কল্ক সহিত ঘৃত ৮ পল অর্থাৎ ৬৪ তোলা, ৩২ পল জলে যথারীতি পাক করিবে। রোগীর বল ও অগ্নি বিবেচনা করিয়া ঔষধের মাত্রা নির্ণয় করিবে। ইহার নাম অষ্টপল ঘৃত। এই ঘৃত সেবন করিলে, সত্বর গ্রহণী ও মন্দাগ্নির নিবৃত্তি হয়।

বিল্বগর্ভঘৃতম্।

মসূরস্য কষায়েণ বিল্বগর্ভং পচেদ্ঘৃতম্।
হন্তি কুক্ষ্যাময়ান্ সর্ব্বান্ গ্রহণীপাণ্ডুকামলাঃ।
কেবলং ব্রীহিপ্রাণ্যঙ্গক্বাথো ব্যুষ্টস্তু দোষলঃ॥

ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ বেলশুঁঠ ১ সের ও ক্বাথার্থ মসূরদাইল ৮ সের, জল ৬৪ সের, অবশিষ্ট ১৬ সের। মসূরের ক্বাথ ও বেলশুঁঠের কল্ক দ্বারা যথারীতি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, কুক্ষিস্থ সর্ব্বপ্রকার রোগ বিশেষতঃ উদরাময়, গ্রহণী, পাণ্ডু ও কামলারোগ বিনষ্ট হয়। ধান্য, যব, কলাই ইত্যাদি ও ছাগাদি পশুর মাংস; ও ক্বাথ সদ্য প্রস্তুত করিয়া ঔষধার্থ ব্যবহার করিবে। উক্ত ক্বাথ সমূহ বাসি হইলেই দূষিত হয়। অতএব মসূরাদির ক্বাথ সদ্য প্রস্তুত করিয়া লইবে।

শুণ্ঠীঘৃতম্।

বিশ্বৌষধস্য কল্কেন দশমূলজলে শৃতম্।
ঘৃতং নিহন্ত্যাচ্ছ্বয়থুং গ্রহণীং সামতামিদম্॥

শুণ্ঠীর কল্ক ও দশমূলের ক্বাথ সহিত পূর্ব্বোক্তরূপে ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে, শোথ এবং গ্রহণীনাড়ী সমাশ্রিত আমদোষের নিবৃত্তি হয়।

নাগরঘৃতম্।

ঘৃতং নাগরকল্কেন সিদ্ধং বাতানুলোমনম্।
গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নং প্লীহকাসজ্বরাপহম্॥

ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ উত্তমরূপে কুট্টিত বা পেষিত শুঁঠ ১ সের। কল্ক-পাকার্থ জল ১৬ সের। উপযুক্ত পরিমাণে শুণ্ঠীর কল্ক সহিত ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে, বায়ু সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং গ্রহণী, পাণ্ডু, প্লীহা, কাস ও জ্বর প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হয়।

চিত্রকঘৃতম্।

চিত্রকক্বাথকল্কাভ্যাং গ্রহণীঘ্নং শৃতং হবিঃ॥
গুল্মশোথোদরপ্লীহশূলার্শোঘ্নং প্রদীপনম্॥

চিতার ক্বাথ ও কল্কদ্বারা যথারীতি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, গ্রহণী, গুল্ম, শোথ, উদর, প্লীহা, শূল ও অর্শঃ বিনষ্ট এবং অগ্নি বৃদ্ধি হয়। ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ উত্তমরূপে পেষিত বা কুট্টিত চিতার মূল ১ সের ও ক্বাথার্থ চিতামূল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ঘৃত পাক হইলে ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

বিল্বাদিঘৃতম্।

বিল্বাগ্নি চব্যার্দ্রক শৃঙ্গবের-
ক্বাথেন কল্কেন চ সিদ্ধমাজ্যম্।
সচ্ছাগদুগ্ধং গ্রহণীগদোত্থ-
শোথাগ্নিমান্দ্যারুচিনুদ্বরিষ্ঠম্॥

ঘৃত ৪ সের, এবং কল্কার্থ বেলশুঁঠ প্রভৃতি ১ সের ও ক্বাথার্থ বেলশুঁঠ প্রভৃতি ৮ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের ও ছাগদুগ্ধ ৪ সের; বেলশুঁঠ, চিতা, চৈঁ ও আদা; ইহাদের ক্বাথ ও কল্ক এবং ছাগদুগ্ধ; এই সকল দ্রব্যের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, গ্রহণী-জন্য শোথ, মন্দাগ্নি ও অরুচি প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। এই ঘৃত পাকে তিন গুণ ক্বাথ এবং ঘৃতের সমান ছাগদুগ্ধ দিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, চারি গুণ ক্বাথ দিতে হইবে।

চাঙ্গেরীঘৃতম্।

নাগরং পিপ্পলীমূলং চিত্রকো হস্তিপিপ্পলী।
শ্বদংষ্ট্রা পিপ্পলী ধান্যং বিল্বং পাঠা যমানিকা॥
চাঙ্গেরীস্বরসে সর্পিঃ কল্কৈরেতৈর্বিপাচয়েৎ।
চতুর্গুণেন দধ্না চ তদ্ঘৃতং কফবাতনুৎ॥
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং মূত্রকৃচ্ছ্রং প্রবাহিকাম্।
গুদভ্রংশার্ত্তিমানাহং ঘৃতমেতদ্ব্যপোহতি॥
(দধিসাহচর্য্যাচ্চাঙ্গেরীস্বরসশ্চতুর্গুণঃ।)

ঘৃত ৪ সের, আমরুলের রস ১৬ সের, দধিমস্তু ১৬ সের। কল্কার্থ শুঁঠ, পিঁপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, গোক্ষুর, পিঁপুল, ধন্যা, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও যমানী মিলিত ১ সের। এই ঘৃত বাতশ্লেষ্মঘ্ন। ইহা পান করিলে গ্রহণী ও প্রবাহিকা প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

মরিচাদ্যং ঘৃতম্।

মরিচং পিপ্পলীমূলং নাগরং পিপ্পলী তথা।
ভল্লাতকং যমানী চ বিড়ঙ্গং হস্তিপিপ্পলী॥
হিঙ্গু সৌবর্চ্চলঞ্চৈব বিড় সৈন্ধব চব্যথ।
সামুদ্রং সযবক্ষারং চিত্রকো বচয়া সহ॥
এতৈরর্দ্ধপলৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দশমূলীরসে সিদ্ধং পয়সা দ্বিগুণেন চ॥
মন্দাগ্নীনাং হিতং শ্রেষ্ঠং গ্রহণীদোষনাশনম্।
বিষ্টম্ভমামং দৌর্ব্বল্যং প্লীহানঞ্চাপকর্ষতি॥
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ঞ্চাপি দুর্নাম সভগন্দরম্।
কফজান্ হন্তি রোগাংশ্চ বাতজান্ ক্রিমিসম্ভবান্॥
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু শুষ্কং দারুর্ব্বনলো যথা॥

গব্য ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ দশমূল মিলিত ৬।০ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের, দুগ্ধ ৮ সের। কল্ক দ্রব্য যথা—মরিচ, পিঁপুলমূল, শুঁঠ, পিঁপুল, ভেলার মুটী, যমানী, বিড়ঙ্গ, গজপিঁপুল, হিঙ্গু, সচললবণ, বিট, সৈন্ধব, করকচ লবণ, চৈই, যবক্ষার, চিতামূল ও বচ ইহাদের প্রত্যেক অর্দ্ধপল। এই ঘৃত পান করিলে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণীদোষ, প্লীহা ও কাস প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

মহাষট্‌পলকং ঘৃতম্।

সৌবর্চ্চলং পঞ্চকোলং সৈন্ধবং হবুষং বিড়ম্।
অজমোদাং যবক্ষারং হিঙ্গুং জীরকমৌদ্ভিদম্॥
কৃষ্ণাজাজীং সভূতীকং কল্কীকৃত্য পলার্দ্ধকম্।
আর্দ্রকস্বরসং চুক্রং ক্ষীর মস্তারনালকম্॥

দশমূলকষায়েণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ভক্তেন সহ পাতব্যং নির্ভক্তং বা বিচক্ষণৈঃ॥
ক্রিমি প্লীহোদরাজীর্ণ জ্বর কুষ্ঠ প্রবাহিকাঃ।
মহাষট্পলকং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

ঘৃত ৪ সের। দশমূলের কাথ ৪ সের। আদার রস ৪ সের। চুক্র ৪ সের। দুগ্ধ ৪ সের। দধির মাত ৪ সের। কাঁজি ৪ সের। কল্কার্থ সচললবণ, মিলিত পঞ্চকোল, সৈন্ধবলবণ, হবুষ, বিটলবণ, বনযমানী, যবক্ষার, হিঙ্গু, জীরা, পাঙ্গালবণ, কৃষ্ণজীরা ও যমানী প্রত্যেক ৪ তোলা। এই ঘৃত অন্নের সহিত বা শুদ্ধ সেবনীয়। ইহা ক্রিমি, জ্বর ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে ব্যবস্থেয়।

তাম্রযোগঃ।

স্থাল্যাং সংমর্দ্দ্য দাতব্যৌ মাসকৌ রসগন্ধকৌ।
নখক্ষুণ্ণং তদুপরি তণ্ডুলীয়ং দ্বিমাসকম্।
ততো নৈপালং তাম্রাদি পিধায় সুকরালিতম্।
পাংশুনা পূরয়েদূর্দ্ধং সর্ব্বাং স্থালীং ততোঽনলঃ।
স্থাল্যধো নালিকাং যাবদ্দেয়স্তেন মৃতস্য চ।
তাম্রী তাম্রস্য রক্তৈকা ত্রিফলাচূর্ণরক্তিকঃ॥
ক্রমণস্য চ রক্তৈকা বিড়ঙ্গস্য চ ত্বন্মধু।
ঘৃতেনালোড্য লেঢ়ব্যং প্রথমে দিবসে ততঃ॥
রক্তিবৃদ্ধিঃ প্রতিদিনং কার্য্যা তাম্রাদিষু ত্রিষু।
স্থিরা বিড়ঙ্গ রক্তিস্তু যদা ভেদো বিরক্তিতঃ॥
তদা বিড়ঙ্গমধিকং দদ্যাদ্রক্তিদ্বয়ং পুনঃ।
দ্বাদশাহং যোগবৃদ্ধিস্ততো হ্রাসক্রমোঽপ্যয়ম্॥
গ্রহণীমম্লপিত্তঞ্চ ক্ষয়ং শূলঞ্চ সর্ব্বদা।
তাম্রযোগো জয়ত্যেষ বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥

রস ও গন্ধক ২ মাষা, ক্ষুধাবতী বটিকোক্ত বিধানক্রমে শোধিত করিয়া মর্দ্দন করতঃ কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। তৎপরে ঐ কজ্জলী দৃঢ় ও নূতন একটী মৃতপাত্রে সংস্থাপন করতঃ অঙ্গুলিদ্বয়দ্বারা তদুপরি চাঁপানটের মূলের চূর্ণ ২ মাষা বিন্যস্ত করিবে। অনন্তর ১৫ মাষা পরিমিত অতি পাতলা কর্ণবেধ যোগ্য আমরুলের রসে শোধিত নেপালদেশীয় একখণ্ড তাম্রপত্র দ্বারা ঐ ঔষধ ঢাকিয়া রাখিবে এবং ভক্তসিক্থক দ্বারা ঐ তাম্রপত্রের ছিদ্র সকল আবৃত করতঃ বালুকা দ্বারা মৃৎপাত্রটী পূর্ণ করিবে এবং জলন্ত অনলোপরি স্থাপন করতঃ তাম্রভস্ম হওয়া পর্য্যন্ত অগ্নি সন্তাপে রাখিবে। পরে পাত্র নামাইয়া শীতল হইলে, উপরিস্থিত বালুকাগুলি বাহির করিয়া ফেলিবে এবং দেখিবে উহাতে ঐ রস, গন্ধক ও তাম্রপত্র ভস্মীভূত হইয়া চূর্ণবৎ ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। এই ঔষধ ১ রতি, ত্রিফলাচূর্ণ, ১ রতি ও বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা আলোড়ন করতঃ লেহন করিয়া সেবন করিবে। অনুপান শীতল জল। প্রথম দিনে এইরূপ সেবন করিবে এবং প্রত্যহ তাম্রাদি সপ্তদ্রব্য ক্রমে এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিবে, কিন্তু বিড়ঙ্গের চূর্ণ ঠিক ঐ রূপই থাকিবে, তবে ভেদ করাইবার আবশ্যক হইলে বিড়ঙ্গচূর্ণ ২ রতি অধিক প্রদান করিবে। দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত এক এক রতি করিয়া ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। দ্বাদশ দিনের পর এক এক রতি করিয়া মাত্রায় হ্রাস করিবে। উক্ত ঔষধের সহিত ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণেরও

বৃদ্ধি ও হ্রাস করিতে হইবে। কিন্তু বিড়ঙ্গের মাত্রা ঠিকই থাকিবে। যদি রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে এবং বিরেচন আবশ্যক বোধ হয় তবে বিড়ঙ্গচূর্ণ ২ রতি দিবে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই তাম্রযোগ সেবনে গ্রহণী, অম্লপিত্ত, ক্ষয় ও শূলরোগ নাশ এবং সত্বর বল, বর্ণ ও অগ্নিবৃদ্ধি করে।

বিল্বতৈলম্।

তুলার্দ্ধং শুষ্কবিল্বস্য তুলার্দ্ধং দশমূলতঃ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥
আর্দ্রকস্য রসপ্রস্থমারনালং তথৈব চ।
তৈলপ্রস্থং সমাদায় ক্ষীরপ্রস্থং তথৈব চ।
ধাতকী বিল্বঃ কুষ্ঠঞ্চ শটী রাস্না পুনর্নবা।
ত্রিকটু পিপ্পলীমূলং চিত্রকং গজপিপ্পলী॥
দেবদারু বচঃ কুষ্ঠং মোচকং কটুরোহিণী।
তেজপত্রাজমোদে চ জীবনীয়গণস্তথা॥
এষামর্দ্ধ পলান্ ভাগান্ পাচয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
এতদ্ধি বিল্বতৈলাখ্যং মন্দাগ্নীনাং প্রশস্যতে॥
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি চাতিসারমরোচকম্।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি চার্শসামপি নাশনম্॥
শ্লীপদং বিবিধং হন্তি অন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ।
কফবাতোদ্ভবং শোথং জ্বরমাশু ব্যপোহতি॥
কাসং শ্বাসঞ্চ গুল্মঞ্চ পাণ্ডুরোগবিনাশনম্।
মক্কল্লশূলশমনং সূতিকাতঙ্কনাশনম্॥
মূঢ়গর্ভে চ দাতব্যং মূঢ়বাতানুলোমনম্।
শিরোরোগহরঞ্চৈব স্ত্রীণাং গদনিসূদনম্॥
রজোদুষ্টাশ্চ যা নার্য্যো রেতোদুষ্টাশ্চ যে নরাঃ।
তেঽতিতারুণ্যশুক্রাঢ্যা ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ॥
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং শূরং পণ্ডিতমেব চ।
বিল্বতৈলমিতি খ্যাতমাত্রেয়েণ বিনির্ম্মিতম॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ বেলশুঁঠ ৬।০ সের, দশমূল মিলিত ৬।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। আদার রস ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ ধাইফুল, বেলশুঁঠ, কুড়, শটী, রাস্না, পুনর্নবা, ত্রিকটু, পিঁপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, দেবদারু, বচ, কুড়, মোচরস, কট্‌কী, তেজপত্র, বনযমানী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সংগ্রহগ্রহণী, অতীসার ও সূতিকারোগ প্রভৃতি নানা ব্যাধি নষ্ট হয়।

গ্রহণীমিহিরতৈলম্।

ধন্যাকং ধাতকী লোধ্রং সমঙ্গাতিবিষা শিবা।
উশীরং বারিবাহঞ্চ জলং মোচং রসাঞ্জনম্॥
বিল্বং নীলোৎপলং পত্রং কেশরং পদ্মকেশরম্।
গুড়ূচীন্দ্রযবঃ শ্যামা পদ্মকং কটুরোহিণী।
তগরং নলদং ভৃঙ্গং কেশরাজঃ পুনর্নবা।
আম্র জম্ব্বু কদম্বানাং ত্বচঃ কুটজবল্কলম্॥
যমানী জীরকশ্চৈষাং কার্ষিকাণি প্রকল্পয়েৎ।
তৈলপ্রস্থং পচেৎ সম্যক্ তক্রেণাম্লতমেন বা॥
কুটজত্বক্‌কষায়েণ ধান্যকক্কথিতেন বা।
বুদ্ধা দোষগতিং তত্ত্ব তথান্যৌষধবারিণা॥
এতদ্রসায়নবরং বলীপলিতনাশনম্।
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্॥
জ্বরং তৃষ্ণাং তথা কাসং হিক্কাং শ্বাসং বমিং ভ্রমিম্।
সোপদ্রবং কোষ্ঠরুজং নাশয়েৎ সত্যমেবহি॥
অর্শাংসি কামলাং মেহং শ্বয়থুং শূলমুল্বণম্।
এতদ্ধি বৃংহণং বৃষ্যং সর্ব্বরোগনিবর্হণম্॥
বশীকরণমেতদ্ধি পুষ্যযোগে বিপাচয়েৎ।
সায়ং স্ত্রীষু প্রকর্ত্তব্যং প্রত্যূষে রাজসংসদি॥

বিবাহাদিষু মাঙ্গল্যং বিবাদে বিজয়প্রদম্।
গর্ভস্তু চলিতস্যাপি স্থাপনং পরমং শুভম্॥
গর্ভারম্ভে প্রকর্ত্তব্যমেতদ্ গর্ভবিবর্দ্ধনম্।
গ্রহণীমিহিরং নাম তৈলং ভুবনমঙ্গলম্॥

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ ধন্যা, ধাইফুল, লোধ, বরাক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, বেণার মূল, মুতা, বালা, মোচরস, রসোত, বেলশুঁঠ, নীলোৎপল, তেজপত্র, নাগেশ্বর, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, শ্যামালতা, পদ্মকাষ্ঠ, কট্‌কী, তগরপাদুকা, জটামাংসী, দারুচিনি; কেশুরিয়া, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল, কদমছাল, কুড়চিছাল, যমানী ও জীরা প্রত্যেক ২ তোলা। ক্বাথার্থ কুড়চিছাল ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, অথবা ধন্যা ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, অথবা তক্র ১৬ সের। অথবা দোষানুসারে অন্য কোন গ্রহণীনাশক দ্রব্যের ক্বাথ ১৬ সের। এই সমুদায় ক্বাথ ও তক্র সহিত তৈল পাক করিতে হইবে না; রোগের প্রকৃতি অনুসারে শুদ্ধ তক্র অথবা যে কোন একটী ক্বাথের সহিত পাক করিলেই চলিবে। এই তৈল মর্দ্দনে গ্রহণী ও অতীসার প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয়।

বৃহদ্‌গ্রহণীমিহিরতৈলম্।

তৈলং প্রস্থমিতং গ্রাহ্যং তক্রং দদ্যাচ্চতুগুর্ণম্।
কুটজং ধান্যকঞ্চৈব গ্রাহ্যং পলশতং পৃথক্।
তয়োঃ ক্বাথং পচেদ্দ্রোণে হ্যম্বুপাদাবশেষিতম্।
একীকৃত্য পচেত্তৈলং কল্কং কর্ষমিতং পৃথক্॥
ধান্যকং ধাতকী লোধ্রং সমঙ্গাতিবিষা শিবা।
লবঙ্গং বালকঞ্চৈব শৃঙ্গাটক রসাঞ্জনে॥
নাগপুষ্পং পদ্মকঞ্চ গুড়ূচীন্দ্রযবং তথা॥
শরমূলং ভৃঙ্গরাজঃ কেশরাজঃ পুনর্নবা।
আম্রজম্ব কদম্বানাং বল্কলানি চ দাপয়েৎ॥
গ্রহণীং হন্তি তৎ শীঘ্রং বলীপলিতনাশনম্।
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্॥
জ্বরং তৃষ্ণাং তথা শ্বাসং কাসং হিক্কাং বমিংভ্রমিম্।
সোপদ্রবং কোষ্ঠরুজং নাশয়েৎ সদ্য এব হি॥
বশীকরণমেতদ্ধি প্রয়োগেন পাচয়েৎ।
গ্রহণীমিহিরং নাম তৈলং ভুবনমঙ্গলম্॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ কুড়চিছাল ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ধন্যা ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। তক্র ১৬ সের। কল্কার্থ ধন্যা, ধাইফুল, লোধ, বরাক্রান্তা, আতইচ, হরীতকী, লবঙ্গ, বালা, পানিফল, রসোত, নাগেশ্বর, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌কী, পদ্মকেশর, তগরপাদুকা, শরমূল, ভৃঙ্গরাজ, কেশুরিয়া, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল ও কদমছাল প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে গ্রহণী ও অতীসার প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয়।

দাড়িমাদ্যং তৈলম্।

দাড়িমত্বগ্ তথাং ধান্যং বৎসকস্য ত্বচস্তথা।
প্রত্যেকমাঢ়কং গ্রাহ্যং জলদ্রোণে পচেৎ পৃথক্।
চতুর্ভাগাবশিষ্টন্তু তক্রমাঢ়কসম্মিতম্।
পচেত্তৈলাঢ়কে ধীমান্ গর্ভং দত্ত্বা ভিষগ্বরঃ।
ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং চব্য জীরক সৈন্ধবম্।
চাতুর্জাতং মধুরিকা মাংসী চ দেবপুষ্পকম্।

জাতীকোষফলে ধান্যং যমান্যৌ বালকং তথা।
কঞ্চটাতিবিষা ভেকী শৃঙ্গাটং বৃহতীদ্বয়ম্ ॥
আম্রজম্বুত্বচঃ পর্ণ্যৌ সমঙ্গেন্দ্রযবং বরী।
ধাতকী বিল্বং মোচঞ্চ মুষলী বৎসকং বলা ॥
শ্বদংষ্ট্রা লোধ্র পাঠাশ্চ কাষ্ঠং খাদিরমেব চ।
অমৃতা শাল্মলীত্বক্ চ সর্ব্বমর্দ্ধপলোন্মিতম্ ॥
পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
গ্রহণীং হন্তি দুর্ব্বারাং প্রমেহানপি বিংশতিম্ ॥
অর্শাংসি ষড়্ বিধান্যেব নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥

তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ দাড়িমের খোলা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ধনে ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কুড়চিছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। তক্র ১৬ সের। কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, চৈ, জীরা, সৈন্ধব, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মউরী, জটামাংসী, লবঙ্গ, জয়িত্রী, জায়ফল, ধনে, যমানী, বনযমানী, বালা, কাঁচড়াদাম, আতইচ, থুলকুড়ি, পানিফলপত্র, বৃহতী, কণ্টকারী, আমছাল, জামছাল, শালপাণি, চাকুলে, বরাক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শতমূলী, কুড়চিছাল, বেড়েলা, গোক্ষুর, লোধ, আকনাদি, খদির কাষ্ঠ, গুলঞ্চ ও শিমূলছাল, প্রত্যেক ৪ তোলা, এই কল্ক দ্রব্য সকল তণ্ডুলজলে পেষণ করিয়া তৈলে দিয়া পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে গ্রহণী, প্রমেহ ও অর্শোরোগ প্রভৃতি পীড়া সত্বর প্রশমিত হয়।

রসপ্রয়োগঃ।

অগ্নিকুমারো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং বোষং টঙ্গনং লৌহভস্মকম্।
অজমোদাহিফেনঞ্চ সর্ব্বতুল্যং মৃতাভ্রকম্।
চিত্রকস্য কষায়েণ মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রকম্।
মরিচাভাং বটীং খাদেদজীর্ণং গ্রহণীং তথা ॥
আমদোষং হরেচ্ছীঘ্রং রসশ্চাগ্নিকুমারকঃ ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগার খই, লৌহ, বনযমানী ও অহিফেন, প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান অভ্র। চিতার রসে ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া মরিচের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই অগ্নিকুমার রস সেবন করিলে অজীর্ণ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

স্বল্পগ্রহণীকপাটরসঃ।

দরদং গন্ধপাষাণং তুগাক্ষীরাহিফেনকম্।
তথা বরাটিকাভস্ম সর্ব্বং ক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ ॥
রক্তিকাযুগ্মমানেন চ্ছায়াশুষ্কাং বটীং চরেৎ।
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি রক্তাতীসারমুল্বণম্ ॥

হিঙ্গুল, গন্ধক, বংশলোচন, অহিফেন ও কড়িভস্ম এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া দুগ্ধে মাড়িয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী ও রক্তাতীসার রোগ প্রশমিত হয়।

গ্রহণীকপাটো রসঃ।

রসগন্ধকয়োশ্চাপি জাতীফল-লবঙ্গয়োঃ।
প্রত্যেকং শাণমানঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং শুভম্ ॥

সূর্য্যাবর্ত্তরসেনৈব বিল্বপত্ররসেন চ।
শৃঙ্গাটকস্য পত্রাণাং রসৈঃ প্রত্যেকশঃ পলৈঃ।
চণ্ডাতপেন সংশোষ্য বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
বিল্বপত্ররসেনৈব দাপয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ম্॥
দধ্না চ ভোজনীয়োঽসৌ গ্রহণীরোগনাশকঃ।
পাণ্ডুরোগমতীসারং শোথং হন্তি তথা জ্বরম্।
গ্রহণীকপাটনামা রসঃ পরমদুর্ল্লভঃ॥

পারদ, গন্ধক, জায়ফল ও লবঙ্গ ইহাদের প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা একত্রে উত্তমরূপে চূর্ণিত করিয়া হুড়হুড়ে, বিল্বপত্র ও পানিফলপত্র ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। বিল্বপত্ররস বা দধির সহিত সেবনীয়। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণী, অতীসার, পাণ্ডুরোগ ও জ্বর প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

মধ্য গ্রহণীকপাটো রসঃ।

টঙ্গনক্ষার গন্ধাশ্ম রসং জাতীফলং তথা।
তথা খদিরসারঞ্চ জীরকং শ্বেতধুনকম্॥
কপিহস্তকবীজঞ্চ তথৈব বকপুষ্পকম্।
এষাং শাণং সমাদায় শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েৎ॥
বিল্বপত্রঞ্চ কার্পাসফলং শালিঞ্চ চুঞ্চিকা।
শালিঞ্চমূলং কুটজত্বচঃ কঞ্চটপত্রকম্॥
সর্ব্বেষাং স্বরসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
রক্তিকৈকপ্রমাণেন খাদয়েদ্ দিবসত্রয়ম্॥
দধিমস্তু ততঃ পেয়ং পলমাত্রপ্রমাণতঃ।
অপি যোগশতাক্রান্তাং গ্রহণীমুদ্ধতাং জয়েৎ॥
আমশূলং জ্বরং কাসং শ্বাসং শোথং প্রবাহিকাম্
রক্তস্রাবকরং দ্রব্যং সেব্যং নৈবাত্র যুক্তিতঃ॥
কৃষ্ণবার্ত্তাকু মৎস্যঞ্চ দধি তক্রঞ্চ শস্যতে।
জ্ঞাত্বা বায়োর্গতিং তত্র তৈলং বারি প্রদাপয়েৎ॥

সোহাগার খই, যবক্ষার, গন্ধক, রস, জায়ফল, খদির, জীরা, শ্বেতধুনা, আলকুশীবীজ ও বকপুষ্প; ইহাদের প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে একত্র চূর্ণ করিয়া বিল্বপত্র, কার্পাসফল, শালিঞ্চ, ক্ষীরুই, শালিঞ্চমূল, কুড়চিছাল ও কাঁচড়াপত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। তিন দিবস ঔষধ সেবনীয়। ঔষধ সেবনের পর অর্দ্ধ পোয়া দধি পান করা কর্ত্তব্য। এই ঔষধ সেবন করিলে আমশূল, গ্রহণী ও আমাশয় প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। রক্তস্রাবকর দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ। কৃষ্ণবার্ত্তাকু, মৎস্য, দধি ও তক্র সেবন করিতে দিবেন, বায়ুর গতি অবগত হইয়া উদরে তৈল ও জল দিবেন।

বৃহদ্গ্রহণীকবাটঃ।

তারমৌক্তিক হেমানি লৌহমেকৈকভাগকম্।
দ্বিভাগো গন্ধকঃ সূতস্ত্রিভাগো মর্দ্দয়েদিমান্॥
কপিত্থস্বরসৈর্গাঢ়ং মৃগশৃঙ্গে ততঃ ক্ষিপেৎ।
পুটেন্মধ্যপুটেনৈব তত উদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েৎ॥
বলারসৈঃ সপ্তধৈবমপামার্গরসৈস্ত্রিধা।
লোধ্রঞ্চাতিবিষা মুস্তধাতকীন্দ্রযবামৃতাঃ॥
প্রত্যেকমেতৎ স্বরসৈর্ভাবনা স্যাত্রিধা ত্রিধা।
মাষমাত্রো রসো দেয়ো মধুনা মরিচৈস্তথা॥
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বজামপি।
কপাটো গ্রহণীরোগে রসোঽয়ং বহ্নিদীপনঃ॥

রৌপ্য, মুক্তা, স্বর্ণ ও লৌহ প্রত্যেক ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, পারা ৩ ভাগ এই সমুদায় কয়েতবেলপত্রের রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া হরিণশৃঙ্গের অভ্যন্তরে

নিহিত করিয়া গজপুটে পাক করিবে, পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া বেড়েলার রসে ৭ বার এবং আপাঙ্গ, লোধ, আতইচ, মুতা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব ও গুলঞ্চ ইহাদের প্রত্যেকের রসে বা ক্বাথে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু ও মরিচ চূর্ণ। ইহা দ্বারা অতীসার ও গ্রহণী রোগের শান্তি হয়।

সংগ্রহগ্রহণীকপাটঃ।

মুক্তা স্বর্ণং রস গন্ধ টঙ্গ-
মভ্রং কপর্দ্দোঽমৃততুল্যভাগঃ।
সর্ব্বৈঃ সমং শঙ্খকচূর্ণমত্র
খল্লে চ ভাব্যোঽতিবিষাদ্রবেণ ॥
গোলঞ্চ কৃত্বা মৃদুকর্পটস্থং
সংপাচ্য ভাণ্ডে দিবসার্দ্ধকঞ্চ।
সর্ব্বাঙ্গশীতো রস এষ ভাব্যো
ধুস্তূরবহ্ন্যোর্ম্মুষলীদ্রবৈশ্চ ॥
লৌহস্য পাত্রে পরিভাবিতশ্চ
সিদ্ধো ভবেৎ সংগ্রহণীকবাটঃ।
বাতোত্তরায়াং মরিচাজ্যযুক্তঃ
পিত্তোত্তরায়াং মধুপিপ্পলীভিঃ ॥
কফোত্তরায়াং বিজয়ারসেন
কটুত্রয়েণাজ্যযুতো গ্রহণ্যাম্।
ক্ষয়জ্বরে চার্শসি ষট্প্রকারে
মান্দ্যাতিসারেঽরুচি পীনসেষু ॥
মেহে চ কৃচ্ছ্রে গতধাতুবর্দ্ধনে
গুঞ্জাদ্বয়ং চাস্য মহাময়ঘ্নম্ ॥

মুক্তা, স্বর্ণ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, অভ্র, কড়িভস্ম ও বিষ প্রত্যেক ১ তোলা, শঙ্খভস্ম সর্ব্বসমান অর্থাৎ ৮ তোলা। এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া আতইচের ক্বাথে ভাবনা দিয়া গোলাকৃতি করিয়া ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া ২ প্রহর পুট-পাক দিবে। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লৌহপাত্রে রাখিয়া ধুতুরা, চিতা ও তালমূলীর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান বাতাধিক্যে ঘৃত মরিচ, পিত্তাধিক্যে মধু পিপ্পলী ও কফাধিক্যে সিদ্ধির রস বা ঘৃত সংযুক্ত ত্রিকটু। ইহা সেবন করিলে সংগ্রহ গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

জাতীফলাদ্যা বটী।

জাতীফলং টঙ্গনমভ্রকঞ্চ
ধুস্তূরবীজং সমভাগচূর্ণম্।
ভাগদ্বয়াঢ্যং ফণিফেনযুক্তং
গন্ধালিকাপত্ররসেন মর্দ্দ্যম্ ॥
চণপ্রমাণা বটিকা বিধেয়া
মধুপ্রযুক্তা গ্রহণীগদেষু।
রোগেষু দদ্যাদনুপানভেদৈ-
র্যুক্তাং বিদধ্যাদতিসারবৎসু ॥
সামেষু রক্তেষু সশূলকেষু
পক্কেষপক্কেষু গুদাময়েষু।
পথ্যং সদধ্যোদনমত্র দেয়ং
জাতীফলাদ্যা গ্রহণীহরেয়ম্ ॥

জায়ফল ১ তোলা, সোহাগার খই ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, ধুতুরাবীজ ১ তোলা ও অহিফেন ২ তোলা, এই সমুদায় একত্র গন্ধভাদুলে পত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে।

গ্রহণীরোগে অনুপান মধু। অন্যান্য রোগে দোষ বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। পথ্য দধি ও অন্ন।

বৃহজ্জাতীফলাদ্যা বটিকা।

বিশুদ্ধসূতস্য চ গন্ধকস্য
প্রত্যেকশো মাষচতুষ্টয়ন্তু।
বিধায় শুদ্ধোপলপাত্রমধ্যে
সুকজ্জলীং বৈদ্যবরঃ প্রযত্নাৎ ॥
জাতীফলং শাল্মলিবেষ্ট মুস্তং
সটঙ্গনং সাতিবিষং সজীরম্।
প্রত্যেকমেষাং মরিচস্য শাণ-
প্রমাণমেকং বিষমাষকঞ্চ ॥
বিচূর্ণ্য সর্ব্বাণ্যবলোড্য পশ্চাদ্
বিভাবয়েৎ পত্রভবৈরমীষাম্।
রসৈ রসোন্মানমিতৈ রসাল-
বংশৌ চ ভদ্রোৎকট কর্কটৌ চ ॥
ইন্দ্রালিকেন্দ্রাশনকং সজম্ব
জয়ন্তিকা দাড়িম কেশরাজৌ।
অবিদ্ধকর্ণাপি চ ভৃঙ্গরাজো
বিভাব্য সম্যক্ বটিকা বিধেয়া ॥
কোলাস্থিমানা চ বহুপ্রকারঃ
সানং নিহন্ত্যত্র যথানুপানম্।
কুর্য্যাদ্ বিশেষাদনলাবলম্বং
কাসঞ্চ পঞ্চাত্মকমম্লপিত্তম্ ॥
ইয়ং নিহন্তি গ্রহণীং প্রবৃদ্ধাং
মর্ত্ত্যস্য জীর্ণগ্রহণীমসাধ্যাম্।
চিরোদ্ভবাং সংগ্রহকোষ্ঠদুষ্টিঃ
শোথং সমগ্রং গুদজানসাধ্যান্ ॥
আমানুবন্ধন্ত্বতিসারমুগ্রং
জয়েদ্ ভৃশং যোগশতৈরসাধ্যম্।
বিবর্জ্জনীয়াস্থিহ ভৃষ্টমৎস্যা
মৎস্যস্তথা পাণ্ডুরবর্ণ এব ॥
রম্ভাফলং মূলমথোদনঞ্চ
বুধৈর্বিধেয়ং ন কদাচিদত্র।
জাতীফলাদ্যা বটিকা বিধেয়া
যশোঽর্থিনো বৈদ্যবরস্য হৃদ্যা।
অনেকসম্ভাবিতমর্ত্ত্যলোকা
নানাবিধব্যাধি-পয়োধি-নৌকা ॥

পারদ ৪ মাষা ও গন্ধক ৪ মাষা একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে জায়ফল, মোচরস, মুতা, সোহাগা, আতইচ, জীরা ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা, বিষ ১ মাষা, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া আম্রপল্লব, কচি বংশপত্র, গন্ধভাদুলিয়াপত্র, কাঁচড়াপত্র, নিসিন্ধাপত্র, সিদ্ধিপত্র, জামপত্র, জয়ন্তীপত্র, কেশুরিয়াপত্র, আকনাদিপত্র ও ভৃঙ্গরাজপত্রের রসে ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া কুলের আঁটির ন্যায় বটিকা করিবে। ইহাতে গ্রহণী প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। এই রোগে ভাজা মৎস্য পাণ্ডুরবর্ণ মৎস্য, রম্ভা ও মূলা প্রভৃতি দ্রব্য নিতান্ত কুপথ্য জানিবে।

গ্রহণীশার্দ্দূলবটিকা।

জাতীফলং দেবপুষ্পমজাজী কুষ্ঠ-টঙ্গনে।
বিড়ং ত্বগেলা ধত্তূরং ফণিফেনং সমং সমম্ ॥
প্রসারণীরসেনৈব সংমর্দ্দ্য বটিকা কৃতা।
যথাদোষানুপানেন সেবিতা গ্রহণীং হরেৎ ॥
নানাবর্ণমতীসারং দারুণাঞ্চ প্রবাহিকাম্।
নাম্না গ্রহণীশার্দ্দূলবটিকা গ্রাহিণী পরা ॥

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা, কুড়, সোহাগার খই, বিটলবণ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, ধুতুরাবীজ ও অহিফেন প্রত্যেক সমভাগ, গন্ধভাদুলিয়ার রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান

শুঁঠের ক্বাথ প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী, অতীসার ও প্রবাহিকা রোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

গ্রহণীগজেন্দ্রবটিকা।

রস-গন্ধক-লৌহানি শঙ্খ টঙ্কন রামঠম্।
শটী তালীশ মুস্তানি ধান্য জীরক সৈন্ধবম্॥
ধাতক্যাতিবিষা শুণ্ঠী গৃহধূমো হরীতকী।
ভল্লাতকং তেজপত্রং জাতিফল-লবঙ্গকম্॥
ত্বগেলা বালকং বিল্বং মেথী শক্রাশনস্য চ।
রসৈঃ সংমর্দ্দ্য বটিকা রসবৈদ্যেন কারিতাঃ।
গহনানন্দনাথেন ভাষিতেয়ং রসায়নে॥
গ্রহণীগজেন্দ্রসংজ্ঞা শ্রীমতা লোকরক্ষণে॥
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি জ্বরাতিসারনাশিনী।
শূলগুল্মাম্লপিত্তাংশ্চ কামলাঞ্চ হলীমকম্।
বলবর্ণাগ্নিজননী সেবিতা চ চিরায়ুষে।
কণ্ডুং কুষ্ঠং বিসর্পঞ্চ গুদভ্রংশং কৃমিং জয়েৎ॥
মাষদ্বয়াং বটীং খাদেচ্ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ।
বয়োঽগ্নিবলমাবীক্ষ্য যুক্ত্যা বা বৃদ্ধিবর্দ্ধনম্॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খচূর্ণ, সোহাগার খই, হিঙ্গু, শটী, তালীশপত্র, মুতা, ধনে, জীরা, সৈন্ধবলবণ, ধাইফুল, আতইচ, শুঁঠ, ঝুল, হরীতকী, ভেলা, তেজপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, বালা, বেলশুঁঠ ও মেথী এই সকল দ্রব্য সিদ্ধিপত্ররসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা দ্বারা গ্রহণী, জ্বরাতীসার ও গুদভ্রংশাদি রোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

মহাগন্ধকম্।

রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং গ্রাহ্যমেকং সুশোধিতম্।
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা মৃদুপাকেন সাধয়েৎ॥
জাত্যাঃ ফলং তথা কোষো লবঙ্গারিষ্টপত্রকে।
এতেষাং কর্ষমাত্রেণ তোয়েন সহ মর্দ্দয়েৎ॥
মুক্তাগৃহে পুনঃ স্থাপ্যং পুটপাকেন সাধয়েৎ।
গুঞ্জাষট্‌কপ্রমাণেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ॥
এতৎ প্রোক্তং কুমারাণাং রক্ষণায় মহৌষধম্।
জ্বরঘ্নং দীপনঞ্চৈব বলবর্ণপ্রসাধনম্॥
দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়ত্যেব প্রবাহিকাম্।
সূতিকাঞ্চ জয়েদেতদপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতাম্॥
কাসশ্বাসাতিসারঘ্নং বাজীকরণমুত্তমম্।
বালরোগং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্॥
পিশাচা দানবা দৈত্যা বালানাং যে বিঘাতকাঃ।
মন্ত্রৌষধবরস্তিষ্ঠেৎ তত্র সীমাং ত্যজন্তি তে॥
বালানাং গদযুক্তানাং স্ত্রীণাঞ্চাপি বিশেষতঃ।
মহাগন্ধকমেতদ্ধি সর্ব্বব্যাধিনিসূদনম্॥

(রসগন্ধকয়োঃ প্রত্যেকং কর্ষঃ। জাতীফলাদীনামপি চতুর্ণাং প্রত্যেকং কর্ষঃ। কজ্জলীং জলেন পঙ্কবৎ কৃত্বা লৌহদর্ব্বিকয়া স্বেদয়িত্বা সর্ব্বমেকীকৃত্য জলেন পিষ্ট্বৈকস্মিন্ মুক্তাগৃহে সংস্থাপ্যাপরেণাচ্ছাদ্য কদলীপত্রেণ বেষ্টয়িত্বা ঘনপঙ্কেনালিপ্য করীষাগ্নের্মধ্যে সংস্থাপ্য যদা বহিরারক্ততা ভবতি তদৈবাকৃষ্য যথা ব্যাধ্যনুপানং দেয়ম্। বল্লিকাঃ ষট্ খাদ্যাঃ। বালকানামুদরাময়াদাবতিপ্রশস্তমিদম্।)

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। ঐ কজ্জলী কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া পঙ্কবৎ করিয়া লৌহনির্ম্মিত হাতায় রাখিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া তাহার সহিত জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ ও নিম্বপত্র প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। পশ্চাৎ এই ঔষধ একখানি ঝিনুকের মধ্যে রাখিয়া অপর একখানি ঝিনুক দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া কদলীপত্রে বেষ্টন ও পঙ্ক দ্বারা

লেপন করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে পুটপাক দিবে। ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। ব্যাধি অনুসারে অনুপান ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণী, অতীসার, সূতিকারোগ ও জ্বর প্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হয়। ইহা বিশেষতঃ বালকগণের উদরাময়াদি রোগে অত্যন্ত উপকারক।

শ্রীবৈদ্যনাথবটিকা।

রসস্য শাণং সংগৃহ্য কাঞ্জিকেন তু শোধয়েৎ।
চিত্রকস্য রসেনাপি ত্রিফলায়াশ্চ বুদ্ধিমান্॥
রসার্দ্ধং গন্ধকং শুদ্ধং ভৃঙ্গরাজরসেন বা।
দ্বাভ্যাং সংমূর্চ্ছনং কৃত্বা স্বরসৈঃ শাণসম্মিতৈঃ
খল্লয়েত্তু শিলাখল্লে ক্রমশো বক্ষ্যমাণকৈঃ।
নিগু‌ণ্ডী মণ্ডুকী শ্বেতা কুচেলা গ্রীষ্মসুন্দরৈঃ॥
ভৃঙ্গাহ্ব কেশরাজৈশ্চ জয়েন্দ্রাশনকোৎকটৈঃ।
সর্ষপাভাং বটীং কৃত্বা দদ্যাত্তাং গ্রহণীগদে॥
সামবাতেঽগ্নিমান্দ্যে চ জ্বরে প্লীহোদরেষু চ॥
বাতশ্লেষ্মবিকারেষু তথা শ্লেষ্মগদেষু চ।
দধিমস্তু বিনিক্ষিপ্য মর্দ্দয়িত্বা যথাবলম্॥
দাতব্যা গুড়িকাঃ সপ্ত রোগিণে গ্রহণীগদে॥
অম্বুতক্রাদিসেবাস্তু কুর্ব্বীত স্বেচ্ছয়া বহু।
শ্রীমতা বৈদ্যনাথেন লোকানুগ্রহকারিণা।
স্বপ্নান্তে ব্রাহ্মণস্যেয়ং ভাষিতা লিখিতেন তু॥

অর্দ্ধ তোলা পারদ লইয়া কাঁজি, চিতার রস ও ত্রিফলার কাথে শোধন করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে শোধিত গন্ধক ২ মাষা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দা, থানকুনী, শ্বেতাপরাজিতা, আকনাদি, গিমা, ভৃঙ্গরাজ, কেশুরিয়া, জয়ন্তী, সিদ্ধিপত্র ও ওকড়ার রসে মর্দ্দন করিয়া সর্ষপপ্রমাণ বটিকা করিবে। গ্রহণীরোগে একবারে ৭ বটিকা সেবনীয়। অনুপান দধির মাত। পথ্য ইচ্ছামত তক্রাদি প্রদান করিবে।

খসর্পণবটী।

পক্বেষ্টকাহরিদ্রাভ্যামগারধূমকেন চ।
শোধিতং পারদঞ্চৈব কর্ষার্দ্ধং তুলয়া ধৃতম্॥
ভৃঙ্গরাজরসৈঃ শুদ্ধং গন্ধকং রসসম্মিতম্।
দ্বাভ্যাং কজ্জলিকাংকৃত্বা ভাবয়েত্তত্ত্ ভেষজৈঃ॥
সিন্ধুবারদলরসে মণ্ডূকপর্ণিকারসে।
কেশরাজরসে চাপি গ্রীষ্মসুন্দরজে রসে॥
রসেঽপরাজিতায়াশ্চ সোমরাজীরসে তথা।
রক্তচিত্রকপত্রোত্থে রসে চ পরিভাবিতম্॥
রসমানসমানেন চ্ছায়ায়াং শোষয়েদ্ভিষক্॥
সর্ষপাভাশ্চ গুড়িকাঃ কারয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
ততঃ সপ্ত বটীর্দদ্যাদ্ দধিমস্তুসমপ্লুতাঃ।
নিত্যং দধ্না চ ভোক্তব্যং কোষ্ঠতুষ্টিনিবৃত্তয়ে॥
গ্রহণীমতিসারঞ্চ জ্বরদোষঞ্চ নাশয়েৎ।
অগ্নি দার্ঢ্যকরী শ্রেষ্ঠা চাম্রপর্পটিকাহ্বয়া॥

ইষ্টকচূর্ণ, হরিদ্রাচূর্ণ ও ঝুল দ্বারা শোধিত পারদ ১ তোলা ও ভৃঙ্গরাজ রসে শোধিত গন্ধক ১ তোলা একত্র মর্দ্দিত করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে নিসিন্দাপত্র, থানকুনী, কেশুরিয়া, গিমা, অপরাজিতা, সোমরাজী ও রক্তচিতা ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা পরিমিত রসে ভাবনা দিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটিকা করিবে। দধির মাতের সহিত ৭ বটিকা সেবনীয়। ইহাতে গ্রহণী ও অতীসার প্রভৃতি রোগ সত্বর নষ্ট হয়।

অভ্রবটিকা ।

অথ শুদ্ধস্য সূতস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ ।
প্রত্যেকং কর্ষমাত্রন্তু গ্রাহ্যং রসগুণৈষিণা ॥
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা ব্যোষচূর্ণং প্রদাপয়েৎ ॥
কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ড্যাশ্চিত্রকস্য চ ।
গ্রীষ্মসুন্দরকস্যাথ জয়ন্ত্যাঃ স্বরসং তথা ।
মণ্ডুকপর্ণ্যাঃ স্বরসং তথা শক্রাশনস্য চ ॥
শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ স্বরসং পর্ণসম্ভবম্ ।
দাপয়েৎ তত্র তুল্যঞ্চ বিধিজ্ঞঃ কুশলো ভিষক্ ॥
রসতুল্যং প্রদাতব্যং চূর্ণং মরিচসম্ভবম্ ।
দেয়ং রসার্দ্ধভাগেন চূর্ণং টঙ্কনসম্ভবম্ ॥
শুভে শিলাময়ে পাত্রে ঘর্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ ।
শুষ্কমাতপসংযোগাদ্বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্ ॥
কলায়পরিমাণাস্তু খাদেত্তাশ্চ প্রযত্নতঃ ॥
দৃষ্ট্বা বয়শ্চাগ্নিবলং যথাব্যাধ্যনুপানতঃ ।
হন্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতশ্লেষ্মভবং রুজম্ ॥
পরা বাজীকরী শ্রেষ্ঠা বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনী ।
জ্বরে চৈবাতিসারে চ সিদ্ধা জ্ঞেয়া ন সংশয়ঃ ॥
নাতঃ পরতরা শ্রেষ্ঠা বিদ্যতেঽভ্ররসায়নাৎ ॥
চাতুর্থকে জ্বরে শ্রেষ্ঠা সূতিকাতঙ্কনাশিনী ॥
ভোজনে শয়নে পানে নাস্ত্যত্র নিয়মঃ ক্বচিৎ ।
দধি চাবশ্যকং ভক্ষ্যং প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ ॥

(শুদ্ধরস কর্ষং ১ শুদ্ধগন্ধককর্ষং ১ কজ্জলীং কৃত্বা জারিতাভ্রকর্ষং ১ ত্রিকটুচূর্ণকর্ষং ১ টঙ্গনক্ষারতোলকং ১ মিশ্রীকৃত্য কেশরাজাদীনাং স্বরসকর্ষেণ ১ রসেন ভাবয়িত্বা ছায়াশুষ্কাং বটীং কারয়েৎ ।)

পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত অভ্র ২ তোলা, ত্রিকটু ২ তোলা, কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, চিতা, গিমা, জয়ন্তী, থানকুনী, সিদ্ধি, শ্বেতাপরাজিতা ও পান ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমিত রসে ভাবনা দিয়া মরিচচূর্ণ ২ তোলা, সোহাগা ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কলায়প্রমাণ বটিকা করিবে। বয়স, অগ্নি, বল ও ব্যাধি বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। পথ্য দধি প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিলে গ্রহণী অতীসার ও চাতুর্থক জ্বর প্রভৃতি রোগ নিবারণ হয়।

মহাভ্রবটী ।

অভ্রকং পুটিতং তাম্রং লৌহং গন্ধকপারদৌ ।
রুনটী টঙ্গনং ক্ষারং ত্রিফলা চ পলং পলম্ ॥
গরলস্য তথা মাসচতুষ্কঞ্চৈব চূর্ণয়েৎ ।
তৎসর্ব্বং ভাবয়েদেষাং রসৈঃ প্রত্যেকশঃ পলৈঃ ॥
দেবরাজাশনাখ্যস্য কেশরাজাখ্যকস্য চ ।
সোমরাজস্য ভৃঙ্গাখ্যরাজস্য শ্রীফলস্য চ ॥
পারিভদ্রাগ্নিমন্থস্য বৃদ্ধদারস্য তুম্বুরোঃ ।
মণ্ডুকপর্ণী নির্গুণ্ডী পূতিকোমত্তকস্য চ ॥
শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ জয়ন্ত্যাশ্চার্দ্রকস্য চ ।
গ্রীষ্মসুন্দরকস্যাটরূষকস্য রসেন তু ॥
রসৈস্তাম্বূলবল্ল্যাশ্চ পত্রোত্থৈর্ভাবয়েৎ পৃথক্ ।
দ্রবে কিঞ্চিৎ স্থিতে চূর্ণং মরিচস্য পলং ক্ষিপেৎ ॥
ততশ্চৈব বটীং কুর্য্যান্মাত্রাং দদ্যাদ্ যথোচিতাম্ ॥
জ্বরে চৈবাতিসারে চ কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে তথা ॥
সন্নিপাতজ্বরে চৈব বিবিধে বিষমজ্বরে ।
ক্ষয়রোগেষু সর্ব্বেষু ক্ষীণশুক্রে চ যক্ষ্মণি ॥
গ্রহণ্যাং চিরভূতায়াং সূতিকায়াং বিশেষতঃ ।
শোথে শূলে তথাসাধ্যে স্থবিরে চামবাতকে ॥
মন্দানলেঽবলে চৈব সকলে শ্লেষ্মজে গদে ।
পীনসেঽপীনসে চৈব পক্কেঽপক্কে বিশেষতঃ ॥
বাতশ্লেষ্মণি বাতে বা বিবিধে চেন্দ্রিয়স্থিতে ।
বাতবৃদ্ধে বৃতে পিত্তে বলাসেনাবৃতেঽপি চ ॥
অষ্টস্বুদররোগেষু কুষ্ঠরোগে প্রশস্যতে ।
অজীর্ণে কর্ণরোগে চ কৃশে স্থূলে চ যক্ষ্মণি ॥

অয়ং সর্ব্বগদেষেব রসো বৈ পরিকীর্ত্তিতঃ।
মহাভ্রবটিকা সেয়ং পরা শ্রেষ্ঠা রসায়নে॥

অভ্র, তাম্র, লৌহ, গন্ধক, পারদ, মনঃশিলা, সোহাগা, যবক্ষার, ত্রিফলা, প্রত্যেক ৮ তোলা ও বিষ অর্দ্ধ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধিপত্র, কেশুরিয়া, সোমরাজী, ভৃঙ্গরাজ, বিল্বপত্র, পালিধাপত্র, গণিয়ারি, বিদ্ধড়ক, তুম্বুরু, থুলকুড়ি, নিসিন্দা, নাটা, ধুতূরাপত্র, শ্বেতাপরাজিতা, জয়ন্তী, আদা, গিমা, বাসক ও পান ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা পরিচিত রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া কিঞ্চিৎ দ্রবাংশ থাকিতে মরিচচূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা দ্বারা গ্রহণী, অতিসার ও সূতিকা প্রভৃতি নানা রোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

পীযূষবল্লীরসঃ।

সূতকং গন্ধকঞ্চাভ্রং তারং লৌহং সটঙ্কনম্।
রসাঞ্জনং মাক্ষিকঞ্চ শাণমেকং পৃথক্ পৃথক্॥
লবঙ্গং চন্দনং মুস্তং পাঠা জীরক ধান্যকে।
সমঙ্গাতিবিষা লোধ্রং কুটজেন্দ্রযবৌ ত্বচম্॥
জাতীফলং বিশ্ববিশ্বে কনকং দাড়িমচ্ছদম।
সমঙ্গা ধাতকী কুষ্ঠং প্রত্যেকং রসসম্মিতম্॥
ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকত্র কেশরাজরসৈঃ পুনঃ।
চণকাভা বটী কার্য্যা ছাগীদুগ্ধেন পেষিতা॥
অনুপানং প্রদাতব্যং দগ্ধবিল্বসমং গুড়ম্।
অতীসারং জ্বরং ঘোরং রক্তাতীসারমুল্বণম্॥
গ্রহণীং চিরজাং হন্তি শোথং দুর্নামকং তথা।
আমশূলবিবন্ধঘ্নং সংগ্রহগ্রহণীহরম্॥
পিচ্ছামদোষং বিবিধং পিপাসাদাহরোগকম্।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি গুদভ্রংশং সুদারুণম্॥
পক্কাপক্কমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্।
কৃষ্ণারুণঞ্চ পীতঞ্চ মাংসধাবনসন্নিভম্।
প্লীহ গুল্মোদরানাহং সূতিকারোগসঙ্করম্।
অসৃগ্দরং নিহন্ত্যেব বন্ধ্যানাং গর্ভদং পরম্॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্রমেহানপি বিংশতিম্।
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু মাসার্দ্ধেনাত্র সংশয়ঃ॥
পীযূষবল্লী বটিকা চাশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতা পুরা।
কশ্যপায় দদেঽশ্বিভ্যাং ততঃ প্রাপ প্রজাপতিঃ॥
ধন্বন্তরিস্ততঃ প্রাপ দৈবতানাং পতিস্ততঃ।
পরম্পরাপ্রাপ্ত এষ রসস্ত্রৈলোক্যদুর্লভঃ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগা, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুতা, আকনাদি, জীরা, ধনে, বরাক্রান্তা, আতইচ, লোধ, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, গুড়ত্বক্, জায়ফল, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, ধুতূরাবীজ, দাড়িমছাল, বরাক্রান্তা, ধাইফুল ও কুড় প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া এবং ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চণকবৎ বটিকা করিবে। বেলপোড়া ও গুড়ের সহিত সেবনীয়। রক্তাতীসার, গ্রহণী ও রক্তপ্রদরাদি নানারোগে এই মহৌষধ ব্যবস্থা করিবে।

শ্রীনৃপতিবল্লভঃ।

জাতীফল লবঙ্গাব্দ ত্বগেলা টঙ্ক রামঠম্।
জীরকং তেজপত্রঞ্চ যমানী বিশ্বসৈন্ধবাঃ॥
লৌহমভ্রং রসো গন্ধস্তাম্রং প্রত্যেকশঃ পলম্।
মরিচং দ্বিপলং দত্ত্বা ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ॥
ধাত্রীরসেন সংপিষ্য বটিকাঃ কুরু যত্নতঃ।
শ্রীমদ্গহননাথেন বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতঃ॥

সূর্য্যবত্তেজসা চায়ং রসো নৃপতিবল্লভঃ।
অষ্টাদশ বটীঃ খাদেৎ পবিত্রঃ সূর্য্যদর্শকঃ॥
হন্তি মন্দানলং সর্ব্বমামদোষং বিসূচিকাম্।
প্লীহ গুল্মোদরাষ্ঠীলা যকৃৎ পাণ্ডুত্বকামলাম্॥
হৃচ্ছূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ পার্শ্বশূলং তথৈব চ।
কটীশূলং কুক্ষিশূলমানাহমষ্ঠশূলকম্॥
কাসশ্বাসামবাতাংশ্চ শ্লীপদং শোথমর্ব্বুদম্।
গলগণ্ডং গণ্ডমালামম্লপিত্তঞ্চ গর্দ্দভীম্॥
ক্রিমিকুষ্ঠানি দদ্রূণি বাতরক্তং ভগন্দরম্।
উপদংশমতীসারং গ্রহণ্যর্শঃপ্রমেহকম্॥
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতং সুদারুণম্।
জ্বরং জীর্ণং তথা পাণ্ডুং তন্দ্রালস্যং ভ্রমং ক্লমম্॥
দাহঞ্চ বিদ্রধিং হিক্কাং জড়গদ্গদ মূকতাম্।
মূঢ়ঞ্চ স্বরভেদঞ্চ ব্রধ্ন বৃদ্ধি বিসর্পকান্॥
ঊরুস্তম্ভং রক্তপিত্তং গুদভ্রংশারুচিং তৃষাম্।
কর্ণনাসামুখোত্থাংশ্চ দন্তরোগাংশ্চ পীনসান্॥
শৌথঞ্চ শীতপিত্তঞ্চ স্থাবরাদিবিষাণি চ।
বাতপিত্তকফোত্থাংশ্চ দ্বন্দ্বজান্সান্নিপাতিকান্॥
সর্ব্বানেব গদান্ হন্তি চণ্ডাংশুরিব পাপহা।
বলবর্ণকরো হৃদ্যশ্চায়ুষ্যো বীর্য্যবর্দ্ধনঃ॥
পরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠঃ পটুদো মন্ত্রসিদ্ধিদঃ।
অরোগী দীর্ঘজীবী স্যাদ্রোগী রোগাদ্বিমুচ্যতে।
রসস্যাস্য প্রসাদেন বুদ্ধিমান্ জায়তে নরঃ॥

জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, সোহাগার খই, হিঙ্গু, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, পারদ, গন্ধক ও তাম্র প্রত্যেক ১ পল, মরিচ ২ পল, এই অষ্টাদশ দ্রব্য ছাগদুগ্ধে বা আমলকীর রসে মাড়িয়া অর্দ্ধ মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, শূল, কাস, শ্বাস ও শোষ প্রভৃতি নানারোগ প্রশমিত হইয়া বলবীর্য্যাদি সম্যক্‌রূপে সত্বর বর্দ্ধিত হয়।

বৃহন্নৃপবল্লভঃ। (রাজবল্লভঃ।)

রস গন্ধক লৌহাভ্রং নাগং চিত্রঞ্চ মুস্তকম্।
টঙ্গং জাতীফলং হিঙ্গু ত্বগেলা বহ্নি বঙ্গকম্॥
তেজপত্রমজাজী চ যমানী বিশ্ব সৈন্ধবম্।
প্রত্যেকং তোলকং চূর্ণং তথা মরিচ তাম্রয়োঃ॥
নিরুত্থক মৃতং হেম তথা মাষচতুষ্টয়ম্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব ধাত্র্যাশ্চ স্বরসৈস্তথা॥
ভাবয়িত্বা প্রদাতব্যং চণমাত্রং ভিষগ্বরৈঃ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় পথ্যং ভক্ষেদ্ যথোচিতম্॥
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ দুর্নাম গ্রহণীং জয়েৎ।
আমাজীর্ণপ্রশমনং সর্ব্বরোগনিসূদনম্।
নাশয়েদোদরান্ রোগান্ বিষ্ণুচক্রমিবাসুরান্॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সীসা, চিতামূল, মুতা, সোহাগার খই, জায়ফল, হিঙ্গু, গুড়ত্বক্, এলাইচ, চিতামূল, বঙ্গ, তেজপত্র, কৃষ্ণজীরা, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, মরিচ ও তাম্র প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ॥০ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মাড়িয়া আদার রসে ও আমলার রসে ভাবনা দিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহা দ্বারা গ্রহণী, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়।

অজাজ্যাদিচূর্ণম্।

পলদ্বন্দ্বমজাজ্যাস্তু পলৈকং যবশূকজম্।
অম্বুদং দ্বিপলং জ্ঞেয়ং ফণিফেনপলং তথা॥
অর্কমূলভবং চূর্ণং চতুঃপলমিতং স্মৃতম্।
অজাজ্যাদিকমেতদ্ধি হন্ত্যুগ্রং গ্রহণীগদম্॥
সরক্তমথ নীরক্তমতিসারং সুদারুণম্।
জ্বরাতিসারং শময়েদ্বিসূচীং ঘোররূপিণীম্॥

জীরা ২ পল, যবক্ষার ১ পল, মুতা ২ পল, অহিফেন ১ পল, আকন্দমূল

চূর্ণ ৪ পল; এই সমুদায় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা সেবন করিলে রক্তসহিত অথবা রক্তহীন অতীসার, জ্বরাতীসার, গ্রহণী ও বিসূচিকা রোগ উপশমিত হয়।

পূর্ণকলা বটী।

রসং গন্ধং ঘনং লৌহং ধাতকীপুষ্প বিল্বকে।
বিষং কুটজবীজঞ্চ পাঠা জীরক ধান্যকে॥
রসাঞ্জনং টঙ্গণঞ্চ শিলাজতু ফলং তথা।
ঘনাদিফল পর্য্যন্তং প্রত্যেকং তোলকত্রয়ম্॥
ভেকপর্ণী পঞ্চমূলী বলা কঙ্কট দাড়িমে।
শৃঙ্গাটং কেশরং জম্বু দধিমস্তু জয়ন্তিকা॥
কেশরাজং ভৃঙ্গরাজং প্রত্যেকং তোলকদ্বয়ম্।
দ্বিমাষা বটিকা কার্য্যা তক্রেণ পরিসেবিতা।
ইয়ং পূর্ণকলা নাম গ্রহণীগদনাশিনী।
শূলঘ্নী দাহশমনী বহ্নিদা জ্বরনাশিনী।
ভ্রমচ্ছর্দ্দিচ্ছেদকরী সংগ্রহগ্রহণীহরী॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মুতা, লৌহ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বিষ, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, ধনিয়া, রসাঞ্জন, সোহাগার খই, শিলাজতু ও জায়ফল প্রত্যেক ৩ ভাগ, থানকুনি, পঞ্চমূলী, বেড়েলা, কাঁচড়া, দাড়িম, পানিফল, নাগেশ্বর, জাম, দধিমস্তু, জয়ন্তী, কেশরাজ ও ভৃঙ্গরাজ প্রত্যেক ২ তোলা একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ মাষা। অনুপান তক্র। ইহাদ্বারা গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বজ্রকপাটো রসঃ।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব ফণিফেনং সমোচকম্।
ত্রিকটু ত্রৈফলঞ্চৈব সমমেকত্র কারয়েৎ।
ভঙ্গভৃঙ্গদ্রবৈশ্চৈতদ্ ভাবয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ।
রক্তিত্রয়ং ততশ্চাস্য মধুনা সহ ভক্ষয়েৎ।
অসাধ্যাং গ্রহণীং হন্তি রসো বজ্রকপাটকঃ॥

পারদ, গন্ধক, অহিফেন, মোচরস, ত্রিকটু, ত্রিফলা, প্রত্যেক সমভাগ একত্র করিয়া সিদ্ধি ও ভৃঙ্গরাজরসে ৭ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা ৩ রতি। অনুপান মধু। ইহা গ্রহণী রোগের মহৌষধ।

জাতীফলরসঃ।

পারদাভ্রকসিন্দূরে গন্ধং জাতীফলং সমম্।
কুটজস্য ফলঞ্চৈব ধূর্ত্তবীজানি টঙ্গণম্॥
ব্যোষং মুস্তাভয়া চৈব চূতবীজং তথৈব চ।
বিল্বকং স্বর্জ্জং বীজঞ্চ দাড়িমীফলবল্কলম্॥
এতানি সমভাগানি নিঃক্ষিপেৎ খল্লমধ্যতঃ।
বিজয়াস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্॥
গুঞ্জাফলপ্রমাণাস্তু বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
একাং কুটজমূলত্বক্কষায়েণ প্রযোজয়েৎ॥
আমাতিসারং হরতে কুরুতে বহ্নিদীপনম্।
মধুনা বিল্বশুণ্ঠেন রক্তগ্রহণিকাং জয়েৎ।
শুণ্ঠীধান্যকযোগেন চাতিসারং নিহন্ত্যসৌ।
জাতীফলরসো হ্যেষ গ্রহণীগদনাশনঃ॥

পারদ, অভ্র, রসসিন্দূর, গন্ধক, জাতীফল, ইন্দ্রযব, ধুস্তুরবীজ, সোহাগার খই, ত্রিকটু, মুতা, হরীতকী, আমের আঁটির মজ্জা, বেলশুঁঠ, ধূনা, বীজপূর, দাড়িমের বল্কল, সমুদায় সমভাগ, সিদ্ধির রসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ রতি। কুটজমূলের ছালের রস সহ সেবনীয়। ইহা দ্বারা আমাতীসার প্রভৃতি পীড়া সত্বর নিবারণ হয়।

গ্রহণীশার্দ্দূলরসঃ।

রসগন্ধকয়োশ্চাপি কর্ষমেকং সুশোধিতম্।
দ্বয়োঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা হাটকং ষোড়শাংশতঃ॥
লবঙ্গং নিম্বপত্রঞ্চ জাতীকোষফলে তথা।
এতেষাং কর্ষচূর্ণেন সূক্ষ্মেলাং সহ মেলয়েৎ॥
মৃত্তাগৃহে তু সংস্থাপ্য পুটপাকেন সাধয়েৎ।
গুঞ্জাপঞ্চপ্রমাণেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ।
সূতিকাং গ্রহণীরোগং হরত্যেস সুনিশ্চিতং।
অর্শঘ্নো দীপনশ্চৈব বলপুষ্টিপ্রসাধনঃ॥
কাসশ্বাসাতিসারঘ্নো বলবীর্য্যকরঃ পরঃ।
দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগঞ্চামশূলঞ্চ নাশয়েৎ।
সংসারলোকরক্ষার্থং পুরা রুদ্রেণ ভাষিতঃ॥

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ২ তোলা, কজ্জলী করিয়া তাহাতে স্বর্ণ ষোড়শাংশ এবং লবঙ্গ, নিম্বপত্র, জয়িত্রী, জায়ফল, ছোটএলাইচ, প্রত্যেক ২ তোলা মিশ্রিত করতঃ ঝিনুকে ভরিয়া পুটপাক করিবে। মাত্রা ৫ রতি। ইহা গ্রহণী প্রভৃতি পীড়ার মহৌষধ।

রসপর্প্পটী, বিজয়পর্প্পটী চ।

যাম্লপিত্তে বিধাতব্যা গুড়িকা চ ক্ষুধাবতী।
তত্র প্রোক্তবিধা শুদ্ধৌ সমানৌ রসগন্ধকৌ॥
সংমর্দ্দ্য কজ্জলাভন্তু কুর্য্যাৎ পাত্রে দৃঢ়াশ্রয়ে।
ততো বাদরবহ্নিস্থে লৌহপাত্রে দ্রবীকৃতম্॥
গোময়োপরি বিন্যস্তকদলীপত্রপাতনাৎ।
কুর্য্যাৎ পর্প্পটিকাকারমস্য রক্তিদ্বয়ং ক্রমাৎ॥
দ্বাদশরক্তিকাং যাবৎ প্রয়োগঃ প্রহরার্দ্ধতঃ।
তদূর্দ্ধং বহুপূগস্য ভক্ষণং দিবসে পুনঃ॥
তৃতীয় এব মাংসাজ্য দুগ্ধান্যত্র বিধীয়তে।
বর্য্যং বিদাহি স্ত্রী রম্ভা মূলং তৈলঞ্চ সার্ষপম্॥
কৃষ্ণমৎস্যাম্বুজখগাংস্ত্যক্ত্বাচোষ্ণং পয়ঃ পিবেৎ।
গ্রহণীক্ষয়কুষ্ঠার্শঃ শোথাজীর্ণবিনাশিনী।
রসপর্প্পটিকা খ্যাতা নিবদ্ধা চক্রপাণিনা॥
স্বর্ণঞ্চ রজতং তাম্রং যত্নত্র প্রতিযোজিতম্।
তদেয়ং ভবিতা নূনং নাম্না বিজয়পর্পটী॥

অম্লপিত্তোক্ত ক্ষুধাবতী গুড়িকার বিধানানুসারে বিশুদ্ধ পারদ ও গন্ধক সমানাংশে কজ্জলী করিবে। বদরী-কাষ্ঠের জ্বলন্ত অঙ্গারোপরি লৌহপাত্র রাখিয়া তদুপরি ঐ কজ্জলী রাখিবে, উহা দ্রব হইলে গোময়োপরি বিন্যস্ত কদলীপত্রে ঢালিয়া পর্পটাকার করিবে। ইহা ২ রতি হইতে সেবনারম্ভ করিয়া প্রতিদিবস এক এক রতি বৃদ্ধি করিবে। দ্বাদশ রতি হইলে ক্রমে মাত্রা হ্রাস করিবে। বেলা ৪ দণ্ডের সময় ঔষধ সেবন করিয়া তৎপরে সুপারি সেবন করিবে। তৃতীয় দিবস হইতে মাংস, ঘৃত ও দুগ্ধ প্রভৃতি সেবন করিবে। দাহ-জনক দ্রব্য, স্ত্রীসম্ভোগ, রম্ভা, মূলা, সার্ষপতৈল, কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য, জলজপক্ষীর মাংস প্রভৃতি কুপথ্য ত্যাগ করিবে।

রসপর্পটীর সহিত স্বর্ণ, রজত ও তাম্র মিশ্রিত করিলে উহাকে বিজয়-পর্পটী কহে। বিজয়পর্পটী গ্রহণীরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

অগ্নিকুমারো রসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং ত্রিকটু পটুপঞ্চকম্।
দশকং তুল্যতুল্যঞ্চ বিজয়া সর্ব্বসম্মিতা॥
ভাবয়েচ্চিত্র ভৃঙ্গোত্থৈস্ত্রিধা চ বিজয়াদ্রবৈঃ।
দীপ্তাগ্নিনা তু যামৈকং বালুকাযন্ত্রগে পচেৎ॥

সংচূর্ণ্য চার্দ্রকদ্রাবৈর্ভাবয়িত্বা চ ভক্ষয়েৎ।
মধুনা শাণমানস্তু রসো হ্যগ্নিকুমারকঃ।
দীপ্তাগ্নিকারকঃ সামগ্রহণীদোষনাশকঃ॥

পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু, পঞ্চলবণ, সমুদায় তুল্যাংশ; সমুদায়ের তুল্য সিদ্ধি একত্র করিয়া চিতা, সিদ্ধি ও ভৃঙ্গরাজ ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া ১ প্রহর বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। অনন্তর আদার রসে ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অগ্নিবৃদ্ধি এবং আমযুক্ত গ্রহণী প্রভৃতি পীড়া সত্বর প্রশমিত হয়।

বড়বামুখো রসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃততাম্রাভ্র টঙ্গণম্।
সামুদ্রঞ্চ যবক্ষারং স্বর্জ্জি সৈন্ধব নাগরম্॥
অপামার্গস্য চ ক্ষারং পালাশং বরুণস্য চ।
প্রত্যেকং সূততুল্যং স্যাদম্লযোগেন মর্দ্দয়েৎ॥
হস্তীশুণ্ডীদ্রবৈশ্চাগ্নৌ মর্দ্দয়িত্বা পুটেল্লঘু।
মাষমাত্রঃ প্রদাতব্যো রসোঽয়ং বড়বামুখঃ॥
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি সংগ্রহগ্রহণীং জরম্॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, সোহাগা, করকচ, যবক্ষার, সর্জ্জিক্ষার, সৈন্ধব, শুণ্ঠী, অপামার্গভস্ম, পলাশক্ষার, বরুণছালভস্ম, প্রত্যেক তুল্যাংশ; অম্লবর্গের রসে ভাবনা দিয়া হাতিশুঁড়া ও চিতার রসে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করতঃ লঘুপুট প্রদান করিবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহা গ্রহণী, সংগ্রহগ্রহণী ও জ্বর প্রভৃতি পীড়া সত্বর নাশ করে।

গ্রহণীকপর্দ্দপোট্টলীরসঃ।

কপর্দ্দতুল্যং রসকস্তু গন্ধকং
লৌহং মৃতং টঙ্গণকঞ্চ তুল্যকম্।
জয়ারসেনৈকদিনং বিমর্দ্দিতং
চূর্ণেন সংবেষ্ট্য পুটেচ্চ ভাণ্ডগম্॥
দদীত তং পোট্টলিকাভিধানকম্।
বাতপ্রধানাং গ্রহণীং নিবর্ত্তয়েৎ॥

কড়িভস্ম, পারদ, গন্ধক, লৌহ ও সোহাগার খই তুল্যাংশ; সিদ্ধির রসে ১ দিবস মর্দ্দন করিয়া চূর্ণের দ্বারা বেষ্টন করতঃ ভাণ্ডমধ্যে রাখিয়া পুটপাক করিবে। ইহা বাতগ্রহণীনাশক।

হংসপোট্টলীরসঃ।

দগ্ধকপর্দ্দকান্ পিষ্ট্বা ত্র্যূষণং টঙ্গণং বিষম্।
গন্ধকং শুদ্ধসূতঞ্চ তুল্যং জম্বীরজৈর্দ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েৎ ভক্ষয়েন্মাষং মরিচার্দ্রং লিহেদনু।
নিহন্তি গ্রহণীরোগং পথ্যং তক্রৌদনং হিতম্॥

কড়িভস্ম, ত্রিকটু, সোহাগার খই, বিষ, গন্ধক ও পারদ তুল্যাংশ; লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া পোট্টলীবদ্ধ করতঃ পুটপাক করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া মরিচচূর্ণ ও আদা লেহন করিবে। এবং তক্র ও অন্ন সেবন করিবে। ইহা গ্রহণীনিবারক।

গ্রহণীবজ্রকপাটরসঃ।

সূতং গন্ধং যবক্ষারং জয়ন্ত্যগ্রাভ্র টঙ্গণম্।
জয়ন্তী ভৃঙ্গ জম্বীরদ্রবৈঃ পিষ্ট্বা দিনত্রয়ম্॥
যামার্দ্ধং গোলকং স্বেদ্যং মন্দেন পাবকেন চ।
শীতে জয়ারসসমং শাল্মলী বিজয়াদ্রবৈঃ॥

ভাবয়েৎ সপ্তধা ব্রজ্ঞকপাটঃ স্যাদ্রসোত্তমঃ।
মাষদ্বয়ং ত্রয়ং বাস্য মধুনা গ্রহণীং জয়েৎ ॥

পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, সোহাগার খই, অভ্র, সিদ্ধি, বচ, সমুদায় তুল্য ভাগ; জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ ও লেবুর রসে দিনত্রয় পেষণ করিয়া অগ্নির মৃদু সন্তাপে ৪ দণ্ড স্বেদ দিবে। পরে সিদ্ধি, শিমুল ও জয়ন্তীর রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহা গ্রহণীনিবারক।

পানীয়ভক্তবটী।

কৃষ্ণাভ্রলৌহমলশুদ্ধবিডঙ্গচূর্ণং
প্রত্যেকমেব পলিকং বিধিবৎ বিধায় ॥
চব্যং কটুত্রয় ফলত্রয় কেশরাজ-
দন্তী পয়োদ চপলানল গণ্টকর্ণাঃ ॥
মাণোল্লকক্ত বৃহতী ত্রিবৃতাঃ সগব্যা-
বর্ত্তাঃ পুনর্নবিকয়া সহিতাশ্বগীযাম্।
মূলং প্রতি প্রতিবিশোধিতমক্ষমেকং
চূর্ণং তদর্দ্ধ রসগন্ধকমেকসংস্থম্ ॥
কৃত্বার্দ্রকীয়রসসম্বলিতঞ্চ ভূয়ঃ
সংপিষ্য তস্য বটিকা বিধিবদ্ বিধেয়া।
হন্ত্যম্লপিত্তমরুচিং গ্রহণীমসাধ্যাং
দুর্নামকামলভগন্দরশোথগুল্মান্ ॥
শূলঞ্চ পাকজনিতং সততাগ্নিমান্দ্যং
সদ্যঃ করোত্যপচিতিং চিরনষ্টবহ্নেঃ।
কুষ্ঠং নিহন্তি পলিতঞ্চ বলিং প্রবৃদ্ধাং
শ্বাসঞ্চ কাসমপি পাণ্ডুগদং নিহন্তি ॥
বীর্য্যান্নমাংস দধি কাঞ্জিকতক্রমৎস্য-
বৃক্ষাম্লতৈল পরিপক্কভুজো যথেষ্টম্।
শৃঙ্গাট বিল্ব গুড় কঙ্কট নারিকেল-
দুগ্ধানি সর্ব্ববিদলানি বিবর্জ্জয়েত্তু ॥

অভ্র, মণ্ডূর, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক ১ পল; চঁই, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কেশরাজ, দন্তী, মুতা, পিপ্পলী, চিতা, ঘেঁটকোল, মাণ, ওল, ডেহুয়া, বৃহতী, তেউড়ী, হুড়হুড়ে, পুনর্নবা প্রত্যেকের মূল চূর্ণ ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, আদার রস সহ পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে গ্রহণী প্রভৃতি রোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

শম্বূকাদিবটী।

দগ্ধশম্বূক সিন্ধূত্থং তুল্যং ক্ষৌদ্রেণ মর্দ্দয়েৎ।
নিষ্কেকেন নিহন্ত্যাশু বাতসংগ্রহণীগদম্ ॥

দগ্ধশম্বূক ও সৈন্ধব, মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা ইহা বাতগ্রহণী নিবারক।

রসাভ্রবটী।

শুদ্ধসূতস্য কর্ষৈকং কর্ষৈকং গন্ধকস্য চ।
দ্বয়োঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা তুল্যং ব্যোমপ্রদাপয়েৎ ॥
কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ড্যাশ্চিত্রকস্য চ।
গ্রীষ্মসুন্দর মণ্ডূকী জয়ন্তীন্দ্রাশনস্য চ ॥
শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ স্বরসং পর্ণসম্ভবম্।
সংমর্দ্দ্য বটিকাং কুর্য্যাৎ কলায়সদৃশীং বুধঃ ॥
হন্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতশ্লেষ্মভবং রুজম্।
জ্বরে চৈবাতিসারে চ সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্ ॥
চাতুর্থকে জ্বরে শ্রেষ্ঠা গ্রহণ্যাতঙ্কনাশিনী।
দধি চাবশ্যকং দেয়ং প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ ॥

কজ্জলী ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, মিশ্রিত করিয়া কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, চিতা, গীমা, থানকুনি, জয়ন্তী, সিদ্ধি, শ্বেতাপরাজিতা ও পান ইহাদের

প্রত্যেকের রস ২ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিবে এবং কলায় সদৃশ বটী প্রস্তুত করিয়া যথাবিধি সেবন করিবে।

মহারাজনৃপতিবল্লভরসঃ।

(সর্ব্বতোভদ্ররসঃ)।

কর্ষত্রয়ং মৃতং কান্তং মৃতাভ্রং মৃততাম্রকম্।
মৃতাং মুক্তাং মাক্ষিকঞ্চ কর্ষং কর্ষং প্রদাপয়েৎ॥
মৃতং স্বর্ণং মৃতং তারং টঙ্গণং শৃঙ্গমেব চ।
বসিরং দন্তিমূলঞ্চ মরিচং তেজপত্রকম্॥
যমানী বালকং মুস্তং শুণ্ঠকঞ্চ সধান্যকম্।
সিন্ধুত্থং সকর্পূরং বিড়ঙ্গং চিত্রকং বিষম্॥
পারদং গন্ধকঞ্চৈব তোলমানং প্রদাপয়েৎ।
তোলদ্বয়ং ত্রিবৃচ্চূর্ণং লবঙ্গং তচ্চতুর্গুণম্॥
জাতীকোষফলে চৈব বরাঙ্গঞ্চৈব তৎসমম্॥
সর্ব্বেষামর্দ্ধভাগঞ্চ বিড়কং তত্র মিশ্রয়েৎ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং যদ্‌যৎ ত্রুটিচূর্ণঞ্চ তৎসমম্।
ভাবনা চ প্রদাতব্যা ছাগীদুগ্ধেন সপ্তধা॥
মাতুলুঙ্গরসৈঃ পশ্চাৎ ভাবয়েৎ সপ্তবারকম্।
ছায়াশুষ্কাং বটীং কৃত্বা ভক্ষয়েদ্দশ রক্তিকাঃ॥
মন্দানলং সংগ্রহণীং প্রবৃদ্ধাং
আমান্বিবন্ধং ক্রিমি পাণ্ডুরোগম্॥
ছর্দ্দ্যম্লপিত্তং হৃদয়াময়ঞ্চ
অর্শাংসি বৈ পিত্তকৃতানশেষান্
সামং সশূলাষ্টকমেব হন্তি।
সাজীর্ণ বিষ্টম্ভ বিসর্প দাহং
বিলম্বিকাধ্মাপ্যলসং প্রমেহান্॥
কুষ্ঠান্যশেষাণি চ কাস শোষং
তৃষ্ণাং সশোথং জ্বর মূত্রকৃচ্ছ্রম্॥
মতান্তরে সর্ব্বতোভদ্রনামা
মহেশ্বরেণৈব বিভাষিতোঽয়ম্॥

কান্তলৌহ ৬ তোলা, অভ্র, তাম্র, মুক্তা ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ, রৌপ্য, সোহাগা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গজপিপ্পলী, দন্তীমূল, মরিচ, তেজপত্র, যমানী, বালা, মুতা, শুণ্ঠী, ধনিয়া, সৈন্ধব, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, চিতা, বিষ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, তেউড়ীচূর্ণ ২ তোলা, লবঙ্গ, জয়িত্রী, জাতীফল, দারুচিনি প্রত্যেক ৪ তোলা; সমুদায় চূর্ণের অর্দ্ধেক বিট্‌লবণচূর্ণ এবং সমুদায়ের তুল্য ছোটএলাইচচূর্ণ মিশাইয়া ছাগদুগ্ধে ৭ বার ও টাবালেবুর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১০ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করতঃ ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহা গ্রহণ্যাদি বিবিধ রোগ নিবারক।

মহারাজনৃপবল্লভঃ।

মাক্ষিকং লৌহমভ্রঞ্চ বঙ্গং রাজত হাটকে।
গ্রন্থী যমানিকা চোচং তাম্রং নাগর টঙ্গণে॥
সৈন্ধবং বালকং মুস্তং ধন্যাকং গন্ধকং রসম্।
শৃঙ্গী কর্পূরকঞ্চৈব প্রত্যেকং মাষকোন্মিতম্॥
মাষদ্বয়ং রামঠং স্যান্মরিচানাং চতুষ্টয়ম্।
জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ পত্রঞ্চ তোলকোন্মিতম্॥
নাভিশঙ্খং বিড়ঙ্গঞ্চ শাণং মাষদ্বয়ং বিষম্।
কর্ষষট্‌কং সত্রিমাষ সূক্ষ্মৈলানাং ততঃ ক্ষিপেৎ॥
বিড়ং কর্ষদ্বয়ং সর্ব্বং ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
চতুর্গুঞ্জামিতং খাদেৎ সানাহগ্রহণীং জয়েৎ॥
শম্ভুনা নির্ম্মিতো হোষ পূর্ব্ববৎ গুণকারকঃ।
নাম্না মহারাজপূর্ব্বো নৃপবল্লভ উচ্যতে॥

স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, রজত, স্বর্ণ, পিপ্পলীমূল, যমানী, দারুচিনি, তাম্র, শুণ্ঠী, সোহাগার খই, সৈন্ধব, বালা, মুতা, ধনিয়া, গন্ধক, পারদ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও কর্পূর, প্রত্যেক ১ মাষা, হিঙ্গু ২ মাষা,

মরিচ ৪ মাষা, জয়িত্রী, লবঙ্গ ও তেজপত্র প্রত্যেক ১ তোলা, নাভিশঙ্খ, বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, বিষ ২ মাষা, সূক্ষ্ম এলাইচ ১২ তোলা, ছয় আনা, বিট্‌ লবণ ৪ তোলা, সমুদায় একত্র করিয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিবে। মাত্রা ৪ রতি। ইহা গ্রহণীরোগের মহৌষধ।

রসপর্পটী।

শ্রীবিন্ধ্যবাসিপাদান্ নত্বা ধন্বন্তরিঞ্চ সর্ব্বভিষজম্।
রসগন্ধকপর্পটিকাপরিপাটীপাটবং বক্ষ্যে॥
মগ্নং রসে জয়ন্ত্যাঃ পশ্চাদেরণ্ডসম্ভূতে।
আর্দ্রকরসে চ সূতং পত্ররসে কাকমাচ্যাশ্চ॥
মগ্নমুদিতানুপূর্ব্ব্যা মর্দ্দনশুষ্কং করেণ গৃহ্নিয়াং।
প্রস্তরভাজনমধ্যে শুদ্ধিরিয়ং পারদস্যোক্তা॥
শুকপুচ্ছসমচ্ছায়ো নবনীতসমদ্যুতিঃ।
মসৃণঃ কঠিনঃ স্নিগ্ধঃ শ্রেষ্ঠো গন্ধক ইষ্যতে॥
কৃত্বা ভদ্রং গন্ধকমতিকুশলঃ ক্ষুদ্রতণ্ডুলাকারম্।
তদ্ভৃঙ্গরাজরসৈরনন্তরং ভাবয়েৎ পাত্রে॥
তদনু চ শুষ্কং কুর্য্যাৎ ধূলিসমানঞ্চ সপ্তধা রৌদ্রে।
তদনু চ শুষ্কং চূর্ণং কৃত্বা বিন্যস্য লৌহিকামধ্যে॥
নির্ধূমবদরকাষ্ঠাঙ্গারে ন্যস্তং বিলাপ্য তৈলসমম্।
পাত্রস্থিতভৃঙ্গরাজরসমধ্যে ঢালয়েন্নিপুণঃ॥
তস্মিন্ প্রবিষ্টমাত্রং কঠিনত্বং যাতি গন্ধকচূর্ণম্।
পুনরপিরৌদ্রেশুষ্কং কেতকরজসাসমানতাংনীতং॥
শুদ্ধে সূতে শোধিতগন্ধকচূর্ণেন তুল্যতা কার্য্যা।
তাবন্মর্দ্দনমনয়োর্যাবন্ন কর্ণোঽপি দৃশ্যতে সূতে॥
পশ্চাৎ কজ্জলসদৃশং চূর্ণং লৌহীস্থিতং যত্নেন।
নির্ধূমবদরকাষ্ঠাঙ্গারে ন্যস্তং বিলাপ্য তৈলসমম্॥
সদ্যো গোময়নিহিতে কদলদলে ঢালয়েন্মুনি।
লৌহীস্থিতমবশিষ্টং কঠিনং তন্ন গ্রহীতব্যম্॥
পশ্চাৎ পর্পটরূপা পর্পটিকা কীর্ত্ত্যতে লোকৈঃ।
ময়ূরচন্দ্রিকাকারং লিঙ্গং যত্র তু দৃশ্যতে॥
তত্র সিদ্ধং বিজানীয়াদ্ বৈদ্যো নৈবাত্র সংশয়ঃ॥
সমুদিতে দিবসে কার্য্যা ভক্ষ্যা চ পর্পটী মনুজৈঃ।
জীরকগুঞ্জে হিঙ্গোরর্দ্ধং খাদেচ্চ বাতলে জঠরে॥
জীরকহিঙ্গোরসেনত্বনুপানং সলিলধারয়াকার্য্যম্।
রসগন্ধক পর্পটিকা ভক্ষণমাত্রে তু নাম্ভসঃ পানম্॥

প্রথমং গুঞ্জাযুগলং প্রতিদিন-
মেকৈক বৃদ্ধিতো ভক্ষ্যম্॥
দশগুঞ্জাপরিমাণাধিকমদনীয়-
মেকবিংশতি দিনানি।

বাতাতপকোপমনশ্চিন্তনমাহারসময়বৈষম্যম্॥
ব্যায়ামশ্চায়াসঃ স্নানং ব্যখ্যানমহিতমত্যম্বম্
পাকে স্তোকং সর্পির্জ্জীরকধন্যাকবেশবারৈশ্চ॥

সিদ্ধস্তবেন রন্ধনমোদন-
ধান্যানি শালয়ো ভক্ষ্যাঃ।

কৃষ্ণং বার্ত্তিঙ্গলফলমবিদ্ধকর্ণা বাস্তুকম্॥
অক্ষতমূদগং সহিতং কদলদলসহিতং পটোলঞ্চ।

ক্রমুকফল শৃঙ্গবেরৌ
ভক্ষ্যৌ শাকেষু কাকমাচী চ॥
লাবকবর্ত্তকতিত্তিরিময়ূর-
মাংসঞ্চ হিততরং ভবতি।

মদগুর রোহিতমীনাবদনীয়ৌ কৃষ্ণমৎস্যাশ্চ॥
নীরক্ষীরং বাঞ্জনমদনীয়ং পক্বকদলঞ্চ।
রম্ভা ফল দল বল্কল মূলানাং বর্জ্জনং কার্য্যম্॥
তিক্তং নিম্বাদিকমপি নাম্লং নোষ্ণং তথাম্লঞ্চ॥

আনূপমাংসজলচরপতত্রি-
পললঞ্চ সর্ব্বথা ত্যাজ্যম্॥

স্ত্রীণাং সম্ভাষণমপি গড়কশ্চ কুষ্মণ্ডম্য়ম্।
নাম্লং ন দধি শাকং পর্পট্যা ভক্ষণে ভক্ষ্যম্॥
গুড়খণ্ডশর্করাদিক ইক্ষুবিকারো ন ভক্ষ্য ইক্ষুশ্চ
ন দলং ন ফলং লতাপ্যদনীয়া কারবেল্লস্য॥
স্তোকং ঘৃতমিত ভক্ষ্যং পথ্যে সাকাঙ্ক্ষমুত্থানম্।
ক্ষুৎপীড়ায়াং ভোজনমবশ্যকার্য্যং মহানিশায়াঞ্চ॥
সমজলমিশ্রং পক্বং ক্ষীরং যদ্বাধিকজলপক্বঞ্চ॥

কথমপি ভোজনসময়াতি-
ক্রমজাতে জ্বরে বিরেকে চ॥

বমনে চ নারিকেলসলিলং দুগ্ধঞ্চ পাতব্যম্।
স্বপ্নে জাতে বমিতে বিরে-
কতঃ ক্ষীরমেব পাতব্যম্॥
ন জায়তে বুভুক্ষা লক্ষ্যা-
লক্ষ্যা প্রতীয়তে যদি বা।
অশক্তি ঝিনি ঝিনি মস্তক শূলাদ্যৈর্নমবধার্য্য।॥
কিং বহু বাচ্যং রোগী যদা যদা ভবতি সাকাঙ্ক্ষঃ।
পায়য়িতব্যং দুগ্ধং তদা তদা নির্ভয়ীভূয়॥
বিহিতাকরণে চান্যামবিহিত-
করণে চ রোগাজ্জন্নানাম্।
ব্যাপত্তয়োঽপি বহুধা দৃষ্টা প্রামাণিকৈর্বহুশঃ॥
তস্মাদবধাতব্যং ভবিতব্যং ভোজনে নিপুণৈঃ।
এবমিয়ং ক্রিয়মাণা ভবতি শ্রেয়স্করী নিয়তম্॥
অর্শোরোগং গ্রহণীং সামাং শূলাতিসারৌ চ।
কামল পাণ্ডুব্যাধিং প্লীহানঞ্চাতিদারুণং হন্তি॥
গুল্মজলোদর ভস্মকরোগং হন্ত্যামবাতাংশ্চ।
অষ্টাদশৈব কুষ্ঠান্যশেষশোথাদি রোগাংশ্চ॥
ইয়মম্লপিত্তশমনী ত্রিদোষদমনী ক্ষুধাতিকমনীয়া।
অগ্নিং নিমগ্নমুদরে জ্বালাজটিলং করোত্যাশু॥
রসগন্ধকপর্পটিকা ত্বপবার্য্য ব্যাধিসংঘাতম্।
বলিপলিতশূন্যং পুরুষং দীর্ঘায়ুষং কুরুতে॥
ব্যাধিপ্রভাবহরণাদপমৃত্যুত্রাসনাশকরণাচ্চ।
মর্ত্ত্যানামমৃতঘটী রসগন্ধকপর্পটী জয়তি॥
শম্ভুং প্রণম্য ভক্ত্যা পূজাং কৃত্বা চ বিষ্ণুচরণাব্জে।
রসগন্ধকপর্পটিকা ভক্ষ্যা
তেনাতিসিদ্ধিদা ভবতি॥
নৃণাং সরুজাং ধ্রুবমিয়-
মারোগ্যং সততশীলিতা কুরুতে।
শ্রীবৎসাঙ্কবিনির্ম্মিতা সম্যগ্রসপর্পটী শ্রেষ্ঠা॥
উক্তমেবহি কর্ত্তব্যং নানারোগতয়া তথা।
ঔষধ ক্রিয়য়েবাত্র কর্ত্তব্যা চোত্তরক্রিয়া॥
প্রত্যবায়বিনাশার্থং ক্ষেত্রপালবলিং ন্যসেৎ।
কৃতমঙ্গলকঃ প্রাতর্যোগিনীনামতঃ পরম্॥

(ভক্ষণপূর্ব্বং বলিদানমন্ত্রো যথা, ওঁ ক্ষঁ ক্ষৌঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। ইতি ক্ষেত্রপালস্য সামন্যা-বলিমন্ত্রঃ। ওঁ হ্রীঁ হ্রেঁ দিব্যাভ্যো যোগিনীভ্যো মাতৃভ্যঃ ক্ষেত্রীভ্যো ভূতেভ্যঃ শালিকীভ্যো নমো নমো হ্রীঁ। ইতি সামান্যযোগিনীনাং বলিমন্ত্রঃ। ওঁ গন্ধকমহাকালায় স্বাহা। ওঁ ব্রহ্ম-কোষিণি রক্ষ রক্ষ স্বাহা। ইতি বিশেষ-বলিমন্ত্রঃ। অত্র পারদস্য নৈসর্গিকদোষত্রয়ং শোধনঞ্চাবশ্যকম্)।

যদুক্তং—

মল-শিখি-বিষনামানো
রসস্য নৈসর্গিকা দোষাঃ।
মূর্চ্ছাং মলেন কুরুতে শিখিনা
দাহং বিষেণ হিক্কাঞ্চ।
গৃহকন্যা হরতি মলং ত্রিফলা
বহ্নিং চিত্রকঞ্চ বিষম্॥
তস্মাদেভির্যারান্ সংমূর্চ্ছয়েৎ সপ্ত সপ্তৈবেতি॥

(গৃহকন্যা ঘৃতকুমারী। তস্যা দলরসেন খল্লনম্। ত্রিফলায়াশ্চূর্ণেন খল্লনম্। চিত্রকস্য পত্ররসেন মূর্চ্ছনম্। তদেবং নৈসর্গিকদোষা-পহারানন্তরং জয়ন্ত্যাদিদ্রব্যচতুষ্টয়রসেন মার্চ্ছন-মধিগন্তব্যম্।)

রসপর্পটী প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে পারদের মলদোষ, বহ্নিদোষ ও বিষদোষ নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহার প্রণালী। যথা, ৮ তোলা পারদ লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিলে পারদের মলদোষ দূরীকৃত হয়, এইরূপে ত্রিফলা চূর্ণের সহিত মর্দ্দনে বহ্নিদোষ এবং চিতাপাতার রসে মূর্চ্ছনে বিষদোষ নিবৃত্ত হয়। পরে যথাক্রমে জয়ন্তীপত্র, এরণ্ড-পত্র, আর্দ্রক ও কাকমাচীপত্রের রসে ডুবাইয়া ক্রমাগত মর্দ্দন দ্বারা ঐ রস সকল শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। এই-রূপে শোধিত পারদই পর্পটী ক্রিয়ায়

ব্যবহার্য্য। ইহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিতে হয়। যে গন্ধক শুকপুচ্ছের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, নবনীতের ন্যায় দীপ্তিশালী, চিক্কণ, কঠিন ও স্নিগ্ধ, তাহাই শ্রেষ্ঠ। ঐরূপ ৮ তোলা গন্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকার করিয়া ভৃঙ্গরাজ-রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ধূলিবৎ চূর্ণিত করিতে হয়। পরে ঐ গন্ধক লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া ধূমরহিত কুলকাষ্ঠের অঙ্গারে গলাইয়া ভৃঙ্গরাজরসে নিক্ষেপ করিবে। নিক্ষেপমাত্রে গন্ধক কঠিনীভূত হইয়া যাইবে। ঐ গন্ধক রৌদ্রে শুষ্ক ও উত্তম-রূপে চূর্ণিত করিয়া কেতকী পুষ্পের রজোবৎ করিবে।

শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধকের পরিমাণ সমান হওয়া আবশ্যক। উল্লিখিত প্রক্রিয়ার পর পারদ ও গন্ধক সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। যাবৎ নিশ্চন্দ্র অর্থাৎ পারদ-কণা অদৃশ্য না হয়, তাবৎ মর্দ্দন করিতে হইবে। চূর্ণ সকল কজ্জল সদৃশ হইলে লৌহপাত্রে স্থাপিত করিয়া নির্ধূম কুল-কাষ্ঠের অঙ্গারে গলাইয়া তৈলবৎ করিবে। পরে গোময়রাশির উপর একখানি কচি কলাপাত পাতিয়া এবং অপর একখানি কলাপাতের মধ্যে গোময় পুরিয়া পুটলী করিবে। অনন্তর দ্রবীভূত কজ্জলী উক্ত কদলীপত্রে ঢালিয়া প্রস্তুত পুটুলি দ্বারা চাপিবে। ইহাতে চটী প্রস্তুত হইবে। দ্রবীভূত কজ্জলীর যে অংশ কঠিন হইয়া লৌহ-পাত্রে লাগিয়া থাকিবে, তাহা লইবে না। পর্পটী ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকা সদৃশ হইলে সুপ্রস্তুত হইল জানিবে। মূলোক্ত নক্ষত্রাদিতে পর্পটী প্রস্তুত ও সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহা প্রস্তুত করিবার সময় যেরূপ পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি মূলে লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে তৎক্রিয়া সমাধা করিবে। বাতোদর রোগে ২ রতি জীরক ও ১ রতি হিঙ্গুর সহিত সেব-নীয়। পর্পটী ভক্ষণান্তে শীতল জল পান করা কর্ত্তব্য। প্রথম দিবসে ২ রতি পরিমাণে ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত করিবে। ১০ রতির অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা অনুচিত। ২১ দিন পর্য্যন্ত ঔষধ সেবনের নিয়ম।

পর্পটী ব্যবহারকালে, বায়ুসেবন, রৌদ্রসেবন, ক্রোধ, অধিক চিন্তা, আহার সময়ের ব্যতিক্রম, ব্যায়াম, পরিশ্রম, স্নান ও অধিক বাক্যকথন এই সমুদায় বর্জ্জনীয়। ঘৃত, সৈন্ধব এবং জীরা ও ধনের বাঁটনা দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি, শালিতণ্ডুলের অন্ন, কাল বেগুন, নিমুখী শাক, বাস্তুশাক, কীটাদি কর্ত্তৃক অভক্ষিত মুদ্গ, পটোল, সুপারি, আদা, কাকমাচী শাক, লাবাদি পক্ষীর মাংস, মাগুর, রোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য ও জলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ এই সমুদায় আহার করা কর্ত্তব্য। রম্ভাফল, নিম্বাদি তিক্ত দ্রব্য, উষ্ণান্ন, বরাহাদির এবং জলচর পক্ষী প্রভৃতির মাংস, অম্লদ্রব্য, শাক ও কৃষ্ণবর্ণ মৎস্যের মধ্যে গড়ক

মৎস্য নিষিদ্ধ; স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ পর্য্যন্ত পরিত্যজ্য। গুড়, চিনি ও ইক্ষু প্রভৃতি দ্রব্য ভক্ষণীয়। ক্ষুধা উপস্থিত হইবামাত্রই আহার করা আবশ্যক; যদি অর্দ্ধরাত্রে ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ আহার করা কর্ত্তব্য। কদাচিৎ ভোজন সময়ের ব্যতিক্রম হেতু ভেদ বা বমন উপস্থিত হইলে ডাবের জল ও দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। স্বপ্নবিকৃতি জন্য শুক্রক্ষরণ হইলে দুগ্ধ পান করা উচিত। ক্ষুধা হইয়াছে কি না বিশেষরূপে বোধ না হইলে গাত্র ঝিন্ ঝিন্ প্রভৃতি দ্বারা তাহা বুঝিয়া আহার করা কর্ত্তব্য। অধিক কি রোগীর যখন ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, তখনই দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে; তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই। উল্লিখিত অবিহিত আচরণ করিলে বা বিহিত বিষয় আচরণ না করিলে বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। পর্প টী সেবনে গ্রহণী, অর্শঃ, জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, অতীসার, গুল্ম, জলোদর ও অগ্নিমান্দ্যাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার পর্প টী সেবনের এই নিয়ম যে, রোগীকে কিঞ্চিৎ চিনি বা মিছরির সহিত কেবল মাত্র দুগ্ধ ও অন্ন আহার করিতে দেওয়া যায়, লবণ ও জল প্রভৃতি অপর সমস্ত দ্রব্য একবারে পরিত্যাজ্য, অসহ্য তৃষ্ণায় পানার্থ ডাবের জল ব্যবস্থেয়।

লৌহপর্প টী।

সমৌ গন্ধরসৌ কৃত্বা কজ্জলীকৃত্য যত্নতঃ।
শুদ্ধলৌহস্য চূর্ণন্তু রসতুল্যং প্রদাপয়েৎ॥
একীকৃত্য ততো যত্নাল্লৌহপাত্রে প্রমর্দ্দিতম্।
ঘৃতপ্রলিপ্তদর্ব্ব্যান্তু স্বেদয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
দ্রবীভূতং সমাহৃত্য ঢালয়েৎ কদলীদলে।
চূর্ণীকৃত্য সুখার্থায় পথ্যভুগ্‌ভিঃ প্রসেব্যতে।
শীতোদকানুপানং বা কাথং বা ধান্যজীরয়োঃ।
লৌহেন পর্প টী হ্যেষা ভক্ষ্যা লোকস্য সিদ্ধিদা॥
রক্তিকৈকাং সমারভ্য বর্দ্ধয়েদ্রক্তিকাং ক্রমাৎ।
সপ্তাহং বা দ্বয়ং বাপি যাবদারোগ্যদর্শনম্।
সূতিকাঞ্চ জ্বরঞ্চৈব গ্রহণীমপি দুস্তরাম্।
আমশূলাতিসারাংশ্চ পাণ্ডুরোগং সকামলম্।
প্লীহানমগ্নিমান্দ্যঞ্চ ভস্মকঞ্চ তথৈব চ।
আমবাতমুদাবর্ত্তং কুষ্ঠান্যষ্টাদশৈব তু।
এবমাদীংস্তথা রোগান্ গরাণি বিবিধানি চ।
হন্ত্যনেন প্রয়োগেণ বপুষ্মান্ নির্ম্মলঃ সুখী।
জীবেদ্বর্ষশতং পূর্ণং বলীপলিতবর্জ্জিতঃ।
ভোজনং রক্তশালীনাং ত্যক্ত্বা শাকং বিদাহি চ।
আমবাতপ্রকোপঞ্চ চিন্তনং মৈথুনং তথা।
প্রাতরুত্থায় সংসেব্যা বিধিনায়ুঃপ্রবর্দ্ধিনী।

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত ২ তোলা লৌহ মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে কোন লৌহপাত্রে ঘৃত মাখাইয়া তাহাতে কজ্জলী স্থাপন করিয়া মৃদু অগ্নিতে স্বেদিত করিবে। দ্রবীভূত হইলে কদলীপত্রে ঢালিয়া পূর্ব্ববৎ পর্প টী প্রস্তুত করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া লইবে। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত অর্থাৎ

আরোগ্য লাভ পর্য্যন্ত সেবনীয়। অনুপান শীতল জল অথবা জীরা ও ধনের কাথ। ঔষধ সেবনকালে বিদাহি, শাকাদি দ্রব্য, চিন্তা ও মৈথুন প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। ইহাদ্বারা গ্রহণী প্রভৃতি পীড়া নষ্ট হয়।

স্বর্ণপর্প টী।

রসোত্তমং পলং শুদ্ধং হেম তোলকসংযুতম্।
শিলায়াং মর্দ্দয়েত্তাবং যাবদেকত্বমাগতম্॥
গন্ধকস্য পলস্যৈকময়ঃপাত্রে ততো দৃঢ়ে।
মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়পাণিভ্যাং যাবৎকজ্জলতাং ব্রজেৎ॥
ততঃ পরং বিধানজ্ঞঃ পর্প টীং কারয়েৎ সুধীঃ।
রক্তিকাদি ক্রমেণৈব যোজয়েদনুপানতঃ॥
শূলঞ্চ গ্রহণীং হন্তি বৃষ্যা সর্ব্বরুজাপহা॥

(অত্র হেম্নোঽষ্টভাগিত্বমুপলক্ষণমিতি, প্রামাণিকাঃ।)

পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া একীভূত করিবে, পরে উহার সহিত গন্ধক ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পশ্চাৎ যথাবিধি পাক করিয়া পর্প টী প্রস্তুত করিবে। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। ইহাতে গ্রহণী ও জ্বর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চামৃতপর্প টী।

অষ্টৌ গন্ধক তোলকা
রসদলং লৌহং তদর্দ্ধং শুভং
লৌহার্দ্ধঞ্চ বরাভ্রকং সুবিমলং
তাম্রং তথাভ্রার্দ্ধকম্।
পাত্রে লৌহময়ে চ মর্দ্দন-
বিধৌ চূর্ণীকৃতস্যৈকতো-
দর্ব্ব্যা বা দরবহ্নিনাতি-
মৃদুনা পাকং বিদিত্বা দলে।
রম্ভায়া লঘু ঢালয়েৎ
পটুরিয়ং পঞ্চামৃতা পর্প টী
খ্যাতা ক্ষৌদ্রঘৃতান্বিতা প্রতি-
দিনং গুঞ্জাদ্বয়ং বৃদ্ধিতঃ।
লৌহে মর্দ্দনযোগতঃ সুবি-
মলং ভক্ষক্রিয়া লোহবদ্
গুঞ্জাষ্টাবথবা ত্রিকং ত্রিগুণিতং
সপ্তাহমেবং ভজেৎ॥
নানাবর্ণগ্রহণ্যামরুচিসমুদয়ে দুষ্ট দুর্নামকাদৌ
চর্দ্দ্যাং দীর্ঘাতিসারে জ্বরভব-
কলিতে রক্তপিত্তে ক্ষয়েঽপি।
বৃষ্যাণাং বৃষ্যরাজ্ঞী বলি-
পলিতহরা নেত্ররোগৈকহন্ত্রী
তুন্দং দীপ্তং স্থিরাগ্নিং পুনরপি
নবকং রোগিদেহং করোতি॥

(রসদলং গন্ধকার্দ্ধমিত্যর্থঃ। দীর্ঘাতিসারে চিরোত্থিতাতিসারে।

গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধ তোলা, এই পাঁচ দ্রব্য একত্র লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া অপর লৌহপাত্রে (কটাহ প্রভৃতিতে) স্থাপন পূর্ব্বক মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া কদলীপত্রে ঢালিয়া যথাবিধি পর্প টী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে পঞ্চামৃত পর্প টী কহে। মাত্রা ২ রতি। লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া সেবনীয়। অনুপান ঘৃত ও মধু। প্রতি দিন মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ৮ বা ১০ রতি পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিবে। ১ সপ্তাহ সেবন করিলে

নানাবিধ গ্রহণী, অরুচি, বমি, দীর্ঘকালোৎপন্ন অতীসার ও নেত্ররোগ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া, সত্বর প্রশমিত হয়।

বিজয়পর্পটী।

গন্ধকং ক্ষুদ্রিতং কৃত্বা ভাব্যং ভৃঙ্গরসেন তু।
সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি পশ্চাচ্ছুষ্কং বিচূর্ণয়েৎ॥
চূর্ণয়িত্বায়সে পাত্রে কৃত্বা বহ্নিগতং সুধীঃ।
দ্রুতং ভৃঙ্গরসে ক্ষিপ্তং ততঃ উদ্ধৃত্য শোষয়েৎ॥
তঞ্চ গন্ধং পলৈঞ্চকং গন্ধার্দ্ধং শুদ্ধপারদম্।
সূতার্দ্ধং ভস্ম রৌপ্যঞ্চ তদর্দ্ধং স্বর্ণভস্মকম্॥
তদর্দ্ধং মৃতবৈক্রান্তং মৌক্তিকঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ।
একীকৃত্য ততঃ সর্ব্বং কুর্য্যাৎ পর্পটিকাং শুভাম্॥
লৌহপাত্রে সমরসং মর্দ্দিতং কজ্জলীকৃতম্।
বদরাঙ্গারবহ্নিস্থে লৌহপাত্রে দ্রবীকৃতে॥
ময়ূরচন্দ্রিকাকারং লিঙ্গং বা যদি দৃশ্যতে।
মৃদৌ ন সম্যগ্ ভঙ্গঃ স্যাৎ মধ্যে ভঙ্গশ্চ রূপ্যবৎ॥
খরে লঘুর্ভবেদ্ ভঙ্গো রূক্ষঃ সূক্ষ্মোঽরুণচ্ছবিঃ।
মৃদুমধ্যৌ তথা গ্রাহ্যৌ খরস্ত্যাজ্যো বিষোপমঃ॥
জরাব্যাধিশতাকীর্ণং বিশ্বং দৃষ্ট্বা পুরা হরঃ।
চকার পর্পটীমেতাং যথা নারায়ণোঽমৃতম্॥
আদৌ শঙ্করমভ্যর্চ্চ্য দ্বিজাতীন্ প্রণিপত্য চ।
প্রভাতে ভক্ষয়েদেনাং প্রাগ্রক্তিদ্বয়সম্মিতাম্॥
রক্তিকাদিক্রমাদ্ বৃদ্ধির্ভক্ষ্যা নৈব দশোপরি।
আরোগ্যদর্শনং যাবৎ তাবদ্ধ্রাসস্ততঃ পরম্॥
অজীর্ণে ভোজনং নৈব পথ্যকালব্যতিক্রমঃ।
ঘৃত সৈন্ধব ধন্যাক হিঙ্গু জীরক নাগরৈঃ॥
শস্যতে ব্যঞ্জনং সিদ্ধং পিত্তে স্বাদ্বন্ন মাক্ষিকম্।
কৃষ্ণ মৎস্যেন দুগ্ধেন মাংসেন জাঙ্গলেন চ॥
জাঙ্গলেষু শশচ্ছাগৌ মৎস্যে রোহিত মদ্গুরৌ।
পটোলপত্রঞ্চ তথা কৃষ্ণবার্ত্তাকু জালিকা॥
সুস্বিন্নপূগৈস্তাম্বূলৈর্লাভে কর্পূরসংযুতৈঃ।
ক্ষুধাকালে ব্যতিক্রান্তে যদি বায়ুঃ প্রকুপ্যতি॥
ঝিঞ্ঝিনীতি শিরঃশূলে বিরেকে বমথৌ তথা।
তৃষ্ণাদাহাধিকে পিত্তে নারিকেলাম্বু নির্ভয়ম্॥
নারিকেলপয়ঃ পেয়ং দ্বির্ভক্ষ্যং ক্ষীরমেব চ।
স্বপ্নে শুক্রচ্যুতৌ চৈব চম্পকং কদলীদলম্॥
বর্জ্জ্যং নিম্বাদিকং শাকং শাকাম্লং কাঞ্জিকং সুরাম্।
কদলীফল পত্রাজ্যিম্ ত্রপুসালাবু কর্কটী॥
কুষ্মাণ্ডং কারবেল্লঞ্চ ব্যায়ামং জাগরং নিশি।
ন পশ্যেন্ন স্পৃশেদ্ গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং জীবিতুমিচ্ছতি॥
যচ্চোৎসবে স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ কর্ত্তব্যা তু প্রতিক্রিয়া।
দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি দুঃসাধ্যাং বহুবার্ষিকীম্॥
আমশূলমতীসারং সামঞ্চৈব সুদারুণম্।
অতীসারং ষড়র্শাংসি যক্ষ্মাণং সপরিগ্রহম্॥
শোথঞ্চ কামলাং পাণ্ডুং প্লীহানঞ্চ জলোদরম্।
পক্তিশূলঞ্চাম্লপিত্তং প্রমেহান্ বিষমজ্বরান্॥
বাতপিত্তকফোত্থাংশ্চ জ্বরান্ হন্তি সুদারুণান্।
জীর্ণোঽপি পর্পটীং সেব্য বপুষা নির্ম্মলঃ সুধীঃ॥
জীবেদ্বর্ষশতং শ্রীমান্ বলীপলিতবর্জ্জিতঃ।
প্রাতঃ করোতি সততং নিয়তং দ্বিগুঞ্জাং
যস্তাং স বিন্দতি তুলাং কুসুমায়ুধস্য।
আয়ুশ্চ দীর্ঘমনঘং বপুষঃ স্থিরত্বং
হানিং বলীপলিতয়োরতুলং বলঞ্চ॥

গন্ধককে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে ৭ বার বা ৩ বার ভাবনা দিয়া পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে, পরে উহা লৌহপাত্রে রাখিয়া অগ্নিসন্তাপে গলাইয়া পুনর্ব্বার ভৃঙ্গরাজরসে নিক্ষিপ্ত করিবে। কিয়ৎকাল পরে তুলিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই রূপে শোধিত গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, রূপা ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, বৈক্রান্ত ৷৹ তোলা ও মুক্তা ।৹ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া উত্তমরূপে কজ্জলী করিবে। পরে উহা লৌহপাত্রে রাখিয়া কুলকাষ্ঠের অঙ্গারের উপর স্থাপন করিয়া দ্রব করিয়া লইবে। যখন কজ্জলীর

আভা ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকার ন্যায় হইবে, তখনই পাক সিদ্ধ হইল জানিবে। পশ্চাৎ যথাবিধানে পর্প টী প্রস্তুত করিয়া লইবে। কজ্জলীর পাক মৃদু, মধ্য ও খরভেদে তিন প্রকার। মৃদু ও মধ্য পাকে পারদ দৃষ্ট হয়, খর পাকে তাহা হয় না। মৃদু পাক হইলে উত্তমরূপে ভগ্ন হয় না, মধ্য পাকে রৌপ্যবৎ খণ্ড হয়, খর পাকে রূক্ষ, সূক্ষ্ম ও অরুণবর্ণ চূর্ণ দৃষ্ট হয়। মৃদু ও মধ্য পাকের পর্প টীই সেবনীয়। খরপাকের পর্প টী বিষসদৃশ জানিবে। ইহা ২ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। ১০ রতির অধিক সেবনীয় নহে। রোগের উপশম হইলে ক্রমশঃ মাত্রা হ্রাস করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ইহা সেবনীয়। অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন অথবা ভোজনকালের ব্যতিক্রম করা অবিধেয়। ধনে, হিঙ্গু, জীরা, শুঁঠ, ঘৃত ও সৈন্ধবসংযোগে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আহার করা কর্ত্তব্য, পিত্তাধিক্যে অম্লমধুর দ্রব্য ও মধু ব্যবস্থেয়। জাঙ্গল মাংসের মধ্যে শশক ও ছাগমাংস, মৎস্যের মধ্যে রোহিত ও মাগুর এবং শাকের মধ্যে পল্‌তা ও কচি কাল বেগুন ভক্ষণীয়। সিদ্ধ সুপারি ও কর্পূর সংযোগে তাম্বুল চর্ব্বণ করা উচিত। আহারকালের ব্যতিক্রম বশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া মস্তকে ঝিন্‌ঝিনি, ভেদ, বমন, তৃষ্ণা ও পিত্তবৃদ্ধি হইলে নির্ভয়ে নারিকেলজল পান করাইবে। জলের মধ্যে নারিকেলজল এবং প্রত্যহ দুইবার করিয়া দুগ্ধ পান করা ব্যবস্থেয়। যদি স্বপ্নে রেতঃপতন হয়, তাহা হইলে দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। নিম্ব প্রভৃতি শাক, কলা, শসা, লাউ, কাঁকুড়, কুমড়া ও উচ্ছে প্রভৃতি দ্রব্য এবং ব্যায়াম ও রাত্রিজাগরণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ। জীবনেচ্ছা থাকিলে স্ত্রীলোকের দর্শন ও স্পর্শন পর্য্যন্ত পরিহার্য্য। যদি নিতান্ত অবশতাপ্রযুক্ত স্ত্রীসঙ্গম ঘটিয়া পড়ে, তাহা হইলে যথাবিধানে তাহার প্রতীকার কর্ত্তব্য। এই ঔষধ সেবনে দুর্নিবার্য্য বহুকালসঞ্চিত গ্রহণী, আমশূল, অতীসার, যক্ষ্মা, পাণ্ডু, কামলা, অম্লপিত্ত, বাতরক্ত ও জ্বরাদি নানা ব্যাধি নষ্ট হইয়া দেহের পুষ্টি, রতিশক্তি বৃদ্ধি, বলীপলিতশূন্যতা ও পরমায়ুঃ বৃদ্ধি হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তা বিজয়পর্প টী।

রসং বজ্রং হেম তারং মৌক্তিকং তাম্রমভ্রকম্।
সর্ব্বতুল্যেন গন্ধেন কুর্য্যাদ্ বিজয়পর্প টীম্॥
দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি দুঃসাধ্যাং বহুবার্ষিকীম্।
আমশূলমতীসারং চিরোত্থমতিদারুণম্॥
প্রবাহিকাং ষড়র্শাংসি যক্ষ্মাণং সপরিগ্রহম্।
শোথঞ্চ কামলাং পাণ্ডুং প্লীহ গুল্ম জলোদরান্॥
পক্তিশূলমম্লপিত্তং বাতরক্তং বমিং ভ্রমিম্।
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং প্রমেহান্ বিষমজ্বরান্॥
চাতুর্বিধমজীর্ণঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
জীর্ণোঽপি পর্প টীংখাদন্ বপুষা নির্ম্মলঃ সুধীঃ॥
জীবেদ্ বর্ষশতং শ্রীমান্ বলীপলিতবর্জ্জিতঃ।
প্রাতঃ করোতি সততং নিয়তং দ্বিগুঞ্জাং
যস্তাং স বিন্দতি তুলাং কুসুমায়ুধস্য।
আয়ুশ্চ দীর্ঘমনবং বপুষঃ স্থিরত্বং
হানিং বলীপলিতয়োরতুলং বলঞ্চ।

জরাব্যাধিসমাকীর্ণং বিশ্বং দৃষ্ট্বা পুরা হরঃ।
চকার পর্পটীমেতাং যথা নারায়ণঃ সুধাম্॥

পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, তাম্র ও অভ্র প্রত্যেক ১ ভাগ, গন্ধক ৭ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাবিধানে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ইহার গুণ পূর্ব্বোক্ত বিজয়পর্পটীর ন্যায়।

রসেন্দ্রচূর্ণম্।

(লালগুঁড়া।)

পলোন্মিতং শুদ্ধসূতমাদদীতাথ শাণকম্।
প্রত্যেকং বংশজা মুক্তা নিরুত্থহেমভস্মনাম্॥
দ্রাবয়েদহিফেনস্য শাণং ক্ষীরে নিমজ্জিতম্।
বস্ত্রপূতেন তেনৈব তৎসর্ব্বং মর্দ্দয়েদ্ভৃশম্॥
ছায়ায়ামাতপে বাথ শোষয়েৎ চূর্ণয়েৎ ততঃ।
চতুর্গুঞ্জামিতং চূর্ণং ক্ষীরেণ সহ সেবয়েৎ॥
সক্ষীরমন্নমশ্নীয়াশ্নীয়াল্লবণাম্ভসী॥
যাবজ্জীর্য্যেৎ তাবদাজ্যং পক্বমাজ্যেন মোদকম্॥
শৌচমাচমনং কার্য্যমগ্নিপূতেন বারিণা।
বাসসা চ্ছাদয়েদ্ দেহং ন স্নায়াদস্য সেবকঃ॥
অত্রানুবর্ত্তয়েৎ সর্ব্বান্ নিয়মান্ রসসেবিনাম্।
চূর্ণং রসেন্দ্রনামেদং রসে শ্রেষ্ঠং রসায়নম্॥
নাশয়েদ্ গ্রহণীং কৃৎস্নাং রক্তাতীসারসূতিকে।
অগ্নিমান্দ্যাদিকং জিত্বা দীপয়েজ্জঠরানলম্।
পুষ্টং হৃষ্টং বলিষ্ঠঞ্চ নরং কুর্য্যাদ্ধিতাশনম্॥

রসসিন্দূর ৮ তোলা, বংশলোচন, মুক্তা ও স্বর্ণভস্ম প্রত্যেক ॥০ তোলা। অহিফেন ॥০ তোলা দুগ্ধে ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া তদ্দ্বারা উত্তমরূপে মাড়িবে। পরে শুষ্ক করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান দুগ্ধ। এই ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধান্ন ভোজন, লবণ জল পরিবর্জ্জন, ক্ষুধাবৃদ্ধ্যনুসারে মোহনভোগাদি ঘৃতপক্ক দ্রব্য ভক্ষণ, গরম জলে শৌচ ও আচমনক্রিয়া সম্পাদন করিবে। সর্ব্বদা বস্ত্রদ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত রাখিবে এবং স্নানাদি নিষিদ্ধ। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী, রক্তাতিসার ও সূতিকা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া উপশমিত হয় এবং শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। এই প্রসিদ্ধ পুষ্টিকর ঔষধ সুস্থ শরীরেও অনায়াসে ব্যবহার করিতে পারা যায়। ইহা লালগুঁড়া নামে প্রসিদ্ধ।

হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরসঃ।

একাংশো রসরাজস্য গ্রাহ্যৌ দ্বৌ হাটকস্য চ।
মুক্তাফলস্য চত্বারো ভাগাঃ ষড় দীর্ঘনিঃস্বনাৎ॥
ত্র্যংশং বলেবরাটাশ্চ টঙ্কণো রসপাদিকঃ।
পক্বনিম্বুকতোয়েন সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ॥
মূষামধ্যে ন্যসেৎ কল্কং তস্য বক্ত্রং নিরোধয়েৎ।
গর্ত্তেঽরত্নিপ্রমাণে তু পুটেত্ত্রিংশদ্ বনোপলৈঃ॥
স্বাঙ্গশীতলতাং জ্ঞাত্বা রসং মূষোদরান্নয়েৎ।
ততঃ খল্লোদরে মর্দ্দ্যং সুধারূপং সমুদ্ধরেৎ॥
এতস্যামৃতরূপস্য দদ্যাদ্ গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
ঘৃত মাধ্বীক সংযুক্তমেকোনত্রিংশদূষণৈঃ॥
মন্দাগ্নৌ রোগসংঘে চ গ্রহণ্যাং বিষমজ্বরে।
গুদাঙ্কুরে মহাশূলে পীনসে শ্বাসকাসয়োঃ॥
অতীসারে গ্রহণ্যাঞ্চ ক্ষয়থৌ পাণ্ডুকে গদে।
সর্ব্বেষু কোষ্ঠরোগেষু যকৃৎ প্লীহাদিকেষু চ।
বাতপিত্ত কফোত্থেষু দ্বন্দ্বজেষু ত্রিজেষু চ।
দদ্যাৎ সর্ব্বেষু রোগেষু শ্রেষ্ঠমেতদ্রসায়নম্॥

পারদ ১ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, কাঁসা ৬ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা, সোহাগার

খই ২ মাষা, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র পাকালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া মূষা মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক মূষা রুদ্ধ করিবে। পরে ক্ষুদ্রপুটে ৩০ খানি বিল ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে যথাবিধি পুটপাক করিবে, পরে শীতল হইলে উদ্ধার করিয়া খলে মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ রতি। ঘৃত, মধু ও ২৯টী মরিচের সহিত সেবনীয়। ইহা দ্বারা অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, অতীসার, প্রবল গ্রহণী ও শোথ প্রভৃতি দুঃসাধ্য নানারোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

তক্রারিষ্টঃ।

যমান্যামলকং পথ্যা মরিচং ত্রিপলাংশকম্।
লবণানি পলাংশানি পঞ্চ চৈকত্র চূর্ণয়েৎ ॥
তক্রেণ সংযুতং জাতং তক্রারিষ্টং পিবেন্নরঃ।
দীপনং শোথ গুল্মার্শঃ ক্রিমি মেহোদরাপহম্ ॥

যমানী, আমলা, হরীতকী ও মরিচ প্রত্যেক ৩ পল, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল, সমস্ত একত্র চূর্ণিত করিয়া ১৬ সের তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ৪ দিন রাখিবে। ইহার নাম তক্রারিষ্ট। ইহা যথাযথ মাত্রায় সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয় এবং শোথ ও গুল্ম প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

পিপ্পল্যাদ্যাসবঃ।

পিপ্পলী মরিচং চব্যং হরিদ্রা চিত্রকো ঘনঃ।
বিড়ঙ্গং ক্রমুকো লোধ্রঃ পাঠা ধাত্র্যেলবালুকম্।
উশীরং চন্দনং কুষ্ঠং লবঙ্গং তগরং তথা।
মাংসী ত্বগেলা পত্রঞ্চ প্রিয়ঙ্গু নাগকেশরম্ ॥
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ সূক্ষ্মচূর্ণীকৃতান্ শুভান্।
জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপ্ত্বা দদ্যাদ্ গুড়তুলাত্রয়ম্ ॥
পলানি দশ ধাতক্যা দ্রাক্ষা ষষ্টিপলা ভবেৎ।
এতান্যেকত্র সংযোজ্যমৃদো ভাণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ ॥
জ্ঞাত্বা রসগতং সর্ব্বং পায়য়েদগ্ন্যপেক্ষয়া।
ক্ষয়ঃ গুল্মোদরং কার্শ্যং গ্রহণীং পাণ্ডুতাস্তথা।
অর্শাংসি নাশয়েচ্ছীঘ্রং পিপ্পল্যাদ্যাসবস্ত্বয়ম্ ॥

পিঁপুল, মরিচ, চঁই, হরিদ্রা, চিতামূল, মুতা, বিড়ঙ্গ, সুপারি, লোধ, আকনাদি, আমলা, এলবালুক, বেণার মূল, রক্তচন্দন, কুড়, লবঙ্গ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু ও নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা, জল ১২৮ সের, গুড় ৩৭॥০ সের, ধাতকী ১০ পল, দ্রাক্ষা ৬০ পল এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া মৃত্তিকাপাত্রে এক মাস রাখিবে। পরে উহার দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিবে। ইহা পান করিলে গ্রহণী প্রভৃতি নানারোগের সত্বর শান্তি হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং গ্রহণ্যধিকারঃ।

আমাশয়রোগাধিকারঃ।

আমাশয়ে বহুবিধা হেতুভির্বহুভিন্নৃণাম্।
বহুলক্ষণসম্পন্না জায়ন্তে বহবো গদাঃ ॥
সামান্যং লক্ষণং তেষাং বহ্নের্বলপরিক্ষয়ঃ।
প্রায়শ্চোৎক্লেশবমনে দৌর্ব্বল্যং সদনং ভ্রমঃ ॥
শূলদাহৌ বিবর্ণত্বং কৃশত্বঞ্চ জ্বরোঽরুচিঃ।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ শৈথিল্যং ভবেন্মূর্চ্ছা চ দারুণা ॥

নানাকারণে আমাশয়ে (পাকস্থলীতে) বিবিধ লক্ষণবিশিষ্ট পীড়াসমূহ

উৎপন্ন হয়। আমাশয়িক সর্ব্বপ্রকার রোগেই অগ্নির বলহানি হইয়া থাকে; এবং প্রায় বমনের বেগ, বমন, দৌর্ব্বল্য, অবসন্নতা, ভ্রম, শূল, দাহ, বৈবর্ণ্য, কৃশতা, জ্বর, অরুচি, ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ও দারুণ মূর্চ্ছা এই সকল লক্ষণও উপস্থিত হয়।

তেষাং চিকিৎসা।

আমাশয়িক রোগেষু হেতুদোষানুসারতঃ।
বিদধ্যাদ দীপনং বহ্নেঃ পাচনঞ্চানুলোমনম॥

আমাশয়িক রোগসমূহে নিদান ও দোষ বিবেচনা করিয়া অগ্নিসন্দীপক অথচ পাচক ও অনুলোমক ঔষধাদি ব্যবস্থা করিবে।

পিপ্পল্যাদিক্কাথঃ।

পিপ্পলী শারিবা শ্যামা অভয়ামলকং শটী।
ক্কাথমেষাং পিবেৎ প্রাতঃ সক্ষৌদ্রঞ্চ সশর্করম॥
আমাশয়িকরোগাংশ্চ বহ্নিমান্দ্যং বলক্ষয়ম।
শূলারোচক হৃল্লাসান্ অপনয়েদেষ নিশ্চিতম॥

পিঁপুল, অনন্তমূল, শ্যামালতা হরীতকী, আমলা ও শটী ইহাদের কাথ মধু ও চিনির সহিত পান করিলে আমাশয় রোগ, অগ্নিমান্দ্য, দৌর্ব্বল্য, শূল, অরুচি ও হৃল্লাস প্রভৃতি নিবারণ হয়।

অমৃতার্ণবঃ।

অমৃতং রসগন্ধৌ চ লৌহমভ্রং সমাংশকম।
ভাবয়েদ্ বহ্নিনীরেণ সপ্তধা চ পৃথক্ পৃথক্॥
রক্তিদ্বয়মিতং খাদেদ্ যথাদোষানুপানতঃ।
আমাশয়িকরোগেষু জ্বরেষু বিষমেষু চ।

বিষ, পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগ চিতামূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবনীয়। ইহাতে আমাশয়িক রোগ ও বিষমজ্বর সমস্ত বিনষ্ট হয়।

ত্রিপুরসুন্দরো রসঃ।

সিন্দূরমভ্রন্তথ হেমমাক্ষিকং
মুক্তাঞ্চ হেম চ তুল্যভাগিকম।
কন্যাম্বুনা মর্দ্দয় সপ্ত বাসরান
রক্তিপ্রমাণাং বটিকাং বিধেহি চ।
রসোত্তমস্যাস্য নিষেবণান্নরঃ
আমাশয়োত্থাময়বারণসঞ্চয়াৎ।
প্রাপ্ত বিমুক্তিং বলবীর্য্যসংযুতো
মেধান্বিতঃ সৌম্যবপুশ্চ জায়তে॥

রসসিন্দূর, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, মুক্তা ও স্বর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে ৭ দিবস মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে আমাশয়িক রোগসমূহের নিবৃত্তি এবং বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হয়।

আমাশয়ে পথ্যাপথ্যানি।

অন্নপানাদিকং সর্ব্বং লঘবং যচ্চ পোষণম্।
আমাশয়গদে সেব্যং দুর্জ্জরঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

আমাশয় রোগে সুপাচ্য অথচ পুষ্টিকর অন্নপানাদি সেবনীয় এবং গুরুপাক অন্নাদি সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামামাশয়রোগাধিকারঃ।

অম্লপিত্তাধিকারঃ ।

বান্তিং কৃত্বাম্লপিত্তে তু বিরেকং মৃদু কারয়েৎ ।
সম্যগ্‌বান্তবিরিক্তস্য সুস্নিগ্ধস্যানুবাসনম্‌ ॥
আস্থাপনং চিরোদ্ভূতে দেয়ং দোষাদ্যপেক্ষয়া ।
ক্রিয়া শুদ্ধস্য শমনী হ্যনুবন্ধব্যপেক্ষয়া ॥
দোষসংসর্গজা কার্য্যা ভেষজাহারকল্পনা ॥

অম্লপিত্ত রোগে বমন, মৃদু বিরেচন, স্নেহক্রিয়া ও অনুবাসন যথাস্থানে প্রযোজ্য। চিরোৎপন্ন অম্লপিত্তে নিরূহণ (পিচকারি) ব্যবস্থেয়। রোগের অবস্থানুসারে উপযুক্ত ঔষধ ও আহার ব্যবস্থা করিবে।

ঊর্দ্ধগং বমনৈর্ধীমানধোগং রেচনৈর্হরেৎ ।
অম্লপিত্তে তু বমনং পটোলারিষ্টপত্রকৈঃ ॥
কারয়েন্মদন ক্ষৌদ্র সিন্ধুযুক্তৈঃ কফোল্বণে ।
বিরেচনং ত্রিবৃচ্চূর্ণং মধু ধাত্রীফলদ্রবৈঃ ॥

ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তে বমন ও অধোগত অম্লপিত্তে বিরেচন আবশ্যক। কফপ্রধান অম্লপিত্তে পটোলপত্র, নিম্বপত্র, মদনফল, মধু ও সৈন্ধবলবণ দ্বারা বমন করাইবে। বিরেচন আবশ্যক হইলে মধু ও আমলকীর রসের সহিত তেউড়ীচূর্ণ সেবন করাইবে।

অম্লপিত্তে পথ্যানি ।

তিক্তভূয়িষ্ঠমাহারং পানঞ্চাপি প্রকল্পয়েৎ ।
যবগোধূমবিকৃতীস্তীক্ষ্ণসংস্কারবর্জ্জিতাঃ ।
যথাস্বং লাজশক্তূন্‌ বা সিতামধুযুতান্‌ পিবেৎ ॥

এই রোগে তিক্তপ্রধান আহার ও পানীয় বিশেষ উপকারক। মিষ্ট দ্রব্যের সহিত যব ও গোধূমের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিবে। ইহার সহিত অধিক লবণ, কটু ও অম্লাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্য সংযুক্ত করিয়া দেওয়া অনুচিত। বাতপ্রধান অম্লপিত্তে চিনি ও মধুর সহিত খইচূর্ণ আহারার্থ প্রদান করিতে পারা যায়।

অম্লপিত্তহরা যোগাঃ ।

নিম্বত্বযবরৃষধাত্রীকাথস্ত্রিসুগন্ধিমধুযুতঃ পীতঃ ।
অপনয়ত্যম্লপিত্তং যদি ভুক্তং মুদ্গযূষেণ ॥

নিম্বত্বক্‌ যব, বাসকপত্র ও আমলকী সমুদায়ে ২ তোলা, পাকার্থ জল ॥০ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র ও এলাইচচূর্ণ এবং মধু। পথ্য মুগের যূষ। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত প্রভৃতি পীড়া সত্বর নষ্ট হয়।

কফপিত্ত বমী কণ্ডু জ্বর বিস্ফোট দাহহা ।
পাচনো দীপনঃ কাথঃ শৃঙ্গবেরপটোলয়োঃ ॥

শুঁঠ ১ তোলা, পটোলপত্র ১ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। এই কাথ পান করিলে অম্লপিত্ত, শ্লেষ্মা, কণ্ডু ও বমন নিবারণ হয়।

পটোলং নাগরং ধান্যং কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ ।
কণ্ডুপামার্ত্তি শূলঘ্নং কফপিত্তাগ্নিমান্দ্যজিৎ ॥

পটোলপত্র, শুঁঠ ও ধনিয়া মিলিত ২ তোলা, জল ॥০ সের, শেষ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। এই কাথ পান করিলে অগ্নিমান্দ্য ও শূলাদি রোগ উপশমিত হয়।

পটোল বিশ্বামৃত রোহিণীজ
জলং পিবেৎ পিত্তকফাশ্রয়েষু।
শূল ভ্রমারোচক বহ্নিমান্দ্য-
দাহ জ্বর চ্ছর্দ্দি নিবারণং তৎ ॥

পটোলপত্র, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও কট্‌কী প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ ৵৹ পোয়া। ইহা পান করিলে শূল, দাহ ও বমি প্রভৃতি নষ্ট হয়।

প্রাগম্লপিত্তরোগার্ত্তং কুলকারিষ্টবারিভিঃ।
রামঠক্ষৌদ্রসিন্ধূত্থৈর্বমনং কারয়েদ্ভিষক্‌॥

প্রথমতঃ অম্লপিত্তরোগে পটোলপত্র ও নিম্ববল্কলের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হিঙ্গু, মধু, চিনি ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ করতঃ রোগীকে পান করাইয়া বমন করাইবে।

ফলত্রিকং পটোলঞ্চ তিক্তাকাথঃ সিতাযুতঃ।
পীতঃ ক্লীতকমধ্বাক্তো জ্বরচ্ছর্দ্দ্যম্লপিত্তজিৎ॥

ত্রিফলা, পটোলপত্র ও কট্‌কী, এই সকল দ্রব্যের পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে কাথ প্রস্তুত করিবে। পরে উক্ত কাথে যষ্টিমধু, মধু ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে জ্বর, ছর্দ্দি ও অম্লপিত্তরোগ বিনষ্ট হয়।

পথ্যাভৃঙ্গরজশ্চূর্ণং যুক্তং জীর্ণগুড়েন তু।
জয়েদম্লপিত্তজন্যাং ছর্দ্দিমম্লবিদাহজাম্‌॥

হরীতকী ও ভৃঙ্গরাজচূর্ণ অতি পুরাতন গুড় সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে অম্লপিত্ত জন্য এবং অম্লবিদাহ জন্য ছর্দ্দি বিদূরিত হয়।

ছিন্নাখদিরযষ্ট্যাহ্বদার্ব্ব্যম্ভো বা মধুদ্রবম্‌।
সদ্রাক্ষামভয়াং খাদেৎ সক্ষৌদ্রাং সগুড়াঞ্চতাম্‌॥

অম্লপিত্তরোগে গুলঞ্চ, খদিরকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা বা দেবদারু, এই সকল দ্রব্যের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে, অথবা হরীতকী ও দ্রাক্ষা কিংবা হরীতকী, মধু ও পুরাতন গুড় যথোপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করতঃ যথাসময়ে সেবন করিবে।

কট্‌কাসিতাবলেহ্যা পটোলবিশ্বঞ্চ ক্ষৌদ্রসংযুক্তম্‌।
রক্তস্রুতৌ চ যুক্ত্যা খণ্ডকুষ্মাণ্ডকং শ্রেষ্ঠম্‌॥

অম্লপিত্ত রোগে কট্‌কীচূর্ণ শর্করার সহিত লেহন করিবে। অথবা পটোলপত্র ও শুণ্ঠী সর্ব্বশুদ্ধ ২ তোলা গ্রহণ করতঃ কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধসের জল সহ সিদ্ধ করিবে এবং অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া লইবে। উক্ত কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। রক্তস্রুত হইলে যুক্তিপূর্ব্বক কুষ্মাণ্ডখণ্ড ব্যবস্থা করিবে।

পটোলধন্যাকমহৌষধাব্দৈঃ
কৃতঃ কষায়ো বিনিহন্তি শীঘ্রম্‌।
মন্দানলং পিত্তবলাসদাহ-
ছর্দ্দিজ্বরামানিলশূলরোগান্‌॥

পটোলপত্র, ধনিয়া, শুঁঠ ও মুতা, এই সকল দ্রব্যের যথাবিহিত নিয়মানুসারে কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে শীঘ্র মন্দাগ্নি, পিত্ত ও বায়ুজন্য দাহ, ছর্দ্দি, জ্বর, আম, বায়ু ও শূল নষ্ট হয়।

পটোলত্রিফলানিম্বশৃতং মধুযুতং পিবেৎ।
পিত্তশ্লেষ্মজ্বরচ্ছর্দ্দিদাহশূলোপশান্তয়ে॥

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর, ছর্দ্দি, দাহ ও শূলরোগ শান্তির নিমিত্ত পটোলপত্র, ত্রিফলা ও নিম্ব, ইহাদিগের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

সিংহাস্যামৃতভণ্টাকীকাথং পীত্বা সমাক্ষিকম্।
অম্লপিত্তং জয়েজ্জন্তুঃ কাসং শ্বাসং জ্বরং বমিম্॥

বাসক, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী, এই সকল দ্রব্যের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অম্লপিত্ত, কাস, শ্বাস, জ্বর ও বমিরোগ বিনষ্ট হয়।

গুড়পিপ্পলীপথ্যাভিস্তুল্যাভির্মোদকীকৃতঃ।
পিত্তশ্লেষ্মাপহঃ প্রোক্তো মন্দমগ্নিঞ্চ দীপয়েৎ॥

গুড়, পিপ্পলী ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। উক্ত মোদক সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্ম প্রশমিত ও মন্দাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে।

যবকৃষ্ণা পটোলানাং কাথং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ।
নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চারুচিঞ্চ বমনং তথা॥

যব, পিঁপুল ও পটোলপত্র মিলিত ২ তোলা, জল ॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া। প্রক্ষেপ মধু। ইহা পান করিলে অম্লপিত্ত, অরুচি ও বমি নিবারণ হয়।

ছিন্নোদ্ভবা নিম্ব পটোলপত্রং
ফলত্রিকং সুকথিতং সুশীতম্।
ক্ষৌদ্রান্বিতং পীতমনেকরূপং
সুদারুণং হন্তি তদম্লপিত্তম্॥

গুলঞ্চ, নিমছাল, পটোলপত্র ও ত্রিফলা মিলিত ২ তোলা, পাকের জল ॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া। প্রক্ষেপ মধু। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত নষ্ট হয়।

হিঙ্গু চ কতকফলানি চ
চিঞ্চাত্বচো ঘৃতঞ্চ পুটদগ্ধম্।
শময়তি তদম্লপিত্তমন্নভুজো
যদি যথোত্তরং দ্বিগুণম্॥

(হিঙ্গু ইত্যাদৌ যথোত্তরং দ্বিগুণমিতি হিঙ্গ্বপেক্ষয়া কতকফলং দ্বিগুণং কতকফলাপেক্ষয়া ঘৃতং দ্বিগুণমিতি জ্ঞেয়ম্। এতৎ সর্ব্বং স্থালীমধ্যে নিক্ষিপ্য শরাবেণ পিধায়ান্তর্ধূমেন দগ্ধং। মাষকচতুষ্টয়মুপযোজ্যং তপ্তজলঞ্চানুপেয়ং তন্ত্রান্তরসংবাদাৎ।)

হিঙ্গু ১ ভাগ, নির্ম্মলীফল ২ ভাগ, তেঁতুলছাল ৪ ভাগ ও ঘৃত ৮ ভাগ এই সমুদায় দ্রব্য স্থালীর মধ্যে রাখিয়া শরার দ্বারা স্থালী আবরণ করিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। এই ভস্ম ৪ মাষা পরিমাণে সেব্য। অনুপান উষ্ণ জল। ইহাদ্বারা অম্লপিত্ত রোগ নষ্ট হয়।

কান্তপাত্রে বরাকল্কো ব্যুষিতোঽভ্যাসযোগতঃ।
সিতা ক্ষৌদ্র সমাযুক্তঃ কফপিত্তহরঃ স্মৃতঃ॥

ত্রিফলা বাঁটিয়া তদ্দ্বারা কোন কান্তলৌহের পাত্র প্রলিপ্ত করিয়া একরাত্রি রাখিবে। প্রভাতে চিনি ও মধুর সহিত ঐ কল্ক সেবনীয়। ইহাতে পিত্তশ্লেষ্মা নষ্ট হয়।

অভয়া পিপ্পলী দ্রাক্ষা সিতা ধান্য যবাসকম্।
মধুনা কণ্ঠদাহঘ্নং পিত্তশ্লেষ্মহরং পরম্॥

হরীতকী, পিঁপুল, দ্রাক্ষা, চিনি ও দুরালভা ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিলে পিত্তশ্লেষ্ম ব্যাধি ও অম্লপিত্তজন্য কণ্ঠদাহ নিবারণ হয়।

পটোল যব ধন্যাক পিপ্পল্যামলকানি চ।
এষাং ক্ষৌদ্রযুতঃ কাথঃ পিত্তশ্লেষ্মহরঃ পরঃ॥

পটোলপত্র, যব, ধন্যা, পিঁপুল ও আমলা ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিলে শ্লেষ্মপিত্তাখ্য ব্যাধির শান্তি হয়।

বাসাঘৃতং তিক্তঘৃতং পিপ্পলীঘৃতমেব চ।
অম্লপিত্তে প্রয়োক্তব্যং গুড়কুষ্মাণ্ডকং তথা।
পক্তিশূলাপহা যোগাস্তথা খণ্ডামলক্যপি॥

রক্তপিত্তোক্ত বাসাঘৃত, কুষ্ঠোক্ত পঞ্চতিক্ত ঘৃত, প্লীহাধিকারোক্ত পিপ্পলী-ঘৃত, বাজীকরণোক্ত গুড়কুষ্মাণ্ডক, শূলাধিকারোক্ত খণ্ডামলকী এবং পক্তি-শূলঘ্ন যোগ সমস্ত অম্লপিত্ত রোগে প্রয়োজ্য।

পিপ্পলী মধুসংযুক্তা অম্লপিত্ত বিনাশিনী।
জম্বীরস্বরসঃ পীতঃ সায়ং হন্ত্যম্লপিত্তকম্॥

মধুসংযুক্ত পিঁপুলচূর্ণ অথবা সায়ংকালে চিনির সহিত সুপক্ক গোঁড়ালেবুর রস সেবনে অম্লপিত্ত নিবারণ হয়।

বাসাগুগ্‌গুলুঃ।

বাসানিম্বপটোলত্রিফলা-
শনবাসযোজিতো জয়তি।
অধিককফাম্লপিত্তং প্রযো-
জিতো গুগ্‌গুলুঃ ক্রমশঃ॥

বাসক, নিম্ব, পটোলপত্র, ত্রিফলা, পীতশাল ও দুরালভা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে, এবং সর্ব্বচূর্ণ সমান গুগ্‌গুল মিশ্রিত করিয়া প্রতি দিবস সেবন করিবে। ইহাদ্বারা প্রবল কফাধিক্য অম্লপিত্তরোগ বিনষ্ট হয়।

দশাঙ্গঃ।

বাসামৃতা পর্পটক নিম্ব ভূনিম্ব মার্কবৈঃ।
ত্রিফলা কুলকৈঃ কাথঃ সক্ষৌদ্রশ্চাম্লপিত্তহা॥

বাসকছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, চিরতা, ভীমরাজ, ত্রিফলা ও পটোললতা, মিলিত ২ তোলা, জল ॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া। প্রক্ষেপ মধু। এই ক্বাথ পান করিলে অম্লপিত্ত প্রভৃতি পীড়া সত্বর প্রশমিত হয়।

পঞ্চনিম্বাদি চূর্ণম্।

একোহংশঃ পঞ্চনিম্বানাং দ্বিগুণো বৃদ্ধদারকঃ।
শক্তুর্দশগুণো দেয়ঃ শর্করামধুরীকৃতঃ॥
শীতেন বারিণা পীতং শূলং পিত্তকফোচ্ছ্রিতম্।
নিহন্তি চূর্ণং সক্ষৌদ্রমম্লপিত্তং সুদারুণম্॥

নিম্ববৃক্ষের ত্বক্, পত্র, পুষ্প, মূল ও ফল এই সমুদায়ে ১ ভাগ, বিদ্ধড়ক ২ ভাগ, যবের ছাতু ১০ ভাগ এই সমুদায়ের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া মিষ্ট করিয়া লইবে। মাত্রা ২ তোলা। অনুপান শীতল জল ও মধু। ইহা সেবন করিলে পিত্তশ্লৈষ্মিক শূল ও অম্লপিত্ত পীড়া সত্বর উপশমিত হয়।

অবিপত্তিকরং চূর্ণম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঞ্চৈব বিড়ঙ্গকম্।
এলা পত্রঞ্চ চূর্ণানি সমভাগানি কারয়েৎ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং যাবল্লবঙ্গং তৎসমং ভবেৎ।
সর্ব্বমেকীকৃতং যাবৎ তাবচ্ছর্করয়ান্বিতম্।
সর্ব্বচূর্ণদ্বিগুণিতং ত্রিবৃচ্চূর্ণং প্রদাপয়েৎ।
সর্ব্বমেকীকৃতং তত্ত্ব স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
ভোজনাদৌ তথা মধ্যে খাদেম্মাষাষ্টকং শুভম্॥
অম্লপিত্তং নিহন্ত্যাশু বিবন্ধং মলমূত্রয়োঃ।
অগ্নিমান্দ্যভবান্ রোগান্ নাশয়েদবিকল্পতঃ॥
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব সর্ব্ব দুর্নাম নাশনম্।
অবিপত্তিকরং চূর্ণমগস্ত্যবিহিতং শুভম্॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিট্‌লবণ, বিড়ঙ্গ, এলাইচ ও তেজপত্র প্রত্যেক

চূর্ণ ১ তোলা, লবঙ্গচূর্ণ ১১ তোলা, তেউড়িমূলচূর্ণ ৪৪ তোলা ও চিনি ৬৬ তোলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। ইহা ভোজনের অগ্রে ৮ মাসা মাত্রায় সেবন করিলে অম্লপিত্ত, মলমূত্র রোধ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি অনেক রোগের উপশম হয়।

পিপ্পলীখণ্ডঃ।

কণাচূর্ণস্য কুড়বং ষট্‌পলং হবিষস্তথা।
শতাবরীরসস্যাষ্টৌ পলান্যত্র প্রদাপয়েৎ ॥
খণ্ডপ্রস্থং সমাদায় ক্ষীরপ্রস্থদ্বয়ে পচেৎ।
ত্রিজাত মুস্ত ধন্যাক শুণ্ঠী বাংশী দ্বিজীরকম্ ॥
অভয়ামলকঞ্চৈব চূর্ণং দ্বাদশমাষকম্।
তদর্দ্ধং মরিচং চূর্ণং সারং খাদিরমেব চ ॥
পলত্রয়ঞ্চ মধুনঃ শীতীভূতে প্রদাপয়েৎ।
ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত অম্লপিত্তনিবৃত্তয়ে ॥
শূলারোচকহৃল্লাস ছর্দ্দি পিত্তাম্লশূলনুৎ।
অগ্নিসন্দীপনো হৃদ্যঃ খণ্ডপিপ্পলিকো মতঃ ॥

পিঁপুলচূর্ণ ৪ পল, ঘৃত ৬ পল, শতমূলীর রস ৮ পল, চিনি ২ সের, দুগ্ধ ৮ সের। এই সমুদায় যথাবিধি পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, মুতা, ধনিয়া, শুঁঠ, বংশলোচন, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী ও আমলকী, প্রত্যেক চূর্ণ ১॥০ দেড় তোলা, মরিচ ও খদিরসার প্রত্যেক ৬ মাষা। শীতল হইলে মধু ৩ পল মিশ্রিত করিবে। যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োজ্য। ইহাতে অম্লপিত্ত, শূল, অরুচি, হৃল্লাস (গা বমি বমি করা), বমি, পিত্তশূল ও অম্লশূল নিবারিত হয়। ইহা সেবন করিলে অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হয়।

বৃহৎপিপ্পলীখণ্ডঃ।

পিপ্পল্যাঃ কুড়বং চূর্ণং ঘৃতস্য কুড়বদ্বয়ম্।
পলষোড়শকং খণ্ডাদ্রসে বর্য্যাঃ পলাষ্টকে ॥
পলষোড়শিকে চৈব আমলক্যা রসস্য চ।
ক্ষীরপ্রস্থদ্বয়ে সাধ্যং লেহীভূতে ততঃক্ষিপেৎ ॥
ত্রিজাতকাভয়াজাজী ধন্যাকং মুস্তকং শুভা।
ধাত্র্যাশ্চ কার্ষিকং চূর্ণং কর্ষার্দ্ধঞ্চাপি জীরকম্ ॥
কুষ্ঠং নাগরকং নাগং সিদ্ধশীতেঽবচূর্ণিতম্।
জাতীফলং সমরিচং মধুনশ্চ পলত্রয়ম্ ॥
উপযুঞ্জ্যাৎ ততো ধীমানম্লপিত্তনিবৃত্তয়ে।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি শ্বাস কাস ক্ষয়াপহম্।
অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং পিপ্পলীখণ্ডসংজ্ঞিতম্ ॥

পিঁপুলচূর্ণ অর্দ্ধসের, ঘৃত ১ সের, চিনি ২ সের, শতমূলীর রস ১ সের, আমলকীর রস ২ সের ও দুগ্ধ ৮ সের। এই সমুদায় যথাবিধি পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, মুতা, বংশলোচন ও আমলকী প্রত্যেক ২ তোলা, জীরা, কুড়, শুঁঠ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ তোলা। পাক সমাপ্তির পর শীতল অবস্থায় জায়ফলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ ও মধু প্রত্যেক ৩ পল পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, হৃল্লাস, অরুচি ও বমি প্রভৃতি নিবারণ হইয়া অগ্নিবৃদ্ধি ও দেহের পুষ্টি হয়।

শুণ্ঠীখণ্ডঃ।

শুণ্ঠীচূর্ণস্য কুড়বং খণ্ডপ্রস্থং সমাবপেৎ।
দত্ত্বা দ্বিকুড়বং সর্পিঃ ক্ষীরপ্রস্থদ্বয়ে পচেৎ ॥
লেহেঽবতারিতে দদ্যাৎ ধাত্রী ধন্যাক মুস্তকম্।
অজাজী পিপ্পলী বাংশী ত্রিজাতং কারবী শিবা ॥

ত্রিশাণং মরিচং নাগং যবাসস্তু পৃথক্ পৃথক্।
পলত্রয়ঞ্চ মধুনঃ শীতীভূতে প্রদাপয়েৎ॥
ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত অম্লপিত্তনিবৃত্তয়ে।
শূল হৃদ্রোগ বমনৈরামবাতৈশ্চ পীড়িতম্।

শুঁঠচূর্ণ অর্দ্ধ সের, চিনি ২ সের, ঘৃত ১ সের, দুগ্ধ ৮ সের, এই সমুদায় যথাবিধানে পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ আমলকী, ধনিয়া, মুতা, জীরা, পিঁপুল, বংশলোচন, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কৃষ্ণজীরা ও হরীতকী প্রত্যেক ১॥০ তোলা, মরিচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ৬ মাষা। শীতল হইলে মধু ৩ পল মিশ্রিত করিবে। অম্লপিত্ত, শূল, হৃদ্রোগ, বমি ও আমবাত রোগে এই ঔষধ যথাযোগ্য মাত্রায় প্রযোজ্য।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহঃ।

কুষ্মাণ্ডকরসো প্রাজ্ঞঃ পলানাং শতমাত্রকম্।
রসতুল্যং গবাং ক্ষীরং ধাত্রীচূর্ণং পলাষ্টকম্॥
ধাত্রীতুল্যা সিতা যোজ্যা গব্যমাজ্যং পলদ্বয়ম্।
মন্দাগ্নিনা পচেৎ সর্ব্বং যাবদ্ ভবতি পিণ্ডিতম্॥
পলার্দ্ধং পলমেকং বা প্রত্যহং ভক্ষয়েদিদম্।
খণ্ডকুষ্মাণ্ডকঃ খ্যাতশ্চাম্লপিত্তাপহঃ পরঃ॥

কুমড়ার রস ১২॥০ সের, গব্যদুগ্ধ ১২॥০ সের, আমলকীচূর্ণ ৮ পল, চিনি ৮ পল, গব্যঘৃত ২ পল। এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, পিণ্ডাকৃতি হইলে নামাইবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া প্রতি দিন ১ পল বা অর্দ্ধ পল পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অম্লপিত্তাদি পীড়া নষ্ট হয়।

জীরকাদ্যং ঘৃতম্।

পিষ্ট্বাজাজীং সধন্যাকং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচিতম্।
কফপিত্তারুচিহরং মন্দানলবমিং জয়েৎ॥

উপযুক্ত পরিমাণে জীরা ও ধনিয়ার কল্ক সহিত ৪ সের ঘৃত পাক করিবে। সামান্য বিধি অনুসারে ইহাতে ৮ গুণ জল প্রদান করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে অম্লপিত্ত, কফ, পিত্ত, অরুচি, মন্দাগ্নি ও বমি বিনষ্ট হয়।

পটোলশুণ্ঠীঘৃতে।

পটোলশুণ্ঠ্যোঃ কল্কাভ্যাং কেবলং কুলকেন বা।
ঘৃতপ্রস্থং বিপক্তব্যং কফপিত্তহরং পরম্।

উপযুক্ত পরিমাণ পটোলপত্র ও শুণ্ঠীর কল্ক অথবা কেবল পটোলপত্র-কল্কের সহিত যথাবিহিত নিয়মানুসারে প্রস্থ পরিমিত অর্থাৎ ৪ সের ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে কফপিত্ত ও অম্লপিত্ত পীড়া সত্বর বিনষ্ট হয়।

দ্রাক্ষাদ্যং ঘৃতম্।

দ্রাক্ষামৃতা শক্র পটোলপত্রৈঃ
সোশীর ধাত্রী ঘন চন্দনৈশ্চ।
ত্রায়ন্তিকা পদ্ম কিরাত ধান্যৈঃ
কল্কৈঃ পচেৎ সর্পিরুপেতমেভিঃ।
যুঞ্জীত মাত্রাং সহ ভোজনেন
সর্ব্বত্র পানেঽপি ভিষগ্বিদধ্যাৎ।
বলাসপিত্তগ্রহণীং প্রবৃদ্ধাং
কাসাগ্নিসাদ জ্বরমম্লপিত্তম্।
সর্ব্বং নিহন্যাদ্ ঘৃতমেতদাশু
সম্যক্ প্রযুক্তং হ্যমৃতোপমঞ্চ॥

উপযুক্ত পরিমাণ দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র, বেণার মূল, আমলকী, মুতা, রক্তচন্দন, বলাডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, চিরতা ও ধনিয়া, এই সকল দ্রব্যের কল্ক সহিত ঘৃত পাক করিবে। অমৃত তুল্য এই ঘৃত যথারীতি সকল ঋতুতেই উপযুক্ত পরিমাণে পান ও আহারীয় দ্রব্যের সহিত সেবন করিবে। উক্ত ঘৃত সেবন করিলে বলাস, পিত্ত, গ্রহণী, কাস, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ও অম্লপিত্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শতাবরীঘৃতম্।

শতাবরীমূলকল্কঃ ঘৃতপ্রস্থং পয়ঃ সমম্।
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা সম্যক্ ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্॥
নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চ বাতপিত্তোদ্ভবান্ গদান্।
রক্তপিত্তং তৃষাং মূর্চ্ছাং শ্বাসং সন্তাপমেব চ॥

ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ শতমূলী ১ সের, জল ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে অম্লপিত্ত, বাতপিত্তোৎপন্ন নানারোগ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, শ্বাস ও সন্তাপাদি পীড়া সত্বর নিবারণ হয়।

নারায়ণঘৃতম্।

জলৈর্দশগুণৈঃ কাথং পিপ্পলী পলষোড়শ।
পাদশেষং হরেৎ ক্বাথং ক্বাথতুল্যং ঘৃতং পচেৎ॥
রসপ্রস্থং গুড়ূচ্যাশ্চ ধাত্র্যাঃ ষষ্টিপলং রসম্।
দ্রাক্ষা ধাত্রী পটোলঞ্চ বিশ্বঞ্চ কটুকা বচা॥
পলপ্রমাণং কল্কঞ্চ দত্ত্বা সর্পিঃ সমুদ্ধরেৎ।
অম্লপিত্তহরং খাদেৎ দাহচ্ছর্দ্দি নিবারণম্।
অসাধ্যং সাধয়েৎ সদ্যো নাম্না নারায়ণং ঘৃতম্॥

ঘৃত ৫ সের, কাথার্থ পিঁপুল ২ সের, জল ২০ সের, শেষ ৫ সের। গুলঞ্চরস ৪ সের, আমলকীরস ৭॥০ সের। কল্কার্থ দ্রাক্ষা, আমলকী, পটোলপত্র, শুঁঠ, কটুকী ও বচ প্রত্যেক ১ পল। এই ঘৃত পানে অম্লপিত্ত, দাহ ও বমি নিবারণ হয়।

শ্রীবিল্বতৈলম্।

বালবিল্বং পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদাবশেষে তস্মিংস্তু তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
ধাত্রীরসং তৈলসমং দ্বিগুণং ছাগদুগ্ধকম্।
কল্কীকৃত্য পচেদ্ধীমান্ ধাত্রীং লাক্ষাং তথাভয়াম্
মুস্তকং চন্দনোদীচ্যে সরলং দেবদারু চ।
মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং কুষ্ঠমেলাং তগরপাদিকম্॥
মাংসীং শৈলেয়কং পত্রং প্রিয়ঙ্গুশারিবাং বচাম্।
শতাবরীমশ্বগন্ধাং শতপুষ্পাং পুনর্নবাম্॥
তৎ সিদ্ধং স্থাপয়েৎ কুম্ভে মাসমেকং সুরক্ষিতে।
বিল্বতৈলমিদং শ্রেষ্ঠমম্লপিত্তকুলান্তকৃৎ॥
শূলমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ।
সূতিকারোগশমনং গর্ভদং শুক্রবর্দ্ধনম্॥
হস্তপাদশিরোদাহং দৌর্ব্বল্যং কৃশতাং তথা।
গ্রহণীগুল্ম হিক্কার্ত্তি রক্তপিত্ত জ্বরান্ জয়েৎ॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ কচি বেলশুঁঠ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। আমলকীরস ৪ সের। ছাগদুগ্ধ ৮ সের। কল্কার্থ আমলকী, লাক্ষা, হরীতকী, মুতা, রক্তচন্দন, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতচন্দন, কুড়, এলাইচ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুল্‌ফা ও পুনর্নবা

মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে অম্লপিত্ত, শূল ও হস্তপদাদির জ্বালা সত্বর নিবারণ হয়।

সিতামণ্ডূরম্।

ধমনবিধিবিশুদ্ধং গোজলে সপ্তবারান্
তরণিকিরণ শুষ্কং শ্লক্ষ্ণমণ্ডূর চূর্ণম্।
বিমলক পলমেকং পঞ্চসংখ্যং সিতায়াঃ
অনবঘৃত পলাষ্টৌ দ্ব্যষ্টকং গব্যদুগ্ধম্॥
মৃদুদহন শিখাভির্ম্মন্দমন্দং কটাহে
বিগত সলিল শেষং পাচয়েৎ পাকবিজ্ঞঃ।
বিতরিত গুড়পাকে কিঞ্চিদুষ্ণেঽবতীর্ণে
দৃশদি দৃঢ়মতীক্ষ্ণং চূর্ণিতং দেয়মাশু॥
ত্রিকটুক মধুকৈলা বাস বৈড়ঙ্গসারং
ত্রিফল গদ লবঙ্গং কর্ষমেকৈকশশ্চ।
তদনু শিশির কালে দ্বে পলে মাক্ষিকস্য
প্রতনু পটনিঘৃষ্টং গালিতং সম্প্রদদ্যাৎ॥
শুভ তিথি দিবসাদৌ ভোজনাদৌ নিষেব্যঃ
প্রথম দিবসমেনং শাণমানং তদর্দ্ধম্।
অহরহরনুবৃদ্ধ্যা যাবদক্ষং প্রযোজ্যং
হিমকর রুচি শীতং গব্যতক্রঞ্চ পেয়ম্॥
নিয়তমযমসাধ্যানম্লপিত্তোত্থশূলান্
বমিনিবহসদামানাহ মেহ প্রমেহান্।
বিবিধ রুধির রোগান্ পিত্তযুক্তানশেষান্
অপহরতি সিতাখ্যো দিব্যমণ্ডূরযোগঃ॥

মণ্ডূর ১ পল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ক্রমশঃ ৭ বার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিয়া শোধন করিয়া লইবে, পরে রৌদ্রে শুষ্ক ও উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। ঐ মণ্ডূরচূর্ণ ১ পল। চিনি ৫ পল। পুরাতন ঘৃত ৮ পল। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। লৌহকটাহে মৃদু অগ্নিতে যথাবিধি পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে পশ্চাল্লিখিত চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ দিবে। যথা, ত্রিকটু, যষ্টিমধু, এলাইচ, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, কুড় ও লবঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা। শীতল হইলে বস্ত্রপূত করিয়া মধু ২ পল মিশ্রিত করিবে। আহারের পূর্ব্বে সেবনীয়। প্রথমে অর্দ্ধতোলা হইতে আরম্ভ করিয়া ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিতে পারা যায়। অনুপান গব্যদুগ্ধ। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত প্রভৃতি বিবিধ রোগ উপশমিত হয়।

ত্রিফলামণ্ডূরম্।

গোমূত্রশুদ্ধমণ্ডূরং ত্রিফলাচূর্ণসংযুতম্।
বিলিহন্ মধুসর্পির্ভ্যাং শূলং হন্ত্যাম্লপিত্তজম্॥
(মিলিতত্রিফলাসমং মণ্ডূরচূর্ণম্। শীতলং জলমনুপেয়ম্)

মিলিত ত্রিফলা ১ ভাগ, গোমূত্রশোধিতমণ্ডূর ১ ভাগ, উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিবে। অনুপান শীতল জল। ইহা সেবন করিলে অম্লশূল নিবারণ হয়।

সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদকঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা ভৃঙ্গ জীরকদ্বয় ধান্যকম্।
কুষ্ঠাজমোদা লৌহাভ্রং শৃঙ্গী কট্‌ফল মুস্তকম্॥
এলা জাতীফলং মাংসী পত্রং তালীশ কেশরম্।
গন্ধমাত্রা শটী যষ্টী লবঙ্গং রক্তচন্দনম্॥
এতানি সমভাগানি শুণ্ঠীচূর্ণন্তু তৎসমম্।
সিতা দ্বিগুণিতা তত্র গব্যক্ষীরং চতুর্গুণম্॥
তোলপ্রমাণো দাতব্যো দুগ্ধেনাপি জলেন বা।
অম্লপিত্তং নিহন্ত্যেষ হৃরোচকনিসূদনঃ॥

শূল হৃদ্রোগ-শমনঃ কণ্ঠদাহং নিযচ্ছতি।
হৃদ্দাহঞ্চ শিরঃশূলং মন্দাগ্নিত্বং বিনাশয়েৎ ॥
হৃচ্ছূলং পার্শ্ব কুক্ষিস্থং বস্তিশূলং গুদে রুজম্।
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্।
বিশেষাদম্লপিত্তঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রং জ্বরং ভ্রমম্।
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, ভৃঙ্গরাজ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, কুড়, বনযমানী, লৌহ, অভ্র, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, মুতা, এলাইচ, জায়ফল, জটামাংসী, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, গন্ধমাত্রা, শটী, যষ্টিমধু, লবঙ্গ ও রক্তচন্দন প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান শুঁঠচূর্ণ, শুঁঠচূর্ণের সহিত সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি, সমুদায় সমষ্টির চতুর্গুণ গব্যদুগ্ধ। যথাবিধি পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার মাত্রা ১ তোলা। অনুপান দুগ্ধ বা জল। ইহাদ্বারা অম্লপিত্ত, শূল ও কণ্ঠদাহ প্রভৃতি পীড়া নিবারণ হয়।

অম্লপিত্তান্তকো মোদকঃ।

নাগরস্য কণায়াশ্চ পলান্যষ্টৌ প্রদাপয়েৎ।
গুবাকস্য পলান্যষ্টৌ সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ ।
ঘৃতং ক্ষীরং ততঃ পশ্চাৎ প্রস্থং প্রস্থং প্রদাপয়েৎ।
লবঙ্গং কেশরং কুষ্ঠং যমানী কারবী বচা।
চন্দনং মধুকং রাস্না দেবদারু ফলত্রিকম্।
পত্রমেলা বরাঙ্গঞ্চ সৈন্ধবং হবুষং শটী।
মদনং কট্‌ফলং মাংসী গগনং বঙ্গ রূপ্যকম্।
তালীশং পদ্মকং মূর্ব্বা সমঙ্গা বংশলোচনা ॥
গ্রন্থিকং শতপুষ্পা চ শতমূলী কুরুণ্টকম্।
জাতীফলং জাতীকোষং কক্কোলমব্দুদং কণা।
কর্পূরঞ্চ বিড়ঙ্গঞ্চ হুজমোদা বলামৃতা।
মর্কটী ক্ষুরবীজঞ্চ চন্দনং দেবতাড়কম্।
লৌহং কাংস্যং প্রদাতব্যং কর্ষমাত্রং ভিষগ্বিদা।
অভ্রং সর্ব্বং কর্ষমাত্রং কর্ষার্দ্ধং স্বর্ণভস্মকম্।
চতুর্ধাতু বিধানেন মারিতং প্রাচয়েৎ সুধীঃ।
অম্লপিত্তান্তকো হ্যেষ মোদকো মুনিভাষিতঃ।
বান্তিং মূর্চ্ছাঞ্চ দাহঞ্চ কাসং শ্বাসং ভ্রমং তথা।
বাতজং পিত্তজঞ্চৈব কফজং সান্নিপাতিকম্ ॥
সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যাশু প্রমেহং সূতিকাগদম্।
শূলঞ্চ বহ্নিমান্দ্যঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রং গলগ্রহম্ ॥

শুঁঠ ৮ পল, পিঁপুল ৮ পল, সুপারিচূর্ণ ৮ পল, ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। এই সমুদায় যথানিয়মে পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুড়, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বচ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, রাস্না, দেবদারু, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, গুড়ত্বক্, সৈন্ধব, হবুষ, শটী, মদনফল, কট্‌ফল, জটামাংসী, অভ্র, বঙ্গ, রূপা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, মূর্ব্বা, বরাক্রান্তা, বংশলোচন, পিঁপুলমূল, শুল্‌ফা, শতমূলী, পীতঝাঁটীর মূল, জায়ফল, জয়িত্রী, কাঁকলা, মুতা, পিঁপুল, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, বেড়েলা, গুলঞ্চ, আপাঙ্গবীজ, গোক্ষুরবীজ, চন্দন, দেবতাড়, লৌহ ও কাঁসা প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, মূর্চ্ছা, দাহ ও বমন প্রভৃতি নিবারণ হয়।

সর্ব্বতোভদ্রলৌহঃ।

লৌহচূর্ণং মৃতং তাম্রমভ্রকঞ্চ পলং পলম্।
শুদ্ধসূতঞ্চ কর্ষৈকং গন্ধকার্দ্ধপলং তথা।
মাক্ষিকস্য বিশুদ্ধস্য কর্ষং শুদ্ধা শিলা পরা।
সার্দ্ধকর্ষং বিশুদ্ধঞ্চ শিলাজতু তথা পরম্ ॥
গুগ্‌গুলোশ্চাপি কর্ষৈকং শাণমানং পরস্য চ।
চূর্ণং বিড়ঙ্গ ভল্লাত বহ্নি শ্বেতার্ক মূলজম্।

করিকর্ণপলাশঞ্চ তালমূলী পুনর্নবা।
ঘনামৃতা নাগবলা চক্রমর্দ্দক মুণ্ডিরী॥
ভৃঙ্গ কেশ শতাবর্য্যৌ বৃদ্ধদারং ফলত্রিকম্।
ত্রিকটুশ্চাপি সর্ব্বেষাং প্রত্যেকঞ্চ নয়েদ্ ভিষক্।
সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য ঘৃতেন মধুনা সহ।
স্নিগ্ধে ভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ততঃ কুর্য্যাদ্ বিধানবিৎ।
মাষকাদি ক্রমেণৈব লৌহং সর্ব্বরসায়নম্।
অম্লপিত্তং জয়েচ্ছীঘ্রং সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্।
তদ্বদর্শাংসি সর্ব্বাণি সর্ব্বমেব ভগন্দরম্।
পক্তিশূলঞ্চ শূলঞ্চ তথামং কুক্ষিসম্ভবম্।
বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
আমবাতং তথা শোথমগ্নিমান্দ্যং সুদুস্তরম্॥
কামলাং বাতগুল্মঞ্চ পিড়কা গড়ু গৃধ্রসীঃ।
কাস শ্বাসারুচিহরো বৃষ্যশ্চৈষ বিশেষতঃ।
সর্ব্বব্যাধিহরঃ প্রোক্তো যথেষ্টাহারসেবিনঃ।
যক্ষ্মাণং রক্তপিত্তঞ্চ বাতরোগং বিনাশয়েৎ।
সংজ্ঞয়া সর্ব্বতোভদ্রলৌহো রসবরঃ স্মৃতঃ।

লৌহ, তাম্র ও অভ্র প্রত্যেক ১ পল, পারা ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, মনছাল ২ তোলা, শিলাজতু ৩ তোলা, গুগ্‌গুল ২ তোলা, বিড়ঙ্গ, ভেলা, চিতামূল, শ্বেত আকন্দের মূল, হস্তিকর্ণপলাশের মূলের ছাল, তালমূলী, পুনর্নবা, মুতা, গুলঞ্চ, গোরক্ষচাকুলে, চাকুন্দেবীজ, মুণ্ডিরী, ভীমরাজ, কেশুরিয়া, শতমূলী, বিদ্ধড়ক, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেক ৪ মাষা। এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা অর্দ্ধ মাষা হইতে আরম্ভ করিবে। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত ও শূলাদি নানারোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

পানীয়ভক্তগুড়িকা।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্তং ত্রিবৃতা চিত্রকং তথা।
প্রত্যেকং কার্ষিকং দদ্যাৎ সূতগন্ধৌ তদর্দ্ধকৌ।
লৌহাভ্রক বিড়ঙ্গানাং দদ্যাৎ কর্ষদ্বয়ং তথা।
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ গুড়ীং কৃত্বা বিধানতঃ।
তদেকং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্ভক্তবারি পিবেদনু।
হন্তি শূলং পার্শ্বশূলং কুক্ষি বস্তি গুদোদ্ভবম্।
শ্বাসং কাসং তথা কুষ্ঠং গ্রহণীদোষনাশিনী।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, তেউড়ী ও চিতামূল প্রত্যেক ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লৌহ, অভ্র, ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ৪ তোলা। এই সমুদয় ত্রিফলার কাথে মাড়িয়া ৬ রতি প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক এক গুড়িকা প্রত্যহ প্রাতে সেবনীয়। অনুপান কাঁজি। ইহাতে অম্লপিত্ত, শূল ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

পানীয়ভক্তবটিকা।

কৃষ্ণাভ্র লৌহমল শুদ্ধ বিড়ঙ্গ চূর্ণং
প্রত্যেকমেকপলিকং বিধিবদ্ বিধায়।
চব্যং কটুত্রয় ফলত্রয় কেশরাজ-
দন্তী পয়োদ চপলানল ঘণ্টকর্ণাঃ।
মাণৌল্ল শুক্লবৃহতী ত্রিবৃতাঃ সমূর্ব্বা-
বর্ত্তাঃ পুনর্নবিকয়া সহিতস্তমীষাম্।
মূলং প্রতি প্রতিবিশোধিতমক্ষমেকং
চূর্ণং তদর্দ্ধ রস গন্ধকমেকসংস্থম্।
কুম্ভার্দ্রকীয় রস সংবলিতঞ্চ ভূয়ঃ
সংপিষ্য তস্য বটিকা বিধিবদ্ বিধেয়া।
হন্ত্যম্লপিত্তমরুচিং গ্রহণীমসাধ্যাং
দুর্নাম কামল ভগন্দর শোথ গুল্মান্।
শূলঞ্চ পাকজনিতং সততাগ্নিমান্দ্যং
সদ্যঃ করোত্যপচিতিং চিরনষ্টবহ্নেঃ।

কুষ্ঠং নিহন্তি পলিতঞ্চ বলিং প্রবৃদ্ধাং
শ্বাসঞ্চ কাসমপি পাণ্ডুগদং নিহন্তি ॥
বার্য্যম্ল মাংস দধি কাঞ্জিক তক্র মৎস্য-
বৃক্ষাম্ল তৈল পরিপক্ক ভুজো যথেষ্টম্।
শৃঙ্গাট বিল্ব গুড় কঞ্চট নারিকেল-
দুগ্ধানি সর্ব্ব বিদলানি বিবর্জ্জয়েত্তু ॥
(এষা গ্রহণ্যামপি প্রশস্তা।)

অভ্র, মণ্ডুর, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল, চঁই, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কেশুরিয়ামূল, দন্তীমূল, মুতা, পিঁপুল, চিতামূল, ঘেঁটকোল, মাণ, ওল, শুক্ল বৃহতীর মূল, তেউড়ীমূল, হুড়হুড়েমূল ও পুনর্নবামূল প্রত্যেক ২ তোলা, পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ অম্লপিত্ত, অরুচি ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য। জলধৌত অম্ল, মাংস, দধি, মৎস্য, কাঁজি ও তক্র প্রভৃতি পথ্য। পানিফল, বেল, গুড়, কাঁচড়া, নারিকেল, দুগ্ধ ও সকল প্রকার ডাইল নিষিদ্ধ।

বৃহৎক্ষুধাবতী গুড়িকা।

গগনাদ্ দ্বিপলং চূর্ণং লৌহস্য পলমাত্রকম্।
লৌহকিট্টং পলার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বমেকত্র সংস্থিতম্ ॥
মণ্ডুকপর্ণী বশির তালমূলী রসৈস্তথা।
ভৃঙ্গরাজ কেশরাজ কালমারিষজৈরথ ॥
ত্রিফলা ভদ্রমুস্তাভিঃ স্থালীপাকাদ্ বিচূর্ণিতম্।
রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং প্রত্যেকং গ্রাহ্যমেকতঃ ॥
তন্মসৃণ শিলাখল্লে যত্নতঃ কজ্জলীকৃতম্।
বচঞ্চ চব্যং যমানী চ জীরকে শতপুষ্পিকা ॥
ব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তঞ্চ গ্রন্থিকং খরমঞ্জরী।
ত্রিবৃতা চিত্রকো দন্তী সূর্য্যাবর্ত্তঃ সিতস্তথা ॥
ভৃঙ্গ মাণককন্দাশ্চ ঘণ্টাকর্ণক এব চ।
দণ্ডোৎপলা কেশরাজঃ কালী কর্কটকোহপি চ ॥
এষামর্দ্ধপলং গ্রাহ্যং পটঘৃষ্টং সুচূর্ণিতম্।
প্রত্যেকং ত্রিফলায়াশ্চ পলার্দ্ধং পলমেব চ ॥
এতৎ সর্ব্বং সমালোড্য লৌহপাত্রে চ ভাবয়েৎ।
আতপে দণ্ডসংঘৃষ্টমার্দ্রকস্য রসৈস্ত্রিধা ॥
তদ্রসেন শিলাপিষ্টাং গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্।
বদরাস্থিমিতাং শুষ্কাং সুনিগুপ্তাং নিধাপয়েৎ ॥
তৎপ্রাতর্ভোজনাদৌ চ সেবিতং গুড়িকাত্রয়ম্।
অম্লোদকানুপানন্তু হিতং মধুরবর্জ্জিতম্ ॥
দুগ্ধঞ্চ নারিকেলঞ্চ বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ।
ভোজ্যং যথেষ্টমিষ্টঞ্চ বারিভক্তাম্লকাঞ্জিকম্ ॥
হন্ত্যম্লপিত্তং বিবিধং শূলঞ্চ পরিণামজম্।
পাণ্ডুরোগঞ্চ গুল্মঞ্চ শোথোদরগুদাময়ান্ ॥
যক্ষ্মাণং পঞ্চকাসঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
প্লীহানং শ্বাসমানাহমামবাতং স্বরাময়ান্।
গুড়ী ক্ষুধাবতী সেয়ং বিখ্যাতা রোগনাশিনী ॥

অভ্র ২ পল, লৌহ ১ পল ও মণ্ডুর ৪ তোলা। এই সমুদায় একত্রিত করিয়া থানকুনি, শ্বেত হুড়হুড়ে ও তালমূলী ইহাদের ৮ পল রসে প্রথম স্থালীপাক করিবে। ভীমরাজ, কেশুরিয়া ও কাঁটানটের রসে দ্বিতীয় স্থালীপাক এবং ত্রিফলা ও মুতার রসে তৃতীয় স্থালীপাক করিয়া সমস্ত চূর্ণ করিবে। পরে পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা মাড়িয়া উত্তমরূপে কজ্জলী করিবে। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত অভ্রাদি চূর্ণ, ঐ কজ্জলী এবং বচ, চঁই, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুল্‌ফা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুতা, পিঁপুলমূল, আপাঙ্গমূল, তেউড়ীমূল, চিতামূল, দন্তীমূল, শ্বেত হুড়হুড়েমূল, ভীমরাজ, মাণ, বনওল, ঘেঁটকোল, ডানকুনিমূল,

কেশুরিয়া, কালিয়াকড়ামূল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী প্রত্যেক ৪ তোলা, ত্রিফলা ১৷৷০ পল। এই সমুদায় চূর্ণ বস্ত্রে ছাঁকিয়া লৌহপাত্রে আদার রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া কুলের আঁটির ন্যায় গুড়িকা করিবে। অনুপান কাঁজি। প্রাতে ও ভোজনের পূর্ব্বে ৩ বটিকা সেবনীয়। ইহাদ্বারা অম্লপিত্ত, ও পরিণাম শূল প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎকট রোগ অতি স্বল্পকাল মধ্যে উপশমিত হইয়া থাকে।

স্বল্পা ক্ষুধাবতী গুড়িকা।

রসগন্ধকমভ্রাণি যমানী ত্র্যবণং তথা।
ত্রিফলা শতপুষ্পা চ চবিকা জীরকদ্বয়ম্॥
পুনর্নবা বচা দন্তী ত্রিবৃতা ঘণ্টকর্ণকম্।
দণ্ডোৎপলা সারিবে দ্বে চাক্ষমাত্রাণি কারয়েৎ॥
মণ্ডূরং দ্বিগুণং দত্বা পেষণীয়ং প্রযত্নতঃ।
আর্দ্র স্বরস আলোড্য গুড়িকাং কারয়েদ্ বুধঃ॥
প্রত্যহং ভক্ষয়েদেকাং ভক্তবারি পিবেদনু।
গুড়ী ক্ষুধাবতী নাম্না চাম্লপিত্তবিনাশিনী॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলং তথা।
জগতস্তু হিতার্থায় বাগ্‌ভটেন প্রকীর্ত্তিতা।

(অত্র মণ্ডূরমক্ষদ্বয়ম্।)

পারদ, গন্ধক, অভ্র, যমানী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শুল্‌ফা, চঁই, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পুনর্নবা, বচ, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, ঘেঁট্‌কোলমূল, ডানকুনিমূল, শ্যামালতা ও অনন্তমূল প্রত্যেক ২ তোলা, মণ্ডূর ৪ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান কাঁজি। প্রত্যহ এক এক গুড়িকা সেবনীয়। ইহা দ্বারা অম্লপিত্ত প্রভৃতি নষ্ট হইয়া বল ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

ক্ষুধাবতী গুড়িকা।

রসায়ো গন্ধকাভ্রাণি ত্র্যগণং ত্রিফলা বচা।
যমানী শতপুষ্পা চ চবিকা জীরকদ্বয়ম্॥
প্রত্যেকং পলমেষান্তু ঘণ্টকর্ণঃ পুনর্নবা।
মাণকং গ্রন্থিকং চেন্দ্রঃ কেশরাজঃ সুদর্শনী॥
দণ্ডোৎপলা ত্রিবৃদ্দন্তী জামাত্তা রক্তচন্দনম্।
ভৃঙ্গাপামার্গৌ কুলকং মণ্ডূকী চ পলাদ্ধিব॥
আর্দ্রকস্বরসেনাথ গুড়িকাং সম্প্রকল্পয়েৎ।
বদরাস্থিসমাং চৈকাং ভক্ষয়িত্বা পিবেদনু॥
বারিভক্তং জলঞ্চৈব প্রাতরুত্থায় মানবঃ।
গুড়ী ক্ষুধাবতী নাম সর্ব্বাজীর্ণবিনাশিনী॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি।
অম্লপিত্তঞ্চ শূলঞ্চ পরিণামকৃতঞ্চ যৎ॥
তৎ সর্ব্বং সময়ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
মধুরং বর্জ্জয়েদত্র বিশেষাৎ ক্ষীরশর্করে॥

পারদ, লৌহ, গন্ধক, অভ্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বচ, যমানী, শুল্‌ফা, চঁই, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ পল। ঘেঁট্‌কোলমূল, পুনর্নবা, মাণ, পিঁপুলমূল, ইন্দ্রযব, কেশুরিয়া, পদ্মগুলঞ্চ, ডানকুনিমূল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, হুড়হুড়েমূল, রক্তচন্দন, ভীমরাজ, আপাঙ্গমূল, পটোললতা ও থুলকুড়ি প্রত্যেক ৪ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া কুলের আঁটির ন্যায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান কাঁজি। প্রাতঃকালে এক এক গুড়িকা সেবনীয়। ইহা সেবন

করিলে অজীর্ণ, মন্দাগ্নি, ভস্মক, অম্লপিত্ত, শূল ও পরিণাম শূল প্রভৃতি পীড়া নষ্ট হয়। ইহাতে দুগ্ধ ও চিনি প্রভৃতি মধুর দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ।

লীলাবিলাসঃ।

রসো বলির্ব্যোম রবিশ্চ লৌহং
ধাত্র্যক্ষনীরৈস্ত্রিদিনং বিমর্দ্দ্য।
তদল্লবৃষ্টং মৃদুনা করেণ
সংমর্দ্দয়েদস্য তি বল্লযুগ্মম্॥
হন্ত্যম্লপিত্তং বিবিধপ্রকারং
লীলাবিলাসো রসরাজ এষঃ।
ছর্দ্দিং সশূলাং হৃদয়স্য দাহং
নিবারয়েদেষ ন সংশয়োঽস্তি॥
দুগ্ধং সকুষ্মাণ্ডরসং সধাত্রী-
ফলং সমেতং সসিতং ভজেদ বা॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র ও লৌহ এই সমুদায় সমান ভাগে লইয়া আমলকী ও বহেড়ার রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান দুগ্ধ, কুমড়ার জল ও আমলকীর রস, অথবা চিনির সহিত সেব্য। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল, বমি ও হৃৎপ্রদাহ (বুকজ্বালা) সত্বর নিবারণ হয়।

অম্লপিত্তান্তকলৌহঃ।

মৃতসূতার্ক লৌহানাং তুল্যাং পথ্যাং বিমর্দ্দয়েৎ।
মাষমাত্রাং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈরম্লপিত্তপ্রশান্তয়ে॥

রসসিন্দূর, তাম্র ও লৌহ প্রত্যেক ১ ভাগ, হরীতকীচূর্ণ ৩ ভাগ এই সমুদায় মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ উপশমিত হয়।

পঞ্চাননগুড়িকা।

শুদ্ধসূতপলার্দ্ধঞ্চ তৎসমং শুদ্ধগন্ধকম্।
তয়োস্তুল্যং তাম্রপত্রং লিপ্ত্বা মূষান্তরে ক্ষিপেৎ॥
আচ্ছাদ্য পঞ্চলবণৈর্লিপ্ত্বা গজপুটে পচেৎ।
সিদ্ধং তাম্রং সমাদায় পলমেকং বিচূর্ণয়েৎ॥
পারদস্য পলঞ্চৈকং গন্ধকস্য পলং তথা।
পুটদগ্ধস্য লৌহস্য গগনস্য পলং পলম্॥
যমানী শতপুষ্পা চ ত্রিকটু ত্রিফলাপি চ।
ত্রিবৃতা চবিকা দন্তী শিখরী জীরকদ্বয়ম্॥
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈর্ঘণ্টকর্ণকমাণকে।
গ্রন্থিকং চিত্রকঞ্চৈব কুলিশানাং পলার্দ্ধকম্॥
আর্দ্রকস্বরসৈঃ পিষ্ট্বা গুড়িকাং মাষকোন্মিতাম্।
পঞ্চাননবটী খ্যাতা সর্ব্বরোগবিনাশিনী॥
অম্লপিত্ত মহাব্যাধিনাশিনী চ রসায়নী।
মহাগ্নিকারিকা চৈষা পরিণামব্যথাপহা।
শোথ পাণ্ড্বাময়ানাহ প্লীহ গুল্মোদরাপহঃ।
গুরু বৃষ্যান্নপানানি পথ্যে মাংসরসা হিতাঃ॥

পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া তদ্দ্বারা ১ পল পরিমিত তাম্রপত্রের চতুর্দ্দিক্ লিপ্ত করিবে, পরে ঐ তাম্রপত্র মুষাবদ্ধ ও পঞ্চলবণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া গজপুটে পাক করিবে। ইহাতে তাম্র ভস্ম হইবে। ঐ তাম্রচূর্ণ ১ পল, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, যমানী, শুল্‌ফা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ীমুল, চৈ, দন্তীমুল, আপাঙ্গমুল, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ পল, ঘেঁটকোলমুল, মাণ, পিঁপুলমূল,

চিতামূল এবং হাড়জোড়ার মূল, প্রত্যেক ৪ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাদ্বারা অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগের উপশম হয়। পথ্য দুগ্ধ ও মাংসের যূষ প্রভৃতি বীর্য্যকর ও গুরুপাক দ্রব্য।

ভাস্করামৃতাভ্রম্ ।

বাসামৃতা কেশরাজঃ পর্পটী নিম্ব ভৃঙ্গকে ।
বৃশ্চীরং বৃহতী মুস্তং বাট্যালকং শতাবরী ॥
এষাং সত্ত্বৈঃ পলোন্মানৈর্ম্মর্দ্দিতং বিমলাভ্রকম্ ।
সহস্রপুটিতং তত্র শতাবর্য্যা রসং ক্ষিপেৎ ॥
ভাবয়িত্বা দ্বাদশধা বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্ ।
ভাস্করামৃতনামেদ মম্লপিত্তং নিযচ্ছতি ॥
শূলমম্লদ্রবং শূলং শূলঞ্চ পরিণামজম্ ।
ছর্দ্দিং হৃল্লাসমরুচিং তৃষ্ণাং কাসঞ্চ দুর্জ্জয়ম্ ॥
হৃদ্গ্রহং কামলাং রক্তপিত্তং যক্ষ্মাণমেব চ ।
দাহং শোথং ভ্রমং তন্দ্রাং বিস্ফোটং কুষ্ঠমেব চ ।
শ্বাসং মূর্চ্ছাঞ্চ মন্দাগ্নিং যকৃৎ প্লীহোদরং তথা ॥

বাসকছাল, গুলঞ্চ, কেশুরিয়া, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, ভৃঙ্গরাজ, শ্বেত পুনর্নবা, বৃহতী, মুতা, বেড়েলা ও শতমূলী ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে মর্দ্দিত সহস্রপুটিত অভ্র শতমূলীর রসে ১২ বার ভাবনা দিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতি নানারোগ প্রশমিত হয়।

অম্লপিত্তান্তকলৌহঃ ।

রস গন্ধক মণ্ডূরৈরয়স্কান্তঃ সুজারিতঃ ।
সম্যঙ্মারিতমভ্রঞ্চ সর্ব্বং সদৃশভাগকম্ ।
ধাত্রীরসেন সংমর্দ্দ্য বটী কার্য্যা দ্বিরক্তিকা ।
ধন্যাভয়া মধুরিকাক্কাথেন যদি সেব্যতে ।
অম্লপিত্তাদিকান্ রোগান্ হন্তি শূলাদ্যশেষতঃ ।
অম্লপিত্তান্তকো নাম্না লৌহোহয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

রস, গন্ধক, মণ্ডূর, অয়স্কান্ত এবং সহস্রপুটিত অভ্র, এই সমুদায় সমান ভাগে লইয়া আমলকীর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ধন্যা, জাঙ্গীহরীতকী ও মউরী মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়।

অম্লপিত্তে পথ্যাপথ্যানি ।

ঊর্দ্ধগে বমনং পূর্ব্বমধোগে তু বিরেচনম্ ॥
সর্ব্বত্র শস্যতে পশ্চান্নিরূহশ্চাপি শালয়ঃ ॥
যব গোধুম মুদ্গাশ্চ পুরাণা জাঙ্গলা রসাঃ ।
জলানি তপ্তশীতানি শর্করা মধু শক্তবঃ ॥
কর্কোটকং কারবেল্লং পটোলং হিলমোচিকা ।
বেত্রাগ্রং বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডং রম্ভাপুষ্পঞ্চ বাস্তুকম্ ॥
কপিত্থং দাড়িমং ধাত্রী তিক্তানি সকলানি চ ।
অম্লপিত্তাময়ে নিত্যং সেবিতব্যানি মানবৈঃ ॥

ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তে প্রথমতঃ বমন এবং অধোগ অম্লপিত্তে বিরেচন আবশ্যক। পশ্চাৎ উভয় স্থলেই নিরূহণ অর্থাৎ পিচকারি দেওয়া প্রশস্ত। এই রোগে পুরাতন শালি তণ্ডুল, যব, গোধূম, মুদ্গ, জাঙ্গল মাংসের যূষ, শৃতশীতল জল, চিনি ও মধুসংযুক্ত শক্তু অর্থাৎ ছাতু, কাঁকরোল, করলা, পটোল, হিঞ্চা, বেতের

ডগা, পাকা কুমড়া, মোচা, বাস্তুকশাক, কয়েতবেল, দাড়িম, আমলকী এবং সকল প্রকার তিক্তরসপ্রধান দ্রব্য পথ্য।

নবান্নানি সমস্তানি কফপিত্তকরাণি চ।
বমিবেগং তিলান্ মাষান্ কুলত্থাংস্তৈলভক্ষণম্॥
অবিদুগ্ধঞ্চ ধান্যাম্লং লবণাম্লকটূনি চ।
গুর্ব্বন্নং দধি মদ্যঞ্চ বর্জ্জয়েদম্লপিত্তবান্॥

নূতন তণ্ডুলাদির অন্ন, কফপিত্তজনক দ্রব্য, বমির বেগধারণ, তিল, মাষকলাই, কুলত্থকলাই, তৈল, মেষীদুগ্ধ, কাঁজি, অধিক লবণ, অম্ল ও কটু দ্রব্য, গুরুপাক খাদ্য, দধি ও মদ্য প্রভৃতি দ্রব্য অম্লপিত্ত রোগে বর্জ্জনীয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামম্লপিত্তাধিকারঃ।

শূলাধিকারঃ।

বমনং লঙ্ঘনং স্বেদঃ পাচনং ফলবর্ত্তয়ঃ।
ক্ষারচূর্ণানি গুড়িকাঃ শস্যন্তে শূলশান্তয়ে॥

(লঙ্ঘনং আমপাচনার্থমেব। স্বেদঃ পিত্তং বিনা। ক্ষারচূর্ণানি বক্ষ্যমাণানি ক্ষারবস্ত্যাদীনি।)

বমন, লঙ্ঘন, স্বেদক্রিয়া, পাচন, ফলবর্ত্তি এবং পশ্চাল্লিখিত ক্ষারচূর্ণ ও গুড়িকা সকল শূলশান্তির উপায়।

পুংসঃ শূলাভিপন্নস্য স্বেদ এব সুখাবহঃ।
পায়সৈঃ কৃশরৈঃপিণ্ডৈঃ স্নিগ্ধৈর্ব্বা পিশিতোৎকরৈঃ॥

শূলরোগীর পক্ষে তিলতণ্ডুলকৃত যবাগূ প্রভৃতি ও স্নিগ্ধ ভেক মাংসাদি দ্বারা স্বেদ প্রদান বিশেষ উপকারক।

বাতিকশূলচিকিৎসা—

বিজ্ঞায় বাতশূলন্তু স্নেহস্বেদৈরুপাচরেৎ।
স্বল্পশূলাকুলস্য স্যাৎ স্বেদ এব সুখাবহঃ॥

বাতিক শূলের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে স্নেহস্বেদ প্রদান কর্ত্তব্য। অত্যল্প শূলে আকুল ব্যক্তির পক্ষে স্বেদ প্রদান বিশেষ আরামজনক।

মৃত্তিকাস্বেদঃ।

মৃত্তিকাং সজলাং পাকাদ্ ঘনীভূতাং পটে ক্ষিপেৎ।
কৃত্বা তৎপোট্টলীং শূলী যথাস্বেদং বিধাপয়েৎ॥

মৃত্তিকা জলে গুলিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, জল নিঃশেষ-প্রায় হইয়া ঘনীভূত হইলে উহা বস্ত্রখণ্ডে পোট্‌লী বাঁধিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে শূলস্থানে স্বেদ প্রদান করিবে।

কার্পাসাস্থ্যাদিস্বেদঃ।

কার্পাসাস্থিকুলত্থকাতিলযবৈরেরণ্ডমূলাতসী-
বর্ষাভূশণবীজকাঞ্জিকযুতৈরেকীকৃতৈর্ব্বা পৃথক্।
স্বেদঃ স্যাদথকূর্পরোদরশিরঃস্ফিগ্‌জানুপাদাঙ্গুলী
গুল্ফস্কন্ধকটীরুজোবিজয়তেনিঃশেষবাতার্ত্তিহা॥

কার্পাসবীজ, কুলত্থকলাই, তিল, যব, এরণ্ডমূল, তিসি, পুনর্নবা ও শণবীজ এই সমুদায় দ্রব্য মিলিত অথবা পৃথক্ পৃথক্ কাঁজিতে বাঁটিয়া পোট্টলীবদ্ধ ও উষ্ণ করিয়া তদ্দারা স্বেদ প্রদান করিবে। তাহাতে কূর্পর (কুনুই), উদর, মস্তক, স্ফিক্ (পাছা), জানু, পদ, অঙ্গুলী,

গুল্‌ফ, স্কন্ধ ও কটিশূল প্রশমিত হয়। এই স্বেদ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বাতিকশূল জন্য বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

তিলৈশ্চ গুড়িকাং কৃত্বা ভ্রাময়েজ্জঠরোপরি।
শূলং সুদুস্তরং তেন শান্তিং গচ্ছতি সত্বরম্॥

তিল বাঁটিয়া, গুড়িকা করিয়া সেই গুড়িকা উদরের উপরে বুলাইলে অতি দুস্তর শূলও শীঘ্র প্রশমিত হয়।

মূলং বৈল্বং তথৈরণ্ডং চৈত্রকং বিশ্বভেষজম্।
হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং সদ্যঃ শূলনিবারণম্॥

বিল্বমূল, এরণ্ডমূল, চিতামূল, শুঁঠ, হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলে শূলের শান্তি হয়।

শ্যামা বিড়ং শিগ্রুফলানি পথ্যা
বিড়ঙ্গ কম্পিল্লকমশ্বমূত্রী।
কল্কং সমং মদ্যযুতঞ্চ পীত্বা
শূলং নিহন্ত্যাদনিলাত্মকন্তু॥

বৃদ্ধদারক, বিট্‌লবণ, সজিনাবীজ, হরীতকী, বিড়ঙ্গ, কমলাগুঁড়ী ও শল্লকী, ইহাদের কল্ক মদ্যের সহিত পান করিলে বাতিকশূল বিনষ্ট হয়।

হিঙ্গ্বম্লকৃষ্ণা লবণং যমানী
ক্ষারাভয়া সৈন্ধবতুল্যভাগম্।
চূর্ণং পিবেদ্বারুণিমণ্ডমিশ্রং
শূলে প্রবৃদ্ধেঽনিলজে শিবায়॥

হিঙ্গু, অম্লবেতস, পিপ্পলী, সচললবণ, যমানী, যবক্ষার, হরীতকী ও সৈন্ধব, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ, বারুণী (তাড়ি) মণ্ডের সহিত পান করিলে অতি প্রবৃদ্ধ বাতিকশূলও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সৌবর্চ্চলাম্লিকাজাজীমরিচৈর্দ্বিগুণোত্তরৈঃ।
মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্টা গুড়িকা বাতশূলহৃৎ॥

সচললবণ ১ ভাগ, তেঁতুল ২ ভাগ, কৃষ্ণজীরা ৪ ভাগ ও মরিচ ৮ ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য টাবালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ।০ আনা মাত্রায় গুড়িকা করিবে। ইহা সেবনে বাতিকশূল নিবারণ হয়।

বাতাত্মকং হন্ত্যচিরেণ শূলং
স্নেহেন যুক্তস্তু কুলত্থযূষঃ।
সসৈন্ধবব্যোষযুতঃ সলাবঃ
সহিঙ্গু সৌবর্চ্চল দাড়িমাঢ্যঃ॥

(লাবমাংসং কুলত্থঞ্চ যুক্ত্যা গৃহীত্বা ক্বাথয়িত্বা ছানয়িত্বা চ যূষঃ কার্য্যস্ততো ঘৃতং, সৈন্ধবং লবণত্বমাত্রাপাদকং, ব্যোষঞ্চ কটুকত্বমাত্রকারকং, দাড়িমফলরসং স্বাদুত্বার্থঞ্চ দত্ত্বা তত্র হিঙ্গু সৌবর্চ্চলঞ্চ প্রক্ষিপ্য পিবেৎ। অন্যে তু কুলত্থযূষঃ পৃথগেবেতি বদন্তি।)

লাবপক্ষীর মাংস ও কুলত্থকলায় একত্র এই উভয়ের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত, সৈন্ধবলবণ, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সচললবণ ও দাড়িমফলের রস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শীঘ্র বাতশূল নিবৃত্ত হয়।

বলা পুনর্নবৈরণ্ড বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরৈঃ।
সহিঙ্গু লবণোপেতং সদ্যো বাতরুজাপহম্॥

বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধ সের, শেষ ৶০ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ হিঙ্গু ২ রতি, সৈন্ধব-লবণ ২ মাষা। ইহা পান করিলে বাত-শূলজন্য বেদনার নিবৃত্তি হয়।

শূলী নিরন্নকোষ্ঠোঽস্তিক্ষাভিশ্চূর্ণিতাঃ পিবেৎ।
হিঙ্গু প্রতিবিষা ব্যোষ বচা সৌবর্চ্চলাভয়াঃ॥

শূলরোগী অগ্রে কোষ্ঠের অজীর্ণ দূরীকৃত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত হিঙ্গু, আতইচ, ত্রিকটু, বচ, সচললবণ ও হরীতকী এই সমুদায়ের চূর্ণ সেবন করিবে।

তুম্বুরূণ্যভয়া হিঙ্গু পৌষ্করং লবণত্রয়ম্।
পিবেদুষ্ণাম্বুনা বাপি শূলগুল্মাপতন্ত্রকী॥

শূল, গুল্ম ও অপতন্ত্রক রোগে তিতলাউ, হরীতকী, হিঙ্গু, কুড়, সৈন্ধব, সচল ও বিট্‌লবণ এই সকলের চূর্ণ উষ্ণ জলে গুলিয়া পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

যমানী হিঙ্গু সিন্ধূত্থ ক্ষার সৌবর্চ্চলাভয়াঃ।
সুরামণ্ডেন পাতব্যা বাতশূলনিসূদনাঃ॥

যমানী, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সচললবণ ও হরীতকী এই সকলের চূর্ণ সুরামণ্ডের সহিত সেবন করিলে বাতশূল নিবারণ হয়।

বিশ্বমেরণ্ডজং মূলং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলোপেতং সদ্যঃ শূলনিবারণম্॥

শুঁঠ ও এরণ্ডমূল মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধ সের, শেষ ✓০ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ হিঙ্গু ২ রতি ও সচললবণ ২ মাষা। এই কাথ পান করিলে সদ্যঃ শূল নিবারণ হয়।

হিঙ্গু পুষ্করমূলাভ্যাং হিঙ্গু সৌবর্চ্চলেন বা।
বিশ্বৈরণ্ড যবক্বাথঃ সদ্যঃ শূলনিবারণঃ॥

শুঁঠ, এরণ্ডমূল ও যব মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ ✓০ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ হিঙ্গু ও কুড়চূর্ণ অথবা হিঙ্গু ও সচললবণ। ইহা পান করিলে শূল নিবারণ হয়।

তদ্বদ্রুবুযবক্বাথো হিঙ্গুসৌবর্চ্চলান্বিতঃ॥

এরণ্ডমূল ও যব মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধ সের, শেষ ✓০ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ হিঙ্গু ২ রতি, সচললবণ ২ মাষা। ইহা পান করিলে বাতিকশূল নিবারণ হয়।

বীজপূরকমূলঞ্চ ঘৃতেন সহ পায়য়েৎ।
জয়েদ্ বাতভবং শূলং কর্ষমেকং প্রমাণতঃ॥

টাবালেবুর মূল ২ তোলা, ঘৃতের সহিত সেবন করিলে সত্বর বাতিকশূল নিবারণ হয়।

হিঙ্গ্বম্লবেতস ব্যোষ যমানী লবণত্রিকৈঃ।
বীজপূররসোপেতা গুড়িকা বাতশূলনুৎ॥

হিঙ্গু, অম্লবেতস, ত্রিকটু, যমানী, সৈন্ধব, সচল ও বিট্‌লবণ, টাবালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা বাতশূল নিবারণ হয়।

বিল্বমূল তিলৈরণ্ডং পিষ্ট্বা চাম্লতুষাম্ভসা।
গুড়িকাং ভ্রাময়েদুষ্ণাং বাতশূলবিনাশিনীম্॥

বিল্বমূল, তিল ও এরণ্ডমূল এই সমুদায় অম্ল কাঁজিতে পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ঐ গুড়িকা উষ্ণ করিয়া জঠরোপরি ভ্রমণ করাইলে বাতিকশূল নিবারণ হয়।

নাভিলেপাজ্জয়েচ্ছূলং মদনং কাঞ্জিকান্বিতম্।
জীবন্তীমূলকল্কো বা সতৈলঃ পার্শ্বশূলনুৎ॥

মদনফল কাঁজিতে পেষণ করিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে শূল নিবারণ হয় এবং তিলতৈলের সহিত জীবন্তীমূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে পার্শ্বশূল নষ্ট হয়।

পিত্তশূলচিকিৎসা—

গুড়ঃ শালির্যবাঃ ক্ষীরং সর্পিঃপানং বিরেচনম্।
জাঙ্গলানি চ মাংসানি ভেষজং পিত্তশূলিনাম্॥
(গুড়োঽত্র শর্করা।)

শর্করা, শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব, মুদ্গ, ঘৃত, বিরেচক ঔষধ ও জাঙ্গল মাংস এই সমুদায় পিত্তশূলে উপকারী।

পৈত্তে তু শূলে বমনং পয়োঽম্বু
রসৈস্তথেক্ষোঃ সপটোলনিম্বৈঃ।
শীতাবগাহাঃ পুলিনাঃ সবাতাঃ
কাংস্যাদিপাত্রাণি জলপ্লুতানি॥

(পয় আদি যথালাভং মদনফলযোগেনাকণ্ঠং পীত্বা বমনং, পটোলনিম্বয়োরর্দ্ধশৃতং মদনফলযুক্তং মধুসহিতক্বাকণ্ঠং পীত্বা বমনম্।)

পিত্তশূলে দুগ্ধ, জল বা ইক্ষুরসের সহিত এবং পটোলপত্র ও নিম্বছালের অর্দ্ধসিদ্ধ ক্বাথের সহিত মদনফল সেবন করাইয়া বমন করাইবে পৈত্তিক শূলে শীতল জলে অবগাহন, বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চার-যুক্ত পুলিনদেশে অবস্থান ও জলপূর্ণ কাংস্যপাত্র উদরে স্পর্শ করা উপকারী।

বিরেচনং পিত্তহরঞ্চ শস্তং
রসাশ্চ শস্তাঃ শশলাবকানাম্।
সন্তর্পণং লাজমধূপপন্নং
যোগাঃ সুশীতা মধুসম্প্রযুক্তাঃ॥

(লাজশক্তুকং নারিকেলোদকেন মাধুর্য্যার্থং মধু দত্ত্বা সন্তর্পণম্।)

পৈত্তিকশূলে বিরেচন ও শশ এবং লাবাদি পক্ষীর মাংসের যূষ, নারিকেলজল ও মধু সংযুক্ত খইচূর্ণ এবং মধু সংযুক্ত অন্যান্য সুশীতল মুষ্টিযোগ প্রশস্ত।

ছর্দ্দ্যাং জ্বরে পিত্তভবেঽথ শূলে
ঘোরে বিদাহে ক্ষতিকর্ষিতে চ।
যবস্য পেয়াং মধুনা বিমিশ্রাং
পিবেৎ সুশীতাং মনুজঃ সুখার্থী॥

বমি, জ্বর, পিত্তশূল, প্রবল দাহ ও অত্যন্ত কৃশতা এই সকল স্থলে মধু সংযুক্ত সুশীতল যবপেয়া পান করিলে উপকার হয়।

ধাত্র্যা রসং বিদার্য্যা বা ত্রায়ন্তী গোস্তনাম্বুনা।
পিবেৎ সশর্করং সদ্যঃ পিত্তশূলনিসূদনম্॥

আমলকী বা ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, বলাডুমুর ও দ্রাক্ষার ক্বাথের সহিত চিনি-সংযুক্ত করিয়া পান করিলে পিত্তশূল নিবারণ হয়।

শতাবরীরসং ক্ষৌদ্রযুতং প্রাতঃ পিবেন্নরঃ।
দাহশূলোপশান্ত্যর্থং সর্ব্বপিত্তাময়াপহম্॥

প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস পান করিলে পৈত্তিক শূল ও দাহাদি নিবারণ হয়।

শতাবরী সযষ্ট্যাহ্ব বাট্যাল কুশ গোক্ষুরৈঃ।
শৃতশীতং পিবেত্তোয়ং সগুড়ং ক্ষৌদ্রশর্করম্॥
পিত্তাসৃগ্ দাহশূলঘ্নং সদ্যো দাহজ্বরাপহম্॥

শতমূলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশমূল ও গোক্ষুর মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধ সের, শেষ ৴৹ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ গুড়, মধু ও চিনি। ইহা শীতল

করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত, দাহ, পৈত্তিক শূল ও দাহযুক্ত জ্বর নিবারণ হয়।

তৈলমেরণ্ডজং বাপি মধুকক্বাথ সংযুতম্।
শূলং পিত্তোদ্ভবং হন্তি গুল্মং পৈত্তিকমেব চ॥

যষ্টিমধুর ক্বাথ ও এরণ্ডতৈল একত্র পান করিলে পৈত্তিক শূল ও পৈত্তিক গুল্ম নষ্ট হয়।

প্রলিহ্যাৎ পিত্তশূলঘ্নং ধাত্রীচূর্ণং সমাক্ষিকম্॥

আমলকীচূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিলে পিত্তশূল নিবারণ হয়।

বৃহত্যৌ গোক্ষুরৈরণ্ডকুশকাশেক্ষুবালিকাঃ।
পীতাঃ পিত্তভবং শূলং সদ্যো হন্যুঃ সুদারুণম্॥

বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, কুশ, কাশ ও ইক্ষুবালিকা (খাগড়া) মিলিত ২ তোলা গ্রহণ করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করতঃ পান করিলে সুদারুণ পিত্তশূল নিবারিত হয়।

ত্রিফলানিম্বযষ্ট্যাহ্বকটুকারগ্বধৈঃ শৃতম্।
পায়য়েন্মধুসংমিশ্রং দাহশূলোপশান্তয়ে॥

ত্রিফলা, নিম্বছাল, যষ্টিমধু, কটুকী ও সোন্দালফল, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহ ও শূল প্রশান্ত হয়।

ত্রিফলারগ্বধক্বাথং সক্ষৌদ্রং শর্করান্বিতম্।
পায়য়েদ্রক্তপিত্তঘ্নং দাহশূলনিবারণম্॥

ত্রিফলা ও সোন্দালের ক্বাথে ঘৃত ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহ, শূল ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

শ্লৈষ্মিকশূলচিকিৎসা—

শ্লেষ্মাত্মকে ছর্দ্দন লঙ্ঘনানি
শিরোবিরেকং মধুসীধুপানম্।
মধূনি গোধূম যবানরিষ্টান্
সেবেত রুক্ষান্ কটুকাংশ্চ সর্ব্বান্॥
(মধুসীধু ইত্যেকপদং মদ্যবিশেষস্য সংজ্ঞা।)

শ্লৈষ্মিক শূলে বমন, লঙ্ঘন, নস্য, মধুসীধু, মধু, গোধূম, যব, অরিষ্ট, রুক্ষ ও কটুরস দ্রব্য, এই সমস্ত প্রশস্ত।

লবণত্রয়সংযুক্ত পঞ্চকোলং সরামঠম্।
সুখোষ্ণেনাম্বুনা পীতং কফশূলনিবারণম্॥

সৈন্ধব, সচল, বিট্‌লবণ, পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ ও হিঙ্গু এই সমুদায়ের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে কফশূল নিবারণ হয়।

বিল্বমূলমথৈরণ্ডং চিত্রকং বিশ্বভেসজম্।
হিঙ্গু সৈন্ধব সংযুক্তং শ্লেষ্মশূলনিবারণম॥

বিল্বমূল, এরণ্ডমূল, চিতামূল ও শুঁঠ এই সকলের ক্বাথে হিঙ্গু ও সৈন্ধবসংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে কফজন্য শূল সত্বর নিবরণ হয়।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
যবাগূর্দীপনীয়া স্যাচ্ছূলঘ্নী তোয়সাধিতা॥

পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ যবাগূ অগ্নির দীপক ও শূলনাশক।

মুস্তাং বচাং তিক্তকরোহিণীঞ্চ
তথাভয়াং নির্দ্দহণীঞ্চ তুল্যাম্।
পিবেত্তু গোমূত্রযুতাং কফোত্থ-
শূলে তথামস্য চ পাচনার্থম্॥

কফজশূলে আমপাচনার্থ মুতা, বচ, কট্‌কী, হরীতকী ও মূর্ব্বা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিবে।

বচাব্দাগ্ন্যভয়াতিক্তাচূর্ণং গোমূত্রসংযুতম্।
সক্ষারং বা পিবেৎ ক্বাথং বিল্বাদ্যৈঃ কফশূলবান্॥

বচ, মুতা, চিতা, হরীতকী ও কট্‌কী, ইহাদের চূর্ণ গোমূত্রের সহিত অথবা বিল্বাদি দশমূলের ক্বাথ যবক্ষারের সহিত পান করিলে কফজশূল নিবারণ হয়।

কট্যাদিশূলচিকিৎসা।

হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং শুণ্ঠী পথ্যা চ দ্বিগুণোত্তরা।
এতচ্চূর্ণং কটী কুক্ষি পার্শ্ব হৃদ্ বস্তিশূলনুৎ॥

হিঙ্গু ১ ভাগ, সচললবণ ২ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, হরীতকী ৮ ভাগ এই সমুদায়ের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে কটী, কুক্ষি, পার্শ্ব ও বস্তিদেশের শূল নিবারণ হয়।

মাতুলুঙ্গরসো বাপি শিগ্রুক্বাথস্তথা পরঃ।
সক্ষারো মধুনা পীতঃ পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলনুৎ॥

টাবালেবুর রসে অথবা সজিনার মূলের ক্বাথে যবক্ষার ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পার্শ্ব, হৃদয় ও বস্তিশূল বিনষ্ট হয়। ইহাদিগের ক্বাথ ও পূর্ব্বোক্তরূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।

দগ্ধমনির্গতধূমং মৃগশৃঙ্গং গোঘৃতেন সহ পীতম্।
হৃদয়নিতম্বজশূলং হরতি শিখী দারুনিবহমিব॥
(হরিণশৃঙ্গং সংকুট্য অন্তর্ধূমেন দগ্ধা তদ্ ভস্ম ঘৃতেন সহ লেহ্যম্।)

হরিণের শৃঙ্গ উত্তমরূপে কুটিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম গব্য ঘৃতের সহিত লেহন করিলে হৃদয় ও নিতম্বের শূল নষ্ট হয়।

এরণ্ডসপ্তকম্।

এরণ্ডবিল্ববৃহতীদ্বয়মাতুলুঙ্গ-
পাষাণভিত্ত্রিকটুমূলকৃতঃ কষায়ঃ।
সক্ষারহিঙ্গুলবণো রুবুতৈলমিশ্রঃ
শ্রোণ্যংসমেঢ্র হৃদয়স্তনরুক্ষু পেয়ঃ॥

এরণ্ডমূল, বিল্বমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, টাবালেবুর মূল, পাষাণভেদী ও গোক্ষুরমূল ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার, হিঙ্গু, সৈন্ধব ও এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কটী, অংস, মেঢ্র, হৃদয় ও স্তন প্রভৃতি স্থানের শূল সত্বর বিনষ্ট হয়।

এরণ্ডদ্বাদশকম্।

এরণ্ডফলমূলানি বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্।
পর্ণিন্যঃ সহদেবা চ সিংহপুচ্ছীক্ষুবালিকা॥
তুল্যৈরেতৈঃ শৃতং তোয়ং যবক্ষারযুতং পিবেৎ।
পৃথগ্দোষভবং শূলং হন্যাৎ সর্ব্বভবং তথা॥

এরণ্ডফল, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শালপাণি, পৃশ্নিপর্ণী, মুদ্গপর্ণী, মাষপর্ণী, সহদেবা, সিংহপুচ্ছী ও খাগড়া; এই সকল সমপরিমাণে লইয়া যথাবিধি ক্বাথ প্রস্তুত করতঃ যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে। ইহাদ্বারা একজ, দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজ শূল নষ্ট হয়।

হিঙ্গুসৌবর্চ্চলং পথ্যা বিড়সৈন্ধবতুম্বুরু।
পৌষ্করঞ্চ পিবেচ্চূর্ণং দশমূলযবাম্ভসা॥
পার্শ্বহৃৎকটিপৃষ্ঠাংসশূলে তন্দ্রাপতানকে।
শোথে শ্লেষ্মপ্রসেকে চ কর্ণরোগে চ শস্যতে॥

দশমূল ও যবের ক্বাথে, হিঙ্গু, সচল লবণ, হরীতকী, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, ধনে ও কুড় ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পার্শ্ব, হৃদয়, কটি, পৃষ্ঠ ও স্কন্ধশূল এবং তন্দ্রা, অপতানক, শোথ, শ্লেষ্মপ্রসেক ও কর্ণশূল উপশমিত হয়।

হিঙ্গুত্রিকটুকং কুষ্ঠং যবক্ষারোঽথ সৈন্ধবম্।
মাতুলুঙ্গরসোপেতং প্লীহশূলাপহং রজঃ॥

টাবালেবুর মূলের ক্বাথে (কাহারও মতে টাবালেবুর ফলের রসে) হিঙ্গু, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধব, ইহাদের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্লীহাশূল বিনষ্ট হয়।

আমশূলচিকিৎসা—

আমশূলে ক্রিয়া কার্য্যা কফশূলবিনাশিনী।
সেব্যমামহরং সর্ব্বং যচ্চাগ্নিবলবর্দ্ধনম্॥
(কফস্য তুল্যত্বাৎ কফশূলে যৎ পঞ্চকোলাদি উক্তং তদামশূলেঽপি প্রযোজ্যম্।)

আমশূলে কফশূলোক্ত ক্রিয়া কর্ত্তব্য এবং অগ্নিকর ও বলজনক অথচ আমনাশক ঔষধ সমস্ত সেবনীয়।

চতুঃসমচূর্ণম্।

দীপ্যকং সৈন্ধবং পথ্যা নাগরঞ্চ চতুঃসমম্।
চূর্ণং শূলং জয়ত্যাশু মন্দস্যাগ্নেশ্চ দীপনম্।

যমানী, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী ও শুঁঠ, এই চারি দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে কফশূল নিবারণ ও অগ্নির দীপ্তি হয়।

পিত্তানিলশূলচিকিৎসা—

সমাক্ষিকং বৃহত্যাদি পিবেৎ পিত্তানিলাত্মকে।
ব্যামিশ্রং বা বিধিং কুর্য্যাৎ শূলে পিত্তানিলাত্মকে॥

বাতপৈত্তিক শূলে মধুর সহিত বৃহতী, গোক্ষুর ও এরণ্ডাদির ক্বাথ প্রয়োগ এবং মিশ্রিত ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

কফপিত্তশূলচিকিৎসা—

পিত্তজে কফজে চাপি ক্রিয়া যা কথিতা পৃথক্।
একীকৃত্য প্রযুঞ্জীত তাং ক্রিয়াং কফপিত্তজে॥

পিত্তশূলে ও কফশূলে যে সকল পৃথক্ ক্রিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, পিত্তশ্লেষ্মা শূলে তৎসমুদায় মিলিত করিয়াই চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

বাতশ্লেষ্মশূলচিকিৎসা—

রসোনং মধু সংমিশ্রং পিবেৎ প্রাতঃপ্রকাঙ্ক্ষিতঃ।
বাতশ্লেষ্মভবং শূলং নিহন্তি বহ্নিদীপনম্॥

প্রাতঃকালে মধুর সহিত রসুনের রস পান করিলে বাতশ্লৈষ্মিক শূল নিবারণ ও অগ্নির দীপ্তি হয়।

সান্নিপাত্তিকশূলচিকিৎসা—

শঙ্খচূর্ণং সলবণং সহিঙ্গু ব্যোষ সংযুতম্।
উষ্ণোদকেন তৎ পীতং শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্॥

(সুদগ্ধস্য শঙ্খস্য চূর্ণং মাষমেকমধিকং বা লবণব্যোষয়োর্মিলিত্বা মাষকদ্বয়ং, হিঙ্গুনো রক্তিকাদ্বয়ং দত্ত্বা পিবেৎ। শ্লেষ্মোত্তরে যোগো-ঽয়ম্। অন্যে তু ভাগানুক্তত্বাৎ সর্ব্বং সমভাগং বদন্তি। ইতি ভানুঃ।)

সুদগ্ধ শঙ্খচূর্ণ ১ মাষা, সৈন্ধবলবণ ও ত্রিকটু মিলিত ২ মাষা, হিঙ্গু ২ রতি এই সমুদায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে শ্লেষ্মপ্রধান সান্নিপাতিক শূল নষ্ট হয়।

গোমূত্রশুদ্ধ মণ্ডূরং ত্রিফলাচূর্ণ সংযুতম্।
বিলিহন্ মধুসর্পির্ভ্যাং শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্॥
(মিলিতত্রিফলাচূর্ণসমং মণ্ডূরম্।)

গোমূত্রে শোধিত মণ্ডূর ১ ভাগ ও ত্রিফলাচূর্ণ মিলিত ১ ভাগ, ঘৃত এবং মধুর সহিত অবলেহ করিলে ত্রিদোষজ শূল নিবারণ হয়।

বিদারীদাড়িমরসঃ সব্যোষলবণান্বিতঃ।
ক্ষৌদ্রযুক্তো জয়ত্যাশু শূলং দোষত্রয়োদ্ভবম্॥

ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ২ তোলা ও পক্ক দাড়িমের রস ২ তোলা, ইহাদের সহিত শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ ও সৈন্ধবলবণ চূর্ণ এবং মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষজনিত শূল বিনষ্ট হয়।

পরিণামশূলচিকিৎসা—

বমনং তিক্তমধুরৈর্বিরেকশ্চাত্র শস্যতে।
বস্তয়শ্চ হিতাঃ শূলে পরিণামসমুদ্ভবে॥

পরিণাম শূলে তিক্ত ও মধুর দ্রব্য দ্বারা বমন, বিরেচন ও বস্তিক্রিয়া বিশেষ উপকারক।

নাগরতিলগুড়কল্কং পয়সা সংসাধ্য যঃ পুমানদ্যাৎ।
উগ্রং পরিণতিশূলং তস্যাপৈতি সপ্তরাত্রেণ॥
(শুণ্ঠীগুড়য়োঃ প্রত্যেকং কর্ষঃ, তিলস্য পলানি ৪, তয়োঃ পায়সং কৃত্বা ভক্ষয়েৎ।)

শুঁঠচূর্ণ ২ তোলা, তিল ২ তোলা ও গুড় ২ তোলা লইয়া দুগ্ধের সহিত পায়স করিয়া সেবন করিলে ৭ দিবসের মধ্যে প্রবল পরিণাম শূল নষ্ট হয়।

শম্বূকজং ভস্ম পীতং জলেনোষ্ণেন তৎক্ষণাৎ।
পক্তিজং বিনিহন্ত্যেতৎ শূলং বিষ্ণুরিবাসুরান্॥
(নির্মাংসীকৃতশম্বূকভস্ম মাষমেকং দ্বয়ং বা ঘৃতাক্তমুখকুহরেণ উষ্ণাম্বুনা গোলয়িত্বা পেয়ম্।)

শম্বূকের গর্ভস্থ মাংসসকল নিষ্কা-শিত করিয়া উহার আবরণ ভস্ম করিয়া তাহার এক বা দুই মাষা উষ্ণ জলে গুলিয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ পক্তিশূল নিবারণ হয়। পান করিবার পূর্ব্বে ঘৃতের কুল্যা করা কর্ত্তব্য।

দধ্নাঽন্যনসরেণাদ্যাৎ সতীনযবশক্তুকান্।
অচিরান্মুচ্যতে শূলান্নরোঽন্নপরিবর্জ্জিতঃ॥

অন্নভোজন পরিত্যাগ করিয়া সর-সংযুক্ত দধির সহিত মটর ও যবের ছাতু ভক্ষণ করিলে শীঘ্র শূল উপ-শমিত হয়।

তিলনাগরপথ্যানাং ভাগঃ শম্বূকভস্মনাম্।
দ্বিভাগগুড়সংযুক্তাং গুড়ীং কৃত্বাক্ষভাগিকাম্॥
পীতাম্বুপানাৎ পূর্ব্বাহ্ণে ভক্ষয়েৎ ক্ষীরভোজনঃ।

সায়াহ্নে রসকং পীত্বা নরো মুচ্যেত দুর্জ্জয়াৎ।
পরিণামসমুত্থাচ্চ শূলাচ্চিরভবাদপি॥

তিল, শুঁঠ, হরীতকী ও শম্বূকভস্ম প্রত্যেক এক এক ভাগ, গুড় ৮ ভাগ এই সমুদায় একত্র করিয়া ১ তোলা প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। শীতল জলের সহিত সেবনীয়। পথ্য পূর্ব্বাহ্নে দুগ্ধ এবং সায়াহ্নে মাংসের যূষ। ইহা-দ্বারা পরিণাম শূল প্রশমিত হয়।

লৌহচূর্ণং বরাযুক্তং বিলীঢ়ং মধুসর্পিষা।
পরিণামশূলং শময়েৎ মণ্ডূরং বা প্রযোজিতম্॥

লৌহচূর্ণ বা মণ্ডূরচূর্ণ, ত্রিফলাচূর্ণের প্রত্যেকের সমভাগ সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে পরিণামশূল প্রশমিত হয়।

কৃষ্ণাভয়ে লৌহচূর্ণং গুড়েন সহ ভক্ষয়েৎ।
পক্তিশূলং নিহন্ত্যেতজ্জঠরাণ্যগ্নিমন্দতাম্।
আমবাতবিকারাংশ্চ স্থৌল্যঞ্চৈবাপকর্ষতি॥

পিপ্পলী, হরীতকী ও লৌহচূর্ণ সম-পরিমাণে লইয়া গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিবে। ইহাদ্বারা পরিণামশূল, উদর-রোগ, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত ও স্থৌল্য প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হয়।

পথ্যালৌহরজঃ শুণ্ঠীচূর্ণং মাক্ষিকসর্পিষা।
পরিণামরুজং হন্তি বাতপিত্তকফাত্মিকাম্॥

হরীতকী, শুঁঠ ও লৌহচূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক পরিণামশূল নিবারিত হয়।

যঃ পিবতি সপ্তরাত্রং শক্তু-
নেকান্ কলায়যূষেণ।
স জয়তি পরিণামজং শূলং
চিরজমপি কিমুত নূতনজম্॥

মটরের যূষের সহিত কেবল শক্তু ভোজন করিলে পরিণামশূল নষ্ট হয়।

গুড়পিপ্পলীঘৃতম্।

সপিপ্পলীগুড়ং সর্পিঃ পচেৎ ক্ষীরচতুর্গুণে।
বিনিহন্ত্যম্লপিত্তঞ্চ শূলঞ্চ পরিণামজম্॥

পিপ্পলী ও পুরাতন গুড়ের কল্ক ও চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে অম্লপিত্ত ও পরিণামশূল নষ্ট হয়।

প্রথমতঃ উপযুক্ত পরিমাণ জল ও কল্কদ্রব্য সহিত ঘৃত পাক করিয়া পরে দুগ্ধসহ পাক করিবে। অনন্তর শেষ পাকের লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া লইবে।

শম্বূকাদিগুড়িকা।

শম্বূকং ত্র্যূষণঞ্চৈব পঞ্চৈব লবণানি চ।
সমাংশা গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ কলম্বকরসেন চ॥
প্রাতর্ভোজনকালে বা ভক্ষয়েত্তদ্ যথাবলম্।
শূলাদ্ বিমুচ্যতে জন্তুঃ সহসা পরিণামজাৎ॥

শম্বূকভস্ম ১ তোলা, ত্রিকটু ১ তোলা ও পঞ্চলবণ মিলিত ১ তোলা এই সমুদায় কলম্বীশাকের রসে মর্দ্দন করিবে। প্রাতে অথবা আহারের পূর্ব্বে এক এক বটিকা উষ্ণজলের সহিত সেব্য। ইহাদ্বারা পরিণাম শূল নষ্ট হয়।

শঙ্খরসগুড়িকা।

পলানি চিঞ্চাক্ষারস্য পঞ্চ পঞ্চ পলানি চ।
লবণানাং ক্ষিপেৎ প্রস্থদ্বয়ং জম্বীরবারিণঃ॥
পলদ্বাদশ শঙ্খস্য ভস্মীভূতং ক্ষিপেৎ পুনঃ।
পূর্ব্বত্রয়েণ সংমর্দ্দ্য হিঙ্গুব্যোষ চতুঃপলম্॥
রসামৃতসুগন্ধানাং পলার্দ্ধঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
দদ্যাৎ সমস্তং সংমর্দ্দ্য জম্বীরাম্ভৈর্দিনত্রয়ম্॥
বদরাস্থিপ্রমাণেন গুড়িকাঃ কারয়েদ্ভিষক্।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় তোয়মুষ্ণং পিবেদনু॥
শূলঞ্চ সর্ব্বগুল্মঞ্চ অজীর্ণং পরিণামজম্।
অন্নশূলং পক্তিশূলং হৃচ্ছূলঞ্চ বিশেষতঃ॥
কুক্ষিশূলং পার্শ্বশূলং পৃথগ্ বাতাদিসম্ভবম্।
আমশূলমুদাবর্ত্তং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

(তিন্তিড়ীত্বগ্‌ভস্ম পলানি ৫, পঞ্চলবণং প্রত্যেকং পলং ১, শঙ্খভস্মপলানি ১২, জম্বীররসশরাবাঃ ৮, শনৈঃ শনৈঃ পক্ত্বা পশ্চাৎ হিঙ্গু শুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচানাং চূর্ণং প্রত্যেকং পলং ১, রস গন্ধক অমৃতানাং প্রত্যেকং তোলকানি ৪, সর্ব্বমেকীকৃত্য জম্বীররসেন মর্দ্দয়িত্বা দিনত্রয়ং রৌদ্রে শোষয়েৎ ততো বদরাস্থিমিতা বট্যঃ কার্য্যাঃ। একৈকামুষ্ণজলেন ভক্ষয়েৎ।)

তেঁতুলছালভস্ম ৫ পল, পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল, শঙ্খভস্ম ১২ পল, জামীর লেবুর রস ৮ সের। অল্পে অল্পে পাক করিয়া পশ্চাৎ হিঙ্গু, শুঁঠ, পিঁপুল, ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক ৪ তোলা এই সমুদায় মিশ্রিত করিয়া জামীরের রসে মাড়িয়া ৩ দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এক এক বটিকা উষ্ণজলের সহিত সেবনীয়। ইহাদ্বারা পরিণাম শূল প্রভৃতি সত্বর নষ্ট হয়।

লৌহগুড়িকা।

লৌহস্য রজসো ভাগস্ত্রিফলায়াস্ত্রয়স্তথা।
গুড়স্যাষ্টৌ তথা ভাগা গুড়াম্মূত্রং চতুর্গুণম্॥
এতৎ সর্ব্বঞ্চ বিপচেদ্ গুড়পাকবিধানবিৎ।
লিহেচ্চ তদ্ যথাশক্তি ক্ষয়ে শূলে চ পাকজে॥

লৌহচূর্ণ ১ ভাগ, ত্রিফলা ৩ ভাগ, পুরাতন গুড় ৮ ভাগ এবং গোমূত্র ৩২ ভাগ এই সকল একত্রিত করিয়া গুড়-পাক বিধানে পাক করিবে। রোগীর শক্তি বুঝিয়া প্রয়োগ করিলে ক্ষয়রোগ ও পরিণামশূল নষ্ট হয়।

ক্ষীরমণ্ডূরম্।

লৌহকিট্টপলান্যষ্টৌ গোমূত্রার্দ্ধাঢ়কে পচেৎ।
ক্ষীরপ্রস্থেন তৎসিদ্ধং পক্তিশূলহরং পরম্॥

মণ্ডুর ১ সের, পাকার্থ গোমূত্র ৮ সের, দুগ্ধ ৪ সের। একত্র পাক করিয়া লইবে। ইহাদ্বারা পরিণাম শূল সত্বর নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাদিমোদকঃ।

বিড়ঙ্গতণ্ডুলব্যোষত্রিবৃদ্দন্তী সচিত্রকম্।
সর্ব্বাণ্যেতানি সংহৃত্য সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ॥
গুড়েন মোদকান্ কৃত্বা খাদেদুষ্ণেন বারিণা।
জয়েৎ ত্রিদোষজং শূলং পরিণামসমুদ্ভবম্॥

বিড়ঙ্গের তণ্ডুল, ত্রিকটু, তেউড়ী, দন্তী ও চিতা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া এবং চূর্ণের দ্বিগুণ গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা মাত্রায় মোদক

প্রস্তুত করিবে। ইহা উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজন্য পরিণাম শূল সত্বর প্রশমিত হয়।

পথ্যাদিলৌহঃ।

লৌহপথ্যাকণাশুণ্ঠী চূর্ণং সমধুসর্পিষা।
বিলিহন্ বিনিহন্ত্যেব শূলং হি পরিণামজম্॥

লৌহ, হরীতকী, পিপ্পলী ও শুণ্ঠী-চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করতঃ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে পরিণাম শূল নষ্ট হয়।

ভীমবটকমণ্ডূরম্।

কোলাগ্রন্থিকসহিতৈর্বিশ্বৌষধমাগধীযবক্ষারৈঃ।
প্রস্থমষ্টোরজসাং পলিকাংশৈশ্চূর্ণিতৈর্মিশ্রৈঃ॥
অষ্টগুণমূত্রযুক্তং ক্রমপাকাৎ
পিণ্ডতাং নয়েৎ সর্ব্বম্।
কোলপ্রমাণবটিকাস্তিস্রো
ভোজ্যাদিমধ্যবিরতৌ চ॥
রসসর্পির্যূষপয়োমাংসৈরশ্নন্নরো নিবারয়তি।
অন্নবিবর্দ্ধনশূলং গুল্মপ্লীহাগ্নিসাদাংশ্চ॥

মণ্ডূরচূর্ণ ২ সের, ১৬ সের গোমূত্রে পাক করিয়া, আসন্নপাকে চৈঁই, পিঁপুল-মূল, শুঁঠ, পিঁপুল ও যবক্ষার, ইহাদের চূর্ণ এক এক পল প্রক্ষেপ দিবে, পিণ্ডা-কার হইলে তাহার ১ তোলা পরি-মিত ঔষধে তিনটী বটী করিয়া আহারের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে এক একটী বটী সেবন করিবে। পথ্য—মাংসের যূষ, মাংস, মুগাদির যূষ, ঘৃত ও দুগ্ধ। ইহা-দ্বারা পরিণামশূল, গুল্ম, প্লীহা ও অগ্নি-মান্দ্য প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

গুড়মণ্ডূরম্।

গুড়ামলকপথ্যানাং চূর্ণং প্রত্যেকশঃ পলম্।
ত্রিপলং লৌহকিট্টস্য তৎসর্ব্বং মধুসর্পিষা॥
সমালোড্য সমশ্নীয়াদক্ষমাত্রপ্রমাণতঃ।
আদিমধ্যাবসানেষু ভোজনস্য নিহন্তি তৎ॥
অন্নদ্রবং জরৎপিত্তমম্লপিত্তং সুদারুণম্।
পরিণামসমুত্থঞ্চ শূলং সম্বৎসরোত্থিতম্॥

পুরাতন গুড়, আমলকী ও হরীতকী-চূর্ণ, প্রত্যেক ১ পল, শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ ৩ পল একত্র মিশ্রিত এবং ঘৃত ও মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে ॥০ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে অন্নদ্রবশূল, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত ও বৎসরাভ্যন্তরজাত সুদারুণ পরিণামশূল প্রশমিত হয়।

মণ্ডূরবটিকা।

লৌহকিট্টপলান্যষ্টৌ গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ।
চবিকানাগরক্ষারপিপ্পলীমূলপিপ্পলীঃ॥
সংচূর্ণ্যনিঃক্ষিপেত্তস্মিন্ পলাংশং সান্দ্রতাং গতে।
গুড়িকাঃ কল্পয়েত্তেন পক্তিশূলনিবারিণীঃ॥

মণ্ডূরচূর্ণ ১ সের, ৮ সের গোমূত্রে পাক করিয়া, আসন্ন পাকে, চৈঁই, শুঁঠ, যবক্ষার, পিঁপুলমূল ও পিঁপুল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল প্রক্ষেপ দিবে, গাঢ় হইলে উপযুক্ত মাত্রায় বটী করিবে। এই বটী সেবনে পরিণামশূল নিবারিত হয়।

সামুদ্রাদ্যং চূর্ণম্।

সামুদ্রং সৈন্ধবং ক্ষারৌ রুচকং রোমকং বিড়ম্।
দন্তী লৌহরজঃ কিট্টং ত্রিবৃৎসূরণকং সমম্॥

দধি গোমূত্র পয়সা মন্দপাকে বিপাচিতম্।
তদ্যথাগ্নিবলং চূর্ণং পিবেদুষ্ণেন বারিণা ॥
জীর্ণেঽজীর্ণে তু ভুঞ্জীত মাংসাদি ঘৃতসাধিতম্।
নাভিশূলং প্লীহশূলং যকৃদ্ গুল্ম কৃতঞ্চ যৎ ॥
বিদ্রধ্যষ্ঠীলিকাং হন্তি কফবাতোদ্ভবং তথা।
শূলানামপি সর্ব্বেষামৌষধং নাস্তি তৎপরম্।
পরিণামসমুত্থস্য বিশেষেণান্তকৃন্মতম্ ॥

(সামুদ্রাদীনাং প্রত্যেকং সমভাগচূর্ণমেকীকৃত্য দধিদুগ্ধগোমূত্রাণাং সমভাগেন যাবতা আলোড়িতং ভবতি তাবদ্ দত্ত্বা মন্দানলেন পচেৎ আচূর্ণীভাবাৎ। ততোঽনুষ্ণোদকেন যথাযোগ্যং প্রয়োজ্যম্। অন্যে তু সমুদিতচূর্ণাং দধ্যাদীনাং মিলিতানাং চাতুর্গুণ্যমাহুঃ।)

করকচ, সৈন্ধব, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সচল, সাম্ভার, বিট্‌লবণ, দন্তীমূল, লৌহ-চূর্ণ, মণ্ডুর, তেউড়ী ও ওল প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ। সমপরিমিত দধি, দুগ্ধ ও গোমূত্র পাকযোগ্য মাত্রায় দিয়া মন্দ অগ্নিতে পাক করিবে। মাত্রা অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবে। উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিয়া ঘৃতপক্ব মাংসাদি ভোজন করা যাইতে পারে। এই ঔষধ সকল প্রকার শূলের বিশেষতঃ পরিণাম শূলের অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

নারিকেললবণম্।

নারিকেলং সতোয়ঞ্চ লবণেন প্রপূরিতম্।
বিপক্বমগ্নিনা সম্যক্ পরিণামজশূলনুৎ।

জল ও শস্য সহিত নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধবলবণ পূরিত করিয়া দগ্ধ করিবে। পশ্চাৎ তন্মধ্যস্থ সৈন্ধব বাহির করিয়া লইয়া ৪ মাষা পরিমাণে সেবন করিবে। অনুপান উষ্ণ জল। ইহাদ্বারা পরিণাম শূল নষ্ট হয়।

নারিকেলক্ষারঃ।

নারিকেলং সতোয়ঞ্চ লবণেন সুপূরিতম্।
মৃদাবেষ্টিতং শুষ্কং পক্বগোময়বহ্নিনা ॥
পিপ্পল্যা ভক্ষিতং হন্তি শূলং হি পরিণামজম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্ ॥

জলসংযুক্ত সুপক্ব নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধব পূরণ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা উত্তম-রূপে প্রলেপ দিবে। এবং শুষ্ক করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। পরে উহার মধ্যস্থ সৈন্ধবসংযুক্ত নারিকেল, পিপ্পলীর সহিত যথামাত্রায় সেবন করিবে, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার পরিণামশূল নিবারিত হয়।

লৌহামৃতম্।

তনূনি লোহপত্রাণি তিলোৎসেধসমানি চ।
কশিকামূলকল্কেন সংলিপ্য সর্ষপেণ বা ॥
বিশোষ্য সূর্য্যকিরণৈঃ পুনরেবাবলেপয়েৎ।
ত্রিফলায়া জলে স্নাতং বাপয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥
ততঃ সংচূর্ণিতং কৃত্বা কর্পটেন তু ছানয়েৎ।
ভক্ষয়েন্মধুসর্পির্ভ্যাং যথাগ্নেতৎ প্রযোজয়েৎ ॥
মাষকং ত্রিগুণং বাথ চতুর্গুণমথাপি বা।
ছাগস্য পয়সঃ কুর্য্যাদনুপানমভাবতঃ ॥
গবাং ঘৃতেন দুগ্ধেন চতুঃষষ্টিগুণেন চ।
পক্তিশূলং নিহন্ত্যেতন্মাসেনৈকেন নিশ্চিতম্ ॥
লোহামৃতমিদং শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
ককারপূর্ব্বকং যচ্চ যচ্চাম্লং পরিকীর্ত্তিতম্।
সেব্যং তন্ন ভবেদত্র মাংসং চানূপসম্ভবম্ ॥

একটি তিলোৎসেধ তুল্য অর্থাৎ তিলের ন্যায় পুরু সূক্ষ্ম লৌহপত্র শ্বেত

আকন্দমূল কিংবা শ্বেতসর্ষপমূলের কল্ক-দ্বারা লেপন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং অগ্নিতে দগ্ধ ও ত্রিফলার কাথে ধৌত করিবে। যাবৎকাল পর্য্যন্ত লৌহ-পত্র জারিত না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ লিপ্ত, শুষ্ক, দগ্ধ ও ধৌত করিতে হইবে। লৌহপত্র উত্তমরূপ জারিত হইলে চূর্ণ করিয়া বস্ত্রপূত করিয়া লইবে। অগ্নি ও বল বিবেচনায় ১ মাষা ২ মাষা কিংবা ৪ মাষা পরিমিত মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া ছাগদুগ্ধ অনুপান করিবে। ছাগদুগ্ধের অভাবে ঔষধের ৬৪ চৌষট্টি গুণ গোদুগ্ধ অথবা গোঘৃত পান করিবে। উক্ত ঔষধ এক মাস সেবন করিলে পরিণামশূল নিশ্চয় বিনষ্ট হয়। ইহার নাম লৌহামৃত। স্বয়ং ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ঔষধ সেবন করিয়া ককারাদি নামক কোন বস্তু ও অম্লসমূহ সেবন করিবে না এবং জলজাত বস্তু ও পক্ষীর মাংস পরিত্যাগ করিবে।

অন্নদ্রবশূলচিকিৎসা—

অন্নদ্রবাখ্যে শূলে তু ন তাবৎ স্বাস্থ্যমশ্নুতে।
যাবৎ কটুকপিত্তাম্লমন্নং ন ছর্দ্দয়েদ্ দ্রবম্॥
বান্তমাত্রে জরৎপিত্তে শূলমাশু বিনাশয়েৎ।
পিত্তান্তং বমনং কৃত্বা কফান্তঞ্চ বিরেচনম্।
অন্নদ্রবে চ তৎ কার্য্যং জরৎপিত্তে যদীরিতম্।
জরৎপিত্তেঽপি তৎ পথ্যং প্রোক্তমন্নদ্রবে তু যৎ।
আমপক্বাশয়ে শুদ্ধে গচ্ছেদন্নদ্রবঃ শমম্।
মাষেণ্ডরীং সলবণাং সুস্বিন্নাং তৈলপাচিতাম্।
তাদৃশীং সর্পিষা খাদেদন্নদ্রবনিপীড়িতঃ।

অন্নদ্রবশূলে যে পর্য্যন্ত কটু ও অম্লাক্ত পিত্তসংযুক্ত ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়া না যায়, তাবৎকাল অন্নদ্রবশূল প্রশমিত হয় না। জরৎপিত্ত উৎপত্তি হইলে শূল সত্বর বিনষ্ট হয়। অন্নদ্রবশূলে পিত্তান্ত (শেষ বমনে পিত্তোদ্গীরণ) বমন এবং কফান্ত (শেষ বারে কফভেদ) বিরে-চন হয়, এরূপ ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। জরৎপিত্তে (অম্লপিত্তে) যে সকল চিকিৎসা প্রণালী কথিত হইয়াছে, অন্ন-দ্রবশূলে সেইরূপ ক্রিয়া করিবে এবং অন্নদ্রবোক্ত চিকিৎসা অম্লপিত্তে করাও যুক্তিসঙ্গত। আমাশয় ও পক্বাশয় শোধিত হইলে অন্নদ্রবশূল প্রশমিত হয়। সৈন্ধবসংযুক্ত মাষেণ্ডরী (মাষকলাই দ্বারা নির্ম্মিত পিষ্টকাকৃতি ভক্ষ্যবিশেষ) তৈলদ্বারা অথবা ঘৃতদ্বারা সুসিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে অন্নদ্রবশূল নিবারণ হয়।

ধাত্রীফলভবং চূর্ণময়শ্চূর্ণসমন্বিতম্।
যষ্টীচূর্ণেন বা যুক্তং লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ তদ্গদে॥
শ্যামাকতণ্ডুলৈঃ সিদ্ধং সিদ্ধং কোদ্রবতণ্ডুলৈঃ।
প্রিয়ঙ্গুতণ্ডুলৈঃ সিদ্ধং পায়সং সসিতং হিতম্॥
('প্রিয়ঙ্গুঃ' কঙ্গুবিশেষঃ।)

গৌড়িকং শৌরণং কন্দং কুষ্মাণ্ডমপি ভক্ষয়েৎ।
কলায়যবশক্তুং বা শক্তূন্ বা লাজসম্ভবান্॥
('গৌড়িকং' গুড়েন সংস্কৃতং পক্বান্নম্।)
কুলত্থশক্তূনথবা দধ্নাক্তান্দাধিকং তথা।
চণকানামথো শক্তূন্ কোদ্রবস্যৌদনং তথা॥
('দাধিকং' দধ্না সংস্কৃতং ভক্ষ্যং মহেরি ইতি লোকে।)

গোধূমমণ্ডকং তত্র সর্পিষা গুড়সংযুতম্ ।
সসিতং শীতদুগ্ধেন মৃদিতং কথিতং হিতম্ ।

আমলকীচূর্ণ লৌহের সহিত অথবা যষ্টিমধুচূর্ণের সহিত সমভাগে মিলিত করিয়া মধুদ্বারা লেহন করিলে জরৎ-পিত্ত ও অম্লদ্রবশূল নিবারণ হয় । শ্যামা-ধান্যের তণ্ডুল বা কোদ্রব ধান্যের তণ্ডুল কিংবা কাঙ্গনী ধান্যের তণ্ডুল দ্বারা পায়স পাক করিয়া ভক্ষণ করিলে অম্লদ্রবশূল প্রশমিত হয় । গুড়াক্ত পকান্ন, শূরণকন্দ, কুষ্মাণ্ড, কলায় ও যবের ছাতু, খৈচূর্ণ, কুলথকলায়ের ছাতু, ছোলার ছাতু, কোদ-ধান্যের ছাতু ও অম্ল এবং দধির সহিত বা দধিসংস্কৃত অন্ন প্রভৃতি অম্লদ্রবশূলে উপকারী । ঘৃত ও গুড়সংযুক্ত গোধূমের মণ্ডক (গোধূম কৃত ভক্ষ্যবিশেষ), চিনি ও শীতল দুগ্ধের সহিত আলোড়ন করিয়া ভক্ষণ করিলেও অম্লদ্রব শূল সত্বর উপশমিত হইয়া থাকে ।

অম্লদ্রবো দুশ্চিকিৎস্যো দুর্বিজ্ঞেয়ো মহাগদঃ ।
তস্মাত্তস্য প্রশমনে পরং যত্নং সমাচরেৎ ॥
অম্লদ্রবে জরৎপিত্তে বহ্নিমান্দ্যো ভবেদ্যতঃ ।
তস্মাদত্রান্নপানানি মাত্রাহীনানি কারয়েৎ ॥
কলায়যবগোধূমাঃ শ্যামাকাঃ কোরদূষকাঃ ।
রাজমাষাশ্চ মাষাশ্চ কুলত্থাঃ কঙ্গু শালয়ঃ ॥
দধিলুপ্তরসং ক্ষীরং সর্পির্গব্যং সমাহিষম্ ।
বাস্তুকং কারবেল্লী চ কর্কোটকফলানি চ ॥
বর্হিণো হরিণা মৎস্যা রোহিতাদ্যাঃ কপিঞ্জলাঃ ।
এতস্মিন্নাময়ে শস্তা মতা মুনিচিকিৎসকৈঃ ॥
('দধিলুপ্তরসং' দধ্না লুপ্তো রসঃ প্রকৃতরসো যস্য তৎ ক্ষীরং দধিযুক্তং ক্ষীরমিত্যর্থঃ ।)

অম্লদ্রবশূল অতিকষ্টসাধ্য রোগ, অতএব তাহার প্রশমনার্থ বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য । এই রোগে অগ্নিমান্দ্য হয়, অতএব অম্লদ্রব শূলে এবং অম্ল-পিত্তে আহারীয় ও পানীয় দ্রব্য অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিবে । কলায়, যব, গোধূম, শ্যামাধান্য, কোদ্রব, রাজমাষ, মাষকলায়, কুলথকলায়, কাঙ্গনী ও শালি তণ্ডুল ; দধিসংযুক্ত লুপ্তরসাপন্ন দুগ্ধ, গব্য ও মাহিষ ঘৃত, বাস্তুকশাক, করলা ও কাঁকুড় ; হরিণ, ময়ূর ও কপিঞ্জল পক্ষীর মাংস এবং রোহিতাদি নির্দ্দোষ মৎস্য, এই সমস্ত অম্লদ্রবশূলে হিতকারক সুপথ্য ।

শূলহরা যোগাঃ ।

মূত্রান্তঃপাচিতাং শুষ্কাং লৌহচূর্ণসমন্বিতাম্ ।
সগুড়ামভয়ামদ্যাৎ সর্ব্বশূলপ্রশান্তয়ে ।

গোমূত্রসিদ্ধ ও শুষ্ক হরীতকীচূর্ণ ১ ভাগ, লৌহচূর্ণ ১ ভাগ ও গুড় ২ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শূল নিবারিত হয় ।

চিত্রকং গ্রন্থিকৈরণ্ডশুণ্ঠী ধান্যং জলৈঃ শৃতম্ ।
শূলানাহবিবন্ধেষু সহিঙ্গুবিড়সৈন্ধবম্ ॥

চিতা, পিঁপুলমূল, এরণ্ডমূল, শুঁঠ ও ধনে ইহাদের কাথে হিঙ্গু, বিট্ ও সৈন্ধব-লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শূল, আনাহ ও মলবদ্ধতাদি বিনষ্ট হয় ।

কম্বলাবৃতগাত্রস্য প্রাণায়ামং প্রকুর্ব্বতঃ ।
কটুতৈলাক্তশক্তূনাং ধূপঃ শূলহরঃ পরঃ ।

শূলরোগী কম্বল দ্বারা গাত্র আবৃত করিয়া শ্বাসরোধ পূর্ব্বক কটুতৈল মিশ্রিত যবশক্তুর ধূম গ্রহণ করিলে শূলরোগ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন ।

শূলে বর্জ্জনীয়ানি।

ব্যায়ামং মৈথুনং মদ্যং লবণং কটু বৈদলম্।
বেগরোধং শুচং ক্রোধং বর্জ্জয়েচ্ছূলবান্ নরঃ॥

শূলরোগী ব্যায়াম, স্ত্রীসঙ্গম, মদ্যপান, লবণ ও কটুদ্রব্য, সর্ব্বপ্রকার ডাউল, মলমূত্রাদির বেগরোধ, শোক ও ক্রোধ এই সমুদায় পরিবর্জ্জন করিবেন।

তন্ত্রান্তরোক্তো নারিকেলখণ্ডঃ।

কুড়বমিতমিহ স্যান্নারিকেলং সুপিষ্টং
পলপরিমিতসর্পিঃপাচিতং খণ্ডতুল্যম্।
নিজপয়সি তদেতৎ প্রস্থমাত্রে বিপক্বং
গুড়বদথ সুশীতে শাণভাগান্ ক্ষিপেচ্চ॥
ধন্যাক পিপ্পলী পয়োদ তুগা দ্বিজীরান্
শাণং ত্রিজাতমথ কেশরবদ্ বিচূর্ণ্য।
তদ্ধ্যম্লপিত্তমরুচিং ক্ষয়মস্রপিত্তং
শূলং বমিং সকলপৌরুষকারি হারি॥

সুপক্ক নারিকেলের শস্য শিলায় পেষণ ও বস্ত্র দ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার ৪ পল লইয়া ৵০ অর্দ্ধ পোয়া ঘৃতে ঈষৎ ভাজিয়া লইবে। পরে ৪ সের নারিকেল জলে অর্দ্ধ সের চিনি গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে, এই জলে নারিকেল শস্য দিয়া পাক করিবে, পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া তাহাতে ধনিয়া, পিঁপুল, মুতা, বংশলোচন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ১ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অম্লপিত্ত, অরুচি, ক্ষয়রোগ, রক্তপিত্ত, শূল ও বমি নিবারণ হয়। ইহাদ্বারা পুরুষত্ব বৃদ্ধি ও অনেক প্রকার উৎকট পীড়ার নাশও হইয়া থাকে।

বৃহন্নারিকেলখণ্ডঃ।

নারিকেলপলান্যষ্টৌ শর্করা প্রস্থসংমিতা।
তজ্জলং পাত্রমেকন্তু সর্পিঃ পঞ্চ পলানি চ॥
শুণ্ঠীচূর্ণস্য কুড়বং প্রস্থার্দ্ধং ক্ষীরমেব চ।
সর্ব্বমেকীকৃতং পাত্রে শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
তুগা ত্রিকটুকং মুস্তং চাতুর্জাতং সধান্যকম্।
দ্বিকণা জীরকঞ্চৈব কর্ষযুগ্মং পৃথক্ পৃথক্॥
শ্লক্ষ্ণচূর্ণং বিনিক্ষিপ্য স্থাপয়েদ্ ভাজনে মৃদঃ।
খাদেৎ প্রতিদিনং শাণং যথেষ্টাহারবানপি॥
সর্ব্বদোষভবং শূলমেকজং দ্বন্দ্বজং তথা।
পরিণামভবং শূলমম্লপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ॥
বলপুষ্টিকরং হৃদ্যং বাজীকরণমুত্তমম্।
ধন্বন্তরিকৃতঞ্চৈতন্নারিকেলরসায়নম্॥

শিলাপিষ্ট নিষ্কাষিতরস সুপক্ক নারিকেলশস্য ৮ পল, ভর্জ্জনার্থ ঘৃত ৫ পল। কোমল নারিকেল জল ১৬ সের, চিনি ২ সের, এই জলে চিনি গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত ঘৃতভর্জ্জিত নারিকেলশস্য ৮ পল, শুঁঠ-চূর্ণ ৪ পল, দুগ্ধ ২ সের দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে বংশ-লোচন, ত্রিকটু, মুতা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধনিয়া, পিঁপুল, গজ-পিঁপুল ও জীরা প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা নিক্ষেপ ও উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইয়া মৃত্তিকাপাত্রে রাখিবে। মাত্রা

অর্দ্ধ তোলা। ইহা সেবন করিলে শূল ও অম্লপিত্তাদি রোগ নষ্ট হইয়া বল-বীর্য্যাদি সত্বর বর্দ্ধিত হয়।

নারিকেলামৃতম্ ।

নারিকেলস্য হি প্রস্থং সুপিষ্টং ভর্জিতং ঘৃতে।
প্রস্থে প্রস্থং সমাদায় শুণ্ঠীচূর্ণস্তু তৎসমম্ ॥
দ্বিপাত্রং নারিকেলাম্বু তৎসমং ক্ষীরমেব চ।
ধাত্র্যাশ্চ স্বরসপ্রস্থং খণ্ডস্যাপি তুলাং ন্যসেৎ ॥
একীকৃত্য পচেৎ সর্ব্বং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্।
সিদ্ধশীতে প্রদাতব্যং চূর্ণমেষাং সুশোভনম্ ॥
কটুত্রয়ং চতুর্জাতঃ প্রত্যেকঞ্চ পলোন্মিতম্।
ধাত্রী জীরকযুগ্মঞ্চ ধন্যাকং গ্রন্থিপর্ণিকম্ ॥
তুগা পয়োদমূলানি ত্রিকর্ষাণি পৃথক্ পৃথক্।
চতুঃপলানি মধুনঃ স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥
শিবং প্রণম্য সগণং ধন্বন্তরিমথাপরম্।
কর্ষপ্রমাণং কর্ত্তব্যং মুদ্গযূষং পিবেদনু ॥
অম্লপিত্তং নিহন্ত্যগ্রং শূলঞ্চৈব সুদারুণম্।
পরিণামভবং শূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ নাশয়েৎ ॥
অন্নদ্রবভবং শূলং পার্শ্বশূলঞ্চ দুস্তরম্।
অগ্নিসন্দীপনকরং রসায়নমিদং শুভম্ ॥
মূত্রাঘাতানশেষাংশ্চ রক্তপিত্তং বিশেষতঃ।
পীনসঞ্চ প্রতিশ্যায়ং নাশয়েন্নিত্যসেবনাৎ ॥
রোগানীকবিনাশায় লোকানুগ্রহহেতবে।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং নারিকেলামৃতং শুভম্ ॥

শিলাপিষ্ট বস্ত্রনিষ্পীড়িত সুপক্ক নারিকেলের শস্য ২ সের, সন্তলনার্থ ঘৃত ৪ সের, পাকার্থ কোমল নারিকেলের জল ৩২ সের, গব্যদুগ্ধ ৩২ সের, আমলকীর রস ৪ সের, চিনি ১২৷৷০ সের, শুঁঠ-চূর্ণ ২ সের। এই সমুদায় একত্র পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ পল, আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, গেঁঠেলা, বংশলোচন ও মুতা প্রত্যেক ৬ তোলা। শীতল হইলে মধু অর্দ্ধ সের মিলাইয়া লইবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। অনু-পান দুগ্ধ ও মুদ্গযূষ প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিলে নানাপ্রকার শূল ও অম্লপিত্তাদি অনেক রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

হরীতকীখণ্ডঃ ।

ত্রিফলাব্দ চতুর্জাতং যমানী কটুকত্রয়ম্।
ধান্যং মধুরিকা চৈব শতপুষ্পা লবঙ্গকম্ ॥
প্রত্যেকং কার্ষিকং গ্রাহ্যং ত্রিবৃতা স্বর্ণপত্রিকা।
পলদ্বন্দ্বপ্রমাণেন সর্ব্বতুল্যা হরীতকী ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি সিতা তদ্দ্বিগুণা মতা।
পক্ত্বৈতানি বিধানেন ক্ষীরেণোষ্ণেন সম্পিবেৎ ॥
হন্ত্যম্লপিত্তং শূলঞ্চ ষড়র্শাংস্যনিলাময়ম্।
কোষ্ঠবাতং কটীশূলমানাহমপি দারুণম্ ॥

ত্রিফলা, মুতা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, যমানী, ত্রিকটু, ধনিয়া, মউরী, শুল্‌ফা ও লবঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা, তেউড়ী ও সোনামুখী প্রত্যেক ২ পল, হরীতকীচূর্ণ ৮ পল, চিনি ৩২ পল। যথাবিধি পাক করিবে। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল ও অর্শঃ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

পূগখণ্ডঃ (গুবাকখণ্ডঃ) ।

ছিন্নং পূগফলং দৃঢ়ং পরি-
ণতং পক্বা চ দুগ্ধাম্বুভিঃ
প্রক্ষাল্যাতপশোষিতং বসু-
পলং গ্রাহ্যং ততশ্চূর্ণিতাং ।
তৎ সর্পিঃকুড়বে বিপচ্য
হি বরীধাত্রীরসৌ দ্ব্যঞ্জলী
দ্বে প্রস্থে পয়সঃ প্রদায় বিপ-
চেন্মন্দং তুলার্দ্ধং সিতাম্ ।
হেমাম্ভোধর চন্দনং
ত্রিকটুকং ধাত্রীপিয়ালাস্থিজৌ
মজ্জানৌ ত্রিসুগন্ধি জীবক-
যুগং শৃঙ্গাটকং বংশজা ।
জাতীকোষফলে লবঙ্গন-
পুরং ধন্যাক কক্কোলকং
নাকুলী তগরাম্বু বীরণ-
শিফা ভৃঙ্গাশ্বগন্ধে তথা ॥
সর্ব্বং দ্ব্যক্ষমিতং বিচূর্ণ্য
বিধিনা পাকে তু মন্দে ততঃ
প্রক্ষিপ্যাথ বিঘট্টয়ন্ মুহু-
রিদং দর্ব্ব্যাবতার্য্য ক্ষণাৎ ।
সিদ্ধং বীক্ষ্য বিধারয়েদ-
বহিতঃ স্নিগ্ধেঽথ মৃদ্ভাজনে
খাদেৎ প্রাতরিদং জ্বরাময়-
হরং বৃষ্যং বুধঃ কার্ষিকম্ ।
শূলাজীর্ণ গুদপ্রবাহ
রুধিরং দুষ্টাম্লপিত্তং জয়েদ্

যক্ষ্মক্ষীণহিতং মহাগ্নিজননং তৃট্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাপহম্ ।
পাণ্ড্বঘ্নং বলবর্ণ দৃষ্টিকরণং গর্ভপ্রদং যোষিতা-
মেতৎ পূগরসায়নং প্রদরনুদ্ বিণ্মূত্রসঙ্গাপহম্ ।

সুপক্ব সুপারি খণ্ড খণ্ড করিয়া সজল দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ধৌত করিয়া লইবে। পরে উহা রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া ৮ পল পরিমাণ গ্রহণ করিবে। ক্রমে ঐ সুপারিচূর্ণ ৮ পল, ১ সের ঘৃতে পাক করিয়া তাহাতে আমলকীর রস ১ সের, শতমূলীর রস ১ সের, দুগ্ধ ৮ সের ও চিনি ৫০ পল দিয়া পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ নাগেশ্বর, মুতা, রক্তচন্দন, ত্রিকটু, আমলকীর মজ্জা, পিয়ালমজ্জা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পানিফল, বংশলোচন, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, ধনিয়া, কাঁকলা, রাস্না, তগরপাদুকা, বালা, বেণার মূল, ভৃঙ্গরাজ ও অশ্বগন্ধা প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া দর্ব্বীদ্বারা মুহুর্মুহুঃ আলোড়ন করিয়া নামাইয়া স্নিগ্ধ মৃৎপাত্রে রাখিবে। প্রত্যহ প্রাতে অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে সেবনীয়। ইহাদ্বারা শূল অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানা রোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তঃ পূগখণ্ডঃ ।

প্রস্থৈকং পূগচূর্ণস্য পয়সশ্চাঢ়কং ক্ষিপেৎ ।
শর্করায়াঃ পলশতং ঘৃতস্য কুড়বদ্বয়ম্ ।
চাতুর্জাতং ত্রিকটুকং দেবপুষ্পং সচন্দনম্ ।
মাংসী তালীশপত্রঞ্চ বীজং কমলসম্ভবম্ ।
নীলোৎপলং তথা বাংশী শৃঙ্গাটং জীরকং তথা ।
বিদারীকন্দজঞ্চৈব রজো গোক্ষুরসম্ভবম্ ।
শতমূলীরজশ্চৈব মালতীকুসুমং তথা ।
ধাত্রীচূর্ণং সমং কর্ষং কর্পূরং শুক্তিমানতঃ ।
মন্দেঽগ্নৌ বিপচেদ্বৈদ্যঃ স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ।
খাদেচ্চ প্রাতরুত্থায় কর্ষমেকং প্রমাণতঃ ।
ছর্দ্দ্যম্লপিত্ত হৃদ্দাহ ভ্রমি মূর্চ্ছাপহং নৃণাম্ ।
সর্ব্বশূলহরং শ্রেষ্ঠমামবাতবিনাশনম্ ॥
মেহমেদোবিকারঘ্নং প্লীহপাণ্ডু গদাপহম্ ।

অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ গুদজং রুধিরং জয়েৎ।
রেতোবৃদ্ধিকরো হৃদ্যঃ পুষ্টিদঃ কামদস্তথা।
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে।
নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠো বিদ্যতে বাজীকর্ম্মসু॥

সুপারিচূর্ণ ২ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, চিনি ১২॥০ সের, ঘৃত ২ সের। এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, জটামাংসী, তালীশপত্র, পদ্মবীজ, নীলসুঁদি, বংশলোচন, পানিফল, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, শতমূলী, মালতীপুষ্প ও আমলকী প্রত্যেক ২ তোলা ও কর্পূর ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক সমাপ্ত করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে স্থাপন করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে সেবনীয়। ইহাদ্বারা সকল প্রকার শূল, বমি ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানারোগ প্রশমিত হয়।

খণ্ডামলকী। (আমলকীখণ্ডঃ।)

স্বিন্নপীড়িতকুষ্মাণ্ডাৎ তুলার্দ্ধং ভৃষ্টমাজ্যতঃ।
প্রস্থার্দ্ধে খণ্ডতুল্যন্তু পচেদামলকীরসাৎ।
প্রস্থে সুস্বিন্নকুষ্মাণ্ডরসপ্রস্থে বিঘট্টয়ন্।
দর্ব্ব্যা পাকং গতে তস্মিংশ্চূর্ণীকৃত্য বিনিক্ষিপেৎ।
দ্বে দ্বে পলে কণাজাজীশুণ্ঠীনাং মরিচস্য চ।
পলং তালীশ ধন্যাক চাতুর্জাতক মুস্তকম্॥
কর্ষপ্রমাণং প্রত্যেকং প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকস্য চ।
পক্তিশূলং নিহন্ত্যেতৎ দোষত্রয়কৃতঞ্চ যৎ।
ছর্দ্দ্যম্লপিত্তমূর্চ্ছাশ্চ শ্বাসং কাসমরোচকম্।
হৃচ্ছূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ রক্তপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ।
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং খণ্ডামলকসংজ্ঞিতম্॥

(ছর্দ্দ্যম্লপিত্তয়োঃ পিত্তোত্তরশূলে চ দৃষ্টফলোঽয়ং যোগঃ।)

স্বিন্ন বস্ত্রনিষ্পীড়িত শিলাপিষ্ট সুপক্ক কুষ্মাণ্ডশস্য ৫০ পল, সন্তলনার্থ ঘৃত ২ সের, চিনি ৫০ পল, আমলকীরস ৪ সের, কুষ্মাণ্ডরস ৪ সের। প্রক্ষেপার্থ পিঁপুল, জীরা, শুঁঠ, প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল, মরিচচূর্ণ ১ পল, তালীশপত্র, ধনিয়া, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর ও মুতা প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা।

পাকের নিয়ম এই, প্রথমে কুষ্মাণ্ডশস্য ঘৃতে ভাজিয়া লইবে এবং আমলকীর রস ও কুষ্মাণ্ডের রস একত্রিত ও তাহাতে চিনি মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই রসে ঘৃতভৃষ্ট কুষ্মাণ্ড দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। শীতল হইলে মধু ১ সের (মতান্তরে ২ সের) মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে পরিণামশূল, অম্লপিত্ত ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি অনেক রোগের শান্তি হয়। বমি, অম্লপিত্ত ও পিত্তপ্রধান শূলে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

দাধিকং ঘৃতম্।

পিপ্পলী নাগরং বিল্বং কারবী চব্যচিত্রকে।
হিঙ্গুদাড়িমবৃক্ষাম্লবচাঙ্কারাম্লবেতসম্॥
বর্ষাভূকৃষ্ণলবণমজাজী বীজপূরকম্।
দধি ত্রিগুণিতং সর্পিস্তৎসিদ্ধং দাধিকং ঘৃতম্॥
গুল্মার্শঃ প্লীহহৃৎপার্শ্বশূলযোনিরুজাপহম্।
দোষসংশমনং শ্রেষ্ঠং দাধিকং পরমং স্মৃতম্॥

পিপ্পলী, শুঁঠ, বিল্বমূল, কৃষ্ণজীরা, চঁই, চিতা, হিং, দাড়িম, মহাদা, বচ, যবক্ষার, অম্লবেতস, পুনর্নবা, কৃষ্ণলবণ, জীরা, ছোলঙ্গলেবুর মূল, এই সকল দ্রব্যের উত্তমরূপ কুট্টিত বা পেষিত উপযুক্ত পরিমাণ কল্ক ও ত্রিগুণ দধি সহ যথারীতি ঘৃত ৪ সের পাক করিবে। ইহার নাম দাধিক ঘৃত। এই ঘৃত সেবন করিলে গুল্ম, অর্শঃ, প্লীহা, পার্শ্বশূল, যোনিশূল ও হৃদয়শূল প্রভৃতি বিনষ্ট হয় এবং দোষশমনার্থ ইহা অতি শ্রেষ্ঠ মহৌষধ।

পিপ্পলীঘৃতম্।

সপিপ্পলি গুড়ং সর্পিঃ পচেৎ ক্ষীরে চতুর্গুণে।
বিনিহন্ত্যম্লপিত্তঞ্চ শূলঞ্চ পরিণামজম্॥

গব্যঘৃত ১ সের। কল্কার্থ পিঁপুল ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। গুড় ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। দুগ্ধ ৪ সের। এই ঘৃত পান করিলে পরিণাম শূল ও অম্লপিত্ত রোগ সত্বর নিবারণ হয়।

বৃহৎপিপ্পলীঘৃতম্।

ক্বাথেন কল্কেন চ পিপ্পলীনাং
সিদ্ধং ঘৃতং মাক্ষিক সম্প্রযুক্তম্।
ক্ষীরানুপানস্য নিহন্ত্যবশ্যং
শূলং প্রবৃদ্ধং পরিণামসংজ্ঞম্॥

(সুশীতে মধু পাদিকং কল্কবৎ মধুশর্করেতি বচনাৎ। দুগ্ধপলমনুপেয়ম্।)

ঘৃত ৪ সের। পিঁপুলের ক্বাথ ১৬ সের। কল্কার্থ পিঁপুল ১ সের। সুশীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনুপান দুগ্ধ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। ইহা সেবন করিলে পরিণাম শূল নষ্ট হয়।

বীজপূরাদ্যং ঘৃতম্।

বীজপূরকমেরণ্ডং রাস্নাং গোক্ষুরকং বলাম্।
পৃথক্ পঞ্চপলান্ ভাগান্ যবপ্রস্থসমাযুতান্।
বারিদ্রোণেন সংসাধ্য যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
ঘৃতপ্রস্থং পচেত্তেন কল্কং দত্ত্বাক্ষসম্মিতম্॥
তুম্বুরুণ্যভয়া ব্যোষং হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং বিড়ম্।
সৈন্ধবং যাবশূকঞ্চ সর্জ্জিকামম্লবেতসম্॥
পুষ্করং দাড়িমঞ্চৈব বৃক্ষাম্লং জীরকদ্বয়ম্।
মস্তু প্রস্থদ্বয়ং দত্ত্বা সর্ব্বং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
ঘৃতমেতৎ প্রশংসন্তি শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্।
বাতশূলং যকৃচ্ছূলং গুল্মং প্লীহাপহং পরম্॥
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ চাঙ্গশূলঞ্চ নাশয়েৎ।
বলবর্ণকরং হৃদ্যমগ্নিসন্দীপনং পরম্॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ টাবালেবুর মূল, এরণ্ডমূল, রাস্না, গোক্ষুর ও বেড়েলা ইহাদের প্রত্যেক ৫ পল, নিস্তুষ যব ২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ধনিয়া, হরীতকী, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সচল, বিট্, সৈন্ধব, যবক্ষার, শ্বেতধূনা, অম্লবেতস, কুড়, দাড়িম, মহাদা, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ২ তোলা। দধির মাত ৮ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে নানাবিধ শূল নষ্ট হয়।

শূলগজেন্দ্রতৈলম্।

এরণ্ডং দশমূলঞ্চ প্রত্যেকং পলপঞ্চকম্।
জলে চাষ্টগুণে পক্ত্বা তৈলস্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ॥

বিশ্বং জীরং যমানীঞ্চ ধান্যকং পিপ্পলী বচা।
সৈন্ধবং বদরীপত্রং প্রত্যেকঞ্চ পলদ্বয়ম্॥
যবক্বাথঃ পয়শ্চৈব তৈলাদ্দেয়ং গুণদ্বয়ম্।
তৈলমেতন্মহারাজো নাম্না শূলগজেন্দ্রকম্॥
নিহন্ত্যষ্টবিধং শূলমুপদ্রবসমন্বিতম্।
অগ্নিপ্রদং বমিহরং শ্বাসকাসারুচীর্জয়েৎ॥
জ্বরঘ্নং রক্তপিত্তঘ্নং প্লীহগুল্মবিনাশনম্।
শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিতং বিশ্বসম্পদে॥

তিলতৈল ৮ সের। ক্বাথার্থ এরণ্ডমূল ও দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, জল ৫৫ সের, শেষ ১৩৸০ সের। যব ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ শুণ্ঠ, জীরা, যমানী, ধন্যা, *পিঁপুল*, বচ, সৈন্ধব ও *কুলপত্র প্রত্যেক ২ পল। এই তৈল* মর্দ্দনে শূল ও তজ্জনিত বমন প্রভৃতি উপদ্রব এবং শ্বাসাদি বিবিধ রোগ নিবারণ হয়।

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণম্।

সহিঙ্গুতুম্বুরুব্যোষ যমানীচিত্রকাভয়াঃ।
সক্ষারলবণাশ্চূর্ণং পিবেৎ প্রাতঃ সুখাম্বুনা।
বিণ্মূত্রানিলশূলঘ্নং পাচনং বহ্নিদীপনম্॥

হিঙ্গু, তম্বুরু (ধন্যা), ত্রিকটু, যমানী, চিত্রকমূল, হরীতকী, যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ, এই সকলের চূর্ণ প্রাতঃকালে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। ইহা মল, মূত্র এবং বাতজ শূলের নিবারক, আমপাচক ও অগ্নির দীপ্তিকারক।

ধাত্রীলৌহম্।

ষট্পলং শুদ্ধমণ্ডূরং যবস্য কুড়বস্তথা।
পাকায় নীরপ্রস্থার্দ্ধং চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥
শতমূলীরসস্যাষ্টৌ চামলক্যা রসস্তথা।
তথা দধি পয়ো ভূমিকুষ্মাণ্ডস্য চতুঃপলম্॥
চতুঃপলং সর্পিরিক্ষুরসং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
প্রক্ষেপ্যং জীরকং ধান্যং ত্রিজাতং করিপিপ্পলী॥
মুস্তং হরীতকী চৈব লৌহমভ্রং কটুত্রয়ম্।
রেণুকং ত্রিফলা চৈব তালীশং নাগকেশরম্॥
প্রত্যেকং কার্ষিকং চূর্ণং পেষয়িত্বা বিনিঃক্ষিপেৎ।
ভোজনাদৌ তথা মধ্যে চান্তে চৈব সমাহিতঃ॥
তোলৈকং ভক্ষয়েন্নিত্যমনুপানং পয়োঽথবা।
শূলমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপিবা॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
পরিণামসমুত্থাংশ্চ হৃদ্দ্রবসমন্বিতান্॥
দ্বন্দ্বজান্ পক্তিশূলাংশ্চ চাম্লপিত্তং সুদারুণম্।
সর্ব্বরোগহরং শ্রেষ্ঠং ধাত্রীলৌহমিদং স্মৃতম্॥

বিশুদ্ধ মণ্ডূর ৬ পল, যব ॥০ অর্দ্ধ সের, পাকার্থ জল ২ সের, শেষ ॥০ অর্দ্ধ সের। উক্ত ক্বাথ এবং শতমূলীরস ১ সের, আমলকীরস অভাবে ক্বাথ ১ সের, দধি ৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ৪ পল, ইক্ষুরস ৪ পল, ঘৃত ৪ পল; এই সকল দ্রব্য একত্র যথাবিধি পাক করিবে এবং জীরা, ধনিয়া, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, গজপিপ্পলী, মুতা, হরীতকী, অভ্র, লৌহ, ত্রিকটু, রেণুক, ত্রিফলা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর; এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে উহাতে প্রক্ষেপ করিবে। এই ঔষধ যথাবিধি পাক করিয়া ভোজনের আদি, মধ্যে এবং অন্তে ১ তোলা পরিমাণে দুগ্ধ অনুপান সহ প্রতিদিন সেবন করিবে। ইহাতে যেরূপ মাত্রা লিখিত হইল, ইহা আধুনিক লোকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। সুতরাং চিকিৎসকগণ রোগীর বলাবল

ভালরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক মাত্রা নিশ্চয় করিয়া প্রয়োগ করিবেন। ইহাদ্বারা সাধ্য ও অসাধ্য বাতিকশূল, পিত্তশূল, কফশূল, সান্নিপাতিকশূল, পরিণামশূল, দ্বন্দ্বজ ও পক্তিশূল ও অন্নদ্রবশূল এই অষ্টবিধ শূল এবং সুদারুণ অম্লপিত্ত রোগ নষ্ট হয়। ইহার নাম ধাত্রীলৌহ। ইহা সর্ব্ববিধরোগবিনাশে সমর্থ।

ধাত্রীলৌহঃ।

ধাত্রীচূর্ণস্যাষ্টৌ পলানি চত্বারি লৌহচূর্ণস্য।
যষ্টীমধুকরজশ্চ দ্বিপলং দদ্যাৎ পটে ঘৃষ্টম্॥
অমৃতাক্কাথেন তচ্চূর্ণং ভাব্যঞ্চ সপ্ত সপ্তাহম্।
চণ্ডাতপেষু শুষ্কং ভূয়ঃ পিষ্টা নবে ঘটে স্থাপ্যম্॥
ঘৃতমধুভ্যাং সংযুক্তং ভক্তাদৌ মধ্যতস্তথান্তে চ।
ত্রীনপি বারান্ খাদেৎ পথ্যং দোষানুবন্ধেন॥
ভক্তস্যাদৌ শময়তি রোগান্ পিত্তানিলোদ্ভূতান্।
মধ্যেঽন্নে বিষ্টম্ভং জয়তি নৃণাং বিদহ্যতে চান্নম্॥
পানান্নকৃতান্ দোষান্ ভক্তান্তে শীলিতং জয়তি।
এবং জীর্য্যতি চান্নং শূলং নৃণাং সুকষ্টমপি॥
হরতি চ সহসা যুক্তো যোগশ্চায়ং জরৎপিত্তম্।
চক্ষুষ্যঃ পলিতঘ্নঃ কফপিত্তসমুদ্ভবান্ জয়তি॥

(অত্র অমৃতা আমলকীতি ভানুদাসঃ। অন্যে তু গুড়চীমাহুঃ। সপ্তাহং সপ্ত ভাবনাঃ। ঔষধস্য মাষকত্রয়ং ভোজনাদিমধ্যান্তেষু ঘৃতমধুভ্যাং মর্দ্দিতং ভক্ষ্যমিতি ত্রিপুরারিঃ।)

আমলকীচূর্ণ ৮ পল, লৌহচূর্ণ ৪ পল, বস্ত্রপূত যষ্টিমধুচূর্ণ ২ পল। এই সমুদায় একত্র করিয়া গুলঞ্চের কাথে ভাবনা দিবে, ভাবনার্থ গুলঞ্চ ১৪ পল, পাকের জল ১১২ পল, শেষ ১৪ পল। এই কাথে ৭ দিনে ৭ ভাবনা দিবে। পরে প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক ও পুনর্ব্বার পেষণ করিয়া নূতন মৃৎপাত্রে রাখিবে। ঘৃত ও মধুর সহিত আহারের পূর্ব্বে, মধ্যে ও অন্তে ৩ মাষা মাত্রায় সেবনীয়। ইহা দ্বারা অতিকৃচ্ছ্র শূলরোগও নষ্ট হয়।

বৃহদ্বিশ্বাদিঃ।

বিশ্বোরুবূকদশমূলযবাম্ভসা তু
ক্ষিক্ষারহিঙ্গুলবণত্রয়পুষ্করাণাম্।
চূর্ণং পিবেৎ হৃদয়পার্শ্বকটী গ্রহাম-
পক্বাশয়াংসভৃশরুগ্জ্বরগুল্মশূলী॥
ক্কাথেন চূর্ণপানং যত্তত্র ক্কাথপ্রধানতা।
প্রবর্ত্ততে ন তেনাত্র চূর্ণাপেক্ষী চতুর্দ্রবঃ॥

শুঁঠ, এরণ্ডমূল, বিল্ব, শোণা, পারুল, গাম্ভারী ও গণিয়ারীছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও যব; এই সকলের কাথে হিঙ্গু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, ঔদ্ভিদলবণ ও কুড়চূর্ণ প্রক্ষেপ করতঃ পান করিবে। ইহা দ্বারা হৃদয়, পার্শ্ব ও কটিশূল এবং আমাশয় ও পক্বাশয়ের তীব্র বেদনা, জ্বর ও গুল্মশূল প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

ইহাদের কাথ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। এস্থলে জানা আবশ্যক যে, কাথের সহিত চূর্ণ পান করিবে, এইরূপ লিখিত হইলে কাথের প্রাধান্য লক্ষিত হয়, সুতরাং চূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে, অন্যত্র চূর্ণের চতুর্গুণ দ্রব প্রদান করিতে হইবে।

রুচকাদিচূর্ণম্।

চূর্ণং সমং রুচকহিঙ্গুমহৌষধানাং
শুণ্ঠ্যম্বুনা কফসমীরণসম্ভবাসু।
হৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠজঠরার্ত্তিবিসূচিকাসু
পেয়ং তথা যবরসেন তু বিড়্বিবন্ধে।
সমং শুণ্ঠ্যম্বুনেত্যেবং যোজনা ক্রিয়তে বুধৈঃ।
তেনাল্পমানমেবাত্র হিঙ্গু সম্পরিদীয়তে॥

সৌবর্চ্চল ১ মাষা, শুণ্ঠীচূর্ণ ২ মাষা, হিঙ্গু ৬ রতি; এই সকল চূর্ণ শুণ্ঠীর ক্বাথের সহিত পান করিলে কফবাতজন্য হৃদয়, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও জঠরগত বেদনা এবং বিসূচিকা রোগ বিনষ্ট হয়। কোষ্ঠের সারকতা না থাকিলে উক্ত চূর্ণ সকল যবের ক্বাথের সহিত পান করিবে, কিন্তু শুঁঠের ক্বাথের সহিত হিঙ্গু অল্প মাত্রায় প্রদান করিবে।

শর্করালৌহম্।

শতাবরীরসপ্রস্থে প্রস্থে চ সুরভীজলে।
অজায়াঃ পয়সঃ প্রস্থে প্রস্থে ধাত্রীরসস্য চ॥
লৌহমলপলান্যষ্টৌ শর্করাপলষোড়শ।
দত্ত্বাজ্য কুড়বং তত্র শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
সিদ্ধে শীতে ঘনীভূতে দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ।
বিড়ঙ্গ ত্রিফলা ব্যোষ যমানী গজপিপ্পলী॥
দ্বিজীরকং ঘনং লৌহমভ্রং কর্ষদ্বয়ং পৃথক্।
খাদেদগ্নিবলাপেক্ষী ভোজনাদৌ বিচক্ষণঃ॥
শূলং সর্ব্বভবং হন্তি পিত্তশূলং বিশেষতঃ।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কুক্ষিবস্তিগুদে রুজম্॥
কাসং শ্বাসং তথা শোথং গ্রহণীদোষমেব চ।
যকৃৎ প্লীহোদরানাহ রাজযক্ষ্মবিনাশনম্॥
বিষ্টম্ভমামং দৌর্ব্বল্যমগ্নিমান্দ্যঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

শতমূলীর রস ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, আমলকীরস ৪ সের, মণ্ডুর ৮ পল, চিনি ১৬ পল, ঘৃত ৪ পল। এই সমুদায় একত্র পাক করিবে। পাক সম্পন্ন, ঘনীভূত ও শীতল হইলে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, যমানী, গজপিপ্পলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুতা, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। এই ঔষধ আহারের পূর্ব্বে অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া সেবন করা উচিত। ইহা সকল প্রকার শূলের বিশেষতঃ পিত্তশূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাদ্বারা অন্যান্য রোগও উপশমিত হয়।

সপ্তামৃতলৌহঃ।

মধুকং ত্রিফলাচূর্ণময়োরজঃ সমং লিহন্।
মধুসর্পির্যুতং সম্যগ্ গব্যং ক্ষীরং পিবেদনু॥
ছর্দ্দিং সতিমিরং শূলমম্লপিত্তং জ্বরং ক্লমম্।
আনাহং মূত্রসঙ্গঞ্চ শোথঞ্চৈব নিহন্তি স॥

যষ্টিমধু ও ত্রিফলা প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহচূর্ণ ৪ ভাগ এই সমুদায় উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে। অনুপান গব্য দুগ্ধ। ইহাদ্বারা শূল ও অম্লপিত্তাদি রোগ আশু প্রশমিত হয়।

কোলাদিমণ্ডূরম্।

কোল গ্রন্থিক শৃঙ্গবের
চপলা ক্ষারৈঃ সমং চূর্ণিতং
মণ্ডূরং সুরভীজলেঽষ্টগুণিতে
পক্কাথ সান্দ্রীকৃতম্।

তৎ খাদেদশনাদিমধ্য-
বিরতৌ প্রায়েণ দুগ্ধান্নভূক্
জেতুং বাতকফাময়ান্
পরিণতৌ শূলঞ্চ শূলানি চ ॥

শুদ্ধমণ্ডূর ২॥০ পল, চৈঁই, পিঁপুল-মূল, শুঁঠ, পিঁপুল ও যবক্ষার প্রত্যেক ৩ তোলা, গোমূত্র ২০ পল। মণ্ডূর গোমূত্রে পাক করিয়া আসন্নপাকে চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ করিবে। এই ঔষধ ভোজনের পূর্ব্বে, মধ্যে ও অন্তে সেবনীয়। ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধান্নভোজী হওয়া আবশ্যক। ইহাতে পরিণামজ ও অন্যান্য শূল নষ্ট হয়।

তারামণ্ডূরগুড়ঃ ।

বিড়ঙ্গং চিত্রকং চব্যং ত্রিফলা ত্র্যূষণানি চ।
নব ভাগানি চৈতানি লৌহকিট্টং সমানি চ ॥
গোমূত্রং দ্বিগুণং দত্ত্বা মূত্রার্দ্ধিক গুড়ান্বিতম্।
শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পক্ত্বা সুসিদ্ধং পিণ্ডতাং গতম্ ॥
স্নিগ্ধে ভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ভক্ষয়েৎ কোলমাত্রয়া।
প্রাঙ্মধ্যান্তক্রমেণৈব ভোজনস্য প্রয়োজিতম্ ॥
যোগোঽয়ং শময়ত্যাশু পক্তিশূলং সুদারুণম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং মন্দাগ্নিতামপি ॥
অর্শাংসি গ্রহণীরোগং ক্রিমিগুল্মোদরাণি চ।
নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চ স্থৌল্যঞ্চাপি নিযচ্ছতি ॥
বর্জ্জয়েচ্ছুষ্কশাকানি বিদাহ্যম্লকটূনি চ।
পক্তিশূলান্তকো হ্যেষ গুড়ো মণ্ডূরসংজ্ঞিতঃ।
শূলার্ত্তানাং কৃপাহেতোস্তারয়া পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

শুদ্ধ মণ্ডূর ৯ পল, গোমূত্র ১৮ পল, গুড় ৯ পল। পাকযোগ্য জল দিয়া পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চৈঁই, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেক ১ পল। মৃদু অগ্নিতে ক্রমে ক্রমে পাক করিয়া পিণ্ডীভূত হইলে স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা। ভোজনের পূর্ব্বে, মধ্যে ও অন্তে সেবনীয়। ইহাদ্বারা পক্তিশূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয়।

শতাবরীমণ্ডূরম্ ।

সংশোধ্য চূর্ণিতং কৃত্বা মণ্ডূরস্য পলাষ্টকম্।
শতাবরীরসস্যাষ্টৌ দধ্নশ্চ পয়সস্তথা
পলান্যাদায় চত্বারি তথা গব্যস্য সর্পিষঃ।
বিপচেৎ সর্ব্বমেকধ্যং যাবৎ পিণ্ডত্বমাগতম্ ॥
সিদ্ধন্তু ভক্ষয়েন্মধ্যে ভোজনস্যাগ্রতোঽপি বা।
বাতাত্মকং পিত্তভবং শূলঞ্চ পরিণামজম্।
নিহন্ত্যেব নিয়োগোঽয়ং মণ্ডূরস্য ন সংশয়ঃ ॥

শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ ৮ পল, শতমূলীর রস ৮ পল, দধি ৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, ঘৃত ৪ পল। এই সমুদায় একত্র পাক করিবে, পিণ্ডবৎ হইলে নামাইয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও পরিণামজ শূল নষ্ট হয়।

বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডূরম্ ।

মণ্ডূরস্যাতিতপ্তস্য বরাক্বাথপ্লুতস্য চ।
চূর্ণীকৃতপলান্যষ্টৌ শতাবরীরসস্য চ ॥
দধ্নশ্চ পয়সশ্চাষ্টাবামলক্যা রসস্য চ।
চতুঃপলং ঘৃতস্যাপি শাণমাত্রং বিনিক্ষিপেৎ ॥
সিদ্ধে প্রত্যেকমেতেষামজাজী ধান্য মুস্তকম্।
ত্রিজাতক কণা পথ্যা চোপযুক্তং নিহন্তি চ ॥
শূলং দোষত্রয়োদ্ভূতমম্লপিত্তঞ্চ দারুণম্।
অরুচিঞ্চ বমিঞ্চৈব কাসং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ ॥
(ত্রিফলাক্বাথনির্ব্বাপিতমণ্ডূরস্য ৮ পলানি; পাকার্থং শতমূলীরসস্য পলানি ৮, দধি পলানি

৮, দুগ্ধ পলানি ৮, আমলকীরস পলানি ৮, ঘৃত পলানি ৪, সিদ্ধে প্রক্ষেপার্থং অজাজ্যাদীনাং চূর্ণমাষকাঃ ৪)।

প্রথমতঃ মণ্ডুর উষ্ণ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে নিষিক্ত করিয়া শোধন করিয়া লইবে। এইরূপ শোধিত মণ্ডুর ৮ পল, পাকার্থ শতমূলীর রস ৮ পল, দধি ৮ পল, দুগ্ধ ৮ পল, আমলকীর রস ৮ পল ও ঘৃত ৪ পল। পাক সিদ্ধ হইলে জীরা, ধনে, মুতা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, পিঁপুল ও হরীতকী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ মাষা প্রক্ষেপ দিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সান্নিপাতিক শূল ও অম্লপিত্তাদি নানারোগ নষ্ট হয়।

চতুঃসমমণ্ডূরম্।

সদ্যো লৌহমলাজ্য মাক্ষিক
সিতা ভাগাঃ সমা মানতঃ
পাত্রে তাম্রময়ে দিনান্ত-
মথিতং সংস্থাপয়েদাতপে।
পশ্চাৎ তদ্ ঘনতাং প্রণীয়
রজনীমেকাং বহিঃ স্থাপয়েৎ
পাত্রে তাম্রময়ে নিধেয়-
মথবা পাত্রে হবির্ভাবিতে।
পশ্চান্মাষচতুষ্টয়ং প্রতিদিনং
জগ্ধা জলং শীতলং
পেয়ং ভোজন পূর্ব্ব মধ্য
বিরতৌ স্বচ্ছন্দ ভোজ্যৈর্নরৈঃ
জেতুং শূল হুতাশমান্দ্য
কসন শ্বাসাম্লপিত্তজ্বরো-
ন্মাদাপস্মৃতি মেহ সর্ব্ব-
জঠরাজীর্ণাদি সর্ব্বা রুজঃ।

শোধিত মণ্ডুর ১ পল, ঘৃত ১ পল, মধু ১ পল, চিনি ১ পল এই সমুদায় একত্র তাম্রপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া এক দিন রৌদ্রে এবং এক রাত্রি শিশিরে স্থাপন করিবে। পরে কোন তাম্রপাত্রে বা ঘৃতপাত্রে রাখিয়া দিবে। প্রত্যহ ৪ মাষা পরিমাণে সেব্য। অনুপান শীতল জল। ইহা ভোজনের পূর্ব্বে, মধ্যে ও অন্তে সেবন করা ব্যবস্থেয়। ইহাদ্বারা শূলাদি নানা রোগ নষ্ট হয়। ইহার মাত্রা, যে ৪ মাষা লিখিত হইয়াছে, তাহাই ৩ ভাগ করিয়া এক এক ভাগ ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে সেবনীয়।

রসমণ্ডূরম্।

কুড়বং পথ্যাচূর্ণং দ্বিপলং গন্ধাশ্ম লৌহকিট্টঞ্চ।
শুদ্ধরসস্যার্দ্ধ পলং ভৃঙ্গস্য রসং সকেশরাজস্য॥
প্রস্থোন্মিতঞ্চ দত্ত্বা পাত্রে লৌহেঽথদণ্ডসংঘৃষ্টম্।
শুষ্কং ঘৃতমধুসংযুক্তং মৃদিতং স্থাপ্যঞ্চ ভাজনে স্নিগ্ধে॥
উপযুক্তমেতদচিরান্নিহন্তি কফপিত্তজান্ রোগান্।
শূলং তথাম্লপিত্তং গ্রহণীঞ্চ কামলামুগ্রাম্॥

হরীতকীচূর্ণ ৪ পল, শুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ ২ পল, পারদ ৪ তোলা, শুদ্ধ মণ্ডুরচূর্ণ ২ পল, ভৃঙ্গরাজ রস ৪ সের, কেশুরিয়া রস ৪ সের (কেহ কেহ বলেন ভৃঙ্গরাজ রস ২ সের, কেশুরিয়ার রস ২ সের), এই সমুদায় একত্রিত করিয়া লৌহপাত্রে লৌহদণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণবৎ করিবে। মাত্রা ৪ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ৩ মাষা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি

করিবে। ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবনীয়। ইহাদ্বারা শূল ও অম্লপিত্তাদি রোগ নষ্ট হয়।

বৈশ্বানরলৌহম্।

দ্বিপলং তিন্তিড়ীক্ষারং তথাপামার্গসম্ভবম্।
শম্বুকভস্ম সংযুক্তং লবণঞ্চ সমং তথা॥
চতুর্ণাং সমভাগাঃ স্যুস্তুল্যঞ্চ লৌহচূর্ণকম্।
চূর্ণং সংপিষ্য খল্লাদৌ কারয়েদেকতাং ভিষক্॥
শূলস্যাগমবেলায়াং খাদেন্মাসদ্বয়ং নরঃ।
শূলমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥

তেঁতুলছাল ভস্ম, আপাঙ্গভস্ম, শামুকের মুটিভস্ম, সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ১ পোয়া, লৌহ ১ সের। এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া লইবে। শূলজন্য বেদনা উপস্থিত হইলে ইহা ২ মাষা পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা সকল প্রকার শূলরোগ নষ্ট হয়।

শূলগজকেশরী।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং যামৈকং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ম্।
দ্বয়োস্তুল্যং শুদ্ধতাম্রসম্পুটং তং নিরোধয়েৎ॥
উর্দ্ধাধো লবণং দত্ত্বা মৃদ্ভাণ্ডে স্থাপয়েদ্ বুধঃ।
রুদ্ধা গজপুটং দত্ত্বা সাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥
সম্পুটং চূর্ণয়েচ্ছ্লক্ষ্ণং পর্ণখণ্ডে দ্বিগুঞ্জকম্।
ভক্ষয়েৎ সর্ব্বশূলার্ত্তো হিঙ্গু শুণ্ঠী সজীরকা॥
বচা মরিচজং চূর্ণং কর্ষমুষ্ণজলৈঃ পিবেৎ।
অসাধ্যং সাধয়েচ্ছূলং শ্রীশূলগজকেশরী॥

শুদ্ধ পারদ ২ তোলা, শুদ্ধ গন্ধক ৪ তোলা উভয়ে কজ্জলী করিয়া গোঁড়া-লেবুর রসে মাড়িয়া তদ্দারা ৬ তোলা পরিমিত তাম্রপুটের অভ্যন্তর ভাগ লিপ্ত করিবে। পরে একটি হাঁড়ির মধ্যে লবণ রাখিয়া তদুপরি ঐ তাম্রসম্পুট স্থাপন ও তাহার উপরিভাগে মুখ রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পর-দিবস তাম্রপুট উদ্ধৃত ও চূর্ণিত করিয়া উপযুক্ত পাত্রে স্থাপন করিবে। ইহা ২ রতি পরিমাণে পানের সহিত সেব্য। ঔষধ সেবনান্তে হিঙ্গু, শুঁঠ, জীরক, বচ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহাদ্বারা কৃচ্ছ্রসাধ্য শূলও উপশমিত হইয়া থাকে।

শূলবর্জ্জিনী বটী।

রস গন্ধক লৌহানাং পলার্দ্ধেন সমন্বিতম্।
টঙ্গনং রামঠং শুণ্ঠী ত্রিকটু ত্রিফলা শটী॥
ত্বগেলা পত্র তালীশং জাতীফলং লবঙ্গকম্।
যমানী জীরকং ধান্যং প্রত্যেকং তোলকং শুভম্॥
মাষিকা বটিকা কার্য্যা চ্ছাগীদুগ্ধেন পেষিতা।
গণেশং যোগিনীং শম্ভুং হরিং সূর্য্যং প্রপূজ্য চ॥
শীতভোয়ানুপানেন চ্ছাগীদুগ্ধেন বা পুনঃ।
একৈকা ভক্ষিতা চেয়ং বটিকা শূলবর্জ্জিনী॥
শূলমষ্টবিধং হন্তি প্লীহ গুল্মোদরং জ্বরম্।
অষ্ঠীলানাহ মেহাংশ্চ মন্দাগ্নিত্ব মরোচকম্॥
অম্লপিত্তামবাতাংশ্চ কামলাং পাণ্ডুরোগকম্।
গুরুণা চন্দ্রনাথেন বটিকৈষা প্রকীর্ত্তিতা।
সংসারলোকরক্ষার্থং বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতা॥

পারদ, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেক ৪ তোলা, সোহাগা, হিঙ্গু, শুঁঠ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শটী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজ-পত্র, তালীশপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, যমানী, জীরা ও ধনিয়া ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা। এই সমুদায় ছাগদুগ্ধে পেষণ

করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ অভাবে শীতল জল। ইহাদ্বারা শূল ও গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ বিনষ্ট হয়।

শূলান্তকো রসঃ।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্তং ত্রিবৃতা চিত্রকং তথা।
একৈকশঃ সমো ভাগস্তদর্দ্ধং রসগন্ধয়োঃ॥
লৌহাভ্রকং বিড়ঙ্গানাং ভাগস্তদ্দ্বিগুণো ভবেৎ।
এতৎ সর্ব্বং সমাদায় চূর্ণয়িত্বা বিচক্ষণঃ॥
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ গুড়িকাঃ কারয়েদ্ভিষক্।
তদেকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্ভক্ষবারি পিবেদনু॥
নিহন্তি পরিণামোত্থমম্লপিত্তং বমিং তথা।
অম্লদ্রবভবং শূলং সন্নিপাতসমুদ্ভবম্॥
সর্ব্বশূলান্নিহন্ত্যাশু শুষ্কদার্ব্বনলো যথা॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, তেউড়ী ও চিতামূল প্রত্যেক ১ তোলা, কজ্জলী ১ তোলা, লৌহ, অভ্র ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ ত্রিফলার কাথে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান কাঁজি। ইহাদ্বারা শূল প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

শ্রীবিদ্যাধরাভ্রম্।

বিড়ঙ্গ মুস্ত ত্রিফলা গুড়ূচী
দন্তী ত্রিবৃদ্ বহ্নি কটুত্রিকঞ্চ।
প্রত্যেকমেষাং পিচুভাগচূর্ণং
পলানি চত্বার্য্যয়সো মলস্য॥
গোমূত্রশুদ্ধস্য পুরাতনস্য
যদ্বায়সো বাপি চিরাটিকায়াঃ।
কৃষ্ণাভ্রকাচ্চূর্ণপলং বিশুদ্ধং
নিশ্চন্দ্রকং শ্লক্ষ্ণমতীব সূতাৎ॥
পাদোনকর্ষং স্বরসেন খল্ল-
শিলাতলে মণ্ড্যমনীদলস্য।
সংমর্দ্দ্য যত্নাদতি শুদ্ধ গন্ধ-
পাষাণচূর্ণেন পিচুম্মিতেন॥
যুক্ত্যা ততঃ পূর্ব্বরজাংসি দত্ত্বা
সর্পির্মধুভ্যামবমর্দ্দ্য পশ্চাৎ।
সংস্থাপয়েৎ স্নিগ্ধ বিশুদ্ধ ভাণ্ডে
ততঃ প্রয়োজ্যাশু রসায়নস্য॥
প্রাগ্মাষকৌ দ্বাবথবা ত্রয়ো বা
গব্যং পয়ো বা শিশিরং জলং বা।
পিবেদয়ং যোগবরঃ প্রভূত-
কাল প্রনষ্টানল দীপকশ্চ॥
রোগেষু হন্যাৎ পরিণামশূলং
শূলং তথান্নদ্রবসংজ্ঞকঞ্চ।
যক্ষ্মাম্লপিত্তং গ্রহণীং প্রদুষ্টাং
জীর্ণজ্বরং লোহিতপিত্তমুগ্রম্।
নশ্যন্তি তে যান্ ন নিহন্তি রোগান্
যোগোত্তমঃ সম্যগুপাস্যমানঃ॥

(মণ্ড্যমনীদলং থুলকুড়ীতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ। চিরাটিকা লৌহচটকেতি খ্যাতা। ভোজনাদিমধ্যান্তেষু ভক্ষ্যম্। ভোজনাৎ পূর্ব্বন্তু ব্যবহরন্তি বৈদ্যাঃ। মণ্ডূরস্থানে লৌহং গ্রাহ্যম্। পরিণামশূলেঽতিপ্রশস্তমিদম্।)

বিড়ঙ্গ, মুতা, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দন্তীমূল, তেউড়ী, চিতামূল ও ত্রিকটু, ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা। গোমূত্র শোধিত মণ্ডূর অথবা লৌহচটাভস্ম ৪ পল, অভ্র ১ পল, থুলকুড়ির রসে শোধিত হিঙ্গুলোত্থ পারদ ১৸০ তোলা ও শোধিত গন্ধক ২ তোলা। অগ্রে পারদ ও গন্ধক কজ্জলী করিয়া পশ্চাৎ উহার সহিত অন্যান্য দ্রব্য সকল মিশ্রিত এবং ঘৃত ও মধুসংযুক্ত করিয়া যত্নপূর্ব্বক মাড়িয়া

স্নিগ্ধভাণ্ডে স্থাপন করিবে। মাত্রা প্রথমতঃ ২ বা ৩ মাষা। অনুপান গব্যদুগ্ধ বা শীতল জল। ইহাদ্বারা নানাবিধ শূল ও অম্লপিত্তাদি বহু রোগ নষ্ট হয়, বিশেষতঃ ইহা পরিণামশূলের মহৌষধ।

চতুঃসমলৌহম্।

অভ্রং গন্ধং রসং লৌহং প্রত্যেকং সংস্কৃতং পলম্।
সর্ব্বমেতৎ সমাহৃত্য যত্নতঃ কুশলো ভিষক্।
আজ্যপলদ্বাদশকে দুগ্ধে বৎসরসংখ্যকে।
পক্কা ক্ষিপেত্তত্র চূর্ণং সুপূতং ঘনবাসসা॥
বিড়ঙ্গ ত্রিফলা বহ্নি ত্রিকটূনাং তথৈব চ।
পিষ্ট্বা পলোন্মিতানেতানথ সংমিশ্রতাং নয়েৎ॥
তত্তু পিষ্টং শুভে ভাণ্ডে স্থাপয়েত্তু বিচক্ষণঃ।
আত্মনঃ শোভনে চাহ্নি পূজয়িত্বা রবিং গুরুম্॥
ঘৃতেন মধুনা মর্দ্দ্যং ভক্ষয়েন্মাষকাবধি।
ক্রমেণ বর্দ্ধয়েত্তচ্চ সমাহিতমনাঃ সদা॥
অনুপানঞ্চ দুগ্ধেন নারিকেলোদকেন বা।
জীর্ণান্নে হিতশাল্যন্নং মুদ্গমাংস রসাদিভিঃ॥
রসায়নাবিরুদ্ধানি চান্যান্যপি চ কারয়েৎ।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চাপ্যামবাতং কটীগ্রহম্॥
গুল্মশূলং যকৃচ্ছূলং শূলং প্লীহাদিসম্ভবম্।
অগ্নিমান্দ্যং ক্ষয়ং কুষ্ঠং কাসং শ্বাসং বিচর্চ্চিকাম্।
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ যোগেনানেন সাধয়েৎ॥

অভ্র, গন্ধক, পারদ ও লৌহ প্রত্যেক ১ পল এই সমুদায় দ্রব্য ১২ পল, ঘৃত ও ১২ পল দুগ্ধে একত্র পাক করিয়া পশ্চান্লিখিত দ্রব্যের ঘনবস্ত্রনিষ্কাশিত চূর্ণ সকল প্রক্ষেপ দিবে, প্রক্ষেপ্য দ্রব্য যথা বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতামূল ও ত্রিকটু প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল। যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা ১ মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে। অনুপান দুগ্ধ বা নারিকেল জল। পথ্য শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগের যূষ ও মাংসরস প্রভৃতি। ইহাতে নানাবিধ শূল ও গুল্ম প্রভৃতি অনেক রোগের শান্তি হয়।

ত্রিফলালৌহম্।

তীক্ষ্ণায়শ্চূর্ণসংযুক্তং ত্রিফলাচূর্ণমুত্তমম্।
ক্ষীরেণ পায়য়েদ্ধীমান্ সদ্যঃশূলনিবারণম॥

ত্রিফলাচূর্ণের তুল্য পরিমাণে লৌহচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধ সহ পান করিলে প্রবল শূলরোগ প্রশমিত হয়।

বৃহৎ বিদ্যাধরাভ্রম্।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং ত্রিফলা চ কটুত্রয়ম্।
বিড়ঙ্গং মুস্তকঞ্চৈব ত্রিবৃতা দন্তী চিত্রকম্॥
আখুপর্ণী গ্রন্থিকঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্।
পলং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণস্য মৃতায়শ্চ চতুর্গুণম্॥
ঘৃতেন মধুনা ঘৃষ্ট্বা বটিকাং কোলসম্মিতাম্।
একৈকাং বটিকাং খাদেৎ প্রাতরুত্থায় নিত্যশঃ॥
অনুপানং গবাং ক্ষীরং নীরং বা নারিকেলজম্।
সর্ব্বশূলং নিহন্ত্যাশু বাতপিত্তভবং তথা॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্।
পরিণামোত্তবং শূলমামবাতোদ্ভবং তথা॥
কার্শ্যং বৈবর্ণ্যমালস্যং তন্দ্রারুচিবিনাশনম্।
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

পারদ, গন্ধক, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুতা, তেউড়ী, দন্তী, চিতা, পিপ্পলীমূল ও ইন্দুরকাণী প্রত্যেক ২ তোলা, অভ্র ১ পল, লৌহ ৪ পল, ঘৃত ও মধুর সহিত পেষণ করিয়া কুল

পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার ১ বটী প্রাতে সেবন করিবে। অনুপান দুগ্ধ কিংবা নারিকেলজল।

সূক্ষ্মৈলারিষ্টঃ ।

সূক্ষ্মৈলায়া দ্বে পলে জাতিকোষং
স্থূলৈলা চ ধাতকী দেবপুষ্পম্।
ত্বক্ কেশরং ক্ষীরকাকোলিকা চ
প্রত্যেকশঃ কোলমানং প্রকুট্য।
সঞ্জীবন্যাঃ কৌড়বং তোলমর্দ্ধং
স্নিগ্ধে ভাণ্ডে সর্ব্বমেতন্নিধায়।
পক্ষং যাবৎ স্থাপয়েৎ প্রাবৃতাস্যে
উদ্ধৃত্যৈনং বস্ত্রপূতং প্রযুঞ্জ্যাৎ॥
মাত্রা জ্ঞেয়া মাষকাৎ শাণমানা
হন্যাচ্ছীঘ্রং শূলরোগং সুঘোরম্।
রোগানন্যান্ নীলকণ্ঠো যথাহীন্
এলারিষ্টো নীলকণ্ঠপ্রণুন্নঃ॥

ছোটএলাইচ ১৬ তোলা, জয়িত্রী, বড়এলাইচ, ধাইফুল, লবঙ্গ, দারুচিনি, কুঙ্কুম ও ক্ষীরকাঁকলা প্রত্যেক ১ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে কুট্টিত করিবে। পরে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত ভাণ্ডমধ্যে মৃতসঞ্জীবনী সুধা ৪ পল ও জল ২ পল দিয়া উক্ত দ্রব্যগুলির চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ করিয়া শরাবদ্বারা ভাণ্ডের মুখ আবৃত করিয়া ১৫ দিন নিভৃত স্থানে রাখিয়া দিবে। পরে উহা বস্ত্রপূত করিয়া ১ মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার শূলরোগ নষ্ট হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং শূলাধিকারঃ।

গুল্মাধিকারঃ ।

লঙ্ঘনং দীপনং স্নিগ্ধ মুষ্ণং বাতানুলোমনম্।
বৃংহণং যদ্ভবেৎ সর্ব্বং তদ্ধিতং সর্ব্বগুল্মিনাম্॥
(লঙ্ঘনমিত্যত্র লঘ্বন্নমিতি বা পাঠঃ।)

লঙ্ঘন, অগ্নিদীপ্তিকারক ঔষধ, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও বায়ুর অনুলোমক ক্রিয়া এবং যদ্দ্বারা দেহের পুষ্টি সাধন হয়, তৎসমুদায় গুল্মরোগীর পক্ষে হিতকারক।

সিদ্ধমেকাদশবিধং শৃণু মে গুল্মভেষজম্।
স্নেহনং স্বেদনঞ্চৈব নিরূহমনুবাসনম্।
বিরেকবমনে চোভে লঙ্ঘনং বৃংহণং তথা।
শমনঞ্চাবসেকঞ্চ শোণিতস্যাগ্নিকর্ম্ম চ।
কারয়েদিতি গুল্মানাং যথারম্ভং চিকিৎসিতম্॥

গুল্মরোগে এই একাদশ প্রকার ক্রিয়া কর্ত্তব্য। যথা, স্নেহ, স্বেদ, নিরূহ, অনুবাসন, বিরেক, বমন, লঙ্ঘন, বৃংহণ, শমন, রক্তাবসেচন ও অগ্নিকর্ম্ম।

বায়োঃ প্রশমনং কার্য্যমাদৌ গুল্মচিকিৎসতা।
জিতে তস্মিন্ বলী দোষঃ সুখেনান্যো নিবার্য্যতে॥

গুল্মচিকিৎসক অগ্রে বায়ু প্রশমনের চেষ্টা করিবেন, কারণ বায়ুর শান্তি হইলেই অন্যান্য প্রবল দোষ সহজেই নিবারিত হইবে।

স্নেহ স্বেদবিরেকৈস্তু গুল্মঃ শৈথিল্যমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাদনেন বিধিনা গুল্মরোগমুপাচরেৎ॥

স্নেহ, স্বেদ ও বিরেচনদ্বারা গুল্ম শিথিল হয়, অতএব এই বিধি অবলম্বন করিয়া গুল্মরোগের চিকিৎসা করিবে।

স্নিগ্ধস্য ভিষজা স্বেদঃ কর্ত্তব্যো গুল্মশান্তয়ে।
স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা জিত্বা মারুতমুল্বণম্।
ভিত্ত্বা বিবদ্ধং স্নিগ্ধস্য স্বেদো গুল্মমপোহতি॥

গুল্মরোগ শান্তির জন্য অগ্রে স্নেহ-পানাদি দ্বারা রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া স্বেদ প্রয়োগ করা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। কারণ স্বেদদ্বারা স্রোতঃ সকলের মৃদুতা, উল্বণতা, বায়ুর হ্রাস ও মলবিবদ্ধতার নাশ হইয়া গুল্মরোগের শান্তি হয়।

গুল্মিনামনিলশান্তিরুপায়ৈঃ
সর্ব্বশো বিধিবদাচরিতব্যা।
মারুতে হ্যবজিতেঽন্যমুদীর্ণং
দোষমল্পমপি কর্ম্ম নিহন্যাৎ॥

গুল্মরোগে সর্ব্বপ্রযত্নে অগ্রে বায়ু শান্তির উপায় করিবে, বায়ু দমন হইলে অতি অল্প আয়াসেই অন্যান্য দোষের উপশম হইয়া থাকে।

কুম্ভীপিণ্ডেষ্টকাস্বেদান্ কারয়েৎ কুশলো ভিষক্।
উপনাহাশ্চ কর্ত্তব্যাঃ সুখোষ্ণাঃ সান্বনাদয়ঃ॥

(কুম্ভীস্বেদো বাতহরক্কাথাদিভিঃ কাঞ্জি-কাদিভির্বা ঘটস্থিতৈঃ স্বেদঃ। পিণ্ডস্বেদঃ উৎস্বিন্নমাংসাদিপিণ্ডেন স্বেদঃ। তথা ইষ্টকাস্বেদঃ প্রতপ্তয়া কাঞ্জিকসিক্তয়া কর্ত্তব্য ইতি ভানুদাসঃ।)

বায়ুনাশক ক্কাথ বা কাঞ্জিকাদি দ্বারা ঘট পূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করাকে কুম্ভীস্বেদ কহে। সিদ্ধ মাংসাদির পিণ্ডদ্বারা স্বেদ প্রদানের নাম পিণ্ডস্বেদ এবং ইষ্টকচূর্ণ উষ্ণ ও কাঞ্জিতে মগ্ন করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদানের নাম ইষ্টকস্বেদ। এই ত্রিবিধ স্বেদ, সুখোষ্ণ প্রলেপ ও সন্তর্পণ প্রভৃতি দ্বারা গুল্ম রোগের উপশম হয়।

স্থানাবসেকো রক্তস্য বাহুমধ্যে শিরাব্যধঃ।
স্বেদোঽনুলোমনঞ্চৈব প্রশস্তং সর্ব্বগুল্মিনাম্॥

(স্থানাবসেকো গুল্মস্থানে রক্তাকৃষ্টিঃ শৃঙ্গাদিনা বিধেয়া। বাহুমধ্যে সন্ধেরধোঽস্য শিরাব্যধঃ নতু মধ্যশিরাব্যধঃ, তস্য মর্ম্মত্বাৎ। যস্মিন্ পার্শ্বে গুল্মস্তস্মিন্ পার্শ্বে বাহৌ শিরাব্যধ ইতি। চরকোঽপি "গুল্মে সত্যনিলাদীনাং কৃতে সম্যগ্ ভিষগ্জিতে। ন প্রশাম্যতি রক্তস্যাবসেকাচ্চ প্রশাম্যতি"।)

গুল্মস্থান হইতে এবং যে পার্শ্বে গুল্ম জন্মে তৎপার্শ্বস্থ বাহুসন্ধির অধঃস্থ শিরা হইতে রক্তমোক্ষণ, স্বেদ ও বায়ুর অনুলোমক ক্রিয়া গুল্মরোগে প্রশস্ত।

পেয়া বাতহরৈঃ সিদ্ধা কৌলত্থা ধান্বজা রসাঃ।
খড়াঃ সপঞ্চমূলাশ্চ গুল্মিনাং ভোজনে হিতাঃ॥

বাতহর ঔষধাদি দ্বারা সিদ্ধ পেয়া, কুলত্থকলায়ের যূষ এবং ধন্বেষ পক্ষী ও পঞ্চমূল সিদ্ধ জাঙ্গল মাংসের রস, গুল্ম-রোগীর আহারোপযুক্ত।

বায়ুগুল্মচিকিৎসা—

বাতগুল্মে কফে বৃদ্ধে বান্তিশ্চূর্ণাদি চেষ্যতে॥

বাতগুল্মে কফের আধিক্য দৃষ্ট হইলে বমনকারক ও চূর্ণাদি ঔষধ সেব্য।

মাতুলুঙ্গরসো হিঙ্গু দাড়িমং বিড় সৈন্ধবম্।
সুরামণ্ডেন পাতব্যং বাতগুল্মরুজাপহম্॥

টাবালেবুর রস, হিঙ্গু, দাড়িম, বিট্‌-লবণ ও সৈন্ধবলবণ এই সমুদায় সুরা-মণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বায়ুজন্য গুল্মবেদনার শান্তি হয়।

বাতারিতৈলেন পয়োযুতেন
পথ্যাসমেতেন বিরেচনং হি।
সংস্বেদনং স্নিগ্ধমতিপ্রশস্তং
প্রভঞ্জন ক্রোধকৃতে চ গুল্মে॥

বায়ুজন্য গুল্মে দুগ্ধ ও হরীতকী-চূর্ণের সহিত এরণ্ডতৈল সেবন এবং স্নেহস্বেদ বিধেয়।

নাগরার্দ্ধপলং পিষ্টং দ্বে পলে লুঞ্চিতস্য চ।
তিলস্যৈকং গুড়পলং ক্ষীরেণোষ্ণেন পায়য়েৎ।
বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং যোনিশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥

শুঁঠ ৪ তোলা, নিস্তুকৃতিল ১৬ তোলা ও গুড় ৮ তোলা, এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বায়ুগুল্ম, উদাবর্ত্ত ও যোনিশূল প্রভৃতি পীড়া নিবারণ হয়।

পিবেদেরণ্ডতৈলং বা বারুণীমণ্ডমিশ্রিতম্।
তদেব তৈলং পয়সা বাতগুল্মী পিবেন্নরঃ॥

উষ্ণ দুগ্ধ বা বারুণীমণ্ডের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিলে বায়ুজন্য গুল্ম-রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

সাধয়েচ্ছুদ্ধশুষ্কস্য লশুনস্য চতুঃপলম্।
ক্ষীরোদকেঽষ্টগুণিতে ক্ষীরশেষঞ্চ পায়য়েৎ॥
বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং গৃধ্রসীং বিষমজ্বরম্।
হৃদ্রোগং বিদ্রধিং শোথং নাশয়ত্যাশু তৎপয়ঃ।
এবন্তু সাধিতে ক্ষীরে স্তোকমপ্যত্র দীয়তে॥

পরিষ্কৃত নিস্তুক্ শুষ্ক রসুন ॥০ সের, দুগ্ধ ৪ সের, জল ১৬ সের। এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশিষ্ট করিবে। এই ক্ষীর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান করিলে বায়ুগুল্ম, উদাবর্ত্ত ও গৃধ্রসী প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

সর্জিকাকুষ্ঠসহিতঃ ক্ষারঃ কেতকজোঽপি বা।
তৈলেন পীতঃ শময়েদ্ গুল্মং পবনসম্ভবম্॥

তিলতৈল বা এরণ্ডতৈলের সহিত সর্জিকাক্ষার ২ মাষা ও কুড়চূর্ণ ২ মাষা অথবা কেতকীর জটার ক্ষার ২ মাষা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাতগুল্ম প্রশমিত হয়।

তিত্তিরাংশ্চ ময়ূরাংশ্চ কুক্কুটান্ ক্রৌঞ্চবর্ত্তকান্।
সর্পিঃ শালিং প্রসন্নাঞ্চ বাতগুল্মে প্রযোজয়েৎ॥

তিত্তির, ময়ূর, কুক্কুট, বক ও বর্ত্তক (ভারুই) পক্ষীর মাংস এবং ঘৃত, শালিতণ্ডুলের অন্ন ও প্রসন্না (মদ্য-বিশেষ) বাতগুল্ম রোগীকে পথ্য দিবে।

পিত্তগুল্মচিকিৎসা—

পিত্তে বিরেচনং স্নিগ্ধং প্রয়োক্তব্যং ভিষগ্বরৈঃ॥

পিত্তগুল্মে স্নিগ্ধ বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

পিত্তগুল্মে ত্রিবৃচ্চূর্ণং পাতব্যং ত্রিফলাম্বুনা।
অভয়াং দ্রাক্ষয়া খাদেৎ পিত্তগুল্মী গুড়েন বা॥
(ত্রিফলাম্বুনা ত্রিফলাক্বাথেন)।

পিত্তগুল্মী ত্রিফলার ক্বাথের সহিত তেউড়ীচূর্ণ অথবা দ্রাক্ষার সহিত হরীতকী সেবন করিলে উপকার দর্শে।

রোহিণী কটুকা নিম্বং মধুকং ত্রিফলাত্বচঃ।
কর্ষাংশাস্ত্রায়মাণাশ্চ পটোলত্রিবৃতাপলে॥
দ্বিপলঞ্চ মসূরাণাং সাধ্যমষ্টগুণে জলে।
ঘৃতাচ্ছেষং ঘৃতসমং সর্পিষশ্চ চতুঃপলম্॥
পিবেৎ স মূর্চ্ছিতং তেন গুল্মঃ শাম্যতি পৈত্তিকঃ।
জ্বরস্তৃষ্ণাশ্চ শূলঞ্চ ভ্রমো মূর্চ্ছারতিস্তথা॥

কটকী, নিম্ব, যষ্টিমধু, ত্রিফলাত্বক্ ও বলাডুমুর প্রত্যেক ২ তোলা, পল্তা ও তেউড়ী প্রত্যেক ১ পল ও মসূর ২ পল; পাকার্থ জল ১৬ পল, শেষ ৪ পল;

ঐ ক্বাথে ঘৃত ৪ পল একত্র মিশ্রিত করিয়া যথাবিধি পান করিলে পৈত্তিক গুল্ম প্রভৃতি বহুরোগ বিনষ্ট হয়।

স্নিগ্ধোষ্ণেনোদিতে গুল্মে পৈত্তিকে স্রংসনং হিতম্।
রুক্ষোষ্ণেন তু সম্ভূতে সর্পিঃ প্রশমনং পরম্॥

(স্নিগ্ধোষ্ণেন রাজিকাদিনা কারণেন সম্ভূতে গুল্মে পৈত্তিকে পিত্তোত্তরে স্রংসনং বিরেচনং হিতম্। এবং রুক্ষোষ্ণেন অগ্ন্যাতপাদিনা কারণেন সম্ভূতে সর্পিঃপানং হিতম্। রক্তপিত্তোক্তমিতি ভানুঃ।)

রাইসর্ষপ প্রভৃতি ভক্ষণ জন্য পিত্তপ্রধান গুল্মে বিরেচন এবং অগ্নিতাপাদি কারণে গুল্ম উৎপন্ন হইলে তাহাতে রক্তপিত্তোক্ত ঘৃত পান ব্যবস্থেয়।

কাকোল্যাদিমহাতিক্তবাসাদ্যৈঃ পিত্তগুল্মিনম্।
স্নেহিকং স্রংসয়েৎ পশ্চাদ্ যোজয়েদ্ বস্তিকর্ম্মণা॥

কাকোলী প্রভৃতি গণসাধিত অথবা কুষ্ঠোক্ত মহাতিক্তগণ ও বাসাদিগণ সাধিত তৈল পান করাইয়া বিরেচন করণান্তর বস্তিক্রিয়া সম্পাদন করিবে।

স্নিগ্ধোষ্ণজে পিত্তগুল্মে কম্পিল্লং মধুনা লিহেৎ।
রেচনার্থী রসং বাপি দ্রাক্ষায়াঃ সগুড়ং পিবেৎ॥

রাইসর্ষপ প্রভৃতি ভক্ষণজনিত পিত্তগুল্মে মধুর সহিত কমলাগুঁড়ি অবলেহ করিলে অথবা গুড় ও দ্রাক্ষারস পান করিলে উপকার দর্শে।

দাহ শূলার্ত্তি সংক্ষোভ স্বপ্ননাশাঽরতি জ্বরৈঃ।
বিদহ্যমানং জানীয়াদ্ গুল্মং তত্রুপনাহয়েৎ॥

গুল্মরোগে দাহ, শূল বেদনা, ক্ষুব্ধতা, নিদ্রানাশ, অধীরতা ও জ্বর উপস্থিত হইলে জানিবে, গুল্ম পাকিবার উপক্রম হইয়াছে। তৎকালে উহার শীঘ্র পাকার্থ ব্রণশোথোক্ত পাচক প্রলেপ দিবে।

পক্কে তু ব্রণবৎ কার্য্যং ব্যধ শোধন রোপণম্।
স্বয়মূর্দ্ধমধো বাপি স চেদ্দোষঃ প্রবর্ত্ততে॥
দ্বাদশাহমুপেক্ষেত রক্ষন্নন্যানুপদ্রবান্॥

গুল্ম পাকিয়া উঠিলে তাহা ব্রণবৎ বিদ্ধ করিয়া তাহা হইতে পূয়াদি নিঃসারিত এবং রোপণ ক্রিয়া করিবে। অথবা উহা স্বয়ংই বিদীর্ণ হইয়া পূয়াদি নির্গত হইতে পারে, এই নিমিত্ত ১২ দিন পর্য্যন্ত শোধনাদি কোন ক্রিয়া না করিয়া অপেক্ষা করা উচিত। কেবল অন্যান্য যে সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহারই প্রতিকার করিবে। পরে বিবেচনা মত কার্য্য করিবে।

শ্লৈষ্মিকগুল্মচিকিৎসা।

যোগৈশ্চ বাতগুল্মোক্তৈঃ শ্লেষ্মগুল্মমুপাচয়েৎ।
অপরৈশ্চ বলাশঘ্নৈর্যুক্তিযুক্তৈঃ শমং নয়েৎ॥

শ্লৈষ্মিক গুল্মে বায়ুগুল্মনাশক মুষ্টিযোগ এবং অন্যান্য কফঘ্ন যোগসকল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

পঞ্চমূলী শৃতং তোয়ং পুরাণং বারুণীরসম্।
কফগুল্মী পিবেৎ কালে জীর্ণং মাধ্বীকমেব বা॥
(মাধ্বীকং মধু)।

কফজ গুল্মে রোগীকে বৃহৎ পঞ্চমূলের কষায়, পুরাণ বারুণী (তাড়ী) ও পুরাতন মধু পান করিতে দিবে।

পূতীকপত্রগজচির্ভিট চব্য বহ্নি
ব্যোষঞ্চ সংস্তরচিতং লবণোপধানম্।

দগ্ধ্বা বিচূর্ণ্য দধিমস্তুযুতং প্রযোজ্যং
গুল্মোদরশ্বয়থুপাণ্ডুগদোদ্ভবেষু॥

নাটাকরঞ্জার পত্র, গোরক্ষচাকুলে, চৈ, চিতা, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ এই সকল দ্রব্য একটি হাঁড়িতে রাখিয়া তদুপরি সৈন্ধবলবণ এবং ঐ সৈন্ধবলবণের উপর আবার নাটাকরঞ্জপত্রাদি স্থাপন করিয়া স্তর সাজাইবে, পরে হাঁড়ির মুখে একখানি শরা চাপা দিয়া সন্ধি স্থলে প্রলেপ দিবে, তদনন্তর ঐ হাঁড়ী চুল্লিতে বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে, যখন অন্তর্ধূমে হাঁড়ীর মধ্যস্থ ঔষধ দগ্ধ হইবে, তখন উহা লইয়া চূর্ণ করিবে। গুল্ম, উদর, শোথ ও পাণ্ডু রোগে ঐ চূর্ণ যথাযথ মাত্রায় দধির মাতের সহিত প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চিত্রকাজাজী সৈন্ধবৈঃ।
যুক্তা পীতা সুরা হন্তি গুল্মমাশু সুদুস্তরম্॥

পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চিতা, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধবলবণ ইহাদের চূর্ণ সুরার সহিত পান করিলে দুস্তর বাতশ্লেষ্ম গুল্ম সত্বর বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

ত্রিফলা কাঞ্চনক্ষীরী সপ্তলা নীলিনী বচা।
ত্রায়ন্তী হবুষা তিক্তা ত্রিবৃৎ সৈন্ধব পিপ্পলীঃ॥
পিবেদ্ বিচূর্ণ্য মূত্রোষ্ণ বারি মাংস রসাদিভিঃ।
সর্ব্বগুল্মোদরপ্লীহকুষ্ঠার্শঃশোথপীড়িতঃ॥

ত্রিফলা, স্বর্ণক্ষীরী, চর্ম্মকষা, নীলবুহ্না, বচ, বলাড়ুমুর, হবুষা, কটুকী, তেউড়ী, সৈন্ধব ও পিপ্পলী ইহাদের চূর্ণ, গোমূত্র, উষ্ণজল বা মাংস রসাদির সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার গুল্ম, উদর, প্লীহা, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও শোথ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়।

শরপুঙ্খস্য লবণং পথ্যাচূর্ণং সমং দ্বয়ম্।
শাণপ্রমাণমশ্নীয়াচ্চূর্ণং গুল্মগদাপহম্॥

শরপুঙ্খের ক্ষার ও হরীতকীচূর্ণ সমভাগ লইয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে, গুল্মরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

স্বর্জ্জিকা শাণমানা স্যাত্তাবদেব গুড়ং ভবেৎ।
উভয়োর্বটিকাং খাদেদ্ গুল্মামরবিনাশিনীম্॥

স্বর্জিকাক্ষার অর্দ্ধতোলা ও পুরাতন গুড় অর্দ্ধতোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া বটী করিবে। সেই বটী সেবন করিলে গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়।

লঙ্ঘনোল্লেখনে স্বেদে কৃতেঽগ্নৌ সংবুভুক্ষিতে।
ঘৃতং সক্ষারকটুকং পাতব্যং কফগুল্মিনাম্॥

কফজ গুল্মে লঙ্ঘন, লেখন ও স্বেদক্রিয়া দ্বারা অগ্নিবৃদ্ধি হইলে ত্রিকটু ও যবক্ষারাদি কল্কদ্বারা যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করাইবে।

মন্দোঽগ্নির্বেদনা মন্দা গুরুস্তিমিতকোষ্ঠতা।
সোৎক্লেশতারুচির্যস্য স গুল্মী বমনোপগঃ॥

মন্দাগ্নি, বেদনার অল্পতা, কোষ্ঠভার আর্দ্রবস্ত্রবেষ্টিতবৎ বোধ, উৎক্লেশ (গা বমি বমি) এবং অরুচি উপস্থিত হইলে গুল্মরোগীকে বমন করাইবে।

মন্দেঽগ্নাবনিলে মূঢ়ে জ্ঞাত্বা সস্নেহমাশয়ম্।
গুড়িকাচূর্ণ নির্য্যূহাঃ প্রযোজ্যাঃ কফগুল্মিনাম্॥

কফগুল্মে অগ্নিমান্দ্য ও বায়ুর বিকৃতি দ্বারা কোষ্ঠের স্নিগ্ধতা অবধারিত করিয়া গুড়িকা, চূর্ণ ও ক্বাথাদি ঔষধ সেবন করাইবে।

তিলৈরণ্ডাতসীবীজ সর্ষপৈঃ পরিলিপ্য চ।
শ্লেষ্মগুল্মময়ঃ পাত্রৈঃ সুখোষ্ণৈঃ স্বেদয়েদ্ ভিষক্॥

কফজন্য গুল্মে তিল, এরণ্ডবীজ, মসিনা ও সর্ষপ বাঁটিয়া গুল্মস্থানে প্রলেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ লৌহপাত্র দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে।

যমানীচূর্ণিতং তক্রং বিড়েন লবণীকৃতম্।
পিবেৎ সন্দীপনং বাতমূত্রবর্চোঽনুলোমনম্॥

তক্রের সহিত যমানীচূর্ণ ও বিট্‌লবণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে অগ্নির দীপ্তি এবং বায়ু, মূত্র ও পুরীষের অনুলোম সাধিত হয়।

ব্যামিশ্রদোষে ব্যামিশ্রঃ সর্ব্ব এব ক্রিয়াক্রমঃ।
সন্নিপাতোদ্ভবে গুল্মে ত্রিদোষঘ্নো বিধির্হিতঃ॥

দ্বন্দ্বজ গুল্মে উভয়বিধ ক্রিয়া এবং সান্নিপাতিক গুল্মে ত্রিদোষনাশক চিকিৎসা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বচাবিড়াভয়া শুণ্ঠী হিঙ্গু কুষ্ঠাগ্নি দীপ্যকাঃ।
দ্বি ত্রি ষট্‌চতুরেকাষ্ট সপ্তপঞ্চাংশিকাঃ ক্রমাৎ॥
চূর্ণং মদ্যাদিভিঃ পীতং গুল্মানাহোদরাপহম্।
শূলার্শঃ শ্বাসকাসঘ্নং গ্রহণীদীপনং পরম্॥

বচ ২ ভাগ, বিট্‌লবণ ৩ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, হিঙ্গু ১ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ, চিতামূল ৭ ভাগ ও যমানী ৫ ভাগ এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া মদ্যাদির সহিত সেবন করিলে গুল্ম ও আনাহ প্রভৃতি নানা রোগ সত্বর উপশমিত হয়।

যমানী হিঙ্গু সিন্ধূত্থ ক্ষার সৌবর্চ্চলাভয়াঃ।
সুরামণ্ডেন পাতব্যা গুল্মশূলনিসূদনাঃ॥

যমানী, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সচললবণ ও হরীতকী সমভাগে চূর্ণিত করিয়া সুরামণ্ডের সহিত সেবন করিলে গুল্মশূল নিবারণ হয়।

রক্তগুল্মচিকিৎসা—

রক্তগুল্মে ভিষক্ কুর্য্যাৎ যত্নতো রক্তমোক্ষণম্॥

রক্তগুল্মে যত্নপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য।

রৌধিরস্য তু গুল্মস্য গর্ভকালব্যতিক্রমে।
স্নিগ্ধ স্বিন্ন শরীরায়ৈ দদ্যাৎ স্নিগ্ধং বিরেচনম্॥

রক্তগুল্মে প্রসবকাল অর্থাৎ দশম মাস গত হইলে রোগিণীকে স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিয়া স্নিগ্ধ বিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে।

শতাহ্বাচিরবিল্বত্বগ্ দারু ভার্গী কণোদ্ভবঃ।
কল্কঃ পীতো হরেদ্ গুল্মং তিলক্বাথেন রক্তজম্॥

শুল্‌ফা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বামনহাটী ও পিঁপুল এই সমুদায় বাঁটিয়া তিলের কাথের সহিত সেবন করিলে রক্তগুল্ম প্রশমিত হয়।

তিলক্বাথো গুড় ব্যোষ হিঙ্গুভার্গীযুতো ভবেৎ।
পানং রক্তভবে গুল্মে নষ্টে পুষ্পে চ যোষিতাম্॥
সক্ষারং ত্র্যষণং মদ্যং প্রপিবেদস্রগুল্মিনী।
পলাশক্ষারতোয়েন সিদ্ধং সর্পিঃ পিবেচ্চ সা॥

পুরাতন গুড়, ত্রিকটু, হিঙ্গু, বামনহাটী এই সমুদায়ের সহিত তিলের কাথ,

যবক্ষার ও ত্রিকটুর সহিত মন্থ অথবা পলাশছালভস্মের জলে সিদ্ধ ঘৃত পান করিলে রক্তগুল্ম নিবারণ হয়।

উর্দ্ধং বা ভেদয়েদ্ ভিন্নে বিধিরাস্‌গ্‌দরো হিতঃ।
ন প্রভিদ্যেত যদ্যেবং দদ্যাদ্ যোনিবিশোধনম্॥
ক্ষারেণ যুক্তং পললং সুধাক্ষীরেণ বা পুনঃ।

দন্তীগুড়াদি উষ্ণ বিরেচক দিয়া গুল্ম ভেদ করাইয়া পশ্চাৎ রক্তপ্রদর বিহিত ক্রিয়া করিতে হইবে। যদি ইহাতে গুল্মে সম্যক্ বিরেচন না হয়, তাহা হইলে যবক্ষার অথবা সিজ আটার সহিত তিলের পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

রুধিরেঽতিপ্রবৃত্তে তু রক্তপিত্তহরী ক্রিয়া॥

অধিক রক্তস্রাব হইলে রক্তপিত্ত-নাশক ক্রিয়া করিবে।

ভল্লাতকাৎ কল্ককষায়পক্বং
সর্পিঃ পিবেচ্ছর্করয়া বিমিশ্রম্।
তদ্রক্তগুল্মং বিনিহন্তি পীতং
বলাসগুল্মং মধুনা সমেতম্॥

ভেলার কল্ক ও কষায় দ্বারা যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া উহা চিনির সহিত সেবন করিলে রক্তগুল্ম এবং মধুর সহিত পান করিলে কফগুল্ম নষ্ট হয়।

পঞ্চাননরসঃ।

পারদাংশক তুত্থঞ্চ গন্ধং জৈপালপিপ্পলী।
আরগ্বধফলান্মজ্জং বজ্রীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
ধাত্রীরসযুতং খাদেদ্রক্তগুল্মপ্রশান্তয়ে।
চিঞ্চামূলরসঞ্চানু পথ্যং দধ্যোদনং হিতম্॥

পারদ, তুঁতিয়া, গন্ধক, জায়ফল, পিঁপুল ও সোঁদালফলের মজ্জা এই সমুদায় সিজের আটায় ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আমলকীর রস বা তেঁতুলপত্রের রস। পথ্য দধি ও অন্ন। ইহাতে রক্তগুল্ম নিবারণ হয়।

প্রবর্ত্তমানে নিতরাং শোণিতে রক্তপিত্তহৃৎ।
রক্তাতিসারশমনী ক্রিয়া চাপি বিধীয়তে॥

উপরোক্ত ক্রিয়া সকল দ্বারা যদি অধিক রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে রক্তপিত্ত ও রক্তাতিসারের চিকিৎসা করিবে।

পীতো ধাত্রীরসো যুক্তো মরিচৈশ্চাস্রগুল্মনুৎ॥

মরিচচূর্ণের সহিত আমলকীর রস পান করিলে রক্তগুল্মের শান্তি হয়।

গুল্মেঽপথ্যানি।

বল্লূরং মূলকং মৎস্যান্ শুষ্কশাকানি বৈদলম্।
ন খাদেচ্চালুকং গুল্মী মধুরাণি ফলানি চ॥

শুষ্ক মাংস, মূলা, মৎস্য, শুষ্ক শাক, ডাইল, আলু ও সুমিষ্ট ফল এই সমুদায় গুল্ম রোগে কুপথ্য।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণং, হিঙ্গ্বাদিগুড়িকা চ।

হিঙ্গু ত্রিকটুকং পাঠাং হবুষামভয়াং শটীম্।
অজমোদাজগন্ধে চ তিন্তিড়ীকাম্লবেতসৌ।
দাড়িমং পৌষ্করং ধান্যমজাজী চিত্রকং বচাম্।
দ্বৌ ক্ষারৌ লবণে দ্বে চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ।
চূর্ণমেতৎ প্রয়োক্তব্যমন্নপানেষ্বনন্তরম্।
প্রাগ্‌ভক্তমথবা পেয়ং মদ্যেনোষ্ণোদকেন বা॥

পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলেষু গুল্মে বাতকফাত্মকে।
আনাহে মূত্রকৃচ্ছ্রেষু গুদযোনিরুজাসু চ॥
গ্রহণ্যর্শোবিকারেষু প্লীহপাণ্ড্বাময়েঽরুচৌ।
উরোবিবন্ধে হিক্কায়াং শ্বাসে কাসে গলগ্রহে॥
ভাবিতং মাতুলুঙ্গস্য চূর্ণমেতদ্রসেন বা।
বহুশো গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ
কার্ম্মিকাঃ স্যুস্ততোঽধিকাঃ॥
(গুড়িকাপক্ষে এষাং সমভাগচূর্ণং সপ্তদিনং ছোলঙ্গরসেন ভাবয়িত্বা গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ।)

হিঙ্গু, ত্রিকটু, আকনাদি, হবুষ, হরীতকী, শটী, বনযমানী, ক্ষেত্রযমানী, তেঁতুলছাল ভস্ম, অম্লবেতস, অম্লদাড়িম, কুড়, ধনিয়া, জীরা, চিতামূল, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, সচললবণ ও চৈ এই সমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া মদ্য বা উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে বাতশ্লৈষ্মিক গুল্ম ও আনাহ প্রভৃতি বহুরোগ নিবারিত হয়। গুড়িকা প্রস্তুত করিতে হইলে ঐ চূর্ণ সকল ছোলঙ্গলেবুর রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

হিঙ্গু পুষ্করমূলানি তুম্বুরূণি হরীতকী।
শ্যামা বিড়ং সৈন্ধবঞ্চ যবক্ষারং মহৌষধম্॥
যবক্কাথোদকেনৈতদ্ ঘৃতভৃষ্টন্তু পায়য়েৎ।
তেনাস্য ভিদ্যতে গুল্মঃ সশূলঃ সপরিগ্রহঃ॥

হিঙ্গু, কুড়, ক্ষুদ্র, ধনিয়া, হরীতকী, তেউড়ীমূল, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব, যবক্ষার ও শুঁঠ এই সমুদায়ের চূর্ণ ঘৃতে ভাজিয়া যবের কাথের সহিত পান করিলে গুল্ম ও তজ্জনিত উপদ্রব সমস্ত সত্বর নিরাকৃত হয়।

বচাদি চূর্ণম্।

বচা হরীতকী হিঙ্গু সৈন্ধবং চাম্লবেতসম্।
যবক্ষারং যমানীঞ্চ পিবেদুষ্ণেন বারিণা॥
এতদ্ধি গুল্মনিচয়ং সশূলং সপরিগ্রহম্।
ভিনত্তি সপ্তরাত্রেণ বহ্নের্বৃদ্ধিং করোতি চ॥

বচ, হরীতকী, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার ও যমানী এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণিত করিয়া প্রাতঃকালে ৪ মাষা পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে সত্বর গুল্ম রোগ প্রশমিত হইয়া অগ্নি ও বলবৃদ্ধি হয়।

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণম্।

হিঙ্গূগ্রগন্ধা বিড়শুণ্ঠ্যজাজী
হরীতকী পুষ্করমূল কুষ্ঠম্।
ভাগোত্তরং চূর্ণিতমেতদিষ্টং
গুল্মোদরাজীর্ণ বিসূচিকাসু॥

হিঙ্গু ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, বিট্‌লবণ ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, জীরা ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, পদ্মমূল ৭ ভাগ ও কুড় ৮ ভাগ, এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া যথাযথ মাত্রায় সেবন করিলে গুল্ম প্রভৃতি অনেক রোগ নষ্ট হয়।

লবঙ্গাদি চূর্ণম্।

লবঙ্গ দন্তী ত্রিবৃতা যমানী
শুণ্ঠী বচা ধান্যক চিত্রকাণি।
ফলত্রয়ং মাগধিকা চ কট্বী
দ্রাক্ষা চবী গোক্ষুর যাবশূকম্॥
এলাজমোদা কুটজস্য বীজং
বিধায় চূর্ণানি সমাংশমীষাম্।

খাদেৎ ততঃ পাণিতলং হিতাশী
কোষ্ণং জলং চাম্ব পিবেৎ প্রযত্নাৎ ।
নিহন্তি গুল্মং সরুজং সদাহ-
মর্শাংসি শোথাংশ্চ তথামবাতম্ ।
সর্ব্বোদরাণ্যেব চিরোত্থিতানি
চূর্ণং লবঙ্গাদিকমাশু হন্তি ॥

লবঙ্গ, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, যমানী, শুঁঠ, বচ, ধনিয়া, চিতামূল, ত্রিফলা, পিঁপুল, কট্‌কী, দ্রাক্ষা, চৈ, গোক্ষুর, যবক্ষার, এলাইচ, বনযমানী ও ইন্দ্রযব, এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণিত করিয়া ১ তোলা পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ সত্বর প্রশমিত হয় ।

কাঙ্কায়নগুড়িকা ।

শটীং পুষ্করমূলঞ্চ দন্তীং চিত্রকমাঢ়কীম্ ।
শৃঙ্গবেরং বচাঞ্চৈব পলিকানি সমাহরেৎ ॥
ত্রিবৃতায়াঃ পলঞ্চৈকং কুর্য্যাৎ ত্রীণি চ হিঙ্গুনঃ ।
যবক্ষারপলে দ্বে তু দ্বে পলে চাম্লবেতসাৎ ॥
যমান্যজাজী মরিচং ধান্যকঞ্চেতি কার্ষিকম্ ।
উপকুঞ্চ্যজমোদাভ্যাং যথাচাষ্টমিকামপি ॥
মাতুলুঙ্গরসে চৈতা গুড়িকাঃ কারয়েদ্ ভিষক্ ।
আসাঞ্চৈকাং পিবেদ্দ্বে বা তিস্রো বাথ সুখাম্বুনা ॥
অম্লৈর্মদ্যৈশ্চ যূষৈশ্চ ঘৃতেন পয়সাথবা ।
এষা কাঙ্কায়নোক্তা চ গুড়িকা গুল্মনাশিনী ।
অর্শোহৃদ্রোগশমনী ক্রিমীণাঞ্চ বিনাশিনী ।
গোমূত্রযুক্তা শময়েৎ কফগুল্মং চিরোত্থিতম্ ।
ক্ষীরেণ পিত্তগুল্মঞ্চ মদ্যৈরম্লৈশ্চ বাতিকম্ ।
রক্তগুল্মে চ নারীণামুষ্ট্রীক্ষীরেণ পায়য়েৎ ॥

শটী, কুড়, দন্তীমূল, চিতামূল, অড়র, শুঁঠ, বচ ও তেউড়ীমূল প্রত্যেক ১ পল, হিঙ্গু ৩ পল, যবক্ষার ২ পল, অম্লবেতস ২ পল, যমানী, জীরা, মরিচ ও ধনিয়া প্রত্যেক ২ তোলা, কৃষ্ণজীরা ও বনযমানী প্রত্যেক অর্দ্ধপল, এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া টাবালেবুর রসে মাড়িয়া ৪ মাষা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক, দুই বা তিন গুড়িকা এক-বারে সেবনীয়। অনুপান সুখোষ্ণ জল, কাঁজি, মদ্য, মাংসযূষ, ঘৃত ও দুগ্ধ প্রভৃতি। গোমূত্রের সহিত সেবনে কফজ, দুগ্ধের সহিত পৈত্তিক এবং মদ্য বা কাঁজির সহিত সেবনে বাতিক গুল্ম নষ্ট হয়। স্ত্রীদিগের রক্তগুল্মে উষ্ট্রদুগ্ধের সহিত সেব্য। ইহা সেবন করিলে গুল্ম এবং অন্যান্য অনেক ব্যাধি নষ্ট হয়।

ক্ষারাষ্টকম্ ।

পলাশবজ্রিশিখরীচিঞ্চার্কতিলনালজাঃ ।
যবজঃ স্বর্জ্জিকা চেতি ক্ষারা চাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
এতে গুল্মহরাঃ ক্ষারা অজীর্ণস্য চ পাচকাঃ ॥

পলাশক্ষার, মনসাসিজের ক্ষার, আপাঙ্গের ক্ষার, তেঁতুলক্ষার, আকন্দ-ক্ষার, তিলনালের ক্ষার, যবক্ষার ও স্বর্জিকাক্ষার, এই অষ্ট প্রকার ক্ষার গুল্মনাশক ও অজীর্ণের পাচক।

বজ্রক্ষারঃ ।

সামুদ্রং সৈন্ধবং কাচং যবক্ষারং সুবর্চ্চলম্ ।
টঙ্গণং সর্জ্জিকাক্ষারং তুল্যং চূর্ণং প্রকল্পয়েৎ ॥
বজ্রীক্ষীরৈ রবিক্ষীরৈরাতপে ভাবয়েৎ ত্র্যহম্ ।
বেষ্টয়েদর্কপত্রেণ রুদ্ধা ভাণ্ডে পুনঃ পচেৎ ॥
তৎক্ষারং চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ ত্র্যষণং ত্রিফলা তথা ।
যমানী জীরকো বহ্নিশ্চূর্ণমেষাঞ্চ কারয়েৎ ॥

সর্ব্বচূর্ণসমং ক্ষারং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
তচ্চূর্ণং টঙ্কযুগলং সলিলেন প্রযোজয়েৎ॥
গুল্মে শূলে তথাজীর্ণে শোথে সর্ব্বোদরেষু চ।
মন্দে বহ্ন্যাবুদাবর্ত্তে প্লীহ্নি চাপি পরং হিতম্॥
বাতেঽধিকে জলৈঃ কোষ্ণৈর্হিতং পিত্তাধিকে ঘৃতৈঃ।
গোমূত্রেণ কফাধিক্যে কাঞ্জিকেন ত্রিদোষজে॥
বজ্রক্ষার ইতি খ্যাতঃ প্রোক্তঃ পূর্ব্বং স্বয়ম্ভুবা।
সেবিতো হরতেঽজীর্ণং তথাজীর্ণভবান্ গদান্॥

সামুদ্রলবণ, সৈন্ধবলবণ, কাচলবণ, যবক্ষার, সচললবণ, সোহাগার খই ও সাচিক্ষার, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মনসাসিজের আটা দ্বারা ৩ দিন ও আকন্দের আটা দ্বারা ৩ দিন ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। পরে উহা আকন্দপাতা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া একটি হাঁড়ীর মধ্যে পূরিয়া শরা দ্বারা হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিবে এবং হাঁড়ী চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে। হাঁড়ীর মধ্যস্থ ঔষধ অন্তর্ধূমে দগ্ধ হইলে, ঐ দগ্ধক্ষার বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে ত্রিকটু, ত্রিফলা, যমানী, জীরা ও চিতা, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ এবং উপরোক্ত ক্ষারচূর্ণ সর্ব্বসমষ্টির সমান গ্রহণ করিয়া একত্র মিলিত করিয়া জলের সহিত ১ তোলা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা গুল্ম, শূল, অজীর্ণ, শোথ, সর্ব্বপ্রকার উদররোগ, অগ্নিমান্দ্য, উদাবর্ত্ত ও প্লীহা নষ্ট হয়। এই বজ্রক্ষার বাতাধিক্যে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত; শ্লেষ্মাধিক্যে গোমূত্রের সহিত; এবং ত্রিদোষপ্রকোপে কাঞ্জিকের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবনে অজীর্ণজনিত রোগ প্রশমিত হয়।

প্রিয়ঙ্গ্বাদিচূর্ণম্।

প্রিয়ঙ্গুঞ্চ যমান্যৌ চ তথা লবণপঞ্চকম্।
কৃষ্ণধান্যং ত্রায়মাণাং প্রত্যেকং সমভাগিকম্॥
সর্ব্বতুল্যাঞ্চ বিজয়াং ভৃষ্ট্বা সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ।
দদ্যাম্মাষমিতঞ্চৈতৎ শীততোয়েন যত্নতঃ॥
চূর্ণমেতৎ প্রিয়ঙ্গ্বাদি গুল্মরোগহরং পরম্।
ভাষিতং শ্রীমহেশেন লোকানাং হিতকারিণা॥

প্রিয়ঙ্গু, যমানী, বনযমানী, পঞ্চলবণ, কৃষ্ণধান্য ও বলাডুমুর প্রত্যেক সমভাগ। সর্ব্বসমান সিদ্ধি। এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ উত্তমরূপে খোলায় ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। পরে এক আনা হইতে ৵০ আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় শীতল জল সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার গুল্মরোগ নষ্ট হয়।

ত্র্যষণাদ্যং ঘৃতম্।

ত্র্যষণত্রিফলাধান্যবিড়ঙ্গচব্যচিত্রকৈঃ।
কল্কীকৃতৈর্ঘৃতং সিদ্ধং সক্ষীরং বাতগুল্মনুৎ॥

ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধনে, বিড়ঙ্গ, চৈ ও চিতা। যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত বাতগুল্মনাশক।

দ্রাক্ষাদ্যং ঘৃতম্।

দ্রাক্ষা মধুকখর্জ্জূরৌ বিদারীং সশতাবরীম্।
পরূষকাণি ত্রিফলাং সাধয়েৎ পলসম্মিতাম্।
জলাঢ়কে পাদশেষে রসমামলকস্য চ।
ঘৃতমিক্ষুরসং ক্ষীরমভয়াকল্কপাদিকম্॥
সাধয়েত্তু ঘৃতং সিদ্ধং শর্করা-ক্ষৌদ্রপাদিকম্।

প্রয়োগাৎ পিত্তগুল্মঘ্নং সর্ব্বপিত্তবিকারনুৎ।
সাহচর্য্যাদিহ পৃথক্ ঘৃতাদেঃ ক্বাথতুল্যতা॥

দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, পিণ্ডখর্জ্জূর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, ফল্‌সা ও ত্রিফলা, প্রত্যেক ৮ তোলা, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, ঘৃত ৪ সের, ইক্ষুরস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, হরীতকীর কল্ক ৪ সের। যথাবিধানে পাক করিবে। শীতল হইলে মধু ও শর্করা মিলিত ১ সের মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত সেবনে পিত্তগুল্ম ও সর্ব্বপ্রকার পিত্তজ রোগ বিনষ্ট হয়।

ভার্গীষট্‌পলকং ঘৃতম্।

ষড়্‌ভিঃ পলৈর্মগধজাফলমূলচব্য-
বিশ্বৌষধজ্বলনযাবককল্কপক্বম্।
প্রস্থং ঘৃতস্য দশমূল্যরুবুকভার্গী-
ক্বাথেঽপ্যথো পয়সি দধ্নি চ ষট্‌পলাখ্যম্॥
গুল্মোদরারুচিভগন্দরমগ্নিসাদ-
কাসজ্বরক্ষয়শিরো-গ্রহণীবিকারান্।
সদ্যঃ শমং নয়তি যে চ কফানিলোত্থাঃ
ভার্গ্যাখ্যষট্‌পলমিদং প্রবদন্তি বৈদ্যাঃ।

ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈ, শুঁঠ, চিতা ও যবক্ষার, প্রত্যেক এক এক পল করিয়া ৬ পল; দশমূল, এরণ্ডমূল ও বামনহাটীর ক্বাথ ৮ সের (মতান্তরে ১৬ সের), দুগ্ধ ৪ সের, দধি ৬ সের (মতান্তরে দধি ৪ সের, নিশ্চলের মতে দধি ৬ সের, কাহারও মতে দধি ৮ সের), যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত যথোক্ত মাত্রায় পান করিলে গুল্ম, জঠর, অরুচি, ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্য, কাস, জ্বর, ক্ষয়, শিরোরোগ ও গ্রহণীবিকার প্রভৃতি পীড়া এবং বাতশ্লেষ্মজনিত অন্যান্য উৎকট রোগসকল সত্বর প্রশমিত হয়।

ভল্লাতকং ঘৃতম্।

ভল্লাতকানাং দ্বিপলং পঞ্চমূলং পলোন্মিতম্।
সাধ্যং বিদারিগন্ধাদ্যমাপোথ্য সলিলাঢ়কে॥
পাদাবশেষে পূতে চ পিপ্পলীং নাগরং বচাম্।
বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং হিঙ্গু যাবশূকং বিড়ং শটীম্॥
চিত্রকং মধুকং রাস্নাং পিষ্ট্বা কর্ষসমান্ ভিষক্।
প্রস্থঞ্চ পয়সো দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
এতদ্ ভল্লাতক ঘৃতং কফগুল্মহরং পরম্।
প্লীহপাণ্ড্বাময়শ্বাসগ্রহণীকাসগুল্মনুৎ॥

ভেলা ২ পল, স্বল্পপঞ্চমূল অর্থাৎ শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এবং বিদারীগন্ধা, প্রত্যেক ১ পল, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কল্কার্থ, পিঁপুল, শুঁঠ, বচ, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, হিঙ্গু, যবক্ষার, বিট্‌লবণ, শটী, চিতা, যষ্টিমধু ও রাস্না প্রত্যেক ২ তোলা। দুগ্ধ ৪ সের। ঘৃত ৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ভল্লাতক ঘৃত গুল্ম রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহাদ্বারা প্লীহা, পাণ্ডু, শ্বাস, গ্রহণী ও কাস প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হয়।

রসোনাদ্যং ঘৃতম্।

রসোনস্বরসে সর্পিঃ পঞ্চমূলরসান্বিতম্।
সুরারনালদধ্যম্লমূলকস্বরসৈঃ সহ॥

ব্যোষদাড়িমবৃক্ষাম্লযমানী চব্য সৈন্ধবৈঃ।
হিঙ্গ্ম্লবেতসাজাজীদীপ্যকৈশ্চ পলান্বিতৈঃ॥
সিদ্ধং গুল্মগ্রহণ্যর্শঃশ্বাসোন্মাদক্ষয়জ্বরান্।
কাসাপস্মারমন্দাগ্নিপ্লীহশূলানিলান্ জয়েৎ॥

রসুনের স্বরস, মহৎপঞ্চমূলের ক্বাথ, সুরা, কাঁজি, অম্লদধি ও মূলকের স্বরস, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৪ সের, ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ ত্রিকটু, দাড়িম, মহাদা, যমানী, চৈ, সৈন্ধব, হিঙ্গু, অম্লবেতস, জীরা ও বনযমানী, প্রত্যেক ১ পল। যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে গুল্ম, গ্রহণী, অর্শঃ, শ্বাস, উন্মাদ, ক্ষয়, জ্বর, অপস্মার, মন্দাগ্নি, প্লীহা, শূল ও বাতরোগ সত্বর বিনষ্ট হয়।

নারাচঘৃতম্।

চিত্রকং ত্রিফলা দন্তী ত্রিবৃতা কণ্টকারিকা।
স্নুহীক্ষীর বিড়ঙ্গানি ঘৃতং দশমমুচ্যতে॥
একৈকস্য চ কর্ষেণ ঘৃতস্য কুড়বং পচেৎ।
অস্য মাত্রাং পিবেৎ কালে পলার্দ্ধেন চ সম্মিতম্॥
উষ্ণোদকঞ্চানুপিবেদ্ বিরেকার্থং প্রযত্নতঃ।
পিবেদ্ যবাগূং হবিষা পেয়াং বা ক্ষীরসাধিতাম্॥
রসেন জাঙ্গলানাং বা ভোজয়েন্মতিমান্ ভিষক্।
বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং প্লীহার্শো ব্রধ্ন কুণ্ডলম্॥
গ্রহণীং দীপয়েন্মন্দাং কুষ্ঠদোষাংশ্চ নাশয়েৎ।
নারাচকমিদং সর্পিঃ খ্যাতং নারাচসন্নিভম্॥

ঘৃত ১ সের, কল্কার্থ চিতামূল, ত্রিফলা, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, কণ্টকারী, সিজআটা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা, পাকের জল ৪ সের। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান উষ্ণজল, ঘৃতসংযুক্ত যবাগূ ও দুগ্ধসাধিত পেয়া বা জাঙ্গল মাংসের যূষ। এই ঘৃত পান করিলে বাতগুল্ম ও উদাবর্ত্ত প্রভৃতি অনেক রোগ সত্বর নষ্ট হয়।

হবুষাদ্যং ঘৃতম্।

হবুষা ব্যোষ পৃথ্বীকা চব্য চিত্রক সৈন্ধবৈঃ।
সাজাজী পিপ্পলীমূল দীপ্যকৈঃ পাচয়েদ্ ঘৃতম্॥
সকোল মূলকরসং সক্ষীরং দধি দাড়িমম্।
তৎ পরং বাতগুল্মঘ্নং শূলানাহবিবন্ধনুৎ॥
যোন্যর্শো গ্রহণীদোষ শ্বাসকাসারুচি জ্বরান্।
পার্শ্ব হৃদ্ বস্তি শূলঞ্চ ঘৃতমেদদ্ ব্যপোহতি॥

ঘৃত ৪ সের, কুলশুঁঠের ক্বাথ ৪ সের, শুষ্ক মূলার ক্বাথ ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধি ৪ সের, দাড়িমফলের ক্বাথ ৪ সের। কল্কার্থ হবুষ, ত্রিকটু, এলাইচ, চৈ, চিতামূল, সৈন্ধব, কৃষ্ণজীরা, পিঁপুলমূল ও যমানী মিলিত ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে বাতগুল্ম প্রভৃতি অনেক রোগ উপশমিত হয়।

পঞ্চপলং ঘৃতম্।

পিপ্পল্যাঃ পিচুরধ্যর্দ্ধো দাড়িমাদ্ দ্বিপলং পলম্।
ধান্যাৎ পঞ্চঘৃতাৎ শুণ্ঠ্যাঃ কর্ষঃ ক্ষীরং চতুর্গুণম্॥
সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং সদ্যো বাতগুল্মং চিকিৎসতি।
যোনিশূলং শিরঃশূলমর্শাংসি বিষমজ্বরম্॥

ঘৃত ৫ পল। কল্কার্থ পিঁপুল ৩ তোলা, দাড়িমবীজ ২ পল, ধন্যা ১ পল, শুঁঠ ২ তোলা। দুগ্ধ ২০ পল। এই

সমুদায় সদ্যঃ পাক করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে বাতগুল্ম, যোনিশূল, শিরঃশূল ও অর্শোরোগ নিবারিত হয়।

ত্রায়মাণাঘৃতম্।

জলে দশগুণে সাধ্যং ত্রায়মাণাচতুঃপলম্।
পঞ্চভাগস্থিতং পূতং কল্কৈঃ সংযোজ্যকার্ষিকৈঃ॥
রোহিণী কটুকা মুস্তং ত্রায়মাণা দুরালভা।
কল্কস্তামলকী বীরা জীবন্তী চন্দনোৎপলম্॥
রসস্যামলকীনাঞ্চ ক্ষীরস্য চ ঘৃতস্য চ।
পলানি পৃথগষ্টাষ্টৌ দত্ত্বা সম্যগ্ বিপাচয়েৎ॥
পিত্তগুল্মং রক্তগুল্মং বিসর্পং পৈত্তিকজ্বরম্।
হৃদ্রোগং কামলাং কুষ্ঠং হন্যাদেব ঘৃতোত্তমম্॥
পলোল্লেখাগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেষ্যতে।
চত্বারিংশৎ পলং তেন তোয়ং দশগুণং ভবেৎ॥

ঘৃত ১ সের, ক্বাথার্থ বলাডুমুর ৪ পল, জল ৪০ পল, শেষ ৮ পল। আম, লকীর রস ১ সের, দুগ্ধ ১ সের। কল্কার্থ কটুকী, মুতা, বলাডুমুর, দুরালভা, ভূম্যা-মলকী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, রক্ত-চন্দন ও উৎপল প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত পানে পিত্তগুল্ম, রক্তগুল্ম ও অন্যান্য অনেক রোগ নষ্ট হয়।

ক্ষীরষট্পলকং ঘৃতম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূল চব্য চিত্রক নাগরৈঃ।
পলিকৈঃ সযবক্ষারৈঃ সর্পিঃপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
ক্ষীরপ্রস্থেন তৎ সর্পির্হন্তি গুল্মং কফাত্মকম্।
গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নং প্লীহ কাস জ্বরাপহম্॥

(কেচিৎ পুনরত্র জাতুকর্ণসংবাদাৎ ত্রিগুণং জলমিচ্ছন্তি। যদুক্তং "সক্ষারৈঃ পঞ্চকোলস্তু পলিকৈস্ত্রিগুণোদকে। সক্ষীরঞ্চ ঘৃতপ্রস্থমিত্যাদি"।)

ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার প্রত্যেক ১ পল। পাকের জল ১৬ সের (কেহ কেহ বলেন ১২ সের)। ইহাদ্বারা কফজগুল্ম প্রভৃতি অনেক ব্যাধি নষ্ট হয়।

ধাত্রীষট্পলকং ঘৃতম্।

ধাত্রীফলানাং স্বরসৈঃ ষড়ঙ্গং পাচয়েদ্ ঘৃতম্।
শর্করাসৈন্ধবোপেতং তদ্ধিতং সর্ব্বগুল্মিনাম্॥

ঘৃত ৪ সের, আমলকীর রস ১৬ সের। কল্কার্থ পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার প্রত্যেক ১ পল। পাকের জল ১৬ সের। এই ঘৃত সকল প্রকার গুল্মেই উপকার করে।

হস্তীহরীতকী।

জলদ্রোণে বিপক্তব্যা বিংশতিঃ পঞ্চ চাভয়াঃ।
দন্ত্যাঃ পলানি তাবন্তি চিত্রকস্য তথৈব চ॥
তেনাষ্ট ভাগশেষেণ পচেদ্ দন্তীসমং গুড়ম্।
তাশ্চাভয়াস্ত্রিবৃচ্চূর্ণাৎ তৈলাচ্চাপি চতুঃপলম্॥
পলমেকং কণাশুণ্ঠ্যোঃ সিদ্ধে লেহে চ শীতলে।
ততো লেহপলং লীঢ়া জগ্ধ্বা চৈকাং হরীতকীম্॥
সুখং বিরিচ্যতে স্নিগ্ধো দোষপ্রস্থমনাময়ঃ॥
প্লীহ শ্বয়থু গুল্মার্শো হৃৎ পাণ্ডু গ্রহণীগদাঃ।
শাম্যন্ত্যুৎক্লেশ বিষমজ্বর কুষ্ঠান্যরোচকাঃ॥

শ্লথ পোটলীবদ্ধ হরীতকী ২৫ টা, দন্তীমূল ২৫ পল, চিতামূল ২৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই ক্বাথজলে ২৫ পল পুরাতন গুড় গুলিয়া ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত পূর্ব্বোক্ত হরীতকী

২৫ টা তিলতৈল ৪ পলে ভাজিয়া পাক করিবে। আসন্নপাকে তেউড়ীচূর্ণ ৪ পল, পিঁপুলচূর্ণ ৪ তোলা ও শুঁঠচূর্ণ ৪ তোলা এই সমস্ত প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ৪ পল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। সেবনের মাত্রা ২ তোলা ও ১টী হরীতকী। ইহা দ্বারা বিরেচন হইয়া গুল্ম, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি অনেক রোগ নষ্ট হয়।

রসায়নামৃতলৌহম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং জীরকদ্বয়ম্।
যমানীদ্বয় ভূনিম্বং ত্রিবৃদ্ দন্তী চ নিম্বকম্॥
সর্ব্বেষাং কার্ষিকং ভাগং সৈন্ধবং কর্ষমভ্রকম্।
খণ্ডস্য ষোড়শপলং প্রস্থঞ্চ ত্রিফলাজলম্॥
জম্বীরাণাং রসং দদ্যাৎ পলষোড়শকং তথা।
পাচ্যং সর্ব্বং প্রযত্নেন লৌহং দত্ত্বা পলদ্বয়ম্॥
সিদ্ধে পাকে পুনর্দেয়ং ঘৃতং পলচতুষ্টয়ম্।
সর্ব্বরোগেষু সংযোজ্যং মহামৃতরসায়নম্॥
গুল্মং পঞ্চবিধং হন্তি যকৃৎ প্লীহোদরাণি চ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং জীর্ণজ্বরং তথা।
রোগান্ সর্ব্বান্নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

চিনি ১৬ পল। পাকার্থ মিলিত ত্রিফলা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। গোঁড়ালেবুর রস ১৬ পল, যথাবিধানে পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, চিরাতা, তেউড়ী, দন্তীমূল, নিম্বছাল, সৈন্ধব ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা, লৌহ ২ পল, ঘৃত ৪ পল, এই সমুদায় দ্রব্য প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে গুল্মাদি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়।

গুল্মকালানলো রসঃ।

পারদং গন্ধকং তালং তাম্রকং টঙ্গনং সমম্।
তোলদ্বয়মিতং ভাগং যবক্ষারঞ্চ তৎসমম্॥
মুস্তকং পিপ্পলী শুণ্ঠী মরিচং গজপিপ্পলী।
হরীতকী বচা কুষ্ঠং তোলৈকং চূর্ণয়েৎ সুধীঃ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং পাত্রে ভাবনা ক্রিয়তে ততঃ।
পর্পটং মুস্তকং শুণ্ঠ্যপামার্গং পাপচেলিকম্॥
ততঃ পুনশ্চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ সর্ব্বগুল্মনিবারণম্।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ং খাদেদ্ধরীতক্যনুপানতঃ॥
বাতিকং পৈত্তিকং গুল্মং শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
দ্বন্দ্বজং বিনিহন্ত্যাশু বাতগুল্মং বিশেষতঃ।
শ্রীমদ্গগননাথেন নির্ম্মিতো বিশ্বসম্পদে॥

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, তাম্র, সোহাগা ও যবক্ষার প্রত্যেক ২ তোলা, মুতা, পিঁপুল, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, হরীতকী, বচ ও কুড় প্রত্যেক ১ তোলা। এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া ক্ষেত-পাপড়া, মুতা, শুঁঠ, আপাঙ্গ ও আকনাদি ইহাদের কাথে ভাবনা দিয়া শুকাইয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান হরীতকীর জল। ইহাতে সকল প্রকার গুল্ম বিনষ্ট হয়।

বৃহদ্গুল্মকালানলো রসঃ।

অভ্রং লৌহং রসং গন্ধং টঙ্গনং কটুকং বচাম্।
দ্বিক্ষারং সৈন্ধবং কুষ্ঠং ত্র্যূষণং সুরদারু চ॥
পত্রমেলাং ত্বচং নাগং খাদিরং সারমেব চ।

গৃহীত্বা সমভাগেন শ্লক্ষ্ণচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ।
জয়ন্তী চিত্রকোম্মত্ত কেশরাজদলং তথা।
নিষ্পীড্য স্বরসং নীত্বা ভাবয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
চতুর্গুঞ্জা প্রমাণেন বটিকাঃ কারয়েত্ততঃ।
উত্থায় ভক্ষয়েৎ প্রাতরনুপানং জলং পয়ঃ।
গুল্মং পঞ্চবিধং হন্তি যকৃৎপ্লীহোদরাণি চ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথঞ্চৈব সুদারুণম্।
হলীমকং রক্তপিত্তং মন্দাগ্নিমরুচিং তথা।
গ্রহণীং মার্দ্দবং কার্শ্যং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্।

অভ্র, লৌহ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, কটকী, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, কুড়, ত্রিকটু, দেবদারু, তেজপত্র, এলাইচ, গুড়ত্বক্, নাগেশ্বর ও খদির প্রত্যেক সমভাগে চূর্ণ ও মর্দ্দন করিয়া জয়ন্তী, চিতা, ধুতূরা ও কেশুরিয়া ইহাদের পত্রের রসে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে সেবনীয়। অনুপান জল বা দুগ্ধ। ইহা দ্বারা গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

মহাগুল্মকালানলো রসঃ।

গন্ধকং তালকং তাম্রং তথৈব তীক্ষ্ণলৌহকম্।
সমাংশং মর্দ্দয়েৎ গাঢ়ং কন্যানীরেণ যত্নতঃ।
সংপুটং কারয়েৎ পশ্চাৎ সন্ধিলেপঞ্চ কারয়েৎ।
ততো গজপুটং দত্ত্বা স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
সর্ব্বগুল্মং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।

গন্ধক, হরিতাল, তাম্র, তীক্ষ্ণলৌহ, সমানাংশে গ্রহণ করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে এবং পুটবদ্ধ করিয়া গজপুট প্রদান করিবে। শীতল হইলে ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিয়া আদার রস অনুপান করিবে। ইহা সর্ব্ববিধ গুল্মঘ্ন।

শিখিবাড়বো রসঃ।

মারিতং তাম্র সূতাভ্র গন্ধকং মাক্ষিকং সমম্।
মর্দ্দয়েচ্চিত্রকদ্রাবৈর্যবক্ষারযুতং দিনম্।
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং নাগবল্লীদলেন চ।
বাতগুল্মহরঃ খ্যাতো রসোঽয়ং শিখিবাড়বঃ।

তাম্র, পারদ, অভ্র, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও যবক্ষার প্রত্যেক সমভাগ। চিতার রসে ১ দিন মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান পানের রস। ইহা সেবন করিলে বাতগুল্ম পীড়া সত্বর উপশমিত হয়।

নাগেশ্বররসঃ।

শুদ্ধসূতস্তথা গন্ধো নাগবঙ্গৌ মনঃশিলা।
নিশাদলঞ্চ ত্রিক্ষারং লৌহং শুল্বং তথাভ্রকম্॥
এতানি সমভাগানি স্নুহীক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ।
চিত্রকং বাসকং দন্তীকাথেনৈকেন মর্দ্দয়েৎ।
দিনৈকন্তু প্রযত্নেন রসো নাগেশ্বরো মতঃ।
গুল্ম প্লীহ পাণ্ডু শোথমাধ্মানঞ্চ বিনাশয়েৎ॥
ভক্ষয়েন্মাষমেকন্তু পর্ণখণ্ডেন গুল্মবান্।

পারদ, গন্ধক, সীসা, বঙ্গ, মনঃশিলা, নিশাদল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, লৌহ, তাম্র ও অভ্র, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া সিজের আটায় মর্দ্দন করিবে। পরে চিতা, বাসক ও দন্তী এই তিন দ্রব্যের একত্র কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দারা ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক মাষকলায়

প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। পানের সহিত সেব্য। ইহা দ্বারা গুল্ম প্রভৃতি অনেক রোগ উপশমিত হয়।

গুল্মবজ্রিণী বটিকা।

রসগন্ধকতাম্রাণি কাংস্যং টঙ্গণতালকে।
প্রত্যেকং পলিকং গ্রাহ্যং মর্দ্দয়েদতিযত্নতঃ॥
তদ্‌যথাগ্নিবলং খাদেদ্‌ রক্তগুল্মপ্রশান্তয়ে।
নির্ম্মিতা নিত্যনাথেন বটিকা গুল্মবজ্রিণী॥
গুল্মপ্লীহোদরাষ্ঠীলা যকৃদানাহনাশিনী।
কামলাপাণ্ডুরোগঘ্নী জ্বরশূলবিনাশিনী॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাংস্য, সোহাগা, হরিতাল, প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। রোগীর অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিলে গুল্ম, প্লীহা, উদর, অষ্ঠীলা, যকৃৎ, আনাহ, কামলা, পাণ্ডু, জ্বর ও শূল প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

অভয়া বটী।

অভয়া মরিচং কৃষ্ণা টঙ্গণঞ্চ সমাংশকম্।
সর্ব্বচূর্ণসমঞ্চৈব দত্ত্বাৎ কানকজং ফলম্॥
স্নুহীক্ষীরৈর্বটী কার্য্যা যথা স্বিন্নকলায়বৎ।
বটীদ্বয়ং শিবামেকাং পিষ্ট্বা চোষ্ণাম্বুনা পিবেৎ।
উষ্ণাদ্বিরেচয়েদেষা শীতে স্বাস্থ্যমুপৈতি চ।
জীর্ণজ্বরং পাণ্ডুরোগ প্লীহাষ্ঠীলোদরাণি চ।
রক্তপিত্তাম্লপিত্তাদি সর্ব্বাজীর্ণং বিনাশয়েৎ॥

হরীতকী, মরিচ, পিপ্পলী, সোহাগা, প্রত্যেক তুল্য ভাগ, সমুদায়ের তুল্য জয়পালবীজ মিশ্রিত করিয়া সীজদুগ্ধে মর্দ্দন করতঃ স্বিন্ন কলায় সদৃশ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার ২ বটী ও হরীতকী পেষণ করিয়া উষ্ণ জল সহ পান করিয়া উষ্ণ প্রক্রিয়া করিলে বিরেচন হইবে শীতক্রিয়াতে স্বাস্থ্যলাভ হইবে। ইহা গুল্মঘ্ন।

গুল্মশার্দ্দূলো রসঃ।

রসং গন্ধং শুদ্ধলৌহং গুগ্‌গুলোঃ পিপ্পলী পলম্।
ত্রিবৃতা বালকং শুণ্ঠী শটী ধান্তক জীরকে।
প্রত্যেকং পলিকং গ্রাহ্যং পলার্দ্ধং কানকং ফলম্।
সংচূর্ণ্য বটিকা কার্য্যা ঘৃতেন বল্লমানতঃ॥
বটীদ্বয়ং ভক্ষয়েচ্চার্দ্রকোষ্ণাম্বু পিবেদনু।
হন্তি প্লীহযকৃৎগুল্ম কামলোদরশোথকম্।
বাতিকং পৈত্তিকং গুল্মং শ্লৈষ্মিকং রৌধিরস্তথা।
রসোঽয়ং গুল্মশার্দ্দূলো গহনানন্দভাষিতঃ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, গুগ্‌গুল, পিপ্পলী, তেউড়ী, বালা, শুণ্ঠী, শটী, ধনিয়া ও জীরা প্রত্যেক ১ পল, জয়পাল ৪ তোলা, এই সমুদায় ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। অনুপান আদা ও উষ্ণ জল। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, পাণ্ডু, কামলা, শোথ ও উদর প্রভৃতি উৎকট ব্যাধি সত্বর প্রশমিত হয়।

প্রাণবল্লভো রসঃ।

লৌহং তাম্রং বরাটঞ্চ তুত্থং হিঙ্গু ফলত্রিকম্।
স্নুহীমূলং যবক্ষারং জৈপালং টঙ্কনং ত্রিবৃৎ।
প্রত্যেকং পলিকং গ্রাহ্যং ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ।
চতুর্গুঞ্জাং বটীং খাদেদ্বারিণা মধুনাপি বা॥

প্রাণবল্লভনামায়ং গহনানন্দভাবিতঃ।
নিহন্তি কামলাং পাণ্ডুং মেহং হিক্কাং বিশেষতঃ।
অসাধ্যং সন্নিপাতঞ্চ গুল্মং রুধিরসম্ভবম্।
বাতরক্তঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ কণ্ডুং বিস্ফোটকাপচীম্।

লৌহ, তাম্র, কড়িভস্ম, তুঁতিয়া, হিঙ্গু, ত্রিফলা, সীজমূল, যবক্ষার, জয়পাল, সোহাগা ও তেউড়ী, প্রত্যেক ১ পল গ্রহণ করিয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করতঃ ৪ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। পরে মধু কিংবা জলের সহিত সেবন করিবে। ইহা নিয়মিতরূপে সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক গুল্ম, পাণ্ডুরোগ, কামলা, মেহ, হিক্কা, কুষ্ঠরোগ, বাতরক্ত, কণ্ডু ও বিস্ফোটক প্রভৃতি দুঃসাধ্য পীড়া সকল অল্পকাল মধ্যেই উপশমিত হইয়া থাকে।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং গুল্মাধিকারঃ।

ছর্দ্দ্যধিকারঃ।

আমাশয়োৎক্লেশভবা হি সর্ব্বাঃ
ছর্দ্দ্যো মতা লঙ্ঘনমেব তস্মাৎ।
প্রাক্ কারয়েন্মারুতজাং বিমুচ্য
সংশোধনং বা কফপিত্তহারি।

(অত্র লঙ্ঘনমল্পদোষবিষয়ং সংশোধনং বহুদোষবিষয়মিতি ব্যবস্থা। সংশোধনমত্র বিরেচনম্)।

আমাশয়ের উৎক্লেশ হেতু বমন হইয়া থাকে, অতএব বমনরোগে প্রথমে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য। দোষের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে প্রথমে কফপিত্তনাশক বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। বায়ুজন্য বমিতে সংশোধন নিষিদ্ধ।

চন্দনেনাক্ষমাত্রেণ সংযোজ্যামলকীরসম্।
পিবেন্মাক্ষিকসংযুক্তং ছর্দ্দিস্তেন নিবর্ত্ততে।
চন্দনমত্র শ্বেতমিতি ভানুদাসঃ)।

শ্বেতচন্দন ২ তোলা ও আমলকীর রস ২ তোলা একত্র করিয়া কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বমন রোগ নিবারণ হয়।

হন্যাৎ ক্ষীরোদকং পীতং ছর্দ্দিং পবনসম্ভবাম্।
সসৈন্ধবং পিবেৎ সর্পির্বাতচ্ছর্দ্দিনিবারণম্॥

বাতপ্রধান ছর্দ্দিরোগে সমানাংশ জল মিশ্রিত দুগ্ধ কিংবা সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত ঘৃত পান করিবে।

মুদ্গামলকযূষং বা সসর্পিষ্কং সসৈন্ধবম্।
যবাগূং মধুমিশ্রাং বা পঞ্চমূলীকৃতাং পিবেৎ।

মুগ ও আমলকী দ্বারা যূষ পাক করিয়া ঘৃতসম্ভার ও সৈন্ধব মিশ্রিত করতঃ পান করিবে। অথবা পঞ্চমূলীর ক্বাথে যবাগূ প্রস্তুত করিয়া মধু সহ পান করিলেও ছর্দ্দিরোগ বিনষ্ট হয়।

পিত্তাত্মিকায়াং ত্বনুলোমনার্থং
দ্রাক্ষাবিদারীক্ষুরসৈস্ত্রিবৃৎ স্যাৎ।
কফাশয়স্থং ত্বতিমাত্রবৃদ্ধং
পিত্তং জয়েৎ স্বাদুভিরূর্দ্ধমেব॥
শুদ্ধস্য কালে মধুশর্করাভ্যাং
লাজৈশ্চ মন্থং যদি বাপি পেয়াম্।
প্রদাপয়েন্মুদ্গরসেন বাপি
শাল্যোদনং জাঙ্গলজৈ রসৈর্বা॥

পিত্তপ্রধান ছর্দ্দিরোগে অনুলোমার্থ দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুরসের সহিত তেউড়ীচূর্ণ সেবন করিবে এবং দ্রাক্ষাদি সুস্বাদু দ্রব্য সেবন করিয়া কফাশয়স্থ অতি প্রবৃদ্ধ পিত্ত বমন করিলেও ছর্দ্দি-রোগ বিনষ্ট হয়।

ছর্দ্দিরোগে বমন বিরেচন দ্বারা শরীর ভালরূপ শুদ্ধ হইলে, যথাসময়ে মধু ও শর্করার সহিত লাজমণ্ড কিংবা পেয়া, অথবা মুদ্গযূষ অথবা শালি-ধান্যের অন্ন জাঙ্গলপশুর মাংসরসের সহিত আহার করিতে দিবে।

চন্দনং স্বমৃণালঞ্চ বালকং নাগরং বৃষম্।
সতণ্ডুলোদকক্ষৌদ্রৈঃ পীতঃ কল্কো বমিং জয়েৎ ॥

রক্তচন্দন, বেণার মূল, বালা, শুঁঠ ও বাসক; ইহাদিগের উপযুক্ত পরিমাণ কল্ক তণ্ডুলোদক ও মধুর সহিত পান করিলে ছর্দ্দিরোগ বিনষ্ট হয়।

ক্বাথঃ পর্পটজঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রশ্ছর্দ্দিনাশনঃ।

ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া মধু ৪ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমি নিবারণ হয়।

হরীতকীনাং চূর্ণন্ত লিহ্যান্মাক্ষিকসংযুতম্।
অধোভাগীকৃতে দোষে ক্ষিপ্রং বান্তির্নিবর্ত্ততে ॥

মধুর সহিত হরীতকীচূর্ণ ভক্ষণ করিলে বিরেচন হইয়া বমি নিবারণ হয়।

কষায়ো ভৃষ্টমুদ্গস্য সলাজ মধু শর্করঃ।
ছর্দ্দ্যতীসার তৃড়্দাহ জরঘ্নঃ সম্প্রকাশিতঃ ॥

ভাজা মুগ ১ পল, জল ২ সের, শেষ ২ পল। খইচূর্ণ ২ পল ও কিঞ্চিৎ মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া এই জল পান করিলে বমি, অতীসার, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর নিবারণ হয়।

গুড়ূচীত্রিফলারিষ্টপটোলৈঃ ক্বথিতং পিবেৎ।
ক্ষৌদ্রযুক্তং নিহন্ত্যাশু ছর্দ্দিং পিত্তাম্লসম্ভবাম্ ॥

গুলঞ্চ, ত্রিফলা, নিমছাল ও পটোল-পত্র; ইহারা সমুদায়ে ২ তোলা, উত্তম-রূপ কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথে মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে, অম্লপিত্তসম্ভূত ছর্দ্দিরোগ বিনষ্ট হয়।

কফাত্মিকায়াং বমনং প্রশস্তং
সপিপ্পলী সর্ষপ নিম্বতোয়ৈঃ।
পিণ্ডীতকৈঃ সৈন্ধব সম্প্রযুক্তৈঃ
ছর্দ্দ্যাং কফামাশয়শোধনার্থম্ ॥

কফজ বমনে, নিম্বছালের ক্বাথে পিপ্পলী, সৈন্ধব ও সর্ষপ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইয়া বমন করাইবে, অথবা মদনফল সৈন্ধবসংযুক্ত করিয়া কফপূর্ণ আমাশয় শোধনার্থ প্রয়োগ করিবে।

বিড়ঙ্গত্রিফলাবিশ্ব চূর্ণং মধুযুতং জয়েৎ।
বিড়ঙ্গপ্লবশুণ্ঠীনামথবা শ্লেষ্মজাং বমিম্ ॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও শুঁঠ; ইহাদিগের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত অথবা বিড়ঙ্গ, কৈবর্ত্তমুস্তক ও শুঁঠ; ইহাদের চূর্ণ সেবন করিলেও শ্লেষ্মজন্য ছর্দ্দিরোগ বিনষ্ট হয়।

সজাম্ববং বা বদরস্য চূর্ণং
মুস্তাযুতাং কর্কটকস্য শৃঙ্গীম্।
দুরালভাং বা মধুসম্প্রযুক্তাং
লিহ্যাৎ কফচ্ছর্দ্দিবিনিগ্রহার্থম্ ॥

জামের আঁটির শাঁস ও কুলের আঁটির শাঁস সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিবে, অথবা কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মুতা মধুর সহিত কিংবা দুরালভা মধু-সংযুক্ত করিয়া লেহন করিবে। ইহা দ্বারা কফপ্রধান ছর্দ্দিরোগের নিবৃত্তি হয়।

তর্পণং বা মধুযুতং তিসৃণামপি ভেষজম্।
কৃতং গুড়ূচ্যা বিধিবৎ কষায়ং হিমসংজ্ঞিতম্।
তিসৃষ্বপি ভবেৎ পথ্যং মাক্ষিকেণ সমাযুতম্॥

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক ত্রিবিধ ছর্দ্দিরোগেই তর্পণ (তোয়াপ্লুত শক্তু) ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং গুড়ূচী দ্বারা শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া ত্রিবিধ ছর্দ্দি-রোগে পথ্য বিধান করিবে।

দ্রব্যাদাপোত্থিতাত্তোয়ে প্রতপ্তে নিশিসংস্থিতাৎ
কষায়ো যোঽভিনির্যাতি স শীতঃ সমুদাহৃতঃ।
ষড্ভিঃ পলৈশ্চতুর্ভির্বাসলিলাৎ শীতফাণ্টয়োঃ
আপ্লুতং ভেষজপলং রসাখ্যেদং পলদ্বয়ম্॥

শীতকষায় প্রস্তুতপ্রণালী; যথা যে বস্তুর শীতকষায় প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই বস্তু কুট্টিত করতঃ উষ্ণজলে এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিয়া পর দিবস বস্ত্রপূত করিয়া লইবে। ইহাতে যে কষায় নির্ম্মিত হয়, লোকে তাহাকেই শীতকষায় বলে।

শীতকষায় ও ফাণ্ট প্রস্তুত করিতে হইলে ৬ পল কিংবা ৪ পল জলে ঔষধ ১ পল ভিজাইয়া রাখিবে এবং ঘন রস করিতে হইলে ২ পল অর্থাৎ ১৬ তোলা দ্রব্য নিক্ষেপ-করিবে।

শ্রীফলস্য গুড়ূচ্যা বা কষায়ো মধুসংযুতঃ।
পেয়ঃ ছর্দ্দিত্রয়ে শীতো মূর্ব্বা বা তণ্ডুলাম্বুনা॥

বিল্বমূল বা গুলঞ্চের কষায় প্রস্তুত করতঃ শীতল হইলে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। কিংবা তণ্ডুলোদকের সহিত মূর্ব্বার কষায় পান করিবে। ইহা দ্বারা ত্রিদোষজ ছর্দ্দিরোগ সত্বর নিবারিত হয়।

জম্বাম্রপল্লবগবেধুক ধান্যসেব্য
হ্রীবেরবারি মধুনা পিবতোঽল্পমল্পম্।
ছর্দ্দিঃ প্রয়াতি শমনং ত্রিসুগন্ধিযুক্তা
লীঢ়া নিহন্তি মধুনাথ দুরালভা বা॥

জাম ও আমের পল্লব, গোয়ালিয়া-লতা, ধনিয়া, বেণার মূল ও বালা; ইহাদিগের শীতকষায় মধুর সহিত অল্প অল্প মাত্রায় বারংবার পান করিবে। অথবা দুরালভা, দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র; ইহাদিগের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে। ইহা দ্বারা ছর্দ্দিরোগ সত্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

জাতীধাত্রী।

জাতীরসঃ কপিত্থস্য পিপ্পলী মরিচান্বিতঃ।
ক্ষৌদ্রেণ যুক্তঃ শময়েল্লেহোঽয়ং ছর্দ্দিমুল্বণাম্॥
(অত্র জাতী আমলকী)।

আমলকীর রস ১ তোলা ও কয়েত-বেলের রস ১ তোলা, কিঞ্চিৎ পিঁপুল-চূর্ণ, মরিচচূর্ণ ও মধুসংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে প্রবল বমি প্রশমিত হয়।

কোলামলকমজ্জানৌ মক্ষিকাবিট্সিতা মধু।
সকৃষ্ণাতণ্ডুলো লেহশ্ছর্দ্দিমাশু নিযচ্ছতি॥

বদরীবীজের ও আমলকীবীজের শাঁস, মাছির বিষ্ঠা, চিনি ও পিঁপুলের চাউল; ইহাদিগের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে শীঘ্র বমন প্রশমিত হইয়া থাকে।

যষ্ট্যাহ্বং চন্দনোপেতং সম্যক্‌ক্ষীরপ্রপেষিতম্।
তেনৈবালোড্য পাতব্যং রুধিরচ্ছর্দ্দিনাশনম্॥

উপযুক্ত পরিমাণ যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপ পেষণ ও তৎসহ আলোড়ন করিয়া পান করিলে রক্ত বমন প্রশমিত হয়।

লাজা কপিত্থ মধু মাগধিকোষণানাং
ক্ষৌদ্রাভয়া ত্রিকটু ধান্যক জীরকাণাম্।
পথ্যামৃতা মরিচ মাক্ষিক পিপ্পলীনাং
লেহাস্ত্রয়ঃ সকলবম্যরুচিপ্রশাস্ত্যৈ॥

খইচূর্ণ, কয়েতবেলের শস্য, মধু, পিঁপুল ও মরিচ। মধু, হরীতকী, ত্রিকটু, ধনিয়া ও জীরা। হরীতকী, গুড়ূচী, মরিচ, মধু ও পিপ্পলী এই তিন প্রকার অবলেহ সেবনে সকল প্রকার বমি ও অরুচি নিবারণ করে।

এলাদিচূর্ণম্।

এলা লবঙ্গ গজকেশর কোলমজ্জ
লাজ প্রিয়ঙ্গু ঘন চন্দন পিপ্পলীনাম্।
চূর্ণানি মাক্ষিক সিতাসহিতানি লীঢ়া
ছর্দ্দিং নিহন্তি কফ মারুত পিত্তজাঞ্চ।

এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুল আঁটির শস্য, খই, প্রিয়ঙ্গু, মুতা, রক্তচন্দন ও পিঁপুল প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া চিনি ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে বমি নিবারণ হয়।

অশ্বত্থবল্কলং শুষ্কং দগ্ধং নির্বাপিতং জলে।
তজ্জলং পানপাত্রেণ ছর্দ্দিমাশু ব্যপোহতি।

অশ্বত্থের শুষ্ক ছাল পোড়াইয়া কোন পাত্রস্থ জলে ফেলিয়া নিবাইবে। পরে ঐ জল ছাঁকিয়া পান করিলে শীঘ্র বমি নিবারণ হয়।

পদ্মকামৃতনিম্বানাং ধান্যচন্দনয়োঃ পচেৎ।
কল্কে কাথে চ হবিষঃ প্রস্থং ছর্দ্দিনিবারণম্।
তৃষ্ণারুচিপ্রশমনং দাহজ্বরহরং পরম্॥

পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, নিম, ধনে ও চন্দন ইহাদের কাথে এবং কল্কে ৪ সের ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, অরুচি, জ্বর ও দাহ রোগের শান্তি হয়।

বৃষধ্বজরসঃ।

শুদ্ধং রসং গন্ধকঞ্চ লৌহমেব সমাংশকম্।
মধুকং চন্দনং ধাত্রী সূক্ষ্মৈলা সলবঙ্গকম্।
টঙ্গনং পিপ্পলী মাংসী তুল্যং পারদসম্মিতম্।
বিদারীক্ষুরসাভ্যাঞ্চ মর্দ্দয়েদ্দিনসপ্তকম্।
সংশোষ্য মর্দ্দয়েদ্ যামং ছাগীদুগ্ধেন যত্নতঃ।
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং বিদারীরসসংযুতম্॥
বাতাত্মিকাং পিত্তযুতাং ছর্দ্দিং হন্তি সশোণিতাম্।
বৃষধ্বজরসো নাম বৃষধ্বজবিনির্ম্মিতঃ।

শোধিত পারদ, গন্ধক, লৌহ, যষ্টিমধু, চন্দন, আমলকী, ছোট এলাইচ, লবঙ্গ, সোহাগা, পিঁপুল ও জটামাংসী, এই সকল দ্রব্য সমভাগ; ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুর রসে পৃথক্ পৃথক্ ৭ দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ছাগীদুগ্ধে ১ প্রহর মর্দ্দন

করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ছর্দ্দি বিনষ্ট হয়।

রসেন্দ্রঃ।

অজাজীধান্যকৃষ্ণাভিঃ সক্ষৌদ্রাভিঃ কটুত্রিকৈঃ।
এভিঃ সার্দ্ধং ভস্ম সূতং সেব্যং বান্তিপ্রশান্তয়ে॥

জীরা, ধনিয়া, পিঁপুল, মধু, ত্রিকটু ও রসসিন্দূর সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে বমির শান্তি হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং ছর্দ্দ্যধিকারঃ।

তৃষ্ণাধিকারঃ।

তৃষ্ণায়াং পবনোত্থায়াং সগুড়ং দধি শস্যতে।
রসাশ্চ বৃংহণাঃ শীতা গুড়ূচ্যা রস এব বা॥

বায়ুজন্য তৃষ্ণায় গুড়সংযুক্ত দধি, শীতল ও পুষ্টিকারক রস এবং গুলঞ্চের রস পান ব্যবস্থেয়।

পিত্তজায়াং তু তৃষ্ণায়াং পক্কোডুম্বরজো রসঃ।
তৎকাথো বা হিমস্তদ্বৎ সারিবাদিগণাম্বু বা॥

পৈত্তিক তৃষ্ণাতে পাকা ডুমুরের রস বা কাথ সেবনীয়। অথবা সারিবাদিগণ অর্থাৎ অনন্তমূল, যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীফল, মউল-ফুল ও বেণার মূল এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা। জল ॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া। প্রাতে ছাঁকিয়া পান করিবে।

লাজোদকং মধুযুতং শীতং গুড়বিমর্দ্দিতম্।
কাশ্মর্য্যং শর্করাযুক্তং পিবেত্তৃষ্ণার্দ্দিতো নরঃ॥

খই অর্দ্ধ পোয়া, ১ সের উষ্ণ জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে ছাঁকিয়া লইয়া মধু ৪ মাষা, গুড় ৪ মাষা, গাম্ভারীফলচূর্ণ ৪ মাষা ও চিনি ৪ মাষা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

বিম্বাঢ়কী ধাতকি পঞ্চকোল
দর্ভেষু সিদ্ধং কফজাং নিহন্তি।
হিতং ভবেচ্ছর্দ্দনমেব চাত্র
তপ্তেন নিম্বপ্রসবোদকেন॥

বেলশুঁঠ, অড়রপত্র, ধাইফুল, পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ ও কুশের মূল এই সকল দ্রব্য ষড়ঙ্গপানীয়ের প্রণালী অনুসারে বা কাথ বিধি অনু-সারে সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইলে ককজ তৃষ্ণা নিবারণ হয়। কফজ তৃষ্ণায় নিম্বপত্র জলে সিদ্ধ করিয়া সেই উষ্ণ জল পান করাইয়া বমন করাইলে উপকার হয়।

পঞ্চাঙ্গকাঃ পঞ্চগণা য উক্তা-
স্তেষম্বুসিদ্ধং প্রথমে গণে বা।
পিবেৎ সুখোষ্ণং মনুজোঽল্পমাত্রং
তৃষ্ণোপরোধং ন কদাপি কুর্য্যাৎ॥

সুশ্রুতোক্ত পঞ্চাঙ্গ পঞ্চগণের প্রত্যেকের অথবা প্রথমোক্ত বিদারী-গন্ধাদিগণের অর্দ্ধশৃত কষায় প্রস্তুত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে অল্প অল্প করিয়া বারংবার পান করিবে। তৃষ্ণার উপরোধ করা বিধেয় নয়।

পিত্তোত্থিতাং পিত্তহরৈর্ব্বিপক্কং
নিহন্তি তোয়ং পয় এব বাপি ॥

পিত্তজন্য তৃষ্ণারোগে, পিত্তাপহারক কাকোলী প্রভৃতির সহিত বিপক্ক জল কিংবা উক্ত কাকোলী প্রভৃতির সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিতে দিবে।

কাশ্মর্য্যঃ শর্করাযুক্তং চন্দনোশীরপদ্মকম্।
দ্রাক্ষামধুকসংযুক্তং পিত্ততর্ষে জলং পিবেৎ ॥

পিত্তজন্য তৃষ্ণারোগে, গাম্ভারী, শর্করা, রক্তচন্দন, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধু, এই সকল ঔষধের শীতকষায় পান করিবে। অন্য মতে উক্ত ঔষধ সকলের কল্ক শীতল জল সহযোগে পান করিবে।

স্যাজ্জীবনীয়সিদ্ধং ক্ষীরঘৃতং বা পিত্তজে তর্ষে।
তদ্বদ্ দ্রাক্ষাচন্দনখর্জ্জূরোশীর মধুযুক্তং তোয়ম্ ॥

দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, খর্জ্জূর, বেণার মূল এই সকল ঔষধ দ্বারা শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পিত্তজন্য তৃষ্ণারোগে পান করিবে।

জীবনীয় অর্থাৎ জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীর-কাকোলী, যষ্টিমধু, জীবন্তী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি; এই সকলের সহিত পক্ক দুগ্ধো-থিত ঘৃত পান করিলে, বাতজ ও পিত্তজ তৃষ্ণারোগের শান্তি হয়।

সশারিবাদৌ তৃণপঞ্চমূলে
তথোৎপলাদৌ মধুরে গণে বা।
কুর্য্যাৎ কষায়াংশ্চ তথৈব যুক্তান্
মধূকপুষ্পাদিষু চাপরেষু ॥

সারিবাদিগণ অর্থাৎ গোজিয়া, যষ্টি-মধু, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, পদ্ম, গাম্ভারীফল ও খর্জ্জূর; তৃণপঞ্চ-মূল ইহাদের মূল, উৎপলাদিগণ ও মধুর গণ এই চতুর্ব্বিধগণের কষায় অথবা মধূক পুষ্পাদিগণের যথারীতি শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া পিত্তজ তৃষ্ণায় পান করিতে দিবে।

সজীরকাণ্যার্দ্রক শৃঙ্গবের
সৌবর্চ্চলান্যর্দ্ধ জলপ্লুতানি।
মদ্যানি হৃদ্যানি চ গন্ধবন্তি
পীতানি সদ্যঃ শময়ন্তি তৃষ্ণাম্ ॥

জীরা, আদা ও সৌবর্চ্চল প্রক্ষেপিত, অর্দ্ধ জলপ্লুত ও সুগন্ধবিশিষ্ট মদ্য পান করিলে, অতি সত্বর তৃষ্ণা প্রশমিত হইয়া থাকে।

ক্ষতোত্থিতাং রুগ্ বিনিবারণেন
জয়েদ্রসানামসৃজশ্চ পানৈঃ।
ক্ষয়োত্থিতাং ক্ষীরজলং নিহন্যাৎ
মাংসোদকং বাথ মধূদকং বা ॥

ক্ষতজ তৃষ্ণায় ক্ষতনিবারক ঔষধ সেবন এবং মাংসের যূষ বা রক্ত পান করাইবে এবং ক্ষয়জন্য তৃষ্ণায় দুগ্ধ-মিশ্রিত জল, মাংসরস বা মধুমিশ্রিত জল পান করিতে দিবে।

গুর্ব্বন্নজামুল্লিখনৈর্জ্জয়েত্তু
ক্ষয়াদৃতে সর্ব্বকৃতাঞ্চ তৃষ্ণাম্ ॥

গুরুপাক অন্ন ভোজনজনিত তৃষ্ণায় এবং ক্ষয়জ তৃষ্ণা ভিন্ন অন্যবিধ তৃষ্ণায় বমন করাইবে।

অতিরুক্ষ দুর্ব্বলানাং তর্ষং শময়েন্ নৃণামিহাশু পয়ঃ।
ছাগো বা ঘৃতভৃষ্টঃ শীতো মধুরো রসো হৃদ্যঃ ॥

অতিশয় রুক্ষদেহ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির তৃষ্ণায়, দুগ্ধ এবং মধুর রস দ্বারা পাচিত ঘৃতভৃষ্ট ছাগমাংসের শীতল যূষ পান ব্যবস্থেয়।

গোস্তনেক্ষু রস ক্ষীর যষ্টীমধু মধূৎপলৈঃ।
নিয়তং নস্ততঃ পীতৈস্তৃষ্ণা শাম্যতি দারুণা॥

দ্রাক্ষারস, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, যষ্টিমধুর কাথ, মধু বা সুঁদিফুলের রস, নাসিকা দ্বারা পান করিলে সত্বর অতি প্রবল তৃষ্ণারও শান্তি হয়।

ক্ষীরেক্ষুরস মাধ্বীক ক্ষৌদ্র সীধু গুড়োদকৈঃ।
বৃক্ষাম্লাম্লৈশ্চ গণ্ডূষাস্তালুশোষনিবারণাঃ॥

দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মউল ফুলের মদ্য, মধু, সীধু, গুড়মিশ্রিত জল, মহাদা ও অন্যান্য অম্ল দ্রব্যের রসে গণ্ডূষ গ্রহণ করিলে তালুশোষ নিবারণ হয়।

আম্র জম্বু কষায়ং বা পিবেন্মাক্ষিকসংযুতম্।
ছর্দ্দিং সর্ব্বাং প্রণুদতি তৃষ্ণাঞ্চৈবাপকর্ষতি॥

আম বা জামের কচি পত্র সিদ্ধ করিয়া মধুর সহিত পান করাইলে বমি ও তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

বটশুঙ্গা সিতা লোধ্র দাড়িমং মধুকং মধু।
পিবেৎ তণ্ডুলতোয়েন ছর্দ্দি তৃষ্ণা নিবারণম্॥

বটের ঝুরি, চিনি, লোধকাষ্ঠ, দাড়িম, যষ্টিমধু ও মধু একত্র পেষণ করিয়া তণ্ডুলের জলের সহিত সেবন করিলে বমি ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

তালুশোষে পিবেৎ সর্পির্ঘৃতমণ্ডমথাপি বা।

তালুশোষ উপস্থিত হইলে, ঘৃত কিংবা ঘৃতমণ্ড পান করিবে।

ধান্যাম্লমাস্যবৈরস্যমলদৌর্গন্ধ্যনাশনম্।
তদেবালবণং পীতং মুখশোষহরং পরম্॥

ধান্যাম্ল পান করিলে মুখের বিরসতা ও মলের দুর্গন্ধ নিবারিত হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং ধান্যাম্ল সৈন্ধব লবণের সহিত পান করিলেও মুখশোষের নিবৃত্তি হয়।

বৈশদ্যং জনয়ত্যাস্যে সন্ধহাতি মুখব্রণান্।
দাহতৃষ্ণাপ্রশমনং মধুগণ্ডূষধারণম্॥

এক গণ্ডূষ মধু লইয়া কুলি করিলে মুখের ক্ষত নিবারণ হইয়া মুখ পরিষ্কার হয় এবং দাহ ও তৃষ্ণার শান্তি হয়।

কোলদাড়িমবৃক্ষাম্লচুক্রিকাচুক্রিকারসঃ।
পঞ্চাম্লকোমুখালেপঃ সদ্যস্তৃষ্ণাং নিযচ্ছতি॥

বদরী, দাড়িম, মহাদা, আমরুল ও চুকাপালম্; এই পঞ্চবিধ অম্ল দ্রব্য মুখমধ্যে লেপন করিলে তৃষ্ণারোগের নিবৃত্তি হয়।

কেশরং মাতুলুঙ্গস্য সক্ষৌদ্রং দাড়িমীযুতম্।
ক্ষণমাত্রেণ দুর্ব্বারাং তৃষ্ণাং কবলতো জয়েৎ॥
দাহ তৃষ্ণা প্রশমনং মধু গণ্ডূষ ধারণম্॥

টাবালেবুর পুষ্পের কেশর, মধু ও দাড়িম একত্র মর্দ্দন করিয়া কবল করিলে ক্ষণকাল মধ্যে দুর্নিবার্য্য তৃষ্ণা প্রশমিত হয় এবং মধুর গণ্ডূষ মুখে ধারণ করিলে দাহ ও তৃষ্ণা নিবারণ হইয়া থাকে।

অসঞ্চার্য্যা তু যা মাত্রা গণ্ডূষে সা প্রকীর্ত্তিতা।
সুখং সঞ্চার্য্যতে যা তু সা মাত্রা কবলে হিতা॥

যে পরিমাণে দ্রব্য মুখে পূর্ণ করিলে তাহা সঞ্চালন করিতে পারা যায় না,

তাহাকে গণ্ডূষ কহে, আর যে মাত্রায় গ্রহণ করিলে অনায়াসে চালনা করা যায়, তাহার নাম কবল। অর্থাৎ গণ্ডূষে মুখ সম্যক্‌রূপে পরিপূর্ণ করিতে হয়, কবলের মাত্রা গণ্ডূষের অর্দ্ধেক।

বটশুঙ্গাময় ক্ষৌদ্র লাজ নীলোৎপলৈর্দৃঢ়া।
গুড়িকা বদনস্থস্তা ক্ষিপ্রং তৃষ্ণামুদস্যতি॥

বটের ঝুরি, কুড়, মধু, খই ও নীলোৎপল এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা মুখে রাখিলে শীঘ্র তৃষ্ণা শান্তি হয়।

ওদনং রক্তশালীনাং শীতং মাক্ষিক সংযুতম্।
ভোজয়েত্তেন শাম্যেত ছর্দ্দিস্তৃষ্ণা চিরোত্থিতা॥

দাউদখানি তণ্ডুলের অন্ন শীতল করিয়া মধুর সহিত আহার করাইবে। ইহাতে দীর্ঘকালোৎপন্ন তৃষ্ণা ও বমি উপশমিত হয়।

বারি শীতং মধুযুতমাকণ্ঠাদ্বা পিপাসিতম্।
পায়য়েদ্ বাময়েচ্চাপি তেন তৃষ্ণা প্রশাম্যতি॥

পিপাসিত ব্যক্তিকে আকণ্ঠ মধুসংযুক্ত শীতল জল পান করাইলে বা বমন করাইলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

মূর্চ্ছা ছর্দ্দি তৃষা দাহ স্ত্রী মদ্য ভৃশ কর্ষিতাঃ।
পিবেয়ুঃ শীতলং তোয়ং রক্তপিত্ত মদাত্যয়ে॥

মূর্চ্ছা, বমি, তৃষ্ণা, দাহ ও স্ত্রীসঙ্গম এই সকল দ্বারা অতিশয় ক্ষীণ হইলে শীতল জল পান করা উচিত। রক্তপিত্ত ও মদাত্যয় রোগেও শীতল জল পান ব্যবস্থেয়।

পূর্ব্বামবাতুরঃ সন্ দীন-
স্তৃষ্ণার্দ্দিতো জলং যাচন্।
লভতে ন চেৎ তদায়ং মরণং
প্রাপ্নোতি দীর্ঘবেগং বা॥

যদি মূর্চ্ছারোগজনিত তৃষ্ণায় কাতর হইয়া অতি দীনভাবে জল প্রার্থনা করে, তৎকালে তাহাকে জল না দিলে মূর্চ্ছা দীর্ঘকালস্থায়িনী হয়, অধিক কি মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে।

তৃষিতো মোহমায়াতি
মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু
ন কচিদ্ বারি বার্য্যতে॥
অন্নেনাপি বিনা জন্তুঃ
প্রাণান্ ধারয়তে চিরম্।
তোয়াভাবে পিপাসার্ত্তঃ
ক্ষণাৎ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে॥
অত্যম্বুপানাৎ প্রভবন্তি রোগা
নিরম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ
তস্মাদ্ বুধঃ প্রাণবিবর্দ্ধনার্থং
মুহুর্মুহুর্বারি পিবেদভূরি॥

অধিক তৃষ্ণায় মূর্চ্ছা এবং মূর্চ্ছায় মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারে। অতএব কোন অবস্থাতেই জল নিষিদ্ধ নহে। অন্নাভাবে দীর্ঘকাল জীবন রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু তৃষ্ণার সময় জল না পাইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। তাহা বলিয়া অধিক জল পান করা উচিত নহে, অতিরিক্ত জল পান করিলে নানাবিধ পীড়া উপস্থিত হয় এবং আবশ্যক মত জলের অভাবেও ঐ দোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে জল পান করাইবে।

সক্ষৌদ্রমাত্র জম্বুত্থং পিবেৎ ক্বাথং রসান্বিতম্।
সতৃষ্ণো মধুনা কুর্য্যাদ্ গণ্ডুষান্ শীতলে স্থিতঃ॥
(যত্র কেবল এব রসস্তত্র ভস্মসূতো বোধ্যঃ।)

মধুসংযুক্ত আমছাল ও জামছালের ক্বাথের সহিত রসসিন্দূর সেবন, শীত-শয্যায় শয়নোপবেশনাদি ও মধুগণ্ডূষ ধারণ করিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

যে যোগের মধ্যে গন্ধকের উল্লেখ নাই অথচ রসের উল্লেখ আছে, সেখানে রস শব্দে রসসিন্দূর বুঝিতে হইবে।

মহোদধিরসঃ।

তাম্র চক্রিকয়া বঙ্গং সূতং তালং সতুত্থকম্।
বটাঙ্কুররসৈর্ভাব্যং তৃষ্ণাহৃৎ বল্লমানতঃ॥
সক্ষৌদ্রমাত্র জম্বুত্থং পিবেৎ ক্বাথং পলোন্মিতম্।
সকৃষ্ণং মধুনা কুর্য্যাৎ গণ্ডুষং শীতলে স্থিতম্॥

তাম্র, বঙ্গ, পারদ, হরিতাল ও তুঁতিয়া, এই সমস্ত দ্রব্য বটাঙ্কুরের রসে ভাবনা দিয়া ৩ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা অতি প্রবল ও দুঃসাধ্য তৃষ্ণা সত্বর উপশমিত হয়।

আম ও জামের ক্বাথে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে এবং পিপ্পলী ও মধুর গণ্ডূষ ধারণ করিলে অতি উৎকট তৃষ্ণারোগ নষ্ট হয়।

কুমুদেশ্বররসঃ।

মৃততাম্রস্য ভাগৌ দ্বৌ ভাগৈকং বঙ্গভস্মকম্।
যষ্টিমধুরসৈর্ভাব্যং শুষ্কং মাষার্দ্ধকং শুভম্।
সেব্যঞ্চৈবানুপানেন বক্ষ্যমাণেন ধীমতা॥
চন্দনং শারিবা মুস্তং ক্ষুদ্রৈলা নাগকেশরম্।
সর্ব্বতুল্যাং তথা লাজাং পচেৎ ষোড়শিকৈর্জ্জলৈঃ।
অর্দ্ধশেষং হরেৎ ক্বাথং সিতাক্ষৌদ্রযুতস্তু তৎ।
ছর্দ্দিং তৃষ্ণাং নিহন্ত্যাশু রসোঽয়ং কুমুদেশ্বরঃ॥

তাম্র ২ ভাগ ও বঙ্গ ১ ভাগ উভয়ে যষ্টিমধুর ক্বাথে ৭ বার যথারীতি ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে এবং রক্তচন্দন, অনন্তমূল, মুতা, সূক্ষ্ম এলাইচ ও নাগেশ্বর সমুদায় তুল্য-ভাগে গ্রহণ করিয়া ষোড়শ গুণ জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধভাগাবশেষ করিয়া শর্করা ও মধু মিশ্রিত করতঃ ইহা অনুপান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা প্রবল তৃষ্ণারোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং তৃষ্ণাধিকারঃ।

দাহাধিকারঃ।

যৎ পিত্তজ্বরদাহোক্তং দাহে তৎ সর্ব্বমিষ্যতে।

পিত্তজ্বরজন্য দাহে যে সকল ক্রিয়া লিখিত হইয়াছে, সাধারণ দাহরোগেও তৎসমুদায় ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

শতধৌতঘৃতাভ্যক্তং দিহ্যাদ্বা যবশক্তুভিঃ।
কোলামলকযুক্তৈর্ব্বা ধান্যাম্লৈরপি ধীমতা॥
ছাদয়েত্তস্য সর্ব্বাঙ্গমারণালার্দ্রবাসসা।
লামজ্জেনাথ শুক্তেন চন্দনেনানুলেপয়েৎ॥
চন্দনাম্বুকণস্যন্দি তালবৃন্তোপবীজিতঃ।
সুপ্যাদ্দাহার্দ্দিতোঽম্ভোজকদলীদলসংস্তরে॥
পরিষেকাবগাহেষু ব্যজনানাঞ্চ সেবনে।
শস্যতে শিশিরং তোয়ং তৃষ্ণাদাহপ্রশান্তয়ে॥

শতধৌত ঘৃত যবশক্তু মিশ্রিত করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে দাহ-রোগের শান্তি হয়।

দাহরোগে, কুলের আঁটির শাঁস ও আমলকী কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে এবং বস্ত্র কাঁজিতে আর্দ্র করিয়া তদ্দ্বারা রোগীর সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিলে দাহ শান্তি হয়।

বেণার মূল অথবা শ্বেতচন্দন শুক্ত দ্বারা পেষণ করতঃ রোগীর অঙ্গে লেপন করিবে এবং চন্দনের জলে তালবৃন্ত ভিজাইয়া রোগীকে ব্যজন করিবে। অথবা পদ্ম বা কদলীপত্রসংস্তরে শয়ন করাইয়া রাখিবে। তৃষ্ণা ও দাহ প্রশমনার্থ পরিষেক, অবগাহন ও ব্যজন-বায়ু সেবন প্রভৃতির জন্য সুশীতল জল প্রশস্ত।

ক্ষীরৈঃ ক্ষীরিকষায়ৈশ্চ সুশীতৈশ্চন্দনান্বিতৈঃ।
অন্তর্দ্দাহং প্রশময়েদেতৈরন্যৈশ্চ শীতলৈঃ॥

চন্দনমিশ্র সুশীতল দুগ্ধ অথবা বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের কাথ এবং অন্যান্য শীতল বস্তু দ্বারা অন্তর্দ্দাহের শান্তি করিবে।

ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইলে ক্ষীরি-বৃক্ষের ত্বক্ ২ তোলা গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধ সের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে।

হ্রীবের পদ্মকোশীর চন্দনক্ষোদ বারিণা।
সংপূর্ণামবগাহেত দ্রোণীং দাহার্দ্দিতো নরঃ॥

বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও চন্দনচূর্ণসংযুক্ত জলপরিপূর্ণ দ্রোণীতে (টবে) অবগাহন করিলে সর্ব্বপ্রকার দাহরোগ নিবারণ হয়।

অবগাহেতাম্বুপূর্ণাং রোণীং দাহার্দ্দিতো নরঃ॥

সুশীতল জলপূর্ণ দ্রোণীতে অব-গাহন করিলেও অতি ঘোর দাহ পীড়া শান্তি হয়।

ফলিন্যাদিপ্রলেপঃ।

ফলিনী লোধ্র সেব্যাম্বু হেম পত্রং কুটন্নটম্।
কালীয়করসোপেতং দাহে শস্তং প্রলেপনম্॥

প্রিয়ঙ্গু, লোধকাষ্ঠ, বেণার মূল, বালা, নাগেশ্বর, তেজপত্র ও নাগরমুতা এই সমুদায় পেষণ করিয়া কালিয়া-কড়ার রসে অথবা অগুরুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার দাহ নিবারণ হয়।

চন্দনাদিকষায়ঃ।

পটীর পর্পটোশীর নীর নীরদ নীরজৈঃ।
মৃণালমিসিধন্যাকপদ্মকামলকৈঃ কৃতঃ॥
অর্দ্ধশিষ্টঃ শৃতঃ শীতঃ পীতঃ ক্ষৌদ্রসমন্বিতঃ।
ক্বাথো ব্যপোহয়েদ্দাহং নরাণাং পরমোম্বণম্॥

চন্দন, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, বালা, মুতা, পদ্মমূল, মৃণাল, মউরী, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও আমলকী মিলিত ২ তোলা, জল ॥০ অর্দ্ধ সের, শেষ ।০ এক পোয়া। এই কাথ শীতল হইলে তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অতি উৎকট দাহও নিবৃত্ত হইবে।

ত্রিফলাদিকাথঃ।

ত্রিফলারগ্বধক্বাথঃ শর্করাক্ষৌদ্রসংযুতঃ।
দাহরক্তপিত্তহরঃ পিত্তশূলনিবারণঃ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও সোঁদাল ইহাদিগের ক্বাথ চিনি ও মধুসহ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার দাহ, রক্তপিত্ত ও পিত্তশূল প্রশমিত হয়।

পর্প টাদি।

পর্প টৈঃ সঘনোশীরৈঃ ক্বথিতং শর্করান্বিতম্।
শীতপানং নিহন্ত্যাশু দাহং পিত্তজ্বরং নৃণাম্॥

ক্ষেতপাপড়া, মুতা ও বেণার মূল ইহাদের শীতল ক্বাথ পান করিলে দাহ ও পৈত্তিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

কুশাদ্যং তৈলং ঘৃতঞ্চ।

কুশাদ্যৈঃ শালপর্ণীভির্জ্জীবকাদ্যৈন সাধিতম্।
তৈলং ঘৃতং বা দাহঘ্নং বাতপিত্তবিনাশনম্।

কুশাদি পঞ্চমূল ও শালপাণির ক্বাথে জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি, ইহাদিগের কল্ক দ্বারা যথাবিধি তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার দাহ ও বাতপিত্ত জন্য নানা দোষ সত্বর প্রশমিত হয়।

কাঞ্জিকাদিতৈলম্।

তিলতৈলং ভবেৎ প্রস্থং তৎষোড়শগুণে শনৈঃ।
কাঞ্জিকে বিপচেৎ তৎ স্যাদ্ দাহজ্বরহরং পরম্॥

তিলতৈল ৪ সের, ৬৪ সের কাঁজির সহিত পাক করিয়া সেই তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে অতি প্রবল দাহজ্বর সত্বর প্রশমিত হয়।

দাহান্তকরসঃ।

সূতং পঞ্চার্কতশ্চৈকং কৃত্বা পিণ্ডং সুশোভনম্।
জম্বীরস্বরসৈর্মর্দ্দ্যং সূততুল্যঞ্চ গন্ধকম্।
নাগবল্লীদলৈঃ পিষ্ট্বা তাম্রপত্রীং প্রলেপয়েৎ।
প্রপুটেদ্ ভূধরে যন্ত্রে যাবদ্ ভস্মত্বমাপ্নুয়াৎ॥
দ্বিগুঞ্জমার্দ্রকদ্রাবৈস্ত্র্যূষণেন চ যোজয়েৎ।
নিহন্তি দাহসন্তাপং মূর্চ্ছাং পিত্তসমুদ্ভবাম্॥

পারদ ৫ ভাগ, তাম্রপত্র ১ ভাগ ও গন্ধক ৫ ভাগ। প্রথমে পারদ ও গন্ধক টাবালেবুর রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া ও পানের রসে ভাবনা দিয়া তদ্দারা তাম্রপত্র প্রলেপিত করিবে। পরে উহা ভূধরযন্ত্রে পুটপাক বিধানে পাক করিবে। এইরূপে যখন ভস্মরূপে পরিণত হইবে, তখন ঔষধ উদ্ধৃত করিবে। ইহা ২ রতি পরিমাণ মাত্রায় আদার রস ও ত্রিকটুর সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার দাহ, সন্তাপ ও পিত্তজন্য মূর্চ্ছা প্রভৃতি পীড়া অতি সত্বর প্রশমিত হয়।

সুধাকররসঃ।

সিন্দুরাভ্রকহেমানি মৌক্তিকং ত্রিফলাম্ভসা।
শতপুত্রীরসেনাপি মর্দ্দয়েৎ সপ্ত সপ্তধা॥
ততো রক্তিমিতাং কুর্য্যাদ্
বটীং ছায়াপ্রশোষিতাম্।
একৈকাং যোজয়েত্তাস্ত যথাদোষানুপানতঃ।
রসঃ সুধাকরঃ সোঽয়ং হন্তি দাহং মহাবলম্।
প্রমেহানপি বাতাস্রং বলশুক্রকরঃ পরঃ ৮

রসসিন্দুর, অভ্র, স্বর্ণ ও মুক্তা এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া ত্রিফলার জলে বা ক্বাথে ও শতমূলীর রসে ৭

বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। ইহার ১টী বটী যথোপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দাহ, প্রমেহ ও বাতরক্ত প্রভৃতি নানাবিধ রোগের শান্তি হয় এবং বল ও শুক্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং দাহাধিকারঃ।

শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠাধিকারঃ।

অভ্যঙ্গ কটুতৈলেন সেকশ্চোষ্ণাম্বুভিস্তথা।
উদর্দ্দে বমনং কার্য্যং পটোলারিষ্টবারিণা॥
ত্রিফলা পুরকৃষ্ণাভির্বিরেকশ্চাত্র শস্যতে।
অমৃতাদিং বিসর্পোক্তং ভিষগত্র প্রযোজয়েৎ॥

উদর্দ্দ রোগে কটুতৈল মর্দ্দন, উষ্ণজলে গাত্রাভিষেক এবং পটোলপত্র ও নিম্বপত্রের কাথ পান দ্বারা বমন করান কর্ত্তব্য। ত্রিফলা, গুগ্গুল ও পিঁপুল ভক্ষণ করাইয়া বিরেচন করান ও বিসর্পোক্ত অমৃতাদি কাথ ইহাতে ব্যবস্থেয়।

সগুড়ং দীপ্যকং যস্তু খাদেৎ পথ্যান্নভুঙ্ নরঃ।
তস্য নশ্যতি সপ্তাহাদুদর্দ্দঃ সর্ব্বদেহজঃ॥

এক সপ্তাহ গুড় ও যমানী ভক্ষণ করিয়া সুপথ্যানুসারে চলিলে সার্ব্বাঙ্গিক উদর্দ্দ রোগ নষ্ট হয়।

দূর্ব্বা নিশাযুতো লেপঃ কণ্ডুপামাবিনাশনঃ।
ক্রিমি দদ্রুহরশ্চৈব শীতপিত্তাপহঃ স্মৃতঃ॥
ক্ষারসৈন্ধবতৈলেন গাত্রাভ্যঙ্গং প্রকারয়েৎ।

দূর্ব্বা ও হরিদ্রা একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা যবক্ষার ও সৈন্ধবসংযুক্ত তৈল মর্দ্দন করিলে কণ্ডু, পামা, দদ্রু ও শীতপিত্ত রোগ নষ্ট হয়।

বিসর্পোক্তমমৃতাদিং ভিষগত্রাপি যোজয়েৎ।
সিতাং মধুকসংযুক্তাং গুড়মামলকৈঃ সহ॥

বৈদ্যগণ, উদর্দ্দরোগে রোগীকে বিসর্পোক্ত অমৃতাদি প্রয়োগ করিবেন। এবং যষ্টিমধু মিশ্রিত শর্করা কিংবা গুড় ও আমলকী সেবন করিতে দিবেন।

সিদ্ধার্থরজনীকল্কৈঃ প্রপুন্নাড়তিলৈঃ সহ।
কটুতৈলেন সংমিশ্রমেতদুদ্বর্ত্তনং পরম্॥

উদর্দ্দরোগে শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, চাকুন্দে ও তিল, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করতঃ শরীরে উদ্বর্ত্তন করিবে।

অগ্নিমন্থভবং মূলং পিষ্টং পীতঞ্চ সর্পিষা।
শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠান্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ॥

গণিয়ারির মূল বাঁটিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে ৭ দিবসে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠ রোগ প্রশমিত হয়।

কুষ্ঠোক্তঞ্চ ক্রমং কুর্য্যাদম্লপিত্তঘ্নমেব চ।
সর্পিঃ পীত্বা মহাতিক্তং কার্য্যং রক্তস্য মোক্ষণম্॥

শীতপিত্তাদি রোগে কুষ্ঠোক্ত ও অম্লপিত্তোক্ত চিকিৎসা করিবে এবং ইহাতে মহাতিক্ত ঘৃত পান ও রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থেয়।

নিম্বস্য পত্রাণি সদা ঘৃতেন
ধাত্রীবিমিশ্রাণ্যথবোপযুঞ্জ্যাৎ।
বিস্ফোটকোঠক্ষতশীতপিত্তং
কণ্ড্বাম্লপিত্তং সহসা চ হন্যাৎ॥

নিম্বপত্র ও আমলকী ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করতঃ নিয়মিত সেবন করিলে, বিস্ফোট, কোঠ, ক্ষত, শীতপিত্ত, কণ্ডু ও অম্লপিত্তরোগ সহসা প্রশমিত হয়।

গাম্ভারিকাফলং পক্বং শুষ্কমুৎস্বেদিতং পুনঃ।
ক্ষীরেণ শীতপিত্তঘ্নং খাদিতং পথ্যসেবিনা॥

উপযুক্ত পথ্যসেবী হইয়া গাম্ভারির সুপক্ব শুষ্কফল দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করতঃ সেবন করিলে শীতপিত্তরোগ সত্বর বিনষ্ট হয়।

তৈলোদ্বর্ত্তনযোগেন যোজ্যএলাদিকো গণঃ।
শুষ্কমূলকযূষেণ কৌলত্থেন রসেন বা॥
ভোজনং সর্ব্বদা কার্য্যং লাবতিত্তিরিজেন বা।
শীতলান্যন্নপানানি বুদ্ধা দোষগতিং ভিষক্।
উষ্ণানি বা যথাকালং শীতপিত্তেপ্রয়োজয়েৎ॥

উদর্দ্দরোগে এলাদিগণ তৈলের সহিত মিশ্রিত করতঃ শরীরে উদ্বর্ত্তন করিবে এবং শুষ্কমূলার যূষ অথবা কুলত্থ কলায়ের যূষ অথবা লাব কিংবা তিত্তিরের মাংসের যূষের সহিত সর্ব্বদা ভোজন করিবে এবং বৈদ্যগণ দোষের অবস্থাদি বিবেচনা করিয়া শীতল অথবা উষ্ণ অন্নপানাদি যথাসময়ে প্রয়োগ করিবেন।

কর্ষং গব্যঘৃতস্যাপি কর্ষার্দ্ধং মরিচস্য চ।
একীকৃত্য পিবেৎ প্রাতঃ শীতপিত্তবিনাশনম্॥

গব্য ঘৃত ২ তোলা ও মরিচ ১ তোলা প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলেও শীতপিত্ত রোগ নষ্ট হয়।

হরিদ্রাখণ্ডঃ।

হরিদ্রায়াঃ পলান্যষ্টৌ ষট্‌পলং হবিষস্তথা।
ক্ষীরাঢ়কেন সংযুক্তং খণ্ডস্যার্দ্ধশতং তথা॥
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা বৈদ্যো ভাজনে মৃণ্ময়ে দৃঢ়ে।
ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধিশ্চ ক্রিমিঘ্নং ত্রিবৃতা তথা॥
ত্রিফলা কেশরং মুস্তং লৌহং প্রতিপলং পলম্।
সংচূর্ণ্য প্রক্ষিপেত্তত্র কর্ষমেকন্তু ভক্ষয়েৎ।
কণ্ডূ বিস্ফোট দদ্রূণাং নাশনং পরমৌষধম্।
প্রতপ্তকাঞ্চনাভাসো দেহো ভবতি নান্যথা॥
শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠান্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ।
হরিদ্রানামতঃ খণ্ডঃ কণ্ডূনাং পরমৌষধম্॥

হরিদ্রা ৮ পল, ঘৃত ৬ পল, গব্যদুগ্ধ ১৬ সের, চিনি ৫০ পল। মৃদু অগ্নিতে মৃৎপাত্রে যথাবিধি পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, ত্রিফলা, নাগেশ্বর, মুতা ও লৌহ প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল। মাত্রা ১ তোলা। হরিদ্রাখণ্ড শীতপিত্তাদি রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃহৎ হরিদ্রাখণ্ডঃ।

নিশাচূর্ণস্য কুড়বং ত্রিবৃৎ পলচতুষ্টয়ম্।
অভয়া তৎসমং দেয়ং সার্দ্ধপ্রস্থদ্বয়ং সিতা।
দার্ব্বী মুস্তা যমান্যৌ দ্বৌ চিত্রকং কটুরোহিণী।
অজাজী পিপ্পলী শুণ্ঠী ত্রিজাতং ক্রিমিকণ্টকম্।
অমৃতা বাসকং কুষ্ঠং ত্রিফলা চব্য ধান্যকম্।
মৃতলৌহং মৃতাভ্রঞ্চ প্রত্যেকং কোলসম্মিতম্।
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা বৈদ্যো ভাজনে মৃণ্ময়ে নবে।
কর্ষার্দ্ধঞ্চ ততঃ খাদেদুষ্ণতোয়ানুপানতঃ।
শীতপিত্তোদর্দ্দ কোঠ কণ্ডূ পামা বিচর্চ্চিকাঃ।
জীর্ণজ্বরং ক্রিমিং পাণ্ডুং শোথাদীংশ্চ বিনাশয়েৎ॥

হরিদ্রাচূর্ণ অর্দ্ধসের, তেউড়িচূর্ণ ৪ পল, হরীতকীচূর্ণ ৪ পল, চিনি ৫ সের। দারুহরিদ্রা, মুতা, যমানী, বনযমানী, চিতা, কট্কী, কৃষ্ণজীরা, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, কুড়, হরীতকী, বহেড়া, আমলা, চঁই, ধনে, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, একত্র মৃদু-অগ্নিতে পাক করিবে। মাত্রা ১ তোলা। উষ্ণ দুগ্ধসহ সেব্য। ইহা দ্বারা শীতপিত্ত উদর্দ্দ, কোঠ, দদ্রু, পামা ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ পীড়া উপশমিত হয়।

রসাদিবটী।

অষ্টভাগো রসঃ শুদ্ধো বিষতিন্দোর্দ্দশৈব তু।
গন্ধকস্য দশ দ্বৌ ত্রিকটুত্রিফলয়োস্তয়ঃ॥
বহ্নিচিত্রকমুস্তানাং বচাশ্বগন্ধয়োরপি।
রেণুকাবিষকুষ্ঠানাং পিপ্পলীমূল নাগয়োঃ॥
একৈকস্য ভবেদ্ ভাগ ইতি গ্রাহ্যঃ ক্রমেণ চ।
গুড়চতুর্ব্বিংশতিঃ স্যাদ্ বটিকা বদরাকৃতিঃ।
ক্রমেণ বাম্নুসেবেত স্পর্শবাতাপনুত্তয়ে॥

শোধিত পারদ ৮ ভাগ, কুঁচিলা ১০ ভাগ, গন্ধক ১২ ভাগ এবং শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, কাগজি লেবু, ভেলা, চিতা, মুতা, বচ, অশ্বগন্ধা, রেণুক, বিষ, কুড়, পিঁপুল ও নাগেশ্বর প্রত্যেক এক এক ভাগ, গুড় ২৪ ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কুলের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটী কিছুদিন সেবন করিলে স্পর্শবাত নামক পীড়া বিনষ্ট হয়।

আর্দ্রকখণ্ডঃ।

আর্দ্রকং প্রস্থমেকং স্যাদ্ গোঘৃতং কুড়বদ্বয়ম্।
গোদুগ্ধং প্রস্থযুগলং তদর্দ্ধং শর্করা মতা॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্।
চিত্রকঞ্চ বিড়ঙ্গঞ্চ মুস্তকং নাগকেশরম্॥
ত্বগেলা পত্র কর্পূরং প্রত্যেকং পলমাত্রকম্।
বিধায় পাকং বিধিবৎ খাদেৎ তৎপলসম্মিতম্॥
অয়মার্দ্রকখণ্ডাখ্যঃ প্রাতর্ভুক্তো ব্যপোহতি।
বাতপিত্তমুদর্দ্দঞ্চ কোঠমুৎকোঠমেব চ॥
যক্ষ্মাণং রক্তপিত্তঞ্চ কাসং শ্বাসমরোচকম্।
বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং শোথং কণ্ডু ক্রিমীনপি॥
দীপয়েদুদরে বহ্নিং বলং বীর্য্যঞ্চ বর্দ্ধয়েৎ।
বপুঃপুষ্টিং প্রকুরুতে তস্মাৎ সেব্যমিদং সদা॥

আদা ৪ সের, গব্যঘৃত ২ সের, গব্যদুগ্ধ ৮ সের, চিনি ৪ সের। পিঁপুল, পিঁপুলমূল, মরিচ, চিতা, বিড়ঙ্গ, মুতা, নাগকেশর, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও শটী প্রত্যেক ১ পল; এই সমস্ত যথা-বিধি পাক করিয়া লেহবৎ ঘন হইলে নামাইয়া প্রাতঃকালে ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ, উৎকোঠ, যক্ষ্মা ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

শ্লেষ্মপিত্তান্তকরসঃ।

মৃতসূতার্কলৌহানি বহ্নি গন্ধঞ্চ টঙ্গণম্।
ভূনিম্বেন্দ্রযবৌ রাস্না গুড়ূচী পদ্মকং সমম্॥
দিনং পর্পটকদ্রাবৈর্ম্মর্দ্দিতং বটকীকৃতম্।
সিতাক্ষৌদ্রৈর্লিহেন্মাংসৈঃ
শ্লেষ্মপিত্তান্তকো রসঃ॥
পথ্যাং কণাং গুড়ং শুণ্ঠীং মাসৈকাং ভক্ষয়েন্নরঃ।
কফবাতহরং খাদেদ্দাড়িমং নাগরং গুড়ম্॥

রসসিন্দুর, তাম্র, লৌহ, চিতা, গন্ধক, সোহাগা, চিরাতা, ইন্দ্রযব, রাস্না, গুলঞ্চ ও পদ্মকাষ্ঠ, সমভাগে এই সকল দ্রব্য একদিন ক্ষেতপাপড়ার রসে মাড়িয়া বটী প্রস্তুত করিবে। চিনি, মধু ও মাংস রসের সহিত সেব্য। হরীতকী, পিঁপুল, গুড় ও শুঁঠ ১ মাষা পরিমাণে অনুপান করিবে। কফ ও বায়ুর আধিক্য থাকিলে দাড়িম, শুঁঠ ও গুড় একত্র করিয়া পান করিতে দিবে।

বীরেশ্বরো রসঃ।

মৃতসূতাভ্রতীক্ষ্ণঞ্চ তাল গন্ধক কট্ফলম্।
মেষশৃঙ্গী বচা শুণ্ঠী ভার্গী পথ্যা চ বালকম্।
ধন্যাকং মর্দ্দয়েত্তুল্যং পটোলোত্থদ্রবৈর্দ্দিনম্।
নিষ্কমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈঃ কফবাতপ্রশান্তয়ে।
কাকমাচীরসং চানুসৈন্ধবেন যুতং পিবেৎ।
রসো বীরেশ্বরো নাম উক্তো নাগার্জ্জুনেন চ॥

রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, কট্ফল, মেড়াশৃঙ্গী, বচ, শুঁঠ, বামনহাটী, হরীতকী, বালা ও ধনে এই সকল দ্রব্য পটোলের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া ৪ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু। সিদ্ধনাগার্জ্জুন নির্ম্মিত এই বীরেশ্বর রস যথাবিধি সেবন করিলে কফবাত প্রশমিত হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং শীতপিত্তোদর্দ্দ-কোঠাধিকারঃ।

বিসর্পাধিকারঃ।

বিরেক বমনালেপ সেচনাস্রবিমোক্ষণৈঃ।
উপাচরেদ্ যথাদোষং বিসর্পানাদিতো ভিষক্॥

বিসর্পরোগের প্রথমাবস্থায় দোষানুসারে বিরেচন, বমন, লেপন, সেচন ও রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থেয়।

রাস্না নীলোৎপলং দারু চন্দনং মধুকং বলা।
ঘৃতক্ষীরযুতো লেপো বাতবীসর্পনাশনঃ॥

বায়ুজন্য বিসর্পে রাস্না, নীলোৎপলের মূল, দেবদারু, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও বেড়েলা এই সমুদায় দ্রব্য ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

কসেরু শৃঙ্গাটক পদ্ম গুন্দ্রৈঃ
সশৈবলৈঃ সোৎপলকর্দ্দমৈশ্চ।
বস্ত্রান্তরৈঃ পিত্তকৃতে বিসর্পে
লেপো বিধেয়ঃ সঘৃতঃ সুশীতঃ।

পৈত্তিক বিসর্পে কেশুর, পানিফল, পদ্মমূল, শরমূল, শৈবাল, সুঁদিমূল ও কর্দ্দম এই সকল দ্রব্য ঘৃতের সহিত মর্দ্দিত ও বস্ত্রের অভ্যন্তরস্থ করিয়া প্রলেপরূপে সংযোজিত করিবে।

ত্রিফলা পদ্মকোশীর সমঙ্গা করবীরকম্।
নলমূলমনন্তা চ লেপঃ শ্লেষ্মবিসর্পকে।

শ্লৈষ্মিক বিসর্পে হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, লজ্জালু, করবীর মূল, নলমূল ও অনন্তমূল এই সকল বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

দোষসম্মিলনাজ্জাতে পরীসর্পে ভিষক্ ক্রিয়াম্।
তত্তদ্দোষপ্রশমনীং যুক্ত্যা বুদ্ধ্যাবচারয়েৎ॥

ত্রিদোষসম্মিলনজাত বিসর্পে যুক্তি অনুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক তত্তদ্দোষ-নাশক চিকিৎসা করিবে।

পরিষেকঃ প্রলেপশ্চ শস্যতে পঞ্চবল্কলৈঃ।
পদ্মকোশীর মধুকৈঃ সর্ব্বত্রাপি চ চন্দনৈঃ॥

পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন এই সকলের অথবা পঞ্চ-বল্কলের প্রলেপ ও সেচন সকলবিসর্পেই হিতজনক।

ভূনিম্ব বাসা কটুকা পটোলী
ফলত্রয়ৈশ্চন্দন নিম্বকৈশ্চ।
বীসর্প দাহজ্বর শোথ কণ্ডূ
বিস্ফোটতৃষ্ণাবমিহৃৎ কষায়ঃ॥

চিরাতা, বাসকছাল, কটুকী, ঝিঙ্গার মূল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্ত-চন্দন ও নিমছাল এই সকলের ক্বাথ পান করিলে বিসর্প, দাহ, জ্বর, শোথ, কণ্ডূ, বিস্ফোটক, তৃষ্ণা ও বমন রোগের শান্তি হয়।

কুষ্ঠাময় স্ফোট মসূরিকোক্ত-
চিকিৎসয়াপ্যাশু হরেদ্ বিসর্পান্।
সর্ব্বান্ বিপক্বান্ পরিশোধ্য ধীমান্।
ব্রণক্রমেণোপচরেদ্ যথোক্তম্।

বিসর্পরোগে কুষ্ঠ, স্ফোটক ও মসূরিকা রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। পাকিলে শোধন ক্রিয়া করিয়া ব্রণবৎ চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

তিক্তবর্গোঽখিলশ্চৈব পানান্নমবিদাহকম্।
দ্রব্যং শোণিতসংশুদ্ধিকরং চন্দনলেপনম্॥
অনুদ্বেগকরং কর্ম্ম বিসর্পে পরমং হিতম্।
বিপরীতং বিজানীয়াৎ ক্লেশদং গদবৃদ্ধিকৃৎ॥

বিসর্পরোগে সমস্ত তিক্ত দ্রব্য, অবিদাহক অন্নপানীয়, শোণিতশোধক দ্রব্য, আক্রান্তস্থান সকলে ঘৃষ্ট শ্বেত-চন্দন লেপন এবং অনুদ্বেগজনক কর্ম্ম এই সকল হিতপ্রদ। ইহার বিপরীত ক্লেশপ্রদ ও পীড়াবর্দ্ধক।

পিত্তে তু পদ্মিনীপঙ্কং পিষ্টং বা শঙ্খশৈবলম্।
গুন্দ্রামূলন্তু শুক্তির্বা গৈরিকং বা ঘৃতান্বিতম্॥

পিত্তবিসর্পরোগে পদ্মবৃক্ষের মূল-সংলগ্ন কর্দ্দম অথবা শঙ্খ ও শৈবাল পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিবে অথবা হোগলামূল ও ঝিনুক কিংবা গৈরিক একত্র পেষণ করিয়া ঘৃত সহযোগে প্রলেপ দিবে।

ন্যগ্রোধপাদা গুন্দ্রা চ কদলীগর্ভ এব চ।
বিসগ্রন্থিকলেপঃ স্যাচ্ছতধৌতঘৃতাপ্লুতঃ॥

বটের তরুণাবরোহ, হোগলা, কদলী-গর্ভ ও পদ্মমৃণালের গ্রন্থি, এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করতঃ একত্র পেষণ করিয়া শতধৌত ঘৃতের সহিত বিসর্পরোগে প্রলেপ দিবে।

হরেণবো মসূরাশ্চ মুদ্গাশ্চৈব সশালয়ঃ।
পৃথক্ পৃথক্ প্রদেহাঃ স্যুঃ সর্ব্বৈর্ব্বা সর্পিষা সহ॥

বর্ত্তুলকলায়, মসূর, মুগ ও শালি-ধান্য, এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ কিংবা একত্র পেষণ করিয়া ঘৃতসহযোগে পিত্তবিসর্পরোগে প্রলেপ দিবে।

পটোলপিচুমর্দ্দাভ্যাং পিপ্পল্যা মদনেন চ।
বীসর্পে বমনং শস্তং তথৈবেন্দ্রযবৈঃ কৃতম্।

পটোল, নিম্বপত্র ও ইন্দ্রযব অথবা পিপ্পলী, মদনফল ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের কাথ দ্বারা বিসর্পরোগে বমন করান কর্ত্তব্য।

ত্রিফলারসসংযুক্তং সর্পিস্ত্রিবৃতয়া সহ।
প্রয়োক্তব্যং বিরেকার্থং বীসর্পজ্বরশান্তয়ে।
রসমামলকানাং বা ঘৃতমিশ্রং প্রদাপয়েৎ।

বিসর্প ও জ্বর নিবারণার্থ ত্রিফলার কাথে ঘৃত ও তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া অথবা আমলকীর রসে ঘৃত প্রক্ষেপ করতঃ বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে।

তৃণবর্জ্জং প্রয়োক্তব্যং পঞ্চমূলচতুষ্টয়ম্
প্রদেহসেকসর্পির্ভির্বিসর্পে বাতসম্ভবে।

বাতজনিত বিসর্পরোগে তৃণপঞ্চমূল ব্যতীত স্বল্পপঞ্চমূল, বৃহৎপঞ্চমূল, কণ্টকীপঞ্চমূল ও বল্লীপঞ্চমূল প্রদেহ ও সেচনরূপে অথবা ঘৃতসহযোগে প্রয়োজ্য।

কুষ্ঠং শতাহ্বা সুরদারু মুস্তা
বারাহি কুস্তুম্বুরু কৃষ্ণগন্ধাঃ।
বাতেঽর্কবংশার্ত্তগলাশ্চ যোজ্যাঃ
সেকেষু লেপেষু তথা ঘৃতেষু।

বাতজনিত বিসর্পে কুড়, শুলফা, দেবদারু, মুতা. বরাহকন্দ, ধনিয়া, শজিনার মূল, আকন্দমূল, বংশমূল ও নীলঝাঁটিমূল, এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা সেক ও লেপ অথবা যথারীতি ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

প্রপৌণ্ডরীকমঞ্জিষ্ঠাপদ্মকোশীরচন্দনৈঃ।
সযষ্টীন্দীবরৈঃ পিত্তে ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ।

পুণ্ডরীয়া, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য একত্র দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পিত্তবিসর্পরোগে প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

দ্রাক্ষারগ্বধকাশ্মর্য্যত্রিফলৈরণ্ডপীলুভিঃ।
ত্রিবৃদ্ধরীতকীভিশ্চ বিসর্পে শোধনং হিতম্।

দ্রাক্ষা, শোন্দালফল, গাম্ভারী, ত্রিফলা, এরণ্ডমূল ও পীলু অথবা তেউড়ী ও হরীতকী, এই সকল কল্ক অথবা যথাবিহিত নিয়মানুসারে প্রস্তুত কাথ বিসর্পনাশক।

গায়ত্রীসপ্তপর্ণাব্দবাসারগ্বধদারুভিঃ।
কুটন্নটৈর্ভবেল্লেপো বিসর্পে শ্লেষ্মসম্ভবে।

খদিরকাষ্ঠ, ছাতিম, মুতা, বাসক, শোনালু, দেবদারু ও কৈবর্ত্তমুস্তক, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া শ্লেষ্মবিসর্পে প্রলেপ দিবে।

অজাশ্বগন্ধা শরণাথ কাল-
সৈকেশিকা বাপ্যথবাজশৃঙ্গী।
গোমূত্রপিষ্টো বিহিতঃ প্রদেহো
হন্যাদ্বিসর্পং কফজং সুশীঘ্রম্।

অজগন্ধা, অশ্বগন্ধা, তেউড়ী, কালীয়াকড়া, আকনাদি ও অজশৃঙ্গী, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রসহ পেষণ ও ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে কফজন্য বিসর্প রোগ শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

মদনং মধুকং নিম্বং বৎসকস্য ফলানি চ।
বমনঞ্চ বিধাতব্যং বিসর্পে কফসম্ভবে।

কফজন্য বিসর্পরোগে মদনফল, যষ্টিমধু, নিমছাল ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে।

আরগ্বধস্য পত্রাণি ত্বচঃ শ্লেষ্মাতকোদ্ভবাঃ।
শিরীষপুষ্পকামাচী হিতা লেপাবচূর্ণনৈঃ।
মুস্তারিষ্টপটোলানাং ক্বাথঃ সর্ব্ববিসর্পনুৎ।
ধাত্রীপটোলমুদ্গানামথবা ঘৃতসংপ্লুতঃ॥

শোনালুপত্র, শ্লেষ্মাতক, শিরীষপুষ্প ও কাকমাচী, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া বিসর্পরোগে প্রলেপন করিবে।

মুতা, নিমছাল ও পটোলপত্র, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বিসর্প রোগ বিনষ্ট হয়।

বিসর্পে আমলকী, পটোল ও মুগ, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ ঘৃতসংযুক্ত করিয়া পান করিবে।

নবকষায়গুগ্গুলুঃ।

অমৃতবৃষপটোলং নিম্বকল্কৈরুপেতম্।
ত্রিফলখদিরসারং ব্যাধিঘাতঞ্চ তুল্যম্।
ক্বথিতমিদমশেষং গুগ্গুলোর্ভাগযুক্তম্।
জয়তি বিষবিসর্পান্ কুষ্ঠমষ্টাদশাখ্যম্॥

গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র, নিম্বপত্র, ত্রিফলা, খদিরসার ও শোনালু, এই সকল দ্রব্য সমুদায়ে দুই তোলা লইয়া উত্তমরূপ কুট্টিত করতঃ অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া লইবে। উক্ত ক্বাথের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ গুগ্গুলু মিশ্রিত করতঃ পান করিবে। ইহা দ্বারা বিষ, বিসর্প ও অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠরোগ নিবারণ হয়।

অমৃতাদিঃ।

অমৃতবৃষপটোলং মুস্তকং সপ্তপর্ণং
খদিরমসিতবেত্রং নিম্বপত্রং হরিদ্রে।
বিবিধবিষবিসর্পান্ কুষ্ঠবিস্ফোটকণ্ডুঃ।
অপনয়তি মসূরীং শীতপিত্তং জ্বরঞ্চ।

গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র, মুতা, ছাতিমের ছাল, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণবেত্র, নিম্বপত্র, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্যের যথাবিহিত নিয়মানুসারে ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। উক্ত ক্বাথ পান করিলে বিবিধপ্রকার বিষদোষ, বিসর্প, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, কণ্ডু, মসূরী, শীতপিত্ত ও জ্বর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

পটোলাদিঃ।

পটোলামৃতভূনিম্ববাসকারিষ্টপর্পটৈঃ।
খদিরাব্দযুতৈঃ ক্বাথো বিস্ফোটার্ত্তিজ্বরাপহঃ।

পটোলপত্র, গুলঞ্চ, চিরাতা, বাসক, নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, খদিরকাষ্ঠ ও মুতা, এই সকল দ্রব্যের পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে অর্থাৎ ইহারা সমুদায়ে ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, অবশিষ্ট অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। এই ক্বাথ পান করিলে বিস্ফোট ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

পটোলাদি।

পটোলত্রিফলারিষ্ট গুড়ূচীমুস্তচন্দনৈঃ।
সমূর্ব্বা রোহিণী পাঠা রজনী সদুরালভা।
কষায়ং পায়য়েদেতৎ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহম্।
কণ্ডুত্বগ্দোষবিস্ফোটবিষবীসর্পনাশনম্।

পটোলপত্র, ত্রিফলা, নিমছাল, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, কটুকী, আকনাদি, হরিদ্রা ও দুরালভা, এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিবে। ইহা দ্বারা পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর, কণ্ডূ, চর্ম্মদোষ, বিস্ফোট, বিষদোষ ও বিসর্প প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

দশাঙ্গপ্রলেপঃ।

শিরীষ যষ্টী নত চন্দনৈলা
মাংসী হরিদ্রাদ্বয় কুষ্ঠ বালৈঃ।
লেপো দশাঙ্গঃ সঘৃতঃ প্রদিষ্টো
বিসর্পকণ্ডুজ্বরশোথহারী।

শিরীষ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন, এলাইচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করতঃ একত্র পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করতঃ লেপন করিলে বিসর্প, কণ্ডূ, জ্বর ও শোথ বিনষ্ট হয়।

চতুঃসমঃ প্রলেপঃ।

শিরীষোশীরনাগাহ্বহিংস্রাভির্লেপনাদ্রুতম্।
বিসর্পবিষবিস্ফোটাঃ প্রশাম্যন্তি ন সংশয়ঃ।

শিরীষ, বেণার মূল, নাগকেশর ও জটামাংসী, এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণ গ্রহণকরতঃ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিসর্প, বিষ ও বিস্ফোট-রোগের শান্তি হয়।

বৃষাদ্যং ঘৃতম্।

বৃষ খদির পটোলপত্র নিম্ব-
ত্বগমৃতামলকীকষায়কল্কৈঃ।
ঘৃতমভিনবমেতদাশু পক্বং
জয়তি বিসর্পগদান্ সকুষ্ঠগুল্মান্॥

বাকস, খদিরকাষ্ঠ, পটোলপত্র, নিমছাল, গুলঞ্চ ও আমলকী, এই সকল দ্রব্যের কাথ ও কল্ক সহিত যথাবিহিত নিয়মানুসারে গব্য ঘৃত পাক করিবে। উক্ত ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় যথাসময়ে সেবন করিলে বিসর্প, কুষ্ঠ ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চতিক্তঘৃতম্।

পটোলসপ্তচ্ছদনিম্ববাসা-
ফলত্রিক চ্ছিন্নরুহা বিপক্বম্।
তৎ পঞ্চতিক্তং ঘৃতমাশু হন্তি
ত্রিদোষবিস্ফোটবিসর্পকণ্ডূঃ।

পটোলপত্র, ছাতিমছাল, নিমছাল, বাসক, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ, এই সকল দ্রব্যের উত্তমরূপ কুট্টিত অথবা পেষিত কল্ক সহিত যথাবিহিত নিয়মানুসারে উপযুক্ত পরিমাণ ঘৃত পাক করিবে। ইহার নাম 'পঞ্চতিক্ত ঘৃত'। উপযুক্ত মাত্রায় যথাসময়ে এই ঘৃত সেবন করিলে ত্রিদোষ বিসর্প ও কণ্ডূরোগ নিবারণ হয়।

মহাপদ্মকঘৃতম্।

পদ্মকং মধুকং লোধ্রং নাগপুষ্পস্য কেশরম্।
দ্বে হরিদ্রে বিড়ঙ্গানি সূক্ষ্মৈলা তগরং তথা।

কুষ্ঠং লাক্ষা পত্রকঞ্চ সিক্থকং তুত্থমেব চ।
বহুবারঃ শিরীষশ্চ কপিত্থফলমেব চ॥
তোয়েনালোড্য তৎসর্ব্বং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
যাংশ্চ রোগানিহস্ত্যাষ্বে তান্নিবোধ মহামুনে!
সর্পকীটাখুদষ্টেষু লূতামূত্রকৃতেষু চ।
বিবিধেষু স্ফোটকেষু তথা কুষ্ঠবিসর্পিষু॥
নাড়ীষু গণ্ডমালাসু প্রভিন্নাসু বিশেষতঃ।
অগস্ত্যবিহিতং ধন্যং পদ্মকাখ্যং মহাঘৃতম্॥

পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, লোধ্র, নাগেশ্বর পুষ্পের রেণু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, ছোটএলাইচ, তগরপাদুকা, কুড়, লাক্ষা, তেজপত্র, মোম, তুঁতিয়া, চালতা, শিরীষপুষ্প, কয়েতবেল, এই সকল দ্রব্যের উত্তমরূপে কুট্টিত বা পেষিত উপযুক্ত পরিমাণ কল্ক ও চতুর্গুণ জল সহিত প্রস্থ পরিমিত অর্থাৎ ৪ সের ঘৃত পাক করিবে। সর্প, কীট ও ইন্দুরের দংশনজন্য জ্বালা, মাকড়সার মূত্রজন্য রোগসমূহ, বিবিধপ্রকার বিস্ফোট, কুষ্ঠ, বিসর্প, নাড়ীক্ষত ও গণ্ডমালা প্রভৃতি রোগে এই ঘৃত প্রযোজ্য।

কালাগ্নিরুদ্ররসঃ।

সূতাভ্রকান্তলোহানাং ভস্ম গন্ধক মাক্ষিকম্।
বন্ধ্যকর্কটিকাদ্রাবৈস্তুল্যং মর্দ্দ্যং দিনাবধি॥
বন্ধ্যকর্কটিকাকন্দে ক্ষিপ্ত্বা লিপ্ত্বা মৃদা বহিঃ।
ভূধরাখ্যে পুটে পশ্চাদ্দিনৈকং তদ্বিপাচয়েৎ॥
দশমাংশং বিষং যোজ্যং মাষমাত্রন্তু ভক্ষয়েৎ।
রসঃ কালাগ্নিরুদ্রোঽয়ং দশাহেন বিসর্পনুৎ।
পিপ্পলীমধুসংযুক্তমনুপানং প্রকল্পয়েৎ॥

পারদ, অভ্র, কান্তলৌহ, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সমস্ত বনকাঁকুড়ের রসে এক দিবস মর্দ্দন করিবে। অনন্তর বনকাঁকুড়ের কন্দমধ্যে পিণ্ডাকৃতি করিয়া উক্ত দ্রব্য রাখিয়া মৃত্তিকা দ্বারা বহির্ভাগ লেপন করিবে এবং যথাবিধি ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। পরে শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে দশমাংশ বিষ মিশ্রিত করিয়া ১ মাষা পরিমাণে সেবন করিবে। অনুপান মধু ও পিঁপুলচূর্ণ। ইহা বিসর্প রোগ নিবারক।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বিসর্পাধিকারঃ।

মসূরিকারোমান্ত্যধিকারঃ।

চৈত্রাসিত ভূতদিনে
রক্তপতাকান্বিতা মহী ভবনে।
ধবলিতকলসে ন্যস্তা
পাপরোগং দূরতো ধত্তে॥

চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে শুভ্রবর্ণ কলসোপরি লোহিত পতাকাযুক্ত সিজবৃক্ষের শাখা স্থাপন করিলে সে বাটীতে বসন্তরোগ উপস্থিত হয় না।

নারীণাং বামপার্শ্বস্থং নরাণামপসব্যগম্।
পাপরোগভয়ং দূরাৎ শিবাস্থি বিনিবারয়েৎ॥

(শিবাস্থীত্যত্র হরীতকীবীজমিতি নীলকণ্ঠঃ, শৃগালাস্থীতি কেচিৎ)।

স্ত্রীলোকের বামপার্শ্বে এবং পুরুষের দক্ষিণপার্শ্বে হরীতকীর বীজ অথবা শৃগালের অস্থি ধারণ করিলে বসন্ত হয় না।

জ্বরে জাতে স্পৃহেন্নাম্বু তিষ্ঠেন্নির্ব্বাতবেশ্মনি।
ভক্ষয়েদ্ বিজয়াচূর্ণৈর্গাত্রং বস্ত্রেণ বন্ধয়েৎ॥

জ্বর উপস্থিত হইলে অধিক জল পান পরিত্যাগ, নির্ব্বাত গৃহে অবস্থান, গাত্রে জয়ন্তীপত্রচূর্ণ মর্দ্দন এবং বস্ত্র দ্বারা গাত্র বন্ধন করা উচিত।

রুদ্রাক্ষং মরিচৈর্যুক্তং পীতং পর্য্যুসিতাম্ভসা।
ত্র্যহাৎ পাপরুজং হন্তি দৃষ্টং বারসহস্রশঃ॥

রুদ্রাক্ষচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ বাসি জলে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ৩ দিবসে বসন্তরোগ প্রশমিত হয়।

সর্ব্বাসাং বমনং পথ্যং পটোলারিষ্টবৎসকৈঃ।
কষায়ৈশ্চ বচা বৎস যষ্ট্যাহ্ব ফলকল্কিতৈঃ॥

পটোলপত্র, নিম্বপত্র ও ইন্দ্রযব, মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ ৵০ পোয়া। বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু ও মদনফল এই সমুদায় বাঁটিয়া উক্ত কাথে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমন হইয়া বসন্ত রোগের উপশম হয়।

সক্ষৌদ্রং পায়য়েদ্ ব্রাহ্ম্যা রসং বা হৈলমোচিকম্।
বান্তস্ত রেচনং দেয়ং শমনং চাবলে নরে॥

ব্রাহ্মী বা হেলঞ্চা শাকের রস মধুর সহিত পান করিতে দিবে। এই রোগে অগ্রে বমন করাইয়া পশ্চাৎ বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে, কিন্তু দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে শমন ঔষধই ব্যবস্থেয়।

সুবর্বীপত্রনির্য্যাসং হরিদ্রাচূর্ণসংযুতম্।
রোমান্তী জ্বর বিস্ফোট মসূরীশান্তয়ে পিবেৎ।

হলুদের গুঁড়ার সহিত উচ্ছেপাতার রস পান করিলে হামজ্বর, বিস্ফোটক ও বসন্তরোগ উপশমিত হয়।

উষ্ট্রকণ্টকমূলং বাপ্যনন্তামূলমেব বা।
বিধিগৃহীতং জ্যেষ্ঠাম্বু পীতং হন্তি মসূরিকাম্॥

গোক্ষুরীমূল অথবা অনন্তমূল তণ্ডুল জলের সহিত বাঁটিয়া খাইলে বসন্তরোগ প্রশমিত হয়।

শৃগালকণ্টকত্রগ্নং পিবেচ্চ ব্যুষিতাম্ভসা।
নিশাচিঞ্চাচ্ছদে শীতবারিণীতে তথৈব চ।
পিবেৎ পীতকপর্দ্দকং মরিচৈর্ব্যুষিতাম্বুভিঃ॥

শেয়ালকাঁটার মূল বাসি জলের সহিত, হরিদ্রা ও তেঁতুলপত্র জলের সহিত এবং মরিচ ও পীত কড়িচূর্ণ বাসি জলের সহিত সেবন করিলে বসন্তরোগ নষ্ট হয়।

যাবৎ সংখ্যা মসূর্য্যঙ্গে তাবদ্ভিঃ শেলুজৈর্দলৈঃ।
ছিন্নৈরাতুরনাম্না তু গুড়ী বেত্তি ন বর্দ্ধতে॥

রোগীর গাত্রে যতগুলি বসন্ত নির্গত হয়, উহার নাম উচ্চারণ করিয়া বহুবারবৃক্ষের ততগুলি পত্র ছিন্ন করিলে গাত্রে আর অধিক বসন্ত বা গুটী নির্গত হয় না।

ব্যুষিতং বারি সক্ষৌদ্রং পীতং দাহ গুড়ীহরম্।

বাসি জলের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বসন্তের গুটী ও তজ্জন্য গাত্রদাহ নিবারণ হয়।

তর্পণং বাতজায়াং প্রাক্ লাজচূর্ণৈঃ সশর্করৈঃ।
ভোজনং তিক্তযূষৈশ্চ প্রতুদানাং রসেন বা॥

বায়ুজনিত বসন্তরোগে প্রথমতঃ চিনির সহিত খইচূর্ণ ভোজন করাইবে, তদ্দ্বারা রোগীর তৃপ্তি জন্মিবে এবং তিক্তদ্রব্যের যূষ ও পারাবত প্রভৃতি পক্ষীর মাংসের যূষের সহিত ভোজন করিতে দিবে।

মসূরীরোগশান্ত্যর্থং মৃতসঞ্জীবনীং সুধাম্।
পায়য়েন্মর্দ্দয়েৎ তৈলং খাখসীবীজসম্ভবম্॥

বিল্বং সুপক্কং গোদুগ্ধং শর্করা নবনীতকম্।
পথ্যং দেয়ঞ্চ সুজরং যবগোধূমজং লঘু।

প্রথমাবস্থা হইতে বসন্তরোগীকে মৃতসঞ্জীবনী সুধা পান করাইবে এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গে দিনে দুইবার করিয়া পোস্তর তৈল মাখাইবে। ইহা দ্বারা বসন্তরোগ নষ্ট হয়।

উৎকৃষ্ট নবনীত, লঘুপাক দ্রব্য, খাঁটি গোদুগ্ধ, শর্করা, সুপক্ক বেলের শাঁস, খাঁটি দুগ্ধ ও কাশীর চিনির সহিত মিলাইয়া যব বা গোধূমের চূর্ণ পাক করিয়া খাইতে দিবে।

পটোলাদিকাথঃ।

পটোল কুণ্ডলী মুস্ত বৃষ ধন্বযবাসকৈঃ।
ভূনিম্ব নিম্ব কটুকা পর্পটৈশ্চ শৃতং জলম্।
মসূরীং শময়েদামাং পক্কাঞ্চৈব বিশোধয়েৎ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্ বিস্ফোটজ্বরশান্তয়ে॥

পটোলপত্র, গুলঞ্চ, মুতা, বাসকছাল, দুরালভা, চিরাতা, নিমছাল, কটুকী ও ক্ষেতপাপড়া মিলিত ২ তোলা। জল অর্দ্ধ সের। শেষ ৵০ অর্দ্ধ পোয়া। এই কাথ পানে অপক্ক বসন্ত প্রশমিত ও পক্ক বসন্ত শুষ্ক হয়। বিস্ফোটক জ্বরে ইহা বিশেষ উপকারক।

অমৃতাদিঃ।

অমৃতাদি কষায়ঞ্চ বিসর্পোক্তং প্রযোজয়েৎ।
অমৃতাদির্যথা,—
অমৃত বৃষ পটোলং মুস্তকং সপ্তপর্ণং
খদিরমসিতবেত্রং নিম্বপত্রং হরিদ্রে।
বিবিধ বিষবিসর্পান্ কুষ্ঠ বিস্ফোট কণ্ডূন্
অপনয়তি মসূরীং শীতপিত্তং জ্বরঞ্চ।

গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোলপত্র, মুতা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণবেত্র, নিমপত্র, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ ৵০ পোয়া। ইহা সেবন করিলে বিসর্প, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, কণ্ডু, বসন্ত, শীতপিত্ত ও জ্বর দূরীভূত হয়।

সৌবীরেণ তু সংপিষ্টং মাতুলুঙ্গস্য কেশরম্।
প্রলেপাৎ পাচয়ত্যাশু দাহঞ্চাশু নিযচ্ছতি।

টাবালেবুর কেশর কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বসন্তসকল পাকিয়া উঠে এবং দাহ নিবারণ হয়।

পাদদাহং প্রকুরুতে পিড়কা পাদসম্ভবা।
তত্র সেকং প্রশংসন্তি বহুশস্তণ্ডুলাম্বুনা।

পায়ে বসন্ত হইয়া দাহ উপস্থিত হইলে সেই স্থানে তণ্ডুলজল সেচন করিবে।

পাককালে তু সর্ব্বাস্তা বিশোষয়তি মারুতঃ।
তস্মাৎ সংবৃংহণং কার্য্যং নতু পথ্যং বিশোষণম্।

পাককালে বসন্ত সকল বায়ু দ্বারা শুষ্ক হইতে থাকে, অতএব তৎকালে শোষক আহার না দিয়া পুষ্টিকর আহার ব্যবস্থা করিবে।

গুড়ূচীং মধুকং দ্রাক্ষাং মৌরটং দাড়িমৈঃ সহ।
পাককালে তু দাতব্যং ভেষজং গুড়সংযুতম্।
তেন পাকং ব্রজত্যাশু নচ বায়ুঃ প্রকুপ্যতি।

বসন্ত পাকিবার উপক্রমে গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষু, দাড়িম ও গুড়

সংযুক্ত ঔষধ প্রদান করিবে। ইহাতে বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে এবং বায়ু কুপিত হয় না।

লিহেদ্ বা বাদরং চূর্ণং পাচনার্থং গুড়েন তু।
অনেনাশু বিপচ্যন্তে বাতপিত্তকফাত্মিকাঃ।

কুলচূর্ণ গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

শূলাধ্মানপরীতস্য কম্পমানস্য বায়ুনা।
ধন্বমাংসরসাঃ শস্তা ঈষৎসৈন্ধবসংযুতাঃ।

বসন্তরোগে শূল, উদরাধ্মান ও কম্প উপস্থিত হইলে সৈন্ধবলবণের সহিত মাংসের যূষ পান করাইবে।

পিবেদম্ভস্তপ্তশীতং ভাবিতং খদিরাশনৈঃ।
শৌচে বারি প্রযুঞ্জীত গায়ত্রীবহুবারজম্॥

খদির ও অশনকাষ্ঠের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া ঐ জল শীতল হইলে পানার্থ প্রদান করিবে এবং শৌচার্থে খদির ও বহুবারপত্রের সহিত সিদ্ধ জল ব্যবহার করিতে দিবে।

জাতীপত্রং সমঞ্জিষ্ঠং দার্ব্বী পূগফলং শমী।
ধাত্রীফলং সমধুকং কথিতং মধুসংযুতম্।
মুখরোগে কণ্ঠরোধে গণ্ডূষার্থং প্রশস্যতে।

জাতীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, সুপারী, শমীছাল (শাঁইবাবলা), আমলা ও যষ্টিমধু এই সমুদায় জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ জল মুখক্ষতে ও কণ্ঠরোধে ব্যবহার্য্য।

অক্ষ্ণোঃ সেকং প্রশংসন্তি গবেধু মধুকাম্বুনা।

গোরক্ষচাকুলে ও যষ্টিমধু সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা চক্ষু সেচন করিবে।

পঞ্চবল্কলচূর্ণেন ক্লেদিনীমবচূর্ণয়েৎ।
ভস্মনা কেচিদিচ্ছন্তি কেচিদ্ গোময়রেণুনা।
ক্রিমিপাতভয়াচ্চাপি ধূপয়েৎ সরলাদিভিঃ।

বসন্তে অধিক পূয় হইলে বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত ইহাদের ছাল চূর্ণ করিয়া তাহা বসন্তের উপর ছড়াইয়া দিবে এবং বিলঘুঁটে ভস্ম বা চূর্ণ ঐ স্থানের উপর বিকীর্ণ করিবে। বসন্তে ক্রিমি না হয় এইজন্য সরলকাষ্ঠ, ধূনা, দেবাদারু, চন্দন ও অগুরু প্রভৃতির ধূপ প্রদান করিবে।

বেদনা দাহ শান্ত্যর্থং ক্ষতানাঞ্চ বিশুদ্ধয়ে।
সগুগ্গুলুং বরাক্কাথং যুঞ্জ্যাদ্ বা খদিরাষ্টকম্।

ত্রিফলার কাথে গুগ্গুল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পূয়াদি নির্গত হইয়া বেদনা ও দাহ নিবারণ হয়। খদিরাষ্টক পাচন সেবন করাইলে ও উপকার দর্শে।

কৃষ্ণাভয়ারজো লিহ্যান্মধুনা কণ্ঠশুদ্ধয়ে।
তথাষ্টাঙ্গাবলেহশ্চ কবলাশ্চার্দ্রকাদিভিঃ।

কণ্ঠপরিষ্কারার্থ মধুর সহিত পিপুল ও হরীতকীচূর্ণ লেহন, অষ্টাঙ্গাবলেহ ও আদা প্রভৃতির কবল ধারণ ব্যবস্থেয়।

পঞ্চতিক্তং প্রযুঞ্জীত পানাভ্যঞ্জন ভোজনৈঃ।
কুর্য্যাদ্ ব্রণবিধানঞ্চ তৈলাদীন্ বর্জ্জয়েচ্চিরম্।

পান, অভ্যঙ্গ ও ভোজনার্থ নিমছাল, গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোলপত্র ও কণ্টকারী ব্যবহার করিবে। ইহাতে ব্রণোক্ত সমুদায় অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য এবং তৈলাদি দ্রব্য বর্জ্জনীয়।

ঘণ্টাকর্ণং শিবং গৌরীং বিষ্ণুং বিপ্রঞ্চ পূজয়েৎ।
আচরেজ্জপহোমাদীন্ ব্রতং রোগহরং তথা।

ঘণ্টাকর্ণ (মহাদেবের গণবিশেষ ঘেঁটু দেবতা), শিব, দুর্গা, বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণের পূজা এবং জপহোমাদির অনুষ্ঠান ও উক্ত রোগঘ্ন ব্রতাচরণ করিবে।

অগদানি বিষঘ্নানি মন্ত্রানি বিবিধানি চ।
ধারয়েদ্ বাচয়েচ্চাপি বৈনতেয়স্য সংহিতাম্ ॥

এই রোগে বিষঘ্ন ঔষধ ও নবরত্ন ধারণ এবং গরুড়সংহিতা পাঠনা কর্ত্তব্য।

দুষ্টব্রণাসু তাস্বেব জলৌকাভির্হরেদসৃক্।
ব্রণশোথহরং যোগমাচরেত্তৎপ্রশান্তয়ে ॥

দুষ্ট বসন্তে জোঁক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ এবং ব্রণশোথনাশক চিকিৎসা করিবে।

বিষঘ্নৈঃ সিদ্ধমন্ত্রৈশ্চ প্রযুঞ্জ্যাত্তু পুনঃ পুনঃ।
ভক্ত্যা পঠেৎ পাঠয়েত শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্ ।

পুনঃ পুনঃ বিষঘ্ন সিদ্ধমন্ত্র প্রয়োগ এবং ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীশীতলা দেবীর স্তব পাঠ করিবে।

রোমান্তিকায়াং যোগাঃ।

উচ্চৈস্তরে প্রশস্তে চ রোমান্তীগদপীড়িতঃ।
গৃহেঽনার্দ্রে বসেন্নিত্যং গুরুকবসনাবৃতঃ ।
শীতবায়ুং শীততোয়ং সন্তাপং বহ্নিসূর্য্যয়োঃ ।
ত্যজেৎ স্ত্রিয়ং দিবানিদ্রামধ্বানং নিশিজাগরম্ ।

রোমান্তিকারোগে অর্থাৎ হাম হইলে অনার্দ্র ও উচ্চ প্রশস্ত গৃহে স্থূল অথচ উষ্ণবস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া সর্ব্বদা অবস্থিতি করিবে। এই পীড়ায় শীতল বায়ু, শীতল জল, অগ্নি ও সূর্য্যের তাপ, স্ত্রীসঙ্গম, দিবানিদ্রা, পথে পর্য্যটন এবং রাত্রিজাগরণ নিষিদ্ধ।

সুখোষ্ণেনাম্বুনা স্বেদো রোমান্তীজ্বরহৃন্মতঃ ॥

সুখোষ্ণ জলের স্বেদে হামজ্বরের শান্তি হয়।

মসূর্য্যাং যে চ কথিতা ইহ কাথাদয়োঽপি তে।
প্রযুজ্যমানা গদিনং সুস্থীকুর্ব্বন্তি সত্বরম্ ।

মসূরিকাধিকারে যে সকল কাথাদি উক্ত হইয়াছে, ইহাতেও তৎসমস্ত প্রযোজ্য।

যথাতথং প্রতীকার্য্যা জ্বরকাসাদয়শ্চ তে।

হামে জ্বর ও কাস থাকিলে কাস ও জ্বরাদির যথাবিধি চিকিৎসা করিবে।

ইন্দুকলা বটিকা।

শিলাজত্বয়সী হেম সংমর্দ্দ্যার্জ্জকবারিণা।
গুঞ্জামাত্রা বটীঃ কৃত্বা কুর্য্যাচ্ছায়াবিশোষিতাঃ ।
মসূরিকায়াং বিস্ফোটে জ্বরে লোহিতসংজ্ঞকে।
একৈকাং দাপয়েদাসাং সর্ব্বব্রণগদেষু চ ।

শিলাজতু, লৌহ ও স্বর্ণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া বাবুই তুলসীর রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মসূরিকা, বিস্ফোট ও লোহিত জ্বরে ইহা যথাযোগ্য অনুপানের সহিত সেবনীয়।

উষণাদিচূর্ণম্।

উষণং পিপ্পলীমূলং কুষ্ঠং বারণপিপ্পলীম্।
মুস্তকং মধুকং মূর্ব্বাং ভার্গীং মোচরসং শুভাম্ ।
যবজাতিবিষা বাসা গোক্ষুরং বৃহতীদ্বয়ম্ ।
সঞ্চূর্ণ্য সমভাগানি মাষমানেন যোজয়েৎ ।
উষণাদ্যমিদং চূর্ণং বিস্ফোটং লোহিতজ্বরম্ ।
রোমান্তিকাং জ্বরং জীর্ণং হন্যাচ্চাপি মসূরিকাম্ ॥

মরিচ, পিঁপুলমূল, কুড়, গজপিপ্পলী, মুতা, যষ্টিমধু, মূর্ব্বামূল, বামনহাটী, মোচরস, বংশলোচন, যবক্ষার, আতইচ, বাসকছাল, গোক্ষুর, বৃহতী ও কণ্টকারী প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ মাষা, অনুপান জল। ইহা রোমান্তিকার মহৌষধ।

সর্ব্বতোভদ্ররসঃ।

সিন্দুরমভ্রং রজতঞ্চ হেম
সমেন ভাগেন মনঃশিলাঞ্চ।
দ্বিশস্ত বাংশীং নিখিলেন তুল্যাং
সম্মর্দ্দয়েদ্ গুগ্গুলুকং প্রযত্নাৎ।
ততস্তু মাষপ্রমিতাং বিধায়
বটীং প্রযুঞ্জীত যথানুপানম্।
যং সর্ব্বতোভদ্ররসো ন হন্তি
ন সোঽস্তি রোগঃ খলু দেহিদেহে।

রসসিন্দুর, অভ্র, রৌপ্য, স্বর্ণ ও মনঃশিলা প্রত্যেক ১ ভাগ, বংশলোচন ২ ভাগ ও গুগ্গুল ৭ ভাগ এই সমুদায় জল দিয়া মর্দ্দিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত সেবনীয়। ইহা দ্বারা মসূরিকাদি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

দুর্লভরসঃ।

অথ শুদ্ধস্ত সূতস্ত মূর্চ্ছিতস্ত মৃতস্ত চ।
দ্বিবলা পিপ্পলী ধাত্রী রুদ্রাক্ষ ঘৃত মাক্ষিকৈঃ॥
মর্দ্দনং কারয়েৎখল্লে গুঞ্জামাত্রাং বটীং চরেৎ।
পাপরোগান্তকো যোগঃ পৃথিব্যামেষ দুর্লভঃ।

শোধিত পারদ, রসসিন্দুর, বলা, নাগবলা, পিঁপুল, আমলকী ও রুদ্রাক্ষ এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধু সহ একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ রতি মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা মসূরিকার মহৌষধ।

এলাদ্যরিষ্টঃ।

পঞ্চাশৎপলমেলায়া বাসায়াঃ পলবিংশতিম্।
মঞ্জিষ্ঠাং কুটজং দন্তীং গুড়ূচীং রজনীদ্বয়ম্॥
রাস্নামুশীরং মধুকং শিরীষং খদিরার্জ্জুনৌ।
ভূনিম্ব নিম্ব বহ্নীংশ্চ কুষ্ঠং মধুরিকাং তথা॥
গৃহীত্বা দিক্‌পলোন্মিত্যা জলদ্রোণাষ্টকে পচেৎ।
দ্রোণশেষে কষায়ে চ পূতে শীতে বিনিক্ষিপেৎ॥
ধাতক্যাঃ ষোড়শপলং মাক্ষিকস্তু তুলাত্রয়ম্।
চাতুর্জ্জাতং ত্রিকটুকং চন্দনং রক্তচন্দনম্॥
মাংসীং মুরাং মুস্তকঞ্চ শৈলেয়ং শারিবাদ্বয়ম্।
পলপ্রমাণতশ্চাত্র ক্ষিপ্ত্বা মাসং নিধাপয়েৎ॥
এলাদ্যরিষ্টো হন্ত্যেষ বিসর্পাংশ্চ মসূরিকাম্।
রোমান্তিকাং শীতপিত্তং বিস্ফোটং বিষমজ্বরম্।
নাড়ীব্রণং ব্রণং দুষ্টং কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্।
ভগন্দরোপদংশৌচ প্রমেহপিড়কাস্তথা।

বড় এলাইচ ৫০ পল, বাসকছাল ২০ পল, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়চিছাল, দন্তীমূল, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, বেণার মূল, যষ্টিমধু, শিরীষ, খদিরকাষ্ঠ, অর্জ্জুনছাল, চিরাতা, নিমছাল, চিতামূল, কুড় ও মউরী প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ-জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। ক্বাথ শীতল হইলে তাহাতে ধাইফুল ১৬ পল, মধু ৩৭৷৷০ সের এবং গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, মুরা-মংসী, মুতা, শৈলজ, অনন্তমূল ও শ্যামালতা প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে

প্রক্ষেপ করিয়া আবৃত মৃৎপাত্রে ১ মাস রাখিবে। পরে কল্ক সকল ছাঁকিয়া লইলেই অরিষ্ট প্রস্তুত হইল। ইহা যথাযথ মাত্রায় সেবন করিলে বিসর্প, মসূরিকা, রোমান্তিকা, শীতপিত্ত, বিস্ফোট, বিষমজ্বর, নাড়ীব্রণ, কাস, শ্বাস, ভগন্দর, উপদংশ ও প্রমেহপিড়কা এই সকল ব্যাধির শান্তি হয়।

শ্রীশ্রীশীতলাস্তবঃ।

ঈশ্বর উবাচ।

নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥

স্কন্দ উবাচ।

ভগবন্ দেব দেবেশ! শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্।
বক্তুমর্হস্যশেষেণ বিস্ফোটকয়াপহম্॥

(অস্য শ্রীশীতলাস্তবস্য মহাদেব ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শীতলাদেবতা শীতলোপদ্রবশান্তয়ে জপে বিনিয়োগঃ।)

বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ॥
শীতলে! শীতলে! চেতি যো ব্রূয়াদ্দাহপীড়িতঃ
বিস্ফোটকভবো দাহঃ ক্ষিপ্রং তস্য বিনশ্যতি॥
শীতলে! জ্বরদগ্ধস্য পূতিগন্ধগতস্য চ।
প্রনষ্টচক্ষুষঃ পুংসস্ত্বামাহুর্জীবনৌষধম্॥
শীতলে তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি দুস্তরান্।
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী॥
গলগণ্ডগ্রহা রোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাম্।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে! যান্তি তে ক্ষয়ম্॥
ন মন্ত্রো নৌষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগস্য বিদ্যতে।
ত্বমেকা শীতলে! ত্রাত্রী নান্যাং পশ্যামি দেবতাম্
মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাম্।
যস্ত্বাং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি! তস্য মৃত্যুর্ন জায়তে।
যস্ত্বামুদকমধ্যে তু ধৃত্বা সম্পূজয়েন্নরঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং কুলে তস্য ন জায়তে॥
অষ্টকং শীতলাদেব্যা ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ নরৈর্ভক্তিসমন্বিতৈঃ।
উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ॥

ইতি স্কন্দপুরাণান্তর্গত শীতলাস্তবঃ সমাপ্তঃ।

ঘণ্টাকর্ণমন্ত্রস্তু—

ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্ব্বব্যাধিবিনাশন!
বিস্ফোটকভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল!॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং মসূরিরোমান্ত্যধিকারঃ।

বাতরক্তাধিকারঃ।

বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো বৃদ্ধেন রক্তেনাবরিতে পথি।
ক্রুদ্ধঃ সংদূষয়েদ্রক্তং তজ্জ্ঞেয়ং বাতশোণিতম্॥
উত্তানমথ গম্ভীরং দ্বিবিধং বাতশোণিতম্।
ত্বঙ্মাংসাশ্রয়মুত্তানং গম্ভীরন্তূত্তরাশ্রয়ম্॥

রক্তাধিক্য প্রযুক্ত বায়ুর পথ রোধ হইলে উহা ক্রুদ্ধ হইয়া রক্তকে দূষিত করে। ইহাকেই বাতরক্ত কহে। বাতরক্ত দুইপ্রকার। যথা, উত্তান ও গম্ভীর। ত্বক্ ও মাংসাশ্রিত হইলে উত্তান ও অন্তর্ব্বর্ত্তী ধাতু অর্থাৎ মজ্জাদি গত হইলে তাহাকে গম্ভীর বলা যায়।

বাতরক্তে পথ্যানি।

আঢ়ক্যশ্চণকা মুদ্গা মসূরাঃ সমকুষ্ঠকাঃ।
যূষার্থে বহুসর্পিষ্কাঃ প্রশস্তা বাতশোণিতে॥

বাতরক্ত রোগে অড়র, ছোলা, মুগ, মসূর ও বনমুগ এই সমুদায়ের যূষ, যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃতের সহিত ব্যবস্থা করিবে।

পুরাণা যব গোধূম নীবারাঃ শালি ষষ্টিকাঃ।
ভোজনার্থে হিতা গব্যমহিষাজপয়ো হিতম্॥

এই রোগে পুরাতন যব, গোধূম, উড়িধান্য, শালি ও ষষ্টিক ধান্য এই সকলের অন্ন এবং গব্য, মাহিষ ও ছাগ-দুগ্ধ প্রশস্ত।

বাতরক্তেঽপথ্যানি।

দিবাস্বপ্নাগ্নিসন্তাপং ব্যায়ামং মৈথুনং তথা।
কটূষ্ণ গুর্ব্বভিষ্যন্দি লবণাম্লানি বর্জ্জয়েৎ॥

বাতরক্ত রোগে দিবানিদ্রা, অগ্নি-সন্তাপ, ব্যায়াম, মৈথুন এবং কটু, উষ্ণ, গুরু, অভিষ্যন্দি অর্থাৎ শ্লেষ্মজনক দ্রব্য, এবং লবণ ও অম্লাস্বাদ দ্রব্য বর্জ্জনীয়।

হরীতকীপ্রয়োগঃ।

হরীতকীঃ প্রাশ্য সমং গুড়েন
তিস্রোঽথবা পঞ্চ ততো গুড়ুচ্যাঃ।
কাথোঽনুপীতঃ শময়ত্যবশ্যং
প্রভিন্নমাজানুজবাতরক্তম্॥

৩টী বা ৫টী হরীতকী গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিয়া গুলঞ্চের কাথ পান করিলে জানু পর্য্যন্ত স্ফুটিত বাতরক্ত পীড়া উপশমিত হয়।

পটোলাদিকাথঃ।

পটোল কটুকা ভীরু ত্রিফলামৃত সাধিতম্।
কাথং পীত্বা জয়েজ্জন্তুঃ সদাহং বাতশোণিতম্।

(পিত্তোত্তরে যোগোঽয়ম্)॥

পটোলপত্র, কট্‌কী, শতমূলী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধ সের, শেষ ৵৹ পোয়া। এই কাথ পান করিলে দাহযুক্ত পৈত্তিক বাতরক্ত উপশমিত হয়।

সম্পাকাদিকাথঃ।

সম্পাকামৃতবাসানামেরণ্ডস্নেহ সংযুতম্।
পীত্বা কাথমসৃগ্বাতং ক্রমাৎ সর্ব্বাঙ্গজং জয়েৎ॥

সোঁদালফলের মজ্জা, গুলঞ্চ ও বাসকপত্র মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধ সের, শেষ ৵৹ পোয়া। এই কাথ এরণ্ডতৈলের সহিত সেবন করিলে ক্রমশঃ সার্ব্বাঙ্গিক বাতরক্ত নষ্ট হয়।

গোধূমাদিপ্রলেপাঃ।

গোধূমচূর্ণাজপয়ো ঘৃতঞ্চ
সচ্ছাগদুগ্ধে রুবুবীজকল্কঃ।
লেপো বিধেয়ঃ শতধৌত সর্পিঃ
সেকে পয়শ্চাবিকমেব শস্তম্॥

গোধূমচূর্ণ, ছাগদুগ্ধ ও ছাগঘৃত। ছাগদুগ্ধ ও এরণ্ডবীজ। শতধৌত ঘৃত। বাতরক্তে এই ত্রিবিধ প্রলেপ ও মেষ-দুগ্ধ সেচনে বিশেষ উপকার হয়।

লেপে পিষ্টাস্তিলাস্তদ্বদ্ ভৃষ্টাঃ পয়সি নির্ব্বৃতাঃ॥

এই রোগে ভৃষ্ট তিল দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

গুড়ূচীপ্রয়োগঃ ।

গুড়ূচ্যাঃ স্বরসং চূর্ণং কল্কং বা ক্বাথমেব বা ।
প্রভূতকালমাসেব্য মুচ্যতে বাতশোণিতাৎ ॥

গুলঞ্চের রস, চূর্ণ, কল্ক বা ক্বাথ অধিক দিন সেবন করিলে বাতশোণিত রোগ প্রশমিত হয়।

বাতরক্তে বিধিঃ ।

বাহ্যং লেপাভ্যঙ্গ সেকোপনাহৈর্বাতশোণিতম্ ।
বিরেকাস্থাপন স্নেহপানৈর্গম্ভীরমাচরেৎ ॥
স্বয়োর্মুঞ্চেদসৃক্ শৃঙ্গসূচ্যলাবুজলৌকসা ।
দেশাদ্দেশং ব্রজেৎ স্রাব্যং
শিরাভিঃ প্রচ্ছনেন বা ॥

প্রলেপ, অভ্যঙ্গ, সেক ও উপনাহ দ্বারা বাহ্য অর্থাৎ উত্তান বাতরক্তের এবং বিরেচন, আস্থাপন ও স্নেহ পান দ্বারা গম্ভীর বাতরক্তের চিকিৎসা করিবে। শৃঙ্গ, সূচী, অলাবু ও জলৌকার দ্বারা উভয় বাতরক্তেরই রক্ত মোক্ষণ করিবে। বাতরক্ত প্রসরণশীল অর্থাৎ একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায়, অতএব যে স্থানে যাইবে, সেই স্থানেই শিরাবেধ বা প্রচ্ছন্ন অর্থাৎ ঈষৎ বিদারণ দ্বারা রক্তস্রাব করাইবে।

বাতশোণিতিনো রক্তং স্নিগ্ধস্য বহুশো হরেৎ ।
অল্পাল্পং রক্ষয়েদ্ বায়ুং যথাদোষং যথাবলম্ ॥

বাতরক্ত পীড়িত ব্যক্তিকে স্নেহ পান করাইয়া, দোষ ও বল অনুসারে অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ রক্ত মোক্ষণ করিবে। রক্ত মোক্ষণ কালে এরূপ সতর্ক হইতে হইবে, যেন রক্তক্ষয় দ্বারা বায়ুর প্রকোপ না জন্মে।

বিদধ্যাদসকৃচ্চাপি বস্তিকর্ম্ম যথাবলম্ ।
নহি বস্তিসমং কিঞ্চিদ্ বাতরক্তচিকিৎসিতম্ ॥

বল বিবেচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ বস্তিপ্রয়োগ করিবে। বস্তি, বাতরক্তের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

এরণ্ডবীজমমৃতাং শতাহ্বাং জীরকং বলাম্ ।
ছাগেন পয়সা পিষ্ট্বা লেপয়েদসকৃদ্‌ভিষক্ ॥

এরণ্ডবীজ, গুলঞ্চ, শুল্‌ফা, জীরক ও বেড়েলা এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে।

রাস্নাং গুড়ূচীং মধুকং বলাঞ্চ পয়সা সহ ।
পিষ্ট্বা প্রলেপয়েত্তেন বাতরক্তং প্রশাম্যতি ॥

রাস্না, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও বেড়েলা দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্তের শান্তি হয়।

গৃহধূমো বচা কুষ্ঠং শতাহ্বা রজনীদ্বয়ম্ ।
প্রলেপঃ শূলনুদ্ বাতরক্তে বাতকফোত্তরে ॥

ঝুল, বচ, কুড়, শুল্‌ফা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বাতকফোল্বণ বাতরক্তের বেদনা সত্বর প্রশমিত হয়।

অমৃতাদিক্বাথঃ ।

অমৃতনাগরধন্যাককর্ষত্রয়েণ পাচনং সিদ্ধম্ ।
জয়তি সরক্তং বাতং সমং কুষ্ঠান্যশেষাণি ॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ ও ধনে প্রত্যেকে ২ তোলা করিয়া লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে, সেই ক্বাথ পান করিলে বাতরক্ত, আমবাত ও নানাপ্রকার কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

বাসাদিক্বাথঃ।

বাসাগুড়ূচীচতুরঙ্গুলানাং
এরণ্ডতৈলেন পিবেৎ কষায়ম্।
ক্রমেণ সর্ব্বাঙ্গজমপ্যশেষং
জয়েদসৃগ্বাতভবং বিকারম্॥

বাসক, গুলঞ্চ ও সোন্দাল ফল ইহাদের কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বাঙ্গগত বাতরক্ত নিবারিত হয়।

নবকার্ষিকঃ।

ত্রিফলানিম্বমঞ্জিষ্ঠা বচা কটুকরোহিণী।
বৎসাদনী দারুনিশা কষায়ো নবকার্ষিকঃ।
বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং পামানং রক্তমণ্ডলম্।
কুষ্ঠং কাপালিকাকুষ্ঠং পানাদেবাপকর্ষতি।
পঞ্চরক্তিকমানেন কার্য্যোঽয়ং নবকার্ষিকঃ।
কিন্ত্বেবং সাধিতে কাথে যোগ্যমাত্রা প্রদীয়তে॥

আমলা, হরীতকী, বহেড়া, নিম্ব, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কটকী, গুলঞ্চ ও দারু-হরিদ্রা প্রত্যেক ১ কর্ষ পরিমিত অর্থাৎ সমুদায়ে নয় কর্ষ। ইহাদের কাথ পান করিলে বাতরক্ত, পামা, রক্তমণ্ডল ও কাপালিকা কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

শিলাজত্বাদিপ্রয়োগঃ।

ছিন্নোদ্ভবাকষায়েণ সেব্যং শুদ্ধং শিলাজতু।
অমৃতাত্রিফলাক্বাথসংযুতা বা পলঙ্কষা॥

গুলঞ্চের ক্বাথের সহিত শোধিত শিলাজতু অথবা গুলঞ্চ ও ত্রিফলার ক্বাথের সহিত গুগ্‌গুল সেবন করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়।

গুড়ূচীপ্রয়োগঃ।

ঘৃতেন বাতং সগুড়া বিবন্ধং
পিত্তং সিতাঢ্যা মধুনা কফঞ্চ
বাতাসৃগুগ্রং রুবুতৈলমিশ্রা
শুণ্ঠ্যামবাতং শময়েদ্ গুড়ূচী।

গুড়ূচীর কাথ ঘৃতের সহিত পান করিলে বাতরোগ; গুড়ের সহিত পান করিলে মলবিবদ্ধতা; চিনির সহিত পান করিলে পিত্তদুষ্টি; মধুর সহিত পান করিলে কফদুষ্টি; এরণ্ডতৈলের সহিত পান করিলে উগ্র বাতরক্ত এবং শুঁঠ চূর্ণের সহিত সেবন করিলে আমবাত পীড়া প্রশমিত হয়।

কটুকাদিকল্কঃ।

কটুকামৃতযষ্ট্যাহ্ব শুণ্ঠীকল্কং সমাক্ষিকম্।
গোমূত্রপীতং জয়তি সকফং বাতশোণিতম্॥

কটকী, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও শুঁঠ ইহাদের কল্ক মধুসংযুক্ত করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিলে কফান্বিত বাতরক্ত বিনষ্ট হয়।

নিম্বাদিচূর্ণম্‌।

নিম্বামৃতাভয়া ধাত্রী প্রত্যেকঞ্চ পলোন্মিতম্‌।
সোমরাজীপলং শুণ্ঠী বিড়ঙ্গৈড়গজাঃ কণাঃ॥
যমানী চোগ্রগন্ধা চ জীরকং কটুকং তথা।
খদিরং সৈন্ধবং ক্ষারং দ্বে হরিদ্রে চ মুস্তকম্‌॥
দেবদারু তথা কুষ্ঠং কর্ষং কর্ষং প্রদাপয়েৎ।
সর্ব্বং সংচূর্ণিতং কৃত্বা শ্লথবস্ত্রেণ ছানয়েৎ॥
শাণমাত্রস্তু ভোক্তব্যং ছিন্নাক্বাথং পিবেদনু।
মাসমাত্রপ্রয়োগেণ ভবেৎ কাঞ্চনসন্নিভঃ॥
বাতশোণিতমত্যুগ্রং শ্বিত্রমৌড়ুম্বরং তথা।
কোঠং চর্ম্মদলাখ্যঞ্চ সিধ্ম পামা চ বিপ্লুতা॥
কণ্ডুবিচর্চ্চিকা কারু দদ্রু মণ্ডল কিট্টিমম্‌।
সর্ব্বাণ্যেব নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
আমবাতকৃতং শোথমুদরং সর্ব্বরূপিণম্‌।
প্লীহানং গুল্মরোগঞ্চ পাণ্ডুরোগং সকামলম্‌॥
সর্ব্বান্‌ কণ্ডুব্রণাংশ্চৈব হরতে নাত্র সংশয়ং।
এতন্নিম্বাদিকং চূর্ণং প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ॥

নিমছাল, গুলঞ্চ, হরীতকী ও আমলকী প্রত্যেক ১ পল, সোমরাজী ১ পল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেমূল, পিঁপুল, যমানী, বচ, জীরা, কট্‌কী, খদিরকাষ্ঠ, সৈন্ধব, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, দেবদারু ও কুড় প্রত্যেক দুই তোলা। এই সমুদায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্মবস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ২ মাষা। অনুপান গুলঞ্চের ক্বাথ। এক মাস এই ঔষধ সেবন করিলে অতি প্রবল বাতরক্ত এবং ব্রণ ও কণ্ডূ প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়া সত্বর প্রশমিত হয়।

পুনর্নবাগুগ্‌গুলুঃ।

পুনর্নবামূলশতং বিশুদ্ধং
রুবূকমূলঞ্চ তথা প্রযোজ্যং।
দত্ত্বা পলং ষোড়শকঞ্চ শুণ্ঠ্যাঃ
সঙ্কুট্য সম্যগ্বিপচেদ্‌ ঘটেঽপাম্‌॥
পলানি চাষ্টাবথ কৌশিকস্তু
তেনাষ্টশেষেণ পুনঃ পচেত্তু।
এরণ্ডতৈলং কুড়বঞ্চ দদ্যাদ্‌
দত্ত্বা ত্রিবৃচ্চূর্ণপলানি পঞ্চ॥
নিকুম্ভচূর্ণস্য পলং গুড়ূচ্যাঃ
পলদ্বয়ং চার্দ্ধপলং পলং প্রতি।
ফলত্রয়ত্র্যূষণচিত্রকাণি
সিন্ধূত্থভল্লাতবিড়ঙ্গকানি॥
কর্ষং তথা মাক্ষিকধাতুচূর্ণম্‌
পুনর্নবায়াঃ পলমেব চূর্ণম্‌
চূর্ণানি দত্ত্বা হ্যবতার্য্য শীতে
খাদেন্নরঃ কর্ষসমপ্রমাণম্‌॥
বাতাসৃজং বৃদ্ধিগদঞ্চ সপ্ত
জয়ত্যবশ্যং ত্বথ গৃধ্রসীঞ্চ।
জঙ্ঘোরুপৃষ্ঠত্রিকবস্তিজঞ্চ
তথামবাতং প্রবলঞ্চ শীঘ্রম্‌॥

পুনর্নবার মূল ১০০ পল (১২॥০ সের), এরণ্ডমূল ১০০ পল, শুণ্ঠীচূর্ণ ১৬ পল, এই সকল ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে ছাঁকিয়া তাহার সহিত ১ সের গুগ্‌গুল মিশাইয়া পুনরায় পাক করিবে। অনন্তর উহাতে এরণ্ডতৈল ॥০ অর্দ্ধ সের, তেউড়ীচূর্ণ ৫ পল, দন্তী-মূলচূর্ণ ১ পল, গুলঞ্চ ২ পল, ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণ প্রত্যেক অর্দ্ধপল, চিতা অর্দ্ধ পল, সৈন্ধবলবণ ১ পল, ভেলা ১ পল, বিড়ঙ্গ ১ পল, স্বর্ণমাক্ষিক

২ তোলা ও পুনর্নবাচূর্ণ ১ পল প্রদান করিয়া পাক করিবে। পরে শীতল হইলে নামাইয়া ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ইহাতে বাতরক্ত, গৃধ্রসী, বৃদ্ধি এবং জঙ্ঘা, উরু, পৃষ্ঠ, ত্রিক ও বস্তিজাত আমবাত অতিপ্রবল হইলেও নিবারিত হয়।

কৈশোরগুগ্‌গুলুঃ।

বরমহিষলোচনোদরসন্নিভ-
বর্ণস্য গুগ্‌গুলোঃ প্রস্থম্।
প্রক্ষিপ্য তোয়রাশৌ
ত্রিফলাঞ্চ যথোক্তপরিমাণাম্।
দ্বাত্রিংশচ্ছিন্নরুহাপলানি দেয়ানি যত্নেন।
বিপচেদপ্রমত্তো দর্ব্ব্যা সংঘট্টয়ন্ মুহূর্যাবৎ।
অর্দ্ধক্ষয়িতং তোয়ং জ্ঞাতং জ্বলনস্য সম্পর্কাৎ।
অবতার্য্য বস্ত্রপূতং পুনরপি সংসাধয়েদয়ঃপাত্রে।
সান্দ্রীভূতে তস্মিন্নবতার্য্য হিমোপলপ্রখ্যে।
ত্রিফলাচূর্ণার্দ্ধপলং ত্রিকটোশ্চূর্ণং
ষড়ক্ষপরিমাণম্।
ক্রিমিরিপুচূর্ণার্দ্ধপলং কর্ষং কর্ষং ত্রিবৃদ্দন্ত্যোঃ।
অমৃতায়াঃ পলমেকং সর্পিষশ্চ
পলাষ্টকং ক্ষিপেদমলম্।
উপযুজ্য চানুপানং যূষং ক্ষীরং সুগন্ধি সলিলঞ্চ।
ইচ্ছাহারবিহারী ভেষজমুপযুজ্য সর্ব্বকালমিদম্
তনুরোধি বাতশোণিতম্
একজমথ দ্বন্দ্বজং চিরোত্থঞ্চ।
জয়তি স্রুতপরিশুষ্কং স্ফুটিতং চাজানুজঞ্চাপি।
ব্রণ কাস কুষ্ঠ গুল্ম শ্বযথূদর পাণ্ডু মেহাংশ্চ।
মন্দাগ্নিঞ্চ বিবন্ধং প্রমেহপিড়কাশ্চ নাশয়ত্যাশু
সততং নিষেব্যমাণঃ কালবশাদ্ধন্তি সর্ব্বগদান্।
অভিভূয় জরাদোষং করোতি
কৈশোরিকং রূপম্।

প্রত্যেকং ত্রিফলাপ্রস্থো জলমত্র ষড়াঢ়কম্।
পাকায়ত্তং ফলং পাকে ক্বাথে পাকপ্রধানতা।
তস্মাৎক্বাথবিধৌ নিত্যং যতিতব্যং চিকিৎসকৈঃ

শ্লথ পোট্টলিবদ্ধ মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু ২ সের, ত্রিফলা প্রত্যেক ২ সের, গুলঞ্চ ৪ সের, পাকার্থ জল ৯৬ সের। পাককালে মুহুর্মুহুঃ নাড়িতে হইবেক। ৪৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং ঐ পোট্টলিস্থ গুগ্‌গুলু ঘৃতে মাড়িয়া উহাতে গুলিয়া পুনর্ব্বার লৌহপাত্রে চড়াইয়া পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইয়া ত্রিফলাচূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা, বিড়ঙ্গচূর্ণ ৪ তোলা, তেউড়ীমূলচূর্ণ ২ তোলা, দন্তীমূলচূর্ণ ২ তোলা ও গুলঞ্চচূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া ঘৃত ১ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান চণকাদির যূষ, দুগ্ধ বা জল।

রসাভ্রগুগ্‌গুলুঃ।

কর্ষদ্বয়ং পারদস্য লৌহং গন্ধক তৎসমম্।
লৌহগন্ধসমং চাভ্রং গুগ্‌গুলুং কুড়বদ্বয়ম্।
অমৃতায়া রসপ্রস্থে রসপ্রস্থে ফলত্রিকে।
সান্দ্রীভূতে রসে তস্মিন্ গর্ভং দদ্যা বিচক্ষণঃ।
ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী গুড়ূচী চেন্দ্রবারুণী।
বিড়ঙ্গং নাগপুষ্পঞ্চ ত্রিবৃতা চ সুচূর্ণিতম্।
প্রত্যেকং কর্ষমাত্রার্ সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
ভক্ষয়েৎ কোলমাত্রন্তু ছিন্নাক্বাথানুপানতঃ।
বাতরক্তং মহাঘোরং স্ফুটিতং গলিতং জয়েৎ।
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং ক্রিমিরোগাশ্মরীং তথা।
ভগন্দরং গুদভ্রংশং শ্বেতকুষ্ঠং সকামলম্।

অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ পামা কণ্ডু বিচর্চিকাঃ ॥
চর্ম্মকীলং মহাদক্রং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ।
বাতরক্ত বিনাশায় ধন্বন্তরিকৃতঃ পুরা ।
রসাভ্রগুগ্‌গুলুঃ খ্যাতো বাতরক্তেঽমৃতোপমঃ ॥

পারদ ৪ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, গুগ্‌গুল ১ সের। গুলঞ্চ ২ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। ত্রিফলা মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। এই দুই কাথ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত পারদাদি দ্রব্য সকল পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, গুলঞ্চ, রাখালশসার মূল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর ও তেউড়ীমূল প্রত্যেক ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। অনুপান গুলঞ্চের কাথ। ইহা সেবন করিলে গলিত ও স্ফুটিত, ঘোরতর বাতরক্ত রোগ, কুষ্ঠ ও অন্যান্য নানাপ্রকার রোগের শান্তি হয়।

গুড়ূচীঘৃতম্ ।

গুড়ূচীকাথকল্কাভ্যাং সপয়স্কং শৃতং ঘৃতম্ ।
হন্তি বাতং তথা রক্তং কুষ্ঠং জয়তি দুস্তরম্ ॥

ঘৃত ৪ সের, গুলঞ্চের কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ৪ সের ও গুলঞ্চের কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

শতাবরীঘৃতম্ ।

শতাবরীকল্কগর্ভং রসে তস্যাশ্চতুর্গুণে ।
ক্ষীরতুল্যং ঘৃতং পক্বং বাতশোণিতনাশনম্ ॥

শতমূলীর কল্ক ও স্নেহের চতুর্গুণ রস দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। পাককালে ঘৃতের সমান দুগ্ধ দিবে। ইহা সেবনে বাতরক্ত প্রশমিত হয়।

অমৃতাদ্যং ঘৃতম্ ।

অমৃতা মধুকং দ্রাক্ষা ত্রিফলা নাগরং বলা ।
বাসারগ্বধবৃশ্চীরদেবদারু ত্রিকণ্টকম্ ॥
কটুকা শবরী কৃষ্ণা কাশ্মর্য্যস্য ফলানি চ ।
রাস্নাক্ষুরকগন্ধর্ব্ববৃদ্ধদারঘনোৎপলৈঃ ॥
কল্কৈরেভিঃ সমৈঃ কৃত্বা সর্পিঃপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।
ধাত্রীরসসমং দত্ত্বা বারি ত্রিগুণসংযুতম্ ॥
সম্যক্‌সিদ্ধন্তু বিজ্ঞায় ভোজ্যপানে প্রশস্যতে ।
বহুদোষান্বিতং বাতং রক্তেন সহ মূর্চ্ছিতম্ ॥
উত্তানঞ্চাপি গম্ভীরং ত্রিকজঙ্ঘোরুজানুজম্ ।
ক্রোষ্টুশীর্ষে মহাশূলে চামবাতে সুদারুণে ॥
বাতরোগোপসৃষ্টস্য বেদনাঞ্চাপি দুস্তরাম্ ।
মূত্রকৃচ্ছ্রমুদাবর্ত্তং প্রমেহ বিষমজ্বরম্ ॥
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু বাতপিত্তকফোদ্ভবান্ ।
সর্ব্বকালোপযোগেন বর্ণায়ুর্ব্বলবর্দ্ধনম্ ॥
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং ঘৃতমেতদনুত্তমম্ ॥

ঘৃত ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, জল ১২ সের। কল্কার্থ—গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, শুঁঠ, বেড়েলা, বাসক, সোন্দাল, শ্বেতপুনর্নবা, দেবদারু, গোক্ষুর, কট্‌কী, শতমূলী, পিঁপুল, গাম্ভারীফল, রাস্না, কুলেখাড়া, এরণ্ড, বৃদ্ধদারক, মুতা ও উৎপল এই সকল দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া যথাবিহিত নিয়মানুসারে ঘৃত পাক করিবে। পানীয় ও ভোজ্য বস্তুর সহিত এই ঘৃত পান করিলে উত্তান, গম্ভীর, ত্রিক, জানু ও

জঙ্ঘাশ্রিত বহু দোষযুক্ত বাতরক্ত, ক্রোষ্টুশীর্ষ, শূল, আমবাত, বাতজনিত বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও প্রমেহ প্রভৃতি বহুপ্রকার রোগ বিনষ্ট এবং বল, বর্ণ ও আয়ু বৃদ্ধি হয়।

স্বল্পগুড়ূচীতৈলম্।

গুড়ূচীক্বাথকল্কাভ্যাং সিদ্ধং তৈলং প্রযত্নতঃ।
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ গুলঞ্চ ৬৪ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ গুলঞ্চ ১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত ও পিত্তজন্য দাহ সত্বর উপশমিত হয়।

মধ্যগুড়ূচীতৈলম্।

গুড়ূচীক্বাথকল্কাভ্যাং সিদ্ধং তৈলং পয়ঃসমম্।
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা।
একজং দ্বন্দ্বজং চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্।
নাশয়েত্তিমিরং ঘোরং গুড়ূচীতৈলমুত্তমম্ ॥

তিলতৈল ৪ সের। গুলঞ্চের ক্বাথ ১৬ সের। দুগ্ধ ৪ সের। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত নষ্ট হয়।

বৃহদ্‌গুড়ূচীতৈলম্।

শতং ছিন্নরুহায়াশ্চ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
ক্ষীরং চতুর্গুণং দত্বাৎ কল্কানেতান্ প্রযত্নতঃ।
অশ্বগন্ধা বিদারী চ কাকোল্যৌ হরিচন্দনম্ ॥
শতাবরী চাতিবলা শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্।
ক্রিমিঘ্নং ত্রিফলা রাস্না ত্রায়মাণা চ শারিবা ॥
জীবন্তী গ্রন্থিকং ব্যোষং বাগুজী ভেকপর্ণিকা।
বিশালা গ্রন্থিপর্ণঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা চন্দনং নিশা ॥
শতাহ্বা সপ্তপর্ণী চ কার্ষিকাণ্যুপকল্পয়েৎ।
পানাভ্যঞ্জন নস্যেষু বাতরক্তে প্রযোজয়েৎ ॥
বাতরক্তমুদাবর্ত্তং কুষ্ঠাঙ্গুষ্ঠাদশৈব তু।
হনুস্তম্ভং প্রমেহঞ্চ কামলাং পাণ্ডুতাং জয়েৎ ॥
বিস্ফোটঞ্চ বিসর্পঞ্চ নাড়ীব্রণং ভগন্দরম্।
বিচর্চ্চিকাং গাত্রকণ্ডুঃ পাদদাহং বিশেষতঃ ॥
এতত্তৈলবরং শ্রেষ্ঠং বলীপলিতনাশনম্।
আত্রেয়নির্ম্মিতং চৈব বলবর্ণকরং পরম্ ॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ গুলঞ্চ ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ অশ্বগন্ধা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন, শতমূলী, বেড়েলা, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, রাস্না, বলাড়ুমুর, অনন্তমূল, জীবন্তী, পিঁপুলমূল, ত্রিকটু, হাকুচবীজ, থুলকুড়ি, রাখালশসার মূল, গেঁটেলা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, শুল্‌ফা ও ছাতিমছাল প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থে ব্যবহার্য্য। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, হস্তপদাদির দাহ ও নানাপ্রকার বাতপৈত্তিক রোগ নষ্ট হয়।

মহারুদ্রগুড়ূচীতৈলম্।

অমৃতায়াস্তুলাং সম্যগ্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পিচুমর্দ্দত্বচং ক্ষুণ্ণাং ভাজনপ্রমিতাং তথা ॥
জলদ্রোণে বিনিষ্ক্বাথ্য গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্।
প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য গোমূত্রঞ্চাপি তৎসমম্ ॥
অমৃতা বাগুজী কুষ্ঠী করবীরং ফলত্রিকম্।
দাড়িমং নিম্ববীজঞ্চ রজন্যৌ বৃহতীদ্বয়ম্ ॥

নাগবলা ত্রিকটুকং পত্রং মাংসী পুনর্নবা।
গ্রন্থিকং বিকসাশ্বাহ্বশতপুষ্পা চ চন্দনম্।
শারিবে দ্বে সপ্তপর্ণো গোময়স্য রসস্তথা।
এষাং কর্ষমিতৈর্ভাগৈঃ সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্।
কুষ্ঠঞ্চাষ্টাদশবিধং বিসর্পঞ্চ ব্রণাময়ম্।
মহারুদ্রগুড়ূচ্যাখ্যং তৈলং ভুবনদুর্লভম্।

কটুতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ গুলঞ্চ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। নিমছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোমূত্র ৪ সের। কল্কার্থ গুলঞ্চ, সোমরাজীবীজ, দন্তীমূল, করবীমূল, ত্রিফলা, দাড়িমবীজ, নিম্ববীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, তেজপত্র, জটামাংসী, পুনর্নবা, পিঁপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, শুল্ফা, রক্তচন্দন, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ছাতিমছাল ও গোময়রস প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা মর্দ্দন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, বিসর্প ও ব্রণ নষ্ট হয়।

মহাপিণ্ডতৈলম্।

অমৃতায়াঃ পলশতং সোমরাজীতুলাং তথা।
প্রসারণ্যাঃ পলশতং জলদ্রোণে পৃথক্ পচেৎ।
পাদশেষং গৃহীত্বা চ তৈলপ্রস্থং পচেদ্ ভিষক্।
ক্ষীরং চতুর্গুণং দত্ত্বা মন্দমন্দেন বহ্নিনা।
পিণ্ড শালজনির্যাস সিন্ধুবার ফলত্রয়ম্।
বিজয়া বৃহতী দন্তী কঙ্কোলক পুনর্নবাঃ।
বহ্নি গ্রন্থিক কুষ্ঠানি নিশে দ্বে চন্দনদ্বয়ম্।
পূতি পূতিক সিদ্ধার্থ বাগুজী চক্রমর্দ্দকম্।
বাসা নিম্বপটোলানি বানরীবীজমেব চ।
অশ্বাহ্বা সরলং সর্ব্বং প্রতিকর্ষমিতং পচেৎ।
এতত্তৈলবরং হন্তি বাতরক্তমসংশয়ম্।
কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং গ্রন্থিবাতং সুদারুণম্।
কায়গ্রহঞ্চামবাতং ভগন্দরগুদাময়ম্।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি মর্দ্দনান্নাত্র সংশয়ঃ॥

কটুতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ গুলঞ্চ, সোমরাজী ও গন্ধভাদুলে প্রত্যেক ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ,—শিলারস, ধুনা, নিসিন্দা, ত্রিফলা, সিদ্ধি, বৃহতী, দন্তীমূল, কাঁকূলা, পুনর্নবা, চিতামূল, পিঁপুলমূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চন্দন, রক্তচন্দন, খাটাশী, করঞ্জ, শ্বেতসর্ষপ, সোমরাজীবীজ, চাকুন্দাবীজ, বাসকছাল, নিমছাল, পটোলপত্র, আলকুশীবীজ, অশ্বগন্ধা ও সরলকাষ্ঠ প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত ও কুষ্ঠাদি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

দশপাকবলাতৈলম্।

বলাকষায়কল্কাভ্যাং তৈলং ক্ষীরচতুর্গুণম্।
দশপাকং ভবেদেতৎ বাতাসৃগ্ বাতপিত্তজিৎ।
ধন্যং পুংসবনঞ্চৈব নরাণাং শুক্রবর্দ্ধনম্।
রেতোযোনিবিকারঘ্নমেতদ্বাতবিকারনুৎ।

তৈল ৪ সের। বেড়েলার ক্বাথ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। বেড়েলার কল্ক ১ সের। এই সকল ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা ১০ বার যথাবিধি তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে বাতরক্ত ও বাতপিত্তরোগ নষ্ট হয়। ইহা পুরুষের শুক্রবৃদ্ধিকারক এবং রেতোদোষ, যোনিবিকার ও বাতবিকারবিনাশক।

শতাহ্বাদিতৈলম্।

কাথেন শতপুষ্পায়াঃ কুষ্ঠস্য মধুকস্য চ।
একৈকং সাধয়েত্তৈলং বাতরক্তরুজাপহম্।

শুল্‌ফা, কুড়, কিংবা যষ্টিমধুর কাথ সহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে বাতরক্ত বিনষ্ট হয়।

বিষতিন্দুকতৈলম্।

বিষতরুফলমজ্জ প্রস্থযুগ্মঞ্চ শিগ্রু-
স্বরস লকুচবারি প্রস্থমেকৈকশশ্চ।
কনকবরুণচিত্রাপত্রনির্গুণ্ডিকা স্নুক্-
স্বরস তুগরগন্ধা বৈজয়ন্তীরসশ্চ।
পৃথগিতি পরিকল্প্য প্রস্থযুগ্মেন যুগ্মং
বিষতরুফলমজ্জাতুল্যতৈলং বিপক্বম্।
লশুন সরল যষ্টি কুষ্ঠ সিন্ধুত্থযুগ্মং
দহন তিমির কৃষ্ণা কল্কযুক্তং সুসিদ্ধম্।
হরতি সকলবাতান্ ঘোররূপানসাধ্যান্
প্রতিদিনমনুলেপাৎ সুপ্তবাতস্য জন্তোঃ॥
কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং দ্বিবিধং বাতশোণিতম্।
বৈবর্ণ্যং ত্বগ্‌গতান্ দোষান্ নাশয়ত্যাশু মর্দ্দনাৎ।

তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ কুট্টিত কুঁচিলাবীজ ৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের। সজিনামূলের ছাল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। মাদারমূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কালধুতুরা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। বরুণছাল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। চিতাপত্ররস ৪ সের অভাবে চিতাপত্র ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। নিসিন্দাপত্ররস ৪ সের, অভাবে নিসিন্দাপত্র ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। সিজপত্ররস ৪ সের, অভাবে সিজপত্র ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। এইরূপ অশ্বগন্ধাকাথ ৪ সের, জয়ন্তীপত্ররস ৪ সের, অভাবে কাথ ৪ সের। কল্কার্থ রসুন, সরলকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, কুড়, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, চিতামূল, হরিদ্রা ও পিঁপুল প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল মর্দ্দন করিলে প্রবল বাতব্যাধি, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, বিবর্ণতা ও ত্বগ্‌দোষ নিবারণ হয়।

রুদ্রতৈলম্।

পুনর্নবা নিশা নিম্বং বার্ত্তাকু বৃহতীত্বচম্।
কণ্টকারী করঞ্জশ্চ নির্গুণ্ডী বৃষমূলকম্॥
অপামার্গং পটোলঞ্চ ধুস্তূরং দাড়িমীফলম্।
জয়ন্তীমূলকং দন্তী প্রত্যেকং কার্ষিকদ্বয়ম্॥
ত্রিফলায়াঃ প্রদাতব্যং দ্বিকর্ষঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
দত্ত্বা ছিন্নরুহায়াশ্চ দ্বাত্রিংশচ্চ পলানি চ॥
পাচয়েদ্ভাজনে তোয়ং চতুর্ভাগাবশেষিতম্।
কটুতৈলস্য চ প্রস্থং দুগ্ধঞ্চ তৎসমং ভবেৎ॥
বাসকস্বরসপ্রস্থং মন্দমন্দেন বহ্নিনা।
গন্ধং শটী চ কাকোলী চন্দনং গ্রন্থিকং নখী॥
পূতিকং কেশরং কুষ্ঠং বচা কুন্দুরু শৈলজম্।
হ্রীবের যষ্টিমধুকং জটামাংসী শিলারসম্।
রেণুকৈলাঞ্চ সরলং নালুকং কার্ষিকং ক্ষিপেৎ।
রুদ্রতৈলমিদং খ্যাতং বাতরক্তং বিমুঞ্চতি।
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং হন্ত্যস্থিমজ্জগং পুনঃ।
হস্তপাদাঙ্গুলীসন্ধিগলিতং স্ফুটিতং তথা।
কৃষ্ণং শ্বেতং তথা রক্তং নানাবর্ণং সদাহকম্।
পামাং বিচর্চিকাং কণ্ডুং ছায়াং স্বাচঞ্চ কালিনীম্।
মসূরিকাং মণ্ডলঞ্চ জ্বলনঞ্চ বিসর্পকম্।
নাড়ীব্রণং মর্ম্মহীনং গাত্রবৈবর্ণ্য দদ্রুকম্।
নিহন্তি রক্তদোষঞ্চ ভাস্করস্তিমিরং যথা।

কটুতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ গুলঞ্চ ৪ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। দুগ্ধ ৪ সের। বাসক রস ৪ সের। কল্কার্থ পুনর্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুন, বৃহতী, গুড়ত্বক্, কণ্টকারী, করঞ্জ, নিসিন্দা, বাসকমূল, আপাং, পটোলপত্র, ধুতূরা, দাড়িমফলের ছাল, জয়ন্তীমূল, দন্তী ও ত্রিফলা ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা। গন্ধার্থ কৃষ্ণাগুরু, শটী, কাকোলী, শ্বেতচন্দন, গেঁঠেলা, নখী, খাটাশী, নাগেশ্বর, কুড়, বচ, কুন্দুরু, শৈলজ, বালা, যষ্টিমধু, জটামাংসী, শিলারস, রেণুক, বড়-এলাইচ, সরলকাষ্ঠ ও নালুকা প্রভৃতি প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দন করিলে বাতরক্ত, অস্থিগত ও মজ্জাশ্রিত কুষ্ঠ, হস্তপদাদির ক্ষত, পামা, বিচর্চ্চিকা ও নানাপ্রকার ত্বগ্‌দোষ প্রভৃতির পীড়া সত্বর নিবারণ হয়।

মহারুদ্রতৈলম্। (বাসারুদ্রগুড়ূচী)।

পুনর্নবা নিশা নিম্বং বার্ত্তাকু দাড়িমীফলম্।
বৃহত্যৌ পূতিকামূলং বাসকং সিন্ধুবারকম্॥
পটোলপত্রং ধুস্তূরমপামার্গং জয়ন্তিকা।
দন্তী বরা পৃথক্ সর্ব্বং কর্ষদ্বয়মিতং পুনঃ॥
বিষস্য দ্বিপলং দেয়ং পৃথক্ ব্যোষং পলত্রয়ম্।
প্রস্থঞ্চ সার্ষপং তৈলং প্রস্থাম্বু বৃষপত্রজম্।
গুড়ূচ্যাস্তু চতুঃষষ্টিপলক্বাথরসেন চ।
বারিপ্রস্থেন পক্তব্যং মহারুদ্রমিদং শুভম্॥
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু নানাদোষসমুদ্ভবম্।
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং হন্তি বর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
ক্রিমিং দুষ্টব্রণঞ্চৈব দাহং কণ্ডূং নিহন্তি চ।
অস্বেদনং মহাস্বেদমভ্যঙ্গাদেব নশ্যতি।

কটুতৈল ৪ সের। বাসকপত্র রস ৪ সের। ক্বাথার্থ গুলঞ্চ ৮ সের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ পুনর্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুন, দাড়িমফলের ছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটামূল, বাসকছাল, নিসিন্দা, পটোলপত্র, ধুতূরা, আপাংমূল, জয়ন্তী, দন্তী ও ত্রিফলা প্রত্যেক ৪ তোলা, বিষ ১৬ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ৩ পল। জল ৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ, কণ্ডূ ও দাহ প্রভৃতি পীড়া নিবারণ হয়।

বাতরক্তহরাঃ যোগাঃ।

ছিন্নোদ্ভবাক্বাথেণ সেব্যং শুদ্ধং শিলাজতু।
পঞ্চকর্ম্মবিশুদ্ধেন বাতরক্তপ্রশান্তয়ে।

বাতরক্ত শান্তির জন্য বমন, বিরেচনাদি পঞ্চ কর্ম্ম সাধনানন্তর গুলঞ্চের ক্বাথের সহিত শিলাজতু সেবনীয়।

কুষ্ঠোক্তোঽপ্যত্র দাতব্যঃ শ্রীমহাতালকেশ্বরঃ।
সর্ব্বেশ্বরশ্চ দাতব্যস্তস্মিন্ কুর্য্যাদিমং বিধিম্।
রক্তাধিক্যে রক্তমোক্ষঃ পাদে বাহ্বৌ ললাটকে।
কর্ত্তব্যো রক্তরোগেষু কুষ্ঠিনাঞ্চ বিশেষতঃ॥
বলিনো বহুদোষস্য বয়ঃস্থস্য শরীরিণঃ।
পরং প্রমাণমিচ্ছন্তি প্রস্থং শোণিতমোক্ষণে।

বাতরক্ত রোগে কুষ্ঠোক্ত মহাতালকেশ্বর ও সর্ব্বেশ্বর নামক ঔষধদ্বয় প্রযোজ্য। বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে রোগী বলবান্ ও বয়ঃস্থ হইলে প্রবল দোষে বাহু, পাদ ও ললাটদেশ হইতে রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য। ১ সের পর্য্যন্ত রক্তমোক্ষণ করা যাইতে পারে।

তালেন নিহিতং তাম্রং রস গন্ধক সংযুতম্।
বহুধা পুটিতং তালং বাতরক্তে মহৌষধম্॥

তাম্রপাত্রে হরিতাল লেপন করিয়া যথারীতি ভস্ম করিয়া পারদ ও গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাতরক্ত রোগ উপশমিত হয়। এই রোগে বহুপুটদগ্ধ হরিতাল মহৌষধ।

গুড়ূচ্যাদিলৌহঃ।

গুড়ূচীসারসংযুক্তং ত্রিকত্রয়সমাযুতম্।
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বরোগহরং হয়ঃ॥
(গুড়ূচীং কুট্টয়িত্বা পাত্রস্থজলে সংমর্দ্দ্য অধঃপতিতসারো বিশুষ্কো গ্রাহ্যঃ। ত্রিকত্রয়ং ত্রিফলা ত্রিকটু ত্রিমদাঃ। সর্ব্বসমো লৌহঃ।)

গুলঞ্চের, চিনি, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, চিতামূল ও মুতা প্রত্যেক ১ তোলা এবং লৌহ ১০ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য জল দিয়া মাড়িয়া ৬ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। ধন্যা ও পলতার জলের সহিত সেবনীয়। ইহাতে বাতরক্ত প্রশমিত হয়, হস্ত ও পদ প্রভৃতির জ্বালাতে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পিত্তান্তকলৌহঃ।

রসং গন্ধকমভ্রঞ্চ গুড়ূচীমভয়াং তথা।
উশীরং বালকং তাম্রসারং সর্ব্বং সমং সমম্।
গৃহীত্বায়ঃ সর্ব্বসমং খল্লে সংস্থাপ্য মর্দ্দয়েৎ।
রক্তিদ্বয়মিতাং খাদেদ্বটিকামতিযত্নতঃ॥
পটোলপত্র ধন্যাক ক্কাথেনৈবানুপানতঃ।
পাণ্ডুং পিত্তোদ্ভবান্ রোগানশেষান্ যকৃতং তথা।
উপদংশং তথা হস্তাঙ্ঘ্রিকৃতিং পারদোদ্ভবাম্।
লৌহঃ পিত্তান্তকো নাম বাতরক্তং সুদারুণম্।
দাহং চ হস্তপদয়োর্হন্তি সূর্য্যো যথা তমঃ।

রস, গন্ধক, অভ্র, গুলঞ্চ, হরীতকী, বেণার মূল, বালা ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ, লৌহ সর্ব্বসমান একত্র জল দিয়া মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ধন্যা ও পল্‌তার ক্বাথ। ইহা সেবনে পিত্তজনিত সর্ব্বপ্রকার রোগ, যকৃৎ, পাণ্ডু ও হস্তপদাদির জ্বালা সত্বর প্রশমিত হয়।

বাতরক্তান্তকো রসঃ।

পারদং গন্ধকং লৌহং ঘনং তালং মনঃশিলাং।
শিলাজতু পুরং শুদ্ধং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ॥
বিড়ঙ্গং ত্রিফলা ব্যোষমব্ধিফেনং পুনর্নবা।
দেবদারু চিত্রকঞ্চ দার্ব্বী শ্বেতাপরাজিতা॥
চূর্ণমেষাং পৃথক্ তুল্যং সর্ব্বমেকত্র ভাবয়েৎ।
ত্রিফলা ভৃঙ্গরাজস্য রসেনৈব ত্রিধা ত্রিধা॥
সম্ভাব্য ভক্ষয়েৎ পশ্চান্মাষমাত্রং দিনে দিনে।
কুস্থানুপানং নিম্বস্য পত্রং পুষ্পং ত্বচং সমম্॥
শাণমাত্রং ঘৃতৈঃ কুর্য্যাং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
বাতরক্তং মহাঘোরং গম্ভীরং সর্ব্বজং জয়েৎ।
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তং সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যয়ম্।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হরিতাল, মনছাল, শিলাজতু, শোধিত গুগ্‌গুল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, সমুদ্রফেন, পুনর্নবা, দেবদারু, চিতামূল, দারুহরিদ্রা ও শ্বেতাপরাজিতার মূল এই সমুদায় সমভাগে মর্দ্দন করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে ও ভৃঙ্গরাজের রসে যথাক্রমে ৩ বার

করিয়া ভাবনা দিয়া মাষকলাই প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ঘৃত ও নিম্বের পত্র পুষ্প বা ত্বকের কাথ। ইহা কিছুদিন সেবন করিলে উপদ্রবসংযুক্ত ঘোরতর বাতরক্ত রোগ নষ্ট হয়।

দ্বাদশায়সঃ।

গরুত্মান্ দরদস্তীক্ষ্ণং সর্ব্বাখ্যো বঙ্গশুক্তিকে।
শুদ্ধঞ্চ গগনং ফেনং রুধিরঞ্চ ত্রিনেত্রকম্॥
পাতালনৃপতিশ্চৈব বহ্নিমূলং সরামঠম্।
ত্রিকটু ত্রিফলা শিগ্রু অজমোদা যমানিকা।
পিপ্পলীমূলং ভার্গী চ লশুনং জীরকদ্বয়ম্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
বাতরক্তং মহাকুষ্ঠং গলিতাঙ্গং ত্রিদোষজম্।
শোথং কণ্ডুঞ্চ রুধিরং সর্ব্বমেতদ্ব্যপোহতি॥
মন্দানলামবাতঞ্চ শ্লেষ্মাণঞ্চ জলোদরম্।
ঘ্রাণাক্ষিকর্ণজিহ্বোত্থং সর্ব্বরোগং বিনাশয়েৎ॥

স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, লৌহ, পারদ, বঙ্গ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, সমুদ্রফেন, গেরিমাটী, স্বর্ণ, সীসা, চিতামূল, হিঙ্গু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, সজিনাবীজ, বনযমানী, যমানী, পিঁপুলমূল, বামনহাটী, রসুন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা এই সমুদায় একত্রে আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু, মণ্ডল ও অন্যান্য নানাপ্রকার পীড়া নিবারণ হয়।

লাঙ্গল্যাদ্যং লৌহম্।

বিশুদ্ধলাঙ্গলীমূলং ত্রিকটু ত্রিফলৈস্তথা।
দ্রাক্ষাগুগ্গুলুভিস্তুল্যং লৌহচূর্ণং নিযোজয়েৎ।
মাতুলুঙ্গরসেনৈব ত্রিফলায়া রসেন চ।
বিমৃদ্য যত্নতঃ পশ্চাদ্ গুড়িকাং কোলসম্মিতাম্॥
ভক্ষয়েন্মধুনা সার্দ্ধং শৃণু কুর্ব্বন্তি যান্ গুণান্।
আজানুস্ফুটিতং ঘোরং সর্ব্বাঙ্গস্ফুটিতং তথা।
তৎসর্ব্বং নাশয়ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যঞ্চ শোণিতম্।

পরিষ্কৃত ঈশলাঙ্গলার মূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা ও গুগ্গুল এই সকল দ্রব্য সমভাগ; ইহাদের সকলের সমান লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া টাবালেবুর রসে ও ত্রিফলার কাথে মর্দ্দিত করতঃ কুল পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে সর্ব্বাঙ্গ স্ফুটিত এবং সাধ্যাসাধ্য সর্ব্বপ্রকার বাতরক্ত উপশমিত হয়।

তালভস্ম।

হরিতালং পলং শুদ্ধং তথা কর্ষং বিষস্য চ।
শ্বেতাঙ্কোঠরসেনৈব দ্বয়মেকত্র খল্লয়েৎ॥
পলাশভস্ম দ্বিপলং নিধায় স্থালিকোপরি।
তদ্ভস্মোপরি তালস্য গোলকং স্থাপয়েৎ সুধীঃ॥
তস্যোপরি হ্যপামার্গভস্ম দদ্যাৎ পলত্রয়ম্।
স্থালীমুখে শরাবঞ্চ দত্ত্বাদ্ যত্নেন লেপয়েৎ॥
লেপয়িত্বা ততশ্চুল্ল্যামহোরাত্রং পচেদ্ভিষক্।
ততস্তু জায়তে ভস্ম শুদ্ধকর্পূরসন্নিভম্॥
গুঞ্জাত্রয়ং ততো ভক্ষ্যমনুপানবিশেষতঃ।
বাতরক্তঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ দদ্রুবিস্ফোটকাপচীঃ।
বিচর্চ্চিকাং চর্ম্মদলং বাতরক্তঞ্চ শোণিতম্।
রক্তপিত্তং তথা শোথং গলৎকুষ্ঠং বিনাশয়েৎ।
হলীমকং তথা শূলমগ্নিমান্দ্যমরোচকম্॥

হরিতাল ৮ তোলা, বিষ ২ তোলা এই দ্রব্যদ্বয়কে ধলআঁকড়ার রসে খলে মর্দ্দন করিয়া একটা গোলক করিবে। পরে একটা স্থালীর নীচে ১৬ তোলা পলাশের ক্ষার দিয়া তাহার উপরে ঐ গোলক রাখিয়া ২৪ তোলা অপামার্গের

ক্ষার তাহার উপরে প্রদান করিবে; এবং সেই স্থালীর মুখ শরার দ্বারা উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া লেপন করিবে। পরে দিবারাত্র চুল্লীর উপর পাক করিবে। পাকের পর তালভস্ম শুদ্ধ কর্পূরের ন্যায় দেখিতে পাইবে। পরিমাণ ৩ রতি। অনুপান বিশেষে সেবন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, দদ্রু, বিস্ফোট, অপচী, বিচর্চ্চিকা, চর্ম্মদল, দূষিত রক্ত, রক্তপিত্ত, শোথ, গলৎকুষ্ঠ, হলীমক, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও অরোচক রোগ বিনষ্ট হয়।

মহাতালেশ্বরো রসঃ।

তথা সিদ্ধেন তালেন গন্ধতুল্যেন মেলয়েৎ।
দ্বয়োস্তুল্যং জীর্ণতাম্রং বালুকাযন্ত্রগং পচেৎ॥
অয়ং তালেশ্বরো নাম রসঃ পরমদুর্লভঃ।
হন্ত্যাৎ কুষ্ঠানি সর্ব্বাণি বাতরক্তমথাপি চ।
শূলমষ্টবিধং শ্বিত্রং রসস্তালেশ্বরো মহান্॥

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীমতে হরিতাল ভস্ম করিয়া হরিতাল ও তত্তুল্য গন্ধক একত্রিত করতঃ উভয়ের সমান জারিত তাম্র প্রদান করিবে এবং বালুকাযন্ত্রে যথাবিধি পাক করিবে। তাহা হইলে পরম দুর্লভ মহাতালেশ্বরনামক রস প্রস্তুত হইবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, অষ্টপ্রকার শূল ও শ্বিত্ররোগ উপশমিত হইবে।

বিশ্বেশ্বরো রসঃ।

রসাদ্দশ বিষাৎ পঞ্চ গন্ধকাদ্দশ শোধিতাৎ।
তুত্থাদ্দশ পলাশস্য বীজেভ্যঃ পঞ্চ কারয়েৎ॥
ক্ষুদ্রাশ্বমার ধুস্তূর করহাটক নীলীতঃ।
দশকং দশকং কুর্য্যাচ্ছোষয়িত্বা জটাত্বচঃ॥
দশকং দশকং দত্ত্বা কুচিলাদ্দশ নূতনাৎ।
ভল্লাতকাচ্চ দশকং চূর্ণয়িত্বা ভিষক্ ততঃ॥
সুদিনে চ বলিং দত্ত্বা বৈদ্যঃ পূজাপরায়ণঃ।
রক্তিকাদ্বিতয়ং দদ্যাৎ সগুঞ্জে যদি বা ত্রয়ম্॥
বাতরক্তং জ্বরং কুষ্ঠং খরস্পর্শমসৌখ্যদম্।
আজানুস্ফুটিতং হন্তি বিষজং বাহ্নিনিঃসৃতম্॥
কুষ্ঠমষ্টাদশবিধমগ্নিমান্দ্যমরোচকম্।
বিশ্বেশ্বরো রসো নাম বিশ্বনাথেন ভাসিতঃ॥

শোধিত পারদ ১০ ভাগ, বিষ ৫ ভাগ, গন্ধ ১০ ভাগ, তুঁতে ১০ ভাগ, পলাশবীজ ৫ ভাগ, কণ্টকারী, করবীর, ধুতুরা, হাতজুড়ীলতা, নীলগাছ, জটামাংসী, দারুচিনি, নূতন কুঁচিলা ও ভেলা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক দশভাগ করিয়া গ্রহণ করতঃ একত্রিত ও চূর্ণ করিবে। পূজাপরায়ণ বৈদ্যগণ রোগীর অবস্থানুসারে ২ রতি অথবা ৩ রতি পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিবেন। এই ঔষধ সেবনে বাতরক্ত, জ্বর, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, অরোচক ও বিষজ সর্ব্বপ্রকার রোগ প্রশমিত হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বাতরক্তাধিকারঃ।

কুষ্ঠাধিকারঃ।

বাতোত্তরেষু সর্পির্বমনং শ্লেষ্মোত্তরেষু কুষ্ঠেষু।
পিত্তোত্তরেষু মোক্ষো রক্তস্য বিরেচনং শ্রেষ্ঠম্॥

বায়ুপ্রধান কুষ্ঠে ঘৃতপান, কফপ্রধান কুষ্ঠে বমন এবং পিত্তপ্রধান কুষ্ঠে রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন ব্যবস্থেয়।

যে লেপাঃ কুষ্ঠিনাং যুজ্যন্তে নির্গতাস্রদোষাণাম্।
সংশোধিতাশয়ানাং সদ্যঃ সিদ্ধির্ভবেত্তেষাম্॥

দুষ্ট রক্ত নির্গত করিয়া এবং বমন ও বিরেচন করাইয়া কুষ্ঠোক্ত প্রলেপ ব্যবহার করিলে শীঘ্রই রোগের উপশম হইয়া থাকে।

কুষ্ঠেষু পথ্যাপথ্যানি।

পুরাণাঃ শালয়ো মুদ্গা আঢক্যশ্চ মসূরকাঃ।
যবা নিম্বস্য পত্রাণি পটোলং বৃহতীফলম্॥
চক্রমর্দ্দদলং মেষশৃঙ্গঞ্চ হিলমোচিকা।
কোষাতকী চ বেত্রাগ্রং পক্বং তালং পুনর্নবা॥
গোখরোষ্ট্রাশ্বমহিষীমূত্রং সর্পির্বিরেচনম্।
জাঙ্গলানি চ মাংসানি গোদুগ্ধং খদিরোদকম্।
নিখিলানি চ তিক্তানি কুষ্ঠরোগে হিতানি হি॥

পুরাতন শালি, মুগ, অড়র, মসূরী, যব, নিম্বপত্র, পটোল, পটোলপত্র, বৃহতী-ফল, চাকুন্দেপত্র, মেষশৃঙ্গী, হিঞ্চাশাক, ঝিঙ্গা, বেতের ডগা, পক্ব তাল, পুনর্নবা, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, অশ্ব ও মহিষীর মূত্র, ঘৃত, বিরেচনক্রিয়া, জাঙ্গলমাংসের যূষ, গোদুগ্ধ, খদিরের জলপান এবং তিক্ত-দ্রব্যমাত্র কুষ্ঠরোগে হিতকর।

পাপং কর্ম্ম দিবানিদ্রা বিরুদ্ধং বিষমাশনম্।
ব্যায়ামো বেগরোধশ্চ সূর্য্যরশ্মিশ্চ মৈথুনম্॥
গুরুদ্রবনবান্নানাং ভোজনঞ্চ গুড়ো দধি।
দুগ্ধং মদ্যামিষঞ্চ মৎস্যো মাষস্তিলস্তথা॥
ইক্ষুরম্লং মূলকঞ্চ বিষ্টম্ভি চ বিদাহকৃৎ।
এবংবিধানি চান্যানি কুষ্ঠে বর্জ্জ্যানি নিত্যশঃ॥

পাপজনক কর্ম্ম, দিবানিদ্রা, বিরুদ্ধ ও বিষম ভোজন, ব্যায়াম, মলমূত্রের বেগধারণ, সূর্য্যকিরণ, মৈথুন, গুরুপাক দ্রব্য ও দ্রবপ্রধান খাদ্য, নূতন অন্ন ভোজন, গুড়, দধি, অধিক দুগ্ধ, মদ্য, সর্ব্বপ্রকার আমিষ, বিশেষতঃ মৎস্য, মাষকলাই, তিল, ইক্ষু, অম্ল, মূলা, বিষ্টম্ভি ও বিদাহি দ্রব্যসমূহ ইত্যাদি কুষ্ঠব্যাধিতে অনিষ্টকর।

দদ্রুচিকিৎসা—

দূর্ব্বাভয়া সৈন্ধব চক্রমর্দ্দ
কুঠেরকাঃ কাঞ্জিক তক্রপিষ্টাঃ।
এভিঃ প্রলেপৈরপি বদ্ধমূলাং
কণ্ডুঞ্চ দদ্রুঞ্চ নিবারয়ন্তি॥

দূর্ব্বা, হরীতকী, সৈন্ধবলবণ, চাকুন্দেবীজ ও তুলসীপত্র এই সমুদায় কাঁজি ও তক্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডূ ও দদ্রুরোগ নষ্ট হয়।

ধুস্তুরো রসঃ শালতরোস্তথৈব
সচক্রমর্দ্দোহপ্যভয়াবিমিশ্রঃ।
ধান্যাম্লতক্রেণ তদম্লপিষ্টো
লেপঃ কৃতো দদ্রুগজেন্দ্রসিংহঃ॥

ধূনা, ভূষ, চাকুন্দেবীজ, হরীতকী ও কাঁজির তলস্থ অন্ন এই সমুদায় সম-ভাগে লইয়া কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু রোগ নিবারিত হয়।

দদ্রুকুষ্ঠচিকিৎসা—

বিড়ঙ্গৈড়গজা কুষ্ঠ নিশা সিন্ধূত্থ সর্ষপৈঃ।
ধান্যাম্লপিষ্টৈর্লেপোহয়ং দদ্রুকুষ্ঠবিনাশনঃ॥

বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, কুড়, হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ ও সর্ষপ এই সমুদায় কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রুরোগ নষ্ট হয়।

অপামার্গস্য পঞ্চাঙ্গং কদলীদ্রবসংযুতম্।
পুটদগ্ধঞ্চ গোমূত্রৈর্লেপনং দদ্রুনাশনম্॥
চক্রমর্দ্দস্য বীজঞ্চ দুগ্ধৈঃ পিষ্ট্বা বিমর্দ্দয়েৎ।
গন্ধর্ব্বতৈলসংযুক্তং মর্দ্দনাৎ সর্ব্বকুষ্ঠজিৎ॥

অপামার্গের পঞ্চাঙ্গ, কদলীর রস সংযুক্ত করিয়া পুটদগ্ধ করিয়া গোমূত্র সহ লেপন করিলে দদ্রুকুষ্ঠ নষ্ট হয়।

চাকুন্দের বীজ দুগ্ধে পেষণ করিয়া এরণ্ডতৈল সহ মিশ্রিত করতঃ লেপন করিলে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ নষ্ট হয়।

পারদং শঙ্খং গন্ধঞ্চ শিলা চোত্তরবারুণী।
প্রপুন্নাড়শ্চ সর্পাক্ষী মেঘনাদাগ্নি লাঙ্গলী॥
ভল্লাতং গৃহধূমঞ্চ মুনি গুঞ্জা স্বতীপয়ঃ।
অরিষ্টঞ্চ গুড়ঞ্চৌদ্রং বাগুজীবীজতুল্যকম্॥
গোমূত্রৈরারনালৈর্বা পিষ্ট্বা লেপঞ্চ কারয়েৎ।
দদ্রু মণ্ডল কণ্ডূঞ্চ বিচর্চ্চীঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

পারদ, শঙ্খভস্ম, গন্ধক, মনছাল, রাখালশসার মূল, চাকুন্দেবীজ, রাস্না, বরুণছাল, চিতামূল, ঈশলাঙ্গলা, ভেলার মূটী, গৃহের ঝুল, বকমূল, কুঁচ, সিজের আঠা, নিমছাল, পুরাতন গুড়, মধু ও সোমরাজীবীজ এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্র কিংবা কাঁজিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু, বিবর্চ্চিকা ও কণ্ডূ নষ্ট হয়।

চক্রমর্দ্দকবীজন্তু জম্বীররসমর্দ্দিতম্।
লেপিতং ভক্ষিতং হন্তি দদ্রুকুষ্ঠমশেষতঃ॥

চাকুন্দের বীজ পাতিলেবুর রসে মাড়িয়া খাইলে ও লেপন করিলে দদ্রু নষ্ট হয়।

কিটিমাদিচিকিৎসা—

কাসমর্দ্দকমূলঞ্চ কাঞ্জিকেন প্রপেষিতম্।
দদ্রুকিটিমকুষ্ঠানি জয়েদেতৎ প্রলেপনাৎ॥

কালকাসন্দার মূল কাঁজিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু ও কিটিমনামক কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

আরগ্বধস্য পত্রাণি চারনালেন পেষয়েৎ।
দদ্রু কিটিম কুষ্ঠানি হন্তি সিধ্মানমেব চ॥

সোঁদালপাতা কাঁজিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু, কিটিম ও সিধ্ম নামক কুষ্ঠ নষ্ট হয়।

চক্রাহ্বয়ং স্নুহীক্ষীরভাবিতং মূত্রসংযুতম্।
রবিতপ্তং হি কিঞ্চিত্তু লেপনং কিটিমাপহম্॥

চাকুন্দেবীজ সিজের আঠায় ভাবনা দিয়া এবং গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া সূর্য্যকিরণে কিঞ্চিৎ তপ্ত করিয়া প্রলেপ দিলে কিটিম রোগ নষ্ট হয়।

সিধ্মাদিচিকিৎসা—

এড়গজকুষ্ঠসৈন্ধব সৌবীর সর্ষপৈঃ ক্রিমিঘ্নৈঃ।
ক্রিমি সিধ্ম দদ্রু মণ্ডল কুষ্ঠানাং নাশকো লেপঃ॥
তন্ত্রান্তরেঽপি—
কুষ্ঠ সৈন্ধবসিদ্ধার্থ ক্রিমিঘ্নৈড়গজৈঃ সমৈঃ।
দদ্রু মণ্ডল কুষ্ঠঘ্নং লেপনং কাঞ্জিকান্বিতম্॥
(ইতি রবিগুপ্তঃ।)

চাকুন্দেবীজ, কুড়, সৈন্ধবলবণ, শ্বেত সর্ষপ ও বিড়ঙ্গ এই সমুদায় কাঁজিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু ও সিধ্ম (ছলি) নষ্ট হয়।

গন্ধকং মূলকক্ষারমার্দ্রকস্য রসৈর্দ্দিনম্।
মর্দ্দিতং হন্তি লেপেন সিধ্মন্তু দিনমেকতঃ॥

কৃষ্ণধুস্তূরজং মূলং গন্ধতুল্যং বিচূর্ণয়েৎ।
মর্দ্দ্যং জম্বীরনীরেণ লেপনং সিধ্মনাশনম্॥

গন্ধক, মূলার ক্ষার, আদার রস সহ ১ দিবস মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা লেপন করিলে সিধ্ম রোগ নষ্ট হয়।

কৃষ্ণধুস্তূরমূল ও গন্ধক উভয়ে তুল্যাংশ গ্রহণ করিয়া জামীরের রস সহ লেপন করিলে সিধ্মরোগ নষ্ট হয়।

শিখরীরসেন স্থপিষ্টং মূলক-
বীজং প্রলেপিতং সিধ্মাম্।
ক্ষারেণ বা কদল্যা রজনীমিশ্রেণ নাশয়তি॥

আপাংপত্রের রসে পিষ্ট মূলার বীজ অথবা হরিদ্রাসংযুক্ত কদলীপত্র ভস্ম প্রলেপ দিলে সিধ্মরোগ নষ্ট হয়।

সক্ষারং গন্ধকং লেপাৎ কটুতৈলেন সিধ্মজিৎ।
কাসমর্দ্দকবীজানি মূলকানাং তথৈব চ।
গন্ধাশ্মচূর্ণমিশ্রাণি সিধ্মানাং পরমৌষধম্॥
(উপদেশাৎ কাঞ্জিকপিষ্টৈর্লেপঃ)।

যবক্ষার ও গন্ধক, কটুতৈলের সহিত অথবা কালকাসন্দার বীজ, মূলার বীজ ও গন্ধক এই সমুদায়ের চূর্ণ কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সিধ্ম রোগ নষ্ট হয়।

গন্ধপাষাণচূর্ণেন যবক্ষারেণ লেপিতম্।
সিধ্মনাশং ব্রজত্যাশু কটুতৈলযুতেন চ॥
(দ্বয়ং সমং কটুতৈলেন লেপঃ)।

গন্ধক ১ ভাগ ও যবক্ষার ১ ভাগ একত্রে কটুতৈলে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে সিধ্মরোগ নিবারণ হয়।

কুষ্ঠং মূলকবীজং প্রিয়ঙ্গবঃ সর্ষপাস্তথা রজনী।
এতৎ কেশরযুক্তং নিহন্তি বহুবার্ষিকং সিধ্ম॥

কুড়, মূলার বীজ, প্রিয়ঙ্গু, শ্বেত-সর্ষপ, হরিদ্রা ও নাগেশ্বর এই সমুদায় একত্রে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে বহুবৎসরোৎপন্ন সিধ্ম রোগ নষ্ট হয়।

নীলকুরণ্টকপত্রৈরালিপ্য গাত্রমতি বহুশঃ।
লিম্পেন্মূলকবীজৈঃ পিষ্টৈস্তক্রেণ সিধ্মনাশায়॥

নীল ঝাঁটির পত্র বাঁটিয়া তদ্দারা পুনঃ পুনঃ গাত্র লেপন করিয়া স্থপিষ্ট মূলবীজের প্রলেপ দিলে সিধ্ম রোগ দূরীকৃত হয়।

বিচর্চ্চিকাদিচিকিৎসা—

এড়গজা তিল সর্ষপ কুষ্ঠং
মাগধিকা লবণত্রয় মস্তু।
পূতীকৃতং দিবসত্রয়মেতৎ
হন্তি বিচর্চ্চিক দদ্রু চ কুষ্ঠম্॥

চাকুন্দেবীজ, তিল, শ্বেত সর্ষপ, কুড়, পিঁপুল, সৈন্ধব, সচল ও বিট্‌লবণ এই সমুদায় দ্রব্য ৩ দিবস দধির মাতে ভিজাইয়া রাখিয়া দুর্গন্ধ হইলে তদ্দারা বিচর্চ্চিকা ও দদ্রুতে প্রলেপ দিবে।

স্নুক্‌কাণ্ড শুষিরে দগ্ধা গৃহধূমং সসৈন্ধবম্।
অন্তর্ধূমং তৈলযুক্তং লেপাদ্ধন্তি বিচর্চ্চিকাম্॥
(স্নুহীনলকে সৈন্ধবং গৃহধূমঞ্চ সমভাগং প্রপূর্য্য স্থাল্যভ্যন্তরে কৃত্বা শরাবেণ পিধায় দগ্ধা পিষ্ট্বা চ কটুতৈলেন লেপঃ কার্য্যঃ।)

সিজবৃক্ষের কাণ্ডদেশের (গুঁড়ির) কিয়দংশের অভ্যন্তরভাগ খুলিয়া তাহার মধ্যে সৈন্ধবলবণ ও গৃহের ঝুল পূর্ণ করিয়া ঐ সিজের নলকে একটি হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া শরার দ্বারা উহা আবৃত

করিয়া নিম্নে অগ্নি জ্বালিয়া দিবে। কিৎয়ক্ষণ পরে স্থালীর অভ্যন্তরস্থ বস্তু ভস্মীভূত হইলে, ঐ ভস্ম কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে বিচর্চ্চিকা রোগ নষ্ট হয় ।

স্নুক্‌কাণ্ডে সষপাং কল্কঃ কুকূলানলপাচিতঃ।
লেপাৎ বিচর্চ্চিকাং হন্তি রাগবেগ ইব ত্রপাম্ ॥

সিজের নলে রাইসর্ষপ পূর্ণ করিয়া ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম কটুতৈলে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে বিচর্চ্চিকা রোগের ধ্বংস হয় ।

পামাচিকিৎসা—

সিন্দুর মরিচচূর্ণং মহিষীনবনীতসংযুতং বহুশঃ।
লেপান্নিহন্তি পামাং তৈলং করবীরসিদ্ধং বা ॥

মেটে সিন্দূর ও মরিচচূর্ণ মহিষ-দুগ্ধের নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া বারংবার প্রলেপ দিলে অথবা করবী-মূলের কল্কে সিদ্ধ তৈল মর্দ্দন করিলে পামা রোগ নষ্ট হয় ।

বিপাদিকাচিকিৎসা—

নারিকেলোদরে ন্যস্তস্তণ্ডুলঃ পূতিকাং গতঃ।
লেপাদ্ বিপাদিকাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥

একটি নারিকেলের অভ্যন্তরে কতকগুলি তণ্ডুল নিক্ষেপ করিয়া কিছু-দিন রাখিবে, ঐ তণ্ডুল সকল পচিয়া গেলে তদ্দারা বিপাদিকায় প্রলেপ দিবে, ইহাতে উক্ত রোগের শান্তি হয় ।

পাদস্ফুটচিকিৎসা—

তিলকুসুম লবণ গোজল কটুতৈলং লৌহভাজনে কৃত্বা।
শোণিতমর্কময়ূখৈঃ পাদ-স্ফুটনং নিহন্তি লেপেন ॥

তিলফুল, সৈন্ধবলবণ, গোমূত্র ও কটুতৈল এই সমুদায় লৌহপাত্রে একত্র মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া প্রলেপ দিলে পদস্ফোট নিবারণ হয় ।

উন্মত্তৈলম্ ।

উন্মত্তকস্য বীজেন মাণকক্ষারবারিণা।
কটুতৈলং বিপক্কবাং শীঘ্রং হন্তি বিপাদিকাম্ ॥

কটুতৈল ৪ সের। মাণের ডাঁটা ও পত্রভস্ম ৮ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক ধুতূরার বীজ ১ সের। এই তৈলে বিপাদিকা রোগ নষ্ট হয় ।

কচ্ছ্বাদিচিকিৎসা—

অবল্গুজং কাসমর্দ্দং চক্রমর্দ্দং নিশাযুগম্ ॥
মানিমন্থঞ্চ তুল্যাংশং মস্তু কাঞ্জিকপেষিতম্।
কণ্ডূং কচ্ছুং জয়ত্যুগ্রাং সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্ ॥

সোমরাজী, কালকাসন্দার পত্র চাকুন্দের বীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও সৈন্ধবলবণ এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া দধির মাত ও কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডূ ও কচ্ছূ রোগ উপশমিত হয় ।

কোমলসিংহাস্যজদলং
সনিশং সুরভীজলেন পিষ্টম্।
দিনত্রয়েণ নিয়তং ক্ষপয়তি কচ্ছূং বিলেপনতঃ॥

কচি বাসকপত্র ও হরিদ্রা গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া ৩ দিবস ক্রমাগত প্রলেপ দিলে কচ্ছূরোগ নষ্ট হয়।

শ্বিত্রচিকিৎসা—

বায়স্যেড়গজা কুষ্ঠ কৃষ্ণাভিগুড়িকা কৃতা।
বস্তমূত্রেণ সংপিষ্টা লেপাচ্ছিত্রবিনাশিনী॥

কাকমাচি, চাকুন্দেবীজ, কুড় ও পিঁপুল এই সমস্ত দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্র (ধবল) রোগ নষ্ট হয়।

পূতিকার্ক স্নুক্ নরেন্দ্রদ্রুমাণাং
মূত্রৈঃ পিষ্টাঃ পল্লবাঃ সৌমনাশ্চ।
লেপাচ্ছিত্রং হন্তি দদ্রূ ব্রণাংশ্চ
কুষ্ঠান্যর্শাংস্যস্রনাড়ীব্রণাংশ্চ॥

নাটাকরঞ্জ, আকন্দ, সিজ, সোঁদাল ও জাতি ইহাদের পত্র গোমূত্রে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্র ও দদ্রু প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

গজ চিত্রব্যাঘ্রচর্ম্মমসীতৈলবিলেপনাৎ।
শ্বিত্রং নাশং ব্রজেৎ কিংবা পূতিকীটবিলেপনাৎ॥

হস্তী ও চিতাবাঘের চর্ম্ম ভস্ম করিয়া কটুতৈলের সহিত অথবা পাহুড়িয়া পোকা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে ধবল রোগ প্রশমিত হয়।

কুড়বোঽবল্গুজবীজাৎ হরিতালচতুর্ভাগসংমিশ্রঃ।
মূত্রেণ গবাং পিষ্টঃ সবর্ণকরণঃ পরং শ্বিত্রে॥

আয়ুর্ব্বেদসারেঽপি।

কুড়বো বাগুজীবীজাৎ হরিতালপলান্বিতঃ।
গবাং মূত্রেণ সংপিষ্য লেপনাৎ শ্বিত্রনাশকঃ॥

সোমরাজীবীজ ৪ পল ও হরিতাল ১ পল এই উভয় দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্র রোগ নষ্ট হইয়া ঐ স্থান স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয়

ধাত্রীখদিরয়োঃ ক্বাথং পীত্বা চ মধুসংযুতম্।
শঙ্খকুন্দেন্দুধবলং জয়েচ্ছ্বিত্রং ন সংশয়ঃ॥
ধাত্রীখদিরয়োঃ ক্বাথমবল্গুজরজোঽন্বিতম্।
পীত্বা শঙ্খেন্দুকুন্দাভং হন্তি শ্বিত্রং ন সংশয়ঃ॥

আমলকী ও খদির এই উভয়ের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু অথবা সোমরাজীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ধবল রোগ নষ্ট হয়।

ক্ষারে সুদগ্ধে গজলণ্ডজে চ
গজস্য মূত্রেণ বহুস্রুতে চ।
দ্রোণ প্রমাণং দশভাগযুক্তং
দত্ত্বা পচেদ্ বীজমবল্গুজস্য॥
এতদ্ যদা চিক্কণতামুপৈতি
তদা সুসিদ্ধাং গুড়িকাং প্রকুর্য্যাৎ।
শ্বিত্রং প্রলিম্পেদথ তেন ঘৃষ্টং
তদা ব্রজত্যাশু সবর্ণভাবম॥

(হস্তিপুরীষভস্মনঃ ষট্পঞ্চাশৎপলাধিকপলশতদ্বয়ং গ্রাহ্যং ক্ষারোদকাৎ দশমাংশেন কিঞ্চিন্ন্যূনত্রয়োদশমাষকাধিকপঞ্চাশৎ পলানি।

হস্তীর বিষ্ঠাভস্ম ৩২ সের, হস্তীর মূত্রে ৭ বার বা ২১ বার পর্য্যন্ত ছাঁকিয়া লইবে, সেই ক্ষারজল ৬৪ সের লইয়া তাহার সহিত ৬।০ সের সোমরাজীর বীজ দিয়া পাক করিবে। ইহা ঘন

হইলে নামাইয়া লইবে। প্রথমে ধবল স্থান ঘর্ষণ করিয়া ইহার দ্বারা প্রলেপ দিলে উক্ত রোগ প্রশমিত হয়।

শ্বিত্রদদ্রুপাটলাহরলেপঃ।

অশ্বহা রজনী হেম প্রত্যকপুষ্পীঃ প্রদহ্য চ।
চূর্ণঞ্চ স্বর্জিকাক্ষারং নীরং দত্ত্বা প্রপেষয়েৎ ॥
প্রচ্ছয়িত্বা ততঃ স্থানং মণ্ডলাগ্রেণ লিম্পতি।
পাটলানি পতন্ত্যঙ্গে বিস্ফোটাশ্চাতিদারুণাঃ ॥
সম্ভবন্তি তিলা রক্তাঃ কৃষ্ণবর্ণা ভবন্তি তে।
মিলন্তি স্বশরীরে চ দিব্যরূপো ভবেন্নরঃ ॥

করবীর, হরিদ্রা, ধুস্তূর ও আকন্দ এই সমুদায় ভস্ম এবং চূর্ণ ও সাচিক্ষার জলের সহিত পেষণ করিয়া রাখিবে। শ্বিত্রস্থান অস্ত্র দ্বারা আঁচড়াইয়া উহা লেপন করিবে। ইহাতে শরীরে দাগ বসে ও ফোস্কা জন্মে, পরে রক্তবর্ণ তিলকসমূহ উৎপন্ন হইয়া শরীরের বর্ণ স্বাভাবিক হইয়া থাকে।

ওষ্ঠশ্বিত্রনাশনো লেপঃ।

মুখে শ্বেতে চ সংজাতে
কুর্য্যাদেতাং প্রতিক্রিয়াম্।
গন্ধকং চিত্রকাশীশং হরিতালং ফলত্রয়ম।
মুখে লিম্পেদ্দিনৈকেন বর্ণনাশো ভবিষ্যতি ॥

গন্ধক, চিতা ধাতুকাশীশ, হরিতাল ও ত্রিফলা একত্র করিয়া মুখশ্বিত্রে লেপন করিলে ১ দিবসে স্ববর্ণ প্রাপ্ত হয়।

শ্বিত্রহরা লেপাঃ।

শ্বেতজয়ন্তীমূলং পীতং পিষ্টঞ্চ পয়সৈব।
শ্বিত্রং নিহন্তি নিয়তং রবিবারে বৈদ্যনাথাজ্ঞা ॥

রবিবারে শ্বেতজয়ন্তীর মূল দুগ্ধে বাঁটিয়া খাইলে শ্বিত্র রোগ নষ্ট হয়।

গুঞ্জাফলাগ্নিচূর্ণন্তু লেপিতং শ্বেতকুষ্ঠনুৎ।
শিলাপামার্গভস্মাপি লিপ্তং শ্বিত্রং বিনাশয়েৎ ॥

কুঁচ ও চিতামূল চূর্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে ধবল রোগ নষ্ট হয়; ঐরূপ মনছাল ও আপাঙ্গের ক্ষার দ্বারা প্রলেপ দিলেও উক্ত রোগের শান্তি হয়। গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

শ্বিত্রপঞ্চাননতৈলম্।

এরণ্ড তুলসীবীজং বাকুচি চক্রমর্দ্দকম।
তিক্তকোষাতকীবীজং কৃষ্ণাঙ্কোঠস্য বীজকম্ ॥
কল্কং দত্ত্বা শিলা কাশী পথ্যা কুষ্ঠং বিড়ঙ্গকম্।
গোমূত্র দধি দুগ্ধৈশ্চ পচেদপ্যাজমূত্রকৈঃ ॥
কটুতৈলঞ্চ তল্লেপাদীষদ্ ঘৃষ্ট্বা বিলেপনৈঃ।
পঞ্চাননমিদং তৈলং শ্বেত কুষ্ঠ কুলাপহম্ ॥

কটুতৈল ৪ সের। গোমূত্র, দধির মাত, দুগ্ধ ও ছাগমূত্র প্রত্যেক ৪ সের। কল্কার্থ এরণ্ডবীজ, তুলসীবীজ, হাকুচবীজ, চাকুন্দেবীজ, তিক্ত ঘোষাফলবীজ, কৃষ্ণআঁকোড়বীজ, মনছাল, হীরাকস, হরিতকী, কুড় ও বিড়ঙ্গ মিলিত ১ সের। ধবল স্থান ঈষৎ ঘর্ষণ করিয়া, এই তৈল লাগাইলে উহা প্রশমিত হয়।

আরগ্বধাদ্যং তৈলম্।

আরগ্বধং ধবং কুষ্ঠং হরিতালং মনঃশিলা।
রজনীদ্বয় সংযুক্তং পচেত্তৈলং বিধানবিৎ ॥
এতেনাভ্যঞ্জনাদেব ক্ষিপ্রং শ্বিত্রং বিনশ্যতি।

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ সোঁদাল-বীজ, ধাওয়াছাল, কুড়, হরিতাল, মনছাল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা মিলিত ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে শ্বিত্র রোগ নষ্ট হয়।

শ্বেতারিরসঃ।

শুদ্ধ সূতং সমং গন্ধং ত্রিফলাং ভৃঙ্গ বাগুজীম্।
ভল্লাতকং তিলং কৃষ্ণং নিম্ববীজং সমং সমম্॥
মর্দ্দয়েদ্ ভৃঙ্গজদ্রাবৈঃ শোষ্যং পেষ্যং পুনঃ পুনঃ।
ইত্থং কুর্য্যাত্ত্রিসপ্তাহং রসঃ শ্বেতারিকো ভবেৎ।
মধ্বাজ্যৈর্মাষমাত্রস্তু খাদেৎ শ্বিত্রং বিনাশয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, ত্রিফলা, ভৃঙ্গরাজ, হাকুচবীজ, ভেলার মুটি, কৃষ্ণতিল ও নিম্ববীজ এই সমুদায় ভৃঙ্গরাজের রসে ৩ সপ্তাহ ক্রমাগত পিষ্ট ও শুষ্ক করিয়া ১ মাষা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। মধু ও ঘৃতের সহিত সেবনীয়। ইহাতে ধবল রোগ নষ্ট হয়।

সর্ব্বকুষ্ঠে বিধিঃ।

পর্ণানি পিষ্ট্বা চতুরঙ্গুলস্য
তক্রেণ পর্ণান্যথ কাকমাচ্যাঃ।
তৈলাক্তগাত্রস্য নরস্য কুষ্ঠা-
ন্যুদ্বর্ত্তয়েদশ্বহনচ্ছদৈশ্চ।

রোগীর গাত্রে তৈল মাখাইয়া সোঁদালপত্র, কাকমাচিপত্র ও করবীর পত্র তক্রের সহিত পেষণ করিয়া তদ্দারা উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ গাত্রমার্জ্জন করিতে দিলে কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গ সৈন্ধব শিবা শশিরেখা
সর্ষপ করঞ্জ রজনীভিশ্চ।
গোজলপিষ্টো লেপঃ
কুষ্ঠহরো দিবসনাথসমঃ॥

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হরীতকী, হাকুচ-বীজ, শ্বেতসর্ষপ, ডহরকরঞ্জবীজ, হরিদ্রা ও আকন্দপত্র এই সমুদায় সমভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ নাশ হয়।

মনঃশিলালে মরিচঞ্চ তৈলং।
অর্কং পয়ঃ কুষ্ঠহরঃ প্রলেপঃ॥

মনছাল, হরিতাল, মরিচ, সর্ষপ-তৈল ও আকন্দের আটা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠরোগ নাশ হয়।

বিষ বরুণ হরিদ্রা চিত্রকাগারধূমং
অনল মরিচ দূর্ব্বা ক্ষীরকর্ক স্নুহীভ্যাম্।
দহতি পতিতমাত্রং কুষ্ঠজাতীবশেষাঃ
কুলিশমিব সরোষাচ্ছক্রহস্তাদ্ বিমুক্তম্॥

বিষ, বরুণছাল, হরিদ্রা, চিতামূল, গৃহেরঝুল, ভেলা, মরিচ ও দূর্ব্বামূল এই সমুদায় আকন্দের ও সিজের আঠার সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে নানাবিধ কুষ্ঠ নষ্ট হয়।

ভল্লাতক দ্বীপি সুধার্ক মূলং
গুঞ্জাফলং ত্র্যূষণ শঙ্খচূর্ণম্।
তুত্থং সকুষ্ঠং লবণানি পঞ্চ
ক্ষারদ্বয়ং লাঙ্গলিকাঞ্চ পক্কা॥
স্নুহ্যর্ক দুগ্ধে ঘনলায়সস্থং
শলাকয়া তদ্ বিদধীত লেপম্।
কুষ্ঠে কিলাসে তিলকালকে চ
অশেষদুর্নামসু চর্ম্মকীলে॥

(এষাং সমভাগচূর্ণং স্নুহ্যর্কয়োঃ ক্ষীরে দত্বা কিঞ্চিৎ পাকং কুর্য্যাৎ। অথবা ক্ষীরদ্বয়ং চতুর্গুণং, চূর্ণং পাদিকং, লেপযোগ্যং পাকং কুর্য্যাৎ। শলাকয়া কুষ্ঠস্থানে দদ্যাৎ)।

ভেলা, চিতামূল, সিজমূল, আকন্দের মূল, কুঁচফল, ত্রিকটু, শঙ্খচূর্ণ, তুঁতিয়া, কুড়, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও ঈশলাঙ্গলা এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া সিজের আঠা ও আকন্দের আটার সহিত একত্রে লৌহপাত্রে পাক করিবে। ইহা সলাকা দ্বারা কুষ্ঠে লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহা দ্বারা অন্যান্য রোগেরও উপশম হয়।

পিবতি সকটুতৈলং গন্ধপাষাণচূর্ণং
রবিকিরণসুতপ্তং পামনো যঃ পলার্দ্ধম্।
ত্রিদিন তদনু সিক্তঃ ক্ষীরভোজী চ শীঘ্রং
ভবতি কনকদীপ্তিঃ কামরূপী মনুষ্যঃ॥

পামা (খোস্) রোগে কটুতৈলের সহিত গন্ধকচূর্ণ ৪ তোলা মিশ্রিত ও সূর্য্য কিরণে তপ্ত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ রোগস্থানে মর্দ্দন এবং কিঞ্চিৎ সেবন করিলে পীড়ার শান্তি হয়। পথ্য উষ্ণ দুগ্ধ।

তীব্রেণ কুষ্ঠেন পরীতদেহো
যঃ সোমরাজীং নিয়মেন খাদেৎ।
সংবৎসরং কৃষ্ণতিলদ্বিতীয়াং
স সোমরাজীং বপুষাতিশেতে॥

এক বৎসর প্রত্যহ সোমরাজীবীজ ও কৃষ্ণতিল একত্র ভক্ষণ করিলে তীব্র কুষ্ঠ নষ্ট হইয়া দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি হয়।

ঘর্ম্মসেবী কদুষ্ণেন বারিণা বাগুজীং পিবেৎ।
ক্ষীরভোজী চ সপ্তাহাৎ কুষ্ঠী কুষ্ঠং ব্যপোহতি।
অবল্গুজং বীজকর্ষং পীত্বা কোষ্ণেন বারিণা।
ভোজনং সর্পিষা কার্য্যং সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্।
সহস্রশো দৃষ্টফলোঽয়ং যোগঃ।)

প্রত্যহ হাকুচবীজ ৪ মাষা বা ৮ মাষা উষ্ণজলের সহিত ভক্ষণ, দুগ্ধপান, রৌদ্র সেবা ও ঘৃতসংযুক্ত অন্ন ভোজন করিলে সকল প্রকার কুষ্ঠ নষ্ট হয়।

ছিন্নায়াঃ স্বরসো বাপি সেব্যমানো যথাবলম্।
জীর্ণে ঘৃতেন ভুঞ্জীত মুদ্গযূষৌদনেন চ।
অপি পূতিশরীরোঽপি দিব্যরূপী ভবেন্নরঃ।
যঃ খাদেদভয়ারিষ্টমরিষ্টামলকানি বা।
স জয়েৎ সর্ব্বকুষ্ঠানি মাসাদর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।

প্রত্যহ গুলঞ্চের রস পান এবং মুগের যূষ ও ঘৃতের সহিত অন্ন ভোজন করিলে কুষ্ঠ নষ্ট হইয়া দেহ উত্তম শ্রীবিশিষ্ট হয়। এইরূপ হরীতকী ও নিম্বপত্র অথবা নিম্বপত্র ও আমলকী একত্রে ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠ শান্তি হয়।

পঞ্চনিম্বম্।

নিম্বস্য পত্রং মূলানি সত্বক্ পুষ্প ফলানি চ।
চূর্ণিতানি ঘৃতক্ষৌদ্র সংযুতানি দিনে দিনে।
লিহ্যাদ্ পিবেদ্ বা মূত্রেণ সংযুক্তাম্বুদকেন বা।
মদিরামলতোয়েন পয়সা বা যথাবলম্।
ভুঞ্জীত ঘৃত যূষাদ্যৈঃ শাল্যন্নং পয়সাপি বা।
সর্ব্ব কুষ্ঠ বিসর্পার্শো নাড়ী দুষ্ট ব্রণানপি।
কামলাঞ্চ গদানন্যাংস্তথা পিত্তকফাস্রজান্।
সংবৎসরপ্রয়োগেণ সর্ব্ববর্জ্যবিবর্জ্জিতঃ।
জয়ত্যেতৎ পঞ্চনিম্বং রসায়নমনুত্তমম্॥

নিম্বের পত্র, মূল, ত্বক্, পুষ্প ও ফল সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃত, মধু, গোমূত্র, জল, মদ্য, আমলকীর জল অথবা দুগ্ধের

সহিত সেবন করিলে এক বৎসরের কুষ্ঠাদি নানারোগ নষ্ট হয়। পথ্য ঘৃত, দুগ্ধ ও শালি তণ্ডুলের অন্ন প্রভৃতি। মৎস্যাদি কুপথ্য ভোজন নিষিদ্ধ।

তন্ত্রান্তরোক্তং পঞ্চনিম্বম্।

পুষ্পকালে চ পুষ্পাণি ফলকালে ফলানি চ।
সংচূর্ণ্য পিচুমর্দ্দস্য ত্বঙ্ মূলানি দলানি চ ॥
দ্বিরংশানি সমাহৃত্য ভাগিকানি প্রকল্পয়েৎ।
ত্রিফলা ত্র্যষণং ব্রহ্মী শ্বদংষ্ট্রারুষ্করাগ্নিকাঃ ॥
বিড়ঙ্গসার বারাহী লৌহচূর্ণামৃতাঃ সমাঃ।
অবল্গুজং হরিদ্রে দ্বে ব্যাধিঘাতাঃ সশর্করাঃ ॥
কুষ্ঠেন্দ্রযব পাঠাশ্চ কৃত্বা চূর্ণং সুসংযুতম্।
খদিরাশন নিম্বানাং ঘনক্কাথেন ভাবয়েৎ ॥
সপ্তধা পঞ্চনিম্বঞ্চ মার্কবস্বরসেন চ।
স্নিগ্ধশুদ্ধতনুর্ধীমান্ যোজয়েচ্চ শুভে দিনে ॥
মধুনা তিক্ত হবিষা খদিরাসনবারিণা।
সেব্যমুষ্ণাম্বুনা বাপি কোলবৃদ্ধ্যা পলং পিবেৎ ॥
জীর্ণে চ ভোজনং কার্য্যং স্নিগ্ধং লঘু হিতঞ্চ যৎ।

বিচর্চ্চিকৌড়ুম্বর পুণ্ডরীক-
কপাল দদ্রু কিটিনালসাদি।
শতারু বিস্ফোট বিসর্প পামাং
কুষ্ঠপ্রকোপং বিবিধং কিলাসম্ ॥
ভগন্দরং শ্লীপদ বাতরক্ত-
জড়ান্ধ্যনাড়ীব্রণ শীর্ষ রোগান্।
সর্ব্বান্ প্রমেহান্ প্রদরাংশ্চ সর্ব্বান্
দংষ্ট্রাবিষং মূলবিষং নিহন্তি ॥
স্থূলোদরঃ সিংহকৃশোদরশ্চ
সুশ্লিষ্টসন্ধির্মধুনোপযোগাৎ।
সমোপযোগাদপি যে দশন্তি
সর্পাদয়ো যান্তি বিনাশমাশু ॥
জীবেচ্চিরং ব্যাধিজরাবিমুক্তঃ
শুভে রতশ্চন্দ্রসমানকান্তিঃ ॥

(নিম্বস্য পুষ্প ফল মূল দল ত্বচাং প্রত্যেকং ভাগদ্বয়ম্। ত্রিফলাদেঃ প্রত্যেকমেকো ভাগঃ। অগ্নিশ্চিত্রকম্। বারাহী বারাহীকন্দঃ তদভাবে চর্ম্মকারালুকম্। লৌহচূর্ণং শোধিত-পুটিতসুজীর্ণম্। ক্কাথনীয়দ্রব্যং গৃহীত্বা অষ্টভাগাবশিষ্টঃ ক্কাথো গ্রাহ্যঃ। তেন নিম্বাদি-চূর্ণস্য ভাবনা সপ্তধা। এবং ভৃঙ্গরাজরসেন সপ্তধা ভাবনা। স্নিগ্ধশুদ্ধতনুত্বম্। স্নেহক্রিয়া বমনবিরেচনাদি।)

নিমের ফুল, ফল, ছাল, পত্র ও মূল প্রত্যেক ২ তোলা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ব্রহ্মী, গোক্ষুর, ভেলা, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, বারাহীকন্দ, অভাবে চামার আলু, লৌহ চূর্ণ, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হাকুচবীজ, সোন্দালমজ্জা, চিনি, কুড়, ইন্দ্রযব ও আকনাদি প্রত্যেক ১ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ একত্র মর্দ্দন করিয়া খদির, অশনছাল ও নিমছাল ইহাদের ঘনক্কাথে এবং ভীমরাজের রসে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। স্নেহক্রিয়া, বমন ও বিরেচনান্তে এই পঞ্চনিম্ব ১ তোলা হইতে আরম্ভ করিয়া ৮ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। অনুপান মধু, পঞ্চতিক্তাদি ঘৃত, খদিরোদক, অশনের ক্কাথ অথবা উষ্ণ জল। পথ্য ঘৃতাদিসংযুক্ত লঘু অন্ন। অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন নিষিদ্ধ। ইহা সেবন করিলে নানাবিধ কুষ্ঠ ও অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়।

একবিংশতিকো গুগ্গুলুঃ।

চিত্রক ত্রিফলা ব্যোষমজাজীং কারবীং বচাম্।
সৈন্ধবাতিবিষে কুষ্ঠং চব্যৈলা যাবশূকজম্ ॥

বিড়ঙ্গাজ্জমোদাঞ্চ মুস্তাঞ্চমরদারু চ।
যাবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি তাবন্মাত্রন্তু গুগ্‌গুলুম্।
সংক্ষুণ্ণ সর্পিষা সার্দ্ধং গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্।
প্রাতর্ভোজনকালে বা ভক্ষয়েচ্চ যথাবলম্॥
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি ক্রিমীন্ দুষ্টব্রণানপি।
গ্রহণ্যর্শোবিকারাংশ্চ মুখাময়গলগ্রহান্॥
গৃধ্রসীমথ ভগ্নঞ্চ গুল্মঞ্চাপি নিযচ্ছতি।
ব্যাধীন্ কোষ্ঠগতাংশ্চান্যান্ জয়েদ্বিষ্ণুরিবাসুরান্॥

চিতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, জিরা, কৃষ্ণজিরা, বচ, সৈন্ধব, আতইচ, কুড়, চৈ, এলাইচ, যবক্ষার, বিড়ঙ্গ, যমানী, মুতা ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। চূর্ণের পরিমাণ যত হইবে, তাহাতে তত পরিমাণে গুগ্‌গুল দিয়া ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা প্রাতঃকালে অথবা ভোজনসময়ে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগসকল প্রশমিত হয়।

অমৃতাগুগ্‌গুলুঃ।

অমৃতায়াঃ পলশতং দশমূল্যাস্তথা শতম্।
পাঠা মূর্ব্বা বলা তিক্তা দার্ব্বী গন্ধর্ব্বহস্তকাঃ।
এষাং দশপলান্ ভাগান্ বিভীতক্যাঃ শতং হরেৎ।
দ্বে শতে চ হরীতক্যা আমলক্যাস্তথা শতম্॥
জলদ্রোণত্রয়ে পক্বা চাষ্ট ভাগাবশেষিতম্।
প্রস্থং গুগ্‌গুলুমাহৃত্য প্রস্থার্দ্ধঞ্চ ঘৃতং পচেৎ।
পাকসিদ্ধৌ প্রদাতব্যং গুড়ূচ্যাঃ সত্ত্বমেব চ।
পলদ্বয়ং তথা শুণ্ঠ্যাঃ পিপ্পল্যাশ্চ পলদ্বয়ম্।
ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত জ্ঞাত্বা দোষবলাবলম্।
অষ্টাদশসু কুষ্ঠেষু বাতরক্ত গদেষু চ।
কামলামামবাতঞ্চ অগ্নিমান্দ্যং ভগন্দরম্।
পীনসঞ্চ প্রতিশ্যায়ং প্লীহানমুদরং তথা।
এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
(অয়ং বাতরক্তে প্রশস্তঃ।)

গুলঞ্চ ১২॥০ সের, দশমূল ১২॥০ সের, আকনাদি, মূর্ব্বামূল, বেড়েলা, কটুকী, দারুহরিদ্রা ও এরণ্ডমূল প্রত্যেক ১০ পল, শ্লথ পোটুলীবদ্ধ বহেড়া ১০০টা, হরীতকী ২০০টা, আমলকী ১০০টা এবং দোলাস্থ পোটুলীবদ্ধ গুগ্‌গুল ২ সের। এই সমুদায় একত্রে ১৯২ সের জলে পাক করিয়া ২৪ সের থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত ঐ গুগ্‌গুল ২ সের গুলিয়া দিবে ও ঘৃত ২ সের মিশ্রিত করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমস্ত বীজরহিত করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া ঐ ক্বাথে দিয়া সমুদায় একত্র পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে গুলঞ্চের রস, শুঁঠচূর্ণ ও পিঁপুলচূর্ণ প্রত্যেক ২ পল প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠ ও বাতরক্ত প্রভৃতি নানারোগের শান্তি হয়।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলুঃ।

নিম্বামৃতা বৃষ পটোল নিদিগ্ধিকানাং
ভাগান্ পৃথগ্ দশপলান্ বিপচেদ্ ঘটেঽপাম্।
অষ্টাংশশেষিত রসেন সুনিশ্চিতেন
প্রস্থং ঘৃতস্য বিপচেৎ পিচুভাগকল্কৈঃ॥
পাঠা বিড়ঙ্গ সুরদারু গজোপকুল্যা
দ্বিক্ষার নাগর নিশা মিষি চব্য কুষ্ঠৈঃ।

জ্যোতিষ্মতী মরিচ বৎসক দীপ্যকাগ্নি-
রোহিণ্যরুষ্কর বচা কণমূল যুক্তৈঃ।
মঞ্জিষ্ঠয়াতিবিষয়া বরয়া যমান্যা
সংশুদ্ধ গুগ্গুলু পলৈরপি পঞ্চসংখ্যৈঃ।
তৎ সেবিতং বিধিমতিপ্রবলং সমীরং
সন্ধ্যস্থি মজ্জগতমপ্যথ কুষ্ঠমীদৃক্।
নাড়ীব্রণার্ব্বুদ ভগন্দর গণ্ডমালা
জত্রূর্দ্ধ সর্ব্বগদ গুল্ম গুদোত্থ মেহান্।
যক্ষ্মারুচি শ্বসন পীনস কাস শোথ-
হৃৎ পাণ্ডুরোগ গলবিদ্রধি বাতরক্তম্।

(ক্বাথারম্ভসময়ে গুগ্গুলুঃ শ্লথপোট্টলিকায়াং বদ্ধা দোলাযন্ত্রেণ স্বিন্নং কৃত্বা তপ্তেন ক্বাথজলেন ছানয়িত্বা ঘৃতে নিক্ষিপ্য পচেৎ। দীপ্যকং জীরা ইতি প্রাচীনাঃ।)

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ নিম্বছাল, গুলঞ্চ, বাসকপত্র, পটোলপত্র ও কণ্টকারী প্রত্যেক ১০ পল, শ্লথপোট্টলীবদ্ধ গুগ্গুল ৫ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া উষ্ণ থাকিতে তাহার সহিত পোট্টলিস্থ গুগ্গুল গুলিয়া লইবে। পরে ঘৃতের সহিত এই ক্বাথজল পাক করিবে। কল্কার্থ আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গজপিপ্পলী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, শুঁঠ, হরিদ্রা, মউরী, চৈ, কুড়, লতাফট্কী, মরিচ, ইন্দ্রযব, জীরা, চিতামূল, কট্কী, ভেলা, বচ, পিঁপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আতইচ, ত্রিফলা ও বনযমানী প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠ, নাড়ীব্রণ ও ভগন্দর প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

মঞ্জিষ্ঠাদিক্বাথঃ।

মঞ্জিষ্ঠা বাকুচী চক্রমর্দ্দশ্চ পিচুমর্দ্দকঃ।
হরীতকী হরিদ্রা চ ধাত্রী বাসা শতাবরী।
বলা নাগবলা যষ্টিমধুকং ক্ষুরকোঽপি চ।
পটোলস্য লতোশীরং গুড়ূচী রক্তচন্দনম্।
মঞ্জিষ্ঠাদিরয়ং ক্বাথঃ কুষ্ঠানাং নাশনঃ পরঃ।
বাতরক্তস্য সংহর্ত্তা কণ্ডূমণ্ডল নাশনঃ।

মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজী, চাকুন্দেবীজ, নিমছাল, হরীতকী, হরিদ্রা, আমলা, বাসকপত্র, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, যষ্টিমধু, কুলেখাড়াবীজ, পটোলপত্র, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দন, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

অমৃতাদিক্বাথঃ।

অমৃতৈরণ্ড বাসাশ্চ সোমরাজী হরীতকী।
ক্বাথ এষাং হরেৎ কুষ্ঠং বাতরক্তঞ্চ দারুণম্॥

গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বাসকছাল, সোমরাজী ও হরীতকী ইহাদের ক্বাথ পানে কুষ্ঠ ও বাতরক্ত পীড়া নাশ হয়।

পঞ্চকষায়ক্বাথঃ।

বচা বাসা পটোলানাং নিম্বস্য ফলিনীত্বচঃ।
কষায়ো মধুনা পীতো বান্তিকৃন্মদনান্বিতঃ।

বচ, বাসক, পটোলমূল, নিমছাল, ও প্রিয়ঙ্গু ইহাদের ক্বাথ, মদনফলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে বমন হইয়া কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়।

বিভীতকাদিক্বাথঃ।

বিভীতকত্বঙ্মলযুক্‌টানাং
ক্বাথেন পীতং গুড়সংযুতেন।
অবল্গুজং বীজমপাকরোতি
শ্বিত্রাণি কৃচ্ছ্রাণ্যপি পুণ্ডরীকম্॥

বহেড়ার ছাল ও কাকডুমুরের মূল, ইহাদের ক্বাথ গুড় মিশ্রিত করিয়া তাহাতে সোমরাজী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্বিত্র (ধবল) ও পুণ্ডরীক নামক কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

নবককষায়ঃ।

ত্রিফলাপটোলরজনী মঞ্জিষ্ঠারোহিণীবচানিম্বৈঃ।
এষ কষায়োঽভ্যস্তোনিহন্তি কফপিত্তজং কুষ্ঠম্॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পটোল-পত্র, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কট্‌কী, বচ ও নিম্বপত্র, এই নবদ্রব্যের কষায় প্রস্তুত করিয়া পান করিলে কফ ও পিত্তজন্য কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়।

সপ্তসমো যোগঃ।

তিলাজ্যত্রিফলাক্ষৌদ্র ব্যোষভল্লাত শর্করাঃ।
বৃষ্যঃ সপ্তসমো মেধ্যঃ কুষ্ঠহা কামচারিণঃ॥

তিল, ঘৃত, ত্রিফলা, মধু, ত্রিকটু, ভেলা ও শর্করা একত্র পেষণ করিয়া সেবন করিবে এবং ইচ্ছানুরূপ আহারাদি করিবে। ইহা দ্বারা কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা শুক্র ও মেধাকর এবং কান্তিপ্রদ।

বিড়ঙ্গাদিচূর্ণম্।

বিড়ঙ্গত্রিফলাকৃষ্ণাচূর্ণং লীঢ়ং সমাক্ষিকম্।
হন্তি কুষ্ঠং ক্রিমীন্ মেহান্নাড়ীব্রণভগন্দরান্॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও পিপুল চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া মধুর সহিত লেহন করিলে কুষ্ঠ, কৃমি, মেহ, নাড়ী-ব্রণ ও ভগন্দর রোগ প্রশমিত হয়।

মহাভল্লাতকগুড়ঃ।

নিম্বং গোপাকৃষ্ণা কটী ত্রায়ন্তী ত্রিফলা ঘনম্।
পর্পটাবল্গুজানন্তা বচা খদির চন্দনম্॥
পাঠা শুণ্ঠী শটী ভার্গী বাসা ভূনিম্ব বৎসকম্।
শ্যামেন্দ্রবারুণী মূর্ব্বা বিড়ঙ্গেন্দ্র বিষানলম্॥
হস্তিকর্ণামৃতাদ্রেকা পটোলং রজনীদ্বয়ম্।
কণারগ্বধ সপ্তাহ্ব কৃষ্ণবেত্রোচ্চটাফলম্॥
ভূকন্দং তৃণপর্ণঞ্চ জিঙ্গী পদ্মাটমুষলী।
বিষ্বক্‌সেনা চ কৈটর্য্যং শরপুঙ্খাথ কঞ্চুকী॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশিষ্টস্তু কষায়মবতারয়েৎ॥
ভল্লাতকসহস্রাণি ত্রীণি ছিত্ত্বার্ম্মণেঽম্ভসি।
চতুর্ভাগাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ॥
তৌ কষায়ৌ সমাদায় বস্ত্রপূতৌ চ কারয়েৎ।
গুড়স্য তু তুলাং তাভ্যাং কষায়াভ্যাং পচেদ্ভিষক্॥
ভল্লাতকসহস্রাণাং মজ্জানং তত্র দাপয়েৎ।
ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্ত সৈন্ধবানাং পলং পলম্॥
দীপ্যকস্য পলঞ্চৈব চাতুর্জাতং পলাংশকম্।
সংচূর্ণ্য প্রক্ষিপেদত্র গন্ধকঞ্চ চতুঃপলম্॥
স্নিগ্ধভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য স্থাপয়েৎ কুশলো ভিষক্।
মহাভল্লাতকো হ্যেষ মহাদেবেন নির্ম্মিতঃ॥
জগতস্তু হিতার্থায় জরেচ্ছীঘ্রং নিষেবিতঃ।
শ্বিত্রমৌড়ুম্বরং দদ্রুমৃষ্যজিহ্বং সকাকণম্॥
পুণ্ডরীকঞ্চ চর্ম্মাখ্যং বিস্ফোটং মণ্ডলং তথা।
কণ্ডুং কপালকণ্ডুঞ্চ পামানং সবিপাদিকম্॥
বাতরক্তমুদাবর্ত্তং পাণ্ডুরোগং ব্রণং ক্রিমীন্।
অর্শাংসি ষট্‌প্রকারাণি কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্॥
তদভ্যাসেন পলিতমামবাতং সুদুস্তরম্।
অনুপানে প্রয়োক্তব্যং ছিন্নাক্বাথং পয়োঽথবা।
ভোজনে চ তথা যোজ্যমুষ্ণমন্নং বিশেষতঃ॥

নিমছাল, শ্যামালতা, আতইচ, কট্‌কী, বলাডুমুর, ত্রিফলা, মুতা, ক্ষেত-পাপড়া, হাকুচবীজ, অনন্তমূল, বচ, খদিরকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, আকনাদি, শুঁঠ, শটী, বামনহাটী, বাসকমূলের ছাল, চিরাতা, কুড়চিমূলের ছাল, বিদ্ধড়ক, রাখালশসার মূল, মুগরামূল, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, বিষ, চিতামূল, হস্তিকর্ণপলাশের ছাল, গুলঞ্চ, ঘোড়ানিমের ছাল, পটোলপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিঁপুল, সোঁদালফলের মজ্জা, ছাতিমছাল, কালিয়ালতা, গুক্‌ড়াফল, ওল, চিনাঘাস, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুন্দের বীজ, তালমূলী, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌ফল, শরপুঙ্খ ও শিরীষছাল প্রত্যেক ২ পল। পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। খণ্ডীকৃত ভেলা ১০০০টা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই উভয় ক্বাথ ছাঁকিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ১২।৷০ সের ও ১০০০ এক সহস্র ভেলার মজ্জা দিয়া পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, সৈন্ধব ও যমানী প্রত্যেক ১ পল, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক ৪ পল। যথাবিধি পাক করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ২ রতি হইতে ১০ রতি পর্য্যন্ত। ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠ ও বাতরক্ত প্রভৃতি নানা-রোগ নষ্ট হয়। অনুপান গুলঞ্চের ক্বাথ ও দুগ্ধ। পথ্য উষ্ণ অন্ন।

——

অমৃতভল্লাতকম্।

ভল্লাতকানাং পবনোদ্ধতানাং
বৃন্তচ্যুতানাঞ্চ যদাঢ়কং স্যাৎ।
তচ্চেষ্টকাচূর্ণকণৈর্বিঘৃষ্য
প্রক্ষালয়িত্বা বিসৃজেৎ প্রবাতে॥

শুষ্কং পুনস্তদ্‌ বিদলীকৃতঞ্চ
ততঃ পচেদপ্‌সু চতুর্গুণাসু।
তৎপাদশেষং পরিপূতশীতং
ক্ষীরেণ তুল্যেন পুনঃ পচেত্তু॥

তৎপাদশেষং পুনরেব শীতং
ঘৃতেন তুল্যেন পুনঃ পচেত্তু।
তদর্দ্ধয়া শর্করয়া বিকীর্ণং
ততঃ খজেনোন্মথিতং বিধায়॥

তং সপ্তরাত্রাদুপজাতবীর্য্যং
সুধারসাদপ্যধিকত্বমেতি।
প্রাতর্বিবুদ্ধঃ কৃতদেবকার্য্যো
মাত্রাঞ্চ খাদেৎ স্বশরীরযোগ্যাম্॥

ন চান্নপানে পরিহার্য্যমস্তি
ন চাতপে চাধ্বনি মৈথুনে চ।
যথেষ্টচেষ্টো বিহিতোপযোগাদ্
ভবেন্নরঃ কাঞ্চনরাশিগৌরঃ॥

অনল্পমেধা নরসিংহতেজা
হৃষ্টেন্দ্রিয়োঽব্যাহতবুদ্ধিসত্ত্বঃ।
দন্তাশ্চ শীর্ণাঃ পুনরুদ্ভবন্তি
কেশাশ্চ শুক্লাঃ পুনরেব দিব্যাঃ॥

নীলাঞ্জনালিপ্রতিমা ভবন্তি,
ত্বচো বিবর্ণাঃ পুনরেব দিব্যাঃ।
বিশীর্ণকর্ণাঙ্গুলিনাসিকোঽপি
ক্রিম্যর্দ্দিতো ভিন্নগলোঽপি কুষ্ঠী॥

সোঽপি ক্রমাদঙ্কুরিতাগ্রশাখ-
স্তরুর্যথা ভাতি নভোঽম্বুসিক্তঃ।
উষ্ট্রান্ ময়ূরান্ জয়তি স্বরেণ
বলেন নাগং তুরগং জবেন॥

রসায়নস্যাস্য নরঃ প্রসাদাদ্
বৃহস্পতেরপ্যধিকোঽপি বুদ্ধ্যা।

গ্রন্থান্ বিশালান্ পুনরুক্তিদোষান্
গৃহ্নাতি শীঘ্রং ন চ নশ্যতে তু ॥
কুর্ব্বন্নিমং কল্পমনল্পবুদ্ধি-
জীবেন্নরো বর্ষশতানি পঞ্চ ॥
রাজা হ্ময়ং সর্ব্বরসায়নানাং
চকার যোগং ভগবানগস্ত্যঃ ॥

বৃক্ষ হইতে পতিত সুপক্ক ভেলা ৮ সের, ইটের গুঁড়া দিয়া ঘর্ষণ ও জলে প্রক্ষালন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, শুকাইলে ঐ ভেলা সকল দ্বিখণ্ড করিয়া ৩২ সের জলে পাক করিবে, ৮ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার ৮ সের দুগ্ধের সহিত পাক করিবে, পাদশেষ থাকিতে নামাইয়া ক্ষীর ছাঁকিয়া ফেলিবে এবং ৮ সের ঘৃতের সহিত পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ৪ সের চিনি প্রক্ষেপ দিয়া এবং উত্তমরূপ মিশ্রিত করিয়া তদবস্থায় ৬ দিবস রাখিবে। ইহা স্থূল বিবেচনা করিয়া ১ মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। প্রাতে সেবনীয়। ইহাতে আহার বিহারাদি কিছু নিষেধ নাই। সেবন করিলে কুষ্ঠাদি নানারোগের ধ্বংস হইয়া বল, বীর্য্য ও বুদ্ধিশক্তি প্রবল হয়।

পঞ্চতিক্তঘৃতম্।

নিম্বং পটোলং ব্যাঘ্রীঞ্চ গুড়ূচীং বাসকং তথা।
কুর্য্যাদ্দশ পলান্ ভাগান্ একৈকস্য সুকুট্টিতান্ ॥
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
ঘৃতপ্রস্থং পচেত্তেন ত্রিফলাগর্ভসংযুতম্।
পঞ্চতিক্তমিদং খ্যাতং সর্পিঃ কুষ্ঠ বিনাশনম্।
অশীতিং বাতজান্ রোগাং-
শ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্ ॥
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব পানাদেবাপকর্ষতি।
দুষ্টব্রণ ক্রিমীনর্শঃ পঞ্চ কাসাংশ্চ নাশয়েৎ ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ নিমছাল, পটোলপত্র, কণ্টকারী, গুলঞ্চ ও বাসক ছাল প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ মিলিত ত্রিফলা ১সের। এই ঘৃতপানে কুষ্ঠ ও দুষ্টব্রণ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

মহাতিক্তকং ঘৃতম্।

সপ্তচ্ছদং প্রতিবিষাং সম্পাকং
তিক্তকরোহিণীং পাঠাম্।
মুস্তমুশীরং ত্রিফলাং পটোলপিচুমর্দ্দপর্পটকম্ ॥
ধন্বযাসং সচন্দনমুপকুল্যা পদ্মকং রজন্যৌ চ।
ষড়্গ্রন্থাং সবিশালাং শতাবরীশারিবে চোভে ॥
বৎসকবীজং বাসাং মূর্ব্বা-
মমৃতাং কিরাততিক্তঞ্চ।
কল্কান্ কুর্য্যান্মতিমান্ যষ্ট্যাহ্বং ত্রায়মাণাঞ্চ ॥
কল্কস্তু চতুর্ভাগো জল-
মষ্টগুণং রসোঽমৃতফলানাম্।
দ্বিগুণো ঘৃতাৎ প্রদেয়ঃ
তৎ সর্পিঃ পায়য়েৎ সিদ্ধম্ ॥
কুষ্ঠানি রক্তপিত্তং প্রবলান্যর্শাংসি রক্তবাহীনি।
বীসর্পমম্লপিত্তং বাতাসৃক্‌পাণ্ডুরোগঞ্চ ॥
বিস্ফোটকান্ সপামান্
উন্মাদকান্ কামলাং জ্বরং কণ্ডূম্।
হৃদ্রোগগুল্মপিড়কামসৃগ্দরং গণ্ডমালাঞ্চ ॥
হন্যাদেতৎ সদ্যঃ পীতং কালে যথাবলং সর্পিঃ।
যোগশতৈরপ্যজিতান্ মহা-
বিকারান্ মহাতিক্তকম্ ॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ—ছাতিমের ছাল, আতইচ, সোঁন্দাল, কট্‌কী, আকনাদি, মুতা, বেণার মূল, ত্রিফলা, পটোল, নিম্ব, ক্ষেতপাপড়া, দুরালভা, রক্তচন্দন, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, রাখালশসা, শ্যামালতা, শতমূলী, অনন্তমূল, ইন্দ্রযব, বাসক, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, চিরতা, যষ্টিমধু ও বলাড়ুমুর মিলিত ১ সের। জল ঘৃতের আটগুণ। আমলকীর রস ঘৃতের দ্বিগুণ। এই ঘৃত যথাসময়ে রোগীর বলাদি বিবেচনাপূর্ব্বক মাত্রা স্থির করতঃ সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, প্রবল রক্তবাহী অর্শঃ, বিসর্প, অম্লপিত্ত, বাতরক্ত, পাণ্ডুরোগ, বিস্ফোট, পামা, উন্মাদ, কামলা, জ্বর, কণ্ডু, হৃদ্রোগ, গুল্ম, পিড়কা, অসৃগ্দর ও গণ্ডমালা, প্রভৃতি রোগ সদ্যই বিনষ্ট হয়। অধিক কি শত শত ঔষধ দ্বারা অনিবার্য্য মহাব্যাধিসমূহও এই মহাতিক্ত ঘৃত সেবনে প্রশমিত হয়।

মহাখদিরকং ঘৃতম্।

খদিরস্য তুলাঃ পঞ্চ শিংশপাশনয়োস্তুলে।
তুলার্দ্ধাঃ সর্ব্ব এবৈতে করঞ্জারিষ্টবেতসাঃ।
পর্পটঃ কুটজশ্চৈব বৃষঃ ক্রিমিহরস্তথা।
হরিদ্রে কৃতমালশ্চ গুড়ূচী ত্রিফলা ত্রিবৃৎ।
সপ্তপর্ণশ্চ সংক্ষুণ্ণো দশদ্রোণে চ বারিণঃ।
অষ্টভাগাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ।
ধাত্রীরসঞ্চ তুল্যাংশং সর্পিষশ্চাঢ়কং পচেৎ।
মহাতিক্তককল্কৈশ্চ যথোক্তৈঃ পলসম্মিতৈঃ॥
নিহন্তি সর্ব্বকুষ্ঠানি পানাভ্যঙ্গনিষেবণাৎ।
মহাখদিরমিত্যেতৎ পরং কুষ্ঠবিনাশনম্॥

খদিরকাষ্ঠ ৬২॥০ সের, শিশু ও অশন বৃক্ষ ২৫ সের, ডহরকরঞ্জ, নিম্ব, বেতস, ক্ষেতপাপড়া, কুড়চির ছাল, বাসক, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, তেউড়ী ও ছাতিম এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৬।০ সের। গ্রহণ করতঃ উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া ৬৪০ সের জলে সিদ্ধ করিবে এবং ৮০ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। উক্ত ক্বাথের সহিত ঘৃত ১৬ সের যথাবিহিত নিয়মানুসারে পাক করিবে। পাককালে আমলকীর রস ১৬ সের এবং মহাতিক্ত ঘৃতে যে সকল কল্ক দ্রব্য উক্ত হইয়াছে, সেই সকল কল্ক দ্রব্য প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে লইয়া কুট্টিত করতঃ তৈলে প্রদান করিবে। ইহা পান, অভ্যঙ্গ, মর্দ্দন ও সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। ইহার নাম 'মহাখদিরঘৃত' এইঘৃত শ্রেষ্ঠ কুষ্ঠনাশক। মহাতিক্ত ঘৃতের কল্ক যথা—ছাতিমছাল, আতইচ, সোন্দাল, কট্‌কী, আকনাদি, মুতা, বেণার মূল, ত্রিফলা, পটোলপত্র, নিম্বছাল, ক্ষেতপাপড়া, দুরালভা, চন্দন, পিঁপুল, পদ্মকাষ্ঠ, গজপিঁপুল, হরিদ্রা, বচ, গোরক্ষকর্কটী, শতমূলী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ইন্দ্রযব, বাসক, মূর্ব্বামূল, গুলঞ্চ, চিরাতা, যষ্টিমধু ও বলাডুমুর।

বজ্রকং ঘৃতম্।

বাসাগুড়ূচীত্রিফলা পটোল-
করঞ্জনিম্বাশনকৃষ্ণবেত্রম্।

তৎক্বাথকল্কেন ঘৃতং বিপক্বং
তদ্বজ্রবৎ কুষ্ঠহরং প্রদিষ্টম্ ॥
বিশীর্ণকর্ণাঙ্গুলিহস্তপাদঃ
ক্রিম্যর্দ্দিতো ভিন্নগলোঽপি মর্ত্ত্যঃ।
পৌরাণিকীং কান্তিমবাপ্য জীবে-
দব্যাহতো বর্ষশতঞ্চ কুষ্ঠী ॥

বাসক, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, পটোল, ডহরকরঞ্জ, নিম্ব, পীতশাল ও কৃষ্ণবেত্র এই সকল দ্রব্যের কাথ ও কল্ক দ্বারা যথাবিহিত নিয়মানুসারে ঘৃত পাক করিবে। এই বজ্রক ঘৃত কুষ্ঠনাশক এবং যে কুষ্ঠরোগীর কর্ণ, হস্ত, পাদ ও অঙ্গুলি বিশীর্ণ, কৃমিভক্ষিত এবং যে ব্যক্তির গলদেশ ভিন্ন হইয়াছে, সেই ব্যক্তি উক্ত ঘৃত সেবন করিলে পূর্ব্বের ন্যায় কান্তি প্রাপ্ত হইয়া অব্যাহত শরীরে শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারেন।

তিক্তকঘৃতম্।

ত্রিফলা দ্বিনিশা বাসা যাস পর্প্পট কূলকান্।
ত্রায়ন্তী কটুকা নিম্বান্ প্রত্যেকং দ্বিপলোন্মিতান্ ॥
ক্বাথয়িত্বা জলদ্রোণে পাদশেষেণ তেন তু।
ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ কল্কৈঃ পিপ্পলী ঘন চন্দনৈঃ ॥
ত্রায়ন্তী শক্রভূনিম্বৈস্তৎ পীতং তিক্তকং ঘৃতম্।
হন্তি কুষ্ঠজ্বরার্শাংসি শ্বয়থুং গ্রহণীগদম্।
পাণ্ডুরোগং বিসর্পঞ্চ ক্লীবানামপি শস্যতে ॥

ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাসক, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, পল্‌তা, বলাডুমুর, কটুকী ও নিমছাল, প্রত্যেক ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা— পিঁপুল, মুতা, রক্তচন্দন, বলাডুমুর, ইন্দ্রযব ও চিরাতা। যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত সেবন করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি নানা রোগ প্রশমিত হয়।

সোমরাজীঘৃতম্।

চতুঃপলং সোমরাজ্যাঃ খদিরস্য পলং তথা।
পটোলমূলং ত্রিফলা ত্রায়মাণা দুরালভা ॥
কল্কার্থং কটুকঞ্চাপি কার্ষিকান্ সূক্ষ্মপেষিতান্।
পলদ্বয়ং কৌশিকস্য শুদ্ধস্যাত্র প্রদাপয়েৎ ॥
সিদ্ধং সর্পিরিদং শ্বিত্রং হন্যাদস্ত ইবানলম্।
অষ্টাদশানাং কুষ্ঠানাং পরমঞ্চৈতদৌষধম্ ॥
সোমরাজীঘৃতং নাম নির্ম্মিতং ব্রহ্মণা পুরা।
লোকানামুপকারায় শ্বিত্রকুষ্ঠাদিরোগিণাম্ ॥

সোমরাজী ৪ পল, খদির ১ পল এবং পটোলমূল, ত্রিফলা, বলাডুমুর, দুরালভা ও কটুকী প্রত্যেক ২ তোলা, শোধিত গুগ্‌গুল ২ পল। এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ ও শ্বিত্র রোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

শ্বেতকরবীরাদ্যং তৈলম্।

শ্বেতকরবীরমূলং বিষাংশসাধিতং গবাং মূত্রে।
চর্ম্মদলসিধ্মপামাবিস্ফোটক্রিমিকিটিমজিত্তৈলম ॥

তিলতৈল /৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ শ্বেতকরবীমূল ৪ পল, বিষ ৪ পল, যথাবিধানে পাক করিবে। উক্ত তৈল অভ্যঙ্গ করিলে চর্ম্মদল, সিধ্ম, পামা, বিস্ফোট, ক্রিমি ও কিটিম প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

অর্কমনঃশিলাতৈলম্।

অর্কপত্ররসৈঃ পক্কং কটুতৈলং নিশাযুতম্।
মনঃশিলাযুতং বাপি পামাকণ্ড্বাদিনাশনম্॥

উত্তমরূপে কুট্টিত হরিদ্রার কল্ক অথবা মনঃশিলার কল্ক এবং আকন্দ-পাতার রস ইহাদের সহিত যথাবিধি কটুতৈল পাক করিবে। এই তৈল পামা ও কণ্ড্বাদি বিনাশক।

গণ্ডীরিকাদ্যং তৈলম্।

গণ্ডীরিকা চিত্রকমার্কবার্ক
কুষ্ঠদ্রুমত্বগ্ লবণৈঃ সমূত্রৈঃ।
তৈলং পচেন্মণ্ডলকুষ্ঠদদ্রু-
দুষ্টব্রণারুঃকিটিমাপহারি॥

সিজের ক্ষার, আকন্দের ছাল, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, কুড়, সোন্দালের বল্কল ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং গোমূত্র সহ তৈল পাক করিয়া গাত্রে লাগাইলে মণ্ডল, কুষ্ঠ, দদ্রু, দুষ্টব্রণ, মর্ম্মব্রণ ও কিটিম রোগ নিবারিত হয়।

পৃথ্বীসারতৈলম্।

চিত্রকস্যাথ নির্গুণ্ড্যা হয়মারস্য মূলতঃ।
নাড়ীচবীজাদ্বিষতঃ কাঞ্জীপিষ্টং পলং পলম্॥
করঞ্জতৈলাষ্টপলং কাঞ্জিকস্য পলং পুনঃ।
মিশ্রিতং সূর্য্যসম্পক্কং তৈলং কুষ্ঠব্রণাস্রজিৎ॥

করঞ্জতৈল ১ সের। কল্কার্থ চিতা-মূল, নিসিন্দামূল, করবীরমূল, নালিতা-বীজ ও বিষ প্রত্যেক ১ পল। কল্কদ্রব্য সকল কাঁজিতে বাঁটিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে কাঁজি ১ পল মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রপক্ক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে কুষ্ঠ, ব্রণ ও রক্তদোষ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

জীরকাদ্যং তৈলম্।

জীরকস্য পলং পিষ্টং সিন্দূরার্দ্ধপলং তথা।
কটুতৈলং পচেদাভ্যাং সর্ব্বপামাহরং পরম্॥

পিষ্ট জীরা ৮ তোলা ও সিন্দূর ৪ তোলা, অর্দ্ধসের সর্ষপতৈল সহ পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে পামা নষ্ট হয়।

কচ্ছুরাক্ষসতৈলম্।

মনঃশিলালং কাসীস গন্ধাশ্ম সিন্ধুজন্ম চ।
স্বর্ণক্ষীরী শিলাভেদী শুণ্ঠী কুষ্ঠঞ্চ মাগধী।
লাঙ্গলী করবীরঞ্চ দদ্রুঘ্নঃ ক্রিমিহানলঃ।
দন্তীনিম্বদলৈশ্চৈভিঃ পৃথক্ কর্ষমিতৈর্ভিষক্।
কল্কীকৃত্য পচেত্তৈলং কটুপ্রস্থদ্বয়োন্মিতম্।
অর্কসেহুণ্ডদুগ্ধেন পৃথক্ পলমিতেন চ॥
গোমূত্রস্যাঢকেনাপি শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
অভ্যঙ্গেন হরেদেতৎ কচ্ছুং দুঃসাধ্যমেব চ।
পামানঞ্চ তথা কণ্ডুং ত্বগ্ব্যাধিং রুধিরাময়ান্।
কচ্ছুরাক্ষসনামেদং তৈলং হারীতভাষিতম্॥

সর্ষপ তৈল ৮ সের। গোমূত্র ১৬ সের, কল্কার্থ—মনঃশিলা, হরিতাল, হীরাকস, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, স্বর্ণক্ষীরি, পাষাণভেদী, শুঁঠ, কুড়, পিঁপুল, বিষ-লাঙ্গলা, করবীর, চক্রমর্দ্দ, চিতা, বিড়ঙ্গ, দন্তী ও নিমপাতা এই সকল প্রত্যেক ২ তোলা এবং আকন্দের আঠা ও সিজের আঠা প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল মৃদু অগ্নির তাপে পাক করিয়া

গাত্রে মর্দ্দন করিলে দুঃসাধ্য কচ্ছু, পামা, কণ্ডু, চর্ম্মরোগ ও রক্তদোষ প্রভৃতি সত্বর নষ্ট হয়।

কৃষ্ণসর্প তৈলম্।

মৃতস্য কৃষ্ণসর্পস্য শিরঃপুচ্ছান্ত্রবর্জ্জিতম্।
অন্তর্ধূমকৃতং ভস্ম বাগুজীতৈলমিশ্রিতম্।
এতেন মর্দ্দনাদেব গলৎকুষ্ঠং বিনশ্যতি।

মৃত কৃষ্ণসর্পের মস্তক, অন্ত্র ও পুচ্ছ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অংশ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম সোমরাজীর তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে গলিত কুষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রশমিত হয়।

কুষ্ঠরাক্ষসতৈলম্।

সূতকং গন্ধকং কুষ্ঠং সপ্তপর্ণঞ্চ চিত্রকম্।
সিন্দূরঞ্চ রসোনঞ্চ হরিতালমবল্গুজম্।
আরগ্বধস্য বীজানি জীর্ণতাম্রং মনঃশিলা।
প্রত্যেকং কর্ষমেতেষাং কটুতৈলং পলাষ্টকম্।
সাধয়েৎ সূর্য্যতাপেন সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্।
শ্বিত্রমৌড়ুম্বরং কচ্ছুং মাংসবৃদ্ধিং ভগন্দরম্।
বিচর্চ্চিকাঞ্চ পামানং বাতরক্তং সুদারুণম্।
গম্ভীরঞ্চ তথোত্তানং নাশয়েদ্ যস্য ভ্রক্ষণাৎ।
কুষ্ঠরাক্ষসনামেদং সাবর্ণ্যকরণং পরম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হ্যেতল্লোকানুগ্রহহেতবে।

কটুতৈল ১ সের। কল্কার্থ পারদ, গন্ধক উভয়ে কজ্জলী করিয়া কুড়, ছাতিমছাল, চিতামূল, মেটেসিন্দূর, রসুন, হরিতাল, হাকুচবীজ, সোঁদালবীজ, জারিত তাম্র ও মনছাল প্রত্যেক ২ তোলা। রৌদ্রে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে নানাবিধ কুষ্ঠ ও ভগন্দর রোগ নষ্ট হয়। ইহাতে ক্ষতস্থান শুষ্ক হইয়া পুনর্ব্বার স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হইবে।

মহাপিণ্ডতৈলম্।

অমৃতায়াঃ পলশতং সোমরাজী তুলাং তথা।
প্রসারণ্যাঃ পলশতং জলদ্রোণে পৃথক্ পচেৎ।
পাদশেষং গৃহীত্বা চ তৈলপ্রস্থং পচেদ্ ভিষক্।
ক্ষীরং চতুর্গুণং দত্ত্বা মন্দমন্দেন বহ্নিনা।
পিণ্ডশালজনির্য্যাস সিন্ধুবার ফলত্রয়ম্।
বিজয়া বৃহতী দন্তী কক্কোলক পুনর্নবাঃ॥
বহ্নি গ্রন্থিক কুষ্ঠানি নিশে দ্বে চন্দনদ্বয়ম্।
পূতি পূতিক সিদ্ধার্থ বাগুজী চক্রমর্দ্দকম্।
বাসা নিম্ব পটোলানি বানরীবীজমেব চ।
অশ্বাহ্বা সরলং সর্ব্বং প্রতিকর্ষমিতং পচেৎ।
এতত্তৈলবরং হন্তি বাতরক্তমসংশয়ম্।
কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং গ্রন্থিবাতং সুদারুণম্।
কায়গ্রহঞ্চামবাতং ভগন্দর গুদাময়ান্।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি মর্দ্দনান্নাত্র সংশয়ঃ।

কটুতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ গুলঞ্চ, সোমরাজী ও গন্ধভাদুলে প্রত্যেক ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। (পৃথক পৃথক ক্কাথ), দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ শিলারস, ধূনা, নিসিন্দা, ত্রিফলা, সিদ্ধি, বৃহতী, দন্তীমূল, কাঁকলা, পুনর্নবা, চিতামূল, পিঁপুলমূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চন্দন, রক্তচন্দন, খাটাশী, করঞ্জ, শ্বেতসর্ষপ, সোমরাজীবীজ, চাকুন্দাবীজ, বাসকছাল, নিমছাল, পটোলপত্র, আলকুশীবীজ, অশ্বগন্ধা ও সরলকাষ্ঠ প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত ও কুষ্ঠাদি পীড়ার শান্তি হয়।

বিচর্চ্চিকারিতৈলম্।

জাতীনিম্বার্ক কুটজ দ্রোণপুষ্পাম্ভসা সমম্।
কল্কৈর্নিশা বিষ ব্যোষ কুপীলুক কলিঙ্গকৈঃ।
অশ্বমার শিলা তাল কাসীসৈশ্চ সনাগরৈঃ।
পচেৎ কোলমিতৈর্বৈদ্যঃ কটুতৈলশরাবকম্।
এতৎ তৈলং নিহন্ত্যাশু বিচর্চ্চীমতিদারুণাম্।
নাড়ীব্রণঞ্চোপদংশং চিরোত্থঞ্চ ভগন্দরম্।

কটুতৈল ১ সের। জাতীপত্র, নিমপত্র, আকন্দপত্র, কুড়চিছাল ও ঘলঘসিয়া ইহাদের প্রত্যেকের স্বরস ১ সের। কল্কার্থ হরিদ্রা, বিষ, ত্রিকটু, কুঁচিলা, ইন্দ্রযব, করবীরমূল, মনছাল, হরিতাল, হীরাকস ও সীসা প্রত্যেক ১ তোলা। ইহা ব্যবহারে বিচর্চ্চিকা, নাড়ীব্রণ, উপদংশ ও ভগন্দর রোগের শান্তি হয়।

কুষ্ঠকালানলতৈলম্।

সূতং গন্ধং শিলা তালং কাঞ্জিকৈর্মর্দ্দয়েদ্দিনম্।
তল্লিপ্তবস্ত্রবর্ত্তীং তাং তৈলাক্তাং জ্বালয়েদধঃ।
স্থিতে পাত্রে পচেত্তৈলং গৃহীত্বা লেপয়েৎ ততঃ।
কুষ্ঠস্থানং বিশেষেণ সর্ব্বকুষ্ঠং হরত্যলম্।
ইদং কালানলং তৈলং বাতকুষ্ঠে মহৌষধম্॥

(এষাং সমং কাঞ্জিকম্। সর্ব্বেষাং দ্বিগুণং তিলতৈলম্। কল্কং বস্ত্রে সংলিপ্য সংশোষ্য বর্ত্তিং কুর্য্যাৎ। তাং তৈলাক্তাং সন্দংশিকয়া জ্বালয়িত্বা উপরি তৈলং দত্ত্বা পতিতং তৈলমধঃপাত্রে গৃহীত্বা কুষ্ঠস্থানে দদ্যাৎ। সিদ্ধফলোঽয়ং প্রয়োগঃ।)

পারদ, গন্ধক, মনছাল ও হরিতাল প্রত্যেক ২ তোলা। এই ৪ দ্রব্য ৪ তোলা পরিমিত কাঁজিতে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিবে, পরে উহা শুকাইয়া বাতি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তিলতৈল মাখাইবে। পরে সাঁড়াশির দ্বারা ঐ বাতি ধরিয়া প্রজ্বলিত করিবে এবং বাতির উপরিভাগে মধ্যে মধ্যে তিলতৈল দিবে। তিলতৈলের পরিমাণ সমুদায় এক পোয়া। বাতির নিম্নে একটি পাত্র রাখিবে, এই পাত্রের উপর বাতি হইতে যে সকল তৈলবিন্দু পতিত হইবে তদ্দারা কুষ্ঠস্থান লেপন করিবে। ইহাতে সকল প্রকার কুষ্ঠ নষ্ট হয়।

ষড়্বিন্দুতৈলম্।

সিন্দুরামৃত তাল গৈরিক
হলাজাজী গদ ত্র্যষণৈ-
র্হংপাষাণ রসোন বাণ
দহন স্নুহ্যর্কদুগ্ধৈর্নিশা।
রাজী গন্ধক হিঙ্গুভিঃ পরি-
মিতৈঃ শুক্ত্যা পচেৎ সার্ষপং
তৈলং প্রস্থমিতং ঘৃতস্য
কুড়বং পাত্রং তথার্কাদ্রসম্।
গোমূত্রঞ্চ তথা বিনীয়
সকলং পূতং শৃতং রোগিণে।
দদ্যাৎ কুষ্ঠবিচর্চ্চিকাদিষু
ভিষঙ্ নাম্না তু ষড়্বিন্দুকম্।

(সর্ব্বকুষ্ঠে সর্ব্বব্রণে সর্ব্বগলিতক্ষতে দেয়ম্।)

কটুতৈল ৪ সের। ঘৃত অর্দ্ধসের। আকন্দের রস ১৬ সের। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ মেটে সিন্দূর, বিষ, হরিতাল, গেরিমাটী, ঈষলাঙ্গলা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, ত্রিকটু, মনছাল, রসুন, শরপুঙ্খ, চিতামূল, সিজের আঠা, আকন্দের

আঠা, হরিদ্রা, রাইসর্ষপ, গন্ধক ও হিং প্রত্যেক ৪ তোলা। সকলপ্রকার কুষ্ঠ, সকল প্রকার ব্রণ ও সমুদায় গলিত ক্ষতে এই তৈল প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

বিষতৈলম্।

নক্তমালং হরিদ্রে দ্বে চার্কং তগরমেব চ।
করবীরং বচা কুষ্ঠমাস্ফোতা রক্তচন্দনম্॥
মালতী সিন্ধুবারঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা সপ্তপর্ণকম্।
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ বিষস্য দ্বিপলং তথা॥
চতুর্গুণে গবাং মূত্রে তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
শ্বিত্র বিস্ফোট কিটিম কীট লূতা বিচর্চ্চিকাঃ॥
কণ্ডু কচ্ছুরিকাশ্চাশ্চ যে ব্রণা বিষদূষিতাঃ।
তে সর্ব্বে নাশমায়ান্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।
বিষতৈলমিদং নাম্না সর্ব্বব্রণবিশোধনম্॥

কটুতৈল ৪ সের। গোমূত্র ১৬ সের, কল্কদ্রব্য ডহরকরঞ্জ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকন্দমূল, তগরপাদুকা, করবীমূল, বচ, কুড়, হাফরমালী, রক্তচন্দন, মালতীপত্র, নিসিন্দাপত্র, মঞ্জিষ্ঠা ও ছাতিমমূলের ছাল প্রত্যেক ৪ তোলা, বিষ ১৬ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে নানাবিধ কুষ্ঠ ও ব্রণ নষ্ট হয়।

সোমরাজীতৈলম্।

সোমরাজী হরিদ্রে দ্বে সর্ষপাঃ কুষ্ঠমেব চ।
করঞ্জৈড়গজাবীজং পত্রাণ্যারগ্বধস্য চ॥
বিপচেৎ সার্ষপং তৈলং নাড়ীদুষ্টব্রণাপহম্।
অনেনাশু প্রশাম্যন্তি কুষ্ঠান্যষ্টাদশৈব তু॥
নীলিকা পিড়কা ব্যঙ্গা গম্ভীরং বাতশোণিতম্।
কণ্ডু কচ্ছু প্রশমনং দদ্রু পামানিবারণম্॥

কটুতৈল ৪ সের। কল্কার্থ সোমরাজীবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, ডহরকরঞ্জমূলের ছাল, বা বীজ, চাকুন্দেবীজ ও সোঁদালপত্র মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে কুষ্ঠ ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বৃহৎসোমরাজীতৈলম্।

সোমরাজীতুলাক্কাথে তথা দদ্রুঘ্নস্য চ।
গোমূত্রস্য তথা পাত্রে কল্কং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ॥
বিপচেৎ কার্ষিকৈর্ভাগৈঃ
প্রস্থং তৈলস্য সাধপম্।
চিত্রকং লাঙ্গলাখ্যা চ নাগরং কুষ্ঠমেব চ॥
হরিদ্রা নক্তমালঞ্চ হরিতালং মনঃশিলা।
আস্ফোতার্কাশ্বমারঞ্চ সপ্তপর্ণঞ্চ গোময়ম্॥
খদিরো নিম্বপত্রঞ্চ মরিচং কাসমর্দ্দকম্॥
এতানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি কল্কং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ॥
হন্তি সর্ব্বাণি কুষ্ঠানি ক্রিমি দুষ্টব্রণানি চ।
কিটিমং দদ্রুজাতঞ্চ গাত্রবৈবর্ণ্যমেব চ॥
বিশীর্ণ চর্ম্ম মাংসানি দ্রঢ়ীকরণমুত্তমম্।
পাণ্ডুরোগং তথা কণ্ডুং বিসর্পং হন্তি দারুণম্।
যে চান্যে ত্বগ্‌গতা রোগাস্তাংস্তু শীঘ্রং ব্যপোহতি॥

সর্ষপতৈল ৪ সের। কাথার্থ সোমরাজীবীজ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। চাকুন্দেবীজ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ চিতামূল, ঈষলাঙ্গলা, শুঁঠ, কুড়, হরিদ্রা, ডহরকরঞ্জবীজ, হরিতাল, মনছাল, হাফরমালী, আকন্দমূল, করবীমূল, ছাতিমমূলের ছাল, গোময়, খদিরকাষ্ঠ, নিম্বপত্র, মরিচ ও কালকাসন্দা প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে কুষ্ঠাদি নানারোগের ধ্বংস হয়।

মরিচাদ্যং তৈলম্।

মরিচাল শিলাব্দার্ক পয়োঽশ্বারিজটা ত্রিবৃৎ।
শকৃদ্রস বিশালা রুঙ্ নিশাযুগ্ দারু চন্দনৈঃ॥
কটুতৈলাৎ পচেৎ প্রস্থং দ্ব্যক্ষৈর্বিষপলান্বিতৈঃ।
সগোমূত্রৈস্তদভ্যঙ্গাৎ দদ্রু শ্বিত্র বিনাশনম্।
সর্ব্বেষ্বপি চ কুষ্ঠেষু তৈলমেতৎ প্রশস্যতে॥

কটুতৈল ৪ সের। গোমুত্র ১৬ সের। কল্কার্থ মরিচ, হরিতাল, মনছাল, মুতা, আকন্দের আঠা, করবীরমূল, তেউড়ীমূল, গোময়রস, রাখালশসার মূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ৪ তোলা, বিষ ৮ তোলা। এই তৈল দদ্রু ও শ্বিত্র প্রভৃতি সকল প্রকার কুষ্ঠে ব্যবহার্য্য।

বৃহন্মরিচাদ্যং তৈলম্।

মরিচং ত্রিবৃতা দন্তী ক্ষীরমার্কং শকৃদ্রসঃ।
দেবদারু হরিদ্রে দ্বে মাংসী কুষ্ঠং সচন্দনম্॥
বিশালা করবীরঞ্চ হরিতালং মনঃশিলা।
চিত্রকো লাঙ্গলাখ্যা চ বিড়ঙ্গং চক্রমর্দ্দকম্॥
শিরীষং কুটজো নিম্বঃ সপ্তপর্ণঃ স্নুহামৃতা।
শম্পাকোনক্তমালোঽব্দং খদিরং পিপ্পলী বচা॥
জ্যোতিষ্মতী চ পলিকা বিষস্য দ্বিপলং ভবেৎ।
আঢ়কং কটুতৈলস্য গোমূত্রঞ্চ চতুর্গুণম্॥
মৃৎপাত্রে লৌহপাত্রে বা শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
পক্বা তৈলবরং হ্যেতন্ম্রক্ষয়েৎ কুষ্ঠজান্ ব্রণান্॥
পামা বিচর্চ্চিকা দদ্রু কণ্ডু বিস্ফোটকানি চ।
বলয়ং পলিতং ছায়া নীলী ব্যঙ্গং তথৈব চ॥
অভ্যঙ্গেন প্রণশ্যন্তি সৌকুমার্য্যঞ্চ জায়তে।
প্রথমে বয়সি স্ত্রীণাং যাসাং নস্যন্তু দীয়তে॥
পরামপি জরাং প্রাপ্য ন স্তনা যান্তি নম্রতাম্।
বলীবর্দ্দস্তুরঙ্গো বা গজো বা বায়ুপীড়িতঃ।
এভিরভ্যঞ্জনৈর্গাঢ়ং ভবেন্মারুতবিক্রমঃ॥

কটুতৈল ১৬ সের। গোমূত্র ৬৪ সের। কল্কার্থ মরিচ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, আকন্দের আঠা, গোময়রস, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, রাখালশসার মূল, করবীমূল, হরিতাল, মনছাল, চিতামূল, ঈশলাঙ্গলামূল, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, শিরীষছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ছাতিমছাল, সিজের আটা, গুলঞ্চ, সোঁদালপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ, মুতা, খদিরসার, পিঁপুল, বচ ও লতাফট্‌কী প্রত্যেক ১ পল, বিষ ২ পল। মৃৎপাত্রে কিংবা লৌহপাত্রে পাক করিবে। ইহা মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া দেহের সৌকুমার্য্য বৃদ্ধি হয়।

কন্দর্পসারতৈলম্।

সপ্তপর্ণস্তথা কালী গুড়ূচী পিচুমর্দ্দকম্।
শিরীষঞ্চ মহাতিক্তা জয়া তুম্বী মৃগাদনী॥
নিশা দশ পলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তৈলপ্রস্থং সমাদায় গোমূত্রঞ্চ চতুর্গুণম্॥
আরগ্বধো ভৃঙ্গরাজো জয়া ধুস্তূর রাত্রয়ঃ।
ঐন্দ্রাশনাগ্নি খর্জ্জূরং গোময়ার্ক স্নুহীচ্ছদম্॥
তৈলতুল্যং প্রদাতব্যং স্বরসঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
মহাকাল বচা ব্রহ্মী তুম্ব্যগ্নি গৃহপুত্রিকাঃ॥
কুচেলা কুলকা রাত্রি মেঘনামা চ গ্রন্থিকা।
শম্পাকমর্কক্ষীরঞ্চ কাম্বুন্দেশ্বরমূলকম্॥
আচু জিঙ্গী মহাতিক্তা বিশালা ছবিপত্রকম্।
পূতিকাস্ফোত মূর্ব্বা চ সপ্তপর্ণং শিরীষকম্॥
কুটজং পিচুমর্দ্দশ্চ মহানিম্বং তথৈব চ।
গুড়ূচী চন্দ্ররেখা চ সোমরাট্ চক্রমর্দ্দকম্॥
তুম্বুরু ভৃঙ্গ যষ্ট্যাহ্ব কল্কং কটুরোহিণী।

শটী দার্ব্বী ত্রিবৃৎ পদ্ম গ্রন্থিকাগুরু পুষ্করম্।
কর্প্‌রং কট্‌ফলং মাংসী মূরৈলাটরুষাভয়ম্।
এতেষাং কার্ষিকৈঃ কল্কৈর্নাম্না কন্দর্প উচ্যতে।
অষ্টাদশ বিধং কুষ্ঠং গ্রন্থিমজ্জাগতং তথা।
হস্তপাদাঙ্গুলী সন্ধি গলিতং সর্ব্বসন্ধিষু।
অধিকানি চ মাংসানি যস্য গাত্রে ভবিষ্যতি।
নাসাকর্ণাস্যবৈকল্যং ভেকাকারবপুস্তথা।
শ্বেতং রক্তং তথা কুষ্ঠং নানাবর্ণং বিপাদিকম্।
পামাদি স্ফোটকা নীলী ক্রিমিবৃদ্ধিং তথৈব চ।
কীট দদ্রু মসূরীং চ কিটিমং রক্তমণ্ডলম্।
কুষ্ঠমৌড়ুম্বরং পদ্মং মহাপদ্মং তথৈব চ।
গলগণ্ডার্ব্বুদং হন্যাদ্ গণ্ডমালাং ভগন্দরম্।
বাতজং পিত্তজঞ্চৈব শ্লেষ্মজং সান্নিপাতিকম্।
একোল্বণং দ্ব্যুল্বণঞ্চ কুষ্ঠং হন্যান্ন সংশয়ঃ।

কটুতৈল ৪ সের। কাথার্থ ছাতিমছাল, কালিয়াকড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিরীষছাল, তিতপলতা বা ঘোড়ানিম, জয়ন্তীপত্র, তিতলাউ, গোরক্ষচাকুলে ও হরিদ্রা, প্রত্যেক ১০ পল, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোমূত্র ১৬ সের। সোঁদালপত্ররস, ভৃঙ্গরাজরস, জয়ন্তীপত্ররস, ধুতুরাপত্ররস, হরিদ্রারস, সিদ্ধিপত্ররস, চিতার রস, খেজুরপত্রের রস, গোময়রস, আকন্দপত্ররস ও সিজপত্ররস, প্রত্যেক ৪ সের। কল্কার্থ মাকাল, বচ, ব্রাহ্মী, তিতলাউ, চিতামূল, ঘৃতকুমারী, কুঁচিলা, পটোলপত্র, হরিদ্রা, মুতা, পিঁপুলমূল, সোঁদালফলের মজ্জা, আকন্দের আঠা, কালকাসন্দামূল, ঈশাণমূল, আচমূল, মঞ্জিষ্ঠা, তিতপলতা বা ঘোড়ানিম, রাখালশসারমূল, বিছাটিপত্র, করঞ্জমূল, হাফরমালী, মুগরামূল, ছাতিমছাল, শিরীষছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ঘোড়া-নিমের ছাল, গুলঞ্চ, হাকুচবীজ, সোমরাজীবীজ, চাকুন্দাবীজ, ধনিয়া, ভীমরাজ, যষ্টিমধু, বনওল, কট্‌কী, শটী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, পদ্মকাষ্ঠ, পিঁপুলমূল, অগুরু, কুড়, কর্পূর, কট্‌ফল, জটামাংসী, মুরামাংসী, এলাইচ, বাসকছাল ও বেণার মূল প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ রোগ সত্বর নষ্ট হয়।

তৃণকতৈলম্।

মঞ্জিষ্ঠাকুষ্ঠনিশাচক্রমর্দ্দারগ্বধপল্লবৈঃ।
তৃণকস্বরসে সিদ্ধং তৈলং কুষ্ঠহরং পরম্।

মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, হরিদ্রা, চাকুন্দে ও সোঁদালপত্র, ইহাদের কল্কে ও গন্ধতৃণের স্বরসে যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট হয়।

মহাতৃণকতৈলম্।

হরিদ্রা ত্রিফলা দারু হয়মারক চিত্রকম্।
সপ্তচ্ছদশ্চ নিম্বত্বক্ করঞ্জৌ বালকং নখী।
কুষ্ঠমেড়গজাবীজং লাঙ্গলী গণিকারিকা।
জাতীপত্রঞ্চ দার্ব্বী চ হরিতালং মনঃশিলা।
কলিঙ্গং তিলপত্রঞ্চ হর্কক্ষীরঞ্চ গুগ্‌গুলুঃ।
গুড়ত্বগ্ মরিচঞ্চৈব কুঙ্কুমং গ্রন্থিপর্ণিকম্।
সর্জ্জ পর্ণাশ খদিরং বিড়ঙ্গং পিপ্পলী বচা।
ঘনরেণুমুস্তা যষ্টী কেশরং ধ্যামকং বিষম্।
বিশ্বকট্‌ফলমঞ্জিষ্ঠা বোলং তুম্বীফলং তথা।
হ্রীশম্পাকয়োঃ পত্রং বাগুজীবীজমাংসিকে।
এলা জ্যোতিষ্মতীমূলং শিরীষো গোময়াদ্রসঃ।
চন্দনে কুষ্ঠ নিশুণ্ডী বিশালা মল্লিকাম্বরম্।

বাসাশ্বকর্ণী ব্রহ্মী চ শ্র্যাহ্বং চম্পককুট্মলম্।
এতৈঃ কল্কৈঃ পচেত্তৈলং তৃণকস্বরসদ্রবম্।
সর্ব্বত্বগ্‌দোষহরণং মহাতৃণকসংজ্ঞিতম্।

হরিদ্রা, ত্রিফলা, দেবদারু, করবী, চিতা, ছাতিম, নিমছাল, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, বালা, নখী, কুড়, চাকুন্দেবীজ, ঈশলাঙ্গলা, গণিয়ারি, জাতিপত্র, দারুহরিদ্রা, হরিতাল, মনঃশিলা, ইন্দ্রযব, তিলপত্র, আকন্দআঠা, গুগ্‌গুলু, দারুচিনি, মরিচ, কুঙ্কুম, গাঁটিয়ালা, ধূনা, তুলসী, খদিরকাষ্ঠ, বিড়ঙ্গ, পিপ্পলী, বচ, মুতা, রেণুক, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, নাগকেশর, গন্ধতৃণ, বিষ, শুঁঠ, কট্‌ফল, মঞ্জিষ্ঠা, গন্ধরস, তিতলাউবীজ, সীজপত্র সোঁদালপত্র, সোমরাজীবীজ, জটামাংসী, এলাইচ, লতাফট্‌কীমূল, শিরীষছাল, গোময়রস, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কুড়, নিসিন্দা, রাখালশসা, মল্লিকা, নবমল্লিকা, বাসক, অশ্বকর্ণশাল, ব্রহ্মী, নবনীতখোটী ও চম্পককলিকা, এই সকল দ্রব্যের কল্কে ও তৃণের স্বরসে যথাবিধি তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার ত্বগ্‌দোষ নিবারিত হইয়া থাকে।

বজ্রকতৈলম্।

সপ্তপর্ণ করঞ্জার্ক মালতী করবীরজম্।
মূলং স্নুহীশিরীষাভ্যাং চিত্রকাস্ফোতয়োরপি॥
করঞ্জবীজং ত্রিফলা ত্রিকটু রজনীদ্বয়ম্।
সিদ্ধার্থকং বিড়ঙ্গঞ্চ প্রপুন্নাড়ঞ্চ সংহরেৎ।
মূত্রপিষ্টৈঃ পচেত্তৈলমেভিঃ কুষ্ঠবিনাশনম্।
অভ্যঙ্গাদ্ বজ্রকং নাম নাড়ীদুষ্টব্রণাপহম্।

ছাতিম, ডহরকরঞ্জ, আকন্দ, মালতী, করবীমূল, সীজের আঠা, শিরীষমূল, চিতামূল, হাপরমালী, ডহরকরঞ্জবীজ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ, বিড়ঙ্গ ও চাকুন্দে এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া সেই পেষিত কল্ক সহিত তৈল পাক করিবে। এই বজ্রক তৈল কুষ্ঠ ও উৎকট নালীব্রণ ও দুষ্টব্রণ নিবারণ করে।

সিন্দূরাদ্যং তৈলম্।

সিন্দূরার্দ্ধপলং পিষ্ট্বা জীরকস্য পলং তথা।
কটুতৈলং পচেম্মানীং সদ্যঃ পামাহরং পরম্॥

সিন্দূর ৪ তোলা ও জীরা ৮ তোলা একত্র পেষণ করিয়া সেই কল্কের সহিত ১ সের কটুতৈল পাক করিবে। এই তৈল পামা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মহাসিন্দূরাদ্যং তৈলম্।

সিন্দূরং চন্দনং মাংসীং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্।
প্রিয়ঙ্গু পদ্মকং কুষ্ঠং মঞ্জিষ্ঠাং খদিরং বচাম্।
জাত্যর্ক ত্রিবৃতা নিম্ব করঞ্জং বিষমেব চ।
কৃষ্ণবেত্রঞ্চ লোধ্রঞ্চ প্রপুন্নাড়ঞ্চ সংহরেৎ।
শ্লক্ষ্ণ পিষ্টানি সর্ব্বাণি যোজয়েত্তৈলমাত্রয়া।
অভ্যঙ্গেন প্রযুঞ্জীত সর্ব্বকুষ্ঠ বিনাশনম্।
পামাবিচর্চ্চিকা কণ্ডু বীসর্পাদিবিনাশনম্।
রক্তপিত্তোত্থিতান্ হন্তি
রোগানেবংবিধান্ বহূন্।

সিন্দূর, রক্তচন্দন, জটামাংসী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, খদিরকাষ্ঠ, বচ,

জাতীপত্র, আকন্দপত্র, ভেউড়ী, নিম-ছাল, ডহরকরঞ্জবীজ; বিষ, কালিয়াকড়া, লোধ ও চাকুন্দে ইহাদের কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, পামা, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডূ, বিসর্প এবং রক্তপিত্তজনিত রোগসমূহ প্রশমিত হয়।

আদিত্যপকতৈলম্।

মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা লাক্ষা নিশা শিলাল গন্ধকৈঃ।
চূর্ণিতৈস্তৈলমাদিত্যপক্বং পামাহবং পরম্॥

মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, লাক্ষা, হরিদ্রা, মনঃশিলা, হরিতাল ও গন্ধক এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং তৈল ও তৈল পরিমাণ জল একত্র মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যতাপে পাক করিবে। যখন জল শোষিত হইবে, তখনই জানিবে, তৈলপাক সিদ্ধ হইয়াছে। এই তৈল পামা প্রভৃতি কুষ্ঠ রোগের উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

দূর্ব্বাদ্যং তৈলম্।

স্বরসেন চ দূর্ব্বায়াঃ পচেত্তৈলং চতুগুর্ণম্।
কচ্ছুবিচর্চ্চিকাপামা অভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ॥

তৈল ১ সের। দূর্ব্বার স্বরস ৪ সের। যথাবিধি তৈল পাক করিয়া মাখিলে কচ্ছু, বিচর্চ্চিকা ও পামা প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

অমৃতাঙ্কুরলৌহম্।

হুতাশমুখ সংশুদ্ধং পলমেকং রসস্য বৈ।
পলং লৌহস্য তাম্রস্য পলং ভল্লাতকস্য চ॥
গন্ধকস্য পলঞ্চৈবমভ্রকস্য চ গুগ্‌গুলোঃ।
হরীতকীবিভীতক্যোশ্চূর্ণং কর্ষদ্বয়ং দ্বয়োঃ॥
অষ্টমাষাধিকং তত্র ধাত্র্যাঃ পাণিতলানি ষট্।
ঘৃতং দ্ব্যষ্টগুণং লৌহাৎ দ্বাত্রিংশৎ ত্রিফলাজলম্॥
এবং কৃত্বা পচেৎ পাত্রে লৌহে চ বিধিপূর্ব্বকম্।
পাকমেতস্য জানীয়াৎ কুশলো লৌহপাকবৎ॥
বিবুদ্ধঃ প্রাতরুত্থায় গুরুদেবদ্বিজার্চ্চকঃ।
বক্তিকাদিক্রমেণৈব ঘৃতভ্রামনমর্দ্দিতম॥
লৌহে লৌহস্য দণ্ডেন কুর্য্যাদেতদ্রসায়নম্।
অনুপানঞ্চ কুর্ব্বীত নারিকেলোদকং পয়ঃ॥
সর্ব্বকুষ্ঠহরং শ্রেষ্ঠং বলীপলিতনাশনম।
পাণ্ডু মেহামবাতঘ্নং বাতরক্তরুজাপহম্॥
ক্রিমিশোথাশ্মরী শূল দুর্নাম বাত রোগনুৎ।
ক্ষয়ং হন্তি মহাশ্বাসমত্যর্থং শুক্রবর্দ্ধনম্।
অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং কান্ত্যায়ুবলবৃদ্ধিকৃৎ॥

বিবর্জ্য শাকাম্লমপি স্ত্রিয়ঞ্চ
সেব্যো রসো জাঙ্গলজাবিকানাম্।
শাল্যোদনং ষষ্টিকমাজ্যমুদ্গ-
ক্ষৌদ্রং গুড ক্ষীরমিক্ষ ক্রিয়াণাম॥
শালিঞ্চ গুর্ব্বাদি বৃহৎ করঞ্জ-
শিলাজতু ক্ষৌদ্রযুতং পয়শ্চ।
সর্পির্যুতান্ ভক্ষয়তো বিহঙ্গান্
প্রপূর্য্যতে দুর্ব্বল দেহধাতুঃ।
কৃষ্ণস্য পক্ষস্য সিতে তু পক্ষে
ত্রিপঞ্চরাত্রেণ যথা শশাঙ্কঃ॥

পাকলক্ষণং যথা—

বস্ত্রে নিষ্পীড়িতং সূক্ষ্মে স্থূলতন্তৌ ঘনে দৃঢ়ে।
সমুদ্রাং জায়তে ব্যক্তং ন নিঃসরতি সন্ধিভিঃ।
ন চ শব্দায়তে বহ্নৌ তদা সিদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ॥

(হুতাশমুখসংশুদ্ধরসগন্ধকাভ্যাং কজ্জলীকৃত্য প্রস্তরভাজনে পিণ্ডিকা কার্য্যা। ততঃ পিণ্ডিকোপরি তপ্ততাম্রভাজনং নিবেশনীয়ম্।

ততঃ কিঞ্চিৎ পর্পট্যাকৃতৌ ভূতায়াং ষোড়শাংশ টঙ্কনক্ষারং দত্ত্বা অন্ধমূষিকায়াং কৃত্বা যাবদ্ গন্ধকসম্বন্ধো নোপলভ্যতে তাবদেব ধ্মাতব্যম্। লৌহাদি গুগ্গুল্বন্তানাং প্রত্যেকং পলং ১, ঘৃতস্য পলানি ১৬, সর্ব্বমেকীকৃত্য লৌহপাত্রে ত্রিফলাক্কাথেন পচনীয়ম্। শেষপাকে প্রক্ষেপার্থং যথোক্তভাগং ত্রিফলাচূর্ণং দেয়ম্।)

অগ্নিশোধিত পারদ ১ পল ও গন্ধক ১ পল এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া প্রস্তরপাত্রে রাখিয়া পিণ্ডাকার করিবে, পরে ঐ পিণ্ডোপরি কোন তপ্ত তাম্র পাত্রের চাপ দিয়া কিঞ্চিৎ পর্পট্যাকার করিবে এবং উহার সহিত ১ তোলা সোহাগা মিশ্রিত করিয়া মুষা মধ্যে নিবেশিত করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্নিতাপ দিবে। অনন্তর ঐ কজ্জলীর সহিত লৌহ ১ পল, তাম্র ১ পল, ভেলার আঁঠা ১ পল, তাম্র ১ পল, অভ্র ১ পল, গুগ্‌গুল ১ পল ও ঘৃত ১৬ পল সংযুক্ত করিয়া ৪ সের ত্রিফলার ক্বাথে (মিলিত ত্রিফলা ২ সের, পাকের জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের) পাক করিবে। শেষ পাকে হরীতকীচূর্ণ ৪ তোলা, বহেড়াচূর্ণ ৪ তোলা, আমলকীচূর্ণ ১২ তোলা ৮ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক সমাপ্ত করিবে। মাত্রা প্রথমতঃ ১ রতি। পরে বৃদ্ধি করিবে। ঘৃত ও মধু দিয়া মাড়িয়া নারিকেলজল বা দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবনীয়। লৌহপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত ও সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হইয়া অগ্নি, বল, বীর্য্য ও পরমায়ুর বৃদ্ধি হয়।

উদয়ভাস্করঃ।

গন্ধকেন হতং তাম্রং দশভাগং সমুদ্ধরেৎ।
উষণং পঞ্চভাগং স্যাদমৃতঞ্চ দ্বিভাগিকম্॥
দাতব্যং কুষ্ঠিনে সম্যগনুপানস্য যোগতঃ।
গলিতে স্ফুটিতে চৈব বিপুলে মণ্ডলে তথা।
বিচর্চ্চিকা দদ্রু পামা সর্ব্বকুষ্ঠপ্রশান্তয়ে॥

গন্ধক সহযোগে জারিত তাম্র ১০ তোলা, পিঁপুল ৫ তোলা, বিষ ২ তোলা এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ উপশমিত হয়।

জ্যোতিষ্মান্ রসঃ।

কান্তং সুবর্ণমভ্রঞ্চ রসং ষড়্গুণজারিতম্।
বৈক্রান্তং বিদ্রুমং রুদ্রজটামূলং চয়প্রিয়ম্॥
কষ্কুষ্ঠঞ্চ সমং সর্ব্বং গৃহীত্বা যত্নতো ভিষক্।
একীকৃত্য রসেনৈড়গজপত্রভবেন চ।
ভল্লাতমূল খদিরমূল ক্বাথেন যত্নতঃ।
ত্রিধা সংভাব্য বিধিবন্মাত্রা চণকসম্মিতা॥
জ্যোতিষ্মান্নামকরসো বাতবক্তং হরেদ্দ্রুতম্।
কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং রোগাংশ্চান্যাংস্তদুদ্ভবান্॥
তথা গোণোপদংশঞ্চ বিকৃতিং পারদোদ্ভবাম্।
দুষ্টব্রণং গণ্ডমালাং ভগন্দরমথাপচীম্।
নাতঃপরতরং কিঞ্চিৎ ভেষজং রক্তশুদ্ধিকৃৎ।
সারিবা তন্দ্রিকা পথ্যা পর্প্পটং গঞ্জিনী তথা॥
চক্রাঙ্গীক্বাথএতেষাং জ্যোতিষ্মদ্রসসেবনাৎ।
বর্দ্ধয়েদস্য বীর্য্যঞ্চ সর্ব্বরোগকুলান্তকৃৎ।
ভাবিতঃ শ্রীমহেশেন বিবুধানাং যথামৃতম্।

অয়স্কান্ত, স্বর্ণ, অভ্র, ষড়্‌গুণবলিজারিত রস, বৈক্রান্ত, প্রবাল, রুদ্রজটামূল, অশ্বগন্ধা ও কঙ্কুষ্ঠ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগ ভেলার মূল ও খদিরমূলের কাথে এবং চাকুন্দের পত্ররসে ৩ বার ভাবনা দিয়া চণকপরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই জ্যোতিষ্মান্ রস যথাবিধি সেবন করিলে বাতরক্ত, সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, গৌণ উপদংশ, পারদদোষজনিত ব্যাধি, দুষ্টব্রণ এবং ভগন্দর প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত এবং শোণিত বিশোধিত হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া অনন্তমূল, গুলঞ্চ, জাঙ্গিহরীতকী, ক্ষেতপাপড়া, রেউচিনি ও কটুকী সমুদায় মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ ৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে উক্ত ঔষধের বীর্য্য সম্যক্‌রূপে বর্দ্ধিত হয়।

রসমাণিক্যম্।

তালকং বংশপত্রাখ্যং কুষ্মাণ্ডসলিলে ক্ষিপেৎ।
সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি দধ্যম্লেন তথৈব চ॥
শোধয়িত্বা পুনঃ শুষ্কং চূর্ণয়েত্তণ্ডুলাকৃতিম্।
ততঃ শরাবকে যন্ত্রে স্থাপয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
অরুণাভমধঃপাত্রং তাবজ্জ্বালাঃ প্রদাপয়েৎ।
ততঃ শীতং সমুদ্ধৃত্য মাণিক্যাভো ভবেদ্রসঃ॥
ঘৃতক্ষৌদ্রেণ সংমর্দ্দ্য খাদয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ম্।
সম্পূজ্য দেবদেবেশং কুষ্ঠরোগাদ্ বিমুচ্যতে॥
স্ফুটিতং গলিতং কুষ্ঠং বাতরক্তং ভগন্দরম্।
নাড়ীব্রণং ব্রণং দুষ্টমুপদংশং বিচর্চ্চিকাম্॥
নাসাস্যসম্ভবান্ রোগান্
ক্ষতান্ হন্যাৎ সুদারুণান্।
পুণ্ডরীকঞ্চ চর্ম্মাখ্যং বিস্ফোটং মণ্ডলং তথা॥

বংশপত্র হরিতাল, কুমড়ার জলে ও অম্লদধিতে যথাক্রমে ৩ বার বা ৭ বার ভাবনা দিয়া শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া তণ্ডুলাকৃতি করিবে। পরে শরাবক যন্ত্রে স্থাপন করিয়া কুলপত্র বাঁটিয়া লেপ দিবে এবং নিম্নে একটী পাত্র স্থাপন করিবে। যে পর্য্যন্ত নিম্নস্থ পাত্র লালবর্ণ না হয়, তাবৎ প্রবল অগ্নির দ্বারা জ্বাল দিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। ইহাতে ঐ হরিতাল মাণিক্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট হইবে। এই ঔষধ ঘৃত ও মধু দিয়া মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠাদি নানা রোগের উপশম হয়।

তালকেশ্বরঃ।

কুষ্মাণ্ড ত্রিফলা তৈল কন্যা কাঞ্জিক ভাবিতম্।
তালকং তুল্য গন্ধং স্যাদর্দ্ধপারদমর্দ্দিতম্।
অজাক্ষীরেণ নিম্বুক কন্যাতোয়ৈর্দ্দিনত্রয়ম্।
প্রত্যেকং ভাবয়েৎ শুষ্কং চক্রিকাকারতাঙ্গতম্॥
বিপচেদ্ধণ্ডিকামধ্যে পলাশক্ষারমধ্যগম্।
যামদ্বাদশ শীতেঽস্মিন্
প্রযোজ্যং রক্তিকাদ্বয়ম্॥
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি রোমবিধ্বংসনং তথা।
দ্বিবিধং বাতরক্তঞ্চ নাড়ীদুষ্ট ব্রণানি চ॥
(করোটিকাং বিনা কেবলক্ষারমধ্যগং কৃত্বা পচেৎ।)

হরিতাল ২ মাষা, কুমড়ার রস, ত্রিফলার জল, তিলতৈল ও ঘৃতকুমারীর রসে ও কাঁজিতে ভাবনা দিবে। পরে গন্ধক ২ মাষা ও পারদ ১ মাষা উভয়ে কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলীর সহিত

উল্লিখিত হরিতাল ২ মাষা মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধে, লেবুর রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে যথাক্রমে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। পরে শুষ্ক ও চক্রাকার করিয়া হাঁড়ির মধ্যে পলাশের ক্ষারের ভিতর স্থাপন করিয়া ১২ প্রহর পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। ইহাতে কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও ব্রণ রোগ প্রশমিত হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তঃ তালকেশ্বরঃ।

দদ্রুঘ্নবাণাজ্ঘ্রি রসং দত্ত্বা তালং সুচূর্ণিতম্।
পুনঃ পুনশ্চ সংমর্দ্দ্য শুষ্কং কৃত্বা পুটে দহেৎ॥
দৃঢ়স্থাল্যাং ধৃতং ক্ষারং পলাশস্যাপ্যুপর্য্যধঃ।
ততো জ্বালা প্রদাতব্যা দিনরাত্রে মৃতং ভবেৎ॥
শুক্লবর্ণং যদা চ স্যাদগ্নৌ দত্তে ন ধূমকম্।
তদা জ্ঞাতং মৃতং তালং সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্॥
গলৎকুষ্ঠং বাতরক্তং তাম্রবর্ণঞ্চ মণ্ডলম্।
শীতপিত্তং মহাদদ্রু চ্ছুচ্ছুন্দরবিনাশনম্।
পথ্যং মসূরং চণকং মুদ্গসূপং যথেচ্ছয়া॥
(অতি দৃষ্টফলোহয়ং ফিরিঙ্গমতঃ।)

কিঞ্চিৎ হরিতাল চাকুন্দেপত্রের রসে ও শরপুঙ্খ পত্রের রসে পুনঃ পুনঃ মাড়িয়া ও শুষ্ক করিয়া পলাশক্ষার চূর্ণ স্থালীর মধ্যে রাখিয়া পুটপাক দিবে, যেন হরিতালের নিম্ন ও উপর উভয় দিকেই ঐ ক্ষার থাকে। অহোরাত্র পাক করিলে হরিতাল ভস্ম হইবে, যখন উহা শুক্লবর্ণ হইবে এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ধূমোদগম হইবে না, তখন জানিবে যে হরিতাল ভস্ম হইয়াছে। ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠাদি রোগের শান্তি হয়। পথ্য মসূর, ছোলা ও মুগের দাইল। মাত্রা ১ যব।

মহাতালকেশ্বরঃ।

সংমর্দ্দ্য তালকং শুষ্কং বংশপত্রাখ্যমুচ্চকৈঃ।
কুষ্মাণ্ডনীরৈঃ সম্ভাব্য ত্রিদিনং শোধয়েৎ পুনঃ॥
ঘৃতকন্যাদ্রবৈর্ভূয়ো ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্।
সংমর্দ্দ্য কাঞ্জিকেনৈব দধ্যাম্লেন বিমর্দ্দয়েৎ॥
সংমর্দ্দ্য চূর্ণসলিলে রসে পৌনর্নবে পুনঃ।
ত্রিদিনং মর্দ্দয়িত্বা তু কারয়েৎ খটিকাকৃতিম্॥
স্থাল্যাং দৃঢ়তরায়ান্তু পলাশক্ষারসঞ্চয়ম্।
উপর্য্যধস্তালকস্য ক্ষারং দত্ত্বা শরাবকৈঃ॥
পিধায় লেপয়েদ্ যত্নাৎ পূরয়েৎ ক্ষারসঞ্চয়ম্।
পুনারুদ্ধং শরাবেন লেপয়েত্তৎ দৃঢ়ং ততঃ॥
দ্বাত্রিংশদ্ যামপর্য্যন্তং বহ্নিজ্বালাঃ প্রদাপয়েৎ।
এবং সিদ্ধেন তালেন গন্ধতুল্যেন মেলয়েৎ॥
দ্বয়োস্তুল্যং জীর্ণ তাম্রং বালুকাযন্ত্রগং পচেৎ।
অয়ং তালেশ্বরো নাম রসঃ পরমদুর্ল্লভঃ॥
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি বাতশোণিতনাশনঃ।
রক্তমণ্ডলমত্যুগ্রং স্ফুটিতং গলিতং তথা॥
বহুরূপং সর্ব্বজাতং নাশয়েদবিকল্পতঃ।
দুষ্টব্রণঞ্চ বীসর্পং ত্বগ্দোষঞ্চ বিনাশয়েৎ।
দৃষ্টো বারসহস্রঞ্চ রোগবারণকেশরী॥

বংশত্রপ হরিতাল চূর্ণ করিয়া কুষ্মাণ্ডের জলে ও ঘৃতকুমারীর রসে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া কাঁজি, অম্লদধি, চূর্ণের জল ও পুনর্নবার রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া খড়ির ন্যায় করিবে, পরে একটী হাঁড়ির মধ্যে পলাশের ক্ষার চূর্ণ করিয়া হরিতালকে ক্ষারের মধ্যগত করিয়া শরা দ্বারা হাঁড়ী আবৃত ও লিপ্ত করিয়া ৩২ প্রহর পর্য্যন্ত পাক করিবে।

পশ্চাৎ ঐ হরিতাল ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ ও তাম্র ২ ভাগ একত্রে মাড়িয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। তাহা হইলেই ঔষধ প্রস্তুত হইবে। ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠাদি রোগের ধ্বংস হয়।

ব্রহ্মারসঃ।

ভাগৈকং মূর্চ্ছিতং সূতং গন্ধকং ত্বগ্নি বাগুজী।
চূর্ণন্তু ব্রহ্মীবীজানাং প্রতিদ্বাদশ ভাগিকম্॥
ত্রিংশদ্ভাগং গুড়স্যাপি ক্ষৌদ্রেণ গুড়িকা কৃতা।
দ্বিনিষ্কং ভক্ষণাদ্ধন্তি প্রসুপ্তিকুষ্ঠমণ্ডলম্।
পাতালগরুড়ীমূলং জলৈঃ পিষ্ট্বা পিবেদনু॥

মূর্চ্ছিত পারদ ১ ভাগ এবং গন্ধক, চিতা, সোমরাজী ও বামনহাটীর বীজচূর্ণ প্রত্যেক ১২ ভাগ, গুড় ৩০ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া ৮ মাষা পরিমাণে সেবন করিবে। অনুপান একত্র পিষ্ট পাতালগুরুড়ীর মূল ও জল। ইহা দ্বারা মণ্ডলাকার কুষ্ঠ ও অন্যান্য কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

চন্দ্রাননো রসঃ।

সূতব্যোমাগ্নয়স্তুল্যাস্ত্রিভাগো গন্ধকস্য চ।
কাকোডুম্বরিকাক্ষীরৈঃ সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ।
মাষমাত্রাং গুড়ীং কৃত্বা কুষ্ঠরোগে প্রয়োজয়েৎ।
দেহশুদ্ধিং পুরা কৃত্বা সর্ব্বকুষ্ঠানি নাশয়েৎ।
এষ চন্দ্রাননো নাম সাক্ষাৎ শ্রীভৈরবোদিতঃ॥

পারদ, অভ্র ও চিতা প্রত্যেক এক এক ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, কাকডুমুরের আঠাতে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা মাত্রায় বটী করিবে। ইহা দ্বারা শরীরের রক্তাদি শোধিত এবং কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

মাণিক্যো রসঃ।

পলং তালং পলং গন্ধং শিলায়াশ্চ পলার্দ্ধকম্।
চপলঃ শুদ্ধসীসঞ্চ তাম্রমভ্রময়োরজঃ॥
এতেষাং কোলভাগঞ্চ বটক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ।
ততো দিনত্রয়ং ঘর্ম্মে নিম্বক্বাথেন ভাবয়েৎ॥
গুড়ূচী বাল হিন্তাল বানরী নীলঝিণ্টিকাঃ।
শোভাঞ্জন মুরাজাজী নির্গুণ্ডী হয়মারকম্॥
এষাং শাণমিতং চূর্ণমেকীকৃত্য সরিত্তটে।
মৃৎপাত্রে কঠিনে কৃত্বা মৃদম্বরযুতে দৃঢে॥
একাকী পাকবিদ্বৈদ্যো নগ্নঃ শিথিলকুন্তলঃ।
পচেদবহিতো রাত্রৌ যত্নাৎ সংযতমানসঃ॥
তদ্বিজানীহি ভৈষজ্যং সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্।
সর্পিষা মধুনা লৌহপাত্রে তদ্দণ্ডমর্দ্দিতম্॥
দ্বিগুঞ্জং সর্ব্বকুষ্ঠানাং নাশনং বলবর্দ্ধনম্।
শীতলং সারসং তোয়ং দুগ্ধং বা পাকশীতলম্॥
আনীতং তৎক্ষণাদাজমনুপানং সুখাবহম্।
বাতরক্তং শীতপিত্তং হিক্কাঞ্চ দারুণাং জয়েৎ॥
সর্ব্বজ্বরান্ বাতরোগং পাণ্ডুং কণ্ডুঞ্চ কামলাম্।
শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিতো বহুযত্নতঃ॥

হরিতাল ১ পল, গন্ধক ১ পল, মনঃশিলা অর্দ্ধ পল, পারদ, সীসা, তাম্র, অভ্র ও লৌহচূর্ণ, ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া বটের আঠায় মর্দ্দন করিবে। পরে ৩ দিন নিমের কাথে ও আতপে ভাবনা দিবে। গুলঞ্চ, বালা, হিন্তাল, শূকশিম্বী, নীলঝাঁটী, সজিনা, মুরামাংসী, জীরা, নিসিন্দা ও করবী ইহাদের প্রত্যেক ৷৹ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে চূর্ণ গ্রহণ করিয়া একটী কঠিন মৃৎপাত্রের মধ্যে রাখিয়া ঐ পাত্র ছিন্নবস্ত্রখণ্ড ও কর্দ্দম দ্বারা উত্তমরূপে লেপন করিবে। পাকবিৎ বৈদ্য সংযতচিত্ত, পরিধেয়হীন ও শিথিলকেশ হইয়া

রাত্রিতে কোন নদী বা পুষ্করণীর তীরে একাকী যাইয়া তাহা পাক করিবেন। এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগের মহৌষধ। মধু ও ঘৃতের সহিত ২ রতি প্রমাণ ঔষধ লৌহখলে লৌহদণ্ডে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিতে দিবে। অনুপান শীতল জল অথবা পাকের পর শীতল আবর্ত্তিত দুগ্ধ কিংবা তৎক্ষণাৎ আনীত ধারোষ্ণ ছাগদুগ্ধ। সিদ্ধ গহননাথ নির্ম্মিত এই মহৌষধ সেবনে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, শীতপিত্ত, দারুণ হিক্কা, সর্ব্বপ্রকার জ্বর, পাণ্ডু, কামলা ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগ সকল সত্বর প্রশমিত হয়।

পারিভদ্ররসঃ।

মূর্চ্ছিতং সূতকং ধাত্রীফলং নিম্বস্য চাহরেৎ।
তুল্যাংশং খদিরক্কাথৈর্দ্দিনং মর্দ্দ্যঞ্চ ভক্ষয়েৎ।
নিষ্কৈকং দদ্রুকুষ্ঠঘ্নং পারিভদ্রাহ্বয়ো রসঃ॥

মূর্চ্ছিত পারদ এবং আমলকী ও নিম্বফল ইহাদিগকে খদিরের ক্বাথে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ৪ মাষা পরিমাণে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে দদ্রু ও কুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট হয়।

গলৎকুষ্ঠারিচূর্ণম্।

কাকোড়ুম্বরিকাচূর্ণং ব্রহ্মদণ্ডী বলাত্রয়ম্।
প্রত্যহং মধুনা লীঢ়ং বাতরক্তং নিহন্তি চ॥
ক্ষরদ্রক্তঞ্চরম্মাংসং মাসমাত্রেণ সর্ব্বথা।
গলৎপূয়ং পতৎকীটং ত্রিটঙ্কং সেব্যমীরিতম্।

কাকডুমুরের চূর্ণ, ব্রহ্মদণ্ডী ও বলাত্রয় (পীতপুষ্পা বলা, শেতবলা ও নাগবলা) ইহাদিগকে চূর্ণ করিয়া মধু সহ ৩ টঙ্ক অর্থাৎ দেড়তোলা মাত্রায় সেবন করিলে বাতরক্ত ও গলৎকুষ্ঠ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠনাশনো যোগঃ।

চিরবিল্বপত্র পথ্যা শিরীষঞ্চ বিভীতকম্।
কাকোড়ুম্বরিকামূলং মূত্রৈরালোড্য ফেনিতম্॥
কষমাত্রং পিবেদ্রোগী গোস্তন্যা সহ টঙ্গণম্।
সপ্তসপ্তক পয্যন্তং সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্॥

করঞ্জবৃক্ষের পত্র, হরীতকী, শিরীষ, বহেড়া ও কাকডুমুরের মূল এই সকল দ্রব্যকে গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে কিংবা দ্রাক্ষা ও সোহাগা একত্রিত করিয়া ঐ পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ ব্যাধি সত্বর বিনষ্ট হইবে।

গলৎকুষ্ঠারিরসঃ।

রসো বলিস্তাম্রময়ঃপুরোঽগ্নি-
শিলাজতু স্যাদ্বিষতিন্দুকো্গ্রে।
সর্ব্বঞ্চ তুল্যং গগনং করঞ্জ-
বীজং তথা ভাগচতুষ্টয়ঞ্চ॥
সংমর্দ্দ্য গাঢ়ং মধুনা ঘৃতেন
বল্লদ্বয়ঞ্চাস্য নিহন্ত্যবশ্যম্।
কুষ্ঠং কিলাসং হ্যপি বাতরক্তং
জলোদরং বাথ বিবদ্ধমূলম্।
বিশীর্ণকর্ণাঙ্গুলিনাসিকোঽপি
ভবেৎ প্রসাদাৎ স্মরতুল্যমূর্ত্তিঃ॥

(বলির্গন্ধকং, গগনমভ্রং, বিষতিন্দুকং কুচিলা ইতি খ্যাতা। রসাদিবৎসনাভান্তানি সমভাগানি, গগনং করঞ্জবীজঞ্চ রসাপেক্ষয়া চতুর্গুণং জ্ঞেয়ম্। মধুঘৃতে বটীকরণযোগ্যে দেয়ে।)

পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, গুগ্‌গুল, চিতা, শিলাজতু, কুঁচিলা ও বৎসনাভ এই সকল দ্রব্য সমভাগ, অভ্র ও করঞ্জবীজ পারদের চতুর্গুণ। মধু ও ঘৃতের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। পরিমাণ ৬ রতি। এই ঔষধ সেবনে কুষ্ঠ, কিলাস, বাতরক্ত, জলোদর ও মলবদ্ধতা প্রভৃতি বিনষ্ট এবং শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত হয়।

কুষ্ঠকালানলো রসঃ।

গন্ধং রসং টঙ্গণং তাম্র লৌহে
ভস্মীকৃতং মাগধিকাসমেতম্।
পঞ্চাঙ্গনিম্বেন ফলত্রিকেণ
বিভাবিতং রাজতরোস্তথৈব॥
নিযোজয়েদ্বল্লকযুগ্মমানং
কুষ্ঠেষু সর্ব্বেষু চ রোগসংঘে॥

(পঞ্চাঙ্গনিম্বৈরিতি নিম্বস্য পুত্রপুষ্পফলমূলবল্কলৈঃ।)

গন্ধক, পারদ, সোহাগা, তাম্র, লৌহ ও পিঁপুল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ, নিমের পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ পত্র, পুষ্প, ফল, মূল ও ত্বকের এবং ত্রিফলার ও সোঁদালের কাথে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহাতে সকল প্রকার কুষ্ঠ রোগ উপশমিত হয়।

বজ্রবটী।

শুদ্ধসূতাগ্নিমরিচং সূতাদ্দ্বিগুণ গন্ধকম্।
কাকোডুম্বরিকাক্ষীরৈর্দ্দিনং মর্দ্দ্যং প্রযত্নতঃ॥
বরাব্যোষকষায়েণ বটীশ্চাস্য সমাচরেৎ।
লিহ্যা বজ্রবটী হ্যেষা পামারোগবিনাশিনী॥

পারদ, চিতামূল, মরিচ প্রত্যেক ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, কাকডুমুরের রসে ১ দিবস মর্দ্দন করিয়া ত্রিফলা ও ত্রিকটুর কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা পামা প্রভৃতি রোগের মহৌষধ।

চন্দ্রকান্তিরসঃ।

পলত্রয়ং মৃতং তাম্রং সূতমেকং দ্বিগন্ধকম্।
ত্রিকটু ত্রিফলাচূর্ণং প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্॥
নিশুণ্ড্যাশ্চার্দ্রকদ্রাবৈর্বহ্নিদ্রাবৈর্বিমর্দ্দয়েৎ।
দিনৈকং তদ্বিশোষ্যাথ তুষাগ্নৌ স্বেদয়েদ্দিনম্॥
সমুদ্ধৃত্য বিচূর্ণ্যাথ বাগুজীতৈলমর্দ্দিতম্।
ত্রিদিনং ভাবয়েত্তেন নিষ্কৈকং ভক্ষয়েৎ সদা॥
চন্দ্রকান্তিরসো নাম্না কুষ্ঠং হন্তি ন সংশয়ঃ।
তৈলং করঞ্জবীজোত্থং বহ্নিগন্ধকসৈন্ধবৈঃ।
অনুপানং প্রকর্ত্তব্যং কল্কং বা বাগুজীভবম্॥

পারদ ১ পল, তাম্র ৩ পল, গন্ধক ২ পল, ত্রিকটু ও ত্রিফলাচূর্ণ প্রত্যেক ১ পল, একত্র মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দা, আদা ও চিতা ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক এক দিন ভাবনা দিয়া তুষাগ্নিসন্তাপে ১ দিবস স্বেদ দিবে। পরে সোমরাজীতৈল সহ ৩ দিবস মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ ।০ তোলা পরিমাণে সেবন করিবে। করঞ্জবীজের তৈল, চিতা, গন্ধক ও সৈন্ধব অনুপান করিবে। ইহা কাকণ প্রভৃতি কুষ্ঠের মহৌষধ।

সঙ্কোচরসঃ।

মৃততাম্রাভ্রকং তুল্যং তয়োঃ সূতং চতুর্গুণম্।
শুদ্ধং তন্মর্দ্দয়েৎ খল্লে গোলকং কারয়েত্ততঃ॥

ত্রিভিস্তুল্যং শুদ্ধগন্ধং লৌহপাত্রে ক্ষণং পচেৎ ।
তন্মধ্যে গোলকং পাচ্যং যাবজ্জীর্ণস্তু গন্ধকম্ ॥
এতস্মৃদ্বগ্নিনা তাবৎ সমুদ্ধৃত্য বিচূর্ণয়েৎ ।
গুগ্গুলু নিম্বপঞ্চাঙ্গং ত্রিফলা চামৃতা বিষম্ ॥
পটোলং খদিরং সারং ব্যাধিঘাতং সমং সমম্ ।
চূর্ণিতং মধুনা লেহ্যং নিষ্কমৌড়ুম্বরাপহম্ ।
রসঃ সংকোচনামায়ং কুষ্ঠে পরমদুর্ল্লভঃ ॥

তাম্র ও অভ্র প্রত্যেক ১ ভাগ, পারদ ৮ ভাগ, একত্র মর্দ্দন করিয়া গোলক করিবে। গন্ধক ১০ ভাগ, লৌহ-পাত্রে রাখিয়া গালাইবে। পরে ঐ গোলক তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া অগ্নির মৃদুসন্তাপে পাক করিবে, যেন গন্ধক মিশ্রিত হইয়া যায়। অনন্তর চূর্ণ করিয়া গুগ্গুল, নিমের পঞ্চাঙ্গ, ত্রিফলা. খদির, গুড়ূচী, বাসক, পটোল ও সোঁদাল প্রত্যেক চূর্ণ ১ ভাগ মিশাইবে। ইহা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে ঔড়ুম্বর কুষ্ঠ সত্বর নষ্ট হয়।

কুষ্ঠঘ্নী বটিকা।

কুপীলুমাষকং চূর্ণং তোলকং কুষ্ঠবৈরিণঃ ।
আরগ্বধস্য নিম্বস্য সপ্তপর্ণস্য চ দ্রবৈঃ ॥
সংমর্দ্দ্য বটিকাং কুর্য্যান্মাষার্দ্ধপ্রমিতাং ভিষক্ ।
কুষ্ঠঘ্নী বটিকা চৈষা কুষ্ঠং চানিলশোণিতম্ ॥
শীতপিত্তমুদর্দ্দঞ্চ কোঠঞ্চ নিখিলং ব্রণম্ ।
মন্দত্বগলসঞ্চাপি নাশয়েদবিকল্পতঃ ॥

(কুষ্ঠবৈরী চাউলমুগ্রা ।)

কুঁচিলাচূর্ণ ১ মাষা ও চাউলমুগরা-চূর্ণ ১ তোলা, একত্র সোঁদাল, নিম্ব ও ছাতিমের রসে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে কুষ্ঠ, শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও বাতরক্ত প্রভৃতি পীড়ার সত্বর শান্তি হয়।

কুষ্ঠকুঠাররসঃ।

ভস্মসূতসমো গন্ধো মৃতায়স্তাম্রগুগ্গুলুঃ ।
ত্রিফলা চ মহানিম্বশ্চিত্রকশ্চ শিলাজতু ॥
ইত্যেতচ্চূর্ণিতং কুর্য্যাৎ প্রত্যেকং ভাগষোড়শ ।
চতুঃষষ্টি করঞ্জস্য বীজচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ ॥
চতুঃষষ্টিমৃতঞ্চাভ্রং মধ্বাজ্যাভ্যাং বিলোড়য়েৎ ।
স্নিগ্ধভাণ্ডে স্থিতং খাদেদ্দিনিষ্কং সর্ব্বকুষ্ঠনুৎ ।
রসঃ কুষ্ঠকুঠারোঽয়ং গলৎকুষ্ঠবিনাশনঃ ।

রসসিন্দূর, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, গুগ্গুল, ত্রিফলা, মহানিম্ব, চিতা ও শিলাজতু প্রত্যেক ১৬ ভাগ, ডহরকরঞ্জ-বীজ ৬৪ ভাগ, অভ্র ৬৪ ভাগ, সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করতঃ রাখিয়া দিবে এবং ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠের মহৌষধ।

কুষ্ঠহরিতালেশ্বরঃ।

হরিতালং ভবেদ্ভাগং দ্বাদশাত্র বিশুদ্ধিমৎ ।
গন্ধকোঽপি তথা গ্রাহ্যো রসঃ সপ্তোঽত্রদীয়তে ॥
কৃষ্ণাভ্রকমপি শ্লক্ষ্ণং খল্লে কৃত্বা বিমর্দ্দয়েৎ ।
অঙ্কোঠমূলনীরেণ সেহুণ্ডীপয়সাথবা ॥
অর্কদুগ্ধেন সংপিষ্য করবীরজলেন চ ।
কাকোড়ুম্বরনীরেণ পেষণীয়ো রসো ভৃশম্ ॥
শুদ্ধতাম্রকোটরে চ ক্ষেপণীয়ো রসেশ্বরঃ ।
পূর্ব্ববৎ পচ্যতে যামং ষট্কঞ্চায়ং রসেশ্বরঃ ॥
পঞ্চগুঞ্জাপ্রমাণেন কাকোড়ুম্বরবারিণা ।
কুষ্ঠাষ্টাদশসংখ্যেষু দেয় এষ ভিষগ্বরৈঃ ।

অচিরেণৈব কালেন বিনাশং যান্তি নিশ্চয়ঃ।
পথ্যসেবা বিধাতব্যা প্রণতিঃ সূর্য্যপাদয়োঃ।
সাধকেন তথা সেব্যো রসো রোগৌঘনাশনঃ।
পিপ্পলীভিঃ সমং দদ্যাৎ কুষ্ঠরোগে রসেশ্বরম্॥

হরিতাল ১২ ভাগ, গন্ধক ১২ ভাগ, পারদ ৭ ভাগ, অভ্র ৭ ভাগ, এই সমস্ত আঁকড়ের মূলের রসে, সীজ-দুগ্ধে, আকন্দদুগ্ধে, করবীর রসে, কাকডুমুরের রসে ভাবনা দিয়া তাম্রপাত্রে করিয়া ছয় প্রহর পাক করিবে। ইহা ৫ রতি মাত্রায় কাকডুমুরের রসের সহিত সেবন করিলে বিবিধ কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়।

রাজরাজেশ্বরঃ।

আতপে মর্দ্দয়েৎ সূতং গন্ধকং মৃততাম্রকম্।
সূতস্তুমর্দ্দিতং তালং যাবত্তত্র বিলীয়তে।
ভৃঙ্গরাজদ্রবং দত্ত্বা দিনমাত্রং বিমর্দ্দয়েৎ।
ত্রিফলা খদিরং সারমমৃতা বাগুজীফলম্।
প্রত্যেকং সূততুল্যং স্যাচ্চূর্ণীকৃত্য বিমর্দ্দয়েৎ।
মধ্বাজ্যাভ্যাং লৌহপাত্রে
কর্ষাভ্যাং ভক্ষয়েত্ততঃ॥
দদ্রুকিটিমকুষ্ঠানি মণ্ডলানি বিনাশয়েৎ।
দ্বিগুঞ্জোঽপি নিহন্ত্যাশু রাজরাজেশ্বরো রসঃ॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র ও হরিতাল উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া মিলাইবে। পরে ভৃঙ্গরাজরসে ১ দিবস মর্দ্দন করিয়া ত্রিফলা, খদিরসার, গুড়ূচী ও সোমরাজী প্রত্যেক এক এক ভাগ মিশাইবে। ইহার ২ রতি ঔষধ ২ তোলা মধু ও ঘৃত সহ লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবে। ইহা কুষ্ঠরোগের মহৌষধ।

লঙ্কেশ্বরো রসঃ।

ভস্মসূতাভ্রশুল্বানি গন্ধং তালং শিলাজতু।
অম্লবেতস তুল্যাংশং ত্র্যহং দত্ত্বা বিমর্দ্দয়েৎ।
মধ্বাজ্যাভ্যাং বটীং কুর্য্যাদ্দ্বিগুঞ্জাং ভক্ষয়েত্ততঃ।
কুষ্ঠং হন্তি গজং সিংহো রসো লঙ্কেশ্বরো মহান্।
ত্রিফলানিম্বমঞ্জিষ্ঠা বচাপাটলমূলকম্।
কটুকারজনীক্বাথং চানুপানং প্রযোজয়েৎ॥

পারদ, অভ্র, তাম্র, গন্ধক, হরিতাল, শিলাজতু ও থৈকল এই সমস্ত একত্র করিয়া ৩ দিবস মর্দ্দন করিবে। পরে ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে অতি প্রবল কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়।

অর্কেশ্বরঃ।

পলানীশস্য চত্বারি বলের্দ্দশ তাবতী
তাম্রস্য চক্রিকা দেয়া রসস্যোর্দ্ধং শরাবকম্।
দত্ত্বা বিবদ্ধভাণ্ডস্থং পূরয়েত্তস্মনা দৃঢ়ম্।
অগ্নিং প্রজ্বালয়েদ্যামদ্বয়ং শীতং বিচূর্ণয়েৎ॥
পুটে দ্বাদশধা সূর্য্যদুগ্ধেনালোড়িতং পুনঃ।
বরাপাবকভৃঙ্গাণাং দ্রবৈস্ত্রিভির্বিভাবয়েৎ।
অয়মর্কেশ্বরো নাম্না রক্তমণ্ডলকুষ্ঠজিৎ॥

পারদ ৪ পল, গন্ধক ১২ পল, তাম্র ১২ পল, একত্রে হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া শরার দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ ঊর্দ্ধভাগ ভস্মপূর্ণ করিয়া ২ প্রহর পাক করিবে। পরে আকন্দদুগ্ধে মর্দ্দন করতঃ দ্বাদশ পুট প্রদান করিয়া ত্রিফলার ক্বাথ, চিতার রস ও ভৃঙ্গরাজের রস, ইহাদের প্রত্যেক ৩ বার ভাবনা দিয়া লইবে। ইহা রক্তমণ্ডলাদি কুষ্ঠের নিবারক।

বিজয়ভৈরবঃ।

সপ্তকঞ্চুকনির্ম্মুক্তমূর্দ্ধলগ্নং রসত্রয়ম্।
মৃৎকটাহান্তরে তত্র স্থাপয়েচ্চ সমন্ত্রকম্॥
সূতাদ্দ্বিগুণিতং তালং কুষ্মাণ্ডদ্রবশোধিতম্।
দোলাযন্ত্রেণ তৈলাদৌ সপ্তধা পরিশোধিতম্॥
কৈবর্ত্তমুস্তকদ্রাবৈর্ঝিণ্টীশ্চাপ্লাব্য যুক্তিতঃ।
তয়োর্দ্বিগুণিতং ভস্ম পলাশস্যোপরি ক্ষিপেৎ॥
পুনর্ঝিণ্টীদ্রবেণৈব সর্ব্বমাপ্লাব্য যত্নতঃ।
খাখসার্কদ্রবৈর্ভূয়ঃ পরিপ্লাব্য চ পাকবিৎ॥
পচেদবহিতো বৈদ্যঃ সালাঙ্গারেণ যত্নতঃ।
চতুর্ব্বিংশতিযামন্তু পক্বা শীতলতাং নয়েৎ॥
অবতার্য্য কাচপাত্রে নিধায় তদনন্তরম্।
প্রযত্নেন কৃতপ্রায়শ্চিত্তঃ শোধিতদেহকঃ॥
সিতাহরীতকীযুক্তং খাদেদ্রক্তিচতুষ্টয়ম্।
রক্তিকৈকক্রমেণৈব বর্দ্ধয়েদ্দিনসপ্তকম্॥
মধূদকং পিবেচ্চানু নারিকেলজলঞ্চ বা।
ভিঙ্গিনীসম্ভবং ক্বাথমথবা ক্ষৌদ্রনাগরম্॥
অভ্যঙ্গং সুরভীতৈলৈঃ কুর্য্যাৎ তাম্বূলচর্ব্বণম।
পবনানলসূর্য্যাংশু মৎস্যমাংসদধীনি চ॥
শাকং ককারপূর্ব্বঞ্চ বর্জ্জয়েন্মতিমান্ নরঃ।
বাতরক্তমামমিশ্রমামঞ্চাপি সুদারুণম্॥
সর্ব্বকুষ্ঠঞ্চাম্লপিত্তং বিস্ফোটঞ্চ মসূরিকাম্।
বিজয়াখ্যো রসো নাম হন্তি দোষানসুন্দরান্॥

সপ্তকঞ্চুকনির্ম্মুক্ত ঊর্দ্ধপাতিত পারদ মন্ত্রপূত করিয়া মৃণ্ময় কটাহে রাখিবে। কুষ্মাণ্ড দ্রব শোধিত এবং তৈলাদিতে দোলাযন্ত্রে পরিচালিত ও সপ্তধা পরিশোধিত হরিতাল পারদের দ্বিগুণ প্রদান করিবে এবং কৈবর্ত্তমুস্তকের রস ও ঝাঁটীর রস উপযুক্ত পরিমাণে প্রদান করিয়া পারদ ও হরিতালের দ্বিগুণ পলাশভস্ম প্রদান করিবে। পুনর্ব্বার ঝাঁটীর রসে, পোস্তের রসে এবং অর্ক-পত্রের রসে সমুদায় পুনঃ পুনঃ আপ্লুত করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক সালকাষ্ঠের অঙ্গারে ২৪ প্রহর পাক করিবে, শীতল হইলে নামাইয়া কাচপাত্রে রাখিয়া দিবে। রোগী প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক শুদ্ধদেহ হইয়া হরীতকীচূর্ণ ও চিনির সহিত ইহার ৪ রতি হইতে সেবনাভ্যাস করিয়া সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিবস এক এক রতি বৃদ্ধি করিবে। ঔষধ সেবন করিয়া মধুর সরবত বা নারিকেলজল বা কৃষ্ণ-শাল্মলি ক্বাথ, মধু ও শুণ্ঠীচূর্ণ অনুপান করিবে। ফুলেলতৈল মর্দ্দন, তাম্বূল চর্ব্বণ, বায়ু, অগ্নি, রৌদ্র সেবন, মৎস্য, মাংস, দধি এবং ককার পূর্ব্বক শাক বর্জ্জন করা উচিত।

ষড়াননগুড়িকা।

বিষোষণং টঙ্গণং পারদঞ্চ
সগন্ধচূর্ণঞ্চ সমাংসযুক্তম্।
জৈপালচূর্ণং দ্বিগুণং গুড়ান্বিতং
সংমর্দ্দ্য সর্ব্বং গুড়িকা বিধেয়া॥
বিরেচনী সর্ব্ববিকারনাশিনী
লঘ্বী হিতা দীপনী পাচনীয়ম্।
কুষ্ঠে হিতা তীব্রতরে হি শূলে
চামাশয়ে চাশ্মগতে বিকারে।
সংশোধনী শীতজলেন সম্যক্
সংগ্রাহিণী চোষ্ণজলেন যুক্তা॥

বিষ, মরিচ, সোহাগা, পারদ, গন্ধক ও জয়পালচূর্ণ এই সমস্ত দ্রব্য তুল্য ভাগ; গুড় দ্বিগুণ; একত্র মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা বিরেচক ও সর্ব্ববিধ কুষ্ঠনাশক।

বিজয়ানন্দঃ।

শুদ্ধসূতস্য ভাগৈকং দ্বিভাগং শুদ্ধতালকম্।
মৃৎকটাহান্তরে পূর্ব্বং স্থাপয়েচ্চ সমন্ত্রকম্॥
দ্বয়োঃ সমং পলাশস্য ভস্ম তস্যোপরি ক্ষিপেৎ।
বক্ত্রং মৃৎকর্পটৈর্লিপ্ত্বা শোষয়েচ্চ খরাতপে॥
চতুর্ব্বিংশতি যামন্তু পক্বা শীতলতাং নয়েৎ।
অবতার্য্য কাচপাত্রে স্থাপয়েদতিযত্নতঃ॥
বিধিবৎ সেবিতশ্চাসৌ হন্তি শ্বিত্রং চিরন্তনম্।
সর্ব্বকুষ্ঠং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥
রসোঽয়ং শ্বিত্রনাশায় ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা।
বিজয়ানন্দনামায়ং নিগূঢ়ঃ ক্ষিতিমণ্ডলে॥

পারদ ১ ভাগ, হরিতাল ২ ভাগ, উভয় একত্র করিয়া মন্ত্রপূতপূর্ব্বক কটাহাভ্যন্তরে স্থাপন করিবে এ উভয়ের তুল্য পলাশভস্ম তদুপরি রাখিয়া পাত্রের মুখে লেপন করিয়া ২৪ প্রহর পাক করিবে। অনন্তর শীতল হইলে ঐ ঔষধ গ্রহণ করিয়া কাচপাত্রে রাখিবে। ইহা শ্বিত্ররোগনাশক।

বড়বানলরসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং মৃততাম্রকম্।
সম্যক্ সূতং তথা কান্তং বঙ্গঞ্চাপি শিলাজতু॥
তুত্থং রসাঞ্জনং চৈব তালকং শঙ্খমেব চ।
বরাটকঞ্চাপি তুল্যং জৈপালং দ্বিগুণীকৃতম্॥
হবুষা পঞ্চলবণং পঞ্চৈব কটুকানি চ।
বিড়ঙ্গং পিপ্পলীমূলং প্রিয়ঙ্গুরজমোদকম্॥
দ্বৌ ক্ষারৌ কুষ্ঠমেলা চ লবঙ্গং জীরকদ্বয়ম্।
শটী দন্তী ত্রিবৃচ্চৈব ত্রিফলা গজপিপ্পলী॥
সর্ব্বমেকত্র সংচূর্ণ্য ভাবয়েৎ ত্রিফলাজলৈঃ।
সপ্তধা খলু পাষাণে প্রচণ্ডাতপশোষিতম্॥
হরীতকীরসেনাথ পুনঃ সংচূর্ণ্য যত্নতঃ।
পঞ্চরক্তিপ্রমাণঞ্চ বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
একৈকাং খাদয়েৎ প্রাতঃশৃঙ্গবেররসপ্লুতাম্।
হন্তি কুষ্ঠং তথা মেদ আমমারুতমেব চ॥
শ্লীপদং গণ্ডমালাঞ্চ গলগণ্ডং ভগন্দরম্।
নাড়ী দুষ্টব্রণঞ্চৈব অন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ দারুণাম্॥
অম্লপিত্তং রক্তপিত্তং পক্তিশূলং হলীমকম্।
বাতরক্তং বাতকফমুপদংশং সপীনসম্॥
পঞ্চগুল্মাংস্তথানাহং প্লীহশোথজ্বরানপি।
উদরাণি তথা কাসান্ রসোঽয়ং বড়বানলঃ॥

হিঙ্গুলোত্থ রস, গন্ধক, তাম্র, কান্ত-লৌহ, বঙ্গ, শিলাজতু, তুঁতিয়া, রসাঞ্জন, হরিতাল, শঙ্খচূর্ণ, বরাটকভস্ম, প্রত্যেক ১ ভাগ, জয়পালবীজ ২ ভাগ, হবুষা, পঞ্চলবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতামূল, পিঁপুলমূল, বিড়ঙ্গ, পিঁপুলমূল, প্রিয়ঙ্গু, অজমোদা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, কুড়, এলাইচ, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, দন্তী, তেউড়ী, ত্রিফলা, গজপিপ্পলী, সর্ব্বদ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া ত্রিফলার জলে ৭ বার ভাবনা দিবে। পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পুনর্ব্বার হরীতকীর রসে ভাবনা দিয়া চূর্ণ করতঃ ৫ রত্তি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান আদার রস।

খদিরারিষ্টঃ।

খদিরস্য তুলার্দ্ধন্তু দেবদারু চ তৎসমম্।
বাকুচী দ্বাদশ পলা দার্ব্বী স্যাৎ পলবিংশতিঃ॥
ত্রিফলা বিংশতিপলাস্ত্বষ্টদ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ।
কষায়ে দ্রোণশেষে চ পূতে শীতে বিনিক্ষিপেৎ॥
তুলাদ্বয়ং মাক্ষিকস্য তুলৈকা শর্করা মতা।
ধাতক্যা বিংশতি পলং কক্কোলং নাগকেশরম্॥
জাতীফলং লবঙ্গৈলা ত্বক্ পত্রাণি পৃথক্ পৃথক্।
পলোন্মিতানি কৃষ্ণায়া দদ্যাৎ পলচতুষ্টয়ম্॥

ঘৃতভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য মাসাদূর্দ্ধং পিবেত্ততঃ।
মহাকুষ্ঠানি হৃদ্রোগং পাণ্ডুরোগার্ব্ব্দং তথা।
গুল্ম গ্রন্থি ক্রিমীন্ কাসং তথা প্লীহোদরং জয়েৎ।
এষ বৈ খদিরারিষ্টঃ সর্ব্বকুষ্ঠকুলান্তকঃ।

খদিরকাষ্ঠ ৬।০ সের, দেবদারু ৬।০ সের, সোমরাজীবীজ ১২ পল, দারুহরিদ্রা ২০ পল, ত্রিফলা ২০ পল, পাকার্থ জল ৫১২ সের। শেষ ৬৪ সের। মধু ২৫ সের। চিনি ১২৷৷০ সের। ধাইফুল ২০ পল। কাঁকলা, নাগেশ্বর, জায়ফল, লবঙ্গ, এলাইচ, গুড়ত্বক্ ও তেজপত্র প্রত্যেক ১ পল, পিঁপুল ৪ পল। এই সমুদায় দ্রব্য একত্র রুদ্ধমুখ ঘৃতভাণ্ডে একমাস রাখিয়া দিবে। পরে উহা উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লইয়া ১ পল মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা অতিদুঃসাধ্য সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ পীড়ার সত্বর উপশম হইয়া থাকে।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং কুষ্ঠাধিকারঃ।

অর্শোঽধিকারঃ।

অর্শসাং সাধনোপায়শ্চতুর্দ্ধা পরিকীর্ত্তিতঃ।
ভেষজ-ক্ষার-শস্ত্রাগ্নি-সাধ্যত্বাদাদ্য উচ্যতে।

অর্শোরোগের চিকিৎসা চারিপ্রকার। ঔষধ প্রয়োগ, ক্ষারকর্ম্ম, অস্ত্র, প্রয়োগ এবং অগ্নিক্রিয়া। সম্প্রতি তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ঔষধ চিকিৎসাই এইখানে কথিত হইতেছে।

অর্শশ্চিকিৎসা—

যদ্বায়োরানুলোম্যায় যদগ্নিবলবৃদ্ধয়ে।
অন্নপানৌষধ দ্রব্যং তৎ সেব্যং নিত্যমর্শসৈঃ।

যে সমস্ত ঔষধ, অন্নপান ও আহারীয় দ্রব্য সেবনে বায়ু প্রশান্ত হইয়া অধোগমন করে এবং অগ্নি ও বল বৃদ্ধি হয়, অর্শোরোগে তদনুরূপ ঔষধাদিই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অন্যথা অযথা আহার বিহারে পীড়া বর্দ্ধিত হইবে।

শুষ্কার্শশ্চিকিৎসা—

শুষ্কার্শসাং প্রলেপাদি ক্রিয়া তীক্ষ্ণা বিধীয়তে।

শুষ্ক অর্শঃ শান্তির জন্য প্রলেপাদি তীক্ষ্ণ ক্রিয়া করিবে।

কঠিনার্শশ্চিকিৎসা।

শস্ত্রৈর্বাথ জলৌকাভিঃ প্রচ্ছন্নং কঠিনার্শসঃ।
শোণিতং সঞ্চিতং দৃষ্ট্বা হরেৎ প্রাজ্ঞঃ পুনঃ পুনঃ।

অর্শের মাংসাঙ্কুর কঠিন হইলে এবং তাহাতে রক্ত সঞ্চিত থাকিলে, অস্ত্র বা জলৌক দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে।

শ্লেষ্মার্শশ্চিকিৎসা—

শ্লেষ্মার্শসো গুদে পার্শ্বে রক্তমোক্ষং জলৌকয়া।
কৃত্বা চার্করসৈর্লেপো দাহো বাত্রাপি শস্যতে।

শ্লেষ্মজন্য অর্শে গুহ্যদেশের পার্শ্বে জোঁক দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া আকন্দরসের প্রলেপ দিলে, অর্শের দাহ নষ্ট হয়।

অর্শোহরাঃ প্রলেপাঃ।

স্নুক্‌ক্ষীরং রজনীযুক্তং লেপাদ্দুর্নামনাশনম্‌।
কোষাতকীরজোঘর্ষাৎ নিপতন্তি গুদোদ্ভবাঃ॥

সিজার আঠার সহিত কিঞ্চিৎ হরিদ্রাচূর্ণ মিলাইয়া অর্শের বলির মুখে বিন্দুমাত্র প্রদান করিলে এবং ঘোষাফলের চূর্ণ বলিতে ঘর্ষণ করিলে উহা পতিত হইয়া যায়।

অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং তিক্তভুম্ব্যাশ্চ পল্লবাঃ।
করঞ্জা বস্তমূত্রঞ্চ লেপনং শ্রেষ্ঠমর্শসাম্‌॥

আকন্দের আঠা, সিজের আঠা, তিতলাউয়ের পত্র, ডহরকরঞ্জার ছাল প্রত্যেক সমাংশ, ছাগমূত্রের সহিত বাঁটিয়া বলিতে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

জ্যোৎস্নিকামূলকল্কেন
লেপো রক্তার্শসাং হিতঃ॥

ঘোষালতার ফল বাঁটিয়া রক্তার্শে প্রলেপ দিলে উহা প্রশমিত হয়।

মহাবোধিপ্রদেশস্থ পথ্যা কোষাতকীরজঃ।
সফেনং লেপতো হন্তি লিঙ্গবর্দ্ধিং ন সংশয়ঃ॥

হরীতকীচূর্ণ, ঘোষাফলচূর্ণ এবং সমুদ্রফেনা সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে লিঙ্গার্শঃ নিশ্চয় সত্বর উপশমিত হয়।

অপামার্গোদ্ভবামূলাং ক্ষারঃ সহরিতালকঃ।
লিঙ্গার্শো লেপতো হন্তি চিরজাতমসংশয়ম্‌॥

আপাংমূলের ক্ষার এবং হরিতাল সমভাগে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে চিরজাত লিঙ্গার্শঃ উপশমিত হয়।

পিপ্পলী সৈন্ধবং কুষ্ঠং শিরীষস্য ফলং তথা।
স্নুধাতৃক্ষার্কদুগ্ধাভ্যাং বা লেপোঽয়ং গুদজং হরেৎ॥
হরিদ্রা জালিনীচূর্ণং কটুতৈলসমন্বিতম্‌।
এষ লেপো বরঃ প্রোক্তো হ্যর্শসামন্তকারকঃ॥

মনসাসিজের বা আকন্দের আঠার সহিত পিঁপুল, সৈন্ধব, কুড় ও শিরীষফলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অথবা সার্ষপ তৈলের সহিত হরিদ্রা ও ঘোষালতাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বলির মুখে প্রলেপ দিলে উহা পতিত হইবে।

শূরণং রজনী বহ্নি টঙ্কণং গুড়মিশ্রিতম্‌।
পিষ্ট্বারনালৈর্লেপো হন্ত্যর্শাংসি মহান্ত্যপি॥

ওল, হরিদ্রা, চিতা, সোহাগার খৈ, ইহাদের চূর্ণ গুড়সংযুক্ত ও কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া অর্শে প্রলেপ দিলে দুঃসাধ্য শ্লৈষ্মিক অর্শঃ নিবারিত হয়।

আরনালেন সংপিষ্টা সবীজকটুতুম্বিকা।
সগুড়া হন্তি লেপেন চার্শাংসি মূলতো ধ্রুবম্‌॥

বীজসহিত তিতলাউ কাঁজিতে পেষিত ও গুড়সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে অর্শঃ সমূলে উন্মূলিত হয়।

মলকাঠিন্যাদৌ বিধিঃ।

বাতাতিসারবদ্ভিন্নবর্চ্চাংস্ত্বর্শাংস্যুপাচরেৎ।
উদাবর্ত্তবিধানেন গাঢ়বিট্‌কানি চাসকৃৎ॥

মল তরল অর্থাৎ অতিসারবৎ ভেদ হইলে বাতাতীসারের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। মল কঠিন অর্থাৎ কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে উদাবর্ত্ত পীড়ার ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

অর্শোহরিবর্ত্তিঃ।

পীলুতৈলেন সংলিপ্তা বর্ত্তিকা গুদমধ্যগা।
পাতয়ত্যর্শসাং সিদ্ধং ন বলী বেদনা কচিৎ।

একটী বর্ত্তি পীলুতৈলাক্ত করিয়া গুহ্য মধ্যে প্রবেশ করাইলে বলিসকল পড়িয়া যাইবে; এবং বলিপতনজনিত বেদনাও থাকিবে না। ইহা অর্শের মহৌষধ।

অর্শোঘ্নী গুদজা বর্ত্তিগুড়ঘোষাফলোদ্ভবা।

পুরাতন গুড় জলের সহিত গুলিয়া তাহাতে ঘোষাফলচূর্ণ দিয়া পাক করিয়া বাতি প্রস্তুত করিয়া গুহ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে অর্শঃ নষ্ট হইবে।

তুম্বীবীজং সৌস্তিদন্ত কাঞ্জীপিষ্টং গুটীত্রয়ম্।
অর্শোহরং গুদস্থং স্যাদ্দধি মাহিষমশ্নতঃ।

লাউবীজ এবং সাম্ভার লবণ সমভাগে কাঁজির সহিত মর্দ্দন করিয়া ৩টী গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া গুহ্যার্শঃ শান্তির জন্য গুহ্যে প্রবিষ্ট করাইবে। মাহিষ দধি ভক্ষণ করিলে গুহ্যার্শঃ আরোগ্য হয়।

গুড়হরীতকী।

পিত্তশ্লেষ্মপ্রশমনী কচ্ছু কণ্ডূরুজাপহা।
গুদজান্নাশয়ত্যাশু যোজিতা সগুড়াভয়া।

হরীতকীচূর্ণ গুড় সহযোগে সেবনে সত্বর অর্শঃ নিবারিত হয়।

অর্শোহরা যোগাঃ।

ভাবিতং রজনীচূর্ণৈঃ স্নুহীক্ষীরৈঃ পুনঃ পুনঃ।
বন্ধনাৎ সুদৃঢ়ং সূত্রং ছিনত্ত্যর্শো ন সংশয়ঃ।

হরিদ্রাচূর্ণসংযুক্ত সীজের আঠায় দৃঢ় কার্পাস সূত্র পুনঃ পুনঃ ভাবিত করিয়া, তদ্দ্বারা অর্শের বলি বান্ধিয়া রাখিলে উহা ছিন্ন হইয়া পড়ে।

সগুড়াং পিপ্পলীযুক্তামভয়াং ঘৃতভর্জ্জিতাম্।
ত্রিবৃদ্দন্তীযুতাং বাপি ভক্ষয়েদানুলোমিকীম্॥

বায়ুর অনুলোমতা সাধন অর্থাৎ ক্রূরতা শান্তির জন্য ঘৃতে ভর্জ্জিত জাঙ্গিহরীতকীচূর্ণ কিঞ্চিৎ পিপ্পলীচূর্ণ ও গুড়ের সহিত কিংবা তেউড়ীমূলচূর্ণ ও দন্তীমূলচূর্ণের সহিত সেবন করিবে।

তিলারুষ্কর সংযোগং ভক্ষয়েদগ্নিবর্দ্ধনম্।
কুষ্ঠরোগহরং শ্রেষ্ঠমর্শসাং নাশনং পরম্।

ভেলার মুটী চূর্ণ ২ রতি, ১ তোলা তিলের সহিত সেবন করিলে অর্শঃ ও কুষ্ঠের শান্তি এবং অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

গোমূত্রাধ্যুষিতাং দদ্যাৎ সগুড়াং বা হরীতকীম্।
পঞ্চকোলযুতং বাপি তক্রমস্মৈ প্রদাপয়েৎ।

গোমূত্রে ১ বা ২ দিবস হরীতকী ভিজাইয়া রাখিয়া তাহা সেবন করিলে অর্শের নিবৃত্তি হয়। গুড়সংযুক্ত হরীতকী এবং পঞ্চকোলচূর্ণ মিশ্রিত তক্রও বিশেষ উপকারী।

মৃল্লিপ্তং শৌরণং কন্দং পক্কাগ্নৌ পুটপাকবৎ।
অদ্যাৎ সতৈল লবণৈর্দুর্নাম্নাং বিনিবৃত্তয়ে।

বনওল মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া পুটপাকে সিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ তৈল ও লবণের সহিত সেবন করিলে অর্শের শান্তি হয়।

স্বিন্নং বার্ত্তাকুফলং ঘোষায়াঃ ক্ষারজেনসলিলেন।
তদ্‌ঘৃতভৃষ্টং যুক্তং গুড়েনাতৃপ্তিতো যোঽত্তি।

পিবতি চ নূনং তক্রং তস্যাশ্বেবাতিবৃদ্ধগুদজানি।
যান্তি বিনাশং পুংসাং সহজান্যপি সপ্তরাত্রেণ॥

ঘোষালতার ক্ষার প্রস্তুত করিয়া ছয় গুণ জলে গুলিয়া ২১ বার ছাঁকিয়া ঐ জলে অনেকগুলি বার্ত্তাকু সিদ্ধ করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া কিঞ্চিৎ গুড়ের সহিত তৃপ্তি পর্য্যন্ত আহার করিয়া পরে কিঞ্চিৎ তক্র পান করিবে। এইরূপ ৭ দিবস সেবন করিলে বহুকালের এবং জন্মাবধি যে অর্শঃ জন্মিয়াছে, তাহারও সত্বর উপশম হয়।

অসিতানাং তিলানাঞ্চ প্রকুঞ্চং শীতবার্য্যনু।
খাদতোঽর্শাংসি নশ্যন্তি দ্বিজদার্ঢ্যাঙ্গপুষ্টিদম্।

খোসাতোলা কৃষ্ণতিল ১ পল খাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিলে অর্শঃ বিনষ্ট এবং দন্ত দৃঢ় ও শরীর পুষ্ট হয়।

কণ্টকিফলাস্তমূর্ধলক্ষারো গোরোচনাজলম্।
লেপমাত্রেণ বিস্রাব্য রসান্ হন্তি গুদাঙ্কুরান্॥

কাঁঠালের ভোঁতার ক্ষার গোরোচনার জলের সহিত অর্শের বলীতে লাগাইয়া দিবে। দিবসে ৩। ৪ বার করিয়া প্রদান করিলে রস নির্গত হইয়া অর্শঃ প্রশমিত হইবে।

নাগেন নলিকাং কৃত্বা ঘৃতসৈন্ধবলেপিতাম্।
গুদদ্বারে ক্ষিপেন্নিত্যং মলরোধপ্রশান্তয়ে॥

মলরোধ হইলে একটী সিসার নলে ঘৃত ও সৈন্ধব মাখাইয়া ঐ নল গুহ্য মধ্যে প্রবেশ করাইবে। নিত্য নিত্য এইরূপ ক্রিয়া করিলে মলরোধের প্রশান্তি হয়।

শৃঙ্গবেরক্বাথঃ।

কফজে শৃঙ্গবেরস্য ক্বাথো নিত্যোপযোগিকঃ।

কফজ অর্শে প্রত্যহ শুণ্ঠী ক্বাথ সেবন করা কর্ত্তব্য।

ধূপপ্রয়োগঃ।

অশ্বগন্ধাদিধূপঃ।

অশ্বগন্ধাথ নির্গুণ্ডী বৃহতী পিপ্পলীফলম্।
ধূপোঽয়ং স্পর্শমাত্রেণ হ্যর্শসাং শমনে হিতম্।

অশ্বগন্ধা, নিসিন্দে, বৃহতী ও পিঁপুল ইহাদের ধূম গুহ্যদ্বারে লাগাইলে নিশ্চয়ই অর্শঃ প্রশমিত হয়।

অর্কমূলাদিধূপঃ।

অর্কমূলং শমীপত্রং নৃকেশাঃ সর্পকঞ্চুকাঃ।
মার্জ্জারচর্ম্ম চাজ্যঞ্চ গুদধূপোঽর্শসাং হিতঃ।

আকন্দের মূল, শাঁইপাতা, মানুষের চুল, সাপের খোলস, বিড়ালের চামড়া এবং ঘৃত, ইহাদের ধূম, অর্শের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

রালচূর্ণস্য তৈলেন সার্ষপেণ যুতস্য চ।
ধূপদানেন যুক্ত্যার্শোরক্তস্রাবো নিবর্ত্ততে।
রক্তৌঘশান্তয়ে দেয়ং গুদে কর্পূরধূপকম্॥

সর্ষপতৈলযুক্ত ধূনার ধূম, গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিলে, অর্শের রক্তস্রাব নিবারিত হয়। রক্তস্রাব নিবারণার্থ গুহ্যদেশে কর্পূরের ধূপ দিবে।

তক্রপানবিধিঃ।

বিড়্‌বন্ধে হিতং তক্রং যমানী বিড় সংযুতম্।
বাতশ্লেষ্মার্শসাং তক্রাৎ পরং নাস্তীহ ভেষজম্॥
তৎ প্রয়োজ্যং যথাদোষং সস্নেহং রুক্ষমেব বা।
ন বিরোহন্তি গুদজাঃ পুনস্তক্র সমাহিতাঃ॥

কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে যমানীচূর্ণ ও বিট-লবণ সহযোগে তক্র সেবনে উপকার হয়। বাতশ্লেষ্মজন্য অর্শোরোগে তক্রের তুল্য আর ঔষধ নাই। উহা বায়ুজন্য হইলে স্নেহসহ অর্থাৎ মাখনসহ সেবন করিতে দিবে এবং শ্লেষ্মজন্য হইলে উত্তমরূপে মাখন উঠাইয়া সেই তক্র পান করাইবে। তক্র সেবনে অর্শঃ পীড়া একবার প্রশমিত হইলে পুনরায় আবির্ভূত হইবে না।

ত্বচং চিত্রকমূলস্য পিষ্ট্বা কুম্ভং প্রলেপয়েৎ।
তত্রজাতং পিবেৎ তক্রং পিত্তশ্লেষ্মার্শনাশনম্॥

চিতামূলের ছাল বাঁটিয়া একটী কলসীতে প্রলেপ দিবে। শুষ্ক হইলে ঐ কলসীতে দধি পাতিয়া তক্র প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজন্য অর্শঃ এবং বলীর পার্শ্বের ব্রণ, চুলকানি ও বেদনা নিবৃত্তি হয়।

অর্শে বর্জ্জনীয়ানি।

বেগাবরোধং স্ত্রী পৃষ্ঠ যানমুৎকটকাসনম্।
যথাস্বং দোষলঞ্চান্নমর্শসঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।

অর্শোরোগী মল ও মূত্রের বেগ ধারণ, স্ত্রীসংসর্গ, অশ্বাদি যানে আরোহণ, কষ্টজনক উপবেশন এবং পূতিপর্য্যুষিত ও তীব্রবস্তু আহার পরিত্যাগ করিবে।

নাগরাদ্যো মোদকঃ।

সনাগরারুষ্কর বৃদ্ধদারকং
গুড়েন যো মোদকমত্ত্যুদারকম্।
অশেষদুর্ণামকরোগদারকং
করোতি বৃদ্ধং সহসৈব দারকম্।
(চূর্ণে চূর্ণসমো দেয়ো মোদকে দ্বিগুণো গুড়ঃ।)

শুঁঠ, ভেলার মুটী এবং বিদ্ধড়ক বীজ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, দ্বিগুণ গুড়ের সহিত মোদক পাক করিবে। ৪ মাষা পরিমাণে শীতল জল দিয়া সেবন করিলে বহুকালোদ্ভব অর্শের শান্তি এবং অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

লবণোত্তমাদিচূর্ণম্।

লবণোত্তম বহ্নি কলিঙ্গ যবান্
চিরবিল্ব মহাপিচুমর্দ্দযুতান্।
পিব সপ্তদিনং মথিতালুলিতান্
যদি মর্দ্দিতুমিচ্ছসি পায়ুগদান॥

সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, ইন্দ্রযব, যবের চাউল, ডহরকরঞ্জবীজ ও ঘোড়া-নিমের ছাল ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ একত্রে উত্তমরূপে মিলাইয়া ২ মাষা মাত্রায় তক্রের সহিত সেবন করিলে অর্শঃ পীড়ার শান্তি হয়।

স্বল্পশূরণমোদকঃ।

মরিচ মহৌষধ চিত্রক
শূরণ ভাগা যথোত্তরং দ্বিগুণাঃ।
সর্ব্বসমো গুড়ভাগঃ সেব্যো-
হয়ং মোদকঃ সিদ্ধফলঃ।
জ্বলনং জ্বলয়তি জাঠরমুন্মূলয়তি গুল্মশূলগদান্।
নিঃশেষয়তি শ্লীপদমবশ্যমর্শাংসি নাশয়ত্যাশু।

মরিচ ১ ভাগ, শুণ্ঠী ২ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, বনওল ৮ ভাগ এবং গুড় সকলের সমান লইয়া মোদক প্রস্তুত করিয়া ১ তোলা পরিমাণে শীতল জল সহ সেবনে অগ্নির বৃদ্ধি, উদর, গুল্ম, শূল, শ্লীপদ ও অর্শরোগ নষ্ট হয়।

বৃহচ্ছূরণমোদকঃ।

শূরণষোড়শ ভাগা বহ্নেরষ্টৌ মহৌষধস্যাতঃ।
অর্দ্ধেন ভাগযুক্তির্মরিচস্য
ততোঽপি চার্দ্ধেন ত্রিফলা।
কণা সমূলা তালীশারুষ্কর ক্রিমিঘ্নানাম্।
ভাগা মহৌষধসমা দহনাংশা তালমূলী চ।
ভাগঃ শূরণতুল্যো দাতব্যো বৃদ্ধদারকস্যাপি।
ভৃঙ্গেলে মরিচাংশে সর্ব্বাণ্যেকত্র সংচূর্ণ্য।
দ্বিগুণেন গুড়েন যুতঃ সেব্যো-
ঽয়ং মোদকঃ প্রকামধনৈঃ।
গুরু বৃষ্য ভোজ্য রহিতৈর্ব্বিহিত-
রেষপত্রবং কুর্য্যাৎ।
ভস্মকমনেন জনিতং
পূর্ব্বমগস্ত্যস্য প্রয়োগরাজেন।
ভীমস্য মারুতেরপি যেন তৌ মহাশনৌ জাতৌ।
অগ্নিবল বৃদ্ধি হেতুর্ন কেবলং শূরণো মহাবীর্য্যঃ।
প্রভবতি শস্ত্রক্ষারাগ্নির্ব্বিনাপ্যর্শসামেষঃ॥
শ্বয়থু শ্লীপদ গরজিদ্ গ্রহণীঞ্চ
তথা হিক্কামনিলজাম্।
নাশয়তি বলীপলিতং মেধাং কুরুতে বৃষত্বঞ্চ।
হিক্কাং শ্বাসং কাসং সরাজযক্ষ্ম প্রমেহাংশ্চ।
প্লীহানঞ্চাথোগ্রং হন্ত্যয়ং রসায়নঃ পুংসাম্।

ওলচূর্ণ ১৬ তোলা, চিতামূল ৮ তোলা, শুণ্ঠীচূর্ণ ৪ তোলা, মরিচ ২ তোলা, ত্রিফলা, পিপ্পলী, পিঁপুলমূল, তালীশপত্র, ভেলার মুটী ও বিড়ঙ্গ ইহাদিগের প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা, তালমূলী ৮ তোলা, বিড়ঙ্ক ১৬ তোলা, গুড়ত্বক্ ২ তোলা ও এলাইচ ২ তোলা। সমস্ত সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড় দিয়া মিলাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। শীতল জলের সহিত ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা সেবনকালে গুরু ও বলকর পথ্য ব্যবহার করিবে। ইহা দ্বারা অর্শঃ, শোথ, শ্লীপদ এবং গ্রহণী প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট এবং অগ্নি ও বল বিশিষ্টরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

শ্রীবাহুশালো গুড়ঃ।

ত্রিবৃত্তেজোবতী দন্তী শ্বদংষ্ট্রা চিত্রকঃ শটী।
গবাক্ষী মুস্ত বিশ্বাহ্ব বিড়ঙ্গানি হরীতকী।
পলোন্মিতানি চৈতানি পলান্যষ্টাস্করুষ্করাৎ।
ষট্পলং বৃদ্ধদারস্য শূরণস্য চ ষোড়শ।
জলদ্রোণদ্বয়ে ক্বাথ্যং চতুর্ভাগাবশেষিতম্।
পূতঞ্চ তং রসং ভূয়ঃ ক্বাথ্যেভ্যস্ত্রিগুণো গুড়ঃ।
লেহং পচেত্ তং তাবদ্ যাবদ্দর্ব্বীপ্রলেপনম্।
অবতার্য্য ততঃ পশ্চাচ্চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ।
ত্রিবৃত্তেজোবতী কন্দ চিত্রকান্ দ্বিপলাংশিকান্।
এলা ত্বঙ্মরিচঞ্চাপি গজাহ্বাঞ্চাপি ষট্পলম্॥
দ্বাত্রিংশৎ পলমেবাত্র চূর্ণং দত্বা নিধাপয়েৎ।
ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত জীর্ণে ক্ষীররসাশনঃ।
পঞ্চ গুল্মান্ প্রমেহাংশ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
জয়েদর্শাংসি সর্ব্বাণি তথা সর্ব্বোদরাণি চ।
দীপয়েদ্ গ্রহণীং মন্দাং যক্ষ্মাণমপকর্ষতি।
পীনসে চ প্রতিশ্যায়ে আঢ্যবাতে তথৈব চ।
অয়ং সর্ব্বগদেম্বেব কল্যাণো লেহ উত্তমঃ।
দুর্নামারিরয়ঞ্চাশু দৃষ্টো বারসহস্রশঃ।
ভবত্যেনং প্রযুঞ্জানঃ শতবর্ষং নিরাময়ঃ।
আয়ুষো দৈর্ঘ্যজননো বলীপলিতনাশনঃ।

রসায়নবরশ্চৈব মেধাজনন উত্তমঃ ।
গুড়ঃ শ্রীবাহুশালোঽয়ং দুর্নামারিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

তেউড়ীমূল, চৈ, দন্তীমূল, গোক্ষুর, চিতামূল, শটী, রাখালশসা, মুতা, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ ও হরীতকী ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল, ভেলা ৮ পল, বিদ্ধড়কমূল ৬ পল, বনওল ১৬ পল, ক্বাথার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের, উক্ত ক্বাথ ছাঁকিয়া উহার সহিত পুরাতন গুড় ১২৩ পল মিলাইয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া পাক করিবে, ঘন হইলে নামাইয়া উহাতে তেউড়ীমূল, চৈ, বনওল ও চিতামূল ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ পল, এলাইচ, গুড়ত্বক্, মরিচ ও নাগেশ্বর ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ পল পরিমাণে দিয়া উত্তমরূপ মিশ্রিত করিবে। ১ তোলা মাত্রায় শীতল জলের সহিত ইহা সেবনে সত্বর সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ বিনষ্ট হয়।

গুড়পাকলক্ষণম্ ।

সুখমর্দ্দঃ খরস্পর্শো গন্ধবর্ণরসান্বিতঃ ।
পীড়িতো ভজতে মুদ্রাং গুড়ঃ পাকমুপাগতঃ ॥

সুখে মর্দ্দনীয়, খরস্পর্শ, গন্ধবর্ণ-রসযুক্ত, মুদ্রাচিহ্ন ধারণযোগ্য গুড় পাক হইয়াছে জানিবে।

প্রাণদা গুড়িকা ।

ত্রিপলং শৃঙ্গবেরস্য চতুর্থং মরিচস্য চ ।
পিপ্পল্যাঃ কুড়বার্দ্ধঞ্চ চব্যাশ্চ পলমেব চ ॥
তালীশপত্রস্য পলং পলার্দ্ধং কেশরস্য চ ।
দ্বে পলে পিপ্পলীমূলাদর্দ্ধকর্ষঞ্চ পত্রকাৎ ॥
সূক্ষ্মৈলাকর্ষমেকঞ্চ কর্ষঞ্চ ত্বঙ্মৃণালয়োঃ ।
গুড়াৎ পলানি ত্রিংশচ্চ চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ ॥
অক্ষপ্রমাণা গুড়িকা প্রাণদেতি প্রকীর্ত্তিতা ।
পূর্ব্বং ভক্ষ্যাচ্চ পশ্চাচ্চ ভোজনস্য যথাবলম্ ॥
মদ্যং মাংসং রসং যূষং ক্ষীরং তোয়ং পিবেদনু ।
হন্যাদর্শাংসি সর্ব্বাণি সহজান্যস্রজান্যপি ॥
বাতপিত্তকফোত্থানি সন্নিপাতোদ্ভবানি চ ।
পানাত্যয়ে মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতরোগে গলগ্রহে ॥
বিষমজ্বরে চ মন্দেঽগ্নৌ পাণ্ডুরোগে তথৈব চ ।
ক্রিমিহৃদ্রোগিণাঞ্চৈব গুল্মশূলার্ত্তিনাং তথা ॥
শ্বাসকাসপরীতানামেষা স্যাদমৃতোপমা ।
শুণ্ঠ্যাঃস্থানেঽভয়া দেয়া বিড়গ্রহে পিত্তপায়ুজে ॥
প্রাণদায়াং সিতা দেয়া চূর্ণমানাচ্চতুর্গুণা ।
অল্পপিত্তাগ্নিমান্দ্যাদৌ প্রয়োজ্যা গুদজাতুরে ॥
পক্কেনং গুড়িকাঃ কার্য্যা গুড়েন সিতয়াথবা ।
পথ্যং হি বহ্নিসংসর্গাল্লঘিমানং ভজন্তি তাঃ ॥

শুঁঠ ৩ পল, মরিচ ৪ পল, পিঁপুল ২ পল, চৈ ১ পল, তালীশপত্র ১ পল, নাগেশ্বর ৪ তোলা, পিঁপুলমূল ২ পল, তেজপত্র ১ তোলা, ছোট এলাইচ ২ তোলা, গুড়ত্বক্ ১ তোলা, বেণার মূল ১ তোলা (কেহ কেহ শেষোক্ত দুই দ্রব্য প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করেন) ও পুরাতন গুড় ৩০ পল এই সমুদায় একত্রে মাড়িয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে শুণ্ঠীর পরিবর্ত্তে হরীতকী ব্যবহার্য্য। পিত্তার্শে গুড়ের পরিবর্ত্তে চূর্ণসমষ্টির চতুর্গুণ চিনি দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। অনুপান মদ্য, মাংসযূষ, দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি। ইহা যথাবিধি সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ ও কৃমি প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

মরিচাদিচূর্ণম্।

মরিচং পিপ্পলী কুষ্ঠং সৈন্ধবং জীরনাগরম্।
বচা হিঙ্গুবিড়ঙ্গানি পথ্যা বহ্ন্যজমোদকম্॥
এতেষাং কারয়েচ্চূর্ণং চূর্ণস্তু দ্বিগুণং গুড়ম্।
খাদেৎ কর্ষমিতঞ্চাপি পিবেদুষ্ণজলং ততঃ।
সর্ব্বাণ্যর্শাংসি নশ্যন্তি বাতজানি বিশেষতঃ॥

মরিচ, পিঁপুল, কুড়, সৈন্ধব, জীরা, শুঁঠ, বচ, হিং, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, চিতা ও যমানী ইহাদের চূর্ণ ২ তোলা ও গুড় ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে, অনুপান উষ্ণ জল। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ বিশেষতঃ রক্তার্শঃ বিনষ্ট হইয়া থাকে। শূরণমোদক ও বাহুশাল গুড় বাতার্শের মহৌষধ।

সমশর্করং চূর্ণম্।

শুণ্ঠী কণা মরিচ নাগদলত্বগেলং
চূর্ণীকৃতং ক্রমবিবর্দ্ধিতমূর্দ্ধমন্ত্যাৎ।
খাদেদিদং সমসিতং গুদজাগ্নিমান্দ্য-
কাসারুচিশ্বসনকণ্ঠহৃদাময়েষু॥

ছোট এলাইচ ১ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ, তেজপত্র ৩ ভাগ, নাগকেশর ৪ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ, পিঁপুল ৬ ভাগ, শুঁঠ ৭ ভাগ এই সকলের চূর্ণ একত্র করিয়া সর্ব্ব চূর্ণ সমান চিনি মিশ্রিত করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অর্শঃ প্রভৃতি মূলের লিখিত রোগ সকল প্রশমিত হয়।

ধুস্তূরাদিচূর্ণম্।

ধুস্তূরস্য ফলং পক্বং পিপ্পলীনাগরাভয়াঃ।
বালকং গুড়সংযুক্তং ভক্ষ্যং গুঞ্জাষ্টকং নিশি।
সিতামধ্বাজ্যকর্ষৈকং পিবেৎ পিত্তার্শসাং জয়ে॥

পাকা ধুতুরার ফল, পিঁপুল, শুঁঠ, হরীতকী ও বালা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ গুড়সংযুক্ত করিয়া চিনি, মধু ও ঘৃতের সহিত ২ তোলা পরিমাণে রাত্রিতে সেবন করিলে পৈত্তিকার্শঃ প্রশমিত হয়। বৃদ্ধ বৈদ্যগণের মতে দুই আনা হইতে আট আনা পরিমাণে সেবন করিবে।

কর্পূরাদ্যং চূর্ণম্।

ঘনসারো লবঙ্গঞ্চ এলা ত্বঙ্নাগকেশরম্।
জাতীফলমুশীরঞ্চ নাগরং কৃষ্ণজীরকম্॥
কৃষ্ণাগুরুতুগাক্ষীরী মাংসী নীলোৎপলং কণা।
চন্দনং তগরং বালং কক্কোলঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ।
সমভাগানি সর্ব্বাণি সর্ব্বেভ্যোঽর্দ্ধং সিতা ভবেৎ।
কর্পূরাদ্যমিদং চূর্ণং বাতার্শোনাশনং পরম্॥
রোচনং তর্পণং বৃষ্যং ত্রিদোষঘ্নং বলপ্রদম্।
হৃদ্রোগং কটিরোগঞ্চ কাসং হিক্কাঞ্চ পীনসম্।
যক্ষ্মাণং তমকশ্বাসমতীসারং বলক্ষয়ম্।
প্রমেহারুচিগুল্মাদীন্ গ্রহণীমপি নাশয়েৎ॥

কর্পূর, লবঙ্গ, এলাইচ, গুড়ত্বক্, নাগকেশর, জায়ফল, বেণার মূল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, কৃষ্ণাগুরু, বংশলোচন, জটামাংসী, নীলপদ্ম, পিঁপুল, চন্দন, তগরপাদুকা, বালা ও কাঁকলা এই সকল দ্রব্যকে একত্র চূর্ণ করিবে। সকলের অর্দ্ধেক চিনি গ্রহণ করিয়া তাহাতে মিশ্রিত করিবে। এই কর্পূরাদ্য চূর্ণ

বাতার্শের মহৌষধ এবং বলকর, বৃষ্য, ত্রিদোষনাশক ও তৃপ্তিজনক। এই ঔষধ সেবনে হৃদ্রোগ, যক্ষ্মা, অতীসার, গুল্ম ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

বিজয়চূর্ণম্।

ত্রিকত্রয়বচাহিঙ্গু পাঠাক্ষারনিশাদ্বয়ম্।
চব্যতিক্তাকলিঙ্গাগ্নিশতাহ্বালবণানি চ॥
গ্রন্থিবিল্বাজমোদা চ গণোঽষ্টাবিংশতির্মতঃ।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
ততো বিড়ালপদকং পিবেদুষ্ণেন বারিণা।
এরণ্ডতৈলযুক্তন্তু সদা লিহ্যাত্ততো নরঃ॥
কাসং হন্যাৎ তথা শোথমর্শাংসি চ ভগন্দরম্।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ বাতগুল্মং তথোদরম্॥
হিক্কাশ্বাসপ্রমেহাংশ্চ কামলাং পাণ্ডুরোগতাম্।
আমাশয়মুদাবর্ত্তমন্ত্রবৃদ্ধিং গুদং ক্রিমীন্॥
অন্যে চ গ্রহণীদোষা যে ময়া পরিকীর্ত্তিতাঃ।
মহাজ্বরোপসৃষ্টানাং ভূতোপহতচেতসাম্॥
অর্শজানান্তু নারীণাং প্রজাবর্দ্ধনমেব চ।
চূর্ণং বিজয়নামেদং কৃষ্ণাত্রেয়েণ পূজিতম্॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিজাত, বচ, হিং, আকনাদি, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চৈ, কট্কী, ইন্দ্রযব, চিতা, শুল্ফা, পঞ্চলবণ, পিঁপুলমূল, বেলশুঁঠ ও যমানী এই ২৮টী দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগে চূর্ণ করিয়া ২ তোলা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত পান অথবা এরণ্ডতৈলের সহিত লেহন করিলে অর্শঃ প্রভৃতি পীড়া সত্বর উপশমিত হয়।

করঞ্জাদিচূর্ণম্।

চিরবিল্বাগ্নিসিন্ধূত্থনাগরেন্দ্রযবারলুম্।
তক্রেণ পিবতোঽর্শাংসি নিপতন্ত্যসৃজা সহ॥

করঞ্জফলের শাঁস, চিতা, সৈন্ধব, শুঁঠ, ইন্দ্রযব ও শোনা ইহাদের চূর্ণ তক্রের সহিত পান করিলে রক্তার্শ বিনষ্ট হয়।

ভল্লাতকামৃতযোগঃ।

গুড়ূচী লাঙ্গলী শৃঙ্গী মুণ্ডী গুঞ্জা চ কেতকী।
যন্নাং পত্ররসৈর্মর্দ্দ্যং বালভল্লাতবীজকম্॥
দিনৈকং মর্দ্দয়েদ্ গাঢ়ং নিষ্কার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা।
ভল্লাতামৃতযোগোঽয়ং পিত্তজার্শাংসি নাশয়েৎ॥

গুলঞ্চ, ঈশলাঙ্গলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, থুলকুড়ি, গুঞ্জা ও কেতকী, ইহাদের পত্রের রসে কচি ভেলার বীজ ১ দিন উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২ মাষা পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার পিত্তজ অর্শঃ বিনষ্ট হয়।

দেবদালীযোগঃ।

দেবদালীকষায়েণ শৌচমাচরতাং নৃণাম্।
কিম্বা তদ্ভিমসেবাভিঃ কুতঃ স্যাদ্গুদজাঙ্কুরাঃ॥

ঘোষালতার কাথে বা ঘোষালতা ভিজা জলে শৌচ ক্রিয়া করিলে, অর্শোঽঙ্কুর জন্মিবে না।

দশমূলগুড়ঃ।

দশমূলাগ্নিদন্তীনাং প্রত্যেকং পলপঞ্চকম্।
জলদ্রোণেন সংকাথ্য পাদশেষে সমুদ্ধরেৎ॥
গুড়ং পলশতঞ্চৈব সিদ্ধে শীতে বিমিশ্রয়েৎ।
ত্রিবৃতায়া রজঃপ্রস্থং তদর্দ্ধং পিপ্পলীরজঃ॥
ঘৃতভাণ্ডে স্থিতং খাদেৎ কর্ষমাত্রং দিনে দিনে।
দশমূলগুড়ঃ খ্যাতঃ শময়েদর্শসাময়ম্।
অজীর্ণং পাণ্ডুরোগঞ্চ সর্ব্বরোগহরঃ পরঃ॥

দশমূল, চিতা ও দন্তী প্রত্যেক ৫ পল লইয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া উহাতে ১২॥০ সের গুড় মিশ্রিত করিয়া যথাবিধি পাক করিবে, পাক সমাপনানন্তর উহা শীতল হইলে তেউড়ীচূর্ণ ২ সের ও পিঁপুলচূর্ণ ১ সের প্রক্ষেপ দিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ॥০ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। ইহা সেবনে অর্শঃ, অজীর্ণ ও পাণ্ডু প্রভৃতি নিবারিত হয়।

ভল্লাতকাদিমোদকঃ।

ভল্লাতকং তিলং পথ্যা চূর্ণং গুড়সমন্বিতম্।
মোদকং ভক্ষয়েৎ কর্ষং মাসাৎ পিত্তার্শসাং জয়ে॥

ভেলার মুটী, তিল, হরীতকী, ইহাদের চূর্ণ গুড়সংযুক্ত করিয়া ২ তোলা পরিমাণে এক মাস সেবন করিলে পিত্তার্শঃ প্রশমিত হয়।

কাঙ্কায়নমোদকঃ।

পথ্যা পঞ্চপলাঙ্কেকমজাজ্যা মরিচস্য চ।
পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকনাগরাঃ॥
পলাভিবৃদ্ধ্যা ক্রমশো যবক্ষারপলদ্বয়ম্।
ভল্লাতকপলান্যষ্টৌ কন্দস্তু দ্বিগুণো মতঃ॥
দ্বিগুণেন গুড়েনৈষাং বটকানক্ষসম্মিতান্।
কৃত্বৈনং ভক্ষয়েৎ প্রাতস্তক্রমম্ভোঽম্বুবা পিবেৎ॥
মন্দাগ্নিং দীপয়ত্যেব গ্রহণীপাণ্ডুরোগনুৎ।
কাঙ্কায়নেন শিষ্যেভ্যঃ শস্ত্রক্ষারাগ্নিভির্বিনা।
ভিষগ্জিতমিতি প্রোক্তং
শ্রেষ্ঠমর্শোবিকারিণাম্॥

হরীতকী ৪০ তোলা, জীরা ৮ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিঁপুলমূল ১৬ তোলা, চই ২৪ তোলা, চিতামূল ৩২ তোলা, শুঁঠ ৪০ তোলা, যবক্ষার ১৬ তোলা, ভেলা ১ সের, ওল ২ সের, এই সমুদায় ঔষধের চূর্ণ ও দ্বিগুণ পুরাতন গুড় একত্রে মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা পরিমাণে বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে ১ বটী সেবন করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে ঘোল বা শীতল জল পান করিবে। ইহাতে মন্দাগ্নি, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ শস্ত্রপ্রয়োগ, ক্ষারপ্রয়োগ এবং অগ্নিক্রিয়া ব্যতিরেকেও ইহা দ্বারা অর্শরোগ বিনষ্ট হয়।

মাণিভদ্রমোদকঃ।

বিড়ঙ্গসারামলকাভয়ানাং
পলং পলং স্যাৎ ত্রিবৃতাত্রয়ঞ্চ।
গুড়স্য ষড়্ দ্বাদশভাগযুক্তা
মাসেন ত্রিংশদ্ গুড়িকা বিধেয়াঃ॥
নিবারণে যক্ষবরেণ সৃষ্টঃ
স মাণিভদ্রঃ কিল শাক্যভিক্ষবে।
অয়ং হি কাসক্ষয়কুষ্ঠনাশনো
ভগন্দরপ্লীহজলোদরার্শসাম্।
যথেষ্টচেষ্টান্নবিহারসেবী
অনেন বৃদ্ধস্তরুণো ভবেচ্চ॥

বিড়ঙ্গের শস্য ৮ তোলা, আমলকী ৮ তোলা, হরীতকী ৮ তোলা, তেউড়ী ৩ পল ও গুড় ৬ পল একত্র মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশ পল অর্থাৎ ১॥০ সের। একত্র করিয়া ত্রিশ অংশে বিভক্ত করতঃ ৩০টী মোদক করিবে। ইহাতে এক একটী বটী ২ তোলা ১ মাষা ৬ রতি পরিমিত হয়। প্রত্যহ এক

একটী সেবনীয়। যক্ষবর বিনির্ম্মিত এই ঔষধ সেবন করিলে অর্শঃ, কাস, ক্ষয়, কুষ্ঠ ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা সেবন করিয়া যথেচ্ছ আহার বিহার করিতে পারা যায়, তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না।

রক্তার্শশ্চিকিৎসা—

রক্তার্শসামুপেক্ষেত রক্তমাদৌ স্রবন্তিষক্।
দুষ্টাস্রে নিগৃহীতে তু শূলানাহাবসৃগ্গদাঃ।

চিকিৎসক রক্তার্শের চিকিৎসা-কালে প্রথমে রক্তস্রাব নিবারণ করিবার চেষ্টা করিবেন না, কারণ দূষিত রক্তের স্রাব বন্ধ হইলে মলদ্বারে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ এবং বাতরক্তাদি পীড়া উপস্থিত হইতে পারে।

স্রাবিণাং রক্তমালোক্য ক্রিয়া কার্য্যাস্রপৈত্তিকী॥

যে অর্শে রক্তস্রাব হয়, তন্নিবারণার্থ রক্তপিত্ত রোগের চিকিৎসা করিবে।

শক্রক্কাথঃ সবিশ্বো বা কিংবা বিল্বশলাটবঃ।
যোজ্যা রক্তার্শসেস্তদ্বৎ জ্যোৎস্নিকামূললেপনম্॥

ইন্দ্রযব ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া; ইহাতে শুণ্ঠীচূর্ণ ২ মাষা মিলাইয়া সেবন করিলে অথবা কচি বেল বা বেলশুঁঠের কাথে শুণ্ঠী প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে অথবা ঘোষালতার মূল বাঁটিয়া রক্তার্শে প্রলেপ দিলে রক্তার্শ নষ্ট হয়।

নবনীত তিলাভ্যাসাৎ কেশর
নবনীত শর্করাভ্যাসাৎ।
দধিসর মথিতাভ্যাসাৎ
গুদজাঃ শাম্যন্তি রক্তবহাঃ॥

খোসাতোলা কৃষ্ণতিল ৪ তোলা নবনীতের সহিত, নাগেশ্বরচূর্ণ ৪ মাষা চিনি ও নবনীতের সহিত এবং দধির সর ঘোলের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে রক্তার্শঃ প্রশমিত হয়।

সমঙ্গোৎপল মোচাহ্ব তীরিট তিল চন্দনৈঃ।
ছাগক্ষীরং প্রয়োক্তব্যং গুদজে শোণিতাপহম্॥

বরাক্রান্তা, রক্তোৎপলের মূল, মোচরস, লোধ, কৃষ্ণতিল ও রক্তচন্দন ইহাদিগের মিলিত ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা; ইহা ১৬ তোলা থাকিতে নামাইয়া যথাযথ মাত্রায় সেবন করিবে।

কোমলং নলিনীপত্রং পিষ্ট্বা খাদেৎ সশর্করম্।
প্রাতরাজং পয়ঃ পীত্বা রক্তস্রাবাদ্বিমুচ্যতে॥

কচি পদ্মপত্র চিনি ও ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

সশর্করং কৃষ্ণতিলস্য কল্কং
বস্তীপয়োভিঃ পিবতি প্রভাতে।
সদ্যো হরত্যেব গুদোত্থরক্তং
যোগোঽয়মিত্থং গিরিশপ্রযুক্তঃ॥

কৃষ্ণতিলচূর্ণ শর্করা ও ছাগীদুগ্ধ সহ সেবনে রক্তার্শঃ নষ্ট হয়।

কৌটজং কল্কমাদায় পিষ্ট্বা তক্রেণ বুদ্ধিমান্।
পীত্বা রক্তার্শসো রক্তস্রুতিমাশু নিযচ্ছতি॥
তণ্ডুলসলিলোপেতং কল্কমপামার্গং পিবতঃ।
ক্ষীরমম্বুবাপ্যভীরোগুদজাঃ শাম্যন্তি রক্তবহাঃ।
দাড়িমস্য রসঃ পেয়ঃ শর্করামধুরীকৃতঃ॥

কুড়চীছালচূর্ণ তক্রের সহিত অথবা ১ মাষা পরিমিত আপাঙ্গমূলের ছাল আতপচাউলের জলের সহিত অথবা ছাগদুগ্ধের সহিত শতমূলীচূর্ণ অথবা দাড়িমের রস শর্করা সহিত সেবন করিলে রক্তার্শের রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

লাজৈঃপেয়াপীতা চুক্রিকাকেশরোৎপলৈঃ সিদ্ধা।
হন্ত্যস্রস্রাবং তথা বলাপৃশ্নিপর্ণীভ্যাম্ ॥

আমরুলশাক, নাগকেশর ও উৎপল এই সকল দ্রব্য সহিত, অথবা বেড়েলা ও শালপাণির সহিত সিদ্ধ লাজপেয়া পান করিলে রক্তার্শঃ নিবারিত হয়।

সপদ্ম কেশরং ক্ষৌদ্রং নবনীতং নবং লিহন্।
সিতাকেশরসংযুক্তং রক্তার্শসি সুখী ভবেৎ ॥

পদ্মকেশর, মধু, সদ্যোজাত মাখন, চিনি ও নাগকেশর একত্রে সেবন করিলে রক্তার্শ নিবারিত হয়।

ছাগেন পয়সা কল্কং শতমূলীসমুদ্ভবম্।
পিবেদ্রক্তার্শসন্তপ্তঃ সসিতং দাড়িমং রসম্ ॥

শতমূলী ২ তোলা বাঁটিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত অথবা দাড়িমরস চিনির সহিত সেবন করিলে রক্তার্শঃ প্রশমিত হয়।

অপামার্গস্য বীজানাং কল্কস্তণ্ডুলবারিণা।
পীতো রক্তার্শসাং নাশং কুরুতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

আপাঙ্গের বীজ চালুনিজলে বাঁটিয়া পান করিলে রক্তার্শঃ বিনষ্ট হয়।

চন্দনাদিকাথঃ।

চন্দনকিরাততিক্তকধন্ব-
যবাসাঃ সনাগরাঃ কথিতাঃ।
রক্তার্শসাং প্রশমনা দার্ব্বীত্বগুশীরনিম্বাশ্চ ॥

রক্তচন্দন, চিরাতা, দুরালভা ও নাগরমুতা ইহাদের কাথ অথবা দারু-হরিদ্রা, দারুচিনি, বেণার মূল ও নিমের ছালের কাথ যথাবিধি প্রস্তুত করিয়া পান করিলে অতি প্রবল রক্তার্শঃ নষ্ট হয়।

কুটজলেহঃ।

কুটজত্বক্ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ ॥
বস্ত্রপূতং পুনঃ কাথং পচেল্লেহত্বমাগতম্।
ভল্লাতকং বিড়ঙ্গানি ত্রিকটু ত্রিফলে তথা ॥
রসাঞ্জনং চিত্রকঞ্চ কুটজস্য ফলানি চ।
বচামতিবিষাং বিল্বং প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্ ॥
গুড়াৎ পলানি ত্রিংশচ্চ চূর্ণীকৃত্য বিনিক্ষিপেৎ।
মধুনঃ কুড়বং দদ্যাদ্ ঘৃতস্য কুড়বং তথা ॥
এষ লেহঃ শময়তি অর্শো রক্তসমুদ্ভবম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্ ॥
যে চ দুর্নামজা রোগাস্তান্ সর্ব্বান্নাশয়ত্যপি।
অম্লপিত্তমতীসারং পাণ্ডুরোগমরোচকম্ ॥
গ্রহণীমার্দ্দবং কার্শ্যং শ্বয়থুং কামলামপি।
অনুপানং ঘৃতং দদ্যান্মধু তক্রং জলং পয়ঃ।
রোগানীকবিনাশায় কৌটজো লেহ উত্তমঃ ॥

কুড়চিমূলের ছাল ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত পুরাতন গুড় ৩০ পল ও ঘৃত ৮ পল মিলাইয়া পাক করিবে, ঘন হইলে ভেলার মুটী, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, রসোত, চিতামুল, ইন্দ্রযব, বচ, আতইচ ও বেলশুঁঠ ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল দিয়া নামাইবে, শীতল হইলে উহাতে মধু ৮ পল মিলাইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা

হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান ঘৃত, মধু, তক্র ও দুগ্ধাদি, অভাবে শীতল জল। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার রক্তার্শঃ, রক্ত-পিত্ত, কাস, হলীমক, গ্রহণী, কৃশতা ও শোথ ইত্যাদি রোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

শূরণপিণ্ডী—

চূর্ণীকৃতাঃ ষোড়শ শূরণস্য
ভাগাস্ততোঽর্দ্ধেন চ চিত্রকস্য।
মহৌষধাদ্দ্বৌ মরিচস্য চৈকো
গুড়েন দুর্নামজয়ায় পিণ্ডী॥
পিণ্ড্যাং গুড়ো মোদকবৎ
পিণ্ডত্বাপত্তিকারকঃ॥

ওলচূর্ণ ১৬ ভাগ, রক্তচিতামূলচূর্ণ ৮ ভাগ, শুঁঠ ২ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ; এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে এবং এই সমস্ত ঔষধের দ্বিগুণ পরিমিত গুড় দ্বারা পিণ্ডী প্রস্তুত করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অর্শো-রোগ দূরীভূত হয়। পিণ্ডীকৃত ঔষধেও মোদকের ন্যায় অর্থাৎ সমস্ত চূর্ণৌষধের দ্বিগুণ গুড় দিতে হয়।

ব্যোষাদ্যং চূর্ণম্।

ব্যোষাগ্ন্যরুষ্করবিড়ঙ্গতিলাভয়ানাং
চূর্ণং গুড়েন সহিতন্তু সদোপযোজ্যম্।
দুর্নামকুষ্ঠগরশোথশকৃদ্বিবদ্ধান্
অগ্নের্জয়ত্যবলতাং ক্রিমিপাণ্ডুতাঞ্চ॥

মরিচ, পিঁপুল, শুঁঠ, চিতা, ভেলা, বিড়ঙ্গ, তিল ও হরীতকী; ইহারা প্রত্যেক এক এক ভাগ অর্থাৎ মরিচ ১ ভাগ, পিঁপুল ১ ভাগ, শুঁঠ ১ ভাগ, রক্তচিতার মূল ১ ভাগ, শোধিত ভেলা ১ ভাগ, বিড়ঙ্গের শস্য ১ ভাগ, নিস্তুষ তিল ১ ভাগ এবং হরীতকী ১ ভাগ, ইহাদিগের চূর্ণ ও গুড় সমানাংশে একত্র মিশ্রিত করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, অর্শঃ, কুষ্ঠ, বিষরোগ, শোথ, কোষ্ঠবদ্ধতা, মন্দাগ্নি, ক্রিমিদোষ ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা সেবনের মাত্রা চারি আনা অর্থাৎ এক সিকি হইতে অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

ব্যোষাদ্যং ঘৃতম্।

ব্যোষগর্ভং পলাশস্য ত্রিগুণে ভস্মবারিণি।
সাধিতং পিবতঃ সর্পিঃ পতন্ত্যর্শাংস্যসংশয়ম্॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ উত্তমরূপ কুট্টিত বা পেষিত ত্রিকটু ১ সের। পলাশের ছাল অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া যথাবিহিত নিয়মানুসারে প্রস্তুত ক্ষার-জল ১২ সের দ্বারা যথাবিহিত নিয়মানু-সারে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে অর্শের বলী নিশ্চয়ই পতিত হইয়া যাইবেক।

উদকষট্‌পলকং ঘৃতম্।

সক্ষারৈঃ পঞ্চকোলৈস্তু পলিকৈস্ত্রিগুণোদকে।
সমক্ষীরং ঘৃতপ্রস্থং জরার্শঃপ্লীহকাসনুৎ।

যবক্ষার, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ ইহাদের প্রত্যেকের উত্তমরূপ কুট্টিত বা পেষিত কল্ক ৮ তোলা। ঘৃত ৪ সের। জল ১২ সের। একত্র পাক করিতে করিতে যখন অল্প মাত্রায় জল উহাতে থাকিবে, তখন নামাইয়া ঘৃতের সিটা সকল পরিত্যাগ করতঃ ৪ সের দুগ্ধ সহিত পুনর্ব্বার পাক করিবে। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে জ্বর, অর্শঃ, প্লীহা ও কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

সিংহামৃতঘৃতম্।

পচেদ্বারি চতুর্দ্রোণে কণ্টকার্য্যমৃতাশতম্।
তত্রাগ্নিত্রিফলাব্যোষপূতিকত্বক্কলিঙ্গকৈঃ॥
সকাশ্মর্য্যবিড়ঙ্গৈস্তু সিদ্ধং দুর্নামমেহনুৎ।
ঘৃতং সিংহামৃতং নাম বোধিসত্ত্বেন ভাষিতম্॥

কণ্টকারী ও গুলঞ্চ উভয়ে ১২॥০ সের, (মতান্তরে প্রত্যেক ১২॥০ সের), ২৫৬ সের জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া জলীয়াংশ গ্রহণ করিবে এবং চিতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ডহরকরঞ্জছাল, ইন্দ্রযব, গাম্ভারী ও বিড়ঙ্গ ইহাদিগের উত্তমরূপ পেষিত বা কুট্টিত কল্ক ৪ সের লইয়া পূর্ব্বোক্ত ক্বাথের সহিত ১৬ সের ঘৃত পাক করিবে। ইহা দ্বারা অর্শঃ ও মেহ নষ্ট হয়। বোধিসত্ত্ব মুনি ইহার নাম সিংহামৃত ঘৃত রাখিয়াছেন। ইহা বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় ব্যবহার করাইবে।

সুনিষণ্ণকচাঙ্গেরীঘৃতম্।

অবাক্পুষ্পী বলা দার্ব্বী পৃশ্নিপর্ণী ত্রিকণ্টকম্।
ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থশুঙ্গাশ্চ দ্বিপলোম্মিতাঃ॥
কষায় এষ পেষ্যাস্তু জীবন্তী কটুরোহিণী।
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং দেবদারু চ॥
কলিঙ্গং শাল্মলীপুষ্পং বীরা চন্দনমঞ্জনম্।
কট্ফলং চিত্রকং মুস্তং প্রিয়ঙ্গ্বতিবিষে স্থিরা॥
পদ্মোৎপলানাং কিঞ্জল্কঃ সমঙ্গা সনিদিগ্ধিকা।
বিল্বমোচরসোপাঠাভাগাঃ স্যুঃ কার্ষিকাঃ পৃথক্॥
চতুঃপ্রস্থশৃতং প্রস্থং কষায়মবতারয়েৎ।
ত্রিংশৎপলানি তুপ্রস্থো বিজ্ঞেয়ো দ্বিপলাধিকঃ॥
সুনিষণ্ণকচাঙ্গের্য্যোঃ প্রস্থৌ দ্বৌ স্বরসস্য চ।
সর্ব্বৈরেতৈর্যথোদ্দিষ্টৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
এতদর্শঃস্বতীসারে ত্রিদোষে রুধিরস্রুতৌ।
প্রবাহণে গুদভ্রংশে পিচ্ছাসু বিবিধাসু চ॥
উত্থানে চাতিবহুশঃ শোথশূলগুদাময়ে।
মূত্রগ্রহে মূঢ়বাতে মন্দাগ্নাবরুচাবপি॥
প্রযোজ্যং বিধিবৎ সর্পির্বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
বিবিধেষন্নপানেষু কেবলং বা নিরত্যয়ম্॥

অবাক্পুষ্পী (সোল্‌ফা), বেড়েলা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, গোক্ষুর, বটের-কুঁড়ি, যজ্ঞডুমুরের কুঁড়ি ও অশ্বথের কুঁড়ি; ইহাদের প্রত্যেক ২ দুই পল পরিমাণে লইয়া ১৬ সের জলে সিদ্ধ করতঃ ৪ সের অবশিষ্ট ক্বাথ গ্রহণ করিবে। জীবন্তী, কট্‌কী, পিঁপুল, পিঁপুলমূল, মরিচ, দেবদারু, ইন্দ্রযব, শিমূলফুল, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, রসাঞ্জন, কট্‌ফল, চিতা, মুতা, প্রিয়ঙ্গু, আতইচ, শালপাণি, পদ্মকেশর, উৎপলকেশর, বরাহক্রান্তা, কণ্টকারী, বেলশুঁঠ, মোচরস ও আকনাদি এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপ পেষিত বা কুট্টিত করতঃ

প্রত্যেক দুই তোলা পরিমাণে লইয়া ৩২ সের জলে পাক করতঃ ৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া লইবে। এই ক্বাথ এবং শুষুণী ও আমরুল শাকের স্বরস প্রত্যেক ৪ সের। এই সকল দ্রব্য দ্বারা ঘৃত ৪ সের যথাবিধি অর্থাৎ প্রথমতঃ কল্ক পরে ক্বাথ এবং তাহার পরে রস দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে অর্শঃ, অতীসার, ত্রিদোষ জন্য রক্তস্রাব, প্রবাহিকা, গুদভ্রংশ, পিচ্ছা-যুক্ত মন্দ মন্দ উদরাময়, শোথ, শূল ও মলদ্বারের রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। মাত্রা চারি আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত।

চব্যাদিঘৃতম্।

চব্যং ত্রিকটুকং পাঠাং ক্ষারং কুস্তুম্বুরূণি চ।
যমানীং পিপ্পলীমূলমুভে চ বিড়সৈন্ধবে॥
চিত্রকং বিল্বমভয়াং পিষ্ট্বা সর্পির্বিপাচয়েৎ।
শকৃদ্বাতানুলোমার্থং জাতে দধ্নি চতুর্গুণে॥
প্রবাহিকাং গুদভ্রংশং মূত্রকৃচ্ছ্রং পরিস্রবম্।
গুদবঙ্ক্ষণশূলঞ্চ ঘৃতমেতদ্ব্যপোহতি॥

ঘৃত ৪ সের। দধি ১৬ সের। বীর্য্যা-ধানার্থ জল ১৬ সের। কল্কার্থ চৈ, ত্রিকটু, আকনাদি, যবক্ষার, ধনে, যমানী, পিঁপুল, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, চিতা, বেলছাল ও হরীতকী মিলিত ১ সের। যথানিয়মে পাক সমাপন করিয়া যথোক্ত-মাত্রায় এই ঘৃত পান করিলে মল ও বায়ুর অনুলোম হয় এবং গুদভ্রংশাদি রোগ সকল নিবারিত হইয়া থাকে।

কুটজাদ্যঘৃতম্।

কুটজফলবল্কলকেশরনীলোৎপল-
লোধ্রধাতকীকল্কৈঃ।
সিদ্ধং ঘৃতং বিধেয়ং শূলরক্তার্শসাং ভিষজা॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, নাগকেশর, নীলোৎপল, লোধ ও ধাইফুল মিলিত ১ সের। জল ১৬। যথাবিধানে পাক করিয়া এই ঘৃত সেবন করিলে সশূল রক্তার্শঃ প্রশমিত হয়।

কাসীসাদ্যতৈলম্।

কাসীসং দন্তিসিন্ধূত্থকরবীরানলৈঃ পচেৎ।
তৈলমর্কপয়োমিশ্রমভ্যঙ্গাৎ পায়ুকীলজিৎ॥

মূর্চ্ছিত তিলতৈল ১ সের, কল্কার্থ হিরাকস, দন্তীমূল, সৈন্ধবলবণ, করবীর মূল ও চিতা প্রত্যেক এক ছটাক। যথাবিধি তৈল পাক করিয়া এই তৈলে কিঞ্চিৎ আকন্দের আঠা মিশ্রিত করতঃ অর্শের মাংসাঙ্কুরে লেপন করিলে অর্শঃ দূরীভূত হয়।

বৃহৎকাসীসাদ্যতৈলম্।

কাসীসং সৈন্ধবং কৃষ্ণা শুণ্ঠী কুষ্ঠঞ্চ লাঙ্গলী।
শিলাভিদশ্বমারশ্চ দন্তী জন্তুঘ্ন চিত্রকম্।
তালকং কুনটী স্বর্ণক্ষীরী চৈতৈঃ পচেদ্ভিষক্।
তৈলং স্নুহ্যর্কপয়সা গবাং মূত্রং চতুর্গুণম্॥
এতদভ্যঙ্গতোঽর্শাংসি ক্ষারেণেব পতন্তি হি।
ক্ষারকর্ম্মকরং হ্যেতন্ন চ সন্দূষয়েদ্বলিম্॥

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ হিরাকস, সৈন্ধব, পিঁপুল, শুঁঠ, কুড়, ঈশলাঙ্গলা,

পাষাণভেদী, করবীর, দন্তী, বিড়ঙ্গ, চিতা, হরিতাল, মনঃশিলা, সোনামুখী, মনসাসিজের আঠা ও আকন্দের আঠা মিলিত ১ সের। গোমূত্র ১৬ সের। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে অর্শের বলী সমূলে নিপতিত হয়। ইহা ক্ষারের ন্যায় কার্য্যকারক।

পিপ্পল্যাদ্যং তৈলম্।

পিপ্পলী মধুকং বিল্বং শতাহ্বাং মদনং বচাম।
কুষ্ঠং শুণ্ঠীং পুষ্করাখ্যং চিত্রকং দেবদারু চ॥
পিষ্ট্বা তৈলং বিপক্তব্যং দ্বিগুণক্ষীরসংযুতম্।
অর্শসাং মূঢ়বাতানাং তৎ শ্রেষ্ঠমনুবাসনম্॥
গুদনিঃসরণং শূলং মূত্রকৃচ্ছ্রং প্রবাহিকাম্।
কট্যূরুপৃষ্ঠদৌর্ব্বল্যমানাহং বঙ্ক্ষণে রুজম্॥
পিচ্ছাস্রাবং গুদে শোথং বাতবর্চ্চোবিনিগ্রহম্।
উত্থানং বহুশো যচ্চ জয়েচ্চৈবানুবাসনাৎ॥

তিলতৈল ৪ সের। দুগ্ধ ৮ সের। জল ১৬ সের। কল্কার্থ পিঁপুল, ময়না, বেলছাল, শুল্‌ফা, যষ্টিমধু, বচ, কুড়, শুঁঠ, পুষ্কর, চিতা ও দেবদারু। এই তৈলের অনুবাসনে গুদভ্রংশ, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রবাহিকা, গুহ্যশোথ, মলবিবদ্ধতা প্রভৃতি উপদ্রব নিবারিত হয়।

কুটজরসক্রিয়া।

কুটজত্বচো বিপাচ্যং শতপল-
মার্দ্রং মহেন্দ্রসলিলেন।
যাবৎস্যাদ্গতরসং তদ্দ্রব্যং স রসস্ততো গ্রাহ্যঃ॥
মোচরসঃ সমঙ্গ ফলিনী পলাংশভিস্ত্রিভিস্তৈশ্চ।
বৎসকবীজং তুল্যং চূর্ণীকৃতমত্র দাতব্যম্॥
পূতোৎক্বথিতঃ সান্দ্রঃ সরসো
দার্ব্বীপ্রলেপনো গ্রাহ্যঃ।
মাত্রা কালোপহিতা রস-
ক্রিয়ৈষা জয়ত্যসৃক্‌স্রাবম্॥
ছাগলীপয়সা যুক্তা পেয়া
মণ্ডেনাথবা যথাগ্নিবলম্।
জীর্ণে ঽথশ্চ শালীন্ পয়সা ছাগেন ভুঞ্জীত।
রক্তগুদজাতীসারং শূলং সাসৃগুজো নিহন্ত্যাশু।
বলবচ্চ রক্তপিত্তং রসক্রিয়ৈষা হ্যভয়ভাগম্॥

উত্তমরূপে কুট্টিত কুড়চিরছাল ১২॥০ সের, ৬৪ সের বৃষ্টির জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। কোন কোন মতে অষ্টভাগ অবশিষ্টে অর্থাৎ ৮ সের অবশিষ্ট রাখিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিতে আদেশ করেন, কিন্তু চতুর্ভাগাবশিষ্ট ক্বাথই ব্যবহার সিদ্ধ। এই ক্বাথ পুনর্ব্বার পাক করিতে করিতে অত্যন্ত গাঢ় হইলে উহাতে মোচরস, বরাক্রান্তা, প্রিয়ঙ্গু ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল ও ইন্দ্রযব ৩ তিন পল প্রক্ষেপ দিয়া পাক শেষ করিয়া নামাইবে। যখন ঘনীভূত হইয়া দর্ব্বী প্রলেপ যোগ্য হইবে, তখন পাক শেষ হইয়াছে জানিবে। এই ঔষধ রোগীর বল ও কালানুসারে মাত্রা নির্ণয় করিয়া সেবন করিলে, অর্শজন্য রক্তস্রাব নিবৃত্ত হয়। অগ্নির বলাবল বিবেচনা করিয়া ছাগীদুগ্ধ, পেয়া অথবা মণ্ডের সহিত সেবন করা বিধেয়। এই ঔষধ জীর্ণ হইলে ছাগদুগ্ধের সহিত পক্ক

শালিধান্যের পায়স ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা রক্তার্শঃ, রক্তাতীসার, শূল এবং ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয় পথগামী রক্তপিত্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

ক্ষারঃ।

প্রশস্তেঽহনি নক্ষত্রে কৃতমঙ্গলপূর্ব্বকম্।
কালমুষ্ককমাহৃত্য দগ্ধ্বা ভস্ম সমাহরেৎ॥
আঢ়কন্ত্বেকমাদায় জলদ্রোণে পচেদ্ভিষক্।
চতুর্ভাগাবশিষ্টেন বস্ত্রপূতেন বারিণা॥
শঙ্খচূর্ণস্য কুড়বং প্রক্ষিপ্য বিপচেৎ পুনঃ।
শনৈঃ শনৈর্মৃদাবগ্নৌ যাবৎ সান্দ্রত্বমুদ্ভবেৎ॥
সর্জ্জিকাযাবশূকাভ্যাং শুণ্ঠীমরিচপিপ্পলী।
বচা চাতিবিষা চৈব হিঙ্গুচিত্রকয়োস্তথা॥
এষাং চূর্ণানি নিক্ষিপ্য পৃথক্ত্বেনাষ্টমাষকম্।
দর্ব্ব্যা সঙ্ঘট্টিতঞ্চাপি স্থাপয়েদায়সে ঘটে।
এষ বহ্নিসমঃ ক্ষারঃ কীর্ত্তিতঃ কাশ্যপাদিভিঃ॥

প্রশস্ত তিথি নক্ষত্রে কৃষ্ণপুষ্পবিশিষ্ট ঘণ্টাপারুলীবৃক্ষ যথাবিধি আহরণ করিয়া তাহার কাষ্ঠ দগ্ধ করতঃ সেই ক্ষার ৮ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া কাথ গ্রহণ করিবে। অনন্তর উক্ত কাথে অর্দ্ধ সের শঙ্খচূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার মন্দ মন্দ অগ্নিতে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে উহাতে সাচিক্ষার, যবক্ষার বা সোরা, শুঁঠ, মরিচ, পিঁপুল, বচ, আতইচ, হিঙ্গু, রক্তচিতার মূল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ মাষা পরিমাণে প্রক্ষেপ করতঃ হাতা দ্বারা উত্তমরূপ আলোড়ন করিয়া পাক শেষ করিবে। পরে এই ক্ষার উত্তমরূপ মুখরুদ্ধ একটী লৌহঘটে রাখিয়া দিবে। ইহা প্রয়োগ করিলে অর্শরোগের বলী নিশ্চয় পতিত হয়। এস্থলে জানা আবশ্যক যে, ঘণ্টাপারুলের বৃক্ষ তিলনালের অগ্নি দ্বারা অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিতে হইবে।

ক্ষারপাকবিধিঃ।

তোয়েকালকমুষ্ককস্য বিপচেদ্ভস্মাঢ়কং ষড়্গুণে
পাত্রে লৌহময়ে দৃঢ়ে বিপুলধীর্দর্ব্ব্যা শনৈর্ঘট্টয়ন্।
দগ্ধ্বাগ্নৌ বহুশঙ্খনাভিশকলান্
পূতাবশেষে ক্ষিপেৎ
যত্নেরগুঞ্জনালমেষদহতিক্ষারোবরোবাক্শতাৎ॥
প্রায়স্ত্রিভাগশিষ্টেঽম্লিমচ্ছপৈচ্ছিল্যরক্ততঃ।
সংজায়তে তদাস্রাব্যং ক্ষারাম্ভো গ্রাহমিষ্যতে॥
তুর্য্যেণাষ্টমকেন ষোড়শভবে-
নাংশেন সংবৃদ্ধিমো
মধ্যঃ শ্রেষ্ঠ ইতিক্রমেণ বিহিতঃ
ক্ষারোদকাচ্ছুল্কঃ।
নাতিসান্দ্রো নাতিতনুঃ ক্ষারপাক উদাহৃতঃ।
চূর্ণামকাদৌ নির্দ্দিষ্টঃ ক্ষারোঽয়ং প্রতিসারণঃ॥
পানীয়ো যস্তু গুল্মাদৌ তং বারানেকবিংশতিম্।
স্রাবয়েৎ ষড়্গুণে তোয়ে কেচিদাহুশ্চতুর্গুণে॥

কৃষ্ণঘণ্টাপারুল বৃক্ষের কাষ্ঠ তিলের ডাঁটার অগ্নি দ্বারা অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম ৮ সের এবং জল ৪৮ সের গ্রহণ করতঃ দৃঢ় লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে এবং হাতা দ্বারা বারংবার আলোড়ন করিবে, যখন এক তৃতীয়াংশ জল শোষ পাইয়া অচ্ছ, পৈচ্ছিল্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, তখন নামাইয়া হস্তদ্বারা উত্তমরূপে চটকাইয়া বস্ত্র দ্বারা

ছাঁকিয়া ক্ষারজল গ্রহণ করিবে এবং পুনর্ব্বার লৌহপাত্রে করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ক্রমে ঘনীভূত হইলে, তাহাতে দগ্ধ নাভিশঙ্খ প্রক্ষেপ করিবে। মৃদু, মধ্য ও তীক্ষ্ণ বা শ্রেষ্ঠভেদে ক্ষার তিন প্রকার। পূর্ব্বোক্ত ক্ষারজলের চতুর্থাংশ শঙ্খভস্মচূর্ণ প্রক্ষেপ করিলে তাহাকে মৃদুক্ষার, ক্ষারজলের অষ্টমাংশ শঙ্খভস্মচূর্ণ প্রক্ষেপ করিলে তাহাকে মধ্যক্ষার এবং ক্ষারজলের ষোড়শাংশ শঙ্খভস্মচূর্ণ প্রক্ষেপ করিলে তাহাকে তীক্ষ্ণ বা শ্রেষ্ঠক্ষার বলা যায়। ত্বক্‌রহিত এরণ্ডনালে লেপন করিলে যদি একশত লঘুবর্ণ উচ্চারণসময়ের মধ্যে উহা দগ্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে ক্ষার উৎকৃষ্ট হইয়াছে জানিবে। ঘন বা অতি তরলভাবে পাক করা কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে অনায়াসে রোগস্থলে মালিস করা যাইতে পারে এরূপভাবেই পাক করা উচিত। ক্ষার প্রস্তুত করিয়া ক্ষারের ছয়গুণ বা চারিগুণ জলে মিশ্রিত করতঃ ২১ বার ছাঁকিয়া লইলেই পানীয় ক্ষার প্রস্তুত হয়।

রসগুড়িকা।

রসস্ত পাদিকস্তুল্যা বিড়ঙ্গমরিচাভ্রকাঃ।
গঙ্গাপালঙ্কজরসে খল্লয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
রক্তিমাত্রা গুদার্শোঘ্নী বহ্নেরত্যর্থদীপনী॥

রসসিন্দূর ১ ভাগ, বিড়ঙ্গ, মরিচ ও অভ্র প্রত্যেক ৩ ভাগ, বনপালঙ্গের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা গুহ্যার্শঃ নিবারিত হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

তীক্ষ্ণমুখো রসঃ।

মৃতসূতার্ক হেমাভ্রতীক্ষ্ণং মুণ্ডঞ্চ গন্ধকম্।
মণ্ডূরঞ্চ সমং তাপ্যং মর্দ্দ্যং কন্যাদ্রবৈর্দিনম্॥
অন্ধমূষাগতং সর্ব্বং ততঃ পাচ্যং দৃঢ়াগ্নিনা।
চূর্ণিতং সিতয়া মাসং খাদেত্তচ্চার্শসাং হিতম্।
রসস্তীক্ষ্ণমুখো নাম চাসাধ্যমপি সাধয়েৎ॥

রসসিন্দূর, তাম্র, মুণ্ডভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ, মুণ্ডলৌহ, গন্ধক ও মণ্ডূর এই সকল দ্রব্য সমভাগ করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে ১ দিন মর্দ্দন করিবে। তৎপরে ঐ সমস্ত দ্রব্যকে অন্ধমূষার মধ্যে স্থাপন করিয়া গাঢ় অগ্নিতে পাক করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া চিনির সহিত একমাসকাল পান করিবে। ইহা সেবন করিলে অসাধ্য অর্শঃ প্রশমিত হয়।

অর্শঃকুঠারো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং মৃতলৌহঞ্চ তাম্রকম্।
প্রত্যেকং দ্বিপলং দন্তী ত্র্যূষণং শূরণং তথা॥
শুভা টঙ্গ যবক্ষার সৈন্ধবং পলপঞ্চকম্।
পলাষ্টকং স্নুহীক্ষীরং দ্বাত্রিংশচ্চ গবাং জলৈঃ।
আপিণ্ডিতং পচেদগ্নৌ খাদেন্মাষদ্বয়ং ততঃ।
রসশ্চার্শঃকুঠারোঽয়ং সর্ব্বরোগকুলান্তকঃ॥

শোধিত পারদ ৮ তোলা, শোধিত গন্ধক, লৌহ ও তাম্র প্রত্যেক ১৬ তোলা। দন্তী, ত্রিকটু, ওল, বংশলোচন,

সোহাগা, যবক্ষার ও সৈন্ধব মিলিত ৪০ তোলা। সিজেপাতার রস ১ সের, এই সকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া ৪ সের গোমূত্রের সহিত অগ্নিতে পাক করিবে। ২ মাষা পরিমাণ বটিকা করতঃ সেবন করিলে অর্শঃ বিনষ্ট হয়।

চক্রাখ্যো রসঃ।

মৃতসূতাভ্রবৈক্রান্তং তাম্রং কাংস্যং সমং সমম্।
সর্ব্বতুল্যেন গন্ধেন দিনং ভল্লাতকৈর্দ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েদ্ যত্নতঃ পশ্চাদ্ বটীং কুর্য্যাদ্দ্বিগুঞ্জিকাম্।
ভক্ষণাদ্ গুদজান্ হন্তি দ্বন্দ্বজান্ সর্ব্বজানপি॥

রসসিন্দূর, অভ্র, দগ্ধহীরক, তাম্র, কাংস্য, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সকল দ্রব্যের সমান গন্ধক। ১ দিন ভেলার রসে মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ ২ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়। টীকাকার এই ঔষধে ১ ভাগ ভেলা গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন।

চঞ্চৎকুঠারো রস।

রসগন্ধকলৌহানাং প্রত্যেকং ভাগযুগ্মকম্।
ত্রিকটু দন্তি কুষ্ঠৈকং ষড়্ভাগং লাঙ্গলস্য চ॥
ক্ষারসৈন্ধবটঙ্গানাং প্রত্যেকং ভাগপঞ্চকম্।
গোমূত্রস্য চ দ্বাত্রিংশৎ স্নুহীক্ষীরং তথৈব চ॥
যাবচ্চ পিণ্ডিতং সর্ব্বং তাবন্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
মাষদ্বয়ং ততঃ খাদেদ্ দিবাস্বপ্নাদি বর্জ্জয়েৎ।
রসশ্চঞ্চৎকুঠারোঽয়মর্শসাং কুলনাশনঃ॥

পারদ, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেক ২ ভাগ, ত্রিকটু, দন্তী ও কুড় প্রত্যেক ১ ভাগ, ঈশলাঙ্গলা ৬ ভাগ, যবক্ষার, সৈন্ধব ও সোহাগা প্রত্যেক ৫ ভাগ, গোমূত্র ও সিজের আঠা ৩২ ভাগ। এই সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। তৎপরে ২ মাষা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে এবং দিবানিদ্রা প্রভৃতি ত্যাগ করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়।

শিলাগন্ধকবটকঃ।

শিলাগন্ধকয়োশ্চূর্ণং পৃথক্ ভৃঙ্গরসাপ্লুতম্।
সপ্তাহং ভাবয়েৎ সর্পির্মধুভ্যাঞ্চ বিমর্দ্দয়েৎ॥
অর্শসশ্চানুলোমার্থং হতাগ্নিবলবর্দ্ধনম্।
রক্তিকাদ্বিতয়ং খাদেৎ কুষ্ঠাদিরহিতো নরঃ॥

মনঃশিলা ও গন্ধকের চূর্ণ পৃথক্ করিয়া ভীমরাজের রসে এক সপ্তাহ ভাবনা দিবে। পরে ঘৃত ও মধু দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধে অগ্নিমান্দ্য ও অর্শ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। কুষ্ঠ-রোগী এই ঔষধ সেবন করিবে না।

জাতীফলাদিবটী।

জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ পিপ্পলী সৈন্ধবং তথা।
শুণ্ঠী ধূস্তূরবীজঞ্চ দরদং টঙ্গণং তথা॥
সমং সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাথ জম্বীরাম্ভোভির্বিমর্দ্দয়েৎ।
জাতীফলাদিবট্যেষা দুর্নামকুলনাশিনী॥

জায়ফল, লবঙ্গ, পিঁপুল, সৈন্ধব, শুঁঠ, ধুতুরাবীজ, হিঙ্গুল ও সোহাগা এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া লেবুর রসে মর্দ্দন করতঃ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে অর্শঃ ও অগ্নিমান্দ্য নাশ হয়।

পঞ্চাননবটী।

মৃতসূতাভ্রলৌহানি মৃতার্কগন্ধকৈঃ সহ।
সর্ব্বাণি সমভাগানি ভল্লাতং সর্ব্বতুল্যকম্।
বজ্রশূরণকন্দোত্থৈর্দ্রবৈঃ পলমিতৈঃ পৃথক্।
মর্দ্দয়েদ্দিনমেকঞ্চ মাষমাত্রং পিবেদ্ঘৃতৈঃ।
ভক্ষণাদ্ হন্তি সর্ব্বাণি চার্শাংসি চ ন সংশয়ঃ।
অসাধ্যেষ্বপি কর্ত্তব্যা চিকিৎসা শঙ্করোদিতা।
কুষ্ঠরোগং নিহন্ত্যাশু মৃত্যুরোগবিনাশিনী।

রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, জারিত তাম্র এবং গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, ভেলা ৫ তোলা, এই সকল দ্রব্য ৮ তোলা পরিমিত বন্য ওলের রসে ১ দিন মর্দ্দিত করতঃ ১ মাষা মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান ঘৃত। মহাদেব বলিয়াছেন, এই ঔষধ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শ ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

নিত্যোদিতরসঃ।

মৃতসূতার্ক লৌহাভ্র বিষং গন্ধং সমং সমম্।
সর্ব্বতুল্যাংশভল্লাতফলমেকত্র চূর্ণয়েৎ॥
দ্রবৈঃ শূরণমাণোত্থৈর্ভাব্যং খল্লে দিনত্রয়ম্।
মাষমাত্রং লিহেদাজ্যে রসশ্চার্শাংসি নাশয়েৎ।
রসো নিত্যোদিতো নাম গুদোদ্ভবকুলান্তকঃ।

শোধিত রস, তাম্র, লৌহ, অভ্র, বিষ ও গন্ধক ইহাদিগের প্রত্যেক সমভাগ; সর্ব্বসমান ভেলা। একত্রে উত্তমরূপ মর্দ্দন করিয়া ওল এবং মাণের রসে ৩ দিবস ভাবনা দিবে। মাত্রা মাসকলাই প্রমাণ। অনুপান ঘৃত। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শোরোগ সত্বর নিবারিত হয়।

অষ্টাঙ্গো রসঃ।

গন্ধং রসেন্দ্রং মৃতলৌহকিট্টং
ফলত্রয়ং ত্র্যূষণবহ্নিভৃঙ্গম্।
কৃত্বা সমং শাল্মলিকা গুড়ূচী-
রসেন যামত্রিতয়ং বিমর্দ্দ্য।
নিষ্কপ্রমাণং গদিতানুপানৈঃ
সর্ব্বাণি চার্শাংসি হরেদ্রসস্তু।

গন্ধক, পারদ, মণ্ডুর, ত্রিফলা, ত্রিকটু, চিতা ও ভীমরাজ এই সমস্ত দ্রব্য শিমুল ও গুলঞ্চরসে তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া ৪ মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। যথোক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শো রোগ বিনষ্ট হয়।

ভল্লাতকলৌহম্।

চিত্রকং ত্রিফলা মুস্তং গ্রন্থিকং চবিকামৃতা।
হস্তিপিপ্পল্যপামার্গদণ্ডোৎপলকুঠেরকাঃ।
এষাং চতুষ্পলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
ভল্লাতকসহস্রে দ্বে ছিত্বা তত্রৈব দাপয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ লৌহপাত্রে পচেদ্ভিষক্।
তুলার্দ্ধং তীক্ষ্ণলৌহস্য ঘৃতস্য কুড়বদ্বয়ম্।
ত্র্যূষণং ত্রিফলা বহ্নি সৈন্ধবং বিড়মৌদ্ভিদম্।
সৌবর্চ্চলবিড়ঙ্গানি পলিকাংশানি কল্পয়েৎ।
কুড়বং বৃদ্ধদারস্য তালমূল্যাস্তথৈব চ।
শূরণস্য পলান্যষ্টৌ চূর্ণং কৃত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
সিদ্ধে শীতে প্রদাতব্যং মধুনঃ কুড়বদ্বয়ম্।
প্রাতর্ভোজনকালে চ ততঃ খাদেদ্যথাবলম্।
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং পাণ্ডুরোগমরোচকম্।
ক্রিমিগুল্মাশ্মরীমেহান্ শূলঞ্চাশু ব্যপোহতি।
করোতি শুক্রোপচয়ং বলীপলিতনাশনম্।
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বরোগহরং পরম্।

চিতা, ত্রিফলা, মুতা, পিপ্পলীমূল, চৈই, গুলঞ্চ, গজপিপ্পলী, আপাঙ্, দণ্ডোৎপল ও পর্ণাশ; ইহাদের প্রত্যেক ৪ পল, জল ৬৪ সের। ভেলা ২০০০ কুটিয়া ঐ জলে প্রদান করতঃ পাক করিয়া পাদশেষ অর্থাৎ চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে সেই ভাণ্ডে ঘৃত ২ সের ও তীক্ষ্ণ লৌহ-চূর্ণ ৬।০ সের দিয়া ঐ ক্বাথজল দ্বারা পাক করিবে এবং ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতা, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ, ঔদ্ভিদলবণ, সৌবর্চ্চললবণ ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল, বৃদ্ধদারক ও তালমূলী ইহারা প্রত্যেক ৷৷০ অর্দ্ধ সের এবং ওল ১ সের; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপার্থ গ্রহণ করিবে। প্রথমতঃ পাত্রে ঘৃত উষ্ণ করিয়া উক্ত লৌহচূর্ণ ৬।০ সের প্রদান করিবে। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত চিতা ও ত্রিফলা প্রভৃতির ক্বাথ উহাতে নিক্ষেপ করতঃ পাক করিতে থাকিবে এবং পাক করিতে করিতে ঘনীভূত হইলে অর্থাৎ আসন্ন পাকে ত্রিকটু প্রভৃতির চূর্ণগুলি প্রক্ষেপ করতঃ নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে মধু ২ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনন্তর বলানুসারে মাত্রা স্থির করতঃ প্রাতঃকালে এবং আহারের সময়ে সেবন করিবে। রসায়ন শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বরোগ-নাশক এই ঔষধ সেবন করিলে অর্শঃ এবং বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী, পাণ্ডু, অরুচি, কৃমি, গুল্ম, অশ্মরী, প্রমেহ ও শূল প্রভৃতি রোগ অতি সত্বর প্রশমিত ও শুক্র বৃদ্ধি হয় এবং ইহা বলীপলিত প্রভৃতি বার্দ্ধক্য লক্ষণসমূহ বিনষ্ট করিয়া থাকে।

অগ্নিমুখং লৌহম্।

ত্রিবৃচ্চিত্রক নির্গুণ্ডী স্নুহী মুণ্ডিরিকাম্বটা।
প্রত্যেকশোঽষ্ট পলিকা জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পলত্রয়ং বিড়ঙ্গাচ্চ ব্যোষং কর্ষত্রয়ং পৃথক্।
ত্রিফলায়াঃ পলং পঞ্চ শিলাজতু পলং ন্যসেৎ॥
দিব্যৌষধিহতস্যাপি বৈকঙ্কতহতস্য বা।
পলদ্বাদশকং দেয়ং সূক্ষ্ম লৌহস্য চূর্ণিতম্॥
পলৈশ্চতুর্ব্বিংশত্যাজ্যান্মধুশর্করয়োরপি।
ঘনীভূতে সুশীতে চ দাপয়েদবতারিতে।
এতদগ্নিমুখং নাম দুর্নামান্তকরং পরম্।
মন্দমগ্নিং করোত্যাশু কালাগ্নিসমতেজসম্॥
পর্ব্বতানপি জীর্য্যন্তি প্রাশনাদস্য দেহিনাম্।
গুরুবৃষ্যান্নপানানি পয়ো মাংসরসো হিতঃ।
দুর্নাম পাণ্ডু শ্বয়থু কুষ্ঠ প্লীহোদরাপহম্।
অকালপলিতং হন্যাদামবাতং গুদাময়ম্।
ন স রোগোঽস্তি যশ্চাপি ন নিহন্তি ক্ষণাদিদম্।
করীরকাঞ্জিকাদীনি ককারাদীনি বর্জ্জয়েৎ।

তেউড়ী, চিতা, নিসিন্দা, সীজ, মুণ্ডিরী ও ভুঁইআমলা প্রত্যেক ৮ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ঘৃত ২৪ পল উষ্ণ করিয়া উহাতে মনঃশিলা কিংবা বৈঁচির মূলের রস দ্বারা শোধিত উৎকৃষ্ট লৌহভস্ম ১২ পল নিক্ষেপ করিবে, তৎপরে উহাতে উক্ত পরিস্রুত ক্বাথ এবং চিনি ১৪ পল দিবে, ঘন হইলে উহাতে বিড়ঙ্গ ৩ পল ও ত্রিকটু-চূর্ণ প্রত্যেক ৬ তোলা, ত্রিফলাচূর্ণ ৫ পল ও শিলাজতু ১ পল দিবে। শীতল হইলে উহাতে মধু ২৪ পল দিবে। মাত্রা ১ মাষা হইতে ৪ মাষা। ইহা সেবনে

সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ, শোথ ও প্লীহাদি প্রশমিত হয় । দুগ্ধ মাংসাদি বলকর এবং গুরু দ্রব্য ব্যবহার করিবে । কিন্তু করীর (বাঁশের কোঁড়) ও কাঞ্জিক প্রভৃতি ককারাদি দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না ।

—— ——

মাণশূরণাদ্যং লৌহম্ ।

মাণ শূরণ ভল্লাত ত্রিবৃদ্দন্তী সমন্বিতম্ ।
ত্রিকত্রয় সমাযুক্তমরো দুর্নাম নাশনম্ ॥

মাণ, ওল, ভেলার, মুটী, তেউড়ী, দন্তী, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ত্রিমদ অর্থাৎ চিতা, মুতা ও বিড়ঙ্গ ইহাদিগের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বচূর্ণ সমান লৌহ-ভস্ম । মাত্রা ১ মাষা । ইহা সেবন করিলে অর্শোরোগের শান্তি হয় ।

——

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা ।

ক্রিমিরিপুদহনব্যোসত্রিফলামরদারুচব্যভূনিম্বং ।
মাগধীমূলং মুস্তং সশটী বচা ধাতুমাক্ষিকঞ্চৈব ।
লবণে ক্ষারৌ নিশাযুগ কুস্তুম্বুরু গজকণাতিবিষা ।
কর্ষাংশকান্যেব সমানি কুর্য্যাৎ
পলাষ্টকং চাশ্মজতোর্ব্বিদধ্যাৎ ।
নিস্পত্রশুদ্ধস্য পুরস্য ধীমান্
পলদ্বয়ং লৌহরজস্তথৈব ।
সিতাচতুষ্কং পলমত্র বাংশ্যা
নিকুম্ভ কুম্ভ ত্রিসুগন্ধি যুক্তম্ ।
চন্দ্রপ্রভেয়ং গুড়িকা প্রয়োজ্যা
অর্শাংসি নির্নাশয়তে যড়েব ।
ভগন্দরং পাণ্ডুকং কামলাঞ্চ
বিনষ্টবহ্নেঃ কুরুতে চ দীপ্তিম্ ।
হন্ত্যাময়ান্ পিত্তকফানিলোত্থান্
নাড়ীগতে মর্ম্মগতে ব্রণে চ ।
গ্রন্থ্যর্ব্বুদে বিদ্রধি রাজযক্ষ্মণি
মেহে ভগাখ্যে প্রবলে চ যোজ্যা ।
চক্ষুঃক্ষয়ে চাশ্মরি মূত্রকৃচ্ছ্রে
শুক্রপ্রবাহেঽপ্যুদরাময়ে চ ।
তক্রাম্বুপানস্ত্বথ মস্তুপানং
আজো রসো জাঙ্গলজো রসো বা ।
পয়োঽথবা শীত জলানুপানং
বলেন নাগস্তুরগো যবেন ।
দৃষ্ট্যা সুপর্ণঃ শ্রবণে বরাহঃ
কান্ত্যা রতীশো ধিষণশ্চ বুদ্ধ্যা ।
ন পানভোজ্যে পরিহার্য্যমস্তি
ন শীতবাতাতপমৈথুনেষু ।
শম্ভুং সমভ্যর্চ্য কৃতপ্রণামং
প্রাপ্তা গুড়ী চন্দ্রমসঃ প্রসাদাৎ ।
শুক্রদোষান্ নিহন্ত্যষ্টৌ প্রমেহানপি বিংশতিম্ ।
বলীপলিতনির্ম্মুক্তো বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে ।
বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশেন পলার্দ্ধং রসগন্ধকম্ ।
কেবলং মূর্চ্ছিতং বাপি পলং বা দাপয়েদ্রসম্ ॥
অভ্রকঞ্চ ক্ষিপেৎ কশ্চিৎ পলমানং ভিষগ্বরঃ ।
সংমর্দ্দ্য মধুসর্পির্ভ্যামাদৌ রক্তিচতুষ্টয়ম্ ।
ভক্ষ্যং বৃদ্ধ্যা যথাযুক্তি যাবন্মাষচতুষ্টয়ম্ ।
ত্রিবৃদ্দন্তীত্রিজাতানাং কর্ষমানং পৃথক্ পৃথক্ ।

বিড়ঙ্গ, চিতামূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদারু, চঁই, চিরাতা, পিঁপুলমূল, মুতা, শটী, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব, সচললবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনিয়া, গজপিপ্পলী ও আতইচ প্রত্যেক ২ তোলা, শিলাজতু ৮ পল, বিশুদ্ধ গুগ্গুল ১ পল, লৌহ ২ পল, চিনি ৪ পল, বংশলোচন ১ পল, দন্তীমূল, তেউড়ী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ মিলিত ১ পল। প্রথমে গুগ্গুল ও শিলাজতু শোধন করিয়া লইয়া পরে চূর্ণ সকল মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত

করিবে। বৃদ্ধ বৈদ্যগণের উপদেশানুসারে এই ঔষধে ৪ তোলা গন্ধক অথবা কেবল রসসিন্দুর ১ পল দেওয়া ব্যবস্থেয়। কেহ কেহ ১ পল অভ্রও মিশ্রিত করিয়া থাকেন। মাত্রা প্রথমে৪রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ৪ মাষা পর্য্যন্ত সেবনীয়। অনুপান মধু ও ঘৃত। ঔষধ সেবনান্তে তেউড়ী, দন্তীমূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ ইহাদের চূর্ণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভক্ষণীয়। এই ঔষধ সেবন করিলে অর্শঃ ও মেহ প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হইয়া বল বীর্য্যাদি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দন্ত্যরিষ্টঃ।

দন্তীচিত্রকমূলানামুভয়োঃ পঞ্চমূলয়োঃ।
ভাগান্ পলাংশানাপোথ্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
ত্রিপলং ত্রিফলায়াশ্চ দলানাং তত্র দাপয়েৎ।
রসে চতুর্থশেষে তু পূতশীতে প্রদাপয়েৎ॥
তুলাং গুড়স্য তত্তিষ্ঠেন্মাসার্দ্ধং ঘৃতভাজনে।
তন্মাত্রয়া পিবেন্নিত্যমর্শোভ্যঃ প্রবিমুচ্যতে॥
গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নং বাতবর্চ্চোঽনুলোমনম্।
দীপনং চারুচিঘ্নঞ্চ দন্ত্যরিষ্টমিমং বিদুঃ।
পাত্রেঽরিষ্টাদিসন্ধানং ধাতকীলোধ্রলেপিতে॥

দন্তিমূল ৮ তোলা, চিতামূল ৮ তোলা, বৃহৎ পঞ্চমূল প্রত্যেক ৮ তোলা ও স্বল্পপঞ্চমূল প্রত্যেক ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবে। পাককালে পেষিত হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার শস্য প্রত্যেক ৮ তোলা করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে। ৪র্থ ভাগ অর্থাৎ ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে উহা নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। শীতল হইলে উহাতে গুড় ২।।০ সের দিয়া ঘৃতভাণ্ডে মুখ রুদ্ধ করিয়া ১৫ দিন রাখিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় নিত্য সেবন করিলে অর্শঃ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ নিবারিত হয়। ইহা বায়ু ও মলের অনুলোমক, অগ্নির দীপক ও অরুচিনাশক। ধাইফুল ও লোধ লেপিত পাত্রে অরিষ্টাদির সন্ধান (প্রস্তুত) করা কর্ত্তব্য।

অভয়ারিষ্টঃ।

অভয়ায়াস্তুলামেকাং মৃদ্বীকার্দ্ধতুলাং তথা।
বিড়ঙ্গস্য দশপলং মধূককুসুমস্য চ॥
চতুর্দ্রোণে জলে পক্ত্বা দ্রোণমেবাবশেষয়েৎ।
শীতীভূতে রসে তস্মিন্ পূতে গুড়তুলাংক্ষিপেৎ॥
শ্বদংষ্ট্রাং ত্রিবৃতাং ধান্যং ধাতকীমিন্দ্রবারুণীম্।
চব্যং মধুরিকাং শুণ্ঠীং দন্তীং মোচরসং তথা॥
পলযুগ্মমিতং সর্ব্বং পাত্রে মহতি মৃণ্ময়ে।
ক্ষিপ্ত্বা সংরুধ্য তৎপাত্রং মাসমাত্রং নিধাপয়েৎ॥
ততো জাতরসং জ্ঞাত্বা পরিস্রাব্য রসং নয়েৎ।
বলং কোষ্ঠঞ্চ বহ্নিঞ্চ বীক্ষ্যমাত্রাং প্রয়োজয়েৎ॥
অর্শাংসি নাশয়েচ্ছীঘ্রং তথাষ্টাবুদরাণি চ।
বর্চ্চোমূত্রবিবন্ধঘ্নো বহ্নিং সন্দীপয়েৎ পরম্॥

হরীতকী ১২।।০ সের, দ্রাক্ষা ৬।০ সের, মৌলফুল ১০ পল ও বিড়ঙ্গ ১০ পল এই সমুদায় একত্র ২৫৬ সের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে এই কাথে গুড় ১২।।০ সের গুলিয়া তাহাতে গোক্ষুর, তেউড়ী, ধন্যা, ধাইফুল, রাখালশসার মূল, চৈ, মউরী, শুঁঠ, দন্তীমূল ও মোচরস প্রত্যেক ২ পল পরিমাণে

প্রক্ষেপ দিয়া আবৃত মৃৎপাত্রে একমাস রাখিয়া পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। বল, কোষ্ঠ ও অগ্নি বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিবে। ইহা সেবন করিলে অর্শঃ, উদরী ও মলমূত্রের রোধ নিবারণ এবং অগ্নির দীপ্তি হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং অর্শোঽধিকারঃ।

ভগন্দরাধিকারঃ।

গুদস্য শ্বয়থুং দৃষ্ট্বা বিশোষ্য শোধয়েত্ততঃ।
রক্তাবসেচনং কার্য্যং যথা পাকং ন গচ্ছতি॥
(উপবাসাদিনা বমনবিরেচনাদিভিশ্চ শোধয়েৎ।
রক্তাবসেচনং জলৌকাদিভিঃ কর্ত্তব্যম্।)

গুহ্যদেশে শোথ দৃষ্ট হইলে প্রথমতঃ উপবাস অথবা বমন ও বিরেচন করান কর্ত্তব্য। অথবা সেই স্থানে জোঁক বসাইয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে। যেহেতু এই সমুদায় ক্রিয়া দ্বারা ভগন্দর শুষ্ক হইয়া না পাকিতে পারে। পাকিলে অত্যন্ত ক্লেশদায়ক ও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

বটপত্রেষ্টকা শুণ্ঠী গুড়ূচ্যঃ সপুনর্নবাঃ।
সুপিষ্টাঃ পিড়কাবস্থে লেপঃ শস্তো ভগন্দরে।

ব্রণের প্রথমাবস্থায় বটপত্র, ইষ্টক-চূর্ণ, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্নবা এই সমুদায় একত্রে উত্তমরূপ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিতে হইবে।

স্নুহ্যর্ক দুগ্ধ দার্ব্বীভির্বর্ত্তিং কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
ভগন্দরগতিং জ্ঞাত্বা পূরয়েত্তাং প্রযত্নতঃ।
এষা সর্ব্বশরীরস্থাং নাড়ীং হন্যান্ন সংশয়ঃ॥

সিজআঠা, আকন্দের আঠা ও দারু-হরিদ্রাচূর্ণ এই সমুদায় একত্রে মর্দ্দন করিয়া বাতি প্রস্তুত করিবে, ইহা ভগন্দরে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে পীড়ার নিবৃত্তি হয়। ইহা সর্ব্বশরীরস্থ নালী-ক্ষতের প্রকৃষ্ট মহৌষধ।

তিলাভয়া লোধ্রমরিষ্টপত্রং
নিশে বচা লোধ্রমগারধূমম্।
ভগন্দরে নাড্যুপদংশয়োশ্চ
দুষ্টব্রণে শোধনরোপণোঽয়ম্॥
(সমভাগপিষ্টঃ লেপদ্বয়ম্।)

তিল, হরীতকী, লোধ ও নিমপত্র অথবা হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, লোধ ও গৃহের ঝুল সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর, নালীক্ষত, উপ-দংশ ও দুষ্টব্রণাদি হইতে পূয় প্রভৃতি নির্গত হইয়া ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়।

ত্রিফলারসসংপিষ্টবিড়ালাস্থিপ্রলেপনম্।
ভগন্দরং নিহন্ত্যাশু দুষ্টব্রণহরং পরম্॥

ত্রিফলার রসে বিড়ালের অস্থি পেষণ করিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে ভগন্দর ও দুষ্টক্ষত বিশুষ্ক হয়।

ভগন্দরং প্রত্যহস্তু সুধৌতং ত্রিফলাম্বুনা।
ত্রিফলারসপিষ্টেন মার্জারাস্থ্না চ লেপয়েৎ॥

ভগন্দরের ক্ষতস্থান প্রত্যহ ত্রিফলার ক্কাথে উত্তমরূপে ধৌত করিবে এবং ত্রিফলার রসে বিড়ালের অস্থি পেষণ করিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিবে।

খরাশ্ব পক্বভূরোহ চূর্ণলেপো ভগন্দরম।
হস্তি দন্ত্যগ্ন্যতিবিষালেপস্তদ্বচ্চুনোঽস্থি বা॥

গর্দ্দভের রক্তে কেঁচো পাক করিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে, ভগন্দর উপশমিত হয়। তদ্রূপ দন্তীমূল, চিতামূল ও আতইচ এই সমুদায় কিংবা কেবল কুকুরের হাড় ত্রিফলার রসে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

তিলা জ্যোতিষ্মতী কুষ্ঠং লাঙ্গলী গিরিকর্ণিকা।
শতাহ্বা ত্রিবৃতা দন্ত্যঃ শোধনায় ভগন্দরে॥

কৃষ্ণতিল, লতাফট্কী, কুড়, ঈশলাঙ্গলা, অপরাজিতামূল, শুলফা, তেউড়ীমূল ও দন্তীমূল এই সমুদায়ের প্রলেপে ভগন্দর হইতে পূয়াদি নিঃস্রুত হইয়া উপকার হয়।

খদিরাম্বুরতো ভূত্বা কষায়ং ত্রৈফলং পিবেৎ।
মহিষাক্ষবিড়ঙ্গানাং ভগন্দরবিনাশনম্॥

মহিষাক্ষ গুগ্গুল ও বিড়ঙ্গের ক্বাথ, ত্রিফলার ক্বাথ ও খদিরের জল বা খদিরকাষ্ঠের ক্বাথ পান করিলে ভগন্দর পীড়ার উপশম হয়।

শৃগালমাংসং খাদেচ্চ প্রকারে ব্যঞ্জনাদিভিঃ।
অজীর্ণবর্জ্জী মাসেন মুচ্যতে চ ভগন্দরাৎ॥

অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন পরিত্যাগ করিয়া ব্যঞ্জনাদির সহিত বা অন্য কোন রূপে একমাস শৃগালের মাংস ভোজন করিলে ভগন্দর রোগী আরোগ্য লাভ করিতে পারে।

রসাঞ্জনং হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা নিম্বপল্লবাঃ।
ত্রিবৃত্তেজোবতীদন্তীকল্কো নাড়ীব্রণাপহঃ।

রসোত, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিম্বপত্র, তেউড়ী, লতাফট্কী ও দন্তী এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে ভগন্দর ও নাড়ীব্রণ বিনষ্ট হয়।

পয়ঃপিষ্টৈস্তিলারিষ্টমধুকৈশ্চ সুশীতলৈঃ।
ভগন্দরে প্রশস্তোঽয়ং সরক্তে বেদনাবতি॥

তিল, নিম্ব ও যষ্টিমধু দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সরক্ত বা বেদনাযুক্ত ভগন্দর বিনষ্ট হয়।

সুমনা বটপত্রাণি গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্।
সসৈন্ধবস্তক্রপিষ্টো লেপো হন্তি ভগন্দরম্॥

জাতীপত্র, কচি বটপত্র, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ, তক্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ভগন্দর বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠং ত্রিবৃত্তিলা দন্তী মাগধ্যঃ সৈন্ধবং মধু।
রজনী ত্রিফলা তুত্থং হিতং ব্রণবিশোধনম্॥

কুড়, তেউড়ী, তিল, দন্তী, পিপ্পলী, সৈন্ধব, মধু, হরিদ্রা, ত্রিফলা ও তুঁতে এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ আরোগ্য হয়।

সারিবাদিগণক্বাথাৎ ক্ষতান্তৈলমর্দ্দনাৎ।
ভগন্দরো দ্রুতং নশ্যেদিতি ধন্বন্তরের্বচঃ॥

সারিবাদি কষায় পান ও ক্ষতান্তক তৈল মর্দ্দন করিলে ভগন্দর রোগ নষ্ট হয়। ইহা ধন্বন্তরি বলিয়াছেন।

ভগন্দরে পথ্যাপথ্যব্যবস্থা।

সর্ষপঃ শালিমুদ্গৌ চ বিলেপী জাঙ্গলো রসঃ।
পটোলং শিগ্রু বেত্রাগ্রং পত্তূরং বালমূলকম্।
তিলসর্ষপয়োস্তৈলং তিক্তবর্গো ঘৃতং মধু।
এবংবিধানি চান্যানি ভগন্দরহিতানি হি॥

সর্ষপ, শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগের দাইল, বিলেপী, জাঙ্গলমাংসের যূষ,

পটোল, সজিনা, বেতের ডগা, শালিঞ্চ-শাক, কচিমূলা, তিলতৈল, সর্ষপতৈল, তিক্তবর্গ, ঘৃত ও মধু ইত্যাদি দ্রব্যসমূহ ভগন্দরে হিতকর।

বিরুদ্ধান্নপানানি বিষমাশনমাতপম্।
ব্যায়ামং মৈথুনং যুদ্ধং পৃষ্ঠযানং গুরূণি চ।
সংবৎসরং পরিহরেদুপরূঢ়ব্রণো নরঃ॥

বিরুদ্ধ অন্নপানীয়, অপরিমিত আহার, অতি অল্প আহার, অনুচিত সময়ে আহার, রৌদ্রসেবা, ব্যায়াম, মৈথুন, যুদ্ধ, অশ্বাদি পৃষ্ঠে আরোহণ ও গুরুদ্রব্য ভোজন এইগুলি ইহাতে অনিষ্টকর। পীড়াশান্তির পর এক বৎসর পর্য্যন্ত এই সকল পরিত্যাজ্য।

খদিরাদিক্বাথঃ।

খদিরত্রিফলাক্বাথো মহিষীঘৃতসংযুতঃ।
বিড়ঙ্গচূর্ণসংযুক্তো ভগন্দরবিনাশনঃ॥

খদির ও ত্রিফলার ক্বাথ, মহিষীঘৃত সহ বা বিড়ঙ্গচূর্ণ সহ পান করিলে ভগন্দর নষ্ট হয়।

নবকার্ষিকো গুগ্‌গুলুঃ।

ত্রিফলা পুরকৃষ্ণানাং ত্রিপঞ্চৈকাংশযোজিতা।
গুড়িকা শোথগুল্মার্শো ভগন্দরহিতা স্মৃতা॥

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, প্রত্যেক ২ তোলা, গুগ্‌গুল ১০ তোলা ও পিঁপুল ২ তোলা এই সমুদায় ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ।০ তোলা প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা শোথ, অর্শঃ ও ভগন্দর রোগে প্রযোজ্য।

সপ্তবিংশতিকো গুগ্‌গুলুঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্ত বিড়ঙ্গামৃত চিত্রকম্।
শঠ্যেলা পিপ্পলীমূলং হবুষা সুরদারু চ॥
তুম্বুরুর্ব্বষ্করং চব্যং বিশালা রজনীদ্বয়ম্।
বিড়সৌবর্চলে ক্ষারৌ সৈন্ধবং গজপিপ্পলী॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদ্দ্বিগুণগুগ্‌গুলুঃ।
কোলপ্রমাণাং গুড়িকাং ভক্ষয়েন্মধুনা সহ॥
কাসং শ্বাসং তথা শোথমর্শাংসি চ ভগন্দরম্।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কুক্ষিবস্তি গুদে রুজম্॥
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ অন্ত্রবৃদ্ধিং তথা ক্রিমীন্।
চিরজ্বরোপসৃষ্টানাং ক্ষয়োপহতচেতসাম্॥
আনাহঞ্চ তথোন্মাদং কুষ্ঠানি চোদরাণি চ।
নাড়ী দুষ্টব্রণান্ সর্ব্বান্ প্রমেহং শ্লীপদং তথা।
সপ্তবিংশতিকো হন্তি সর্ব্বরোগনিসূদনঃ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, চিতামূল, শটী, এলাইচ, পিঁপুল-মূল, হবুষ, দেবদারু, ধনিয়া, ভেলা, চই, রাখালশসার মূল, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, বিট্‌লবণ, সচললবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও গজপিঁপুল ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, গুগ্‌গুল ৫৪ তোলা। প্রথমে গুগ্‌গুল ঘৃতে মাড়িয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত অন্য সমস্ত চূর্ণ মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান মধু। ঔষধ সেবনান্তে অর্দ্ধ সিদ্ধ শীতল জল পান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে ভগন্দর প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

বিষ্যন্দনতৈলম্।

চিত্রকার্কৌ ত্রিবৃৎপাঠে মলপূ হয়মারকৌ।
সুধাং বচাং লাঙ্গলিকীং হরিতালং সুবর্চ্চিকাম্॥

জ্যোতিষ্মতীঞ্চ সংহৃত্য তৈলং ধীরো বিপাচয়েৎ।
এতদ্ বিষ্যন্দনং নাম তৈলং দদ্যাদ্ ভগন্দরে।
শোধনং রোপণঞ্চৈব সাবর্ণ্যকরণং পরম্॥
(চিত্রকাদীনাং কল্কঃ। জলেন চতুর্গুণেন পাকঃ। বিষ্যন্দয়তি বিশোধয়তীতি বিষ্যন্দনম্।)

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ চিতামূল, আকন্দের মূল. তেউড়ী, আকনাদি, ডুমুরমূল, করবীরমূল, সিজমূল, বচ, ঈশলাঙ্গলা, হরিতাল, সাচিক্ষার ও লতাফট্‌কী এই সমুদায় ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। ইহা ভগন্দরে লাগাইলে পূয়াদি নির্গত হইয়া উহা শুষ্ক ও স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

করবীরাদ্যং তৈলম্।

করবীর নিশা দন্তী লাঙ্গলী লবণাগ্নিভিঃ।
মাতুলুঙ্গার্ক বৎসাহ্বৈঃ পচেত্তৈলং ভগন্দরে॥

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ করবীরমূল হরিদ্রা, দন্তী, ঈশলাঙ্গলা, সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, টাবালেবুর মূল, আকন্দের আঠা ও কুড়চিছাল মিলিত ১ সের। জল ১৬ সের। ইহা ভগন্দরে প্রযোজ্য।

নিশাদ্যং তৈলম্।

নিশার্কক্ষীর সিন্ধ্বগ্নি পুরাশ্বহন বৎসকৈঃ।
সিদ্ধমভ্যঞ্জনে তৈলং ভগন্দরবিনাশনম্॥

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ হরিদ্রা, আকন্দের আঠা, সৈন্ধব, চিতামূল, গুগ্‌গুল, করবীমূল ও কুড়চিছাল মিলিত ১ সের। জল ১৬ সের। ইহাতে ভগন্দর সত্বর উপশমিত হয়।

সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবং চিত্রকং দন্তী পলাশঞ্চেন্দ্রবারুণী।
গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্ত্বা গ্রাহ্যমষ্টাবশেষিতম্॥
ক্বাথপাদং পচেত্তৈলং কল্কঃ কৃষ্ণায়সং মৃতম্।
পচেত্তৈলাবশেষঞ্চ তেন লেপ্যং ভগন্দরম্।
অসাধ্যং সাধয়ত্যাশু পক্বং ক্রিমিকুলান্বিতম্॥

কটুতৈল ২ সের। ক্বাথার্থ সৈন্ধব, চিতামূল, দন্তীমূল, পলাশফল, রাখালশসার মূল মিলিত ৮ সের, পাকার্থ গোমূত্র ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। কল্কার্থ জারিত পুটিত লৌহভস্ম অর্দ্ধ সের। তৈল, ক্বাথ ও লৌহ একত্রে পাক করিতে হইবে। তৈলাবশেষ থাকিতে নামাইয়া লইবে। কল্ক ছাঁকিয়া ফেলিবে না। এই তৈলে শিমূল তুলা ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে বসাইয়া দিবে। ইহাতে ক্রিমিব্যাপ্ত ভগন্দরও শুষ্ক হইয়া যায়।

নারায়ণো রসঃ। (ব্রণগজাঙ্কুশঃ)

দরদং পার্ব্বতীপুষ্পং কুনটী পুরুষো রসঃ।
শোণিতং গন্ধকো দৈত্যঃ সৈন্ধবাতিবিষা চবী॥
শরপুঙ্খা বিড়ঙ্গশ্চ যমানী গজপিপ্পলী।
মরিচার্কৌ চ বরুণো ধূনকশ্চ হরীতকী॥
সংমর্দ্দ্য কটুতৈলেন গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
নাড়ীব্রণং প্রবাহঞ্চ গণ্ডমালাং বিচর্চিকাম্॥
চিরদুষ্টব্রণং দদ্রু পূতিকর্ণং শিরোগদম্।
হস্তপাদপরিস্ফোটং দুঃসাধ্যঞ্চ ভগন্দরম্।
এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু প্রভিন্নমিব কেশরী॥
(গ্রন্থান্তরে অস্যৈব ব্রণগজাঙ্কুশঃ সংজ্ঞা।)

হিঙ্গুল, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, রসাঞ্জন, মনছাল, স্বর্ণ, পারদ, তাম্র, গন্ধক, লৌহ, সৈন্ধবলবণ, আতইচ, চৈ, শরপুঙ্খ,

বিড়ঙ্গ, যমানী, গজপিপ্পলী, মরিচ, আকন্দমূল, বরুণমূল, শ্বেতধুনা ও হরীতকী এই সমুদায় সমান সমান পরিমাণে লইয়া কটুতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু। ইহা সেবন করিলে ভগন্দর প্রভৃতি নানাবিধ ক্ষত সত্বর শুষ্ক হইয়া যায়।

ভগন্দরহরো রসঃ।

সূতস্য দ্বিগুণেন শুদ্ধবলিনা কন্যাপয়োভিস্ত্র্যহম্।
শুদ্ধং তাম্রময়ঃসমস্ততুলিতংপাত্রংনিধায়োপরি।
স্বেদ্যং যামযুগঞ্চ ভস্মপিঠরে নিম্ব-
জলৈঃ সপ্তধা পাকং তৎ পুটয়েদ্
ভগন্দরহরো গুঞ্জোন্মিতঃ স্যাদিতি॥

পারদ ১ ভাগ ও শোধিত গন্ধক ২ ভাগ ঘৃতকুমারীর রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া সমুদায়ের সমান তাম্র ও লৌহ মিশ্রিত করিয়া একটী পাত্রের উপরে রাখিয়া ২ প্রহর স্বেদ দিবে। পরে কাগজীলেবুর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া পুট দিবে। ১ রতি পরিমাণে সেবন করিলে ভগন্দর নাশ হয়।

চিত্রবিভাণ্ডকো রসঃ। (বারিতাণ্ডবঃ)

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং কুমারীরসমর্দ্দিতম্।
ত্র্যহান্তে গোলকং কৃত্বা তাম্রং তেন প্রলেপয়েৎ॥
দ্বয়োঃ সমং তাম্রপত্রং হণ্ডিকান্তর্নিবেশয়েৎ।
তন্ডাণ্ডং ভস্মনাপূর্য্য চুল্ল্যাং তীব্রাগ্নিনা পচেৎ॥
দ্বিযামান্তে সমুদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্।
জম্বীরস্য রসৈঃ পিষ্ট্বা রুদ্ধা সপ্তপুটে পচেৎ॥
গুঞ্জৈকং মধুনাজ্যেন লেহাদ্ধন্তি ভগন্দরম্।
মুষলীং লশুনঞ্চাম্ল আরনালযুতং পিবেৎ॥
ভুঞ্জীত মধুরাহারং দিবাস্বপ্নঞ্চ মৈথুনম্।
বর্জ্জয়েচ্ছীতলাহারং রসে চিত্রবিভাণ্ডকে॥
(মতান্তরেঽস্যৈব বারিতাণ্ডবাখ্যা।)

পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্রে ঘৃতকুমারীর রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে শোধিত তাম্রপত্র ৩ তোলা ঐ কজ্জলী দ্বারা লিপ্ত করিয়া একটী স্থালী মধ্যে ঘুঁটের ছাই রাখিয়া তাহার উপরিভাগে কজ্জলী-লিপ্ত ঐ তাম্রপত্র স্থাপন ও খোলক দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পুনর্ব্বার তাহার উপরি ঘুঁটিয়ার ছাই দিয়া স্থালী পূর্ণ করিবে। অনন্তর শরার দ্বারা স্থালীর মুখ আবৃত করিয়া তীব্র অগ্নিতে ২ প্রহর পাক করিবে। পরদিনে ঔষধ বাহির করিয়া লইয়া চূর্ণ ও জামীরের রসে পিষ্ট করিয়া মূষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া ৭ বার গজপুটে পাক করিয়া লইবে। মাত্রা ১ রতি। অনুপান ঘৃত ও মধু সেবনান্তে কাঁজিতে পেষিত তালমূলী ও রসুন ভোজন করা কর্ত্তব্য।

তাম্রপ্রয়োগঃ।

তাম্রপত্রং রবিক্ষীরে নির্গুণ্ডীস্বরসে তথা।
ত্রিকণ্টজে স্নুহীরসে তাম্রং দগ্ধ্বা ক্ষিপেত্ত্রিধা॥
রসস্যার্দ্ধপলং শুদ্ধং গন্ধকস্য পলং তথা।
কজ্জল্যর্দ্ধেন জম্বীরপ্লুতেন তাম্রতঃ পলম্॥
পরিলিপ্যান্ধমূষায়াং দদ্যাৎ পঞ্চপুটান্ লঘূন্।
সংমর্দ্দ্য মধুসর্পির্ভ্যাং ততো রক্তিমিতং লিহেৎ।
ভগন্দরে সর্ব্বভবে কার্য্যং সর্ব্বব্রণেষু চ॥

৮ তোলা পরিমিত তাম্রপত্র অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া যথাক্রমে আকন্দের আঠায়, নিসিন্দার রসে, গোক্ষুরের রসে ও সিজের আঠায় ৩ বার প্রক্ষিপ্ত করিয়া শোধন করিয়া লইবে। পরে পারা ৪ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলীর অর্দ্ধভাগ পরিমিত জামীরের রসে মাড়িয়া তাহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তাম্রপত্র লিপ্ত করিবে। অনন্তর ঐ তাম্রপত্র অন্ধমূষায় রুদ্ধ করিয়া ৫টী লঘু পুট দিবে। ইহার মাত্রা ১ রতি। অনুপান মধু ও ঘৃত। ইহা সেবন করিলে সকলপ্রকার ভগন্দর ও ক্ষত প্রশমিত হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং ভগন্দরাধিকারঃ।

ব্রণশোথাধিকারঃ।

আদৌ বিম্লাপনং কুর্য্যাদ্ দ্বিতীয়মবসেচনম্।
তৃতীয়মুপনাহন্তু চতুর্থীং পাটনক্রিয়াম্।
পঞ্চমং শোধনং কুর্য্যাৎ ষষ্ঠং রোপণমিষ্যতে।
এতে ক্রমা ব্রণস্যোক্তাঃ সপ্তমো বৈকৃতাপহঃ।

(বিম্লাপয়তীতি বিম্লাপনম্। এতেন লঙ্ঘন-স্বেদপ্রলেপাদীনাং গ্রহণমিতি ভানুদাসঃ।)

ব্রণশোথের প্রথমাবস্থায় লঙ্ঘনাদি, দ্বিতীয় অবস্থায় রক্তমোক্ষণ, তৃতীয়ে প্রলেপ (পুলটিশ), চতুর্থে বিদারণ, পঞ্চমে পূয়াদি নিঃসারণ, ষষ্ঠে রোপণ (ক্ষতশুদ্ধি) ও সপ্তমে বিকৃতি দূরী-করণ কর্ত্তব্য।

ব্রণে শ্বয়থুরায়াসাৎ স চ রাগশ্চ জাগরাৎ।
তৌ চ রুক্ চ দিবাস্বপ্নাৎ তাশ্চ মৃত্যুশ্চ মৈথুনাৎ॥

পরিশ্রম করিলে ব্রণে শোথ উৎপন্ন হয়, জাগরণে শোথ ও রক্তিমা, দিবা-নিদ্রায় শোথ, রক্তিমা ও যাতনা এবং মৈথুনে শোথ, রক্তিমা, যাতনা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

ব্রণশোথহরা লেপাঃ।

ধুস্তূরমূলং সলবণমুষ্ণং ব্রণস্থিত্যারম্ভে।
দত্তং লেপান্নিয়তং ব্রণশোথং হরতি বহুদৃষ্টম।

ব্রণশোথের প্রথমাবস্থায় সৈন্ধব-লবণের সহিত ধুতূরামূল বাঁটিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কল্কঃ কাঞ্জিকসংপিষ্টঃ স্নিগ্ধশাখোটকত্বচঃ।
সুপর্ণইব নাগানাং বাতশোথবিনাশনঃ।

শেওড়া বৃক্ষের কাঁচা ছাল কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বাতজ ব্রণশোথ উপশমিত হয়।

দূর্ব্বা চ নলমূলঞ্চ মধুকং চন্দনং তথা।
শীতলাশ্চ গণাঃ সর্ব্বে প্রলেপঃ পিত্তশোথহা॥

দূর্ব্বা, নলমূল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন এবং শীতল দ্রব্যগণ, ইহাদের প্রলেপে পিত্তশোথের শান্তি হয়।

বীজপূরজটা হিংস্রা দেবদারু মহৌষধম্।
রাস্নাগ্নিমন্থৌ লেপোঽয়ং বাতশোথবিনাশনঃ।

টাবালেবুর মূল, কণ্টকারী, দেব-দারু, শুঁঠ, রাস্না, গণিয়ারী ইহাদিগকে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বাতশোথ নষ্ট হয়।

দূর্ব্বা চ নলমূলঞ্চ পদ্মকাষ্ঠঞ্চ কেশরম্।
উশীরং বালকং পদ্মং লেপোঽয়ং পিত্তশোথহা।

ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থ প্লক্ষবেতসবল্কলৈঃ।
সসর্পিষ্কৈঃ প্রদেহঃ স্যাচ্ছোথে পিত্তসমুদ্ভবে ॥

দূর্ব্বা, নলমূল, পদ্মকাষ্ঠ, নাগকেশর, বেণার মূল, বালা, পদ্ম এবং বট, উড়ুম্বর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতের বল্কল বাঁটিয়া ঘৃত সহ প্রলেপ দিলে ব্রণের শোথ নষ্ট হয়।

আগন্তৌ শোণিতোত্থে চ এষএব ক্রিয়াক্রমঃ।

রক্তজ ও আগন্তুক শোথে পিত্ত শোথের ন্যায় প্রলেপাদি ব্যবস্থেয়।

অশ্বগন্ধা তথা রাস্না বৃশ্চিকালী মহৌষধম্।
ধুস্তূরমূলমিত্যেষাং প্রলেপঃ শ্লেষ্মশোথহা ॥

অশ্বগন্ধা, রাস্না, বিছাটীমূল, শুঁঠ ও ধুতুরামূল একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শ্লৈষ্মিক ব্রণশোথের শান্তি হয়।

রক্তমোক্ষণম্।

বেদনোপশমার্থায় তথা পাকশমায় চ।
অচিরোৎপত্তিতে শোথে শোণিতস্রাবণং হিতম্ ॥
একতস্তু ক্রিয়াঃ সর্ব্বা রক্তমোক্ষণমেকতঃ।
রক্তং হি বেদনামূলং তচ্চেন্নাস্তি ন চাস্তি রুক্ ॥

বেদনাশান্তি ও পাকনিবারণার্থ অচিরোত্থিত শোথে জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। অপর সমস্ত ক্রিয়া একদিকে এবং একমাত্র রক্তমোক্ষণ একদিকে। রক্তই বেদনার জনক, যদি তাহাই নিঃসারিত হইল, তাহা হইলে আর কেন বেদনা থাকিবে?

রক্তাবসেচনং কুর্য্যাদাদাবেব বিচক্ষণঃ।
শোথে মহতি সংবৃদ্ধে বেদনাবতি বা ব্রণে।
যো ন যাতি শমং লেপঃ স্বেদঃ সেকাপতর্পণৈঃ।
সোঽপিনাশংব্রজত্যাশুশোথঃশোণিতমোক্ষণাৎ ॥
একতশ্চ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা রক্তমোক্ষণমেকতঃ।
রক্তং হি ব্যম্লতাং যাতি তচ্চ নাস্তি ন চাস্তি রুক্ ॥

ব্রণশোথ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা বেদনাযুক্ত হইলে প্রথমেই রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য। যে শোথ প্রলেপ, স্বেদ, সেচন ও রুক্ষ ক্রিয়াদি দ্বারা উপশমিত না হয়, রক্তমোক্ষণেও তাহা সত্বর উপশমিত হইয়া থাকে। ব্রণশোথে অপর সমস্ত ক্রিয়া একদিকে এবং একমাত্র রক্তমোক্ষণ একদিকে। রক্ত বিকৃত হওয়াতেই যাতনা হয়, সুতরাং রক্তমোক্ষণ করিলে যাতনার ও নিবৃত্তি হয়।

উপনাহাঃ।

শণমূলকশিগ্রূণাং ফলানি তিলসর্ষপাঃ।
অতসী শক্তবশ্চৈষামুষ্ণদ্রব্যঞ্চ পাচনম্ ॥

(অন্যচ্চোষ্ণদ্রব্যং যবগোধূমধান্যাদিকং ব্রণশোথস্য পাচনং ভবতি।)

শণবীজ, মূলার বীজ, সজিনাবীজ, তিল ও সর্ষপ ইহাদের চূর্ণ শোথপাচক। এইরূপ যব, গোধূম ও ধান্যাদি উষ্ণ দ্রব্য দ্বারাও ব্রণশোথ পাকিয়া থাকে।

তৈলেন সর্পিষা বাপি তাভ্যাং বা শক্তুপিণ্ডিকা।
সুখোষ্ণা শোথপাকার্থমুপনাহঃ প্রশস্যতে ॥

তিলতৈল বা গব্য ঘৃতের সহিত, অথবা উভয়ের সহিত যবাদির শক্তু অল্প উষ্ণ করিয়া ব্রণের শোথ পাকার্থে প্রলেপ দিবে।

সতিলা সাতসীবীজা দধ্যম্লা শক্তুপিণ্ডিকা।
সকিণ্বকুষ্ঠলবণা শস্তা স্যাদুপনাহনে॥

তিল, মসিনা, সুরাবীজ, কুড়, সৈন্ধব-লবণ ও ছাতু এই সমুদায় দ্রব্য দধির সহিত বাঁটিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে শোথ পাকিয়া উঠে।

ভেদনম্।

রোগে ব্যধনসাধ্যে তু যথাদেশং প্রমাণতঃ।
শস্ত্রং বিধায় মতিমান্ স্রাবয়েৎ কুশলো ভিষক্।

শস্ত্রসাধ্য ব্রণশোথে উপযুক্তপ্রদেশে এবং উপযুক্ত গভীরতায় শস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া দোষ স্রাবিত করিবে।

স চেদেবমুপক্রান্তঃ শোথো ন প্রশমং ব্রজেৎ।
তস্যোপনাহৈঃ পক্কস্য পাটনং হিতমুচ্যতে॥

যদি ব্রণশোথ পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াদি দ্বারা উপশমিত না হয়, তাহা হইলে প্রলেপ দ্বারা পাকাইয়া বিদীর্ণ করিবে।

গবাং দন্তং জলে ঘৃষ্টং বিন্দুমাত্রং প্রলেপিতম্।
অত্যন্তকঠিনে চাপি শোথে পাচনভেদনম্॥

গরুর দাঁত জলে ঘসিয়া তাহার বিন্দুমাত্র ব্রণশোথে লাগাইয়া দিলে ব্রণ পাকিয়া বিদীর্ণ হইয়া যায়।

কটুতৈলান্বিতৈর্লেপাৎ সর্পনির্ম্মোকভস্মভিঃ।
চয়ঃ শাম্যতি গণ্ডস্য প্রকোপঃ স্ফুটতি দ্রুতম্।
কপোতগৃধ্রকঙ্কাণাং পুরীষমপি দারণম্॥

সর্পের খোলস ভস্ম করিয়া তাহার সহিত কটুতৈল মিশাইয়া লাগাইয়া দিলে শোথ শীঘ্র বিদীর্ণ হয়। তদ্রূপ পায়রা, শকুনি ও কঙ্ক পক্ষীর বিষ্ঠা দ্বারাও স্ফোটকাদি বিদীর্ণ হইয়া থাকে।

বালবৃদ্ধাসহক্ষীণভীরূণাং যোষিতামপি।
ব্রণেষু মর্ম্মজাতেষু ভেদনদ্রব্যলেপনম্॥

বালক, বৃদ্ধ, শস্ত্রঘাতাসহিষ্ণু, ক্ষীণ-দেহ, ভীরু ও স্ত্রীলোক ইহাদের এবং মর্ম্মজাত ব্রণশোথে শস্ত্রপ্রয়োগ না করিয়া ভেদন দ্রব্য লেপন করিবে।

চিরবিল্বোঽগ্নিকো দন্তী চিত্রকো হয়মারকঃ।
কপোতকঙ্কগৃধ্রাণাং পুরীষাণি চ দারণম্।
ক্ষারদ্রব্যাণি বা যানি ক্ষারো বা দারণঃ স্মৃতঃ॥

করঞ্জ, ভেলা, দন্তী, চিতা, করবীর এবং পায়রা, কঙ্কপক্ষী ও শকুনি ইহাদের মল এইগুলি শোথবিদারক জানিবে। তদ্রূপ আপাঙ্গ প্রভৃতির ক্ষার এবং যবক্ষারাদিও দারণ দ্রব্য।

হস্তিদন্তো জলে ঘৃষ্টো বিন্দুমাত্রঃ প্রলেপিতঃ।
অত্যন্তকঠিনে শোথে কথিতো ভেদনঃ পরঃ॥

হস্তীর দন্ত জলে ঘর্ষণ করিয়া তাহার বিন্দুমাত্র প্রলেপ দিলে অত্যন্ত কঠিন শোথও বিদীর্ণ হইয়া থাকে।

প্রপীড়নম্।

দ্রব্যাণাং পিচ্ছিলানাস্তু ত্বঙ্মূলানি প্রপীড়নম্।
যবগোধূমমাষাণাং চূর্ণানি চ সমাসতঃ॥

পিচ্ছিল দ্রব্যের ত্বক্ ও মূল এবং যব, গোধূম ও মাসকলাই ইহাদের চূর্ণ প্রপীড়ন দ্রব্য জানিবে অর্থাৎ ইহাদের প্রলেপে শোথ সঙ্কুচিত হওয়াতে পূয়াদি সহজে নিঃসৃত হয়।

শোধনম্।

ব্রণস্য তু বিশুদ্ধস্য কাথঃ শুদ্ধিকরঃ পরঃ।
পটোলনিম্বপত্রোত্থঃ সর্ব্বত্রৈব প্রযুজ্যতে।

ব্রণ হইতে পূয়াদি নিঃসৃত হইলে বিশেষ বিশেষ কাথ দ্বারা ব্রণ প্রক্ষালণ কর্ত্তব্য। এতদ্বিষয়ে পটোলপত্র ও নিম্ব-পত্রের কাথ সর্ব্বত্র প্রশস্ত।

বাতিকে দশমূলানাং ক্ষীরিণাং পৈত্তিকে ব্রণে।
আরগ্বধাদেঃ কফজে কষায়ঃ শোধনে হিতঃ।

বাতিক ব্রণশোথে দশমূলের, পৈত্তিকে বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষগণের এবং শ্লৈষ্মিকে সোঁদাল প্রভৃতি ও আরগ্বধাদি-গণের কাথ শোধনার্থ প্রয়োজ্য।

তিলসৈন্ধবযষ্ট্যাহ্ব ত্রিবৃন্নিম্বনিশাযুগৈঃ।
সুপিষ্টৈর্ঘৃতসম্মিশ্রৈঃ প্রলেপো ব্রণশোধনঃ।

কৃষ্ণতিল, সৈন্ধবলবণ, যষ্টিমধু, তেউড়ীমূল, নিম্বপত্র, হরিদ্রা ও দারু-হরিদ্রা এই সমুদায় উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিলে ব্রণ বিশুদ্ধ হয়।

তিলাষ্টকম্।

তিলকল্কঃ সলবণো দ্বে হরিদ্রে ত্রিবৃদ্ ঘৃতম্।
মধুকং নিম্বপত্রঞ্চ লেপঃ স্যাদ্ ব্রণশোধনঃ।

কৃষ্ণতিল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, যষ্টিমধু ও নিম্বপত্র এই সমুদায় সমভাগে বাঁটিয়া সৈন্ধবলবণ ও ঘৃতসংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে, ব্রণাদি হইতে পূয় প্রভৃতি নিঃসৃত হইয়া যায়।

নিম্বপত্রং তিলা দন্তী ত্রিবৃৎ সৈন্ধব মাক্ষিকম্।
দুষ্টব্রণপ্রশমনো লেপঃ শোধনকেশরী।

নিম্বপত্র, তিল, দন্তীমূল, ও তেউড়ী এই সমুদায় সমভাগে বাঁটিয়া সৈন্ধবলবণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে দুষ্টব্রণের উপশম হয়। ইহা অতিশয় শোধক (পূয়াদি নিঃসারক)।

একং বা শারিবামূলং সর্ব্বব্রণবিশোধনম্।

কেবল অনন্তমূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ হইতে পূয়াদি নিঃসৃত হইয়া যায়।

সংরোপণম্।

অপেতপূতিমাংসানাং মাংসস্থানমরোহতাম্।
কল্কঃ সংরোপণঃ কার্য্যস্তিলজো মধুসংযুতঃ।

পচামাংস সকল অপগত হইয়া ব্রণ যখন কেবল মাংসস্থ থাকে, কিন্তু পূয়াদি শুষ্ক হয় না, তখন সংরোপণ প্রলেপ দিবে। কৃষ্ণতিল বাঁটিয়া মধুসংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ক্ষতের পূয়াদি শুষ্ক হয়।

অশ্বগন্ধা রুহা লোধ্রং কট্‌ফলং মধুযষ্টিকা।
সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং পরমং ব্রণরোপণম্।

অশ্বগন্ধা, কটকী, লোধ, কট্‌ফল, যষ্টিমধু, লজ্জালুলতা ও ধাইফুল এই সমুদায়ের প্রলেপ উত্তম ক্ষত নিবারক।

সপ্তদলদুগ্ধকল্কঃ শময়তি দুষ্টব্রণং লেপাৎ।
মধুযুক্তা শরপুঙ্খা দুষ্টব্রণরোপণী কথিতা।

কেবল ছাতিমের আঠা অথবা মধুর সহিত শরপুঙ্খার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দুষ্টব্রণ উপশমিত হয়।

মনুষ্যশিরঃ কপালং তদস্থিলেপনং মূত্রেণ।
রোপণমিদং ক্ষতানাং যোগশতৈরপ্যসাধ্যানাম্।

মানুষের কপালাস্থি গোমূত্রে ঘসিয়া প্রলেপ দিলে অসাধ্য ক্ষত নিবারণ হয়।

সুষবীপত্র পত্তূর কর্ণমোট কুঠেরকাঃ।
পৃথগেতে প্রলেপেন গম্ভীরব্রণরোপণাঃ॥

উচ্ছেপত্র, শালিঞ্চাশাক, কানছিড়া ও তুলসীপত্র ইহাদের প্রত্যেকের প্রলেপ দ্বারা গম্ভীর দুষ্টব্রণ নষ্ট হয়।

লৌহকুদ্দালকে ঘৃষ্ট্বা লিম্পাকফলবারিণা।
শ্বেতার্কসম্ভবং মূলং লেপং দদ্যাৎ ক্ষতোপরি।
অপি যোগশতাসাধ্যং ক্ষতং হন্তি ন সংশয়ঃ॥

লোহার কোদালে পাতিলেবুর রসের সহিত শ্বেত আকন্দের মূল ঘসিয়া প্রলেপ দিলে দুঃসাধ্য ক্ষত নিবারণ হয়।

শ্বেতকরবীরমূলস্বরসং দ্বিপলোন্মিতম্।
পলাষ্টকমিদং গব্যক্ষীরমেকত্র মিশ্রয়েৎ॥
দধি কৃত্বা তদাবর্ত্ত্য নির্ম্মথ্য নবনীতকম্।
গৃহীত্বা তেন লেপেন ক্ষতং হন্তি চিরোত্থিতম।
আস্ফোতোদ্ভবনির্য্যাসঃ ক্ষতং হন্তি চিরোত্থিতম্॥

শ্বেতকরবীমূলের রস ।/০ পোয়া ও গব্য দুগ্ধ ১ সের, একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাতে যে দধি উৎপন্ন হইবে, তাহা মন্থন করিয়া নবনীত উদ্ধৃত করিয়া লইবে। এই নবনীত দ্বারা প্রলেপ দিলে ক্ষত নিবারণ হয়। হাফরমালীর আঠা দ্বারাও ক্ষত উপশমিত হয়।

সাবর্ণ্যকরণম্।

মনঃশিলা সমঞ্জিষ্ঠা সলাক্ষা রজনীদ্বয়ম্।
প্রলেপঃ সঘৃতক্ষৌদ্রস্ত্বচঃ সাবর্ণ্যকৃৎ পরঃ॥

মনছাল, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সমুদায় ঘৃত ও মধুর সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ-স্থান স্বাভাবিক পূর্ব্ববর্ণ প্রাপ্ত হয়।

পথ্যাপথ্যানি।

নবং ধান্যং মাষাস্তিলগুড়কুলত্থান্নকৃশরাঃ
সতীনা নিষ্পাবা হরিণকমজানূপপিশিতম্।
হিমাম্ভো বল্লূরং লবণ কটুকং পিষ্টবিকৃতি-
র্দধি ক্ষীরং তক্রং ব্রণিষু সকলং দোষজননম্॥

ব্রণরোগে নূতন তণ্ডুলের অন্ন, মাসকলাই, তিল, গুড়, কুলত্থকলাই, অম্ল, কৃশর (তিলাদিকৃত যবাগূ ও খিচুড়ী প্রভৃতি), মটর, শিম, হরিণ, ছাগ ও আনূপ জন্তুর মাংস, শীতল জল, শুষ্কমাংস, লবণ ও কটুরস দ্রব্য, পিষ্ট-কাদি, দধি, দুগ্ধ ও তক্র এই সমুদায় দ্রব্য কুপথ্য।

জীর্ণশাল্যোদনং স্নিগ্ধং জীবন্তী চ পুনর্নবা।
পটোলং মুদ্গযূষশ্চ হিতান্যেতানি সন্ততম্॥
অম্লং দধি চ শাকঞ্চ মাংসমানূপমৌদকম্।
ক্ষীরং গুরূণি চান্নানি ব্রণে চ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

সঘৃত পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, জীবন্তী ও পুনর্নবা শাক, পটোল ও মুগের যূষ এই সকল দ্রব্য ব্রণশোথে পথ্য। অম্ল, দধি, শাক, আনূপ ও জলচর জীবের মাংস, দুগ্ধ ও গুরু অন্ন এই সমুদায় অহিতকর।

রাত্রৌ লেপননিষেধাদি।

ন রাত্রৌ লেপনং দদ্যাদ্ দত্তঞ্চ পতিতং তথা।
ন চ পর্য্যুষিতং শুষ্যমাণং নৈবাবধারয়েৎ॥

শুষ্যমাণমুপেক্ষেত প্রদেয়ং পীড়নং প্রতি।
ন চাপি মুখমালিম্পেৎ তেন দোষঃ প্রসিচ্যতে।

রাত্রিতে প্রলেপ দিবে না এবং প্রদত্ত প্রলেপ পতিত হইলে পুনর্ব্বার তদ্দ্বারা লেপন করিবে না। পর্য্যুষিত প্রলেপ ঔষধ অব্যবহার্য্য। সম্যক্ শুষ্ক প্রলেপ তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। কিন্তু পূয়াদি নিঃসারণার্থ প্রদত্ত প্রলেপ শুষ্ক হইলেও শীঘ্র তুলিয়া ফেলা উচিত নহে। প্রলেপের নিয়ম এই, ব্রণের মুখভাগ ফাঁক রাখিয়া অপর সর্ব্বাংশ লিপ্ত করিবে।

ত্রিফলাগুগ্গুলুঃ।

যে ক্লেদপাকস্রুতিগন্ধবন্তো
ব্রণা মহান্তঃ সরুজঃ সশোথাঃ।
প্রয়ান্তি তে গুগ্গুলুমিশ্রিতেন
পীতেন শান্তিং ত্রিফলারসেন।

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া ও গুগ্‌গুল ৪ মাষা ঘৃতে মাড়িয়া এই কাথে গুলিয়া পান করিলে ক্লেদ, পাক, পূয়াদিস্রাব, দুর্গন্ধ, বেদনা ও শোথবিশিষ্ট প্রবল ব্রণ উপশম প্রাপ্ত হয়।

সপ্তাঙ্গগুগ্গুলুঃ।

বিড়ঙ্গ ত্রিফলা ব্যোষ চূর্ণং গুগ্গুলুনা সমম্।
সর্পিষা বটিকাং কৃত্বা খাদেদ্ বা হিতভোজনঃ।
দুষ্টব্রণাপচী মেহ কুষ্ঠ নাড়ী বিশোধনঃ।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা, গুগ্‌গুল ১৪ তোলা এই সমুদায় ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। আহারান্তে সেবনীয়। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। অনুপান উষ্ণ জল। ইহাদ্বারা ব্রণ নষ্ট হয়।

জাত্যাদ্যং ঘৃতং তৈলঞ্চ।

জাতী নিম্ব পটোলপত্র কটুকা
দার্ব্বী নিশা শারিবা।
মঞ্জিষ্ঠাভয় সিক্থ তুত্থ
মধুকৈর্নক্তাহ্ববীজৈঃ সমৈঃ।
সর্পিঃ সিদ্ধমনেন সূক্ষ্ম-
বদনা মর্ম্মাশ্রিতাঃ স্রাবিণো।
গম্ভীরাঃ সরুজো ব্রণাঃ
সগতিকাঃ শুষ্যন্তি রোহন্তি চ।
(এবং তৈলমপি।)

ঘৃত ৪ সের। জাতীপত্র, নিম্বপত্র, পটোলপত্র, কট্‌কী, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেণার মূল, মোম, তুঁতিয়া, যষ্টিমধু ও ডহরকরঞ্জবীজ সমুদায়ে ১ সের। এই সমুদায় কল্ক দ্বারা যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত দ্বারা ক্ষতাদি হইতে পূয় নিঃসৃত হইয়া উহা শুষ্ক হইয়া যায়। উক্ত কল্ক দ্বারা যথানিয়মে ৪ সের তৈল পাক করিলে তাহাকে জাত্যাদ্য তৈল কহা যায়। এই তৈল মর্দ্দনেও ক্ষত শুষ্ক হয়।

বৃহজ্জাত্যাদ্যং তৈলম্।

জাতীনিম্বপটোলানাং নক্তমালস্য পল্লবাঃ।
সিক্থকং মধুকং কুষ্ঠং দ্বে নিশে কটুরোহিণী।
মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকং লোধ্রমভয়া পদ্মকেশরম্।
তুত্থকং শারিবাং বীজং নক্তমালস্য দাপয়েৎ।

এতানি সমভাগানি পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ।
বিষব্রণে সমুৎপন্নে স্ফোটকে কুষ্ঠরোগিষু॥
দদ্রুবীসর্পরোগেষু কীটরোগেষু সর্ব্বশঃ।
সদ্যঃ শস্ত্রপ্রহারেষু দংষ্ট্রাবিদ্ধেষু চৈব হি॥
নখদন্তক্ষতে দেহে দুষ্টমাংসাপকর্ষণম্।
ব্রক্ষণার্থমিদং তৈলং হিতং শোধনরোপণম্॥

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ জাতীপত্র, নিম্বপত্র, পটোলপত্র, ডহরকরঞ্জপত্র, মোম, যষ্টিমধু, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কট্‌কী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, হরীতকী ও পদ্মের কেশর, তুঁতে, অনন্তমূল ও ডহরকরঞ্জবীজ সমভাগে সমুদায়ে ১ সের। এই তৈল যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে বিষব্রণ, স্ফোটক, দদ্রু ও সর্ব্বপ্রকার কীটরোগ এবং শস্ত্রপ্রহারাদি কারণে সমুৎপন্ন নানাবিধ ব্রণ পীড়ার শান্তি হয়।

গৌরাদ্যং ঘৃতং তৈলঞ্চ।

গৌরা হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা মাংসী মধুকমেব চ।
প্রপৌণ্ডরীকং হ্রীবেরং ভদ্রমুস্তং সচন্দনম্॥
জাতী নিম্বং পটোলঞ্চ করঞ্জং কটুরোহিণী।
মধূচ্ছিষ্টং সমধুকং মহামেদা তথৈব চ॥
পঞ্চবল্কলতোয়েন ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
এষ গৌরো মহাযোগঃ সর্ব্বব্রণবিশোধনঃ॥
আগন্তুসহজাশ্চৈব সুচিরোত্থাশ্চ যে ব্রণাঃ।
বিষমামপি নাড়ীঞ্চ শোধয়েৎ শীঘ্রমেব তু॥
স্বয়ং সূক্ষ্মাননে দুষ্টে ব্রণে গম্ভীর এব চ।
ঘৃতং গৌরাদ্যমেতত্তু তৈলমেবং প্রসাধ্যতে॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত ইহাদের ছাল ৮ সের, জলে ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, যষ্টিমধু, পুণ্ডরীক কাষ্ঠ, বালা, রক্তচন্দন, মালতীপত্র, নিম্বপত্র, পটোলপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ, কট্‌কী, মধু সহিত মোম ও মহামেদা এই সমুদায়ে ১ সের। এই ঘৃত দ্বারা নানাবিধ ক্ষত শুষ্ক হয়। এই সমুদায় কল্ক ও কাথ দ্বারা যথাবিধি ৪ সের তৈল পাক করিয়া ব্রণে লাগাইলেও সূক্ষ্মমুখ ও গম্ভীরাদি সর্ব্বপ্রকার ব্রণের উপশম হয়।

তিক্তাদ্যঘৃতম্।

তিক্তাসিক্থ নিশাযষ্টীনক্তাহ্বফলপল্লবৈঃ।
পটোলমালতী নিম্বপত্রৈর্ব্রণহরং ঘৃতম্॥

কট্‌কী, মোম, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, ডহরকরঞ্জার ফল ও পত্র, পটোলপত্র, মালতীপত্র ও নিম্বপত্র এই সকল কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া ব্যবহার করিলে ব্রণ বিনষ্ট হয়।

করঞ্জাদ্যং ঘৃতম্।

নক্তমালস্য পত্রাণি তরুণানি ফলানি চ।
সুমনায়াশ্চ পত্রাণি পটোলারিষ্টকস্তথা॥
দ্বে হরিদ্রে মধূচ্ছিষ্টং মধুকং তিক্তরোহিণী।
মঞ্জিষ্ঠাচন্দনোশীরমুৎপলং শারিবে ত্রিবৃৎ॥
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দুষ্টব্রণপ্রশমনং তথা নাড়ীবিশোধনম্।
সদ্যশ্ছিন্নব্রণানাঞ্চ করঞ্জাদ্যমিদং শুভম্॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ ডহরকরঞ্জার নূতন পত্র ও ফল, মালতীপত্র, পটোলপত্র, নিম্বপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা,

মোম, যষ্টিমধু, কটুকী, মঞ্জিষ্ঠা, রক্ত-চন্দন, বেণার মূল, নীলোৎপল, অনন্ত মূল ও শ্যামালতা প্রত্যেক ২ তোলা। এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। ইহাতে দুষ্টব্রণ, নালীঘা ও ছিন্নব্রণ প্রশমিত হয়।

দূর্ব্বাদ্যং তৈলং ঘৃতঞ্চ।

দূর্ব্বাস্বরসসিদ্ধং বা তৈলং কম্পিল্লকেন চ।
দার্ব্বীত্বচশ্চ কল্কেন প্রধানং ব্রণরোপণম্॥
যেনৈব বিধিনা তৈলং ঘৃতং তেনৈব সাধয়েৎ।
রক্তপিত্তোত্তরং জ্ঞাত্বা সর্পিরেবাবচারয়েৎ॥

দূর্ব্বার স্বরস ও কমলাগুঁড়ি এবং দারুহরিদ্রার ত্বকের কল্ক সহ তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ব্রণ রোপণ হয়। উক্ত স্বরস ও কল্ক সহ ঘৃত পাক করিয়া রক্তপিত্তোত্তর ব্রণে প্রয়োগ করিলে ব্রণরোপণ হয়।

বিপরীতমল্লতৈলম্।

সিন্দূর কুষ্ঠ বিষ হিঙ্গু রসোন চিত্র
বালাঙ্ঘ্রি লাঙ্গলিক কল্কবিপক্কতৈলম্।
প্রাসাদ মন্ত্রযুতকৃৎ কুতলূনফেনং
ক্লিন্নব্রণপ্রশমনে বিপরীতমল্লঃ॥
পজ্জাভিঘাত শুক গণ্ড মতোপদংশ-
নাড়ীব্রণাদিক বিচর্চ্চিক কুষ্ঠ পামাঃ।
এতান্নিহন্তি বিপরীতকমল্লনাম
তৈলং যথেষ্টশয়নাশনভোজনস্থ॥

কটুতৈল ৪ সের। কল্কার্থ সিন্দূর, কুড়, বিষ, হিং, রসুন, চিতামূল, বালা, বটের ঝুরি ও ঈশলাঙ্গলা সমুদায়ে ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। শেষ ৪ সের। যথাশাস্ত্র পাকাদি সম্পন্ন করিবে। এই তৈল লাগাইলে নানাবিধ ক্ষত শুষ্ক হয়।

ব্রণরাক্ষসতৈলম্।

সূতকং গন্ধকং তালং সিন্দূরঞ্চ মনঃশিলা।
রসোনঞ্চ বিষং তাম্রং প্রত্যেকং কর্ষমাহরেৎ॥
কুড়বং সার্ষপং তৈলং সাধয়েৎ সূর্য্যতাপতঃ।
নাড়ীব্রণঞ্চ বিস্ফোটং মাংসবৃদ্ধিং বিচর্চ্চিকাম্॥
দদ্রুকুষ্ঠাপচী কণ্ডুমণ্ডলানি ব্রণাংস্তথা।
ব্রণরাক্ষসনামেদং তৈলং হন্তি গদান্ বহূন্॥

কটুতৈল ৪ পল। কল্কার্থ কজ্জলীকৃত পারদ ও গন্ধক, হরিতাল, মেটে সিন্দূর, মনছাল, রসুন, বিষ ও তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা। সূর্য্যাতপে পাক কর্ত্তব্য। এই তৈল মর্দ্দনে নাড়ীব্রণ (নালীঘা), বিস্ফোটক ও দদ্রু প্রভৃতি নানা রোগ আশু নষ্ট হয়।

বৃহৎব্রণরাক্ষসতৈলম্।

কুড়বং সার্ষপং তৈলং তদর্দ্ধং গোঘৃতস্য চ।
একীকৃত্য পচেত্তত্তু সূর্য্যপত্ররসেন তু॥
চিত্রপত্রপলং কল্কং দত্ত্বা তত্র বিপাচয়েৎ।
তৎকল্কং স্রাবয়িত্বা তু চূর্ণমেষাং বিনিক্ষিপেৎ॥
গন্ধকং শুদ্ধসিন্দূরং হরিতালং মনঃশিলা।
হরিদ্রা গৈরিকং রাজী কর্ষার্দ্ধং প্রতিভাগিকম্॥
ভাগার্দ্ধং পারদঞ্চাপি কজ্জলীকৃত্য মিশ্রয়েৎ।
সুতপ্তে মিশ্রয়িত্বা তু তপ্তং কৃত্বা প্রলেপয়েৎ॥
কণ্ডুং বিচর্চ্চিকাং পামাং ক্লেদং কুষ্ঠং সুদুস্তরম্।

বাতরক্তং ব্রণান্ সর্ব্বান্ বিষ বিস্ফোট দদ্রুকম্।
নিহন্ত্যাশু মহাশ্বিত্রং তৈলন্ত ব্রণরাক্ষসম্।

(চিত্রপত্রপলং কল্কমিত্যত্র তস্য পত্রপলং কল্কমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। তস্যেতি অর্কস্য।)

কটুতৈল ৪ পল, গব্য ঘৃত ২ পল। কল্কার্থ চিতার পত্র অথবা আকন্দপত্র ১ পল। আকন্দপত্রের রস ৩ সের। এই সমুদায় আবৃতপাত্রে পাক করিয়া তৈল ছাঁকিয়া লইয়া তপ্ত থাকিতে থাকিতে উহাতে গন্ধক ১ তোলা, পারদ ৷৹ তোলা উভয়ে কজ্জলী করিয়া, মেটে সিন্দূর, হরিতাল, মনছাল, হরিদ্রা, গেরিমাটী ও শ্বেতসর্ষপ ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ এইরূপ পাকের উপদেশ দিয়াছেন। প্রয়োগকালে তপ্ত করিয়া লাগাইতে হয়। ইহাতে সকল প্রকার ব্রণ ও অন্যান্য অনেক রোগ নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গারিষ্টঃ।

বিড়ঙ্গং গ্রন্থিকং রাস্না কুটজত্বক্‌ফলানি চ।
পাঠৈলবালুকং ধাত্রী ভাগান্ পঞ্চ পলান্ পৃথক্।
অষ্টদ্রোণেঽম্ভসঃ পক্কা কুর্য্যাদ্ দ্রোণাবশেষিতম্।
পূতে শীতে ক্ষিপেত্তত্র ক্ষৌদ্রং পলশতত্রয়ম্।
ধাতকী বিংশতি পলং ত্রিজাতং দ্বিপলং তথা।
প্রিয়ঙ্গু কাঞ্চনারাণাং সলোধ্রাণাং পলং পলম্।
ব্যোষস্য চ পলান্যষ্টৌ চূর্ণীকৃত্য প্রদাপয়েৎ।
ঘৃতভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য মাসমেকং বিধারয়েৎ।
ততঃ পিবেদ্‌যথাগ্নিস্তু জয়েদ্বিদ্রধিমুত্থিতম্।
উরুস্তম্ভাশ্মরী মেহান্ প্রত্যষ্ঠীলা ভগন্দরান্।
গণ্ডমালাং হনুস্তম্ভং বিড়ঙ্গারিষ্টসংজ্ঞকঃ।

বিড়ঙ্গ, পিঁপুলের মূল, রাস্না, কুড়চির ছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, এলবালুক, আমলকী প্রত্যেক ৫ পল, পাকার্থ জল ৫১২ সের, শেষ ৬৪ সের। শীতল হইলে ছাঁকিয়া উহাতে মধু ৩৭৷৹ সের, ধাইফুল ২০ পল, গুড়ত্বক্, এলাইচ ও তেজপত্র প্রত্যেক ২ পল। প্রিয়ঙ্গু, রক্তকাঞ্চনের ছাল ও লোধ প্রত্যেক ৮ পল। শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ প্রত্যেক ৮ পল। এই সমুদায় একত্রিত করিয়া এক মাস আবৃত ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে ব্রণশোথ ও বিদ্রধি প্রভৃতি বিবিধ ব্রণ পীড়ার শান্তি হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং ব্রণশোথাধিকারঃ।

শারীরব্রণাধিকারঃ।

ব্রণচিকিৎসা—

ব্রণেষু নিখিলেষ্বাদৌ কোষ্ণসর্পির্নিষেচনম্।
বিধেয়ং সততং বৈদ্যৈস্তেন রুক্ প্রবিশাম্যতি।

শারীর ব্রণরোগে প্রথমতঃ সর্ব্বদা উষ্ণ ঘৃত প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ইহাতে বেদনার শান্তি হয়।

ক্ষালনং নিয়তং কার্য্যং দ্বিঃ পঞ্চক্ষীরিবারিণা।
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ পিচুমর্দ্দাম্বুনাপি বা।

প্রত্যহ দুইবার পঞ্চক্ষীরী বৃক্ষের কাথে, ত্রিফলার কাথে অথবা নিম্বপত্রের কাথে ব্রণ প্রক্ষালন কর্ত্তব্য।

মৃদঙ্গারজচূর্ণেন কার্য্যঞ্চাপ্যবচূর্ণনম্।
ভস্মনা যবজেনাপি তিলাতস্যোরথাপি বা॥

পাথুরিয়া কয়লার গুঁড়া, যব ভস্ম, তিল ভস্ম, অথবা মসিনা ভস্ম দ্বারা ক্ষত ব্যাপ্ত করিলে ব্রণের বেদনার শান্তি হয় ।

সর্পিষা পরিদগ্ধেন তৈলেন তিলজেন বা ।
ব্রণং সংলেপয়েন্নিত্যং স তেনাশু প্রশাম্যতি ॥

দগ্ধ ঘৃত বা দগ্ধ তৈলের দ্বারা সর্ব্বদা ক্ষত লিপ্ত করিয়া রাখিলে শীঘ্র উহার উপশম হয় ।

ব্রণং নানাবৃতং কুর্য্যাৎ কদাচিদপি বুদ্ধিমান্ ।
বাহ্যানিলসমাযোগাদ্বিকৃতিভূ'য়সী ভবেৎ ॥

ক্ষত কদাচ অনাবৃত রাখিবে না, কারণ বাহ্য বায়ুর সংযোগে তাহার বহুতর বিকৃতি হইতে পারে ।

যথা কীটপতঙ্গাদ্যৈর্ব্যাহতং ন ভবেদরুঃ ।
প্রাপ্নুয়ান্নাভিঘাতঞ্চ সাবধানস্তথা ভবেৎ ॥

ক্ষত যাহাতে কীট পতঙ্গাদি দ্বারা ব্যাহত এবং আঘাতপ্রাপ্ত না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে ।

শারিবাদিগণক্কাথঃ সসর্পিষ্কো ব্রণপ্রণুৎ ॥

ঘৃতের সহিত শারিবাদিগণের ক্বাথ পান করিলে ব্রণরোগের শান্তি হয় ।

অভয়াং ত্রিবৃতাং শুণ্ঠীমেলাদ্বন্দ্বং নিশাযুগম্ ।
স্বর্ণপত্রীঞ্চ শ্যামাঞ্চ শারিবাং দারু নীলিনীম্ ॥
নাগকেশরমৈন্দ্রীঞ্চ বিড়ঙ্গং গজপিপ্পলীম্ ।
ক্বাথয়িত্বা পিবেত্তোয়মীর্ম্মী লবণসংযুতম্ ॥
(ঈর্ম্মী ব্রণী) ।

হরীতকী, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, ছোট-এলাইচ, বড়এলাইচ, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, সোনামুখী, শ্যামালতা, অনন্ত-মূল, দেবদারু, নীলমূল, নাগকেশর, রাখালশসার মূল, বিড়ঙ্গ ও গজপিঁপুল ইহাদের ক্বাথে সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ব্রণের শান্তি হয় ।

ব্রণহরো রসঃ ।

রসং গন্ধং বিষং বহ্নিং লৌহমভ্রং সমং সমম্ ।
সপ্তধা পার্থতোয়েন কাঞ্চনারাম্ভসা ত্রিধা ॥
ভাবয়িত্বা বটীঃ কুর্য্যাদ্রক্তিকাপ্রমিতা ভিষক্ ।
রসো ব্রণহরো নাম ব্রণান্ সর্ব্বান্ হরেদসৌ ॥

পারদ, গন্ধক, বিষ, চিতামূল, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগ । অর্জ্জুন-ছালের ক্বাথে ৭ বার এবং কাঞ্চনছালের ক্বাথে ৩ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । যথাযোগ্য অনুপানের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার ব্রণের শান্তি হয় ।

ব্রণরোগে পথ্যাপথ্যানি ।

শোথে যান্যন্নপানানি ভেষজানি হিতানি চ ।
তানি সর্ব্বাণি জানীয়াদ্ব্রণেষ্যঃ শর্ম্মণে সদা ॥
(শোথে শোথব্রণে) ।

ব্রণশোথে যে সকল অন্ন, পানীয় ও ঔষধ হিতকর, ব্রণরোগেও তৎসমস্ত শুভাবহ জানিবে ।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং শারীরব্রণাধিকারঃ ।

সদ্যোব্রণাধিকারঃ।

সদ্যঃ ক্ষতং ব্রণং বৈদ্যঃ সশূলং পরিষেচয়েৎ।
যষ্টীমধুকযুক্তেন কিঞ্চিদুষ্ণেন সর্পিষা॥

শস্ত্রাদি দ্বারা আহত স্থানকে সদ্যোব্রণ কহে, ইহা ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, পিচ্ছিত ও ঘৃষ্ট এই ছয় প্রকার। ইহাদের লক্ষণাদি নিদান দৃষ্টে জ্ঞাতব্য।

কোন স্থান অস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত হইলে যষ্টিমধুসংযুক্ত উষ্ণ ঘৃত দ্বারা সেই স্থান সিক্ত করিবে।

মনঃশিলা সমঞ্জিষ্ঠা সলাক্ষা রজনীদ্বয়ম্।
প্রলেপঃ সঘৃতক্ষৌদ্রস্ত্বচঃ সাবর্ণ্যকৃৎ স্মৃতঃ॥

মনঃশিলা, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য বাঁটিয়া তাহাতে ঘৃত ও মধুসংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে, চর্ম্মের বিবর্ণতা নষ্ট হইয়া স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

অপামার্গস্য সংসিক্তং পত্রোত্থেন রসেন তু।
সদ্যো ব্রণেষু রক্তন্তু প্রবৃত্তং পরিতিষ্ঠতি॥

কোন স্থান কাটিয়া গিয়া রক্তক্ষরণ হইলে সেই স্থানে আপাঙ্গপত্রের রস দিবে। ইহাতে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

কর্পূরপূরিতং বন্ধং সঘৃতং সংপ্ররোহতি।
সদ্যঃ শস্ত্রক্ষতং পুংসাং ব্যথাপাকবিবর্জ্জিতম্॥

শতধৌত ঘৃতের সহিত কর্পূরচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা ক্ষতস্থান পূর্ণ করিয়া বান্ধিয়া রাখিলে বেদনা নিবারণ হয় এবং উহা আর পাকে না।

শুনো জিহ্বাকৃতঞ্চূর্ণং সদ্যঃক্ষতবিরোহণম্॥

কুকুরের জিহ্বা চূর্ণ করিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইলে উহা যুড়িয়া যায়।

স্রবত্যস্রং ব্রণে বাসন্তোয়সিক্তং প্রয়োজয়েৎ।
তেনাস্ররোধো ভবতি বেদনা চ প্রশাম্যতি॥

কোন স্থান সদ্যঃক্ষত হইয়া তাহা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে উহাতে জলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড যোজনা করিয়া রাখিবে। ইহাতে রক্তস্রাব রোধ ও বেদনার শান্তি হয়।

শ্বেতৈরণ্ডস্য নির্য্যাসঃ শোণিতস্রুতিরোধকৃৎ।
বেদনায়াঃ প্রশমনো ব্রণদোষহরস্তথা॥

শ্বেত ভেরেণ্ডার আঠা ফেনাইয়া ক্ষতে দিলে রক্তস্রাব রোধ, বেদনার শান্তি ও ব্রণদোষ নিবারণ হয়।

ইতি সাপ্তাহিকঃ কার্য্যঃ সদ্যোব্রণহিতো বিধিঃ।
সপ্তাহাৎ পরতঃ কুর্য্যাৎ শারীরব্রণবৎ ক্রিয়াঃ॥

সদ্যোব্রণের যে সকল চিকিৎসা লিখিত হইল, তাহা সপ্তাহ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য তৎপরে পূর্ব্বোক্ত শারীর ব্রণের (ক্ষতের) চিকিৎসা করিবে।

অগ্নিদগ্ধব্রণচিকিৎসা—

পিত্ত বিদ্রধি বীসর্পশমনং লেপনাদিকম্।
অগ্নিদগ্ধব্রণে সম্যক্ প্রযুঞ্জীত চিকিৎসকঃ॥

পিত্তবিদ্রধি ও পিত্তবীসর্প রোগের যে সকল শান্তিকারক প্রলেপাদি উল্লিখিত আছে, অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে তৎসমুদায় প্রয়োজ্য।

নারিকেলভবং তৈলং চূর্ণোদকসমন্বিতম্।
প্রযুক্তং শময়েদ্দাহং বহ্নিদগ্ধব্রণস্য হি॥

নারিকেলতৈল ও চূণের জল একত্র ফেনাইয়া অগ্নিদগ্ধ অঙ্গে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয়।

তিলকৈর্বাগ্নিনা দগ্ধং যবভস্ম সমন্বিতম্।
অগ্নিদগ্ধ ব্রণং নশ্যেদনেনৈবাশুলেপনাৎ॥

তিল ভস্ম ও যব ভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত উপশমিত হয়।

তিলতৈলৈর্যবান্ দগ্ধামিশ্রয়িত্বা তু লেপয়েৎ।
তেনৈব লেপনাদাশু বহ্নিদগ্ধঃ সুখী ভবেৎ॥

তিলতৈলের সহিত যবভস্ম মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হইয়া স্বাস্থ্য লাভ হয়।

সদ্যো দগ্ধক মধুনা লেপং কৃত্বা ভিষগ্বরঃ।
তৎপৃষ্ঠে যবচূর্ণেন লেপঃ স্যাদ্দাহশান্তয়ে॥

কোন স্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ স্থানে মধু মাখাইয়া তাহার উপরিভাগে যবের গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে জ্বালা নিবৃত্ত হয়।

মহিষীনবনীতেন ক্ষীরেণ পেষয়েত্তিলম্।
তেন লেপেন দগ্ধাঙ্গং সদাহং সুখমশ্নুতে॥

মাহিষ নবনীত ও দুগ্ধের সহিত তিল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে দগ্ধ স্থানের দাহ নিবৃত্তি হয়।

মহারাষ্ট্রীজটালেপাদ্ দগ্ধপৃষ্ঠাবচূর্ণনম্।
জীর্ণগেহতৃণাচ্চূর্ণং দগ্ধব্রণহরং পরম্॥

জলপিপ্পলীর জটা অথবা গৃহের জীর্ণতৃণ চূর্ণ করিয়া দগ্ধ স্থানে সংলগ্ন করিলে স্বাস্থ্যলাভ হয়।

অন্তর্দগ্ধকুঠেরকো দহনজং লেপাদ্বিহন্তি ব্রণং।
অশ্বত্থস্য বিশুষ্কবল্কলকৃতং চূর্ণং তথা গুগ্গুলাৎ।
অভ্যঙ্গাদ্বি নিহন্তিতৈলমখিলং গণ্ডূপদৈঃ সাধিতং।
পিষ্টাঃ শাল্মলিতূলকৈর্জলগতালেপাত্তথা বালুকাঃ॥

অন্তর্ধূমে দগ্ধ বাবুইতুলসী, অশ্বত্থের শুষ্ক বল্কলচূর্ণ অথবা গুগ্গুল চূর্ণ এই সমুদায়ের দ্বারা প্রলেপ দিলে অগ্নিদগ্ধ ব্রণ নষ্ট হয়। কিঞ্চুলুক তৈল (তৈল ১ সের, কল্কার্থ কেঁচো এক পোয়া, জল ৪ সের) লাগাইলে কিংবা শিমুলতুলার সহিত জলস্থিত বালুকা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত সত্বর আরোগ্য হইয়া যায়।

জীরকঘৃতম্।

জীরকপক্বং পশ্চাৎসিক্থকসর্জরস মিশ্রিতং হরতি।
ঘৃতমভ্যঙ্গাৎ পাবক দগ্ধজ দুঃখং ক্ষণার্দ্ধেন॥

ঘৃত ৪ সের, জল ১৬ সের, কল্কার্থ জীরা ১ সের। পাকসিদ্ধ হইলে মোম ৪ পল ও ধুনা ৪ পল প্রলেপ দিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে।

পাটলীতৈলম্।

সিদ্ধং কল্ককষায়াভ্যাং পাটল্যাঃ কটুতৈলকম্।
দগ্ধব্রণরুজাস্রাবদাহবিস্ফোটনাশনম্॥

সর্ষপতৈল ৪ সের। কাথার্থ ঘণ্টা-পারুল ছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ঘণ্টাপারুল ছাল ১ সের। এই তৈল লাগাইলে দগ্ধস্থানের বেদনা, রসাদিস্রাব, দাহ এবং বিস্ফোটকাদি সত্বর নষ্ট হয়।

মঞ্জিষ্ঠাদ্যং তৈলম্।

মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং মূর্ব্বাং পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ।
সর্ব্বেষামগ্নিদগ্ধানামেতদ্রোপণমিষ্যতে॥

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, মূর্ব্বামূল মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। শেষ ৪ সের। এই তৈল লেপন করিলে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত আশু শুষ্ক হয়।

কালীয়কলতাম্রাস্থি হেম কালা রসোত্তমৈঃ।
লেপঃ সগোময়রসঃ সবর্ণীকরণঃ পরঃ॥
চতুষ্পদাং হি লোম ত্বক্‌খুরশৃঙ্গাস্থিভাবনা।
তৈলাক্তা লেপিতা ভূমির্ভবেদ্রোমবতী পুনঃ॥

কালীয়কলতা, আম্রকেশী, ধুতুরা, নীলবৃক্ষ এই সমুদায়ের রসের সহিত গোময়ের রস মিশ্রিত করিয়া মাখাইয়া দিলে ক্ষত স্থানের বর্ণ স্বাভাবিক অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ হইয়া থাকে এবং পশুদিগের লোম, ত্বক্, খুর, শৃঙ্গ ও অস্থি দগ্ধ করিয়া সেই ভস্মের সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে ক্ষতস্থানে পুনর্ব্বার লোমোৎপত্তি হয়।

শারীর ব্রণবচ্চাত্র ক্রিয়া কার্য্যা প্রযত্নতঃ॥

অগ্নিদগ্ধব্রণে শারীর ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং সদ্যোব্রণাধিকারঃ।

নাড়ীব্রণাধিকারঃ।

নাড়ীনাং গতিমন্বিষ্য শস্ত্রেণাপাট্য কর্ম্মবিৎ।
সর্ব্বব্রণক্রমং কুর্য্যাচ্ছোধনং রোপণাদিকম্॥

নাড়ীব্রণের (নালী ঘার) গতি অন্বেষণ করিয়া অর্থাৎ কোন্‌দিকে কতদূর পর্য্যন্ত শোষ হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া ঐ স্থান বিদারণ করিবে। পরে শোধন (পূয়াদি নিঃসারণ) এবং রোপণ (ক্ষত শুষ্কীকরণ) প্রভৃতি ব্রণবিহিত চিকিৎসা করিবে।

শ্বেতৈরণ্ডস্য নির্য্যাসঃ খদিরেণ সমাযুতঃ।
হন্তি নাড়ীব্রণান্ সর্ব্বান্ মৃগান্ মৃগপতির্যথা॥

শ্বেত এরণ্ডের নির্য্যাস ও খদির একত্র মর্দ্দিত করিয়া নালীক্ষতে লাগাইলে উহার শান্তি হয়।

আস্ফোতাক্ষীরসংযোগো নাড়ীং নাশয়তি ধ্রুবম্।

হাফরমালীর আঠা লাগাইলে নালীঘার শান্তি হয়।

বিড়ঙ্গত্রিফলাকৃষ্ণাচূর্ণং লীঢ়ং সমাক্ষিকম্।
হন্তি কুষ্ঠং ক্রিমীন্ মেহ নাড়ীব্রণ ভগন্দরান্।

বিড়ঙ্গ, পিঁপুল, আমলা, বহেড়া ও পিঁপুল ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত লেপন করিলে কুষ্ঠ, ক্রিমি, মেহ, নাড়ীব্রণ ও ভগন্দর পীড়ার শান্তি হয়।

কৃশদুর্ব্বলভীরূণাং গতির্মর্ম্মাশ্রিতা চ যা।
ক্ষারসূত্রেণ তাং ছিন্দ্যান্ন শস্ত্রেণ কদাচন॥

কৃশ, দুর্ব্বল ও ভয়শীল ব্যক্তির এবং মর্ম্মোৎপন্ন নাড়ীব্রণে শস্ত্রপ্রয়োগ না করিয়া ক্ষারসূত্র দ্বারা উহা ছেদন করা কর্ত্তব্য।

নাড়ীং বাতকৃতাং সাধুপাটিতাং লেপয়েদ্ভিষক্।
প্রত্যক্‌পুষ্পীফলযুতৈস্তিলৈঃ পিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ।
পৈত্তিকীং তিল মঞ্জিষ্ঠা নাগদন্তী শিলাযুগৈঃ।
শ্লৈষ্মিকীং তিল যষ্ট্যাহ্ব নিকুম্ভারিষ্ট সৈন্ধবৈঃ।
শল্যজং তিল মধ্বাজ্যৈর্লিপ্ত্বা বন্ধনমাচরেৎ॥

বায়ুজনিত নাড়ী অর্থাৎ নালী ঘা যথানিয়মে বিদীর্ণ করিয়া আপাঙ্গবীজ ও তিল একত্র পেষণ করিয়া ঐ স্থানে প্রলেপ দিবে। পৈত্তিক নালীতে তিল, মঞ্জিষ্ঠা, হাতীশুঁড়া, হরিদ্রা ও দারু-হরিদ্রা। কফজে তিল, যষ্টিমধু, দন্তীমূল, নিম্বপত্র ও সৈন্ধবলবণ এবং শল্যজ নালীতে তিল, মধু ও ঘৃত একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিয়া বন্ধন করিয়া রাখিবে।

আরগ্বধ নিশা কালা চূর্ণাজ্য ক্ষৌদ্রসংযুতা।
সূত্রবর্ত্তির্ব্রণে যোজ্যা শোধনী গতিনাশিনী।

সোন্দালের ছাল, হরিদ্রা, কালিয়া-কড়া এই সমুদায়ের চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা সূত্রে প্রলিপ্ত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, ঐ বর্ত্তি নালী ক্ষতের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে পূয়াদি নির্গত হইয়া শোষ আরোগ্য হইয়া যায়।

ঘোণ্টাফলত্বঙ্ মদনাৎ ফলানি
পূগস্য চ ত্বগ্ লবণঞ্চ মুখ্যম্।
স্নুহ্যর্কদুগ্ধেন সহৈব কল্কো
বর্ত্তীকৃতো হন্ত্যচিরেণ নাড়ীম্।

শেয়াকুল ফলের ছাল, মদনফল, সুপারিছাল, সৈন্ধবলবণ এই সমুদায় সিজ ও আকন্দের আঠায় মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তি নালী ক্ষতে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে অচিরে আরোগ্য লাভ হয়।

বর্ত্তীকৃতং মাক্ষিকসংপ্রযুক্তং
নাড়ীঘ্নমুক্তং লবণোত্তমং বা।

সৈন্ধবলবণ ও মধু সহযোগে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নালীমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে আরোগ্য লাভ হয়।

দুষ্টব্রণে যদ্ বিহিতঞ্চ তৈলং
তৎ সেব্যমানং গতিমাশু হন্তি॥

দুষ্টক্ষতে যে সমুদায় তৈল ব্যবস্থা আছে, তৎসমুদায় দ্বারা নালীক্ষতও শুষ্ক হইয়া থাকে।

জাত্যর্ক সম্পাক করঞ্জ দন্তী-
সিন্ধূত্থ সৌবর্চ্চল যাবশূকৈঃ।
বর্ত্তিঃ কৃতা হন্ত্যচিরেণ নাড়ীং
স্নুক্‌ক্ষীরপিষ্টা সহ চিত্রকেণ॥

জাতীপত্র, আকন্দপত্র, সোঁদালপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ, দন্তীমূল, সৈন্ধব, সচল-লবণ, যবক্ষার ও চিতামূল এই সমুদায় সিজের আঠায় মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে নালী ঘা শুষ্ক হয়।

বিভীতকাম্রাস্থি বটপ্রবাল-
হরেণুকা শঙ্খিনীবীজমিশ্রা।
বারাহবিট্‌সূক্ষ্মমসী প্রদেয়া
নাড়ীষু তৈলেন বিমিশ্রয়িত্বা॥

বহেড়া, আম্রবীজ, বটাবরোহ, রেণুকা ও শঙ্খিনীবীজ ইহাদের চূর্ণের সহিত শূকরের বিষ্ঠা পোড়াইয়া কালী করিয়া তৈলে মিলাইয়া লাগাইলে ব্রণ আরাম হয়।

মাহিষং দধি কোদ্রবভক্ত-
মিশ্রিতং হরতি চিরবিরূঢ়াম্।
ভক্তং কঙ্গুণিকাভবমতি-
দারুণাং নাড়ীং শময়েৎ।

মাহিষ দধির সহিত কোদ বা কাঙ্গনি ধান্যের অন্ন আহার করিলে নালী ঘা সত্বর উপশম প্রাপ্ত হয়।

কৃশ দুর্ব্বল ভীরূণাং গতির্মর্ম্মাশ্রিতা চ যা।
ক্ষারসূত্রেণ তাং ছিন্দ্যাৎ ন শস্ত্রেণ কদাচন॥

কৃশ, দুর্ব্বল ও ভয়শীল ব্যক্তিগণের এবং মর্ম্মস্থানজাত নালীতে কদাচ অস্ত্রপাত করিবে না, তাদৃশ স্থলে ক্ষার সূত্র দ্বারা ছেদন করাই বিহিত।

এষণ্যা গতিমন্বিষ্য ক্ষারসূত্রানুসারিণীম্।
সূচীং নিদধ্যাদ্ গতান্তে চোন্নম্যাশু চ নির্হরেৎ॥
সূত্রস্যান্তং সমানীয় গাঢ়বন্ধং সমাচরেৎ।
ততঃ ক্ষারবলং বীক্ষ সূত্রমন্যৎ প্রবেশয়েৎ॥
ক্ষারোক্তং মতিমান্ বৈদ্যো যাবন্ন বিদ্যতে গতিঃ।
ভগন্দরেঽপ্যেষ বিধিঃ কার্য্যো বৈদ্যেন জানতা॥

এষণী দ্বারা নালীর শেষাংশ অন্বেষণ করিয়া সূচী (ছুঁচ) দ্বারা তন্মধ্যে ক্ষার সূত্র প্রবিষ্ট করিয়া দিবে, শোষের শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে ঐ সূচীর এক প্রান্ত বাহির করিয়া আনিয়া ঐ স্থান শক্ত করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। উহার কার্য্য হইলে ঐ সূত্র বাহির করিয়া এই বিধি অনুসারে পুনর্ব্বার অন্য সূত্র প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। যে পর্য্যন্ত নালী ঘা বিদীর্ণ না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিবে। ভগন্দরেও এইরূপ ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

অর্ব্বুদাদিষু চোৎক্ষিপ্য মূলে সূত্রং নিধাপয়েৎ।
সূচীভির্য্যবক্ত্রাভিরাচিতং বা সমন্ততঃ।
মূলং সূত্রেণ বন্নীয়াচ্ছিন্নে চোপচরেদ্ ব্রণম্॥

অর্ব্বুদ (আব) প্রভৃতি রোগেও উহা উন্নত করিয়া মূলদেশে ক্ষারসূত্র বন্ধন করিবে, অথবা যবের ন্যায় মুখ বিশিষ্ট সূচীসমূহ দ্বারা উহার চতুর্দ্দিক বিদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ ক্ষারসূত্র বান্ধিবে উহা ছিন্ন হইলে ক্ষতচিকিৎসা করিবে।

সপ্তাঙ্গগুগ্গুলুঃ।

গুগ্গুলুস্ত্রিফলাব্যোষৈঃ সমাংশৈরাজ্যযোজিতঃ।
নাড়ী দুষ্টব্রণ শূল ভগন্দরবিনাশনঃ॥

গুগ্গুল, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ঘৃতে মাড়িয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে নালী ঘা, দুষ্টক্ষত ও ভগন্দর উপশমিত হয়।

শ্যামাঘৃতম্।

শ্যামাত্রিভণ্ডীত্রিফলাসুসিদ্ধং
হরিদ্রয়া তিল্বকবৃক্ষকেণ।
ঘৃতং সদুগ্ধং ব্রণতর্পণেন
হন্যাদ্ গতিং কোষ্ঠগতাপি যা স্যাৎ॥

ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ অনন্তমূল, তেউড়ী, ত্রিফলা, হরিদ্রা, লোধ ও কুড়চি এই সকল দ্রব্য মিলিত ১ সের। এই ঘৃত ব্রণস্থানে প্রয়োগ করিলে নাড়ীব্রণ নিবারিত হয়।

স্বর্জ্জিকাদ্যং তৈলম্।

স্বর্জিকা সিন্ধু দন্ত্যগ্নি রূপিকানল নীলিকাঃ।
খরমঞ্জরীবীজানি তৈলং গোমূত্রপাচিতম্।
দুষ্টব্রণপ্রশমনং কফনাড়ীব্রণাপহম্॥

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, দন্তীমূল, চিতামূল, শ্বেত আকন্দের মূল, ভেলার মুটী, নীলকাষ্ঠ ও আপাঙ্গবীজ মিলিত ১ সের, গোমূত্র ১৬ সের। এই তৈল লাগাইলে দুষ্টব্রণ ও শ্লৈষ্মিক নালী ঘা উপশমিত হয়।

হিংস্রাদ্যং তৈলম্।

হিংস্রাং হরিদ্রাং কটুকাং বচাঞ্চ
গোজিহ্বিকাঞ্চাপি সবিল্বমূলম্।
সংহৃত্য তৈলং বিপচেদ্‌ব্রণস্য
সংশোধনং পূরণ রোপণে চ॥

তৈল ৪ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ জটামাংসী, হরিদ্রা, কটুকী, বচ, গবেধুকা ও বিল্বমূল মিলিত এবং কুট্টিত ১ সের; ইহাতে ব্রণের শোধন, রোপণ ও পূরণ হয়।

কুম্ভিকাদ্যং তৈলম্।

কুম্ভীক খর্জ্জূর কপিত্থ বিল্ব-
বনস্পতীনান্তু শলাটুবর্গে।
কৃত্বা কষায়ং বিপচেত্তু তৈল-
মাপাদ্য মুস্তা সরলং প্রিয়ঙ্গু॥
সৌগন্ধিকা মোচরসাহিপুষ্পা
লোধ্রাগ্নি দত্ত্বা খলু ধাতকীঞ্চ।
এতেন শল্যপ্রভবা হি নাড়ী
রোহেদ্ ব্রণো বৈ সুখমাশু চৈব॥

পুন্নাগ, খেজুর, কয়েতবেল ও বেল এই সমুদায় বৃক্ষের অপক্ক ফল সকল একত্র করিয়া তাহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। সেই ক্বাথের সহিত যথানিয়মে তৈল পাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা, মুতা, সরলকাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু, গন্ধতৃণ, মোচরস, নাগেশ্বর, লোধ, চিতামূল ও ধাইফুল। এই তৈল লেপনে শল্যজ নালী ও নানাবিধ ক্ষত শুষ্ক হয়।

সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবার্কমরিচজ্বলনাখ্যৈ-
র্মার্কবেণ রজনীদ্বয়সিদ্ধম্।
তৈলমেতদচিরেণ নিহন্যাদ্
দূরগামপি কফানিলনাড়ীম্॥

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ সৈন্ধবলবণ, আকন্দ, মরিচ, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল নালীঘার মহৌষধ।

নরাস্থিতৈলম্।

নরাস্থিতৈললেপেন স্ফুটিতঃ শুষ্যতি ব্রণঃ।

মনুষ্যের মস্তকের খুলিতে তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে ব্রণ শীঘ্র শুষ্ক হয়।

ভল্লাতকাদ্যং তৈলম্।

ভল্লাতকার্ক মরিচৈর্লবণোত্তমেন;
সিদ্ধং বিড়ঙ্গ রজনীদ্বয় চিত্রকৈশ্চ।

শ্যামার্কবল্লু চ রসেন নিহন্তি তৈলং
নাড়ীং কফানিলকৃতামপচীং ব্রণাংশ্চ॥

তৈল ৪ সের। ভীমরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ ভেলার মুটী, আকন্দের মূল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চিতামূল মিলিত ১ সের। এই তৈল লাগাইলে বাতশ্লৈষ্মিক নালী, অপচী ও ব্রণ প্রভৃতি পীড়া উপশমিত হয়।

নির্গুণ্ডীতৈলম্।

সমূলপত্রাং নির্গুণ্ডীং পীড়য়িত্বা রসেন তু।
তেন সিদ্ধং সমং তৈলং নাড়ীব্রণবিশোধনম্॥
হিতং পামাপচীনাস্তু পানাভ্যঞ্জন নাবনৈঃ।
বিবিধেষু চ রোগেষু তথা সর্ব্বব্রণেষু চ॥

তৈল ৪ সের। মূল ও পত্র সহিত নিসিন্দাবৃক্ষ নিষ্পীড়ন করিয়া উভয় রস একত্র পাক করিয়া লইবে। পামা, অপচী ও সর্ব্বপ্রকার ব্রণে এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থে প্রযোজ্য।

হংসপাদীতৈলম্।

হংসপাদ্যরিষ্টপত্রং জাতীপত্রং ততো রসৈঃ।
তৎকল্কৈশ্চ পচেত্তৈলং নাড়ীব্রণবিরোহণম্॥

তৈল ৪ সের। গোয়ালিয়ালতা, নিম্বপত্র ও জাতীপত্র ইহাদের রস ১৬ সের। কল্কার্থ কাথ্যদ্রব্য সমস্ত মিলিত ১ সের। যথাশাস্ত্র পাক করিবে। ইহা দ্বারা নাড়ীব্রণ শুষ্ক হয়।

কর্চ্চূরতৈলম্।

কর্চ্চূরকস্য স্বরসে কটুতৈলং বিমিশ্রয়েৎ।
সিন্দুরকলিতং নাড়ীদুষ্টব্রণবিসর্পনুৎ॥

কর্চূরের স্বরস সহ কটুতৈল পাক করিয়া সিন্দুরের সহিত মিশাইয়া লাগাইলে নাড়ীব্রণাদি নষ্ট হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং নাড়ীব্রণাধিকারঃ।

উপদংশাধিকারঃ।

স্নিগ্ধ স্বিন্ন শরীরস্য ধ্বজমধ্যে শিরাব্যধঃ।
জলৌকঃপাতনং বা স্যাদূর্দ্ধাধঃ শোধনং তথা॥
সদ্যো নির্জ্জিত দোষস্য রুক্ শোথাবুপশাম্যতঃ।
পাকো রক্ষ্যঃ প্রযত্নেন শিশ্নক্ষয়করো হি সঃ॥

উপদংশ (গর্‌মি) রোগে প্রথমতঃ স্নেহস্বেদ প্রদান করিয়া লিঙ্গ মধ্যস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। জোঁক বসাইয়া রক্ত মোক্ষণ করিলে অনেক উপকার হয়। ইহাতে বিরেচক ও বমনকারক ঔষধ সেবন করাইয়া দেহ শোধন করা আবশ্যক। এই সমুদায় প্রক্রিয়া দ্বারা দোষ লাঘব হইলে শোথ ও বেদনার উপশম হয়। পাকিয়া উঠিলে লিঙ্গক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব যাহাতে উহা না পাকে বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিবে।

ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ ভৃঙ্গরাজরসেন বা।
ব্রণপ্রক্ষালনং কুর্য্যাদুপদংশপ্রশান্তয়ে॥

প্রত্যহ ত্রিফলার কাথে অথবা ভীমরাজের রসে ক্ষত ধৌত করিবে।

দহেৎ কটাহে ত্রিফলাং সমাংশাং মধুসংযুতাম্।
উপদংশে প্রলেপোঽয়ং সত্তো রোপয়তি ব্রণম্॥

(নূতনস্থাল্যাং সমভাগত্রিফলাং শরাবেণ পিধায় দগ্ধব্যং, তদ্ভস্ম মধুনা সংনীয়োপদংশে লেপনীয়ম্)।

কটাহ অথবা নূতন হাঁড়ীর মধ্যে হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে রাখিয়া উহাতে শরা ঢাকা দিয়া নীচে অগ্নি জ্বালিয়া দিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ সমুদায় ভস্মীভূত হইবে। ঐ ভস্ম মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া উপদংশীয় ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষত শুষ্ক হয়।

রসাঞ্জনং শিরীষেণ পথ্যয়া বা সমন্বিতম্।
সক্ষৌদ্রং বা প্রলেপোঽয়ং সর্ব্বলিঙ্গব্রণাপহঃ॥

শিরীষছাল কিংবা হরীতকী পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ রসাঞ্জন সংযুক্ত করিয়া তদ্দারা অথবা মধু ও রসাঞ্জন একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে উপদংশ রোগের উপশম হয়।

বব্বোলদলচূর্ণেন দাড়িমত্বগ্ভবেন বা।
লেপনং নৃস্থিচূর্ণেন উপদংশহরং পরম্॥
লেপঃ পূগফলেনাশ্বমারমূলেন বা তথা।
সেবেল্লিত্যং যবান্নঞ্চ পানীয়ং কৌপমেব চ॥

শুষ্ক বাবলাপত্র, শুষ্ক দাড়িমফলের ছাল অথবা মনুষ্যের অস্থি চূর্ণ করিয়া উপদংশে লাগাইলে উপকার দর্শে। সুপারি ফল বা করবীমূল দ্বারা প্রলেপ দিলে উপদংশের উপশম হয়। উপদংশ-রোগীর যবান্ন ভোজন এবং কূপোদক পান করা কর্ত্তব্য।

জয়াজাত্যশ্বমারার্ক শম্পাকানাং দলৈঃ পৃথক্।
কৃতং প্রক্ষালনে ক্বাথং মেঢ্রপাকে প্রযোজয়েৎ॥

জয়ন্তী, জাতী, করবী, আকন্দ বা সোঁদাল ইহাদের পত্রের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দারা উপদংশের ক্ষত প্রক্ষালন করিবে।

ত্রিফলাভস্ম মধুনা প্রলিপ্তং ব্রণহৃৎ পরম্।

ত্রিফলাভস্ম মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত নিবারণ হয়।

ধূপঃ।

বদরার্কমপামার্গস্তথা ব্রাহ্মণযষ্টিকা।
হিঙ্গুলঞ্চ সমং চৈষাং ভাগং কৃত্বা চ ধূপনম্।
দোষঘ্নং কৰ্ম্মজং হন্ত্যাদুপদংশাদিজং ব্রণম্॥

কুলের মূলের ছাল, আকন্দমূলের ছাল, আপাঙ্গছাল, বামনহাটী ও হিঙ্গুল প্রত্যেক সমানভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া তদ্দারা ধূপ প্রদান করিলে উপদংশ প্রভৃতির ক্ষত শুষ্ক হয়।

রসং তালং শিলা মুদ্রাশঙ্খং সিন্দূরতুত্থকে।
স্ফটিকারি যবক্ষারৌ বিড়ং টঙ্গণমূষণম্॥
হিঙ্গুলং তোলকং সার্দ্ধং সর্ব্বমেকত্র চূর্ণিতম্।
ঘৃতপ্লুতং সংবিধায় ধূপং দদ্যাৎ যথাবিধি।
শ্বেতার্কমূলত্বক্ চৈব দেয়া মাষমিতা ততঃ॥

পারদ, হরিতাল, মনছাল, মুদ্রাশঙ্খ, সিন্দুর, তুঁতিয়া, ফট্‌কিরী, যবক্ষার, বিট্‌লবণ, সোহাগা, মরিচ, শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল প্রত্যেক ১ মাষা ও হিঙ্গুল ১।০ তোলা এই সমুদায় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত ও ঘৃতপ্লুত করিয়া ধূপ প্রদান করিবে।

উপদংশে নিষিদ্ধানি ।

দিবানিদ্রাং মূত্রবেগং গুর্ব্বন্নং মৈথুনং গুড়ম্ ।
আয়াসমম্লং তক্রঞ্চ বর্জ্জয়েদুপদংশবান্ ।

উপদংশ রোগে দিবানিদ্রা, মূত্রের বেগধারণ, গুরুপাক অন্ন ভোজন, স্ত্রীসঙ্গ, গুড়, পরিশ্রম, অম্লদ্রব্য ও তক্র এই সমুদায় বর্জ্জনীয় ।

ভূনিম্বাদ্যং ঘৃতম্ ।

ভূনিম্ব নিম্ব ত্রিফলা পটোল
করঞ্জ জাতী খদিরাশনানাম্ ।
সতোয় কল্কৈর্ঘৃতমাশু পক্বং
সর্ব্বোপদংশাপহরং প্রদিষ্টম্ ।

ঘৃত ৪ সের । ক্বাথ্য দ্রব্য চিরাতা, নিম্বপত্র, ত্রিফলা, পটোলপত্র, করঞ্জ-বীজ, জাতীপত্র, খদিরকাষ্ঠ, অশনছাল প্রত্যেক ১ সের, অর্থাৎ সমুদায়ে ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কল্কার্থ উল্লিখিত ক্বাথ্য দ্রব্য সকলের প্রত্যেক ১ পল অর্থাৎ সমুদায়ে ১ সের । ইহাতে সকলপ্রকার উপদংশ প্রশমিত হয় ।

করঞ্জাদ্যং ঘৃতম্ ।

করঞ্জ নিম্বার্জ্জুনশালজম্বু-
বটাদিভিঃ কল্ককষায়সিদ্ধম্ ।
সর্পির্নিহন্যাদুপদংশদোষং
সদাহপাকং স্রুতিরাগযুক্তম্ ॥

ঘৃত ৪ সের । ক্বাথার্থ করঞ্জবীজ, নিম্বপত্র, অর্জ্জুনছাল, শালছাল, জাম-ছাল, বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত ইহাদের প্রত্যেকের ছাল, এই সমুদায়ে ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কল্কার্থ উল্লিখিত ক্বাথ্য দ্রব্য সমস্ত মিলিত ১ সের । ইহা দ্বারা দাহ, পাক, পূয়াদি স্রাব ও রক্তিমার সহিত উপদংশ নষ্ট হয় ।

পঞ্চারবিন্দঘৃতম্ ।

মৃণালং পদ্মবীজানি নালং পত্রঞ্চ কেশরম্ ।
সর্ব্বং সপ্তপলং কুর্য্যাৎ ত্রিংশৎপলঞ্চ গোঘৃতম ।
ঘৃতাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরং ঘৃতশেষং বিপাচয়েৎ ।
পাকান্তে চূর্ণমেষাঞ্চ ক্ষিপ্ত্বা তদবতারয়েৎ ।
ভক্ষয়েল্লিঙ্গরোগঘ্নং ঘৃতং পঞ্চারবিন্দকম্ ॥

মৃণাল, পদ্মবীজ, পদ্মের ডাঁটা, পত্র ও কেশর সমুদায়ে ৭ পল । গব্যঘৃত ৩০ পল । দুগ্ধ ১২০ পল । একত্র পাক করিবে । ঘৃত অবশেষ থাকিতে উহাতে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে । ইহা যথাবিধি পান করিলে উপদংশ পীড়া নষ্ট হইবেক ।

সিক্থপট্টী ।

সিক্থং ত্রিভাগং কোলস্থ বসা ভাগদ্বয়াত্মিকা ।
অবের্ব্বশা ভাগমিতা ভাগঃ শ্রীবাসসারকঃ ।
ভাগঞ্চ খাখসং তৈলং সর্ব্বমেকত্র গালয়েৎ ।
মৃদুমন্দানলে তাবৎ যাবন্ন দ্রবতাং ব্রজেৎ ।
দর্ব্ব্যা সংঘট্টয়েত্তাবৎ যাবন্ন শীততামিয়াৎ ।
ততোঽবতার্য্য শীতত্বমুপয়াতং প্রযত্নতঃ ।
যুঞ্জ্যাৎ স্থূলপটালিপ্তং দিবাবারদ্বয়ং ভিষক্ ।
অরিষ্টপত্রকথিত জলধৌত ব্রণোপরি ।
সিক্থপট্টী হরেদাশু হ্যুপদংশাদিসম্ভবম্ ।
ঘোরং দুষ্টব্রণং কুষ্ঠং ভাস্করস্তিমিরং যথা ।

মোম ৩ ভাগ, বরাহবসা ২ ভাগ, মেষবসা ১ ভাগ, রজনধূনা ১ ভাগ, পোস্তর তৈল ১ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মৃদু সন্তাপে গলাইবে, পরে যে পর্য্যন্ত না শীতল হয় তদবধি হাতা দ্বারা নাড়িবে নচেৎ দ্রব্য সমস্ত পৃথক্ হইয়া যাইবে। ক্রমে উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া শীতল হইলে পাত্রমধ্যে রাখিয়া দিবে। পরে প্রথমতঃ নিম্বপত্র সিদ্ধ জল দ্বারা ক্ষতস্থান উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ক্ষতের পরিমিত স্থূলবস্ত্রে ঐ ঔষধ লাগাইয়া ক্ষতের উপর বসাইয়া দিবে। প্রত্যহ দিবাভাগে ২ বার লাগাইতে হইবে। ইহা দুষ্টব্রণ ও উপদংশাদি ক্ষতের একমাত্র মহৌষধ।

গোজীতৈলম্।

গোজীবিড়ঙ্গযষ্টীভিঃ সর্ব্বগন্ধৈশ্চ সংযুতম্।
এতৎ সর্ব্বোপদংশেষু তৈলং রোপণমিষ্যতে।

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ গোলোমিকা, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু এবং গন্ধদ্রব্য সমস্ত যথা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, কর্পূর, কাঁকলা, অগুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ এই সমস্ত মিলিত ১ সের। জল ১৬ সের। এই তৈল প্রয়োগে সকলপ্রকার উপদংশ নিবারিত হয়।

কোষাতকীতৈলম্।

তিক্তকোষাতক্যলাবেব্যার্বীজং নাগরসাধিতম্।
তৈলং হন্ত্যবিশেষেণ ব্রণং দুষ্টমনেকধা।

তিত ঝিঙ্গাবীজ, তিতলাউবীজ ও শুঁঠ মিলিত ১ সের এই কল্ক ও ১৬ সের জল সহ ৪ সের তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে বিবিধ দুষ্টব্রণ নিবারিত হয়।

জম্ব্বাদ্যং তৈলম্।

জম্বুবেতসপত্রাণি ধাত্রীপত্রং তথৈব চ।
নক্তমালস্য পত্রাণি তদ্বৎপদ্মোৎপলানি চ।
এলাচাতিবিষাম্রাস্থিমধুকঞ্চ প্রিয়ঙ্গবঃ।
লাক্ষাকালীয়কং লোধ্রং চন্দনং ত্রিবৃতাহ্বয়া।
এতান্যেকীকৃতান্যেব বস্তমূত্রেণ পেষয়েৎ।
অক্ষমাত্রৈরিমৈর্দ্রব্যৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
উপদংশহরং শ্রেষ্ঠং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্।

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ, জামপাতা, বেতসপাতা, আমলকীর পাতা, ডহরকরঞ্জার পাতা, পদ্মপত্র, নীলোৎপলপত্র, এলাইচ, আতইচ, আমের আঁটি, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, লাক্ষা, কালিয়াকড়া, লোধ, রক্তচন্দন ও তেউড়ী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা; ছাগমূত্র ১৬ সের। এই তৈল যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে সকলপ্রকার ব্রণ ও উপদংশ নিবারিত হয়।

অগারধূমাদ্যং তৈলম্।

অগারধূমো রজনী সুরাকিট্টঞ্চ তৈস্ত্রিভিঃ।
ভাগোত্তরৈঃ পচেত্তৈলং কণ্ডুশোথরুজাপহম্।
শোধনং রোপণঞ্চৈব সাবর্ণ্যকরণং তথা।

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ গৃহের ঝুল ১ পল ১ কর্ষ ৫ মাষা ৩ রতি, হরিদ্রা

২ পল ২ কর্ষ ১০ মাষা ৬ রতি, মল্লবীজ ৪ পল (এরূপ ভাগ পরিমাণ টীকায় লিখিত আছে) জল ১৬ সের। এই তৈল লাগাইলে উপদংশ হইতে পূয়াদি নিঃসৃত হইয়া ক্ষত শুষ্ক ও স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

ভৈরবরসঃ।

শুদ্ধসূতং গৃহীতব্যং রক্তিকাশতমাত্রকম্।
ত্রিগুণাং শর্করাং লৌহে নিম্বদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ॥
যামমাত্রং তত্র দদ্যাচ্ছ্বেতং খদিরচূর্ণকম্।
সূততুল্যং ততঃ কুর্য্যান্মর্দ্দনাৎ কজ্জলোপমম্॥
বিংশতির্বটিকাঃ কার্য্যাঃ স্থাপ্যা গোধূমচূর্ণকে।
নিঃশেষং নিঃসৃতা জ্ঞাত্বা পিড়কাস্তাঃ কলেবরে॥
ভৈরবং দেবমভ্যর্চ্চ্য বলিং তস্মৈ প্রদায় চ।
বিধায় যোগিনীপূজাং দুর্গামভ্যর্চ্চ্য যত্নতঃ॥
বটিকাস্তাঃ প্রযোক্তব্যা ভিষজা জানতা ক্রিয়াম্।
দিবসত্রিতয়ং দদ্যাৎ তিস্রস্তিস্রো বিজানতা॥
চতুর্থাচ্চ সমারভ্য একামেকাং প্রয়োজয়েৎ।
এবং চতুর্দ্দশ দিনে নীরোগো জায়তে নরঃ॥
পথ্যং শর্করয়া সার্দ্ধমুষ্ণান্নং ঘৃতগন্ধি চ।
কুর্য্যাৎ সাকাঙ্ক্ষমুখানং সকৃদ্ভোজনমিষ্যতে॥
জলপানং জলস্পর্শং ন কদাচন কারয়েৎ।
দুঃসহায়াস্তু তৃষ্ণায়ামিক্ষুদাড়িমকাদিকম্॥
শৌচমুষ্ণাম্বুনা কার্য্যং বাসসা প্রোঞ্ছনং দ্রুতম্।
বাতাতপাগ্নিসম্পর্কং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
মেঘাগমে বা শীতে বা কার্য্যমেতদ্বিজানতা।
মুখরোগে তু সঞ্জাতে মুখরোগহরী ক্রিয়া॥
শ্রমাধ্বভারাধ্যয়ন স্বপ্নালস্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
তাম্বূলং ভক্ষয়েন্নিত্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্॥
ক্রিয়া শ্লেষ্মহরী যুক্তা বাতপিত্তাবিরোধিনী।
লবণং বর্জ্জয়েদম্লং দিবানিদ্রাং তথৈব চ॥
রাত্রৌ জাগরণঞ্চৈব স্ত্রীমুখালোকনং তথা।
সপ্তাহদ্বয়মুৎক্রম্য স্নানমুষ্ণাম্বুনা চরেৎ॥
পথ্যং কুর্য্যাদ্ধিতমিদং জাঙ্গলানাং রসাদিভিঃ।
ব্যায়ামাস্তং বর্জ্জনীয়ং যাবন্ন প্রকৃতির্ভবেৎ॥
এবং কৃতবিধানস্তু যঃ করোত্যেতদৌষধম্।
স এব পাপরোগস্য পারং যাতি জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
পিড়কা বিলয়ং যাতি বলং তেজশ্চ বর্দ্ধতে।
রুজা চ প্রশমং যাতি গ্রন্থিঃ শোথশ্চ শাম্যতি॥
অস্থ াং ভবতি দার্ঢ্যঞ্চ আমবাতশ্চ শাম্যতি।
ভৈরবেণ সমাখ্যাতো রসোঽয়ং ভৈরবঃ স্বয়ম্॥

শোধিত পারদ ১০০ রতি, চিনি ৩০০ রতি, এই উভয় দ্রব্য লৌহপাত্রে নিমের দণ্ড দ্বারা ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া তাহাতে ১০০ রতি খদির দিয়া মাড়িয়া কজ্জলবৎ করিয়া ২০টী বটিকা প্রস্তুত করিবে, ঐ বটিকাগুলি গোধূমচূর্ণ সহ-যোগে রাখিয়া দিবে। যখন দেখিবে উপদংশীয় বিষজন্য গাত্রে সমুদায় ব্রণ নিঃশেষরূপে নির্গত হইয়াছে, তৎকালে এই ঔষধ সেবন করাইতে আরম্ভ করিবে। প্রথম তিন দিবস প্রত্যহ ৩টী করিয়া সেবন করাইবে, চতুর্থ দিবস হইতে প্রত্যহ এক একটী করিয়া দিবে, এরূপে ১৪ দিনে সমুদায় বটী নিঃশেষিত হইয়া রোগ শান্তি হইবে। পথ্য চিনি ও অল্প ঘৃতসংযুক্ত উষ্ণ অন্ন। জলপান বা জলস্পর্শ একবারে নিষিদ্ধ। অসহ্য তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে ইক্ষু ও দাড়িমাদি দ্বারা তাহা নিবারণীয়। মলত্যাগান্তে উষ্ণ জল দ্বারা শৌচক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া তৎক্ষণাৎ শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা গুহ্যদেশ মুছিয়া ফেলা উচিত। বায়ু, রৌদ্র ও অগ্নিতাপ একেবারে পরিবর্জ্জনীয়। বর্ষা বা শীত ঋতুই এই ঔষধ সেবনের উপযুক্ত কাল

ইহাতে যদি মুখরোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তন্নাশক চিকিৎসা করিবে। পরিশ্রম, পথপর্য্যটন, ভারবহন, অধ্যয়ন ও দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করা উচিত। সর্ব্বদা কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত তাম্বূল চর্ব্বণ করা আবশ্যক। ইহাতে কফ-নাশক অথচ বায়ু ও পিত্তের অবিরোধী ক্রিয়া বিধান করিবে। লবণ, অম্ল, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ এই সমস্ত এবং স্ত্রীলোকের মুখদর্শন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। এইরূপে সপ্তাহদ্বয় যাপন করিয়া পরে জাঙ্গল মাংসের যূষ আহার করা ব্যবস্থেয়। কিন্তু যাবৎ পূর্ব্ববৎ প্রকৃতি উপস্থিত না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত ব্যায়ামাদি আচরণ নিষিদ্ধ। এই সমস্ত নিয়মানুবর্ত্তী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ঔষধ সেবন করিলে উপদংশ ও তজ্জনিত পীড়কাদি প্রশমিত হইয়া তেজ ও বল বৃদ্ধি এবং অস্থি সকলের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়।

রসগুগ্গুলুঃ।

প্রাহ্যঃ পাতনযন্ত্রেণ শুদ্ধশ্চন্দ্রসমো রসঃ।
রক্তিকাশতমেতস্য শর্করা ত্রিগুণা ভবেৎ॥
ততশ্চতুর্গুণো গ্রাহ্যো গুগ্গুলুর্মহিষাক্ষকঃ।
ঘৃতং রসসমং দত্বামর্দ্দয়েচ্চ প্রযত্নতঃ॥
বিংশতির্বটিকাঃ কার্য্যা স্তিস্রস্তিস্রো দিনত্রয়ম্।
একাদশ দিনৈরন্যা দেয়া একাদশৈব তাঃ॥
সপ্তাহদ্বয়মেবঞ্চ কারয়েদ্ ভিষজাং বরঃ।
লবণং বর্জ্জয়েদ্ পথ্যে পাদার্দ্ধাশনমিষ্যতে॥
দিনদ্বয়ে ব্যতীতে তু পাদোনং পথ্যমাচরেৎ।
মসূরসূপং সগুড়ং ব্যঞ্জনং চাথ কল্পয়েৎ॥
পুনর্নবা পটোলানি তিক্তপত্রী চ গোক্ষুরম্।
পটুপত্রীং কোকিলাক্ষং শাকার্থে ঘৃতভর্জ্জিতম্॥
শর্করা লবণস্থানে বেশবারে ধনীয়কম্।
লবঙ্গাজাজী হিঙ্গূনি ধান্যকং জীরকাণি চ॥
পাকার্থে সম্প্রদাতব্যং সংস্কারার্থং ভিষগ্বরৈঃ।
ভৈরবস্য রসস্যাস্যাঃ ক্রিয়া শ্চাত্র প্রযোজয়েৎ॥
রসগুগ্গুলুরেবং হি সর্ব্বান্ জিত্বাময়ানয়ম্।
কুষ্ঠোপদংশনামানং ব্রণং বাতাদিসংযুতম্।
কামদেবপ্রতীকাশশ্চিরজীবী ভবেন্নরঃ॥

পাচনযন্ত্রে শোধিত পারদ ১০০ রতি, চিনি ৩০০ রতি, শোধিত মহিষাক্ষ গুগ্গুল ৪০০ রতি ও ঘৃত ১০০ রতি এই সমুদায় একত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২০টী বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনের নিয়ম পূর্ব্বোক্ত ভৈরবরসের ন্যায়, অর্থাৎ প্রথম তিন দিবস প্রত্যহ ৩টী করিয়া ও চতুর্থ দিবস হইতে ১টী করিয়া সেবনীয়। ১৪ দিনে সমুদায় ঔষধ নিঃশেষ হইবে। আহারের নিয়ম প্রথম দিবসে পাদাংশ, দ্বিতীয় দিবসে অর্দ্ধেক এবং তৎপরে পাদোন (৮০ আনা) পরিমাণে আহার করা কর্ত্তব্য। গুড়সংযুক্ত ব্যঞ্জন ও মসূরের দাইলের যূষ আহার করিতে দিবে। শাকের মধ্যে পূনর্নবা, পলূতা, তিক্তপত্রী (কাঁকরোল), গোক্ষুর, পটুপত্রী ও কুলেখাড়া এই সমুদায় ঘৃতে ভাজিয়া আহার করিতে দিবে। লবণ আহার নিষিদ্ধ। লবণের পরিবর্ত্তে চিনি এবং অন্য বাঁটনার পরিবর্ত্তে ধনের বাঁটনা ব্যবহার্য্য। অন্যান্য মসলার পরিবর্ত্তে লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, হিং ও জীরক ব্যবহার করিতে হইবে এবং ইহাতে ভৈরবরসোক্ত সমুদায় নিয়ম প্রতিপাল্য। রসগুগ্গুল

সেবন করিলে কুষ্ঠ ও উপদংশ প্রভৃতি নানারোগের ধ্বংশ হইয়া দেহের লাবণ্য ও আয়ুর বৃদ্ধি হয়।

ধূমঃ।

রসং বঙ্গঞ্চ খদিরং হরীতক্যাশ্চ ভস্মকম্।
কোমলং কদলীভস্ম গুবাকফলভস্ম চ ॥
এতৎ তোলকমানং স্যাদ্ধিঙ্গুলং হরিতালকম্।
গন্ধকং তুত্থকঞ্চাপি পদ্মকং সরলং তথা ॥
দ্বে চন্দনে দেবদারু বকমং কাষ্ঠমেব চ।
তথা কেশরকাষ্ঠঞ্চ মাষমাণং প্রকল্পয়েৎ ॥
একীকৃত্য চূর্ণয়িত্বা সর্ব্বং চাঙ্গেরিকাদ্রবৈঃ।
তুলসীপত্রজরসৈঃ পুরাতনগুড়েন চ ॥
ঘৃতেন সহ ষট্‌কার্য্যা বটিকা মন্ত্ররক্ষিতাঃ।
বেদনায়ামুৎকটায়াং চতস্রঃ শুক্লবাসসা ॥
বেষ্টয়িত্বা চ নির্ধূমাঙ্গারোপরি চ দাপয়েৎ।
তং ধূপং পরিগৃহ্নীয়াৎ নরো বস্ত্রাদিবেষ্টিতঃ ॥
মুখনাসা কর্ণ বহির্নিশ্বাসস্য নিরোধতঃ।
স্বেদে জাতেঽস্য নৈরুজ্যং সায়ং প্রাতর্দিনত্রয়ম্ ॥
মাসমাত্রন্ত পথ্যাশী শাকাম্লদধিবর্জ্জনম্।
গুর্ব্বন্নপায়সাদীনি কুপথ্যানি বিবর্জ্জয়েৎ ॥
দিনত্রয়ে ব্যতীতে তু স্নানমুষ্ণাম্বুনা চরেৎ।
এবং ধূমে কৃতে শান্তির্ব্রণাশ্চ পিড়কা অপি ॥
তথা শোথশ্চামবাতঃ খঞ্জতা পঙ্গুতাপি চ।
কুষ্ঠোপদংশশান্ত্যর্থং ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

শুদ্ধ রস, বঙ্গভস্ম, শ্বেতখদির, হরীতকীভস্ম, কোমল কদলীফুলভস্ম ও সুপারিভস্ম প্রত্যেক ১ তোলা; হিঙ্গুল, হরিতাল, গন্ধক, তুঁতে, পদ্মকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, দেবদারু, বকমকাষ্ঠ ও নাগেশ্বরকাষ্ঠ প্রত্যেক ১ মাষা এই সমুদায় একত্রিত ও চূর্ণ করিয়া লৌহপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা আমরুলের রস, তুলসীপত্রের রস, পুরাতন গুড় ও ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া ৬টী গুলি প্রস্তুত করিবে। ইহার ধূম গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার নিয়ম এই, রোগীর মুখ, নাসিকা ও কর্ণ ভিন্ন অপর সমস্ত গাত্র শুক্লবস্ত্রে আবৃত করিয়া এবং তাহার মধ্যে শরা প্রভৃতিতে নির্ধূম অঙ্গারাগ্নি রাখিয়া তাহাতে উল্লিখিত একটী গুলি নিক্ষেপ করিবে, ইহার ধূম সর্ব্বগাত্রে লাগিবে। পীড়ার আধিক্য দৃষ্ট হইলে ২টী অথবা ৪টী পর্য্যন্ত গুলির ধূম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। প্রাতে ও সায়ংকালে এই রূপ ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। এই ভাপরা দ্বারা অত্যন্ত ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া রোগ শান্তি হয়। ভাপরা লওয়া শেষ হইলে উঠিয়াই ঘর্ম্ম সকল শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া ফেলা উচিত। এইরূপে ৩ দিবসেই পীড়া আরোগ্য হয়। কিন্তু এক মাস সুপথ্য সেবন করিয়া অতি সাবধানে থাকিতে হইবে। শাক, অম্ল, দধি, গুরু অন্ন ও পায়স প্রভৃতি দ্রব্য ইহাতে কুপথ্য। ৩ দিবসের পর উষ্ণ জলে স্নান করা কর্ত্তব্য। এই ক্রিয়া দ্বারা কুষ্ঠ ও উপদংশ প্রভৃতি দুঃসাধ্য নানারোগের শান্তি হয়।

লেপাঃ।

বিষতিন্দু লৌহপাত্রে মলাক্তে নিম্বুকদ্রবৈঃ।
ঘর্ষেৎ কৃষ্ণসুধামূলং প্রত্যেকং মাক্ষিকং দৃঢ়ম্।
তুত্থং তদম্নু সূতঞ্চ লৌহদণ্ডেন তদ্‌যুতম্।
সর্ব্বং তদেকতাং যাতং তেন লিঙ্গং প্রলেপয়েৎ ॥

লেপে শুষ্কে পুনর্লেপং দদ্যাৎ শুষ্কে পুনস্তথা।
শুষ্কং ন ভ্রংসয়েল্লেপং শুষ্কস্যোপরি দাপয়েৎ ॥

মরিচাধরা লোহার পাত্রে লোহার দণ্ড দ্বারা বিষতিন্দুক মর্দ্দন করিবে, পরে যথাক্রমে সিজমূল, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে ও পারদ এই সমুদায় ঘর্ষণ করিয়া একত্রীভূত করিবে। ইহাদের দ্বারা লিঙ্গে প্রলেপ দিবে. ঐ প্রলেপ শুষ্ক হইলে তাহার উপরিভাগেই পুনর্ব্বার প্রলেপ দিবে, শুষ্ক প্রলেপ তুলিয়া ফেলিবে না, এক প্রলেপ শুষ্ক হইলে তাহার উপরিভাগে অপর প্রলেপ দিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিলে রোগ শান্তি হয়।

প্রপৌণ্ডরীকযষ্ট্যাহ্বসরলাগুরুদারুভিঃ।
সরাস্নাকুষ্ঠপৃথ্বীকৈর্বাতিকে লেপসেচনে ॥
নিচুলৈরণ্ডবীজানি যবগোধূমশক্তবঃ।
এতৈশ্চ বাতজে স্নিগ্ধৈঃ সুখোষ্ণৈঃ সম্প্রলেপয়েৎ ॥

বাতিক উপদংশে পুণ্ডরিয়া, যষ্টিমধু, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, দেবদারু, রাস্না, কুড় ও এলাইচ, এই সকল সমভাগে পেষণ করতঃ প্রলেপ দিবে এবং ঐ সকল দ্রব্যের কাথ দ্বারা পরিষেক প্রদান করিবে। হিজ্জলবীজ, ভেরেণ্ডার বীজ, যব, গোধূম ও ছাতু, এই সকল পেষণ করিবে পরে ঘৃতসংযুক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলে বাতজ উপদংশরোগ আরোগ্য হয়।

গৈরিকাঞ্জনমঞ্জিষ্ঠামধুকোশীরপদ্মকৈঃ।
সচন্দনোৎপলৈঃ স্নিগ্ধৈঃ পৈত্তিকং সম্প্রলেপয়েৎ ॥

গেরিমাটী, রসাঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেণারমূল, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল এই সকল পেষণ করতঃ ঘৃতসংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে পৈত্তিক উপদংশ প্রশমিত হয়।

পদ্মোৎপলমৃণালৈশ্চ সসর্জ্জার্জ্জুনবেতসৈঃ।
সর্পিঃ স্নিগ্ধৈঃ সমধুকৈঃ পৈত্তিকং সম্প্রলেপয়েৎ ॥

পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, মৃণাল, শাল, অর্জ্জুন, বেতস ও যষ্টিমধু, এই সকল পেষণ করতঃ ঘৃত মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে পৈত্তিক উপদংশ নিবারণ হয়।

সেচয়েচ্চ ঘৃতক্ষীরশর্করেক্ষুমধূদকৈঃ।
অথবাপি সুশীতেন কষায়েণ বটাদিনা ॥
শালাজকর্ণাশ্বকর্ণবচাত্বগ্‌ভিঃ কফোত্থিতম্।
সুধাপিষ্টাভিরুষ্ণাভিঃ সতৈলাভিঃ প্রলেপয়েৎ ॥
আরগ্বধাদিকাথেন পরিষেকঞ্চ দাপয়েৎ ॥
('অজকর্ণঃ' শালভেদঃ। 'অশ্বকর্ণঃ' গজহড়ঃ।)

ঘৃত, দুগ্ধ, চিনির সরবৎ, ইক্ষুরস ও মধুমিলিত জল, ইহার কোন একটী দ্বারা অথবা বটাদির কাথ শীতল করিয়া তদ্দ্বারা পরিষেক করিলে পৈত্তিক উপদংশ আরোগ্য হয়। শাল, পিয়াল, লতাশাল, বচ ও দারুচিনি, এই সকল দ্রব্য সুরা দ্বারা পেষণ করিবে, পরে তৈলমিশ্রিত করতঃ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে কফজ উপদংশ নষ্ট হয়। আরগ্বধাদিগণের কাথ দ্বারা পরিষেক প্রদান করিলেও কফজ উপদংশ আরোগ্য হয়।

নিম্বার্জ্জুনাশ্বত্থকদম্বশালং
জম্বূবটোদুম্বরবেতসৈশ্চ।
প্রক্ষালনালেপকৃতানি কুর্য্যাৎ
চূর্ণং সপিত্তপ্রভবোপদংশে ॥

নিম্ব, অর্জ্জুন, অশ্বত্থ, কদম্ব, শাল, জাম, বট, যজ্ঞডুমুর ও বেতস, এই সকল দ্বারা প্রলেপ দিলে বা ইহার

ক্বাথ দ্বারা পরিষেক করিলে রক্তজ ও পিত্তোদ্ভব উপদংশ প্রশমিত হয়।

উপদংশদ্বয়ে শেষে প্রত্যাখ্যায়াচরেৎ ক্রিয়াম্।
এতেষামেব যা যোগ্যা বীক্ষ্য দোষবলাবলম্॥
শস্ত্রেণোল্লেখয়েৎ ক্বাপি পাকমাগতমাশু বৈ।
তমপোহ্য তিলৈঃ সর্পিঃক্ষৌদ্রযুক্তৈঃ প্রলেপয়েৎ॥
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ ভৃঙ্গরাজরসেন বা।
ব্রণপ্রক্ষালনং কার্য্যমুপদংশপ্রশান্তয়ে॥

অবশিষ্ট দুই প্রকার উপদংশে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য চিকিৎসা দ্বারা নিবারণ করিবে। উপদংশ পাকিলে অনতিবিলম্বে শস্ত্র দ্বারা উল্লেখন করতঃ তিল, ঘৃত ও মধুসংযোগে প্রলেপ দিবে। ত্রিফলার ক্বাথ ও ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা প্রক্ষালন করিলে উপদংশ নষ্ট হয়।

বটাবরোহার্জ্জুন জম্বু পথ্যা
নিশা সলোধ্রা সমভাগপিষ্টা।
প্রলেপিতা নশ্যতি চোপদংশং
চূর্ণং চ দেয়ং বিমলাঞ্জনস্য॥

বটাবরোহ, অর্জ্জুন, জাম, হরীতকী, লোধ ও হরিদ্রা পেষণ করতঃ প্রলেপ দিলে উপদংশ প্রশমিত হয়।

উপদংশের ঘা পূরণার্থ বিমলাঞ্জন চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিবে।

নীলোৎপলানি কুমুদং পদ্মসৌগন্ধিকানি চ।
উপদংশেষু চূর্ণানি প্রদেহোঽয়ং প্রশস্যতে॥
বন্ধুকদলচূর্ণেন দাড়িমত্বগ্রজোঽথবা।
গুণ্ডনং বৃষণে শস্তং লেপঃ পূগফলেন বা॥

নীলোৎপল, কুমুদ, পদ্ম ও গন্ধক, এই সমুদায় চূর্ণ করতঃ উপদংশে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। বাঁদুলীবৃক্ষের পত্রচূর্ণ অথবা দাড়িমছালচূর্ণ ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে অথবা গুবাকফল ঘসিয়া প্রলেপ দিলে উপদংশ রোগ নিবারণ হয়।

শ্যোনাকনিম্ব ত্রিফলাভূনিম্ব ক্বাথমেব চ।
গুগ্‌গুলু ত্রিফলাচূর্ণৈঃ পিবেৎ ক্ষদিরশালয়োঃ॥

শোনা, নিম্ব, ত্রিফলা ও চিরাতা, ইহার ক্বাথে বা খদির ও শালকাষ্ঠের ক্বাথে গুগ্‌গুল ও ত্রিফলাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার উপদংশ প্রশমিত হয়।

সৌরাষ্ট্রং গৈরিকং তুত্থং পুষ্পকাসীসসৈন্ধবম্।
লোধ্রং রসাঞ্জনঞ্চাপি হরিতালং মনঃশিলা॥
হরেণুকৈলেঽপি তথা সংহৃত্য চূর্ণয়েৎ সমম্।
তচ্চূর্ণং ক্ষৌদ্রসংযুক্তমুপদংশেষু পূজিতম্॥

সৌরাষ্ট্র, গেরিমাটী, তুঁতিয়া, পুষ্পকাশীশ, সৈন্ধব, লোধ, রসাঞ্জন, হরিতাল, মনঃশিলা, রেণুকা ও এলাইচ, এই সকল চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করতঃ মধুসহযোগে প্রয়োগ করিলে উপদংশ আরোগ্য হয়।

পুটদগ্ধং কৃতং ভস্ম হরিতালং মনঃশিলা।
উপদংশবিসর্পাণামেতদ্ধানিকরং পরম্॥

হরিতাল ও মনঃশিলা সমভাগে পুটপাক করতঃ প্রয়োগ করিলে উপদংশ ও বিসর্প নষ্ট হয়।

দহেৎ কটাহে ত্রিফলাং তামসীং মধুসৈন্ধবম্।
উপদংশে প্রলেপোঽয়ং সদ্যো রোপয়তি ব্রণম্॥

ত্রিফলা, জটামাংসী, মধু ও সৈন্ধব, এই সকল সমভাগে কটাহে দগ্ধ করতঃ প্রলেপ দিলে সদ্যই উপদংশের ব্রণ নষ্ট হয়।

তিরীটাঞ্জনবল্লাঙ্ককোবিদারেভকেশরৈঃ।
লেপনং পুরুষব্যাধৌ জলপিষ্টৈঃ প্রশস্যতে ॥

লোধ, রসাঞ্জন, সীজ, বহেড়া, কাঞ্চন ও নাগকেশর, এই সকল দ্রব্য জল দ্বারা পেষণ করতঃ প্রলেপ দিলে উপদংশ নষ্ট হয়।

রসাঞ্জনং শিরীষেণ পথ্যয়া বা সমন্বিতম্।
সক্ষৌদ্রং লেপনং যোজ্যং সর্ব্বাঙ্গগদাপহম্ ॥

রসাঞ্জন, শিরীষ ও হরীতকী, এই সকল সমভাগে পেষণ করতঃ মধু মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে উপদংশ নষ্ট হয়।

ভার্গীসম্ভবশিখরিজমূলং ভদ্রশ্রিয়ঃ সুসম্পিষ্টম্।
মনঃশিলা চ মধুনা শময়ত্যুপদংশমচিরেণ ॥
শস্ত্রধৌতং প্রযত্নেন লিঙ্গোত্থমবচূর্ণয়েৎ।
রোগং কাসীসচূর্ণেন পুরুষঃ সুখমাপ্নুয়াৎ ॥

বামনহাটীমূল, আপাঙ্গমূল, চন্দন ও মনঃশিলা, এই সকল পেষণ করতঃ মধুর সহিত মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে উপদংশ শীঘ্র প্রশমিত হয়। উপদংশ রোগে উত্তমরূপ ধৌত করতঃ হিরাকস চূর্ণ প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

করবীরস্য মূলেন পরিপিষ্টেন বারিণা।
অসাধ্যাপি ব্রজত্যস্তং লিঙ্গোত্থা রুক্ প্রলেপনাৎ ॥

করবীরমূল জল দ্বারা পেষণ করতঃ প্রলেপ দিলে অসাধ্য উপদংশও আরোগ্য হয়।

ত্বচো দারুহরিদ্রায়াঃ শঙ্খনাভী রসাঞ্জনম্।
লাক্ষা গোময়নির্যাসৈস্তৈলং ক্ষৌদ্রং ঘৃতং পয়ঃ ॥
এভিস্তু পিষ্টৈস্তুল্যাংশৈরুপদংশং প্রলেপয়েৎ।
ব্রণাশ্চ তেন শাম্যন্তি শ্বয়থুর্দাহ এব চ ॥

দারুহরিদ্রার ছাল, শঙ্খনাভি, রসোত, লাক্ষা, গোময়রস, তিলতৈল, গব্যঘৃত ও গোদুগ্ধ এই সমুদায় সমান ভাগে লইয়া পেষণ করিয়া উপদংশে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

বরাদিবটকঃ।

বরানিম্বার্জ্জুনাশ্বত্থখদিরাসনবাসকৈঃ।
চূর্ণিতৈর্গুগ্গুলুসমৈর্বটকানক্ষসম্মিতান্ ॥
কর্ত্তব্যা নাশয়ন্ত্যাশু সর্ব্বান্ লিঙ্গসমুত্থিতান্।
উপদংশানসৃগ্‌দোষান্ তথা দুষ্টব্রণানপি ॥

ত্রিফলা, নিম্ব, অর্জ্জুন, অশ্বত্থ, খদির, শাল ও বাসক, এই সকল চূর্ণ সমভাগ এবং গুগ্‌গুল সমস্ত চূর্ণের সমান, এই সকল দ্রব্য একত্র করতঃ ২ তোলা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার উপদংশ, রক্তদোষ ও দুষ্টব্রণ নষ্ট হয়।

সারিবাদ্যবলেহঃ।

সারিবায়াঃ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তস্মিন্ পাদাবশেষে‍তু গুড়ূচী শতমূলিকা ॥
বিদারী জীবনী ত্রিবৃৎ কটুকা ত্রিফলা তথা।
কুটৈরেলা ত্রায়মাণা চ প্রত্যেকার্দ্ধপলং মতম্ ॥
সুপিষ্টং নিক্ষিপেত্তত্র শীতে মধু পলাষ্টকম্।
ক্ষীরাম্বুপানযোগেন পিবেৎ তোলকসম্মিতম্ ॥
প্রমেহাশ্চোপদংশশ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ পীড়কাঃ।
নশ্যন্তি স্বপরে রোগা রক্তদুষ্ট্যা ভবন্তি যে ॥

পারদবিকৃতিশ্চাপি সন্দেহো নাত্র কশ্চন।
মুক্তশ্চ সর্ব্বরোগেভ্যো বলবর্ণাগ্নিসংযুতঃ।
মানবঃ সিদ্ধকামোঽস্মাচ্ছীঘ্রং ভবতি নিশ্চিতম্॥

অনন্তমূল, ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। প্রক্ষেপার্থ গুলঞ্চ, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, যষ্টিমধু, মুগানি, মাষাণি, জীবন্তী, তেউড়ী, কটুকী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ছোট এলাইচ ও বলাডুমুর, প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা। শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া ১ তোলা মাত্রায় দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উপদংশ, বিংশতি প্রকার প্রমেহ, প্রমেহজন্য পিড়কা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অবৈধ পারদ সেবনজনিত পীড়া প্রভৃতির নিবৃত্তি হয় এবং শরীর বলবীর্য্যসম্পন্ন হয়।

রসশেখরঃ।

পারদঞ্চাহিফেনঞ্চ দ্বির্দ্বাদশ চ রক্তিকম্।
অয়ঃপাত্রে নিম্বকাষ্ঠে মর্দ্দয়েত্তুলসীদ্রবৈঃ॥
তস্মিন্ সংমূর্চ্ছিতে দদ্যাদ্দরদং রসসম্মিতম্।
মর্দ্দয়েচ্চ তুলস্যৈব ততশ্চৈতানি দাপয়েৎ॥
জাতীকোষফলে চৈব পারাসীয়যমানিকাম্।
আকারকরভং চৈব দ্বাত্রিংশদ্রক্তিকাং প্রতি॥
মর্দ্দয়েত্তুলসীতোয়ৈরেতেষাং দ্বিগুণং শুভম্।
দদ্যাৎ খদিরসত্ত্বঞ্চ বটিকা চণকপ্রভা॥
সায়ং দ্বে দ্বে প্রযোজ্যে চ লবণাম্লঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
গলৎকুষ্ঠং তথা স্ফোটান্ দুষ্টান্ গর্দ্দভিকামপি॥
যে স্যুর্ব্রণা নৃণামঙ্গে উপদংশপুরঃসরাঃ।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু সিদ্ধোঽয়ং রসশেখরঃ॥

পারদ ২ রতি, অহিফেন ১২ রতি এই দুই দ্রব্য লৌহপাত্রে নিম্বদণ্ডে তুলসীর রসে মাড়িয়া তাহার সহিত হিঙ্গুল ২ রতি মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার তুলসীর রসে মাড়িবে, পশ্চাৎ জয়িত্রী, জায়ফল, খোরাসানী যমানী ও আকরকরা বচ, প্রত্যেক ৩২ রতি ও এই সকলের দ্বিগুণ খদির উহার সহিত সংযুক্ত করিয়া তুলসীর রসে মাড়িয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। প্রত্যহ সায়ংকালে দুইটী করিয়া প্রযোজ্য। ইহাতে উপদংশ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

ঔপসর্গিকোপদংশচিকিৎসা—

পিড়কামুপদংশস্য দহেৎ ক্ষারনিপাততঃ।
ব্যাধিস্তেনশমং যাতি ন কাশ্চিদ্ব্যাপদোঽপরাঃ॥

উপদংশের পিড়কা প্রকাশিত হইলেই ক্ষারবিন্দুপাত দ্বারা উহা দগ্ধ করা উচিত। ইহাতে পীড়ার শান্তি হয় এবং ভবিষ্যতে কোন উপদ্রব উপস্থিত হইতে পারে না।

কর্ষং শোধিতসূতস্য কঠিন্যাস্তদ্দ্বয়ং তথা।
যত্নতো মর্দ্দয়েৎ তাবদ্ যাবৎ সূতো ন দৃশ্যতে॥
অস্য গুঞ্জাদ্বয়ং খাদেৎ প্রত্যহং ত্রিঃ পুটস্থিতম্।
দন্তবেষ্টব্যথায়াঞ্চ লালাস্রাবে চ তৎ ত্যজেৎ॥
রসচূর্ণস্য কর্পূররসস্যাপি নিষেবণাৎ।
অনেন বিধিনৈবাসৌ গদো ঘোরঃ প্রশাম্যতি॥

শোধিত পারদ ২ তোলা ও ফুলখড়ি ৪ তোলা একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া নিশ্চন্দ্র করিবে। ইহার ২ রতি

ময়দার ঠুলির মধ্যস্থ করিয়া প্রত্যহ ৩ বার সেবনীয়। দন্তবেষ্টে বেদনা ও লালাস্রাব হইতে আরম্ভ হইলে ঔষধ সেবন পরিত্যাগ করিবে। রসচূর্ণ ও রসকর্পূরও এই নিয়মে সেবনীয়। রসকর্পূরের মাত্রা অর্দ্ধ সর্ষপ।

চূর্ণদ্রব-কৃষ্ণদ্রব-পীতদ্রবাঃ।

পলার্দ্ধপ্রমিতং চূর্ণং তোয়ে পঞ্চশরাবকে।
ক্ষিপ্ত্বা বিলোড্য সম্যক্ চ চতুর্যামাস্ততঃ পরম্।
স্বচ্ছাংশমূর্দ্ধগঞ্চাস্য গৃহ্নীয়াদতিযত্নতঃ।
ইদং চূর্ণোদকঞ্চাম্লনাশনং ব্রণমেহনুৎ।
দ্বিপলে চূর্ণতোয়েঽস্মিন্ রসচূর্ণস্য মাষকম্।
ক্ষিপ্ত্বা সম্মিশ্রয়েৎ তাবৎ যাবৎ কৃষ্ণপ্রভংজলম্॥
কৃষ্ণদ্রবেণ চানেন ক্ষালনং ব্রণহৃৎ পরম।
উপদংশে বিশেষেণ শস্তমেতন্মহৌষধম্॥
সার্দ্ধদ্বিপলমানেঽস্মিন্ নিক্ষিপেন্নবরক্তিকম্।
কর্পূররসমেতেন কৃত্বা পীতদ্রবৌষধম্॥
ব্রণং পাপোপদংশস্য ক্ষালয়েৎ তেন বারিণা।
এতচ্চ পরমং প্রোক্তমৌষধং বিবুধৈরিহ॥

পাঁচ সের পরিমিত জলে বাখারি-চূণ ৪ তোলা নিক্ষিপ্ত ও উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ৪ প্রহরকাল রাখিবে। পরে উপরের স্বচ্ছাংশ যত্নপূর্ব্বক ঢালিয়া লইবে। ইহার নাম চূর্ণোদক। চূর্ণোদক ব্যবহারে অম্লরোগ, ক্ষত ও মেহ নষ্ট হয়। ২ পল পরিমিত চূর্ণের জলে ১ মাষা রসচূর্ণ নিক্ষিপ্ত করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে কৃষ্ণদ্রব প্রস্তুত হয়। এই কৃষ্ণদ্রবে উপদংশের ক্ষত প্রক্ষালনে বিশেষ উপকার দর্শে। এইরূপ ২০ তোলা চূর্ণের জলে ৯ রত্তি পরিমিত রসকর্পূরচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পীতদ্রব প্রস্তুত করা যায়, ইহার দ্বারাও উপদংশের শান্তি হয়। কৃষ্ণ ও পীতদ্রবে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া ক্ষতে লাগাইয়া রাখিলে উপদংশ নষ্ট হয়।

ব্রধ্নচিকিৎসা—

বিদ্রধৌ যা ক্রিয়া প্রোক্তা
ব্রধ্নরোগেঽপি সা হিতা।

ব্রধ্নরোগের (বাগী) চিকিৎসা বিদ্রধির চিকিৎসার ন্যায় অর্থাৎ প্রথমতঃ তাপস্বেদ, প্রলেপ, রক্তমোক্ষণাদি এবং পাকিলে শস্ত্রপ্রয়োগাদি কর্ত্তব্য।

গৌণোপদংশে বিষমে পিত্তঘ্নঞ্চাস্রশোধনম্।
সরং ভেষজমন্নঞ্চ পানঞ্চাপি বিনির্দ্দিশেৎ॥

মুখ্যোপদংশ উপশমিত হইলেও কালান্তরে অতিকষ্টপ্রদ ও দুষ্প্রতীকার্য্য গৌণোপদংশ উপস্থিত হয়। ইহাতে পিত্তনাশক, শোণিতদোষসংশোধক এবং সারক ঔষধ ও অন্ন পান ব্যবস্থা করিবে।

অনন্তাদ্যং ঘৃতম্।

অনন্তামলকীদ্রাক্ষাঃ কাকোলীযুগলং বরীম্।
এলাদ্বয়ং বিদারীঞ্চ মধুকং মধুকং মুরাম্।
ত্রিফলাং স্বর্ণপর্ণাঞ্চ বীজং গোক্ষুরসম্ভবম্।
দশমূলং তালমূলীং ত্রিবৃতামিন্দ্রবারুণীম্।
নীলিনীং শূকশিম্ব্যাশ্চ বীজং কর্ষপ্রমাণতঃ।
কল্কীকৃত্য পচেৎ প্রস্থে সর্পিষঃ শারিবাম্ভসা॥
ঘৃতমেতদনন্তাদ্যমুপদংশবিনাশনম্।
রসায়নং পরং বৃষ্যমস্রদোষনিসূদনম্॥

গব্যঘৃত ৪ সের। অনন্তমূলের স্বরস ১৬ সের। কল্কার্থ অনন্তমূল, আমলা, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শতমূলী, ছোট এলাইচ, বড়এলাইচ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মৌলফল, যষ্টিমধু, একাঙ্গী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, সোনামুখী, গোক্ষুরবীজ, দশমূল, তালমূলী, তেউড়ীমূল, রাখালশসা, নীলমূল ও আলকুশীবীজ প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত সেবন করিলে উপদংশ ও রক্তদোষ বিনষ্ট হয়। ইহা অতিশয় বলকারক ও রসায়ন। মাত্রা ২ তোলা।

ভেষজং কুষ্ঠশমনং বাতরক্তহরং তথা।
গৌণে মুখ্যে চ সংযোজ্যমুপদংশে যথাযথম্॥

কুষ্ঠ ও বাতরক্ত রোগে যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয়, গৌণ এবং মুখ্য উপদংশেও বিবেচনা করিয়া তৎসমুদায় প্রয়োগ করিবে।

পাপপ্রমেহী বাতাস্রী কুষ্ঠী পাপোপদংশবান্।
ন ভজেদঙ্গনাং নাপি তদ্‌গদিন্যঙ্গনা নরম্॥

পাপমেহ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ ও পাপোপদংশ এই সকল পীড়াগ্রস্ত পুরুষের স্ত্রীসহবাস এবং স্ত্রীর পুরুষ সহবাস অকর্ত্তব্য।

পথ্যাপথ্যানি।

রক্তশালিং যবং মুদ্গং ঘৃতং শিগ্রুফলং তথা।
পটোলং তিক্তবর্গঞ্চ নিষেবেত্তোপদংশবান্॥

দাউদখানি তণ্ডুল, যব, মুগ, ঘৃত, সজিনাডাঁটা, পটোল ও তিক্তদ্রব্যসমূহ এই পীড়ায় হিতকর।

দিবানিদ্রাঞ্চ গুর্ব্বন্নং বেগসন্ধারণং গুড়ম্।
মদ্যমায়াসমম্লঞ্চ বর্জ্জয়েদুপদংশবান্॥

দিবানিদ্রা, গুরু অন্ন, গুড়, মদ্য, অম্লদ্রব্য, মূত্রাদির বেগধারণ ও পরিশ্রম এই সমুদায় ইহাতে অনিষ্টকর।

লিঙ্গার্শশ্চিকিৎসা—

অঙ্কুরৈরিব সঞ্জাতৈরুপর্য্যুপরি সংস্থিতৈঃ।
ক্রমেণ জায়তে বর্ত্তিস্তাম্রচূড়শিখোপমা॥
কোষস্যাভ্যন্তরে সন্ধৌ পর্ব্বসন্ধিগতাপি বা।
লিঙ্গবর্ত্তিরিতি খ্যাতা লিঙ্গার্শ ইতি চাপরে।
অবেদনা পিচ্ছিলা চ দুশ্চিকিৎস্যা ত্রিদোষজা॥

লিঙ্গের উপরি মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া ক্রমান্বয়ে উপর্য্যুপরি সংস্থিত ও কুক্কুটের চূড়ার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে লিঙ্গার্শ বলে। এই রোগ অণ্ডকোষের অভ্যন্তরে মেঢ্রসন্ধিতে ও বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে উৎপন্ন হয়। ইহা বেদনাহীন ও পিচ্ছিল। লিঙ্গার্শ ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা দুশ্চিকিৎস্য।

স্বর্জিকাতুত্থশৈলেয়মঞ্জনং রসাঞ্জনম্।
মনঃশিলালে চ সমং চূর্ণং মাংসাঙ্কুরাপহম্॥

স্বর্জিকাক্ষার, তুঁতে, শৈলজ, সৌবীরাঞ্জন, রসাঞ্জন, মনঃশিলা ও হরিতাল এই সকল চূর্ণ প্রয়োগ করিলে লিঙ্গার্শ নষ্ট হয়।

শুভে তু চারটীমূলং বৃষমূত্রেণ পেষয়েৎ।
চর্ম্মকীলান্নিহন্ত্যাশু প্রলেপাৎ সাধনোত্তবান্॥

শুভদিনে স্থলপদ্মিনীর মূল উত্তোলন করিয়া বৃষের মূত্রদ্বারা পেষণ করতঃ প্রলেপ দিলে চর্ম্মকীল বিনষ্ট হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামুপদংশাধিকারঃ।

শূকদোষাধিকারঃ।

শূকদোষেষু সর্ব্বেষু পিত্তঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্।
হিতঞ্চ সর্পিষঃ পানং পথ্যঞ্চাপি বিরেচনম্।
হিতঃ শোণিতমোক্ষশ্চ যচ্চাপি লঘু ভোজনম্॥

জলশূক (বিষকীটবিশেষ) প্রভৃতির প্রলেপ দ্বারা লিঙ্গ স্থূল ও বৃহৎ করিবার চেষ্টা করিলে কিছুদিন পরে লিঙ্গে স্ফোটক সদৃশ নানাবিধ পীড়া উপস্থিত হয়, এই পীড়ার নাম শূকদোষ। ইহার কারণ ও প্রকারাদি রোগ নিশ্চয় (নিদান) গ্রন্থ দৃষ্টে জ্ঞাতব্য। এই রোগে কুষ্ঠরোগোক্ত পঞ্চতিক্তাদি ঘৃত পান, হরীতকী প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ সেবন, রক্তমোক্ষণ ও লঘু আহার ব্যবস্থেয়।

সর্ষপীচিকিৎসা—

সর্ষপীং লিখিতাং সূক্ষ্মৈঃ কষায়ৈরবচূর্ণয়েৎ।
তৈরেবাভ্যঞ্জনং তৈলং সাধয়েদ্ ব্রণরোপণম্॥
ক্রিয়েয়মবমন্থেঽপি রক্তং স্রাব্যং তথোভয়োঃ।
অষ্ঠীলায়াং হৃতে রক্তে শ্লেষ্মগ্রন্থিবদাচরেৎ॥

শূকদোষোৎপন্ন সর্ষপিকা নামক পিড়কা (ব্রণ) উৎপন্ন হইলে উহা শেওড়া প্রভৃতির পত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া কিংশুক, মঞ্জিষ্ঠা অথবা অশ্বত্থ ও বটাদির ছাল প্রভৃতি কষায় দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা অবকীর্ণ করিবে এবং উহাদেরই ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা পাচিত তৈল মর্দ্দন করিতে দিবে। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা ক্ষত শুষ্ক হয়। ইহাতে রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য। অবমন্থরোগেও উল্লিখিত ক্রিয়া সমস্ত কর্ত্তব্য। অষ্ঠীলা রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া শ্লৈষ্মিক গ্রন্থির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

কুম্ভিকাচিকিৎসা—

কুম্ভিকায়াং হরেদ্রক্তং পক্বায়াং শোধিতে ব্রণে।
তিন্দুক ত্রিফলা লোধ্রৈর্লেপস্তৈলঞ্চ রোপণম্॥

কুম্ভিকারোগে রক্তমোক্ষণ করিবে। উহা পাকিলে পূয়াদি নিঃসারণ করিয়া গাব, ত্রিফলা ও লোধ এই সমুদায়ের প্রলেপ এবং ক্ষতশোষক তৈল প্রদান করিবে।

অলজীচিকিৎসা—

অলজ্যাং কুর্য্যাদুক্তায়ামেবমেব ক্রিয়াক্রমঃ।
স্বেদয়েৎ কথিতং স্নিগ্ধং নাড়ীস্বেদেন বুদ্ধিমান্।
সুখোষ্ণৈরুপনাহৈশ্চ সুস্নিগ্ধৈরুপনাহয়েৎ॥

অলজীরোগে রক্ত দূষিত থাকিলে কুম্ভিকার ন্যায় চিকিৎসা করিবে এবং স্বেদাদি প্রদানানন্তর সুস্নিগ্ধ ঈষদুষ্ণ প্রলেপ দিবে।

উত্তমাচিকিৎসা—

উত্তমাখ্যান্তু পিড়কাং সংছিদ্য বড়িশোদ্ধৃতাম্।
কল্কৈশ্চূর্ণৈঃ কষায়াণাং ক্ষৌদ্রযুক্তৈরুপাচরেৎ॥

উত্তমা নামক পিড়কা (ব্রণ) ছেদন করিয়া বড়িশদ্বারা তুলিয়া কষায় দ্রব্যের কল্ক ও চূর্ণ মধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া লেপন করিবে।

পুষ্কর্য্যাদিচিকিৎসা—

ক্রমঃ পিত্তবিসর্পোক্তঃ পুষ্করীমূঢ়য়োর্হিতঃ।
ত্বক্‌পাকে স্পর্শহান্যাঞ্চ সেচয়েন্মৃদিতং পুনঃ।
বলাতৈলেন কোষ্ণেন মধুরৈশ্চোপনাহয়েৎ॥

পুষ্করী ও মূঢ় নামক ব্রণে পিত্ত-বিসর্পোক্ত ক্রিয়া এবং ত্বক্‌পাক ও স্পর্শহানিতে সেচনক্রিয়া কর্ত্তব্য। মৃদিত রোগে বেড়েলার ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা সিদ্ধ তৈল মর্দ্দন করিলে উপকার দর্শে।

শতপোনকচিকিৎসা—

রসক্রিয়া বিধাতব্যা লিখিতাশতপোনকে।
পৃথক্‌পর্ণ্যাদি সিদ্ধন্ত তৈলং দেয়মনন্তরম্॥

লিখিতা (গ্রথিত নামক পিড়কা) ও শতপোনক পীড়ায় রসক্রিয়া করিয়া চাকুলে প্রভৃতির দ্বারা সিদ্ধ তৈল লেপন করিবে।

শোণিতার্ব্বুদচিকিৎসা—

রক্তবিদ্রধিবচ্চাপি ক্রিয়া শোণিতজেঽর্ব্বুদে॥

শূকদোষোৎপন্ন শোণিতার্ব্বুদে রক্তবিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

কষায় কল্ক সর্পীংষি তৈলং চূর্ণং রসক্রিয়াম্।
শোধনে রোপণে চৈব বীক্ষ্য বীক্ষ্যাবচারয়েৎ॥

পূয়াদি নিঃসারণ ও ক্ষত শোধনার্থ কষায় দ্রব্যের কল্ক দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত, তৈল ও রসক্রিয়া যথাস্থলে ব্যবস্থা করিবে।

অর্ব্বুদাদিচিকিৎসা—

অর্ব্বুদং মাংসপাকঞ্চ বিদ্রধিং তিলকালকম্।
প্রত্যাখ্যায় প্রকুর্ব্বীত ভিষক্ তেষাং প্রতিক্রিয়াম্।
সর্ব্বেষাং শূকদোষাণাং ক্রিয়াং ব্রণবদাচরেৎ।
উপদংশাধিকারোক্তমৌষধং শূকদোষতঃ॥

শূকদোষোৎপন্ন অর্ব্বুদ, মাংস-পাক, বিদ্রধি ও তিলকালক এই সমুদায় রোগ দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া ইহা উল্লেখন করিয়া চিকিৎসা করিবে। শূকদোষ-জাত যাবতীয় পীড়ায় ব্রণবৎ চিকিৎসা কর্ত্তব্য এবং উপদংশাধিকারোক্ত সমস্ত ঔষধ প্রয়োজ্য।

দার্ব্বীতৈলম্।

দার্ব্বী স্বরস যষ্ট্যাহ্ব গৃহধূম নিশাযুগৈঃ।
তৈলমভ্যঞ্জনে পানে মেঢ্ররোগং নিবারয়েৎ॥

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ দারু-হরিদ্রা, তুলসী, যষ্টিমধু, গৃহের ঝুল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা মিলিত ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। শূকদোষাদি রোগে এই তৈল ব্যবহার্য্য।

পথ্যাপথ্যানি।

শূকরোগেষু পথ্যানি সর্পিঃ শালির্যবো বচা।
মুদ্গযূষো দাড়িমঞ্চ পটোলং বালমূলকম্।
শিগ্রুকর্কোটকং চৈব বেত্রাগ্রঞ্চ কঠিল্লকম্।
পত্তূরং সৈন্ধবং তৈলং কূপস্থ সলিলং তথা॥

শূকরোগে ঘৃত, শালিতণ্ডুল, যব, বচ, মুগের যূষ, দাড়িম, পটোল, কচি-মূলা, সজিনাফল, কাঁকরোল, বেতসের

ডগা, করলা, শালিঞ্চশাক, সৈন্ধবলবণ, তিল ও কূপোদক এই সমস্ত হিতকর।

ধারণং মূত্রবেগস্য দিবানিদ্রা চ মৈথুনম্।
ব্যায়াম গুরু ভোজ্যঞ্চ ন হিতানি তথা গুড়ঃ॥

মূত্রবেগ ধারণ, দিবানিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম এবং গুড় ও অন্যান্য গুরুপাক দ্রব্য ইহাতে অনিষ্টকর।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং শূকদোষাধিকারঃ।

পারদবিকারাধিকারঃ।

অহন্যহনি সেবেত বলিং রক্তিচতুষ্টয়ম্।
শুদ্ধগন্ধাদৃতে নাস্তি ভেষজং কিঞ্চিদুত্তমম্॥

শোধিত গন্ধক, পারদজনিত রোগ সমূহের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রতিদিন ৪ রতি করিয়া শোধিত গন্ধক সেবন করিলে পারদবিকার নষ্ট হইয়া থাকে।

ত্রিফলাদিকাথঃ।

ত্রিফলা কটুকাভীরু পটোলামৃতপর্পট-
কাথং পীত্বা জয়েজ্জন্তু রোগং দুষ্টসুতোদ্ভবম্॥

ত্রিফলা, কটুকী, শতমূলী, পটোলপত্র, গুলঞ্চ ও ক্ষেতপাপড়া ইহাদের কাথ সেবন করিলে, দুষ্টপারদজনিত রোগ সকল বিনষ্ট হয়।

বাতশোণিত কুষ্ঠোক্তং কাথগুগ্গুলুকাদিকম্।
শারিবাদ্যবলেহঞ্চ বাতরক্তান্তকঞ্চ যৎ॥
তৎসর্ব্বং যোজয়েদ্বৈদ্যো জ্ঞাত্বা ব্যাধের্বলাবলম্।
মহারুদ্রগুড়ূচ্যাখ্যং কন্দর্পসারনামকম্॥
ব্রণরাক্ষসতৈলঞ্চ নাড়ীব্রণনিসূদনম্।
তৈলং বৃহন্মরীচাদ্যং যথাযোগং প্রকল্পয়েৎ॥

পারদবিকারে বাতরক্ত ও কুষ্ঠাধিকারোক্ত যাবতীয় কাথ ও গুগ্গুল্বাদি এবং বাতরক্তান্তক ঔষধ ও সারিবাদ্যবলেহ, ব্যাধির বলাবল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। মহারুদ্রগুড়ূচী তৈল, কন্দর্পসার তৈল, ব্রণরাক্ষস তৈল, নাড়ীব্রণনিসূদন তৈল ও বৃহন্মরীচাদ্য তৈল যথাযোগ্য প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবে।

সারিবাদ্যবলেহঃ।

শারিবায়াঃ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তস্মিন্ পাদাবশেষে্ গুড়ূচী শতমূলিকা॥
বিদারী জীবনী ত্রিবৃৎ কটুকা ত্রিফলা তথা।
ক্ষুদ্রৈলা ত্রায়মাণা চ প্রত্যেকার্দ্ধপলং মতম্॥
সুপিষ্টং নিক্ষিপেত্তত্র শীতে মধু পলাষ্টকম্।
ক্ষীরাম্বুপানযোগেন পিবেৎ তোলকসম্মিতম্॥
প্রমেহাংশ্চোপদংশশ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ পীড়কাঃ।
নশ্যন্তি হ্যপরে রোগা রক্তদুষ্ট্যা ভবন্তি যে॥
পারদবিকৃতিশ্চাপি সন্দেহো নাত্র কশ্চন।
মুক্তশ্চ সর্ব্বরোগেভ্যো বলবর্ণাগ্নিসংযুতঃ।
মানবো সিদ্ধকামোঽস্মাচ্ছীঘ্রং ভবতি নিশ্চিতম্॥

অনন্তমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। প্রক্ষেপার্থ গুলঞ্চ, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাকলা, যষ্টিমধু, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, তেউড়ী, কটুকী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ছোট এলাইচ ও বলাডুমুর, প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা। শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া ১ তোলা মাত্রায় দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উপদংশ, বিংশতিপ্রকার

প্রমেহ, প্রমেহজন্য পিড়কা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অবৈধ পারদ সেবনজনিত পীড়া প্রভৃতির নিবৃত্তি হয় এবং শরীর বলবীর্যসম্পন্ন হয়।

সারিবাদিকষায়ঞ্চ সায়ং প্রাতঃ পিবেন্নরঃ ॥

সারিবাদি কষায় সায়ং ও প্রাতঃ-কালে যথাবিধি পান করিলে পারদ-বিকৃতি পীড়া নিবৃত্তি হয়।

পথ্যাপথ্যানি ।

বাতরক্তে তথা কুষ্ঠে পথ্যানি যানি তানি চ ।
শিবতেজোভবেরোগে নির্দ্দিশেৎকুশলো ভিষক্ ।

বাতরক্তে ও কুষ্ঠরোগে যে সমস্ত পথ্য নির্দ্দিষ্ট আছে, পারদজনিত রোগে সেই সকল পথ্য ব্যবহার করিবে।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং পারদবিকারাধিকারঃ ।

উরুস্তম্ভাধিকারঃ।

শ্লেষ্মণঃ ক্ষপণং যস্মান্ন চ মারুতকোপনম ।
তৎ সর্ব্বং সর্ব্বদা কার্য্যমূরুস্তম্ভস্য ভেষজম্ ॥
তস্য ন স্নেহনং কার্য্যং ন বস্তির্ন বিরেচনম্ ।
সর্ব্বো রুক্ষক্রমঃ কার্য্যস্তত্রাদৌ কফনাশনঃ ।
পশ্চাদ্বাতবিনাশায় কৃৎস্নঃ কার্য্যঃ ক্রিয়াক্রমঃ ॥

উরুস্তম্ভ রোগে যাহাতে শ্লেষ্ম নষ্ট হয় অথচ বায়ু প্রকুপিত না হয়, এরূপ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। এই রোগে বস্তি, বিরেচন বা স্নিগ্ধ ক্রিয়া নিষিদ্ধ। ইহাতে অগ্রে কফনাশক রুক্ষ ক্রিয়া করিয়া পশ্চাৎ বায়ুনাশের চেষ্টা করিবে।

শিলাজতুং গুগ্‌গুলুং বা পিপ্পলীমথ নাগরম্ ।
উরুস্তম্ভে পিবেন্মূত্রৈর্দশমূলীরসেন বা ॥

উরুস্তম্ভে শিলাজতু, গুগ্‌গুল, পিঁপুল অথবা শুঁঠ, গোমূত্র বা দশমূলের কাথের সহিত সেবনীয়।

ভল্লাতকামৃতা শুণ্ঠী দারু পথ্যা পুনর্নবাঃ ।
পঞ্চমূলীদ্বয়োন্মিশ্রা উরুস্তম্ভনিবর্হণাঃ ॥

ভেলা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা ও দশমূল ইহাদের কাথ সেবন করিলে অতি দুঃসাধ্য উরুস্তম্ভ রোগ নষ্ট হয়।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূল ভল্লাতকাথ এব বা ।
কল্কো বা সমধুর্দেয় উরুস্তম্ভবিনাশনঃ ॥

পিঁপুল, পিঁপুলমূল, ভেলার মুটী, ইহাদের কাথ বা কল্ক মধুর সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভ রোগ নষ্ট হয়।

ত্রিফলা চব্য কটুকং গ্রন্থিকং মধুনা লিহেৎ ।
উরুস্তম্ভবিনাশায় পুরং মূত্রেণ বা পিবেৎ ॥
(অত্র কটুকং ত্রিকটু।)

মধুর সহিত ত্রিফলা, চই, ত্রিকটু ও পিঁপুলমূল কিংবা গোমূত্রের সহিত গুগ্‌গুল সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

লিহ্যাদ্ বা ত্রিফলাচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ কটুকাযুতম্ ।
সুখাম্বুনা পিবেদ্ বাপি চূর্ণং ষড়্ধরণং নরঃ ॥
(ষড়্ধরণো যোগ উক্ত এব বাতব্যাধৌ ।
অত্র দশমূলীরসেন গুগ্‌গুলুঃ সিদ্ধফলঃ ।)

ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণ মধুর সহিত সেবনে উপকার হয়। এই পীড়ায় বাত-রোগোক্ত ষড়্ধরণ যোগ উষ্ণ জলের

সহিত সেবনীয়। দশমূলের ক্বাথের সহিত গুগ্‌গুলও বিশেষ উপকারী।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানং বা মাক্ষিকেণ গুড়েন বা।
স্নেহবর্জী পিবেদত্র চূর্ণং ষড়ূষণং নরঃ।
হিতমুষ্ণাম্বু বা তদ্বৎ পিপ্পল্যাদিগণৈঃ কৃতম্॥

মধু বা পুরাতন গুড়ের সহিত পিপ্পলীবর্দ্ধমান যোগ অর্থাৎ প্রত্যহ এক একটী পিপ্পলী অধিক করিয়া ভক্ষণ করা, সুতরাং প্রথম দিন যদি ৫টী ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় দিন ৬টী, তৃতীয় দিন ৭টি। এইরূপ ১০টী পর্য্যন্ত হইলে এক একটী করিয়া মাত্রা হ্রাস করা কর্ত্তব্য। বাতরক্ত রোগে পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ ও মরিচ এই সমুদায়ের চূর্ণ সেবন ও স্নেহবর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। পিপ্পল্যাদিগণের উষ্ণ ক্বাথ পান করিলেও এই রোগের উপশম হয়।

ক্ষৌদ্র সর্ষপ বল্মীকমৃত্তিকা সংযুতং ভিষক্।
গাঢ়মুৎসাদনং কুর্য্যাদূরুস্তম্ভে প্রলেপনম্॥

(ধুস্তূরপত্ররসেন সিন্ধুপত্ররসেন বা সর্ব্বং পিষ্ট্বা গাঢ়ং প্রলিপ্য বস্ত্রাদিনাবেষ্ট্য ধর্ত্তব্যাং।)

মধু, সর্ষপচূর্ণ ও উই মৃত্তিকা ধুতুরা পাতার অথবা সিজপাতার রসে পেষণ করিয়া স্থূল করিয়া প্রলেপ দিয়া বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টন করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিবে।

স্নেহাসৃক্‌স্রাববমনং বস্তিকর্ম্ম বিরেচনম্।
বর্জ্জয়েদাঢ্যবাতে তু যতস্তৈস্তস্য কোপনম্॥
তস্মাদত্র সদা কার্য্যং স্বেদলঙ্ঘন রূক্ষণম্।
আমমেদঃ কফাধিক্যাম্মারুতং পরিরক্ষতা॥
যৎ স্যাৎ কফপ্রশমনং ন তু মারুতকোপনম্।
তৎ সর্ব্বং সর্ব্বদা কার্য্যমূরুস্তম্ভস্য ভেষজম্॥
সর্ব্বো রূক্ষঃ ক্রমঃ কার্য্যস্তত্রাদৌ কফনাশনঃ।
পশ্চাদ্‌বাতবিনাশায় বিধেয়া নিখিলাঃ ক্রিয়াঃ॥

উরুস্তম্ভরোগে স্নেহপ্রয়োগ, রক্তমোক্ষণ, বমন, বস্তিকর্ম্ম ও বিরেচন এই সমুদায় বর্জ্জনীয়। ইহাদের দ্বারা পীড়ার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব উহাতে আম, মেদঃ ও কফের আধিক্য হইতে বায়ুকে রক্ষা করিয়া স্বেদ, লঙ্ঘন ও রুক্ষক্রিয়া কর্ত্তব্য। যে সকল ঔষধ কফঘ্ন অথচ বায়ুপ্রকোপক নহে, সেই সমুদায় উরুস্তম্ভে প্রযোজ্য। ইহাতে প্রথমতঃ কফনাশক রুক্ষক্রিয়া সমস্ত কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ বায়ুনাশের নিমিত্ত যাহা যাহা আবশ্যক হয়, তৎসমস্তের বিধান করিবে।

কৃষ্ণধুস্তূর মূলঞ্চ ফলঞ্চ খাখসাভিধম্।
রসোন মরিচাজাজীজয়ন্তী শিগ্রু সর্ষপাঃ।
সর্ব্বাণ্যেতানি মূত্রেণ পিষ্টান্যুষ্ণীকৃতানি চ।
গাঢ়ং প্রলেপয়েদ্ বৈদ্য আঢ্যবাতে ভয়াবহে॥

কৃষ্ণধুতুরার মূল, ঢেঁড়ীফল, রসুন, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, জয়ন্তীপত্র, সজিনাছাল ও সর্ষপ এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পিষ্ট ও উষ্ণীকৃত করিয়া গাঢ় প্রলেপ দিবে।

ষড়্‌ধরণম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ভল্লাতক্বাথ এব চ।
কল্কো বা সমধুৰ্দেয় উরুস্তম্ভে হিতো নরৈঃ॥
দারু চব্যাগ্নিপথ্যানাং কল্কঞ্চ মধুনা লিহেৎ।

ত্রিফলা চব্যকটুকং গ্রন্থিকং মধুনা লিহেৎ।
লিহ্যাদ্বা ত্রিফলাচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ কটুকাযুতম্॥
(কটুকং ত্রিকটুকং কটুকী বা।)

পিঁপুল, পিঁপুলমূল ও ভেলার ক্বাথ বা কল্ক মধু সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভ নষ্ট হয়।

দেবদারু, চঁই, চিত্রকমূল ও হরীতকী ইহাদের কল্ক মধুর সহ সেবনে উরুস্তম্ভ নষ্ট হয়। ত্রিফলা, চঁই ও কটুকী কিংবা ত্রিকটু ও গেঁটেলা সেবনে অথবা ত্রিফলাচূর্ণ মধু ও ত্রিকটুচূর্ণ সহ সেবনে উপকার হয়।

কুষ্ঠাদ্যং তৈলম্।

কুষ্ঠং শ্রীবেষ্টকোদীচ্যং সরলং দারু কেশরম্।
অজগন্ধাশ্বগন্ধা চ তৈলং তৈঃ সার্ষপং পচেৎ।
সক্ষৌদ্রং মাত্রয়া তস্য উরুস্তম্ভার্দ্দিতঃ পিবেৎ॥

কুড়, চন্দন, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, নাগকেশর, অশ্বগন্ধা, অজগন্ধা, সমুদায় মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের। সর্ষপ তৈল ৪ সের পাক করিয়া মধু সহ যথাযথ মাত্রায় ব্যবহার করিলে উরুস্তম্ভ নষ্ট হয়।

সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবং চিত্রকং দন্তী পলাশঞ্চেন্দ্রবারুণী।
গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্কা গ্রাহ্যমষ্টাবশেষিতম্॥
ক্বাথপাদং পচেত্তৈলং কল্কঃ কৃষ্ণায়সং মৃতম্।
পচেত্তৈলাবশেষঞ্চ উরুস্তম্ভবিনাশনম্।
অসাধ্যং সাধয়ত্যাশু পক্কং ক্রিমিকুলান্বিতম্॥

কটুতৈল ২ সের। ক্বাথার্থ সৈন্ধব, চিতামূল, দন্তীমূল, পলাশফল, রাখালশসার মূল মিলিত ৮ সের, পাকার্থ গোমূত্র ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। কল্ক জারিত পুটিত লৌহভস্ম অর্দ্ধ সের। তৈল, ক্বাথ ও লৌহ একত্রে পাক করিতে হইবে। তৈলাবশেষ থাকিতে নামাইয়া লইবে। কল্ক ছাঁকিয়া ফেলিবে। এই তৈলে শিমুল তুলা ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে বসাইয়া দিবে। ইহাতে ক্রিমিব্যাপ্ত উরুস্তম্ভও শুষ্ক হইয়া যায়।

অত্র গুঞ্জাভদ্রো রসঃ সহিঙ্গুসৈন্ধবো ব্যবস্থীয়তে।

উরুস্তম্ভরোগে হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণের সহিত গুঞ্জাভদ্ররস নামক ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

গুঞ্জাভদ্রো রসঃ।

নিষ্কত্রয়ং শুদ্ধসূতং নিষ্কদ্বাদশ গন্ধকম্।
গুঞ্জাবীজঞ্চ ষড়্ নিষ্কং নিষ্কং জৈপালবীজকম্॥
জয়া জম্বীর ধুস্তূর কাকমাচী দ্রবৈর্দ্দিনম্।
ভাবয়িত্বা বটীং কুর্য্যাদ্ ঘৃতৈর্গুঞ্জাচতুষ্টয়ীম্॥
গুঞ্জাভদ্রো রসো নাম্না হিঙ্গু সৈন্ধব সংযুতঃ।
শময়ত্যেব নো চিত্রমূরুস্তম্ভং সুদুর্জয়ম্॥

পারদ ১॥০ তোলা, গন্ধক ৬ তোলা, কুঁচের বীজ ৩ তোলা, জয়পালবীজ অর্দ্ধ তোলা। এই সমুদায় জয়ন্তী, জামীর, ধুতূরা ও কাকমাচীর রসে ভাবনা দিয়া ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। হিং ও সৈন্ধব লবণের সহিত সেব্য। ইহাতে উরুস্তম্ভ রোগ নিবারণ হয়।

এভিশ্চেদ্ বিধিভিঃ শান্তিমূরুস্তম্ভো ন গচ্ছতি।
তৎ পাকাভিমুখে তস্মিন্ যুঞ্জ্যাৎ পাচনমৌষধম্॥

উল্লিখিত ক্রিয়া সমস্ত দ্বারা উরুস্তম্ভ প্রশমিত না হইয়া যদি পাকাভিমুখ হইয়া উঠে, তাহা হইলে উহাতে পাচক প্রলেপাদি ব্যবস্থা করিবে।

এক এবাতসীকল্কঃ পাচনঃ স্যান্নিরত্যয়ঃ।
শণবীজস্য কল্কশ্চ পাচনার্থং প্রযুজ্যতে॥

মসিনার কল্ক অতি নির্দ্দোষ পাচক। ইহা আধুনিক পুলটিস্ দিবার নিয়মে প্রয়োগ করিবে। শণবীজের কল্কও ঐ নিয়মে ব্যবস্থেয়।

পাকং গতে গদে তস্মিন্ পায়য়িত্বাতুরং সুরাম্।
ততঃ শস্ত্রক্রিয়াং বৈদ্য আচরেৎ কর্ম্মপারগঃ॥

এইরূপে উরুস্তম্ভ পাকিয়া উঠিলে শস্ত্রকর্ম্মকুশল চিকিৎসক রোগীকে সুরা পান করাইয়া শস্ত্রক্রিয়ার আচরণ করিবেন।

সুহৃদ্ভিঃ সান্ত্বিতস্যাস্য দৃঢ়মাপ্তৈর্ধৃতস্য চ।
সুরামোহিতচিত্তস্য সাবধানো লঘুক্রিয়ঃ॥
গাঢ়শোথে নিদধ্যাদ্ধি শস্ত্রমুৎপলপত্রকম্।
বৈদ্যোঽথ তদ্বিনিষ্কৃস্য শোথং সম্যক্ প্রপীড়য়েৎ॥
ততো ব্রণক্রমং কুর্য্যাৎ যাবদ্ ব্যাধির্ন শাম্যতি।
এবং ভাগ্যবলাজ্জীবেদূরুস্তম্ভী কদাচন॥

এইরূপে সুহৃদ্গণকর্ত্তৃক সান্ত্বিত সুরামোহিতচিত্ত ও বিশ্বস্ত আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক ধৃত রোগীর পক্ক উরুশোথে বৈদ্য সাবধানতা ও লঘুহস্ততা অবলম্বন করিয়া উৎপলপত্রাখ্য শস্ত্র গাঢ়রূপে নিহিত করিবেন। শস্ত্র উদ্ধার করিয়া সম্যক্ প্রকারে শোথ পীড়ন করা আবশ্যক। অনন্তর ব্যাধি শান্তি পর্য্যন্ত ব্রণ চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। উরুস্তম্ভ-রোগী এইরূপ ক্রিয়ার দ্বারা ভাগ্যবলে পুনর্জীবন লাভ করিতে পারে।

পথ্যাপথ্যানি।

ভোজ্যাঃ পুরাণা গোধূম কোদ্রবোদ্দালশালয়ঃ।
জাঙ্গলৈরঘৃতৈর্মাংসৈঃ শাকৈশ্চালবণৈর্হিতৈঃ॥
শাকৈরলবণৈর্দত্ত্বাজ্জল তৈলাজ্য সাধিতৈঃ।
সুনিষণ্ণকনিম্বাদ্যৈর্জীর্ণে শাল্যোদনং ভিষক্॥

পুরাতন গোধূমের রুটী এবং পুরাতন কোদ, উদ্দাল ও শালিতণ্ডুলের অন্ন, ঘৃতবর্জ্জিত জাঙ্গলমাংসের যূষ ও অলবণ পক্ক শাকের সহিত আহারার্থ ব্যবস্থা করিবে। সুষুণিশাক ও নিম্বপত্র প্রভৃতি জল, তৈল ও ঘৃতের সহিত লবণ ব্যতিরেকে পাক করিয়া পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্নের সহিত আহারার্থ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

প্রতারয়েৎ প্রতিস্রোতোনদীং শীতজলাং শিবাম্।
সরশ্চ বিমলং শীতং স্থিরতোয়ং পুনঃ পুনঃ॥

উরুস্তম্ভ রোগীকে শীতল জল-শালিনী নদীতে স্রোতোঽভিমুখে সন্তরণ করাইবে। সুশীতল ও নির্ম্মল জলসম্পন্ন স্থিরভাবাপন্ন সরোবরে সন্তরণ দ্বারাও উপকার দর্শে।

গুরুশীতদ্রবস্নিগ্ধ বিরুদ্ধাসাত্ম্যভোজনম্।
ত্যজেদম্লঞ্চ লবণমুরুস্তম্ভ গদার্দ্দিতঃ॥

উরুস্তম্ভরোগে গুরু, শীতল, দ্রব্য, স্নিগ্ধ, অম্ল, লবণ এবং বিরুদ্ধ ও অসাত্ম্য ভোজন পরিত্যাজ্য।

প্লীহাধিকারকথিতং রসেন্দ্রং বারিশোষণম্।
উরুস্তম্ভে প্রযুঞ্জীত চান্যদ্বা যোগবাহিকম্॥

প্লীহাধিকারোক্ত রসেন্দ্ররস ও বারিশোষণরস ও অন্যান্য ঔষধ উরুস্তম্ভে প্রয়োগ করিবে।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামুরুস্তম্ভাধিকারঃ।

বিদ্রধ্যধিকারঃ।

জলৌকঃপাতনং শস্তং সর্ব্বস্মিন্নেব বিদ্রধৌ।
মৃদুর্বিরেকো লঘ্বন্নং স্বেদঃ পিত্তোদ্ভবং বিনা॥

সকল প্রকার বিদ্রধি (ফোড়া) রোগে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ, মৃদু বিরেচন, লঘু আহার ও স্বেদক্রিয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু পৈত্তিক বিদ্রধিতে স্বেদ প্রদান নিষিদ্ধ।

বাতঘ্ন মূলকল্কৈস্তু বসা তৈল ঘৃতান্বিতৈঃ।
সুখোষ্ণো বহুলো লেপঃ প্রযোজ্যো বাতবিদ্রধৌ॥
(মাংসক্বাথে যত্তৈলং নিঃসরতি সা বসা ইতি ভাষ্যঃ।)

বাতজ বিদ্রধিতে দেবদারু প্রভৃতি বাতঘ্ন বৃক্ষের মূল বাঁটিয়া বসা, তৈল ও ঘৃতসংযুক্ত ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া পুরু করিয়া প্রলেপ দিবে।

স্বেদোপনাহাঃ কর্ত্তব্যাঃ শিগ্রুমূল সমন্বিতাঃ।
যব গোধূম মুদ্গৈশ্চ সিদ্ধ পিষ্টৈশ্চ লেপয়েৎ।
বিলীয়তে ক্ষণেনৈবমপক্কশ্চৈব বিদ্রধিঃ॥
(যবাদি স্বিন্নং কৃত্বা পিষ্ট্বা পুনরপি মনাগুষ্ণং কৃত্বা লেপনম্।)

বিদ্রধিতে সজিনামূলের ছালের প্রলেপ ও তাহার ক্বাথ দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে উপকার দর্শে এবং যব, গোধূম ও মুগ সিদ্ধ করিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে অপক্ক বিদ্রধি উপশম প্রাপ্ত হয়।

পুনর্নবা দারু বিশ্ব দশমূলভবাম্ভসা।
গুগ্গুলুং রুবুতৈলং বা পিবেন্মারুতবিদ্রধৌ॥

বাতজ বিদ্রধি রোগে পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ ও দশমূলের ক্বাথে গুগ্গুল বা এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

পৈত্তিকং শর্করা লাজ মধুকৈঃ শারিবা যুতৈঃ।
প্রদিহ্যাৎ ক্ষীর পিষ্টৈর্ব্বা পয়স্যোশীর চন্দনৈঃ॥
পঞ্চবল্কল কল্কেন ঘৃতমিশ্রেণ লেপনম্।
যষ্ট্যাহ্ব শারিবা দূর্ব্বা নলমূলৈঃ সচন্দনৈঃ।
ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রলেপস্তু পিত্তবিদ্রধিনাশনঃ॥

পৈত্তিক বিদ্রধিতে অনন্তমূল, খই ও যষ্টিমধু চিনির সহিত; ক্ষীরকাকোলী, বেণার মূল ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত; বট, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বেত ইহাদের ছাল ঘৃতের সহিত অথবা যষ্টীমধু, অনন্তমূল, দূর্ব্বা, নলমূল ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

ইষ্টকা সিকতা লৌহ গোশকৃত্তুষ পাংশুভিঃ।
মূত্রপিষ্টৈশ্চ সততং স্বেদয়েৎ শ্লেষ্মবিদ্রধিম্॥
(গোমূত্রপিষ্টমিষ্টকাদিকমুৎস্বিদ্য এরণ্ডাদিপত্রৈর্ব্বদ্ধা স্বেদঃ।)

শ্লৈষ্মিক বিদ্রধিতে ইষ্টকচূর্ণ, বালি, লৌহচূর্ণ, গোময়, তুষচূর্ণ এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া এরণ্ডপত্রাদি দ্বারা বেষ্টিত ও ইষদুষ্ণ করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে।

পিত্ত বিদ্রধিবৎ সর্ব্বাং ক্রিয়াং নিরবশেষতঃ।
বিদ্রধ্যোঃ কুশলঃ কুর্য্যাদ্রক্তাগন্তুনিমিত্তয়োঃ ॥

রক্তজ ও আগন্তুক বিদ্রধিতে পৈত্তিক বিদ্রধির চিকিৎসা করিবে।

শোভাঞ্জনক নির্য্যূহো হিঙ্গু সৈন্ধব সংযুতঃ।
অচিরাদ্ বিদ্রধিং হন্তি প্রাতঃপ্রাতর্নিষেবিতঃ ॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে সজিনামূলের ছালের ক্বাথে হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শীঘ্র বিদ্রধি উপশমিত হয়।

শিগ্রুমূলং জলে ধৌতং দরপিষ্টং প্রগালয়েৎ।
তদ্রসং মধুনা পীত্বা হন্ত্যন্তর্বিদ্রধিং নরঃ ॥

সজিনার মূল জলে ধৌত করিয়া পেষণ করিয়া পরে তাহার রস গালিত করিয়া মধুর সহিত পান করিলে অন্তর্জাত বিদ্রধি নষ্ট হয়।

শ্বেতবর্ষাভুবো মূলং মূলং বরুণকস্য চ।
জলেন ক্বথিতং পীতমপক্বং বিদ্রধিং জয়েৎ ॥

শ্বেত পুনর্নবার মূল ও বরুণ বৃক্ষের মূল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে অপক্ক বিদ্রধি উপশমিত হয়।

শময়তি পাঠামূলং ক্ষৌদ্রযুতং তণ্ডুলাম্ভসা পীতম্।
অন্তর্ভূতং বিদ্রধিমুদ্ধতমাশ্বেব মনুজস্য ॥

আকনাদিমূল, মধু ও আতপ-তণ্ডুলের জলের সহিত সেবন করিলে অন্তর্বিদ্রধি প্রশমিত হয়।

অপক্কে ত্বেতদুদ্দিষ্টং পক্কে তু ব্রণবৎ ক্রিয়া ॥

বিদ্রধির অপক্ক অবস্থায় চিকিৎসা উল্লিখিত হইল, পক্কাবস্থায় ব্রণ-শোথোক্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

প্রিয়ঙ্গ্বাদিতৈলম্।

প্রিয়ঙ্গুধাতকী লোধ্রং কট্ফলং তিনিশত্বচম্।
এতৈস্তৈলং বিপক্তব্যং বিদ্রধৌ রোপণং পরম্ ॥

কল্কার্থ প্রিয়ঙ্গু, ধাইফুল, লোধ, কট্ফল ও তিনিশ অর্থাৎ মথুরা দেশস্থ বৃক্ষ বিশেষের ছাল, ইহাদের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিবে। এই তৈল বিদ্রধির ক্ষত রোপক।

কজ্জলীযোগঃ।

বরুণাদিকষায়েণ রসগন্ধককজ্জলী।
ভুক্তা নিহন্তি মাষৈকা বাহ্যমন্তশ্চ বিদ্রধিম্ ॥

বরুণাদি ঘৃতোক্ত বরুণাদিগণের ক্বাথ সহ ১ মাষা কজ্জলী সেবন করিলে বাহ্য ও অন্তর্বিদ্রধি নিবারিত হয়। অপক্ক বিদ্রধিতে ইহা প্রদান করিবে।

বরুণাদিঘৃতম্।

সিদ্ধং বরুণাদিগণৈঃ বিধিনা
তৎকল্কপাচিতং সর্পিঃ।
অন্তর্বিদ্রধিমুগ্রং মস্তকশূলং হুতাশমান্দ্যঞ্চ ॥
গুল্মানপি পঞ্চবিধান্ নাশয়তীদং যথাম্বুবায়ুসখম্।
এতৎপ্রাতঃপ্রপিবেদ্ ভোজনসময়ে নিশায়াম্পি ॥

বরুণাদিগণের (বরুণছাল, নীল-ঝাঁটী, সজিনা, রক্তসজিনা জয়ন্তী, মেষশৃঙ্গী, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, মূর্ব্বা, গণিয়ারী, পীতঝাঁটী, নীলঝাঁটী, তেলা-কুচা, আকন্দ, গজপিপ্পলী, চিতা, শত-মূলী, বিল্ব, কুশ, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদিগকে বরুণাদিগণ বলে।) কল্ক সহ

যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া প্রাতঃকালে, ভোজন সময়ে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে অন্তর্বিদ্রধি, উৎকট শিরঃশূল, অগ্নিমান্দ্য ও পঞ্চবিধ গুল্ম জলপ্রদানে অগ্নির ন্যায় বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গারিষ্টঃ।

বিড়ঙ্গং গ্রন্থিকং রাস্না কুটজত্বক্ ফলানি চ।
পাঠৈলবালুকং ধাত্রীভাগান্ পঞ্চপলান্ পৃথক্॥
অষ্টদ্রোণেঽম্ভসঃ পক্ত্বা কুর্য্যাদ্ দ্রোণাবশেষিতম্।
পূতে শীতে ক্ষিপেত্তত্র ক্ষৌদ্রং পলশতত্রয়ম্॥
ধাতকীবিংশতিপলং ত্রিজাতং দ্বিপলং তথা।
প্রিয়ঙ্গুকাঞ্চনারাণাং সলোধ্রাণাং পলং পলম্॥
ব্যোষস্য চ পলান্যষ্টৌ চূর্ণীকৃত্য প্রদাপয়েৎ।
ঘৃতভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য মাসমেকং বিধারয়েৎ॥
ততঃ পিবেৎ যথার্হং তু জয়েদ্বিদ্রধিমূর্জ্জিতম্।
উরুস্তম্ভাশ্মরীমেহান্ প্রত্যষ্ঠীলাভগন্দরান্।
গণ্ডমালাং হনুস্তম্ভং বিড়ঙ্গারিষ্টসংজ্ঞিতঃ॥

বিড়ঙ্গ, পিঁপুলমূল, রাস্না, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, এলবালুক, ও আমলকী প্রত্যেক ৫ পল, জল ৫১২ সের। ১২৮ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে মধু ৩০০ পল (৩৭॥০ সের), ধাইফুল ২০ পল, ত্রিজাত ২ পল, প্রিয়ঙ্গু, কাঞ্চনছাল ও লোধ প্রত্যেক ১ পল, ত্রিকটু মিলিত ৮ পল চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপ দিবে এবং ১ মাস ঘৃত ভাণ্ডে রাখিবে। পরে উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে বিদ্রধি, উরুস্তম্ভ, অশ্মরী ও মেহ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বিদ্রধ্যধিকারঃ।

বিস্ফোটকাধিকারঃ।

বিস্ফোটে লঙ্ঘনং কার্য্যং বমনং পথ্যভোজনম্।
যথাদোষবলং বীক্ষ্য যুক্তমুক্তং বিরেচনম্॥

বিস্ফোটকরোগে লঙ্ঘন, বমন, পথ্য-ভোজন এবং দোষ ও বল অনুসারে উপযুক্ত দ্রব্য বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবস্থেয়।

জীর্ণশালির্যবো মুদ্গো মসূরশ্চাঢ়কী তথা।
এতান্যন্নানি বিস্ফোটে হিতানি মুনয়োঽব্রুবন্॥

পুরাতন শালিতণ্ডুল, যব, মুগ, মসূর ও অড়র এই গুলি বিস্ফোটক-রোগে হিতকর।

দ্বে পঞ্চমূল্যৌ রাস্না চ দার্ব্ব্যুশীরং দুরালভা।
গুড়ূচী ধান্যকং মুস্তমেষাং ক্বাথং পিবেন্নরঃ।
বিস্ফোটান্ নাশয়ত্যাশু সমীরণনিমিত্তকান্॥

দশমূল, রাস্না, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধন্যা ও মুতা ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাতজ বিস্ফোটের শান্তি হয়।

দ্রাক্ষা কাশ্মর্য্য খর্জ্জূর পটোলারিষ্টবাসকৈঃ।
কটুকা লাজ দুস্পর্শৈঃ সিতাযুক্তস্তু পৈত্তিকে॥

দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল, খর্জ্জূর, পল্‌তা, নিমছাল, বাসকছাল, কট্‌কী, খই ও দুরালভা চিনিসংযুক্ত করিয়া পান করিলে পৈত্তিক বিস্ফোটের শান্তি হয়।

ভূনিম্ব সবচা বাসা ত্রিফলেন্দ্রজবৎসকৈঃ।
পিচুমর্দ্দপটোলাভ্যাং কফজে মধুযুক্ শৃতম্॥

চিরাতা, বচ,বাসক ছাল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, নিমছাল ও পটোলপত্র, ইহাদের ক্বাথ

মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে কফজ বিস্ফোটের শান্তি হয়।

কিরাততিক্তকারিষ্ট যষ্ট্যাহ্বাম্বুদবাসকৈঃ।
পটোলপর্পটোশীরত্রিফলাকৌটজান্বিতৈঃ।
কথিতৈর্দ্দশাঙ্গস্তু সর্ব্ববিস্ফোটনাশনম্॥

চিরাতা, নিমছাল, যষ্টিমধু, মুতা, বাসকছাল, পটোলপত্র, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, ত্রিফলা ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ পানে সকলপ্রকার বিস্ফোটের শান্তি হয়।

বিস্ফোটব্যাধিনাশায় তণ্ডুলাম্বুপ্রযোজিতৈঃ।
বীজৈঃ কুটজবৃক্ষস্য লেপঃ কার্য্যো বিজানতা॥

ইন্দ্রযব তণ্ডুলজলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোটের শান্তি হয়।

ছিন্নাপটোলভূনিম্ববাসকারিষ্টপর্পটৈঃ।
খদিরাব্দযুতৈঃ ক্বাথো হন্তি বিস্ফোটকজ্বরম্॥

গুলঞ্চ, পল্তা, চিরাতা, বাসকছাল, নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, খদিরকাষ্ঠ ও মুতা ইহাদের ক্বাথপানে বিস্ফোটকজ্বর নিবৃত্ত হয়।

চন্দনং নাগপুষ্পঞ্চ সারিবা তণ্ডুলীয়কম্।
শিরীষবল্কলং জাতী লেপঃ স্যাদ্দাহনাশনঃ।

রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, অনন্তমূল, ক্ষুদেনটে, শিরীষছাল ও জাতীপুষ্প ইহাদের প্রলেপে দাহ শান্তি হয়।

উৎপলং চন্দনং লোধ্রমুশীরং সারিবাদ্বয়ম্।
এতেষাং লেপনাদাশু স্ফোটদাহঃ প্রশাম্যতি।

উৎপল, রক্তচন্দন, লোধ, বেণার মূল, অনন্তমূল ও শ্যামালতা জলে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে স্ফোটকের দাহ নিবৃত্তি হয়।

রক্তদোষহরং যদ্যদ্ যদ্যৎ পিত্তপ্রণাশনম্।
সর্ব্বমত্র প্রয়োক্তব্যং বিবিচ্য ভিষজা সদা॥

বিস্ফোটকরোগে রক্তদোষনাশক ও পিত্তঘ্ন ঔষধ সকল বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

চতুঃসমম্।

শিরীষোশীর নাগাহ্বহিংস্রাভিলেপনাদ্ দ্রুতম্।
বিসর্প বিষবিস্ফোটাঃ প্রশাম্যন্তি ন সংশয়ঃ।

শিরীষ, বেণার মূল, নাগকেশর ও কালাকড়া এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে লইয়া পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে বিসর্প, বিষদুষ্টি ও বিস্ফোটক নিবারিত হয়।

উৎপলং চন্দনং লোধ্রমুশীরং সারিবাদ্বয়ম্।
জলপিষ্টেন লেপেন স্ফোটদাহার্ত্তিনাশনঃ॥

নীলোৎপল, চন্দন, লোধ, বেণার মূল, অনন্তমূল ও শ্যামালতা ইহাদিগকে জলদ্বারা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোটক ও দাহ নাশ হয়।

পুত্রঞ্জীবস্য মজ্জানং জলে পিষ্ট্বা প্রলেপয়েৎ।
কালস্ফোটঞ্চ বিস্ফোটং সদ্যো হন্তি সবেদনম্।
কক্ষগ্রন্থিগলগ্রন্থি কর্ণগ্রন্থীংশ্চ নাশয়েৎ॥

পুত্রজীবের (জিয়াপুতার) মজ্জা জল সহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে কালস্ফোট, বিস্ফোট, কক্ষগ্রন্থি, গলগ্রন্থি ও কর্ণগ্রন্থি নিবারিত হয়।

অমৃতাদিঃ।

অমৃতবৃষপটোলং মুস্তকং সপ্তপর্ণং
খদিরমসিতবেত্রং নিম্বপত্রং হরিদ্রে।
বিবিধবিষবিসর্পান্ কুষ্ঠবিস্ফোটকণ্ডূ-
রপনয়তি মসূরীং শীতপিত্তং জ্বরঞ্চ॥

গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র, মুতা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণবেতের মূল, নিম্বপত্র, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বিবিধ প্রকার বিষ-দোষ, বিসর্প, কুষ্ঠ, বিস্ফোট, কণ্ডূ ও মসূরী প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

বৃষাদ্যং ঘৃতম্।

বৃষখদিরপটোলপত্রনিম্ব
ত্বগমৃতামলকী কষায় কল্কৈঃ।
ঘৃতমভিনবমেতদাশু পক্বম্
জয়তি বিসর্পগদান্ সকুষ্ঠ গুল্মান্॥

বাসক, খদিরকাষ্ঠ, পল্‌তা, নিম ছাল, গুলঞ্চ ও আমলকী, ইহাদের ক্বাথে ও কল্কে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে বিসর্প, কুষ্ঠ ও গুল্ম বিনষ্ট হয়।

পঞ্চতিক্তকঘৃতম্।

পটোল সপ্তচ্ছদনিম্ববাসা-
ফলত্রিকচ্ছিন্নরুহাবিপক্বম।
তৎপঞ্চতিক্তং ঘৃতমাশু হন্তি
ত্রিদোষ বিস্ফোট বিসর্পকণ্ডূঃ॥

(পঞ্চতিক্তঘৃতে ত্রিফলায়াঃ কল্কঃ শেষাণাং কষায় ইতি ব্যবহরন্তি বৃদ্ধাঃ।)

পল্‌তা, ছাতিমছাল, নিমছাল, বাসক ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথে এবং ত্রিফলার কল্কে ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত সেবন করিলে সান্নিপাতিক বিস্ফোটক, বিসর্প ও কণ্ডূ আশু বিনষ্ট হয়।

মহাপদ্মকঘৃতম্।

পদ্মকং মধুকং লোধ্রং নাগপুষ্পস্য কেশরম্।
দ্বে হরিদ্রে বিড়ঙ্গানি সূক্ষ্মৈলা তগরং তথা॥
কুষ্ঠং লাক্ষা পত্রকঞ্চ সিক্থকং তুত্থমেব চ।
বহুবারঃ শিরীষশ্চ কপিত্থফলমেব চ॥
তোয়েনালোড্য তৎসর্ব্বং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
যাংশ্চ রোগান্ নিহন্ত্যাদৌ তান্নিবোধ মহামুনে॥
সর্পকীটাখুদষ্টেষু লূতামূত্র কৃতেষু চ।
বিবিধেষু স্ফোটকেষু তথা কুষ্ঠ বিসর্পিষু॥
নাড়ীষু গণ্ডমালাসু প্রভিন্নাসু বিশেষতঃ।
অগস্ত্যবিহিতং ধন্যং পদ্মকস্তু মহাঘৃতম্॥

গব্যঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, লোধ, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, ছোটএলাইচ, তগর-পাদুকা, কুড়, লাক্ষা, তেজপত্র, মোম, তুঁতে, বহুবার, শিরীষ ও কয়েতবেল, মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধানে পাক করিয়া, সেই ঘৃত সেবন করিলে বিবিধপ্রকার বিস্ফোটক, কুষ্ঠ, বিসর্প ও নানাপ্রকার বিষ এবং নাড়ী-ব্রণ প্রভৃতি রোগ সকল নিবারিত হয়।

করঞ্জতৈলম্।

করঞ্জসপ্তচ্ছদলাঙ্গলীক-
স্নুহর্কদুগ্ধানলভৃঙ্গরাজৈঃ।
তৈলং নিশামূত্রবিষৈর্বিপক্বং
বিসর্পবিস্ফোটবিচর্চ্চিকাঘ্নম্॥

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ ডহরকরঞ্জ, ছাতিমছাল, বিষলাঙ্গলা, সিজ ও আকন্দের আঠা, ভীমরাজ, হরিদ্রা ও বিষ এই সকল দ্রব্য মিলিত ১ সের। গোমূত্র ১৬ সের। এই তৈল বিসর্প, বিস্ফোট ও বিচর্চ্চিকানাশক।

রসসিন্দূরযোগঃ।

গুড়ূচীনিম্বজক্কাথৈঃ খদিরেন্দ্রযবাম্বুনা।
কর্পূরত্রিসুগন্ধিভ্যাং যুক্তং সূতং দ্বিবল্লকম্।
বিস্ফোটং ত্বরিতং হন্যাদ্ বায়ুর্জলধরানিব॥

৬ রতি পরিমিত রসসিন্দূরকে গুলঞ্চ, নিম্ব, খদির ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্কাথে বা রসে মর্দ্দন করিয়া কর্পূর ও ত্রিজাতকচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে অতি সত্বর বিস্ফোট বিনষ্ট হয়।

কালাগ্নিরুদ্রো রসঃ।

সূতাভ্রকান্তলৌহানাং ভস্মগন্ধকমাক্ষিকম্।
বন্ধ্যকর্কোটকদ্রাবৈস্তুল্যং মর্দ্দ্যং দিনাবধি।
বন্ধ্যকর্কোটিকাকন্দে ক্ষিপ্ত্বা লিপ্ত্বা মৃদা বহিঃ।
ভূধরাখ্যে পুটে পশ্চাদ্দিনৈকং তদ্বিপাচয়েৎ।
দশমাংশং বিষং যোজ্যং মাষমাত্রন্তু ভক্ষয়েৎ।
রসঃ কালাগ্নিরুদ্রোঽয়ং বিস্ফোটক বিসর্পনুৎ।
পিপ্পলীমধুসংযুক্তমনুপানং প্রকল্পয়েৎ॥

পারদ, অভ্র, কান্তলৌহ ভস্ম, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সমস্ত দ্রব্য বনকাঁকরোলের রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া বনকাঁকরোলের কন্দ মধ্যে পূরিবে। পরে ঐ কন্দ মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া ভূধরযন্ত্রে ১ দিন পুট দিবে। শীতল হইলে তাহা হইতে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে দশমাংশ বিষ সংযুক্ত করিবে। মাত্রা ১ মাষা পর্য্যন্ত। অনুপান পিঁপুলচূর্ণ ও মধু। ইহা সেবনে দশদিনের মধ্যে বিস্ফোট ও বিসর্প নিবারিত হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বিস্ফোটকাধিকারঃ।

গলগণ্ড-গণ্ডমালাপচী-গ্রন্থ্যর্ব্বুদাধিকারঃ।

গলগণ্ডচিকিৎসা—

যব মুদ্গ পটোলানি কটু রুক্ষঞ্চ ভোজনম্।
ছর্দ্দিং সবক্তমুক্তিঞ্চ গলগণ্ডে প্রযোজয়েৎ॥

গলগণ্ড রোগে যব, মুগ, পটোল এবং কটু ও রুক্ষ ভোজন ব্যবস্থেয়। ইহাতে রক্তমোক্ষণ ও বমন করান কর্ত্তব্য।

তণ্ডুলোদকপিষ্টেন মূলেন পরিলেপিতঃ।
হস্তিকর্ণপলাশস্য গলগণ্ডঃ প্রশাম্যতি॥

হস্তীকর্ণপলাশের মূল আতপ তণ্ডুলের জলে বাঁটিয়া গলগণ্ডে প্রলেপ দিলে উহার উপশম হয়।

সর্ষপান্ শিগ্রুবীজানি শণবীজাতসী যবান্।
মূলকস্য চ বীজানি তক্রেণাম্লেন পেষয়েৎ॥
গলগণ্ডা গ্রন্থয়শ্চ গণ্ডমালাঃ সুদারুণাঃ।
প্রলেপাৎ তেন শাম্যন্তি বিলয়ং যান্তি চাচিরাৎ॥

সর্ষপ, সজিনাবীজ, শণবীজ, মসিনা, যব ও মূলার বীজ এই সমুদায় অম্ল

তক্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড, গ্রন্থি ও গণ্ডমালা শীঘ্র বিলয় প্রাপ্ত হয়।

জীর্ণকর্কারুকরসো বিড় সৈন্ধব সংযুতঃ।
নস্যেন হন্তি তরুণং গলগণ্ডং ন সংশয়ঃ॥

পুরাতন কুষ্মাণ্ডের রস, বিট্ ও সৈন্ধবলবণের সহিত সংযুক্ত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে অচিরোৎপন্ন গলগণ্ড রোগ সত্বর নষ্ট হয়।

জলকুম্ভীকজং ভস্ম পক্বং গোমূত্রগালিতম্।
পিবেৎ কোদ্রবভক্তাশী গলগণ্ডপ্রশান্তয়ে॥

পানাভস্ম গোমূত্রে পাক করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া তাহা পান করিলে এবং কোদধান্যের অন্ন ভোজন করিলে গলগণ্ড রোগের উপশম হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তরসোনাভ্যাং গলগণ্ডোপনাহনে।
স্ফোটাস্রাবৈঃ শমং যান্তি গলগণ্ডা ন সংশয়ঃ॥

হুড়হুড়ে ও রসুনের প্রলেপ দ্বারা গলগণ্ডের উপশম হয়।

তিক্তালাবু ফলে পক্বে সপ্তাহমুষিতং জলম্।
মদ্যং বা গলগণ্ডঘ্নং পানাৎ পথ্যান্নসেবিনঃ॥

পক্ব তিতলাউ ফলের মধ্যে ৭ দিবস জল বা মদ্য রাখিয়া সেই জল বা মদ্য পান করিলে এবং সুপথ্য সেবন করিলে গলগণ্ড রোগ নষ্ট হয়।

কটুফলচূর্ণাস্তর্গলঘর্ষো গলগণ্ডাময়ং হন্তি।
ঘৃতমিশ্রং পীতমপি শ্বেতগিরিকর্ণিকামূলম্॥

কটুফলচূর্ণ গলের অন্তর্ভাগে ঘর্ষণ করিলে অথবা শ্বেত অপরাজিতার মূল ঘৃতের সহিত সেবন করিলে গলগণ্ড উপশমিত হয়।

মহিষীমূত্র বিমিশ্রং লৌহমলং
সংস্থিতং ঘটে মাসম্।
অন্তর্ধূর্ম বিদগ্ধং লিহ্যান্মধুনাথ গলগণ্ডে॥

মণ্ডুর এক মাস মহিষীর মূত্রের সহিত কলসে রাখিয়া পরে তাহা অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে গলগণ্ড উপশমিত হয়।

জিহ্বায়াঃ পার্শ্বতোঽধস্তাচ্ছিরা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ।
তাসাং স্থূলশিরে দ্বেঽধশ্ছিন্দ্যাত্তে চ শনৈঃ শনৈঃ॥
বড়িশেনৈব সংগৃহ্য কুশপত্রেণ বুদ্ধিমান্।
স্রুতে রক্তে ব্রণে তস্মিন্ দদ্যাৎ সগুড়মার্দ্রকম্।
ভোজনঞ্চানভিষ্যন্দি যূষঃ কৌলত্থ ইষ্যতে॥

জিহ্বার পার্শ্বের অধোভাগে ১২টী শিরা আছে, তন্মধ্যে নিম্নস্থ দুই শিরা বড়শি দ্বারা ধরিয়া কুশপত্রের দ্বারা ছেদন করিবে। রক্তনির্গত হইলে ক্ষতস্থানে গুড়সংযুক্ত আদার প্রলেপ দিবে। কফঘ্ন ভোজ্য ও কুলত্থ কলায়ের যূষ আহারার্থে দিবে।

কর্ণযুগ্মবহিঃসন্ধিমধ্যাভ্যাসে স্থিতঞ্চ যৎ।
উপর্য্যুপরি তচ্ছিন্দ্যাদ্ গলগণ্ডে শিরাত্রয়ম্॥

কর্ণদ্বয়ের বহিঃস্থ সন্ধির নিকটে যে ৩টী শিরা আছে, তাহা ছেদন করিলে গলগণ্ডের উপশম হয়।

তুম্বীতৈলম্।

বিড়ঙ্গক্ষার সিন্ধুত্থ রাস্নাগ্নি ব্যোষ দারুভিঃ।
কটুতুম্বীফলরসে কটুতৈলং বিপাচিতম্।
চিরোত্থমপি নস্যেন গলগণ্ডং বিনাশয়েৎ॥

কটুতৈল ৪ সের। তিতলাউয়ের রস ১৬ সের। কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, যবক্ষার,

সৈন্ধব, রাস্না, চিতামূল, ত্রিকটু ও দেবদারু মিলিত ১ সের। ইহার নস্যে গলগণ্ড নিবারণ হয়।

অমৃতাদ্যং ঘৃতম্।

তৈলং পিবেচ্চামৃতবল্লি নিম্ব-
হিংস্রাভয়া বংসক পিপ্পলীভিঃ।
সিদ্ধং বলাভ্যাঞ্চ সদেবদারু
হিতায় নিত্যং গলগণ্ডরোগী॥

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ গুলঞ্চ, নিমছাল, গুড়কামাই, কালিয়াকড়া, কুড়চির ছাল, পিঁপুল, বেড়েলা ও দেবদারু মিলিত ১ সের। এই তৈল পান করিলে গলগণ্ডরোগের দমন হয়।

গণ্ডমালাচিকিৎসা।

কাঞ্চনারত্বচঃ ক্বাথঃ শুণ্ঠীচূর্ণেন সংযুতঃ।
মাক্ষিকাঢ্যঃ সকৃৎ পীতঃ ক্বাথো বরুণমূলজঃ।
গণ্ডমালাং হরত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্॥

বরুণমূলের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে গণ্ডমালা বিলীন হয়।

পিষ্টা জ্যেষ্ঠাম্বুনা পীতাঃ কাঞ্চনারত্বচঃ শুভাঃ।
বিশ্বভেষজসংযুক্তা গলগণ্ডাপহাঃ পরাঃ॥

কাঞ্চনবৃক্ষের ছাল আতপ তণ্ডুলের জলে বাঁটিয়া তাহার সহিত শুঁঠ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে গলগণ্ড রোগের উপশম হয়।

কাঞ্চনগুড়িকা।

ত্রিফলায়াস্ত্রয়ো ভাগা ব্যোষাচ্চ দ্বিগুণো মতঃ।
তস্মাচ্চ দ্বিগুণং জ্ঞেয়ং কাঞ্চনারস্য বল্কলম্।
একীকৃতে তু চূর্ণেঽস্মিন্
সমো দেয়োঽথ গুগ্গুলুঃ।
ক্ষৌদ্রং দশগুণং দদ্যাৎ ত্রিফলাচূর্ণতো ভিষক্।
সর্ব্বাসু গণ্ডমালাসু গলগণ্ডে তথৈব চ।
নাড়ীব্রণেষু গণ্ডেষু গুড়িকেয়ং প্রশস্যতে॥

ত্রিফলা ৩ ভাগ, ত্রিকটু ৬ ভাগ, কাঞ্চনছাল ১২ ভাগ, চূর্ণসমষ্টির সমান গুগ্গুল ও ত্রিফলা চূর্ণের ১০ গুণ মধু এই সমুদায় একত্রে মাড়িয়া ২ মাষা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

কাঞ্চনারগুগ্গুলুঃ।

কাঞ্চনারস্য গৃহ্নীয়াৎ ত্বচং পঞ্চপলোন্মিতাম্।
নাগরস্য কণায়াশ্চ মরিচস্য পলং পলম্॥
পথ্যাবিভীতধাত্রীণাং পলমর্দ্ধং পৃথক্ পৃথক্।
বরুণস্যাক্ষমেকঞ্চ পত্রকৈলাত্বচাং পুনঃ॥
টঙ্কং টঙ্কং সমাদায় সর্ব্বাণ্যেকত্র চূর্ণয়েৎ।
যাবচ্চূর্ণমিদং সর্ব্বং তাবানেবাত্র গুগ্গুলুঃ॥
সঙ্কুট্য সর্ব্বমেকত্র পিণ্ডং কৃত্বা বিধারয়েৎ।
গুটিকাঃ শাণিকাঃ কৃত্বা প্রভাতে ভক্ষয়েন্নরঃ।
গলগণ্ডং জয়ত্যুগ্রমপচীমর্ব্বুদানি চ।
গ্রন্থীন্ ব্রণানি গুল্মাংশ্চ কুষ্ঠানি চ ভগন্দরম্॥
প্রায়শশ্চানুপানার্থং ক্বাথো মুণ্ডিতিকাভবঃ।
ক্বাথঃ খদিরসারস্য ক্বাথঃ কোষ্ণোঽভয়াভবঃ॥

কাঞ্চনছাল ৫ পল, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ, প্রত্যেক ১ পল, হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী প্রত্যেক ১ পল, বরুণছাল ২ তোলা, তেজপত্র, এলাইচ ও দারুচিনি প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের পরিমাণ যত, তত পরিমাণে

গুগ্‌গুল মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার কুট্টিত করিবে। এই ঔষধ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে সেবন করিলে উৎকট গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচি ও গ্রন্থি প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। অনুপান ঈষতুষ্ণ মুণ্ডিরী ক্বাথ, খদিরকাষ্ঠের ক্বাথ বা হরীতকীর ক্বাথ।

সিন্দূরাদিতৈলম্ ।

চক্রমর্দ্দকমূলস্য কল্কং কৃত্বা বিপাচয়েৎ ।
কেশরাজরসে তৈলং কটুকং মৃদুনাগ্নিনা ॥
পাকশেষে বিনিক্ষিপ্য সিন্দূরমবতারয়েৎ ।
এতত্তৈলং নিহন্ত্যাশু গণ্ডমালাং সুদারুণাম্ ॥

কটুতৈল ৪ সের, কেশুরিয়ার রস ১৬ সের, কল্কার্থ চাকুন্দেবীজ অর্দ্ধ সের, পাকশেষে মেটেসিন্দূর অর্দ্ধ সের প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। ইহার মর্দ্দনে গণ্ডমালা বিলীন হয়।

গণ্ডমালায়াং যোগাঃ ।

আরগ্বধশিফাং ক্ষিপ্রং পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা ।
সম্যঙ্‌নস্যপ্রলেপাভ্যাং গণ্ডমালাং সমুদ্ধরেৎ ॥
গণ্ডমালাময়ার্ত্তানাং নস্যকর্ম্মণি যোজয়েৎ ।
নির্গুণ্ড্যাস্তু শিফাং সম্যগ্‌বারিণা পরিপেষিতাম্ ॥

সোঁদালের মূল তণ্ডুলজলের সহিত বাঁটিয়া নস্য ও প্রলেপ দিলে অথবা নিসিন্দার মূল জলে পেষণ করিয়া নস্য প্রদান করিলে এই রোগে উপকার দর্শে।

কোষাতকীনাং স্বরসেন নস্যং
তুম্ব্যাস্তু বা পিপ্পলিসংযুতেন ।
তৈলেন বারিষ্টভবেন কুর্য্যাদ্-
গজোপকুল্যেন সমাক্ষিকেণ ॥

ঘোষাফল বা তিতলাউয়ের রসে পিঁপুলচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া নস্য গ্রহণে গণ্ডমালার শান্তি হয়। এইরূপ নিমের তৈল ও মধুসংযুক্ত গজপিপ্পলীর নস্য গ্রহণ করিলেও গণ্ডমালা নষ্ট হয়।

ঐন্দ্র্যা বা গিরিকর্ণ্যা বা মূলং গোমূত্রযোগতঃ ।
গণ্ডমালাং হরেৎ পীতং চিরকালোত্থিতামপি ॥

রাখালশসা অথবা শ্বেতাপরাজিতার মূল গোমূত্রে বাঁটিয়া পান করিলে গণ্ডমালা নিবারণ হয়।

অলম্বুষাদলোদ্ভূতং স্বরসং দ্বিপলং পিবেৎ ।
অপচ্যা গণ্ডমালায়াঃ কামলায়াশ্চ নাশনম্ ॥

ভূকদম্বের রস ২ পল পান করিলে অপচী, গণ্ডমালা ও কামলা রোগ সত্বর নষ্ট হয়।

গলগণ্ডং গণ্ডমালাং কুরণ্ডঞ্চ বিনাশয়েৎ ।
পিষ্টং জ্যেষ্ঠাম্বুনা লেপাৎ মূলং ব্রাহ্মণযষ্টিজম্ ॥

বামনহাটীর মূল আতপতণ্ডুলের জলের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও কুরণ্ডরোগ উপশমিত হয়।

ছুছুন্দরীতৈলম্ ।

ছুছুন্দর্য্যা বিপক্কঞ্চ ক্ষণাত্তৈলবরং ধ্রুবম্ ।
অভ্যঙ্গান্নাশয়েৎ ক্ষিপ্রং গণ্ডমালাং সুদারুণাম্ ॥
(ছুছুন্দর্য্যাঃ কল্কঃ। জলং চতুর্গুণম্। অস্য প্রাধান্যাৎ ক্বাথ কল্কৌ ইতি চক্রঃ।)

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ কুট্টিত ছুঁচার মাংস ১ সের, ক্বাথার্থ ছুঁচার মাংস ১ সের, পাকের জল ১৬ সের, চক্রদত্তের মতে ছুঁচার ক্বাথ ও কল্ক উভয় দ্বারাই তৈল

পাক কর্ত্তব্য। এই তৈল ব্যবহার করিলে গণ্ডমালা প্রভৃতি নানা রোগ শীঘ্র নষ্ট হয়।

শাখোটকতৈলম্ ।

গণ্ডমালাপহং তৈলং সিদ্ধং শাখোটকত্বচা ॥

(শাখোটকত্বচা ক্বাথকল্কাভ্যামিতি গদাধরঃ। কল্কমাত্রেণ জলং চতুর্গুণমিত্যন্যে।)

শেওড়ার ছালের ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা সিদ্ধ তৈল ব্যবহার করিলে গণ্ডমালা নিবারণ হয়।

বিম্বাদিতৈলম্ ।

বিম্বাশ্বমারনির্গুণ্ডীসাধিতং বাপি নাবনম্ ॥

তেলাকুচার মূল, করবীরমূল ও নিসিন্দা দ্বারা পাচিত তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে গণ্ডমালা নিবারণ হয়।

নির্গুণ্ডীতৈলম্ ।

নির্গুণ্ডীস্বরসে বাথ লাঙ্গলীমূল কল্কিতম্।
তৈলং নস্যান্নিহন্ত্যাশু গণ্ডমালাং সুদারুণাম্ ॥

তৈল ৪ সের। নিসিন্দার রস ১৬ সের। কল্কার্থ ঈশলাঙ্গলার মূল ১ সের। এই তৈলের নস্য দ্বারা গণ্ডমালা নষ্ট হয়।

অপচীচিকিৎসা—

বনকার্পাসিকামূলং তণ্ডুলৈঃ সহ যোজিতম্।
পক্কা পূপলিকাঃ খাদেদপচীনাশনায় তু ॥

বনকার্পাসের মূল ১ ভাগ ও তণ্ডুল ৩ ভাগ একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে অপচী রোগ নষ্ট হয়।

শোভাঞ্জনং দেবদারু কাঞ্জিকেন তু পেষিতম্।
কোষ্ণং প্রলেপতো হন্যাদপচীমতিদুস্তরাম্ ॥

সজিনামূল, দেবদারু এই দুই দ্রব্য কাঁজির সহিত পিষ্ট ও ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে অতি কঠিন অপচী রোগ নষ্ট হয়।

সর্ষপারিষ্টপত্রাণি দগ্ধ্বা ভল্লাতকৈঃ সহ।
ছাগমূত্রেণ সংপিষ্টমপচীঘ্নং প্রলেপনম্ ॥

সর্ষপ, নিম্বপত্র ও ভেলার মুটী দগ্ধ করিয়া ছাগমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে অপচী রোগ উপশমিত হয়।

অশ্বত্থকাষ্ঠং নিচুলং গবাং দন্তঞ্চ দাহয়েৎ।
বরাহমজ্জসংপৃক্তং ভস্ম হন্ত্যপচীব্রণান্ ॥

অশ্বত্থ কাষ্ঠ, হিজল ও গোদন্ত ভস্ম বরাহের মজ্জার সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অপচি ও ব্রণ নষ্ট হয়।

দণ্ডোৎপলভবং মূলং বদ্ধং পুষ্যেঽপচীং জয়েৎ।
অপামার্গস্য বা ছিন্দ্যাজ্জিহ্বাতলগতে শিরে ॥

পুষ্যানক্ষত্রে ডানকুনিশাকের অথবা অপরাজিতার মূল গলদেশে বন্ধন করিলে অপচী রোগ নিবারণ হয়। ইহাতে জিহ্বাতলস্থ স্থূল শিরাদ্বয় ছেদন করিয়া রক্তমোক্ষণ করিলেও বিশেষ উপকার দর্শে।

ব্যোষাদ্যং তৈলম্।

ব্যোষং বিড়ঙ্গং মধুকং সৈন্ধবং দেবদারু চ।
তৈলমেভিঃ শৃতং নস্যাৎ কৃচ্ছ্রামপ্যপচীং জয়েৎ॥

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ ত্রিকটু বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধব ও দেবদারু এই সমুদায়ে ১ সের। পাকের জল ১ সের। ইহার নস্য গ্রহণ করিলে অপচী নিবারণ হয়।

চন্দনাদ্যং তৈলম্।

চন্দনং সাভয়া লাক্ষা বচা কটুকরোহিণী।
এভিস্তৈলং শৃতং পীতং সমূলামপচীং জয়েৎ॥

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ চন্দন, হরীতকী, লাক্ষা, বচ ও কট্‌কী মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈল পান করিলে অপচীরোগের মূলোৎপাটন হয়।

গুঞ্জাদ্যং তৈলম্।

গুঞ্জা হয়ারি শ্যামার্ক সর্ষপৈর্মূত্রসাধিতম্।
তৈলন্তু দশধা পশ্চাৎ কণা লবণ পঞ্চকৈঃ॥
মরিচৈশ্চূর্ণিতৈর্যুক্তং সর্ব্বাবস্থাগতাং জয়েৎ।
অভ্যঙ্গাদপচীং নাড়ীং বল্মীকার্শোর্ব্বুদব্রণান্॥

কুঁচমূল, করবীমূল, বিড়ঙ্গক, আকন্দের আঠা ও সর্ষপ এই সমুদায় কল্ক ও তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্র দ্বারা ক্রমশঃ ১০ বার পাচিত তৈলে পিঁপুল, পঞ্চলবণ ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দারা মর্দ্দন করিলে অপচী, নাড়ীব্রণ, বল্মীক, অর্শঃ, অর্ব্বুদ (আব) ও ব্রণ নষ্ট হয়।

গ্রন্থিচিকিৎসা—

গ্রন্থিষ্বামেষু কুর্ব্বীত ভিষক্ শোথপ্রতিক্রিয়াম্।
পক্কানুৎপাট্য সংশোধ্য রোপয়েদ্ ব্রণভেষজৈঃ॥

অপক্ক গ্রন্থিরোগে ব্রণশোথোক্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য। উহা পাকিলে উৎপাটন ও পূয়াদি নিঃসারণ করিয়া ব্রণের ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

হিংস্রা সরোহিণ্যমৃতা তথৈব
শ্যোণাক বিল্বাগুরু কৃষ্ণগন্ধাঃ।
গোপিত্তপিষ্টাঃ সহ তালপর্ণ্যা
গ্রন্থৌ বিধেয়োঽনিলজে প্রলেপঃ॥

বাতজ গ্রন্থিরোগে গুড়কামাই, কট্‌কী, গুলঞ্চ, শোণাছাল, বেলছাল, অগুরু, সজিনাছাল ও মউরী এই সমুদায় দ্রব্য গোপিত্তে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

জলায়ুকাঃ পিত্তকৃতে হিতাস্তু
ক্ষীরোদকাভ্যাং পরিষেচনঞ্চ।
কাকোলবর্গস্য তু শীতলানি
পিবেৎ কষায়াণি সশর্করাণি॥

পিত্তকৃত গ্রন্থিরোগে জলজ দ্রব্যের প্রলেপাদি, সজল দুগ্ধ সেবনে ও শর্করা-সংযুক্ত কাকোলীবর্গের ক্বাথ বিশেষ উপকারী।

দ্রাক্ষারসেনেক্ষুরসেন বাপি
চূর্ণং পিবেদ্ বাপি হরীতকীনাম্॥

পৈত্তিক গ্রন্থিরোগে দ্রাক্ষা বা ইক্ষুরসের সহিত হরীতকীচূর্ণ সেবন করিলে উপকার দর্শে।

মধুকজম্বর্জ্জুনবেতসানাং
ত্বগ্‌ভিঃ প্রদেহানবতারয়েচ্চ।

হৃতেষু দোষেষু যথানুপূর্ব্ব্যা
গ্রন্থৌ ভিষক্ শ্লেষ্মসমুদ্ভবে তু॥

কফজ গ্রন্থিতে মউলফুল, জামছাল, অর্জ্জুনছাল ও বেতের ছাল এই সমুদায়ের দ্বারা প্রলেপ দিবে।

বিকঙ্কতারগ্বধ কাকণন্তী
কাকাদনী তাপস বৃক্ষমূলৈঃ।
আলেপয়েদেনমলাবুভার্গী-
করঞ্জকালা মদনৈশ্চ বিদ্বান্॥

বঁইচি, সোঁদাল, কুঁচ, কালিয়াকড়া ও ইঙ্গুদি এই সমুদায় বৃক্ষের মূল অথবা তিতলাউ, বামনহাটী, করঞ্জ, নীল ও মদনবৃক্ষের ছাল এই সমুদায়ের দ্বারা প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

দন্তী চিত্রক মূলত্বক্ সৌধার্ক পয়সী গুড়ঃ।
ভল্লাতকাস্থি কাসীসং লেপাচ্ছিন্দ্যাচ্ছিলামপি॥

দন্তীমূলের ছাল, চিতামূলের ছাল, সীজ আঠা, আকন্দ আঠা, পুরাতন গুড়, ভেলার মুটী ও হীরাকস এই সমুদায় দ্রব্য বাঁটীয়া প্রলেপ দিলে গ্রন্থি প্রভৃতি ছিন্ন হইয়া পড়ে।

গ্রন্থ্যর্ব্বুদাদিজিল্লেপো মাতৃবাহককীটজঃ॥

পাছুড়িয়া পোকার বিষ্ঠা লেপন করিলে গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

সর্জ্জিকা মূলক ক্ষারঃ শঙ্খচূর্ণসমন্বিতঃ।
প্রলেপো বিহিতস্তীক্ষ্ণো হন্তিগ্রন্থ্যর্ব্বুদাদিকান্॥

সাচিক্ষার, মূলার ক্ষার ও শঙ্খচূর্ণ এই সমুদায় মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে গ্রন্থি ও অর্ব্বুদাদি রোগ নষ্ট হয়।

গ্রন্থীনমর্ম্মপ্রভবানপক্বান্
উদ্ধৃত্য চাগ্নিং বিদধীত বৈদ্যঃ।
ক্ষারেণ চৈতান্ প্রতিসারয়েত্তু
সর্ব্বাংশ্চ সংলিখ্য যথোপদেশম্॥

যে সকল গ্রন্থি মর্ম্ম স্থানে উৎপন্ন নহে অথচ অপক্ক, তাহাদিগকে ছেদন করিয়া তৎস্থানে অগ্নি সংযোগ করিয়া দগ্ধ করিবে এবং শাস্ত্রানুসারে ক্ষারাদি প্রয়োগ করিবে।

অর্ব্বুদচিকিৎসা—

গ্রন্থ্যর্ব্বুদানাঞ্চ যতোঽবিশেষঃ
প্রদেশহেত্বাকৃতিদোষদূষ্যৈঃ।
ততশ্চিকিৎসেদ্ ভিষগর্ব্বুদানি
বিধানবিদ্ গ্রন্থিচিকিৎসিতেন॥

গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ এই উভয় রোগের উৎপত্তির স্থান, উৎপত্তির হেতু, আকৃতি, দোষ ও দূষ্য সমুদায়ই একরূপ। অতএব গ্রন্থি-চিকিৎসার নিয়মানুসারে অর্ব্বুদ চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

বাতার্ব্বুদে চাপ্যুপনাহনানি
স্নিগ্ধৈশ্চ মাংসৈরথ বেসবারৈঃ।
স্বেদং বিদধ্যাৎ কুশলস্তু নাড্যা
শৃঙ্গেণ রক্তং বহুশো হরেচ্চ॥

বায়ুজনিত অর্ব্বুদরোগে স্নিগ্ধ মাংস অথবা বেসবার দ্বারা প্রলেপ, স্বেদ প্রদান এবং নাড়ী ও শৃঙ্গ দ্বারা বারংবার রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক।

স্বেদোপনাহা মৃদবশ্চ পথ্যাঃ
পিত্তার্ব্বুদে কায়বিরেচনঞ্চ।

পিত্তার্ব্বুদে মৃদুস্বেদ, মৃদুপ্রলেপ, পিত্তঘ্ন পথ্য ও বিরেচক ঔষধ প্রযোজ্য।

বিঘৃষ্য চৌড়ুম্বর শাক গোজী-
পত্রৈর্ভৃশং ক্ষৌদ্রযুতৈঃ প্রলিম্পেৎ।
শ্লক্ষ্ণীকৃতৈঃ সর্জরস প্রিয়ঙ্গু-
পত্তঙ্গ লোধ্রাঞ্জন যষ্টিকাহ্বৈঃ॥

যজ্ঞডুমুর ও গোজিয়া পত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া মধুসংযুক্ত ও পিষ্ট ধূনা, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, লোধ, রসাঞ্জন ও যষ্টিমধুর প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

লেপনং শঙ্খচূর্ণেন সহ মূলকভস্মনা।
কফার্ব্বুদাপহং কুর্য্যাদ্ গ্রন্থ্যাদিষু বিশেষতঃ॥

শ্লৈষ্মিক অর্ব্বুদ ও গ্রন্থি রোগে শঙ্খচূর্ণ ও মূলাভস্ম একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে রোগের উপশম হয়।

নিষ্পাব পিণ্যাক কুলত্থ কল্কৈ-
র্মাংসপ্রগাঢ়ৈর্দধি মর্দ্দিতৈশ্চ।
লেপং বিদধ্যাৎ ক্রিময়ো যথাত্র
মুঞ্চন্ত্যপত্যান্যথ মক্ষিকা বা॥
অল্পাবশিষ্টং ক্রিমিভিঃ প্রজগ্ধং
লিখেৎ ততোঽগ্নিং বিদধীত পশ্চাৎ।
যদল্পমূলং ত্রপু তাম্র সীসৈঃ
সংবেষ্ট্য পত্রৈরথবায়সৈর্বা।
ক্ষারাগ্নি শস্ত্রাণ্যবতারয়েচ্চ
মুহুর্মুহুঃ প্রাণমবেক্ষমাণঃ।
যদৃচ্ছয়া চোপগতানি পাকং
পাকক্রমেণোপচরেদ্ যথোক্তম্॥

শিম, খইল, কুলত্থকলায় ও অধিক পরিমিত মাংস এই সমুদায় দ্রব্য দধির সহিত মর্দ্দন করিয়া অর্ব্বুদে প্রলেপ দিবে। ঐ প্রলেপ অধিককাল রাখিতে হইবে। যখন ইহাতে ক্রিমি বা মক্ষিকা সকল সন্তান প্রসব করিবে এবং অর্ব্বুদকে অধিকাংশ ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে, তখন অবশিষ্ট অংশ ছেদন করিয়া অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। অল্পাবশিষ্ট অংশ সীসা, তামা অথবা লৌহনির্ম্মিত পত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া এবং ক্ষার, অগ্নি ও অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা নিঃশেষিত করিবে, কিন্তু শস্ত্রাদি প্রয়োগকালে বারংবার রোগীর বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

উপোদিকারসাভ্যক্তাস্তৎপত্রপরিবেষ্টিতাঃ।
প্রণশ্যন্ত্যচিরান্নৃণাং পীড়কার্ব্বুদজাতয়ঃ॥

ব্রণ ও অর্ব্বুদাদিতে পুঁইপত্রের রস মাখাইয়া পুঁইপত্রের দ্বারাই বেষ্টন করিয়া রাখিলে উহারা নষ্ট হয়।

উপোদিকা কাঞ্জিক তক্র পিষ্টা
তয়োপনাহো লবণেন মিশ্রঃ।
দৃষ্টোঽর্ব্বুদানাং প্রশমায় কৈশ্চিদ্
দিনে দিনে রাত্রিষু মর্ম্মজানাম্॥

পুঁইপত্র, কাঁজি ও ঘোলের সহিত বাঁটিয়া সৈন্ধবলবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ রাত্রিতে প্রলেপ দিলে ক্রমশঃ মর্ম্মস্থানজাত অর্ব্বুদ উপশমিত হইতে পারে।

লেপোঽর্ব্বুদজিদ্রম্ভামোচক-
ভস্ম তুষ শঙ্খচূর্ণকৃতঃ।
সরটরুধিরার্দ্রগন্ধক যবা-
গ্রজ বিড়ঙ্গ নাগরৈর্বাথ॥

মোচাভস্ম, তুষ ও শঙ্খচূর্ণ এই সমুদায় অথবা কুকলাসের রক্ত, গন্ধক,

যবক্ষার, বিড়ঙ্গ ও শুঁঠ এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে অর্ব্বুদ নষ্ট হয়।

শূহী গণ্ডীরিকাস্বেদো নাশয়েদর্ব্বুদানি চ।
সীসকেনাথ লবণৈঃ পিণ্ডারকফলেন চ॥

সিজ ও শসার দ্বারা অথবা সীসা, সৈন্ধবলবণ ও বঁইচ ফল দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে অর্ব্বুদের উপশম হয়।

হরিদ্রা লোধ্র পত্তঙ্গ গৃহধূম মনঃশিলাঃ।
মধু প্রগাঢ়ো লেপোঽয়ং মেদোঽর্ব্বুদহরঃ পরঃ॥

হরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঝুল ও মনছাল এই সমুদায় দ্রব্য অধিক পরিমিত মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে মেদোজাত অর্ব্বুদ নষ্ট হয়।

রৌদ্ররসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মর্দ্দ্যং যামচতুষ্টয়ম্।
নাগবল্লীদলযুতং মেঘনাদপুনর্নবা॥
গোমূত্রপিপ্পলীযুক্তং মর্দ্দ্যং রুদ্ধা পুটেল্লঘু।
লিহেৎ ক্ষৌদ্রে রসো রৌদ্রো
গুঞ্জামাত্রোঽর্ব্বুদং জয়েৎ॥

সমপরিমিত পারদ ও গন্ধক, ৪ প্রহরকাল মর্দ্দন করিবে। পরে তাহার সহিত পানপত্র, পলাশছাল, পুনর্নবা, গোমুত্র ও পিঁপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পুনরায় উহা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে উহা লঘুপুটে পাক করিয়া ১ রতি পরিমাণে মধুর সহিত লেহন করিবে, তাহাতে অর্ব্বুদ বিনষ্ট হইবে।

শর্করার্ব্বুদচিকিৎসা—

এতামেব ক্রিয়াং কুর্য্যাদশেষাং শর্করার্ব্বুদে॥

শর্করার্ব্বুদের চিকিৎসাও উক্তরূপ।

গলগণ্ডাদৌ বিধিঃ।

ছর্দ্দির্বিরেচনং স্বেদো নস্যং ধূমঃ শিরাব্যধঃ।
অগ্নিকর্ম্ম ক্ষারযোগঃ প্রলেপো লঙ্ঘনানি চ॥
বিশেষাদ্‌গলগণ্ডে তু ছিন্দ্যাজ্জিহ্বাতলে শিরাঃ।
কুর্য্যাদ্ বা মণিবন্ধোর্দ্ধং রেখাস্তিস্রোঽঙ্গুলান্তরাঃ॥

গলগণ্ডাদি রোগে নিম্নোক্ত ক্রিয়া সকল করিবে। বমন, বিরেচন, স্বেদ, নস্য, ধূমপান, শিরাবেধ, অগ্নিকর্ম্ম, ক্ষার প্রয়োগ, প্রলেপ ও উপবাস, বিশেষতঃ গলগণ্ডে জিহ্বার নীচের শিরা ছেদন করিবে এবং মণিবন্ধের (কব্জার) উপরিভাগে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা এক অঙ্গুল অন্তর তিনটী দাগ দিবে।

কালাগ্নিভৈরবো বিদ্যাবল্লভশ্চ রসোত্তমঃ।
তথা হেমামৃতরসো গলগণ্ডাদিরোগনুৎ॥

কালাগ্নিভৈরবরস, বিদ্যাবল্লভরস ও হেমামৃতরস গলগণ্ডাদি রোগের মহৌষধ।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং গলগণ্ডাদ্যধিকারঃ।

বৃদ্ধ্যধিকারঃ।

বৃদ্ধাবত্যশনং মার্গমুপবাসং গুরূণি চ।
বেগরোধং পৃষ্ঠযানং ব্যায়ামং মৈথুনং ত্যজেৎ ॥

(গুরূণি অন্নানি। অথবা গুরূণি অধিক-ভারবন্তি বস্তূনি ত্যজেৎ, গুরুভারং নোদ্বহে-দিত্যর্থঃ।

বৃদ্ধিরোগে অধিক ও গুরু আহার, অধিক ভ্রমণ, উপবাস, গুরুদ্রব্য বহন, মলাদির বেগধারণ, অশ্বপৃষ্ঠে গমন, ব্যায়াম ও মৈথুন এই সকল বর্জ্জনীয়।

বাতবৃদ্ধৌ পিবেৎ স্নিগ্ধং যথাপ্রাপ্তং বিরেচনম্।
সক্ষীরং বা পিবেৎ তৈলং মাসমেরণ্ডসম্ভবম্ ॥
গুগ্‌গুলেরণ্ডজং তৈলং গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ।
বাতবৃদ্ধিং জয়ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥

বাতবৃদ্ধিতে যথোপযুক্ত স্নিগ্ধ বিরেচন, দুগ্ধসংযুক্ত এরণ্ডতৈল এবং গোমূত্রের সহিত গুগ্‌গুল ও এরণ্ড-তৈল সেবনীয়।

পিত্তগ্রন্থিক্রমেণৈব পিত্তবৃদ্ধিমুপাচরেৎ।
জলৌকোভির্হরেদ্রক্তং বৃদ্ধৌ পিত্তসমুদ্ভবে ॥
চন্দনং মধুকং পদ্মমুশীরং নীলমুৎপলম্।
ক্ষীরপিষ্টপ্রলেপেন দাহশোথরুজাপহম্।

পৈত্তিক বৃদ্ধিরোগে পৈত্তিক গ্রন্থির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ইহাতে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ এবং রক্তচন্দন, যষ্টি-মধু, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও নীলোৎপল এই সমুদায় দুগ্ধে বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে। এই ক্রিয়ার দ্বারা দাহ, শোথ ও বেদনার নিবৃত্তি হয়।

ত্রিকটুত্রিফলাকাথং সক্ষারলবণং পিবেৎ।
বিরেচনমিদং শ্রেষ্ঠং কফবৃদ্ধিবিনাশনম্ ॥
লেপনং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং স্বেদনং রূক্ষমেব চ।
পরিষেকোপনাহৌ চ সর্ব্বমুষ্ণমিহেষ্যতে ॥

কফজ বৃদ্ধিতে যবক্ষার ও সৈন্ধব-লবণের সহিত ত্রিকটু ও ত্রিফলার ক্বাথ সেবন দ্বারা বিরেচন, কটু, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ প্রলেপ ও রুক্ষ স্বেদ বিধেয়। ইহাতে পরিষেক ও উপনাহাদি সমস্ত ক্রিয়া উষ্ণ উষ্ণ কর্ত্তব্য।

মুহুর্মুহুর্জলৌকোভিঃ শোণিতং রক্তজে হরেৎ।
পিবেদ্বিরেচনং বাপি শর্করাক্ষৌদ্রসংযুতম্।
শীতমালেপনং সর্ব্বং সর্ব্বং পিত্তহরং তথা।
পিত্তবৃদ্ধিক্রমং কুর্য্যাদামে পক্বে চ রক্তজে ॥

রক্তজ বৃদ্ধিতে জলৌকা দ্বারা পুনঃ পুনঃ রক্তমোক্ষণ, চিনি ও মধুসংযুক্ত বিরেচন, শীতল প্রলেপ এবং পিত্তনাশক ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান বিধেয়; ইহার কি আমাবস্থা কি পক্বাবস্থা সর্ব্বদাই পৈত্তিক বৃদ্ধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

স্বেদো মেদঃসমুত্থে তু লেপয়েৎ সুরসাদিনা।
শিরোবিরেচনদ্রব্যৈঃ সুখোষ্ণৈর্মূত্রসংযুতৈঃ ॥

মেদোজাত বৃদ্ধিতে স্বেদক্রিয়া বিধেয়। ইহাতে তুলসী, নিসিন্দা ও শ্বেতপুনর্নবা প্রভৃতির এবং গোমূত্র-সংযুক্ত ঈষদুষ্ণ শিরোবিরেচন দ্রব্যের প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে।

সংস্বেদ্য মূত্রপ্রভবং বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ।
সীবন্যাঃ পার্শ্বতোঽধস্তাদ্বিধ্যেদ্‌ব্রীহিমুখেন বৈ।

মূত্রজ বৃদ্ধিতে স্বেদ প্রদানানন্তর বস্ত্রপট্ট দ্বারা কোষবর্দ্ধন এবং ব্রীহিমুখ শস্ত্র দ্বারা সীবনীর পার্শ্বের অধোদিকে বেধ করিয়া জল নিঃসারণ করিবে।

মুষ্ককোষমগচ্ছন্ত্যামন্ত্রবৃদ্ধৌ বিচক্ষণঃ।
বাতবৃদ্ধিক্রমং কুর্য্যাৎ স্বেদস্তত্রাগ্নিনা হিতঃ॥

অন্ত্রবৃদ্ধি কোষপ্রাপ্ত না হইলে অর্থাৎ বঙ্ক্ষণে গ্রন্থিরূপ প্রথমাবস্থায় বাতজন্য বৃদ্ধির চিকিৎসা করিবে এবং অগ্নিতাপ দিবে।

তৈলমেরণ্ডজং পীত্বা বলাসিদ্ধং পয়োঽন্বিতম্।
আধ্মানশূলোপচিতামন্ত্রবৃদ্ধিং জয়েন্নরঃ॥

বেড়েলার সহিত সিদ্ধ এরণ্ডতৈল দুগ্ধের সহিত পান করিলে আধ্মান ও শূলসহিত অন্ত্রবৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

গন্ধর্ব্বহস্ততৈলেন ক্ষীরেণ বিহিতং শৃতম্।
বিশালামূলজং চূর্ণমন্ত্রবৃদ্ধিং বিনাশয়েৎ॥

এরণ্ডতৈল ও দুগ্ধের সহিত যথা-বিধি পক্ক রাখালশসার মূল চূর্ণ সেবন করিলে অন্ত্রবৃদ্ধির নিবৃত্তি হয়।

বচাসর্ষপকল্কেন প্রলেপঃ শোথনাশনঃ।
শিগ্রুত্বক্সর্ষপৈর্লেপঃশোথশ্লেষ্মানিলাপহঃ॥

বচ ও সর্ষপ অথবা সজিনাছাল ও সর্ষপ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে কোষের স্ফীতি নিবারণ হয়।

বহুবারস্য বীজঞ্চ পিষ্টং তচ্চার্দ্রকৈঃ সহ।
কুরণ্ডং নাশয়েদ্ ভদ্রে! লেপনান্নাত্র সংশয়ঃ॥

বহুবারবীজ ও আদা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে কুরণ্ডরোগ বিনষ্ট হয়।

ন্যগ্রোধক্ষীরলেপেন ব্রধ্নরোগো বিনশ্যতি॥

বটের আঠা লেপন করিলে ব্রধ্ন-রোগের শান্তি হয়।

অজাক্ষীরেণ গোধূমকল্কং কুন্দুরুকস্য বা।
বিলেপনং সুখোষ্ণং স্যাদ্ব্রধ্নশূলহরং পরম্॥

গোধূম বা কুন্দুরখোটি ছাগদুগ্ধে বাঁটিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রধ্নরোগের শান্তি হয়।

অজাজী হবুষা কুষ্ঠ গোধূম বদরাণি চ।
কাঞ্জিকেন সমং পিষ্ট্বা কুর্য্যাদ্‌ব্রধ্নে প্রলেপনম্॥

কৃষ্ণজীরা, হবুষ, কুড়, গোধূম ও কুলশুঁঠ প্রত্যেক সমভাগ। কাঁজির সহিত বাঁটিয়া অল্প উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রধ্ন নিবারণ হয়।

হরীতকী বচা শুণ্ঠী ত্রিবৃতা স্বর্ণপত্রিকাঃ।
এলাদ্বয়ং দেবপুষ্পং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
অনেন প্রশমং যান্তি ব্রধ্নকাসজ্বরা ধ্রুবম্॥

হরীতকী, বচ, শুঁঠ, তেউড়ীমূল, সোনামুখী, ছোটএলাইচ, বড়এলাইচ ও লবঙ্গ ইহাদের ক্বাথ পানে ব্রধ্ন, জ্বর ও কাসের শান্তি হয়।

বৃদ্ধিহরো রসঃ।

রসং গন্ধং বিসং ব্যোষং তথা লবণপঞ্চকম্।
ত্রিক্ষারং জয়পালঞ্চ মর্দ্দয়েদ্বহ্নিবারিণা।
রক্তিমাত্রাং বটীং কৃত্বা পায়য়েৎ পয়সা সহ।
অনেন প্রশমং যান্তি বৃদ্ধিব্রধ্নাদয়ো গদাঃ॥

পারদ, গন্ধক, মিঠা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা ও জয়পাল প্রত্যেক সমভাগ। চিতার রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহাতে বৃদ্ধি ও ব্রধ্ন প্রভৃতির সত্বর শান্তি হয়।

বৃদ্ধৌ যোজ্যানি।

রেচনং মূত্রকৃদ্ যচ্চ যদ্বাতস্যানুলোমনম।
তৎ সর্ব্বং বৃদ্ধিরোগেষু ভেষজং পরিযোজয়েৎ॥

যে সকল ঔষধ বিরেচক, মূত্রকারক ও বাতানুলোমক, এই সমস্ত বৃদ্ধিরোগে বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

গন্ধর্ব্বহস্ততৈলঞ্চ শতপুষ্পাদিকং তথা।
রসো বাতারিনামা চ যোজ্যান্যন্ত্রাপরাণি চ॥

বৃদ্ধিরোগে গন্ধর্ব্বহস্ততৈল, শতপুষ্পাদি তৈল ও বাতারিরস প্রভৃতি ঔষধ প্রযোজ্য।

অনভিষ্যন্দি পানান্নং নাতিশীতা ক্রিয়া তথা।
বৃদ্ধিরোগে হিতায় স্যাদ্বিপরীতং বিবর্জ্জয়েৎ॥

বৃদ্ধিরোগে অনভিষ্যন্দি অন্নপানীয় এবং অনতিশীতল ক্রিয়া হিতকর। ইহার বিপরীত বর্জ্জনীয়।

অন্ত্ররোগচিকিৎসা—

রুদ্ধান্ত্রগদস্য লক্ষণম্।

তোদঃ পুরীষসংরোধ আধ্মানাক্ষেপকৌ তথা।
নাভাবাকর্ষণং বান্তিঃ সমলা চ বলক্ষয়ঃ॥
হিক্কোদরে ব্যথা ঘোরা বহ্নিনাশোঽরতিস্তথা।
চিহ্নানীমানি জায়ন্তে গদে রুদ্ধান্ত্রসংজ্ঞকে॥

রুদ্ধান্ত্র পীড়ায় অর্থাৎ অন্ত্রাবরোধে উদরে সূচীবেধবৎ বেদনা, অত্যন্ত মলরোধ, আধ্মান, উদরের পেশীসকলের আক্ষেপ, নাভিদেশে আকর্ষণবোধ, পুরীষসংযুক্ত বমন, বলক্ষয়, হিক্কা, উদরে ঘোরতর বেদনা, ক্ষুধানাশ এবং অতিশয় অসুস্থ চিত্ততা এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

অন্ত্রের কোন অংশের অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ, অন্ত্রের ব্যাবৃত্তি ও স্থানভ্রংশ, দুষ্টব্রণাদির উৎপত্তি এবং ক্ষতাদি নিবারণের পর সঙ্কোচন ইত্যাদি কারণে এই ভয়াবহ ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা প্রায়ই সাংঘাতিক হইতে দেখা যায়।

রুদ্ধান্ত্রগদস্য চিকিৎসা—

বিরেচনং বস্তিকর্ম্ম বিবিচ্য পরিযোজয়েৎ।
স্বেদক্রিয়াঞ্চ কুর্ব্বীত গদে রুদ্ধান্ত্রনামনি॥

অন্ত্রাবরোধে বিবেচনামত বিরেচন ও বস্তিকর্ম্ম প্রযোজ্য। ইহাতে উদরে স্বেদ প্রদান করিলে উপকার দর্শে।

সুরা সসলিলা দেয়া ফণিফেনশ্চ যুক্তিতঃ।
ততঃ শাম্যন্তি সহসা কুঞ্চনাক্ষেপবেদনাঃ॥

সজল সুরা ও অহিফেন ব্যবহারে আকুঞ্চন, আক্ষেপ ও বেদনার শান্তি হয়। অহিফেন প্রতি দেড় বা দুইপ্রহর অন্তর অর্দ্ধ রতি মাত্রায় প্রযোজ্য।

পিষ্ট্বা কনকপত্রাণি থাথসস্য ফলং তথা।
উষ্ণীকৃত্যাম্লযোগেনোদরং তেন প্রলেপয়েৎ॥

ধুতূরাপত্র ও ঢেঁড়ীফল কাঁজির সহিত পিষ্ট ও উষ্ণ করিয়া উদরে প্রলেপ দিলে বিশেষ আরাম লাভ হয়।

এবং বহুবিধৈর্ব্যাধিঃ কর্ম্মভিশ্চেন্ন শাম্যতি।
ততঃ কুর্য্যাদ্ ভিষগ্‌যত্নাৎ সলিলেনান্ত্রপূরণম্॥
সন্বেশিতমথোত্তানমাতুরং বলিভির্ধৃতম্।
উন্নিতম্বমবাক্‌স্কন্ধং সান্ত্বয়িত্বা চ সান্ত্বনৈঃ॥
সুদূরমন্ত্রমধ্যেঽস্য নাড়ীং দীর্ঘাং প্রবেশয়েৎ।
তূলেন বস্ত্রখণ্ডৈর্বা পায়ুরন্ধ্রং নিরুধ্য চ॥

বস্তিযোগেনান্ত্রমধ্যে তোয়মুষ্ণং প্রযোজয়েৎ।
সংপূর্ণমুদরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্তেত ভিষক্ ততঃ॥
বস্তিদেশাদথারভ্যোৎপীড়য়েদুদরং ক্রমাৎ।
বক্রস্যান্ত্রস্য সারল্যং কর্ম্মণানেন জায়তে॥
সলিলেনেব সূতেন পলাষ্টকমিতেন চ।
বস্তিযোগপ্রযুক্তেন রুদ্ধান্ত্রত্বং বিনশ্যতি॥

এইরূপ বিবিধ ক্রিয়া দ্বারা ব্যাধি নিবারণ না হইলে জল দ্বারা অন্ত্রপূরণ কর্ত্তব্য। তাহার প্রণালী এই। যথা রোগীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া স্কন্ধদেশ নিম্ন এবং নিতম্বভাগ কিঞ্চিৎ উচ্চ রাখিয়া অতি সাবধানে গুহ্যরন্ধ্র দিয়া অন্ত্রমধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত একটী সুদীর্ঘ নল প্রবেশ করাইয়া তুলা বা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা গুহ্যের ছিদ্র বুজাইয়া উষ্ণ জলের পিচকারী দিবে। প্রবিষ্ট জল দ্বারা উদর স্ফীত হইলে পিচকারী দেওয়া বন্ধ করিবে। অনন্তর বস্তিদেশ হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে উদর প্রপীড়িত করিবে। ইহাতে বক্র অন্ত্র ঋজু হইতে পারে। জলের ন্যায় পারদের পিচকারী দ্বারাও বিশেষ উপকার সম্ভাবনা। এক সের পরিমিত পারদের পিচকারী দেওয়া কর্ত্তব্য।

অত্র শস্ত্রক্রিয়া প্রাণনাশায় প্রায়শো ভবেৎ।
আতুরাণাং সহস্রেষু কস্যচিৎ স্যাচ্ছুভায় বা॥

শস্ত্র দ্বারা উদর ছেদন করিয়া অন্ত্রাবরোধ নিবারণ করিবার চেষ্টা করা প্রায়ই বিপজ্জনক হয়। শস্ত্রক্রিয়া দৈবাৎ কাহারও মঙ্গলের নিমিত্ত হইতে দেখা যায়।

দ্রবোপযোগো রুদ্ধান্ত্রগদে ন স্যাদ্ধিতায় তি।
যুক্ত্যা তদ্গদিনে দদ্যাদতঃ সান্দ্ররসাদিকম্॥

এই পীড়ায় দ্রবপান হিতকর নহে। অতএব রোগীকে সুঘন মাংসরস এবং বিবেচনামত অন্যান্য পথ্য দিবে।

অন্ত্রবৃদ্ধের্লক্ষণম্।

বিবিধৈঃ কর্ম্মভিঃ ক্রূরৈরন্ত্রস্যাবয়বো বৃতিম্।
ভিত্ত্বোদরীং নিঃসরতি সান্ত্রবৃদ্ধির্নিগদ্যতে॥

গুরু ভারোত্তোলন, লম্ফন ও বেগে ধাবন ইত্যাদি বিবিধ ক্রূর কর্ম্ম দ্বারা অন্ত্রাবয়ব উদরবৃতি ভেদ করিয়া নিঃসৃত হয়। নিঃসৃত হইয়া ক্রমশঃ কোষাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। অন্ত্রের এইরূপ নিঃসরণকে অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ বলে।

অন্ত্রবৃদ্ধি রোগের বিশেষ নিদান, সম্প্রাপ্তি ও লক্ষণাদি আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানের নিদানচিকিৎসিত স্থানে দ্রষ্টব্য।

অন্ত্রবৃদ্ধেশ্চিকিৎসা।

অন্ত্রবৃদ্ধেঃ প্রশান্ত্যর্থং ধার্য্যা কুণ্ডলবন্ধনী।
স্বেদভেদাদি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি চ সর্ব্বথা॥

অন্ত্রবৃদ্ধি নিবারণার্থ কুণ্ডলবন্ধনী ধারণ এবং স্বেদ ভেদাদি কর্ম্মের আচরণ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এক্ষণকার প্রচলিত ট্রস্ নামক ইংরাজি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যন্ত্রকেই কুণ্ডলবন্ধনী বলে। ইহার দ্বারা ঐ বন্ধনীর কার্য্য সুচারুরূপে সাধিত হইয়া থাকে।

তৈলমেরণ্ডজং পীত্বা বলাসিদ্ধং যথোচিতম্।
আধ্মান শূলোপচিতমন্ত্রবৃদ্ধিং জয়েন্নরঃ॥

বেড়েলার সহিত যথাবিধি এরণ্ড-তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে আধ্মান ও বেদনা সহিত অন্ত্রবৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

রাস্না যষ্ট্যমৃতৈরণ্ড বলারগ্বধ গোক্ষুরৈঃ।
পটোলেন বৃষেণাপি বিধিনা বিহিতং শৃতম।
ক্ষবুতৈলেন সংযুক্তমন্ত্রবৃদ্ধিং ব্যপোহতি ॥

রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, সোঁদালআঠা, গোক্ষুর, পটোলপত্র ও বাসকছাল ইহাদের ক্বাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি নিবারণ হয়।

গন্ধর্ব্বহস্ততৈলেন ক্ষীরেণ বিহিতং শৃতম্।
বিশালামূলজং চূর্ণং বৃদ্ধিং হন্তি ন সংশয়ঃ ॥

এরণ্ডতৈল ও দুগ্ধের সহিত রাখালশসার মূল পাক করিয়া সেবন করিলে অন্ত্রবৃদ্ধির নিবৃত্তি হয়।

বচা সর্ষপকল্কেন প্রলেপঃ শোথনাশনঃ।
শিগ্রুত্বক্ সর্ষপৈর্লেপঃ শোথশ্লেষ্মানিলাপহঃ ॥

বচ ও সর্ষপ অথবা সজিনাছাল ও সর্ষপ বাঁটিয়া গ্রন্থির ন্যায় শোথস্থানে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

বৃদ্ধিবাধিকা বটিকা।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং মৃতান্যেতানি যোজয়েৎ।
লৌহং বঙ্গং তথা তাম্রং কাংস্যঞ্চাথ বিশোধিতম্ ॥
তালকং তুত্থকঞ্চাপি তথা শঙ্খং বরাটকম।
ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং বিড়ঙ্গং বৃদ্ধদারকম্ ॥
কর্চূরং মাগধীমূলং পাঠাং হপুষাং বচাম্।
এলাবীজং দেবকাষ্ঠং তথা লবণপঞ্চকম্ ॥
এতানি সমভাগানি চূর্ণয়েদথ কারয়েৎ।
কষায়েণ হরীতক্যা বটিকাং টঙ্কসংমিতাম্।
একাং তাং বটিকাং যস্তু নির্গিলেদ্ বারিণা সহ।
অন্ত্রবৃদ্ধিরসাধ্যাপি তস্য নশ্যতি সত্বরম্ ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, কাঁসা, হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চৈ, বিড়ঙ্গ, বিদ্ধড়কবীজ, শটী, পিঁপুলমূল, আকনাদি, হবুষ, বচ, এলাইচ, দেবদারু ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া হরীতকীর ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে অন্ত্রবৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

অন্ত্রেহন্যে বহবো রোগা জায়ন্তে বহুদুঃখদাঃ।
বিবিচ্য ভিষজা তত্র ক্রিয়া কার্য্যা বিধানতঃ।

অন্ত্রে বহুদুঃখপ্রদ অন্যান্য বিবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই সকল স্থলে বিবেচনা মত চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বান্ত্ররোগেষু—

মহোদধিরসঃ।

রসং গন্ধং তথা হেম বজ্র বিদ্রুম মৌক্তিকম্।
গৃহীত্বা সমভাগেন মর্দ্দয়েৎ ত্রিফলাম্বুনা।
ততো রক্তিমিতাঃ কুর্য্যাদ্
বটীশ্ছায়াপ্রশোষিতাঃ।
একৈকাং দাপয়েদাসাং যথাদোষানুপানতঃ।
কৃচ্ছ্রান্ত্রত্বমন্ত্রবৃদ্ধিং তথান্যানন্ত্রজান্ গদান্।
বাতপিত্তকফোত্থাংশ্চ সর্ব্বান্ হন্তি মহোদধিঃ।

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, হীরা, প্রবাল ও মুক্তা এই সমুদায় সমভাগে লইয়া ত্রিফলার ক্বাথে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে।

যথাযোগ্য অনুপানের সহিত এক একটী বটিকা সেবনীয়। ইহাতে অন্ত্রাবরোধ ও অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি অন্ত্রজ রোগ সমস্ত এবং বায়ু, পিত্ত ও কফজাত পীড়া সমস্ত দূরীকৃত হয়।

শশিশেখররসঃ।

লৌহমভ্রঞ্চ সিন্দূরং মর্দ্দয়েৎ কন্যকাম্বুনা।
অস্য রক্তিমিতং দদ্যাদন্ত্ররোগনিবৃত্তয়ে॥

লৌহ, অভ্র ও রসসিন্দূর একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা যথোপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার অন্ত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

রসরাজেন্দ্রঃ।

হিঙ্গুলোত্থং রসং গন্ধং কেশরাজাম্বুশোধিতম্।
রসার্দ্ধং হেম তারঞ্চ নাগং হেমার্দ্ধকং তথা॥
ক্ষিপ্ত্বা খল্লতলে পশ্চাদ্ বাসাক্বাথেন ভাবয়েৎ।
কাকমাচ্যাশ্চিত্রকস্য নির্গুণ্ড্যাঃ কুটজস্য চ॥
স্থলপদ্মস্যোৎপলস্য সপ্তকৃত্বো দ্রবৈঃ পৃথক্।
ততো রক্তিমিতাঃ কুর্য্যাদ্
বটীশ্চণ্ডাংশুশোষিতাঃ॥
অন্ত্রজান্ নিখিলান্ রোগান্
সর্ব্বদোষোদ্ভবাংস্তথা।
হন্ত্যয়ং রসরাজেন্দ্রো মৃগরাজো যথা মৃগান্॥

হিঙ্গুলোত্থ রস ও কেশুরিয়ার রসে শোধিত গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রত্যেক ৪ মাষা এবং সীসা ২ মাষা এই সমুদায় একত্র করিয়া বাসক, কাকমাচী, চিতা, নিসিন্দা, কুড়চি, স্থলপদ্ম ও পদ্ম ইহাদের ক্বাথে পৃথক্ পৃথক্ ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অন্ত্ররোগ সমস্ত এবং অন্যান্য বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয়।

ত্রিবৃতাদি ঘৃতম্।

ত্রিবৃতা মধু যষ্ট্যম্বু পয়োধর যমানিকাঃ।
শ্যামা বিদারী মিশ্রেয়ী পিপ্পলী গিরিমল্লিকাঃ॥
ঘৃতপ্রস্থং পয়ঃপ্রস্থং দধ্যাঢকসমন্বিতম্।
শতাবরীরসপ্রস্থং সর্ব্বাণ্যেকত্র সম্পচেৎ॥
ত্রিবৃতাদিঘৃতঞ্চৈতদন্ত্রজান্ নিখিলান্ গদান্।
প্রমেহান্ বিংশতিং শ্বাসান্
কুষ্ঠান্যর্শাংসি কামলাম্॥
হলীমকং পাণ্ডুরোগং গলগণ্ডং তথার্ব্বুদম্।
বিদ্রধিং ব্রণশোথঞ্চ হন্তি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

গব্য ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ৪ সের, দধিমস্তু ১৬ সের, শতমূলীর রস ৪ সের। কল্কার্থ তেউড়ী, যষ্টিমধু, বালা, মুতা, যমানী, শ্যামালতা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মউরী, পিঁপুল ও কুড়চিছাল মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে অন্ত্রজ সমস্ত রোগ এবং প্রমেহ ও শ্বাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়া নিরাকৃত হয়।

বৃহদ্দন্তীঘৃতম্।

জলদ্রোণে পচেৎ সম্যগ্ দন্ত্যাঃ পলশতং ভিষক্।
পাদশিষ্টং গৃহীত্বেমং ক্বাথং সর্পিঃ পয়স্তথা॥

দন্তীমূলং বলাং দ্রাক্ষাং সহদেবং শতাবরীম্।
সরলং সারিবাং শ্যামাং প্রত্যেকং কুড়বোন্মিতম্।
বিদার্য্যাস্তালমূল্যাশ্চ শাল্মলাঃ কুটজস্য চ।
রসাঢ়কং পরিক্ষিপ্য সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা॥
অন্ত্রবৃদ্ধিমন্ত্ররোধমন্ত্রদাহং সুদারুণম্।
মুষ্কবৃদ্ধিং তথা ব্রধ্নং ব্রণশোথং ভগন্দরম্॥
আমবাতং বাতরক্তং মুখনাসাশিরোরুজঃ।
রেতঃশোণিতদোষাংশ্চ হন্তি দন্তীঘৃতং বৃহৎ॥

ঘৃত ১৬ সের। ক্কাথার্থ দন্তীমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ, ভূমিকুষ্মাণ্ড রস, তালমূলীর রস, শিমূলমূলের রস ও কুড়চিছালের রস প্রত্যেক ১৬ সের। কল্কার্থ দন্তীমূল, বেড়েলা, দ্রাক্ষা, পীতবেড়েলা, শতমূলী, সরলকাষ্ঠ, অনন্তমূল ও শ্যামালতা প্রত্যেক অৰ্দ্ধ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি, অন্ত্রাবরোধ, অন্ত্রদাহ, মুষ্কবৃদ্ধি ও ব্রধ্ন প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

বৃহন্মন্দারতৈলম্।

যন্মধ্যনারায়ণ নাম তৈলং
তস্যাঙ্গসংঘৈস্তিলজং হি তৈলম্।
মন্দারপুষ্পস্বরসেন সার্দ্ধং
পচেদ্ বিধিজ্ঞঃ কমলাম্ভসা চ॥
মন্দারতৈলং বৃহদেতদাশু
বলঞ্চ শুক্রং পরিবর্দ্ধয়েদ্ধি।
অন্ত্রোত্থরোগান্ নিখিলান্ নিহন্তি
পিত্তোত্থবাতোত্থকফোত্থিতাংশ্চ॥

যে সকল কল্ক ও ক্কাথাদি দ্বারা বাতব্যাধি অধিকারের মধ্যমনারায়ণ তৈল পাক করিতে হয়, তৎসমস্ত এবং অধিকন্তু পালিতাপুষ্পের ও পদ্মের রসের সহিত তৈল পাক করিলে তাহাকে বৃহৎ মন্দার তৈল বলে। ইহা গাত্রে ও উদরাদিতে মর্দ্দন করিলে অন্ত্রজ রোগ সমস্ত এবং অন্যান্য ব্যাধি সত্বর প্রশমিত হয়।

মুষ্কবৃদ্ধিব্রধ্নচিকিৎসা—

সক্ষীরং বা পিবেত্তৈলং মাসমেরণ্ডসম্ভবম্।
পুনর্নবায়াস্তৈলং বা তৈলং নারায়ণং তথা।
পানে বস্তৌ রুবোস্তৈলং পেয়ং বা দশকাম্ভসা।
(এতৎ সর্ব্বং বাতিকেঽতিপ্রশস্তম।)

বায়ুজন্য বৃদ্ধিরোগে (কোষবৃদ্ধিতে) একমাস দুগ্ধের সহিত এরণ্ডতৈল পান করিলে উপকার হয়। ইহাতে পুনর্নবার ক্কাথ ও কল্ক দ্বারা পক তৈল এবং নারায়ণ তৈল পান কৰ্ত্তব্য। এরণ্ডতৈলের পিচকারি এবং দশ-মূলের ক্কাথের সহিত উহা পান করাও ইহাতে ব্যবস্থেয়।

চন্দনং মধুকং পদ্মমুশীরং নীলমুৎপলম্।
ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রদেহঃ স্যাদ্ দাহশোথরুজাপহঃ॥
(পৈত্তিকে।)

রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, বেণার মূল, নীলোৎপল (অভাবে সুঁদিপুষ্প) এই সমুদায় দ্রব্য দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দাহ, শোথ ও যাতনার নিবৃত্তি হয়। ইহা পৈত্তিক বৃদ্ধিতে প্রযোজ্য।

পঞ্চবল্কলকল্কেন সঘৃতেন প্রলেপনম্।
সর্ব্বপিত্তহরং কার্য্যং রক্তজে রক্তমোক্ষণম্॥

রক্তজ বৃদ্ধিরোগে বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত এই পঞ্চ বৃক্ষের বল্কল ঘৃতের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। রক্তজ বৃদ্ধিতে পৈত্তিক বৃদ্ধির ন্যায় ক্রিয়া এবং রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য।

শ্লেষ্মবৃদ্ধিমুষ্ণবীর্য্যৈর্মূত্রপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ।
পীতদারুকষায়ঞ্চ পিবেন্মূত্রেণ সংযুতম্॥

কফজ বৃদ্ধিতে বৃহৎ পঞ্চমূল প্রভৃতি উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে এবং দেবদারুর কাথ গোমূত্রে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে উপকার দর্শে।

স্বিন্নং মেদঃসমুত্থঞ্চ লেপয়েৎ সুরসাদিনা।
শিরোবিরেকদ্রব্যৈর্ব্বা সুখোষ্ণৈর্মূত্রস যুতৈঃ॥

মেদোজাত বৃদ্ধিরোগে কোষে স্বেদ প্রদান করিয়া পরে নিসিন্দা, তুলসী ও পুনর্নবা প্রভৃতি দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। ইহাতে গোমূত্রসংযুক্ত সৈন্ধব, পিঁপুল ও মরিচ প্রভৃতি শিরোবিরেচক দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার হয়।

রাস্না যষ্ট্যমৃতৈরণ্ড বলা গোক্ষুরসাধিতঃ।
কাথোঽন্ত্রবৃদ্ধিং হন্ত্যাশু রুবুতৈলেন মিশ্রিতঃ॥

রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বেড়েলা ও গোক্ষুর এই সমুদায়ে ২ তোলা, পাকের জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। এই কাথে এরণ্ড-তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি উপশমিত হয়।

তৈলমেরণ্ডজং পীত্বা বলাসিদ্ধপয়োঽন্বিতম্।
আধ্মানশূলোপচিতামন্ত্রবৃদ্ধিং জয়েন্নরঃ॥

বেড়েলামূল ২ তোলা, দুগ্ধ এক পোয়া, জল ১ সের একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আধ্মান ও যন্ত্রণার সহিত অন্ত্রবৃদ্ধি নিবারিত হয়।

ভৃষ্টো রুবুকতৈলেন কল্কঃ পথ্যাসমুদ্ভবঃ।
কৃষ্ণা সৈন্ধব সংযুক্তো বৃদ্ধিরোগহরঃ পরঃ॥

(পিষ্টাং হরীতকীং পিপ্পলীসৈন্ধবাভ্যাঞ্চ এরণ্ডতৈলেন ভৃষ্ট্বা সপ্তাহং খাদ্যম্। অনুপান-মুষ্ণোদকম্।)

হরীতকী পেষণ করিয়া তাহার সহিত পিঁপুলের গুঁড়া ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া উষ্ণজলের সহিত ৭ দিন সেবন করিলে বৃদ্ধিরোগ নিবারণ হয়।

লজ্জাগৃধ্রমলাভ্যাঞ্চ লেপো বৃদ্ধিহরঃ পরঃ।

লজ্জালুলতা ও শকুনির বিষ্ঠা একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বৃদ্ধি রোগ নষ্ট হয়।

ব্রধ্নচিকিৎসা—

অত্যভিষ্যন্দিগুর্ব্বান্নসেবনান্নিচয়ং গতঃ।
করোতি গ্রন্থিবৎ শোথং দোষো বঙ্ক্ষণসন্ধিষু।
জ্বরশূলাঙ্গদাহাঢ্যং তং ব্রধ্নমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

অতি শ্লেষ্মজনক গুরুপাক ও কাঁচা দ্রব্য ভোজনে বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে শোথ, জ্বর, বেদনা ও গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, ইহাকে ব্রধ্ন অর্থাৎ কুঁচ্কি কহে।

বিল্বাদিচূর্ণম্।

মূলং বিল্বকপিত্থয়োররলুকস্তাগ্নের্বৃহত্যোর্দ্বয়োঃ
শ্যামাপূতিকরঞ্জশিগ্রুকতরোর্বিম্বৌষধারুষ্করম্।

কৃষ্ণা গ্রন্থিক চব্য পঞ্চলবণ ক্ষারাজমোদান্বিতং
পীতং কাঞ্জিক কোষ্ণতোয়-
মথিতং চূর্ণীকৃতং ব্রধ্নজিৎ ॥

বেল, কয়েতবেল, সোঁদাল, চিতা, বৃহতী, কণ্টকারী, বিল্কড়ক, নাটাকরঞ্জ ও সজিনা এই সমুদায়ের মূল এবং শুঁঠ, ভেলার মুটী, পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈঁই, পঞ্চলবণ, যবক্ষার ও বনযমানী এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া কাঁজি বা উষ্ণজলের সহিত পান করিলে ব্রধ্নরোগ নিবারিত হয়।

ব্রধ্নশূলহরো বিধিঃ।

অজাক্ষীরেণ গোধূমকল্কং কুন্দুরুকস্য বা।
প্রলেপনং সুখোষ্ণং স্যাদ্ ব্রধ্নশূলহরং পরম্ ॥

গোধূম বা কুন্দুরুখোটী ছাগদুগ্ধে বাঁটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রধ্নরোগ ও তজ্জনিত যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

মৃতমাত্রে তু বৈ কাকে বিশস্তে তু প্রবেশয়েৎ।
ব্রধ্নং মূহূর্ত্তং মেধাবী তৎক্ষণাদরুজং ভবেৎ ॥

একটী কাক মারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার কোষ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া বঙ্ক্ষণ সন্ধিতে বসাইয়া বাঁধিয়া রাখিলে শীঘ্র যাতনা নিবৃত্তি হইবে।

অজাজী হবুষা কুষ্ঠ গোধূম বদরাণি চ।
কাঞ্জিকেন সমং পিষ্ট্বা কুর্য্যাদ্‌ব্রণবিলেপনম্ ॥

কৃষ্ণজীরা, হবুষ, কুড়, গোধূম ও কুলশুঁঠ এই সমুদায় কাঁজির সহিত বাঁটিয়া কুঁচ্‌কিতে প্রলেপ দিবে।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবং মদনং কুষ্ঠং শতাহ্বাং নিচুলং বচাম্।
হ্রীবেরং মধুকং ভার্গীং দেবদারু সনাগরম্ ॥
কট্‌ফলং পৌষ্করং মেদাং চবিকাং চিত্রকং শটীম্।
বিড়ঙ্গাতিবিষেশ্যামাং রেণুকাং নীলিনীং স্থিরাম্ ॥
বিল্বাজমোদে কৃষ্ণাঞ্চ দন্তীং রাস্নাং প্রলিপ্য চ।
সাধ্যমেরণ্ডজং তৈলং তৈলং বা কফবাতনুৎ ॥
ব্রধ্নোদাবর্ত্ত গুল্মার্শঃ প্লীহমেহাঢ্য মারুতান্।
আনাহমশ্মরীঞ্চৈব হন্যাৎ তদনুবাসনাৎ ॥

এরণ্ডতৈল বা তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ সৈন্ধব, মদনফল, কুড়, শুল্‌ফা, হিজল, বচ, বালা, যষ্টিমধু, বামনহাটি, দেবদারু, শুঁঠ, কট্‌ফল, পুষ্করমূল, মেদ, চৈঁই, চিতামূল, শটী, বিড়ঙ্গ, আতইচ, শ্যামালতা, রেণুকা, নীলবৃক্ষ, শালপাণি, বেলশুঁঠ, বনযমানী, পিঁপুল, দন্তীমূল ও রাস্না মিলিত ১ সের। জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে ব্রধ্ন, উদাবর্ত্ত ও বাতরক্ত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

সৌরেশ্বরঘৃতম্।

সুরসা দেবকাষ্ঠঞ্চ ত্রিকটু ত্রিফলে তথা।
লবণান্যথ সর্ব্বাণি বিড়ঙ্গান্যথ চিত্রকম্ ॥
চবিকা পিপ্পলীমূলং গুগ্‌গুলুর্হবুষা বচা।
বচাগ্রজঞ্চ পাঠা চ শট্যেলা বৃদ্ধদারকম্ ॥
কল্কৈশ্চ কার্ষিকৈরেভির্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দশমূলকষায়েণ ধান্যযূষদ্রবেণ চ ॥
দধিমস্তুসমাযুক্তং প্রস্থং প্রস্থং পৃথক্ পৃথক্।
পক্বং স্যাদুদ্ধৃতং কল্কাৎ পিবেৎ কর্ষত্রয়ং হবিঃ ॥
শ্লীপদং কফবাতোত্থং মাংসরক্তাশ্রিতঞ্চ যৎ।
মেদঃশ্রিতঞ্চ বাতোত্থং হন্যাদেব ন সংশয়ঃ ॥
অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ অন্ত্রবৃদ্ধিং তথার্ব্বুদম্।

নাশয়েদ্ গ্রহণীদোষং শ্বয়থুং গুদজানি চ।
পরমগ্নিকরং হৃদ্যং কোষ্ঠক্রিমিবিনাশনম্॥

ঘৃত ৪ সের। দশমূলের কাথ, কাঁজি ও দধির মাত প্রত্যেক ৪ সের। কল্কার্থ কৃষ্ণ তুলসী, দেবদারু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চৈ, পিঁপুলমূল, গুগ্‌গুল, হবুষ, বচ, যবক্ষার, আকনাদি, শটী, এলাইচ ও বিদ্ধড়ক প্রত্যেক ২ তোলা। মাত্রা ৪ তোলা পর্য্যন্ত। ইহাতে শ্লীপদ ও গণ্ডমালা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

গন্ধর্ব্বহস্ততৈলম্।

শতমেরণ্ডমূলস্য পলং শুণ্ঠ্যা যবাঢ়কম্।
জলদ্রোণে বিপক্কব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্॥
তেন পাদাবশেষেণ পয়সা তৎসমেন চ।
প্রস্থমেরণ্ডতৈলস্য তন্মূলাচ্চ চতুঃপলম্॥
ত্রিপলং শৃঙ্গবেরঞ্চ গর্ভং দত্ত্বা বিপাচয়েৎ।
তৎ পিবেৎ প্রয়তঃ শুদ্ধো নরঃ ক্ষীরান্নভুক্‌সদা।
অন্ত্রবৃদ্ধিং জয়ত্যাশু তৈলং গন্ধর্ব্বহস্তকম্॥

এরণ্ডতৈল ৪ সের। কাথার্থ এরণ্ডমূল ১২॥০ সের, শুঁঠ ১০০ পল, যব ৮ সের, প্রত্যেক জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ এরণ্ডমূল ৪ পল, আদা ৩ পল। এই তৈল পান করিলে অন্ত্র বৃদ্ধি প্রশমিত হয়। পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন। মাত্রা ২ তোলা, উষ্ণজলের সহিত সেব্য।

শতপুষ্পাদ্যং ঘৃতম্।

শতপুষ্পামৃতা দারু চন্দনং রজনীদ্বয়ম্।
জীরকে দ্বে বচা নাগ ত্রিফলা গুগ্‌গুলু ত্বচম্॥
মাংসী সকুষ্ঠ পত্রৈলা রাস্না শৃঙ্গী চ চিত্রকম্।
ক্রিমিঘ্নমশ্বগন্ধা চ শৈলেয়ং কটুরোহিণী॥
সৈন্ধবং তগরং কুষ্ঠং জাতীফলবিষৈঃ সমৈঃ।
এতৈশ্চ কার্ষিকৈঃ কল্কৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
বৃষমুণ্ডিতিকৈরণ্ড বিল্বপত্রভবো রসঃ।
কণ্টকার্য্যাস্তথা প্রস্থং ক্ষীরপ্রস্থং বিনিক্ষিপেৎ॥
সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং পীতমন্ত্রবৃদ্ধিং ব্যপোহতি।
বাতবৃদ্ধিং পিত্তবৃদ্ধিং মেদোবৃদ্ধিমথাপি বা॥
মূত্রবৃদ্ধিং শ্লীপদঞ্চ যকৃৎ প্লীহানমেব চ।
শতপুষ্পাদ্যমেতদ্ বৈ ঘৃতং হন্তি ন সংশয়ঃ॥

ঘৃত ৪ সের। বাসক, মুণ্ডিরী, এরণ্ড, বিল্বপত্র ও কণ্টকারী ইহাদের প্রত্যেকের রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ শুল্‌ফা, গুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরক, কৃষ্ণজীরক, বচ, নাগেশ্বর, ত্রিফলা, গুগ্‌গুল, গুড়ত্বক্, জটামাংসী, কুড়, তেজপত্র, এলাইচ, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, অশ্বগন্ধা, শৈলজ, কট্‌কী, সৈন্ধব, তগরপাদুকা, কুড়, জায়ফল ও মৃণাল প্রত্যেক ১ তোলা। এই শতপুষ্পাদ্য ঘৃত যথানিয়মে ১ তোলা মাত্রায় পান করিলে সকল প্রকার বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি ও শ্লীপদাদি নানারোগ নষ্ট হয়।

বৃদ্ধিহরা যোগাঃ।

হরীতকীং মূত্রসিদ্ধাং সতৈলাং লবণান্বিতাম্।
প্রাতঃ প্রাতশ্চ সেবেত কফবাতাময়াপহম্॥

গোমূত্র সিদ্ধ হরীতকী ১ তোলা, এরণ্ডতৈল ১ তোলা, সৈন্ধব ২ মাষা

এই সমুদায় একত্র করিয়া প্রত্যহ প্রাতে উষ্ণজলের সহিত সেব্য।

গুগ্‌গুলুং রুবুতৈলং বা গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ।
বাতবৃদ্ধিং নিহন্ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্॥

গুগ্‌গুল ১ তোলা, ৪ মাষা এরণ্ডতৈলে মাড়িয়া গোমূত্রের সহিত পান করিলে বাতজ বৃদ্ধি নষ্ট হয়।

নিষ্পিষ্টমারনালেন রূপিকামূলবল্কলম্।
লেপো বৃদ্ধ্যাময়ং হন্তি বদ্ধমূলমপি ধ্রুবম্॥

শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল কাঁজিতে বাঁটীয়া প্রলেপ দিলে বৃদ্ধিরোগ নষ্ট হয়।

গব্যং ঘৃতং সৈন্ধবসম্প্রযুক্তং
শম্বূকভাণ্ডে নিহিতং তদেব।
সপ্তাহমাদিত্যকরৈর্বিপক্কং
হন্যাৎ কুরণ্ডং চিরজং প্রবৃদ্ধম্॥

গব্যঘৃত ২ তোলা ও সৈন্ধব অর্দ্ধ তোলা এই দুই দ্রব্য একত্রিত করিয়া শামুকের মধ্যে রাখিয়া ৭ দিন রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। পরে এই ঘৃত কুরণ্ডে মালিশ করিলে উপকার হয়।

সৈন্ধবঞ্চ ঘৃতাভ্যক্তং তাম্রভাজনমাতপে।
প্রতপ্তমূর্ণয়া ঘৃষ্টং তন্মলঞ্চ সমাহরেৎ॥
কুরণ্ডং ম্রক্ষয়েত্তেন সনির্ব্বিঘ্নং দিবানিশম্।
কুরণ্ডং তেন সংলিপ্তং নাস্তীত্যাহ পুনর্ব্বসুঃ॥

কোন তাম্রপাত্রে ঘৃত ও সৈন্ধবলবণ স্থাপনপূর্ব্বক রৌদ্রে উত্তপ্ত করিবে। পরে মেষলোম দ্বারা ঐ পাত্র ঘর্ষণ করিয়া মল নির্গত করিবে। ইহা কুরণ্ডে মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

গোমূত্রসিদ্ধাং রুবুতৈলভৃষ্টাং
হরীতকীং সৈন্ধবসম্প্রযুক্তাম্।
পিবেন্নরঃ কোষ্ণজলানুপানাৎ
নিহন্তি বৃদ্ধিং চিরজাং প্রবৃদ্ধাম্॥

গোমূত্রসিদ্ধ হরীতকী সৈন্ধবলবণের সহিত এরণ্ডতৈলে ভাজিয়া উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে বৃদ্ধিরোগ উপশমিত হয়।

ঐন্দ্রীমূলভবং চূর্ণং রুবুতৈলেন মর্দ্দিতম্।
ত্র্যহাদ্‌গোপয়সা পীতং সর্ব্ববৃদ্ধিহরং পরম্।
বচাসর্ষপকল্কেন লেপো বৃদ্ধিবিনাশনঃ॥

গোরক্ষকাঁকুড়ের মূলচূর্ণ এরণ্ডতৈলে মর্দ্দন করিয়া গব্যদুগ্ধের সহিত পান করিলে অথবা বচ ও সর্ষপ বাঁটিয়া কোষে প্রলেপ দিলে বৃদ্ধিরোগ উপশমিত হয়।

বহুবারস্য বীজঞ্চ পিষ্ট্বা তচ্চার্দ্রকৈঃ সহ।
কুরণ্ডং নাশয়েত্তদ্রে লেপনান্নাত্র সংশয়ঃ॥

বহুবারবৃক্ষের বীজ ও আদা একত্রে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে কুরণ্ডরোগের উপশম হয়।

ঘৃতৈর্নীলোৎপলংমূলং পিষ্ট্বা লিম্পেৎ কুরণ্ডকম্।
অথবা লেপনং কুর্য্যাদ্ গৃহমণ্ডুকশোণিতৈঃ॥

নীলোৎপলের মূল ঘৃতের সহিত বাঁটিয়া তদ্দ্বারা অথবা গৃহস্থিত ভেকের রক্ত দ্বারা প্রলেপ দিলে কুরণ্ডের উপশম হয়।

ভক্তোত্তরীয়ম্।

অভ্রকং গন্ধকঞ্চৈব পিপ্পলী লবণানি চ।
ত্রিক্ষারং ত্রিফলা চৈব হরিতালং মনঃশিলা।

পারদং চাজমোদা চ যমানী শতপুষ্পিকা।
জীরকং হিঙ্গু মেথী চ চিত্রকং চবিকা বচা॥
দন্তী চ ত্রিবৃত্তা মুস্তং শিলা চ মৃতলৌহকম্।
অঞ্জনং নিম্ববীজানি পটোলং বৃদ্ধদারকম্॥
সর্ব্বাণি চাক্ষমাত্রাণি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
শতং কানকবীজানি শোধিতানি প্রযোজয়েৎ॥
এতদগ্নিবিবৃদ্ধ্যর্থমৃষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্।
শ্লীপদান্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ বাতবৃদ্ধিঞ্চ দারুণাম্॥
অরুচিং চামবাতঞ্চ শূলং বাতসমুদ্ভবম্।
গুল্মঞ্চৈবোদরব্যাধীন্ নাশয়ত্যাশু তৎক্ষণাৎ।
ভক্তোত্তরমিদং চূর্ণমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা॥

অভ্র, গন্ধক, পিঁপুল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, ত্রিফলা, হরিতাল, মনছাল, পারদ, বনযমানী, যমানী, শুল্‌ফা, জীরা, হিং, মেথী, চিতামূল, চঁই, বচ, দন্তীমূল, তেউড়ী, মুতা, শিলাজতু, লৌহ, রসাঞ্জন, নিম্ব-বীজ, পটোলপত্র ও বিদ্ধড়ক প্রত্যেক ২ তোলা, শোধিত জয়পালবীজ ১০০টা, সমুদায় একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। আহারের পর ১ মাষা হইতে ২ মাষা মাত্রায় সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি এবং শ্লীপদ ও অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি অনেক রোগের উপশম হয়।

বাতারিঃ।

রসভাগো ভবেদেকো গন্ধকো দ্বিগুণো মতঃ।
ত্রিগুণা ত্রিফলা গ্রাহ্যা চতুর্ভাগশ্চ চিত্রকঃ॥
গুগ্‌গুলুঃ পঞ্চভাগঃ স্যাদেরণ্ডতৈলমর্দ্দিতঃ।
ক্ষিপ্ত্বাত্র পূর্ব্বকং চূর্ণং তেনৈব সহ মর্দ্দয়েৎ॥
গুড়িকাং কর্ষমাত্রান্তু ভক্ষয়েৎ প্রাতরেব হি।
নাগরৈরণ্ডমূলানাং ক্বাথং তদনু পায়য়েৎ॥
অভ্যঞ্জ্যৈরণ্ডতৈলেন স্বেদয়েৎ পৃষ্ঠদেশকম্।
বিরেকে তেন সংজাতে স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ ভোজয়েৎ॥
বাতারিসংজ্ঞকো হ্যেষ রসো নির্ব্বাতসেবিতঃ।
অন্ত্রবৃদ্ধিং নিহন্ত্যেষ ব্রহ্মচর্য্যপুরঃসরঃ।
অনুপানঞ্চ তিলজমার্দ্রকদ্রবসংযুতম্॥

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা মিলিত ৩ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, এরণ্ডতৈলে মর্দ্দিত গুগ্‌গুল ৫ ভাগ। এই সমস্ত দ্রব্য এরণ্ডতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমিত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস ও তিলতৈল। ঔষধ সেবনের পর শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্বাথ পেয়। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর পৃষ্ঠদেশে এরণ্ড তৈল মাখাইয়া স্বেদ প্রদান করিবে। বিরেচন হইলে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করাইবে। ইহাতে বৃদ্ধি-রোগ প্রশমিত হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বৃদ্ধ্যধিকারঃ।

শ্লীপদাধিকারঃ।

লঙ্ঘনালেপন স্বেদ রেচনৈ রক্তমোক্ষণৈঃ।
প্রায়ঃ শ্লেষ্মহরৈরুষ্ণৈঃ শ্লীপদং সমুপাচরেৎ॥
(লঙ্ঘনং প্রথমতো লেপস্বেদাদয়ো নবে পুরাণে চ।)

শ্লীপদ রোগের উপক্রমে লঙ্ঘন ব্যবস্থেয়, পরে সকল অবস্থাতেই প্রলেপ, স্বেদ, বিরেচন ও জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। এই রোগে কফনাশক উষ্ণ ক্রিয়া করিবে।

শ্লীপদে প্রলেপাঃ।

ধুস্তূরৈরণ্ড নির্গুণ্ডী বর্ষাভূ শিগ্রুসর্ষপৈঃ।
প্রলেপঃ শ্লীপদং হন্তি চিরোত্থমপি দারুণম্॥

কনকধুতূরা, এরণ্ডমূল, নিসিন্দা, পুনর্নবা, সজিনামূলের ছাল ও শ্বেত-সর্ষপ এই সমুদায় বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে চিরজাত শ্লীপদও নষ্ট হয়।

নিষ্পিষ্টমারনালেন রূপিকামূলবল্কলম্।
প্রলেপাৎ শ্লীপদং হন্তি বদ্ধমূলমপি স্থিরম্॥

শ্বেত আকন্দের মূল কাঁজির সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বদ্ধমূল শ্লীপদও প্রশমিত হয়।

শ্লীপদহরা যোগাঃ।

পিণ্ডারকতরুসম্ভববন্দাকশিফা
জয়তি সর্পিষা পীতা।
শ্লীপদমুগ্রং নিয়তং বদ্ধা সূত্রেণ জঙ্ঘায়াম্॥

বিকঙ্কত বৃক্ষোপরি জাত বৃক্ষরুহের (পর গাছার) মূল ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিলে অথবা সূত্র দ্বারা জঙ্ঘায় বান্ধিলে শ্লীপদ নষ্ট হয়।

হিতাশ্চালেপনে নিত্যং চিত্রকো দেবদারু বা।
সিদ্ধার্থ শিগ্রু কল্কো বা সুখোষ্ণো মূত্রপেষিতঃ॥

চিতামূল, দেবদারু অথবা শ্বেতসর্ষপ ও সজিনামূলের ছাল গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

স্নেহস্বেদোপনাহাংশ্চ শ্লীপদেঽনিলজে ভিষক্।
কৃত্বা গুল্ফোপরি শিরাং বিধ্যেৎ তচ্চতুরঙ্গুলে॥

বায়ুজনিত শ্লীপদ রোগে স্নেহস্বেদ ও প্রলেপ প্রদানানন্তর গুল্ফের উপরি-ভাগে ৪ অঙ্গুল প্রদেশের মধ্যে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে।

গুল্ফস্যাধঃ শিরাং বিধ্যেৎ শ্লীপদে পিত্তসম্ভবে।
পিত্তঘ্নীঞ্চ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পিত্তার্ব্বুদবিসর্পবৎ॥

পৈত্তিক শ্লীপদে গুল্ফের অধঃস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া পিত্তার্ব্বুদের ও পিত্ত-বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

মঞ্জিষ্ঠাং মধুকং রাস্নাং সহিংস্রাং সপুনর্নবাম্।
পিষ্ট্বারনালৈর্লেপোঽয়ং পিত্তশ্লীপদশান্তয়ে॥

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, রাস্না, গুড়কামাই ও পুনর্নবা এই সমুদায় কাঁজিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে পৈত্তিক শ্লীপদ উপশমিত হয়।

শিরাং সুবিদিতাং বিধ্যেদঙ্গুষ্ঠে শ্লেষ্মশ্লীপদে।
মধুযুক্তানি বা তীক্ষ্ণ কষায়াণি পিবেন্নরঃ॥

কফজ শ্লীপদে অঙ্গুষ্ঠস্থ দৃশ্যমান শিরা বিদ্ধ করিবে এবং মধুসংযুক্ত তীক্ষ্ণ কষায় পান করাইবে।

পিবেৎ সর্ষপতৈলেন শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে।
পূতিকরঞ্জচ্ছদজং রসং বাপি যথাবলম্।
অনেনৈব প্রকারেণ পুত্রঞ্জীবকজং রসম্॥

নাটাকরঞ্জপত্রের রস অথবা জিয়া-পুতা পত্রের রস সার্ষপতৈলের সহিত পান করিলে শ্লীপদে উপকার দর্শে।

কাঞ্জিকেন পিবেচ্চূর্ণং মূত্রৈর্বা বৃদ্ধদারজম্।
রজনীং গুড়সংযুক্তাং গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ।
বর্ষোত্থং শ্লীপদং হন্তি দদ্রু কুষ্ঠং বিশেষতঃ॥

কাঁজি বা গোমূত্রের সহিত বিদ্ধ-ড়কছালচূর্ণ অথবা পুরাতন গুড়সংযুক্ত হরিদ্রাচূর্ণ গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে শ্লীপদ, দদ্রু ও কুষ্ঠরোগ উপশমিত হয়।

গন্ধর্ব্বতৈল ভৃষ্টাং হরীতকীং
গোজলেন যঃ পিবতি।
শ্লীপদবন্ধনমুক্তো ভবত্যসৌ সপ্তরাত্রেণ॥

এরণ্ডতৈলে হরীতকী ভাজিয়া গোমূত্রের সহিত ভক্ষণ করিলে ৭ দিবসে শ্লীপদ রোগ প্রশমিত হয়।

ধান্যাম্লং তৈলসংযুক্তং কফবাতবিনাশনম্।
দীপনঞ্চামদোষঘ্নমেতচ্ছ্লীপদনাশনম্॥

কাঁজি ও কটুতৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অগ্নির দীপ্তি, আমদোষ নাশ ও শ্লীপদরোগের উপশম হয়।

গোধাবতীমূলযুক্তাং খাদেম্মাষণ্ডরীং নরঃ।
জয়েচ্ছ্লীপদকোপোত্থং জ্বরং সদ্যো ন সংশয়ঃ॥

গোয়ালিয়া লতার মূল ও মাষপিষ্টক একত্র সেবন করিলে শ্লীপদজন্য জ্বর নিবৃত্ত হয়।

শ্লীপদঘ্নো রসোঽভ্যাসাদ্ গুড়ূচ্যাস্তৈলসংযুতঃ॥

গুলঞ্চের কাথে কটুতৈল প্রক্ষেপ দিয়া প্রত্যহ পান করিলে শ্লীপদ উপশমিত হয়।

বৃদ্ধদারকসমচূর্ণম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং দার্ব্বী বরুণ গোক্ষুরম্।
অলম্বুষাং গুড়ূচীঞ্চ সমভাগানি চূর্ণয়েৎ॥
সর্ব্বেষাং চূর্ণমাহৃত্য বৃদ্ধদারস্য তৎসমম্।
কাঞ্জিকেন চ তৎ পেয়মক্ষমাত্রং যথাবিধি॥
জীর্ণে চ পরিহারঃ স্যাদ্ ভোজনং সার্ব্বকামিকম্।
নাশয়েৎ শ্লীপদং স্থৌল্যমামবাতঞ্চ দারুণম্।
গুল্মকুষ্ঠানিলহরং বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহম্॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চৈ, দারুহরিদ্রা, বরুণছাল, গোক্ষুর, মুণ্ডিরী ও গুলঞ্চ প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, বিদ্ধড়কচূর্ণ সর্ব্বসমান। সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া কাঁজির সহিত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেব্য। ইহা সেবন করিলে শ্লীপদ, স্থূলতা ও আমবাত প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

পিপ্পল্যাদ্যং চূর্ণম্।

পিপ্পলী ত্রিফলা দারু নাগরং সপুনর্নবম্।
ভাগৈর্দ্বিপলিকৈরেষাং তৎসমং বৃদ্ধদারকম্॥
কাঞ্জিকেন পিবেচ্চূর্ণং কর্ষমাত্রং প্রমাণতঃ।
জীর্ণে চ পরিহারঃ স্যাদ্ ভোজনং সার্ব্বকামিকম্।
শ্লীপদং বাতরোগাংশ্চ হন্যাৎ প্লীহানমেব চ।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে তীক্ষ্ণং ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি॥

পিঁপুল, ত্রিফলা, দেবদারু, শুঁঠ ও পুনর্নবা প্রত্যেক ২ পল, বিদ্ধড়কচূর্ণ ১৪ পল এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা, কাঁজির সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে শ্লীপদাদি নানারোগ নষ্ট হয়।

কণাদিচূর্ণম্।

কণা বচা দারু পুনর্নবানাং
চূর্ণং সবিল্বং সমবৃদ্ধদারম্।
সংমর্দ্দ্য চৈতস্য নিহন্তি বল্লঃ
সকাঞ্জিকঃ শ্লীপদমুগ্রবেগম্॥

পিঁপুল, বচ, দেবদারু, পুনর্নবা ও বেলছাল প্রত্যেক সমভাগ; সকলের সমান বৃদ্ধদারক একত্র চূর্ণ করিবে। ৩ রতি পরিমাণে কাঞ্জির সহিত সেবন করিলে শ্লীপদ বিনষ্ট হয়।

মদনাদিলেপঃ।

মদনঞ্চ তথা সিক্থং সামুদ্রলবণং তথা।
মহিষীনবনীতেন সন্তপ্তে লেপনং হিতম্।
সপ্তাহাৎ স্ফুটিতৌ পাদৌ
জায়েতে কমলোপমৌ॥

ময়নাফল, নীলগাছ, সমুদ্রলবণ, এই সকল দ্রব্য মহিষী নবনীতে বাঁটিয়া দাহযুক্ত শ্লীপদে প্রলেপ দিলে সপ্তাহের মধ্যে উহা উপশমিত হয়।

কৃষ্ণাদ্যো মোদকঃ।

কৃষ্ণা চিত্রক দন্তীনাং কর্ষমর্দ্ধপলং পলম্।
বিংশতিশ্চ হরীতক্যা গুড়স্য তু পলদ্বয়ম্।
মধুনা মোদকং খাদন্ শ্লীপদং হন্তি দুস্তরম্॥

পিঁপুলচূর্ণ ২ তোলা, চিতামূলচূর্ণ ৪ তোলা, দন্তীমূলচূর্ণ ৮ তোলা, হরীতকী ২০টা, পুরাতন গুড় ১৬ তোলা। এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রাতে মধুর সহিত সেব্য। ইহাতে প্রবল শ্লীপদরোগ নষ্ট হয়।

সৌরেশ্বরঘৃতম্।

সুরসা দেবকাষ্ঠঞ্চ ত্রিকটু ত্রিফলে তথা।
লবণান্যথ সর্ব্বাণি বিড়ঙ্গান্যথ চিত্রকম্॥
চবিকা পিপ্পলীমূলং গুগ্গুলুর্হবুষা বচা।
যবাগ্রজঞ্চ পাঠা চ শট্যেলা বৃদ্ধদারকম্॥
কর্ষৈশ্চ কার্ষিকৈরেভির্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দশমূলকষায়েণ ধান্যযূষদ্রবেণ চ॥
দধিমস্তুসমাযুক্তং প্রস্থং প্রস্থং পৃথক্ পৃথক্।
পক্কং স্যাদ্ঘৃতং কল্কাৎ পিবেৎ কর্ষত্রয়ং হবিঃ॥
শ্লীপদং কফবাতোত্থং মাংসরক্তাশ্রিতঞ্চ যৎ।
মেদঃশ্রিতঞ্চ বাতোত্থং হন্যাদেব ন সংশয়ঃ॥
অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ অন্ত্রবৃদ্ধিং তথার্ব্বুদম্।
নাশয়েদ্ গ্রহণীদোষং শ্বয়থুং গুদজানি চ।
পরমগ্নিকরং হৃদ্যং কোষ্ঠক্রিমিবিনাশনম্॥

ঘৃত ৪ সের। দশমূলের ক্বাথ, কাঁজি ও দধির মাত প্রত্যেক ৪ সের। কল্কার্থ কৃষ্ণ তুলসী, দেবদারু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, পিঁপুলমূল, গুগ্গুল, হবুষ, বচ, যবক্ষার, আকনাদি, শটী, এলাইচ ও বিদ্ধড়ক প্রত্যেক ২ তোলা। মাত্রা ৪ তোলা পর্য্যন্ত। ইহাতে শ্লীপদ ও গণ্ডমালা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাদিতৈলম্।

বিড়ঙ্গ মরিচার্কেষু নাগরে চিত্রকে তথা।
ভদ্রদার্ব্বেলকাহ্বে চ সর্ব্বেষু লবণেষু চ।
তৈলং পক্কং পিবেদ্বাপি শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে॥

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, মরিচ, আকন্দমূল, শুঁঠ, চিতামূল, দেবদারু, হোগলা ও পঞ্চলবণ মিলিত ১ সের। এই তৈল রোগস্থানে মর্দ্দন ও পান করিলে শ্লীপদ রোগের শান্তি হয়।

পঞ্চাননঘৃতং তৈলঞ্চ।

শালঞ্চিকাপলদ্বন্দ্বং পৌনর্নবপলদ্বয়ম্।
ইন্দ্রসুরপলদ্বন্দ্বং পলৈকং চমরীফলম্॥
গুঞ্জাদলং পলৈকন্তু কাথয়েৎ প্রাস্থিকেঽম্ভসি।
পাদাবশেষে বিপচেৎ গোঘৃতং প্রাস্থিকং সুধীঃ॥
অভয়া চিত্রকং ক্ষারং সৈন্ধবং বিশ্বভেষজম্।
এতেষাং কর্ষমানেন বস্ত্রপূতং সুচূর্ণিতম্॥

ঘৃতে সিদ্ধে প্রদাতব্যং তচ্চ মাসন্তু খাদয়েৎ।
পঞ্চাননঘৃতং নাম শ্লীপদে গদকুম্ভিনি ॥
প্লীহগুল্মোদরানাহজ্বরশোথবিনাশনম্।
শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিতং বিশ্বসম্পদে ॥
গোমূত্রং শ্লৈষ্মিকে দেয়ং দুগ্ধং বাতে চ পৈত্তিকে।
সামান্যং ভোজনং দেয়মনুপানং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
এতত্তৈলং প্রকর্ত্তব্যং কল্কেন বস্তুনা বিনা।
ঘৃতেন বা কৃতং তৈলং ঘৃততুল্যগুণং ভবেৎ ॥

ঘৃত বা তৈল ৪ সের। কাথার্থ শালিঞ্চা ২ পল, পুনর্নবা ২ পল, নিসিন্দা-পত্র ২ পল, কাঞ্চনফল ১ পল, কুঁচপত্র ১ পল, পাকার্থ জল ৪ সের, শেষ ১ সের। পাক সিদ্ধ হইলে হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার, সৈন্ধব ও শুঁঠ প্রত্যেক ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। এই ঘৃত ভক্ষণে ও এই তৈল মর্দ্দনে শ্লীপদ ও অন্যান্য পীড়ার শান্তি হয়।

নিত্যানন্দরসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং মৃততাম্রকম্।
কাংস্যং বঙ্গং হরীতালং তুত্থং শঙ্খং বরাটিকা ॥
ত্রিকটু ত্রিফলা লৌহং বিড়ঙ্গং পটুপঞ্চকম্।
চবিকা পিপ্পলীমূলং হবুষা চ বচা তথা ॥
শটী পাঠা দেবদারু এলা চ বৃদ্ধদারকম্।
ত্রিবৃতাং চিত্রকং দন্তীং গৃহীত্বা তু পৃথক্ পৃথক্ ॥
এতানি সমভাগানি সংচূর্ণ্য গুড়কীকৃতম্।
হরীতকীরসং দত্ত্বা দশগুঞ্জোন্মিতং শুভম্ ॥
একৈকং ভক্ষয়েন্নিত্যং শীতঞ্চানু পিবেজ্জলম্।
শ্লীপদং কফবাতোত্থং রক্তমাংসাশ্রিতঞ্চ যৎ ॥
মেদোগতং ধাতুগতং নিহন্তি নাত্র সংশয়ঃ।
অর্ব্বুদং গণ্ডমালাঞ্চ বাতরক্তং সুদারুণম্ ॥
কফবাতোদ্ভবং রোগমন্ত্রবৃদ্ধিং চিরন্তনীম্।
বাতরক্তে বাতকফে গুদরোগে ক্রিমৌ তথা ॥
অগ্নিবৃদ্ধিং করোত্যেষ বলং বর্ণঞ্চ সুস্থতাম্।
শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিতো বিশ্বসম্পদে।
নিত্যানন্দরসশ্চায়ং মহাশ্লীপদনাশনঃ।
রক্তজে পিত্তজে চাপি শ্লীপদে যোজয়েদমুম্।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে শ্লীপদাময়ে ॥

(ত্রিবৃতাং চিত্রকং দন্তীং গৃহীত্বা তু পৃথক্ পৃথক্ ইত্যত্র ত্রিবৃচ্চিত্রকদন্তীনাং ভাবয়িত্বা রসৈঃ পৃথক্ ইতি সারকৌমুদ্যাং পাঠঃ। কুত্রাপি বা এতৎ পদ্যার্দ্ধং নাস্ত্যেব। শটী পাঠা দেবদারু ত্বগেলা বৃদ্ধদারকমিতি পাঠান্তরম্।)

হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাঁসা, বঙ্গ, হরিতাল, তুঁতিয়া, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, লৌহ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চঁই, পিঁপুলমূল, হবুষ, বচ, শটী, আকনাদি, দেবদারু, এলাইচ, বিদ্ধড়ক, তেউড়ী, চিতামূল ও দন্তীমূল এই সমুদায় সমভাগে হরীতকীর কাথে মর্দ্দন করিয়া ১০ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। প্রত্যহ এক এক বটিকা শীতল জলের সহিত সেবনীয়। ইহা শ্লীপদ রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে অর্ব্বুদ রোগ ও গণ্ডমালা প্রভৃতি অন্যান্য রোগও উপশমিত হইয়া থাকে।

শ্লীপদগজকেশরী।

ব্যোষামৃতে যমানী চ সূতোঽগ্নি গন্ধকং শিলা।
সৌভাগ্যং জয়পালঞ্চ চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ ॥
ভৃঙ্গ গোক্ষুর জম্বীরার্দ্রকতোয়ৈর্বিমর্দ্দয়েৎ।
অস্য রক্তিদ্বয়ং খাদেদুষ্ণতোয়ানুপানতঃ।
শ্লীপদং দুস্তরং হন্তি প্লীহানং হন্তি সেবিতঃ ॥

ত্রিকটু, বিষ, যমানী, পারদ, গন্ধক, চিতামূল, মনছাল, সোহাগা ও জয়পাল

এই সমুদায় সমভাগে লইয়া ভীমরাজ, গোক্ষুর, জম্বীর ও আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান উষ্ণ জল। সেবন করিলে শ্লীপদ ও প্লীহা নষ্ট হয়।

শ্লীপদারিঃ।

নিম্বং খদিরসারঞ্চ মধুনা চাষ্ট মাসকম্।
গবাং মূত্রেণ পিষ্ট্বা তু পিবেৎ শ্লীপদশান্তয়ে॥

নিম্বমূলের ছাল ও খদির সমভাগে মিশ্রিত করিয়া গোমূত্র ও মধুর সহিত ২ মাষা পরিমাণে ভক্ষণ করিলে শ্লীপদ রোগের শান্তি হয়।

শ্লীপদারিলৌহঃ।

হরীতক্যা বিভীতস্য ধাত্র্যাশ্চূর্ণং সুচূর্ণিতম্।
ষট্ তোলক প্রমাণেন গ্রাহ্যং ত্রীণাং গুণৈষিণা॥
তোলদ্বয়ং কান্তলৌহচূর্ণং তদ্বচ্ছিলাজতু।
কুর্য্যাদেকত্র সমস্তেষু ত্রিফলাক্বাথভাবনা॥
শ্লীপদাদ্যগদধ্বংসী সর্ব্বব্যাধিবিনাশনঃ।
শ্লীপদারিরিতি খ্যাতো লৌহো মুনিভিরর্চ্চিতঃ॥

হরীতকী, বহেড়া ও আমলা প্রত্যেক ৬ তোলা, কান্তলৌহ ২ তোলা ও শিলাজতু ২ তোলা এই সমুদায় একত্র করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে ভাবনা দিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে শ্লীপদ প্রভৃতি দুঃসাধ্য পীড়ার উপশম হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং শ্লীপদাধিকারঃ।

ভগ্নাধিকারঃ।

আদৌ ভগ্নং বিদিত্বা তু সেচয়েৎ শীতলাম্বুনা।
পঙ্কেনালেপনং কার্য্যং বন্ধনঞ্চ কুশান্বিতম্॥
সুশ্রুতোক্তস্তু ভগ্নেষু বীক্ষ্য বন্ধাদিমাচরেৎ।
অবনামিতমুন্নম্যেদুন্নতঞ্চাবপীড়য়েৎ॥
আঞ্ছেদতিক্ষিপ্তমধোগতঞ্চোপরি বর্ত্তয়েৎ।
আলেপনার্থং মঞ্জিষ্ঠা মধুকং চাম্লপেষিতম্॥
শতধৌতঘৃতোন্মিশ্রং শালিপিষ্টঞ্চ লেপনম্।
সপ্তরাত্রাৎ সপ্তরাত্রাৎ সৌম্যেষ্বৃতুষু মোক্ষণম্॥
কর্ত্তব্যং স্যাত্রিরাত্রাচ্চ তত্রাগ্নেয়েষু জানতা।
কালে চ সমশীতোষ্ণে পঞ্চরাত্রাদ্বিমোক্ষয়েৎ॥

ভগ্নস্থানে প্রথমতঃ শীতল জল সেচন, পঙ্কলেপন ও কুশাদি দ্বারা বন্ধন করিবে। সুশ্রুত গ্রন্থে যেরূপ বন্ধনাদি করিবার নিয়ম লিখিত আছে, তদনুসারে তৎসমুদায় নির্ব্বাহ করিবে। যে অস্থি অবনত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা উন্নমিত ও উন্নত অস্থিকে চাপিয়া স্বস্থানস্থ করিয়া দিবে। যে অস্থি অতিশয় উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাকে আকর্ষণ করিয়া অধঃ স্থাপিত এবং অধোগত অস্থি উত্তোলিত করিয়া দিবে। মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া অথবা শালিতণ্ডুল পেষণ করিয়া শতধৌত ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। ঐ প্রলেপ শীত ঋতুতে ৭ দিন অন্তর, উষ্ণঋতুতে ৩ দিন অন্তর এবং সমশীতোষ্ণ কালে ৫ দিন অন্তর তুলিয়া ফেলিয়া পুনর্ব্বার নূতন প্রলেপ দিবে।

ন্যগ্রোধাদি কষায়ঞ্চ সুশীতং পরিষেচনে।
পঞ্চমূলীবিপকন্তু ক্ষীরং দদ্যাৎ সবেদনে॥

সুখোষ্ণমবচার্য্যং বা তত্র তৈলং বিজানতা।
মাংসং মাংসরসঃ সর্পিঃ ক্ষীরং যূষঃ সতীনজঃ॥
বৃংহণং চান্নপানং স্যাদ্ দেয়ং ভগ্নায় জানতা।
গৃষ্টিক্ষীরং সসর্পিষ্কং মধুরৌষধসাধিতম্॥
শীতলং লাক্ষয়া যুক্তং প্রাতর্ভগ্নঃ পিবেন্নরঃ।
সঘৃতেনাস্থিসংহারং লাক্ষাগোধূমমর্জ্জুনম্।
সন্ধিযুক্তেঽস্থিভগ্নে চ পিবেৎ ক্ষীরেণ মানবঃ॥

বট ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের ছালের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা সেচন করিবে। অধিক বেদনা থাকিলে পঞ্চমূল ২ তোলা, দুগ্ধ ।০ এবং জল ১ সের একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া তাহা পান করিতে দিবে। ভগ্নস্থানে ঈষদুষ্ণ তৈল মর্দ্দনে উপকার হয়। মাংস, মাংসের যূষ, ঘৃত, মটরের যূষ ও অন্যান্য বলকারক অন্নপান পথ্য দিবে। সকৃৎপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধের সহিত মধুর ঔষধ পাক করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে অনেক উপকার দর্শে। সন্ধিযুক্ত অস্থি ভগ্ন হইলে হাড়যোড়ার ছাল, লাক্ষা, গোধূম ও অর্জ্জুনছাল পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

রসোন মধু লাক্ষাজ্য সিতাকল্কং সমশ্নতাম্।
ছিন্ন ভিন্ন চ্যুতাস্থীনাং সন্ধানমচিরাদ্ ভবেৎ॥

রসুন, মধু, লাক্ষা, ঘৃত ও চিনি এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া ভক্ষণ করিলে ছিন্ন, ভিন্ন ও স্থানচ্যুত অস্থি সকল পুনর্ব্বার সংযুক্ত হইয়া থাকে।

পীতবরাটিকাচূর্ণং দ্বিগুঞ্জং বা ত্রিগুঞ্জকম্।
অপকক্ষীরপীতং স্যাদস্থিভগ্নপ্ররোহণম্॥

পীত কড়িভস্ম ২।৩ রতি কাঁচা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ভগ্ন অস্থি পুনর্ব্বার স্বস্থানস্থ ও সংলগ্ন হইয়া থাকে।

ক্ষীরং সলাক্ষামধুকং সসর্পিঃ
স্যাজ্জীবনীয়ঞ্চ সুখাবহঞ্চ।
ভগ্নঃ পিবেৎ ত্বক্‌পয়সার্জ্জুনস্য
গোধূমচূর্ণং সঘৃতেন বাথ॥

লাক্ষা ও যষ্টিমধু একত্র পেষণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ভগ্নরোগের উপশম হয়। ইহাতে জীবনীয়গণের ক্বাথাদি সেবন উপকারী। অর্জ্জুনছালের রস ও ঘৃতের সহিত গোধূমচূর্ণ সেবিত হইলে অতি দুঃসাধ্য ভগ্নরোগ নষ্ট হয়।

লাক্ষাগুগ্‌গুলুঃ।

লাক্ষাস্থিসংহৃৎ ককুভাশ্বগন্ধা-
শ্চূর্ণীকৃতা নাগবলা পুরশ্চ।
সংভগ্নমুক্তাস্থিরুজং নিহন্যা-
দঙ্গানি কুর্য্যাৎ কুলিশোপমানি॥
অতোঽত্রোপদিষ্টত্বাৎ তুল্যশ্চূর্ণৈ চ গুগ্‌গুলুঃ।

লাক্ষা, হাড়যোড়া, অর্জ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা ও গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেক ১ তোলা, গুগ্‌গুল ৫ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহার প্রলেপ দ্বারা ভগ্ন ও স্থানচ্যুত অস্থির বেদনা নিবারণ হইয়া অঙ্গ সকল বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হয়।

আভাগুগ্‌গুলুঃ।

আভাফলত্রিক ব্যোষৈঃ সর্ব্বৈরেভিঃ সমীকৃতৈঃ।
তুল্যো গুগ্‌গুলুরাযোজ্যো ভগ্নসন্ধিপ্রসাধকঃ॥

বাবলামূলের ছালচূর্ণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান গুগ্‌গুল। সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ দ্বারা প্রলিপ্ত করিলে ভগ্নসন্ধি পুনর্ব্বার সংহিত হয়।

সব্রণস্য তু ভগ্নস্য ব্রণং সর্পির্মধূত্তরৈঃ।
প্রতিসার্য্য কষায়ৈশ্চ শেষং ভগ্নবদাচরেৎ॥
ভগ্নং নৈতি যথা পাকং প্রযত্তেত তথা ভিষক্।
বাতব্যাধিবিনির্দ্দিষ্টান্ স্নেহানত্র প্রযোজয়েৎ॥

ক্ষতযুক্ত ভগ্ন প্রথমে ঘৃত ও মধুযুক্ত কষায় দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া পশ্চাৎ ভগ্নচিকিৎসা করিবে। ভগ্নস্থান যাহাতে পাকিয়া না উঠে, তাহার চেষ্টা করিবে এবং বাতব্যাধির চিকিৎসায় যে সমস্ত তৈল ও ঘৃতাদি উক্ত আছে, ইহাতেও তৎসমুদায় প্রয়োগ করিবে।

গন্ধতৈলম্।

রাত্রৌ রাত্রৌ তিলান্
কৃষ্ণান্ বাসয়েদস্থিরে জলে।
দিবা দিবৈবং সংশোষ্য ক্ষীরেণ পরিভাবয়েৎ॥
তৃতীয়ং সপ্তরাত্রন্তু ভাবয়েন্মধুকাম্বুনা।
ততঃ ক্ষীরং পুনঃ শীতান্
শুষ্কান্ সূক্ষ্মান্ বিচূর্ণয়েৎ।
কাকোল্যাদিং সযষ্ট্যাহ্বং
মঞ্জিষ্ঠাং সারিবাং তথা।
কুষ্ঠং সর্জরসং মাংসীং সুরদারু সচন্দনম্॥
শতপুষ্পাঞ্চ সংচূর্ণ্য তিলচূর্ণানি যোজয়েৎ।
পীড়নার্থঞ্চ কর্ত্তব্যং সর্ব্বগন্ধৈঃ শৃতং পয়ঃ॥
চতুর্গুণেন পয়সা তত্তৈলং পাচয়েৎ পুনঃ।
এলামংশুমতীং পত্রং জীবন্তীং তুরগং তথা॥
লোধ্রং প্রপৌণ্ডরীকঞ্চ তথা কালানুসারিবাম্।
শৈলেয়কং ক্ষীরশুক্লামনন্তাং সমধূলিকাম্॥
পিষ্ট্বা শৃঙ্গাটকঞ্চৈব প্রাগুক্তান্যৌষধানি চ।
এভিস্তদ্ বিপচেৎ তৈলং শাস্ত্রবিন্মৃদুনাগ্নিনা॥
এতত্তৈলং সদা পথ্যং ভগ্নানাং সর্ব্বকর্ম্মসু।
আক্ষেপকে পক্ষঘাতে তালুশোষে তথার্দ্দিতে॥
মন্যাস্তম্ভে শিরোরোগে কর্ণশূলে হনুগ্রহে।
বাধির্য্যে তিমিরে চৈব যে চ স্ত্রীষু ক্ষয়ং গতাঃ॥
পথ্যং পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যে বস্তিষু ভোজনে।
গ্রীবাস্কন্ধোরসাং বৃদ্ধিরনেনৈবোপজায়তে॥
মুখঞ্চ পদ্মপ্রতিমং সসুগন্ধিসমীরণম্।
গন্ধতৈলমিদং নাম্না সর্ব্ববাতবিকারনুৎ॥
রাজাহমেতৎ কর্ত্তব্যং রাজ্ঞামেব বিচক্ষণৈঃ।
তিলচূর্ণসমং তত্র মিলিতং চূর্ণমিষ্যতে॥

কতকগুলি কৃষ্ণতিল বস্ত্রে বন্ধন করিয়া প্রতি রাত্রিতে নদী প্রভৃতির স্রোতোজলে মগ্ন করিয়া রাখিয়া আসিবে, (একটী গোঁটা পুতিয়া বা অন্য কোন স্থায়ী বস্তুতে বন্ধন করিয়া রাখিবে) এবং প্রত্যহ দিবাভাগে তুলিয়া আনিয়া শুষ্ক করিয়া দুগ্ধে ভিজাইবে। তৃতীয় ও সপ্তম রাত্রিতে যষ্টিমধুর জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পুনর্ব্বার ঐ তিলগুলি দুগ্ধে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া লইবে এবং কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, কুড়, ধূনা, জটামাংসী, দেবদারু, চন্দন ও শুল্‌ফা এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিবে। এই সমুদায় চূর্ণসমষ্টি তিলচূর্ণের সমান হওয়া আবশ্যক। তিলচূর্ণের সহিত অপর সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই সমুদায় চূর্ণ তৈলনিষ্পীড়ন যন্ত্রে (ঘানিগাছে) নিক্ষেপ করিয়া তৈল প্রস্তুত করিবার

নিমিত্ত চূর্ণের সহিত অন্য জল না দিয়া সর্ব্বগন্ধ সাধিত জল দিবে, গন্ধোদক প্রস্তুত করিবার নিয়ম বায়ুরোগোক্ত মহারাজপ্রসারণী তৈল পাক করিবার পদ্ধতিতে লিখিত হইয়াছে। তৈল প্রস্তুত হইলে তাহা চতুর্গুণ জল দিয়া পশ্চাল্লিখিত কল্কদ্রব্য সমুদায়ের সহিত যথানিয়মে পাক করিবে। কল্কসকল যথা, এলাইচ, শালপাণি, তেজপত্র, জীবন্তী, অশ্বগন্ধা, লোধ, পুণ্ডরীক কাষ্ঠ, তগরপাদুকা, শৈলজ, শুক্ল ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, মূর্ব্বা, পানিফল, কাকোলী এবং ক্ষীরকাকোলী প্রভৃতি। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ভগ্নপীড়ায় এই তৈল পান ও অভ্যঙ্গাদি সর্ব্বপ্রকারে প্রয়োজ্য। ইহা ব্যবহারে আক্ষেপ ও পক্ষাঘাতাদি অন্যান্য পীড়াও উপশমিত হইয়া থাকে।

ভগ্নে নিষিদ্ধানি।

লবণং কটুকং ক্ষারমম্লং মৈথুনমাতপম্।
ব্যায়ামঞ্চ ন সেবেত ভগ্নো রুক্ষান্নমেব চ॥

লবণ, কটুরস, ক্ষার, অম্ল, মৈথুন, রৌদ্রাদির তাপ, ব্যায়াম ও রুক্ষান্ন এই সমুদায় ভগ্ন ব্যক্তির পরিত্যাজ্য।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং ভগ্নাধিকারঃ।

বাতব্যাধ্যধিকারঃ।

(বায়ুরোগঃ।)

সাধারণবায়ুরোগচিকিৎসা—

স্বাদ্বম্ললবণৈঃ স্নিগ্ধৈরাহারৈর্ব্বাতরোগিণঃ।
অভ্যঙ্গস্নেহবস্ত্যাদ্যৈঃ সর্ব্বানেবোপপাদয়েৎ॥

বায়ুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে স্বাদু, অম্ল ও লবণ রসসংযুক্ত স্নিগ্ধ আহার, তৈলাদি মর্দ্দন, স্নেহ ও বস্তিক্রিয়া প্রভৃতি কর্ত্তব্য।

কোষ্ঠস্থবায়ুচিকিৎসা—

বিশেষতস্তু কোষ্ঠস্থে বাতে ক্ষীরং পিবেন্নরঃ।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুতে দুগ্ধপান কর্ত্তব্য।

আমাশয়গতবায়ুচিকিৎসা—

আমাশয়স্থে শুদ্ধস্য যথারোগহরী ক্রিয়া।
আমাশয়গতে বাতে ছর্দ্দিতায় যথাক্রমম্।
রুক্ষঃ স্বেদো লঙ্ঘনঞ্চ কর্ত্তব্যং বহ্নিদীপনম্॥

আমাশয়স্থ বায়ুতে বমন, বিরেচনাদি করাইয়া যথানিয়মে রোগনাশক ক্রিয়া করিবে এবং বমন করাইয়া রুক্ষস্বেদ, লঙ্ঘন ও অগ্নিকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

পক্বাশয়গতবায়ুচিকিৎসা—

পক্বাশয়গতে বাতে হিতং স্নেহবিরেচনম্॥

পক্বাশয়স্থ বায়ুতে তৈলাদি দ্বারা বিরেচন করাইলে বিশেষ উপকার হয়।

বস্ত্যাদিগতবায়ুচিকিৎসা—

কার্য্যো বস্তিগতে বাপি বিধির্বস্তিবিশোধনঃ।
ত্বঙ্মাংসাসৃক্শিরাপ্রাপ্তে
কুর্য্যাচ্চাসৃগ্বিমোক্ষণম্॥

বস্তিগত বায়ুতে বস্তিশুদ্ধি এবং ত্বক্ (রস), মাংস, রক্ত ও শিরাশ্রিত বায়ুতে রক্তমোক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

স্নায়ুসন্ধ্যস্থিগতবায়ুচিকিৎসা—

স্নেহোপনাহাগ্নিকর্ম্ম বন্ধনোন্মর্দ্দনানি চ।
স্নায়ুসন্ধ্যস্থি সংপ্রাপ্তে কুর্য্যাদ্ বাতে বিচক্ষণঃ॥

স্নায়ু, সন্ধিস্থল ও অস্থিতে বাতাশ্রয় হইলে স্নেহ, প্রলেপ, অগ্নিকর্ম্ম, বন্ধন ও মর্দ্দনাদি কর্ত্তব্য।

ত্বগ্‌গতবায়ুচিকিৎসা—

স্বেদাভ্যঙ্গাবগাহাংশ্চ হৃদ্যং চান্নং ত্বগাশ্রিতে॥

ত্বগ্‌গত বায়ুতে স্বেদ, অভ্যঙ্গ অর্থাৎ তৈলাদি মর্দ্দন, অবগাহন ও সুমিষ্ট অন্ন ভোজন বিধেয়।

রক্তমাংসমেদোঽস্থিগত-
বায়ুচিকিৎসা—

শীতাঃ প্রদেহা রক্তস্থে বিরেকো রক্তমোক্ষণম্।
বিরেকো মাংসমেদস্থে নিরূহাঃ শমনানি চ।
বাহ্যাভ্যন্তরতঃ স্নেহৈরস্থিমজ্জগতং জয়েৎ॥

বায়ু রক্তাশ্রিত হইলে শীতল প্রলেপ, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ, মাংসাশ্রিত বা মেদোগত হইলে বিরেচন, নিরূহ অর্থাৎ পিচকারী দেওয়া ও বায়ুপ্রশমক ঔষধ এবং অস্থিগত বা মজ্জাশ্রিত হইলে স্নেহপান ও স্নেহাভ্যঙ্গ ব্যবস্থেয়।

শুক্রগতবায়ুচিকিৎসা—

হৃষ্টান্নপানং শুক্রস্থে বলশুক্রকরং হিতম।
বিবদ্ধমার্গং শুক্রন্তু দৃষ্ট্বা দদ্যাদ্ বিরেচনম্॥

শুক্রগত বায়ুতে সুস্বাদু, বলকর ও শুক্রজনক অন্ন পান প্রদান করা উচিত। শুক্রের মার্গরোধ হইলে বিরেচক ঔষধ দিবে, বিরেচন দ্বারা বায়ু সরল হওয়াতে শুক্রনির্গমনের পথ উন্মুক্ত হয়।

বায়ুনা শুষ্কগর্ভস্য চিকিৎসা—

গর্ভে শুষ্কে তু বাতেন বালানাঞ্চাপি শুষ্যতাম্।
সিতামধুককাশ্মর্য্যৈর্হিতমুত্থাপনে পয়ঃ॥

বায়ু দ্বারা গর্ভ বা বালক শুষ্ক হইলে দুগ্ধসহ সিদ্ধ যষ্টিমধু, পক্ব গাম্ভারীফল ও চিনি বিশেষ উপকারক।

শিরোগতবায়ুচিকিৎসা—

শিরোগতেঽনিলে বাতশিরোরোগহরী ক্রিয়া॥

বায়ু শিরোগত হইলে বায়ুজন্য শিরোরোগের চিকিৎসা করিবে।

ব্যাদিতাস্যচিকিৎসা—

ব্যাদিতাস্যে হনুং স্বিন্নামঙ্গুষ্ঠাভ্যাং প্রপীড্য চ।
প্রদেশিনীভ্যাঞ্চোন্নম্য চিবুকোন্নমনং হিতম্॥

ব্যাদিতাস্যরোগে (মুখ বিস্তৃত হইয়া থাকা অর্থাৎ মুখ বন্ধ করিতে না পারা) হনু অর্থাৎ গণ্ডাস্থি দেশে স্বেদ দিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চাপিয়া এবং তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা চিবুক (দাড়ী) উন্নমিত করিয়া মুখ প্রকৃতিস্থ করিয়া দিবে।

অর্দ্দিতচিকিৎসা—

রসোনকল্কং নবনীতমিশ্রং
খাদেন্নরো যোঽর্দ্দিতরোগযুক্তঃ।
তস্যার্দ্দিতং নাশয়তীহ শীঘ্রং
বৃন্দং ঘনানামিব মাতরিশ্বা ॥

রসুন ছেঁচিয়া নবনীতের সহিত ভক্ষণ করিলে, বায়ুপ্রতিসারিত মেঘ সমূহের ন্যায় অর্দ্দিত রোগ দূরীকৃত হয়।

অর্দ্দিতে নবনীতেন খাদেন্মাষণ্ডুরীং নরঃ।
ক্ষীরমাংসরসৈর্ভুক্ত্বা দশমূলীরসং পিবেৎ ॥

অর্দ্দিতরোগে নবনীতের সহিত মাষকলায়ের পিষ্টক ভক্ষণে উপকার দর্শে। দুগ্ধ এবং মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া সায়ংকালে দশ-মূলের ক্বাথ পান করিলে অর্দ্দিত রোগের উপশম হয়।

স্বেদাভ্যঙ্গশিরোবস্তিপাননস্যপরায়ণঃ।
অর্দ্দিতং স জয়েৎ সর্পিঃ পিবেদৌত্তরভক্তকম্ ॥

স্বেদ, অভ্যঙ্গ, শিরোবস্তি, পান, নস্য ও ভোজনান্তে ঘৃত পান এই সমু-দায় ক্রিয়া দ্বারা অর্দ্দিত রোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

মন্যাস্তম্ভচিকিৎসা—

পঞ্চমূলীকৃতঃ ক্বাথো দশমূলীকৃতোঽথবা।
রুক্ষঃ স্বেদস্তথা নস্যং মন্যাস্তম্ভে প্রশস্যতে ॥

মন্যাস্তম্ভ রোগে (মন্যা শব্দের অর্থ গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগস্থ শিরা, তাহার স্তব্ধীভাব হইলে মস্তক সঞ্চালন করা যায় না) বৃহৎ পঞ্চমূলের অথবা দশমূলের ক্বাথ এবং রুক্ষস্বেদ ও নস্য ব্যবস্থেয়।

গ্রীবাস্তম্ভচিকিৎসা—

কটুতৈলাভ্যক্তে লিপ্তে কল্কেন বাজিগন্ধায়াঃ।
শাম্যেদ্ গ্রীবাস্তম্ভঃ শূলং মঙদপ্যনায়াসম্ ॥

কটুতৈল মর্দ্দন করিলে এবং অশ্বগন্ধার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে গ্রীবাস্তম্ভ ও বেদনা নিবারণ হয়।

বাগ্ধমনীদুষ্টিচিকিৎসা—

বাতাদ্বাগ্ধমনীদুষ্টৌ স্নেহগণ্ডূষধারণম্।

বায়ু দ্বারা বাক্যবহা শিরা বিকৃত হইলে ঘৃত ও তৈলাদির গণ্ডূষ ধারণ কর্ত্তব্য।

কুব্জতাচিকিৎসা—

বাতঘ্নৈর্দশমূল্যা চ নরং কুব্জমুপাচরেৎ।
স্নেহৈর্মাংসরসৈর্বাপি প্রবৃদ্ধং তং বিবর্জ্জয়েৎ ॥

বায়ু দ্বারা মানুষ কুব্জ হইলে বাতঘ্ন ঔষধ, দশমূলের ক্বাথ, স্নেহ সেবন ও মাংসরসাদি ব্যবস্থা করিবে। কুব্জতা বৃদ্ধি পাইলে তাহা অসাধ্য জানিবে।

আধ্মানাদিচিকিৎসা—

আধ্মানে লঙ্ঘনং পাণিতাপশ্চ ফলবর্ত্তয়ঃ ।
দীপনং পাচনঞ্চৈব বস্তিশ্চাপাত্র শোধনঃ ।
প্রত্যষ্ঠীলাষ্ঠীলকয়োরন্তর্বিদ্রধিগুল্মবৎ ॥

উদরাধ্মানে লঙ্ঘন, হস্ত উষ্ণ করিয়া তদ্দারা স্বেদ প্রদান, ফলবর্ত্তি, অগ্নিকারক ও পাচক ঔষধ এবং বস্তিক্রিয়া ব্যবস্থেয়। অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলা রোগে অন্তর্বিদ্রধি (উদরের অভ্যন্তরস্থ ফোড়া) ও গুল্মের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

গৃধ্রসীচিকিৎসা—

তৈলমেরণ্ডজং বাপি গোমুত্রেণ পিবেন্নরঃ ।
মাসমেকপ্রয়োগোঽয়ং গৃধ্রস্যূরুগ্রহাপহঃ ॥

এক মাস গোমূত্রের সহিত এরণ্ড তৈল পান করিলে গৃধ্রসী ও উরুগ্রহ রোগ নিবারণ হয়।

সেফালিকাদলক্কাথো মৃদ্বগ্নিপরিসাধিতঃ ।
দুর্ব্বারং গৃধ্রসীরোগং পীতমাত্রং সমুদ্ধরেৎ ॥

মৃদু অগ্নিতে শেফালিকাপত্রের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে গৃধ্রসীরোগ শীঘ্র নিবারণ হয়।

পিষ্ট্বৈরণ্ডফলং ক্ষীরে সবিশ্বং বা রুবোঃ ফলম্ ।
পায়সো ভক্ষিতঃ সিদ্ধো গৃধ্রসীকটিশূলনুৎ ॥

এরণ্ড ফল পেষণ করিয়া দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে গৃধ্রসী ও কটিশূল নিবারণ হয়।

বাতকণ্টকচিকিৎসা—

রক্তাবসেচনং কার্য্যমভীক্ষ্ণং বাতকণ্টকে ।
পিবেদেরণ্ডতৈলং বা দহেৎ সূচীভিরেব বা ॥

বাতকণ্টক রোগে পুনঃ পুনঃ পাদদেশের রক্তমোক্ষণ ও উষ্ণ সূচী দ্বারা দাহ বা এরণ্ডতৈল পান ব্যবস্থেয়।

খল্লীচিকিৎসা—

খল্ল্যাং স্নিগ্ধাম্ললবণৈঃ স্বেদোন্মর্দ্দোপনাহনম্ ॥

খল্লী (খালি ধরা) রোগে স্নিগ্ধ, অম্ল দ্রব্য ও লবণ দ্বারা স্বেদ, মর্দ্দন ও প্রলেপ ব্যবস্থেয়।

বায়ুনাশকপ্রলেপঃ ।

কোলং কুলত্থাঃ সুরদারু রাস্না
মাষাতসীতৈল ফলানি কুষ্ঠম ।
বচা শতাহ্বা যবচূর্ণমম্ল-
মুষ্ণানি বাতাময়িনাং প্রদেহঃ ॥

কুলের আঁটির শস্য, কুলত্থকলায়, দেবদারু, রাস্না, মাষকলায়, মসিনার তৈল, ত্রিফলা, কুড়, বচ, শুলফা ও যবচূর্ণ এই সমুদায় কাঁজিতে বাঁটিয়া উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরোগের শান্তি হয়।

তূণীপ্রতিতূণীচিকিৎসা—

তূণ্যাঞ্চ প্রতিতূণ্যাঞ্চ প্রশস্তাঃ স্নেহবস্তয়ঃ ।
পিবেৎ সস্নেহলবণং পিপ্পল্যাদিমথাম্বুনা ।
উষ্ণং বা রামঠক্ষারপ্রগাঢ়মথবা ঘৃতম্ ॥

তূণী ও প্রতিতূণীরোগে স্নেহবস্তি প্রশস্ত এবং পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণ, স্নেহ ও লবণসংযুক্ত করিয়া জলের সহিত পান করিবে, অথবা হিং ও যবক্ষারযুক্ত উষ্ণ ঘৃত সেবন করিবে।

ত্রিকশূলে বিধিঃ।

কারয়েদ্ বালুকাস্বেদং ত্রিকশূলে প্রযত্নতঃ।
যদ্বাধস্তাৎ করীষাগ্নিং ধারয়েৎ সততং নরঃ॥

ত্রিকশূলে অতি যত্নের সহিত বালুকাস্বেদ দিবে এবং রোগীর পশ্চাৎ ভাগে সর্ব্বদা বিলঘুঁটের অগ্নি স্থাপন করিবে। মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্ন ভাগকে ত্রিক বলে।

খঞ্জপঙ্গুতাচিকিৎসা—

উপাচরেদভিনবং খঞ্জং পঙ্গুমথাপি বা।
বিরেকাস্থাপন স্বেদগুগ্‌গুলু স্নেহবস্তিভিঃ॥

বিরেচন, নিরূহবস্তি, স্বেদ, গুগ্‌গুল ও স্নেহবস্তি প্রয়োগদ্বারা অভিনব খঞ্জ এবং পঙ্গু রোগীর চিকিৎসা করিবে।

কলায়খঞ্জচিকিৎসা—

ক্রমঃ কলায়খঞ্জস্য খঞ্জপঙ্গ্বোরিব স্মৃতঃ।
বিশেষাৎ স্নেহনং কর্ম্ম কার্য্যমত্র বিচক্ষণৈঃ॥

কলায়খঞ্জের চিকিৎসা, খঞ্জ ও পঙ্গু চিকিৎসার ন্যায় করিবে। ইহাতে স্নেহন কার্য্য বিশেষরূপে করণীয়।

ক্রোষ্টুকশীর্ষচিকিৎসা—

গুগ্‌গুলুং ক্রোষ্টুশীর্ষে তু গুড়ূচীত্রিফলাম্ভসা।
ক্ষীরেণৈরণ্ডতৈলং বা পিবেদ্ বা বৃদ্ধদারকম্॥
রসৈস্তিত্তিরমাংসস্য পীতৈর্গুগ্‌গুলুসংযুতৈঃ।
বাতরক্তক্রিয়াভিশ্চ জয়েজ্জম্বুকমস্তকম্॥

গুলঞ্চ, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া ইহাদিগের এক পোয়া কাথের সহিত ২ তোলা শোধিত গুগ্‌গুল; অথবা অর্দ্ধ পোয়া গব্য দুগ্ধের সহিত ২ তোলা এরণ্ডতৈল; কিংবা অর্দ্ধ সের গব্যদুগ্ধের সহিত বৃদ্ধদারকচূর্ণ পান করিলে ক্রোষ্টুকশীর্ষরোগ প্রশমিত হয়। তিত্তিরি পক্ষীর মাংসযূষের সহিত গুগ্‌গুল সেবন করিলেও ক্রোষ্টুকশীর্ষরোগ নিবারিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ক্রোষ্টুকশীর্ষরোগের চিকিৎসা, বাতরক্ত রোগের চিকিৎসার ন্যায় করিবে।

পাদদাহাদিচিকিৎসা—

বাতরক্তক্রমং কুর্য্যাৎ পাদদাহে বিশেষতঃ।
মসূরবিদলৈঃ পিষ্টৈঃ শৃতশীতেন বারিণা॥
চরণৌ লেপয়েৎ সম্যক্ পাদদাহপ্রশান্তয়ে।
নবনীতেন সংলিপ্তৌ বহ্নিনা পরিতাপিতৌ।
মুচ্যতে চরণৌ ক্ষিপ্রং পরিতাপাৎ সুদারুণাৎ॥

পাদদাহ রোগের চিকিৎসা, বাতরক্তের চিকিৎসার ন্যায় করিবে। শিলাপিষ্ট মসূরকলাই, জলে সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে তদ্দারা পাদদ্বয়ে প্রলেপ দিবে। ইহাতে পাদদাহ প্রশমিত হয়।

পাদদ্বয়ে উত্তমরূপে নবনীত মাখাইয়া অগ্নির তাপ দিলে অত্যুগ্র পাদদাহ অতি সত্বর প্রশমিত হয়।

পাদহর্ষে তু কর্ত্তব্যঃ কফবাতহরো বিধিঃ॥

পাদহর্ষ রোগে কফবাতনাশক চিকিৎসা করিবে।

বাহ্যান্তরায়াময়োশ্চিকিৎসা—

বাহ্যায়ামেঽন্তরায়ামে বিধেয়ার্দ্দিতবৎ ক্রিয়া।

অর্দ্দিত রোগের চিকিৎসার ন্যায় বাহ্যায়াম ও অন্তরায়ামের চিকিৎসা করিবে।

বাহ্যায়ামেঽন্তরায়ামে ধনুঃস্তম্ভে চ কুব্জকে।
যোজ্যং প্রসারণীতৈলং তেন তেষাং শমো ভবেৎ॥
বাতব্যাধিষু সামান্যা যাঃ ক্রিয়াঃ কথিতাঃ পুরা।
কর্ত্তব্যা এব তাঃ সর্ব্বাস্তৈলমেতদ্বিশেষতঃ॥

অন্তরায়াম, বাহ্যায়াম, ধনুস্তম্ভ ও কুব্জরোগে প্রসারণী তৈল প্রয়োগ করিবে। পূর্ব্বে বাতব্যাধির যে সমস্ত সামান্য চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, এই সকল রোগেও সেই সমস্ত চিকিৎসা, বিশেষতঃ ঐ তৈল প্রয়োগ অত্যন্ত ফলদায়ক জানিবে।

অপতন্ত্রকচিকিৎসা—

অথাপতন্ত্রকেণার্ত্তমাতুরং নাপতর্পয়েৎ।
নিরূহবস্তিবমনং সেবয়েন্ন কদাচন॥
শ্বসনাঃ কফবাতাভ্যাং রুদ্ধাস্তস্য বিমোক্ষয়েৎ।
তীক্ষ্ণৈঃ প্রধমনৈঃ সংজ্ঞাং তাসু মুক্তাসু বিন্দতি॥

অপতন্ত্রক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির, অপতর্পণ, নিরূহবস্তি ও বমনক্রিয়া করিবে না। এই রোগে কফ ও বায়ুকর্ত্তৃক শ্বাসপ্রশ্বাসবহা ধমনী সকল রুদ্ধ থাকে, অতএব তীক্ষ্ণ প্রধমন প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল ধমনী বিমুক্ত করিলে রোগীর সংজ্ঞা লাভ হইবে।

হরীতকী বচা রাস্না সৈন্ধবং সাম্লবেতসম্।
ঘৃতমার্দ্রকসংযুক্তমপতন্ত্রকনাশনম্॥
অম্লবেতসকাভাবাৎ চুক্রং দাতব্যমীরিতম্॥

হরীতকী, বচ, রাস্না, সৈন্ধবলবণ ও অম্লবেতস এই সকলের চূর্ণ ঘৃত ও আদার রসের সহিত সেবন করিলে অপতন্ত্রক রোগ বিনষ্ট হয়। অম্লবেতস অভাবে চুক্র গ্রহণ করিবে।

মরিচাদি চূর্ণম্।

মরিচং শিগ্রুবীজানি বিড়ঙ্গঞ্চ ফণিজ্ঝকম্।
এতানি সূক্ষ্মচূর্ণানি দদ্যাচ্ছীর্ষবিরেচনে॥

মরিচ, সজিনা বীজ, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্র পত্র তুলসী, সমভাগে এই সকল চূর্ণের নস্য গ্রহণ করিলে অপতন্ত্রক নষ্ট হয়।

অপতানকচিকিৎসা—

হরীতকী বচা রাস্না সৈন্ধবং চাম্লবেতসম্।
ঘৃতমাত্রাসমাযুক্তমপতানকনাশনম্॥

হরীতকী, বচ, রাস্না, সৈন্ধবলবণ ও অম্লবেতস ইহাদের ক্বাথ কিংবা চূর্ণ সেবন করিলে অপতানক রোগ বিনষ্ট হয়। ক্বাথে ঘৃত ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিবে এবং চূর্ণে (৮ মাষা মাত্রায়) কেবল ২ তোলা ঘৃত মিশাইবে।

অথাপতানকেনার্ত্তমশ্রুতাক্ষমবেপনম্।
অখট্বাপাতিনং চৈব ত্বরয়া সমুপাচরেৎ॥

অপতানক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যদি সাশ্রুনয়ন, কম্পিত দেহ ও শয্যাশায়ী না হয়, তাহা হইলে ত্বরায় তাহার চিকিৎসা করিবে। কাল বিলম্বে রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

অপতানকিনে শস্তং দশমূলীশৃতং জলম্।
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং জীর্ণে মাংসরসৌদনম্॥

অপতানক রোগীকে দশমূলী ২ তোলা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ পিঁপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। উহা জীর্ণ হইলে মাংস যূষের সহিত অন্ন ভক্ষণ করাইবে।

তৈলেন মর্দ্দনং চৈব তথা তীক্ষ্ণং বিরেচনম্।
স্রোতোবিশোধনং পশ্চাৎ
সর্পিঃপানং হিতং স্মৃতম্॥
হস্ত্যভুক্তবতা পীতমম্লং দধ্যপতানকম্।
মরিচেন সমাযুক্তং স্নেহবস্তিরথাপিবা॥

তৈলমর্দ্দন, তীক্ষ্ণ বিরেচন এবং স্রোতোবিশোধক ঘৃত পান, অপতানক রোগে হিতকর। ভোজনের পূর্ব্বে মরিচচূর্ণসংযুক্ত অম্ল দধি পান অথবা স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলেও অপতানক রোগ বিনষ্ট হয়।

পক্ষাঘাতাদিচিকিৎসা—

মাষাদিক্কাথঃ।

মাষাত্মগুপ্তৈরণ্ডবাট্যালকশৃতং পিবেৎ।
হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং পক্ষাঘাতনিবারণম্॥

মাষকলাই, আলকুশী, এরণ্ডমূল ও বেড়েলা, ইহাদের ক্কাথে হিং ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পক্ষাঘাত নিবারণ হয়।

পক্ষাঘাতে যোগাঃ।

গ্রন্থিকাগ্নিকণাশুণ্ঠীরাস্নাসৈন্ধবকল্কিতম্।
মাষক্কাথশৃতং তৈলং পক্ষাঘাতং ব্যপোহতি॥

পিঁপুলমূল, চিতামূল, পিঁপুল, শুঁঠ, রাস্না ও সৈন্ধব ইহাদের কল্কে ও মাষকলায়ের ক্কাথে তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে পক্ষাঘাত প্রশমিত হয়।

মাষাত্মগুপ্তাতিবিষারুবূক-
রাস্নাশতাহ্বালবণৈঃ সুপিষ্টৈঃ।
চতুর্গুণে মাষবলাকষায়ে
তৈলং শৃতং হন্তি হি পক্ষঘাতম্॥

মাষকলাই, আলকুশীমূল, আতইচ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুল্ফা ও সৈন্ধবলবণ এই সকল কল্ক এবং তৈলের চতুর্গুণ মাষকলাই ও বেড়েলার ক্কাথের সহিত তিলতৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে পক্ষাঘাত প্রশমিত হয়।

পক্ষাঘাতসমাক্রান্তং সুতীক্ষ্ণৈশ্চ বিরেচনৈঃ।
শোধয়েদ্বস্তিভিশ্চাপি ব্যাধিরেবং প্রশাম্যতি॥

পক্ষাঘাতপীড়িত রোগীর পক্ষে উগ্র বিরেচক ও বস্তিক্রিয়া নিতান্ত হিতকর।

পক্ষাঘাতেঽর্দ্দিতে চাপি ধনুঃস্তম্ভেঽপতন্ত্রকে।
অন্যেষ্বপি চ সংরেকঃ শস্যতে তৈলগাহনম্॥

পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, ধনুঃস্তম্ভ, অপতন্ত্রক এবং অন্যান্য বায়ুরোগেও বিরেচন ক্রিয়া ও তৈলাবগাহন বিশেষ হিতপ্রদ।

সর্ব্বাঙ্গগতমেকাঙ্গগতঞ্চাপি সমীরণম্।
তৈলাবগাহনং হন্তি তোয়বেগমিবাচলঃ॥

জলের বেগ যেমন সম্মুখস্থ পর্ব্বত দ্বারা প্রতিহত হয়, সর্ব্বাঙ্গগত বা একাঙ্গগত কুপিত সমীরণও তদ্রূপ তৈলাবগাহন দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বাতে সপিত্তে কুর্ব্বন্তি বাতপিত্তহরীঃ ক্রিয়াঃ।
সকফে তত্র কুর্ব্বীত বাতশ্লেষ্মহরী ক্রিয়াঃ॥

পিত্তসংযুক্ত বাতে বাতপিত্তনাশক এবং কফসংযুক্ত বাতে বাতশ্লেষ্মনাশক চিকিৎসা করিবে।

কোলং কুলত্থাঃ সুরদারু রাস্না
মাষাতসীতৈলফলানি কুষ্ঠম্।
বচা শতাহ্বা যবচূর্ণমম্ল-
মুষ্ণানি বাতাময়িনাং প্রদেহঃ॥

কুলের আঁটির শাঁস, কুলত্থকলায়, দেবদারু, রাস্না, মাষকলাই, মসিনার তৈল, ত্রিফলা, কুড়, বচ, শুল্‌ফা ও যবচূর্ণ এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে বাঁটিয়া উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে পক্ষাঘাতাদি বাতরোগের শান্তি হয়।

রাস্নাদিক্বাথঃ।

রাস্নামৃতারগ্বধদেবদারু
ত্রিকণ্টকৈরণ্ডপুনর্নবানাম্।
ক্বাথং পিবেন্নাগরচূর্ণমিশ্রং
জঙ্ঘোরুপৃষ্ঠত্রিকপার্শ্বশূলী॥

রাস্না, গুলঞ্চ, সোঁদাল, দেবদারু, এরণ্ড ও পুনর্নবা ইহাদের ক্বাথে শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জঙ্ঘা, উরু, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব ও ত্রিকদেশের, শূল নিবারিত হয়।

স্বল্পরাস্নাদিক্বাথঃ।

রাস্নাবিশ্ববিড়ঙ্গানি রুবুকত্রিফলা তথা।
দশমূলপৃথক্ শ্যামাক্বাথো বাতাময়াপহঃ॥
অর্দ্দিতে চ শিরঃশূলে জ্বরেঽপস্মার এব চ।
মনোভ্রংশে চ বিবিধে কথিতশ্চ শুভপ্রদঃ॥

রাস্না, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, এরণ্ড, ত্রিফলা, দশমূল, শ্যামালতা, ইহাদের ক্বাথ বাতরোগনাশক। ইহাতে অর্দ্দিত, শিরঃশূল প্রভৃতি রোগ সকল নষ্ট হয়।

শাল্বনস্বেদঃ।

কাকোল্যাদিঃ সবাতঘ্নঃ সর্ব্বাম্লদ্রব্যসংযুতঃ।
সানূপমাংসঃ সুস্বিন্নঃ সর্ব্বস্নেহসমাবৃতঃ॥
সুখোষ্ণঃ স্পষ্টলবণঃ শাল্বনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
তেনোপনাহং কুর্ব্বীত সর্ব্বদা বাতরোগিণাম্॥
বাতঘ্নো ভদ্রদার্ব্ব্যাদিঃ কাকোল্যাদিস্তু সৌশ্রুতঃ।
মাংসেনাত্রৌষধং তুল্যং যাবতাম্লেন চাম্লতা॥
পট্বা স্যাৎ স্বেদনার্থঞ্চ কাঞ্জিকাদ্যম্লমিষ্যতে।
চতুঃস্নেহোঽত্র ভাবান্ স্যাৎ
সুস্বিন্নত্বং মতো ভবেৎ॥
সমস্তং বর্গমর্দ্ধং বা যথালাভমথাপি বা।
প্রযুঞ্জীতেতি বচনং সর্ব্বত্র গণকর্ম্মণি॥

সুশ্রুতোক্ত কাকোল্যাদিগণ ও ভদ্রদার্ব্বাদিগণ এবং আনূপ মাংস এই সমস্ত সুস্বিন্ন করিয়া, তাহাতে কাঞ্জিক, সুরা ও তুষোদকাদি অম্ল ও ঘৃত তৈলাদি চতুর্ব্বিধ স্নেহ এবং লবণসংযুক্ত করিয়া উষ্ণপ্রলেপ দিবে। ইহাতে মাংসের পরিমাণ যত, কাকোল্যাদিগণ ও ভদ্রদার্ব্বাদিগণোক্ত ঔষধের পরিমাণ তত হইবে এবং কাঞ্জিকাদি অম্ল, ঘৃতাদি স্নেহ ও লবণ, এমন পরিমাণে দিতে হইবে যাহাতে উপনাহ অম্ল, স্নিগ্ধ ও লবণ রস হয়।

তৈল-কাঞ্জিকদ্রোণী।

পক্ষাঘাতং কটিহনুশিরঃ কর্ণনাসাক্ষিতালু-
গ্রীবাগ্রন্থি প্রবলমনিলং সার্দ্দিতং সাপতানম্।

মূত্রাঘাতং গ্রহণি গলরুক্ শ্বাসসর্ব্বাঙ্গকম্পং
তৈলদ্রোণী হরতি ন চিরাৎ কাঞ্জিকদ্রোণিকাচ ॥

কোন একটী টব তিলতৈল বা কাঁজি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহাতে অবগাহন করিলে পক্ষাঘাত, কটি, হনু, মস্তক, কর্ণ, নাসিকা, চক্ষু, তালু, গ্রীবা ও গ্রন্থিস্থিত প্রবল বায়ু, অর্দ্দিত, অপতানক, মূত্রাঘাত, গ্রহণী, গলরোগ, শ্বাস ও সর্ব্বাঙ্গকম্পন এই সমুদায় রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

কল্যাণলেহঃ ।

হরিদ্রা বচা কুষ্ঠঞ্চ পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্ ।
অজাজী চাজমোদা চ যষ্টিমধুক সৈন্ধবম্ ॥
এতানি সূক্ষ্ম চূর্ণানি সমভাগানি কারয়েৎ ।
তচ্চূর্ণং সর্পিষালোড্য প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ ॥
একবিংশতিরাত্রেণ নরঃ শ্রুতিধরো ভবেৎ ।
মেঘদুন্দুভিনির্ঘোষো মত্তকোকিলনিঃস্বনঃ ।
জড়গদ্গদমূকত্বং লেহঃ কল্যাণকো জয়েৎ ॥

হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপুল, শুঁঠ, জীরা, বনযমানী, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহা ২১ দিন সেবন করিলে জড়তা, অস্পষ্টভাষণ ও বাক্‌শক্তিহীনতাদি দূরীভূত হইয়া উৎকৃষ্ট স্বর ও স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়।

স্বল্পরসোনপিণ্ড ।

পলমৰ্দ্ধ পলঞ্চৈব রসোনস্য সুকুট্টিতম্ ।
হিঙ্গু জীরক সিন্ধূত্থ সৌবর্চ্চল কটুত্রিকৈঃ ।
চূর্ণিতৈর্মাষকোন্মানৈরবচূর্ণ্য বিলোড়িতম্ ॥
যথাগ্নি ভক্ষিতং প্রাতা রুবুক্কাথানুপানতঃ ॥
দিনে দিনে প্রযোক্তব্যঃ মাসমেকং নিরন্তরম্ ।
বাতরোগং নিহন্ত্যাশু অর্দ্দিতং সাপতন্ত্রকম্ ॥
একাঙ্গরোগিণে চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গরোগিণে ।
ঊরুস্তম্ভে চ গৃধ্রস্যাং ক্রিমিদোষে বিশেষতঃ ।
কটি পৃষ্ঠাময়ং হন্যাদুদরঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥

উপরিস্থ আবরণ রহিত পেষিত রসুন ১২ তোলা; হিং, জীরা, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ ও ত্রিকটু প্রত্যেক চূর্ণ ১ মাষা। সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় এরণ্ডমূলের ক্বাথের সহিত এক মাস সেবন করিলে অর্দ্দিতাদি নানাবিধ বাতরোগ নষ্ট হয়।

কট্যাদিবাতহরা যোগাঃ ।

তৈলং ঘৃতং চার্দ্রকমাতুলুঙ্গো
রসং সচুক্রং সগুড়ং পিবেদ্বা ।
কট্যুরু পৃষ্ঠ ত্রিক গুল্ম শূল-
গৃধ্রস্যুদাবর্ত্তহরঃ প্রয়োগঃ ॥

তিলতৈল, ঘৃত, আদার রস, টাবালেবুর রস এই সমুদায় চুক্র বা গুড়ের সহিত পান করিলে কটি, ঊরু, পৃষ্ঠ, ত্রিক, এই সকল স্থানের বেদনা, গুল্মশূল, গৃধ্রসী ও উদাবর্ত্ত রোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চমূলীবলাসিদ্ধং ক্ষীরং বাতাময়ে হিতম্ ॥

বায়ুরোগে বৃহৎ পঞ্চমূল ও বেড়েলার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান বিশেষ উপকারী।

ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্গুলুঃ।

আভাশ্বগন্ধা হবুষা গুড়ূচী
শতাবরী গোক্ষুর বৃদ্ধদারম্।
রাস্না শতাহ্বা সশটী যমানী
সনাগরা চেতি সমৈশ্চ চূর্ণম্ ॥
তুল্যং ভবেৎ কৌশিকমত্র মধ্যে
দেয়ং তথা সর্পিরথার্দ্ধভাগম্।
সার্দ্ধাক্ষমাত্রং ততঃ প্রয়োগাৎ
কৃত্বানুপানং সুরয়াথ যূষৈঃ ॥
মদ্যেন বা কোষ্ণজলেন বাথ
ক্ষীরেণ বা মাংসরসেন বাপি।
কটিগ্রহে গৃধ্রসি বাহুপৃষ্ঠে
হনুগ্রহে জানুনি পাদযুগ্মে ॥
সন্ধিস্থিতে চাস্থিগতে চ বাতে
মজ্জাশ্রিতে স্নায়ুগতে চ কুষ্ঠে।
রোগান্ জয়েদ্ বাতকফানুবিদ্ধান্
বাতোদ্ভবান্ হৃদ্গ্রহযোনিদোষান্।
ভগ্নাস্থিবিদ্ধেষু চ খঞ্জবাতে
ত্রয়োদশাঙ্গং প্রবদন্তি সন্তঃ ॥

(গুগ্গুলোরর্দ্ধভাগং ঘৃতম্। বৃদ্ধবৈদ্যাস্তু যাবতা ঘৃতেন গুগ্গুলুপেষণং ভবতি তাবদেব ঘৃতং গৃহ্নন্তি।)

বাবলার ছাল, অশ্বগন্ধা, হবুষ, গুলঞ্চ, শতমূলী, গোক্ষুর, বিদ্ধড়ক, রাস্না, শুল্ফা, শটী, যমানী ও শুঁঠ প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, গুগ্গুল ১২ তোলা, ঘৃত ৬ তোলা (প্রথমে গুগ্গুল মাড়িয়া লইতে হয়। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ যে পরিমিত ঘৃতে গুগ্গুল মাড়া যায়, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন)। এই সমুদায় মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। অনুপান মদ্য, মাংসাদির যূষ, দুগ্ধ বা উষ্ণ জল। ইহা সেবন করিলে কটিগ্রহ, গৃধ্রসী ও বায়ুজনিত অন্যান্য নানাপ্রকার পীড়ার শান্তি হয়।

বাতহরতৈলানাং বিশেষমূর্চ্ছাবিধিঃ।

আম্র জম্ব কপিত্থানাং বীজপূরকবিল্বয়োঃ।
গন্ধকর্ম্মণি সর্ব্বত্র পত্রাণি পঞ্চপল্লবম্।
পঞ্চপল্লবতোয়েন গন্ধানাং ক্ষালনং মতম্ ॥

তৈলমূর্চ্ছার সাধারণ বিধি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। অগ্রে সেইরূপ মূর্চ্ছাক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া বাতঘ্ন তৈল সমস্ত অধিকন্তু আম, জাম, কয়েতবেল, টাবালেবু ও বিল্ব এই সমুদায়ের পত্র মিলিত পাচ্য তৈলের অষ্টমাংস; চতুর্গুণ জলে ক্বাথ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উক্ত পল্লব-ক্বাথ দ্বারা পুনঃ শোধন করিবে।

অথ গন্ধদ্রব্যাণি।

এলা চন্দন কুঙ্কুমাগুরু মুরা কক্কোল মাংসী শটী
শ্রীবাসচ্ছদ গ্রন্থিপর্ণ শশভৃৎক্ষৌণীধ্রজোশীরকম্।
কস্তূরী নখপূতি তৈল জলমুস্তৈথী লবঙ্গাদিকম্
গন্ধদ্রব্যমিদং প্রদেয়মখিলং শ্রীবিষ্ণুতৈলাদিষু ॥

এলাইচ, শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু, মুরামাংসী, কাঁকলা, জটামাংসী, শটী, সরলকাষ্ঠ, তেজপত্র, গেঁটেলা, কর্পূর, শৈলজ, বেণার মূল, মৃগনাভি, নখী, খাটাশী, শিলারস, মুতা ও মেথী ও লবঙ্গ এই সমুদায় গন্ধদ্রব্য। বিষ্ণুতৈল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে এই সমুদায় গন্ধদ্রব্য দিতে হয়।

তন্ত্রান্তরে—
কুষ্ঠঞ্চ নলিকা পূতিরুশীরং শ্বেতচন্দনম্।
জটামাংসী তেজপত্রং নখী মৃগমদং ফলম্॥
কক্কোলং কুঙ্কুমং চোচং লতাকস্তূরিকা বচা।
সূক্ষ্মৈলাগুরুমুস্তঞ্চ কর্পূরং গ্রন্থিপর্ণকম্॥
শ্রীবাসঃ কুন্দুরুর্দেবকুসুমং গন্ধমাতৃকা।
সিহ্লকো মিষিকা মেথী ভদ্রমুস্তং তথা শটী॥
জাতীকোষং শৈলজঞ্চ দেবদারু সজীরকম্।
এতানি গন্ধদ্রব্যাণি তৈলপাকেষু যুক্তিতঃ॥

কুড়, নালুকা, খাটাশী, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, জটামাংসী, তেজপত্র, নখী, মৃগনাভী, জায়ফল, কাঁকলা, কুঙ্কুম, গুড়ত্বক্, লতাকস্তূরী, বচ, ছোটএলাইচ, অগুরু, মুতা, কর্পূর, গেঁটেলা, সরলকাষ্ঠ, কুন্দুরখোটী, লবঙ্গ, গন্ধমাত্রা, শিলারস, শুল্ফা, মেথী, ভদ্রমুস্তক, শটী, জয়িত্রী, শৈলজ, দেবদারু ও জীরা এই সকল গন্ধদ্রব্য যথানিয়মে তৈলে প্রদান করিতে হয়।

স্বল্পবিষ্ণুতৈলম্।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলা চ বহুপুত্রিকা।
এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ॥
গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ।
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
আজং বা যদি বা গব্যং ক্ষীরং দত্ত্বাচ্চতুর্গুণম্।
অস্য তৈলস্য পক্বস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্॥
অশ্বানাং বাতভগ্নানাং কুঞ্জরাণাং তথৈব চ।
অপুমাংশ্চ নরঃ পীত্বা নিশ্চয়েন পুমান্ ভবেৎ॥
হৃচ্ছূলে পার্শ্বশূলে চ তথৈবার্দ্ধাবভেদকে।
কামলা পাণ্ডুরোগেষু শর্করাস্বশ্মরীষু চ॥
ক্ষীণেন্দ্রিয়া নরা যে চ জরয়া জর্জরীকৃতাঃ।
যেষাঞ্চৈব ক্ষয়ো ব্যাধিরন্ত্রবৃদ্ধিশ্চ দারুণা॥
অর্দ্দিতং গলগণ্ডঞ্চ বাতশোণিতমেব চ।
স্ত্রিয়ো যা ন প্রসূয়ন্তে তাসাঞ্চৈব প্রদাপয়েৎ॥
গর্ভমশ্বতরী বিন্দ্যান্নচ মৃত্যুবশং ব্রজেৎ।
এতত্তৈলং বরং লোকে বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্॥

তিলতৈল ৪ সের। গব্য বা ছাগ দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা, শতমূলী, এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারীর মূল, নাটামূল, গোরক্ষচাকুলেমূল ও ঝাঁটীমূল, ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল। এই তৈল মর্দ্দন করিলে ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, অর্দ্দিত, গলগণ্ড, বক্ষঃশূল, পার্শ্বশূল, অন্ত্রবৃদ্ধি, রতিশক্তিহীনতা, অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালিয়া) ও অন্যান্য নানাপ্রকার পীড়ার নিবৃত্তি হইয়া দেহের বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়। গর্ভিণী স্ত্রিলোকের প্রসবব্যাঘাত উপস্থিত হইলে এই তৈল মর্দ্দন করা আবশ্যক। তদ্দ্বারা প্রসববিঘ্ন নিবারিত হয়।

মধ্যমবিষ্ণুতৈলম্।

শতাবরী চাংশুমতী পৃশ্নিপর্ণী শটী বলা।
এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ॥
গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ।
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পাদশেষে চ পূতে চ গর্ভঞ্চৈনং সমাবপেৎ।
পুনর্নবা বচা দারু শতাহ্বা চন্দনাগুরু॥
শৈলেয়ং তগরং কুষ্ঠমেলা মাংসী স্থিরা বলা।
অশ্বাহ্বা সৈন্ধবং রাস্না পলার্দ্ধানি চ পেষয়েৎ॥
গব্যাজপয়সোঃ প্রস্থৌ দ্বৌ দ্বাবত্র প্রদাপয়েৎ।
শতাবরীরসপ্রস্থং তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
অস্য তৈলস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্।
অশ্বানাং বাতভগ্নানাং কুঞ্জরাণাং তথা নৃণাম্॥

তৈলমেতৎ প্রয়োক্তব্যং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
অপুমাংশ্চ নরঃ পীত্বা নিশ্চয়েন পুমান্ ভবেৎ॥
গর্দ্দভমশ্বতরী বিন্দ্যাৎ কিং পুনর্মানুষী তথা।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ তথৈবার্দ্ধাবভেদকম্॥
অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ বাতরক্তং গলগ্রহম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ অশ্মরীঞ্চৈব নাশয়েৎ।
তৈলমেতদ্ ভগবতা বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্।
বিষ্ণুতৈলমিদং খ্যাতং বাতান্তকরণং শুভম্॥
(গর্ভিঃ কল্কঃ।)

তিলতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ শতমূলী, শালপাণি, চাকুলে, শটী, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারীমূল, নাটামূল, গোরক্ষচাকুলেমূল ও ঝাঁটীমূল, প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ পুনর্নবা, বচ, দেবদারু, শুল্ফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শালপাণি, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ ও রাস্না প্রত্যেক ৪ তোলা। গব্য দুগ্ধ ৮ সের। ইহার গুণ পূর্ব্বোক্ত স্বল্প বিষ্ণুতৈলের ন্যায়। ইহার শক্তি তাহা অপেক্ষা প্রবল জানিবে।

বৃহদ্বিষ্ণুতৈলম্।

অশ্বগন্ধাজলধরৌ জীবকর্ষভকৌ শটী।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবন্তী মধুযষ্টিকা॥
মধুরিকা দেবদারু পদ্মকাষ্ঠঞ্চ শৈলজম্।
মাংসী চৈলা ত্বচং কুষ্ঠং বচা চন্দন কুঙ্কুমম্॥
মঞ্জিষ্ঠা মৃগনাভিশ্চ শ্বেতচন্দন রেণুকম্।
শালপর্ণী কুন্দুখোটী গ্রন্থিকঞ্চ নখী তথা॥
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈস্তৈলস্যাপি তথাঢ়কম্।
শতাবরী রসসমং দুগ্ধঞ্চাপি সমং পচেৎ॥
বিষ্ণুতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
ঊর্দ্ধবাতং তথা বাতমঙ্গুলিগ্রহমেব চ॥
শিরোমধ্যগতং বাতং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহম।
হন্তি নানাবিধং বাতং সন্ধিমজ্জগতং তথা॥
যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যস্য চ বিহ্বলা।
যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ।
সর্ব্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ॥

কল্কার্থ মুতা, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক, শটী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মউরী, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, এলাইচ, গুড়ত্বক্, কুড়, বচ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি, শ্বেতচন্দন, রেণুকা, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, কুন্দুরখোটী, গেঁটেলা ও নখী ইহাদের প্রত্যেক ১ পল। তিলতৈল ১৬ সের। শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, জল ৬৪ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে ঊর্দ্ধগ বাত, অঙ্গুলিগ্রহ, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, সন্ধিগত বায়ু, মজ্জাশ্রিত বায়ু ও অন্যান্য অনেক পীড়া উপশমিত হয়।

মধ্যমনারায়ণতৈলম্।

বিল্বাগ্নিমন্থ শ্যোণাক পাটলা পারিভদ্রকম্।
প্রসারণ্যশ্বগন্ধা চ বৃহতী কণ্টকারিকা॥
বলা চাতিবলা চৈব শ্বদংষ্ট্রা সপুনর্নবা।
এষাং দশপলান্ ভাগাংশ্চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ॥
পাদশেষং পরিস্রাব্য তৈলপাত্রং প্রদাপয়েৎ।
শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বচা॥
চন্দনং তগরং কুষ্ঠমেলা পর্ণী চতুষ্টয়ম্।
রাস্না তুরগগন্ধা চ সৈন্ধবং সপুনর্নবম্॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্
পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।

শতাবরীরসঞ্চৈব তৈলতুল্যং প্রদাপয়েৎ ॥
আজং বা যদি বা গব্যং ক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্।
পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে ভোজ্যে চৈব প্রশস্যতে ॥
অশ্বো বা বাতভগ্নো বা গজো বা যদি বা নরঃ।
পঙ্গুশ্চ পীঠসর্পী চ তৈলেনানেন সিধ্যতি ॥
অধোভাগে চ যে বাতাঃ শিরোমধ্যগতাশ্চ যে।
মন্যাস্তম্ভে হনুস্তম্ভে দন্তরোগে গলগ্রহে ॥
যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যস্য চ বিহ্বলা।
ক্ষীণেন্দ্রিয়াঃ ক্ষীণশুক্রা জ্বরজীর্ণাশ্চ যে নরাঃ ॥
বধিরা লম্বজিহ্বাশ্চ মন্দমেধস এব চ।
অল্পপ্রজা চ যা নারী যা চ গর্ভং ন বিন্দতি।
বাতার্ত্তৌ বৃষণৌ যেষামন্ত্রবৃদ্ধিশ্চ দারুণা ॥
এতত্তৈলবরং তেষাং নাম্না নারায়ণং স্মৃতম্ ॥

তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ বিল্বমূলের ছাল, গণিয়ারিমূলের ছাল, শোণামূলের ছাল, পারুলমূলের ছাল, পালিধামূলের ছাল, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর ও পুনর্নবা ইহাদের প্রত্যেক ১০ পল, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। কল্কার্থ শুল্‌ফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও পুনর্নবামূল প্রত্যেকের ২ পল। শতমূলীর রস ১৬ সের, গব্য বা ছাগদুগ্ধ ৬৪ সের। ইহা পানে, অভ্যঙ্গে ও বস্তিক্রিয়ায় প্রশস্ত। ইহা দ্বারা পঙ্গুতা, অধোবাত, শিরোরোগ, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, দন্তরোগ, গলগ্রহ, একাঙ্গশোষ, সকম্পন গতি, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, শুক্রহ্রাস, বধিরতা এবং স্ত্রীলোকের গর্ভব্যাঘাত বিনষ্ট হয়।

মহানারায়ণতৈলম্।

বিল্বাশ্বগন্ধা বৃহতী শ্বদংষ্ট্রা
শ্যোনাক বাট্যালক পারিভদ্রম্।
ক্ষুদ্রা কঠিল্লাতিবলাগ্নিমন্থং
মূলানি চৈষাং সরণীযুতানাম্ ॥
মূলং বিদধ্যাদথ পাটলীনাং
প্রস্থং সপাদং বিধিনোদ্ধৃতানাম্।
দ্রোণৈরপামষ্টভিরেব পক্ত্বা
পাদাবশেষেণ রসেন তেন।
তৈলাঢ়কাভ্যাং সমমেব দুগ্ধ-
মাজং নিদধ্যাদথবাপি গব্যম্।
একত্র সম্যগ্ বিপচেৎ সুবুদ্ধি-
র্দদ্যাদসঞ্চৈব শতাবরীণাম্ ॥
তৈলেন তুল্যং পুনরেব তত্র
রাস্নাশ্বগন্ধা মিশি দারু কুষ্ঠম্।
পর্ণী চতুষ্কাগুরু কেশরাণি
সিন্ধূত্থ মাংসী রজনীদ্বয়ঞ্চ ॥
শৈলেয়কং চন্দন পুষ্করাণি
এলাগ্রযষ্টী তগরাব্দপত্রম্।
ভৃঙ্গাষ্টবর্গাম্বু বচা পলাশং
স্থৌণেয় বৃশ্চিরক চোরকাখ্যম্ ॥
এতৈঃ সমস্তৈর্দ্বিপলপ্রমাণৈ-
রালোড্য সর্ব্বং বিধিনা বিপক্বম্।
কর্পূর কাশ্মীর মৃগাণ্ডজানাং
চূর্ণীকৃতানাং ত্রিপলপ্রমাণম্ ॥
প্রস্বেদ দৌর্গন্ধ্য নিবারণায়
দদ্যাৎ সুগন্ধায় বদন্তি কেচিৎ।
নারায়ণং নাম মহচ্চ তৈলং
সর্ব্বপ্রকারৈর্বিধিবৎ প্রযোজ্যম্ ॥
আশ্বেব পুংসাং পবনার্দ্দিতানা-
মেকাঙ্গহীনার্দ্দিতবেপনানাম্।

যে পঙ্গবঃ পীঠবিসর্পিণশ্চ
বাধির্য্য শুক্রক্ষয়পীড়িতাশ্চ ॥
মন্যা হনূস্তম্ভ শিরোরুজার্ত্তা
মুক্তাময়াস্তে বলবর্ণযুক্তাঃ।
সংসেব্য তৈলং সহসা ভবন্তি
বন্ধ্যা চ নারী লভতে চ পুত্রম্ ॥
বীরোপমং সর্ব্বগুণোপপন্নং
সুমেধসং শ্রীবিনয়ান্বিতঞ্চ।
শাখাশ্রিতে কোষ্ঠগতে চ বাতে
বৃদ্ধৌ বিধেয়ং পবনার্দ্দিতানাম ॥
জিহ্বানিলে দন্তগতে চ শূলে
উন্মাদ কৌব্জ্য জ্বরকম্পিতানাম।
প্রাপ্নোতি সন্ধ্যাং প্রমদাপ্রিয়ত্বং
বপুঃপ্রকর্ষং বিজয়ঞ্চ নিত্যম ॥
তৈলোপসেবী জরসাভিমুক্তো
জীবেচ্চিরঞ্চাপি ভবেদ্ নরেন।
দেবাসুরে যুদ্ধপরে সমীক্ষ্য
স্নায়ুস্থিভগ্নানসুরৈঃ সুরাংশ্চ।
নারায়ণেনাপি সুবৃংহণার্থং
স্বনামতৈলং বিহিতঞ্চ তেষাম্ ॥

ক্বাথার্থ বিল্ব, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্ষুর, শোণা, বেড়েলা, পালিধা, কণ্টকারী, পুনর্নবা, গোরক্ষচাকুলে, গণিয়ারি, গন্ধভাদুলিয়া ইহাদের মূল ও পারুলমূল প্রত্যেক ২॥০ সের, পাকার্থ জল ৫১২ সের, শেষ ১২৮ সের। গব্য বা ছাগদুগ্ধ ৩২ সের, শতমূলীর রস ৩২ সের। তিলতৈল ৩২ সের। কল্কার্থ রাস্না, অশ্বগন্ধা, মউরী, দেবদারু, কুড়, শালপাণি, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধবলবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, মুতা, তেজপত্র, ভৃঙ্গরাজ, জীবক, ঋষভক, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, বালা, বচ, পলাশমূল, গেঁঠেলা, শ্বেতপুনর্নবা ও চোরকাঁচকী ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল। গন্ধার্থ কর্পূর, কুঙ্কুম ও মৃগনাভি মিলিত ৩ পল। এই তৈল পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুতৈলাদির ন্যায় বিবিধ পীড়া নিবারণ করে।

নারায়ণতৈলম্।

শতাবরী চাংশুমতী পৃশ্নিপর্ণী শটী বচা।
এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ ॥
গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ।
এষাং দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥
পাদাবশেষে পূতে চ গর্ভঞ্চৈনং নিধাপয়েৎ।
পুনর্নবা বচা দারু শতাহ্বা চন্দনাগুরু ॥
শৈলেয়ং তগরং কুষ্ঠমেলা মাংসী স্থিরা বলা।
অশ্বাহ্বা সৈন্ধবং রাস্না পলার্দ্ধানি চ যোজয়েৎ ॥
গব্যাজপয়সোঃ প্রস্থৌ দ্বৌ দ্বাবত্র প্রদাপয়েৎ।
শতাবরীরসপ্রস্থং তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
অস্য তৈলস্য পক্কস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্।
অশ্বানাং বাতভগ্নানং কুঞ্জরাণাং নৃণাং তথা ॥
তৈলমেতৎ প্রযোক্তব্যং সর্ব্ববাতনিবারণম্।
আয়ুষ্মাংশ্চ নরঃ পীত্বা নিশ্চয়েন দৃঢ়ো ভবেৎ ॥
গর্ভমশ্বতরী বিন্দ্যাৎ কিং পুনর্মানুষী তথা।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ তথৈবার্দ্ধাবভেদকম্ ॥
অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ বাতরক্তং হনুগ্রহম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ অশ্মরীঞ্চাপি নাশয়েৎ ॥
তৈলমেতদ্ভগবতা বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্।
নারায়ণমিদং খ্যাতং বাতান্তকরণং মতম্ ॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ শতমূলী, শালপাণি, চাকুলে, শটী, বচ, এরণ্ডমূল,

কণ্টকারীমূল, বৃহতীমূল, নাটাকরঞ্জ-মূল, গোরক্ষচাকুলের মূল ও ঝাঁটীমূল, প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, শতমূলীর রস ৪ সের। কল্কার্থ পুনর্নবা, বচ, দেবদারু, শুল্‌ফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শালপাণি, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও রাস্না প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে সকলপ্রকার বায়ুরোগের শান্তি হয়।

মহানারায়ণতৈলম্ ।

বিল্বাগ্নিমন্থঃ শ্যোণাকঃ পাটলা পারিভদ্রকঃ ।
প্রসারণ্যশ্বগন্ধা চ বৃহতী কণ্টকারিকা ॥
বলা চাতিবলা চৈব শ্বদংষ্ট্রা সপুনর্নবা ।
এষাং দশপলান্ ভাগাংশ্চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ ॥
পাদশেষং পরিস্রাব্য তৈলপাত্রং প্রদাপয়েৎ ।
শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বচা ॥
চন্দনং তগরং কুষ্ঠমেলা পর্ণীচতুষ্টয়ম্ ।
রাস্না তুরগগন্ধা চ সৈন্ধবং সপুনর্নবম্ ॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্
পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ ।
শতাবরীরসঞ্চৈব তৈলতুল্যং প্রদাপয়েৎ ॥
আজং বা যদি বা গব্যং ক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণম ।
পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে ভোজ্যে চৈব প্রশস্যতে ।
অশ্বো বা বাতসংভগ্নো গজো বা যদি বা নরঃ ।
পঙ্গুশ্চ পীঠসর্পী চ তৈলেনানেন সিধ্যতি ॥
অধোভাগে চ যে বাতাঃ শিরোমধ্যগতাশ্চ যে ।
মন্যাস্তম্ভে হনুস্তম্ভে দন্তরোগে গলগ্রহে ॥
যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যস্য চ বিহ্বলা ।
ক্ষীণেন্দ্রিয়াঃ ক্ষীণশুক্রা জ্বরক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ ॥
বধিরা লম্বজিহ্বাশ্চ মন্দমেধস এব চ ।
অল্পপ্রজা চ যা নারী যা চ গর্ভং ন বিন্দতি ॥
বাতার্ত্তৌ বৃষণৌ যেষামন্ত্রবৃদ্ধিশ্চ দারুণা ।
এতত্তৈলবরং তেষাং নাম্না নারায়ণং স্মৃতম্ ॥

তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ বিল্বমূলের ছাল, গণিয়ারিমূলের ছাল, শোনামূলের ছাল, পারুলমূলের ছাল, পালিধামূলের ছাল, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর ও পুনর্নবা ইহাদের প্রত্যেকের ১০ পল, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। কল্কার্থ শুল্‌ফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, শালপাণি, চাকুলে, মুগাণী, মাষাণী, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও পুনর্নবামূল ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল। শতমূলীর রস ১৬ সের, গব্য কিংবা ছাগ দুগ্ধ ৬৪ সের, কিন্তু ইহাতে গব্য দুগ্ধই প্রশস্ত। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিক্রিয়ায় প্রয়োগ করিবে। ইহার দ্বারা পঙ্গুতা, অধোবাত, শিরোরোগ, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, দন্তরোগ, গলগ্রহ, একাঙ্গশোষ, সকম্পান গতি, ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য, শুক্রহ্রাস, বধিরতা, অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ এবং স্ত্রীলোকের গর্ভ-গ্রহণ ব্যাঘাত নিবারণ হয়।

সিদ্ধার্থকতৈলম্ ।

শতাবরীন্তু নিষ্পীড্য রসং প্রস্থদ্বয়ং হরেৎ ।
তিলতৈলং পচেৎ প্রস্থং ক্ষীরং দত্বা চতুর্গুণম্ ॥
শতপুষ্পা দেবদারু মাংসীং শৈলেয়কং বলা ।
চন্দনং তগরং কুষ্ঠমেলা চাংশুমতী তথা ॥

রাস্না তুরগগন্ধা চ সমঙ্গা শারিবাদ্বয়ম্।
পৃশ্নিপর্ণী বচা চৈব তথা গন্ধর্ব্বহস্তকম্ ॥
সিন্ধুদ্ভবং সমং দত্বাং বিশ্বভেষজমেব চ ।
এভিস্তৈলং পচেদ্ধীমান্ দত্বাদ্রকরসং সমম্ ॥
কুব্জাশ্চ বামনা যে চ পঙ্গুপাদাশ্চ যে নরাঃ।
মহাবাতেন যে ভগ্না অঙ্গসঙ্কুচিতাশ্চ যে ॥
তেষাং হিতমিদং তৈলং সন্ধিবাতে চ শস্যতে।
যেষাং শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যেষাঞ্চ বিহ্বলা ॥
ক্ষীণেন্দ্রিয়া নষ্টশুক্রা জরয়া জর্জ্জরীকৃতাঃ।
অমেধসশ্চ বধিরাস্তেষামপি পরং হিতম্ ॥
মাসমেকং পিবেদ্যস্তু যৌবনস্থঃ পুনর্ভবেৎ।
সিদ্ধার্থকমিতি খ্যাতং নরনারীহিতায় বৈ ॥

তিলতৈল ৪ সের, শতমূলীর রস ৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, আদার রস ৪ সের। কল্কার্থ শুল্‌ফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বেড়েলা, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, শালপাণি, রাস্না, অশ্বগন্ধা, বরাক্রান্তা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, চাকুলে, বচ, এরণ্ডমূল, সৈন্ধবলবণ ও শুঁঠ মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে কুব্জতা, পঙ্গুতা ও একাঙ্গশোষ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

হিমসাগরতৈলম্।

শতাবরীরসপ্রস্থে বিদার্য্যাঃ স্বরসে তথা।
কুষ্মাণ্ডক রসপ্রস্থে ধাত্র্যাশ্চ স্বরসে তথা ॥
শাল্মল্যাঃ স্বরসপ্রস্থে তথা গোক্ষুরকস্য চ।
নারিকেলরসপ্রস্থে তিলতৈলস্য প্রস্থতঃ ॥
কদল্যাঃ স্বরসপ্রস্থে ক্ষীরপ্রস্থচতুষ্টয়ে ।
অস্যৌষধস্য কল্কস্য প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্ ॥
চন্দনং তগরং বাপ্যং মঞ্জিষ্ঠা সরলাগুরু।
মাংসী মুরা চ শৈলেয়ং যষ্টী দারু নখী শিবা ॥
পূতিকা পীতিকাপত্রং কুন্দুরু নলিকা তথা।
বরী লোধ্রং তথা মুস্তং ত্বগেলা পত্র কেশরম্ ॥
লবঙ্গং জাতীকোষঞ্চ তথা মধুরিকা শটী।
চন্দন গ্রন্থিপর্ণঞ্চ কর্পূরং লাভতঃ ক্ষিপেৎ ॥
অস্য তৈলস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্।
উচ্চৈঃ প্রপততো বায়োর্গজতো বাজিনস্তথা ॥
উষ্ট্রতো লোষ্ট্রপাতাচ্চ পঙ্গূনাং পীঠসর্পিণাম্।
একাঙ্গশোষিণাঞ্চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গশোষিণাম্ ॥
ক্ষতানাং ক্ষীণশুক্রাণামত্যন্তক্ষয়রোগিণাম।
হনুমন্যাহতানাঞ্চ দুর্ব্বলানাং তথৈব চ ॥
শোষিণাং লগ্নজিহ্বানাং তথা মিম্মিনভাষিণাম্।
অত্যন্ত দাহযুক্তানাং ক্ষীণানাং বাতরোগিণাম্ ॥
এতত্তৈলবরং শ্রেষ্ঠং বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্।
হিমসাগরমাখ্যাতং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ ॥
যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ।
শিরোমধ্যগতা যে চ শাখামাশ্রিত্য যে স্থিতাঃ।
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি তৈলস্যাস্য প্রসাদতঃ ॥

শতমূলীর রস ৪ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ৪ সের, কুষ্মাণ্ডজল ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, শিমূলমূলের রস ৪ সের, গোক্ষুররস ৪ সের, নারিকেলের জল ৪ সের, কদলী মূলের রস ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। তিলতৈল ৪ সের। কল্ক দ্রব্য যথা, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, জটামাংসী, মুরামাংসী, শৈলজ, যষ্টিমধু, দেবদারু, নখী, হরীতকী, খাটাশী, পিড়িংশাকপত্র, কুন্দুরখোটী, নালুকা, শতমূলী, লোধকাষ্ঠ, মুতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জয়িত্রী, মউরী, শটী, শ্বেতচন্দন, গেঁটেলা ও কর্পূর প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈলে গন্ধদ্রব্য সকল যথালাভ

নিঃক্ষেপ করিবে। ইহা বায়ুরোগের অতি উৎকৃষ্ট তৈল। এই তৈল মর্দ্দনে উচ্চস্থানাদি হইতে পতনজন্য বেদনা, পঙ্গুতা, অঙ্গশোষ, শুক্রক্ষয়, হনুমন্যাদির বিকৃতি, দৌর্ব্বল্য, লম্বজিহ্বতা, মিন্মিনভাষণ, গাত্রদাহ ও অন্যান্য নানাবিধ বাতরোগ এবং বহুপ্রকার পৈত্তিক রোগ প্রশমিত হয়।

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রতৈলম্ ।

বাট্যালকং পলশতং তৎসমং দশমূলকম্ ।
জলযোড়শিকে পক্ত্বা পাদশেষং সমুদ্ধরেৎ ॥
এতৎ ক্বাথে পচেত্তৈলং দ্বাত্রিংশৎ পলমেব চ ।
কল্কার্থং দীয়তে তত্র মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্ ॥
কুষ্ঠমেলা দেবদারু শৈলজং সৈন্ধবং বচা ।
কক্কোলং পদ্মকাষ্ঠঞ্চ শৃঙ্গী তগরপাদুকা ॥
গুড়ূচী মুদ্গপর্ণী চ মাষপর্ণী শতাবরী ।
নাগজিহ্বা শ্যামলতা শতপুষ্পা পুনর্নবা ॥
এষাং তোলদ্বয়ং ভাগং দত্ত্বা তৈলন্তু পাচয়েৎ ।
এতত্তৈলবরং নাম্না বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রকম ॥
সর্ব্ববাতবিকারেষু হিতং পুংসাঞ্চ যোষিতাম্ ।
ক্ষীণশুক্রার্ত্তবানাঞ্চ নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ ॥
রেতোবিকারং হন্ত্যাশু বায়ুমাক্ষেপসম্ভবম্ ।
মন্যাবাতং শ্রমকৃতং গাত্রকম্পাদিকং তথা ॥
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ বাতপিত্তসমুদ্ভবম্ ।
অপস্মারে মত্তোন্মাদে হিতং লেপে চ ভক্ষণে ।
শ্রীমন্মোহননাথেন রচিতং বিশ্বসম্পদে ॥

(জলযোড়শিকে তৈলাৎ ষোড়শগুণে জলে ইত্যর্থঃ।)

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ বেড়েলা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দশমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, দেবদারু, শৈলজ, সৈন্ধবলবণ, বচ, কাঁকলা, পদ্মকাষ্ঠ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, তগরপাদুকা, গুলঞ্চ, মুগানী, মাষাণী, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শুল্‌ফা ও পুনর্নবা ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। ক্ষীণশুক্রে পুরুষ ও ক্ষীণার্ত্তব স্ত্রীগণের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপযোগী। ইহার দ্বারা শুক্রবিকার, অপস্মার, উন্মাদ এবং আক্ষেপ ও গাত্রকম্পাদি নানাপ্রকার বাতরোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

মহাবলাতৈলম্ ।

বলামূলকষায়স্য দশমূলীকৃতস্য চ ।
যব কোল কুলত্থানাং ক্বাথস্য পয়সস্তথা ॥
অষ্টাবষ্টৌ শুভা ভাগাস্তৈলাদেকস্তদেকতঃ ।
পচেদারোপ্য মধুরং গণং সৈন্ধব সংযুতম্ ॥
তথাগুরু সর্জ্জরসং সরলং দেবদারু চ ।
মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং কুষ্ঠমেলাং কালানুসারকম্ ॥
মাংসীং শৈলেয়কং পত্রং তগরং শারিবাং বচাম্ ।
শতাবরীমশ্বগন্ধাং শতপুষ্পাং পুনর্নবাম্ ॥
তৎ সাধু সিদ্ধং সৌবর্ণে রাজতে মৃন্ময়েঽপি চ ।
প্রক্ষিপ্য কলসে সম্যগ্ আত্মগুপ্তাং নিধাপয়েৎ ॥
বলাতৈলমিদং নাম্না সর্ব্ববাতবিকারনুৎ ।
যথাবলমতো মাত্রাং সূতিকায়ৈ প্রদাপয়েৎ ॥
যা চ গর্ভার্থিনী নারী ক্ষীণশুক্রশ্চ যঃ পুমান্ ।
ক্ষীণধাতৌ মর্ম্মমৃতেঽভিহতে মথিতেঽথবা ॥
ভগ্নে শ্রমাভিপন্নে চ সর্ব্বথৈবোপযোজয়েৎ ।
সর্ব্বানাক্ষেপকাদীংশ্চ বাতব্যাধীন্ ব্যপোহতি ॥
হিক্কাং কাসমধীমন্থং গুল্মং শ্বাসং সুদুস্তরম্ ।
ষণ্মাসানুপযুজ্যৈতদন্ত্রবৃদ্ধিমপোহতি ॥
প্রত্যগ্রধাতুঃ পুরুষো ভবেচ্চ স্থিরযৌবনঃ ।
এতদ্ধি রাজ্ঞা কর্ত্তব্যং রাজপাত্রাশ্চ যে নরাঃ ।
সুখিনঃ সুকুমারাশ্চ বলিনশ্চৈব যে নরাঃ ॥

তিলতৈল ৪ সের, বেড়েলামূলের ক্বাথ ৩২ সের, মিলিত দশমূলের ক্বাথ ৩২ সের, যব, কুলশুঁঠ ও কুলথকলায়ের ক্বাথ মিলিত ৩২ সের, দুগ্ধ ৩২ সের। কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁক্‌লা, ক্ষীরকাঁক্‌লা, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, অগুরু, শ্বেতধূনা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, পীতচন্দন, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, তগরপাদুকা, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুল্‌ফা, ও পুনর্নবা মিলিত ১ সের। ইহা মর্দ্দন করিলে সকল প্রকার বাতব্যাধি নিবারিত হয়।

পুষ্পরাজপ্রসারণীতৈলম্।

প্রসারণী পলশতং মূলৈশ্চৈবাশ্বগন্ধজম্।
পঞ্চাশৎ পলমানন্তু জলদ্রোণে নিপাচয়েৎ॥
পাদশেষে হরেৎ ক্বাথং ক্বাথাংশং তিলতৈলকম্।
তৈলাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরং গব্যং বা মাহিষং তথা॥
পুণ্ডরীকরসস্তত্র শতাবর্য্যা রসস্তথা।
তৈলসমঃ প্রদাতব্যঃ পাচয়েন্মৃদুবহ্নিনা॥
শতপুষ্পা কণা চৈলা কুষ্ঠঞ্চ কণ্টকারিকা।
শুণ্ঠী যষ্টী দেবদারু শালপর্ণী পুনর্নবা॥
মঞ্জিষ্ঠা পত্রকং রাস্না বচা পুষ্করমূলকম্।
যমানী ভূতিকং মাংসী নির্গুণ্ডী চ তথা বলা॥
বহ্নি গোক্ষুরকঞ্চৈব মৃণালং বহুপুত্রিকা।
প্রতিকর্ষমিতং যোজ্যং সর্ব্বমেকত্র পাচয়েৎ॥
তৈলশেষং সমুদ্ধৃত্য পুষ্পরাজপ্রসারণীম্।
অভ্যঙ্গে যোজয়েৎ পানে নস্যকর্ম্মণি সর্ব্বদা॥
ভগ্নানাং খঞ্জপঙ্গূনাং শিরোরোগে হনুগ্রহে।
সমস্তান্ বাতজান্ রোগান্ তূর্ণং নাশয়তি ধ্রুবম্॥

তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ গন্ধভাদুলে ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধামূল ৫০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ৬৪ সের, পদ্ম ও শতমূলী রস ১৬ সের। কল্কার্থ শুল্‌ফা, পিঁপুল, এলাইচ, কুড়, কণ্টকারী, শুঁঠ, যষ্টিমধু, দেবদারু, শালপাণি, পুনর্নবা, মঞ্জিষ্ঠা, তেজপত্র, রাস্না, বচ, কুড়, যমানী, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, নিসিন্দা, বেড়েলা, চিতামূল, গোক্ষুর, মৃণাল ও শতমূলী প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা মর্দ্দনে সকল প্রকার বায়ুরোগ নষ্ট হয়।

মহাকুক্কুটমাংসতৈলম্।

মাসস্যার্দ্ধাঢকং দেয়ং দশমূল্যাস্তুলার্দ্ধকম্।
বলামলঞ্চ তস্যার্দ্ধং কেতকীনাং তথৈব চ॥
দক্ষমাংসং পলত্রিংশৎ ঝিণ্টিকা পঞ্চবিংশতিম্।
জলদ্রোণদ্বয়ে পক্ত্বা পাদশেষেঽবতারিতে॥
তিলতৈলস্য চ প্রস্থং পয়ো দত্ত্বা চতুর্গুণম্।
জীবনীয়ানি যাস্যষ্টৌ মঞ্জিষ্ঠা চব্য কট্‌ফলম্॥
ব্যোষ রাস্না কণামূলং মধুকং পুষ্করং তথা।
মায়াস্থগুপ্তে সৈরণ্ডা শতাহ্বা লবণত্রয়ম্॥
কৃষ্ণাশ্বগন্ধা অমৃতা যমানীন্দ্রবরী শটী।
নাগরং মাগধী মুস্তং বর্ষাভূ রজনীদ্বয়ম্॥
শতাবরীবৃহত্যৌ চ এতৈরক্ষসমন্বিতৈঃ।
পক্ষাঘাতেষু সর্ব্বেষু অর্দ্দিতে চ হনুগ্রহে॥
মন্দশ্রুতৌ চাশ্রবণে তিমিরে চ ত্রিদোষজে।
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে গাত্রকম্পে শিরোগ্রহে॥
শস্তং কলায়খঞ্জে চ গৃধ্রস্যামববাহুকে।
বাধির্য্যে কর্ণনাদে চ সর্ব্ববাতবিকারনুৎ॥
দণ্ডাপতানকে চৈব মন্যাস্তম্ভে বিশেষতঃ।
হনুস্তম্ভে প্রশস্তং স্যাৎ সূতিকাতঙ্কনাশনম্॥

ত্বচ্যং মাংসপ্রদঞ্চৈব শুক্রাগ্নিবলবর্দ্ধনম্।
অণ্ডবৃদ্ধ্যন্ত্রবৃদ্ধিং বা বাতরক্তঞ্চ নাশয়েৎ।

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ মাষকলাই ৪ সের, দশমূল ৬।০ সের, বেড়েলামূল ২৫ পল, কেতকীমূল ২৫ পল, কুক্কুটমাংস ৩০ পল, ঝাঁটীমূল ২৫ পল, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। দুগ্ধ ১৬ সের, কল্কার্থ জীবকাদি অষ্টবর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চৈই, কট্‌ফল, ত্রিকটু, রাস্না, পিঁপুলমূল, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই, আলকুশীবীজ, এরণ্ডমূল, শুল্‌ফা, বিট্‌, সৈন্ধব, সচললবণ, পিঁপুল, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, যমানী, ইন্দ্রযব, শতমূলী, শটী, শুঁঠ, ছোট এলাইচ, মুতা, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শতমূলী, বৃহতী ও কণ্টকারী প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দন করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, শ্রবণশক্তির হ্রাস, দৃষ্টিশক্তির অল্পতা, হস্তকম্পন, শিরঃকম্প, কলায়খঞ্জ, গৃধ্রসী, অববাহুক, বধিরতা, কর্ণনাদ, দণ্ডাপতানক, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, সূতিকারোগ, অন্ত্রবৃদ্ধি ও বাতরক্ত প্রভৃতি বহুবিধ বাতজ পীড়া উপশমিত হয়।

নকুলতৈলম্।

মধুকং জীরকং রাস্না সৈন্ধবং শতপুষ্পিকা।
যমানী মরিচং কুষ্ঠং বিড়ঙ্গং গজপিপ্পলী॥
সৌবর্চ্চলং চাজমোদা বলা ষড়্‌গ্রন্থিকা তথা।
গ্রন্থিকং শৈলজং মাংসী কর্ষাবেষাং পৃথক্ পৃথক্॥
বিনীয় পাচয়েত্তৈলং প্রস্থং রুবুসমুদ্ভবম্।
প্রস্থে নকুলমাংসস্য ক্বাথে চ দশমূলজে॥
প্রস্থে চ কাঞ্জিকস্যাপি মস্তপ্রস্থে তথৈব চ।
সিদ্ধং তৈলমিদং হন্তি কম্পবাতং সুদারুণম্॥
হস্তকম্পং শিরঃকম্পং বাহুকম্পঞ্চ নাশয়েৎ।
আমবাতং সশূলঞ্চ সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্॥
পানাভ্যঞ্জনবস্তীভির্নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
আঢ্যবাতং কটী পৃষ্ঠ জানু জঙ্ঘাশ্রিতং তথা॥
সন্ধিস্থং বাতমাশ্বেব জয়েন্নকুলসংজ্ঞকম্।
হারীতভাষিতমিদং তৈলং হিতচিকীর্ষয়া॥
বৈদ্যানাং সারভূতানাং শতেনাপি সমুদ্ধৃতম্।
বাতব্যাধিং নিহন্ত্যাশু কম্পবাতং বিশেষতঃ।
অশীতিং বাতজান্ রোগান্নাশয়েদাশু দেহিনাম্॥

নকুল মাংস ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। দশমূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কাঁজি ৪ সের, দধির মাত ৪ সের। এরণ্ডতৈল ৪ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু, জীরা, রাস্না, সৈন্ধবলবণ, শুল্‌ফা, মরিচ, কুড়, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, সচললবণ, বনযমানী, বেড়েলা, বচ, গেঁঠেলা, (কেহ কেহ বলেন পিঁপুল মূল), শৈলজ ও জটামাংসী ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিক্রিয়ায় প্রযোজ্য। ইহার দ্বারা হস্তকম্পন, শিরঃকম্প, বাহুকম্প, আমবাত, ঊরুস্তম্ভ, সন্ধিবাত ও অন্যান্য নানাবিধ বাতজন্য পীড়া প্রশমিত হয়।

মাষতৈলম্।

মাষাত্মগুপ্তা যব কুরুণ্টক কণ্টকারী
গোকণ্ট টুণ্টুকজটা কপিকচ্ছুতোয়ৈঃ।
কার্পাসকাস্থি শণবীজ কুলত্থ কোল-
ক্বাথেন বস্তপিশিতস্য রসেন চাপি॥
শুণ্ঠ্যা সমাগধিকয়া শতপুষ্পয়া চ
সৈরণ্ডমূল সপুনর্নবয়া সরণ্যা।

রাস্না বালামৃতলতা কটুকৈর্বিপক্বং
মাষাখ্যমেতদববাহুহরঞ্চ তৈলম্ ॥
অর্দ্ধাঙ্গশোষমপতানকমাঢ্যবাত-
মাক্ষেপকং সভুজকম্পশিরঃপ্রকম্পম্ ।
নস্যেন বস্তিবিধিনা পরিষেচনেন
হন্যাৎ কটীজঘনজানুরুজঃ সমীরাৎ ॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ মাষকলাই, মসিনা, যব, ঝাঁটীমূল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, সোণাছাল, জটামাংসী ও আলকুশীবীজ, প্রত্যেক ৮ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; কার্পাসবীজ, শণবীজ, কুলত্থকলাই, কুলশুঁঠ প্রত্যেক ১৬ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগমাংস ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ শুঁঠ, পিঁপুল, শুল্‌ফা, ভেরেন্দামূল, পুনর্নবা, গন্ধভাদুলে, রাস্না, বেড়েলা, গুলঞ্চ ও কট্‌কী মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে অববাহু, অর্দ্ধাঙ্গশোষ, আক্ষেপক, অপতানক, উরুস্তম্ভ, ভুজকম্পা এবং অন্যান্য নানাবিধ বায়ুরোগ উপশমিত হয়।

স্বল্পমাষতৈলম্ ।

মাসপ্রস্থং সমাদায় পচেৎ সম্যগ্ জলাঢ়কে ।
পাদশেষে রসে তস্মিন্ ক্ষীরং দত্ত্বাচ্চতুর্গুণম্ ॥
প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্য কল্কং দত্ত্বাক্ষসংমিতম্ ।
জীবনীয়ানি যষ্ট্যষ্টৌ শতপুষ্পাং সসৈন্ধবম্ ॥
রাস্নাত্মগুপ্তা মধুকং বলা ব্যোষ ত্রিকণ্টকম্ ।
পক্ষাঘাতেঽর্দ্দিতে বাতে কর্ণশূলে চ দারুণে ॥
মন্দশ্রুতৌ চাশ্রবণে তিমিরে চ ত্রিদোষজে ।
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বিশ্বচ্যামববাহুকে ॥
শস্তং কলায়খঞ্জে চ পানাভ্যঞ্জন বস্তিভিঃ ।
মাষতৈলমিদং শ্রেষ্ঠমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্ ॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ মাষকলাই ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীর কাঁকলা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, শুল্‌ফা, সৈন্ধবলবণ, রাস্না, আলকুশীমূল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ত্রিকটু ও গোক্ষুর প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দন করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, কর্ণশূল, শ্রবণশক্তির অল্পতা, মূর্চ্ছা, হস্তকম্পন, শিরঃকম্পা ও অন্যান্য পীড়ার শান্তি হয়।

বৃহন্মাষতৈলম্ ।

মাষক্বাথে বলাক্বাথে রাস্নায়া দশমূলজে ।
যবকোল কুলত্থানাং ছাগমাংসভবে পৃথক্ ॥
প্রস্থে তৈলস্য চ প্রস্থং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্ ।
রাস্নাত্মগুপ্তা সিন্ধূত্থ শতাহ্বৈরণ্ড মুস্তকৈঃ ॥
জীবনীয় বলা ব্যোষৈঃ পচেদক্ষসমৈর্ভিষক্ ।
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বাহুশোষেঽববাহুকে ॥
বাধির্য্যে কর্ণশূলে চ কর্ণনাদে চ দারুণে ।
বিশ্বচ্যামর্দ্দিতে কুব্জে গৃধ্রস্যামপতানকে ॥
বস্ত্যাভঞ্জনপানেষু নাবনে চ প্রযোজয়েৎ ।
মাষতৈলমিদং শ্রেষ্ঠমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্ ।
ক্বাথপ্রস্থাঃ ষড়েবাত্র বিভক্ত্যাস্তেন দর্শিতাঃ ॥
(তৈলেন সহ সপ্তপ্রস্থমিতত্বাদস্য সপ্তপ্রস্থমাষতৈলমিতি সংজ্ঞান্তরম্ ।)

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ মাষকলাই ২ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; বেড়েলা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; রাস্না ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; দশমূল মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ

৪ সের; যবতণ্ডুল, কুলশুঁঠ ও কুলত্থকলাই মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; ছাগমাংস ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ রাস্না, আলকুশীবীজ, সৈন্ধবলবণ, শুল্‌ফা, এরণ্ডমূল, মুতা, জীবনীয়বর্গ, বেড়েলা ও ত্রিকটু প্রত্যেক ১ তোলা। এই তৈল মর্দ্দন করিলে হস্তকম্পন, শিরঃকম্প, বাহুশোষ, অববাহুক, বধিরতা, কর্ণনাদ ও গৃধ্রসী প্রভৃতি বহুবিধ রোগ নিবারণ হয়।

মহামাষতৈলম্ ।

মাষস্যার্দ্ধাঢ়কং দত্ত্বা তুলার্দ্ধং দশমূলতঃ ।
পলানি ছাগমাংসস্য ত্রিংশদ্‌দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ ॥
পূতশীতে কষায়ে চ চতুর্থাংশাবশেষিতে ।
প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্য পয়ো দত্ত্বা চতুর্গুণম্ ॥
আত্মগুপ্তা রুবুকশ্চ শতাহ্বা লবণত্রয়ম্ ।
জীবনীয়ানি মঞ্জিষ্ঠা চব্য চিত্রক কট্‌ফলম্ ॥
সব্যোষং পিপ্পলীমূলং রাস্না মধুক সৈন্ধবম্ ।
দেবদার্ব্বমৃতা কুষ্ঠং বাজিগন্ধা বচা শটী ॥
এতৈরক্ষসমৈর্ভাগৈঃ সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা ।
পক্ষাঘাতেঽর্দ্দিতে বাতে বাধির্য্যে হনুসংগ্রহে ॥
কর্ণমন্যাশিরঃশূলে তিমিরে চ ত্রিদোষজে ।
পাণিপাদশিরোগ্রীবাভ্রমণে মন্দচংক্রমে ॥
কলায়খঞ্জে পাঙ্গুল্যে গৃধ্রস্যামববাহুকে ।
পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে নস্যে কর্ণাক্ষিপূরণে ।
তৈলমেতৎ প্রশংসন্তি সর্ব্ববাতরুজাপহম্ ॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ শ্লথপোট্টলীবদ্ধ মাষকলাই ৪ সের, দশমূল ৬।০ সের, শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ ছাগমাংস ৩০ পল এই সমুদায় একত্র ৬৪ সের জলে পাক করিবে, শেষ ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া লইবে। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ আলকুশীমূল, এরণ্ডমূল, শুল্‌ফা, সৈন্ধব, বিট্, সচললবণ, জীবনীয়বর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চঁই, চিতামূল, কট্‌ফল, ত্রিকটু, পিঁপুলমূল, রাস্না, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ ও শটী প্রত্যেকের ২ তোলা। এই তৈল ব্যবহারে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, বধিরতা, হনুগ্রহ ও অন্যান্য নানাপ্রকার বাতরোগ নষ্ট হয়।

নিরামিষমহামাষতৈলম্ ।

দশমূলাঢ়কং পক্ত্বা জলদ্রোণেঽঙ্ঘ্রিশেষিতে ।
তদ্বন্মাষাঢ়কক্বাথে তৈলপ্রস্থং পয়ঃসমে ॥
কল্কৈরেভিশ্চ মতিমান্ সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা ।
অশ্বগন্ধা শটী দারু বলা রাস্না প্রসারণী ॥
কুষ্ঠং পরুষকং ভার্গী দ্বে বিদার্য্যৌ পুনর্নবা ।
মাতুলুঙ্গফলাজাজ্যৌ রামঠং শতপুষ্পিকা ॥
শতাবরী গোক্ষুরকং পিপ্পলীমূলচিত্রকৌ ।
জীবনীয়গণং সর্ব্বং সংহৃত্যৈব সসৈন্ধবম্ ॥
তৎ সাধু সিদ্ধং বিজ্ঞায় মাষতৈলমিদং মহৎ ।
বস্ত্যভ্যঞ্জন পানেষু নাবনেষু প্রশস্যতে ॥
পক্ষাঘাতে হনুস্তম্ভে চার্দ্দিতে সাপতন্ত্রকে ।
অববাহুক বিশ্বচ্যোঃ খাঞ্জ্য পাঙ্গুল্যয়োরপি ॥
শিরোমন্যাগ্রহে চৈব অধিমন্থে চ বাতিকে ।
শুক্রক্ষয়ে কর্ণনাদে কর্ণক্ষ্বেড়ে চ দারুণে ।
কলায়খঞ্জশয়নে ভৈষজ্যমিদমাদিশেৎ ॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ দশমূল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। মাষকলাই ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ অশ্বগন্ধা, শটী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না,

গন্ধভাদুলে, কুড়, পরুষফল, বামনহাটী, কুষ্মাণ্ড, ভূমিকুষ্মাণ্ড, পুনর্নবা, ছোলঙ্গফল, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হিং, শুল্‌ফা, শতমূলী, গোক্ষুর, পিঁপুলমূল, চিতামূল, জীবনীয়গণ ও সৈন্ধব, মিলিত ১ সের। এই তৈল বস্তিক্রিয়া, অভ্যঙ্গ, পান ও নস্যার্থে প্রয়োজ্য। ইহা ব্যবহারে পক্ষাঘাত, হনুস্তম্ভ, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, অববাহুক, বিশ্বচী, খঞ্জতা, পঙ্গুত্ব ও কলায়খঞ্জ প্রভৃতি নানাবিধ বায়ু রোগের শান্তি হয়।

কুব্জপ্রসারণীতৈলম্।

প্রসারণীশতং ক্ষুণ্ণং পচেত্তোয়ার্ম্মণে শুভে।
পাদশেষে সমং তৈলং দধি দদ্যাৎ সকাঞ্জিকম॥
দ্বিগুণঞ্চ পয়ো দত্ত্বা কল্কান্ দ্বিপলিকাংস্তথা।
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং মধুকং সৈন্ধবং বলাম্॥
শতপুষ্পাং দেবদারু রাস্নাং বারণপিপ্পলীম্।
প্রসারণ্যাশ্চ মূলানি মাংসী ভল্লাতকানি চ॥
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা তৈলং বাতশ্লেষ্মাময়ান্ জয়েৎ।
অশীতিং নরনারীস্থান্ বাতরোগান্ ব্যপোহতি॥
কুব্জস্তিমিতপঙ্গুত্ব গৃধ্রসী খুড়কার্দ্দিতম্।
হনু পৃষ্ঠ শিরো গ্রীবাস্তম্ভং চাশু নিযচ্ছতি॥

তিলতৈল ১৬ সের। কল্কার্থ গন্ধভাদুলে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দধির মাত ১৬ সের, কাঁজি ১৬ সের, দুগ্ধ ৩২ সের। কল্কদ্রব্য যথা চিতামূল, পিঁপুলমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বেড়েলা, শুল্‌ফা, দেবদারু, রাস্না, গজপিপ্পলী, গন্ধভাদুলের মূল, জটামাংসী ও ভেলার মুটী প্রত্যেক ২ পল। এই তৈল মর্দ্দনে কুব্জতা, পঙ্গুত্ব, গৃধ্রসী, হনুস্তম্ভ ও অন্যান্য নানাপ্রকার বাতরোগ প্রশমিত হয়।

সপ্তশতিকপ্রসারণীতৈলম্।

সমূলপত্রামুৎপাট্য শরৎকালে প্রসারণীম্।
শতং গ্রাহ্যং সহচরাৎ শতাবর্য্যাঃ শতং তথা॥
বলাশ্বগুপ্তাশ্বগন্ধাকেতকীনাং শতং শতম্।
পচেচ্চতুর্গুণে তোয়ে দ্রবৈস্তৈলাঢ়কং ভিষক্॥
মস্ত মাংসরসং চুক্রং পয়শ্চাঢ়কমাত্রকম্।
দধ্যাঢক সমাযুক্তং পাচয়েন্মৃদুনাগ্নিনা॥
দ্রব্যাণান্তু প্রদাতব্যা মাত্রা চার্দ্ধপলাংশিকা।
তগরং মদনং কুষ্ঠং কেশরং মুস্তকং ত্বচম্॥
রাস্না সৈন্ধব পিপ্পল্যৌ মাংসী মঞ্জিষ্ঠ যষ্টিকাঃ।
তথা মেদা মহামেদা জীবকর্ষভকৌ পুনঃ॥
শতপুষ্পা ব্যাঘ্রনখং শুঠী দেবাহ্বমেব চ।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী বচা ভল্লাতকং তথা॥
পেষয়িত্বা সমানেতান্ সাধনীয়া প্রসারণী।
নাতিপক্বং ন হীনঞ্চ সিদ্ধং পূতং নিধাপয়েৎ॥
যত্র যত্র প্রদাতব্যা তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
কুব্জানামথ পঙ্গূনাং বামনানাং তথৈব চ॥
যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং যে চ ভগ্নাস্থিসন্ধয়ঃ।
বাতশোণিতদুষ্টানাং বাতোপহতচেতসাম্॥
স্ত্রী মদ্য ক্ষীণশুক্রাণাং বাজীকরণমুত্তমম্।
বস্তৌ পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যে চৈব প্রয়োজয়েৎ।
প্রযুক্তং শময়ত্যাশু বাতজান্ বিবিধান্ গদান্॥

তিলতৈল ১৬ সের। ক্কাথার্থ মূল ও পত্র সহিত (শরৎকালে উদ্ধৃত) গন্ধভাদুলিয়া ১২॥০ সের, ঝাঁটীমূল ১২॥০ সের, শতমূলী ১২॥০ সের, বেড়েলা ১২॥০ সের, আলকুশীমূল ১২॥০ সের, অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের ও কেঁয়ার মূল ১২॥০ সের, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ গুণ জলে পাক করিয়া পৃথক্ পৃথক্

ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। দধির মাত ১৬ সের, ছাগমাংস ক্বাথ ১৬ সের, চুক্র ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, দধি ১৬ সের। কল্কার্থ তগরপাদুকা, মদনফল, কুড়, নাগেশ্বর, মুতা, গুড়ত্বক্, রাস্না, সৈন্ধব, পিঁপুল, জটামাংসী, যষ্টিমধু, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, শুল্‌ফা, নখী, শুঁঠ, দেবদারু, কাকোলী, ক্ষীরকাঁকলা, বচ ও ভেলারমুটী, প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল ব্যবহারে কুব্জতা, পঙ্গুতা, অঙ্গশোষ ও সন্ধিবাত প্রভৃতি নানাবিধ বায়ুজন্য রোগ নষ্ট হয়।

একাদশশতিক মহাপ্রসারণীতৈলম্।

শাখামূলদলৈঃ প্রসারণি-
তুলাস্ত্রিঃ কুরুণ্টতুলে
ছিন্নায়াশ্চ তুলে তুলে রুবুকতো
রাস্নাশিরীষাত্তুলাম্।
দেবাহ্বাচ্চ সকেতকাদ্ ঘট-
শতে নিঃকাথ্য কুম্ভাংশিকে
তোয়ে তৈলঘটং তুষাম্বু-
কলসৌ দত্ত্বাঢ়কং মস্তনঃ॥
শুক্তাচ্ছাগরসাদথেক্ষুরসতঃ ক্ষীরাচ্চ দত্ত্বাঢ়কং
পৃক্কা কর্কট জীবকাখ্য
বিকষা কাকোলিকা কচ্ছুরাঃ।
সূক্ষ্মৈলা ঘনসার কুন্দু সরলা
কাশ্মীর মাংসী নখৈঃ
কালীয়োৎপলপদ্মকাহ্বয়-
নিশাকক্কোলকগ্রন্থিকৈঃ॥
চাম্পেয়াভয় চোচ পূগ-
কটুকা জাতীফলাভীরুভিঃ
শ্রীবাসামরদারু চন্দন বচা শৈলেয় সিন্ধূদ্ভবৈঃ।
শৈলাম্ভোদ কটম্ভরাব্দি -
নলিকা বৃশ্চীরকচ্চোরকৈঃ
কস্তূরী দশমূলকেতক নত ধ্যামাশ্বগন্ধাম্বুভিঃ।
কৌন্তীতার্ক্ষজ শল্লকীফল
লঘু শ্যামা শতাহ্বাময়ৈর্ভল্লাত
ত্রিফলাজ কেশর মহাশ্যামা লবঙ্গান্বিতৈঃ।
সব্যোষৈস্ত্রিপলৈর্মহীয়সি
পচেন্মন্দেন পাত্রেঽগ্নিনা
পানাভ্যঞ্জন বস্তি নস্য-
বিধিনা তন্মারুতং নাশয়েৎ।
সর্ব্বার্দ্ধাঙ্গগতং তথাবয়বগং সন্ধ্যস্থি মজ্জাশ্রিতং
শ্লেষ্মোত্থানথ পৈত্তিকাংশ্চ
শময়েন্নানাবিধানাময়ান্।
ধাতূন্ বৃংহয়তি স্থিরঞ্চ
কুরুতে পুংসাং নবং যৌবনং
বৃদ্ধস্যাপি বলং করোতি
সুমহদ্ বন্ধ্যাসু গর্ভপ্রদম্।
পীত্বা তৈলমিদং জরত্যপি
সুতং সূতেঽমুনা ভূরুহাঃ
সিক্তাঃ শোষমুপাগতাশ্চ
মলিনাঃ স্নিগ্ধা ভবন্তি স্থিরাঃ
ভগ্নাঙ্গাঃ সুদৃঢ়া ভবন্তি
মনুজা গাবো হয়াঃ কুঞ্জরাঃ।

তিলতৈল ৬৪ সের। ক্বাথার্থ শাখা, মূল ও দল সহিত গন্ধভাদুলিয়া ৩০০ পল, নীলঝাঁটী ২০০ পল, গুলঞ্চ ২০০ পল, এরণ্ডমূল ২০০ পল, রাস্না ও শিরীষ মিলিত ১০০ পল, দেবদারু ও কেঁয়ার মূল মিলিত ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪০০ সের, শেষ ১২৮ সের। কাঁজি ১২৮ সের, দধির মাত ১৬ সের, শুক্ত ১৬ সের, ছাগমাংস ৬৪ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ইক্ষুরস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ পিড়িংশাক, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জীবনীয়গণ, মঞ্জিষ্ঠা, কাকোলী, ক্ষীরকাঁকলা, আলকুশীমূল,

ছোটএলাইচ, কর্পূরি, কুন্দুরখোটী, সরলকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, জটামাংসী, নখী, অগুরু, সুঁদি, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, কাঁকলা, গেঠেলা, নাগেশ্বর, বেণার মূল, গুড়ত্বক্, সুপারি, কট্‌কী, জায়ফল, শতমূলী, লবণখোটি, দেবদারু, রক্তচন্দন, বচ, শৈলজ, সৈন্ধবলবণ, শিলারস, মুতা, গন্ধভাদুলের মূল, নালুকা, পুনর্নবা, চোরখড়িকা, মৃগনাভি, দশমূল, কেঁয়ার মূল, তগরপাদুকা, গন্ধতৃণ, অশ্বগন্ধা, বালা, রেণুক, রসাঞ্জন, শিমুলমূল, কট্‌ফল, অগুরু, অনন্তমূল, কুড়, ভেলারমুটী, ত্রিফলা, পদ্ম, নাগেশ্বর, শ্যামালতা, লবঙ্গ ও ত্রিকটু ইহাদের প্রত্যেকের ৩ পল। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ, বস্তি ও নস্যার্থ প্রয়োজ্য। ইহা ব্যবহার করিলে সর্ব্বাঙ্গগত, অবয়বগত ও সন্ধিমজ্জাশ্রিত বাত এবং নানাবিধ পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক রোগ নষ্ট হইয়া দেহের বলবীর্য্য প্রভৃতি বৃদ্ধি হয়।

অষ্টাদশশতিকপ্রসারণীতৈলম্।

সমূলদলশাখায়াঃ প্রসারণ্যাঃ শতত্রয়ম্।
শতমেকং শতাবর্য্যা অশ্বগন্ধাশতং তথা॥
কেতকীনাং শতঞ্চৈকং দশমূলাচ্ছতং শতম্।
শতং বাট্যালকস্যাপি শতং সহচরস্য চ॥
জলদ্রোণশতং দত্ত্বা শতভাগাবশেষিতম্।
ততস্তেন কষায়েণ কষায়দ্বিগুণেন চ।
সুব্যক্তেনারনালেন দধিমস্তাঢ়কেন চ।
ক্ষীরশুক্তেক্ষু নির্য্যাস চ্ছাগমাংসরসাঢ়কৈঃ॥
তৈলদ্রোণং সমাযুক্তং দৃঢ়ে পাত্রে নিধাপয়েৎ।
দ্রব্যাণি যানি পেষ্যাণি তানি বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্॥
ভল্লাতকং নতং শুণ্ঠী পিপ্পলী চিত্রকং শটী।
বচা পৃক্কা প্রসারণ্যাঃ পিপ্পল্যা মূলমেব চ॥
দেবদারু শতাহ্বা চ সূক্ষ্মৈলা ত্বচ বালকম্।
কুঙ্কুমং মদ মঞ্জিষ্ঠা তুরুষ্কং নখিকাগুরু॥
কর্পূর কুন্দুরু নিশা লবঙ্গং ধ্যাম চন্দনম্।
কঙ্কোলং নলিকা মুস্তং কালীয়োৎপলপত্রকম্॥
শটী হরেণু শৈলেয়ং শ্রীবাসঞ্চ সকেতকম্।
ত্রিফলা কচ্ছুরা ভীরু সরলং পদ্মকেশরম্॥
প্রিয়ঙ্গু শীর নলদং জীবকাদ্যং পুনর্নবা।
দশমূল্যশ্বগন্ধে চ নাগপুষ্পং রসাঞ্জনম্॥
কটুকা জাতি পুগানাং ফলানি শল্লকীরসম্।
ভাগান্ ত্রিপলিকান্ দত্ত্বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
বিস্তীর্ণে সুদৃঢ়ে পাত্রে পাচ্যেয়া তু প্রসারণী।
প্রয়োগঃ ষড়্‌বিধশ্চাত্র রোগার্ত্তানাং বিধীয়তে॥
অভ্যঙ্গাৎ ত্বগ্‌গতং হন্তি পানাৎ কোষ্ঠগতং তথা।
ভোজনাৎ সূক্ষ্মনাড়ীস্থান্ নস্যাদূর্দ্ধগতং তথা॥
পক্কাশয়গতে বস্তির্নিরূহঃ সর্ব্বগামিকে।
এতদ্ধি বড়বাশ্বানাং কিশোরাণাং যথামৃতম্॥
এতদেব মনুষ্যাণাং কুঞ্জরাণাং গবামপি।
অনেনৈব চ তৈলেন শুষ্যমাণা মহাদ্রুমাঃ॥
সিক্তাঃ পুনঃ প্ররোহন্তি ভবন্তি ফলশালিনঃ।
বৃদ্ধোঽপ্যনেন তৈলেন পুনশ্চ তরুণায়তে॥
ন প্রসূতে চ যা নারী সাপি পীত্বা প্রসূয়তে।
অপ্রজঃ পুরুষো যস্তু সোঽপি
পীত্বা লভেৎ সুতম্॥
অশীতিং বাতজান্ রোগান্।
পৈত্তিকান্ শ্লৈষ্মিকানপি।
সন্নিপাতসমুত্থাংশ্চ নাশয়েৎ ক্ষিপ্রমেব হি॥
এতেনান্ধকবৃষ্ণীনাং কৃতং পুংসবনং মহৎ।
কৃত্বা বিষ্ণোর্বলিঞ্চাপি তৈলমেতৎ প্রযোজয়েৎ॥

তিলতৈল ৫৪ সের। কাথার্থ মূল, পত্র ও শাখা সহিত গন্ধভাদুলিয়া ৩০০ পল, শতমূলী ১০০ পল, অশ্বগন্ধা ১০০ পল, কেঁয়ার মূল ১০০ পল, প্রত্যেক

১০০ পল, বেড়েলা ১০০ পল, ঝাঁটীমূল ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪০০ সের, শেষ ৬৪ সের। কাঁজি ১২৮ সের, দধির মাত ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, শুক্ত ১৬ সের, ইক্ষুরস ১৬ সের, ছাগমাংস ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ভেলার মুটী, তগরপাদুকা, শুঁঠ, পিঁপুল, চিতামূল, শটী, বচ, পিড়িংশাক, গন্ধভাদুলিয়ার মূল, পিঁপুলমূল, দেবদারু, শুল্‌ফা, ছোটএলাইচ, গুড়ত্বক্, বালা, কুঙ্কুম, কস্তূরী, মঞ্জিষ্ঠা, শিলারস, নখী, অগুরু, কর্পূর, কুন্দুরখোটী, হরিদ্রা, লবঙ্গ, গন্ধতৃণ, রক্তচন্দন, কাঁকলা, নালুকা, মুতা, কৃষ্ণাগুরু, সুঁদি, তেজপত্র, শটী, রেণুক, শৈলজ, সরলকাষ্ঠ, কেতকী, ত্রিফলা, আলকুশীমূল, শতমূলী, সরলকাষ্ঠ, পদ্ম, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, বেণার মূল, জটামাংসী, জীবনীয়গণ, পুনর্নবা, দশমূল, অশ্বগন্ধা, নাগেশ্বর, রসাঞ্জন, লতাকস্তূরীফল, জায়ফল, সুপারি ও গন্ধরস ইহাদের প্রত্যেকের ৩ পল। এই তৈল ছয় প্রকারে প্রযোজ্য। মর্দ্দনে ত্বক্‌গত, পানে কোষ্ঠগত, ভোজনে (ভোজ্য দ্রবের সহিত মিশ্রিত করিয়া) সূক্ষ্মনাড়ীস্থ, নস্যে উর্দ্ধগত, বস্তিক্রিয়ায় পক্বাশয়স্থ ও নিরূহণক্রিয়ায় সর্ব্বদেহস্থ বাতরোগ নষ্ট হয়। ইহা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সকলের পক্ষেই উপযোগী। শুষ্ক বৃক্ষে এই তৈল সেচন করিলে, তাহাও পুনর্জ্জীবিত ও ফলশালী হইয়া উঠে। বৃদ্ধ ব্যক্তি এই তৈল ব্যবহার করিলে যুবার ন্যায় বলবীর্য্যশালী হয় এবং নিরপত্য নরনারী পুত্র লাভ করে। ইহার দ্বারা নানাপ্রকার বাতব্যাধি, পৈত্তিক রোগ ও শ্লৈষ্মিক পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈলম্।

সমূলপত্রশাখাঞ্চ জাতসারাং প্রসারণীম্।
কুট্টয়িত্বা পলশতং দশমূলশতং তথা॥
অশ্বগন্ধাপলশতং কটাহে সমধিক্ষিপেৎ।
বারিদ্রোণে পৃথক্ কৃত্বা পাদশেষেঽবতারিতম্॥
কষায়সমমাত্রন্তু তৈলমত্র প্রদাপয়েৎ।
দধ্নস্তথাঢ়কং দত্ত্বা দ্বিগুণকাম্লকাঞ্জিকাং॥
চতুর্গুণেন দুগ্ধেন জীবনীয়ৈঃ পলোম্মিতৈঃ।
শৃঙ্গবেরপলান্ পঞ্চ ত্রিংশদ্ ভল্লাতকানি চ॥
দ্বে পলে পিপ্পলীমূলাৎ চিত্রকাচ্চ পলদ্বয়ম্।
যবক্ষারপলদ্বে চ সৈন্ধবস্য পলদ্বয়ম্॥
সৌবর্চ্চলপলদ্বে চ মঞ্জিষ্ঠায়াঃ পলদ্বয়ম্।
প্রসারণীপলদ্বে চ মধুকস্য পলদ্বয়ম॥
সর্ব্বাণ্যেতানি সংহৃত্য শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
এতদভ্যঞ্জনে শ্রেষ্ঠং বস্তিকর্ম্ম নিরূহণে॥
পানে নস্যে চ দাতব্যং ন ক্বচিৎ প্রতিহন্যতে।
অশীতিং বাতজান্ রোগাং-
শ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্॥
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব
সর্ব্বানেতান্ ব্যপোহতি।
গৃধ্রসীমস্থিভঙ্গঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥
অপস্মারং তথোন্মাদং বিভ্রমং মন্দগামিতাম্॥
ত্বগ্‌গতাশ্চাপি যে বাতাঃ
শিরঃসন্ধিগতাশ্চ যে॥
জানুসন্ধিগতাশ্চৈব পাদপৃষ্ঠগতাশ্চ যে।
অশ্বো বা বাতসংভগ্নো গজো বা যদি বা নরঃ॥
প্রসারয়তি যস্মাত্তু তস্মাদেষা প্রসারণী।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ জননী বৃদ্ধানাঞ্চ প্রসূয়নী॥
এতেনান্ধকবৃষ্ণীনাং কৃতং পুংসবনং মহৎ।

প্রসারণীতৈলমিদং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্ ॥
অপনয়তি জরাং পলিতং শোষয়তি
রুজামুৎপাদয়তি তারুণ্যম্।
পক্ষাঘাতং সর্ব্বাঙ্গহতং বাতগুল্মঞ্চ নাশয়েৎ।
এতদুপযুজ্যমানঃ প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়ো ভবেৎ ॥

তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ মূল, পত্র ও শাখা সহিত সারবিশিষ্ট গন্ধ-ভাদুলিয়া ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দশমূল ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দধির মাত্‌ ১৬ সের, অম্ল কাঁজি ৩২ সের, কল্কপাকার্থ জল ২৫৬ সের। দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ জীবনীয়-গণ প্রত্যেক ১ পল, আদা ৫ পল, ভেলার মুটী, ৩০টী, পিঁপুল, চিতামূল, যবক্ষার, সৈন্ধব, সচললবণ, মঞ্জিষ্ঠা, গন্ধভাদুলিয়া ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ২ পল। এই তৈল অভ্যঙ্গ, বস্তিকর্ম্ম, নিরূহ, পান ও নস্যার্থে প্রয়োজ্য। ইহা ব্যবহারে নানাবিধ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক পীড়া, অস্থিভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য ও অন্যান্য নানাপ্রকার পীড়ার শান্তি হয়।

মহারাজপ্রসারণীতৈলম্।

শতত্রয়ং প্রসারণ্যা দ্বে চ পীতসহাচরাৎ।
অশ্বগন্ধৈরণ্ডবলা বরী রাস্না পুনর্নবাঃ ॥
কেতকী দশমূলঞ্চ পৃথক্ ত্বক্ পারিভদ্রতঃ।
প্রত্যেকমেষান্তু তুলা তুলার্দ্ধং কিলিমাত্তথা ॥
তুলার্দ্ধং স্যাচ্ছিরীষাচ্চ লাক্ষায়াঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
পলানি লোধ্রাচ্চ তথা সর্ব্বমেকত্র সাধয়েৎ ॥
জলপঞ্চাঢ়কশতে সপাদে তত্র শেষয়েৎ।
দ্রোণদ্বয়ং কাঞ্জিকস্য ষড়্‌বিংশত্যাঢ়কোন্মিতম্ ॥
ক্ষীরদধ্নোঃ পৃথক্ প্রস্থা দশ মস্ত্বাঢ়কং তথা।
ইক্ষো রসাঢ়কৌ চাপি ছাগমাংসতুলাত্রয়ে ॥
জলপঞ্চচত্বারিংশৎ প্রস্থে পক্বে তু শেষয়েৎ।
সপ্তদশ রসপ্রস্থান্ মঞ্জিষ্ঠাক্বাথ এব চ ॥
কুড়বোনাঢ়কোন্মানো দ্রবৈরেভিস্তু সাধয়েৎ।
সুশুদ্ধং তিলতৈলস্য দ্রোণং প্রস্থেন সংযুতম্ ॥
আদ্য এভির্দ্রবৈঃ পাকঃ কল্কো ভল্লাতকং কণা।
নাগরং মরিচঞ্চৈব প্রত্যেকং ষট্‌পলোন্মিতম্ ॥
ভল্লাতকাসহত্বে তু রক্তচন্দনমিষ্যতে।
পথ্যাক্ষধাত্র্যঃ সরলং শতাহ্বা কর্কটী বচা ॥
চোরপুষ্পী শঠী মুস্তদ্বয়ং পদ্মঞ্চ সোৎপলম্।
পিপ্পলীমূল মঞ্জিষ্ঠা সাশ্বগন্ধা পুনর্নবা ॥
দশমূলং সমুদিতং চক্রমর্দ্দো রসাঞ্জনম্।
গন্ধতৃণং হরিদ্রা চ জীবনীয়গণস্তথা ॥
এষাং দ্বিপলিকৈর্ভাগৈরাদ্যঃ পাকো বিধীয়তে।
দেবপুষ্পী বোলপত্রং শল্লকীরসশৈলজে ॥
প্রিয়ঙ্গু শীর মধুরী মাংসী দারু বলা চলা।
শ্রীবাসো নলিকা খোটিঃ সূক্ষ্মৈলা কুন্দুরুর্ম্মুরা ॥
নখীত্রয়ঞ্চ ত্বক্‌পত্রী পামরা পূতিচম্পকম্।
দমনং রেণুকা পৃক্কা মরুবঞ্চ পলত্রয়ম্।
প্রত্যেকং গন্ধতোয়েন দ্বিতীয়ঃ পাক ঈর্য্যতে।
গন্ধোদকন্তু ত্বক্‌পত্রী পত্রকোশীর মুস্তকম্ ॥
প্রত্যেকং সরলামূলং পলানি পঞ্চবিংশতিঃ।
কুষ্ঠার্দ্ধভাগোঽত্র জলপ্রস্থাস্তু পঞ্চবিংশতিঃ ॥
অর্দ্ধাবশিষ্টাঃ কর্ত্তব্যাঃ পাকে গন্ধাম্বুকর্ম্মণি।
গন্ধাম্বু চন্দনাম্বুভ্যাং তৃতীয়ঃ পাক ঈর্য্যতে ॥
কল্কোঽত্র কেশরং কুষ্ঠং ত্বক্ কালীয়ক কুঙ্কুমম্।
ভদ্রশ্রিয়ং গ্রন্থিপর্ণং লতাকস্তুরিকা তথা ॥
লবঙ্গাগুরু কক্কোল জাতীকোষফলানি চ।
এলা লবঙ্গং হল্লী চ প্রত্যেকং ত্রিপলোন্মিতম্ ॥
কস্তুরী ষট্‌পলা চন্দ্রাৎ পলং সার্দ্ধঞ্চ গৃহ্যতে।
বেধনার্থং পুনশ্চন্দ্রমদৌ দেয়ৌ তথোন্মিতৌ ॥
মহাপ্রসারণী সেয়ং রাজভোগ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
গুণান্ প্রসারণীনান্তু বহুত্বেষা বলোত্তমান্ ॥
কাঞ্জিকং মানতো দ্রোণং শুক্তেনাত্র বিধীয়তে।
অত্র শুক্তবিধির্মণ্ডঃ প্রস্থঃ পঞ্চাঢ়কোন্মিতঃ ॥

কাঞ্জিকং কুড়বৌ দধ্নো গুড়প্রস্থোঽম্লমূলকাৎ।
পলাষ্টষ্টৌ শোধিতার্দ্রাৎ পলযোড়শিকং তথা॥
কণা জীরক সিন্ধুত্থ হরিদ্রা মরিচং তথা।
দ্বিপলং ভাবিতে ভাণ্ডে ঘৃতেনাষ্টদিনং স্থিতম্॥
সিদ্ধং ভবতি তচ্ছুক্তং যদাবতার্য্য গৃহ্যতে।
চাতুর্জাতং তদা দেয়ং পৃথক্ কর্ষত্রয়োন্মিতম্॥

(যদ্যপি কাঞ্জিকস্য ষড়্‌বিংশতিরাঢ়কানীত্যুক্তং তথাপি কাঞ্জিকদ্রোণমাত্রেণ ব্যবহারঃ অন্যথা কাঞ্জিকস্যৈব গন্ধঃ স্যাদিতি। অতএব চক্রো বক্ষ্যতি। কাঞ্জিকং মানতো দ্রোণ ইতি। নখী প্রকারমাহ। যা চোড়ুম্বরপত্রাভা তথা চোৎপল-সন্নিভা। কাচিদশ্বখুরাকারা গজকর্ণসমা তথা। বরাহকর্ণসঙ্কাশা নখী পঞ্চবিধা স্মৃতা। তত্র অন্যাস্তিস্রো গ্রাহ্যাঃ।)

(চন্দনাম্বু সাধনবিধির্যথা,—কুট্টিতচন্দন পলানি ৫০, পাকার্থং জলং শরাবং ৫০, শেষঃ শরাবং ২৫। ঘৃষ্টচন্দনং গোলয়িত্বা বা দাতব্যমিতি।)

তিলতৈল ৬৮ সের। ক্বাথার্থ গন্ধ-ভাদুলিয়া ৩০০ পল, পীতঝাঁটী ২০০ পল, অশ্বগন্ধা, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, শত-মূলী, রাস্না, পুনর্নবা, কেঁয়ামূল, দশ-মূলের ছাল ও পালিধার ছাল ইহাদের প্রত্যেকের ১০০ পল, দেবদারু ৫০ পল, শিরীষছাল ৫০ পল, লাক্ষা ২৫ পল, লোধ ২৫ পল। এই সমুদায় একত্রে ১০০০০ সের জলে পাক করিয়া ১২৮ সের থাকিতে নামাইবে। কাঁজি ৬৪ সের (যদিও কাঁজির পরিমাণ ২৬ আঢ়ক লিখিত আছে, তথাপি ইহার ৬৩ সের মাত্র দেওয়া রীতি, নতুবা তৈলে কেবল কাঁজিরই গন্ধ অনুভূত হয়), দুগ্ধ ৪০ সের, দধি ৪০ সের, দধির মাত ১৬ সের, ইক্ষুরস ৩২ সের। ছাগমাংস ৩০০ পল, পাকার্থ জল ১৮০ সের, শেষ ৬৮ সের। মঞ্জিষ্ঠা ৬০ পল, জল ৬০ সের, শেষ ১৫ সের। প্রথমে এই সকল দ্রবের সহিত তৈল পাক করিবে। কল্কার্থ ভেলার মুটী, (ইহা অসহ্য হইলে রক্তচন্দন), পিঁপুল, শুঁঠ, মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ৬ পল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, সরলকাষ্ঠ, শুলফা, কাকড়াশৃঙ্গী, বচ, চোরকাঁচকী, শটী, মুতা, নাগরমুতা, পদ্মপুষ্প, সুঁদি, পিঁপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, অশ্বগন্ধা, পুনর্নবা, দশমূল, চাকুন্দামূল, রসোত, গন্ধতৃণ, হরিদ্রা ও জীবনীয়গণ ইহাদের প্রত্যে-কের ২ পল। প্রথমতঃ এই সমুদায় কল্কদ্রব্য দ্বারা তৈল পাক করিবে। লবঙ্গ, গন্ধবোল, তেজপত্র, ধুনা, শৈলজ, প্রিয়ঙ্গু, বেণার মূল, মউরী, জটামাংসী, দেবদারু, বেড়েলা, শিলারস, লবণখোটি (লোবান), নালুকা, কাঠখোটি, ছোট এলাইচ, কুন্দরখোটি, মুরামাংসী, ত্রিকটু, নখী (একপ্রকার ডুমুর পত্রের ন্যায়, দ্বিতীয় উৎপল সদৃশ, তৃতীয় অশ্বখুরবৎ, চতুর্থ গজকর্ণবৎ, পঞ্চম বরাহকর্ণবৎ), গুড়ত্বক্, তেজপত্র, চৈই খাটাশী, চাঁপার কলি, দনাফুল, রেণুক, পিড়িংশাক ও ঝাঁটী ইহাদের প্রত্যেকে ৩ পল। এই সমুদায় কল্ক ও গন্ধোদকের সহিত তৈলের দ্বিতীয় পাক। গন্ধোদক সাধনের নিয়ম এই। যথা, তেজপত্র, পত্রক (তেজপত্র সদৃশ পত্র বিশেষ),

বেণার মূল, মুতা, বালামূল, প্রত্যেক ২৫ পল, কুড় ১২॥০ পল, জল ১০০ সের, শেষ ৫০ সের। এই গন্ধজলের সহিত উপরি লিখিত দ্বিতীয় কল্ক পাক। পুনর্ব্বার এই গন্ধাম্বু ও চন্দনজলের সহিত পশ্চাল্লিখিত কল্কপাক। চন্দনাম্বু প্রস্তুত করিবার নিয়ম এই যথা, চন্দন ৫০ পল, ৫০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২৫ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইতে হয়, অথবা ঘৃষ্টচন্দন জলে মিশ্রিত করিয়া লইলেও হয়। পূর্ব্বোক্ত গন্ধাম্বু ৫০ সের ও এই চন্দনজল ২৫ সেরের সহিত নাগেশ্বর, কুড়, গুড়ত্বক্, কালিয়াকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, শ্বেতচন্দন, গেঁঠেলা লতাকস্তূরী, লবঙ্গ, অগুরু, কাঁকলা, জয়িত্রী, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের ৩ পল, মৃগনাভি ৬ পল, কর্পূর ১॥০ পল, তৈলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। পশ্চাৎ মৃগনাভি ৬ পল ও কর্পূর ১॥০ পল প্রক্ষেপ দিবে। এই মহারাজপ্রসারণী তৈল রাজসেব্য। ইহার শক্তি অন্যান্য প্রসারণী তৈল অপেক্ষা অনেক প্রবল। এই স্থলে শুক্ত প্রস্তুত করিবার প্রণালী বলা যাইতেছে। যথা, অন্নমণ্ড ৪ সের, কাঁজি ৮০ সের, দধি ২ সের, গুড় ২ সের, অম্লমূলক (কাঁজির অধঃস্থিত অন্ন) ১ সের, আদা ২ সের, পিঁপুল, জীরা, সৈন্ধব, হরিদ্রা ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল এই সমুদায় একত্র ঘৃতভাণ্ড মধ্যে ৮ দিন রাখিবে, পরে ইহার সহিত গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাকে শুক্ত কহা যায়। মহারাজ প্রসারণী তৈলে যে কাঁজি দিবার বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা এই শুক্ত লক্ষ্য করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাই ৬৪ সের তৈলের সহিত পাক করিতে হয়।

বাতরাজতৈলম্।

দশমূলং বলা বাট্যা বাতারী চ মহাবলা।
রাজবৃক্ষোঽমৃতলতা সপ্তপর্ণী চ মর্কটী॥
সোমরাজী গৃধ্রনখী পূতিবর্ষাভূচিত্রকৌ।
পিচুমর্দ্দো মহানিম্বো ভূনিম্বো বংসকস্তথা॥
এষাং দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষঞ্চ তৈলঞ্চ পুনরগ্নৌ বিধারয়েৎ॥
এরণ্ডমুস্তমেথী স্নুহ্যর্কপারিভদ্রকম্।
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ স্বরসানাং পৃথক্ পৃথক্॥
শতাবরীসমং তৈলং গবাং ক্ষীরং চতুর্গুণম্।
রাস্না তিক্তা স্বতিবিষা দেবদারু কুচন্দনম্॥
মঞ্জিষ্ঠাবলগুজ্ঞানন্তা প্রসারণাশ্বগন্ধকম্।
দ্বে হরিদ্রে বচা কুষ্ঠং মাংসী শৈলেয়চন্দনম্॥
রোদনী ধাতকী বিশ্বং পদ্মকঞ্চ দ্বিজীরকম্।
যষ্টীমধু ত্বগেলা চ নাগকেশরপত্রকম্॥
স্থৌণেয়ং শতপুষ্পা চ কুষ্ঠকুষ্কাগ্নি দীপ্যকম্।
উশীরমষ্টবর্গশ্চ একৈকং পলমেব চ॥
আলোড্য সর্ব্বং বিধিনা সুগন্ধিসূত্রকং পুনঃ।
বাতরাজমিদং তৈলং সর্ব্ববাতহরং পরম্॥
সর্ব্বেষু বাতরোগেষু সর্ব্বাঙ্গগ্রহণেষু চ।
সন্ধিমজ্জগতে বাতে সর্ব্বগাত্রপ্রকম্পনে॥
জানুজঙ্ঘাপ্রপীড়ায়াং পক্ষাঘাতে হনুগ্রহে।
কুব্জে চ বাতরক্তে চ হৃদ্রোগে পার্শ্বশূলজে॥

একাঙ্গে শুষ্কসর্ব্বাঙ্গে তৈলমেতৎ প্রশস্যতে।
নাগার্জ্জুনেন মুনিনা ভাবিতং গুণবর্দ্ধনম্ ॥

তিলতৈল ১৬ সের। দশমূল, বেড়েলা, লালভেরেণ্ডা, গোরচক্ষাকুলে, সোঁদাল, গুলঞ্চ, ছাতিমছাল, আলকুশী, সোমরাজী, গুড়কাঁউলী, নাটাকরঞ্জ, শ্বেতপুনর্নবা, চিতা, নিম, মহানিম, চিরাতা ও কুড়চি প্রত্যেক ১০ পল। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এরণ্ড, ধুতূরা, মেষশৃঙ্গী, মনসাসীজ, আকন্দ ও পালিধা প্রত্যেকের স্বরস ২ পল; শতাবরীরস ১৬ সের, গব্যদুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ রাস্না, চিরাতা, আতইচ, দেবদারু, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজ, অনন্তমূল, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, কুড়, জটামাংসী, শৈলেয়, চন্দন, দুরালভা, ধাইফুল, শুঁঠ, পদ্মকাষ্ঠ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, গুড়ত্বক্, এলাইচ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, অজমোদা, শুল্ফা, কুড়, পিঁপুল, চিতা, গেঁঠেলা, বেণার মূল, ঋদ্ধি, মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক ১ পল এবং গণোক্ত গন্ধদ্রব্য সহ যথাবিধানে পাক করিবে। এই গন্ধরাজতৈল মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ প্রশমিত হয়।

অশ্বগন্ধাতৈলম্।

শতং পক্বাশ্বগন্ধায়া জলদ্রোণেঽংশশোষিতম্।
বিস্রাব্য বিপচেত্তৈলং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্ ॥
কল্কৈর্মৃণালশালূকবিসকিঞ্জল্কমালতী-
পুষ্পৈর্হ্রীবেরমধুকশারিবাপদ্মকেশরৈঃ ॥
মেদা পুনর্নবা দ্রাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা বৃহতীদ্বয়ৈঃ।
এলৈলবালু ত্রিফলা মুস্তচন্দনপদ্মকৈঃ ॥
পক্বং রক্তগতং বাতং রক্তপিত্তমসৃগ্দরম্।
হন্যাৎ পুষ্টিবলং কুর্য্যাৎ কৃশানাং মাংসবর্দ্ধনম্ ॥
রেতোযোনিবিকারঘ্নং ব্রণদোষাপকর্ষণম্।
সন্তানপি বৃষান্ কুর্য্যাৎ পানাভ্যঙ্গানুবাসনৈঃ ॥

অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ এবং চতুর্গুণ দুগ্ধসহ তৈল পাক করিবে। কল্কার্থ স্থূলমৃণাল, শালুক, ক্ষুদ্রমৃণাল, পদ্মকেশর, মালতীপুষ্প, বালা, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, মেদা, পুনর্নবা, দ্রাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী, কণ্টকারী, এলাইচ, এলবালুক, ত্রিফলা, মুতা, চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ এই তৈল দ্বারা রক্তগত বাত, রক্তপিত্ত, রক্তপ্রদর, শুক্রদুষ্টি, যোনিবিকার, ব্রণশোষ ও ক্লৈব্য প্রভৃতি নিবারিত হয়। এই অশ্বগন্ধা তৈল পুষ্টিকর, বলকারক ও মাংসবর্দ্ধক।

মূলকাদ্যং তৈলম্।

মূলকস্বরসং তৈলং ক্ষীরদধ্যম্লকাঞ্জিকম্।
তুল্যং বিপাচয়েৎ কল্কৈর্বলা চিত্রক সৈন্ধবৈঃ ॥
পিপ্পল্যতিবিষারাস্নাচবিকাগুরুচিত্রকৈঃ।
ভল্লাতকবচা কুষ্ঠ শ্বদংষ্ট্রা বিশ্বভেষজৈঃ ॥
পুষ্করাহ্ব শটী বিল্ব শতাহ্বানতদারুভিঃ।
তৎসিদ্ধং পীতমত্যুগ্রান্ হন্তি বাতাত্মকান্ গদান্ ॥
(অত্র বলাশিগ্রুকসৈন্ধবৈরিত্যেব পাঠশ্চরকে দৃশ্যতে।)

তৈল ৪ সের। মূলার স্বরস, দুগ্ধ, দধি, তক্র ও কাঞ্জিক প্রত্যেক তৈলের

সমান। কল্কার্থ বেঁড়েলা, চিতা, (চরক মতে সজিনা), সৈন্ধব, পিঁপুল, আতইচ, রাস্না, চঁই, অগুরু, চিতা, ভেলা, বচ, কুড়, গোক্ষুর, শুঁঠ, পুষ্করমূল, শটী, বেলছাল, শুলফা, তগরপাদুকা ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য কুটিয়া তৈলে প্রদান করতঃ যথাবিধি পাক করিয়া পান করিলে অতি উৎকট বাতাত্মক রোগ বিনষ্ট হয়।

রসোনাদ্যতৈলম্।

রসোনকল্কস্বরসেন পক্বং
তৈলং পিবেদ্ যস্বনিলাময়ার্ত্তঃ।
তস্যাশু নশ্যন্তি চ বাতরোগা
গ্রন্থা বিশালা ইব দুর্গৃহীতাঃ॥

রসুনের কল্ক ও স্বরসের সহিত পক্ব তৈল সেবন করিলে আশু বাতরোগ প্রশমিত হয়।

সৈন্ধবাদ্যতৈলম্।

দ্বে পলে সৈন্ধবাৎ পঞ্চ শুণ্ঠ্যা গ্রন্থিকচিত্রকাৎ।
দ্বে দ্বে ভল্লাতকাস্থীনি বিংশতি দ্বে তথাঢ়কে॥
আরনালাৎ পচেৎ প্রস্থং তৈলমেতৈরপত্যদম্।
গৃধ্রস্যূরুগ্রহার্শোঽর্দ্দিসর্ব্ববাতবিকারনুৎ॥

তৈল ৪ সের। কাঁজি ৩২ সের, সৈন্ধব ২ পল, শুঁঠ ৫ পল, পিপ্পলীমূল ২ পল, চিতা ২ পল এবং ভেলার মুটী ২০টী, যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে গৃধ্রসী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

মজ্জস্নেহঃ।

গ্রাম্যানূপৌদকানাস্তু ভিন্নাস্থীনি পচেজ্জলে।
তং স্নেহং দশমূলস্য কষায়েণ পুনঃ পচেৎ॥
জীবকর্ষভকাস্ফোতা বিদারী কপিকচ্ছুভিঃ।
বাতঘ্নৈর্জীবনীয়ৈশ্চ কল্কৈর্দ্বিক্ষীরভাগিকম্॥
তৎসিদ্ধং নাবনাভ্যঙ্গাৎ তথা পানানুবাসনাৎ।
শিরাপর্ব্বাস্থিকোষ্ঠস্থং প্রণুদত্যাশু মারুতম্॥
যে স্যুঃ প্রক্ষীণমজ্জানঃ ক্ষীণশুক্রৌজসশ্চ যে।
বলপুষ্টিকরং তেষামেতৎ স্যাদমৃতোপমম্॥

ছাগাদি গ্রাম্য, বরাহ মহিষাদি আনূপ ও কচ্ছপাদি ঔদক জন্তুর অস্থি সকল ছেঁচিয়া জলে সিদ্ধ করিলে তাহা হইতে যে মজ্জ স্নেহ বহির্গত হয়, সেই স্নেহ ৪ সের। দুগ্ধ ৮ সের। ক্বাথার্থ দশমূল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, হাঁপরমালী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, আলকুশী এবং বাতঘ্ন ভদ্রদার্ব্বাদিগণ ও জীবক, ঋষভকাদি জীবনীয়গণ। (জীবক ও ঋষভকের দুইবার উল্লেখ থাকায় দুই ভাগ গ্রহণ করিতে হইবে।) যথানিয়মে পাক করিয়া এই মজ্জস্নেহ নস্য, অভ্যঙ্গ, পান ও অনুবাসন (স্নেহবস্তি) কার্য্যে প্রয়োগ করিলে শিরা, পর্ব্ব, অস্থি ও কোষ্ঠগত বায়ু আশু বিনষ্ট হয়। যাহাদের মজ্জা, শুক্র ও ওজঃ পদার্থের ক্ষয় হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা পরম হিতকর।

চতুঃসমঃ।

প্রস্থঃ স্যাৎ ত্রিফলায়াস্তু কুলত্থকুড়বদ্বয়ম্।
কৃষ্ণগন্ধাত্বগাঢ়ক্যোঃ পৃথক্ পঞ্চপলং ভবেৎ॥

রাস্না চিত্রকয়োর্দ্ধে দশমূলং পলোন্মিতম্ ।
জলদ্রোণে পচেৎ পাদশেষং প্রস্থোন্মিতং পৃথক্ ॥
সুরারনালদধ্যম্লসৌবীরকতুষোদকম্ ।
কোলদাড়িমবৃক্ষাম্লরসং তৈলং ঘৃতং বসাম্ ॥
মজ্জানঞ্চ পয়শ্চৈব জীবনীয়পলানি ষট্ ।
কল্কং দত্ত্বা মহাস্নেহং সম্যগেনং বিপাচয়েৎ ॥
শিরামজ্জাস্থিগে বাতে সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গরোগিষু ।
বেপনাক্ষেপশূলেষু তমভ্যঙ্গে প্রদাপয়েৎ ॥

তিলতৈল ১ সের, গব্যঘৃত ১ সের, বসা ১ সের, মজ্জা ১ সের, এই চারিটী দ্রব্য মিলিত ৪ সের। দুগ্ধ ৪ সের। ক্বাথার্থ, ত্রিফলা ২ সের, কুলত্থকলাই ১ সের, সজিনামূলের ছাল ৫ পল, অড়হর ৫ পল, রাস্না ২ পল, চিতা ২ পল, দশমূল প্রত্যেক ১ পল ; জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। সুরা, কাঁজি, অম্লদধি, সৌবীর ও তুষোদক প্রত্যেক ৪ সের। কুলশুঁঠের কাথ ৪ সের, (কুলশুঁঠ ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের।) দাড়িমরস ৪ সের, বৃক্ষাম্লরস ৪ সের। কল্কার্থ, জীবনীয়গণ ৬ পল। যথানিয়মে পাক করিয়া এই চতুঃসম মহাস্নেহ সেবন করিলে শিরা, মজ্জা ও অস্থিগত বাত, সর্ব্বাঙ্গ ও একাঙ্গ রোগ, কম্প, আক্ষেপ এবং শূল নিবারিত হয়।

মৃগমদাদীনামুৎকর্ষাপকর্ষলক্ষণম্ ।

মৃগমদস্য ।

(মৃগনাভি)

যা গন্ধং কেতকীনাং বহতি পরিমলং
বর্ণতঃ পিঙ্গলাভা
স্বাদে তিক্তা কটু[illegible]রিলঘুতুলনা
মর্দ্দিতা চিক্কণা সা ।
দগ্ধা নো যাতি ভাস্মং মিষি মিষি কুরুতে
চর্ম্মগন্ধা তু চান্তে ।
সা ভদ্রা লোভনীয়া বরমৃগতনুজা
রাজযোগ্যা প্রদিষ্টা ॥

অন্যচ্চ—
পীতঃ কিঞ্চিল্লঘুরতিশয়ং কেতকীতুল্যগন্ধঃ
স্নিগ্ধোদগ্ধো মিষিমিষিকয়ো ভস্মভাবং ন যাতি ।
ঈষত্তিক্তঃ কটুরপি মনাক্ ক্ষারগন্ধানুবিদ্ধঃ
সম্যক্ শুদ্ধো মদ ইতি মহীপালযোগ্যো মনোজ্ঞঃ ॥

যে মৃগনাভির গন্ধ কেতকীর ন্যায়, বর্ণ পিঙ্গল বা পীত, আস্বাদ তিক্ত ও ঈষৎ কটু, যাহা লঘুভার ও মর্দ্দন করিলে সুচিক্কণ হয়, অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে শীঘ্র দগ্ধ না হইয়া কেবল সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং অবশেষে উহা হইতে চর্ম্মের গন্ধ বহির্গত হয়, সেইরূপ মৃগনাভিই শ্রেষ্ঠ।

কর্পূরস্য ।

পক্বাৎ কর্পূরতঃ প্রাহুরপক্বং গুণবত্তরম্ ।
তত্রাপি স্যাদ্ যদক্ষুণ্ণং স্ফটিকাভং তদুত্তমম্ ॥
পক্বঞ্চ সদলং স্নিগ্ধং হরিতদ্যুতি চোত্তরম্ ।
ভঙ্গে মনাগপি চলেন্নিপতন্তি ততঃ কণাঃ ॥
তস্তে নিঘৃষ্য কর্পূরং রেখাং হস্তস্য লক্ষয়েৎ ।
যদি সা দৃশ্যতে বিদ্ধে কর্পূরমতিভদ্রকম্ ॥

পক্ব কর্পূর অপেক্ষা অপক্ব কর্পূরের গুণ অধিক। তন্মধ্যে যাহা অক্ষুণ্ণ ও স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ, তাহাই উৎকৃষ্ট। পক্ব কর্পূর দানাবিশিষ্ট, চিক্কণ ও হরিত বর্ণ হইলে এবং উহা ভাঙ্গিলে যদি ঈষৎ চঞ্চল হয় এবং যদি উহা হইতে কণা

সকল পতিত হয়, তবে তাহা উত্তম জানিবে। কর্পূরের অপর পরীক্ষা এই, হস্তে কর্পূর ঘর্ষণ করিয়া হস্তের রেখা লক্ষ্য করিবে, যদি কর্পূর ভেদ করিয়া ঐ রেখা সকল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ কর্পূর অতি উৎকৃষ্ট জানিবে।

কুষ্ঠস্য।

মৃগশৃঙ্গাকৃতিং কুষ্ঠং কীটদোষবিবর্জিতম্॥

কুড়ের আকৃতি যদি মৃগশৃঙ্গের ন্যায় হয় এবং উহাতে কীটাদি না থাকে, তাহা হইলে উহা উত্তম।

চন্দনস্য।

শ্বেতচন্দনমত্যন্তং স্নিগ্ধং গুরু সুগন্ধি চ।
ভবেদ্ যচ্চন্দনং রক্তপীতসারং তদুত্তমম্।
যং পাণ্ডুরমসারঞ্চ ন ভদ্রং প্রবদন্তি তং॥

শ্বেতচন্দন যদি অত্যন্ত স্নিগ্ধ, গুরু ও সুগন্ধি হয় এবং যাহার সারভাগ লোহিত ও পীতাভ তাহাই উত্তম, আর যাহা অসার ও পাণ্ডুবর্ণ তাহা অপকৃষ্ট।

অগুরোঃ।

কাকতুণ্ডাকৃতিঃ স্নিগ্ধো গুরুশ্চৈবোত্তমোঽগুরুঃ।
অসারং পাণ্ডুরং রুক্ষং লঘু চাধমমাদিশেৎ।
নাদেয়ং নাপ্যুপাদেয়ং তিত্তিরিপক্ষকাগুরু।
শাল্মলীকাষ্ঠসঙ্কাশো নৈব গ্রাহ্যঃ কদাচন॥

যে অগুরু স্নিগ্ধ, গুরু ও কাকতুণ্ড সদৃশ তাহা উত্তম; অসার, পাণ্ডুবর্ণ, রুক্ষ ও লঘু অগুরু অপকৃষ্ট জানিবে। তিত্তিরিপক্ষবৎ ও শাল্মলীকাষ্ঠ সদৃশ অগুরু, অতি নিকৃষ্ট, তাহা অব্যবহার্য্য।

কুঙ্কুমস্য।

পাণ্ডরৈঃ কেশরৈস্ত্যক্তং রক্তং কুঙ্কুমমুত্তমম্।
নীলং দ্বিবর্ণং কাশ্মীরং খরপাণ্ডুরকেশরম্॥

যে কুঙ্কুমে পাণ্ডুবর্ণ কেশর নাই এবং যাহা রক্তবর্ণ তাহা উৎকৃষ্ট। আর যাহা নীলবর্ণ বা দুইপ্রকার বর্ণবিশিষ্ট অথবা যাহাতে পাণ্ডুবর্ণ কর্কশ কেশর থাকে, তাহা অপকৃষ্ট।

খট্টাসস্য।

খট্টাসোঽনূপজঃ শ্রেষ্ঠো বর্ত্তুলো মাংসলশ্চ যঃ।
সম্মতো মধ্যদেশীয়ো মধ্যমো মরুজোঽধমঃ॥

অনূপদেশীয় (সজল দেশস্থ), গোলাকার ও মাংসল খাট্টাসী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, মধ্যদেশীয় খাট্টাসী মধ্যম এবং মরুজাত খাট্টাসী অধম।

মুরায়া জটামাংস্যাঃ রেণুকস্য চ।

কিঞ্চিৎ পীতা মুরা শস্তা মাংসী পিঙ্গজটাকৃতিঃ।
রেণুকো মুদ্গতুল্যো যো ভদ্রঃ স সম্মতঃ সতাম্॥
স্থূলো মরিচসঙ্কাসো গন্ধকর্ম্মণি গর্হিতঃ।
আনূপদেশসম্ভূতো মুদ্গবচ্চাতিশোভনঃ॥
মিশ্রিতো মধ্যমঃ প্রোক্তো জাঙ্গলস্ত্বধমো মতঃ॥

মুরামাংসী কিঞ্চিৎ শ্বেতবর্ণ, জটামাংসী পিঙ্গলবর্ণ জটার ন্যায় এবং রেণুক মুগের ন্যায় হইলে উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু যে রেণুক স্থূল এবং মরিচ সদৃশ তাহা

অপকৃষ্ট জানিবে। আনূপদেশজাত মুদ্গ সদৃশ রেণুক অতি উৎকৃষ্ট। মিশ্রদেশীয় (জাঙ্গল ও আনূপ উভয় লক্ষণাক্রান্ত) রেণুক মধ্যম এবং জাঙ্গলদেশীয় রেণুক অপকৃষ্ট।

সসূক্ষ্মকেশরা স্নিগ্ধা মাংসী পিঙ্গজটাকৃতিঃ।

জটামাংসীর কেশর সকল সূক্ষ্ম ও আকৃতি পিঙ্গল জটার ন্যায় এবং উহা চিক্কণ হইলে উৎকৃষ্ট বলা যায়।

জাতীফলস্য।

জাতীফলং সশব্দঞ্চ স্নিগ্ধং গুরু চ শস্যতে।
লঘুকং শব্দহীনঞ্চ রুক্ষাঙ্গমতিনিন্দিতম্॥

শব্দবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ ও গুরু জায়ফল উৎকৃষ্ট এবং লঘু, শব্দহীন ও রুক্ষ জায়ফল অতি অপকৃষ্ট।

এলায়াঃ।

এলা কক্কোলবীজাভা সা গ্রাহ্যা কোদ্রবাকৃতিঃ।
যা কক্কোলসমাকারা কর্পূররেণুসংযুতা।
সরলা সা ক্রুটিঃ শ্রেষ্ঠা বিপরীতা তু নেষ্যতে॥

যে এলাইচ কাঁকলার বীজের ন্যায় এবং যাহা কোদ্রবের (কোদধান্যের) ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, তাহাই উৎকৃষ্ট। কাঁকলার দানার ন্যায় দানাযুক্ত, কর্পূরের ন্যায় রেণুবিশিষ্ট, অক্ষুণ্ণ ও সরল ছোট এলাইচ প্রশস্ত। ইহার বিপরীত লক্ষণা-ক্রান্ত হইলে অগ্রাহ্য।

প্রিয়ঙ্গোঃ।

যা কিঞ্চিৎপাণ্ডুরা শ্যামা কীটদোষবিবর্জ্জিতা।
সা প্রিয়ঙ্গুর্মতা ভদ্রা বিপরীতা তু নিন্দিতা॥

ঈষৎ পাণ্ডু ও শ্যামবর্ণ এবং কীটাদি রহিত প্রিয়ঙ্গু উত্তম; ইহার বিপরীত অধম জানিবে।

নখ্যাঃ।

নখী পঞ্চবিধা জ্ঞেয়া গন্ধার্থং গন্ধতৎপরৈঃ।
কাকোড়ুম্বরপত্রাভা তথোৎপলদলায়তা॥
কাচিদশ্বখুরাকারা গজকর্ণসমাপরা।
বরাহকর্ণসঙ্কাশা গন্ধকর্ম্মণি গর্হিতা॥

নখী পাঁচ প্রকার। কাহারও আকৃতি ডুমুরপত্রের ন্যায়, কাহারও পদ্মপত্রের ন্যায়, কাহারও আকার অশ্বের ক্ষুরের ন্যায়, কাহারও হস্তীর কর্ণের ন্যায়, কাহারও বা শূকরের কর্ণের ন্যায়। ইহার মধ্যে শেষোক্ত প্রকার নখী অপকৃষ্ট, তাহা গন্ধ কর্ম্মে প্রয়োজ্য নহে।

গ্রন্থিকস্য।

গ্রন্থিকঃ পাণ্ডুরঃ কিঞ্চিৎ কনিষ্ঠঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
উত্তমঃ কৃষ্ণবর্ণো যঃ স্থূলোহতীব চ নিন্দিতঃ॥

কিঞ্চিৎ পাণ্ডুবর্ণ ও ক্ষুদ্র গেঁঠেলা উৎকৃষ্ট এবং যাহা কৃষ্ণবর্ণ ও স্থূল তাহা অতি নিকৃষ্ট।

উশীরস্য।

দীর্ঘমূলং দৃঢ়ং সূক্ষ্মমুত্তমং গন্ধসংযুতম্।
দেশে সাধারণে জাতং লামজ্জং ভদ্রকং ভবেৎ॥

দীর্ঘমূল, দৃঢ়, সূক্ষ্ম, উত্তমগন্ধবিশিষ্ট এবং সাধারণ দেশজাত উশীর অর্থাৎ বেণার মূল শ্রেষ্ঠ।

নলিকায়াঃ।

মধ্যে সারবিহীনা যা সরসা কীটবর্জিতা।
নলিকা সা ভবেদ্ ভদ্রা বিপরীতা তু নিন্দিতা॥

যে নালুকার মধ্যভাগ সারহীন এবং যাহা সরস ও কীটবর্জ্জিত, তাহাই উত্তম, ইহার বিপরীত নিকৃষ্ট।

সিহ্লকস্য।

নির্ম্মলঃ কপিলঃ স্বচ্ছঃ সিহ্লাকোঽভিনবঃ নবঃ।
মধ্বাভো মলসংযুক্তো বর্জ্জিতো গন্ধকর্ম্মণি॥

নির্ম্মল, কপিলবর্ণ, স্বচ্ছ ও অভিনব শিলারস উৎকৃষ্ট, যাহা মধুর ন্যায় এবং মলবিশিষ্ট, তাহা গন্ধকর্ম্মে অব্যবহার্য্য।

শ্রীবাসস্য লাক্ষায়াশ্চ।

শ্রীবাসো ভদ্রকঃ প্রোক্তো মলকাষ্ঠবিবর্জিতঃ।
লাক্ষা চ নূতনা গ্রাহ্যা মৃত্তিকাদিবিবর্জিতা॥

মল ও কাষ্ঠাদি রহিত শ্রীবাস (গন্ধ বিরজা) উত্তম এবং নূতন ও মৃত্তিকাদি রহিত লাক্ষাই শ্রেষ্ঠ।

পদ্মকাদীনাম্।

পদ্মকং সরলং ভদ্রং কীটদোষবিবর্জ্জিতম্।
জলদোষবিহীনঞ্চ ত্বক্‌পত্রঞ্চ তথৈব চ॥

পদ্মকাষ্ঠ ও সরলকাষ্ঠ কীটাদি রহিত হইলে উত্তম হয় এবং গুড়ত্বক্ ও তেজপত্র জলসিক্ত এবং আর্দ্রস্থানে অবস্থিতিপ্রযুক্ত বিকৃত না হইলে উৎকৃষ্ট গুণকর হইয়া থাকে।

বালকস্য।

সূক্ষ্মমূলো বরঃ কেশোঽনূতনঃ সরলস্তথা।
নূতনঃ স্থূলমূলশ্চ বর্জ্জনীয়ঃ প্রযত্নতঃ॥

সূক্ষ্মমূলবিশিষ্ট, পুরাতন ও সরল বালা শ্রেষ্ঠ। যাহার মূল স্থূল ও যাহা নূতন তাহা পরিত্যাজ্য।

কক্কোলস্য।

কক্কোলকং শুভং বিদ্ধি বেষ্টিতং সূক্ষ্মরা ত্বচা।
স্নিগ্ধং গুরুকমত্যন্তমন্যথাতীব নিন্দিতম্॥

সূক্ষ্মত্বকে পরিবেষ্টিত, স্নিগ্ধ ও অধিক ভারবিশিষ্ট কাঁকলা উত্তম, ইহার বিপরীত বর্জ্জনীয়।

বচায়াঃ।

অত্যুগ্রাপি সরাগাপি গ্রন্থিলাপি পরা ভবেৎ।
অন্তঃ শুচিত্বমাত্রেণ বচা কর্ম্মণি গর্হিতা॥

বচ যদি উগ্রগন্ধ, ঈষৎ রক্তাভ ও গ্রন্থিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা উৎকৃষ্ট জানিবে, কিন্তু ঐ সমুদয় গুণ-সত্ত্বেও যদি উহার মধ্যভাগ শুভ্র হয়, তাহা হইলে উহা গ্রহণীয় নহে।

মুস্তয়োশ্চোরপুষ্প্যাশ্চ।

দ্বিমুস্তং নূতনং পুষ্টং গন্ধাঢ্যং পরমং বিদুঃ।
চোরপুষ্পীং নবাং শ্যামামামনন্তি মনীষিণঃ॥

মুতা ও নাগরমুতা নূতন, পরিপুষ্ট ও সুগন্ধি হইলে তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলা যায়। চোরপুষ্পী (চোরকাঁচকী) নূতন ও শ্যামবর্ণ হইলে, তাহা শ্রেষ্ঠ জানিবে।

চম্পককলিকায়া নাগকেশরস্য চ ।

গ্রাহ্যা প্রশোষ্য সম্যক্
চম্পককলিকা প্রদীপকলিকেব।
কীটাদিকেন রহিত-
মভিনবমিহ কেশরং গ্রাহ্যম্ ॥

দীপশিখার ন্যায় আকৃতি ও ঔজ্জল্য-বিশিষ্ট, সম্যক্ শুষ্ক, চম্পককলিকা ব্যবহার্য্য এবং কীটাদি রহিত অভিনব নাগেশ্বর পুষ্পই শ্রেষ্ঠ।

দেবদারোঃ ।

সুগন্ধি লঘু রুক্ষঞ্চ সুরদারু প্রকীর্ত্তিতম্ ॥

দেবদারু যদি সুগন্ধি, স্বল্পভার ও রুক্ষ হয়, তাহা হইলে উহা শ্রেষ্ট জানিবে।

রক্তচন্দনস্য ।

আকৃষ্ণমুত্তমং নূনং রক্তঞ্চেদঞ্চ মধ্যমম্।
আরক্তমধমং বিদ্ধি রক্তচন্দনকং ত্রিধা ॥

রক্তচন্দন তিন প্রকার, তন্মধ্যে ঈষৎ কৃষ্ণাভ রক্তচন্দন সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যাহা সম্পূর্ণ লোহিতবর্ণ তাহা মধ্যম, আর যাহা অল্প রক্তবর্ণ তাহা অধম জানিবে।

হরিদ্রায়াঃ ।

হরিদ্রা শস্যতে স্থূলা ছেদে যা কুঙ্কুমচ্ছবিঃ ॥

যে হরিদ্রা স্থূল এবং যাহা ছিন্ন করিলে অভ্যন্তর ভাগে কুঙ্কুমের ন্যায় বর্ণ প্রকাশ হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট।

অধিবাসনানি ।

কেতকী যূথিকা জাতী চম্পকং চাতিমুক্তকঃ।
কদম্বো মল্লিকা নাগপুষ্পঞ্চ কুটজস্তথা ॥
পাটলাকরুণৌ সৌরী পুষ্পৈরেভিঃ সমাচরেৎ।
বাসনং কুসুমৈরন্যৈস্তথান্যৈরতিশোভনৈঃ ॥

কেঁয়া, যুই, জাতী, চাঁপা, মাধবী, কদম্ব, মল্লিকা, নাগেশ্বর, কুটজ, পারুল, করুণালেবু ও পিয়াল এই সকলের এবং অন্যান্য বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা অধিবাসন কর্ত্তব্য।

সৌবর্চ্চলাদীনাম্ ।

সৌবর্চ্চলন্তু কেশাভং সৈন্ধবং স্ফটিকপ্রভম্।
জবাকুসুমসঙ্কাশা মনোহ্বা চোত্তমা মতা।
সুবর্ণবচ্চ বিজ্ঞেয়ং স্বর্ণমাক্ষিকমুত্তমম্ ॥

কেশের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট সৌবর্চ্চল, স্ফটিক সদৃশ সৈন্ধব, জবাপুষ্পবৎ লোহিতবর্ণ মনঃশিলা এবং স্বর্ণ সদৃশ স্বর্ণমাক্ষিকই উৎকৃষ্ট।

শিলাজতোঃ ।

শ্রেষ্ঠং শিলাজতু জ্ঞেয়ং যত্তু ক্ষিপ্তং ন শীর্য্যতে।
তোয়পূর্ণে যদা পাত্রে প্রতাক্ষেব বিরুধ্যতে ॥

কোন জলপূর্ণ পাত্রে শিলাজতু নিক্ষেপ করিলে যদি বিশীর্ণ না হয়, তাহা হইলে উহা শ্রেষ্ঠ; নতুবা অপকৃষ্ট জানিবে।

ভাদ্রব্যং কীর্ত্তিতং যেষাং বিরুদ্ধত্বং ন কীর্ত্তিতম।
তেষাং তদ্বিপরীতত্বাদ্ বিরুদ্ধত্বঞ্চ লক্ষয়েৎ॥

যে সকল দ্রব্যের উৎকর্ষ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, অপকর্ষের লক্ষণ উল্লিখিত হয় নাই, তাহাদের উৎকর্ষ চিহ্নের বৈপরীত্যই অপকৃষ্টতার লক্ষণ জানিবে।

মহাসুগন্ধিতৈলং লক্ষ্মীবিলাসতৈলঞ্চ।

জিঙ্গী চোরক দেবদারু
সরল ব্যাঘ্রী বচা চেলক-
ত্বকপত্রৈঃ সহ গন্ধপত্রক
শটী পথ্যাক্ষ ধাত্রী ঘনৈঃ।
এতৈঃ শোধিত সংস্কৃতৈঃ
পলযুগেত্যাখ্যাতয়া সংখ্যয়া
তৈলপ্রস্থমবস্থিতৈঃ স্থিরমতিঃ
কল্কৈঃ পচেদ্‌পাদিকৈঃ॥
মাংসীমুরাদমন চম্পক সুন্দরীত্বগ্-
গ্রন্থ্যম্বুকুষ্ঠমরুবকৈর্দ্বিপলৈঃ সপৃক্কৈঃ।
শ্রীবাস কুন্দুরু নখী নলিকা মিষীণাং
প্রত্যেকতঃ পলমুপাহৃ পুনঃ পচেত্তু॥
এলা লবঙ্গ চল চন্দন জাতি পূতি
কক্কোলকাগুরুলতাঘুসৃণৈঃ পলার্দ্ধৈঃ।
কস্তূরিকাক্ষসহিতামলদীপ্তিযুক্তৈঃ
পক্কন্তু মন্দশিখিনৈব মহাসুগন্ধম্॥
পঞ্চদ্বিকেন চার্দ্ধেন মদাৎ কর্পূরমিষ্যতে।
প্রাগুক্তৌ শুদ্ধিসংস্কারৌ গন্ধানামিহ তৈঃ পুনঃ।
দ্বিগুণৈর্লক্ষ্মীবিলাসঃ স্যাদয়ন্তু তৈলসত্তমঃ।
পঞ্চপত্রাম্বুনা চাদ্যো দ্বিতীয়ো গন্ধবারিণা।
তৃতীয়োঽপি চ তেনৈব পাকো বা ধূপিতাম্বুনা।
তৈলযুগ্মমিদং তূর্ণং বিকারান্ বাতসম্ভবান্।
ক্ষপয়েজ্জনয়েৎ পুষ্টিং কান্তিং মেধাং ধৃতিংধিয়ম্॥

(পঞ্চদ্বিকেনেতি পঞ্চধা বিভক্তস্য কস্তূরী-কর্ষস্যৈকো ভাগো রক্তিদ্বয়াধিকত্রিমাষকো ভবতি। তথা মানেন কর্পূরস্য দ্বৌ ভাগৌ কিংবা অর্দ্ধেন কস্তূরীকর্ষাৎ কর্পূরস্যাষ্টৌ মাসকাঃ।)

তিলতৈল ৪ সের। মঞ্জিষ্ঠা, চোরকাঁচকী, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, ব্যাঘ্রী (গন্ধদ্রব্যবিশেষ), বচ, গুবাক বৃক্ষের ছাল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, গন্ধতৃণ, শটী, হরীতকী, বহেড়া, আমলা ও মুতা মিলিত ২ পল এই গন্ধকল্ক দ্বারা প্রথম পাক করিবে। জটামাংসী, মুরামাংসী, দনা, চম্পকপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, গুড়ত্বক্, গেঁঠেলা, বালা, কুড়, মরুবকপুষ্প ও পিড়িংশাক মিলিত ২ পল, গন্ধবিরজা, কুন্দুরখোটী, নখী, নালুকা ও শুলফা প্রত্যেক ১ পল, এই সকল দ্বারা দ্বিতীয় কল্ক পাক করিবে। এলাইচ, লবঙ্গ, শিলারস, শ্বেতচন্দন, জাতীপুষ্প, খাট্টাশী, কাঁকলা, অগুরু, লতাকস্তূরী ও কুঙ্কুম প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃগনাভি ২ তোলা, কর্পূর ১ তোলা বা ৬ মাষা ৪ রত্তি, এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৃতীয় কল্ক পাক করিবে। পাক সাঙ্গ হইলে তৈল হইতে খাট্টাশী উদ্ধৃত করিয়াই উত্তমরূপে শিলাপেষিত করিয়া তৈলে মিশ্রিত করিয়া দিবে। বিল্বাদি পঞ্চপল্লবকাথ দ্বারা প্রথম কল্ক পাক করিবে, গন্ধাম্বু দ্বারা দ্বিতীয় কল্ক এবং অগুরু ধূপিত গন্ধবারি দ্বারা তৃতীয় কল্ক পাক করিবে। পূর্ব্বোক্ত

তৈলের ন্যায়, এই তৈলের ও গন্ধ দ্রব্য সকল শোধন করিয়া লইবে। ইহা ব্যবহারে বিবিধ বাতব্যাধি প্রশমিত হয়।

উল্লিখিত কল্ক সমস্ত দ্বিগুণ পরিমাণে তৈলে দিয়া পাক করিলে উহাকে লক্ষ্মীবিলাস তৈল কহে।

অশ্বগন্ধাঘৃতম্।

অশ্বগন্ধাকষায়ে চ কল্কে ক্ষীরং চতুর্গুণম্।
ঘৃতং পক্বন্তু বাতঘ্নং বৃষ্যং মাংসবিবর্দ্ধনম্॥

ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, অশ্বগন্ধার ক্বাথ ১৬ সের, কল্ক ১ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত বাতঘ্ন, বৃষ্য ও মাংসবর্দ্ধক।

দশমূলাদ্যঘৃতম্।

দশমূলস্য নির্য্যূহে জীবনীয়ৈঃ পলোন্মিতৈঃ।
ক্ষীরেণ চ ঘৃতং পক্বং তর্পণং পবনার্ত্তিজিৎ।
ক্বাথোঽত্রত্রিগুণঃ সর্পিঃ প্রস্থঃ সাধ্যঃ পয়ঃসমম্॥

ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দশমূলের ক্বাথ ১২ সের। কল্কার্থ জীবনীয়গণ (জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি) ১ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত বাত বেদনানাশক ও তৃপ্তিজনক।

নকুলাদ্যং ঘৃতম্।

পচেৎ নকুলমাংসস্য প্রস্থমেকং জলাঢ়কে।
তৎসমং দশমূলঞ্চ পক্বং মাষবলান্বিতম্॥
ঘৃতং প্রস্থং পচেত্তত্র চতুর্ভাগাবশেষিতম্।
শতাবরীরসপ্রস্থং গব্যদুগ্ধঞ্চ তৎসমম্॥
অষ্টৌ বর্গাশ্চ কাকোল্যৌ জীবন্তী মধুযষ্টিকা।
এলা ত্বচঞ্চ পত্রঞ্চ ত্রিকটু ত্রিফলা তথা॥
মুস্তকং নাগজিহ্বা চ কর্ষং কর্ষং প্রদাপয়েৎ।
সর্ব্ববাতবিকারেষু চাপস্মারে বিশেষতঃ॥
মহোন্মাদে পক্ষঘাতে চাধ্মানে কোষ্ঠনিগ্রহে।
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বাধির্য্যে মূকমিন্মিনে॥
ঊর্দ্ধজত্রুগতে বাতে জঙ্ঘাপার্শ্বাদিসংশ্রিতে।
নকুলাদ্যমিদং নাম্না ঊর্দ্ধজত্রুগদাপহম্॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ নকুলমাংস ২ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। দশমূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। মাষকলাই ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। বেড়েলা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। শতমূলীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাঁকলা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবন্তী, যষ্টিমধু, এলাইচ, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা ও অনন্তমূল প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আধ্মান, কোষ্ঠনিগ্রহ, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বধিরতা, মূকত্ব, অস্পষ্টভাষণ, ঊর্দ্ধ জত্রুগত বায়ু ও অন্যান্য নানাপ্রকার পীড়ার শান্তি হয়।

ছাগলাদ্যং ঘৃতম্।

আজং চর্ম্মবিনির্ম্মুক্তং ত্যক্তশৃঙ্গক্ষুরাদিকম্।
পঞ্চমূলীদ্বয়ঞ্চৈব জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
জীবনীয়ৈঃ সযষ্ট্যাহ্বৈঃ ক্ষীরঞ্চৈব শতাবরী॥

ছাগলাদ্যমিদং নাম্না সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
অর্দ্দিতে কর্ণশূলে চ বাধির্য্যে মূকমিম্মিনে॥
জড়গদ্গদপঙ্গূনাং খঞ্জে গৃধ্রসীকুব্জযোঃ।
অপতানেঽপতন্ত্রে চ সর্পিরেতৎ প্রশস্যতে॥

(অত্র যষ্টিমধু ভাগদ্বয়মিতি শিবদাসঃ।)

পৃথগর্দ্ধতুলাং পঞ্চমূলদ্বন্দ্বাজমাংসয়োঃ।
নিঃকাথ্য সলিলদ্রোণে ক্বাথে পাদাবশেষিতে॥

(ঘৃতারম্ভে মন্ত্রঃ। ওঁ কালি বজ্রেশ্বরি অমুকস্য ফলসিদ্ধিং দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা॥ স্নাপয়িত্বা ছাগমাদৌ মধু দত্ত্বা ললাটকে। উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা ভিষগেনমুপালভেৎ॥ ছাগমারণমন্ত্রঃ। ওঁ হ্রীং ওঁ গৌ গণপতয়ে স্বাহা।)

ঘৃত ৪ সের। ছাগমাংস ৫০ পল, দশমূল ৫০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ৪ সের। শতমূলীর রস ৪ সের। কল্কার্থ জীবনীয়দশক (জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু) মিলিত ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে অর্দ্দিত, কর্ণশূল, বধিরতা, বাক্‌শক্তি-রাহিত্য, অস্পষ্টভাষণ, জড়তা, পঙ্গুতা, খঞ্জতা, গৃধ্রসী, কুব্জত্ব, অপতানক ও অপতন্ত্রক প্রভৃতি নানাপ্রকার বায়ুরোগ নষ্ট হয়।

বৃহচ্ছাগলাদ্যং ঘৃতম্।

ছাগমাংস তুলাং গৃহ্য দশমূল্যাঃ পলং শতম্।
অশ্বগন্ধা পলশতং বাট্যালকশতং তথা॥
ঘৃতাঢকং পচেত্তোয়ৈশ্চতুর্ভাগাবশেষিতৈঃ।
ক্ষীরং স্নেহসমং দদ্যাৎ শতাবর্য্যা রসং তথা॥
তাম্রপাত্রে দৃঢ়ে চৈব শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
অস্যৌষধস্য কল্কস্য প্রত্যেকং শুক্তিসম্মিতম্॥
জীবন্তী মধুকদ্রাক্ষা কাকোল্যৌ নীলমুৎপলম্।
মুস্তং সচন্দনং রাস্না পর্ণিনীদ্বয় শারিবে॥
মেদে দ্বে চ তথা কুষ্ঠং জীবকর্ষভকৌ শটী।
দার্ব্বী প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা নতং তালীশপদ্মকৌ॥
এলা পত্রং বরী নাগং জাতীকুসুম ধান্যকম্।
মঞ্জিষ্ঠা দাড়িমং দারু রেণুকং শৈলবালুকম্॥
বিড়ঙ্গং জীরকঞ্চৈব পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
বস্ত্রপূতে চ শীতে চ শর্করা প্রস্থ সংযুতম্॥
নিধাপয়েৎ স্নিগ্ধভাণ্ডে মার্দে বা ভাজনে শুভে।
অস্যৌষধস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্॥
দেবদেবং নমস্কৃত্য সংপূজ্য গণনায়কম্।
পিবেৎ পাণিতলং তস্য ব্যাধিং বীক্ষ্যানুপানতঃ॥
সর্ব্ববাতবিকারেষু অপস্মারে বিশেষতঃ।
উন্মাদে পক্ষঘাতে চ আধ্মানে কোষ্ঠনিগ্রহে॥
কর্ণরোগে শিরোরোগে বাধির্য্যে চাপতন্ত্রকে।
ভূতোন্মাদে চ গৃধ্রস্যাং সোদরে চাক্ষিপাতজে॥
পার্শ্বশূলে চ হৃচ্ছূলে বাহায়ামর্দ্দিতে তথা।
বাতকণ্টক হৃদ্রোগ মূত্রকৃচ্ছে সপঙ্গুকে॥
ক্রোষ্টুশীর্ষে তথা খঞ্জে কুব্জে চাধ্বনি মিম্মিনে।
অপতানেঽন্তরায়ামে রক্তপিত্তে তথোর্দ্ধগে॥
আনাহেঽর্শোবিকারেষু চাতুর্থকজ্বরেঽপি চ।
হনুগ্রহে তথা শোষে ক্ষীণে চৈবাববাহুকে॥
দণ্ডাপতানকে ভগ্নে দান্তে চাক্ষেপকে তথা।
জীর্ণজ্বরে বিসে কুষ্ঠে শেফঃস্তম্ভে মদাত্যয়ে॥
আঢ্যবাতেঽগ্নিমান্দ্যে চ বাতরক্তগদেষু চ।
একাঙ্গরোগিণে চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গরোগিণে॥
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে জিহ্বাস্তম্ভে জড়ে ভ্রমে।
ক্ষীণেন্দ্রিয়ে নষ্টশুক্রে শুক্রনিঃসরণে তথা॥
স্ত্রীণাং বাতাস্রপাতে চ পটলে চাক্ষিকম্পনে।
একাঙ্গস্পন্দনে চৈব সর্ব্বাঙ্গস্পন্দনে তথা॥
নগাদি পতিতে বাতে স্ত্রীণামপ্রাপ্তিহেতুকে।
আভিচারিকদোষে চ ধনসন্তাপসম্ভবে॥
যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ।
শিরোমধ্যগতা যে চ জঙ্ঘা পার্শ্বাদি সংস্থিতাঃ॥
মাতৃগ্রহাভিভূতশ্চ শিশুর্যশ্চ বিশুষ্যতি।
প্রক্ষীণবলমাংসশ্চ ন বর্ত্ম গমনক্ষমঃ॥
ঘৃতেনানেন সিধ্যন্তি বজ্রমুক্তিরিবাসুরান্।

নিহন্তি সকলান্ রোগান্ ঘৃতং পরমদুর্লভম্ ।
রসায়নং বহ্নিবলপ্রদঞ্চ
বপুঃপ্রকর্ষং বিদধাতি রূপম্।
দত্তাবলেন্দ্রেণ সমানতেজা
দীর্ঘায়ুষং পুত্রশতং করোতি ॥
স্ত্রীণাং শতং গচ্ছতি চাতিরেকং
ন যাতি তৃপ্তিং সরসঃ সমাঙ্গঃ।
অপুত্রিণী পুত্রশতং করোতি
শতায়ুষং কামসমং বলিষ্ঠম্ ॥
মহদ্‌ঘৃতং নাম তু ছাগলাদ্যং
বিনির্ম্মিতং বাতনিসূদনঞ্চ।
শিবং শুভং রোগভয়াপহঞ্চ
চকার হারীতমুনির্বিশিষ্টঃ ॥
শৃগালবর্হিণোঃ পাকে পুমাংসং তত্র দাপয়েৎ ।
ময়ূরী জম্বুকী ছাগী বীর্য্যহীনা স্বভাবতঃ।
ভাষিতং কাশীরাজেন ছাগ এব নপুংসকঃ ॥

গব্যঘৃত ১৬ সের। ক্বাথার্থ নপুংসক ছাগমাংস ১০০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দশমূল প্রত্যেক ১০ পল। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশ্বগন্ধা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বেড়েলা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ২৬ সের। শতমূলীর রস ১৬ সের। কল্কার্থ জীবন্তী, যষ্টিমধু, লাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাঁকলা, নীলোৎপল অভাবে সুন্দিপুষ্পমূল, মুতা, রক্তচন্দন, রাস্না, মুগানী, মাষাণী, চাকুলে, শালপাণি, শ্যামালতা, অনন্তমূল, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, এলাইচ, তেজপত্র, শতমূলী, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, ধনিয়া, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িমবীজ, দেবদারু, রেণুক, এলবালুক, বিড়ঙ্গ ও জীরা ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। তাম্রপাত্রে মৃদু অগ্নিতাপে পাক করিবে। পাক শেষে শীতল হইলে ঘৃত ছাঁকিয়া উহার সহিত চিনি ২ সের, মিশ্রিত করিয়া মৃণ্ময়ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা। ব্যাধি বিবেচনা করিয়া দুগ্ধাদি অনুপান ব্যবস্থা করিবে। এই ঘৃত বাতব্যাধির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা পান করিলে অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আধ্মান, কোষ্ঠরোধ, কর্ণরোগ, শিরোরোগ, বধিরতা, অপতন্ত্রক, ভূতোন্মাদ, গৃধ্রসী এবং অন্যান্য নানাপ্রকার বাতজ ও পিত্তজ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। ইহা দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয়াদির শক্তিহীনতা নিবারণের মহৌষধ। কিছুদিন সেবন করিলে শরীর বিলক্ষণ পুস্ট ও ইন্দ্রিয়শক্তি প্রবল হইয়া উঠে।

বাতগজাঙ্কুশঃ।

মৃতং সূতং মৃতং লৌহং তাপ্যং গন্ধকতালকম্।
পথ্যা শৃঙ্গী বিষং ব্যোষমগ্নিমন্থঞ্চ টঙ্গণম্ ॥
তুল্যং খল্লে দিনং মর্দ্দ্যং মুণ্ডীনির্গুণ্ডিকাদ্রবৈঃ।
দ্বিগুঞ্জাং বটিকাং খাদেৎ সর্ব্ববাতপ্রশান্তয়ে ॥
কণাচূর্ণযুতঞ্চৈব জিঙ্গীক্বাথং পিবেদনু।
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু রসো বাতগজাঙ্কুশঃ ॥
সপ্তাহাৎ গৃধ্রসীং হন্তি দারুণং সান্নিপাতিকম্।
ক্রোষ্টুশীর্ষকবাতঞ্চাপ্যববাহুকসংজ্ঞকম্ ॥
মন্যাস্তম্ভমুরুস্তম্ভং বাতরোগং বিনাশয়েৎ।
পক্ষাঘাতাদিরোগেষু কথিতঃ পরমোত্তমঃ ॥

পারদ, শোধিত লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিষ, ত্রিকটু, গণিয়ারি ও সোহাগার খই প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া খলে মর্দ্দন করিবে। পরে মুণ্ডিরী রসে ১ দিন ও নিসিন্দারসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। পিঁপুলচূর্ণ ও ঝিঙ্গার রসে এক একটী বটী মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে গৃধ্রসী, সন্নিপাত, পক্ষাঘাত এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহদ্বাতগজাঙ্কুশঃ।

সূতাভ্রতীক্ষ্ণকান্তানি তাম্রতালকগন্ধকম্।
স্বর্ণং শুণ্ঠী বলা ধান্যং কট্‌ফলঞ্চাভয়া বিষম্॥
পথ্যা শৃঙ্গী পিপ্পলী চ মরিচং টঙ্কণং তথা।
তুল্যং খল্লে দিনং মর্দ্দ্যং মুণ্ডীনির্গুণ্ডিজৈর্দ্রবৈঃ॥
দ্বিগুঞ্জাং বটিকাং খাদেৎ সর্ব্ববাতপ্রশান্তয়ে।
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু বৃহদ্বাতগজাঙ্কুশঃ॥

পারদ, অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ, কান্তলৌহ, তাম্র, হরিতাল, গন্ধক, স্বর্ণ, শুঁঠ, বেড়েলা, ধনে, কট্‌ফল, হরীতকী, বিষ, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিঁপুল, মরিচ ও সোহাগার খই এই সকল দ্রব্য সমভাগ; হুড়্‌হুড়ে ও নিসিন্দার রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সাধ্য ও অসাধ্য সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ উপশমিত হয়।

মহাবাতগজাঙ্কুশঃ।

মৃতাভ্রংতীক্ষ্ণংতাম্রঞ্চ সূততালকগন্ধকম্।
ভার্গীশুণ্ঠী বলাধান্যং কট্‌ফলঞ্চাভয়া বিষম্॥
সংপিষ্য চপলাদ্রাবৈর্নিষ্কৈকাং ভক্ষয়েদ্বটীম্।
বাতশ্লেষ্মহরো হ্যেষ মহাবাতগজাঙ্কুশঃ॥

শোধিত অভ্র, লৌহ, তাম্র, পারদ, হরিতাল, গন্ধক, বামনহাটী, শুঁঠ, শ্বেত বেড়েলা, ধনে, কট্‌ফল, হরীতকী ও বিষ এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্রিত করিয়া পিপ্পলীর ক্কাথে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে বাতশ্লেষ্মরোগ উপশমিত হয়।

লক্ষ্মীবিলাসরসঃ।

পলং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণস্য তদর্দ্ধৌ রসগন্ধকৌ।
বলা নাগবলাভীরু বিদারীকন্দমেব চ॥
কৃষ্ণধুস্তূরনিচূলং গোক্ষুরবৃদ্ধদারয়োঃ।
বীজং শক্রাসনস্যাপি জাতীকোষফলে তথা॥
কর্পূরঞ্চৈব কর্ষাংশং শ্লক্ষ্ণচূর্ণং পৃথক্ পৃথক্।
গৃহীত্বা চাষ্টমাংশেন স্বর্ণং পর্ণরসেন চ॥
বটিকাং স্বিন্নচণকপ্রমাণাং কারয়েদ্ভিষক্।
রসো লক্ষ্মীবিলাসোঽয়ং পূর্ব্ববৎগুণকারকঃ॥

কৃষ্ণ অভ্র ১ পল, পারদ ও গন্ধক উভয়ে অর্দ্ধ পল এবং বেড়েলা, নাগবলা, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কৃষ্ণধুতুরার বীজ, হিজলবীজ, গোক্ষুরবীজ, বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধির বীজ, জায়ফল, জয়িত্রী ও কর্পূর প্রত্যেক বস্তু ২ তোলা পরিমাণে লইয়া পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিবে। স্বর্ণভস্ম ২ মাষা। পানের রসে মর্দ্দন করিবে। সিদ্ধ ছোলার ন্যায়

বটিকা প্রস্তুত করিবে। চতুর্ম্মুখরসের ন্যায় ইহার ফল জানিবে।

অনিলারিরসঃ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং বিমর্দ্দ্য
বাতারিনির্গুণ্ডিরসৈর্দ্দিনৈকম্।
নিবেশয়েত্তাম্রময়ে পুটে সং
সর্ব্বং মৃদাবেষ্ট্য চ বালুকাখ্যে॥
যন্ত্রে পুটেদ্ গোময়চূর্ণবহ্নৌ
স্বভাবশীতে তু সমুদ্ধরেত্তৎ।
নির্গুণ্ডিকাবাতহরাগ্নিতোয়ৈঃ
সংচূর্ণ্য যত্নেন বিভাবয়েত্তৎ॥
রসোঽনিলারিঃ কথিতোঽস্য বল্ল-
মেরণ্ডতৈলেন সসৈন্ধবেন।
মরীচচূর্ণেন সসর্পিষা বা
নির্গুণ্ডীচিত্রৈশ্চ কটুত্রিকৈর্ব্বা॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, এরণ্ডমূল ও নিসিন্দার রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া তাম্রপাত্রে আবদ্ধ করতঃ মৃত্তিকার দ্বারা প্রলেপ দিয়া বালুকাযন্ত্রে ঘুঁটের আগুনে পাক করিবে। পরে শীতল হইলে উত্তোলন করিয়া নিসিন্দা, এরণ্ডমূল ও চিতার রসে প্রত্যেক সাত বার করিয়া যত্নপূর্ব্বক ভাবনা দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত এরণ্ডতৈল; ঘৃতের সহিত মিশ্রিত মরিচচূর্ণ; অথবা ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত নিসিন্দা ও চিতার রস। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

শীতারিরসঃ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং প্রগৃহ্য
পুনর্নবাগ্নিস্বরসৈর্বিভাব্য।
পক্বার্কপত্রস্য রসেন পশ্চাৎ
বিপাচয়েদষ্টগুণেন যত্নাৎ॥
রসার্দ্ধভাগঞ্চ বিষঞ্চ দত্ত্বা
বিপাচয়েদগ্নিজলে ক্ষণং তৎ।
শীতারিসংজ্ঞস্য রসায়নস্য
বল্লঞ্চ সার্দ্ধং মরিচার্দ্রকেণ।
মরীচচূর্ণেন ঘৃতপ্লুতেন
সেবেত মাংসঞ্চ ঘৃতঞ্চ পথ্যম্॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ গ্রহণ করিয়া পুনর্নবা ও চিতার রসে ভাবনা দিয়া আটগুণ পাকা আকন্দপাতার রস সহ বালুকাযন্ত্রে পাক করতঃ পারদের অর্দ্ধভাগ পরিমিত বিষ মিশ্রিত করিবে। পরে চিতার রসে পাক করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। মরিচচূর্ণ ও আদার রস অনুপানে সেবন করিলে শীতবাত বিনষ্ট হয়। অনুপান মরিচচূর্ণ ও সঘৃত মাংস।

তালকেশ্বরঃ।

একভাগো রসস্য স্যাচ্ছুদ্ধতালৈকভাগিকঃ।
অষ্টৌ স্যুর্বিজয়ায়াশ্চ গুড়িকাং গুড়তশ্চরেৎ॥
একৈকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতশ্ছায়ায়ামুপবেশয়েৎ।
তালকেশ্বরনামায়ং সর্ব্ববাতরুজাপহঃ॥

রসসিন্দূর ৪ ভাগ, শোধিত হরিতাল ১ ভাগ, সিদ্ধি ৮ ভাগ এই সকল চূর্ণের দ্বিগুণ গুড় মিশ্রিত করতঃ ১ তোলা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে ঔষধ সেবনের

পর ছায়াতে উপবেশন করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ নাশ হয়।

বাতারিরসঃ।

রসো গন্ধো বরা বহ্নিগুর্গ্গুলুঃ ক্রমবর্দ্ধিতঃ।
তত্রৈকভাগঃ সূতঃ স্যাদ্ গন্ধকো দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ॥
ত্রিভাগা ত্রিফলা যোজ্যা চতুর্ভাগস্তু চিত্রকঃ।
গুগ্গুলুঃ পঞ্চভাগঃ স্যাদ্রুবুতৈলেন মর্দ্দিতঃ॥
ক্ষিপ্ত্বা তত্রোদিতং চূর্ণং তেন তৈলেন মর্দ্দয়েৎ।
গুটিকাং কর্ষমাত্রান্তু ভক্ষয়েৎ প্রাতরেবহি॥
নাগরৈরণ্ডমূলানাং কষায়ং প্রপিবেদনু।
অভ্যজ্যৈরণ্ডতৈলেন স্বেদয়েৎ পৃষ্ঠদেশকম্॥
বিরেকপরিণামে তু স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ ভোজয়েৎ।
বাতারিসংজ্ঞকো জ্ঞেয় রসো নিয়তসেবিতঃ।
মাসেন মরুতো রোগান্ হরেৎ স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জিতঃ॥

পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ, একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে এবং ত্রিফলা ৩ ভাগ ও চিতা ৪ ভাগ চূর্ণ করিবে। পরে ৫ তোলা গুগ্গুল এরণ্ডতৈল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদির সহিত মিশাইবে এবং এরণ্ড-তৈল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১ মাষা। অনুপান শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের ক্বাথ। প্রাতঃকালে ঔষধ সেবনের পর রোগীর পৃষ্ঠদেশে এরণ্ডতৈল মাখাইয়া স্বেদ প্রদান করিবে। বিরেচন হইলে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন করাইবে। স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ১ মাস কাল এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বায়ু-জন্য রোগ বিনষ্ট হয়।

সর্ব্বাঙ্গকম্পারিরসঃ।

মৃতং সূতং মৃতং তাম্রং মর্দ্দয়েৎকটুকদ্রবৈঃ।
একবিংশতিবারঞ্চ শোষ্যং পেষ্যং পুনঃপুনঃ।
চণমাত্রা বটী ভক্ষ্যা রসঃ সর্ব্বাঙ্গকম্পজিৎ॥

জারিত পারদ ও তাম্র উভয় সমভাগ, কট্‌কীর রসে ২১ বার মর্দ্দন করিয়া শোষণ ও পেষণ করিবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা সেবনে সর্ব্বাঙ্গ-কম্প নষ্ট হয়।

চতুর্ম্মুখো রসঃ।

রসগন্ধক লৌহাভ্রং সমং সূতাজ্জি হেম চ।
সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যাম্বরসমর্দ্দিতম্॥
এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্।
সংস্থাপ্য চ তদুদ্ধৃত্য সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥
এতদ্রসায়নবরং ত্রিফলামধুযোজিতম্।
তদ্ যথাগ্নি বলং খাদেদ্ বলীপলিতনাশনম্॥
ক্ষয়মেকাদশবিধং পাণ্ডুরোগং প্রমেহকম্।
কাসং শূলঞ্চ মন্দাগ্নিং হিক্কাঞ্চৈবাম্লপিত্তকম্॥
ব্রণান্ সর্ব্বানাঢ্যবাতং বিসর্পং বিদ্রধিং তথা।
অপস্মারং মহোন্মাদং সর্ব্বার্শাংসি ত্বগাময়ান্॥
ক্রমেণ শীলিতং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।
পৌষ্টিকং ধন্যমায়ুষ্যং স্ত্রীণাং প্রসবকারণম্।
চতুর্ম্মুখেন দেবেন কৃষ্ণাত্রেয়স্য সূচিতম্॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ২ মাষা এই সমুদায় ঘৃত-কুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া এরণ্ডপত্র দ্বারা বেষ্টন ও বন্ধন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন অবস্থাপিত করিয়া রাখিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু ও ত্রিফ-লার জল। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া

মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে বলী, পলিত, ক্ষয়, পাণ্ডু, প্রমেহ, কাস, শূল, মন্দাগ্নি, হিক্কা, অম্লপিত্ত, ব্রণ, উরুস্তম্ভ, অপস্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

চিন্তামণিচতুর্ম্মুখঃ।

বিশুদ্ধং রসসিন্দুরং তদর্দ্ধং লৌহমভ্রকম্।
তদর্দ্ধং কনকং খল্লে কন্যাস্বরসমর্দ্দিতম্॥
এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ।
ত্রিদিনান্তে সমুদ্ধৃত্য সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥
এতদ্রসায়নবরং ত্রিফলামধুসংযুতম্।
তদ্ যথাগ্নি বলং খাদেদ্বলীপলিতনাশনম্॥
অপস্মারং মহোন্মাদং রোগান্ বাতসমুদ্ভবান্।
ক্রমেণ শীলিতং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

রসসিন্দূর ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা ও স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা এই সমুদায় একত্রে ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া এরণ্ডপত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। ৩ দিবস পরে উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু ও ত্রিফলার জল। ইহা সেবন করিলে অপস্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

যোগেন্দ্ররসঃ।

বিশুদ্ধং রসসিন্দুরং তদর্দ্ধং শুদ্ধ হাটকম্।
তৎ সমং কান্তলৌহঞ্চ তৎ সমং চাভ্রমেব চ॥
বিশুদ্ধং মৌক্তিকঞ্চৈব বঙ্গঞ্চ তৎসমং মতম্।
কুমারিকারসৈর্ভাব্যং ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্॥
ততো রক্তিদ্বয়মিতাং বটীং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
যোগবাহী রসো হ্যেষ সর্ব্বরোগ কুলান্তকঃ॥
বাতপিত্তভবান্ রোগান্ প্রমেহান্ বহুমূত্রতাম্।
মূত্রাঘাতমপস্মারং ভগন্দর গুদাময়ম্॥
উন্মাদং মূর্চ্ছাং যক্ষ্মাণং পক্ষাঘাতং হতেন্দ্রিয়ম্।
শূলাম্লপিত্তকং হন্তি ভাস্করস্তিমিরং যথা॥
ত্রিফলারসযোগেন শুভয়া সিতয়াপি বা।
ভক্ষয়িত্বা ভবেদ্রোগী কামরূপী সুদর্শনঃ॥
রাত্রৌ সেব্যং গবাং ক্ষীরং কৃশাণাঞ্চ বিশেষতঃ।
যোগেন্দ্রাখ্যো রসো নাম্না কৃষ্ণাত্রেয়বিনির্ম্মিতঃ॥

রসসিন্দূর ১ তোলা, স্বর্ণ, লৌহ, অভ্র, মুক্তা ও বঙ্গ প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা এই সমুদায় ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ত্রিফলার জল বা চিনির সহিত সেবনীয়। রাত্রিতে গব্য দুগ্ধ পেয়। ইহা সেবনে উন্মাদ, মূর্চ্ছা, পক্ষাঘাত ও প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

রসরাজরসঃ।

পলৈকং শুদ্ধসূতস্য ব্যোমসত্ত্বঞ্চ কার্ষিকম্।
তদর্দ্ধং কাঞ্চনং দেয়ং কন্যারসবিমর্দ্দিতম্॥
লৌহং রূপ্যং মৃতং বঙ্গং বাজিগন্ধাং লবঙ্গকম্।
জাতীকোষং তথা ক্ষীরকাকোলীঞ্চ তদর্দ্ধতঃ॥
কাকমাচীরসৈঃ পিষ্ট্বা পঞ্চগুঞ্জামিতা বটী।
ক্ষীরঞ্চ শর্করাতোয়মনুপানং প্রকল্পয়েৎ॥
পক্ষাঘাতেঽর্দ্দিতে বাতে হনুস্তম্ভেঽপতন্ত্রকে।
হনুস্তম্ভেঽপতানে চ বাধির্য্যে মস্তকভ্রমে॥
সর্ব্ববাতবিকারেষু রসরাজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বল্যো বৃষ্যশ্চ যোগ্যশ্চ বাজীকরণ উত্তমঃ॥

রসসিন্দূর ৮ তোলা, অভ্র ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা। এই সমুদায় ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া তাহার সহিত লৌহ, রূপা,

বঙ্গ, অশ্বগন্ধা, লবঙ্গ, জয়িত্রী ও ক্ষীর-কাঁকলা প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে মাড়িয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান দুগ্ধ ও চিনির জল। পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, হনুস্তম্ভ, অপতন্ত্রক ও ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগে প্রয়োজ্য।

বৃহদ্বাতচিন্তামণিঃ।

ভাগত্রয়ং স্বর্ণভস্ম দ্বিভাগং রূপ্যমভ্রকম্।
লৌহাং পঞ্চ প্রবালঞ্চ মৌক্তিকং ত্রয়সম্মিতম্॥
ভস্ম সূতং সপ্তকঞ্চ কন্যারসবিমর্দ্দিতম্।
রক্তিমাত্রা বটী কার্য্যা ভিষগ্ভিঃ পরিযত্নতঃ॥
যথাব্যাধ্যনুপানেন নাশয়েদ্রোগসঙ্কুলম্।
বাতরোগং পিত্তকৃতং নিহন্তি নাত্র চিন্তনম॥
বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী কন্দর্পসমবিক্রমঃ।
দৃষ্টঃ সিদ্ধফলশ্চায়ং বাতচিন্তামণিস্তিহ॥

স্বর্ণ ৩ ভাগ, রূপা ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ, লৌহ ৫ ভাগ, প্রবাল ৩ ভাগ, মুক্তা ৩ ভাগ, রসসিন্দুর ৭ ভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ব্যাধিবিশেষে অনুপান-বিশেষ ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে বায়ুজ ও পিত্তজ বিবিধ ব্যাধি নিরাকৃত হয়।

কুব্জবিনোদরসঃ।

রসগন্ধৌ সমৌ শুদ্ধৌ চাভয়া তালকস্তথা।
বিষঞ্চ কটুকিং ব্যোষং বোলজৈপালকৌ সমৌ।
ভৃঙ্গরাজরসৈ মর্দ্দ্যং স্নুহ্যর্কস্বরসৈস্তথা।
গুঞ্জাদ্বয়ং ভক্ষয়েচ্চ হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলকম্।
আমবাতাঢ্যবাতাদীন্ কটীশূলঞ্চ নাশয়েৎ।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং স্থৌল্যঞ্চাপ্যপকর্ষতি।
রসঃ কুব্জবিনোদোঽয়ং গহনানন্দভাষিতঃ॥

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, বিষ, ত্রিকটু, কট্‌কী, গন্ধবোল, জয়পাল, একত্র করিয়া ভৃঙ্গরাজের রস, সীজ-পত্রের রস এবং আকন্দপত্রের রসে ভাবনা দিবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা বাতরোগনাশক।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরো রসঃ।

শুদ্ধসূতাভ্রতাম্রায়ো হিঙ্গুলং কার্ষিকং সমম্।
গন্ধকশ্চৈকভাগঃ স্যাৎ সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ॥
সপ্তপর্ণার্কস্নুক্‌ক্ষীরবাসা বাতারি বারিণা।
বিষমুষ্টিসমং সর্ব্বং পেষ্যন্তদ্‌গোলকীকৃতম্॥
বিপচেদ্বালুকাযন্ত্রে দ্বিযামান্তে সমুদ্ধরেৎ।
পিপ্পলীবিষসংযুক্তো রসঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ।
সর্ব্ববাতবিকারঘ্নঃ সর্ব্বশূলনিসূদনঃ॥

পারদ, অভ্র, তাম্র, লৌহ, হিঙ্গুল ও গন্ধক প্রত্যেক ২ তোলা, সপ্তপর্ণ, আকন্দ, সীজদুগ্ধ, বাসক ও এরণ্ডরসে ভাবনা দিয়া বিষমুষ্টি ২ তোলা মিশাইয়া বালুকাযন্ত্রে ২ প্রহর পাক করিবে। পরে পিপ্পলীচূর্ণ ও বিষ ১ ভাগ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা বাতঘ্ন।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরসঃ।

হীরং সুবর্ণং সুমৃতঞ্চ তারং
এবাং সমং তীক্ষ্ণরজশ্চতুর্ণাম্।
সমং মৃতাভ্রং রসসিন্দুরঞ্চ
নিষ্পিষ্য তীক্ষ্ণস্য তথাশ্মনো বা॥

খল্লে দ্রবেণৈব কুমারিকায়াঃ
গুঞ্জাপ্রমাণাং বটিকাং প্রকুর্য্যাৎ।
ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরেষ নাম্না
সংপূজ্য সম্যগ্‌গিরিজাং দিনেশম্॥
হন্ত্যাময়ান্ যোগশতৈর্ব্বিবর্জ্যা-
ময়প্রণাশায় মুনিপ্রণীতঃ।
অস্য প্রসাদেন গদানশেষান্
জরাং বিনির্জ্জিত্য সুখং বিভাতি॥
স্নিগ্ধে শ্লেষ্মণ্যার্দ্রকস্য রসেন পায়য়েৎ সুধীঃ।
শুষ্কে চ মাক্ষিকেণৈব পিত্তে ঘৃতসিতাযুতম॥
শ্লেষ্মণি মারুতে সম্যগ্‌দুষ্টে চ সমতাং গতে।
কণাচূর্ণং ক্ষৌদ্রযুতং প্রমেহে দুগ্ধসংযুতম্॥
বলবর্ণাগ্নিজননঃ কাসঘ্নঃ কফবাতজিৎ।
আয়ুঃপুষ্টিকরো বৃষ্যঃ সর্ব্বরোগনিসূদনঃ॥

(তারশব্দেনাত্র শুদ্ধমৌক্তিকমেবোচ্যতে ন তু রজতম্। হীরং স্বর্ণং সুশুদ্ধঞ্চ মৌক্তিকমিতি পাঠান্তরদর্শনাৎ।)

জারিত হীরক, স্বর্ণ ও রজত মতান্তরে মুক্তা, প্রত্যেক ১ ভাগ, তীক্ষ্ণ লৌহ ১ ভাগ, অভ্র ৪ ভাগ, রসসিন্দূর ৪ ভাগ এইগুলি প্রস্তরের বা লৌহের খলে ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ১ রতি মাত্রায় বটী করিবে। অনুপান স্নিগ্ধকফে আদার রস, শুষ্ককফে মধু, পিত্তে গব্যঘৃত ও চিনি, বাতশ্লৈষ্মিকে পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু, প্রমেহে দুগ্ধ, ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বাতব্যাধি ও নানাপ্রকার ব্যাধি নষ্ট হয়।

বলারিষ্টঃ।

বলাশ্বগন্ধয়োর্গ্রাহ্যং পৃথক্ পলশতং শুভম্।
চতুর্দ্রোণে জলে পক্কা দ্রোণমেবাবশেষয়েৎ॥
শীতে তস্মিন্ রসে পূতে ক্ষিপেদ্‌গুড়তুলাত্রয়ম্।
ধাতকীং ষোড়শপলাং পয়স্যাংদ্বিপলাংশিকাম্॥
পঞ্চাঙ্গুলপলদ্বন্দ্বং রাস্নামেলাং প্রসারণীম্।
দেবপুষ্পমুশীরঞ্চ শ্বদংষ্ট্রাঞ্চ পলাংশিকাম্॥
মাসংভাণ্ডে স্থিতস্ত্বেষ বলারিষ্টো মহাবলাঃ।
হন্ত্যুগ্রান্ বাতজান্ রোগান্ বলপুষ্ট্যগ্নিবর্দ্ধনঃ॥

বেড়েলা ১২॥০ সের, অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। গুড় ৩৭॥০ সের। ধাইফুল ২ সের। ক্ষীরকাঁকলা ২ পল। এরণ্ডমূল ২ পল। রাস্না, এলাইচ, গন্ধভাদুলে, লবঙ্গ, বেণারমূল ও গোক্ষুর প্রত্যেক ১ পল। এই সমুদায় একমাস আবৃত পাত্রে রাখিবে। ইহা সেবনে বল, পুষ্টি ও অগ্নিবৃদ্ধি এবং বাতব্যাধির শান্তি হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বাতব্যাধ্যধিকারঃ।

আমবাতাধিকারঃ।

লঙ্ঘনং স্বেদনং তিক্তং দীপনানি কটূনি চ।
বিরেচনং স্নেহপানং বস্তয়শ্চামমারুতে॥

আমবাত রোগে লঙ্ঘন, স্বেদক্রিয়া, তিক্ত, অগ্নিকারক ও কটুদ্রব্য এবং বিরেচন, স্নেহপান ও বস্তিক্রিয়া ব্যবস্থা করিবে।

আমবাতে পঞ্চকোলসিদ্ধং পানান্নমিষ্যতে।
পটোলং গোক্ষুরঞ্চৈব বরুণং কারবেল্লকম্॥
যবকোদ্রবশাল্যাদি প্রপুরাণং সতিক্তকম্।
লাবাদীনাং তথা মাংসং তক্রেণ মস্তুনা হিতম্॥

আমবাতে পঞ্চকোলসিদ্ধ পানীয় ও অন্ন উপকারী এবং পটোল, গোক্ষুর,

বরুণ, করলা, পুরাতন যব, কোদ ও শালিতণ্ডুলের অন্ন, তিক্ত দ্রব্যের সহিত লাব প্রভৃতি পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

শঙ্করস্বেদঃ।

কার্পাসাস্থি কুলত্থিকা তিলযবৈরেরণ্ড মূলাতসী
বর্ষাভু শণবীজ কাঞ্জিকযুতৈরেকীকৃতৈর্বা পৃথক্
স্বেদঃ স্যাদিতি কূর্পরোদর-
শিরঃস্ফিক্পাণিপাদাঙ্গুলি-
গুলফস্কন্ধকটীরুজা বিজয়তে
সামাঃ সমীরানুগাঃ॥

(এতানি সমুদিতানি একৈকশো বা সংকুট্য কাঞ্জিকেন সংসিচ্য বস্ত্রেণ পোট্টলীদ্বয়ং বদ্ধ্বা দীপ্তাগ্নিচুল্ল্যপরিস্থিতকাঞ্জিকস্থাল্যুপরি-লিপ্তসচ্ছিদ্রশরাবস্থং বাষ্পতপ্তমেকৈকমানীয় বেদনাস্থানে স্বেদয়েৎ।)

মাকাটি, কুলত্থকলাই, তিল, যব, লাল ভেরেণ্ডামূল, মসিনা, পুনর্নবা, শণবীজ এই সকল দ্রব্য (সমুদায়ের অভাবে, যাহা পাওয়া যায়, তাহাই গ্রহণীয়) কুট্টিত ও কাঁজিতে সিক্ত করিয়া দুইটী পুটলী বাঁধিবে এবং প্রজ্বলিত অগ্নিময় চুল্লীর উপর কাঁজি-পূর্ণ একটী হাঁড়ী চড়াইয়া মুখে বহুছিদ্র-বিশিষ্ট একখানি সরা ঢাকা দিয়া সন্ধিতে প্রলেপ দিবে। এই সরার উপর পূর্ব্বোক্ত পুটলি দুইটী স্থাপিত করিবে। একটী উষ্ণ হইতে থাকিবে, অপরটীর দ্বারা স্বেদ দিবে, এইরূপ বারংবার করিবে।

রুক্ষস্বেদো বিধাতব্যো বালুকাপুটকৈস্তথা॥

বালুকার পুটলি তপ্ত করিয়া রুক্ষ-স্বেদ দিলেও উপকার হয়।

গোজল পিষ্ট হিংস্রা কেমুক শিগ্রুভবং মূলম্।
নাকুযুতং পরিলেপাৎ সামঃ সমীরণঃ কুত্র॥

(এষাং সমভাগং গোমূত্রেণ পিষ্ট্বা বেদনাস্থানে প্রলেপো দাতব্যঃ।)

কণ্টকারী, কেঁউ ও সজিনার মূল এবং উইমৃত্তিকা একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে আমবাত নিবারণ হয়।

শতপুষ্পা বচা শিগ্রু শ্বদংষ্ট্রা বরুণত্বচঃ।
সহদেবা চ বর্ষাভূঃ শটী চ সহ ভাদলী॥
সতর্কারীফলং হিঙ্গু শুক্ত কাঞ্জিক পেষিতম্॥
আমবাতহরং শ্রেষ্ঠং সুখোষ্ণং লেপনং হিতম্।

শুলফা, বচ, সজিনাছাল, গোক্ষুর, বরুণছাল, বেড়েলা, পুনর্নবা, শটী, গন্ধভাদুলিয়া, জয়ন্তীফল ও হিঙ্গু এই সমুদায় সমানভাগে শুক্ত ও কাঁজিতে পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া শোথ-স্থানে প্রলেপ দিবে। ইহাতে আমবাত নিবারণ হয়।

রাস্নাদিদশমূলম্।

দশমূলামৃতৈরণ্ড রাস্না নাগর দারুভিঃ।
ক্বাথো রুবুকতৈলেন সামং হন্ত্যনিলং গুরুম্।

দশমূল, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুঁঠ ও দেবদারু মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। এরণ্ডতৈলের সহিত এই ক্বাথ পান করিলে আমবাত উপশমিত হয়।

রাস্নাসপ্তকম্।

রাস্নামৃতারগ্বধ দেবদারু-
ত্রিকণ্টকৈরণ্ড পুনর্নবানাম্।
কাথং পিবেন্নাগরচূর্ণমিশ্রং
জঙ্ঘোরুপার্শ্বত্রিকপৃষ্ঠশূলী॥

রাস্না, গুলঞ্চ, সোঁদালফল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্নবা মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া, প্রক্ষেপ শুঁঠচূর্ণ ।০ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে জঙ্ঘা, উরু, পার্শ্ব, ত্রিক ও পৃষ্ঠের বেদনা নিবারণ হয়।

রাস্নাপঞ্চকম্।

রাস্না গুড়ূচীমেরণ্ডং দেবদারু মহৌষধম্।
পিবেৎ সার্ব্বাঙ্গিকে বাতে সামে সন্ধ্যস্থিমজ্জগে॥

রাস্না, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, দেবদারু ও শুঁঠ মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। সন্ধিগত, অস্থিগত, মজ্জাশ্রিত ও সার্ব্বাঙ্গিক আমবাতে এই ক্বাথ সেবনীয়।

(রাস্নাপঞ্চকে রাস্নাসপ্তকে চ উষ্ণে ভেদার্থমেরণ্ডতৈলং প্রক্ষিপন্তি বৃদ্ধাঃ।)

বৃদ্ধ বৈদ্যগণ বিরেচনের নিমিত্ত রাস্নাপঞ্চক ও রাস্নাসপ্তকের উষ্ণ ক্বাথে এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইয়া থাকেন।

আমবাতহরা যোগাঃ।

দশমূলীকষায়েণ পিবেদ্ বা নাগরাম্ভসা।
কুক্ষিবস্তিকটীশূলে তৈলমেরণ্ডসম্ভবম্॥

দশমূল বা শুণ্ঠীর ক্বাথের সহিত এরণ্ডতৈল সেবন করিলে কুক্ষিশূল ও বস্তিশূল ও কটীশূল নিবারণ হয়।

আমবাতগজেন্দ্রস্য শরীরবনচারিণঃ।
এক এব নিহন্তাসাবেরণ্ডস্নেহকেশরী॥

এরণ্ডতৈল আমবাতের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এরণ্ডতৈলযুক্তাংহরীতকীংভক্ষয়েন্নরো বিধিবৎ।
আমানিলার্ত্তিযুক্তো গৃধ্রসীবৃদ্ধ্যর্দ্দিতী নিত্যম্॥

আমবাত, গৃধ্রসী, বৃদ্ধি ও অর্দ্দিত রোগে এরণ্ডতৈলের সহিত হরীতকী ভক্ষণ করিলে উপকার হয়।

ভৃষ্টাত্মাং কটুতৈলেনেহন্নৈঃ সহারগ্বধপল্লবম্।
কিংবাম্লকাঞ্জিকে পক্কা খাদেদামানিলাপহম্॥

সোঁদালপত্র সর্ষপতৈলে ভাজিয়া অন্নের সহিত ভোজন করিলে কিংবা অম্ল কাঁজিতে পাক করিয়া খাইলে আমবাত শান্তি হয়।

শাণং নাগরচূর্ণস্য কাঞ্জিকেন পিবেৎ সদা।
আমবাতপ্রশমনং কফবাতহরং পরম্॥

শুঁঠচূর্ণ অর্দ্ধতোলা, কাঁজির সহিত প্রত্যহ খাইলে আমবাত ও বাতশ্লেষ্মা নষ্ট হয়।

ত্রিবৃৎ সৈন্ধবশুণ্ঠীনামারনালেন চূর্ণিতম্।
পীত্বা বিরিচ্যতে জন্তুরামবাতহরং পরম্॥

তেউড়ীচূর্ণ ১২ মাষা, সৈন্ধবলবণ ২ মাষা, শুণ্ঠীচূর্ণ ২ মাষা এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া কাঁজির সহিত খাইলে বিরেচন হইয়া আমবাত রোগ প্রশমিত হয়।

সপ্তাহং ত্রিবৃতশ্চূর্ণং ত্রিবৃৎক্বাথেন ভাবিতম্।
কাঞ্জিকেন তু তৎ পীতং রেচয়েদামবাতিনম্॥

তেউড়ীমূলচূর্ণ তেউড়ীর ক্বাথে ভাবনা দিয়া কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিরেচন হইয়া আমবাত প্রশমিত হয়।

শুষ্কমূলকযূষংবা যূষংবা পাঞ্চমৌলিকম্।
সৌবীরং কাঞ্জিকং বাপি শুণ্ঠীচূর্ণাবচূর্ণিতম্॥

শুষ্কমূলার বা বৃহৎ পঞ্চমূলের সহিত সিদ্ধ মুদ্গযূষ, শুঁঠচূর্ণসংযুক্ত সৌবীর ও কাঁজি, আমবাতে হিতকর।

অহিংস্রা কেমুকং মূলং শিগ্রুর্বল্মীকমৃত্তিকা।
মূত্রেণৈতানি সংপিষ্য চোপনাহায় কল্পয়েৎ॥

কুলেখাড়া, কেঁউমূল, সজিনাছাল ও উইমৃত্তিকা এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে আমবাতের উপশম হয়।

চিত্রকং কটুকা পাঠা কলিঙ্গাতিবিষামৃতাঃ।
দেবদারুবচামুস্তনাগরাতিবিষাভয়াঃ॥
পিবেদুষ্ণাম্বুনা নিত্যমামবাতস্য ভেষজম্॥

চিতামূল, কটুকী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, আতইচ ও গুলঞ্চ অথবা দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ, আতইচ ও হরীতকী ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত নিত্য সেবন করিলে আমবাত প্রশমিত হয়।

শটীবিশ্বৌষধিকল্কং বর্ষাভূক্বাথসংযুতম্।
সপ্তরাত্রং পিবেজ্জন্তুরামবাতবিনাশনম্॥

পুনর্নবার ক্বাথে শটী ও শুঁঠের কল্ক প্রক্ষেপ দিয়া সপ্তাহকাল সেবন করিলে আমবাত বিনষ্ট হয়।

কর্ষং নাগরচূর্ণস্য কাঞ্জিকেন পিবেৎ সদা।
আমবাতপ্রশমনং কফবাতহরং পরম্॥

শুঁঠচূর্ণ ২ তোলা কাঞ্জিকের সহিত প্রতিদিন সেবন করিলে আমবাত ও কফবাত বিনষ্ট হয়। অধুনা মাত্রা ।৹ অর্দ্ধ তোলা।

শুণ্ঠীগোক্ষুরকক্বাথঃ প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবিতঃ।
সামবাতে কটীশূলে পাচনো রুক্প্রণাশনঃ॥

শুঁঠ ১ ভাগ, গোক্ষুর ২ ভাগ যথাবিধি ক্বাথ করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে আমবাত ও কটীশূল নিবারিত হয়। এই ক্বাথ দোষের পাচক ও বেদনানিবারক।

আমবাতে কণাযুক্তং দশমূলীজলং পিবেৎ।
খাদেদ্বাপ্যভয়াবিশ্বং গুড়ূচীং নাগরেণ বা॥

আমবাতে দশমূলীর ক্বাথে পিঁপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে, কিংবা হরীতকীচূর্ণ ২ মাষা ও শুঁঠচূর্ণ ২ মাষা অথবা গুলঞ্চ ও শুঁঠচূর্ণ একত্র সেবন করিবে। অনুপান উষ্ণ জল।

অমৃতানাগরগোক্ষুরমুণ্ডিতিকা-
বরুণকৈঃ কৃতচূর্ণম্।
মস্তারনাল পীতমামানিলনাশনং খ্যাতম্॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ, গোক্ষুর, মুণ্ডিরী ও বরুণবৃক্ষের মূল এই সকলের চূর্ণ দধির মাত কিংবা কাঁজির সহিত সেবন করিলে আমবাত প্রশমিত হয়।

বৈশ্বানরচূর্ণম্।

মানিমন্থস্য ভাগৌ দ্বৌ যমান্যা স্বয়মেব হি।
ভাগাস্ত্রয়োঽজমোদায়া নাগরাদ্ ভাগপঞ্চকম্॥

দশ দ্বৌ চ হরীতক্যাঃ শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতাঃ শুভাঃ।
মস্তুকাঞ্জিকতক্রেণ সর্পিষোষ্ণোদকেন বা ॥
পীতং জয়ত্যামবাতং গুল্মং হৃদ্বস্তিজান্ গদান্।
প্লীহানং গ্রন্থি শূলাদীনর্শাংস্যানাহমেব চ॥
বিবন্ধং বাতজান্ রোগাংস্তথৈব হস্তপাদজান্।
বাতানুলোমনমিদং চূর্ণং বৈশ্বানরং স্মৃতম্॥

সৈন্ধবলবণ ২ ভাগ, যমানী ২ ভাগ, বনযমানী ৩ ভাগ, শুঁঠ ৫ ভাগ, হরীতকী ১২ ভাগ এই সমুদায় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত ও মর্দ্দিত করিয়া লইবে। অনুপান দধির মাত, কাঁজি, তক্র, ঘৃত বা উষ্ণ জল। এই ঔষধ সেবন করিলে আমবাত ও গুল্ম প্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হয়। ইহা বায়ুর অনুলোমক।

অজমোদাদিবটকঃ।

অজমোদামরিচপিপ্পলীবিড়ঙ্গ-
সুরদারুচিত্রকশতাহ্বাঃ।
সৈন্ধব পিপ্পলীমূলং ভাগা
নবকস্য পলিকাঃ স্যুঃ॥
শুণ্ঠীদশপলিকা স্যাৎ
পলানি তাবন্তি বৃদ্ধদারস্য।
পথ্যাপঞ্চপলানি চ সর্ব্বাণ্যেকত্র সংচূর্ণ্য॥
সমগুড় বটকানদতশ্চূর্ণং
বাপ্যুষ্ণবারিণা পিবতঃ।
নশ্যন্ত্যামবাতজনিতাঃ সর্ব্বে রোগাঃ সুকষ্টাশ্চ॥
বিসূচিকা প্রতিতূণী হৃদ্রোগা গৃধ্রসী চোগ্রা।
কটিবস্তি গুদস্ফুটনং চৈবাস্থিজঙ্ঘয়োস্তীব্রম্॥
শ্বয়থুস্তথাঙ্গসন্ধিষু যে চান্যেঽপ্যামবাতসম্ভূতাঃ।
সর্ব্বে প্রয়ান্তি নাশং তম ইব সূর্য্যাংশুবিধ্বস্তম্॥

(অজমোদাদিবটকে সর্ব্বচূর্ণসমো গুড়ঃ কিঞ্চিদুদকং দত্ত্বা বহ্নৌ গুড়ং দ্রবীকৃত্য তত্র চূর্ণং প্রক্ষিপ্য বটকাঃ কার্য্যাঃ চূর্ণং বেতি গুড়ং বিহায় কেবলমুষ্ণোদকাদিভিঃ পেয়মিতি ভাষ্যং।)

বনযমানী, মরিচ, পিঁপুল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, শুল্‌ফা, সৈন্ধব ও পিঁপুলমূল এই নয় দ্রব্যের প্রত্যেকের ১ পল, শুঁঠ ১০ পল, বিদ্ধড়কবীজ ১০ পল, হরীতকী ৫ পল এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া সর্ব্বসমান গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া বটক প্রস্তুত করিবে। প্রথমে গুড়ের সহিত কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া অগ্নি সন্তাপে দ্রবীভূত করিয়া চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া বটক প্রস্তুত করিতে হয়, গুড় সহযোগ ব্যতিরেকে শুদ্ধ চূর্ণ সমুদায় উষ্ণ জলের সহিত অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে সেবন করিলেও উপকার হয়। ইহাতে আমবাত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

আমবাতগজসিংহো মোদকঃ।

শুণ্ঠীচূর্ণস্য প্রস্থৈকং যমান্যাশ্চ পলাষ্টকম্।
জীরকস্য পলদ্বন্দ্বং ধন্যাকস্য পলদ্বয়ম্॥
পলৈকং শতপুষ্পায়া লবঙ্গস্য পলং তথা।
টঙ্গনস্য পলং গ্রাহ্যং মরিচস্য পলং ভবেৎ॥
ত্রিবৃতা ত্রিফলা ক্ষার পিপ্পলীনাং পলং পলম্।
এতেষাং সর্ব্বচূর্ণানাং গুড়ং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্॥
ঘৃতেন গুড়কীকৃত্য মোদকো মধুনা কৃতঃ।
শতৈলাতেজপত্রাণাং কর্ষং দদ্যাদ্ গুড়ত্বচঃ॥
চতুর্ভিরধিবাসোঽস্য তোলৈকং খাদয়েদ্ বুধঃ।
শরীরং বীক্ষ্য মাত্রাস্য যুক্ত্যা বা ক্রটিবর্দ্ধনম॥
আমবাতপ্রশমনঃ কটীগ্রহবিনাশনঃ।
শূলঘ্নো রক্তপিত্তঘ্নশ্চাম্লপিত্তবিনাশনঃ॥
শ্রীমতা চন্দ্রনাথেন গুরুণা ভাষিতো ময়ি।

শ্রীমদ্গাহননাথোঽসৌ কৃতবান্ মোদকং শুভম্॥
গর্জন্নামগজেন্দ্রোঽয়মজীর্ণবনমাগতঃ।
যথা সিংহো বনে হস্তি দস্তিনং বলিনং শুভম্।
তথামবাতকরিণং নিহন্ত্যেব ন সংশয়ঃ।
(শট্যাদীনাং চতুর্ণাং প্রত্যেকং ১কর্ষঃ। সুগমমন্যৎ)

শুঁঠচূর্ণ ২ সের, যমানী ১ সের, জীরা ২ পল, ধনিয়া ২ পল, শুল্ফা ১ পল, লবঙ্গ ১ পল, সোহাগা ১ পল, মরিচ ১ পল, তেউড়ী, ত্রিফলা, যবক্ষার ও পিঁপুল ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল, চূর্ণসমষ্টির চতুর্গুণ চিনি। ঘৃত ও মধু সংযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে। শটী, এলাইচ, তেজপত্র ও গুড়ত্বক্ ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা করিয়া লইয়া অধিবাসন কর্ত্তব্য। বলাদি বিবেচনা করিয়া মাত্রা (২ মাষা হইতে ৪ মাষা) ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে আমবাত বিনষ্ট হয়।

রসোনপিণ্ডঃ।

রসোনস্য পলশতং তিলস্য কুড়বং তথা।
হিঙ্গু ত্রিকটুকং ক্ষারৌ দ্বৌ পঞ্চ লবণানি চ॥
শতপুষ্পা তথা কুষ্ঠং পিপ্পলীমূল চিত্রকৌ।
অজমোদা যমানী চ ধন্যাকঞ্চাপি বুদ্ধিমান্॥
প্রত্যেকন্তু পলৈকেষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
ঘৃতভাণ্ডে দৃঢ়ে চৈতৎ স্থাপয়েদ্ দিনষোড়শ॥
প্রক্ষিপ্য তৈলমানঞ্চ প্রস্থার্দ্ধং কাঞ্জিকস্য চ।
খাদেৎ কর্ষপ্রমাণন্তু তোয়ং মদ্যং পিবেদনু॥
আমবাতে তথা বাতে সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশ্রয়ে।
অপস্মারেঽনলে মন্দে কাস শ্বাস গরেষু চ।
উন্মাদে বাতভগ্নে চ শূলে জন্তোঃ প্রশস্যতে॥

রসুন ১২৷৷০ সের, নিস্তুষ তিল অর্দ্ধ সের, হিঙ্গু, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, শুল্ফা, কুড়, পিঁপুলমূল, চিতামূল, বনযমানী, যমানী ও ধনিয়া ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল। এই সমুদায় চূর্ণ কোন ঘৃতপাত্রে রাখিয়া তাহাতে তিলতৈল ১ সের ও কাঁজি ১ সের প্রক্ষিপ্ত করিয়া ১৬ দিন ধান্য-রাশির মধ্যে রাখিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। অনুপান জল বা মদ্য। ইহাতে আমবাতাদি নানারোগ নষ্ট হয়।

মহারসোনপিণ্ডঃ।

রসোনস্য পলশতং তদর্দ্ধং নিস্তুষাত্তিলাৎ।
পাত্রং গব্যস্য তক্রস্য পিষ্ট্বা চৈতানি সংক্ষিপেৎ॥
ত্রিকটু ধান্যকং চব্যং চিত্রকং গজপিপ্পলী।
অজমোদা ত্বগেলা চ গ্রন্থিকঞ্চ পলাংশকম্॥
শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ পলাংশং মরিচস্য চ।
কুষ্ঠাজাজ্যোশ্চ চত্বারি মধুনঃ কুড়বং তথা॥
আর্দ্রকস্য চ চত্বারি সর্পিষোঽষ্টৌ পলানি চ।
তিলতৈলস্য তাবন্তি শুক্তকস্যাপি বিংশতিঃ॥
সিদ্ধার্থকস্য চত্বারি রাজিকায়াস্তথৈব চ।
কর্ষপ্রমাণং দাতব্যং হিঙ্গু লবণপঞ্চকম্॥
একীকৃত্য দৃঢ়ে কুম্ভে ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ।
দ্বাদশাহাৎ সমুদ্ধৃত্য প্রাতঃ খাদ্যং যথাবলম্॥
সুরাং সৌবীরকং সীধুং ক্ষীরঞ্চানু পিবেন্নরঃ।
জীর্ণে যথেপ্সিতং ভোজ্যং দধিপিষ্টান্নবর্জ্জিতম্॥
একমাসপ্রয়োগেণ
সর্ব্বান্ ব্যাধীন্ ব্যপোহতি।
অশীতিং বাতজান্ রোগান্
চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্॥
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব
প্রমেহানপি বিংশতিম্।
অর্শাংসি ষট্প্রকারাণি গুল্মং পঞ্চবিধং তথা॥
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠমেকাদশবিধং ক্ষয়ম্।

শ্বয়থুং যোনিশূলঞ্চ সর্ব্বমাশু বিনাশয়েৎ ॥
ক্ষত সন্ধ্যস্থিভগ্নানাং সন্ধানকরণঃ পরঃ।
দৃষ্টের্ব্বলকরো হৃদ্য আয়ুষ্যো বলবৰ্দ্ধনঃ ॥
মহারসোনপিণ্ডোঽয়মামবাতকুলান্তকঃ ॥

(সর্ব্বমেকীকৃত্য চণ্ডাতপে শোষয়িত্বা স্নিগ্ধভাণ্ডে সংস্থাপ্য ধান্যরাশৌ দ্বাদশ দিনানি স্থাপ্যং। তত উদ্ধৃত্য আকৃষ্য খাদ্যং মাত্রা ২ মাষা সৌবীরাদ্যনুপানম্।)

রসোন ১০০ পল, তুষরহিত তিল ৫০ পল, গব্য তক্র ১৬ সের, ত্রিকটু, ধনিয়া, চঁই, চিতামূল, গজপিপ্পলী, বনযমানী, গুড়ত্বক্, এলাইচ ও পিঁপুলমূল, ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল, চিনি ৮ পল, মরিচ ১ পল, কুড় ৪ পল, কৃষ্ণজীরা ৪ পল, মধু ৪ পল, আদা ৪ পল, ঘৃত ৮ পল, তিলতৈল ৮ পল, কাঁজি ২০ পল, শ্বেতসর্ষপ ৪ পল, রাইসর্ষপ ৪ পল, হিঙ্গু ২ তোলা ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ২ তোলা এই সমুদায় একত্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক ও কুম্ভে স্থাপন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ১২ দিন অবস্থাপিত করিবে। প্রাতঃকালে ২ মাষা মাত্রায় সেবন করিবে। অনুপান সুরা, সৌবীর, সীধু বা দুগ্ধ। দধি ও পিষ্টক ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্য ভোজনীয়। এক মাস এই ঔষধ সেবন করিলে নানাপ্রকার বায়ুজ, পিত্তজ ও কফজ ব্যাধি নিবারিত হয়। ইহা আমবাতের মহৌষধ।

রসোনাদিকষায়ঃ।

রসোনবিশ্বনিগুণ্ডীকাথমামৰ্দ্দিতঃ পিবেৎ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদামবাতস্য ভেষজম্॥

রসুন, শুঁঠ ও নিশিন্দা ইহাদের ক্বাথ পান করিলে আমবাত নষ্ট হয়। আমবাতের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মহারাস্নাদিকাথঃ।

রাস্না বাতারিমূলঞ্চ বাসকঞ্চ দুরালভাম্।
শটী দারু বলা মুস্তং নাগরাতিবিষাভয়াঃ॥
শ্বদংষ্ট্রাব্যাধিঘাতশ্চ মিসিধান্যপুনর্নবাঃ।
অশ্বগন্ধামৃতাকৃষ্ণা বৃদ্ধদারশতাবরী॥
বচা সহচরশ্চৈব চবিকা বৃহতীদ্বয়ম্।
সমভাগান্বিতৈরেতৈ রাস্নাদ্বিগুণভাগিকৈঃ॥
কষায়ং পায়য়েৎ সিদ্ধমষ্টভাগাবশেষিতম্।
শুণ্ঠীচূর্ণসমাযুক্তমাভাদ্যেন যুতং তথা॥
অলম্বুষাদিসংযুক্তমজমোদাদিসংযুতম্।
যথাদোষং যথাব্যাধি প্রক্ষেপং কারয়েদ্ ভিষক্॥
সর্ব্বেষু বাতরোগেষু সন্ধিমজ্জগতেষু চ।
আনাহেষু চ সর্ব্বেষু সর্ব্বাঙ্গকম্পিতেষু চ॥
কুব্জকে বামনে চৈব পক্ষাঘাতে তথার্দ্দিতে।
জানুজঙ্ঘাস্থিপীড়াসু গৃধ্রস্যাং চ হনুগ্রহে॥
প্রশস্তং বাতরক্তে স্যাদূরুস্তম্ভে তথার্শসি।
বিশ্বচীগুল্মহৃদ্রোগবিসূচীক্রোষ্টুশীর্ষকে॥
অন্ত্রবৃদ্ধৌ শ্লীপদে চ যোনিশুক্রাময়ে তথা।
পুংসাং মেঢ্রগতে রোগে স্ত্রীণাং বন্ধ্যাময়ে তথা॥
যোষিতাং গর্ভদং মুখ্যং নাস্তি কিঞ্চিদতঃ পরম্।
সর্ব্বেষাং পাচনানান্ত শ্রেষ্ঠমেতদ্ধি পাচনম্।
মহারাস্নাদিকং নাম প্রজাপতিবিনির্ম্মিতম্॥

রাস্না, এরণ্ডমূল, বাসক, দুরালভা, শটী, দেবদারু, বেড়েলা, মুস্তক, শুণ্ঠী, আতইচ, হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দাল, মউরী, ধনে, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, পিপ্পলী, বৃদ্ধদারক, শতমূলী, বচ, ঝাঁটী, চঁই, বৃহতী ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকের সমভাগ; রাস্না ২ ভাগ,

এই ক্বাথ ৮ ভাগের ১ ভাগ থাকিতে নামাইয়া দোষ ও রোগ অনুসারে শুণ্ঠী-চূর্ণ, বাবলাদি চূর্ণ, অলম্বুষাদি চূর্ণ কিংবা অজমোদাদি চূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিবে। ইহা বিবেচনার সহিত প্রযুক্ত হইলে সন্ধি ও মজ্জাগত প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকার বাতরোগ, আনাহ, গাত্রকম্প, কুব্জতা, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, জানুবেদনা, অস্থিবেদনা, গৃধ্রসী, হনুগ্রহ, বাতরক্ত, উরুস্তম্ভ, অর্শঃ, বিশ্বচী, গুল্ম, হৃদ্রোগ, যোনিব্যাপৎ, শুক্রদোষ, মেঢ্রগতদোষ ও স্ত্রীগণের বন্ধ্যাদোষ প্রভৃতি বহুবিধ রোগের ইহা অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। ইহা স্ত্রীলোকদের গর্ভসঞ্চারক। এরূপ উত্তম ঔষধ অদ্যাপিও আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রজাপতি ইহার প্রকাশক।

শতপুষ্পাদ্যং চূর্ণম্।

শতপুষ্পা বিড়ঙ্গশ্চ সৈন্ধবং মরিচং সমম্।
চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পীতমগ্নিসন্দীপনং পরম্॥

শুল্ফা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে আমবাত নষ্ট হয়।

হিঙ্গ্বাদ্যং চূর্ণম্।

হিঙ্গুচব্যং বিড়ং শুণ্ঠীকৃষ্ণাজাজী সপৌষ্করম্।
ভাগোত্তরমিদং চূর্ণং পীতং বাতামজিদ্ভবেৎ॥

হিঙ্গু ১ ভাগ, চৈই ২ ভাগ, বিট্-লবণ ৩ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, পিঁপুল ৫ ভাগ, জীরা ৬ ভাগ ও পুষ্করমূল ৭ ভাগ এই চূর্ণ সেবনে আমবাত নষ্ট হয়।

অলম্বুষাদ্যং চূর্ণম্।

অলম্বুষাং গোক্ষুরকং গুড়ূচীং বৃদ্ধদারকম্।
পিপ্পলীং ত্রিবৃতাং মুস্তং বরুণং সপুনর্নবম্॥
ত্রিফলা নাগরঞ্চৈব শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
মস্তারনালতক্রেণ পয়োমাংসরসেন বা॥
আমবাতং নিহন্ত্যাশু শ্বয়থুং সন্ধিসংস্থিতম্।
প্লীহগুল্মোদরানাহদুর্নামানি বিনাশয়েৎ॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলং তথা।
বাতরোগান্ জয়ত্যেষ সন্ধিমজ্জগতানপি॥

মুণ্ডিরী, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, বৃদ্ধদারক-বীজ, পিপ্পলী, তেউড়ী, মুতা, বরুণমূল, পুনর্নবা, ত্রিফলা ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ দধির মাত, কাঁজি, তক্র, দুগ্ধ বা মাংস-যূষের সহিত পান করিলে আমবাত, সন্ধিজাত শোথ, অর্শঃ ও সন্ধিমজ্জাগত বাতরোগ নিবারিত হয়। ইহা বলকর, অগ্নির দীপক ও তেজোবর্দ্ধক।

পথ্যাদ্যং চূর্ণম্।

পথ্যাবিশ্বযমানিভিস্তুল্যাভিশ্চূর্ণিতং পিবেৎ।
তক্রেণোষ্ণোদকেনাপি কাঞ্জিকেনাথবা পুনঃ॥
আমবাতং নিহন্ত্যাশু শোথং মন্দাগ্নিতামপি।
পীনসং কাসহৃদ্রোগং স্বরভেদমরোচকম্॥

হরীতকী, শুঁঠ ও যমানী এই সকল চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করতঃ (॥০ তোলা মাত্রায়) তক্র, উষ্ণ জল অথবা কাঁজির সহিত সেবন করিলে আমবাত, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি রোগ সকল নিবারিত হয়।

পুনর্নবাদি চূর্ণম্ ।

পুনর্নবামৃতা শুণ্ঠী শতাহ্বা বৃদ্ধদারকম্ ।
শটী মুণ্ডিতিকাচূর্ণমারনালেন পায়য়েৎ ॥
আমাশয়োত্থবাতঘ্নং চূর্ণং পেয়ং সুখাম্বুনা ।
আমবাতং নিহন্ত্যাশু গৃধ্রসীমুদ্ধতামপি ॥

পুনর্নবা, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও শুল্‌ফা, বৃদ্ধদারক, শটী ও মুণ্ডিরী ইহাদের চূর্ণ কাঁজির সহিত পান করিলে আমবাত ও উদ্ধত গৃধ্রসী রোগ নিবারিত হয় ।

শিবাগুগ্‌গুলুঃ ।

শিবাবিভীতামলকীফলানাং
প্রত্যেকশো মুষ্টিচতুষ্টয়ঞ্চ ।
তোয়াঢকে তং কথিতং বিধায়
পাদাবশেষে স্রবতারণীয়ম্ ॥
এরণ্ডতৈলং দ্বিপলং নিধায়
পিচুত্রয়ং গন্ধকনামকস্য ।
পচেৎ পুরস্যাত্র পলদ্বয়ঞ্চ
পাকাবশেষে চ বিচূর্ণ্য দদ্যাৎ ॥
রাস্নাবিড়ঙ্গং মরিচং কণা চ
দন্তীজটা নাগর দেবদারু ।
প্রত্যেকশঃ কোলমিতং তথৈষাং
বিচূর্ণ্য নিক্ষিপ্য নিযোজয়েচ্চ ।
আমবাতে কটীশূলে গৃধ্রসীক্রোষ্টুশীর্ষকে ।
নচাস্ত্যদস্তি ভৈষজ্যং যথায়ং গুগ্‌গুলুঃ স্মৃতঃ ॥

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, প্রত্যেক দ্রব্য ৩২ তোলা করিয়া একত্রিত করতঃ ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, একপাদ অর্থাৎ ৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এরণ্ডতৈল ১৬ তোলা, গন্ধক ৬ তোলা দিয়া পাক করিবে। পাকাবসানে গুগ্‌গুল ১৬ তোলা চূর্ণ করিয়া দিবে এবং রাস্না, বিড়ঙ্গ, মরিচ, পিপ্পলী, দন্তী, জটামাংসী, শুণ্ঠী ও দেবদারু প্রত্যেক বস্তু ১ তোলা করিয়া চূর্ণ করতঃ প্রদান করিবে। ইহা সেবনে আমবাত, কটীশূল, গৃধ্রসী ও ক্রোষ্টুশীর্ষক প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ।

বাতারিগুগ্‌গুলুঃ ।

বাতারিতৈলসংযুক্তং গন্ধকং পুরসংযুতম্ ।
ফলত্রয়যুতং কৃত্বা পেষয়িত্বা চিরং রুজী ॥
ভক্ষয়েৎ প্রত্যহং প্রাতরুষ্ণতোয়ানুপানতঃ ।
দিনে দিনে প্রয়োক্তব্যং মাসমেকং নিরন্তরম্ ॥
সামবাতং কটীশূলং গৃধ্রসীং খঞ্জ পঙ্গুতাম্ ।
বাতরক্তং সশোথঞ্চ সদাহং ক্রোষ্টুশীর্ষকম্ ॥
শময়েদ্ বহুশো দৃষ্টমপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতম্ ॥

এরণ্ডতৈল, গন্ধক, গুগ্‌গুল ও ত্রিফলা একত্রে পেষণ করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় একমাস ক্রমাগত প্রাতঃকালে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে আমবাত, কটীশূল, গৃধ্রসী, খঞ্জতা ও পঙ্গুতা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয় ।

যোগরাজগুগ্‌গুলুঃ ।

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং যমানী কারবী তথা ।
বিড়ঙ্গান্যজমোদা চ জীরকং সুরদারু চ ॥
চব্যৈলা সৈন্ধবং কুষ্ঠং রাস্না গোক্ষুর ধান্যকম্ ।
ত্রিফলা মুস্তকং ব্যোষং ত্বগুশীরং যবাগ্রজম্ ॥
তালীশপত্রং পত্রঞ্চ শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েৎ ।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রন্তু গুগ্‌গুলুম্ ॥
সংমর্দ্দ্য সর্পিষা গাঢ়ং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ।
অতো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যথেষ্টাহারবানপি ॥

যোগরাজ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ।
আমবাতাদ্যবাতাদীন্ ক্রিমি দুষ্ট ব্রণানি চ॥
প্লীহা গুল্মোদরানাহ দুর্নামানি বিনাশয়েৎ।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলং তথা।
বাতরোগান্ জয়ত্যেষ সন্ধিমজ্জগতানপি॥

(আদৌ শুদ্ধগুগ্গুলুং ঘৃতেন পেষয়িত্বা পশ্চাৎ সমেন সর্ব্বচূর্ণেন সহ ঘৃতেন পিষ্টয়িত্বা স্নিগ্ধভাণ্ডে স্থাপয়েৎ ততোঽষ্টৌ মাষকানুষ্ণোদকেন ভক্ষয়েৎ।)

চিতামূল, পিঁপুলমূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, জীরা, দেবদারু, চৈ, এলাইচ, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনিয়া, ত্রিফলা, মুতা, ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, বেণার মূল, যবক্ষার, তালীশপত্র ও তেজপত্র এই সমুদায় সমানভাগে চূর্ণ করিবে। চূর্ণসমষ্টির সমান গুগ্গুল। অগ্রে গুগ্গুল ঘৃতে মাড়িয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত চূর্ণ সমুদায় সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ঘৃতে মাড়িয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। ইহা উষ্ণোদক বা উষ্ণ দুগ্ধ সহ সেবনে আমবাত, উরুস্তম্ভ, ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, প্লীহা ও অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়।

বৃহদ্যোগরাজগুগ্গুলুঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা পাঠা শতাহ্বা রজনীদ্বয়ম।
অজমোদা বচা হিঙ্গু হবুষা হস্তিপিপ্পলী॥
উপকুঞ্চী শটী ধান্যং বিড়ং সৌবর্চ্চলং তথা।
সৈন্ধবং পিপ্পলীমূলং ত্বগেলা পত্র কেশরম্॥
ফণিজ্ঝকঞ্চ লৌহঞ্চ সর্জকঞ্চ ত্রিকণ্টকম।
রাস্না চাতিবিষা শুণ্ঠী যবক্ষারাম্লবেতসম্॥
চিত্রকং পুষ্করং চব্যং বৃক্ষাম্লং দাড়িমং রুবু।
অশ্বগন্ধা ত্রিবৃদ্দন্তী বদরং দেবদারু চ॥
হরিদ্রা কটুকা মূর্ব্বা ত্রায়মাণা দুরালভা।
বিড়ঙ্গং মৃতবঙ্গঞ্চ যমানী বাসকাভ্রকম্॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েৎ।
শোধিতং গুগ্গুলুঞ্চৈব সর্ব্বচূর্ণসমং নয়েৎ॥
ঘৃতেন পিষ্টয়িত্বা চ স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
রসবাতেন যে ভগ্নাঃ কটিভগ্নাশ্চ যে জনাঃ॥
একাঙ্গং শুষ্যতে যেষাং কুষ্ঠং বাপি ক্ষতোত্তরম্।
পাদৌ বিস্তারিতৌ যেষাং যেষাং বা গৃধ্রসীগ্রহঃ॥
সন্ধিবাতং ক্রোষ্টুশীর্ষং বাতং সর্ব্বশরীরগম্।
অশীতিং বাতজান্ রোগাং-
শ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্॥
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব হন্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ।
অয়ং বৃহদ্যোগরাজগুগ্গুলুঃ সর্ব্ববাতহা।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, আকনাদি, শুল্ফা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বনযমানী, হিঙ্গু, হবুষ, গজপিপ্পলী, ছোটএলাইচ, শটী, ধনিয়া, বিট্‌লবণ, সচললবণ, সৈন্ধব, পিঁপুলমূল, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, সমুদ্রফেন, লৌহ, ধূনা, গোক্ষুর, রাস্না, আতইচ, যবক্ষার, অম্লবেতস, চিতামূল, কুড়, চৈ, মহাদা, দাড়িম, এরণ্ডমূল, অশ্বগন্ধা, তেউড়ী, দন্তীমূল, কুলশুঁঠ, দেবদারু, হরিদ্রা, কট্‌কী, মূর্ব্বা, বলাডুমুর, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, বঙ্গভস্ম, যমানী, বাসকছাল ও অভ্র প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। চূর্ণসমষ্টির সমান গুগ্গুল। ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহাতে নানাপ্রকার বাতরোগ নষ্ট হয়।

সিংহনাদো গুগ্গুলুঃ।

পিষ্টিতাং গুগ্গুলোর্মানীং কটুতৈলং পলাষ্টকম্।
প্রত্যেকং ত্রিফলা প্রস্থো সার্দ্ধদ্রোণেজলেপচেৎ॥

পাদশেষঞ্চ পূতঞ্চ পুনরেতদ্ বিমিশ্রয়েৎ।
ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্ত বিড়ঙ্গামরকানিকম্।
গুড়ূচ্যগ্নিত্রিবৃদ্দন্তী চবী শূরণ মাণকম্।
পারদং গন্ধকঞ্চৈব প্রত্যেকং শুক্তিসম্মিতম্।
সহস্রং কানককলং সিদ্ধে সংচূর্ণ্য নিক্ষিপেৎ।
ততো মাষদ্বয়ং জগ্ধ্বা পিবেত্তপ্তজলাদিকম্॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বড়বানলসন্নিভম্।
ধাতুবৃদ্ধিং বয়ো বৃদ্ধিং বলং সুবিপুলং তথা।
আমবাতং শিরোবাতং সন্ধিবাতং সুদারুণম্।
জানুজঙ্ঘাশ্রিতং বাতং সকটীগ্রহমেব চ।
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ ভগ্নঞ্চ তিমিরোদরে।
অম্লপিত্তং তথা কুষ্ঠং প্রমেহং গুদনির্গমম্।
কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং ক্ষয়ঞ্চ বিষমজ্বরম্।
প্লীহানং শ্লীপদং গুল্মং পাণ্ডুরোগং সকামলম্।
শোথান্ত্রবৃদ্ধি শূলা ন গুদজানি বিনাশয়েৎ।
মেদঃ কফামসংঘাতং ব্যাধিবারণদর্পহা।
সিংহনাদ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ।

(কটুতৈলেন গুগ্গুলুং পিষ্টয়িত্বা কাথজলেন সহ পক্ত্বা আসন্নপাকে প্রক্ষেপার্থং ত্রিকট্বাদীনাং চূর্ণং চতুস্তোলকং, শোধিতজয়পালবীজানি ১০০০, রসগন্ধকৌ কজ্জলীকৃত্য শীতীভূতে দাতব্যৌ। ইতি বৃদ্ধাঃ।)

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেক ৪ সের, কটুতৈল মর্দ্দিত শ্লথ পোট্টলিবদ্ধ গুগ্গুল ১ সের, পাকার্থ জল ৯৬ সের, শেষ ২৪ সের। এই কাথ জলের সহিত পোট্টলিস্থ গুগ্গুল গুলিয়া পাক করিবে। আসন্নপাকে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, বিছাটীমূল, গুলঞ্চ, চিতামূল, তেউড়ী, দন্তী, চঁই, ওল, মাণ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ৪ তোলা ও জয়পালবীজ ১০০০টা উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ নিক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়িত করিয়া লইবে। মাত্রা ⁄০ আনা হইতে ৵০ আনা পর্য্যন্ত। অনুপান উষ্ণ জল বা উষ্ণ দুগ্ধ। ইহাতে অতিশয় অগ্নির দীপ্তি, ধাতুপুষ্টি, কোষ্ঠশুদ্ধি ও বলবৃদ্ধি এবং আমবাত প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তঃ সিংহনাদগুগ্গুলুঃ।

পলত্রয়ং কষায়স্য ত্রিফলায়াঃ সুচূর্ণিতম্।
সৌগন্ধিকং পলঞ্চৈকং কৌশিকস্য পলং তথা।
কুড়বং চিত্রতৈলস্য সর্ব্বমাদায় যত্নতঃ।
পাচয়েৎ পাকবিধিজ্ঞঃ পাত্রে লৌহময়ে দৃঢ়ে।
শ্বাসং সুদুর্জয়ং হন্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা।
কুষ্ঠানি বাতরক্তঞ্চ গুল্ম শূলোদরাণি চ।
আমবাতং জয়েদেতদপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতম্।
এতদভ্যাসযোগেন বলীপলীতনাশনম্।
সিংহনাদ ইতি খ্যাতো বাতবারণকেশরী।
বহ্নিবৃদ্ধিকরঃ পুংসাং ভাষিতো দণ্ডপাণিনা।

(ত্রিফলায়াঃপ্রত্যেকং পলত্রয়ং কষায়স্য চূর্ণস্যাপি। সৌগন্ধিকং গন্ধকম্। চিত্রতৈলস্য এরণ্ডতৈলস্য।)

হরীতকী, বহেড়া ও আমলা প্রত্যেক ৩ পল, জল ৮ সের, শেষ ২ সের। হরীতকী, বহেড়া ও আমলা প্রত্যেক চূর্ণ ৩ পল, গন্ধক ১ পল, গুগ্গুল ১ পল, এরণ্ডতৈল ৮ পল। লৌহপাত্রে যথাবিধি পাক সম্পন্ন করিবে। মাত্রা ২ তোলা। ইহা সেবনে আমবাত ও গ্রন্থিবাত প্রভৃতি বিবিধ পীড়া সত্বর উপশমিত হয়।

শুণ্ঠীঘৃতম্। (নাগরঘৃতম্)

নাগরক্বাথকল্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
চতুর্গুণেন তেনাথ কেবলেনোদকেন বা॥
বাতশ্লেষ্মপ্রশমনমগ্নিসন্দীপনং পরম্।
নাগরং ঘৃতমিত্যুক্তং কট্যামশূলনাশনম্॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ কুট্টিত শুণ্ঠী ১ সের, শুণ্ঠীর ক্বাথ কিংবা কেবল জল ১৬ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে কটীশূল ও আমবাত প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। ইহা অগ্নিবৰ্দ্ধক।

শৃঙ্গবেরাদ্যং ঘৃতম্।

শৃঙ্গবেরযবক্ষারপিপ্পলীমূলপিপ্পলীঃ।
পিষ্ট্বা বিপাচয়েৎ সর্পিরারনালং চতুর্গুণম্॥
শূলং বিবন্ধমানাহমামবাতং কটীগ্রহম্।
নাশয়েদ্ গ্রহণীদোষমগ্নিসন্দীপনং পরম্॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ শুঁঠ, যবক্ষার, পিঁপুলমূল, পিঁপুল, মিলিত ১ সের। কাঁজি ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত সেবন করিলে শূল, বিবন্ধ, আনাহ, আমবাত, কটীগ্রহ ও গ্রহণীদোষ নিরাকৃত হয়। ইহা অগ্নিসন্দীপক।

কাঞ্জিকষট্‌পলঘৃতম্।

হিঙ্গু ত্রিকটুকং চব্যং মাণিমন্থং তথৈব চ।
কল্কান্ কৃত্বা চ পলিকান্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
আরনালাঢ়কং দত্ত্বা তৎসর্পির্জ্জঠরাপহম্।
শূলং বিবন্ধমানাহমামবাতং কটীগ্রহম্।
নাশয়েদ্ গ্রহণীদোষং মন্দাগ্নের্দীপনং পরম্।
পুষ্ট্যর্থং পয়সা সাধ্যং দধ্না বিণ্মূত্রসংগ্রহে।
দীপনার্থং মস্তিমতা মস্তুনা চ প্রকীর্ত্তিতম্॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য হিঙ্গু, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, চৈ ও সৈন্ধব প্রত্যেক ২ পল পরিমিত। কাঁজি ১৬ সের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে জঠর, শূল ও আমবাত প্রভৃতি রোগ নষ্ট এবং অগ্নির দীপ্তি হয়। এই ঘৃতে কাঁজি না দিয়া চতুর্গুণ দুগ্ধদ্বারা পাক করিলে পুষ্টিকারক, চতুর্গুণ দধির সহিত পাক করিলে মলমূত্রের রুদ্ধতানাশক এবং দধির মাতের সহিত পাকে অগ্নিবৰ্দ্ধক হইয়া থাকে।

প্রসারণীতৈলম্।

প্রসারণ্যা রসৈঃ সিদ্ধং তৈলমেরণ্ডজং পিবেৎ।
সর্ব্বদোষহরঞ্চৈব কফরোগহরং পরম্॥

এরণ্ডতৈল ৪ সের, ১৬ সের গন্ধভাদুলের রসের সহিত পাক করিয়া যথাযথমাত্রায় পান করিলে উপকার হয়। বিশেষতঃ বাত ও শ্লৈষ্মিক রোগে ইহা অত্যন্ত হিতকারক।

দ্বিপঞ্চমূল্যাদ্যং তৈলম্।

দ্বিপঞ্চমূলীনির্যাসফলদধ্যম্লকাঞ্জিকৈঃ।
তৈলং কট্যূরুপার্শ্বার্ত্তিকফবাতাময়ান্ গ্রহান্॥
হন্তি বস্তিপ্রদানেন করোত্যগ্নিবলং মহৎ॥

দশমূলের ক্বাথ ও কল্ক এবং অম্লদধি ও কাঞ্জিকের সহিত পক্ক তৈলের বস্তি প্রয়োগ করিলে কটী, উরু ও পার্শ্বশূল এবং বাতশ্লৈষ্মিক বেদনা নিবারিত হয়। ইহা অগ্নিবৰ্দ্ধক ও বলকারক।

বিজয়ভৈরবতৈলং মহাবিজয়-ভৈরবতৈলঞ্চ।

রসগন্ধশিলাতালং সর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাংশকম্।
চূর্ণয়িত্বা ততঃ সূক্ষ্মমারনালেন পেষয়েৎ॥
তৈলকল্কেন সংলিপ্য সূক্ষ্মবস্ত্রং ততঃ পরম্।
তৈলাক্তাং কারয়েদ্বর্ত্তিমূর্দ্ধভাগে চ দীপয়েৎ।
বর্ত্ত্যধঃস্থাপিতে পাত্রে তৈলং পততি শোভনম্।
লেপয়েত্তেন গাত্রাণি ভক্ষণায় চ দাপয়েৎ॥
নাশয়েৎ স্মৃতবৈতলং তদ্ বাতরোগানশেষতঃ।
বাহুকম্পং শিরঃকম্পং জঙ্ঘাকম্পং ততঃ পরম্॥
ঐকাঙ্গঞ্চ তথা বাতং হন্তি লেপান্ন সংশয়ঃ।
ফণিফেনযুতঞ্চৈতন্মহদ্বিজয়ভৈরবম্॥

পারদ, গন্ধক, মনছাল ও হরিতাল প্রত্যেক ২ তোলা কাঁজিতে পেষণ করিয়া তদ্দারা সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিবে। পরে উহা শুষ্ক করিয়া বাতির ন্যায় পাকাইবে এবং এই বাতির অগ্রভাগে তৈল মাখাইবে। পরে বাতি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে অল্প অল্প তৈল ঢালিয়া দিবে, ঐ তৈল প্রজ্বলিত হইয়া নিম্নস্থাপিত পাত্রে বিন্দু বিন্দু পতিত হইবে, উল্লিখিত বর্ত্তিতে ১৬ তোলা মাত্রা তৈল প্রস্তুত হইবে। ইহার নাম বিজয়ভৈরবতৈল। ইহা গাত্রে মর্দ্দন করিলে প্রবল বেদনা, একাঙ্গবাত ও বাহুকম্প প্রভৃতি বিবিধ বাতরোগ প্রশমিত হয়। ইহা ৩।৪ বিন্দু মাত্রায় দুগ্ধের সহিত সেবন করিতেও দেওয়া যায়। এই তৈলের সহিত অহিফেন মিশাইলে মহাবিজয়ভৈরব তৈল হয়।

বস্তিবিধিঃ।

স্বল্পপ্রসারণীতৈলং তৈলং বা সৈন্ধবাদিকম্।
দশমূলাদ্যতৈলেন বস্তিদানং প্রশস্যতে॥

স্বল্পপ্রসারণী তৈল, সৈন্ধবাদিতৈল বা দশমূলাদ্য তৈলের বস্তি প্রদান, আমবাতে প্রশস্ত।

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবং শ্রেয়সী রাস্না শতপুষ্পা যমানিকা।
সর্জ্জিকা মরিচং কুষ্ঠং শুণ্ঠী সৌবর্চ্চলং বিড়ম্॥
বচাজমোদা মধুকং জীরকং পৌষ্করং কণা।
এতান্যর্দ্ধ পলাংশানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি কারয়েৎ॥
প্রস্থমেরণ্ডতৈলস্য প্রস্থাম্বু শতপুষ্পজম্।
কাঞ্জিকং দ্বিগুণং দত্ত্বা তথা মস্ত শনৈঃ পচেৎ॥
সিদ্ধমেতৎ প্রয়োক্তব্যমামবাতহরং পরম্।
পানাভ্যঞ্জনবস্তৌ চ কুরুতেঽগ্নিবলং ভৃশম্॥
বাতার্ত্তরক্ষণে শস্তং কটীজানূরুসন্ধিজে।
শূলে হৃৎপার্শ্ব পৃষ্ঠেষু কৃচ্ছ্রেঽশ্মরিনিপীড়িতে॥
বাহ্যায়ামার্দ্দিতানাহে অন্ত্রবৃদ্ধিনিপীড়িতে।
অন্যাংশ্চানিলজান্ রোগান্নাশয়ত্যাশুদেহিনাম্॥

এরণ্ডতৈল ৪ সের, শুল্‌ফার ক্বাথ ৪ সের, কাঁজি ৮ সের, দধির মাত ৮ সের। কল্কার্থ সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, রাস্না, শুল্‌ফা, যমানী, শ্বেতধূনা, মরিচ, কুড়, শুঁঠ, সচললবণ, বিট্‌লবণ, বচ, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কুড় ও পিঁপুল ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। ইহা পান ও অভ্যঙ্গ করিলে আমবাত প্রভৃতি নানা-রোগ নষ্ট হয়।

মহাসৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবং দেবকাষ্ঠঞ্চ বচা শুণ্ঠী চ কট্‌ফলম্।
শতাহ্বা মুস্তকং চব্যং মেদে মলহরং ত্রিবৃৎ॥
হিজ্জলস্য ত্বচং বালং চিত্রকং ব্রহ্মযষ্টিকা।
শটী বিড়ঙ্গ মধুকং রেণুকাতিবিষা রুবু॥
অশ্বত্থা নীলিনী দন্তীমূলং মরিচমেব চ।
অজমোদা পিপ্পলী চ কুষ্ঠং রাস্না চ গ্রন্থিকম্॥
এষাং কর্ষমিতৈঃ কল্কৈঃ শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য মূর্চ্ছিতস্য যথাবিধি॥
এতৎ তৈলবরং শ্রেষ্ঠমভ্যঙ্গাৎ সর্ব্ববাতনুৎ।
বিশেষেণামবাতেষু কটীজানূরুসন্ধিষু॥
হৃৎপার্শ্বে সর্ব্বগাত্রেষু শূলঞ্চৈব বিনাশয়েৎ।
বাতশ্লেষ্মণি বাহ্যায়ামন্ত্রবৃদ্ধৌ ভগন্দরে॥
শস্তং নাড়ীব্রণান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যথ দেহিনাম্।
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ রোগান্ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
সৈন্ধবাদ্যমিদং তৈলং সর্ব্বাময়নিসূদনম্॥

যথাবিধি মূর্চ্ছিত কটুতৈল ৪ সের। কল্কার্থ সৈন্ধব, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, কট্‌ফল, শুল্‌ফা, মুতা, চৈ, মেদ, মহামেদ, জয়পালছাল, তেউড়ীমূল, হিজলমূল, বালা, চিতামূল, বামনহাটী, শটী, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, রেণুক, আতইচ, এরণ্ডমূল, আকনাদি, নীলবৃক্ষমূল, দন্তীমূল, মরিচ, বনযমানী, পিঁপুল, কুড়, রাস্না, ও পিঁপুলমূল প্রত্যেক ২ তোলা। ঐ তৈল মর্দ্দনে সকল প্রকার বাতরোগ নষ্ট হয়। বিশেষতঃ আমবাতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

আমবাতারিবটী।

রসগন্ধক লৌহার্ক তুত্থ টঙ্কন সৈন্ধবান্।
সমভাগৈর্বিচূর্ণ্যাথ চূর্ণদ্বিগুণগুগ্‌গুলুঃ॥
গুগ্‌গুলোঃ পাদিকং দেয়ং ত্রিবৃতাচূর্ণমুত্তমম্।
তৎসমং চিত্রকঞ্চাথ ঘৃতেন বটিকাং কুরু॥
খাদেন্মাষদ্বয়ঞ্চেদং ত্রিফলাজলযোগতঃ।
আমবাতারি বটিকা পাচিকা ভেদিকা মতা॥
আমবাতং নিহন্ত্যাশু গুল্মশূলোদরাণি চ।
যকৃৎপ্লীহোদরাষ্ঠীলাং কামলাং পাণ্ডুরোগকম্॥
ত্বলীমকং চাম্লপিত্তং শ্বয়থুং শ্লীপদার্ব্বুদৌ।
গ্রন্থিশূলং শিরঃশূলং বাতরোগঞ্চ গৃধ্রসীম্॥
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং ক্রিমিং কুষ্ঠং জ্বরত্রয়ম্।
বিদ্রধিং গর্দ্দভানাহ মন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, তুঁতিয়া, সোহাগা ও সৈন্ধব প্রত্যেক সমান ভাগ। সর্ব্বদ্বিগুণ গুগ্‌গুল, গুগ্‌গুলের চতুর্থাংশ (।০ সিকি) তেউড়ীচূর্ণ, তেউড়ীচূর্ণের সমান চিতামূলচূর্ণ। সমুদায় ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ২ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ত্রিফলার জল। এই ঔষধ পাচক ও ভেদক। ইহা সেবন করিলে আমবাত, গুল্মশূল ও যকৃৎ প্লীহা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

আমবাতারিরসঃ।

রসগন্ধৌ বরা বহ্নিগুর্গ্‌গুলুঃ ক্রমবর্দ্ধিতঃ।
এতদেরণ্ডতৈলেন মর্দ্দয়েদতিচিক্কণম্॥
কর্ষোঽস্যৈরণ্ডতৈলেন হন্ত্যুষ্ণজলপায়িনঃ।
আমবাতমতীবোগ্রং দুগ্ধমৌদ্গাদিবর্জ্জনম্॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা ৩ ভাগ, চিতা ৪ ভাগ, গুগ্‌গুল ৫ ভাগ, এই সকল দ্রব্য এরণ্ডতৈলের সহিত অতি পরিষ্কাররূপে মর্দ্দন করিবে। পরে ২ রতি প্রমাণ এরণ্ডতৈলের সহিত সেবন করিয়া উষ্ণজল পান করিবে; তাহা হইলে অত্যুগ্র আমবাত বিনষ্ট

হইবে। এই ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধ ও মুগের ডাইল প্রভৃতি বর্জ্জন করিবে।

বৃদ্ধদারাদ্যং লৌহম্।

বৃদ্ধদারত্রিবৃদ্দন্তীগজপিপ্পলীমাণকৈঃ।
ত্রিকত্রয়সমাযুক্তৈরামবাতান্তকং স্ময়ঃ।
সর্ব্বানেব গদান্ হন্তি কেশরী করিণং যথা॥

বৃদ্ধদার, তেউড়ীমূল, দন্তী, গজপিপ্পলী, পুরাতন মানকচুর মূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু এবং ত্রিজাত (দারুচিনি, এলাইচ ও তেজপত্র) এই সকলের সমান লৌহ মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ আমবাতাদি রোগ সকল বিনষ্ট করে।

আমবাতেশ্বরো রসঃ।

(সর্ব্বতোভদ্ররসঃ।)

শুদ্ধ গন্ধ পলার্দ্ধঞ্চ মৃততাম্রঞ্চ তৎসমম্।
তাম্রার্দ্ধং পারদং দেয়ং রসতুল্যং মৃতায়সম্।
সর্ব্বং পঞ্চাঙ্গুলদলে ঢালয়েন্নিপুণঃ কৃতী।
সংচূর্ণ্য পঞ্চকোলস্য সর্ব্বং ক্বাথে বিমর্দ্দয়েৎ॥
রৌদ্রে বিংশতিবারাংশ্চ গুড়ূচীনাং রসৈর্দ্দশ।
ভৃষ্টটঙ্গনচূর্ণেন তুল্যেন সহ মেলয়েৎ॥
টঙ্গনার্দ্ধং বিড়ং দেয়ং মরিচং বিড়তুল্যকম্।
তিন্তিড়ীবীজচূর্ণন্তু সূততুল্যঞ্চ দন্তিকা॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব লবঙ্গং চার্দ্ধভাগিকম্।
আমবাতেশ্বরো নাম বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতঃ॥
মহাগ্নিকারকো হ্যেষ আমবাতকুলান্তকঃ।
স্থূলানাং কুরুতে কার্শ্যং কৃশানাং স্থৌল্যকারকঃ।
অনুপানবশেনৈব সর্ব্বরোগকুলান্তকঃ।
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু চামবাতং সুদারুণম্॥
গুরুবৃষ্যান্নপানানি পয়ো মাংসরসা হিতাঃ।
ভোজয়েৎ কণ্ঠপর্য্যন্তং চতুর্গুঞ্জামিতং রসম্॥
কটুম্লতিক্তরহিতং পিবেত্তদনুপানকম্।
শীঘ্রং জীর্য্যতি তৎসর্ব্বং জায়তে দীপনঃ পরঃ॥
অনেন সদৃশো নাস্তি বহ্নিসন্দীপনো রসঃ।
গুল্মার্শো গ্রহণী রোগ শোথ পাণ্ডুদরাপহঃ॥
(সর্ব্বতোভদ্রশ্চায়মুচ্যতে।)

(গন্ধকাদিলৌহান্তানাং যথোক্তভাগং সর্ব্বমেকীকৃত্য চূর্ণয়িত্বা লৌহপাত্রে ঘৃতং কিঞ্চিদত্ত্বা তত্র চূর্ণং দ্রবীভূতং সদ্যোগোময়োপরি নিহিতৈরণ্ডপত্রোপরি ঢালয়েৎ। অথ পর্পটীভূতং সংচূর্ণ্য পঞ্চকোলক্বাথেন বিংশতিবারান্ ভাবয়েৎ ততো গুড়ূচীরসেন পূর্ব্ববৎ ক্বাথে বা দশধা ভাবয়েৎ। রক্তিকং খাদেৎ মাষৈকমিত পিষ্টেন বঙ্গেন কাঞ্জিকং কোষ্ণং পিবেৎ দশরক্তিপর্য্যন্তং বর্দ্ধয়েৎ ইত্যুপদেশঃ।)

বিশুদ্ধ গন্ধক ৪ তোলা, তাম্র ৪ তোলা, পারা ২ তোলা ও লৌহ ২ তোলা, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া কোন লৌহ পাত্রে কিঞ্চিৎ ঘৃত ও ঔষধ চূর্ণ দিয়া দ্রবীভূত করিয়া গোময় পিণ্ডোপরি স্থাপিত একখানি এরণ্ডপত্রে ঢালিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিবে। পরে উহা চূর্ণ করিয়া পঞ্চকোলের ক্বাথে (পঞ্চকোল ১২ তোলা, জল ১২ পল, শেষ ১ পল ৪ তোলা) ২০ বার ও গুলঞ্চের রসে দশবার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহার সহিত সর্ব্ব সমান সোহাগার খই, সোহাগার অর্দ্ধেক বিট্‌লবণ, বিট্‌লবণের সমান মরিচ, তেঁতুলবীজচূর্ণ ও দন্তীমূল পারদের সমান, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও লবঙ্গ প্রত্যেক পারদের অর্দ্ধ। এই সমুদায় একত্রে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমান বটিকা

করিবে। ইহা সেবন করিলে আমবাত প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হইয়া অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হয়।

ত্রিফলাদিলৌহম্।

ত্রিফলা মুস্তকং ব্যোষং বিড়ঙ্গং পুষ্করং বচা।
চিত্রকং মধুকঞ্চৈব পলাংশং শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্॥
অয়শ্চূর্ণং পলান্যষ্টৌ গুগ্‌গুলোস্তাবদেব হি।
আলোড্য মধুনোপেতং পলদ্বাদশকেন চ॥
প্রাতর্বলিহ্য ভুঞ্জানো জীর্ণে তস্মিন্ জয়েদ্রুজঃ।
দুঃসাধ্যমামবাতঞ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
জীর্ণান্নসম্ভবং শূলং শ্বয়থুং বিষমজ্বরম্॥

ত্রিফলা, মুতা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কুড়, বচ, চিতামূল ও যষ্টিমধু প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল, লৌহচূর্ণ ৮ পল, গুগ্‌গুল, ৮ পল, এই সমুদায় দ্রব্য ১২ পল মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ॥০ তোলা মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে দুঃসাধ্য আমবাত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ সত্বর নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাদিলৌহম্।

বজ্রপাণ্ডাদিলোহানাং গ্রাহ্যং পঞ্চপলং শুভম্।
চূর্ণং মৃতাভ্রকস্যাপি লৌহার্দ্ধং পারদং তথা॥
ত্রিগুণা ত্রিফলাগ্রাহ্যা লৌহাভ্রাৎ ষোড়শৈর্জলৈঃ।
পক্বাষ্টভাগশেষন্তু গ্রাহ্যং ক্বাথজলং ততঃ॥
তেন লৌহাভ্রচূর্ণঞ্চ পুনঃ পাচ্যং সমং ঘৃতম্।
শতাবর্য্যা রসঞ্চৈব ক্ষীরঞ্চ দ্বিগুণং রসাৎ॥
লৌহমধ্যা পচেদ্ দর্ব্ব্যা পাত্রে চায়সি তাম্রকে।
পচেৎ পাকবিধিজ্ঞস্তু বহ্নিনা মৃদুনা শনৈঃ॥
সিদ্ধে চ প্রক্ষিপেদেতদ্ বিড়ঙ্গাদি যথোদিতান্।
বিড়ঙ্গং নাগরং ধান্যং গুড়ূচীসত্ত্ব জীরকম্॥
পলাশবীজং মরিচং পিপ্পলী হস্তিপিপ্পলী।
ত্রিবৃতা ত্রিফলা দন্তী এলা চৈরণ্ডকং তথা॥
চবিকা গ্রন্থিকং চিত্রং মুস্তকং বৃদ্ধদারকম্।
সর্ব্বেষাং চূর্ণমেতেষাং লৌহমভ্রং সমং ভবেৎ॥
আমবাতগজেন্দ্রস্য কেশরী বিধিনির্ম্মিতঃ।
হন্ত্যামবাতং শোথঞ্চাপ্যগ্নিমান্দ্যং হলীমকম্॥

লৌহ ৫ পল, অভ্র ২॥০ পল, পারদ ২॥০ পল। ত্রিফলা প্রত্যেক ৭॥০ পল, জল ৩৬০ পল, শেষ ৪৫ পল। এই ক্বাথজলে লৌহ ও অভ্র পাক করিবে। ইহার সহিত ঘৃত ৭॥০ পল, শতমূলীর রস ৭॥০ পল, দুগ্ধ ১৫ পল এই সমুদায় দ্রব্য লৌহ বা তাম্র পাত্রে লৌহদর্ব্বী দ্বারা মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। আসন্ন-পাকে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য সকল প্রক্ষেপ করিবে। যথা, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, ধনিয়া, গুলঞ্চ, জীরা, পলাশবীজ, মরিচ, পিঁপুল, গজপিপ্পলী, তেউড়ী, ত্রিফলা, দন্তীমূল, এলাইচ, এরণ্ডমূল, চৈঁই, পিঁপুলমূল, চিতামূল, মুতা ও বিদ্ধড়কবীজ মিশ্রিত ৭॥০ পল। ইহা সেবন করিলে আমবাত, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও হলীমক রোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চাননরসলৌহম্।

জারিতং পুটিতং লৌহচূর্ণং পঞ্চপলং শুভম্॥
গুগ্‌গুলোশ্চ পলং পঞ্চ লৌহার্দ্ধং মৃতমভ্রকম্॥
শুদ্ধসূতমভ্রসমং গন্ধকং তৎসমং ভবেৎ।
ত্রিগুণামযসশ্চূর্ণাৎ কৃত্বা তাং ত্রিফলাং পচেৎ॥
দ্বিরষ্টভাগং পানীয়মষ্টভাগাবশেষিতম্।
তেন চাষ্টাবশেষেণ পচেল্লোহাভ্রগুগ্‌গুলুম্।
ঘৃততুল্যং শতাবর্য্যা রসং দত্ত্বা তথা শুভম্।

প্রস্থং প্রস্থঞ্চ দুগ্ধস্য শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
লৌহময্যা পচেদ্ দর্ব্ব্যা পাত্রে চায়সি মৃণ্ময়ে।
ততঃ পাকবিধিজ্ঞস্তু পাকসিদ্ধৌ বিনিক্ষিপেৎ।
বিড়ঙ্গং নাগরং ধান্যং গুড়ূচীসত্ত্ব জীরকম্।
পঞ্চকোলং ত্রিবৃদ্দন্তী ত্রিফলৈলা চ মুস্তকম।
সুচূর্ণিতঞ্চ প্রত্যেকমেষামর্দ্ধপলং ক্ষিপেৎ।
রসস্য কজ্জলীং কৃত্বা ঈষদুষ্ণে বিমর্দ্দয়েৎ॥
উত্তার্য্য স্থাপয়েদ্ভাণ্ডে স্নিগ্ধে চাপি সুরক্ষিতম্।
ঘৃতেন মধুনা পশ্চান্মর্দ্দয়িত্বানুপানতঃ।
গুড়ূচী নাগরৈরণ্ড কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
ভক্ষয়েচ্ছুদ্ধদেহস্তু শুভেঽহনি সুরার্চ্চকঃ।
আমবাতমহাব্যাধিবিনাশায়েষ্টদেবতা।
সন্ধিবাতং কটীশূলং কুক্ষিশূলং সুদারুণম॥
জঙ্ঘাপাদাঙ্গুলীশূলং গৃধ্রসীং হন্তি পঙ্গুতাম্।
গুল্মশোথং পাণ্ডুরোগং সন্ধিবাতঞ্চ দুঃসহম।
আমবাতগজেন্দ্রস্য কেশরী বিধিনির্ম্মিতঃ॥

লৌহ ৫ পল, গুগ্‌গুল ৫ পল, অভ্র ২॥০ পল, পারদ ২॥০ পল, গন্ধক ২॥০ পল, কাথার্থ ত্রিফলা প্রত্যেক ৫ পল, জল ৩০ সের, শেষ ৩ সের ৬ পল। এই কাথে লৌহ, অভ্র ও গুগ্‌গুল পাক করিবে। ঘৃত ৩২ পল। শতমূলীর রস ৩২ পল, দুগ্ধ ৩২ পল। লৌহ বা মৃণ্ময় পাত্রে লৌহদর্ব্বী দ্বারা পাক করিবে। আসন্নপাকে বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, ধনিয়া, গুলঞ্চ, জীরা, পঞ্চকোল, তেউড়ী, দন্তীমূল, ত্রিফলা, এলাইচ ও মুতা ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা নিক্ষেপ করিবে। রস ও গন্ধক কজ্জলী করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। পরে ঔষধ নামাইয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া গুলঞ্চ, শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের কাথের সহিত সেব্য। অগ্রে বিরেচনাদি দ্বারা দেহ শোধন করিয়া পশ্চাৎ এই ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে আমবাত, সন্ধিবাত ও কটীশূলাদি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

বাতগজেন্দ্রসিংহঃ।

অভ্রং লৌহং রসং গন্ধং তাম্রং নাগং সটঙ্গনম্।
বিষং সিন্ধুং লবঙ্গঞ্চ হিঙ্গু জাতীফলং সমম্।
তদর্দ্ধং ত্রিসুগন্ধঞ্চ ত্রৈফলং জীরকং তথা।
কন্যারসেন সংপিষ্য বটী কার্য্যা ত্রিরক্তিকা॥
সেব্যা পয়োঽনুপানেন সদাপ্রাতঃ সুখার্থিভিঃ।
অশীতিং বাতজান্ রোগান্
চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্।
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকান্ রোগান্
সেবনাদেব নাশয়েৎ।
অভিঘাতেন যে ক্ষীণাঃ ক্ষীণার্দ্ধাবয়বাশ্চ যে॥
ব্যাধিক্ষীণা বয়ঃক্ষীণা স্ত্রীক্ষীণাশ্চাপি যে নরাঃ।
ক্ষীণেন্দ্রিয়া নষ্টশুক্রা বহ্নিহীনাশ্চ মানবাঃ॥
তেষাং বৃষ্যশ্চ বল্যশ্চ বয়ঃস্থাপন এব চ।
খঞ্জানাং পঙ্গুকুব্জানাং ক্ষীণানাং মাংসবর্দ্ধনঃ॥
অরোগী সুখমাপ্নোতি রোগী রোগাদ্বিমুচ্যতে।
রসস্যাস্য প্রসাদেন নাস্তি রোগাদ্ভয়ং ক্বচিৎ।
বাতগজেন্দ্রসিংহোঽয়ং রসো রোগবিনাশকঃ॥

অভ্র, লৌহ, রস, গন্ধক, তাম্র, সীসা, সোহাগা, বিষ, সৈন্ধব, লবঙ্গ, হিঙ্গু ও জায়ফল প্রত্যেক ১ তোলা গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, ত্রিফলা ও জীরা প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা। এই সমুদায় ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ৩ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান জল। ইহা সেবন করিলে আমবাত প্রভৃতি বিবিধ রোগের সত্বর উপশম হয়।

আমপ্রমাথিনী বটিকা।

সোরকং রবিমূলঞ্চ গন্ধকং লৌহমভ্রকম্।
পিষ্ট্বা রম্ভকতোয়েন কুর্য্যান্মাষমিতাং বটীম্॥
ত্রিবৃৎক্বাথে চ সা সেব্যা কফাময়নিসূদনী।
আমবাতপ্রশমনী বটিকামপ্রমাথিনী॥

সোরা, আকন্দমূলের ছালচূর্ণ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র এই সমুদায় সোঁদালপত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। তেউড়ীর ক্বাথের সহিত সেবনীয়। ইহাতে আমবাত ও কফজ রোগ সমূহ নষ্ট হয়।

আমবাতাদ্রিবজ্ররসঃ।

রস গন্ধক লোহাভ্র ফণিফেনং সমং সমম্।
সপ্তধা যাবশূকস্য মর্দ্দয়েদ্বিজয়াম্ভসা॥
ততো মাষার্দ্ধমানাঞ্চ বিদধ্যাদ্ বটিকাং ভিষক্।
যথাদোষানুপানেন প্রদদ্যাদামবাতিনে॥
আমবাতং মহাঘোরং প্রমেহানপি বিংশতিম্।
আমবাতাদ্রিবজ্রাখ্যরসো হন্তি ন সংশয়ঃ॥

রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও অহিফেন প্রত্যেক ১ ভাগ ও যবক্ষার ৭ ভাগ একত্র আকন্দপত্রের রসের সহিত মাড়িয়া ৬ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত সেবনীয়। ইহাতে আমবাত ও প্রমেহ রোগের শান্তি হয়।

প্রসারণীসন্ধানম্।

প্রসারণ্যাঢককাথে প্রস্থো গুড়রসোনয়োঃ।
পক্ষঃ পক্কোষণরজঃপাদঃ স্যাদামবাতহা॥

গন্ধভাতুলে ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ১৬ সের ক্বাথে গুড় ১ সের ও রসুন ১ সের মিশ্রিত করিয়া ১ সপ্তাহকাল একটী আবৃত পাত্রে রাখিবে, পরে ইহাতে পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ ইহাদের চূর্ণ অর্দ্ধসের প্রক্ষেপ দিবে। ইহারই নাম প্রসারণী সন্ধান। ইহা আমবাত রোগের মহৌষধ।

আমবাতে পথ্যানি।

বাস্তুকশাকং সারিষ্ঠশাকং পৌনর্নবং হিতম্।
পটোলং লশুনঞ্চৈব বার্ত্তাকুং কারবেল্লকম্॥
যবান্নং কোরদূষান্নং পুরাণং শালিষষ্টিকম্।
লাবকানাং তথা মাংসং হিতং তক্রেণ সংস্কৃতম্॥
হিতঞ্চ যূষং কৌলত্থং কালায়ং চণকস্য চ।
রুচ্যং দদ্যাদ্ যথাসাত্ম্যমামবাতহিতঞ্চ যৎ॥

বেতুয়াশাক, নিমপত্র, পুনর্নবা, পটোল, রসুন, বেগুন, করলা, যবান্ন, কোদ তণ্ডুলান্ন, পুরাতন শালি ও আশু তণ্ডুলের অন্ন, তক্র সংস্কৃত লাবপক্ষীর মাংস এবং কুলথ, মটর ও ছোলার যূষ ও অন্যান্য আমবাত প্রশমক দ্রব্য রোগীর সাত্ম্যাসাত্ম্য বিবেচনা করিয়া আহারার্থ ব্যবস্থা করিবে।

আমবাতে নিষিদ্ধানি।

দধি মৎস্য গুড় ক্ষীর পোতকী মাষ পিষ্টকান্।
বর্জ্জয়েদামবাতার্ত্তো মাংসঞ্চানূপসম্ভবম্॥
অভিষ্যন্দকরা যে চ যে চান্যে গুরুপিচ্ছিলাঃ।
বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নেন আমবাতার্দ্দিতৈর্নরৈঃ॥

দধি, মৎস্য, গুড়, দুগ্ধ, পুঁইশাক, মাষকলাই, পিষ্টক, আনূপমাংস, কফজনক দ্রব্য, গুড় ও পিচ্ছিল দ্রব্য এই সমুদায় আমবাত রোগে বর্জ্জনীয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামামবাতাধিকারঃ।

উদাবর্ত্তানাহাধিকারঃ।

ত্রিবৃৎ সুধাপত্র তিলাদিশাক-
গ্রাম্যৌদকানূপরসৈর্যবান্নম্।
অন্যৈশ্চ সৃষ্টানিল মূত্র বিড়্ভি-
রদ্যাৎ প্রসন্নাগুড়সীধুপায়ী॥

তেউড়ী, সিজপত্র ও তিল প্রভৃতির শাক, গ্রাম্য, ঔদক ও আনূপমাংসের যূষ, যবান্ন এবং অন্যান্য যে সমস্ত বস্তু মূত্রকারক ও বিরেচক, তৎসমুদায় উদাবর্ত্ত রোগে প্রশস্ত। এই রোগে প্রসন্না (মদ্যের উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ) ও গুড়সীধু (মদ্য বিশেষ) উপকারী।

আস্থাপনং মারুতজে স্নিগ্ধস্বিন্নস্য শস্যতে।
পুরীষজে তু কর্ত্তব্যো বিধিরানাহিকস্তু যঃ॥

বায়ুজন্য উদাবর্ত্তে স্নেহস্বেদ প্রদানানন্তর নিরূহ ক্রিয়া কর্ত্তব্য, মল নিরোধজনিত উদাবর্ত্তে আনাহোক্ত ক্রিয়া বিধেয়।

সর্ব্বেষ্বেতেষু বিধিবদুদাবর্ত্তেষু কৃৎস্নশঃ।
বায়োঃ ক্রিয়া বিধাতব্যা স্বমার্গপ্রতিপত্তয়ে॥

সকল উদাবর্ত্ত রোগেই বায়ুকে স্বপথে আনিবার জন্য যথাবিধি চেষ্টা করিবে।

অধোবাতনিরোধোত্থে হ্যুদাবর্ত্তে হিতং মতম্।
স্নেহপানং তথা স্বেদো বর্ত্তির্বস্তির্হিতো মতঃ॥

অধোবাত নিরোধজনিত উদাবর্ত্তে স্নেহপান, স্বেদ, ফলবর্ত্তি ও বস্তিপ্রয়োগ কর্ত্তব্য।

বিড়্বিঘাতসমুত্থে তু বিড়্ভেদ্যন্নং তথৌষধম্।
বর্ত্ত্যভ্যঙ্গাবগাহাশ্চ স্বেদো বস্তির্হিতো মতঃ॥

মলবেগধারণজনিত উদাবর্ত্তরোগে বিরেচক ঔষধ ও অন্ন এবং ফলবর্ত্তি প্রয়োগ, স্নেহাভ্যঙ্গ, জলাবগাহন, স্বেদ ও বস্তিক্রিয়া হিতকর।

মূত্রাবরোধজনিতে ক্ষীরবারিবচাঃ পিবেৎ।
দুস্পর্শাস্বরসং বাপি কষায়ং ককুভস্য চ॥
এর্ব্বারুবীজং তোয়েন পিবেদ্ বা লবণীকৃতম্।
সিতামিক্ষুরসং ক্ষীরং দ্রাক্ষারসমথাপিবা।
সর্ব্বথৈব প্রযুঞ্জীত মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীবিধিম্॥

মূত্রবেগ রোধজনিত উদাবর্ত্তে জল বা দুগ্ধের সহিত বচচূর্ণ; বা দুরালভার স্বরস; অথবা অর্জ্জুনছালের কাথ জলের সহিত কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত কাঁকুড়ের বীজচূর্ণ; অথবা চিনি, ইক্ষুরস, দুগ্ধ বা দ্রাক্ষারস পান করিবে। মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী রোগের সমস্ত বিধি ইহাতে প্রয়োগ করিবে।

জৃম্ভাভিঘাতজে স্নেহং স্বেদং বাপি প্রয়োজয়েৎ।
অন্যানপি প্রযুঞ্জীত সমীরণহরান্ বিধীন্॥

জৃম্ভাবেগ ধারণজনিত উদাবর্ত্ত রোগে স্নেহ বা স্বেদ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে বাতহর অন্যান্য ক্রিয়াও কর্ত্তব্য।

নেত্রনীরাবরোধোত্থে মুঞ্চেদ্ বাপি দৃশোর্জলম্।
স্বপ্যাৎ সুখঞ্চ তস্যাগ্রে কথয়েচ্চ কথাঃ প্রিয়াঃ॥

অশ্রুবেগ নিবারণজনিত উদাবর্ত্তে তীক্ষ্ণাঞ্জন প্রদান দ্বারা চক্ষু হইতে অশ্রু নিঃসারণ করিবে, রোগীকে সুখে নিদ্রা যাইতে দিবে, এবং তাহার নিকট প্রিয় কথা কহিবে।

ক্ষুতনিরোধজে তীক্ষ্ণঘ্রাণনস্যার্কদর্শনৈঃ।
প্রবর্ত্তয়েৎ ক্ষুতং সক্তং স্নেহস্বেদৌ চ শীলয়েৎ॥

হাঁচি নিরোধজনিত উদাবর্ত্তে মরিচাদি তীক্ষ্ণ দ্রব্যের ঘ্রাণ ও নস্য এবং সূর্য্যদর্শন দ্বারা অপ্রবর্ত্তিত হাঁচির প্রবর্ত্তন করাইবে এবং স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

উদ্গারস্যাবরোধে তু স্নৈহিকং ধূমমাচরেৎ।

উদ্গার রোধজনিত উদাবর্ত্তে স্নৈহিক ধূম প্রয়োগ করিবে।

ছর্দ্দিনিগ্রহসঞ্জাতে বমনং লঙ্ঘনং হিতম্।
বিরেচনঞ্চাত্র মতং তৈলেনাভ্যঞ্জনং তথা॥

বমনবেগ ধারণ জন্য উদাবর্ত্তে বমন, লঙ্ঘন, বিরেচন এবং তৈলাভ্যঙ্গ ব্যবস্থা করিবে।

বস্তিশুদ্ধিকরৈঃ সিদ্ধং চতুর্গুণজলং পয়ঃ।
আবারিনাশাৎ ক্বথিতং পীতবন্তং প্রকামতঃ॥
রময়েয়ুঃ প্রিয়াঃ নার্য্যঃ শুক্রোদাবর্ত্তিনং নরম্।
তস্যাভ্যঙ্গোঽবগাহশ্চ মদিরা চরণায়ুধাঃ।
শালিঃ পয়োনিরূহশ্চ হিতং মৈথুনমেব চ॥

শুক্র নিগ্রহ জন্য উদাবর্ত্তরোগীকে বস্তিশুদ্ধিকর (তৃণ পঞ্চমূলাদি) দ্রব্যের কল্ক ও চতুর্গুণ জল সহ দুগ্ধ পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পান করিতে দিবে এবং প্রিয়তমা রমণীকে রমণ করাইবে। ইহাতে তৈলাভ্যঙ্গ, অবগাহন, মদ্যপান, কুক্কুটমাংসের যূষ, শালিতণ্ডুলের অন্ন ও পয়োনিরূহ অর্থাৎ দুগ্ধের পিচকারী হিতকারক। মৈথুনই ইহার প্রকৃত ঔষধ।

ক্ষুদ্বিঘাতসমুদ্ভূতে স্নিগ্ধমুষ্ণং তথা লঘু।
রুচ্যমল্পং হিতং ভক্ষ্যং পুষ্পং সেব্যং সুগন্ধি যৎ॥

ক্ষুধার বেগধারণজন্য উদাবর্ত্তে স্নিগ্ধ, উষ্ণ, লঘু, রুচিকারক অথবা অল্প ভোজন এবং সুগন্ধি পুষ্পের আঘ্রাণ হিতকর।

তৃষ্ণাবিঘাতসম্ভূতে শীতঃ সর্ব্বো বিধির্হিতঃ।
কর্পূরশিশিরং স্বল্পং পিবেত্তোয়ং শনৈঃ শনৈঃ।
তৃষ্ণাঘাতে পিবেন্মন্থং যবাগূং বাপি শীতলাম্॥

তৃষ্ণানিগ্রহ জন্য উদাবর্ত্তে সর্ব্বপ্রকার শীতল ক্রিয়া এবং অল্প অল্প কর্পূরবাসিত সুশীতল জল পান প্রশস্ত। ইহাতে মন্থ ও শীতল যবাগূ পেয়।

রসেনাদ্যাৎ সুবিশ্রান্তঃ শ্রমশ্বাসাতুরো নরঃ।

শ্রমোদ্ভূত শ্বাসবেগ ধারণজনিত উদাবর্ত্তে বিশ্রাম এবং মাংস যূষের সহিত অন্ন ভোজন কর্ত্তব্য।

নিদ্রাবেগবিঘাতোত্থে পিবেৎ ক্ষীরং সিতাযুতম্।
সংবাহনং সুশয্যাত্র হিতঃ স্বপ্নঃ প্রিয়াঃ কথাঃ॥

নিদ্রাবেগ ধারণজনিত উদাবর্ত্ত রোগে চিনিসংযুক্ত দুগ্ধপান, শরীর সঞ্চালন, সুখপ্রদ শয্যা, নিদ্রা ও প্রিয় কথা হিতকর।

হিঙ্গুমাক্ষিকসিন্ধূত্থৈঃ পিষ্টৈর্বর্ত্তিং বিনির্ম্মিতাম্।
ঘৃতাভ্যক্তাং গুদে ন্যস্যেদুদাবর্ত্তবিনাশিনীম্॥

অতঃপর রুক্ষাদি সেবন জন্য কুপিত বাতকৃত উদাবর্ত্তের চিকিৎসা কথিত হইতেছে। হিং, মধু, সৈন্ধবলবণ, একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ঐ বর্ত্তি ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া গুহ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে বিরেচন হইয়া উদাবর্ত্তের প্রশান্তি হয়।

ফলবর্ত্তিঃ।

মদনং পিপ্পলীকুষ্ঠং বচা গৌরাশ্চ সর্ষপাঃ।
গুড়ক্ষীরসমাযুক্তা ফলবর্ত্তিরিহোচ্যতে॥

মদনফল, পিঁপুল, কুড়, বচ ও শ্বেত-সর্ষপ প্রত্যেক সমভাগ, গুড় সর্ব্বসম, দুগ্ধ যথোপযুক্ত। গুড়ে কিঞ্চিৎ জল দিয়া অগ্নিতে পাক করিয়া তাহাতে দুগ্ধ ও ঐ সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহারই নাম ফলবর্ত্তি, গুহ্যদ্বারে এই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলেও উদাবর্ত্তের নিবৃত্তি হয়।

ত্রিবৃৎ কৃষ্ণা হরীতক্যো দ্বিচতুঃ পঞ্চভাগিকাঃ।
গুড়িকা গুড়তুল্যা সা বিড়্‌বিবন্ধগদাপহা॥

তেউড়ী ২ ভাগ, পিঁপুল ৪ ভাগ, হরীতকী ৫ ভাগ, গুড় ১১ ভাগ এই সমুদায় একত্রিত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে মলরোধ নিবারিত হয়।

অথানাহচিকিৎসা—

তুল্যকারণ কার্য্যত্বাদুদাবর্ত্তহরীং ক্রিয়াম্।
আনাহেযু চ কুর্ব্বীত বিশেষশ্চাভিধীয়তে॥

উদাবর্ত্ত ও আনাহ এই উভয় রোগেরই উৎপত্তির কারণ ও কার্য্য একপ্রকার, অতএব উদাবর্ত্তে যে সকল ক্রিয়া উক্ত হইল, আনাহ রোগেও তাহাই করিবে। যাহা বিশেষ আছে, তাহা কথিত হইতেছে।

নারাচচূর্ণম্।

পঞ্চপলং ত্রিবৃতাক্ষঃ কৃষ্ণাকর্ষদ্বয়োশ্চূর্ণম্।
প্রাগ্‌ভোজনস্ত মধুনা বিড়ালপদকং নরো লিহ্যাৎ।
এতদ্‌গাঢ়পুরীষে দেয়ং বিষ্টেঙ্কুদাবর্ত্তে।
মধুরং নরপতিযোগ্যং চূর্ণং নারাচকং নাম্না॥

চিনি ৮ তোলা, তেউড়ীচূর্ণ ২ তোলা, এবং পিপ্পলীচূর্ণ ৪ তোলা এই সকল একত্র করিয়া ২ তোলা মাত্রায় ভোজনের পূর্ব্বে মধুর সহিত লেহন করিলে মলকাঠিন্য নিবারিত হয়। ইহা সুখাদ্য।

গুড়াষ্টকম্।

সব্যোষপিপ্পলীমূলং ত্রিবৃদ্দন্তী চ চিত্রকম্।
তচ্চূর্ণং গুড়সংমিশ্রং ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ॥
এতদ্‌গুড়াষ্টকং নাম্না বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
উদাবর্ত্তং প্লীহগুল্মশোথপাণ্ডামযাপহম্॥

ত্রিকটু, পিপ্পলীমূল, তেউড়ী, দন্তী ও চিতা এই সকল সমভাগে গ্রহণ করিয়া সমস্ত চূর্ণের সমান গুড় মিশ্রিত করিবে। প্রাতঃকালে যথাযথমাত্রায় সেবন করিলে উদাবর্ত্ত, প্লীহা, গুল্ম, শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

বৈদ্যনাথ বটী।

পথ্যা ত্রিকটু সূতঞ্চ দ্বিগুণং কানকং তথা।
থানকুনীরসৈরম্ললোণিকায়া রসৈঃ কৃতা॥
গুড়িকোদরগুল্মাদিপাণ্ডামযবিনাশিনী।
ক্রিমিকুষ্ঠগাত্রকণ্ডূপিড়কাশ্চ নিহন্তি চ।
গুড়ী সিদ্ধফলা চেয়ং বৈদ্যনাথেন ভাবিতা॥

হরীতকী, ত্রিকটু, পারদ এই সকল এক এক ভাগ, জয়পাল ২ ভাগ, ইহাদিগকে থানকুনী ও আমরুলের রসে মর্দ্দিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে।

ইহা সেবনে উদাবর্ত্ত, গুল্ম, পাণ্ডুরোগ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও গাত্রকণ্ডূ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহদিচ্ছাভেদী রসঃ।

শুদ্ধং পারদটঙ্গণং সমরিচং গন্ধাশ্মতুল্যং
ত্রিবৃদ্‌বিশ্বা চ দ্বিগুণা ততো
নবগুণং জৈপালচূর্ণং ক্ষিপেৎ।
খল্লেদণ্ডযুগং বিমর্দ্দ্য বিধিনা চার্কস্য পত্রে ততঃ।
স্বেদং গোময়বহ্নিনা চ মৃদুনা স্বেচ্ছাবশাদ্ভেদকঃ
গুঞ্জৈকপ্রমিতো রসো
হিমজলৈঃ সংসেবিতো রেচয়েৎ।
যাবন্নোষ্ণজলং পিবেদপি
বরং পথ্যঞ্চ দধ্যোদনম্।
আমং সর্ব্বভবং সুজীর্ণমুদরং
গুল্মং বিশালং হরেৎ
বহ্নের্দীপ্তিকরো বলাশহরণঃ সর্ব্বাময়ধ্বংসনঃ।

শোধিত পারদ, সোহাগা, মরিচ, গন্ধক ও তেউড়ী এই সকল দ্রব্য সমান ভাগ; গন্ধকের দ্বিগুণ আতইচ এবং নয় গুণ জয়পালচূর্ণ একত্র করিয়া খলে আকন্দপাতার রসে ২ দণ্ডকাল মর্দ্দন করিবে। অনন্তর ঘুঁটের অগ্নিতে মৃদু পাক করিয়া ১ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করতঃ শীতল জলের সহিত সেবন করিবে। উষ্ণজল সেবন না করা পর্য্যন্ত দাস্ত হইবে। পথ্য দধি ও অন্ন। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার আম, উদাবর্ত্ত ও গুল্ম, প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ত্রিবৃদ্ধরীতকী শ্যামাঃ স্নুহীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
স্নুহীমূলস্য চূর্ণং বা পিবেদুষ্ণেন বারিণা॥

তেউড়ী, হরীতকী ও শ্যামা (শ্যামমূল ত্রিবৃৎ) সিজের আটায় ভাবনা দিয়া তাহা সেবন করিলে কিংবা সিজের মূল চূর্ণ উষ্ণ জলে গুলিয়া পান করিলে মল মূত্রাদি নির্গত হইয়া আনাহ রোগ সত্বর নষ্ট হয়।

ত্রিকট্বাদিবর্ত্তিঃ।

বর্ত্তিস্ত্রিকটুক সৈন্ধব সর্ষপগৃহধূম কুষ্ঠমদনফলৈঃ।
মধুনি গুড়ে বা পক্বা পায়ুরিতাঙ্গুষ্ঠপরিমাণা।
বর্ত্তিরিয়ং দৃষ্টফলা শনৈঃ শনৈঃ
প্রণিহিতা ঘৃতাভ্যক্তা।
আনাহোদাবর্ত্ত প্রশমনী জঠর গুল্মনিবারণী চ॥

(সর্ষপঃ শ্বেতঃ, মদনফলমেকং, ত্রিকট্বাদীনাং মিলিত্বা কর্ষং, মধুনঃ পলং, পক্বা বর্ত্তিঃ কর্ত্তব্যেত্যেকে। ত্রিকট্বাদি দ্রব্যং সংগৃহ্য গুড়ং দত্ত্বা পক্বা বর্ত্তিঃ কার্য্যেতি কেচিৎ।)

ত্রিকটু, সৈন্ধবলবণ, শ্বেতসর্ষপ, গৃহধূম (ঝুল) ও কুড় মিলিত ২ তোলা, মদনফল ১টা, এই সমুদায় দ্রব্য ১ পল, মধু বা গুড়ের সহিত পাক করিয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তি ঘৃতাক্ত করিয়া অল্পে অল্পে গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে, ইহাতে ভেদাদি হইয়া আনাহ, উদাবর্ত্ত, জঠর ও গুল্মরোগ নষ্ট হয়।

শুষ্কমূলাদ্যং ঘৃতং।

মূলকং শুষ্কমার্দ্রঞ্চ বর্ষাভূমূলপঞ্চকম্।
আরেবতফলঞ্চাপি পিষ্ট্বা তেন পচেদ্ ঘৃতম্।
তৎপীতমাত্রং শময়েদুদাবর্ত্তমসংশয়ম্।

শুষ্কমূলা, আদা, পুনর্নবা, পঞ্চমূল ও সৌদালফল এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া, তাহার ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। ঐ ক্বাথ সহ ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে উদাবর্ত্ত রোগ প্রশমিত হয়। এই ঘৃতের কল্কদ্রব্য নাই।

স্থিরাদ্যং ঘৃতম্ ।

স্থিরাদিবর্গস্য পুনর্নবায়াঃ
সম্পাকপূতিককরঞ্জয়োশ্চ।
সিদ্ধঃ কষায়ো দ্বিপলাংশিকানাং
প্রস্থো ঘৃতাৎ স্যাৎ প্রতিরুদ্ধবাতে ॥

স্বল্পপঞ্চমূল, পুনর্নবা, সোন্দালফল ও লাটাকরঞ্জ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ পল পরিমাণে লইয়া চতুর্গুণ জল সহ পাক করিবে। চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথের সহিত ঘৃত ৪ সের পাক করিয়া সেবন করিলে প্রতিরুদ্ধ বাত প্রশমিত হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামুদাবর্ত্তানাহাধিকারঃ।

উন্মাদাধিকারঃ ।

উন্মাদে বাতিকে পূর্ব্বং স্নেহপানং বিরেচনম্ ।
পিত্তজে কফজে বান্তিঃ পরো বস্ত্যাদিকঃ ক্রমঃ ॥

বাতিক উন্মাদে প্রথমে স্নেহ পাক (পানীয় কল্যাণাদি ঘৃত, নারায়ণাদি তৈল ইত্যাদি), পৈত্তিকে বিরেচন ও শ্লৈষ্মিকে বমন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। পশ্চাৎ বস্তিক্রিয়া প্রভৃতি সম্পাদ্য।

যচ্চোপদেক্ষ্যতে কিঞ্চিদপস্মারচিকিৎসিতে।
উন্মাদে তচ্চ কর্ত্তব্যং সামান্যাদ্দোষদূষ্যয়োঃ ॥

অপস্মার চিকিৎসায় যে সকল উপদেশ দেওয়া যাইবে, উন্মাদ রোগেও তত্তৎ ক্রিয়া কর্ত্তব্য। কারণ এই উভয় রোগেই বাতাদি দোষ ও রসরক্তাদি দূষ্য পদার্থ সকল তুল্যরূপেই বিকৃত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মী কুষ্মাণ্ডফল ষড়গ্রন্থা শঙ্খপুষ্পিকাস্বরসাঃ।
উন্মাদহৃতো দৃষ্টাঃ পৃথগেতে কুষ্ঠমধুমিশ্রিতাঃ ॥

ব্রহ্মী শাক, কুমড়া, বচ অথবা ডানকুনি শাক ইহাদের স্বরস, কুড়চূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উন্মাদ রোগ নিবারিত হয়।

সংভোজ্য পিকমাংসং বা
নির্ব্বাতে স্বাপয়েৎ সুখম্ ।
ত্যক্তা স্মৃতিমতিভ্রংশং সজ্ঞাং লব্ধা প্রবুধ্যতে ॥

উন্মাদ রোগীকে কোকিলের মাংস ভোজন করাইয়া নির্ব্বাত স্থানে নিদ্রিত করিবে, নিদ্রান্তে স্মৃতিভ্রংশ ও মনোবিকার দূরীভূত হইয়া সংজ্ঞালাভ হয়।

অপক্ব চটকক্ষীরপানমুন্মাদনাশনম্ ।
(তরুণচটকমাংসং শুষ্কীকৃত্য তচ্চূর্ণং দুগ্ধেন সহ পাতব্যম্ ।)

চড়াইপক্ষী শাবকের মাংস শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে উন্মাদ রোগ নিবারণ হয়।

কুষ্মাণ্ডকবীজকল্কঃ পীতো বিনাশয়ত্যপি।
উন্মাদরোগমত্যুগ্রং মধুনা দিবসত্রয়ম্ ॥

কুমড়ার বীজের শস্য ৪ মাষা পেষণ করিয়া মধুর সহিত ৩ দিবস সেবন করিলে উন্মাদ রোগ উপশমিত হয়।

উন্মাদে সমধুঃ পেয়ঃ শুদ্ধো বা তালশাখজঃ।
রসো নস্তেঽভ্যঞ্জনে চ সার্ষপং তৈলমিষ্যতে॥
বদ্ধং সার্ষপতৈলাক্তমুত্তানঞ্চাতপে ন্যসেৎ॥

উন্মাদ রোগে তালের রস মধুর সহিত বা শুদ্ধ পান করিলে উপকার হয়। উন্মাদ রোগীকে সর্ষপ তৈলের নস্য দেওয়া, সর্ষপ তৈল মাখান এবং মাখাইয়া হস্তপদাদি বন্ধনপূর্ব্বক চিৎ করিয়া রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা কর্ত্তব্য, এই সকল প্রক্রিয়ায় পীড়ার উপশম হয়।

পুরাণমথবা সর্পিঃ পিবেৎ প্রাতরতন্দ্রিতঃ।

প্রত্যহ প্রাতে পুরাতন ঘৃত পান করিলে অনেক উপকার দর্শে।

শুদ্ধস্যাচারবিভ্রংশে তীক্ষ্ণং লাবনমঞ্জনম্।
তাড়নঞ্চ মনো বুদ্ধি স্মৃতি সংবেদনং হিতম্॥
তর্জ্জনং ত্রাসনং দানং সান্ত্বনং হর্ষণং ভয়ম্।
বিস্ময়ো বিস্মৃতের্হেতোর্নয়ন্তি প্রকৃতিং মনঃ॥

আচারভ্রংশোন্মাদে অগ্রে বমনাদি করাইয়া তীক্ষ্ণ নস্য ও অঞ্জন দিবে। এই রোগে তাড়না, তর্জ্জন, ভয়প্রদর্শন, দান, সান্ত্বনা, হর্ষোৎপাদন ও বিস্ময়-জনন কর্ত্তব্য। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা মন, বুদ্ধি ও স্মৃতি প্রকৃতিস্থ হইয়া সংজ্ঞার উদয় হয়।

কামশোকভয়ক্রোধ হর্ষের্ষ্যালোভসম্ভবান্।
পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বৈরেভিরেব শমং নয়েৎ॥

কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, ঈর্ষা ও লোভ হেতু উন্মাদ রোগ উপ-স্থিত হইলে, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী (বিপ-রীত) ক্রিয়া দ্বারা উপশম করিবার চেষ্টা করিবে।

ইষ্টদ্রব্যবিনাশাত্তু মনো যস্যোপহন্যতে।
তস্য তৎসদৃশপ্রাপ্ত্যা সান্ত্বাশ্বাসৈশ্চ তং জয়েৎ॥

বাঞ্ছিত দ্রব্যের বিনাশ হেতু মনো-বিকার উপস্থিত হইলে, তাহাকে তৎ-সদৃশ অন্য কোন দ্রব্য দিয়া এবং সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান করিয়া রোগ শান্তির চেষ্টা করিবে।

সর্পিঃপানাদিনাগন্তৌ মাত্রাদিশ্চেষ্যতে বিধিঃ।
পূজা বল্যুপহারেষ্টি হোম মন্ত্রাঞ্জনাদিভিঃ।
জয়েদাগন্তুমুন্মাদং যথাবিধি শুচির্ভিষক্॥

আগন্তুক উন্মাদে ঘৃত পান করাইয়া এবং যথাবিধি শৌচ সহকারে পূজা, বলিপ্রদান, যাগ, হোম, মন্ত্র ও অঞ্জ-নাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বৈরুন্মত্তস্য চ বুদ্ধিমান্।
বর্জ্জয়েদঞ্জনাদীনি তীক্ষ্ণানি ক্রূরমেব চ॥

দেবর্ষি, পিতৃদেবতা ও গন্ধর্ব্ব ইহা-দের আবেশ জন্য উন্মাদ রোগ উপস্থিত হইলে তীক্ষ্ণ অঞ্জন প্রভৃতি ও ক্লেশ-জনক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে।

জলাগ্নিদ্রুমশৈলেভ্যো বিষমেভ্যশ্চ তং সদা।
রক্ষেদুন্মাদিনং যত্নাৎ সদ্যঃ প্রাণহরং হি তৎ॥

উন্মাদরোগীকে জল, অগ্নি, বৃক্ষ, পর্ব্বত এবং অন্যান্য বিষম স্থান হইতে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। যে হেতু এই সকল দ্বারা সদ্যঃ প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে।

দশমূলাম্বু সঘৃতং যুক্তং মাংসরসেন বা।
সসিদ্ধার্থকচূর্ণং বা পুরাণং বৈককং ঘৃতম্॥

ঘৃত বা মাংসযূষ সংযুক্ত দশমূলের কাথ অথবা শ্বেত সর্ষপচূর্ণের সহিত

পুরাণ ঘৃত কিংবা কেবল পুরাণ ঘৃত উন্মাদে হিতকর।

উগ্রগন্ধং পুরাণং স্যাদ্দশবর্ষস্থিতং ঘৃতম্।
লাক্ষারসনিভং শীতং প্রপুরাণমতঃ পরম্॥
(চরকস্য চরকটীকাকৃতস্য চ কেচিদিমং শ্লোকমনার্ষং বদন্তি। কেচিদেকবর্ষাতীতং ঘৃতং পুরাণমিতি ব্রুবতে; তন্ত্রান্তরসম্বাদাৎ।)

উগ্রগন্ধ যুক্ত দশবর্ষস্থিত ঘৃতকে পুরাণ এবং দশবর্ষের অধিক কালস্থিত, লাক্ষারসের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও শীত-বীর্য্য ঘৃতকে প্রপুরাণ কহে। (চরক টীকাকার এই বচনকে অনার্ষ কহেন। কেহ কেহ বলেন, এক বৎসর অতীত হইলেই ঘৃতকে পুরাণ বলা যায়)।

শ্বেতোন্মত্তস্যোত্তরদিঙ্ মূলসিদ্ধস্তু পায়সঃ।
গুড়াজ্যসংযুক্তো হন্তি সর্ব্বোন্মাদাংস্তু দোষজান্॥

শ্বেতধুতুরা বৃক্ষের উত্তরভাগের মূল ১ পল, তণ্ডুল ৪ পল, দুগ্ধ /৪ সের, ইহাতে যথোপযুক্ত গুড় ও ঘৃত দিয়া পায়স পাক করিবে। এই পায়স ভক্ষণ করিলে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ বিনষ্ট হয়। (ধুতুরামূলের পরিমাণ যাহা বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহা ব্যবহার হইতে পারে না, যে হেতু এখনকার মনুষ্যের অগ্নি ও বল নিতান্ত কম, অতএব ধুতুরা-মূল অতি অল্প মাত্রায় গ্রহণীয়)।

সংভোজ্য পিকমাংসং তং
নির্ব্বাতে স্বাপয়েৎ সুখম্।
ত্যক্ত্বা স্মৃতিমতিভ্রংশং সংজ্ঞাং লব্ধ্বা প্রবুধ্যতে॥

উন্মাদরোগীকে কোকিলের মাংস ভোজন করাইয়া নির্ব্বাত স্থানে যথেচ্ছ নিদ্রা যাইতে দিবে। ইহাতে স্মৃতিভ্রংশ ও মতিভ্রংশ দূর হইবে এবং রোগী স্বাভাবিক সংজ্ঞালাভ করিয়া জাগরিত হইয়া উঠিবে।

সিদ্ধার্থকো হিঙ্গু বচা করঞ্জো দেবদারু চ।
মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা শ্বেতা কটভীত্বক্ কটুত্রয়ম্॥
সমাংশানি প্রিয়ঙ্গুশ্চ শিরীষো রজনীদ্বয়ম্।
বস্তমূত্রেণ পিষ্টোঽয়মগদঃ পানমঞ্জনম্॥
নস্যমালেপনঞ্চৈব স্নানমুদ্বর্ত্তনং তথা।
অপস্মারবিষোন্মাদগ্রহালক্ষ্মীপ্রশান্তয়ে॥
ভূতেভ্যশ্চ ভয়ং হন্তি রাজদ্বারে চ শস্যতে।
সর্পিরেতেন সিদ্ধং বা সগোমূত্রং তদর্থকৃৎ॥

শ্বেতসর্ষপ, হিং, বচ, ডহর করঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, শ্বেতাপরা-জিতা, লতাফট্কীর ছাল, ত্রিকটু, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষবৃক্ষের ছাল, হরিদ্রা ও দারু-হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া উহা পান, অঞ্জন, নস্য, লেপন, স্নান (এতন্মিশ্রিত জলে) ও উদ্বর্ত্তন (ইহা দ্বারা গাত্র মর্দ্দন) রূপে ব্যবহারকরিলে অপস্মার ও উন্মা-দাদি রোগ প্রশমিত হয়। উক্ত দ্রব্যের কল্ক ও গোমূত্র দ্বারা যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলেও উন্মাদ নিবারিত হইয়া থাকে।

নিম্বাদিধূপঃ।

নিম্বপত্রবচাহিঙ্গুসর্পনির্ম্মোকসর্ষপৈঃ।
ডাকিন্যাদিহরো ধূপো ভূতোন্মাদবিনাশনঃ॥

নিমপত্র, হিঙ্গু, বচ, সাপের খোলস ও সর্ষপ, ইহাদের ধূম দ্বারা ডাকিনী প্রভৃতি নিরাকৃত ও ভূতোন্মাদ নিবারিত হয়।

শিরীষপুষ্পং লশুনং শুণ্ঠী সিদ্ধার্থকং বচা।
মঞ্জিষ্ঠা রজনী কৃষ্ণা বস্তমূত্রেণ পেষয়েৎ।
বটী ছায়াস্থ শুষ্কা যা সা হিতা নাবনাঞ্জনে॥

শিরীষকুসুম, লশুন, শুঁঠ, শ্বেত-সর্ষপ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে, উন্মাদ রোগীকে ঐ নস্য ও অঞ্জন দিলে উপকার দর্শে।

সারস্বতচূর্ণম্।

কুষ্ঠাশ্বগন্ধে লবণাজমোদে
দ্বে জীরকে ত্রীণি কটূনি পাঠা।
মাঙ্গল্যপুষ্পী চ সমাংশমূনি
সর্ব্বৈঃ সমানাঞ্চ বচাং বিচূর্ণ্য॥
ব্রাহ্মীরসেনাখিলমেব ভাব্যং
বারত্রয়ং শুষ্কমিদং হি চূর্ণম্।
অক্ষপ্রমাণং মধুনা ঘৃতেন
লিহান্নরঃ সপ্তদিনানি চূর্ণম॥
সারস্বতমিদং চূর্ণং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
হিতার সর্ব্বলোকানাং দুর্ম্মেধানাং বিচেতসাম্॥
এতস্যাভ্যাসতঃ পুংসাং বুদ্ধির্মেধা ধৃতিঃ স্মৃতিঃ।
সম্পত্তিঃ কবিতাশক্তিঃ প্রবর্দ্ধেচ্চোত্তরোত্তরম্॥

কুড়, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, যমানী, বন-যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, আকনাদি এবং শঙ্খপুষ্পী প্রত্যেক সমভাগ, সকলের সমান বচচূর্ণ একত্র করিয়া ব্রহ্মীশাকের রস দ্বারা তিন বার ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার চূর্ণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে ঘৃত ও মধু সহ ৭ দিন সেবন করিবে। এই ঔষধ মেধাবিহীন এবং চিত্তবৈকল্যযুক্ত ব্যক্তির নিমিত্ত পুরাকালে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাদ্বারা বুদ্ধি, মেধা, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও কবিত্বশক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

লশুনাদ্যং ঘৃতম্।

লশুনস্যাবিনষ্টস্য তুলার্দ্ধং নিস্তুষীকৃতম্।
তদর্দ্ধং দশমূল্যাস্ত দ্ব্যাঢকেঽপাং বিপাচয়েৎ॥
পাদশেষে ঘৃতপ্রস্থং লশুনস্য রসং তথা।
কোলমূলকবৃক্ষাম্লমাতুলুঙ্গার্দ্রকৈ রসৈঃ॥
দাড়িম্বাম্বু সুরামস্ত কাঞ্জিকাম্লৈস্তদর্দ্ধকৈঃ।
সাধয়েৎ ত্রিফলাদারুলবণ ব্যোষদীপ্যকৈঃ॥
যমানীচব্যহিঙ্গ্বম্লবেতসৈশ্চ পলার্দ্ধকৈঃ।
সিদ্ধমেতৎ পিবেৎ শূলগুল্মার্শোজঠরাপহম্॥
ব্রধ্নপাণ্ড্বাময়প্লীহযোনিদোষক্রিমিজ্বরান্।
বাতশ্লেষ্মাময়াংশ্চান্যানুন্মাদাংশ্চাপকর্ষতি॥

বিশুদ্ধ ও খোসাহীন লশুন ৫০ পল, মিলিত দশমূল ২৫ পল, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের। এই ক্বাথ এবং লশুনের রস ৪ সের, বদরীরস, মূলার রস, মহাদার রস, ছোলঙ্গলেবুর রস, আদার রস, দাড়িমের রস, সুরা, দধির মাত ও কাঁজি প্রত্যেক ২ সের, এই রসের সহিত ঘৃত ৪ সের পাক করিবে। কল্কার্থ, ত্রিফলা, দেবদারু, সৈন্ধব, ত্রিকটু, বনযমানী, যমানী, চৈঁ, হিঙ্গু ও অম্লবেতস (থৈকল) প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে লইয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। এই ঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে শূল, গুল্ম, অর্শঃ, উদরাময়, ব্রধ্ন, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, যোনিদোষ, ক্রিমি, জ্বর ও বিবিধ উন্মাদরোগ বিনষ্ট হয়।

পানীয়কল্যাণকং ঘৃতম্।

বিশালা ত্রিফলা কৌন্তী দেবদার্ব্বেলবালুকম।
স্থিরা নতং হরিদ্রে দ্বে শারিবে দ্বে প্রিয়ঙ্গুকম্॥
নীলোৎপলৈলা মঞ্জিষ্ঠা দন্তী দাড়িম কেশরম্।
তালীশপত্রং বৃহতী মালত্যাঃ কুসুমং নবম্॥
বিড়ঙ্গং পৃশ্নিপর্ণী চ কুষ্ঠং চন্দন পদ্মকৌ।
অষ্টাবিংশতিভিঃ কল্কৈরেতৈরক্ষসমন্বিতৈঃ॥
চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
অপস্মারে জ্বরে কাসে শোষেমন্দানলে ক্ষয়ে॥
বাতরক্তে প্রতিশ্যায়ে তৃতীয়ক চতুর্থকে।
বম্যর্শো মূত্রকৃচ্ছ্রেষু বিসর্পোপহতেষু চ।
কণ্ডূপাণ্ড্বাময়োন্মাদ বিষ মেহ গরেষু চ।
দোষোপহতচিত্তানাং গদ্গদানামরেতসাম্।
শস্তং স্ত্রীণাঞ্চ বন্ধ্যানাং বর্ণায়ুর্ব্বলবর্দ্ধনম্॥
অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং সর্ব্বগ্রহনিবারণম্।
কল্যাণকমিদং সর্পিঃ শ্রেষ্ঠং পুংসবনেষু চ॥

ঘৃত ৪ সের, কল্কার্থ রাখালশসার মূল, ত্রিফলা, রেণুক, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণি, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল (নীল সুঁদী), এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমবীজ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, নূতন মালতীপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ এই ২৮ খানি দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার, উন্মাদ ও অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়। মাত্রা ২ তোলা, উষ্ণদুগ্ধ ও চিনির সহিত সেব্য।

ক্ষীরকল্যাণকং ঘৃতম্।

দ্বিজলস্তু চতুঃক্ষীরং ক্ষীরকল্যাণকস্ত্বিদম্॥

পানীয় কল্যাণ ও ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত উভয়ই প্রায় এক প্রকার। বিশেষ এই যে ক্ষীরকল্যাণ ঘৃতে, ঘৃতের দ্বিগুণ জল এবং চতুর্গুণ দুগ্ধ দিয়া পাক করিতে হয়। কল্ক দ্রব্য সকল উভয়েরই একপ্রকার জানিবে।

স্বল্পচৈতসঘৃতম্।

পঞ্চমূলাবকাশ্মর্যৌ রাস্নৈরণ্ডত্রিবৃদ্বলাঃ।
মূর্ব্বা শতাবরী চেতি ক্বাথ্যৈর্দ্বিপলিকৈরিমৈঃ।
কল্যাণকস্য চাঙ্গেন তদ্ঘৃতং চৈতসং স্মৃতম্।
সর্ব্বচেতোবিকারাণাং শমনং পরমং মতম্॥
ঘৃতপ্রস্থোঽত্র কর্ত্তব্যঃ ক্বাথোদ্রোণাম্ভসা ঘৃতাৎ।
চতুর্গুণোঽত্র সম্পাদ্যঃ কল্কঃ কল্যাণকেরিতঃ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ গাম্ভারী বর্জ্জিতদশমূল, রাস্না, এরণ্ডমূল, তেউড়ীমূল, বেড়েলা, মূর্ব্বামূল ও শতমূলী ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল; পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ক্ষীরকল্যাণোক্ত ২৮ দ্রব্যের প্রত্যেক ২ তোলা। জল ১৬ সের। দুগ্ধাদিও ক্ষীরকল্যাণের ন্যায় জানিবে। ইহা চিত্তবিকার শান্তির উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হিঙ্গ্বাদ্যং ঘৃতম্।

হিঙ্গু সৌবর্চ্চল ব্যোষৈর্দ্বিপলাংশৈর্ঘৃতাঢকম্।
চতুর্গুণে গবাং মূত্রে সিদ্ধমুন্মাদনাশনম্॥
অপস্মারং মহাঘোরং সুচিরোত্থং জয়েদ্ ধ্রুবম্॥

ঘৃত ১৬ সের। গোমূত্র ৬৪ সের। কল্কার্থ হিঙ্গু, সচললবণ, ত্রিকটু, প্রত্যেক ২ পল। এই ঘৃত পান করিলে উন্মাদ ও অপস্মার রোগের শান্তি হয়।

মহাপৈশাচিকং ঘৃতম্।

জটিলা পূতনা কেশী চারটী মর্কটী বচা।
ত্রায়মাণা জয়া বীরা চোরকং কটুরোহিণী॥
কায়স্থা শূকরী ছত্রা সাতিচ্ছত্রা পলঙ্কষা।
মহাপুরুষদন্তা চ বয়ঃস্থা নাকুলীদ্বয়ম্॥
কটম্ভরা বৃশ্চিকালী স্থিরা চৈব শৃতং ঘৃতম।
চাতুর্থকজ্বরোন্মাদ গ্রহাপস্মার নাশনম॥
মহাপৈশাচিকং নাম ঘৃতমেতদ্ যথামৃতম।
মেধা বুদ্ধি স্মৃতিকরং বালানাঙ্গাঙ্গবর্দ্ধনম॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, স্থলপদ্ম, (কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মী), আলকুশীবীজ, বচ, বলাডুমুর, জয়িত্রী, কাকোলী, চোরকাঁচকী, কটকী, ছোট এলাইচ, বারাহীকন্দ (চামার আলু), মউরী, শুলফা, গুগ্গুল, অপরাজিতা (শিবদাস বলেন শতমূলী), ব্রহ্মী (কেহ কেহ বলেন আমলকী), রাস্না, গন্ধরাস্না, গন্ধভাদুলিয়া বিছাটী ও শালপাণি এই সমুদায় মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। ইহা পান করিলে উন্মাদ ও অপস্মারাদি নানা রোগ নষ্ট হয় এবং বুদ্ধি ও স্মৃতি প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে।

অঞ্জনম্।

কৃষ্ণা মরিচ সিন্ধূত্থ মধু গোপিত্তনির্ম্মিতম্।
অঞ্জনং সর্ব্বভূতোত্থ মহোন্মাদবিনাশনম্॥

পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, মধু ও গোরোচনা এই সমুদায় একত্র বাঁটিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে সকল প্রকার ভূতোন্মাদ নিবারণ হয়।

ধূপঃ।

নিম্বপত্র বচা হিঙ্গু সর্পনির্ম্মোক সর্ষপৈঃ।
ডাকিন্যাদিহরো ধূপো ভূতোন্মাদবিনাশনঃ॥

নিম্বপত্র, বচ, হিং, সাপের খোলস ও সর্ষপ এই সমুদায় দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে ডাকিনী প্রভৃতি দূরীকৃত ও ভূতোন্মাদ নিবারিত হয়।

কার্পাসাস্থিময়ূর পিচ্ছ
বৃহতী নির্ম্মাল্য পিণ্ডীতকৈ-
স্ত্বগ্‌বাংশী বৃষদং শবিট্‌তুষ
বচা কেশাহিনির্ম্মোককৈঃ।
গোশৃঙ্গ দ্বিপদন্ত হিঙ্গু মরিচৈ-
স্তুল্যৈস্তু ধূপঃ কৃতঃ
স্কন্দোন্মাদ পিশাচ রাক্ষস
সুরাবেশ জ্বরঘ্নঃ স্মৃতঃ॥

কার্পাসবীজ, ময়ূরপুচ্ছ, বৃহতীফল, শিবনির্ম্মাল্য, মদনফল, গুড়ত্বক্, বংশলোচন, বিড়ালের বিষ্ঠা, তুষ, বচ, কেশ (মনুষ্যের), সাপের খোলস, গোরুর শৃঙ্গ, হস্তিদন্ত, হিঙ্গু ও মরিচ এই সকল দ্রব্যের ধূপ নানাবিধ ভূতোন্মাদ ও জ্বর নষ্ট করে।

শিবাঘৃতম্।

শিবায়াস্তু হৃপূতায়াঃ পঞ্চাশৎ পললাৎ পলম্।
পঞ্চ পঞ্চ সমাদায় পঞ্চমূলীযুগাৎ পৃথক্॥

কুট্টয়িত্বা চতুঃষষ্টি শরাবৈরম্ভসঃ পচেৎ।
জ্ঞাত্বা পাদাবশেষেণ তেন ক্বাথোদকেন চ॥
ক্ষীরস্যাষ্টাভিরাজ্যস্য শরাবাণাং চতুষ্টয়ম্।
যষ্টীমধুক মঞ্জিষ্ঠা কুষ্ঠ চন্দন পদ্মকৈঃ॥
বিভীতক শিবা ধাত্রী বৃহতী তগরপাদিকৈঃ।
বিড়ঙ্গ দাড়িমী দেবদারু দন্তী হরেণুভিঃ॥
তালীশ কেশর শ্যামা বিশালা শালপর্ণিভিঃ।
প্রিয়ঙ্গু মালতীপুষ্প কাকোলীযুগলোৎপলৈঃ॥
হরিদ্রাযুগলানন্তা মেদৈলা হরিবালুকৈঃ।
সপৃশ্নিপর্ণিকৈরেভিঃ কল্কৈরক্ষসমন্বিতৈঃ॥
সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং যচ্চ তস্য নিগদতঃ শৃণু।
দেবাসুরগ্রহগ্রস্তে মানসে রাক্ষসক্ষতে॥
গন্ধর্ব্বধর্ষিতে চৈব পিতৃগ্রহনিপীড়িতে।
ভূতৈরপ্যভিভূতে চ পিশাচৈশ্চ পরিপ্লুতে॥
ভুজঙ্গমগৃহীতে চ তথা জাঙ্গলভক্ষিতে।
যক্ষৈরপি পরিক্ষিপ্তে ভয়ৈরপ্যদ্দিতে ভৃশম্॥
শস্যতে সর্ব্ববাতে চ সর্ব্বাপস্মার এব চ।
শোষে সোরঃক্ষতে কাসে পীনসে চ মদাত্যয়ে॥
মেহে মূত্রগ্রহে চৈব জ্বরে জীর্ণে চ শস্যতে।
বৃষ্যং পুনর্নবকরং বন্ধ্যানামপি পুত্রদম্॥
শ্রীবিন্ধ্যবাসিপাদেন সিদ্ধিদং সমুদীরিতম্।
শিবাঘৃতমিদং নাম্না শিবায়োন্মাদিনাং সদা॥
(শৃগালবর্হিণোঃ পাকে পুমাংসং তত্র দাপয়েৎ।)

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ পুরুষ শৃগালের মাংস ৬।০ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের এবং দশমূল মিলিত ৬।০ সের অর্থাৎ প্রত্যেক ৫ পল, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের। শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ শৃগালমাংস ও দশমূল একত্রে ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট করিয়া লইলেও হয়। ছাগ ও গব্যদুগ্ধ ৮ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বহেড়া, হরীতকী, আমলা, বৃহতী, তগরপাদুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, দন্তীমূল, রেণুক, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, শ্যামালতা, রাখালশসার মূল, শালপাণি, প্রিয়ঙ্গু, মালতীফুল, কাকোলী, পদ্ম, নীলপদ্ম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদ, এলাইচ, এলবালুক ও চাকুলে প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে নানাবিধ উন্মাদ, অপস্মার ও অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়।

তৈলং নারায়ণং বাপি মহানারায়ণং তথা।
হিতমত্র প্রয়োক্তব্যমিতি চক্রেণ ভাষিতম্॥

চক্রদত্ত বলেন উন্মাদরোগে নারায়ণ বা মহানারায়ণ তৈলে বিশেষ ফল হয়।

উন্মাদগজাঙ্কুশঃ।

ত্রিদিনং কনকদ্রাবৈর্মণ্ডারাষ্ট্রীরসৈঃ পুনঃ।
বিষমুষ্টিদ্রবৈঃ সূতং সমুত্থাপ্যার্ক চক্রিকাম্॥
কৃত্বা তপ্তাং সগন্ধাং তাং যুক্ত্যা বন্ধনমাচরেৎ।
তৎসমং কানকং বীজমভ্রকং গন্ধকং বিষম্॥
মর্দ্দনাৎ ত্রিদিনং সর্ব্বং বল্লমাত্রং প্রযোজয়েৎ।
দোষোন্মাদং দ্রুতং হন্তি ভূতোন্মাদং বিশেষতঃ॥

পারদ ২ তোলা লইয়া যথাক্রমে ধুতূরার রসে, জলপিপ্পলীর রসে এবং বিষদোড়ি শাকের রসে তিন দিবস ঊর্দ্ধপাতন করিয়া পরে ২ তোলা গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্বল্প পুট দিবে। পশ্চাৎ উহার সহিত ধুতূরাবীজ ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও বিষ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া জল দিয়া মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত

সেব্য। ইহাতে উন্মাদ ও ভূতোন্মাদের শান্তি হয়।

উন্মাদপর্পটীরসঃ।

কৃষ্ণাধুস্তূরজৈর্বীজৈঃ পঞ্চভিঃ পর্পটীরসঃ।
সংপ্রযোজ্যঃ প্রশান্ত্যর্থমুন্মাদং ভূতসম্ভবম্॥

৫ টা কাল ধুতূরার বীজ ক্ষেত-পাপড়ার রসে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে ভূতোন্মাদ প্রশমিত হয়।

উন্মাদভঞ্জনো রসঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব গজপিপ্পলিকা তথা।
বিড়ঙ্গঞ্চ দেবদারু কিরাতং কটুকী তথা॥
কণ্টকারী চ যষ্টীন্দ্রযবং চিত্রকমেব চ।
বলা চ পিপ্পলীমূলং মূলঞ্চ বীরণস্য চ॥
শোভাঞ্জনস্য বীজানি ত্রিবৃতা চেন্দ্রবারুণী।
বঙ্গং রূপ্যমভ্রকঞ্চ প্রবালং সমভাগিকম্॥
সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং সলিলেন বিমর্দ্দয়েৎ।
উন্মাদমপি ভূতোত্থমুন্মাদং বাতজং তথা॥
অপস্মারং তথা কার্শ্যং রক্তপিত্তং সুদারুণম্।
নাশয়েদবিকল্পেন রসশ্চোন্মাদভঞ্জনঃ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, গজপিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিরাতা, কট্কী, কণ্টকারী, যষ্টিমধু, ইন্দ্রযব, চিতামূল, বেড়েলামূল, পিঁপুলমূল, বেণার মূল, সজিনাবীজ, তেউড়ীমূল, রাখালশশার মূল, বঙ্গ, রৌপ্য, অভ্র ও প্রবাল প্রতেক্য দ্রব্য সমভাগ; সকলের সমান লৌহচূর্ণ দিয়া জলে মর্দ্দন করতঃ ২ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার উন্মাদ, অপস্মার, কার্শ্য ও সুদারুণ রক্তপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

চতুর্ভুজরসঃ।

মৃতসূতস্য ভাগৌ দ্বৌ ভাগৈকং হেমভস্মকম্।
শিলা কস্তূরিকা তালং প্রত্যেকং হেমতুল্যকম্॥
সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যয়া মর্দ্দয়েদ্দিনম্।
এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্॥
সংস্থাপ্য চ তদুদ্ধৃত্য সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।
এতদ্রসায়নশ্রেষ্ঠং ত্রিফলামধুমর্দ্দিতম্॥
তদ্যথাগ্নিবলং খাদেদ্ বলিপলিতনাশনম্।
অপস্মারে জ্বরে কাসে শোষে মন্দানলে ক্ষযে॥
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে গাত্রকম্পে বিশেষতঃ।
বাতপিত্তসমুত্থাংশ্চ কফজান্নাশয়েদ্ধ্রুবম্।
চতুর্ভুজরসো নাম মহেশেন প্রকাশিতঃ॥

রসসিন্দূর ২ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, মৃগনাভি ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ; সমস্ত দ্রব্য ১ দিন ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া একটী গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ গোলকটী ভেরেণ্ডাপত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ৩ তিন দিন ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে। রোগের অবস্থানুসারে মাত্রা কল্পনা করিয়া একা একটী বটী ত্রিফলা-চূর্ণ ও মধু সহ ভক্ষণ করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনে উন্মাদ, অপস্মার, জ্বর, কাস, শোষ, ক্ষয়, মন্দাগ্নি, হস্তকম্প, শিরঃকম্প এবং বাতিক, পৈত্তিক ও শৈষ্মিক সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

ভূতাঙ্কুশো রসঃ।

সূতায়স্তার তাম্রঞ্চ মুক্তা চাপি সমং সমম্।
সূতপাদং তথা বজ্রং তালং গন্ধং মনঃশিলা॥
তুত্থং হিলাঞ্জনং শুদ্ধমহিফেনং রসাঞ্জনম্।
পঞ্চানাং লবণানাঞ্চ প্রতিভাগং রসোন্মিতম্॥

ভৃঙ্গরাজ চিত্র বজ্রীদুগ্ধেনাপি বিমর্দ্দয়েৎ।
দিনান্তে পিণ্ডিতং কৃত্বা রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ॥
ভূতাঙ্কুশো রসো নাম নিত্যং গুঞ্জাদ্বয়ং লিহেৎ।
আর্দ্রকস্য রসেনাপি চোন্মাদে ভূতজিদ্রসঃ॥
মাহিষঞ্চ ঘৃতং ক্ষীরং গুর্ব্বন্নমপি ভোজয়েৎ।
অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন হিতো ভূতাঙ্কুশে রসে॥

পারদ, লৌহ, রূপা, তামা ও মুক্তা প্রত্যেক ১ তোলা, হীরা ২ মাষা, হরিতাল, গন্ধক, মনছাল, তুঁতিয়া, সৌবীরাঞ্জন, সমুদ্রফেন, স্রোতোঽঞ্জন ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য, ভৃঙ্গরাজ, দন্তী ও সিজবৃক্ষের পত্র রসে মর্দ্দন করিয়া দিনান্তে পিণ্ডাকার করিয়া যথানিয়মে গজপুটে পাক করিবে। ইহার মাত্রা ২ রতি। অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবন করাইয়া মহিষ ঘৃত, দুগ্ধ ও গুরুপাক অন্নভোজন এবং গাত্রে সার্ষপতৈল মর্দ্দন করাইবে। ইহাতে ভূতোন্মাদ নিবারণ হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামুন্মাদাধিকারঃ।

স্মরোন্মাদাধিকারঃ।

প্রিয়মেলনমেবৈকং স্মরোন্মাদস্য ভেষজম্।
উন্মাদো যৎকৃতে তত্র ক্রোধোৎপাদনমেব বা॥

প্রিয়জনের সহিত সম্মিলনই স্মরোন্মাদ রোগের একমাত্র ঔষধ। যাহার জন্য স্মরোন্মাদ রোগ জন্মে, তাহার প্রতি বিশেষ ক্রোধ উৎপাদন করিয়া দিতে পারিলেও পীড়ার শান্তি হইতে পারে।

অভয়াদিচূর্ণম্।

অভয়া ত্রিবৃতা দ্রাক্ষা কুটজস্য ফলং বচা।
ইন্দ্রবারুণিকামূলং পিপ্পলী গজপিপ্পলী॥
স্মরপ্রিয়া বিষা বহ্নিঃ শশাঙ্কঃ সূর্য্য এব চ।
এতচ্চূর্ণং পিবেন্নিত্যং স্মরোন্মাদনিবৃত্তয়ে॥

হরীতকী, তেউড়ীমূল, দ্রাক্ষা, ইন্দ্রযব, বচ, রাখালশসার মূল, পিঁপুল, গজপিঁপুল, কাবাবচিনি, আতইচ, চিতামূল, কর্পূর ও আকন্দমূল ইহাদের সম ভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া এক আনা মাত্রায়, জল দিয়া সেবন করিলে স্মরোন্মাদের শান্তি হয়।

স্মরোন্মাদাপহা প্রোক্তা সেবিতর্ত্তুহরীতকী।

ঋতুহরীতকী সেবন করিলে স্মরোন্মাদের নিবৃত্তি হয়।

মেদোঘ্নস্তেষজং যচ্চ যৎ কফস্য নিবারকম্।
স্মরোন্মাদে প্রয়োক্তব্যং তত্তদ্বুদ্ধা ভিষগ্বরৈঃ॥

এই পীড়ায় মেদোঘ্ন ও কফঘ্ন ঔষধ প্রযোজ্য।

হিতং প্রকীর্ত্তিতঞ্চাত্র শুক্রমেহঘ্নমৌষধম্।

শুক্রমেহঘ্ন ঔষধ এই পীড়ায় হিতকর।

বাতানুলোমনং যচ্চ সুপাচ্যং বহ্নিদীপনম্।
অন্নপানং যোজয়েৎ প্রাজ্ঞো বিপরীতং বিবর্জ্জয়েৎ॥

বাতানুলোমক, সুপাচ্য ও বহ্নিদীপক পথ্য এই পীড়ায় প্রযোজ্য, ইহার বিপরীত বর্জ্জনীয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং স্মরোন্মাদাধিকারঃ।

গদোদ্বেগাধিকারঃ।

সান্ত্বনাশ্বাসন স্নেহ হর্ষণৈঃ পরিচর্য্যয়া।
অপদার্থগদাক্রান্তং চিকিৎসেৎ তর্পণেন চ॥

অপদার্থ গদাক্রান্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা, আশ্বাসন, স্নেহ, হর্ষণ, পরিচর্য্যা ও তর্পণ ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

পাচনং বহ্নিকৃদ্ যচ্চ যদ্ বাতস্যানুলোমনম্।
পিত্তহৃন্নাতিকফকৃৎ তদ্ যুঞ্জ্যাদত্র ভেষজম্॥

যে ঔষধ পাচক, অগ্নিজনক, বাতানু-লোমক, পিত্তনাশক অথচ অধিক কফ-বৰ্দ্ধক নহে, তাহা এই পীড়ায় প্রযোজ্য।

বাতব্যাধ্যুদিতান্যত্র তৈলানি চ ঘৃতানি চ।
যুক্ত্যা যুঞ্জ্যাদ্ভিষক্ প্রাজ্ঞো ভেষজঞ্চ রসায়নম্॥

বাতব্যাধি অধিকারে যে সকল তৈল ও ঘৃত উক্ত হইয়াছে, তৎসমুদায় এবং রসায়ন ঔষধ সকল যুক্তি করিয়া প্রয়োগ করিবে।

গদো মিথ্যেতি ন বদেদ্ভিষগস্য কদাচন।
স যদ্ব্রবীতি বৃত্তান্তং শৃণুয়াদবধানবান্॥
হৃদ্যং স্নিগ্ধঞ্চ পানান্নং সুপাচ্যং দেহপোষণম্।
অপদার্থগদে প্রোক্তং শুভায়াস্মিন্ শর্ম্মণে॥

চিকিৎসক কখন গদোদ্বেগীকে, তাহার পীড়া মিথ্যা একথা বলিবেন না। সে, পীড়ার বৃত্তান্ত যাহা বলে, অব-ধানের সহিত শ্রবণ করিবেন। যে অন্ন ও পানীয় হৃদ্য, স্নিগ্ধ, সুপাচ্য ও দেহের পুষ্টিকর, তৎসমুদায় এই পীড়ায় হিতকর। ইহার বিপরীত অনিষ্টজনক জানিবে।

যমান্যাদিচূর্ণম্।

যমানী পিপ্পলী শুণ্ঠী চাতুর্জাতং ফলত্রয়ম্।
মুশলী চোরপুষ্পী চ বাজিগন্ধা পুনর্নবা॥
অষ্টবর্গস্তুগাক্ষীরী মুরাগুরু বচা বলাঃ।
উশীরোৎপলমাংস্যশ্চ বিদারী চন্দনদ্বয়ম্॥
শতপুষ্পা মধুরিকা সর্ব্বাণ্যেতানি চূর্ণয়েৎ।
পায়য়েৎ পয়সালোড্য শর্করাসলিলেন বা॥
গদোদ্বেগং বহ্নিমান্দ্যমুন্মাদং বাতজান্ গদান্।
পিত্তোত্থিতানপি ক্লৈব্যং চূর্ণমেতদ্বিনাশয়েৎ॥

যমানী, পিঁপুল, শুঁঠ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তালমূলী, চোরকাঁচকী, অশ্বগন্ধা, পুনর্নবা, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, বংশলোচন, মুরামাংসী, অগুরু, বচ, বেড়েলা, বেণার মূল, উৎ-পলমূল, জটামাংসী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শ্বেত-চন্দন, শুল্ফা ও মউরী ইহাদের প্রত্যে-কের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। দুগ্ধ ও চিনির জলের সহিত ২ মাষা মাত্রায় সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে গদোদ্বেগ, অগ্নিমান্দ্য, বায়ুজ ও পিত্তজ ব্যাধি সমস্ত এবং ক্লৈব্যরোগ প্রশমিত হয়।

ক্ষীরোদধিরসঃ।

রসং গন্ধকমভ্রঞ্চ শিলাজত্বয়সী শুভাম্।
রসার্দ্ধমানং স্বর্ণঞ্চ গৃহকন্যাম্বুনা ভিষক্॥
মৰ্দ্দয়িত্বা বটীঃ কুর্য্যাৎ কলায়পরিমাণতঃ।
ত্রিফলাজলযোগেন প্রাতঃসায়ঞ্চ পায়য়েৎ॥
গদোদ্বেগং মহাঘোরং রক্তপিত্তং ক্ষতং ক্ষয়ম্।
প্রমেহং বাতজান্ রোগান্ কামলাঞ্চ হলীমকম্॥

পাণ্ডুতাঞ্চ জ্বরং জীর্ণমর্শাংসি নিখিলানি চ।
রসঃ ক্ষীরোদধির্নাম নিহন্ত্যান্নাত্র সংশয়ঃ।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, শিলাজতু, লৌহ ও বংশলোচন প্রত্যেক ১ ভাগ এবং স্বর্ণ অর্দ্ধ ভাগ এই সমুদায় একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। ত্রিফলার জলের সহিত প্রাতে ও সায়ংকালে এক এক বটিকা সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে গদোদ্বেগ, রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ, প্রমেহ ও বাতব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

গন্ধরাজতৈলম্।

মালতী মল্লিকা জাতী কেতকী যূথিকা শমী।
কদম্বঃ সহকারশ্চ চম্পকাশোকপাটলাঃ।
পুষ্পাণ্যেষাং যথালাভং তুলামানানি চাহরেৎ।
দ্রোণাম্বুনা বিনিঃক্কাথ্য পাদশিষ্টং বতারয়েৎ।
ক্কাথমেতং রসঞ্চাপি পুণ্ডরীকস্য তৎসমম্।
প্রস্থমানেন তৈলেন পচেৎ কল্কানিমাংস্তথা।
বচা শৈলেয় কুষ্ঠৈলা মুরামাংসী শতাবরী।
দেবদারু বলা রাস্না শতাহ্বা চন্দনদ্বয়ম্।
কুঙ্কুমাগুরুশট্যশ্চ কঙ্কোলোশীর সারিবাঃ।
গ্রন্থিপর্ণ্যম্বুভৃচ্ছ্যামাশ্চাম্পেয়সহিতা ইতি।
সাধু সিদ্ধং পরিজ্ঞায় তৈলং সমবতারয়েৎ।
শীতীভূতে ক্ষিপেচ্চাত্র শীতশিহ্লক মোদিনীঃ।
গন্ধরাজাভিধং তৈলমেতদ্ ব্যাধ্যভিশঙ্কনম্।
বাতাময়ান্ ঘোররূপান্ কার্শ্যমগ্নিক্ষয়ং তথা।
ক্লৈব্যং চ শুক্রমেহঞ্চ স্নায়ুরোগাংশ্চ নাশয়েৎ।
বালানাং পুষ্টিকৃচ্চেদং গর্ভসংস্থাপনং পরম্।

তিলতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ মালতী, মল্লিকা, জাতী, যূঁই, কেঁয়া, শমী, কদম্ব, আম্র, চাঁপা, অশোক ও পারুল ইহাদের যথালাভ আহৃত পুষ্প ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; পদ্মপুষ্পের রস ১৬ সের। কল্কার্থ বচ, শৈলজ, কুড়, এলাইচ, মুরামাংসী, জটামাংসী, শতমূলী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, শুল্‌ফা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু, শটী, কাঁকলা, বেণার মূল, অনন্তমূল, গেঁটেলা, মুতা, শ্যামালতা ও নাগেশ্বর মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক সম্পন্ন করিয়া তৈল নামাইয়া শীতল হইলে উহাতে কর্পূর ১ তোলা, শিলারস ২ তোলা ও মৃগনাভি অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে গদোদ্বেগ, বাতব্যাধি, কৃশতা, অগ্নিমান্দ্য, ক্লৈব্য, শুক্রমেহ ও স্নায়ুরোগের শান্তি হয়। ইহা বালকদিগের অঙ্গবর্দ্ধক ও স্ত্রীদিগের গর্ভসংস্থাপক।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং গদোদ্বেগাধিকারঃ।

মূর্চ্ছাধিকারঃ।

সেকাবগাহৌ মণয়ঃ সহারাঃ
শীতাঃ প্রদেহা ব্যজনানিলাশ্চ।
শীতানি পানানি চ গন্ধবন্তি
সর্ব্বাসু মূর্চ্ছাস্বনিবারিতানি।

সকল প্রকার মূর্চ্ছাতেই শীতল জলাভিষেক, অবগাহন, পদ্মরাগাদি মণি গ্রথিত হারধারণ, গাত্রে উশীর চন্দনাদি লেপন, ব্যজন বায়ু এবং কর্পূরাদি বাসিত শীতল পানীয় এই সমস্ত উপকারী।

রক্তজায়ান্তু মূর্চ্ছায়াং হিতঃ শীতক্রিয়াবিধিঃ।
মদ্যজায়াং বমেন্মদ্যং নিদ্রাং সেবেদ্ যথাসুখম্॥
বিষজায়াং বিষঘ্নানি ভেষজানি প্রযোজয়েৎ॥

রক্তদর্শন জন্য মূর্চ্ছাতে শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য। অধিক মদ্যপানজন্য মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে বমনকারক ঔষধ দ্বারা উদরস্থ মদ্য বমন করাইয়া রোগীকে নিদ্রিত করিবার চেষ্টা করিবে। বিষজাত মূর্চ্ছায় বিষঘ্ন ঔষধ প্রয়োজ্য।

কোলমজ্জোষণোশীর কেশরং শীতবারিণা।
পীতং মূর্চ্ছাং জয়েল্লীঢ়া কৃষ্ণাং বা মধুসংযুতাম্॥

কুলআঁটির শস্য, পিঁপুল, বেণার মূল ও নাগেশ্বর এই সমুদায় শীতল জলে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে অথবা পিঁপুলচূর্ণ ও মধু একত্রিত করিয়া অবলেহ করিলে মূর্চ্ছা নিবারণ হয়।

পিবেদ্দুরালভাক্বাথং সঘৃতং ভ্রমশান্তয়ে।
ত্রিফলায়াঃ প্রয়োগো বা
প্রয়োগঃ পয়সোঽপি বা।
রসায়নানাং কৌম্ভস্য সর্পিষো বা প্রশস্যতে॥
(রসায়নানাং শিলাজত্বাদিরসায়নপ্রয়োগাণাম্। কৌম্ভং সর্পির্দ্দশাব্দিকম্।)

ঘৃতের সহিত দুরালভার ক্বাথ অথবা রাত্রিতে মধুর সহিত ত্রিফলাচূর্ণ সেবন করিলে ভ্রম রোগ নিবারণ হয়। এই রোগে দুগ্ধ অতি উপকারী এবং দশ বৎসরের পুরাতন ঘৃত মর্দ্দন ও শিলাজতু প্রভৃতি রাসায়নিক ঔষধ সেবন প্রশস্ত জানিবে।

মধুনা হন্ত্যুপযুক্তা ত্রিফলা
রাত্রৌ গুড়ার্দ্রকং প্রাতঃ।
সপ্তাহাৎ পথ্যভুজো মদমূর্চ্ছাকামলোন্মাদান্॥

প্রত্যহ রাত্রিতে ত্রিফলাচূর্ণ ও মধু এবং প্রাতে আদা ও গুড় সেবন এবং সুপথ্য ভোজন করিলে এক সপ্তাহের মধ্যে মদ, মূর্চ্ছা, কামলা ও উন্মাদ রোগ নিবারিত হয়।

অঞ্জনান্যবপীড়াশ্চ ধূমঃ প্রধমনানি চ।
সূচিভিস্তোদনং শস্তং দাহঃ পীড়া নখান্তরে॥
লুঞ্চনং কেশলোম্নাঞ্চ দন্তৈর্দংশনমেব চ।
আত্মগুপ্তাবঘর্ষশ্চ হিতস্তস্যাববোধনে॥

সংন্যাসাদি রোগে মূর্চ্ছাবস্থাতে অপস্মারোক্ত তীক্ষ্ণ অঞ্জন সকল, রসুন ও আদা প্রভৃতির রসের নস্য, ধূম, প্রধমন (মরিচাদির চূর্ণে নস্য), সূচীবেধ, উষ্ণ লৌহশলাকাদি দ্বারা নখের অভ্যন্তরে পীড়ন, কেশলোমাদি আকর্ষণ, দন্ত দ্বারা দংশন ও গাত্রে আলকুশীঘর্ষণ এই সকল ক্রিয়া কর্ত্তব্য, ইহাতে রোগীর সংজ্ঞা লাভ হয়।

গুড়ং পিপ্পলীমূলস্য চূর্ণেনাতিচিতং লিহন্।
চিরাদপি চ সংনষ্টাং নিদ্রামাপ্নোত্যসংশয়ম্॥
ইক্ষবঃ পোতকী মাষাঃ সুরাং মাংসং ঘৃতং পয়ঃ।
গোধূম গুড় মৎস্যাশ্চ নিদ্রাং কুর্ব্বন্তি দেহিনাম্॥
শক্রাশনমজাক্ষীরং পাদলেপাৎ তদর্থকৃৎ॥

পিঁপুলমূলচূর্ণ ও গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে চিরপ্রনষ্ট নিদ্রাও উপশমিত হইয়া থাকে।

ইক্ষু, পুঁইশাক, মাষকলায়, মদ্য, মাংস, ঘৃত, দুগ্ধ, গোধুম, গুড় ও মৎস্য এই সমুদায় ভোজন করিলে সুনিদ্রা হইয়া থাকে। দুগ্ধে সিদ্ধি বাঁটিয়া পাদদ্বয়ে লেপন করিলে নিদ্রা হয়।

সিদ্ধানি বর্গে মধুরে পয়াংসি
সদাড়িমা জাঙ্গলজা রসাশ্চ।
তথা যবা লোহিতশালয়শ্চ
মূর্চ্ছাসু পথ্যাশ্চ সতীনমুদ্গাঃ॥
(সতীনঃ বর্ত্তুলকলায় মটর ইতি ভাষা)

কাকোল্যাদি মধুরবর্গের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ, দাড়িমরস মিশ্রিত জাঙ্গল-পশুর মাংসের যূষ, যব, রক্তশালি, মটর ও মুগ মূর্চ্ছা রোগে সুপথ্য।

যথাদোষং কষায়াণি জ্বরঘ্নানি প্রযোজয়েৎ।

বাতজাদি মূর্চ্ছারোগে বাতিকাদি জ্বরঘ্ন কষায় প্রয়োগ করিবে।

মহৌষধামৃতাক্ষুদ্রা-পৌষ্করগ্রন্থিকোদ্ভবম্।
পিবেৎ কণাযুতং ক্কাথং মূর্চ্ছাসু চ মদেষু চ॥

শুঁঠ, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, কুড় ও পিঁপুলমূল ইহাদের ক্বাথে পিঁপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, তাহা পান করিলে মূর্চ্ছা ও মদরোগ নিবারিত হয়।

পীতং পয়শ্চ ধারোষ্ণং মূর্চ্ছানাশকরং পরম্।

প্রত্যহ ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে মূর্চ্ছারোগ প্রশমিত হয়।

তাম্রচূর্ণং সমোশীরং কেশরং শীতবারিণা।
পীতং মূর্চ্ছাং দ্রুতং হন্যাদ্ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

তাম্রভস্ম অর্দ্ধ রতি, বেণার মূল অর্দ্ধ রতি ও নাগেশ্বর অর্দ্ধ রতি একত্র শীতলজলের সহিত সেবন করিলে মূর্চ্ছা নিবারিত হয়।

শিরীষবীজ-গোমূত্রকৃষ্ণামরিচসৈন্ধবৈঃ।
অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোনশিলাবচৈঃ॥

শিরীষবীজ, পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা ও বচ গোমূত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে মূর্চ্ছাপনোদন হয়।

মধুকসারসিন্ধূত্থবচোষণকণাঃ সমাঃ।
শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বাম্ভসা নস্যং কুর্য্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্॥

মৌলসার, সৈন্ধব, বচ, মরিচ ও পিঁপুল সমভাগে লইয়া জলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া নস্য লইলে মূর্চ্ছারোগীর সংজ্ঞা লাভ হয়।

ভ্রমস্য চিকিৎসা—

শতাবরীবলামূলদ্রাক্ষাসিদ্ধং পয়ঃ পিবেৎ।
সসিতং ভ্রমনাশায় বীজং বাট্যালকস্য বা॥

শতমূলী, বেড়েলামূল ও কিস্‌মিসের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান, অথবা বেড়েলা-বীজচূর্ণ ও চিনি লেহন করিলে ভ্রমরোগ নিবারিত হয়।

তাম্রং দুরালভাক্কাথৈঃ পীতস্তু ঘৃতসংযুতম।
নিবারয়েদ্ ভ্রমং শীঘ্রং সংশয়োঽত্র ন বিদ্যতে॥

দুরালভার ক্বাথের সহিত তাম্রভস্ম ঘৃতসংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে শীঘ্রই ভ্রমরোগের শান্তি হয়।

শুণ্ঠ্যাদিবটী।

শুণ্ঠীকৃষ্ণাশতাহ্বানাং সাভয়ানাং পলং পলম্।
গুড়স্য ষট্‌পলান্যেষা গুড়িকা ভ্রমনাশিনী॥

শুঁঠ, পিঁপুল, শুলফা ও হরীতকী প্রত্যেক ১ পল এবং গুড় ৬ পল একত্রে মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, ঐ বটী সেবনে ভ্রমরোগ নিবারিত হইবে।

তন্দ্রাচিকিৎসা—

তুরঙ্গলালালবণোত্তমেন্দু-
মনঃশিলামাগধিকামধূনি।
নিযোজ্য তানক্ষি বিনিশ্চিতানি
তন্দ্রাং সনিদ্রাং বিনিবারয়ন্তি॥

ঘোড়ার লাল, সৈন্ধব, কর্পূর, মনঃ-শিলা, পিঁপুল ও মধু একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া নেত্রে উহার অঞ্জন দিলে, তন্দ্রা ও নিদ্রা নিবারিত হয়।

সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্ষপং কুষ্ঠমেব চ।
বস্তমূত্রেণ সংপিষ্য নস্যং তন্দ্রাবিনাশনম্॥

সৈন্ধবলবণ, সজিনাবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড় প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নস্য লইলে তন্দ্রা নষ্ট হয়।

তন্দ্রিণং সুখশয্যায়াং প্রকামং স্বাপয়েদ্ভিষক্॥

তন্দ্রারোগীকে সুখপ্রদ শয্যায় শয়ন করাইয়া যথেষ্ট নিদ্রা যাইতে দিবে।

অঞ্জনম্।

শিরীষবীজং লশুনং পিপ্পলীং লবণোত্তমম্।
মনঃশিলাঞ্চ মধুনা শ্লক্ষ্ণং যত্নেন মর্দ্দয়েৎ।
তস্যাঞ্জনেন তন্দ্রাশু সনিদ্রা বিনিবর্ত্ততে॥

শিরীষবীজ, রসুন, পিঁপুল, সৈন্ধব ও মনছাল এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে তন্দ্রা ও নিদ্রা নাশ হয়।

সন্ন্যাসচিকিৎসা—

কুর্য্যাচ্চৈরণ্ডতৈলেন রসচূর্ণেন বা পুনঃ।
রেচনং শিশুসন্ন্যাসে স্বেদস্তত্রোদরে হিতঃ॥

শিশুসন্ন্যাস রোগে এরণ্ডতৈল অথবা রসচূর্ণ দ্বারা বিরেচন করাইয়া উদরে স্বেদ প্রদান করিবে।

ক্রিমিজে শিশুসন্ন্যাসে ক্রিমিণাং হরণং হিতম্।

ক্রিমিজন্য শিশুসন্ন্যাসে ক্রিমি নিঃসারণ কর্ত্তব্য।

সুধানিধিরসঃ।

কণামধুযুতং সূতং মূর্চ্ছায়ামনুশীলয়েৎ।
শীতসেকাবগাহাদিসর্ব্বং বা শীতলং ভজেৎ।
সুধানিধিরসো নাম মদমূর্চ্ছাবিনাশনঃ॥

মূর্চ্ছারোগে পিঁপুলচূর্ণ ও রসসিন্দূর মধু সহ সেবন করিবে। শীতল জলে অবসেচন ও শীতল জলে স্নান কর্ত্তব্য, এই সুধানিধিরস মদ ও মূর্চ্ছারোগে প্রশস্ত।

মূর্চ্ছান্তকো রসঃ।

সিন্দূরং মাক্ষিকং হেম শিলজত্বয়সী তথা।
শতমূল্যা বিদার্য্যাশ্চ স্বরসেন বিভাবয়েৎ॥
শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বা ততঃ কুর্য্যাদ্ বটিকা বল্লসম্মিতাঃ।
রসো মূর্চ্ছান্তকো হন্যাদসৌ মূর্চ্ছাঃ শিবোদিতঃ॥

রসসিন্দূর, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, শিলাজতু ও লৌহ এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের স্বরসে ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে মূর্চ্ছারোগের শান্তি হয়। অনুপান, শতমূলীর রস, ত্রিফলার জল প্রভৃতি।

অশ্বগন্ধাদ্যরিষ্টঃ ।

তুলার্দ্ধং চাশ্বগন্ধায়া মুশল্যাঃ পলবিংশতিঃ ।
মঞ্জিষ্ঠায়া হরীতক্যা রজন্যোর্মধুকস্য চ ॥
রাস্না বিদারী পার্থানাং মুস্তকত্রিবৃতোরপি ।
ভাগান্ দশপলান্ দদ্যাদনন্তাশ্যামযোস্তথা ॥
চন্দনদ্বিতয়স্যাপি বচায়াশ্চিত্রকস্য চ ।
ভাগানষ্টপলান্ ক্ষুণ্ণানষ্টদ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ ॥
দ্রোণশেষে কষায়েঽস্মিন্ পূতেশীতে প্রদাপয়েৎ ।
ধাতক্যাঃ ষোড়শপলং মাক্ষিকস্য তুলাত্রয়ম্ ॥
ব্যোষস্য দ্বিপলঞ্চাপি ত্রিজাতক চতুঃপলম্ ।
চতুঃপলং প্রিয়ঙ্গোশ্চ দ্বিপলং নাগকেশরম্ ॥
মাসাদূর্দ্ধং পিবেদেনং পলার্দ্ধপরিমাণতঃ ।
মূর্চ্ছামপস্মৃতিং শোষমুন্মাদমপি দারুণম্ ॥
কার্শ্যমর্শাংসি মন্দত্বমগ্নের্ব্বাতভবান্ গদান্ ।
অশ্বগন্ধাদ্যরিষ্টোঽয়ং পীতো হন্যাদসংশয়ম্ ॥

অশ্বগন্ধা ৫০ পল, তালমূলী ২০ পল, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, যষ্টিমধু, রাস্না, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অর্জ্জুনছাল, মুতা ও তেউড়ী প্রত্যেক ১০ পল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, শ্বেত-চন্দন, রক্তচন্দন, বচ ও চিতামূল প্রত্যেক ৮ পল। এই সমুদায় ৫১২ সের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের অব-শিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া তাহাতে ধাইফুল ১৬ পল, মধু ৩৭৷৷৹ সের, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ পল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ প্রত্যেক ৪ পল, প্রিয়ঙ্গু ৪ পল ও নাগেশ্বর ২ পল, এই সমুদায় প্রক্ষিপ্ত করিয়া আবৃতপাত্রে একমাস রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া লইলেই অরিষ্ট প্রস্তুত হইবে। ইহার মাত্রা ১ তোলা হইতে ৪ তোলা। ইহা সেবন করিলে মূর্চ্ছা, অপস্মার, শোষ, উন্মাদ, কার্শ্য, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য ও বাতজ রোগ সমস্ত বিনষ্ট হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং মূর্চ্ছাধিকারঃ ।

অপস্মারাধিকারঃ ।

বাতিকং বস্তিভিঃ প্রায়ঃ
পৈত্তং প্রায়ো বিরেচনৈঃ ।
শ্লৈষ্মিকং বমনপ্রায়ৈরপস্মারমুপাচরেৎ ॥

বাতিক অপস্মারে বস্তিক্রিয়া, পৈত্তিকে বিরেচন ও শ্লৈষ্মিকে বমন ক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

পুষ্যোদ্ধৃতং শুনঃ পিত্তমপস্মারঘ্নমঞ্জনম্ ।
তদেব সর্পিষা যুক্তং ধূপনং পরমং স্মৃতম্ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে কুকুরের পিত্ত লইয়া অঞ্জন দিলে অথবা ঐ পিত্তের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ধূপ দিলে অপস্মার নিবারণ হয়।

নকুলোলূক মার্জ্জার গৃধ্রকীটাহি কাকজৈঃ ।
তুণ্ডৈঃ পক্ষৈঃ পুরীষৈশ্চ
ধূপনং কারয়েৎ ভিষক্ ॥

নকুল, পেচক, বিড়াল, শকুনি, কীট (পশ্চিমদেশজাত বৃশ্চিকবিশেষ), সর্প ও কাক ইহাদের যথাসম্ভব তুণ্ড (ঠোঁট), পক্ষ ও বিষ্ঠা দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে অপস্মার রোগ নিবারণ হয়।

মনোহ্বা তার্ক্ষ্যজং চৈব শকৃৎ পারাবতস্য চ ।
অঞ্জনং হন্ত্যপস্মারমুন্মাদঞ্চ বিশেষতঃ ॥

মনঃশিলা, রসাঞ্জন ও কপোতের বিষ্ঠা দ্বারা অঞ্জন দিলে অপস্মার ও উন্মাদরোগ উপশমিত হয়।

অপেতরাক্ষসী কুষ্ঠ পূতনা কেশ চোরকৈঃ।
উৎসাদনং মূত্রপিষ্টৈর্মূ ত্রৈরেবাবসেচনম্॥

কালতুলসীর শিকড়, কুড়, হরীতকী, ভূতকেশী ও চোরকাঁচকী এই সমুদায় ছাগমূত্রে বাঁটিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে অথবা ছাগমূত্রে গুলিয়া গাত্রে সেচন করিলে অপস্মারের শান্তি হয়।

জতুকাশকৃতা তদ্বৎ দগ্ধৈর্বা বস্তলোমভিঃ।
অপস্মারহরো লেপো মূত্রসিদ্ধার্থশিগ্রুভিঃ॥
(জতুকা চর্ম্মচটকা)।

চামচিকার বিষ্ঠা, ছাগলোম ভস্ম অথবা ছাগমূত্রের সহিত পিষ্ট শ্বেতসর্ষপ ও সজীনাবীজ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ দিলে অপস্মারের শান্তি হয়। চামচিকার বিষ্ঠা ও ছাগলোম ভস্ম ছাগমূত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপার্থ ব্যবহার্য্য।

যঃ খাদেৎ ক্ষীরভক্তাশী মাক্ষিকেণ বচারজঃ।
অপস্মারং মহাঘোরং স চিরোত্থং জয়েদ্ধ্রুবম্॥

প্রত্যহ মধুর সহিত বচচূর্ণ সেবন ও দুগ্ধ, অন্ন ভোজন করিলে প্রবল অপস্মার রোগ নষ্ট হয়।

উল্লম্বিতনরগ্রীবাপাশং দগ্ধ্বা কৃতা মসী।
শীতাম্বুনা সমং পীতা হন্ত্যপস্মারমুদ্ধতম্॥

উদ্বন্ধনমৃত মনুষ্যের গলবন্ধন রজ্জু দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম শীতল জলে গুলিয়া খাইলে অপস্মার রোগের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

প্রযোজ্যং তৈলৈর্লশুনং পয়সা বা শতাবরী।
ব্রহ্মীরসশ্চ মধুনা সর্ব্বাপস্মারভেষজম্॥

তৈলের সহিত রসুন, দুগ্ধের সহিত শতমূলী এবং মধুর সহিত ব্রহ্মীশাকের রস সেবনে সকল প্রকার অপস্মার প্রশমিত হয়।

স্বল্পপঞ্চগব্যং ঘৃতম্।

গোশকৃদ্রস দধ্যম্ল ক্ষীর মূত্রৈঃ সমৈর্ঘৃতম্॥
সিদ্ধং চাতুর্থকোন্মাদ গ্রহাপস্মারনাশনম্॥

গব্য ঘৃত ৪ সের, গোময় রস ৪ সের, অম্ল গব্য দধি ৪ সের, গব্য দুগ্ধ ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃত এক দিবসের মধ্যে পাক করিয়া লইলে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহা পান করিলে অপস্মার ও গ্রহোন্মাদ নিবারণ হয়।

বৃহৎ পঞ্চগব্যং ঘৃতম্।

দ্বে পঞ্চমূলে ত্রিফলাং রজন্যৌ কুটজত্বচম্।
সপ্তপর্ণমপামার্গং নীলিনীং কটুরোহিণীম্॥
শম্পাকং ফল্গুমূলঞ্চ পৌষ্করং সদুরালভম্।
দ্বিপলানি জলদ্রোণে পক্ত্বা পাদাবশেষিতে॥
ভার্গী পাঠা ত্রিকটুকং ত্রিবৃতা নিচুলানি চ।
শ্রেয়সী চাঢ়কী মূর্ব্বা দন্তী ভূনিম্ব চিত্রকৌ॥
দ্বে শারিবে রোহিতকং ভূতিকাং মদয়ন্তিকাম্।
ক্ষিপেৎ পিষ্ট্বাক্ষমাত্রাণি তৈঃপ্রস্থং সর্পিষঃ পচেৎ॥
গোশকৃদ্রস দধ্যম্ল ক্ষীরমূত্রৈশ্চ তৎসমৈঃ।
পঞ্চগব্যমিদং খ্যাতং মহৎ তদমৃতোপমম॥
অপস্মারে জ্বরে কাসে শ্বয়থাবুদরে তথা।
গুল্মার্শঃ পার্শ্বরোগেষু কামলায়াং হলীমকে।
অলক্ষ্মী গ্রহরক্ষোঘ্নং চাতুর্থকবিনাশনম্॥

কাথার্থ দশমূল, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়চিছাল, ছাতিমছাল, আপাঙ্গের মূল, নীলবৃক্ষ, কটকী, সোঁদালফল, ডুমুরমূল, কুড় ও দুরালভা

প্রত্যেক ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ক্কাথার্থ বামনহাটী, আকনাদি, ত্রিকটু, তেউড়ীমূল, হিজ্জলবীজ, গজপিপ্পলী, অড়হরফল, মূর্ব্বামূল, দন্তীমূল, চিরাতা, চিতামূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রক্তরোড়া, গন্ধতৃণ ও ময়নাফল প্রত্যেক ২ তোলা। গব্য ঘৃত ৪ সের, গোময়রস ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের; গব্য দুগ্ধ ৪ সের, অম্ল গব্য দধি ৪ সের, এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার, শোথ ও জ্বরাদি নানা রোগ নষ্ট হয়।

মহাচৈতসং ঘৃতম্।

শণত্রিবৃৎ তথৈরণ্ডো দশমূলী শতাবরী।
রাস্না মাগধিকা শিগ্রু ক্কাথং দ্বিপলিকং ভবেৎ॥
বিদারীমধুকং মেদে দ্বে কাকোল্যৌ সিতা তথা।
এভিঃ খর্জ্জুরমৃদ্বীকাভীরু যুঞ্জাত গোক্ষুরৈঃ॥
চৈতসস্য ঘৃতস্যাঙ্গৈঃ পক্তব্যং সর্পিরুত্তমম্।
মহাচৈতস সংজ্ঞন্তু সর্ব্বাপস্মারনাশনম্॥
গরোন্মাদ প্রতিশ্যায় তৃতীয়ক চতুর্থকান্।
পাপালক্ষ্মীর্জ্জয়েদেতৎ সর্ব্বগ্রহনিবারকম্॥
শ্বাসকাস হরঞ্চৈব শুক্রার্ত্তব বিশোধনম্।
ঘৃত মানং ক্কাথবিধিরিহ চৈতসবন্মতম্॥
কল্কশ্চৈতসকল্কোক্তদ্রব্যৈঃ সার্দ্ধঞ্চ পাদিকঃ।
নিত্যং যুঞ্জাতকাপ্রাপ্তৌ তালমস্তকমিষ্যতে॥

ক্কাথার্থ শণবীজ, তেউড়ীমূল, এরণ্ডমূল, দশমূল, শতমূলী, রাস্না, পিঁপুল ও সজিনামূল প্রত্যেক ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য যথা ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, চিনি, খেজুরমাতী বা পিণ্ডখর্জ্জূর, দ্রাক্ষা, শতমূলী, তালের মাতী, গোক্ষুর এবং স্বল্পচৈতস ঘৃতোক্ত কল্ক, মিলিত ১ সের। ইহাতে সকল প্রকার অপস্মার, উন্মাদ ও অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়।

কুষ্মাণ্ডঘৃতম্।

কুষ্মাণ্ডস্বরসে সর্পিরষ্টাদশগুণে পচেৎ।
যষ্ট্যাহ্বকল্কং তৎপানমপস্মারবিনাশনম্॥

ঘৃত ৪ সের, কুষ্মাণ্ড জল ৭২ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু ১ সের। এই ঘৃত পান করিলে অপস্মারের শান্তি হয়।

পলঙ্কষাদ্যং তৈলম্।

পলঙ্কষা বচা পথ্যা বৃশ্চিকালার্ক সর্ষপৈঃ।
জটিলা পূতনা কেশী লাঙ্গলী হিঙ্গু চোরকৈঃ॥
লশুনাতিবিষা চিত্রা কুষ্ঠৈর্বিড় ভিশ্চ পক্ষিণাম্।
মাংসাশিনাং যথালাভং বস্তমূত্রে চতুর্গুণে।
সিদ্ধমভ্যঞ্জনাত্তৈলমপস্মারবিনাশনম্॥

গুগ্গুল, বচ, হরীতকী, বিছাটীমূল, আকন্দমূল, সর্ষপ, জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, ইষলাঙ্গলা, হিং, চোরকাঁচকী, রসুন, আতইচ, দন্তী, কুড় ও গৃধ্র প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীর বিষ্ঠা এই সমুদায় কল্কদ্রব্য মিলিত ১ সের, ছাগমূত্র ১৬ সের, তৈল ৪ সের। এই তৈল মর্দ্দনে অপস্মার নষ্ট হয়।

অপস্মারহরা যোগাঃ।

অভ্যঙ্গে সার্ষপং তৈলং বস্তমূত্রে চতুর্গুণে।
সিদ্ধং স্যাদ্ গোশকৃন্মূত্রৈঃ স্নানোৎসাদনমেব চ॥

চতুর্গুণ গোমূত্রে সিদ্ধ সর্ষপতৈল মর্দ্দন, গোময় দ্বারা গাত্রমার্জ্জন ও গোমূত্রে স্নান করাইলে অপস্মার রোগ নিবারিত হয়।

যষ্টিহিঙ্গুবচাবক্রশিরীষলশুনাময়ৈঃ।
সগোমূত্রৈরপস্মারে সোন্মাদে নাবনাঞ্জনে॥

যষ্টিমধু, হিং, বচ, তগরপাদুকা, শিরীষ ফল, রসুন ও কুড় এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার নস্য বা অঞ্জন প্রয়োগ করিলে, অপস্মার ও উন্মাদ প্রশমিত হয়।

নির্গুণ্ডীভববন্দাকনাবনস্য প্রয়োগতঃ।
উপৈতি সহসা নাশমপস্মারো মহাগদঃ॥

নিসিন্দা বৃক্ষোপরি যে পরগাছা জন্মে, তাহার রসের নস্য লইলে অপস্মার রোগ আশু নিবারিত হয়।

কপিলানাং গবাং মূত্রং নাবনং পরমং হিতম্।
শ্বশৃগালবিড়ালানাং সিংহাদীনাঞ্চ শস্যতে॥

অপস্মার রোগে কপিলা গাভীর মূত্রের নাবন (নস্য) অত্যন্ত হিতকর। কুকুর, শৃগাল, বিড়াল ও সিংহ প্রভৃতির মূত্রও নাবন বিষয়ে প্রশস্ত।

সিদ্ধার্থশিগ্রুকটুঙ্গকিণিহীভিঃ প্রলেপনম।
চতুর্গুণে গবাং মূত্রে তৈলমভ্যঞ্জনে হিতম্॥

শ্বেতসর্ষপ, সজিনাছাল, শোণছাল ও আপাঙ্গমূল ইহাদের প্রলেপ দিলে অপস্মার প্রশমিত হয়। অথবা ঐ সকল দ্রব্য মিলিত ১ সের, সর্ষপতৈল ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের; যথা নিয়মে পাক করিয়া ঐ তৈল মর্দ্দন করিলে অপস্মার নিবারিত হইয়া থাকে।

চূর্ণৈঃ সিদ্ধার্থকাদীনাং ভক্ষিতৈরথবাপি তৈঃ।
গোমূত্রপিষ্টৈঃ সর্ব্বাঙ্গলেপৈঃ শাম্যত্যপস্মৃতিঃ॥

শ্বেতসর্ষপাদির চূর্ণ ভক্ষণ করিলে অথবা উহা গোমূত্রে পেষণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ দিলে অপস্মারের নিবৃত্তি হয়।

তৈলেন লশুনং সেব্যং পয়সা চ শতাবরী।
ব্রহ্মীরসশ্চ মধুনা সর্ব্বাপস্মারভেষজম্॥

তৈলের সহিত রসুন, দুগ্ধের সহিত শতমূলী ও মধুর সহিত ব্রহ্মীশাকের রস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অপস্মার নিবারিত হয়।

কুষ্মাণ্ডকফলোত্থেন রসেন পরিপেষিতম্।
অপস্মারবিনাশায় যষ্ট্যাহ্বং সম্পিবেৎ ত্র্যহম্॥

কুমড়ার রসের সহিত যষ্টিমধু বাঁটিয়া তিন দিবস সেবন করিলে অপস্মারের শান্তি হয়।

মাংস্যাস্তু নাবনাদ্ ধূমাদ্দর্শনাচ্চ মহাগদঃ।
অপস্মারশ্চিরোত্থোঽপি সদ্য এব বিনশ্যতি॥

জটামাংসীর নস্য এবং ধূম গ্রহণ ও উহা ভক্ষণ করিলে চির সঞ্জাত অপস্মার রোগও বিনষ্ট হয়।

হৃৎকম্পোঽক্ষিরুজা যস্য স্বেদো হস্তাদিশীততা।
দশমূলীজলং তস্য কল্যাণাখ্যং প্রযোজয়েৎ॥

যে অপস্মার রোগীর হৃৎকম্প, নেত্রপীড়া, ঘর্ম্মোদগম এবং হস্তপদাদি শীতল হয়, তাহাকে দশমূলীর ক্বাথ কিম্বা কল্যাণ চূর্ণ সেবন করিতে দিবে।

কল্যাণচূর্ণম্ ।

পঞ্চকোলং সমরিচং ত্রিফলা বিড়সৈন্ধবম্ ।
কৃষ্ণাবিড়ঙ্গপূতিকযমানীধান্যজীরকম্ ॥
পীতমুষ্ণাম্বুনা চূর্ণং বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্ ।
অপস্মারে তথোন্মাদেঽপ্যর্শসাং গ্রহণীগদে ।
এতৎকল্যাণকং চূর্ণং নষ্টমগ্নেশ্চ দীপনম্ ॥

পঞ্চকোল, মরিচ, ত্রিফলা, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব, পিঁপুল, বিড়ঙ্গ, পূতিকরঞ্জ, যমানী, ধনে ও জীরক, প্রত্যেক সমভাগ, ইহাদের চূর্ণ অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে বাতশ্লৈষ্মিকরোগ, অপস্মার, উন্মাদ, অর্শঃ ও গ্রহণীরোগ নষ্ট হয় । ইহা অগ্নিদীপক ।

উন্মাদেষু যদুদ্দিষ্টং পথ্যং নস্যাঞ্জনৌষধম্ ।
অপস্মারেঽপি তৎসর্ব্বং প্রযোক্তব্যং ভিষগ্বরৈঃ ॥

উন্মাদরোগে যে সকল পথ্য, নস্য ও অঞ্জন উক্ত হইয়াছে, অপস্মার রোগেও সেই সমস্ত প্রয়োগ করিবে।

সূতভস্মপ্রয়োগঃ ।

শঙ্খপুষ্পীবচাব্রহ্মীকুষ্ঠৈমেলারসৈঃ সহ ।
সূতভস্মপ্রয়োগোঽয়ং রক্তিকাদ্বয়মানতঃ ।
সর্ব্বাপস্মারনাশায় মহাদেবেন ভাষিতঃ ॥

শঙ্খপুষ্পী, বচ, ব্রহ্মীশাক, কুড় ও এলাইচ ইহাদের ক্বাথ সহ রসসিন্দূর ২ রতি পরিমিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অপস্মার উপশমিত হয় ।

বাতকুলান্তকঃ ।

মৃগনাভিঃ শিলা নাগকেশরং কলিবৃক্ষজম্ ।
পারদং গন্ধকং জাতীফলমেলা লবঙ্গকম্ ।
প্রত্যেকং কার্ষিকঞ্চৈব শ্লক্ষ্ণচূর্ণঞ্চ কারয়েৎ ।
জলেন মর্দ্দয়িত্বাতু বটীং কুর্য্যাৎ দ্বিরক্তিকাম্ ॥
যথাব্যাধ্যনুপানেন যোজয়েচ্চ চিকিৎসকঃ ।
অপস্মারে মহাঘোরে মূর্চ্ছারোগে চ শস্যতে ॥
বাতজান্ সর্ব্বরোগাংশ্চ হন্যাদচিরসেবনাৎ ।
নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠমপস্মারেষু বর্ত্ততে ।
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পূর্ব্বং নাম্না বাতকুলান্তকঃ ॥

মৃগনাভি, মনঃশিলা, নাগকেশর, বহেড়া, পারদ, গন্ধক, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গ প্রত্যেক বস্তু ২ তোলা পরিমানে লইয়া চূর্ণ করতঃ জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। চিকিৎসক রোগ বিবেচনা করিয়া অনুপানের ব্যবস্থা করিয়া এই ঔষধ সেবন করাইলে অপস্মার, মূর্চ্ছা এবং বাতজ সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইবে। অপস্মার রোগে ইহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ ঔষধ নাই ।

ভূতভৈরবরসঃ ।

মৃতসূতাভ্রলৌহঞ্চ শিলাগন্ধঞ্চ তালকম্
রসাঞ্জনঞ্চ তুল্যাংশং নরমূত্রেণ মর্দ্দয়েৎ ॥
তদ্‌গোলদ্বিগুণং গন্ধং লৌহপাত্রে ক্ষণং পচেৎ ।
পঞ্চগুঞ্জোন্মিতং ভক্ষ্যমপস্মারহরং পরম্ ॥
ব্যোষং সৌবর্চ্চলং হিঙ্গু নরমূত্রেণ সর্পিষা ।
পিবেৎ কর্ষমিতঃ পশ্চাদ্রসোঽয়ং ভূতভৈরবঃ ॥

শোধিত পারদ, জারিত অভ্র, লৌহ, মনঃশিলা, গন্ধক, হরিতাল ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া নরমূত্রে পেষণ করিবে। পরে উহা গোলাকৃতি করিয়া ঐ গোলকের দ্বিগুণ পরিমিত

গন্ধকের সহিত একটি লৌহপাত্রে ক্ষণকাল পাক করিবে। ইহা পাঁচ রতি পরিমাণে ভক্ষণ করিলে অপস্মার রোগ বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনানন্তর ত্রিকটু, সৌবর্চ্চললবণ ও হিঙ্গু সমভাগে লইয়া নরমূত্রে ও ঘৃতে পেষণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে (ব্যবহার ।৹ তোলা) অনুপান করিবে।

ব্রহ্মীঘৃতম্।

ব্রহ্মীরসৈর্বচাকুষ্ঠশঙ্খপুষ্পীভিরেব চ।
পুরাণং মেধ্যমুন্মাদগ্রহাপস্মারনুদ্ ঘৃতম্॥

পুরাতন ঘৃত ৪ সের, ব্রহ্মীশাকের রস ১৬ সের, কল্কার্থ বচ, কুড় ও চোরপুষ্পী মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত সেবন করিলে উন্মাদ ও গ্রহাপস্মার রোগ বিনষ্ট হয়।

চণ্ডভৈরব রসঃ।

মৃত সূতার্ক লৌহঞ্চ তালং গন্ধং মনঃশিলা,
রসাঞ্জনঞ্চ তুল্যাংশং গোমূত্রেণাপি মর্দ্দয়েৎ॥
তদ্গোল দ্বিগুণং গন্ধং লৌহপাত্রে ক্ষণং পচেৎ।
পঞ্চগুঞ্জামিতং ভক্ষ্যমপস্মারহরং পরম্॥
হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং কুষ্ঠং গবাং মূত্রেণ সর্পিষা।
কর্ষমাত্রং পিবেচ্চানু রসেঽস্মিংশ্চণ্ডভৈরবে॥

পারদ, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা ও রসাঞ্জন এই সমুদায় সমভাগে লইয়া গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত মিলিত করিয়া কিঞ্চিৎ কাল লৌহপাত্রে পাক করিবে। মাত্রা ৫ রতি। অনুপান হিঙ্গু, সচল লবণ ও কুড়চূর্ণের সহিত গোমূত্র ও ঘৃত।

ভূতগ্রহচিকিৎসা।

হিঙ্গুব্যোষাল নেপালী লশুনার্কজটা জটাঃ।
অজলোমী সগোলোমী ভূতকেশী বচা লতা॥
কুক্কুটী সর্পগন্ধাখ্যা তিলাঃ কালবিষাণিকে।
ব্রজপ্রোক্তা বয়স্থা চ শৃঙ্গী মোহনবল্ল্যপি॥
স্রোতোজাঞ্জনরক্ষোঘ্নং রক্ষোঘ্নং চান্যদৌষধম্।
খরাশ্ব শ্বাবিদুষ্ট্রর্ক্ষ গোধা নকুল শল্যকান্॥
দ্বীপি মার্জ্জার গো সিংহ ব্যাঘ্র সামুদ্র সত্বতঃ।
চর্ম্ম পিত্ত দ্বিজ নখা বর্গেঽস্মিন্ সাধয়েদ্ঘৃতম্॥
পুরাণমথবা তৈলং নবং তৎ পাননস্যয়োঃ।
অভ্যঙ্গে চ প্রয়োক্তব্যমেষাং চূর্ণঞ্চ ধূপনে॥
এভিশ্চ গুটিকাং যুঞ্জ্যাদঞ্জনে সাবপীড়নে।
প্রলেপে কল্কমেতেষাং ক্বাথঞ্চ পরিষেচনে।
প্রয়োগোঽয়ং গ্রহোন্মাদাপস্মারাংশ্চ শমং নয়েৎ॥

হিঙ্গু, ত্রিকটু, হরিতাল, কস্তূরী, রসুন, আকন্দমূল, জটামাংসী, মেষশৃঙ্গী, শ্বেতদূর্ব্বা, ভূতকেশী, বচ, প্রিয়ঙ্গু, সুশুনি, রাস্না, তিল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, কেলীকদম্ব, হরীতকী, আতইচ, মন্দার, সৌবীরাঞ্জন এবং গুগ্‌গুল প্রভৃতি অন্যান্য রক্ষোঘ্ন ঔষধ। গর্দ্দভ, অশ্ব, শ্বাবিদ, উষ্ট্র, ভল্লূক, গোধা, নকুল, শজারু, নেকড়েবাঘ, বিড়াল, গো, সিংহ, ব্যাঘ্র ও সমুদ্রজাত-প্রাণী, ইহাদের চর্ম্ম, পিত্ত, দন্ত ও নখ ইহাদের সহিত পুরাণ ঘৃত অথবা নূতন তৈল পাক করিবে। এই ঘৃত বা তৈলের পান, নস্য বা অভ্যঙ্গে; ঐ সকল দ্রব্য চূর্ণের ধূপ,

অঞ্জন বা নস্যে; অথবা উহাদের কল্কের প্রলেপে এবং কাথের পরিস্চেচনে অপস্মার ও গ্রহভূতজন্য উপদ্রব নষ্ট হয়।

সিদ্ধার্থকং ঘৃতম্।

সিদ্ধার্থকং বচা হিঙ্গু প্রিয়ঙ্গু রজনীদ্বয়ম্।
মঞ্জিষ্ঠা শ্বেতকটভী বচা শ্বেতাদ্রিকর্ণিকা॥
নিম্বস্য পত্রং বীজঞ্চ নক্তমালশিরীষয়োঃ।
সুরাহ্বং ত্র্যষণং সর্পির্গোমূত্রে তৈশ্চতুর্গুণে॥
সিদ্ধং সিদ্ধার্থকং নাম পানে নস্যে চ যোজিতম্।
গ্রহান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু নিঃশেষাদাসুরান্ গ্রহান্।
কৃত্যালক্ষ্মী বিষোন্মাদ জ্বরাপস্মার নাশনম্॥

শ্বেতসর্ষপ, বচ, হিঙ্গু, প্রিয়ঙ্গু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতগুঞ্জা, বচ, শ্বেতাপরাজিতা, নিমপত্র, করঞ্জ ও শিরীষবীজ, দেবদারু এবং ত্রিকটু ইহাদের কল্কে ও চতুর্গুণ গোমূত্রে ঘৃত পাক করিবে। ঐ ঘৃত পানে এবং নস্যে প্রযোজিত হইলে সর্ব্বপ্রকার গ্রহ ও ভূতোপদ্রব নষ্ট হয়।

ভূতরারং ঘৃতম্।

ত্রিকটুকদল কুঙ্কুম গ্রন্থিক ক্ষার সিংহী
নিশা দারু সিদ্ধার্থযুগ্মাম্বু শক্রাহ্বয়ৈঃ।
সিতলশুন ফলত্রয়োশীর তিক্তা বচা
তুত্থ যষ্টী বলা লোহিতৈলা শিলা পদ্মকৈঃ।
দধি তগর মধুসার প্রিয়াহ্বা নিশাখ্যা
বিষা তার্ক্ষ্য শৈলৈঃ সচব্যাময়ৈঃ কল্কিতৈ-
র্ঘৃতমভিনবমশেষমূত্রাংশসিদ্ধমতম্
ভূতবারাহ্বয়ং পানতস্তদ্ গ্রহঘ্নং পরম্।

ত্রিকটু, তমালপত্র, কুঙ্কুম, পিঁপুলমূল, যবক্ষার, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দেবদারু, সর্ষপ, শ্বেতসর্ষপ, বালা, ইন্দ্রযব, শুক্লরসুন, ত্রিফলা, বেণার মূল, কট্‌কী, বচ, তুঁতে, যষ্টিমধু, বেড়েলা, রক্তচন্দন, এলাইচ, মনঃশিলা, পদ্মকাষ্ঠ, দধি, তগরপাদুকা, মৌলসার, কাঙ্গুনীধান্য, হরিদ্রা, আতইচ, কাকোলী, রসাঞ্জন, চৈ ও কুড় এই সকল দ্রব্যের কল্কে এবং গোমূত্রাদি মূত্রবর্গ সহিত নূতন ঘৃত পাক করিবে। এই ভূতবার ঘৃত পানে সর্ব্বভূতগ্রহ বিনষ্ট হয়।

মহাভূতবারং ঘৃতম্।

নতমধুকরঞ্জ লাক্ষা পটোলী সমঙ্গা বচা পাটলী।
হিঙ্গু সিদ্ধার্থ সিংহী নিশাযুগ্ লতা রোহিণী॥
বদর কটু ফলত্রিকা কান্তদারু কৃমিঘ্নাজগন্ধা।
ভগ্নাঙ্কোলকোষাতকী শিগ্রু নিম্বাম্বুদেন্দ্রাহ্বয়ৈঃ॥
গদ শুকতরুপুষ্প বীজোগ্রযষ্ট্যাদিকর্ণী
নিকুম্ভাগ্নিবিল্বৈঃ সমৈঃ
কল্কিতৈর্মূত্রবর্গেণ সিদ্ধং ঘৃতম।
বিধিবিনিহিতমাশু সর্ব্বৈঃ ক্রমৈর্যোজিতং হন্তি।
সর্ব্বগ্রহোন্মাদ কুষ্ঠজ্বরাংস্তন্মহাভূতবারং ঘৃতম্।

তগরপাদুকা, মউল, করঞ্জ, লাক্ষা, পটোলী, বরাহক্রান্তা, বচ, পারুল, হিঙ্গু, শ্বেতসর্ষপ, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌কী, কুল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, অজগন্ধা, হাড়ভাঙ্গা, ধলআঁকড়া, ঘোষালতা, সজিনা, নিম, মুতা, ইন্দ্রযব, কুড়, শিরীষের পুষ্প ও বীজ, যমানী, যষ্টিমধু, অপরাজিতা, দন্তী, চিতা ও বেল প্রত্যেক সমভাগ। ইহাদের কল্কে এবং মূত্রবর্গে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত, অভ্যঙ্গ,

পান ও নস্যাদিরূপে ব্যবহৃত হইলে অপস্মার ও সর্ব্বপ্রকার গ্রহোন্মাদ রোগ বিনষ্ট হয়।

যোষাপস্মারে—বৃহদ্ভূতভৈরবরসঃ।

দ্বিগুণং স্বর্ণসিন্দূরং তৎসমং হেমভস্মকম্।
মুক্তা প্রবাল কান্তায়ো রাজপট্টং সমং মতম্॥
কন্যানীরেণ সংমর্দ্দ্য ভেকপর্ণ্যা রসেন চ।
পত্রৈরেরণ্ডজৈর্বদ্ধা ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ॥
ত্রিদিনান্তে সমুদ্ধৃত্য বল্লমাত্রাং বটীং চরেৎ।
একৈকাং বটিকাং খাদেৎ ত্রিফলা শর্করাযুতাম্॥
অথবা পয়সা সার্দ্ধং ভূতোন্মাদ বিনাশিনীম্।
অপস্মারং মহাঘোরং যোষাপস্মারমেব চ॥
হন্ত্যবশ্যং মদং মূর্চ্ছাং বিবিধা বাতবেদনাঃ॥

রসসিন্দূর ২ ভাগ, স্বর্ণ ২ ভাগ, মুক্তা, প্রবাল, কান্তলৌহ, বিরাটদেশীয় মণি প্রত্যেক ১ ভাগ। এই সকল দ্রব্য ঘৃতকুমারী ও আলকুশীর রসে মর্দ্দন করিয়া এরণ্ডপত্রে বন্ধনপূর্ব্বক ৩ দিন ধান্যরাশির মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। পরে উহা উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটী ত্রিফলার জল, চিনি বা দুগ্ধ সহ প্রতিদিন এক একটী করিয়া সেবন করিলে অতি উৎকট উন্মাদ, ভূতোন্মাদ, অপস্মার, যোষাপস্মার, মদ, মূর্চ্ছা ও বিবিধ বাতবেদনা প্রশমিত হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামপস্মারাধিকারঃ।

মদাত্যয়াধিকারঃ।

মন্থঃ খর্জ্জূর মৃদ্বীকা বৃক্ষাম্লাম্লক দাড়িমৈঃ।
পরূষকৈঃ সামলকৈর্যুক্তো মদ্যবিকারনুৎ॥

(দ্রবালোড়িতলাজশক্তুঃ খর্জ্জূরাদিভির্যুক্তো মন্থ ইত্যর্থঃ, খর্জ্জূরাদীনাং দ্রবো গ্রাহ্য ইতি ভাম্বঃ।)

কতকগুলি খই জলে গুলিয়া তাহাতে খেজূর, দ্রাক্ষা, মহাদা, তেঁতুল, দাড়িম, পরুষফল ও আমলার রস মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, মদ্যপানজনিত পানাত্যয় রোগ নিবারণ হয়।

মদ্যং সৌবর্চ্চলব্যোষযুক্তং কিঞ্চিজ্জলান্বিতম্।
জীর্ণমদ্যায় দাতব্যং বাতপানাত্যয়াপহম্॥

মদ্যের সহিত সচললবণ, ত্রিকটু ও কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া জীর্ণমদ্য ব্যক্তিকে পান করিতে দিবে, ইহাতে বাতিক পানাত্যয় রোগ নিবারিত হয়।

মুদ্গযূষঃ সিতাযুক্তঃ স্বাদুর্বা পৈশিতো রসঃ।
পিত্তপানাত্যয়ে যোজ্যাঃ সর্ব্বতশ্চ ক্রিয়া হিমাঃ॥

পৈত্তিক পানাত্যয়ে চিনির সহিত মুগের যূষ ও স্বাদু মাংসরস পান করাইবে এবং সর্ব্বতোভাবে শীতল ক্রিয়া করিবে

পানাত্যয়ে কফোদ্ভূতে লঙ্ঘনঞ্চ যথাবলম্।
দীপনীয়ৌষধোপেতং পিবেন্মদ্যং সমাহিতঃ॥

শ্লৈষ্মিক পানাত্যয়ে যথাশক্তি লঙ্ঘন ও সাবধানে অল্প পরিমাণে পঞ্চকোল মিশ্রিত মদ্যপান ব্যবস্থেয়।

সর্ব্বজে সর্ব্বমেবেদং প্রয়োক্তব্যং চিকিৎসিতম্।
আভিঃ ক্রিয়াভিঃ সিদ্ধাভিঃ শমং যাতি মদাত্যয়ঃ॥

ত্রিদোষজ মদাত্যয়ে উল্লিখিত ত্রিবিধ চিকিৎসাই করিবে। তৎসমুদায় ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে মদাত্যয়রোগ নষ্ট হয়।

সচ্ছর্দ্দি মূর্চ্ছাতিসারং মদ্যং পূগফলোদ্ভবম্।
সদ্যঃ প্রশময়েৎ পীতমাতৃপ্তের্বারি শীতলম্॥

সুপারি ভক্ষণ জন্য যদি বমি, মূর্চ্ছা ও অতীসার সহিত মত্ততা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অধিক পরিমাণে (যাবৎ তৃপ্তি না হয়) শীতল জল পান করিলে তৎক্ষণাৎ স্বাস্থ্যলাভ হয়।

বন্যকরীষ ঘ্রাণাৎ জলপানাল্লবণভক্ষণাদ্বাপি।
শাম্যতি পূগফলমদশ্চূর্ণরুজা শর্করাকবলাৎ॥

শুষ্ক বন্য গোময় আঘ্রাণে, জল পানে এবং লবণ ভক্ষণে সুপারি ভক্ষণ জনিত মত্ততা নিবারণ হয় এবং চিনির কবলে চূর্ণ ভক্ষণ জন্য পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

কুষ্মাণ্ডরসঃ সগুড়ঃ শময়তি
মদমাশু মদনকোদ্রবজম্।
ধুস্তূরজঞ্চ দুগ্ধং সশর্করং পানযোগেন॥

মদনফল বা কোদ্রব ভক্ষণ জন্য মত্ততা উপস্থিত হইলে গুড়ের সহিত কুমড়ার রস পান করিলে শীঘ্র তাহার শান্তি হয় এবং চিনিসংযুক্ত দুগ্ধ পান করিলে ধুতূরা ভক্ষণ জন্য মত্ততা নিবারণ হয়।

মদ্যং পীত্বা যদি না তৎক্ষণমবলেঢ়ি
শর্করাং সঘৃতাম্।
জাতু ন মদয়তি মদ্যং
মনাগপি প্রথিতবীর্য্যমপি॥

মদ্যপান করিয়া যদি তৎক্ষণাৎ ঘৃতসংযুক্ত চিনি ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ মদ্য অতি তীক্ষ্ণবীর্য্য হইলেও কিছুমাত্র মত্ততা উপস্থিত হয় না।

এলাদ্যো মোদকঃ।

এলাং মধুকমগ্নিঞ্চ রজন্যৌ দ্বে ফলত্রয়ম্।
রক্তশালিং কণাং দ্রাক্ষাং খর্জ্জূরঞ্চ তিলং যবম্॥
বিদারীং গোক্ষুরং বীজং ত্রিবৃতাঞ্চ শতাবরীম্।
সংচূর্ণ্য মোদকং কুর্য্যাৎ সিতয়া দ্বিপ্রমাণয়া॥
ধারোষ্ণেনাপি পয়সা মুদ্গযূষেণ বা সমম্।
পিবেদক্ষপ্রমাণন্তু প্রাতর্ম্মাদ্বিকাং গদী।
মদ্যপানসমুত্থানা বিকারা নিখিলা অপি।
সেবনাদস্য নশ্যন্তি ব্যাধয়োঽন্যে চ দারুণাঃ॥

এলাইচ, যষ্টিমধু, চিতামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, রক্তশালী, পিপুল, দ্রাক্ষা, পিণ্ডখের্জূর, তিল, যব, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুরবীজ, তেউড়ী ও শতমূলী প্রত্যেক সমভাগ, সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা। ধারোষ্ণ দুগ্ধ বা মুদ্গযূষের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে মদাত্যয়াদি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

ফলত্রিকাদ্যং চূর্ণম্।

ফলত্রিকং ত্রিবৃচ্ছ্যামা দেবদারু মহৌষধম্।
অজমোদা যমানী চ দার্ব্বী লবণপঞ্চকম্॥
শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং ত্রিসুগন্ধ্যেলবালুকম্।
সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য পিবেচ্ছীতেন বারিণা॥
পানাত্যয়াদিরোগাণাং হরণেঽগ্নেশ্চ দীপনে।
সংগ্রহগ্রহণীধ্বংসেঽপ্যেতদেবৌষধং ক্ষমম্॥

ত্রিফলা, তেউড়ী, শ্যামালতা, দেবদারু, শুঁঠ, বনযমানী, যমানী, দারুহরিদ্রা, পঞ্চলবণ, শুল্‌ফা, বচ, কুড়,

গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও এলবালুক প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ মাষা হইতে ৪ মাষা। শীতল জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে মদাত্যয় ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগের নাশ এবং অগ্নির দীপ্তি হয়।

মহাকল্যাণবটী।

হেমাভ্রক রসঃ গন্ধময়ো মৌক্তিকমেব চ।
ধাত্রীরসেন সংমর্দ্দ্য গুঞ্জামাত্রাং বটীং চরেৎ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় তিলক্ষোদ মধুপ্লুতাম্।
সিতাক্ষৌদযুতাং বাপি নবনীতেন বা সহ॥
অসথাপানজা রোগা বাতজাঃ কফপিত্তজাঃ।
গদাঃ সর্ব্বে বিনশ্যন্তি গ্রবমস্য নিষেবণাৎ॥

স্বর্ণ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, লৌহ ও মুক্তা এই সমুদায় সমভাগে লইয়া আমলকীর রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান তিলচূর্ণসংযুক্ত চিনি ও মধু অথবা নবনীত। ইহা সেবন করিলে মদাত্যয়াদি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

বৃহদ্ধাত্রীতৈলম্।

ধাত্রীফলরসপ্রস্থং শতমূলীরসং তথা।
বিদারীস্বরসপ্রস্থং প্রস্থং বস্তপয়ঃ পৃথক্॥
বলায়াশ্চাশ্বগন্ধায়াঃ কুলত্থস্য যবস্য চ।
পৃথক্ ক্বাথাংশ্চ মাষস্য তৈলপ্রস্থেন সংপচেৎ॥
জীবনীয়ো গণো মাংসী মঞ্জিষ্ঠা চেন্দ্রবারুণী।
শারিবাদ্বয় শৈলেয় শতপুষ্পা পুনর্নবাঃ॥
চন্দনদ্বয়মেলা ত্বক্ কমলং কদলীফলম্।
বচাগুর্ব্বভয়া ধাত্রীত্যেতান্ কল্কান্ পচেৎ তথা॥
মর্দ্দনাদস্য তৈলস্য গদাঃ পানাত্যয়াদয়ঃ।
পলায়ন্তে সুদূরং হি সিংহত্রস্তা মৃগা ইব॥

তিলতৈল ৪ সের। আমলকী, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড প্রত্যেকের রস ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের। বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, কুলত্থকলাই, যব ও মাষকলাই প্রত্যেকের ক্বাথ ৪ সের। কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী, যষ্টিমধু, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশসার মূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শৈলজ, শুল্ফা, পুনর্নবা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, এলাইচ, গুড়ত্বক্, পদ্মমূল, অপক্ব কদলীফল, বচ, অগুরু, হরীতকী ও আমলকী মিশ্রিত ১ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে পানাত্যয়াদি রোগের শান্তি হয়।

অষ্টাঙ্গলবণম্।

সৌবর্চ্চলমজাজ্যশ্চ বৃক্ষাম্লং সাম্লবেতসম্।
ত্বগেলামরিচার্দ্ধাংশং শর্করাভাগযোজিতম্॥
ত্রিতং লবণমষ্টাঙ্গমগ্নিসন্দীপনং পরম্।
মদাত্যয়ে কফপ্রায়ে দদ্যাৎ স্রোতোবিশোধনম্॥
আমাশয়স্থমুৎক্লিষ্টঃ কফপিত্তং মদাত্যয়ে।
বিজ্ঞায় বহুদোষস্য তৃড়্বিদাহান্বিতস্য চ॥
মদ্যং দ্রাক্ষারসং তোয়ে দত্ত্বা তর্পণমেব বা।
নিঃশেষং বাময়েচ্ছীঘ্রমেবং রোগাদ্বিমুচ্যতে॥

সচললবণ, কৃষ্ণজীরা, মহাদা, অম্লবেতস, গুড়ত্বক্, এলাইচ, মরিচ ও চিনি ইহা অষ্টাঙ্গলবণ। প্রত্যেক ১ তোলা। মরিচ, দারুচিনি ও এলাইচ ।।০ তোলা। ইহা অগ্নিকারক। মদাত্যয়ে বহু দোষের

সঞ্চয়, তৃষ্ণা ও দাহ থাকিলে রোগীকে মদ্য ও দ্রাক্ষারস মিশ্রিত অথবা কেবল তর্পণসংযুক্ত জল আকণ্ঠ পান করাইবে।

পুনর্নবাদ্যং ঘৃতম্।

পয়ঃপুনর্নবাক্কাথযষ্টিকল্কপ্রসাধিতম্।
ঘৃতং পুষ্টিকরং পানান্মদ্যপানহতৌজসঃ॥

ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের; পুনর্নবার ক্বাথ ১২ সের ও যষ্টিমধুর কল্ক দ্বারা যথাবিহিত নিয়মানুসারে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে মদ্যপান-হতৌজঃ ব্যক্তির শরীরের পুষ্টি হয়।

পুনর্নবাদ্যো মিশ্রকঃ।

পুনর্নবৈরণ্ডশতাবরীভিঃ
পত্তূরবৃশ্চীরবলাশ্মভিদ্ভিঃ।
দ্বিপঞ্চমূলেন কুলত্থকেন
যবৈশ্চ তোয়েঽংক্বথিতে কষায়ে॥
তৈলং বরাহর্ক্ষবসা ঘৃতঞ্চ
তৈরেব কল্কৈর্লবণৈশ্চ সিদ্ধম্।
তন্মাত্রয়াত্র প্রতিহন্তি শীঘ্রং
শূলান্বিতং মারুতমূত্রকৃচ্ছ্রম্॥

রক্তপুনর্নবা, এরণ্ডমূল, শতমূলী, রক্তচন্দন, শ্বেতপুনর্নবা, বেড়েলা, পাষাণভেদি, দশমূল, কুলত্থকলাই ও যব, ইহাদের কষায় ও কল্ক এবং লবণ সহ, তৈল, শূকরবসা, ভল্লূকবসা ও ঘৃত, যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে মদাত্যয় ও বেদনা-ন্বিত বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

শ্রীখণ্ডাসবঃ।

শ্রীখণ্ডং মরিচং মাংসীং রজন্যৌ চিত্রকং ঘনম্।
উশীরং তগরং দ্রাক্ষাং চন্দনং নাগকেশরম্॥
পাঠাং ধাত্রীং কণাং চব্যং লবঙ্গঞ্চৈলবালুকম্।
লোধ্রঞ্চাব্দিপলোন্মানাং জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপেৎ॥
দ্রাক্ষাং ষষ্টিপলাং তত্র গুড়স্য চ তুলাত্রয়ম্।
ধাতকীং দ্বাদশপলাঞ্চৈকত্র পরিযোজয়েৎ॥
মাসং সংস্থাপ্য মৃদ্ভাণ্ডে বস্ত্রপূতং রসং নয়েৎ॥
প য়য়েন্মাত্রয়া বৈদ্যো বয়োবহ্ন্যাদ্যপেক্ষয়া॥
পানাত্যয়ং পরমদং পানাজীর্ণঞ্চ নাশয়েৎ।
পানবিভ্রমমত্যুগ্রং শ্রীখণ্ডাসব আশু চ॥

শ্বেতচন্দন, মরিচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, মুতা, বেণার মূল, তগরপাদুকা, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, আকনাদি, আমলা, পিঁপুল, চঁই, লবঙ্গ, এলবালুক ও লোধ প্রত্যেক ৪ তোলা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে কুটিয়া ১২৮ সের জলে প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহাতে ৬০ পল দ্রাক্ষা, গুড় ৩৭॥০ সের ও ধাইফুল ১২ পল দিয়া একমাস আবৃত মৃৎপাত্রে স্থাপনীয়। তাহা হইলেই আসব প্রস্তুত হইবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ৪ তোলা। ইহা সেবন করিলে পানাত্যয়াদি রোগের শান্তি হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং মদাত্যয়াধিকারঃ।

তত্ত্বোন্মাদাধিকারঃ।

স্নায়ুস্থৈর্য্যকরং যদ্‌যৎ তথা বাতানুলোমনম্।
ভেষজং পানমন্নঞ্চ তত্তদত্র প্রযোজয়েৎ॥

যে যে ঔষধ, অন্ন ও পানীয় স্নায়ুর স্থৈর্য্যকারক এবং বায়ুর অনুলোমক তৎসমস্ত এই পীড়ায় প্রযোজ্য।

শতধৌতঘৃতাভ্যঙ্গোঽসমে চ মধুসর্পিষী।
আজ্যং সলিলমিশ্রঞ্চ ব্রহ্মমোহে পরৌষধম্॥

শতধৌত ঘৃতমর্দ্দন, অসমভাগ ঘৃত মধু সেবন এবং সজল ঘৃত পান এইগুলি ব্রহ্মমোহে বিশেষ উপকারক।

কদাচিৎ তাড়নাদ্যৈশ্চ ব্রহ্মমোহঃ প্রশাম্যতি।
গদে হ্যপ্রকৃতে তস্মিন্ প্রহার এব ভেষজম্॥
(অপ্রকৃতে কৃত্রিমে।)

কখন কখন তাড়নাদি দ্বারাও ব্রহ্মমোহের শান্তি হয়। কৃত্রিম পীড়ায় প্রহারই পরম ঔষধ।

অপস্মারহরং যচ্চ বাতব্যাধিহরং তথা।
ঘৃততৈলাদিকং সর্ব্বং ব্রহ্মমোহে প্রশস্যতে॥

অপস্মারপ্রশমক ও বাতব্যাধিনাশক ঘৃত ও তৈলাদি এই পীড়ায় উপকারক।

শ্রীখণ্ডাদিচূর্ণম্।

শ্রীখণ্ডং শারিবাং শ্যামাং মূশলীং মধুকং বিড়ম্।
ফলত্রয়ং নিশাদ্বন্দ্বমুৎপলং নাগকেশরম্॥
মাংসীমিক্ষুরকং বালমুশীরং গিরিমৃত্তিকাম্।
বলাং নাগবলাঞ্চৈব ভিষগেকত্র চূর্ণয়েৎ॥
পয়সা ধারয়োষ্ণেন শাণমস্য প্রপায়য়েৎ।
অনেন নাশমায়ান্তি তত্ত্বোন্মাদাদয়ো গদাঃ॥

শ্বেতচন্দন, অনন্তমূল, শ্যামালতা, তালমূলী, যষ্টিমধু, বিট্‌লবণ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, উৎপলমূল, নাগেশ্বর, জটামাংসী, কুলেখাড়াবীজ, বালা, বেণার মূল, গেরিমাটী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহার অর্দ্ধ তোলা, ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহাতে তত্ত্বোন্মাদ রোগের শান্তি হয়।

চৈতন্যোদয়রসঃ।

হেমাভ্রং মৌক্তিকং সূতং গন্ধকং জতুকায়সী।
তুগাক্ষীরীং শশাঙ্কঞ্চ ভাবয়িত্বা বরাম্ভসা॥
রক্তিমানা বটীঃ কৃত্বা ছায়ায়াং পরিশোষয়েৎ।
শতাবর্য্যম্ভসা শান্ত্যৈ তত্ত্বোন্মাদস্য পায়য়েৎ॥

স্বর্ণ, অভ্র, মুক্তা, পারদ, গন্ধক, শিলাজতু, লৌহ, বংশলোচন ও কর্পূর প্রত্যেক সমভাগ, ত্রিফলার ক্বাথে ভাবনা দিয়া এক রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইবে। শতমূলীর রসের সহিত সেবনীয়। ইহাতে তত্ত্বোন্মাদপীড়ার শান্তি হয়। ইহা জলে গুলিয়া নস্য দিলে চৈতন্যোদয় হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং তত্ত্বোন্মাদাধিকারঃ।

অচলবাতাধিকারঃ।

যথা গদবতশ্চিত্তং প্রসন্নমবতিষ্ঠতে।
সর্ব্বথা তদ্বিধাতব্যং তদ্ধি মুখ্যং চিকিৎসিতম্॥

এই পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তির চিত্ত যাহাতে সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা করা কর্ত্তব্য। কারণ চিত্তপ্রসাদনই এই পীড়ার মুখ্য চিকিৎসা।

শীর্ষ্ণি শীতাম্বুসেকশ্চ চন্দনাদিপ্রলেপনম্।
তথা মেষীপয়ঃপানং বিধেয়ং মৃদুরেচনম্॥

মস্তকে শীতল জল সেচন, গাত্রে চন্দনাদি লেপন, মেষদুগ্ধ পান এবং মৃদু বিরেচন এই পীড়ায় উপকারক।

হিঙ্গ্বাদ্যং চূর্ণম্।

হিঙ্গু চন্দন শীতাংশুদারু দারুনিশা নিশাঃ।
ফলত্রয়মুশীরঞ্চ মধূকং মধুকং মুরাম্॥
সঞ্চূর্ণ্যৈকত্র পয়সা পিবেচ্ছীতাম্বুনা তথা।
অনেনাচলবাতাখ্যো যাতি নাশং গদো ধ্রুবম্॥

হিঙ্গু, শ্বেতচন্দন, কর্পূর, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, হরীতকী. আমলা, বহেড়া, বেণার মূল, মৌলফল, যষ্টিমধু ও একাঙ্গী প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার অর্দ্ধ বা একমাষা, দুগ্ধ বা শীতলজলের সহিত সেবনীয়।

সিন্দূরং পয়সা পীত্বা গদী স্বাস্থ্যমবাপ্নুয়াৎ॥

দুগ্ধের সহিত রসসিন্দূর সেবন করিলে এই পীড়ার উপশম হয়।

বাতাময়হরং যচ্চ যদ্ যন্মূর্চ্ছাহরং তথা।
তৎতদ বিবিচ্য যোক্তব্যং যথাদোষানুপানকম্॥

বাতব্যাধিপ্রশমক ও মূর্চ্ছানাশক ঔষধ সকল উপযুক্ত অনুপানের সহিত বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে এই পীড়ার শান্তি হয়।

অপস্মারে চ মূর্চ্ছায়াং তথা বাতাময়েঽপি চ।
যৎ পথ্যং যদপথ্যঞ্চ তত্তদেবাত্র সম্মতম্॥

অপস্মার, মূর্চ্ছা ও বাতব্যাধিতে যাহা যাহা পথ্য ও অপথ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাতেও সেইরূপ জানিবে।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং অচলবাতাধিকারঃ।

খঞ্জনিকাধিকারঃ।

আরোগ্যমিচ্ছতা ত্যাজ্যং খঞ্জনীদ্বিদলাশনম্।
নিদানসেবিনো যস্মান্ন ব্যাধির্বিনিবর্ত্ততে॥

এই পীড়া হইতে মুক্তিলাভ ইচ্ছা করিলে খঞ্জনীদাইল ভক্ষণ অবশ্য ত্যাজ্য। কারণ নিদানসেবীর ব্যাধি কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না।

বাতঘ্নং পোষণং যচ্চ পানমন্নঞ্চ ভেষজম্।
প্রযোজ্যমিহ তৎ সর্ব্বং বিবিচ্য ভিষজা সদা॥
বলাং গন্ধতৃণং মাষং ত্রিবৃতাং কটুরোহিণীম্।
ক্বাথয়িত্বা পিবেত্তোয়ং খঞ্জন্যাময়শান্তয়ে॥
বাতাময়হরং সর্পিস্তৈলঞ্চাত্র প্রযোজয়েৎ॥

বেড়েলা, গন্ধতৃণ, মাষকলাই, তেউড়ীমূল ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথ পান করিলে খঞ্জনিকারোগের শান্তি হয়।

এই পীড়ায় বাতব্যাধিনাশক ঘৃত ও তৈল সমস্ত বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে।

খঞ্জনিকারিরসঃ।

কুপীলু রজতাভ্রাংসি সংভাব্যার্জ্জুনবারিণা।
মুদ্গমাত্রাং বটীং কৃত্বা শোষয়েৎ সূর্য্যরশ্মিনা॥
পক্ষপাতং ঘোরতরং গদং খঞ্জনিকাং তথা।
রসঃ খঞ্জনিকার্য্যাখ্যো হরেদাশু ন সংশয়ঃ॥

কুঁচিলা, রৌপ্য ও লৌহ, অর্জ্জুন-ছালের ক্বাথে ভাবনা দিয়া মুদ্গপ্রমাণ বটিকা করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ইহা সেবন করিলে পক্ষাঘাত ও খঞ্জনী রোগের শান্তি হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং খঞ্জনিকাধিকারঃ।

তাণ্ডবরোগাধিকারঃ।

বৃংহণং রেচনঞ্চৈব বহ্নের্বলবিবর্দ্ধনম্।
ঔষধং পানমন্নঞ্চ প্রযোজ্যং তাণ্ডবে গদে॥

যে সকল ঔষধ, অন্ন ও পানীয় বৃংহণ, রেচন এবং অগ্নির বলবর্দ্ধক, তাণ্ডবরোগে তৎসমুদায় প্রযোজ্য।

ক্রিমিসঞ্চয়সম্ভূতে কার্য্যং ক্রিমিবিনাশনম্।
রজোরোধভবে ব্যাধৌ রজসস্তু প্রবর্ত্তনম্॥

ক্রিমিসঞ্চয়জন্য তাণ্ডবপীড়ায় ক্রিমি-বিনাশ এবং রজোরোধজাত তাণ্ডব পীড়ায় রজঃস্রাব কর্ত্তব্য।

শ্যামামনন্তাং মধুকং ত্রিবৃন্তাং চন্দনদ্বয়ম্।
এলাদ্বয়ং তথা ধাত্রীং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ॥
অনেন প্রশমং যাতি তাণ্ডবাখ্যো গদো ধ্রুবম্॥

শ্যামালতা, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, তেউড়ীমূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, ছোটএলাইচ, বড়এলাইচ ও আমলা ইহাদের ক্বাথ পানে তাণ্ডবরোগের শান্তি হয়।

তাণ্ডবারিলৌহম্।

দারু রামঠ কর্পূর যশদায়ো যথোত্তরম্।
প্রগৃহ্য চতুরাবৃত্ত্যা বিভাব্য বিজয়াম্বুনা॥
কুপীলুজকষায়েণ পার্থস্য স্বরসেন চ।
ষড়্রক্তিকাং বটীং কৃত্বা যুঞ্জ্যাং তাণ্ডবশান্তয়ে॥
বৃংহণং পানমন্নঞ্চ স্নানং স্রোতস্বতীজলে।
শয়নং ক্লেশশূন্যং যৎ কর্ম্ম তচ্চেহ শস্যতে॥
কর্ষণঞ্চাখিলং প্রোক্তমশুভায় পুরাতনৈঃ॥

দারুমুজ ১ ভাগ, হিঙ্গু ৪ ভাগ, কর্পূর ১৬ ভাগ, দস্তা ৬৪ ভাগ ও লৌহ ২৫৬ ভাগ একত্র করিয়া সিদ্ধি, কুঁচিলা ও অর্জ্জুনের স্বরসে ভাবনা দিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে তাণ্ডবরোগের শান্তি হয়। বৃংহণ অন্নপানীয় সেবন, স্রোতোজলে স্নান, অধিকক্ষণ শয়ন এবং কর্ষণক্রিয়াদি অনিষ্টকর জানিবে।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং তাণ্ডবরোগাধিকারঃ।

স্নায়ুরোগাধিকারঃ।

যদগ্নেৰ্দীপনং কিঞ্চিদ্ যদ্ বা স্যাদ্ বলবর্দ্ধনম্।
বাতানুলোমনং যচ্চ স্নায়ুশূলে তদৌষধম্॥

যাহা অগ্নিপ্রদীপক, বলবর্দ্ধক ও বাতানুলোমক তাহাই স্নায়ুশূলের ঔষধ।

স্নায়ুশূলহরং চূর্ণম্।

এলাদ্বয়মুশীরঞ্চ চন্দনং শারিবাদ্বয়ম্।
মেদাদ্বন্দ্বং নিশাদ্বন্দ্বং গুড়ূচীং বিশ্বভেষজম্॥
ফলত্রয়ং যমানীঞ্চ রৌপ্যং সর্ব্বসমং তথা।
একীকৃত্য বল্লমানং পায়য়েদ্ গব্যসর্পিষা॥
স্নায়ুশূলহরং নাম চূর্ণমেতদ্ধরেদ্ধ্রুবম্।
নিখিলং স্নায়ুশূলঞ্চ সর্ব্বান্ বাতাময়াংস্তথা॥

ছোটএলাইচ, বড়এলাইচ, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, শ্যামালতা, অনন্তমূল,

মেদ, মহামেদ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও যমানী প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান রৌপ্য। সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ রতি মাত্রায় গব্য ঘৃতের সহিত সেবনীয়। ইহাতে সকল প্রকার স্নায়ুশূল ও বাতরোগ নষ্ট হয়।

মিহিরোদয়রসঃ।

মাক্ষিকং রজতং লৌহং সিন্দূরং বহ্নিবারিণা।
ভাবয়িত্বা বিমর্দ্দ্যাথ কৃত্বা রক্তিমিতা বটীঃ॥
একৈকাং খাদয়েদাসাং ত্রিফলাম্বিরকস্মুখে।
মিহিরোদয়নামায়ং স্নায়ুশূলং রসো হরেৎ॥

স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য, লৌহ ও রসসিন্দূর প্রত্যেক সমভাগ, চিতার রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ত্রিফলার জলের সহিত প্রাতে সেবনীয়। ইহাদ্বারা স্নায়ুশূল নষ্ট হয়।

স্নায়ুশূলহরা যোগাঃ।

প্রযোজ্যং দারুগবলমর্দ্ধভেদপ্রশান্তয়ে।
বিরতৌ তৎ প্রয়োক্তব্যং ন প্রকোপে কদাচন॥

অর্দ্ধভেদ (আধকপালে) রোগে সেঁকো ব্যবহার্য্য। ইহা ব্যাধির বিরামকালে প্রযোজ্য, ভোগাবস্থায় প্রয়োগ নিষিদ্ধ। মাত্রা এক সর্ষপের চতুর্থাংশ। দুগ্ধাদির সহিত সেবন কর্ত্তব্য।

মদিরামৃতসারাখ্যং লৌহং ক্ষোদঃ কুপীলুজঃ।
সেব্যাস্তেতানি বিধিনা স্নায়ুশূলস্য শান্তয়ে॥

স্নায়ুশূলে মদিরা, অমৃতসারলৌহ ও কুঁচিলাচূর্ণ ব্যবস্থামত সেবন করিলে উপকার দর্শে।

স্বেদসেকপ্রলেপাংশ্চ স্নায়ুশূলেষু যোজয়েৎ।
তীব্রং বিরেচনঞ্চাত্র বিদধ্যাম্মলসঞ্চয়ে॥

স্নায়ুশূলে উপযুক্ত স্বেদ, সেচন ও প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে। মলসঞ্চয় থাকিলে জয়পাল-তৈলাদি তীব্র বিরেচক ঔষধ প্রযোজ্য।

ঘৃততৈলাদিকং যোজ্যমনিলাময়নাশনম্।
স্নায়ুশূলেষু সর্ব্বেষু ভেষজঞ্চ রসায়নম্॥
যৎ পথ্যং যদপথ্যঞ্চ বাতব্যাধৌ প্রকীর্ত্তিতম্।
তথৈব স্নায়ুশূলেষু নির্ণীতং বিবুধৈরিতি॥

স্নায়ুশূলে বাতরোগনাশক ঘৃত, তৈলাদি এবং রসায়ন ঔষধ সমস্ত প্রযোজ্য। বাতব্যাধিতে যাহা যাহা পথ্য এবং যাহা যাহা অপথ্য, স্নায়ুশূলেও সেইরূপ পথ্য ও অপথ্য জানিবে।

কুমারীবটী।

কুমার্য্যাদ্ভির্হেম রৌপ্যং হরিতালঞ্চ মাক্ষিকম্।
শতশো ভাবয়িত্বাথো গুঞ্জামাত্রাং বটীং চরেৎ॥
ধাত্র্যম্ভসা বটী সেয়ং কুমারী যোজিতা হরেৎ।
নিখিলান্ স্নায়ুজান্ রোগান্
কুর্য্যাত্তীক্ষ্ণং ধনঞ্জয়ম॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, হরিতাল ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সমুদায় সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে ১০০ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার অনুপান আমলার রস; ইহা সেবন করিলে স্নায়ুরোগ সমূহের নাশ এবং অগ্নির দীপ্তি হয়।

মহারজতবটী।

কর্ষপ্রমাণং রজতং মৌক্তিকং স্বর্ণগৈরিকম্।
কোলমানন্তু বৈক্রান্তং সিন্দূরং সশিলাজতু॥
লৌহমভ্রং প্রবালঞ্চ ত্রিধা চিত্রকবারিণা।
কাকমাচীরসেনাপি সপ্তধা চ বিভাবয়েৎ॥
গুঞ্জাদ্বয়মিতাং কৃত্বা বটিকাং পয়সা সহ।
প্রাতঃ প্রাতঃ প্রযুঞ্জীত স্নায়ুরোগনিবৃত্তয়ে॥

রৌপ্য, মুক্তা ও স্বর্ণগৈরি প্রত্যেক ২ তোলা, বৈক্রান্ত, রসসিন্দূর, শিলাজতু, লৌহ, অভ্র ও প্রবাল প্রত্যেক ১ তোলা এই সমুদায় চিতামূলের রসে ৩ বার এবং কাকমাচীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান দুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে স্নায়ুরোগ সকলের শান্তি হয়।

স্বর্ণসিন্দূররসঃ।

স্বর্ণসিন্দূরমভ্রঞ্চ মৌক্তিকং কর্ষসম্মিতম্।
হেমমাক্ষিকবৈক্রান্তবঙ্গায়াংসি চ পিত্তলম্॥
শিলাজতুপ্রবালাব্ধিফেনগুগ্গুলুগন্ধকান্।
কোলমানেন সংগৃহ্য ভাবয়েদ্ বহ্নিবারিণা॥
ততো গুঞ্জাদ্বয়োন্মানাং বিধায় বটিকাং ভিষক্।
দেবদারুকষায়েণ প্রাতঃ সায়ঞ্চ যোজয়েৎ॥
স্বর্ণসিন্দুরসংজ্ঞোঽয়ং রসেষু প্রবরো রসঃ।
স্নায়ুজান্ নিখিলান্ রোগান্
হন্তি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

স্বর্ণসিন্দূর, অভ্র ও মুক্তা প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক, বৈক্রান্ত, বঙ্গ, লৌহ, পিত্তল, শিলাজতু, প্রবাল, সমুদ্রফেন, গুগ্গুল্ ও গন্ধক প্রত্যেক ১ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া চিতামূলের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দেবদারুর ক্বাথের সহিত প্রাতে ও সায়ংকালে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে বিবিধ স্নায়ুরোগের ধ্বংস হয়।

শতাবরীঘৃতম্।

শতাবর্য্যা রসপ্রস্থং ছাগীদুগ্ধস্য চাঢ়কম্।
ঘৃতপ্রস্থং তথৈকত্র কল্কৈরেভিঃ পচেদ্ ভিষক্॥
মুশলী চোরপুষ্পী চ বিদারী চন্দনদ্বয়ম্।
শৃঙ্গী তামলকী দ্রাক্ষা শ্যামানন্তা নিশাযুগম্॥
বলেন্দ্রবারুণী বাসা নীলিনী নীলমুৎপলম্।
অভয়াদাড়িমৌ দারুনিম্বৌ নাগবলেতি চ॥
সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং হন্তি স্নায়ুজানখিলান্ গদান্।
পুষ্টিং বীর্য্যং বলং মেধাং শুভাং সঞ্জনয়েন্মতিম্॥

গব্যঘৃত ৪ সের। শতমূলীর রস ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ তালমূলী, চোরকাঁচকী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভূঁইআমলা, দ্রাক্ষা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেড়েলা, রাখালশসার মূল, বাসকছাল, নীলমূল, নীলোৎপল, হরীতকী, দাড়িমছাল, দেবদারু, নিমছাল ও গোরক্ষচাবুলে মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে স্নায়ুরোগ সমস্ত বিনষ্ট এবং পুষ্টি, বল, বীর্য্য ও মেধা বৃদ্ধি এবং শুভমতি সমুৎপন্ন হয়।

সুরবল্লভতৈলম্।

দশমূলং কণা শুণ্ঠী শটী রাস্না ত্রিবৃদ্ বলা।
অশ্বগন্ধা তুগাক্ষীরী ত্রিফলা বিল্ববাসকৌ।

জয়ন্তী হস্তিশুণ্ডী চ মূর্ব্বা কুটজদাড়িমৌ।
ইত্যেতৈর্বিপচেদ্ কল্কৈস্তৈলং তিলসমুদ্ভবম্॥
অশ্বগন্ধাকষায়েণ ছাগেন পয়সা তথা।
গন্ধদ্রব্যৈশ্চ নিখিলৈর্মন্দমন্দেন বহ্নিনা॥
সুরবল্লভনামেদং তৈলং স্নায়বিকান্ গদান্।
বাতপিত্তকফোত্থাংশ্চ নিহন্ত্যান্নাত্র সংশয়ঃ॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ দশমূল, পিঁপুল, শুঁঠ, শটী, রাস্না, তেউড়ী, বেড়েলা, বাসকছাল, জয়ন্তীছাল, হাতীশুঁড়া, মূর্ব্বামূল, কুড়চিছাল ও দাড়িমছাল মিলিত ১ সের। কল্কপাকান্তে যথানিয়মে গন্ধপাক করিবে। ইহার ব্যবহারে স্নায়ুরোগ সমস্ত এবং অন্যান্য বিবিধ ব্যাধি বিদূরিত হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং স্নায়ুরোগাধিকারঃ।

খালিত্যাধিকারঃ।

স্বকর্ম্মণো নিবৃত্তির্হি খালিত্যে খলু ভেষজম্।
কটুতিক্তকষায়ৈঃ কিং কিং পথ্যস্য চ সেবয়া॥

স্বকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তিই খালিত্য রোগের ঔষধ। কটুতিক্ত কষায় দ্বারা এবং পথ্যসেবা দ্বারা বিশেষ ফল দেখিতে পাওয়া যায় না।

তিমিঙ্গিলগিলস্নেহঃ সপ্তাহং পরিযোজিতঃ।
খালিত্যং ক্ষপয়েদ্ ব্রহ্মন্ স্নেহঃ শৌকরএব বা॥
(ব্রহ্মন্নিতি ইন্দ্রকৃতসম্বোধনম্।)

সাত দিবস তিমিঙ্গিলগিল মৎস্যের অথবা শূকরের বসা মর্দ্দন করিলে খালিত্যরোগের শান্তি হইতে পারে। বৃহদাকার সামুদ্রিক মৎস্যবিশেষের নাম তিমি, ঐ তিমিকে যে মৎস্য গিলিয়া ভক্ষণ করে, তাহার নাম তিমিঙ্গিল এবং ঐ তিমিঙ্গিলের ভক্ষকের নাম তিমিঙ্গিলগিল। শেষোক্তের অপ্রাপ্তিতে প্রথমোক্তের বসাতেও কার্য্য হইতে পারে।

আদিত্যপক্বং তৈলম্।

বলা রাস্নাশ্বগন্ধা চ জীবকর্ষভকৌ বরা।
জয়ন্তী মধুযষ্টিশ্চ ত্রিবৃল্লবণপঞ্চকম্॥
এলাদ্বয়ং মুরামাংসী দেবপুষ্পং সরোরুহম্।
কেশরং নলিকা কুষ্ঠং মুশলী চন্দনদ্বয়ম্॥
প্রত্যেকং কার্ষিকং তৈলে
ক্ষিপ্ত্বা প্রস্থপ্রমাণকে।
মাসান্ ষট্স্থাপয়েদ্রুদ্ধা তৎপাত্রং সূর্য্যতেজসি॥
ততঃ কল্কান্ সমুদ্ধৃত্য তৈলমেতৎ প্রযোজয়েৎ।
অনেন প্রশমং যান্তি খালিত্যপ্রমুখাঃ গদাঃ॥

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ বেড়েলা, রাস্না, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, জয়ন্তী, যষ্টিমধু, তেউড়ী, পঞ্চলবণ, ছোটএলাইচ, বড়এলাইচ, একাঙ্গী, জটামাংসী, লবঙ্গ, পদ্ম, নাগেশ্বর, নালুকা, কুড়, তালমূলী, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা। পাত্রমধ্যে তৈল ও কল্ক সকল রাখিয়া পাত্র আবৃত করিয়া ৬ মাস রৌদ্রে রাখিবে। পরে কল্ক সকল ছাঁকিয়া ফেলিবে। ইহার নাম আদিত্যপক্ব তৈল। ইহার মর্দ্দনে খালিত্য প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

স্থালিত্যারিরসঃ।

রৌপ্যমভ্রং তুত্থকঞ্চ মর্দ্দয়েৎ কন্যকাম্ভসা।
মুদ্গমাত্রাং বটীং কৃত্বা পায়য়েৎ সহ সর্পিষা॥
খালিত্যারীরসো নাম খালিত্যং স্নায়ুজং গদম্।
বাতশ্লেষ্মোদ্ভবাংশ্চাপি গদানাশু নিবারয়েৎ॥

রৌপ্য, অভ্র ও তুঁতিয়া সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া মুদ্গপ্রমাণ বটিকা করিবে। ঘৃতের সহিত সেবনীয়। ইহার দ্বারা খালিত্য, স্নায়ুরোগ এবং বাতশ্লৈষ্মিক বিবিধ পীড়া নিবারিত হয়।

ভেষজান্যত্র যোজ্যানি বাতব্যাধিহরাণি চ॥

ইহাতে বাতব্যাধিনাশক ঔষধ সমস্তও প্রয়োজ্য।

পথ্যমত্র বিজানীয়াদ্ দ্রব্যং পুষ্টিবলপ্রদম্॥

এই পীড়াতে বলপুষ্টিপ্রদ দ্রব্যমাত্রই পথ্য জানিবে।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং খালিত্যাধিকারঃ॥

ক্লোমরোগাধিকারঃ।

বহ্নের্দীপনং যচ্চ মারুতস্যানুলোমনম্।
অন্নপানৌষধং সর্ব্বং তত্তৎ ক্লোম্যাতুরে হিতম্॥

অগ্নিদীপ্তিকারক এবং বাতানুলোমক অন্ন, পান ও ঔষধ সমস্ত ক্লোমপীড়ায় হিতকর।

অভয়াদিক্বাথঃ।

অভয়ামলকং দারু ধন্যাকং বিশ্বভেষজম্।
দ্রাক্ষা চ শারিবেত্যেষাং ক্বাথঃ ক্লোমগদাপহঃ॥

হরীতকী, আমলা, দেবদারু, ধন্যা, শুঁঠ, দ্রাক্ষা ও অনন্তমূল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ক্লোমরোগের ধ্বংস হয়।

যো যঃ সমাশ্রয়েদ্ব্যাধিঃ ক্লোম্নি তং তমবেক্ষ্য চ।
ক্রিয়াং সংসাধয়েদ্ বৈদ্যো যথাদোষং যথাবলম্॥

ক্লোমযন্ত্রে যখন যেরূপ ব্যাধি হইবে চিকিৎসক তাহা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দোষ ও রোগীর বলানুসারে চিকিৎসা করিবেন।

বাতপিত্তপ্রশমনং ভেষজং ক্লোমরোগহৃৎ।

বাতপিত্তনাশক ঔষধ সকল ক্লোমরোগশান্তির জন্য প্রয়োগ করিবে।

অনুগ্রাণ্যন্নপানানি ক্লোমাময়নিপীড়িতঃ।
সেবেতোগ্রাণি সর্ব্বাণি যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

ক্লোমরোগে অনুগ্র পথ্য সেবনীয় এবং সমস্ত উগ্র দ্রব্যাদি পরিবর্জ্জনীয়।

স্বরেন্দ্রমোদকঃ।

দেবপুষ্পারুণা শ্যামাঃ শতমূলীং কুশেশয়ম্।
যমানীং মাগধীং শৃঙ্গীং দ্রাক্ষাং মধুরিকাভয়ে॥
সংমর্দ্দ্য মধুনা বিদ্বান্ মোদকং পরিকল্পয়েৎ।
তং যথাগ্নিবলং খাদেৎ ক্লোমরোগনিবৃত্তয়ে॥
মোদকোঽয়ং স্বরেন্দ্রাখ্যঃ পুষ্টিকৃদ্বলবর্দ্ধনঃ।
বহ্নিসন্দীপনো হৃদ্যো রসায়নবরঃ স্মৃতঃ॥

লবঙ্গ, আতইচ, শ্যামালতা, শতমূলী, পদ্মমূল, যমানী, পিঁপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দ্রাক্ষা, মৌরী ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে লইয়া মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ২ মাষা। ইহা সেবন

করিলে ক্লোম রোগের নিবৃত্তি হয়। এই মোদক পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক, অগ্নি-সন্দীপক, হৃদ্য ও রসায়নশ্রেষ্ঠ।

শশিশেখররসঃ ।

রসগন্ধাভ্র হেমানি মৌক্তিকং বিদ্রুমং তথা।
কন্যাদ্ভির্মর্দ্দয়েদ্ ঘস্রং ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্রসঃ॥
সর্ব্বান্ ক্লোমগদান্
হন্তি হ্যশীতিং মারুতোদ্ভবান্।
পৈত্তিকান্নিখিলাংশ্চাপি শ্লৈষ্মিকানপ্যসং ধ্রুবম্॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, স্বর্ণ, মুক্তা ও প্রবাল এই সমুদয় দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা ক্লোমরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহার দ্বারা বাতজ, পিত্তজ ও কফজ বিবিধ ব্যাধির ধ্বংস হয়। অনুপান, অবস্থানুসারে ব্যবস্থেয়।

সুরেন্দ্রাভ্রবটী ।

অভ্রং সহস্রশো দগ্ধং রসং দরদসম্ভবম্।
কেশরাজাম্ভসা শুদ্ধং গন্ধকং হীরকং তথা॥
বিদ্রুমং মৌক্তিকং হেম রৌপ্যং মাক্ষিকমেব চ।
কান্তলৌহঞ্চ সংমর্দ্দ্য বিধিনা বহ্নিবারিণা॥
বল্লমাত্রাং বটীং কৃত্বা চ্ছায়ায়াং পরিশোষয়েৎ।
একৈকাং যোজয়েৎ প্রাজ্ঞো যথাদোষানুপানতঃ॥
ক্লোমরোগবিনাশায় বহ্নেঃ সন্ধুক্ষণায় চ।
অম্লপিত্তং যকৃচ্ছোথৌ প্লীহ পাণ্ডু জলোদরম্॥
গুল্মরোগং প্রমেহঞ্চ দারুণং বিষমজ্বরম্॥
কুষ্ঠং সুদারুণঞ্চৈব নিহন্তি নাত্র সংশয়ঃ।
ন সোঽস্তি রোগো লোকেঽস্মিন্
যমিয়ং ন বিনাশয়েৎ॥

সহস্রপুটিত অভ্র, হিঙ্গুলোত্থ রস, কেশুরিয়ার রসে শোধিত গন্ধক, হীরক, প্রবাল, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক ও কান্তলৌহ এই সমুদায় সমভাগে চিতার রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ছায়ায় রাখিয়া শুকাইবে। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত প্রযোজ্য। ইহাতে ক্লোমরোগাদি সর্ব্বপ্রকার পীড়ার শান্তি হয়।

যো যঃ সমাশ্রয়েদ্ব্যাধিঃ ক্লোম্নি তং তমবেক্ষ্য চ।
ক্রিয়াং সংসাধয়েদ্বৈদ্যো যথাদোষং যথাবলম্॥

ক্লোমযন্ত্রে যখন যেরূপ ব্যাধি হইবে, চিকিৎসক তাহা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দোষ ও রোগীর বলানুসারে চিকিৎসা করিবেন।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং ক্লোমরোগাধিকারঃ।

বৃক্কাময়াধিকারঃ ।

যন্মূত্রলং শোণিতশোধকঞ্চ
যৎ পোষণং বহ্নিবিবর্দ্ধনঞ্চ।
বৃক্কস্য রোগে পরিযোজয়েৎ তদ্
ব্যাধের্বলং বীক্ষ্য ভিষগ্বিধিজ্ঞঃ॥

এই পীড়ায় মূত্রকর, রক্তশোধক, ধাতুপোষক ও বহ্নিবর্দ্ধক ঔষধ প্রযোজ্য।

রসো বিবর্দ্ধয়েদ্ব্যাধিমতস্তং নেহ যোজয়েৎ।

পারদ সেবনে বৃক্কাময় পীড়ার বৃদ্ধি হয়, অতএব বৃক্করোগে কদাচ পারদ প্রয়োগ করা উচিত নহে।

সর্ব্বতোভদ্রা বটী।

হেমরৌপ্যাভ্রলৌহানি জতু গন্ধঞ্চ মাক্ষিকম্।
বটীং রক্তিমিতাং কুর্য্যাদ্বিমর্দ্দ্য বরুণাম্ভসা ॥
বটীয়ং সর্ব্বতোভদ্রা নিখিলান্ বৃক্কজান্ গদান্।
হরেদ্বস্তিভবাংশ্চাপি বলং বীর্য্যঞ্চ বর্দ্ধয়েৎ ॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সমুদায় সমভাগে বরুণের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার দ্বারা বৃক্কজ ও বস্তিজ রোগ দূরীকৃত হয়।

মাহেশ্বরবটী।

হেম মুক্তাভ্র কাঙ্ক্ষীক ক্ষীরকাকোল্যয়াংসি চ।
কান্তং মহাবলামূলং গৃহীত্বা সমভাগিকম্ ॥
শুষ্কমূলক গোক্ষুরৌ তথা শ্বেতপুনর্নবঃ।
এষাং ক্কাথেন বিধিবদ্ ভাবয়েৎ সপ্তধা ভিষক্ ॥
রক্তিদ্বয়মিতা সেব্যা বটী মাহেশ্বরাভিধা।
জ্ঞেয়ং বিশেষতশ্চাত্র শস্তং দুগ্ধান্ন ভোজনম্ ॥
পাণ্ডুং বৃক্কাময়ঞ্চৈব শোথং সার্ব্বাঙ্গিকং তথা।
জলোদরং তথা মোহং বিষমজ্বরমেব চ।
অস্যাঃ প্রয়োগাৎ নশ্যন্তি ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥

স্বর্ণ, মুক্তা, অভ্র, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, ক্ষীরকাকোলী, গোরক্ষচাকুলের মূল ও অয়স্কান্ত এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া শ্বেতপুনর্নবা, শুষ্কমূলা ও গোক্ষুরীর ক্কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে, ইহা ব্যবহারে সার্ব্বাঙ্গিক শোথ, জলোদর, বৃক্কাময়, পাণ্ডু, মোহ ও বিষমজ্বরাদি ব্যাধি সত্বর প্রশমিত হয়। পথ্য দুগ্ধ ও অন্নই প্রশস্ত।

রসায়নাধিকারোক্তান্যৌষধান্যপি যোজয়েৎ।

এই পীড়ায় রসায়নাধিকারোক্ত ঔষধ সমস্ত প্রযোজ্য।

ন চাস্তি শমনে কিঞ্চিন্নির্দ্দিষ্টমস্য ভেষজম্।
পথ্যৈর্বল্যৈঃ সুপাচ্যৈশ্চ ভিষগেনং প্রযাপয়েৎ ॥

এই পীড়ার নির্দ্দিষ্ট ঔষধ কিছুই নাই, বলকর ও সুপাচ্য পথ্য দ্বারা ইহার চিকিৎসা করিবে।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বৃক্কাময়াধিকারঃ।

মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ।

অভ্যঞ্জন স্নেহ নিরূহ বস্তি-
স্বেদোপনাহোত্তরবস্তি সেকান্।
স্থিরাদিভির্বাতহরৈশ্চ সিদ্ধান্
দদ্যাদ্রসাংশ্চানিলমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥

বায়ুজন্য মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুনাশক তৈলাদি মর্দ্দন, স্নেহপান, নিরূহ, বস্তিক্রিয়া, স্বেদ, প্রলেপ, উত্তরবস্তি, সেচনক্রিয়া ও শালপাণি প্রভৃতি বাতহর দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ মাংসের যূষ ব্যবস্থা করিবে।

সেকাবগাহাঃ শিশিরাঃ প্রদেহা
গ্রৈষ্মো বিধির্বস্তি পয়োবিরেকাঃ।
দ্রাক্ষা বিদারীক্ষুরসৈর্ঘৃতৈশ্চ
কৃচ্ছ্রেষু পিত্তপ্রভবেষু কার্য্যাঃ ॥

শীতবীর্য্য দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া সেই জল গাত্রে সেচন, অবগাহন, বেণার মূল, চন্দনাদির প্রলেপ, ঋতুচর্য্যাধৃত গ্রীষ্মকালিক বিধি, বস্তিক্রিয়া, দুগ্ধপান, বিরেচন, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ইক্ষু এই সকলের রস এবং ঘৃতপান পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে ব্যবস্থেয়।

ক্ষারোষ্ণ তীক্ষ্ণৌষধমন্নপানং
স্বেদো যবান্নং বমনং নিরূহাঃ ।
তক্রং সতিক্তৌষধসিদ্ধ তৈল-
মভ্যঙ্গপানং কফমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥

ক্ষার, উষ্ণ দ্রব্য, পঞ্চকোলাদি তীক্ষ্ণ ঔষধ, উগ্রবীর্য্য অন্ন, পান, স্বেদ, যবান্ন, বমন, নিরূহ, তক্র ও তিক্ত ঔষধ দ্বারা সিদ্ধ তৈল মর্দ্দন ও পান এই সকল কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রশস্ত ।

সর্ব্বং ত্রিদোষপ্রভবে চ বায়োঃ
স্থানানুপূর্ব্ব্যা প্রসমীক্ষ্য কার্য্যম্ ।
ত্রিভ্যোঽধিকে প্রাগ্ বমনং বিরেকঃ
পিত্তে কফে স্যাৎ পবনে চ বস্তিঃ ॥

সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে বায়ুর অবস্থিতি আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা করিয়া যথাবিহিত মিলিত ক্রিয়া করিবে। দোষত্রয়ের মধ্যে কফের আধিক্যে বমন, পিত্তের আধিক্যে বিরেচন ও বায়ুর প্রাবল্যে বস্তিক্রিয়া কর্ত্তব্য ।

তথাভিঘাতজে কুর্য্যাৎ সদ্যোব্রণচিকিৎসিতম্ ।
স্বেদচূর্ণ ক্রিয়াভ্যঙ্গ-বস্তয়ঃ স্যুঃ পুরীষজে ॥

অভিঘাত জন্য মূত্রকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে তাহাতে সদ্যোব্রণোক্ত চিকিৎসা করিবে। পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে স্বেদ, চূর্ণক্রিয়া, অভ্যঙ্গ ও বস্তিক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

ক্রিয়া হিতা ত্বশ্মনি শর্করায়াং
যা মূত্রকৃচ্ছ্রে কফ মারুতোত্থে।

বায়ু ও কফজন্য মূত্রকৃচ্ছ্রে অশ্মরী ও শর্করারোগের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য ।

লেহ্যং শুক্রবিবন্ধোত্থে শিলাজতু সমাক্ষিকম্ ।
বৃষ্যৈর্ব্বৃংহিতধাতুত্থে বিধেয়া প্রমদোত্তমা ॥

শুক্রবিবন্ধ জন্য মূত্রকৃচ্ছ্রে মধুর সহিত শিলাজতু সেবন বিধেয়। যদি বীর্য্যবর্দ্ধক দ্রব্যাদি আহার করিয়া রোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে স্ত্রীসংসর্গ বিধেয় ।

যন্মূত্রকৃচ্ছ্রে বিহিতঞ্চ পৈত্তে
তৎ কারয়েচ্ছোণিতমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥

রক্ত মূত্রকৃচ্ছ্রে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রবৎ ক্রিয়া সকল কর্ত্তব্য ।

কুষ্মাণ্ডকরসং পীত্বা সযবক্ষারশর্করম্ ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাদ্ বিমুচ্যেত শীঘ্রঞ্চ লভতে সুখম্ ॥

কুষ্মাণ্ডের রসে কিঞ্চিৎ যবক্ষার ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে শীঘ্র মূত্রকৃচ্ছ্র উপশমিত হয়।

তৃণপঞ্চমূলম্ ।

কুশঃ কাশঃ শরো দর্ভ ইক্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবম্ ।
পিত্তকৃচ্ছ্রহরং পঞ্চমূলং বস্তিবিশোধনম ॥

কুশ, কাশ, শর, বেণা ও কৃষ্ণেক্ষু ইহাদের মূল মিলিত ২ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ ও বস্তিশোধন হয় ।

পঞ্চতৃণক্ষীরম্ ।

এতৎসিদ্ধং পয়ঃ পীতং মেঢ্রগং হন্তি শোণিতম্ ॥

কুশাদি তৃণপঞ্চমূল ২ তোলা, দুগ্ধ ১ পোয়া, জল ১ সের। এই সমুদায় একত্র পাক করিয়া, সমুদয় জল নিঃশেষ হইলে সেই ক্ষীর পান করাইবে, ইহাতে মেঢ্র হইতে রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

ছাগদুগ্ধের সহিত তৃণপঞ্চমূল পাক করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ত্রিকণ্টকাদিঃ।

ত্রিকণ্টকারগ্বধ দর্ভ কাশ-
দুরালভা প্রস্তরভেদ পথ্যাঃ।
নিঘ্নন্তি পীড়াং মধুনাশ্মরীঞ্চ
সংপ্রাপ্তমৃত্যোরপি মূত্রকৃচ্ছ্রম্॥

গোক্ষুরবীজ, সোঁদালফলের মজ্জা, বেণারমূল, কাশ, দুরালভা, পাষাণভেদী ও হরীতকী এই সমুদায় সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে অতিকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়।

ক্বাথং গোক্ষুরবীজস্য যবক্ষারযুতং পিবেৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রং তথা রক্তস্রাবং শীঘ্রং নিবারয়েৎ॥

গোক্ষুরবীজের ক্বাথে যবক্ষারসংযুক্ত করিয়া পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

ধাত্র্যাদিঃ।

ধাত্রী দ্রাক্ষা বিদারী চ যষ্ট্যাহ্বং গোক্ষুরং তথা।
এভিঃ কষায়ং বিপচেৎ পিবেৎ প্রাতঃসশর্করম্॥
অপি যোগশতাসাধ্যং মূত্রকৃচ্ছ্রং জয়েল্লঘু॥

আমলকী, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু ও গোক্ষুরবীজ মিলিত ২ তোলা, জল অৰ্দ্ধ সের, শেষ অৰ্দ্ধ পোয়া। শীতল হইলে চিনি অৰ্দ্ধ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। ইহাতে দুঃসাধ্য মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

বৃহদ্ধাত্র্যাদিঃ।

ধাত্রী দ্রাক্ষা চ যষ্ট্যাহ্বং বিদারী সত্রিকণ্টকম্।
দর্ভেক্ষুমূলমভয়াং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ॥
সসিতং মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং রুজাদাহহরং পরম্॥

আমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুরবীজ, কুশমূল, কৃষ্ণেক্ষুমূল ও হরীতকী প্রত্যেক ২ মাষা, জল অৰ্দ্ধ সের, শেষ অৰ্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ চিনি অৰ্দ্ধ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও তজ্জনিত দাহাদি নিবারণ হয়।

বাতিকে কৃচ্ছ্রে অমৃতাদিঃ।

অমৃতা নাগরং ধাত্রী বাজীগন্ধা ত্রিকণ্টকম্।
প্রপিবেদ্ বাতরোগার্ত্তঃ সশূলো মূত্রকৃচ্ছ্রবান্॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুরবীজ এই সমুদায়ের ক্বাথ পান করিলে বায়ুরোগ ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়।

শতাবর্য্যাদিঃ।

শতাবরী কাশ কুশৈঃ শ্বদংষ্ট্রা
বিদারি শালীক্ষুকশেরুকাণাম্।
ক্বাথং সুশীতং মধুশর্করাক্তং
পিবন্ জয়েৎ পৈত্তিকমূত্রকৃচ্ছ্রম্॥

শতমূলী, কাশমূল, কুশমূল, গোক্ষুরবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালিতণ্ডুল, কৃষ্ণেক্ষুমূল ও কেশুর এই সমুদায়ের ক্বাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া সুশীতল করিয়া সেবন করিলে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়।

গুড়েনামলকং বৃষ্যং শ্রমঘ্নং তর্পণং পরম্।
পিত্তাসৃগ্দাহ শূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্রনিবারণম্॥

গুড়ের সহিত আমলকী ভক্ষণ করিলে বীর্য্যবৃদ্ধি, শ্রমনাশ, দেহতৃপ্তি এবং রক্তপিত্ত, দাহ, শূল ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়।

ইর্ব্বারুবীজং মধুকং সদার্ব্বি
পৈত্তে পিবেত্তণ্ডুলধাবনেন।
দার্ব্বীং তথৈবামলকীরসেন
সমাক্ষিকাং পৈত্তিকমূত্রকৃচ্ছ্রে॥

কাঁকুড়বীজ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা এই সমুদায় তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিলে অথবা আমলকীর রস ও মধুর সহিত দারুহরিদ্রা বাঁটিয়া ভক্ষণ করিলে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়।

হরীতক্যাদিঃ।

হরীতকী গোক্ষুর রাজবৃক্ষ-
পাষাণভিদ্‌ধন্বযবাসকানাম।
ক্বাথং পিবেন্মাক্ষিকসম্প্রযুক্তং
কৃচ্ছ্রে সদাহে সরুজে বিবন্ধে॥

মূত্রকৃচ্ছ্রে দাহ, বেদনা ও মূত্র বিবদ্ধতা থাকিলে, হরীতকী, গোক্ষুরবীজ, সোন্দালমজ্জা, পাষাণভেদী, ধনিয়া ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে।

এলাদিক্বাথঃ।

এলোপকুল্যা মধুকাশ্মভেদ-
কৌন্তী শ্বদংষ্ট্রা বৃষকোরুবূকৈঃ।
শৃতং পিবেদশ্মজতুপ্রগাঢ়ং
সশর্করং সাশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রে॥

এলাইচ, পিপ্পলী, যষ্টিমধু, পাথরকুচী, রেণুক, গোক্ষুর, বাসক ও এরণ্ডমূল ইহাদের ক্বাথে শিলাজতু ও শর্করা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে অশ্মরীর সহিত মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

ধাত্র্যাদিঃ।

ধাত্রীদ্রাক্ষা বিদারী চ যষ্ট্যাহ্বং গোক্ষুরং তথা।
এভিঃ কষায়ং বিপচেৎ পিবেৎ শীতং সশর্করম্।
অপি যোগশতাসাধ্যং মূত্রকৃচ্ছ্রং জয়েল্লঘু॥

আমলকী, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু ও গোক্ষুর মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। শীতল হইলে চিনি অর্দ্ধ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। ইহাতে দুঃসাধ্য মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

শ্বদংষ্ট্রাদিলেপঃ।

পিষ্ট্বা শ্বদংষ্ট্রাফলমূলিকাভি-
রের্ব্বারুবীজানি সকাঞ্জিকানি।
আলিপ্যমানানি সমানি বস্তৌ
মূত্রস্য সংশুদ্ধিকরাণি সদ্যঃ।

গোক্ষুরের বীজ ও মূল এবং কাঁকুড়বীজ সমভাগে লইয়া কাঁজিতে পেষণ করিয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিবে, তাহাতে সদ্যই মূত্র বিশোধিত হইবে।

পিষ্ট্বা গোপয়সা শ্লক্ষ্ণং কুটজস্য ত্বচং পিবেৎ।
তেনোপশাম্যতি ক্ষিপ্রং মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণম্॥

কুড়চীর ছাল গোদুগ্ধে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পান করিলে শীঘ্রই সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র উপশমিত হয়।

বৃহদ্ গোক্ষুরাদ্যবলেহঃ।

গোকণ্টকং পলশতং দশমূলং তথৈব চ।
পাষাণভেদোঽষ্টপলং গুড়ূচীপলপঞ্চকম্॥
এরণ্ডোঽভীরুরষ্টৌ চ মূলং দশপলং পৃথক্।
পদ্মমূলং চাশ্বগন্ধা প্রত্যেকং পলবিংশতিঃ॥
সর্ব্বমেকত্র সংকুট্ট্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষন্তু সংগৃহ্য বস্ত্রপূতং সমাক্ষিপেৎ॥
গব্যাজ্যং প্রস্থমেকন্তু শিলাজঞ্চ তথা স্মৃতম্।
ঘনীভূতে তু সঞ্জাতে দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ॥
তালমূলী শতাহ্বা চ ত্রিকটু ত্রিফলা তথা।
সূক্ষ্মৈলা ভূতকেশী চ হ্রীবেরং নাগকেশরম্॥
পদ্মকং জাতিপত্রং ত্বক্ মধুযষ্টী সরোচনা॥
জাতীফলমুশীরঞ্চ ত্রিবৃতা রক্তচন্দনম্।
ধান্যকং কটুকা ক্ষারৌ নাগবল্লী চ শৃঙ্গিকা।
পুষ্করাহ্বং শটী দারু সীসং লৌহঞ্চ বঙ্গকম্॥
দ্রব্যাণীমানি সংগৃহ্য প্রত্যেকং পলমাত্রকম্।
খাদেদ্বলাগ্নী সংপ্রেক্ষ্য পথ্যং সেবেত মানবঃ॥
স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধায়াথ নিত্যং লিহ্যাৎ পলোন্মিতম্।
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতং বিবন্ধতাম্॥
প্রমেহং বিংশতিঞ্চৈব শুক্রদোষং তথৈব চ।
ধাতুক্ষয়ং চোষ্ণবাতং বাতকুণ্ডলিকাদয়ঃ॥
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি ভাস্করেণ তমো যথা।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ কৃষ্ণাত্রেয়েণ পূজিতঃ॥

গোক্ষুর ১০০ পল, দশমূল ১০০ পল, পাষাণভেদী ৮ পল, গুলঞ্চ ৫ পল, এরণ্ডমূল ৮ পল, শতমূলী ১০০ পল, পদ্মমূল ২০ পল, অশ্বগন্ধা ২০ পল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত ও ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে উহা বস্ত্রে ছাঁকিয়া, তাহাতে গব্যঘৃত ৪ সের ও শিলাজতু ৪ সের মিলিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে উহাতে তালমূলী, শুলফা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ছোটএলাইচ, ভূতকেশী, বালা, নাগকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, জয়িত্রী, দারুচিনি, যষ্টিমধু, গোরোচনা, জায়ফল, বেণার মূল, তেউড়ী, রক্তচন্দন, ধনে, কট্‌কী, যবক্ষার, সোহাগা, পান, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পুষ্করমূল. শটী, দেবদারু, সীসা, লৌহ ও বঙ্গ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১ পল করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া একটী ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। প্রতিদিন ১ পল পরিমাণে বা অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতাদি পীড়া সকল প্রশমিত হয়।

ত্রিনেত্রাখ্যো রসঃ।

বঙ্গং সূতং গন্ধকং ভাবয়িত্বা
লৌহে পাত্রে মর্দ্দয়েদেকঘস্রম্।
দুর্ব্বাযষ্টিগোক্ষুরৈঃ শাল্মলীভিঃ
মূষামধ্যে ভূধরে পাচয়িত্বা॥
তত্তদ্দ্রাবৈর্ভাবয়িত্বাস্য বল্লং
দদ্যাৎ শীতং পায়সং বক্ষ্যমাণম্।
দূর্ব্বাযষ্টীশাল্মলীতোয়দুগ্ধৈ-
স্তন্ডুলৈঃ কুর্য্যাৎ পায়সং তদ্দদীত॥
প্রাতঃকালে শীতপানীয়পানাৎ
মূত্রে জাতে স্যাৎ সুখী চ ক্রমেণ॥

বঙ্গ, পারদ ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া দূর্ব্বা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও শিমুলের রসে ১ দিন লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিবে। পরে মূষাবদ্ধ করিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করতঃ শীতল হইলে তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত দূর্ব্বা, যষ্টিমধু,

গোক্ষুর ও শিমুলের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ৩ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনন্তর দূর্ব্বা, যষ্টিমধু ও শিমুলের ক্বাথ এবং তত্তুল্য দুগ্ধে পায়স প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। প্রাতঃকালে শীতল জল পান করিতে দিবে। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়।

বরুণাদ্যং লৌহম্।

দ্বিপলং বরুণং ধাত্র্যাস্তদর্দ্ধং ধাত্রীপুষ্পকম্।
হরীতক্যাঃ পলার্দ্ধঞ্চ পৃশ্নিপর্ণং তদর্দ্ধকম্॥
কর্ষমানঞ্চ লৌহাভ্রং চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় শাণমানং বিধানবিৎ॥
মূত্রাঘাতং তথা ঘোরং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ দারুণম্।
অশ্মরীং বিনিহন্ত্যাশু প্রমেহং বিষমজ্বরম্॥
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব বৃষ্যমায়ুষ্যমেব চ।
বরুণাদ্যমিদং লৌহং চরকেণ বিনির্ম্মিতম্॥

বরুণছাল ১৬ তোলা, আমলকী ১৬ তোলা, ধাইফুল ৮ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা, চাকুলে ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা ও অভ্র ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। প্রাতঃকালে ৪ মাষা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাতে মূত্রাঘাত, ঘোর মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, প্রমেহ ও বিষমজ্বর আশু বিনষ্ট হয়। এই বরুণাদ্য লৌহ বল-কারক, পুষ্টিকর, বৃষ্য ও আয়ুর বর্দ্ধক।

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকো রসঃ।

অয়োরজঃ শ্লক্ষ্ণপিষ্টং মধুনা সহ যোজয়েৎ।
মূত্রাঘাতং নিহন্ত্যাশু মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণম্॥
রসগন্ধযবক্ষারং সিতাতক্রযুতং পিবেৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাণ্যশেষাণি নিহন্তি নিয়তং নৃণাম্॥

লৌহচূর্ণ মধু সহ সেবন করিলে মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়। পারদ, গন্ধক ও যবক্ষার একত্রিত করিয়া চিনি ও তক্রের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হইয়া থাকে।

শতাবরীঘৃতং ক্ষীরঞ্চ।

শতাবরীকাশকুশশ্বদংষ্ট্রা
বিদারিকেক্ষ্বামলকেষু সিদ্ধম্।
সর্পিঃ পয়ো বা সিতয়া বিমিশ্রং
কৃচ্ছ্রেষু পিত্তপ্রভবেষু যোজ্যম্॥

শতমূলী, কাশ, কুশ, গোক্ষুর, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, ইক্ষুমূল ও আমলকী ইহাদের সহিত ঘৃত বা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহাতে চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্র উপশমিত হয়।

সুকুমারকুমারকঘৃতম্।

পুনর্নবামূলতুলা দশমূলং শতাবরী।
বলা তুরগগন্ধা চ তৃণমূলং ত্রিকণ্টকম্॥
বিদারীগন্ধা নাগাহ্বা গুড়ূচ্যতিবলা তথা।
পৃথগ্ দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
তেন পাদাংশেষেণ ঘৃতস্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ।
মধুকং শৃঙ্গবেরঞ্চ দ্রাক্ষাসৈন্ধবপিপ্পলীঃ॥
দ্বিপলিকাঃ পৃথগ্ দদ্যাদ্ যমান্যাঃ কুড়বস্তথা।
ত্রিংশদ্ গুড়পলান্যত্র তৈলস্যৈরণ্ডজস্য চ॥
প্রস্থং দত্ত্বা সমালোড্য সম্যঙ্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
এতদীশ্বরপুত্রাণাং প্রাগ্‌ভোজনমনিন্দিতম্॥

রাজ্ঞাং রাজসমানাঞ্চ বহুস্ত্রীপতয়শ্চ যে।
মূত্রকৃচ্ছ্রে কটিস্তম্ভে তথা গাঢ়পুরীষিণাম্॥
মেঢ্রবংক্ষণশূলে চ যোনিশূলে প্রশস্যতে॥

পুনর্নবা ১০০ পল এবং দশমূল, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, তৃণপঞ্চমূল, গোক্ষুর, শালপাণি, গোরক্ষচাকুলে, গুলঞ্চ ও শ্বেতবেড়েলা প্রত্যেক ১০ পল অর্থাৎ সমুদায়ে ১০০ পল, এই ২০০ পল ২ দ্রোণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই ক্বাথ ৩২ সের; ঘৃত ৮ সের; গুড় ৩০ পল, এরণ্ডতৈল ৪ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু, আদা, দ্রাক্ষা, সৈন্ধবলবণ ও পিপ্পলী প্রত্যেক ২ পল, যমানী অর্দ্ধসের। যথাবিধানে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা আহারের প্রথমে সেব্য। এই ঘৃত মূত্রকৃচ্ছ্র, কটিস্তম্ভ, মলের গাঢ়তা, মেঢ্র যোনি বঙ্ক্ষণ শূল, গুল্ম ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগে প্রশস্ত। ইহা বলকারক ও রসায়ন।

মূত্রকৃচ্ছ্রহরা যোগাঃ।

সিতাতুল্যো যবক্ষারঃ সর্ব্বকৃচ্ছ্রবিনাশনঃ।

যবক্ষার ও চিনি সমভাগে সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তভবং বীজং শ্লক্ষ্ণং দৃশদি পেষিতম্।
ব্যুষিতোদকসংপীতং কৃচ্ছ্রং হন্তি সুদারুণম্॥

হুড়হুড়ের বীজ উত্তমরূপে শিলায় পেষণ করিয়া বাসি জলের সহিত খাইলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়।

মধুনা চ যবক্ষারং মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীহরম্॥

মধুর সহিত যবক্ষার সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী নিবারণ হয়।

সগন্ধক যবক্ষারং শর্করাং তক্রতঃ পিবেৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাদ্ বিমুচ্যেত সাধ্যাসাধ্যান্ন সংশয়ঃ॥

তক্রের সহিত গন্ধক, যবক্ষার ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অতি কঠিন মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়।

নারিকেলোদ্ভবং পুষ্পং তণ্ডুলোদকসংযুতম্।
রক্তজং মূত্রকৃচ্ছ্রং হি পীতং হন্তি ন সংশয়ঃ॥

নারিকেল পুষ্প (নারিকেলের মুচি) তণ্ডুল জলের সহিত বাঁটিয়া খাইলে রক্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়।

তারকেশ্বরঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং লৌহং বঙ্গং মৃতাভ্রকম্।
দুরালভাং যবক্ষারং বীজং গোক্ষুরজং শিবাম্॥
সমাংশং ভাবয়েৎ সর্ব্বং কুষ্মাণ্ডফলবারিণা।
পঞ্চতৃণভবক্বাথে রসে গোক্ষুরজে তথা॥
সংপিষ্য বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
মধুনামর্দ্দ্য বিলিহেন্মূত্রকৃচ্ছ্রবিনাশনম্॥
লেহয়েন্মধুনা সার্দ্ধমনুপানং সুখাবহম্।
অজাক্ষীরং ভবেৎ পথ্যং শর্করেক্ষুরসো হিতঃ॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, দুরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুরবীজ ও হরীতকী এই সমুদায় সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিয়া কুষ্মাণ্ডের রসে, কুশাদি তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথে ও গোক্ষুর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে পক্ক যজ্ঞডুমুরফলচূর্ণ ২ তোলা মধুসংযুক্ত করিয়া

অবলেহ করা কর্ত্তব্য। পথ্য ছাগদুগ্ধ, চিনি ও ইক্ষুরস।

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকঃ।

সূতং স্বর্ণঞ্চ বৈক্রান্তং গন্ধতুল্যং বিমর্দ্দয়েৎ।
চাণ্ডালী রাক্ষসী দ্রাবৈর্দ্দিযামান্তে তু গোলকম্॥
শুষ্কং বদ্ধা পুটেচ্চাহঃ করীষাগ্নৌ মহাপুটে।
মাষমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রশান্তয়ে॥

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ ও বৈক্রান্ত প্রত্যেক সমভাগে চাণ্ডালী ও চোরখড়িকার রসে ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া গোলাকার করিবে। পরে উহা শুষ্ক করিয়া ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে ১ দিন মহাপুটে পাক করিবে। মাষকলায় পরিমাণে মধুর সহিত মাড়িয়া লেহ্য। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবৃত্ত হয়।

ত্রিকণ্টকাদ্যং ঘৃতম্।

ত্রিকণ্টকৈরণ্ড কুশাদ্যভীরু
কর্কারুকেক্ষু স্বরসেন সিদ্ধম্।
সর্পিগুর্ড়ার্দ্ধাংশযুয়ং প্রপেয়ং
কৃচ্ছ্রাশ্মরীমূত্রবিঘাতহেতোঃ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ গোক্ষুর ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; এরণ্ডমূল ২ সের, তৃণপঞ্চমূল মিলিত ১ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, শতমূলীর রস ৪ সের, কুষ্মাণ্ড রস ৪ সের, ইক্ষুরস ৪ সের। পাক সিদ্ধ হইলে উষ্ণাবস্থায় ছাঁকিয়া লইয়া চিনি ২ সের মিশ্রিত ও আলোড়িত করিয়া লইবে। অনুপান উষ্ণদুগ্ধ। এই ঘৃত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও মূত্রাঘাত রোগ উপশমিত হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্রহরঃ ক্বাথঃ।

বিদারী গোক্ষুরং যষ্টি কেশরঞ্চ সমং পচেৎ।
তৎ কষায়ং পিবেৎ ক্ষৌদ্রে রসভস্মযুতং পুনঃ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রং হরেৎ সর্ব্বং সপ্তাহাৎ পিত্তসম্ভবম॥

ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুরবীজ, যষ্টিমধু ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ৪ মাষা, পাকের জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ মধু ৪ মাষা। এই ক্বাথের সহিত রসসিন্দূর সেবন করিলে সপ্তাহ মধ্যে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্র দূর হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ।

মূত্রাঘাতাধিকারঃ।

মূত্রাঘাতান্ যথাদোষং মূত্রকৃচ্ছ্রহরৈর্জয়েৎ।
বস্তিমুত্তরবস্তিঞ্চ দদ্যাৎ স্নিগ্ধবিরেচনম্॥

দোষ বিশেষের প্রাবল্যাদি বিবেচনা করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক ঔষধ দ্বারা মূত্রাঘাত নিবারণের চেষ্টা করিবে, ইহাতে বস্তিক্রিয়া, উত্তরবস্তি ও স্নিগ্ধ বিরেচন ব্যবস্থেয়।

কল্কমির্ব্বারুবীজানামক্ষমাত্রং সসৈন্ধবম্।
ধান্যাম্লযুক্তং পীত্বৈব মূত্রাঘাতাদ্ বিমুচ্যতে॥

কাঁকুড়বীজ বাঁটা ২ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ২ মাষা, ৪ তোলা কাঁজিতে গুলিয়া পান করিলে মূত্রাঘাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

যবক্ষারগুড়োন্মিশ্রং পিবেৎ পুষ্পফলোদ্ভবম্।
রসং মূত্রবিবন্ধঘ্নং শর্করাশ্মরীনাশনম্॥

কুষ্মাণ্ডরস ৪ তোলা, যবক্ষার ৪ মাষা ও পুরাতন গুড় ১ মাষা একত্র সেবন করিলে মূত্রাঘাত, শর্করা ও অশ্মরী রোগের শান্তি হয়।

সপত্রফলমূলস্য ক্বাথং গোক্ষুরকস্য চ।
পিবেন্মধু সিতাযুক্তং মূত্রাঘাতাদিরোগঘ্নং॥

পত্র, ফল ও মূল সহিত গোক্ষুর বৃক্ষের ক্বাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্রাঘাতাদি রোগ নষ্ট হয়।

নলকুশকাশেক্ষুশিফাং ক্বথিতাং
প্রাতঃ সুশীতলাং সসিতাম্।
পিবতঃ প্রয়াতি নিয়তং
মূত্রগ্রহ ইত্যুবাচ চরকঃ॥

নল, কুশ, কাশ ও কৃষ্ণেক্ষু ইহাদের মূলের ক্বাথ সুশীতল হইলে শর্করাসংযুক্ত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে পান করিলে মূত্রাঘাত দূরীকৃত হয়।

বিম্বীমূলঞ্চ সংপিষ্টং কাঞ্জিকেন সমন্বিতম্।
নাভিলেপনমাত্রেণ মূত্ররোধং নিহন্তি চ॥

তেলাকুচার মূল কাঁজিতে পেষণ করিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নিবারণ হয়।

মূত্রে বিপন্নে কর্পূরচূর্ণং লিঙ্গে প্রবেশয়েৎ।
কুষ্মাণ্ডকরসো বাপি পেয়ঃ সক্ষারশর্করঃ॥

মূত্রনির্গম রহিত হইলে, লিঙ্গমধ্যে কর্পূরচূর্ণ প্রবেশ অথবা যবক্ষার ও চিনির সহিত কুষ্মাণ্ডরস সেবনে উপকার দর্শে।

জলেন খদিরীবীজং মূত্রাঘাতাশ্মরীহরম্।
মূলং রুদ্রজটায়াশ্চ তক্রং পীতং তদর্থকৃৎ॥

খইরী শাকের বীজ জলের সহিত অথবা রুদ্রজটার মূল তক্রের সহিত সেবন করিলে মূত্রাঘাত ও অশ্মরী রোগের শান্তি হয়।

শৃতশীত পয়োঽন্নাশী চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা।
পিবেৎ সশর্করং শ্রেষ্ঠমুষ্ণবাতবিনাশনম্॥

শৃতশীতল দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন এবং তণ্ডুলজলের সহিত চন্দন ও চিনি সংযুক্ত করিয়া পান করিলে উষ্ণবাত নিবারণ হয়।

গোধাবত্যা মূলং ঘৃত তৈলগোরসোন্মিশ্রম্।
পীতং নিবদ্ধমচিরাদ্ ভিনত্তি মূত্রস্য সংরোধম্॥

গোয়ালিয়া লতার মূল, ঘৃত, তৈল ও তক্রের সহিত সেবন করিলে মূত্ররোধ নিবারণ হয়।

বরাম্ল লবণোপেতং সূতং যশ্চ পিবেন্নরঃ।
তস্য নশ্যন্তি বেগেন মূত্রাঘাতাস্ত্রয়োদশ॥

কাঁজি ও সৈন্ধবলবণের সহিত রসসিন্দূর সেবন করিলে সকল প্রকার মূত্রাঘাত নষ্ট হয়।

ক্ষতজে শল্যজে চৈব মূত্রগ্রন্থৌ প্রবেশয়েৎ।
শলাকাং কুশলো বৈদ্যো মূত্রাঘাতপ্রশান্তয়ে॥

ক্ষতাদি জন্য মূত্ররোধে শস্ত্রবিদ্যাবিৎ চিকিৎসক অবধানতার সহিত লিঙ্গমধ্যে শলাকা প্রবেশ করাইয়া মূত্র নির্গম করাইবেন।

উশীরাদ্যং তৈলম্।

উশীরং তগরং কুষ্ঠং যষ্টীমধুক চন্দনম্।
বিভীতক্যভয়া ভীরুঃ পদ্মমুৎপল শারিবে॥
বলা তুরগগন্ধা চ দশমূলং শতাবরী।

বিদারী চৈব কাকোলী গুড়ূচ্যতিবলা তথা ॥
শ্বদংষ্ট্রা শতপুষ্পা চ বাট্যালক মধুরিকে ।
এতৈঃ কর্ষমিতৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
সপত্রফলমূলস্য গোক্ষুরস্য পলং শতম্ ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং পাদাংশেনাবতারয়েৎ ॥
তক্রং তৈলসমং দেয়ং বীরণক্কাথকাঢ়কম্ ।
মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছ্রমশ্মরীং হন্তি দারুণাম্ ॥
বলবর্ণকরং বৃষ্যং বাতপিত্তনিসূদনম্ ।
উশীরাদ্যমিদং তৈলং কাশীরাজেন নির্ম্মিতম্ ॥

তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ পত্র, ফল ও মূল সহিত গোক্ষুর ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; বেণার মূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; তক্র ৪ সের। কল্কার্থ বেণার মূল, তগরপাদুকা, কুড়, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বহেড়া, হরীতকী, শতমূলী, (কেহ কেহ কণ্টকারী ব্যবহার করেন) পদ্মকাষ্ঠ, উৎপল, অনন্তমূল, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, দশমূল, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাঁকলা, গুলঞ্চ, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, শুল্‌ফা, শ্বেতবেড়েলা ও মউরী প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগ নিবারণ হয়।

চিত্রকাদ্যং ঘৃতম্ ।

চিত্রকং শারিবা চৈব বলা কালানুশারিবা ।
দ্রাক্ষা বিশালা পিপ্পল্যস্তথা চিত্রফলা ভবেৎ ॥
তথৈব মধুকং দদ্যাদ্দদ্যাদামলকানি চ ।
ঘৃতাঢ়কং পচেদেভিঃ কল্কৈরক্ষসমন্বিতৈঃ ॥
ক্ষীরদ্রোণে জলদ্রোণে তৎসিদ্ধমবতারয়েৎ ।
শীতং পরিস্রুতঞ্চৈব শর্করাপ্রস্থসংযুতম্ ॥
তুগাক্ষীর্য্যাশ্চ তৎ সর্ব্বং মতিমান্ প্রতিমিশ্রয়েৎ ।
ততোমিতং পিবেৎ কালে যথাদোষং যথাবলম্ ॥
বাতরেতাঃ পিত্তরেতাঃ
শ্লেষ্মারেতাশ্চ যো ভবেৎ ।
রক্তরেতাঃ গ্রন্থিরেতাঃ পিবেদ্ স রোগকৃচ্ছ্রবান্ ॥
জীবনীয়ঞ্চ বৃষ্যঞ্চ সর্পিরেতন্মহাগুণম্ ।
প্রজাহিতঞ্চ ধন্যঞ্চ সর্ব্বরোগাপহং শিবম্ ॥
সর্পিরেতৎ প্রযুঞ্জানা স্ত্রী গর্ভং লভতেঽচিরাৎ ।
অসৃগ্‌দোষান্ জয়েচ্চাপি
যোনিদোষাংশ্চ সংহতান্ ।
মূত্রদোষেষু সর্ব্বেষু কুর্য্যাদেতচ্চিকিৎসিতম্ ॥

ঘৃত ১৬ সের। দুগ্ধ ৬৪ সের, জল ৬৪ সের। কল্কার্থ চিতা, অনন্তমূল, বেড়েলা, তগরপাদুকা, দ্রাক্ষা, রাখালশসা, পিঁপুল, ত্রিফলা, যষ্টিমধু ও আমলকী এই সকল দ্রব্য কুট্টিত করিয়া ঘৃতে প্রদান করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া তাহাতে ২ সের চিনি ও ২ সের বংশলোচন মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার মূত্রদোষ নিবারিত হয়। ইহা বলকারক, আয়ুষ্কর, যোনি ও রক্তদোষ নিবারক এবং সর্ব্বরোগনাশক।

ধান্যগোক্ষুরকং ঘৃতম্ ।

ধান্যগোক্ষুরকক্কাথকল্কযুক্তং ঘৃতং হিতম্ ।
মূত্রাঘাতে মূত্রদোষে শুক্রদোষে চ দারুণে ॥

ধনে ও গোক্ষুর উভয়ের ক্কাথ ও কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত এবং মূত্রশুক্রদোষ নিবারিত হয়।

ভদ্রাবহং ঘৃতম্।

অশ্বষ্ঠা পাটলা চৈব বর্ষাভূদ্বয়মেব চ।
বিদারীকন্দঃ কাশশ্চ কুশমোরটগোক্ষুরাঃ ॥
পাষাণভেদো বারাহী শালিমূলং শরস্তথা।
ভল্লাতকং শিরীষস্য মূলমেষামথাহরেৎ ॥
সমভাগানি সর্ব্বাণি ক্বাথয়িত্বা বিচক্ষণঃ।
পাদশেষকষায়েণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
কল্কং দত্ত্বাথ মতিমান্ গিরিজং মধুকং তথা।
নীলোৎপলঞ্চ কাকোল্যাং বীজং ত্রপুসমেব চ ॥
কুষ্মাণ্ডঞ্চ তথৈর্ব্বারুসম্ভবঞ্চ সমং ভবেৎ।
উষ্ণবাতং নিহন্ত্যেতদ্ঘৃতং ভদ্রাবহং শুভম্ ॥
মূত্রাঘাতাশ্মরীমেহান্ ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥

আকনাদি, পারুল, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাশ, কুশ, ইক্ষু, গোক্ষুর, পাষাণভেদী, বারাহীকন্দ, শালিধান্য, শর, ভেলার মুটী ও শিরিষমূল এই সকল দ্রব্য সমভাগ, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ শৈলজ, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, কাকোলী, শসার বীজ, কুষ্মাণ্ড ও কাঁকুড়বীজ এই সকল মিলিত ১ সের। যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে উষ্ণ বাত, মূত্রাঘাত, অশ্মরী প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

বিদারীঘৃতম্।

বিদারী বৃষকো যূথী মাতুলুঙ্গী চ ভূতৃণম্।
পাষাণভেদঃ কস্তুরী বস্থকো বসিরোঽনলঃ ॥
পুনর্নবা বচা রাস্না বলা চাতিবলা তথা।
কশেরুবিষশৃঙ্গাটশ্চামলক্যঃ স্থিরাদয়ঃ ॥
শরেক্ষুদর্ভমূলঞ্চ কুশঃ কাশস্তথৈবচ।
পলদ্বয়ন্ত সংহৃত্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥
পাদশেষে রসে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
শতাবর্য্যাস্তথা ধাত্র্যাঃ স্বরসো ঘৃতসম্মিতঃ ॥
ষট্পলং শর্করায়াশ্চ কার্ষিকাণ্যপরাণি চ।
যষ্ট্যাহ্বং পিপ্পলী দ্রাক্ষা কাশ্মর্য্যং সপরূষকম ॥
এলা দুরালভা কৌন্তী কুঙ্কুমং নাগকেশরম্।
জীবনীয়ানি চাষ্টৌ চ দত্ত্বা চ দ্বিগুণং পয়ঃ ॥
এতৎসর্পির্বিপক্তব্যং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা বুধৈঃ।
মূত্রাঘাতেষু সর্ব্বেষু বিশেষাৎ পিত্তজেষু চ ॥
শর্করাশ্মরীশূলেষু শোণিতপ্রভবেষু চ।
হৃদ্রোগে পিত্তগুল্মে চ বাতাসৃক্পিত্তজেষু চ।
কাসশ্বাসক্ষতোরস্ক-বয়ঃস্ত্রীভারকর্ষিতে।
তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিমনঃকম্পশোণিতচ্ছর্দ্দনে তথা।
রক্তে নক্ষণ্যপস্মারে তথোন্মাদে শিরোগ্রহে।
যোনিদোষে রজোদোষে শুক্রদোষে স্বরাময়ে ॥
এতৎ স্মৃতিকরং বৃষ্যং বাজীকরণমুত্তমম্।
পুত্রদং বলবর্ণাঢ্যং বিশেষাদ বাতনাশনম্ ॥
পানভোজননস্যেষু ন কচিৎ প্রতিষিধ্যতে।
বিদারীঘৃতমিত্যুক্তং রসায়নমনুত্তমম্ ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসক, যূঁইমূল, টাবালেবু, গন্ধতৃণ, পাষাণভেদী, কস্তূরী, আকন্দ, গজপিপ্পলী, চিতা, পুনর্নবা, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কেশুর, মৃণাল, পানিফল, ভূঁইআমলা, শালপাণি, শর, ইক্ষু, দর্ভমূল, কুশ ও কাশ প্রত্যেকে ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শতমূলীর স্বরস ৪ সের, আমলকীর স্বরস ৪ সের। দুগ্ধ ৮ সের। কল্কার্থ চিনি ৬ পল, যষ্টিমধু, পিঁপুল, দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, পরূষফল, এলাইচ, দুরালভা, রেণুক, কুঙ্কুম, নাগেশ্বর ও জীবনীয়গণ (ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক ও ঋষভক) প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য সহ মৃদু অগ্নিতে যথাবিধি

ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রাঘাত বিশেষতঃ পিত্তজ মূত্রাঘাত নিবারিত হয়। ইহাতে শর্করা, অশ্মরী, রক্তদোষ জন্য রোগ, হৃদ্রোগ ও বাতরক্ত প্রভৃতি এবং রজোদোষ, যোনিদোষ, শুক্রদোষ ও স্বরভঙ্গ বিনষ্ট হয়। এই ঘৃত, অতিরিক্ত ধনুরাকর্ষণ, ভারবহন ও স্ত্রীসঙ্গ জন্য উপস্থিত রোগ সকল নষ্ট করিয়া থাকে। ইহা বৃষ্য, স্মৃতিকর, বাজীকরণ, পুত্রদ ও বলবর্ণ কারক। ইহা পান, ভোজন ও নস্যে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

শিলোদ্ভিদাদি তৈলম্ ।

শিলোদ্ভিদৈরংশুসমস্থিরাভিঃ
পুনর্নবাভীরুরসেষু সিদ্ধম্ ।
তৈলং শৃতং ক্ষীরমথানুপানং
কালেষু কৃচ্ছাদিষু সম্প্রযোজ্যম্ ॥

তৈল ৪ সের। পুনর্নবা ও শতমূলীর রস ১৬ সের। কল্কার্থ পাষাণভেদী, ভেরেণ্ডামূল ও শালপানি মিলিত ১ সের। যথাবিধি তৈলপাক করিয়া দুগ্ধসহ সেবনীয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং মূত্রাঘাতাধিকারঃ।

অশ্মর্য্যধিকারঃ ।

বরুণাদিঃ ক্বাথঃ ।

বরুণস্য ত্বচং শ্রেষ্ঠাং শুণ্ঠীগোক্ষুরসংযুতাম্ ।
যবক্ষারং গুড়ং দত্ত্বা ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ ॥
অশ্মরীং বাতজাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥

বরুণছাল, শুঁঠ ও গোক্ষুর মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ যবক্ষার ২ মাষা ও পুরাতন গুড় ২ মাষা। এই ক্বাথ পান করিলে চিরোৎপন্ন বাতজ অশ্মরীর শান্তি হয়।

বৃহদ্বরুণাদিঃ ।

বারুণং বল্কলং শুণ্ঠী বীজং গোক্ষুরসম্ভবম্ ।
তালমূলী কুলত্থঞ্চ কুশাদি পঞ্চমূলকম্ ॥
শর্করা ক্ষারসংযুক্তং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ ।
অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং বস্তিমেহনশূলনুৎ ॥

বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, তালমূলী, মাষকলাই, কুশাদি তৃণপঞ্চের মূল মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ চিনি ২ মাষা, যবক্ষার ২ মাষা। ইহাতে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তিশূল ও লিঙ্গশূল নিবারণ হয়।

অশ্মরীহরা যোগাঃ ।

সগুড়ো বরুণক্বাথস্তৎকল্কেনাথবান্বিতঃ ।
শিগ্রুক্বাথোঽথবাভ্যুষ্ণো হন্ত্যাশু সরুগশ্মরীম্ ॥

বরুণছালের ক্বাথ বা কল্কের সহিত পুরাতন গুড় এবং সজিনামূলের উষ্ণ ক্বাথ সেবন করিলে অশ্মরী ও তজ্জনিত যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

ত্রিকণ্টকস্য বীজানাং চূর্ণং মাক্ষিকসংযুতম্ ।
অজাক্ষীরেণ সপ্তাহং পেয়মশ্মরীভেদনম্ ॥

গোক্ষুরবীজচূর্ণ মধু ও ছাগদুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অশ্মরী নষ্ট হয়।

প্রপিবেত্তালমূল্যা বা কল্কং বুাষিতবারিণা।
তেনৈবাথ গবাক্ষ্যা বা ত্র্যহাদশ্মরীপাতনম্ ॥

তালমূলী অথবা গোরক্ষচাকুলে বাঁটিয়া বাসি জলের সহিত পান করিলে সত্বর অশ্মরী নিপতিত হয়।

যো নারিকেলকুসুমং সক্ষারং বারিণা পিষ্টং।
পিবতি তস্য হি দিনৈকাশ্ম-
পততি ঘোরাশ্মরী নূনম্ ॥

নারিকেলের মুচি ৪ মাষা, যবক্ষার ৪ মাষা, জলে বাঁটিয়া প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে অশ্মরী নিপতিত হয়।

কুলত্থাদ্যং ঘৃতম্।

কুলত্থ সিন্ধুত্থ বিড়ঙ্গসারং।
সশর্করং শীতলি যাবশূকম্।
বীজানি কুষ্মাণ্ডক গোক্ষুরাভ্যাং
ঘৃতং পচেৎ তদ্বরুণস্য তোয়ে ॥
দুঃসাধ্য সর্ব্বাশ্মরি মূত্রকৃচ্ছ্রং
মূত্রাভিঘাতঞ্চ সমূত্রবন্ধম।
এতানি সর্ব্বাণি নিহন্তি শীঘ্রং
প্ররূঢ়বৃক্ষানিব বজ্রপাতঃ ॥

(শীতলা যাবশূকমিতি যবক্ষারঃ, স চ স্ফটিকসৈন্ধবসঙ্কাশঃ। অন্যে তু শীতলীং স্বনামখ্যাতেতি চ বদন্তি।)

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ বরুণছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য কুলত্থকলাই, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, চিনি, পানশিউলী, যবক্ষার, কুষ্মাণ্ডবীজ ও গোক্ষুরবীজ প্রত্যেক ১ পল। ইহা পান করিলে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত নিবারণ হয়।

বরুণঘৃতম্।

বরুণস্য তুলাং ক্ষুণ্ণাং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষং পরিস্রাব্য ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
বরুণং কদলী বিম্বং তৃণজং পঞ্চমূলকম্।
অমৃতা চাশ্মজং দেয়ং বীজঞ্চ ত্রপুষোদ্ভবম্ ॥
শতপর্ব্ব তিলক্ষারং পলাশক্ষারমেব চ।
যূথিকায়াশ্চ মূলানি কার্ষিকানি সমাবপেৎ ॥
অস্য মাত্রাং পিবেজ্জন্তুর্দেশকালাদ্যপেক্ষয়া।
জীর্ণে তস্মিন্ পিবেৎ পূর্ব্বং গুড়ং জীর্ণঞ্চ মস্তুনা।
অশ্মরীং শর্করাঞ্চৈব মূত্রকৃচ্ছ্রং বিনাশয়েৎ ॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ কুট্টিত বরুণছাল ১২॥০ সের। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ বরুণছাল, কদলীমূল, নিম্বমূলের ছাল, কুশাদি পঞ্চতৃণের মূল, গুলঞ্চ, শিলাজতু, কাঁকুড়বীজ, দূর্ব্বা, তিলনালের ক্ষার, পলাশক্ষার ও যুঁইমূল প্রত্যেক ২ তোলা। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা। সেবিত ঘৃত পরিপাক হইলে পুরাতন গুড়সংযুক্ত দধির মাত সেবনীয়। ইহাতে অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়।

শুণ্ঠ্যাদিক্বাথঃ।

শুণ্ঠ্যগ্নিমন্থপাষাণশিগ্রুবরুণগোক্ষুরৈঃ।
অভয়ারগ্বধফলৈঃ ক্বাথং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥
রামঠক্ষারলবণচূর্ণং দত্ত্বা পিবেন্নরঃ।
অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নঃ পাচনো দীপনঃ পরঃ।
হন্যাৎ কোষ্ঠাশ্রিতং বাতং কট্যূরুগুদমেঢ্রগম্ ॥

শুঁঠ, গণিয়ারি, পাষাণভেদী, সজিনা, বরুণছাল, গোক্ষুর, হরীতকী ও সোন্দালফল ইহাদের ক্বাথে হিঙ্গু,

যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং কোষ্ঠ, কটি, উরু, গুহ্য ও মেঢ্রগত বাত প্রশমিত হয়। ইহা পাচক ও অগ্নির দীপক।

উষকাদিগণঃ।

উষকং সৈন্ধবং হিঙ্গু কাসীসদ্বয়গুগ্‌গুলুঃ।
শিলাজতু তুত্থকঞ্চ উষকাদিরুদাহৃতঃ॥
উষকাদিঃ কফং হন্তি গণো মেদোবিশোধনঃ।
অশ্মরীশর্করামূত্রশূলঘ্নঃ কফগুল্মনুৎ॥

ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধব, হিঙ্গু, হিরাকসদ্বয়, (ধাতুকাসীস ও পুষ্পকাসীস), গুগ্‌গুল, শিলাজতু ও তুঁতে ইহাদিগকে উষকাদিগণ কহে। উষকাদিগণ কফনাশক, মেদোবিশোধক এবং অশ্মরী, শর্করা, মূত্রশূল ও কফগুল্মনাশক।

এলাদিঃ।

এলোপকুল্যা মধুকাশ্মভেদঃ
কৌন্তীশ্বদংষ্ট্রাবৃষকোরুবূকৈঃ।
ক্বাথং পিবেদশ্মজতুপ্রগাঢ়ং
সশর্করে সাশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রে॥

এলাইচ, পিপ্পলী, যষ্টিমধু, পাষাণভেদী, রেণুকা, গোক্ষুর, বাসক ও এরণ্ড, ইহাদের ক্বাথে কিঞ্চিন্মাত্র শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শর্করা, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

পাষাণবজ্রো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং রসৈঃ শ্বেতপুনর্নবৈঃ।
মর্দ্দয়িত্বা দিনং খল্লে রুদ্ধা তদ্‌ভূধরে পচেৎ॥
দিনান্তে তৎ সমুদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েদ্ গুড়সংযুতম্।
অশ্মরীং বস্তিশূলঞ্চ হন্তি পাষাণবজ্রকঃ॥
গোরক্ষকর্কটীমূলক্বাথং কৌলত্থকং তথা।
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং বুদ্ধা দোষবলাবলম্॥

শোধিত পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, শ্বেতপুনর্নবার রসে একদিন খলে মর্দ্দন করিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। পরে শীতল হইলে উত্তোলন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান গুড়, গোরক্ষকর্কটীমূলের এবং কুলত্থকলাইয়ের ক্বাথ। দোষের বলাবল বুঝিয়া অনুপান প্রয়োগ করিবে। ইহাতে অশ্মরী ও বস্তিশূল প্রশমিত হয়।

ত্রিবিক্রমো রসঃ।

মৃততাম্রমজাক্ষীরৈঃ পাচ্যং তুল্যং গতে দ্রবে॥
তত্তাম্রং শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধকঞ্চ সমং সমম্॥
নির্গুণ্ডীস্বরসৈর্মর্দ্দ্যং দিনং তদ্‌গোলকীকৃতম্।
যামৈকং বালুকাযন্ত্রে পক্বা যোজ্যং দ্বিগুঞ্জকম্॥
বীজপূরস্য মূলঞ্চ সজলাঞ্চানুপায়য়েৎ।
রসস্ত্রিবিক্রমো নাম শর্করামশ্মরীং জয়েৎ॥

(ত্রিবিক্রমরসে তাম্রতুল্যং ছাগীদুগ্ধং দত্ত্বা পাচ্যম্। দুগ্ধে নিঃশেষিতে তাম্রতুল্যং রসং গন্ধকং চ নিক্ষিপ্য নির্গুণ্ডীরসৈর্দ্দিনৈকং সংমর্দ্দ্য বালুকাযন্ত্রে দিনৈকং পচেৎ। মাত্রা চাস্য গুঞ্জাদ্বয়পরিমিতা।)

শোধিত তাম্রের সমান ছাগীদুগ্ধ মিশাইয়া একত্রে পাক করিবে। যখন দুগ্ধ নিঃশেষ হইবে, তখন ঐ তাম্রের সমান শোধিত পারদ ও গন্ধক একত্রিত করিয়া নিসিন্দারসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে ১ প্রহর পাক করতঃ ২ রতি

পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। টাবা-লেবুর মূল ও জল অনুপানে সেবনীয়। ইহাতে শর্করা ও অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

পাষাণাদ্যং ঘৃতম্।

পাষাণভেদো বসুকো বশিরোঽশ্মন্তকস্তথা।
শতাবরী শ্বদংষ্ট্রা চ বৃহতী কণ্টকারিকা॥
কপোতবঙ্কার্ত্তগলকাঞ্চনোশীরগুন্দ্রকাঃ।
বৃক্ষাদনী ভল্লুকশ্চ বরুণঃ শাকজং ফলম্॥
যবাঃ কুলত্থাঃ কোলানি কতকস্য ফলানি চ।
উষকাদিপ্রতীবাপমেষাং ক্বাথে শৃতং ঘৃতম্॥
ভিনত্তি বাতসম্ভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব তু।
ক্ষারান্ যবাগূঃ পেয়াশ্চ কষায়াণি পয়াংসি চ॥
ভোজনানি চ কুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ বাতনাশনে॥

পাষাণভেদী, আকন্দ, রক্তাপামার্গ, আমরুল, শতমূলী, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, কপোতবঙ্ক, নীলঝাঁটী, কাঞ্চন, বেণার মূল, গুলঞ্চ, পরগাছা, শোণাক, বরুণ, সেগুণফল, যব, কুলত্থকলাই, কুল ও নির্ম্মলীফল এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে উষকাদিগণের কল্কে ঘৃত পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতজ অশ্মরী শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

উক্ত বাতনাশক বর্গে ক্ষার, যবাগূ, পেয়া, কষায়, দুগ্ধ ও ভোজ্য দ্রব্য সকল যথাবিধি পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে বাতাশ্মরী বিনষ্ট হয়।

কুশাদ্যং ঘৃতম্।

কুশঃ কাশঃ শরো গুন্দ্র
উৎকরো মোরটোঽশ্মভিৎ।
দর্ভো বিদারী বারাহী শালিমূলং ত্রিকণ্টকঃ॥
ভল্লুকঃ পাটলী পাঠা পত্তূরোঽথ কুরন্টিকা।
পুনর্নবে শিরীষশ্চ ক্বথিতাস্তেষু সাধিতম্॥
ঘৃতং শিলাহ্বমধুকবীজৈরিন্দীবরস্য চ।
ত্রপুষৈর্ব্বারুকাণাং বা বীজৈশ্চাবাপিতং শৃতম্।
ভিনত্তি পিত্তসম্ভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব চ।
ক্ষারান্ যবাগূঃ পেয়াশ্চ কষায়াণি পয়াংসি চ।
ভোজনানি প্রকুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ পিত্তনাশনে॥

কুশ, কাশ, শর, গুলঞ্চ, ইকড়, ইক্ষুমূল, পাষাণভেদী, উলুমূল, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, বরাক্রান্তা, শালিধান্যমূল, গোক্ষুর, শোণা, পারুল, আকনাদি, শালিঞ্চ, পীতঝাঁটী, রক্তপুনর্নবা, পুনর্নবা ও শিরিষ এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে এবং শিলাজতু, যষ্টিমধু, পদ্মবীজ ও শসাবীজ ইহাদের কল্কে যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে পিত্তজ অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

উক্ত পিত্তনাশক বর্গে ক্ষার, যবাগূ, পেয়া, কষায়, দুগ্ধ ও ভোজ্য দ্রব্য সকল যথাবিধানানুসারে পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

বরুণাদ্যং ঘৃতম্।

গণে বরুণকাদৌ চ গুগ্গুলেলাহরেণুভিঃ।
কুষ্ঠভদ্রোহ্বমরিচচিত্রকৈঃ সসুরাহ্বয়ৈঃ॥
এতৈঃ সিদ্ধমজাসর্পিরূষকাদিগণেন চ।
ভিনত্তি কফসম্ভূতামশ্মরীং ক্ষিপ্রমেব তু।
ক্ষারান্ যবাগূঃ পেয়াশ্চ কষায়াণি পয়াংসি চ।
ভোজনানি প্রকুর্ব্বীত বর্গেঽস্মিন্ কফনাশনে॥

বরুণাদিগণের ক্বাথে এবং গুগ্গুল, এলাইচ, রেণুক, কুড়, মুতা, মরিচ, চিতা ও দেবদারু ইহাদের এবং উষকাদি-গণের কল্কে যথাবিধি ছাগঘৃত পাক

করিয়া সেই ঘৃত পাক করিলে কফজ অশ্মরী বিনষ্ট হয়।

উক্ত কফনাশকগণের দ্বারা যবাগূ, পেয়া, কষায়, দুগ্ধ ও ভোজ্য দ্রব্য সকল যথাবিধানে পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

বীরতরাদ্যং তৈলম্।

ব্রধ্নাধিকারে যত্তৈলং সৈন্ধবাদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
তত্তৈলং দ্বিগুণং ক্ষীরং পচেৎ বীরতরাদিনা ॥
ক্বাথেন পূর্ব্বকল্কেন সাধিতঞ্চ ভিষগ্‌বরৈঃ।
এতত্তৈলবরং শ্রেষ্ঠমশ্মরীণাং বিনাশনম্ ॥
মূত্রাঘাতে মূত্রকৃচ্ছ্রে পিচ্ছিতে মথিতেঽপি বা।
ভগ্নে শ্রমাভিপন্নে চ সর্ব্বথৈব প্রশস্যতে ॥

ব্রধ্ন (কুচ্কী) চিকিৎসোক্ত সৈন্ধবাদি তৈল, পুনর্নবার দ্বিগুণ দুগ্ধ ও চতুর্গুণ বা দ্বিগুণ বীরতরাদির ক্বাথ এবং পূর্ব্ব কল্ক দ্বারা সৈন্ধবাদি তৈল পাক করিতে যে কল্ক দেওয়া হয়, তদ্দ্বারা পাক করিয়া সেবন করিবে। অশ্মরী বিনাশে ইহা শ্রেষ্ঠ তৈল; এই তৈল মূত্রাঘাত মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে প্রশস্ত।

বরুণাদ্যং তৈলম্।

ত্বক্‌পত্রপুষ্পমূলস্য বরুণাৎ সত্রিকণ্টকাৎ।
কষায়েণ পচেত্তৈলং বস্তিনাস্থাপনেন চ।
শর্করাশ্মরীশূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশনম্ ॥

বরুণের ত্বক্, পত্র, পুষ্প ও মূল এবং গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথে তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল বস্তি ও আস্থাপনে প্রয়োগ করিবে, তাহাতে শর্করা, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হইবে।

পাষাণভিন্নরসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং শিলাজতু রসঃ পলম্।
শ্বেতপুনর্নবা বাসা রসৈঃ শ্বেতাপরাজিতৈঃ ॥
প্রতিদিনং ত্রিধা মর্দ্দ্যং শুষ্কং তদ্‌ভাণ্ডসংপুটে।
স্বেদয়েদ্দোলিকাযন্ত্রে সংশুষ্কং তং বিচূর্ণয়েৎ ॥
রসঃ পাষাণভিন্নঃ স্যাদ্ দ্বিগুঞ্জশ্চাশ্মরীং হরেৎ।
বিশালাং ভূম্যামলকীং পিষ্ট্বা দুগ্ধেন পায়য়েৎ।
কুলত্থক্বাথসংপীতমনুপানং সুখাবহম্ ॥

পারদ ১ পল, গন্ধক ২ পল, শিলাজতু ১ পল, এই সমুদায় একত্র করিয়া যথাক্রমে শ্বেত পুনর্নবা, বাসক ও শ্বেত অপরাজিতার রসে এক একদিন মর্দ্দন করিয়া শুকাইয়া ভাণ্ডমধ্যে নিরোধ করতঃ দোলাযন্ত্রে স্বেদ প্রদান করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান দুগ্ধসহ ভূঁই-আমলা ও রাখালশসার ফলের কল্ক ও কুলত্থের ক্বাথ।

আনন্দযোগঃ।

তিলাপামার্গ কদলী পলাশামলকাণ্ডকান্।
দগ্ধ্বা তদ্ভস্মতোয়ঞ্চ বস্ত্রপূতঞ্চ কারয়েৎ ॥
তৎপচেৎ ষোড়শাংশস্থং তত্তচ্চূর্ণং দ্বিগুঞ্জকম্।
পায়য়েদ্দিনমুত্রেণ শর্করাশ্মরিজিত্তবেৎ ॥
(পাষাণভেদোক্ত রসেন্দ্রচিন্তামণৌ।)

তিলনালভস্ম, আপাঙ্গভস্ম, কদলীকাণ্ডভস্ম, পলাশকাণ্ডভস্ম, আমলকীকাণ্ডভস্ম, মিলিত ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ১৬ সের। এই ১৬ সের ক্ষারজল

ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিয়া সমুদায় জল নিঃশেষিত করিবে। এই চূর্ণ ২ রতি পরিমাণে কিঞ্চিৎ মেষ বা ছাগমূত্রের সহিত সেব্য। ইহাতে শর্করা ও অশ্মরী রোগ নষ্ট হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং অশ্মর্য্যধিকারঃ।

প্রমেহাধিকারঃ।

স্থূলাঃ প্রমেহী বলবানিহৈকঃ
কৃশস্তথান্যঃ পরিদুর্ব্বলশ্চ।
সংবৃংহণং তত্র কৃশস্য কার্য্যং
সংশোধনং দোষবলাধিকস্য॥

প্রমেহ রোগী কেহ বা স্থূল ও বলবান্ কেহ বা কৃশ ও দুর্ব্বল থাকে। তন্মধ্যে কৃশ ব্যক্তির পক্ষে বলমাংসবৃদ্ধিকর ঔষধ এবং অধিক দোষ ও বলসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সংশোধন অর্থাৎ বিরেচনাদি ব্যবস্থেয়।

ঊর্দ্ধং তথাধশ্চ মলেহপনীতে
মেহেষু সন্তর্পণমেব কার্য্যম্।
সংশোধনং নার্হতি যঃ প্রমেহী
তস্য ক্রিয়া সংশমনী বিধেয়া।

বমন ও বিরেচন দ্বারা দোষ সকল ঊর্দ্ধাধো নিঃসৃত হইলে সন্তর্পণ ক্রিয়া কর্ত্তব্য। যে প্রমেহরোগীকে সংশোধন সেবন করান নিষিদ্ধ, তাহার পক্ষে সংশমন ঔষধই হিতকর।

যে বিষ্কিরা যে প্রতুদা বিহঙ্গা-
স্তেষাং রসৈর্জ্জাঙ্গলজৈর্মনোজ্ঞৈঃ।
মন্দাঃ কষায়া রসচূর্ণলেহা
মসূরমুদ্গা লঘবশ্চ ভক্ষ্যাঃ॥

বিষ্কির (হংস, ময়ূর ও কুক্কুটাদি) এবং প্রতুদ (কপোতাদি) পক্ষী ও ছাগাদি জাঙ্গল পশুর মাংসের যূষ, অল্প পরিমাণে কষায় রস, চূর্ণ, অবলেহ, মসূর ও মুদ্গ এবং লঘু আহার প্রমেহরোগে ব্যবস্থেয়।

শ্যামাক কোদবোদ্দাল গোধূম চণকাঢ়কী।
কুলত্থাশ্চ হিতা ভোজ্যে পুরাণা মেহিনাং সদা।
জাঙ্গলং তিক্তশাকঞ্চ যবান্নঞ্চ শ্রমো মধু॥

পুরাতন অর্থাৎ সংবৎসরাতীত শ্যামাক, কোদধান্য, বনকোদ, গোধূম, ছোলা, অড়হর ও কুলত্থকলাই, জাঙ্গলমাংস, তিক্তশাক, যবান্ন, পরিশ্রম ও মধু এই সমুদায় মেহরোগে হিতকর।

রুক্ষমুদ্বর্ত্তনং গাঢ়ং ব্যায়ামো নিশিজাগরঃ।
যচ্চান্যৎ শ্লেষ্মপিত্তঘ্নং বহিরন্তশ্চ তদ্ধিতম্॥

গাঢ়রূপে রুক্ষম গাত্রমার্জ্জন, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ এবং এইরূপ অন্যান্য যে সমস্ত শারীরিক বা মানসিক ক্রিয়া দ্বারা কফ ও পিত্ত নষ্ট হয়, মেহরোগে তৎসমুদায় উপকারক।

সর্ব্বমেহহরো ধাত্র্যা রসঃ ক্ষৌদ্রনিশাযুতঃ।
কষায় ত্রিফলা দারু মুস্তকৈরথবা কৃতঃ।
ত্রিফলা দারু দার্ব্ব্যব্দ ক্কাথঃ ক্ষৌদ্রেণ মেহহা॥

মধু ও হরিদ্রাসংযুক্ত আমলকীর রস, ত্রিফলা, দেবদারু ও মুতার ক্কাথ এবং মধুসংযুক্ত ত্রিফলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুতার ক্কাথ পান করিলে মেহ নষ্ট হয়।

ত্রিফলা লৌহ শিলাজতু পথ্যা।
চূর্ণঞ্চ লীঢ়মেকৈকম্।

মধুনাময়া স্বরস ইব সর্ব্বান্ মেহানিবারয়তি ॥
(প্রত্যেকং ত্রিফলাদি চতুর্ণাং চূর্ণং মধুনা লেহ্যম্।)

ত্রিফলা, লৌহ, শিলাজতু বা হরীতকীচূর্ণ মধুর সহিত অবলেহন করিলে কিংবা গুলঞ্চের রস মধুর সহিত পান করিলে সকলপ্রকার প্রমেহ নষ্ট হয়।

পীতঃ সারো গুড়ূচ্যা বা মধুনা মেহনাশনঃ ॥

গুলঞ্চের সার মধুর সহিত সেবন করিলে প্রমেহ নষ্ট হয়।

শতাবর্য্যা রসং নীত্বা ক্ষীরেণ সহ যঃ পিবেৎ।
প্রমেহা বিংশতিস্তস্য ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥

দুগ্ধের সহিত শতমূলীর রস পান করিলে বিংশতি প্রকার প্রমেহ নষ্ট হয়।

আমদুগ্ধং সমজলং যঃ পিবেৎ প্রাতরুত্থিতঃ।
নিঃসংশয়ং শুক্রমেহঃ পুরাণস্তস্য নশ্যতি ॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাঁচা দুগ্ধ আধপোয়া ও জল অর্দ্ধ পোয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পুরাতন শুক্রমেহ নষ্ট হয়।

পলাশপুষ্প তোলৈকং সিতায়া অর্দ্ধতোলকম্।
পিষ্টং শীতাম্ভসা পীতং মেহং হন্তি ন সংশয়ঃ ॥

পলাশপুষ্প ১ তোলা বাঁটিয়া অর্দ্ধ তোলা চিনির সহিত শীতল জলে গুলিয়া পান করিলে মেহ নষ্ট হয়।

স্ফাটিকং চূর্ণমাদায় নারিকেলোদরে ক্ষিপেৎ।
তৎফলং পঙ্কমধ্যে তু স্থাপয়েদেকরাত্রকম্ ॥
প্রাতরানীয় সজলং চূর্ণং পেয়ং প্রযত্নতঃ।
অনেন চিরকালানো মেহো নশ্যতি নিশ্চিতম্ ॥

কিঞ্চিৎ ফটিকারি চূর্ণ নারিকেলের মধ্যভাগে নিহিত করিয়া ঐ ফল একরাত্রি পঙ্কমধ্যে মগ্ন করিয়া রাখিবে, প্রাতঃকালে উদ্ধৃত করিয়া লইয়া ঐ চূর্ণ ও জল একত্র পান করিলে বহুদিবসের মেহ নষ্ট হয়।

ব্যায়াম জাতমখিলং ভজন্ মেহান্ ব্যাপোহতি।
পাদতশ্ছত্ররহিতো ভিক্ষাশী মুনিবদ্ যতঃ ॥
যোজনানাং শতং গচ্ছেদধিকং বা নিরন্তরম্।
মেহান্ জেতুং বনে বাপি নীবারামলকাশনঃ ॥

ব্যায়াম দ্বারা মেহরোগ উপশমিত হয়। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া এবং মুনির ন্যায় সংযমপরায়ণ হইয়া পাদচারে বিনা ছত্রে শতযোজন বা তদপেক্ষা অধিকদূর ভ্রমণ করিলে এবং বনবাসী হইয়া নীবার ও আমলকী ভক্ষণ দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত করিলে মেহ নিবারিত হয়।

কুশাবলেহঃ

কুশঃ কাশো বীরণশ্চ কৃষ্ণেক্ষুঃ খগ্‌গড়স্তথা।
এষাং দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥
অষ্টভাগাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ।
খণ্ডপ্রস্থং সমাদায় লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ ॥
অবতার্য্য ততঃ পশ্চাচ্চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ।
মধুকং কর্কটীবীজং কর্কারু ত্রপুষং তথা ॥
শুভামলক পত্রাণি ত্বগেলা নাগকেশরম্।
বরুণামৃতা প্রিয়ঙ্গুশ্চ প্রত্যেকমক্ষসম্মিতম্ ॥
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীঃ।
বাতিকান্ পৈত্তিকাংশ্চাপি
শ্লৈষ্মিকান্ সান্নিপাতিকান্ ॥
হন্ত্যরোচকমত্যুগ্রং বলপুষ্টিকরং পরম্ ॥

কুশ, কাশ, বেণা, কৃষ্ণেক্ষু ও খাগড়া ইহাদের মূল প্রত্যেক ১০ পল, জল

৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই অবশিষ্ট ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে চিনি দুই সের দিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। লেহবৎ হইলে নামাইয়া যষ্টিমধু, কাঁকুড়বীজ, কুষ্মাণ্ডবীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, এলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলঞ্চ ও প্রিয়ঙ্গু প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

শিলাজতুপ্রয়োগঃ।

শালসারাদিতোয়েন ভাবিতং যচ্ছিলাজতু।
পিবেত্তেনৈব সংশুদ্ধদেহঃ পিষ্টং যথাবলম্॥
জাঙ্গলানাং রসৈঃ সার্দ্ধং
তস্মিন্ জীর্ণে চ ভোজনম্।
কুর্য্যাদেবং তুলাং যাবদুপযুঞ্জীত মানবঃ॥
মধুমেহং বিহায়াসৌ শর্করামশ্মরীং তথা।
বপুর্বর্ণবলোপেতঃ শতং জীবত্যনাময়ঃ॥

শালসারাদিগণের ক্বাথে শিলাজতু ভাবনা দিয়া, তাহাদেরই ক্বাথের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া সেবন করিলে ক্রমশঃ মধুমেহ, শর্করা ও অশ্মরীরোগ দূরীভূত হইয়া বল, বীর্য্য ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়। শিলাজতু সেবনান্তে উহা জীর্ণ হইলে জাঙ্গলমাংসের যূষের সহিত অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য।

মাক্ষিকং ধাতুমপ্যেবং যুঞ্জ্যাদস্ত্যাপ্যয়ং গুণঃ।

শিলাজতু প্রয়োগের বিধি অনুসারে স্বর্ণমাক্ষিক ধাতু সেবন করাইলেও তদ্রূপ উপকার হয়।

সালসারাদিলেহঃ।

সালসারাদিবর্গস্য ক্বাথে তু ঘনতাং গতে।
দন্তী লে ধ্র শিবা কান্তলৌহ তাম্ররজঃ ক্ষিপেৎ।
ঘনীভূতমদগ্ধঞ্চ প্রাশ্য মেহান্ ব্যপোহতি।

সালসারাদিগণের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লেহপাকের নিয়মানুসারে যথা-বিধি পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে দন্তীমূল, লোধকাষ্ঠ, হরীতকী, কান্ত-লৌহ ও অভ্র এই সমুদায় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে, সাবধান থাকিবে, যেন চূর্ণ সকল দগ্ধ হইয়া না যায়, অথচ পাক ঘনীভূত হওয়া চাই। এই অবলেহ সেবনে মেহ নষ্ট হয়।

এলাদি চূর্ণম্।

এলা শিলাজতুকণাপাষাণভেদনির্ম্মিতং চূর্ণম্।
তণ্ডুলজলেন পীতং প্রমেহরোগং হরত্যাশু॥

এলাইচ, শিলাজতু, পিঁপুল ও পাষাণভেদী ইহাদের চূর্ণ তণ্ডুলজলের সহিত পান করিলে আশু প্রমেহ রোগ নিবৃত্ত হয়।

কর্কটীবীজাদি চূর্ণম্।

কর্কটীবীজ সিন্ধুত্থ ত্রিফলা সমভাগিকম্।
পীতমুষ্ণাম্ভসা চূর্ণং মূত্ররোধং নিবারয়েৎ॥

মেহরোগে প্রস্রাব রোধ হইলে, কাঁকুড়বীজ, সৈন্ধবলবণ ও ত্রিফলা, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উষ্ণজলের সহিত পান করিবে।

ত্রিফলাচূর্ণম্।

একা হরীতকী যোজ্যা
দ্বৌ চ যোজ্যৌ বিভীতকৌ।
চত্বার্য্যামলকান্যেব ত্রিফলৈষা প্রকীর্ত্তিতা॥
দীপনী শ্লেষ্মপিত্তঘ্নী কুষ্ঠহন্ত্রী রসায়নী।
সর্পির্মধুভ্যাং সংযুক্তা সেব্যা নেত্রাময়ান্ জয়েৎ॥

ত্রিফলা প্রয়োগের নিয়ম এই, হরীতকী ১টী, বহেড়া ২টী ও আমলকী ৪টী, মিলিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। ত্রিফলা অগ্নির দীপনী, পিত্তশ্লেষ্ম নাশিনী, কুষ্ঠহন্ত্রী ও রসায়নী। ইহা ঘৃত মধুসংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

ন্যগ্রোধাদি চূর্ণম্।

ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থ শ্যোণাকারগ্বধাসনম্।
আম্রজম্বু কপিত্থঞ্চ পিয়ালং ককুভং ধবম্॥
মধূকো মধুকং লোধ্রং বরুণঃ পারিভদ্রকম্।
পটোলং মেষশৃঙ্গী চ দন্তী চিত্রকমাঢ়কী॥
করঞ্জ ত্রিফলা শক্র ভল্লাতকফলানি চ।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
ন্যগ্রোধাদ্যমিদং চূর্ণং মধুনা সহ লেহয়েৎ।
ফলত্রয়রসঞ্চানু পিবেন্মূত্রং বিশুধ্যতি।
এতেন বিংশতির্মেহা মূত্রকৃচ্ছ্রাণি যানি চ॥
প্রশমং যান্তি যোগেন পিড়কা ন চ জায়তে।
ন্যগ্রোধাদ্যমিদং তত্র চাম্রজম্বস্থি গৃহ্যতে॥

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, শোনা, সোন্দাল, অসন, আমের আঁটি, জামের আঁটি, কয়েতবেল, পিয়াল, অর্জ্জুন, ধাওয়া, মৌলসার, যষ্টিমধু, লোধ, বরুণছাল, পালিধামাদার, পলতা, মেষশৃঙ্গী, দন্তী, চিতা, অরহর, করঞ্জফল, ত্রিফলা, কুড়চী ও ভেলার ফল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণের নাম ন্যগ্রোধাদি চূর্ণ। ইহা মধুর সহিত লেহন করিয়া ত্রিফলার কাথ বা ত্রিফলাভিজার জল অনুপান করিলে, বিংশতি প্রকার মেহ ও সমস্ত মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হইবে এবং পিড়কা জন্মিবে না।

চন্দনাদি চূর্ণম্।

চন্দনং শাল্মলীপুষ্পং ত্রিজাতং রজনীদ্বয়ম্।
অনন্তাং সারিবাং মুস্তমুশীরং যষ্টিকামলে।
স্বর্ণপত্রীং শুভাং ভার্গীং দেবদারু হরীতকীম্।
সর্ব্বদ্বিগুণিতং লৌহঞ্চৈকত্র পরিমর্দ্দয়েৎ॥
প্রমেহা বিংশতিঃ শ্বাসঃ কাসো জীর্ণজ্বরস্তথা।
প্রাশনাদস্য নশ্যন্তি দুর্নামানি চ কামলা॥

শ্বেতচন্দন, শিমুলফুল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, মুতা, বেণার মূল, যষ্টিমধু, আমলা, সোনামুখী, বংশলোচন, বামনহাটী, দেবদারু ও হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ এবং এই সকলের সমষ্টির দ্বিগুণ লৌহ একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহা সেবন করিলে প্রমেহাদি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

মাক্ষিকাদি চূর্ণম্।

মাক্ষিকং পারদং গন্ধং খর্পরং গিরিমৃত্তিকাম্।
শিলাজত্বভ্রলৌহানি শাল্মল্যাঃ কুসুমং ত্বচম্॥
বিদারীং গোক্ষুরং বীজং চৈকত্র পরিমর্দ্দয়েৎ।
মাসমাত্রং প্রযুঞ্জীত শুক্রমেহনিবৃত্তয়ে॥

স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, খর্পর, গেরিমাটী, শিলাজতু, অভ্র, লৌহ, শিমুলফুল, শিমুলছাল, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও গোক্ষুরবীজ এই সমুদায় সমভাগে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহা সেবন করিলে শুক্রমেহের শান্তি হয়।

ত্রিকণ্টকাদ্যং ঘৃতং তৈলঞ্চ।

ত্রিকণ্টকাশ্মন্তক সোম বল্কৈ-
র্ভল্লাতকৈঃ সাতিবিষৈঃ সলোধ্রৈঃ।
বচাপটোলার্জ্জুননিম্বমুস্তৈ-
র্হরিদ্রয়া দীপ্যক পদ্মকৈশ্চ॥
মঞ্জিষ্ঠপাঠাগুরুচন্দনৈশ্চ
সর্ব্বৈঃ সমস্তৈঃ কফবাতজেষু।
মেহেষু তৈলং বিপচেদ্ঘৃতন্তু
পৈত্তেষু মিশ্রং ত্রিষু লক্ষণেষু॥

গোক্ষুর, অম্লকুচা, খদিরকাষ্ঠ, শোধিত ভেলা, আতইচ, লোধ, বচ, পলতা, অর্জ্জুনছাল, নিমছাল, মুতা, হরিদ্রা, যমানী, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, আকনাদি, অগুরু ও রক্তচন্দন এই সমস্ত দ্রব্যের কল্কের সহিত যথাবিধি তৈল ও ঘৃত বা মিশ্রিত ঘৃততৈল পাক করিবে। কফ ও বাতজনিত মেহে তৈল, পিত্তজ মেহরোগে ঘৃত, ত্রিদোষজ মেহে মিশ্রিত ঘৃত তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

কফমেহহরক্কাথসিদ্ধং সর্পিঃ কফে হিতম্।
পিত্তমেহঘ্ননির্য্যূহসিদ্ধং পিত্তে হিতং ঘৃতম্॥

কফোল্বণ মেহে, কফজ মেহনাশক ঔষধের ক্বাথের সহিত এবং পিত্তোল্বণমেহে পৈত্তিক মেহনাশক দ্রব্যের ক্বাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই ঘৃতে কল্ক পাক নাই।

ধান্বন্তরং ঘৃতম্।

দশমূলং করঞ্জৌ দ্বৌ দেবদারু হরীতকী।
বর্ষাভূর্ব্বরুণো দন্তী চিত্রকং সপুনর্নবম্॥
সুধা নীপ কদম্বাশ্চ বিল্বভল্লাতকানি চ।
শটী পুষ্করমূলঞ্চ পিপ্পলীমূলমেব চ॥
পৃথগ্দশপলান্ ভাগান্ ততস্তোয়ার্ম্মণে পচেৎ।
যবকোলকুলত্থানাং প্রস্থংপ্রস্থঞ্চ দাপয়েৎ॥
তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
নিচুলং ত্রিফলা ভার্গী রোহিষং গজপিপ্পলী॥
শৃঙ্গবেরং বিড়ঙ্গানি বচা কম্পিল্লকং তথা।
গর্ভেণানেন তৎসিদ্ধং পায়য়েত্তু যথাবলম্॥
এতদ্ধান্বন্তরং নাম বিখ্যাতং সর্পিরুত্তমম্।
কুষ্ঠং গুল্মং প্রমেহাশ্চ শ্বয়থুং বাতশোণিতম্॥
প্লীহোদরং তথার্শাংসি বিদ্রধিং পিড়কাশ্চ যাঃ।
অপস্মারং তথোন্মাদং সর্পিরেতন্নিযচ্ছতি॥
পৃথক্তোয়ার্ম্মণে তত্র পচেদ্দ্রব্যাচ্ছতং শতম্।
শতত্রয়াধিকে তোয়মুৎসর্গঃ ক্রমতো ভবেৎ॥

ঘৃত ৪ সের। দশমূল, নাটাকরঞ্জফল ও ডহরকরঞ্জফল, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা, বরুণ, দন্তী, চিতা, শ্বেতপুনর্নবা, মনসাসীজ, কেলিকদম্ব, কদম্ব, বেলছাল, শোধিত ভেলা, শটী, পুষ্করমূল ও পিঁপুলমূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১০ পল। যব, কুল ও কুলত্থকলাই প্রত্যেক ২ সের। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। নিম্নলিখিত কল্কের সহিত পাক করিবে। কল্ক দ্রব্য যথা, হিজলফল, ত্রিফলা, বামনহাটী, গন্ধতৃণ, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, বচ ও কমলাগুড়ি। রোগীর বলাবলাদি বিবেচনা

করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় এই ধান্বন্তর ঘৃত সেবন করাইলে কুষ্ঠ ও প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে। এই ঘৃত পাক করিতে প্রতি ১০০ পলে, ক্বাথ্য দ্রব্যে ৬৪ সের জল দিবার নিয়ম কিন্তু ৩০০ পলের অধিক হইলে ক্বাথ্য দ্রব্যের অষ্টগুণ জল প্রদেয়।

শাল্মলীঘৃতম্।

শাল্মলীদ্রবসংযুক্তং সর্পিশ্ছাগীপয়োঽন্বিতম্।
অশ্বগন্ধাং বরীং রাস্নাং মুশলীং বিশ্বভেষজম্॥
অনন্তাং মধুকং দ্রাক্ষাং দত্ত্বা চ পলমানতঃ।
পচেম্মন্দাগ্নিনা বৈদ্যঃ পাত্রে মৃৎপরিনির্ম্মিতে॥
প্রমেহান্ নিখিলান্ হন্তি শুক্রমেহং বিশেষতঃ।
ক্লৈব্যং ধাতুক্ষয়ং শোষং কাসঞ্চৈতদ্বরং ঘৃতম্॥

গব্য ঘৃত ৪ সের। শিমুলের রস ৪ সের; ছাগদুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ অশ্বগন্ধা, শতমূলী, রাস্না, তালমূলী, শুঁঠ, অনন্তমূল, যষ্টিমধু ও দ্রাক্ষা প্রত্যেক ১ পল। পাকার্থ জল ১৬ সের। মৃত্তিকা পাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে শুক্রমেহাদি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

দাড়িমাদ্যং ঘৃতম্।

দাড়িমস্য তু বীজানি ক্রিমিঘ্নস্য চ তণ্ডুলাঃ।
রজনী চবিকাজাজী ত্রিফলা নাগরং কণা॥
ত্রিকণ্টকস্য বীজানি যবানী ধান্যকং তথা।
বৃক্ষাম্লং চপলা কোলং সিন্ধুভবসমাযুতম্॥
কল্কৈরক্ষসমৈরেভির্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
পানে ভোজ্যে চ দাতব্যং সর্ব্বর্ত্তুষু চ মাত্রয়া॥
প্রমেহান্ বিংশতিবিধান্ মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীম্।
কৃচ্ছ্রং সুদারুণঞ্চৈব হন্যাদেতন্ন সংশয়ঃ॥
বিবন্ধানাহশূলঘ্নং কামলাজ্বরনাশনম্।
দাড়িমাদ্যং ঘৃতং নাম্না অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা॥
(অত্র চপলা পিপ্পলীমূলমিতি বৃন্দঃ। গজপিপ্পলীতি পদ্মসেন-ত্রিপুরকবীন্দ্রৌ।)

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ দাড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, চঁই, জীরা, শুঁঠ, পিঁপুল, গোক্ষুরবীজ, যমানী, ধনিয়া, অম্লবেতস, পিঁপুলমূল, কুলশুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ২ তোলা। পাকের জল ১৬ সের। যথাযোগ্য মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে প্রমেহ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বৃহদ্দাড়িমাদ্যং ঘৃতম্।

চতুঃষষ্টিপলং পক্ব দাড়িমস্য সুকুট্টিতম্।
চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥
ক্বাথেন বস্ত্রপূতেন ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দাড়িমং চবিকাজাজী ক্রিমিঘ্নং রজনীদ্বয়ম্।
দ্রাক্ষা খর্জ্জুরযুগ্মাতমুৎপলং গজপিপ্পলী।
অজমোদা মহাদ্রেকা কাকোলী নাগরং বচা॥
দেবাহ্বা চবিকা কুষ্ঠং কাশ্মরী মধুযষ্টিকা।
শ্যামেন্দ্রবারুণী মূর্ব্বা শুভা শৃঙ্গী ধনীয়কম্॥
কুলত্থঞ্চ মহামেদা নিম্বশ্চ বৃহতীদ্বয়ম্।
দণ্ডোৎপলং বরা বাসা সপ্তলা সিন্ধুবারকম্॥
কল্কৈশ্চৈষাং যুক্তিযোগাদ্ গ্রাহ্যো হি পরিভাষয়া।
প্রমেহং বাতিকং হন্তি পৈত্তিকং শ্লৈষ্মিকং তথা॥
হৃচ্ছূলং বস্তিজং শূলং মূত্রাঘাতাংস্ত্রয়োদশ।
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ যক্ষ্মাণং সর্ব্বরূপিণম্॥
স্বরক্ষয়মুরোরোগং রক্তপিত্তমরোচকম্।
যে চ প্রমেহজা রোগাস্তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যপি॥
দাড়িমাদ্যমিদং সর্ব্বপ্রমেহানাং নিসূদনম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হ্যেতৎ প্রমেহকরিকেশরী॥

ঘৃত ৪ সের। ক্কাথার্থ পক্ক দাড়িম ৮ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের। কল্কার্থ দাড়িমবীজ, চৈই, জীরা, বিড়ঙ্গ, যুগ্মাত (অভাবে তালমাতী), নীলোৎপলপুষ্প, গজপিপ্পলী, বনযমানী, মহানিম্ব, কাঁকলা, শুঁঠ, বচ, দেবদারু, চৈই, কুড়, গাম্ভারীমূলের ছাল, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, রাখালশসার মূল, মূর্ব্বা, বংশলোচন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনিয়া, কুলথকলাই, মহামেদ, নিমছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, ডানকুনি, ত্রিফলা, বাসকছাল, ছাতিমছাল ও নিসিন্দামূল, এই সমুদায় মিলিত ১ সের। জল ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

মহাদাড়িমাদ্যং ঘৃতম্।

দাড়িমস্য ফলপ্রস্থং প্রস্থঞ্চ যবতণ্ডুলম্।
কুলত্থং প্রস্থমাদায় ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
শতাবরী রসপ্রস্থং গব্যদুগ্ধঞ্চ তৎসমম্।
কল্কৈঃ সার্দ্ধং পিচুর্দ্রাক্ষা খর্জ্জুরং ত্রিফলা তথা॥
রেণুকা চাষ্টবর্গশ্চ দেবদারু নিশাদ্বয়ম্।
জিঙ্গী কুষ্ঠকমেলা চ বিদার্য্যতিবলা তথা॥
শিলা ত্বচমুশীরঞ্চ শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণকম্।
প্রমেহান্ বিংশতিংহন্তি শ্লেষ্মজান্ সন্নিপাতজান্॥
বৃংহণঞ্চ বিশেষেণ সর্ব্বমেহহরং পরম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং সিদ্ধং দাড়িমাদ্যমিদং মহৎ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্কাথার্থ পক্ক দাড়িম ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। যবতণ্ডুল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কুলত্থকলাই ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। শতমূলীর রস ৪ সের। গব্যদুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর, ত্রিফলা, রেণুক, জীবক, ঋষভক, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, এলাইচ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোরক্ষচাকুলে, শিলাজতু, গুড়ত্বক্, বেণার মূল ও কৃষ্ণাভ্র প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে সকল প্রকার মেহ নষ্ট হয়।

শুক্রমাতৃকা বটী।

গোক্ষুরবীজং ত্রিফলা পত্রমেলা রসাঞ্জনম্।
ধান্যকং চবিকা জীরং তালীশং টঙ্গদাড়িমৌ॥
প্রত্যেকার্দ্ধপলং দত্ত্বা গুগ্গুলোঃ কর্ষমেব চ।
রসাভ্রগন্ধলোহানাং প্রত্যেকঞ্চ পলং ক্ষিপেৎ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং যত্নাদ্ দণ্ডযোগেন মর্দ্দয়েৎ।
ঘৃতভাণ্ডে তু সংস্থাপ্য মাসমেকঞ্চ ভক্ষয়েৎ॥
অনুপানং প্রদাতব্যং জাতিভেদাৎ পৃথক্ পৃথক্।
দাড়িমস্য রসেনৈব ছাগদুগ্ধেন বাম্ভসা॥
চন্দ্রনাথেন গদিতা বটিকা শুক্রমাতৃকা।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবান্॥
দ্বন্দ্বজান্ সন্নিপাতোত্থান্ মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীগদান্।
বলবর্ণাগ্নিজননী জ্বরদোষনিসূদনী॥

(দাড়িমরসেনৈব বটী কার্য্যা।)

গোক্ষুরবীজ, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, রসোত, ধনিয়া, চৈই, জীরা, তালীশপত্র, সোহাগা ও দাড়িমবীজ প্রত্যেক ৪ তোলা, গুগ্গুল ২ তোলা, পারদ, অভ্র, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেক ৮ তোলা। সমুদায় দাড়িমের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে।

দাড়িমের রস, ছাগদুগ্ধ বা জল অনুপান। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগ নষ্ট হয়।

মেহমুদ্গরো রসঃ।

রসাঞ্জনং বিড়ং দারু বিল্বগোক্ষুর দাড়িমম্।
প্রত্যেকং তোলকং দেয়ং লৌহচূর্ণন্তু তৎসমম্॥
পলৈকং গুগ্গুলুং দত্ত্বা ঘৃতেন বটিকাং কুরু।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপিবা॥
মূত্রকৃচ্ছ্রং তথা পাণ্ডুং ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ।
হলীমকং রক্তপিত্তং বাতপিত্তকফোদ্ভবম্॥
গ্রহণীমামদোষঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

রসোত, বিট্‌লবণ, দেবদারু, বেলশুঁঠ, গোক্ষুরবীজ ও দাড়িমবীজ প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৬ তোলা, গুগ্‌গুল ১ পল। এই সমুদায় ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে প্রমেহ প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গাদিলৌহঃ।

বিড়ঙ্গ ত্রিফলা মুস্তৈঃ কণয়া নাগরেণ চ।
জীরকাভ্যাং যুতো হন্তি প্রমেহানতিদারুণাম্।
লৌহো মূত্রবিকারাংশ্চ সর্ব্বানেব বিনাশয়েৎ॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুতা, পিঁপুল, শুঁঠ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ। একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ৬ রতি। ইহাতে প্রমেহ ও সর্ব্বপ্রকার মূত্রবিকার নিবারিত হয়।

পঞ্চাননো রসঃ।

সূতং গন্ধং মৃতং লৌহং মৃতমভ্রং সমাংশকম্।
সর্ব্বেষাং দ্বিগুণং বঙ্গং মধুনা মর্দ্দয়েদ্দিনম্॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় শীততোয়ং পিবেদনু।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রাঘাতং তথাশ্মরীম্॥
মূত্রকৃচ্ছ্রং হরেদুগ্রময়ং পঞ্চাননো রসঃ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা, বঙ্গ ৮ তোলা এই সমুদায় একত্র মধুর সহিত ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান শীতল জল। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়।

মেহকুলান্তক রসঃ।

মৃতং বঙ্গং মৃতঞ্চাভ্রং শুদ্ধং পারদ গন্ধকম্।
ভূনিম্বং পিপ্পলীমূলং ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিবৃৎ॥
রসাঞ্জনং বিড়ঙ্গাব্দ বিল্ব গোক্ষুর দাড়িমম্।
প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং শুদ্ধমশ্মজতোঃ পলম্॥
গোপালকর্কটীমূলস্বরসৈর্বটিকাং কুরু।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রকৃচ্ছ্রং হলীমকম্॥
অশ্মরীং কামলাং পাণ্ডুং মূত্রাঘাতমরোচকম্।
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং ছাগীদুগ্ধং পয়োঽথবা।
ধাত্রীফলস্য নির্য্যাসং ক্বাথং কৌলত্থজং পিবেৎ॥

বঙ্গ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, চিরাতা, পিঁপুলমূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ী, রসোত, বিড়ঙ্গ, মুতা, বেলশুঁঠ, গোক্ষুরবীজ ও দাড়িমবীজ প্রত্যেক ১ তোলা, শিলাজতু ১ পল। এই সমুদায় বনকাঁকুড়ের রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। অনুপান

ছাগদুগ্ধ, জল, আমলকীর রস বা কুলত্থ-কলায়ের ক্বাথ। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

মেহানলো রসঃ।

ভস্মসূতং মৃতং বঙ্গং তুল্যং ক্ষৌদ্রেণ মর্দ্দয়েৎ।
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং মেহং হন্তি চিরোত্থিতম্।
গুঞ্জামূলং পিবেচ্চানু ক্ষীরৈরেব প্রশাম্যতি॥

রসসিন্দূর ও বঙ্গ সমভাগে মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান কুঁচের মূলের সহিত দুগ্ধ। ইহাতে বহুদিবসের মেহ নষ্ট হয়।

চন্দ্রকলা।

সূতাভ্র বঙ্গা রস ভস্ম সর্ব্ব-
মেতৎ সমানং পরিভাবয়েত্তু।
গুড়ূচিকা শাল্মলিকা কষায়ৈ-
র্বিল্বপ্রমাণাং মধুনা ততশ্চ॥
বদ্ধা গুড়ীং চন্দ্রকলেতি সংজ্ঞাং
মেহেষু সর্ব্বেষু নিয়োজয়ীত॥

রসসিন্দূর ১ ভাগ, অভ্র ১ ভাগ ও বঙ্গ ১ ভাগ এই সমুদায় গুলঞ্চ এবং শিমুলছালের ক্বাথে ভাবনা দিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সকল প্রকার মেহে প্রযোজ্য।

তারকেশ্বররসঃ।

মৃতং সূতং মৃতং লৌহং মৃতং বঙ্গাভ্রকং সমম্।
মর্দ্দয়েন্মধুনা চাহো রসোঽয়ং তারকেশ্বরঃ॥
মাষমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বহুমূত্রাপহ্নুত্তয়ে।
উড়ুম্বরং পক্কফলং চূর্ণিতং মধুনা লিহেৎ॥

রসসিন্দূর, লৌহ, বঙ্গ ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগে মধুর সহিত ১ দিবস মর্দ্দন করিয়া মাষপরিমিত বটিকা করিবে। অনুপান মধুসংযুক্ত পক্ক যজ্ঞডুমুরফলচূর্ণ। ইহাতে দুঃসাধ্য বহুমূত্র নিবারিত হয়।

সোমেশ্বররসঃ।

শালার্জ্জুনঞ্চ লোধ্রঞ্চ কদম্বাগুরু চন্দনম্।
অগ্নিমন্থ নিশাদ্বন্দ্ব ধাত্রী দাড়িমগোক্ষুরম্॥
জম্বূবীরণমূলঞ্চ ভাগমেষাং পলার্দ্ধকম।
রসগন্ধকধান্যাব্দমেলা পত্রঞ্চ পদ্মকম্॥
লৌহং রসাঞ্জনং পাঠা বিড়ঙ্গং টঙ্গজীরকম্।
প্রত্যেকং শাণকং গ্রাহ্যং পলার্দ্ধং গুগ্গুলোরপি॥
ঘৃতেন বটিকাং কৃত্বা খাদেৎ ষোড়শরক্তিকাম্।
গহনানন্দনাথেন রসো যত্নেন নির্ম্মিতঃ॥
সোমেশ্বরো মহাতেজা বাতমেহান্ নিহন্ত্যলম্।
একজং দ্বন্দ্বজং চোগ্রং সন্নিপাতসমুদ্ভবম্॥
উপদ্রবসমাযুক্তং চিরকালসমুদ্ভবম্।
মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছ্রং কামলাঞ্চ হলীমকম্॥
ভগন্দরোপদংশৌ চ বিবিধান্ পিড়কাব্রণান্।
বিস্ফোটার্ব্বুদ কণ্ডূশ্চ বাতপিত্তাস্রপিত্তকে॥
যকৃৎপ্লীহোদরং গুল্মং শূলার্শঃ কাস বিদ্রধীঃ।
সোমরোগং নিহন্ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনম্।
বলবর্ণাগ্নিজননো গ্রহবৈগুণ্যনাশনঃ।
ছাগীদুগ্ধানুপানেন নারিকেলোদকেন বা॥
শীতেন পাকতৈলেন যবযূষাদিযোগতঃ।
যুক্ত্যা প্রযোজ্যো ভিষজা রসো দোষবিদাহয়ম্।

শালমূলের ছাল, অর্জ্জুনমূলের ছাল, লোধকাষ্ঠ, কদম্বমূলের ছাল, অগুরু, রক্তচন্দন, গণিয়ারিমূলের ছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, দাড়িমবীজ,

গোক্ষুরবীজ, জামের মূলের ছাল, বেণার মূল প্রত্যেক ৪ তোলা। পারা, গন্ধক, ধনিয়া, মুতা, এলাইচ, তেজপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, লৌহ, রসোত, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগা ও জীরা প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা। গুগ্‌গুল ৪ তোলা। ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ১৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ, নারিকেলের জল, শীতলবীর্য্য পাকতৈল এবং যবের যূষ প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ নষ্ট হয়।

সর্ব্বেশ্বররসঃ।

স্বর্ণং রৌপ্যং মৌক্তিকঞ্চ বিশুদ্ধঞ্চ শিলাজতু।
লৌহমভ্রং তথা তাপ্যং মধুযষ্টী চ পিপ্পলী॥
মরিচং বিশ্বকঞ্চেতি সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
বিমর্দ্দ্য প্রহরং যত্নাৎ কজ্জলাকৃতিসন্নিভম্॥
কেশরাজ ভৃঙ্গরাজ শক্রাশন রসে পৃথক্।
প্রমেহং বিবিধং হন্তি মধুমেহং সুদুর্জ্জয়ম্।
বাতপিত্তসমুদ্ভূতং তথা কফসমুদ্ভবম্।
সর্ব্বেশ্বরো রসো নাম্না প্রমেহকুলনাশনঃ॥

স্বর্ণ, রূপা, মুক্তা, শিলাজতু, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, যষ্টিমধু, পিঁপুল, মরিচ ও শুঁঠ এই সমুদায় একত্র এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া কজ্জলবৎ করিবে। পরে কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ ও সিদ্ধির রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার প্রমেহ নষ্ট হয়।

বেদবিদ্যা বটী।

পারদাভ্রককান্তানাং নাগভস্ম সমং সমম্।
দিনং ব্রহ্মীরসৈর্ম্মর্দ্দ্যং বালুকাযন্ত্রগং পুনঃ॥
উদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ শ্লক্ষ্ণং জারিতাভ্রং শিলাজতু।
তাপ্যং মণ্ডুর বৈক্রান্তং কাশীশং তুল্যমেব চ॥
সর্ব্বং সর্ব্বসমং চূর্ণং কল্কয়েচ্চ ততঃ পুনঃ।।
মুস্ত চন্দন পুন্নাগ নারিকেলস্য মূলকম্॥
কপিত্থ রজনী দার্ব্বী চূর্ণং সর্ব্বসমং ভবেৎ।
জম্বীরাণাং দ্রবৈর্ম্মর্দ্দ্যং দ্বিযামং বটকীকৃতম্॥
বেদবিদ্যা বটী নাম্না ভক্ষণাৎ সর্ব্বমেহজিৎ।
মধু ধাত্রীরসঞ্চানু ক্ষৌদ্রৈরপি গুড়ূচিকাঃ॥

পারদ, অভ্র, কান্তলৌহ ও সীসা প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ১ দিন ব্রহ্মী-রসে মর্দ্দন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া লইবে। এবং অভ্র, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মণ্ডুর, বৈক্রান্ত ও হীরাকস প্রত্যেক পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের প্রত্যেকের সমান এবং মুতা, রক্তচন্দন, পুন্নাগ, নারিকেলের মূল, কয়েতবেল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক চূর্ণ পূর্ব্বোক্তদ্রব্যের সমান। এই সমুদায় জামীরের রসে ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু, আমলকীরস ও গুলঞ্চ-রস। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার মেহ নষ্ট হয়।

বঙ্গেশ্বরঃ।

রসস্য ভস্মনা তুল্যং বঙ্গভস্ম প্রয়োজয়েৎ।
অস্য মাষদ্বয়ং হন্তি মেহান্ ক্ষৌদ্রসমন্বিতম্॥

রসসিন্দূর ও বঙ্গ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ২ মাষা পরিমাণে কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে মেহ নষ্ট হয়।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বরঃ।

সূতং গন্ধং মৃতং লৌহং মৃতমভ্রং সমাংশকম্।
হেম বঙ্গঞ্চ মুক্তা চ তাপ্যমেবং সমং সমম্॥
সর্ব্বেষাং চূর্ণিতং কৃত্বা কন্যারসবিমর্দ্দিতম্।
গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন বটিকাং কুরু যত্নতঃ॥
বৃহদ্বঙ্গেশ্বরো হেষ রক্তমূত্রে প্রশস্যতে।
শ্বেতমূত্রং বৃহন্মূত্রং কৃচ্ছ্রমূত্রং তথৈব চ॥
সর্ব্বপ্রকারমেহাংস্তু নাশয়েদবিকল্পতঃ।
অগ্নিবৃদ্ধিং বয়োবৃদ্ধিং কান্তিবৃদ্ধিং করোতি চ॥
ক্ষয়রোগং নিহন্ত্যাশু কাসং পঞ্চবিধং তথা।
কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং পাণ্ডুরোগং হলীমকম্॥
শূলং শ্বাসং জ্বরং হিক্কাং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
ক্রমেণ শীলিতো হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ, বঙ্গ, মুক্তা ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে বিবিধ প্রমেহ ও অন্যান্য অনেক পীড়া প্রশমিত হয়।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বরো রসঃ।

বঙ্গভস্ম রসং গন্ধং রৌপ্যং কর্পূরমভ্রকম্।
কর্ষং কর্ষং মানমেষাং সূতাংঘ্রি হেম মৌক্তিকম্॥
কেশরাজরসৈর্ভাব্যং দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রং তথা পাণ্ডুং ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ॥
হলীমকং রক্তপিত্তং বাতপিত্তকফোদ্ভবম্॥
গ্রহণীমামদোষঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রূপা, কর্পূর ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা। স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেক ৪ মাষা। এই সমুদায় কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

বঙ্গাষ্টকম্।

রসং গন্ধং মৃতং লৌহং মৃতরৌপ্যঞ্চ খর্পরম্।
মৃতাভ্রকং মৃতং তাম্রং সর্ব্বতুল্যঞ্চ বঙ্গকম্॥
পুটেদ্গজপুটে বিদ্বান্ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
রক্তিদ্বয় প্রমাণেন মধুনা লেহয়েন্নরম্॥
নিশাচূর্ণং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেদ্ধাত্রীরসং হ্যনু।
বঙ্গাষ্টকমিদং খ্যাতং মহাদেব প্রকাশিতম্॥
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি আমদোষং বিসূচিকাম্।
বিষমজ্বর গুল্মার্শো মূত্রাতীসারপিত্তজিৎ॥
বীর্য্যবৃদ্ধিং করোত্যাশু সোমরোগনিবর্হণম্॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, রূপা, খর্পর, অভ্র ও তাম্র প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান বঙ্গ। এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। সুশীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান মধু, হরিদ্রাচূর্ণ ও আমলকীর রস। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

বসন্ততিলকরসঃ।

লৌহং বঙ্গং মাক্ষিকঞ্চ সুবর্ণঞ্চাভ্রকস্তথা।
প্রবালং তারং মুক্তাঞ্চ জাতিকোষফলং তথা॥
এতেষাং সমভাগেন চাতুর্জ্জাতঞ্চ মিশ্রিতম্।
মর্দ্দয়েৎ ত্রিফলাক্কাথে বটিকাং কুরু যত্নতঃ॥
রোগাংশ্চ ভিষজা জ্ঞাত্বা অনুপানং যথাযথম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্॥
বায়ুং নানাবিধং হন্তি হ্যপস্মারং বিশেষতঃ।

বিসূচিকা ক্ষয়োন্মাদ শরীরস্তম্ভমেব চ।
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব নানারোগং বিশেষতঃ ।

লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, অভ্র, প্রবাল, রূপা, মুক্তা, জয়ত্রী, জায়ফল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, লবঙ্গ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক সমভাগ, ত্রিফলার ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। উপযুক্ত অনুপান সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ এবং বায়ু, পিত্ত ও কফদূষিত বিবিধ পীড়া উপশমিত হয়।

মালতীকুসুমাকরঃ ।

চন্দ্রভাগঃ সুবর্ণস্য কর্পূরং যুগ্মভাগিকম ।
বঙ্গসীসক লৌহানাং ভাগত্রয়মুদাহৃতম্ ॥
অভ্রপ্রবাল মুক্তানাং ভাগাশ্চত্বার ঈরিতাঃ ।
গব্যেন পয়সা চৈব কদলীপুষ্পজৈঃ রসৈঃ ॥
রসেনেক্ষুসমুত্থেন তথা পদ্মরসেন চ ।
উড়ুম্বর রসেনৈব ভাবয়েৎ সপ্তধা পৃথক্ ॥
রক্তিদ্বয়মিতা হন্তি মালতী কুসুমাকরঃ ।
রসঃ সর্ব্বপ্রমেহাংশ্চ বহুমূত্রাদিকং তথা ॥
সোমরোগাংশ্চ সংহন্তি ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥

স্বর্ণ ১ ভাগ, কর্পূর ২ ভাগ, বঙ্গ ৩ ভাগ, সীসক ৩ ভাগ, লৌহ ৩ ভাগ, অভ্র ৪ ভাগ, প্রবাল ৪ ভাগ, মুক্তা ৪ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া গব্যদুগ্ধ, মোচার রস, ইক্ষুরস, পদ্মরস ও যজ্ঞডুমুরের রসে প্রত্যেক ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা দ্বারা বিংশতি প্রকার মেহ, বহুমূত্র ও সোমরোগাদি প্রশমিত হয়।

বসন্তকুসুমাকরঃ ।

পৃথগ্ দ্বৌ হাটকং চন্দ্রস্ত্রয়োবঙ্গাহিকান্তকাঃ ।
চত্বারো মৃতমভ্রঞ্চ প্রবালং মৌক্তিকং তথা ॥
ভাবনা গব্যদুগ্ধেন ভাবনেক্ষুরসেন চ ।
বাসা লাক্ষারসোদীচ্য রম্ভাকন্দপ্রসূনকৈঃ ॥
শতপত্ররসেনৈব মালত্যাঃ কুসুমেন চ ।
পশ্চান্মৃগমদৈর্ভাব্যং সুসিদ্ধো রসরাড়্ ভবেৎ ॥
কুসুমাকর ইত্যাখ্যো বসন্তপদপূর্ব্বকঃ ।
গুঞ্জাদ্বয়েন সংসেব্যঃ সিতাজ্যমধুসংযুতঃ ॥
বলীপলিতহৃন্মেধ্যঃ কামদঃ সুখদঃ সদা ।
মেহঘ্নঃ পুষ্টিদঃ শ্রেষ্ঠঃ পুত্রপ্রসবকারকঃ ॥
ক্ষয়কাসঘ্ন উন্মাদ শ্বাস রক্ত বিষাপহঃ ।
সিতাচন্দনসংযোগাদম্লপিত্তাদিরোগজিৎ ॥

স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, (রৌপ্যের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ কর্পূর ব্যবহার করেন), বঙ্গ, সীসা ও লৌহ প্রত্যেক ৩ ভাগ, অভ্র, প্রবাল ও মুক্তা প্রত্যেক ৪ ভাগ। এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া যথাক্রমে গব্যদুগ্ধ, ইক্ষুরস, বাসকছালের রস, লাক্ষার ক্বাথ, কদলীমূলের রস, মোচার রস, পদ্মের রস, মালতীফুলের রস ও মৃগনাভির ক্বাথ এই সমুদায় দ্রব্য দ্বারা ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ঘৃত, চিনি ও মধু। ইহা মেহরোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে অন্যান্য অনেক রোগেরও উপশম হইয়া থাকে। চিনি ও চন্দনের সহিত সেবন করিলে অম্লপিত্ত প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

বৃহৎকামচূড়ামণিরসঃ।

মৌক্তিকং মাক্ষিকঞ্চৈব স্বর্ণভস্ম পৃথক্ পৃথক্।
কর্পূরং জাতিকোষঞ্চ জাতীফল লবঙ্গকম্॥
বঙ্গভস্ম তথা গ্রাহ্যং রূপ্যঞ্চাপি তথার্দ্ধকম্।
চাতুর্জাতঞ্চ সংগ্রাহ্যং সর্ব্বমেকত্র চূর্ণিতম্॥
শতমূলী রসেনৈব ভাবয়েৎ সপ্তবারকম্।
ততো গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকা ভিষজা কৃতা॥
অনুপানবিশেষেণ রোগাকরবিনাশিনী।
শীতং পয়োঽনুপানঞ্চ কামিনীঃ কাময়েচ্ছতম্॥
বীর্য্যহীনো ভবেদ্যস্তু যো বা স্যাংপতিতধ্বজঃ।
সোঽশীতিবার্ষিকো ভূত্বা যুবৈব রমতেঽঙ্গনাঃ॥
ভেষজৈর্বিবিধৈঃকিংস্যাদন্যৈশ্চ শতসংখ্যকৈঃ।
ফলং ন কিঞ্চিৎতত্রাস্তি কেবলং গৌরবং মুহুঃ॥
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদস্তি পুষ্টিকরং চ তৎ।
অতঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন সেব্যা ভূমিভুজা সদা॥
বিশেষাদ্ ধ্বজভঙ্গঞ্চ সপ্তাহেন বিনাশয়েৎ।
প্রমেহং মূত্ররোগঞ্চ মন্দাগ্নিং শ্বয়থুং তথা।
রক্তোদ্ভবশ্চ নারীণাং পানাদ্দোষো বিনশ্যতি॥

মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, কর্পূর, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ ও বঙ্গ প্রত্যেক এক এক ভাগ, রৌপ্য, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রত্যেক অর্দ্ধ ভাগ সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া শতমূলীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে, বীর্য্যহীন ব্যক্তি বীর্য্যবান্, এবং দেহের পুষ্টি হয়। বিশেষতঃ ইহা সপ্তাহ সেবনে ধ্বজভঙ্গ, প্রমেহ, মূত্ররোগ, অগ্নিমান্দ্য, শোথ এবং স্ত্রীলোকের রক্তদোষ নিবারিত হয়।

স্বর্ণবঙ্গম্।

প্রক্ষিপেদ্ভাজনে বঙ্গমায়সে চাপি মৃন্ময়ে।
বিদ্রুতে বহ্নিতাপেন তস্মিন্ তন্মানকং রসম্॥
ক্ষিপ্ত্বা সঙ্ঘর্ষয়েত্তত্র নরসারঞ্চ গন্ধকম্।
তন্নুবাসো মৃদালিপ্তকাচকুপ্যাং নিধায় চ॥
তৎসর্ব্বং সিকতাযন্ত্রে পচেদ্যামচতুষ্টয়ম্।
পাকাৎসঞ্জায়তে চিত্রং কীর্ণং হেমকণৈরিব॥
রমণীয়তরং স্বর্ণবঙ্গং নাম রসায়নম্।
বল্যং মেহহরং কান্তিমেধাবীর্য্যাগ্নিবর্দ্ধনম্॥

লৌহ বা মৃণ্ময় পাত্রে কিঞ্চিৎ বঙ্গ অগ্নিতাপে গলাইয়া তাহাতে বঙ্গের সমান পারদ নিক্ষেপ করিবে। উভয়ে মিশ্রিত হইলে উহার সহিত নিশাদল ও গন্ধকচূর্ণ পারদের সমান পরিমাণে মিলাইয়া মর্দ্দন করিবে। পরে সূক্ষ্ম বস্ত্র ও কর্দ্দম দ্বারা লিপ্ত একটি কাঁচের শিশিতে ঐ চূর্ণ সমুদায় নিক্ষেপ করিয়া বালুকাযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা স্বর্ণকণালঙ্কৃতবৎ পরম রমণীয় স্বর্ণবঙ্গ নামক ঔষধ প্রস্তুত হইবে। ইহা রসায়ন, বলকর, কান্তিজনক, স্মরণশক্তিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, অগ্নিসন্দীপক ও মেহরোগনাশক। ইহার মাত্রা ২ রতি।

চন্দ্রকান্তিরসঃ।

বিশুদ্ধং পারদং গন্ধং গগনং গতচন্দ্রকম্।
তারং তালং তথা কাংস্যং লৌহং বারিতরং তথা।
মাক্ষিকং স্বর্ণভস্মঞ্চ সমভাগং প্রকল্পয়েৎ।
যাবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি ভস্মবঙ্গঞ্চ তৎসমম্॥
রসালত্বগ্‌ভবৈস্তোয়ৈরামলক্যা রসৈস্তথা।
ততঃ কুলত্থতোয়েন লজ্জালুস্বরসৈস্তথা॥

বটাবরোহতোয়েন রোচনস্বরসেন চ ।
ভাবনা খলু দাতব্যা প্রত্যেকং দিবসত্রয়ম্ ॥
জাতীফল লবঙ্গাব্দত্বগেলা জাতিকোষকম ।
সমভাগং বিচূর্ণ্যাথ দ্বিরক্তীঃ কল্পয়েদ্বটীঃ ॥
আমলক্যা রসেনৈব খাদেদেকাং শুভেঽহনি ।
চন্দ্রকান্তিরসাখ্যোঽয়ং সর্ব্বমেহবিনাশনঃ ॥
বৃষ্যাদ্বৃষ্যতরো জ্ঞেয়ো ক্ষীণানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনঃ ।
ধ্বজভঙ্গাদিরোগাংস্তু নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥
মূত্রাঘাতমশ্মরীঞ্চ মধুমেহং সুদারুণম্ ।
মূত্রাতীসারমত্যুগ্রং কাসং পঞ্চবিধং তথা ॥
রাজযক্ষ্মাণমত্যুগ্রং বহ্নিমান্দ্যং ভগন্দরম্ ।
নাশয়েদবিকল্পেন বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥
নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চ শূলমষ্টবিধং তথা ।
রেতোবৃদ্ধিকরঃ পুংসাং ধ্বজভঙ্গাদিনাশনঃ ॥

শোধিত পারদ, গন্ধক, নিশ্চন্দ্রক অভ্র, রৌপ্য, হরিতাল, কাঁসা, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ; এই সকল দ্রব্যের সমান বঙ্গ একত্রে মর্দ্দন করিয়া, আমছালের ক্বাথে, আমলকীর রসে, কুলত্থকলায়ের ক্বাথে, লজ্জাবতীর রসে, বটের ঝুরীর রসে ও শিমুলমূলের রসে প্রত্যেকের দ্বারা তিন দিন করিয়া ভাবনা দিবে। পরে জায়ফল, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ এবং জয়িত্রী এই সকল দ্রব্য সমভাগে উল্লিখিত দ্রব্যের সমান লইয়া চূর্ণ করতঃ একত্র মিশ্রিত করিবে। ২ রতি পরিমিত বটী আমলকীর রস দিয়া সেবন করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার মেহ, ধ্বজভঙ্গ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, উৎকট মূত্রাতিসার, পঞ্চপ্রকার কাস, রাজযক্ষ্মা, ভগন্দর ও অগ্নিমান্দ্য রোগ বিনষ্ট করে। ইহা শরীরের পুষ্টিসাধন ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

প্রমেহসেতুঃ ।

সূতাভ্রঞ্চ বটক্ষীরৈর্ম্মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্ ।
বিশোষ্য পক্বমূষায়াং সর্ব্বরোগে প্রযোজয়েৎ ॥
বিশেষান্মেহরোগেষু ত্রিফলামধুসংযুতম্ ।
যুঞ্জীত বল্লমেকন্তু রসেন্দ্রস্যাস্য বৈদ্যরাট্ ॥

রসসিন্দূর ও অভ্র সমভাগে বটের আঠায় ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া মূষাযন্ত্রে পুটপাক দিবে। পরে ৩ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া ত্রিফলার ক্বাথ ও মধু অনুপানে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হয়।

মেহবজ্রঃ ।

ভস্মসূতং মৃতং কান্তং লৌহভস্ম শিলাজতু ।
শুদ্ধতাপ্যং শিলাব্যোষং ত্রিফলা বিল্বজীরকম্ ॥
কপিত্থং রজনীচূর্ণং ভৃঙ্গরাজেন ভাবয়েৎ ।
ত্রিংশদ্বারং বিশোষ্যাথ লিহ্যাচ্চ মধুনা সহ ॥
নিষ্কমাত্রং হরেন্মেহান্ মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণম ।
মহানিম্বস্য বীজঞ্চ ষড়্ নিষ্কং পেষিতঞ্চ যৎ ॥
পলং তণ্ডুলতোয়েন ঘৃতনিষ্কদ্বয়েন চ ।
একীকৃত্য পিবেচ্চানু হন্তি মেহং চিরোত্থিতম্ ॥

রসসিন্দূর, কান্তলৌহভস্ম, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বেল, জীরা, কয়েতবেল, হরিদ্রাচূর্ণ এই সকল দ্রব্যকে ভীমরাজের রসে ৩০ বার ভাবনা দিয়া ৪ মাষা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করতঃ মধুর সহিত সেবন করিবে। ইহাতে সুদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র ও মেহ নিবারিত হয়। অনুপান মহানিম্বের বীজ ৩ তোলা চূর্ণ করিয়া চালুনি জল ৮ তোলা এবং ঘৃত ১ তোলার

সহিত মিশ্রিত করতঃ সেব্য। ইহাতে পুরাতন প্রমেহ প্রশমিত হয়।

মেহকেশরী।

মৃতবঙ্গং স্বর্ণঞ্চ কান্তলৌহঞ্চ পারদম্।
মুক্তা গুড়ত্বচঞ্চৈব সূক্ষ্মৈলা পত্রকেশরম্॥
সমভাগং বিচূর্ণ্যাথ কন্যানীরেণ ভাবয়েৎ।
দ্বিমাষাং বটিকাং খাদেদ্ দুগ্ধান্নং প্রপিবেত্ততঃ॥
প্রমেহং নাশয়েদাশু কেশরী করিণং যথা।
শুক্রপ্রবাহং শময়েৎ ত্রিরাত্রান্নাত্র সংশয়ঃ॥

বঙ্গ, স্বর্ণ, কান্তলৌহ, পারদ, মুক্তা, দারুচিনি, ছোটএলাইচ, তেজপত্র ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া ২ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। পথ্য দুগ্ধ ও অন্ন। এই ঔষধ ৩ দিন সেবনে প্রমেহ, শুক্রপ্রমেহ ও মধুমেহ বিনষ্ট হয়।

শিলাজত্বাদি বটী।

শিলাজত্বভ্রহেমানি লৌহং গুগ্‌গুলু টঙ্গনম্।
কেশরাজস্য তোয়েন মর্দ্দয়েদ্দিবসদ্বয়ম্॥
বধমানাং বটীং কৃত্বা শৈবালসলিলেন চ।
প্রাতঃ প্রাতঃ প্রযুঞ্জীত শুক্রমেহনিবৃত্তয়ে॥

শিলাজতু, অভ্র, স্বর্ণ, লৌহ, গুগ্‌গুল ও সোহাগার খই এই সমুদায় সমভাগে লইয়া কেশুরিয়ার রসে ২ দিবস মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। শেওলার রসের সহিত প্রত্যহ প্রাতে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে শুক্রমেহের শান্তি হয়।

মেহান্তকো রসঃ।

রসগন্ধক লৌহঞ্চ তারবঙ্গ ত্রিভাগিকম্।
অভ্রকস্য ত্রয়োভাগা ভাগার্দ্ধেন সুবর্ণকম্॥
সর্ব্বচূর্ণসমং দদ্যাৎ তালমূলী সুচূর্ণিতম।
নানারোগহরং শ্রেষ্ঠং বাতপিত্তভবং মহৎ।
কান্তিপুষ্টিকরঞ্চৈব রতিশক্তিবিবর্দ্ধনম্॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য ও বঙ্গ প্রত্যেক ৩ ভাগ, অভ্র ৩ ভাগ, স্বর্ণ অর্দ্ধভাগ; এবং সকলের সমান তাল-মূলীচূর্ণ, একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা-দ্বারা বাতিক, পৈত্তিক রোগ সকল বিনষ্ট এবং কান্তিপুষ্টি ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

চন্দ্রপ্রভাদিবটিকা।

চন্দ্রপ্রভা বচা মুস্তা ভূনিম্ব সুরদারবঃ।
হরিদ্রাতিবিষা দার্ব্বী পিপ্পলীমূল চিত্রকম্॥
ত্রিবৃদ্দন্তী পত্রকঞ্চ ত্বগেলা বংশলোচনম্।
প্রত্যেকং কর্ষমাত্রাণি কুর্য্যাদেতানি বুদ্ধিমান্॥
ধান্যকং ত্রিফলা চব্যং বিড়ঙ্গং গজপিপ্পলী।
সুবর্ণমাক্ষিকং ব্যোষং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণত্রয়ম্॥
এতানি টঙ্কমাত্রাণি সংগৃহ্নীয়াৎ পৃথক্ পৃথক্।
দ্বিকর্ষং মৃতলৌহং স্যাচ্চতুষ্কর্ষা সিতা ভবেৎ॥
শিলাজত্বষ্টকর্ষং স্যাদষ্টৌ কর্ষাশ্চ গুগ্‌গুলোঃ।
বিধিনা যোজিতৈরেতৈঃ কর্ত্তব্যা গুটিকা শুভা।
চন্দ্রপ্রভেতি বিখ্যাতা সর্ব্বরোগপ্রণাশিনী।
নিহন্তি বিংশতিং মেহান্ কৃচ্ছ্রমষ্টবিধং তথা।
চতস্রশ্চাশ্মরীস্তদ্বম্ ত্রাঘাতাংস্ত্রয়োদশ।
অণ্ডবৃদ্ধিং পাণ্ডুরোগং কামলাঞ্চ হলীমকম্॥
কাসং শ্বাসং তথা কুষ্ঠমগ্নিমান্দ্যমরোচকম্।
বাতপিত্তকফব্যাধীন্ বল্যা বৃষ্যা রসায়নী॥

সমারাধ্য শিবং তস্মাৎ প্রযত্নাদ্ গুড়িকামিমাম্।
প্রাপ্তবাংশ্চন্দ্রমা যস্মাৎ তস্মাচ্চন্দ্রপ্রভা স্মৃতা॥

সোমরাজী, বচ, মুতা, চিরাতা, দেবদারু, হরিদ্রা, আতইচ, দারুহরিদ্রা, পিঁপুলমূল, চিতামূল, তেউড়ী, দন্তীমূল, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, এলাইচ ও বংশলোচন প্রত্যেক ২ তোলা। ধন্যা, ত্রিফলা, চৈ, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকটু, যবক্ষার, সৈন্ধব, সচল ও বিট্‌লবণ প্রত্যেক ১ তোলা। লৌহ ৪ তোলা, চিনি ৮ তোলা, শিলাজতু ১৬ তোলা, গুগ্‌গুল ১৬ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য একত্র মাড়িয়া, ৬ রতি প্রমাণ গুটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

মেহমিহিরতৈলম্।

পঞ্চমূল্যমৃতা ধাত্রী দাড়িমানাং তুলাং পচেৎ।
জলদ্রোণে স্থিতে পাদে তৈলপ্রস্থং বিপাচযেৎ।
ক্ষীরং তৈলসমং কল্কান্ নিম্ব ভূনিম্ব গোক্ষুরম্।
দাড়িমং রেণুকং বিল্বং দারু দার্ব্বী বলাহকান্।
ত্রিফলা তগরং দ্রাক্ষা জম্বাম্রবল্কলাভয়ম্।
নাম্নেদং মেহমিহিরং সর্ব্বমূত্রাময়ান্ জয়েৎ॥
হস্তপাদশিরোদাহং দৌর্ব্বল্যং কৃশতাং তথা।
ক্ষীণেন্দ্রিয়া নষ্টশুক্রাঃ স্ত্রীক্ষীণাশ্চাপি যে নরাঃ।
তেষাং বৃষ্যঞ্চ বল্যঞ্চ বয়স্থাপনমেব চ।

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ বেলছাল, সোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, গুলঞ্চ, আমলা, দাড়িমফল মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ নিমছাল, চিরাতা, গোক্ষুর, দাড়িম, রেণুক, বেলশুঁঠ, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুতা, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, দ্রাক্ষা, জামছাল, আমছাল ও বেণার মূল মিলিত ১ সের। ইহা মর্দ্দন করিলে সকল প্রকার মূত্ররোগ এবং হস্তপদাদির জ্বালা নিবারণ হয়।

প্রমেহমিহিরতৈলম্।

শতপুষ্পা দেবকাষ্ঠং মুস্তকঞ্চ নিশাদ্বয়ম্।
মূর্ব্বা কুষ্ঠং বাজিগন্ধা চন্দনদ্বয়রেণুকম্।
কটুকী মধুকং রাস্না ত্বগেলা ব্রহ্মযষ্টিকা।
চবিকা ধান্যকং বৎসং পূতিকাগুরুপত্রকম্।
ত্রিফলা নলিকা বালা বলা চাতিবলা তথা।
মঞ্জিষ্ঠা সরলং পদ্মং লোধ্রং মধুরিকা বচা॥
অজাজী চোশীরজাতী বাসা তগরপাদুকা।
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
শতাবর্য্যা রসং তুল্যং লাক্ষারসং চতুর্গুণম্।
মস্তু লাক্ষারসৈস্তুল্যং ক্ষীরং তুল্যং প্রদাপয়েৎ॥
দ্রবৈরেতৈঃ পচেত্তৈলং গন্ধং দত্ত্বা যথাক্রমম।
এতত্তৈলবরং শ্রেষ্ঠমভ্যঙ্গান্মারুতাপহম্।
বিষমাখ্যান্‌জ্বরান্ হন্তি মেদোমজ্জগতানপি।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
ক্ষীণেন্দ্রিয়ে তথা শস্তং ধ্বজভঙ্গে বিশেষতঃ।
দদ্যাত্তৈলং বিশেষেণ ফলমস্য চ কথ্যতে।
দাহং পিত্তং পিপাসাঞ্চ ছর্দ্দিঞ্চ মুখশোষণম্॥
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব নাশয়েদবিকল্পতঃ।
প্রমেহমিহিরং নাম্না রতিনাথেন ভাষিতম্॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, শতমূলীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ শুল্‌ফা, দেবদারু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, অশ্বগন্ধা, শ্বেতচন্দন,

রক্তচন্দন, রেণুক, কট্‌কী, যষ্টিমধু, রাস্না, গুড়ত্বক্‌, এলাইচ, বামনহাটী, চঁই, ধনে, ইন্দ্রযব, করঞ্জবীজ, অগুরু, তেজপত্র, নালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মউরী, বচ, জীরা, বেণার মূল, জায়ফল, বাসকছাল ও তগরপাদুকা প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে দাহ, পিপাসা ও মুখশোষাদি উপদ্রব সহিত সকল প্রকার মেহ ও অন্যান্য অনেক পীড়া প্রশমিত হয়।

ইন্দ্রবটী।

মৃতং সূতং মৃতং বঙ্গমর্জ্জুনস্য ত্বচা সিতা।
তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে শাল্মল্যা মূলজৈর্দ্রবৈঃ॥
দিনান্তে বটিকা কার্য্যা মাষমাত্রা প্রমেহহা।
এষা চেন্দ্রবটী নাম্না মধুমেহপ্রশান্তয়ে।
ত্রুটিং শাল্মলিমূলানাং মধুনা চানুপায়য়েৎ॥

রসসিন্দূর, বঙ্গ, অর্জ্জুছাল ও চিনি (ঔষধ প্রস্তুত করিবার সময় চিনি না দিয়া অনুপানের সহিত ব্যবস্থা করা যাইতে পারে)। এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিমুলমূলের রসে মাড়িয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু ও শিমুলমূলচূর্ণ। ইহাতে প্রমেহ নিবারণ হয়।

মেহমুদ্গরবটিকা।

রসাঞ্জনং বিড়ং দারু বিল্বগোক্ষুরদাড়িমাঃ।
ভূনিম্বঃ পিপ্পলীমূলং ত্রিকন্টস্ত্রিফলা ত্রিবৃৎ॥
প্রত্যেকং তোলকং দেয়ং লৌহচূর্ণন্ত তৎসমম্‌।
পলৈকং গুগ্‌গুলুং দত্ত্বা ঘৃতেন বটিকাং কুরু॥
মাষৈকা নির্ম্মিতা চেয়ং মেহমুদ্গরসংজ্ঞিনী।
শ্রীমঙ্গহননাথেন লোকনিস্তারকারিণা॥
অনুপানং প্রকর্ত্তব্যং ছাগীদুগ্ধং জলঞ্চ বা।
বিংশন্মেহং নিহন্ত্যাশু মূত্রকৃচ্ছ্রং হলীমকম্‌।
অশ্মরীং কামলাং পাণ্ডুং মূত্রাঘাতমরোচকম্‌।
যড়র্শাংসি ব্রণং কুষ্ঠং ভগন্দরমসূরিকাঃ।
সুখিনে যদি কর্ত্তব্যা ত্রিসুগন্ধিসমন্বিতা॥

রসোত, বিট্‌লবণ, দেবদারু, বেলশুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, দাড়িমবীজ, চিরাতা, পিঁপুলমূল গোক্ষুর, ত্রিফলা ও তেউড়ীমূল প্রত্যেক ১ তোলা, সর্ব্বসমান লৌহ, গুগ্‌গুল ১ পল। এই সমুদায় ঘৃত দিয়া মাড়িয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ বা জল। ইহা সেবনে প্রমেহ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

বৃহৎসোমনাথরসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং পালিধারসমর্দ্দিতম্‌।
রণ্ডাশোধিতগন্ধঞ্চ তেনৈব কজ্জলীকৃতম্‌॥
তদ্দ্বয়োর্দ্বিগুণং লৌহং কন্যারসবিমর্দ্দিতম্‌।
অভ্রকং বঙ্গকং রৌপ্যং খর্পরং মাক্ষিকন্তথা॥
সুবর্ণঞ্চ সমং সর্ব্বং প্রত্যেকঞ্চ রসার্দ্ধকম্‌।
তৎসর্ব্বং কন্যকাদ্রাবৈর্মর্দ্দয়েদ্ভাবয়েত্তথা॥
ভেকপর্ণীরসেনৈব গুঞ্জাদ্বয়বটীং চিতাম্‌।
মধুনা ভক্ষয়েচ্চাপি সোমরোগনিবৃত্তয়ে॥
প্রমেহান্‌ বিংশতিং হন্তি বহুমূত্রঞ্চ সোমকম্‌।
মূত্রাতিসারমত্যুগ্রং মূত্রাঘাতং সুদারুণম্‌॥
মূত্রদোষং বহুবিধং প্রমেহং মধুসংজ্ঞকম্‌।
হস্তিমেহমিক্ষুমেহং নানামেহান্‌ বিনাশয়েৎ॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সোমসংজ্ঞিতম্‌।
নাশয়েদ্বহুমূত্রঞ্চ প্রমেহানবিকল্পতঃ॥
সোমনাথরসশ্চায়ং চরকেণ বিনির্ম্মিতঃ।
বৃষ্যাদ্বৃষ্যতমো হ্যেষ মূত্রদোষকুলান্তকৃৎ॥

পালিধার রসে শোধিত পারদ ২ তোলা ও ইন্দুরকানিপানার রসে শোধিত গন্ধক ২ তোলা এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত লৌহ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িবে পরে উহার সহিত অভ্র, বঙ্গ, রূপা, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা মিশাইয়া ঘৃতকুমারী ও থুলকুড়ির রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান বিশেষের সহিত সেবনীয়। ইহাতে বিংশতি প্রকার প্রমেহ ও সোমরোগ প্রভৃতি মূত্ররোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

দেবদার্ব্বরিষ্টঃ।

তুলার্দ্ধং দেবদারু স্যাদ্বাসায়াঃ পলবিংশতিঃ।
মঞ্জিষ্ঠেন্দ্রযবা দন্তী তগরং রজনীদ্বয়ম্॥
রাস্না কৃমিঘ্নং মুস্তঞ্চ শিরীষং খদিরার্জ্জুনৌ।
ভাগান্ দশপলান্ দদ্যাদ্ সমাঙ্গা বৎসকস্য চ॥
চন্দনস্য গুড়ূচ্যাশ্চ রোহিণ্যাশ্চিত্রকস্য চ।
ভাগানষ্টপলানেতানষ্টদ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ॥
দ্রোণশেষে কষায়ে চ পূতে শীতে প্রদাপয়েৎ।
ধাতক্যাঃ ষোড়শপলং মাক্ষিকস্য তুলাত্রয়ম্॥
ব্যোষস্য দ্বিপলং দদ্যাৎ ত্রিজাতকচতুঃপলম্।
চতুঃপলং প্রিয়ঙ্গোশ্চ দ্বিপলং নাগকেশরম্॥
সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য ঘৃতভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
মাসাদূর্দ্ধং পিবেদেনং প্রমেহং হন্তি দুস্তরম্।
বাতরোগগ্রহণ্যর্শো মূত্রকৃচ্ছ্রাণি নাশয়েৎ।
দেবদার্ব্বাদিকোঽরিষ্টো দদ্রুকুষ্ঠবিনাশনঃ॥

দেবদারু ৬।০ সের, বাসকছাল ২॥০ সের, মঞ্জিষ্ঠা, ইন্দ্রযব, দন্তীমূল, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, মুতা, শিরীষছাল, খদিরকাষ্ঠ, অর্জ্জুনছাল প্রত্যেক ১।০ সের, যমানী, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কটকী ও চিতামূল প্রত্যেক ১ সের, পাকার্থ জল ৫১২ সের, শেষ ৬৪ সের, মধু ৩৭॥০ সের, ধাইফুল ২ সের, ত্রিকটু ।০ পোয়া, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ, প্রত্যেক অর্দ্ধ সের, প্রিয়ঙ্গু অর্দ্ধ সের, নাগেশ্বর ।০ পোয়া এই সমুদায় একত্রে আবৃত পাত্রে ১ মাস রাখিবে। ইহা পান করিলে প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং প্রমেহাধিকারঃ।

বহুমূত্রাধিকারঃ।

(সোমরোগ, মূত্রাতিসার, মধুমেহ)

কদলীনাং ফলং পক্কং ধাত্রীফলরসং মধু।
শর্করাপয়সা পীতমপাং ধারণমুত্তমম্॥

একটী পাকা কাঁচকলা, আমলকীরস ১ তোলা, মধু ৪ মাষা, চিনি ৪ মাষা ও দুগ্ধ একপোয়া এই সমুদায় একত্র করিয়া ভক্ষণ করিলে বহুমূত্ররোগের উপশম হয়।

কদলীনাং ফলং পক্কং বিদারীঞ্চ শতাবরীম্।
ক্ষীরেণ পায়য়েৎ প্রাতরপাং ধারণমুত্তমম্॥

পক্ক কদলীফল, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলী সমানভাগে একত্রিত করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে মূত্রাধিক্য নিবারণ হয়।

ধাত্রীফলস্য স্বরসং মধুনা চ পিবেৎ সদা।
বহুমূত্রক্ষয়ং কুর্য্যাৎ ক্ষারেণ বাসকস্য চ॥

প্রত্যহ মধুর সহিত আমলকীর রস, অথবা যবক্ষারের সহিত বাসকের রস পান করিলে বহুমূত্র নিবারণ হয়।

তালকন্দঞ্চ তরুণং খর্জ্জুরং কদলীফলম্।
পয়সা পায়য়েৎ প্রাতর্মূত্রাতীসারনাশনম্॥

কচি তাল বা খেজুরের মূল এবং কদলীফল দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে মূত্রাতীসার নিবারণ হয়।

মাষচূর্ণং সমধুকং বিদারীং শর্করাং মধু।
পয়সা পায়য়েৎ প্রাতঃ সোমরোগবিনাশনম॥

মাষকলাইচূর্ণ, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, চিনি ও মধু এই সমুদায় প্রাতে দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অতি দুঃসাধ্য সোমরোগ সত্বর নষ্ট হয়।

হেমনাথরসঃ।

সূতং গন্ধং হেমতাপ্যং প্রত্যেকং কোলসম্মিতম্।
অয়শ্চন্দ্রং প্রবালঞ্চ বঙ্গঞ্চার্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ।
ফণিফেনস্য তোয়েন কদলীকুসুমেন চ।
উড়ুম্বররসেনাপি সপ্তধা পরিমর্দ্দয়েৎ।
বল্লমাত্রাং বটীং খাদেদ্ যথাব্যাধ্যনুপানতঃ।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি বহুমূত্রং সুদারুণম্।
সোমরোগং ক্ষয়ঞ্চৈব শ্বাসং কাসমুরঃক্ষতম্।
হেমনাথরসো নাম্না কৃষ্ণাত্রেয়েণ ভাবিতঃ।
রসগন্ধকয়োঃ স্থানে ষড়্গুণো বলিজারিতঃ।
প্রযোজিতো ভবেন্নৃণাং বিশেষফলদায়কঃ॥

রস, গন্ধক, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ, কর্পূর, প্রবাল ও বঙ্গ প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা। অহিফেনের ক্বাথে, মোচার রসে এবং যজ্ঞডুমুরের রসে প্রত্যেক ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। পারদ ও গন্ধকের পরিবর্ত্তে ষড়্গুণ বলিজারিত রস বা রসসিন্দূর প্রদান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। রোগ বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে বিংশতিপ্রকার মেহ, বহুমূত্র ও সোমরোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

বহুমূত্রান্তকরসঃ।

সিন্দূরঞ্চ তথা লৌহো বঙ্গাহিফেনসারকৌ।
উড়ুম্বরভবং বীজং বিল্বমূলং সুরপ্রিয়া॥
সর্ব্বং সমং জম্বুফলরসৈঃ সংমর্দ্দিতং ভবেৎ।
রক্তিদ্বয়মিতাং খাদেদ্বটিকামনুপানতঃ॥
দদ্যাদৌড়ুম্বরফলরসং পথ্যবিধিং শৃণু।
মাংসপ্রধানং ভক্ষ্যঞ্চ তথা গোধূমপিষ্টকম্॥
বহুমূত্রান্তকরসো নাশয়েদবিকল্পতঃ।
বহুমূত্রং তথা চান্যান্ রোগাংশ্চৈব তদুদ্ভবান্॥
তৃষ্ণাধিক্যে প্রদাতব্যং শৃতশীতমিদং শুভম্।
সারিবা মধুকং দ্রাক্ষা দর্ভঃ সরলচন্দনে॥
পথ্যা মধুকপুষ্পঞ্চ সর্ব্বঞ্চ সমভাগকম্।
জলে সংস্থাপ্য রজনীং পরাহে বস্ত্রগালিতম্।
প্রোক্তং গহননাথেন সদ্যস্তৃষ্ণাহরং পরম্॥

রসসিন্দূর, লৌহ, বঙ্গ, অহিফেনসার, যজ্ঞডুমুরবীজ, বিল্বমূল ও কাবাবচিনি, এই সকল দ্রব্য সমভাগ, যজ্ঞডুমুরের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। অনুপান যজ্ঞডুমুরের রস। পথ্য মাংসপ্রধান ভক্ষদ্রব্য ও গোধূমপিষ্টক (রুটী) প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবনে বহুমূত্র ও তজ্জনিত অন্যান্য

রোগ সত্বর প্রশমিত হয়। তৃষ্ণাধিক্যে নিম্নলিখিত শৃতশীতল পান করিবে। অনন্তমূল, যষ্টিমধু, কিসমিস্, বেণার মূল ও সরলকাষ্ঠ অভাবে শ্বেতচন্দন, হরীতকী ও মউলফুল এই সমস্ত মিলিত ২ তোলা, কুটিয়া পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যাকালে ৩ ছটাক জলে ভিজাইয়া রাখিবে, পরদিন প্রাতে ছাঁকিয়া লইয়া শৃতশীত পান করিলে সদ্য তৃষ্ণা বিদূরিত হয়।

তন্ত্রান্তরোক্ত বহুমূত্রান্তকরসঃ।

রসশ্চ শাল্মলীমূলচূর্ণং কদলীমূলজম্।
উড়ুম্বরবীজচূর্ণং লৌহো বঙ্গঞ্চ বিদ্রুমম ॥
মুক্তাহিফেনসারৌ চ প্রত্যেকং সমভাগিকম্।
মর্দ্দয়েন্মালতীপুষ্পরসেন কুশলো ভিষক্ ॥
রক্তিদ্বয়মিতাং কুর্য্যাদ্ বটিকামতিশোভনাম।
বহুমূত্রান্তকো নাম রসঃ পরমশোভনঃ ॥
মধুমেহং সোমরোগং হন্তি ভাস্বান্ যথা তমঃ।

রসসিন্দূর, শিমুলমূলচূর্ণ, যজ্ঞডুমুরের বীজচূর্ণ, কদলীমূলচূর্ণ, লৌহ, বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল ও অহিফেনসার প্রত্যেক সমভাগ। মালতীপুষ্পরসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে। ইহা যথাযোগ্য সেবন করিলে মধুমেহ, সোমরোগ প্রভৃতি সত্বর উপশমিত হয়।

বসন্তকুসুমাকররসঃ।

বৈক্রান্তস্য চ ভাগৈকং দ্বিভাগং হেমভস্মনঃ।
অভ্রকস্য চ ভাগৌ দ্বৌ মুক্তাবিদ্রুময়োস্তথা।
বঙ্গভস্ম ত্রিভাগং স্যাৎ রসস্য ভস্মনস্তথা ॥
চত্বারোহস্য চ ভাগাশ্চ সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দিতম্।
জম্বীরাদ্ভিশ্চ গোদুগ্ধৈরিক্ষুশীরোত্থবারিভিঃ।
বৃষদ্রবৈরিক্ষুনীরৈঃ সপ্তধা ভাবয়েৎ পৃথক্।
ভাবিতো রসরাজঃ স্যাৎ বসন্তকুসুমাকরঃ।
বল্লোহস্য মধুনা লীঢ়ঃ সোমরোগং ক্ষয়ং নয়েৎ ॥
ধ্বজভঙ্গং শুক্রমেহং মেহাংশ্চ বহুমূত্রকম্।
তৃষ্ণাং দাহং তালুশোষং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
বল্যঃ পুষ্টিকরো বৃষ্যঃ সর্ব্বরোগনিবর্হণঃ।
হন্তি জীর্ণজ্বরং শ্বাসং ক্ষয়রোগং কৃশাঙ্গতাম্ ॥
নাতঃপরতরং কিঞ্চিদ্রসায়নমিহেষ্যতে ॥

(রসভস্ম তদভাবে মূর্চ্ছিতরসঃ। মূত্রাতিসারে সোমরোগে চ রসায়নম্।)

বৈক্রান্ত ১ ভাগ, স্বর্ণ, অভ্র, মুক্তা, প্রবাল প্রত্যেক ২ ভাগ, বঙ্গ ৩ ভাগ, রসসিন্দুর ৪ ভাগ এই সমুদায় গোঁড়ালেবুর রসে, গব্যদুগ্ধে, বেণার মূলের কাথে, বাসকছাল ও ইক্ষুর রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধুর সহিত সেব্য। ইহা দ্বারা সোমরোগ, বহুমূত্র, প্রমেহ, তৃষ্ণা, দাহ এবং অন্যান্য বিবিধ রোগের শান্তি ও বল বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন ঔষধ।

বৃহদ্ধাত্রীঘৃতম্।

ধাত্রীফলরসপ্রস্থং বিদারীস্বরসং তথা।
ক্ষীরস্যাপি শতাবর্য্যাঃ প্রস্থং প্রস্থং রসস্য চ ॥
তৃণপঞ্চরসপ্রস্থং দত্বা প্রস্থং ঘৃতস্য চ।
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা বৈদ্যঃ পাকং জ্ঞাত্বা বিধানতঃ ॥
এলা লবঙ্গ ত্রিফলা কপিত্থফলমেব চ।
সজলং সরলং মাংসী কদলীকন্দমেব চ ॥
উৎপলস্য চ কন্দানি কল্কং দত্বা বিচক্ষণঃ।
ততঃ কল্কং পরিস্রাব্য চূর্ণং দদ্যাৎ পলং পলম্ ॥
মধুকং ত্রিবৃতা চৈব ক্ষারকং বৃদ্ধদারকম্।
শর্করায়াঃ পলাষ্টৌ মধুনশ্চ পলাষ্টকম্ ॥

চূর্ণং দত্ত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
সোমরোগং নিহন্ত্যাশু তৃষ্ণাং দাহমরোচকম্॥
মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছ্রং নাশয়েদ্ বহুমূত্রকম্।
পিত্তজান্ বিবিধান্ ব্যাধীন্
বাতজাংশ্চ সুদারুণান্॥
করোতি শুক্রোপচয়ং বলবর্ণকরং পরম্।
নানারূপবিকারঘ্নং বলদং বহুমূত্রঘ্নৎ॥

ঘৃত ৪ সের। আমলকীর রস ৪ সের (স্বরসাভাবে ক্কাথ যথা, আমলকী ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের), ভূমিকুষ্মাণ্ডরস ৪ সের, শতমূলীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, তৃণপঞ্চমূলের ক্কাথ ৪ সের। কল্কার্থ এলাইচ, লবঙ্গ, ত্রিফলা, কয়েতবেল, বালা, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল ও শুঁদিমূল প্রত্যেক ৬ তোলা। যথানিয়মে পাক করিয়া কল্ক সকল ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিবে। পরে যষ্টিমধু, তেউড়ীমূল, যবক্ষার ও বিদ্ধড়কমূল প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল এবং চিনি ৮ পল প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ৮ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে সোমরোগ প্রভৃতি নানা পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

স্বল্পধাত্রীঘৃতম্।

বিনা কল্কং স্বল্পধাত্রীঘৃতমেতন্নিগদ্যতে।
সর্ব্বং তুল্যং গুণৈরেব পথ্যাপথ্যং তদেব হি॥

উপরি লিখিত বৃহদ্ধাত্রীঘৃত বিনা-কল্কে পাক করিলে তাহাকে স্বল্পধাত্রীঘৃত বলা যায়। ইহা সর্ব্ববিষয়ে বৃহদ্ধাত্রীঘৃতের তুল্য।

কদল্যাদিঘৃতম্।

কদলীকন্দনির্য্যাসে তৎপ্রসূনতুলাং পচেৎ।
চতুর্ভাগাবশেষেঽস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
চন্দনং সরলং মাংসী কদলীমূলকং তথা।
এলা লবঙ্গ ত্রিফলা কপিত্থফলমেব চ॥
ঔদকানি চ কন্দানি ন্যগ্রোধাদিগণস্তথা।
কল্কেনানেন সংসিদ্ধং সোমরোগনিবারণম্॥
মূত্ররোগানশেষাংশ্চ প্রভূতান্ শুক্রপিচ্ছিলান্।
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব মূত্রাতিসারমেব চ॥
পীতং ঘৃতং নিহন্ত্যাশু বিষ্ণুচক্রমিবাসুরান্।
কদল্যাদি ঘৃতং নাম বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্॥

ঘৃত ৪ সের, কদলীপুষ্প (মোচা) ১০০ পল, পাকার্থ কদলীমূলের রস ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ রক্তচন্দন, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল, এলাইচ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কয়েতবেল, পদ্মমূল, কেশুরমূল, নীলোৎপলমূল, পানিফলমূল, বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পিয়াল, পাকুড়, বেতস, আম, জাম, বনজাম, কুল, মউল, লোধ, অর্জ্জুন, কেঁদু, কট্‌কী, কদম্ব, শিরীষ ও পলাশ প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে সোমরোগ প্রভৃতি নানা বিধ পীড়ার নিবৃত্তি হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বহুমূত্রাধিকারঃ।

শুক্রমেহাধিকারঃ।

শুক্রমেহে প্রথমতঃ ক্রিয়া সংশোধনী হিতা।
যেত্তসো রক্ষণং তত্র কার্য্যঞ্চাতিপ্রযত্নতঃ॥

শুক্রমেহে প্রথমতঃ সংশোধন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। এই পীড়ায় যাহাতে শুক্রের ব্যয় না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত।

ত্রিফলা দারু দার্ব্ব্যব্দং পার্থত্বগ্ রক্তচন্দনম্।
ত্রিফলা মুস্তকং দারু কুষ্ঠাগুরু কশেরুকম্॥
তাম্বূলামৃশৈবালং শ্লোকপাদসমাপনাঃ।
কষায়াঃ শময়ন্ত্যাশু শুক্রমেহং ন সংশয়ঃ॥

ত্রিফলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুতা। অর্জ্জুনছাল ও রক্তচন্দন। ত্রিফলা, মুতা ও দেবদারু। কুড়, অগুরু ও কেশুর। পানের শিকড়, কুড় ও শৈবাল। এই কয়েকটী কাথ শুক্রমেহ নিবারক।

শাল্মল্যাঃ স্বরসো জ্ঞেয়ঃ শুক্রমেহনিসূদনঃ॥

প্রত্যহ শিমুলমূলের রস পান করিলে শুক্রমেহের শান্তি হয়।

স্বপ্নে শুক্রচ্যুতির্ন স্যাদ্ যদি চাদ্যাৎ স্বরপ্রিয়াম্।

স্বপ্নদোষ নিবারণার্থ কাবাবচিনি ব্যবস্থেয়। শয়নের পূর্ব্বে ৵০ বা ।০ আনা মাত্রায় ইহার চূর্ণ সেবনীয়।

সকর্পূরাহিফেনস্য সেবনঞ্চ তদর্থকৃৎ।

কর্পূর ২ রতি ও অহিফেন ।০ রতি একত্র মর্দ্দন করিয়া শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিলে স্বপ্নদোষ বিবারিত হয়।

কামধেনুরসঃ।

সিন্দূরমভ্রং নাগঞ্চ কর্পূরং হেম মাক্ষিকম্।
খর্পরং রজতঞ্চাপি মর্দ্দয়েৎ কমলাম্ভসা॥
ততো গুঞ্জামিতাঃ কৃত্বা বটীশ্ছায়াপ্রশোষিতাঃ।
একৈকাং দাপয়েদাসাং কসেরুস্বরসেন চ॥
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি শুক্রমেহং বিশেষতঃ।
জ্বরং জীর্ণঞ্চ যক্ষ্মাণং কামধেন্বভিধো রসঃ॥

রসসিন্দূব, অভ্র, সীসা, কর্পূর, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর ও রৌপ্য প্রত্যেক সমভাগে লইয়া পদ্মপত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। কেশুরের রসের সহিত সেবনীয়। ইহা দ্বারা শুক্রমেহ প্রভৃতি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

শিলাজত্বাদিবটী।

শিলাজত্বভ্র হেমানি লৌহ গুগ্‌গুলু টঙ্গনম্।
কেশরাজস্য তোয়েন মর্দ্দয়েদ্দিবসদ্বয়ম্॥
বল্লমানাং বটীং কৃত্বা শৈবালসলিলেন চ।
প্রাতঃ প্রাতঃ প্রযুঞ্জীত শুক্রমেহনিবৃত্তয়ে॥

শিলাজতু, অভ্র, স্বর্ণ, লৌহ, গুগ্‌গুল ও সোহাগার খই এই সমুদায় সমভাগে লইয়া কেশুরিয়ার রসে ২ দিবস মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। শেওড়ার রসের সহিত প্রত্যহ প্রাতে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে শুক্রমেহের শান্তি হয়।

চন্দনাদিচূর্ণম্।

চন্দনং শাল্মলীপুষ্পং ত্রিজাতং রজনীদ্বয়ম্।
অনন্তাং শারিবাং মুস্তমুশীরং যষ্টিকামলে॥

স্বর্ণপত্রীং শুভাং ভার্গীং দেবদারু হরীতকীম্।
সর্ব্বং দ্বিগুণিতং লৌহঞ্চৈকত্র পরিমর্দ্দয়েৎ ॥
প্রমেহা বিংশতিঃ শ্বাসঃ কাসো জীর্ণজ্বরস্তথা।
প্রাশনাদস্য নশ্যন্তি দুর্নামানি চ কামলা ॥
(চন্দনমত্র শ্বেতম্।)

শ্বেতচন্দন, শিমুলফুল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, মুতা, বেণার মূল, যষ্টিমধু, আমলা, সোনামুখী, বংশ-লোচন, বামনহাটী, দেবদারু ও হরীতকী প্রত্যেক সমভাগ এবং এই সকলের সমষ্টির দ্বিগুণ লৌহ একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহা সেবন করিলে প্রমেহাদি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

মাক্ষিকাদিচূর্ণম্।

মাক্ষিকং পারদং গন্ধং খর্পরং গিরিমৃত্তিকাম্।
শিলাজত্বভ্রলৌহানি শাল্মল্যাঃ কুসুমং ত্বচম্ ॥
বিদারীং গোক্ষুরং বীজং চৈকত্র পরিমর্দ্দয়েৎ।
মাষমাত্রং প্রযুঞ্জীত শুক্রমেহনিবৃত্তয়ে ॥

স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, খর্পর, গেরিমাটী, শিলাজতু, অভ্র, লৌহ, শিমুলফুল, শিমুলছাল, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও গোক্ষুরবীজ এই সমুদায় সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহা সেবনে শুক্রমেহের শান্তি হয়।

শাল্মলীঘৃতম্।

শাল্মলীদ্রবসংযুক্তং সর্পিশ্ছাগীপয়োঽন্বিতম্।
অশ্বগন্ধাং বরীং রাস্নাং মুষলী বিশ্বভেষজম্ ॥
অনন্তাং মধুকং দ্রাক্ষাং দত্ত্বা চ পলমানতঃ।
পচেন্মন্দাগ্নিনা বৈদ্যঃ পাত্রে মৃৎপরিনির্ম্মিতে ॥
প্রমেহান্ নিখিলান্ হন্তি শুক্রমেহং বিশেষতঃ।
ক্লৈব্যং ধাতুক্ষয়ং শোষং কাসঞ্চৈতদ্ বরং ঘৃতম্ ॥

গব্য ঘৃত ৪ সের, শিমুলের রস ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ অশ্বগন্ধা, শতমূলী, রাস্না, তালমূলী, শুঁঠ, অনন্ত-মূল, যষ্টিমধু ও দ্রাক্ষা, প্রত্যেক ১ পল। পাকার্থ জল ১৬ সের। মৃত্তিকাপাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা সেবনে শুক্রমেহাদি পীড়ার শান্তি হয়।

চন্দনাসবঃ।

চন্দনং বালকং মুস্তং গাম্ভারীং নীলমুৎপলম্।
প্রিয়ঙ্গুং পদ্মকং লোধ্রং মঞ্জিষ্ঠাং রক্তচন্দনম্ ॥
পাঠাং কিরাততিক্তঞ্চ ন্যগ্রোধং পিপ্পলং শটীম্।
পর্পটং মধুকং রাস্নাং পটোলং কাঞ্চনারকম্ ॥
আম্রত্বচং মোচরসং প্রত্যেকং পলমাত্রকম্।
ধাতকীং ষোড়শপলাং দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিম্ ॥
জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপ্ত্বা শর্করায়াস্তুলাং তথা।
গুড়স্যার্দ্ধতুলাঞ্চাপি মাসং ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥
চন্দনাসব ইত্যেষ শুক্রমেহবিনাশনঃ।
বলপুষ্টিকরো হৃদ্যো বহ্নিসন্দীপনঃ পরঃ ॥

শ্বেতচন্দন, বালা, মুতা, গাম্ভারী-ফল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, আকনাদি, চিরাতা, বটছাল, অশ্বত্থছাল, শটী, ক্ষেতপাপড়া, যষ্টিমধু, রাস্না, পটোল-পত্র, কাঞ্চনছাল, আমছাল ও মোচরস প্রত্যেক ১ পল, ধাইফুল ১৬ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, চিনি ১২॥০ সের ও গুড় ৬।০ সের, এই সমুদায় ১২৮ সের জলে মিশ্রিত করিয়া আবৃতভাণ্ডে ১ মাস রাখিবে। পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইলে

চন্দনাসব প্রস্তুত হইবে। ইহা শুক্রমেহ নিবারক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, হৃদ্য ও অগ্নিসন্দীপক।

শুক্রমেহে পথ্যাপথ্যানি।

অভিষ্যন্দ্যতিতীক্ষ্ণঞ্চ পানান্নং বহ্নিসূর্য্যয়োঃ।
সন্তাপং স্ত্রীপ্রসক্তিঞ্চ বেগরোধং প্রজাগরম্॥
ক্রোধং শোকং দিবানিদ্রাং লঙ্ঘনঞ্চাতিচিন্তনম্।
অত্যালস্যমসৎসঙ্গং শুক্রমেহে বিবর্জ্জয়েৎ॥

শুক্রমেহে কফজনক বা অতি তীক্ষ্ণ অন্নপানীয়, অগ্নিতাপ, রৌদ্র, স্ত্রীপ্রসক্তি, মলমূত্রাদির বেগধারণ, রাত্রিজাগরণ, ক্রোধ, শোক, দিবানিদ্রা, লঙ্ঘন, অধিক চিন্তা, অতিশয় আলস্য ও অসৎ-সঙ্গ এই সমুদায় বর্জ্জনীয়।

সুপাচ্যং শুক্রকৃচ্চান্নং সৎসংসক্তিশ্চ সৎকথা।
শান্তিগ্রন্থস্যাধ্যয়নং হিতাঙ্গত্রেশচিন্তনম্॥

এই পীড়ায় সুপাচ্য ও শুক্রজনক অন্নভোজন এবং সর্ব্বদা সৎসংসর্গ, সদালাপ, শান্তিপূর্ণ গ্রন্থাধ্যয়ন ও ঈশ্বর-চিন্তায় সময় যাপন কর্ত্তব্য।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং শুক্রমেহাধিকারঃ।

ওজোমেহাধিকারঃ।

চন্দনাদিঃ।

চন্দনং নলদং দ্রাক্ষা গুড়ূচী মধুকং স্ফটী।
ধাত্রী চ ক্বাথ এতেষাং ওজোমেহোপশান্তিকৃৎ॥
তথা হারিদ্র-মাঞ্জিষ্ঠ মেহাদীনাং পরৌষধম্।
সোপদ্রবাণাং কথিতঃ কৃপার্দ্রেণৈব শম্ভুনা॥

শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বেণার মূল, কিস্‌মিস্, গুলঞ্চ, মউলফুল ও আমলকী মিশ্রিত ২ তোলা। জল অর্দ্ধ সের। শেষ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ ফট্‌কিরি ৪ রতি। ইহা সেবনে ওজোমেহ প্রভৃতি বিবিধ মেহ, জ্বরাদি উপদ্রবসংযুক্ত হইলেও সত্বর উপশমিত হয়।

অজমোদাদি চূর্ণম্।

অজমোদামৃতা শুণ্ঠী গুড়ূচী ত্রিফলা ত্রিবৃৎ।
বীজং গোক্ষুরজং দারুনিশা শ্যামা নৃসারকম্॥
চূর্ণমেষাং মাষমিতং সেবিতং যত্নতো হরেৎ।
ওজঃপিষ্টাদিজান্ মেহান্ দ্রুতংভাস্বান্ যথা তমঃ॥

বনযমানী, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, তেউড়ী, গোক্ষুরবীজ, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা ও নিশাদল এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহা সেবনে ওজঃ, পিষ্ট, মাঞ্জিষ্ঠ, হারিদ্র ও মধুমেহ প্রভৃতি সমস্ত মেহ সত্বর উপশমিত হয়।

চন্দনাসবঃ।

চন্দনং সরলং দেবদারু দারুনিশা নিশা।
ত্রিবৃৎ চিত্রকমূলঞ্চাগুরু ধাত্রী সুরপ্রিয়ম্॥
শতমূলাশ্মভিদ্ বাসাত্বচশ্চ সারিবাদ্বয়ম্।
লক্ষ্মণায়াস্তথা মূলং বাবরীবরুণত্বচৌ॥
প্রত্যেকং পলিকং জ্ঞেয়ং দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশকম্।
ধাতকীং ষোড়শপলাং তুলামানাং সিতাং তথা॥
মাক্ষিকার্দ্ধপলং সর্ব্বং জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপেৎ।
মাসমেকং ভাণ্ডমধ্যে সপিধানে নিধাপয়েৎ॥
চন্দনাসব ইত্যেষ রোগানীকনিকৃন্তনঃ।
শুক্রদোষং রজোদোষং মূত্রদোষং সুদারুণম্॥
নিহন্তি বিবিধান্ মেহান্ কৃচ্ছ্রমষ্টবিধং তথা।
চতস্রশ্চাশ্মরীস্তদ্বৎ মূত্রাঘাতাংস্ত্রয়োদশ॥

অন্ত্রবৃদ্ধিং পাণ্ডুরোগং কামলাঞ্চ হলীমকম্।
কাসং শ্বাসং তথা কুষ্ঠমগ্নিমান্দ্যমরোচকম্॥
ঔপসর্গিকমেহাংশ্চ নাশয়েদবিকল্পতঃ।
ভাষিতঃ শ্রীমহেশেন লোকানাং হিতকারিণা॥

শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, চিতামূল, তেউড়ী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলা, শতমূলী, বাসকছাল, শ্বেতবেড়েলার মূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, কাবাবচিনি, বাবলার ছাল, বরুণছাল ও পাষাণভেদী প্রত্যেক ১ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, চিনি ১২॥০ সের, মধু ৬।০ সের, জল ১২৮ সের, এই সমুদায় দ্রব্য একত্রিত করিয়া একমাসকাল একটী আবৃতপাত্রে রাখিবে। তাহাতে আসব প্রস্তুত হইবে। এই আসব শুক্র ও রজোদোষনাশক। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, অশ্মরী বিশেষতঃ সপূয় মেহ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর প্রশমিত ও মূত্রের জ্বালা নিবারিত হয়।

লসিকামেহে—তিন্দুকাদিঃ।

তিন্দু বিল্বং বিড়ঙ্গঞ্চ ব্যাঘ্রী ধাত্রী চ জাম্ববী।
বব্বুলং রোহিতঞ্চৈব খদিরং রক্তচন্দনম্।
এষাং কাথো হরেন্মেহং লসিকাখ্যং সুদারুণম্।
তথা মাঞ্জিষ্ঠমেহাদি নানোপদ্রবসংবৃতম্।

গাবের ফল, বেলশুঁঠ, বিড়ঙ্গ, কণ্টকারী, আমলা, জামছাল, বাবলাছাল, রোহিতকছাল, খদিরকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। ইহা সেবনে জ্বরাদি উপদ্রবসংযুক্ত লসিকামেহ ও অন্যান্য বিবিধ মেহ উপশমিত হয়।

চন্দনাদিচূর্ণম্।

রক্তাঙ্গ বব্বুলরসঃ প্রিয়ঙ্গু-
জম্বাম্রবীজেন্দ্রযবং যমানী।
বন্যা চ সা মোচরসো গুড়ূচী
লৌহস্য ভস্ম সমমেব সর্ব্বম্॥
মাত্রৈকমাসপ্রমিতা বিধেয়া
প্রোক্তং মহেশেন চ চন্দনাদি।
চূর্ণং প্রমেহান্ সকলাংশ্চ তূর্ণং
সপূয়রক্তং লসিকাখ্যমেহম্॥
সোপদ্রবং হন্তি তথাগ্নিমান্দ্যং
তৃষ্ণাজ্বরারোচকরোগসংঘান্॥

রক্তচন্দন, গঁদ, প্রিয়ঙ্গু, জামের বীজ, আমের বীজ, ইন্দ্রযব, যমানী, বনযমানী, মোচরস, গুলঞ্চ এবং জারিত লৌহ এই সকলের সূক্ষ্মচূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাষা মাত্রায় তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ বিশেষতঃ পূয, রক্ত ও জ্বরাদিসংযুক্ত লসিকামেহ সত্বর প্রশমিত হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং ওজোমেহাধিকারঃ।

ঔপসর্গিকমেহাধিকারঃ।

ব্রণমেহীত্যজেদ্ যত্নাদ্ ব্যবায়ং সোঽহিতো যতঃ।
স্ত্রিয়াশ্চ পরিভুক্তায়া আময়ং জনয়েচ্চ তম্॥
ভেষজং পানমন্নঞ্চ নিষেবেতানুলোমনম্।
ব্রণঘ্নং মূত্রজননং ক্রিয়ামুগ্রাং বিবর্জ্জয়েৎ॥

ঔপসর্গিক মেহে স্ত্রীসঙ্গম একেবারে পরিত্যজ্য, কারণ ইহার দ্বারা পীড়ার বৃদ্ধি এবং উপগতা স্ত্রীরও ঐ পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে সকল ঔষধ, অন্ন ও পান বাতানুলোমক, ব্রণঘ্ন ও মূত্রজনক, তৎসমুদায় সেব্য এবং উগ্র-ক্রিয়া বর্জ্জনীয়।

কোষ্ণে জাত্যা বরায়া বা
ক্বাথে শিশ্নং নিমজ্জয়েৎ।
বেদনোপশমস্তেন ব্যাধেশ্চ বলসংক্ষয়ঃ॥

জাতীপত্র বা ত্রিফলার ঈষদুষ্ণ ক্বাথে লিঙ্গ নিমগ্ন করিয়া রাখিলে বেদনার উপশম ও ব্যাধির বলহ্রাস হয়।

আভানির্য্যাসতোয়ঞ্চ যবক্ষারযুতং পিবেৎ।
সজলং ক্ষীরমামং বা ব্রণমেহনিবৃত্তয়ে॥

বাবলার আটা-ভিজান জলের সহিত যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া, অথবা সজল কাঁচা দুগ্ধ পান করিলে এই পীড়ার উপশম হয়।

পিবেদ্ বা শারিবাক্বাথং সক্ষারনরসারকম্।

অনন্তমূলের ক্বাথে যবক্ষার ৪ রতি ও নিশাদল ৪ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে উপকার দর্শে।

শ্যামামনন্তাং কটুকীঞ্চ বীজং গোক্ষুরসম্ভবম্।
গন্ধাশ্মনরসারাভ্যাং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ॥

শ্যামালতা, অনন্তমূল, কট্‌কী ও গোক্ষুরবীজ ইহাদের ক্বাথে গন্ধক ২ রতি ও নিশাদল ২ রতি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ঔপসর্গিক মেহের উপশম হয়।

একং সুরপ্রিয়ফলং মেহমাগন্তুকং হরেৎ।

আগন্তুক মেহে কাবাবচিনি বিশেষ উপকারী। ইহার চূর্ণ প্রাতে ৵০ আনা ও সন্ধ্যার পর ৵০ আনা মাত্রায় সেবনীয়।

বরাভাপিপ্পলানাঞ্চ ব্রণমেহনিবৃত্তয়ে।
কুর্য্যাদুত্তরবস্তিঞ্চ কষায়েণ প্রযত্নতঃ॥

ত্রিফলা, বাবলাছাল ও অশ্বত্থছাল ইহাদের ক্বাথ পিচকারী দ্বারা লিঙ্গ-রন্ধ্রে প্রয়োগ করিবে।

মহাভ্রবটী।

ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ সম্ভাব্য ভৃঙ্গরাজাম্ভসাভ্রকম।
তেন গন্ধং রসং লৌহং হেম চাভ্রার্দ্ধসম্মিতম।
বরাক্বাথেন সংমর্দ্দ্য বটিকাং রক্তিকোন্মিতাম্।
ঔপসর্গিকমেহস্য নাশায় দাপয়েদ্ ভিষক্॥

ভৃঙ্গরাজরসে ২১ বার ভাবিত অভ্র, গন্ধক, রস, লৌহ ও অভ্রের অর্দ্ধ পরিমিত স্বর্ণ এই সমুদায় ত্রিফলার ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত প্রয়োজ্য। ইহা সেবন করিলে ঔপসর্গিক মেহ প্রশমিত হয়।

কন্দর্পরসঃ।

রসং গন্ধং প্রবালঞ্চ কাঞ্চনং গিরিমৃত্তিকা।
বৈক্রান্তং রজতং শঙ্খং মৌক্তিকঞ্চ সমং সমম্॥
ন্যগ্রোধস্য কষায়েণ ভাবয়িত্বা চ সপ্তধা।
বল্লোন্মানাং বটীং কৃত্বা ত্রিফলাক্বাথবারিণা॥
সুরপ্রিয়স্যার্জ্জুনস্য ক্বাথেনৈবাম্ভসাপি বা।
ঔপসর্গিকমেহস্য শান্ত্যর্থং বিনিযোজয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, প্রবাল, স্বর্ণ, গেরিমাটী, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, শঙ্খ ও মুক্তা প্রত্যেক সমভাগে লইয়া বটছালের কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। ত্রিফলা, কাবাবচিনি, অর্জ্জুনছাল অথবা বাবলাছালের কাথের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহাতে আগন্তুক মেহের শান্তি হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামৌপসর্গিকমেহাধিকারঃ।

প্রমেহপিড়কাধিকারঃ।

প্রমেহপিড়কায়ান্তু হিতং শোধনমুচ্যতে।
সর্পিস্তৈলঞ্চ কুষ্ঠঘ্নং বিবিচ্যাত্র চ যোজয়েৎ॥

প্রমেহপিড়কায় বিরেচনক্রিয়া হিতকর। ইহাতে বিবেচনা করিয়া কুষ্ঠাধিকারোক্ত তৈল ও ঘৃত প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অনন্তাং শারিবাং দ্রাক্ষাং ত্রিবৃতাং স্বর্ণপত্রিকাম্।
কটুকীং হরীতকীং বাসাং পিচুমর্দ্দং নিশাযুগম্।
বীজং গোক্ষুরজঞ্চাপি কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
নাশং যান্তি প্রমেহোত্থা অনেন পিড়কা ধ্রুবম্॥

অনন্তমূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, তেউড়ী, সোনামুখী, কটুকী, হরীতকী, বাসকছাল, নিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুরবীজ ইহাদের কাথ পান করিলে প্রমেহজন্য পিড়কা সকলের শান্তি হয়।

মুদ্গপর্ণী মাষপর্ণী ত্রিবৃদারগ্বধঃ শটী।
বৃদ্ধদারকবীজঞ্চ নীলিন্যেলা হরীতকী।
শ্যামানন্তা দেবপুষ্পমিত্যেষাং সাধুসাধিতঃ।
কাথো হন্ত্যাং প্রমেহোত্থাঃ
পিড়কাঃ ক্ষিপ্রমেব হি॥

মুগানী, মাষাণী, তেউড়ী, সোঁদালপত্র, শটী, বিদ্ধড়কবীজ, নীলমূল, এলাইচ, হরীতকী, শ্যামালতা, অনন্তমূল ও লবঙ্গ ইহাদের কাথ পান করিলে প্রমেহপিড়কা সকলের শান্তি হয়।

মকরধ্বজরসঃ।

সিন্দূরং হেম লৌহঞ্চ দেবপুষ্পং সচন্দ্রকম্।
জাতীফলং মৃগমদঞ্চৈকত্র পরিমর্দ্দয়েৎ॥
পর্ণাম্ভসা ততঃ কুর্য্যাদ্ বটিকাং বল্লসম্মিতাম্।
সেবিতশ্ছাগপয়সা প্রমেহাংস্তৎকৃতান্ গদান্॥
ক্লৈব্যং ধাতুক্ষয়ং কাসং জীর্ণঞ্চ বিষমং জ্বরম্।
রসোঽয়ং ক্ষপয়েৎ তূর্ণং মকরধ্বজসংজ্ঞকঃ॥

রসসিন্দূর, স্বর্ণ, লৌহ, লবঙ্গ, কর্পূর, জায়ফল ও মৃগনাভি এই সমুদায় সমানভাগে লইয়া পানের রস দিয়া মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ছাগদুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, প্রমেহজাত পিড়কা, ক্লৈব্য, ধাতুক্ষয়, কাস, জীর্ণ ও বিষমজ্বর এই সমুদায় পীড়ার উপশম হয়।

সারিবাদিলৌহম্।

শারিবা নীলিনী রাস্না গুড়ুচ্যেলা চ চিত্রকঃ।
মাণশূরণশঙ্খিন্যস্ত্রিবৃদ্ভল্লাতকাভয়াঃ॥
এভির্যুতময়ো হন্তি প্রমেহপিড়কা দশ।
বাতরক্তং ষড়র্শাংসি ত্বগ্‌গদান্ নিখিলানপি॥

অনন্তমূল, নীলমূল, রাস্না, গুলঞ্চ, এলাইচ, চিতামূল, মাণ, ওল, চোর-কাঁচকী, তেউড়ী, ভেলা ও হরীতকী এই সমুদায় সমভাগ, সমষ্টির সমান লৌহ। মাত্রা ৬ রতি। ইহা সেবন করিলে প্রমেহপিড়কা, বাতরক্ত, অর্শঃ ও ত্বক্‌পীড়া সমস্ত নিরাকৃত হয়।

বৃহচ্ছ্যামাঘৃতম্।

শ্যামা বরা বলা পদ্মং বিদারী নীলমুৎপলম্।
অষ্টবর্গশ্চ মধুকমশ্বগন্ধা শতাবরী॥
অজমোদা হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা চন্দনদ্বয়ম্।
দ্রাক্ষা প্রসারণীমূলং সবিশ্বা কটুরোহিণী॥
এষাং কর্ষমিতৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং পচেদ্ভিষক্।
শ্যামা শতাবরীক্ষুণাং বিদার্য্যাঃ স্বরসং তথা॥
ছাগীপয়শ্চ তত্তুল্যং দত্ত্বা মন্দেন বহ্নিনা।
সিদ্ধমেতদ্ঘৃতং পাত্রে স্থাপয়েদথ মৃণ্ময়ে॥
প্রমেহাংস্তৎকৃতান্ ব্যাধীন্
ক্লীবতাং বাতশোণিতম্।
শুক্রক্ষয়ং রক্তপিত্তং হৃদ্রোগং ধাতুশোষণম্॥
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহঃ শ্যামাঘৃতমিদং বৃহৎ।
বালানাং পুষ্টিজননং গর্ভদোষহরং পরম্॥

গব্যঘৃত ৪ সের। শ্যামালতা, শতমূলী, ইক্ষু ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদের প্রত্যেকের রস ৪ সের। ছাগদুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ শ্যামালতা, ত্রিফলা, বেড়েলা, পদ্মকাষ্ঠ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, নীলোৎপল, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, যষ্টিমধু, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতচন্দন, দ্রাক্ষা, গন্ধভাদুলের মূল, শুঁঠ ও কট্‌কী প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, প্রমেহপিড়কা, ক্লীবতা, বাতরক্ত, শুক্র-ক্ষয়, রক্তপিত্ত, হৃদ্রোগ ও ধাতুশোষ প্রভৃতির নিবারণ হয়। ইহা বালকগণের পুষ্টিপ্রদ এবং গর্ভদোষ প্রশমক।

সারিবাদ্যাসবঃ।

সারিবাং মুস্তকং লোধ্রং ন্যগ্রোধং পিপ্পলং শটীম্।
অনন্তাং পদ্মকং বালং
পাঠাং ধাত্রীং গুড়ূচিকাম্॥
উশীরং চন্দনদ্বন্দ্বং যমানীং কটুরোহিণীম্।
পত্রমেলাদ্বয়ং কুষ্ঠং স্বর্ণপত্রাং হরীতকীম্॥
এষাং চতুঃপলান্ ভাগান্
সূক্ষ্মচূর্ণীকৃতান্ শুভান্।
জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপ্ত্বা দদ্যাদ্গুড়তুলাত্রয়ম্॥
পলানি দশ ধাতক্যা দ্রাক্ষাং ষষ্টিপলাং তথা।
মাসং সংস্থাপয়েদ্ভাণ্ডে সংবৃতে মৃণ্ময়ে শুভে॥
সারিবাদ্যাসবস্ত্বাশু পানান্মেহাশ্চ বিংশতিঃ।
শরাবিকাদয়ঃ সর্ব্বাঃ পিড়কাস্তৎকৃতাশ্চ যাঃ॥
ঔপদংশিকরোগাশ্চ বাতরক্তং ভগন্দরম্।
সর্ব্ব এতে শমং যান্তি ব্যাধয়ো নাত্র সংশয়ঃ॥

শ্যামালতা, মুতা, লোধ, বটছাল, অশ্বত্থছাল, শটী, অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ, বালা, আকনাদি, আমলা, গুলঞ্চ, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, যমানী, কট্‌কী, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, বড়-এলাইচ, কুড়, সোনামুখী ও হরীতকী প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ পল, গুড় ৩৷৷০ সের, ধাইফুল ১০ পল ও দ্রাক্ষা ৬০ পল এই সমুদায় ১২৮ সের জলে প্রক্ষিপ্ত ও

মৃৎপাত্রে রুদ্ধ করিয়া একমাস রাখিবে। পরে কল্ক ছাঁকিয়া দ্রবাংশ লইবে। ইহা সেবনে প্রমেহ, প্রমেহপিড়কা, উপদংশ-জন্য বিকৃতি, বাতরক্ত ও ভগন্দরের শান্তি হয়।

পানমন্নমভিষ্যন্দি রুক্ষং তীক্ষ্ণঞ্চ দুর্জ্জরম্।
বেগরোধং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং নিশিজাগরম্॥
সুরাং সুতীক্ষ্ণাং মৎস্যঞ্চ পলাণ্ডুঞ্চ রসোনকম্।
ত্যজেৎ সূর্য্যাগ্নিসন্তাপং প্রমেহজগদাতুরঃ॥

প্রমেহপিড়কাক্রান্ত রোগীর পক্ষে কফজনক, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ ও দুষ্পাচ্য পানাহার, বেগরোধ, মৈথুন, ব্যায়াম, রাত্রি-জাগরণ, সুতীক্ষ্ণ সুরা, মৎস্য, পলাণ্ডু, রসুন, রৌদ্র ও অগ্নিসন্তাপ বর্জ্জনীয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং প্রমেহপিড়কাধিকারঃ।

ফিরঙ্গরোগাধিকারঃ।

রসকর্পূরঃ।

গোধূমসম্পুটে সূতং চতুর্গুঞ্জামিতং শুভম্।
সংস্থাপ্যাতিপ্রযত্নেন নীরন্ধ্রীকৃতসম্পুটম্॥
সূক্ষ্মচূর্ণৈর্লবঙ্গস্য তাং বটীমবধূলয়েৎ॥
দন্তস্পর্শো যথা ন স্যাত্তথা তামম্ভসা গিলেৎ।
তাম্বূলং ভক্ষয়েৎ পশ্চাচ্ছাকাম্ললবণং ত্যজেৎ।
শ্রমমাতপমধ্বানং বিশেষাৎ স্ত্রীনিষেবণম্॥

ময়দার একটী ছোট ঠুলি করিয়া তন্মধ্যে ৪ রতি পরিমিত পারদ দিয়া মুখ এরূপ ভাবে বন্ধ করিবে, যেন ভিতরের পারদ দেখা না যায় কিংবা উপরেও পারদ না থাকে। পরে তাহার উপরে লবঙ্গের গুঁড়া মাখাইয়া এরূপ সতর্কতার সহিত গিলিয়া খাইবে, যেন দাঁতে না লাগে। ইহা সেবনের পর তাম্বূল খাইবে। এই ঔষধ সেবনকালে শাক, অম্ল, লবণ, পরিশ্রম, রৌদ্র, পথ-পর্য্যটন এবং স্ত্রীসঙ্গত্যাগ করিবে।

সপ্তশালিবটী।

পারদষ্টঙ্কমানঃ স্যাৎ খদিরষ্টঙ্কসংমিতঃ।
আকারকরভশ্চাপি গ্রাহ্যষ্টঙ্কদ্বয়োন্মিতঃ॥
টঙ্কত্রয়োন্মিতং ক্ষৌদ্রং খল্বে সর্ব্বং বিনিক্ষিপেৎ।
সংমর্দ্দ্য তস্য সর্ব্বস্য কুর্য্যাৎ সপ্ত বটীর্ভিষক্॥
রোগী যো ভক্ষয়েৎ প্রাতরেকৈকামম্বুনা বটীম্।
বর্জ্জয়েদম্ললবণং ফিরঙ্গস্তস্য নশ্যতি॥

পারদ অর্দ্ধতোলা, খদির অর্দ্ধতোলা, আকোরকরা বচ ১ তোলা ও মধু দেড় তোলা একত্র মাড়িয়া ৭টী বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা প্রাতঃকালে জলের সহিত একটী করিয়া সেবন করিলে ফিরঙ্গ রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনকালে অম্ল ও লবণ বর্জ্জনীয়।

ধূমপ্রয়োগঃ।

পারদঃ কর্ষমাত্রঃ স্যাৎ তাবানেব হি গন্ধকঃ।
তণ্ডুলাশ্চাক্ষমাত্রাঃ স্যুরেষাং কুর্য্যাত্তু কজ্জলীম্॥
তস্যাঃ সপ্তবটীং কুর্য্যাত্তাভির্ধূমং প্রযোজয়েৎ।
দিনানি সপ্ত তেন স্যাৎ ফিরঙ্গান্তো ন সংশয়ঃ।

পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা কজ্জলী করিয়া বিড়ঙ্গচূর্ণ ২ তোলার সহিত একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে ৭টী বটী প্রস্তুত করিয়া এক একটী দ্বারা ধূম প্রয়োগ করিলে সাত দিনে ফিরঙ্গ রোগ নিশ্চয় নষ্ট হয়।

পীতপুষ্পবলাপত্ররসৈষ্টঙ্কমিতং রসম্।
হস্তাভ্যাং মর্দ্দয়েত্তাবদ্ যাবৎ সূতো ন দৃশ্যতে॥

ততঃ সংস্বেদয়েদ্ধস্তাবেবং বাসরসপ্তকম্।
ত্যজেল্লবণমম্লঞ্চ ফিরঙ্গস্তস্য নশ্যতি॥

পীত বেড়েলার স্বরসের সহিত অর্দ্ধ তোলা পরিমিত পারদ হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিবে; যখন দেখিবে পারদ আর হস্তে দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন হস্ত দ্বারা পাণিস্বেদ দিবে। লবণ ও অম্ল পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ ৭ দিন করিলে ফিরঙ্গ রোগ নষ্ট হয়।

চূর্ণয়েন্নিম্বপত্রাণি পথ্যা নিম্বাষ্টমাংশিকা।
ধাত্রী চ তাবতী রাত্রী নিম্বষোড়শ ভাগিকাঃ॥
শাণ-মানমিদং চূর্ণমশ্নীয়াদম্ভসা সহ।
ফিরঙ্গং নাশয়ত্যেব বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।

নিম্বপত্রচূর্ণ ৮ তোলা, হরীতকীচূর্ণ ১ তোলা, আমলকীচূর্ণ ১ তোলা ও হরিদ্রা চূর্ণ এই সকল মিলিত করিয়া জলসহ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে বাহ্য ও আভ্যন্তর ফিরঙ্গরোগ বিনষ্ট হয়।

চোপচিনিভবং চূর্ণং শাণমানং সমাক্ষিকম্।
ফিরঙ্গব্যাধিনাশায় ভক্ষয়েল্লবণং ত্যজেৎ॥
লবণং যদি বা ত্যক্তুং নশক্নোতি যদা জনঃ।
সৈন্ধবং স হি ভুঞ্জীত মধুরং পরমং হিতম্।

অর্দ্ধতোলা পরিমিত তোপচিনিচূর্ণ মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে ফিরঙ্গ বিনষ্ট হয়। ইহাতে লবণ পরিত্যাগ করিবে, নিতান্ত অসক্ত হইলে সৈন্ধব খাইবে।

পারদঃ কর্ষমাত্রঃ স্যাত্তাবম্মাত্রস্তু গন্ধকঃ।
তাবম্মাত্রস্তু খদিরস্তেষাং কুর্য্যাত্তু কজ্জলীম্॥
রজনী কেশরক্রুট্যৌ জীরযুগ্মং যমানিকা।
চন্দনদ্বিতয়ং কৃষ্ণা বাংশী মাংসী চ পত্রকম্॥
অর্দ্ধকর্ষমিতং সর্ব্বং চূর্ণয়িত্বা চ নিক্ষিপেৎ।
তৎসর্ব্বং মধুসর্পির্ভ্যাং দ্বিপলাভ্যাং পৃথক্ পৃথক্।
মর্দ্দয়েদথ তৎখাদেদর্দ্ধকর্ষমিতং নরঃ॥
ব্রণঃ ফিরঙ্গরোগোত্থস্তস্যাবশ্যং বিনশ্যতি।
অন্যোঽপি চিরজাতোঽপি প্রশাম্যতি মহাব্রণঃ॥
এতদ্ভক্ষয়তঃ শোথো মুখস্যান্তর্ন জায়তে।
বর্জ্জয়েদত্র লবণমেকবিংশতিবাসরান্॥

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, কজ্জলী করিয়া তাহাতে খদির ২ তোলা, এবং হরিদ্রা, নাগকেশর, ছোটএলাইচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, রক্তচন্দন, চন্দন, পিঁপুল, বংশলোচন, জটামাংসী ও তেজপত্র প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা; মধু।০ একপোয়া ও ঘৃত।০ একপোয়া, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে ফিরঙ্গ-রোগোত্থ সর্ব্বপ্রকার ব্রণ বিনষ্ট হয়। ইহা ভক্ষণে মুখে শোথ হয় না। একুশ দিন লবণ পরিত্যাগ করিবে।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং ফিরঙ্গরোগাধিকারঃ।

ধ্বজভঙ্গাধিকারঃ।

ক্লৈবস্য লক্ষণং সংখ্যা নিদানঞ্চ।

ক্লীবঃ স্যাৎ সুরতাশক্তস্তদ্ভাবঃ ক্লৈব্যমুচ্যতে।
তচ্চ সপ্তবিধং প্রোক্তং নিদানং তস্য কথ্যতে।

রতিশক্তিহীন পুরুষকে ক্লীব কহে, তদ্বিষয়ে অশক্তির নাম ক্লৈব্য। ক্লৈব্য সপ্তবিধ; ক্রমে প্রত্যেকের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

তৈস্তৈর্ভাবৈরহৃদ্যৈস্তু রিরংসোর্মনসি ক্ষতে।
ধ্বজঃ পতত্যধো নৃণাং ক্লৈব্যং সমুপজায়তে।
দ্বেষ্যস্ত্রীসম্প্রয়োগাচ্চ ক্লৈব্যং তন্মানসং স্মৃতম্॥

১ম। ভয়, শোকাদি কারণে এবং অন্যান্য নানাপ্রকার অহৃদ্য হেতুবশতঃ

রমণোৎসুক ব্যক্তির মন ব্যাহত হইলে শিশ্ন পতিত হয়, উহার উন্নমনশক্তি থাকে না। তদ্রূপ, বিদ্বেষভাজন স্ত্রীর সহিত সঙ্গম বশতঃ ক্লীবত্ব উপস্থিত হয়। ইহার নাম মানসিক অর্থাৎ মনোবিঘাতক ক্লীবত্ব।

কটুকাম্লোষ্ণলবণৈরতিমাত্রোপসেবিতৈঃ।
পিত্তাচ্ছুক্রক্ষয়ো দৃষ্টঃ ক্লৈব্যং তস্মাৎ প্রজায়তে॥

২য়। কটু, অম্ল, উষ্ণ ও লবণদ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করিলে পিত্তবৃদ্ধি হইয়া শুক্রক্ষয় ও তজ্জন্য ক্লীবত্ব উপস্থিত হয়। ইহাকে পিত্তজনিত ক্লীবত্ব কহে।

অতিব্যবায়শীলো যো ন চ বাজীক্রিয়ারতঃ॥
ধ্বজভঙ্গমবাপ্নোতি স শুক্রক্ষয়হেতুকম্॥

৩য়। যে ব্যক্তি অধিক স্ত্রীসঙ্গম করে, কিন্তু বাজীকর ঔষধাদি সেবন করে না, তাহার শুক্রক্ষয় জন্য ধ্বজভঙ্গরোগ উৎপন্ন হয়।

মহতা মেঢ্ররোগেণ চতুর্থী ক্লীবতা ভবেৎ॥

৪র্থ। অতি উৎকট লিঙ্গরোগবশতঃ ক্লীবত্ব উৎপন্ন হয়।

বীর্য্যবাহিশিরাচ্ছেদান্মেহনানুন্নতির্ভবেৎ॥

৫ম। বীর্য্যবাহিনী শিরা ছিন্ন হইলে ধ্বজভঙ্গরোগ উৎপন্ন হয়।

বলিনঃ ক্ষুব্ধমনসো নিরোধাদ্‌ব্রহ্মচর্য্যতঃ।
ষষ্ঠং ক্লৈব্যং স্মৃতং তত্তু শুক্রস্তম্ভনিমিত্তজম্॥

(বলিনঃ পুষ্টস্য, ক্ষুব্ধমনসঃ কামাৎ সঙ্কলিতমনসঃ, ব্রহ্মচর্য্যমমৈথুনং তস্মাৎ নিরোধাৎ শুক্রস্য ক্লৈব্যং ভবতি।)

৬ষ্ঠ। কামাবির্ভাব হেতু সঙ্কলিতচিত্ত বলবান্ ব্যক্তির মৈথুন নিরুদ্ধ হইলে শুক্রস্তম্ভবশতঃ ক্লীবত্ব উৎপন্ন হয়।

জন্মপ্রভৃতি যৎ ক্লৈব্যং সহজং তদ্ধি সপ্তমম্॥

৭ম। জন্মাবধি যে ক্লীবত্ব হইয়া থাকে, তাহাকে সহজ ক্লৈব্য কহে।

অসাধ্যং সহজং ক্লৈব্যং মর্ম্মচ্ছেদাচ্চ যদ্ভবেৎ।
(মর্ম্মচ্ছেদাৎ বীর্য্যবাহিশিরাচ্ছেদাৎ)

মর্ম্মচ্ছেদবশতঃ যে ক্লীবতা উৎপন্ন হয়, তাহা এবং সহজ ক্লৈব্য অসাধ্য অর্থাৎ পঞ্চম ও সপ্তম ক্লীবতা কোনরূপেই প্রতিকৃত হয় না।

ক্লৈব্যচিকিৎসা—

ক্লৈব্যানামিহসাধ্যানাং কার্য্যো হেতুবিপর্য্যয়ঃ।
মুখ্যং চিকিৎসিতং যস্মান্নিদানপরিবর্জ্জনম্॥

পঞ্চম ও সপ্তম প্রকার ক্লীবতা ভিন্ন অন্যান্য ক্লীবতা সাধ্য। তত্তৎস্থলে প্রথমতঃ হেতুবিপর্য্যয় কর্ত্তব্য, অর্থাৎ যে কারণে ক্লীবতা উৎপন্ন হয়, তাহার বিপরীত ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য, যে হেতু নিদানপরিবর্জ্জন প্রধান চিকিৎসা বলিয়া পরিগণিত।

অশ্বগন্ধাঘৃতম্।

অশ্বগন্ধা পলশতং শুভদেশসমুত্থিতম্।
পুণ্যেঽহনি সমুদ্ধৃত্য সাধয়েৎ শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্॥
দ্রোণেঽম্ভসি পচেত্তাবদ্ যাবদ্‌পাদাবশেষিতম্॥
সর্পিঃপ্রস্থং পচেত্তেন গব্যং ক্ষীরং চতুর্গুণম্॥
কষায়ং ছাগমাংসস্য দত্ত্বাচ্ছুতদ্বয়স্য চ।

কল্কানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি কর্ষমাত্রাণি যোজয়েৎ ॥
কাকোলীদ্বয় মৃদ্বীকাং দ্বে মেদে চাথ জীবকম্ ।
স্বয়ং গুপ্তামৃষভকাবেলাং মধুকমেব চ ॥
মৃদ্বিকামুদ্গপর্ণ্যৌ চ জীবন্তীং চপলাং বলাম্ ।
নারায়ণীং বিদারীঞ্চ দত্ত্বা সম্যগ্ বিপাচয়েৎ ॥
সিতা চতুষ্পলং শীতে ক্ষিপেন্মধু পলাষ্টকম্ ।
লীঢ়্বা কর্ষং পয়ঃশীতং শীতঞ্চানুপিবেজ্জলম্ ॥
বৃদ্ধা বালক্ষতক্ষীণাঃ ক্ষীণমাংসবলেন্দ্রিয়াঃ ।
পুষ্টিতেজোবলারোগ্যং লভন্তে প্রাশ্য মানবাঃ ॥
ভবেৎ সপ্ততিবর্ষোঽপি যুবেব স্ত্রীসহস্রগঃ ।
বন্ধ্যাতীতবয়াঃ স্ত্রী চ লভতে পুত্রমুত্তমম্ ।
এতন্নির্ম্মিতমশ্বিভ্যামশ্বগন্ধাঘৃতং মহৎ ।
ক্ষীণে রেতসি কর্ত্তব্যা সর্ব্বা শুক্রকরী ক্রিয়া ॥

ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ছাগমাংস ২৪ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের; দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, দ্রাক্ষা, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, আলকুশী-বীজ, এলাইচ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, মুগানী, জীবন্তী, পিপ্পলী, বেড়েলা, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড মিলিত ১ সের। পাকান্তে শীতল হইলে চিনি ।০ পোয়া ও মধু ১ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ তোলা। অনুপান শীতল দুগ্ধ। সেবনান্তে শীতল জল পেয়। এই ঘৃত পানে দেহের পুষ্টি ও বীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়।

অমৃতপ্রাশঘৃতম্ ।

ছাগমাংসতুলাঞ্চৈব বাজিগন্ধাং তথৈব চ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং কুর্য্যাৎ পাদাবশেষিতম্ ॥
ঘৃতপ্রস্থং পচেত্তেন অজাক্ষীরং চতুর্গুণম্ ।
মূর্চ্ছনার্থে প্রদাতব্যং কুঙ্কুমঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্ ॥
বলামূলঞ্চ গোধূমঞ্চাশ্বগন্ধা তথামৃতা ।
গোক্ষুরঞ্চ কশেরুশ্চ ত্রিকটু চ সধান্যকম্ ॥
তালাঙ্কুরং ত্রৈফলঞ্চ কস্তূরী বীজবানরী ।
মেদে দ্বে চ তথা কুষ্ঠং জীবকর্ষভকৌ শটী ॥
দার্ব্বী প্রিয়ঙ্গু মঞ্জিষ্ঠা নতং তালীশপত্রকম্ ।
এলাপত্রত্বচং নাগং জাতীকুসুম রেণুকম্ ॥
সরলং জাতীকোষঞ্চ সূক্ষ্মৈলোৎপল সারিবা ।
মূলং বিশ্বস্য জীবন্তী ঋদ্ধি বৃদ্ধি উড়ুম্বরম্ ॥
প্রত্যেকং কর্ষমাত্রাণি পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ ।
বস্ত্রপূতে সুশীতে চ সিতাং দদ্যাচ্ছরাবকম্ ॥
কর্ষমাত্রং ততঃ খাদেদুষ্ণদুগ্ধানুপানতঃ ।
বৃংহণীয়ং বিশেষেণ বলপুষ্টিকরং সদা ॥
প্রমেহান্ ধ্বজভঙ্গাংশ্চ নাশয়েদবিকল্পতঃ ।
এতদ্বৃষ্যকরং সর্পিঃ কাশীরাজেন নির্ম্মিতম্ ॥
দৃষ্টং সিদ্ধফলং হ্যেতদ্ বাজীকরণমুত্তমম্ ।
অমৃতপ্রাশনামেদং সর্ব্বাময়নিসূদনম্ ॥
শিরোরোগে নষ্টশুক্রে স্ত্রীষু নষ্টার্ত্তবাসু চ ।
ন চ শুক্রং ক্ষয়ং যাতি বলং হ্রাসং ন চ ব্রজেৎ ॥
দশ স্ত্রীণাং রমেন্নিত্যমানন্দ উপজায়তে ।
কাসার্শ আমশূলঘ্নং বদ্ধকোষ্ঠহরং পরম্ ।
সিদ্ধঘৃতপ্রয়োগেণ স্থিরং ভবতি যৌবনম্ ॥

ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ ছাগমাংস ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। মূর্চ্ছার্থ কুঙ্কুম ৪ তোলা। কল্কদ্রব্য বেড়েলামূল, গোধূম, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, কেশুর, ত্রিকটু, ধন্যা, তালাঙ্কুর, ত্রিফলা, মৃগনাভি, আলকুশীবীজ, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, তগর-পাদুকা, তালীশপত্র, এলাইচ, তেজপত্র, গুড়ত্বক, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, রেণুক,

সরলকাষ্ঠ, জয়িত্রী, ছোটএলাইচ, উৎপল, অনন্তমূল, তেলাকুচার মূল, জীবন্তী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও ডুমূর প্রত্যেক ২ তোলা। পাকান্তে শীতল হইলে ঘৃত ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত ১ সের চিনি মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ তোলা। অনুপান উষ্ণ দুগ্ধ। এই পুষ্টিকর ঘৃত সেবনে প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি এবং বল, শুক্র ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

শ্রীমদনানন্দমোদকঃ।

সূতো গন্ধস্তথা লৌহং ত্রিসমং শুদ্ধমভ্রকম্।
কর্পূরং সৈন্ধবং মাংসী ধাত্র্যেলা চ কটুত্রয়ম॥
জাতীকোষং ফলং পত্রং লবঙ্গং জীরকদ্বয়ম্।
যষ্টীমধু বচা কুষ্ঠং হরিদ্রা দেবদারুকম॥
হিজ্জলং টঙ্গনং ভার্গী নাগরং নাগকেশরম্।
শৃঙ্গী তালীশপত্রঞ্চ দ্রাক্ষাগ্নিদন্তীবীজকম্॥
বলা চাতিবলা চোচং ধনিকেভকণা শটী
সজলং জলদং গন্ধা বিদারী চ শতাবরী॥
বানরীবীজমর্কঞ্চ গোক্ষুরং বৃদ্ধদারকম্।
ত্রৈলোক্যবিজয়াবীজং সমাংশং পেষয়েদ্ভিষক্॥
শতাবরীরসং দত্ত্বা শ্লক্ষ্ণচূর্ণং সমাচরেৎ।
শাল্মলীমূলচূর্ণন্তু চূর্ণাঙ্ঘ্রি সমমাহরেৎ॥
চূর্ণার্দ্ধং বিজয়াচূর্ণং বিশুদ্ধং তত্র দাপয়েৎ।
সর্ব্বমেকত্র সংযোজ্য ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ॥
মোদকার্থে সিতা দেয়া পাকযোগ্যা তথা মধু।
নাতিবাহুঞ্চ ধূমান্তে পাচয়েন্মন্দবহ্নিনা॥
চাতুর্জাতং সকর্পূরং সৈন্ধবং সকটুত্রয়ম্।
সংচূর্ণ্য চ ততো দেয়ং হব্যং কিঞ্চিন্নিধাপয়েৎ॥
পাকং জ্ঞাত্বা কর্ষমিতং মোদকং পরিকল্পয়েৎ।
ভূতনাথে সুরপতৌ রতিনাথে তথৈব চ॥
হুতভুক্তে গণনাথে মোদকাগ্র্যং নিবেদয়েৎ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য হুতাশনে সমর্পয়েৎ॥

(ওঁ হ্রীঁ শং সঃ অমৃতং কুরু কুরু অমৃতে অমৃতোদ্ভবায় নমঃ হ্রীঁ অমৃতং কুরু কুরু অমৃতেশ্বরায় স্বাহা ওঁ স্বাহা। ইতি মন্ত্রেণাভিমান্ত্রিতং কৃত্বা পাত্রান্তরে স্থাপয়েৎ।)

কাঞ্চনে রাজতে কাচে মৃদ্ভাণ্ডে বা নিধাপয়েৎ।
প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা হরগৌরীং প্রপূজয়েৎ॥
কালানলভবং বীজং সতিলং ঘৃতসংযুতম্।
গব্যক্ষীরং সিতাযুক্তমনুপেয়ঞ্চ পায়সম্॥
বিলাসার্থং প্রদোষে চ মোদকং পরিসেবয়েৎ।
ত্রিসপ্তাহ প্রয়োগেণ কামান্ধো জায়তে নরঃ॥
কামজ্বরো ভবেত্তাবদ্ যাবন্নারীং ন গচ্ছতি।
স সহস্রং বরারোহা রময়ত্যপি সোৎকামঃ॥
ন চ লিঙ্গস্য শৈথিল্যং বেগবীর্য্যং বিবর্দ্ধয়েৎ।
প্রমদাপ্রাণবাহুল্যং মত্তবারণবিক্রমঃ॥
বামাবশ্যকরো রম্য উর্দ্ধরেতা ভবেন্নরঃ।
কামতুল্যং ভবেদ্রূপং স্বরঃ পরভৃতোপমঃ॥
খগতুল্যা ভবেদ্দৃষ্টির্বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে।
অষ্টোত্তরং ভজেদ্ যস্তু ভবেত্তস্য সুধোপমম্॥
বীর্য্যবৃদ্ধিকরং শ্রেষ্ঠং জরামৃত্যুবিনাশনম।
অপস্মারজ্বরোন্মাদ ক্ষয়ানিল গদাপহম্॥
কাসং শ্বাসং সশোথঞ্চ ভগন্দর গুদাময়ম্।
অগ্নিমান্দ্যমতীসারং বিবিধং গ্রহণীগদম॥
বহুমূত্রং প্রমেহঞ্চ শিরোরোগমরোচকম্।
হন্তি সর্ব্বগদান্ ঘোরান্ বাতপিত্তবলাসজান্॥
বন্ধ্যা চ মৃতবৎসা চ নষ্টপুষ্পা চ যা ভবেৎ।
বহুপুত্রা জীববৎসা ভবেদস্য নিষেবণাৎ॥
হরত্যে সূতিকারোগং বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।
মোদকং মদনানন্দং সর্ব্বরোগে মহৌষধম্॥
কথিতং শ্রীমহেশেন রাবণস্য হিতার্থিনা॥

(কালানলভবং বীজং কৃষ্ণজীরকমিত্যর্থঃ। বানরীবীজং আলকুশীবীজম্।)

শোধিত পারদ, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেক ১তোলা পরিমিত, শোধিত অভ্র ৩ তোলা, কর্পূর, সৈন্ধবলবণ, জটামাংসী, আমলকী, এলাইচ, শুঁঠ,

পিঁপুল, মরিচ, জয়িত্রী, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, বচ, কুড়, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহাগা, বামনহাটী, শুঁঠ, নাগেশ্বর, কাঁকড়াশৃঙ্গী, তালীশপত্র, দ্রাক্ষা, চিতামূল, দন্তীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গুড়ত্বক্, ধনিয়া, গজপিপ্পলী, শটী, বালা, মুতা, গন্ধভাদুলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, আলকুশীবীজ, আকন্দমূল, গোক্ষুরবীজ, বীজতাড়ক ও সিদ্ধিবীজ প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ শতমূলীর রসে মর্দ্দন করিয়া শুকাইয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিবে। পরে এই সমুদায় চূর্ণের এক চতুর্থাংশশিমূলমূলচূর্ণ এবং সমুদায় চূর্ণের অর্দ্ধেক সিদ্ধিচূর্ণ একত্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিবে। পরে সমুদায় চূর্ণের পাকযোগ্য অর্থাৎ দ্বিগুণ চিনি ছাগদুগ্ধে গুলিয়া পাক করিবে। এবং যথাসময়ে উল্লিখিত চূর্ণ সমস্ত প্রক্ষেপ দিয়া পাক সমাপ্ত করিবে। পশ্চাৎ গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, কর্পূর, সৈন্ধব ও ত্রিকটু চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক বান্ধিবে। অনুপান গব্য দুগ্ধ ও চিনি। সন্ধ্যাকালে মোদক সেব্য। কালজীরা, তিল, গব্যঘৃত, দুগ্ধ ও চিনিযুক্ত পায়স অনুপান কর্ত্তব্য। ইহা সেবন মরিলে অপস্মার, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি এবং ইন্দ্রিয়শক্তির অতিশয় বৃদ্ধি হয়।

কামিনীদর্পঘ্নঃ।

কজ্জলীকৃত সুগন্ধক শম্ভো-
স্তুল্যমেব কনকস্য হি বীজম্।
মর্দ্দয়েৎ কনকতৈলযুতং স্যাৎ
কামিনীমর্দবিধূনন এষঃ।
অস্য বল্লকমথো সিতয়াক্তং
সেবিতং হরতি মেহগদোঘান্।
বীর্য্যদার্ঢ্যকরণং কমনীয়ং
দ্রাবণং নিধুবনে বনিতানাম্॥

গন্ধক ১ তোলা, পারদ ১ তোলা এই উভয় দ্রব্য মাড়িয়া উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত ধুতূরার বীজচূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া ধুতূরার তৈল দিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহার মাত্রা ২ রতি, চিনির সহিত সেব্য। ইহা সেবন করিলে মেহরোগের শান্তি ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

স্বল্পচন্দ্রোদয়মকরধ্বজঃ।

জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ কর্পূরং মরিচং তথা।
প্রত্যেকং তোলকং দত্ত্বা সুবর্ণস্য চ মাষকম্॥
অগুজং মাষমানঞ্চ সর্ব্বতুল্যমথেশ্বরম্।
যত্নতো মর্দ্দয়েৎ খল্লে চতুর্গুঞ্জাং বটীং চরেৎ॥
এষ চন্দ্রোদয়ো নাম রসো বাজীকরঃ পরঃ।
হন্তি রোগানশেষাংশ্চ বলবীর্য্যাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥

জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ ৵০ আনা, মৃগনাভি ৵০ আনা, রসসিন্দূর ৪।০ তোলা। এই সমুদায় একত্রে মাড়িয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মাখন ও মিছরি অথবা পানের রস।

ইহা সেবন করিলে নানাবিধ পীড়ার শান্তি ও বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

বৃহচ্চন্দ্রোদয়মকরধ্বজঃ।

পলং মৃদু স্বর্ণদলং রসেন্দ্রাৎ
পলাষ্টকং ষোড়শ গন্ধকস্য।
শোণৈঃ সুকার্পাসভবৈঃ প্রসূনৈঃ
সর্ব্বং বিমর্দ্দ্যাথ কুমারিকাদ্ভিঃ॥
তৎকাচকুম্ভে নিহিতং সুগাঢ়ে
মৃৎকর্পটীভির্দ্দিবসত্রয়ঞ্চ।
পচেৎ ক্রমাগ্নৌ সিকতাখ্যযন্ত্রে
ততো রজঃ পল্লবরাগরম্যম্॥
নিগৃহ্য চৈতস্য পলং পলানি
চত্বারি কর্পূররজস্তথৈব।
জাতীফলং শোষণমিন্দ্রপুষ্পং
কস্তূরিকায়া ইহ শাণমেকম্॥
চন্দ্রোদয়োঽয়ং কথিতোঽস্য মাষো
ভুক্তোঽহিবল্লীদলমধ্যবর্ত্তী।
মদোন্মদানাং প্রমদাশতানাং
গর্ব্বাধিকত্বং শ্লথয়ত্যকাণ্ডে॥
ঘৃতং ঘনীভূতমতীব দুগ্ধং,
মৃদূনি মাংসানি সমস্তকানি।
মাষান্নপিষ্টানি ভবন্তি পথ্যা-
ন্যানন্দদায়ীন্যপরাণি চাত্র॥
বলীপলিতনাশনস্তনুভৃতাং বয়ঃস্তম্ভনঃ
সমস্তগদখণ্ডনঃ প্রচুররোগপঞ্চাননঃ।
গৃহেঽপি গৃহভূপতির্ভবতি যস্য চন্দ্রোদয়ঃ
স পঞ্চশরদর্পিতো মৃগদৃশাং ভবেদ্বল্লভঃ॥

শোধিত সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র ১ পল ও শোধিত পারদ ৮ পল এই উভয় একত্রে উত্তমরূপে মাড়িয়া তাহার সহিত দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৬ পল গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে রক্তবর্ণ কার্পাসের পুষ্প ও ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া মাড়িয়া শুষ্ক করিয়া মৃত্তিকাযুক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা প্রলেপযুক্ত সমতল কাচপাত্র অর্থাৎ বোতলের মধ্যে স্থাপন করিয়া বোতলের মুখে একখণ্ড খড়ি চাপা দিয়া বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে ঐ বোতল উর্দ্ধমুখে বসাইবে, বোতলের গলা পর্য্যন্ত বালুকাপূর্ণ থাকিবে। অনন্তর ক্রমাগত ৩ দিন জ্বাল দিবে, পরে নামাইয়া শীতল হইলে বোতলের অন্তর্গলে অরুণবর্ণ যে সমস্ত ঔষধাংশ সংলগ্ন হইয়াছে, তাহা বাহির করিয়া লইবে। এইরূপে প্রস্তুত মকরধ্বজ ১ পল, কর্পূরচূর্ণ ৪ পল, জায়ফল, ত্রিকটু, লবঙ্গ ও মৃগনাভি প্রত্যেক ৪ মাষা, এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া লইবে। ইহার মাত্রা ৫ রতি, পানের সহিত সেবনীয়। পথ্য ঘৃত, ঘনীভূত দুগ্ধ, মাংস ও পিষ্টক প্রভৃতি। ইহা মদোন্মত্ত প্রমদাগণের গর্ব্ব নিবারণ ও তাহাদের প্রিয়তা লাভের অমোঘ ঔষধ। ইহা সেবনে ধ্বজভঙ্গাদি বিবিধ রোগ সত্বর নষ্ট হয়।

সিদ্ধসূতঃ।

মুক্তাফলং শুদ্ধসূতং সুবর্ণং রূপ্যমেব চ।
যবক্ষারঞ্চ তৎসর্ব্বং তোলকৈকং প্রকল্পয়েৎ॥
রক্তোৎপলপত্রতোয়ৈর্মর্দ্দয়েৎ পুত্তলীকৃতম্।
মর্দ্দয়েচ্চ পুনর্দত্ত্বা গন্ধকং তদনন্তরম্॥
ক্ষিপ্ত্বা কাচঘটীমধ্যে সংনিরুধ্য ত্রিযামকম্।
সিকতাখ্যে পচেচ্ছীতে সিদ্ধসূতস্য ভক্ষয়েৎ॥
পঞ্চরক্তিপ্রমাণেন মুসলীশর্করান্বিতম্।
শুক্রবৃদ্ধিং করোত্যেষ ধ্বজভঙ্গঞ্চ নাশয়েৎ॥

দুর্ব্বলং বপুরত্যর্থং বলযুক্তং করোত্যসৌ।
মুদ্গগর্ভং ঘৃতং ক্ষীরং শালয়ঃ স্নিগ্ধমামিষম্ ॥
পারাবতস্য মাংসঞ্চ তিত্তিরিশ্চ সদা হিতঃ ॥

মুক্তা, পারদ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও যবক্ষার প্রত্যেক ১ তোলা, এই সমুদায় একত্রিত করিয়া রক্তোৎপলের পত্রের রসে মাড়িয়া পশ্চাৎ উহার সহিত গন্ধক ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া মাড়িবে। পরে পূর্ণচন্দ্ররস প্রস্তুত করিবার নিয়মানুসারে ৩ প্রহর পর্য্যন্ত পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। তালমূলীর রস ও চিনির সহিত ৫ রতি পরিমাণে সেবনীয়। পথ্য ঘৃত, দুগ্ধ ও পারাবতের মাংস প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে ধ্বজভঙ্গরোগ নষ্ট ও শুক্রবৃদ্ধি হয়।

কামদীপকঃ।

সিতং পুনর্নবামূলং শাল্মলীরসভাবিতম্।
শাল্মলীসত্ত্বনির্য্যাসং দদ্যাত্তত্র সমং সমম্ ॥
গন্ধকং সর্ব্বতুল্যঞ্চ ভক্ষয়েচ্ছাণমাত্রকম্।
অনুপানং প্রকুর্ব্বীত ততঃ ক্ষীরং পলদ্বয়ম ॥
অয়ং চণ্ডালিনীযোগোঽগম্যাপাত্র হি গম্যতে।
নিষেধান্নিধনং যাতি করণাৎ কামরূপধৃক্ ॥

শ্বেতপুনর্নবার মূলচূর্ণ ২ পল, শিমুলমূলের রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া তাহার সহিত মোচরস ২ পল ও গন্ধক ৪ পল মিশ্রিত করিয়া সমুদায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। ঘৃত ও মধুর সহিত ৪ মাষা মাত্রায় সেব্য। পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধ পান কর্ত্তব্য।

সিদ্ধশাল্মলীকল্পঃ।

ভূকুষ্মাণ্ডং তালমূলী ধাত্রী চৈব পুনর্নবা।
সমভাগং সমাহৃত্য ভাগার্দ্ধং গন্ধকং তথা ॥
তদর্দ্ধং পারদং শুদ্ধং কজ্জলীকৃত্য নিক্ষিপেৎ।
শ্বেতশাল্মলীতোয়েন সপ্তধা ভাবয়েত্ততঃ ॥
মাহিষেণ চ দুগ্ধেন তচ্চূর্ণং ভাবয়েৎ পুনঃ।
শুষ্কং তচ্চূর্ণয়েদ্ যত্নাল্লেহয়েন্মধুসর্পিষা ॥
অনেনাশীতিবর্ষোঽপি শতধা রমতে স্ত্রিয়া।
উর্দ্ধলিঙ্গঃ সদা তিষ্ঠেৎ কামদেব ইব স্বয়ম্ ॥
জরাদিরোগনির্ম্মুক্তঃ সংসারসুখমশ্নুতে।
শাণমেকন্তু কর্ত্তব্যং দুগ্ধমত্রানুপানকম্ ॥

ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, আমলকী ও শ্বেতপুনর্নবা প্রত্যেক সমভাগ, গন্ধক অর্দ্ধভাগ, পারদ গন্ধকের অর্দ্ধ (পারা ও গন্ধকে কজ্জলী করিবে), এই সমুদায় একত্রে মিশ্রিত করিয়া শ্বেত শিমুলের মূলের রসে ও মহিষদুগ্ধে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৪ মাষা। অনুপান ঘৃত ও মধু। ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ দুগ্ধপান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে কামবেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

পঞ্চশরঃ।

রসেন বা শাল্মলিজেন সূতং
ত্রিসপ্তবারাণি বলিং বিমর্দ্দ্য।
পৃথক্ তয়োঃ কজ্জলিকাং বিপক্কাং
ঘৃতে রসঃ পঞ্চশরোঽয়মুক্তঃ ॥
বল্লোঽহিবল্লীদলসম্প্রযুক্তো
বীর্য্যাতিবৃদ্ধিং কুরুতেঽস্য নূনম্।
মাংসান্নমদ্যং গুরু পায়সঞ্চ
পয়ঃ পিবেন্মাহিষমত্র সিদ্ধম্ ॥

পারদ ও গন্ধক শিমুলমূলের রসে পৃথক্ পৃথক্ ২১ বার ভাবনা দিয়া কজ্জলী করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। পানের সহিত সেব্য। পথ্য মাংস, মদ্য ও মাহিষদুগ্ধ প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে অতিশয় বীর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

ত্রিকণ্টকাদ্যো মোদকঃ।

গোক্ষুরেক্ষুরবীজানি বাজিগন্ধা শতাবরী।
মুশলী বানরীবীজং যষ্টি নাগবলা বলা॥
এষাং চূর্ণং দুগ্ধসিদ্ধং গব্যেনাজ্যেন ভর্জ্জিতম্।
সিতয়া মোদকং কৃত্বা ভক্ষ্যং বাজীকরং পরম্॥
চূর্ণাদষ্টগুণং ক্ষীরং ঘৃতং চূর্ণসমং স্মৃতম্।
সর্ব্বতো দ্বিগুণং খণ্ডং খাদেদগ্নিবলং যথা॥
বাজীকরাণি ভূরীণি সংগৃহ্য রচিতো যতঃ।
তস্মাদ্ বহুষু যোগেষু যোগোঽয়ং প্রবরো মতঃ॥

গোক্ষুরবীজ, কুলেখাড়াবীজ, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, আলকুশীবীজ, যষ্টিমধু, গোরক্ষচাকুলে ও বেড়েলা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া ৮ গুণ দুগ্ধে সিদ্ধ ও চূর্ণ পরিমিত ঘৃতে ভর্জ্জিত করিয়া দ্বিগুণ পরিমিত চিনির সহিত মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ২ মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত মাত্রা স্থির করিবে। ইহা বীর্য্যবৃদ্ধিকর। ইহা সেবন করিলে ধ্বজভঙ্গাদিরোগ সত্বর প্রশমিত হয়।

রসালা।

দধ্নোঽর্দ্ধাঢ়কমীষদম্লমধুরং
খণ্ডস্য চন্দ্রদ্যুতেঃ।
প্রস্থং ক্ষৌদ্রপলঞ্চ পঞ্চ
হবিষঃ শুণ্ঠ্যাশ্চতুর্মাষকান্।
এলা মাষচতুষ্টয়ং মরিচতঃ
কর্ষং লবঙ্গং তথা।
ধৃত্বা শুক্লপটে শনৈঃ
করতলেনোন্মথ্য বিস্রাবয়েৎ॥
মৃদ্ভাণ্ডে মৃগনাভি চন্দনরস-
স্পৃষ্টেঽগুরুদ্ধূপিতে।
কর্পূরেণ সুগন্ধিকং তদখিলং
সংলোড্য সংস্থাপয়েৎ।
স্বস্যার্থে মথুরেশ্বরেণ রচিতা
জ্ঞেয়া রসালা স্বয়ং
ভোক্তুর্ম্মন্মথদীপনী সুখকরী
কান্তেব নিত্যং প্রিয়া॥

ঈষদম্লমধুর দধি ৮ সের, চিনি ২ সের, মধু ১ পল, ঘৃত ৫ পল, শুঁঠ ৪ মাষা, এলাইচ ৪ মাষা, মরিচ ২ তোলা ও লবঙ্গ ২ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য উত্তমরূপে একত্রে মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কৃত বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া মৃগনাভি, চন্দনরস ও অগুরু দ্বারা ধূপিত মৃদ্ভাণ্ডে রাখিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূর দ্বারা সৌগন্ধ্যসম্পন্ন করিবে। এই রসালা পান করিলে কামোদ্দীপন ও মন প্রফুল্ল হয়।

চন্দনাদিতৈলম্।

দ্রব্যাণি চন্দনাদিস্তু চন্দনং রক্তচন্দনম্।
পত্তঙ্গমথ কালীয়াগুরু কৃষ্ণাগুরূণি চ॥
দেবদ্রুমঃ সসরলঃ পদ্মকং তূণিকোঽপি চ।
কর্পূরো মৃগনাভিশ্চ লতাকস্তূরিকাপি চ।

সিহ্লকঃ কুঙ্কুমং নব্যং জাতীফলকমত্র চ ।
জাতীপত্রং লবঙ্গঞ্চ সূক্ষ্মৈলা মহতী চ সা ॥
বালকঞ্চ তথোশীরং মাংসী দারু সিতাপি বা ।
মুরা কর্পূরকশ্চাপি শৈলেয়ং ভদ্রমুস্তকম্ ॥
রেণুকা চ প্রিয়ঙ্গুশ্চ শ্রীবাসো গুগ্গুলুস্তথা ।
লাক্ষা নখশ্চ রালশ্চ ধাতকীকুসুমং তথা ॥
গ্রন্থিপর্ণঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা তগরং সিক্থকং তথা ॥
এতানি শাণমানানি কল্কীকৃত্য শনৈঃ পচেৎ ॥
তৈলং প্রস্থমিতং সম্যগেতৎপাত্রে শুভে ক্ষিপেৎ ।
অনেনাভ্যক্তগাত্রস্তু বৃদ্ধোঽশীতিসমোঽপি যঃ ॥
শুভ্রো ভবতি শুক্রাঢ্যঃ স্ত্রীণামত্যন্তদুর্লভঃ ।
বন্ধ্যাপি লভতে গর্ভং ষণ্ঢোঽপি তরুণায়তে ॥
অপুত্রঃ পুত্রমাপ্নোতি জীবেচ্চ শরদাং শতম্ ।
চন্দনাদি মহাতৈলং রক্তপিত্তং ক্ষয়ং জ্বরম্ ॥
দাহপ্রস্বেদদৌর্গন্ধ্যং কুষ্ঠং কণ্ডুং বিনাশয়েৎ ।

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ শ্বেত-চন্দন, রক্তচন্দন, বকমকাষ্ঠ, কালিয়া-কাষ্ঠ, অগুরু, কৃষ্ণাগুরু, দেবদারু, সরল-কাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, তুঁত, কর্পূর, মৃগনাভি, লতাকস্তূরী (মুষুকদানা), শিলারস, কুঙ্কুম, জায়ফল, জাতীপত্র, লবঙ্গ, ছোট-এলাইচ, বড়এলাইচ, কাঁকলা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বালা, বেণার মূল, জটামাংসী, দারুচিনি, মুরামাংসী, কর্পূর, শৈলজ, মুতা, রেণুক, প্রিয়ঙ্গু, সরলনির্যাস, গুগ্গুল, লাক্ষা, নখী, ধূনা, ধাইফুল, গেঁটেলা, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা ও মোম প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি ও কামোদ্দীপন হয়।

পুষ্পধন্বা ।

হরজ ভুজগ লৌহং চাভ্রকং বঙ্গচূর্ণং
কনকবিজয় যষ্টী শাল্মলী নাগবল্লী ।
ঘৃতমধুসিতদুগ্ধং পুষ্পধন্বা রসেন্দ্রো
রময়তি শতরামা দীর্ঘমায়ুর্ব্বলঞ্চ ॥
(কনকাদিক্বাথেন ভাবয়িত্বা ঘৃতাদিভির্যোজয়েৎ ।)

রসসিন্দূর, সীসা, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ এই সমুদায় দ্রব্য একত্রিত করিয়া ধুতূরা, সিদ্ধি, যষ্টিমধু, শিমুলমূল ও পানের রসে ভাবনা দিয়া ঘৃত, মধু, চিনি ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবনীয়। ইহাতে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

পূর্ণচন্দ্রঃ ।

সূতাভ্র লৌহং সশিলাজতু স্যাদ্
বিড়ঙ্গতাপ্যে মধুনা ঘৃতেন ।
পিষ্টং প্রশস্তং খলু পূর্ণচন্দ্রো
মাষোঽস্য পুষ্ট্যৈ ভবতি প্রশক্তঃ ॥

রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক সমভাগ। মধু ও ঘৃতসংযোগে ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা বিশেষ পুষ্টিকর।

কামাগ্নিসন্দীপনঃ ।

পলপরিমিতশুদ্ধং সূতকং গন্ধতুল্যং
দরদকুনটিতুল্যং ভাবিতং শৃঙ্গবেরৈঃ ।
তদনু কনকবীজৈর্ভাবিতং সপ্তবারং
তদনু সিতজয়ন্ত্যা ভৃঙ্গরাজৈশ্চ সর্ব্বম্ ॥
পুটিতমুপরি শুষ্কং কাচকূপ্যান্তু ক্ষিপ্তং
ষড়হমুপরি পাচ্যং বালুকাযন্ত্রকৈশ্চ ।

এলাজাতীন্দ্রচন্দ্রৈর্মৃগমদ-
সহিতৈঃ সোবর্ণৈঃ সাশ্বগন্ধৈঃ ॥
তুল্যৈর্বল্লপ্রমাণং প্রতিদিন-
মশিতং প্রাতরুত্থায় শুদ্ধ্যৈ।
ওজঃপুষ্টিবিবর্দ্ধনোঽতি-
বলকৃৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানন্দনঃ ॥
সর্ব্বাতঙ্কহরো রসায়নবরঃ
কামাগ্নিসন্দীপনঃ ॥

পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল ও মনছাল প্রত্যেক ১ পল, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাক্রমে আদা, ধুতুরা-বীজ, শ্বেতজয়ন্তী ও ভৃঙ্গরাজের রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া বোতলের অভ্যন্তরস্থ করিয়া বালুকাযন্ত্রে ৬ দিন পাক করিয়া ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। পরে উহার সহিত সমান পরিমাণে এলাইচ, জায়ফল, কর্পূর, মৃগনাভি, মরিচ ও অশ্বগন্ধা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি। প্রাতঃকালে সেব্য। ইহা সেবন করিলে বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি ও কামোদ্দীপন হয়।

ত্রিফলাদি বটী।

ত্রিফলাং পর্পটং কট্বীং ত্রায়ন্তীং চ সমাংশকাম্।
সর্ব্বৈঃ সমং কুপীলুঞ্চ রক্তিদ্বয়মিতা বটী ॥
নাশয়েচ্ছুক্রতারল্যং শোধয়েচ্ছোণিতং ভৃশম্।
হরেদিন্দ্রিয়শৈথিল্যং বলং বহ্নিঞ্চ বর্দ্ধয়েৎ ॥

ত্রিফলা, ক্ষেতপাপড়া, কট্কী ও বলাডুমুর প্রত্যেক সমভাগ। সর্ব্বসমান শোধিত কুঁচলে একত্রে জল দিয়া মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে শুক্রতারল্য ও ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য নষ্ট এবং রক্ত বিশোধিত, বল ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং ধ্বজভঙ্গাধিকারঃ।

(স্থৌল্য) মেদোঽধিকারঃ।

শ্রমচিন্তা ব্যবায়াধ্ব ক্ষৌদ্র জাগরণপ্রিয়ঃ।
হন্ত্যবশ্যমতিস্থৌল্যং যবশ্যামাক ভোজনৈঃ ॥
অস্বপ্নঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং চিন্তনানি চ।
স্থৌল্যমিচ্ছন্ পরিত্যক্তুং ক্রমেণাতিপ্রবর্দ্ধয়েৎ ॥

পরিশ্রম, চিন্তা, মৈথুন, পথপর্য্যটন, মধুপান, যব ও শ্যামাক ভোজন এই সমুদায় দ্বারা অবশ্য দেহের স্থূলতা দূর হয়। স্থূলতা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইলে রাত্রি জাগরণ, স্ত্রীসঙ্গম, ব্যায়াম ও চিন্তা এই সমুদায় অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

প্রাতর্মধুযুতং বারি সেবিতং স্থৌল্যনাশনম্।
উষ্ণমন্নস্য মণ্ডং বা পিবন্ কৃশতনুর্ভবেৎ ॥

প্রাতঃকালে মধুমিশ্রিত জলপান করিলে স্থূলতা অপনীত হয়। উষ্ণ অন্ন-মণ্ড পানেও কৃশতা প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

সচব্য জীরক ব্যোষ হিঙ্গুসৌবর্চ্চলানলাঃ।
মস্তুনা শক্তবঃ পীতা মেদোঘ্না বহ্নিদীপনাঃ ॥
(সমভাগেন সমুদিতচূর্ণাৎ ষোড়শগুণাঃ শক্তবঃ)

চই, জীরা, ত্রিকটু, হিং, সচললবণ, চিতামূল, এই সমুদায় মিলিত চূর্ণ ১ তোলা, শক্তু (ছাতু) ১৬ তোলা। সমুদায় একত্রে দধির মাতের সহিত মিশ্রিত

করিয়া যথাশক্তি ভোজন করিবে, সে দিবস আর আহার করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে স্থূলতা নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গনাগরক্ষারকান্তলৌহরজো মধু।
যবামলকচূর্ণন্তু প্রয়োগঃ স্থৌল্যনাশনঃ॥

বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, যবক্ষার, কান্তলৌহ, মধু, যব ও আমলকী এই সমস্ত সেবনে স্থূলতা নাশ হয়।

ব্যোষাদ্যশক্তুপ্রয়োগঃ।

ব্যোষবিড়ঙ্গশিগ্রূণি ত্রিফলাং কটুরোহিণীম্।
বৃহত্যৌ দ্বেহরিদ্রে দ্বে পাঠামতিবিষাং স্থিরাম্॥
হিঙ্গুকেবুকমূলানি যমানী ধান্য চিত্রকম্।
সৌবর্চ্চলমজাজীঞ্চ হবুষাঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ॥
চূর্ণ তৈল ঘৃত ক্ষৌদ্র ভাগাঃ স্যুর্মানতঃ সমাঃ।
শক্তুনাং ষোড়শগুণো ভাগঃ সন্তর্পণং পিবেৎ॥
প্রয়োগাত্তস্য শাম্যন্তি রোগাঃ সন্তর্পণোত্থিতাঃ।
প্রমেহা মূঢ়বাতাশ্চ কুষ্ঠান্যর্শাংসি কামলাঃ॥
প্লীহা পাণ্ড্বাময়ঃ শোথো মূত্রকৃচ্ছ্রমরোচকাঃ।
হৃদ্রোগো রাজযক্ষ্মা চ কাসঃ শ্বাসো গলগ্রহঃ॥
ক্রিময়ো গ্রহণীদোষাঃ শৈত্যং স্থৌল্যমতীব চ।
নরাণাং দীপ্যতে চাগ্নিঃ স্মৃতিবুর্দ্ধিশ্চ বর্দ্ধতে॥

ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, সজিনামুলের ছাল, ত্রিফলা, কটকী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, আতইচ, শালপানি, হিং, কেউমূল, যমানী, ধনিয়া, চিতামূল, সচললবণ, জীরা ও হবুষ প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, তিলতৈল, ঘৃত ও মধু প্রত্যেক চূর্ণসমষ্টির সমান, শক্তু ১৬ গুণ, এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া কোন শীতল অনুপানের সহিত সেবনীয়। ইহাতে মেদরোগ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

বদরীপত্রকল্কেন পেয়া কাঞ্জিকসাধিতা।

কুলপত্র ৮ তোলা পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ তণ্ডুল দিয়া কাঁজির সহিত যবাগূ বা পেয়া প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে স্থূলতা দূর হয়।

স্থৌল্যহৃৎ স্যাৎ সাগ্নিমন্থরসং বাপি শিলাজতু॥

গণিয়ারীর রসে কিঞ্চিৎ শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে স্থূলতা নাশ হয়।

অমৃতাদ্যো গুগ্গুলুঃ।

অমৃতা ত্রুটি বেল্ল বৎসকং
কলি পথ্যামলকানি গুগ্গুলুম্।
ক্রমবৃদ্ধমিদং মধুপ্লুতং
পিড়কা স্থৌল্য ভগন্দরং জয়েৎ॥

গুলঞ্চ ১ ভাগ, ছোটএলাইচ ২ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৩ ভাগ, কুড়চিছাল ৪ ভাগ, ইন্দ্রযব ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, আমলকী ৭ ভাগ ও গুগ্গুল ৮ ভাগ, এই সমুদায় একত্র মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে পিড়কা, স্থূলতা ও ভগন্দররোগ উপশমিত হয়।

নবকগুগ্গুলুঃ।

ব্যোষাগ্নি ত্রিফলা মুস্ত বিড়ঙ্গৈর্গুগ্গুলুং সমম্।
খাদন্ সর্ব্বান্ জয়েদ্ব্যাধীন্মেদঃ শ্লেষ্মামবাতজান্॥

ত্রিকটু, চিতামুল, ত্রিফলা, মুতা ও বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক সমভাগ, গুগ্গুল

৯ ভাগ। এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মেদঃ, শ্লেষ্মা ও আমবাতজনিত সকল প্রকার ব্যাধি সত্বর নষ্ট হয়।

লৌহরসায়নম্।

গুগ্‌গুলুস্তালমূলী চ ত্রিফলা খদিরং বৃষম্।
ত্রিবৃত্তালম্বুষা চৈব নির্গুণ্ডী চিত্রকং স্নূহী॥
এষাং দশপলান্ ভাগান্ তোয়ে পঞ্চাঢ়কে পচেৎ।
পাদশেষং ততঃ কৃত্বা কষায়মবতারয়েৎ॥
পলদ্বাদশকং দেয়ং তীক্ষ্ণলৌহস্য চূর্ণিতম্।
পুরাণসর্পিষঃ প্রস্থং শর্করাষ্টপলানি চ॥
পচেত্তাম্রময়ে পাত্রে সুশীতে চাবতারিতে।
প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকং দেয়ং শিলাজতু পলদ্বয়ম্॥
এলাত্বচোঃ পলার্দ্ধঞ্চ বিড়ঙ্গানি পলদ্বয়ম।
মরিচঞ্চাঞ্জনং কৃষ্ণা দ্বিপলং ত্রিফলান্বিতম॥
পলদ্বয়ন্তু কাসীসং শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং বুধৈঃ।
চূর্ণং দত্ত্বাথ মথিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
ততঃ সংশুদ্ধদেহস্তু ভক্ষয়েদক্ষমাত্রকম্।
অনুপানং পিবেৎক্ষীরং জাঙ্গলানাং রসং তথা॥
বাতশ্লেষ্মহরং শ্রেষ্ঠং কুষ্ঠমেহজ্বরাপহম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুং সভগন্দরম্॥
মূর্চ্ছা মোহ বিষোন্মাদং গরাণি বিবিধানি চ।
স্থূলানাং কর্ষণং শ্রেষ্ঠং মেদুরে পরমৌষধম॥
কর্ষয়েচ্চাতিমাত্রেণ কুক্ষিং পাতালসন্নিভম্।
বল্যং রসায়নং মেধ্যং বাজীকরণমুত্তমম্॥
শ্রীকরং পুত্রজননং বলীপলিতনাশনম্।
নাশ্নীয়াৎ কদলীকন্দং কাঞ্জিকং করমর্দ্দকম্॥
করীরং কারবেল্লঞ্চ ষট্‌ককারাদি বর্জ্জয়েৎ॥

শ্লথপোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুল, তালমূলী, ত্রিফলা, খদিরকাষ্ঠ, বাসকছাল, তেউড়ী, ভূকদম্ব, নিসিন্দা, চিতামূল ও সিজমূল প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৮০ সের, শেষ ২০ সের। এই ক্বাথ বস্ত্রপূত করিয়া তাহার সহিত চিনি ১ সের ও উক্ত গুগ্‌গুল ১০ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনন্তর কোন তাম্রপাত্রে পুরাতন ঘৃত ৪ সের ও লৌহচূর্ণ ১২ পল দিয়া তাহার সহিত চিনি ও গুগ্‌গুল মিশ্রিত ক্বাথজল দিয়া পাক কবিবে। আসন্নপাকে শিলাজতু ২ পল, এলাইচ ৪ তোলা, গুড়ত্বক্ ৪ তোলা, বিড়ঙ্গ ২ পল, মরিচ, রসাঞ্জন, পিঁপুল ও ত্রিফলা প্রত্যেক ২ পল, হীরাকস ২ পল, এই সমস্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া শিলায় পেষণ করিয়া ঘৃতপাত্রে রাখিবে। মাত্রা ৪ মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে উপযুক্ত প্রমাণে বৃদ্ধি করিবে। অনুপান দুগ্ধ ও ছাগাদি জাঙ্গলমাংসের যূষ। ইহাতে মেদোরোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। কদলীকন্দ, কাঁজী, করমচা, করীর ও করলা এই সমুদায় বর্জ্জনীয়।

ত্রিফলাদ্যং তৈলম্।

ত্রিফলাতিবিষা মূর্ব্বা ত্রিবৃচ্চিত্রক বাসকৈঃ।
নিম্বারগ্বধ ষড়্‌গ্রন্থা সপ্তপর্ণ নিশাদ্বয়ৈঃ॥
গুড়ূচীন্দ্রসুরী কৃষ্ণা কুষ্ঠ সর্ষপ নাগরৈঃ।
তৈলমেভিঃ সমৈঃ পক্বং সুরসাদিরসাপ্লুতম্॥
পানাভ্যঞ্জন গণ্ডূষ নস্য বস্তিষু যোজিতম্।
স্থূলতাদীংশ্চ কণ্ড্বাদীন্ জয়েৎ কফকৃতান্ গদান্॥

তিলতৈল ৪ সের। তুলসী ও কৃষ্ণতুলসীর রস ১৬ সের। কল্কার্থ ত্রিফলা,

আতইচ, মূর্ব্বামূল, তেউড়ী, চিতামূল, বাসকছাল, নিমছাল, সোঁদালমজ্জা, বচ, ছাতিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, নিসিন্দা, পিঁপুল, কুড়, সর্ষপ ও শুঁঠ মিলিত ১ সের। ইহা পান, অভ্যঙ্গ, গণ্ডুষ, নস্য ও বস্তিক্রিয়ায় প্রয়োজ্য। ইহা ব্যবহার করিলে দেহের স্থূলতা ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

প্রদেহাঃ।

শিরীষলামজ্জকহেমলোধ্রৈ-
স্বগ্‌দোষ সংস্বেদহরঃ প্রঘর্ষঃ।
পত্রাম্বুলোহাভয় চন্দনানি
শরীরদৌর্গন্ধ্যহরঃ প্রদেহঃ॥

শিরীষছাল, বেণারমূল, নাগেশ্বর ও লোধ এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া গাত্রে ঘর্ষণ করিলে ত্বকের দোষ ও ঘর্ম্ম নিবারণ হয় এবং তেজপত্র, বালা, অগুরু, বেণার মূল, চন্দন এই সমুদায়ের প্রলেপ দ্বারা শরীরের দুর্গন্ধ নিবারণ হয়।

বাসাদলরসো লেপাৎ শঙ্খচূর্ণেন সংযুতঃ।
বিল্বপত্ররসো বাপি গাত্রদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ॥

বাসক অথবা বিল্বপত্রের রসে শঙ্খচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে গাত্রের দুর্গন্ধ দূর হয়।

হরীতকী লোধ্রমরিষ্টপত্রং
চূতত্বচো দাড়িমবল্কলঞ্চ।
এষোঽঙ্গরাগঃ কথিতোঽঙ্গনানাং
জঙ্ঘাকষায়শ্চ নরাধিপানাম্॥

(জঙ্ঘোদ্বর্ত্তনার্থং কল্কং প্রায়েণ হি রাজ্ঞীনাং গজারোহণাৎ জঙ্ঘাবিবর্ণতা ভবতি তৎসবর্ণকরণার্থং জঙ্ঘাসবর্ণকষায়বিধিঃ।)

হরীতকী, লোধ, নিমপত্র, আমছাল, ও দাড়িমছাল এই সমুদায় একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ প্রস্তুত করিবে, ইহা স্ত্রীগণের অঙ্গরাগস্বরূপ। ইহার মর্দ্দনে রাজাদিগের গজাদি অরোহণ জন্য জঙ্ঘার বিবর্ণতা দূর হয়।

গোমূত্রপিষ্টং বিনিহন্তি কুষ্ঠং
বর্ণোজ্জ্বলং গোপয়সা চ যুক্তম্।
কক্ষাদিদৌর্গন্ধ্যহরং পয়োভিঃ
শস্তং বশীকৃদ্রজনীদ্বয়েন॥

হরিতাল গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠরোগ এবং গব্যদুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া মর্দ্দন করিলে কক্ষাদির দুর্গন্ধ নাশ হয়। গব্যদুগ্ধে ঘৃষ্ট হরিতালের সহিত হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা সংযুক্ত করিয়া তিলক ধারণ করিলে উহা বশীকরণ হইয়া থাকে।

চিঞ্চাপত্র স্বরসম্রক্ষিতং
কক্ষাদিযোজিতং জয়তি।
দুগ্ধহরিদ্রোদ্বর্ত্তনমরিচাদি দেহস্য দৌর্গন্ধ্যম্॥
(চিঞ্চাপত্রস্বরসেনাদৌ ম্রক্ষণং কার্য্যং তদনন্তরং দুগ্ধহরিদ্রাং পিষ্ট্বোদ্বর্ত্তনং কার্য্যম্।)

অগ্রে গাত্রে তেঁতুলপত্রের রস মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ দুগ্ধসংযুক্ত হরিদ্রা মর্দ্দন করিলে দেহের দুর্গন্ধ নিবারণ হয়।

দল জল লঘু মলয়াভয়
বিলেপো হরতি দেহদৌর্গন্ধ্যম্।
বিমলারনালসহিতং পীতমিবালম্বুষাচূর্ণম্॥

তেজপত্র, বালা, অগুরু, শ্বেতচন্দন, বেণারমূল এই সমুদায়ের প্রলেপ দিলে

অথবা নির্ম্মল কাঁজির সহিত মুণ্ডিরী চূর্ণ সেবন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ নিবারণ হয়।

বিড়ঙ্গাদ্যং লৌহম্।

বিড়ঙ্গত্রিফলামুস্তৈঃ কণানাগরকেণ চ।
বিশ্ব চন্দন হ্রীবের পাঠোশীরং তথা বলা॥
এষাং সর্ব্বসমং লৌহং জলেন বটিকাং কুরু।
ঘৃতযোগেন কর্ত্তব্যা মাষৈকা বটিকা শুভা॥
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং লৌহমষ্টগুণং পয়ঃ।
সর্ব্বমেহহরং বল্যং কান্ত্যায়ুর্বলবর্দ্ধনম্।
অগ্নিসন্দীপনকরং বাজীকরণমুত্তমম্।
সোমরোগং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥
বিড়ঙ্গাদ্যমিদং লৌহং সর্ব্বরোগনিসূদনম্॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুতা, পিপ্পলী, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণার মূল ও বেড়েলা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বচূর্ণ সমান লৌহচূর্ণ, একত্র জলে পেষণ করিয়া ঘৃত সহযোগে ১ মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। দুগ্ধের সহিত সেবন করিয়া আটগুণ (৮ মাষা) পরিমাণ দুগ্ধ অনুপান করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার মেহনাশক, বলকর, কান্তি, আয়ুঃ ও বলবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক, বাজীকরণ ও সোমরোগ নিবারক।

ত্র্যূষণাদ্যং লৌহম্।

ত্র্যূষণং বিজয়া চব্যং চিত্রকং বিড়মৌদ্ভিদম্।
বাগুজী সৈন্ধবঞ্চৈব সৌবর্চ্চলসমন্বিতম্॥
অয়শ্চূর্ণেন সংযুক্তং ভক্ষয়েন্মধুসর্পিষা।
স্থৌল্যাপকর্ষণং শ্রেষ্ঠং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
মেহঘ্নং কুষ্ঠশমনং সর্ব্বব্যাধিহরং পরম্॥

ত্রিকটু, সিদ্ধি, চঁই, চিতা, বিট্‌লবণ, ঔদ্ভিদলবণ, সোমরাজী, সৈন্ধব ও সচললবণ এই সকল চূর্ণের সমান লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মধু ও ঘৃত অনুপানের সহিত সেবন করিবে। ইহা স্থূলতা নাশ এবং মেহ ও কুষ্ঠ প্রভৃতি নিবারণ করিয়া বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি করে।

বাড়বাগ্নিলৌহম্।

সূতভস্ম সতালঞ্চ লৌহং তাম্রং সমং সমম্।
মর্দ্দয়েৎ সূর্য্যপত্রেণ চাস্য বল্লং প্রয়োজয়েৎ।
মধুনা স্থূলরোগে চ শোথে শূলে তথৈব চ।
মধ্বাজ্যমনুপানঞ্চ দেয়ং বাপি কফোল্বণে॥

রসসিন্দূর, হরিতাল, লৌহ ও তাম্র সমান সমান ভাগ; আকন্দরসে মর্দ্দন করিয়া ৩ রতি পরিমাণ বটী করিবে। ইহা শোথ, শূল ও মেদোরোগে মধু এবং কফোল্বণে মধু ও ঘৃত অনুপান সহ ব্যবস্থা করিবে।

বাড়বাগ্নিরসঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং তাম্রং তালং সমং সমম্।
অর্কক্ষীরৈর্দিনং মর্দ্দ্যং ক্ষৌদ্রৈর্লেহ্যং ত্রিগুঞ্জকম্।
বাড়বাগ্নিরসো নাম্না স্থৌল্যমাশু নিযচ্ছতি॥

পারদ, গন্ধক, তাম্র ও হরিতাল প্রত্যেক সমান ভাগ, আকন্দ রসে এক দিন মর্দ্দনীয়। পরিমাণ তিন রতি। অনুপান মধু। ইহা স্থৌল্য নিবারক।

মহাসুগন্ধিতৈলম্ ।

চন্দনং কুঙ্কুমোশীরপ্রিয়ঙ্গুত্রুটিরোচনাঃ ।
তুরুষ্কাগুরুকস্তূরী কর্পূরং জাতিপত্রিকা ॥
জাতীকক্কোলপূগানাং লবঙ্গস্য ফলানি চ ।
নলিকা নলদং কুষ্ঠং হরেণু তগরং প্লবম্ ।
নখং ব্যাঘ্রনখং পৃক্কা বোলং দমনকং তথা ।
স্থৌণেয়কং চোরকঞ্চ শৈলেয়ং সৈলবালুকম্ ॥
সরলং সপ্তপর্ণঞ্চ লাক্ষা তামলকীং তথা ।
লামজ্জকং পদ্মকঞ্চ ধাতক্যাঃ কুসুমানি চ ॥
প্রপৌণ্ডরীকং কর্চূরং সমাংশৈঃ শাণমাত্রকৈঃ ।
মহাসুগন্ধমিত্যেতৎ তৈলপ্রস্থেন সাধয়েৎ ।
প্রস্বেদ-মল-দৌর্গন্ধ্য-কণ্ডু-কুষ্ঠহরং পরম্ ।
অনেনাভ্যক্তগাত্রস্তু বৃদ্ধঃ সপ্ততিকোঽপি বা ।
যুবা ভবতি শুক্রাঢ্যঃ স্ত্রীণামত্যন্তবল্লভঃ ।
সুভগো দর্শনীয়শ্চ গচ্ছেচ্চ প্রমদাশতম ॥
বন্ধ্যাপি লভতে গর্ভং ষণ্ঢোঽপি পুরুষায়তে ।
অপুত্রঃ পুত্রমাপ্নোতি জীবেচ্চ শরদাং শতম্ ॥

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, বেণার মূল, প্রিয়ঙ্গু, ছোটএলাইচ, গোরোচনা, শিলারস, অগুরু, কস্তূরী, কর্পূর, জয়িত্রী, জাতীফল, কাকোলীফল, গুবাক্‌ফল, লবঙ্গ, নলী, জটামাংসী, কুড়, রেণুক, তগরপাদুকা, কৈবর্ত্তমুস্তক, নখী, ব্যাঘ্রনখী, পিড়িংশাক, বোল, দমনক, গেঁটেলা, চোরক, শিলাজতু, এলবালুক, সরলকাষ্ঠ, ছাতিম, লাক্ষা, ভূঁইআমলা, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, ধাইফুল, পুণ্ডরিয়া ও শটী এই সকল প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া যথাবিধি পাক করিবে। পরে ঐ তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে ঘর্ম্ম, মল, দৌর্গন্ধ্য এবং কণ্ডূ ও কুষ্ঠ রোগ নিবারিত হয়। এই তৈল মাখিলে সপ্ততি বৎসরের বৃদ্ধও যুবার ন্যায় বীর্য্যবান্ এবং সুদৃশ্য হইয়া কামিনীগণের প্রিয় ও শত শত স্ত্রীতে উপগত হইতে সক্ষম হয়। ইহাদ্বারা বন্ধ্যানারী পুত্রবতী, এবং ক্লীব ব্যক্তিরও পুরুষত্ব এবং অপুত্রকের পুত্র হয় ও শত বৎসর জীবিত থাকে।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং মেদোঽধিকারঃ।

মুখরোগাধিকারঃ।

ওষ্ঠরোগচিকিৎসা —

ওষ্ঠপ্রকোপে বাতোত্থে সাল্বনেনোপনাহয়েৎ ।
মস্তিষ্কে চৈব নস্যেন তৈলং বাতহরৈঃ শৃতম্ ।
সেকোঽভ্যঙ্গঃ স্নেহপানং রসায়নমিহেষ্যতে ॥

বায়ুজন্য ওষ্ঠরোগে মৃদু প্রলেপ, বায়ুনাশক ঔষধের সহিত সিদ্ধ তৈলের নস্য, স্বেদ, অভ্যঙ্গ ও ঘৃতাদি পান ব্যবস্থেয়।

শ্রীবেষ্টকং সর্জ্জরসং গুগ্‌গুলুং সুরদারু চ ।
যষ্টীমধুকচূর্ণঞ্চ বিদধ্যাৎ প্রতিসারণম্ ।

সরলবৃক্ষের নির্য্যাস (আটা), ধূনা, গুগ্‌গুলু, দেবদারু, যষ্টিমধু এই সমুদায়ের চূর্ণ দ্বারা ওষ্ঠ ঘর্ষণ করিবে।

বেধঃ শিরাণাং বমনং বিরেকং
তিক্তস্য পানং হুথ ভোজনঞ্চ ।
শীতান্ প্রলেপান্ পরিষেচনঞ্চ
পিত্তোপসৃষ্টেষ্বধরেষু কুর্য্যাৎ ।

পৈত্তিক ওষ্ঠরোগে শিরাবেধ, বমন, বিরেচন, তিক্তপান, ভোজন, শীতল প্রলেপ ও পরিষেক এই সমুদায় কর্ত্তব্য।

পিত্তরক্তাভিভূতোত্থান্ জলৌকাভিরুপাচরেৎ।
পিত্তবিদ্রধিবচ্চাপি ক্রিয়াং কুর্য্যাদশেষতঃ॥

পিত্ত ও রক্তজন্য ওষ্ঠরোগে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ এবং পিত্তবিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

শিরোবিরেচনং ধূমঃ স্বেদঃ কবড়ধারণম্।
হৃতরক্তে প্রয়োক্তব্যমোষ্ঠকোপে কফাত্মকে॥

কফজ ওষ্ঠরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া নস্য, ধূম, স্বেদ ও কবলধারণ এই সমুদায় ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

ত্রিকটুঃ সর্জ্জিকাক্ষারঃ ক্ষারশ্চ যবশূকজঃ।
ক্ষৌদ্রযুক্তং বিধাতব্যমেতচ্চ প্রতিসারণম্॥

ত্রিকটু, সাচিক্ষার ও যবক্ষার এই সমুদায় মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিবে।

মেদোজে স্বেদিতে ভিন্নে
শোধিতে জ্বলনো হিতঃ।
প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা লোধ্রং সক্ষৌদ্রং প্রতিসারণম্।
হিতঞ্চ ত্রিফলাচূর্ণং মধুযুক্তং প্রলেপনম্॥

মেদোজ ওষ্ঠরোগে স্বেদ, ভেদ, শোধন ও অগ্নিতাপ প্রদান আবশ্যক। ইহাতে প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা ও লোধচূর্ণ মধু সংযুক্ত করিয়া ওষ্ঠে ঘর্ষণ এবং মধু সংযুক্ত ত্রিফলাচূর্ণের প্রলেপ দিবে।

সর্ষপ কনক গৈরিক
ধান্য ঘৃত তৈল সিন্ধুসংযুতম্।
সিদ্ধং সিকথকমধরে
স্ফুটিতোচ্চটিতে ব্রণং হরতি॥

সর্ষপ, স্বর্ণগৈরিক (স্বর্ণগেরীমাটী), ধনিয়া, ঘৃত, তৈল ও সৈন্ধব এই সমুদায়ের সহিত গলিত মোম সংযুক্ত করিয়া ওষ্ঠে লেপন করিলে ওষ্ঠক্ষত নিবারণ হয়।

শীতাদাদিদন্তরোগচিকিৎসা—

শীতাদে হৃতরক্তে তু তোয়ে নাগর সর্ষপান্।
নিঃক্বাথ্য ত্রিফলাঞ্চাপি কুর্য্যাদ্ গণ্ডূষধারণম্॥

শীতাদরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া শুঁঠ ও ত্রিফলার ক্বাথে গণ্ডূষ ধারণ কর্ত্তব্য।

প্রিয়ঙ্গবশ্চ মুস্তা চ ত্রিফলা চ প্রলেপনম্॥

প্রিয়ঙ্গু, মুতা ও ত্রিফলা বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

কুষ্ঠং দার্ব্বী লোধ্রমব্দং সমঙ্গা
তক্তঃ পাঠা তেজনী পীতিকা চ।
চূর্ণং শস্তং ঘর্ষণং তদ্দ্বিজানাং
রক্তস্রাবং হন্তি কণ্ডূং রুজাঞ্চ॥

কুড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, মুতা, বরাক্রান্তা, আকনাদি, চৈই ও হরিদ্রা এই সমুদায়ের চূর্ণ দ্বারা দন্তঘর্ষণ করিলে রক্তস্রাব, কণ্ডূ ও বেদনা নিবারণ হয়।

ভদ্রমুস্তাভয়া ব্যোষবিড়ঙ্গারিষ্টপল্লবৈঃ।
গোমূত্র পিষ্টৈর্গুড়িকাং ছায়াশুষ্কাং প্রকল্পয়েৎ॥
তাং বিধায় মুখে সুপ্যাচ্চলদন্তাতুরো নরঃ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিচ্চলদন্তস্য ভেষজম্॥

মুতা, হরীতকী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও নিমপত্র এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। নিদ্রাকালে এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিয়া থাকিলে চলদন্তরোগ (দাঁতনড়া) নিবারণ হয়।

করঞ্জকরবীরার্ক মালতীককুভাশনাঃ।
শস্যন্তে দন্তপবনে যে চাপ্যেবংবিধা দ্রুমাঃ॥

করঞ্জ, করবীর, আকন্দ, মালতী, অর্জ্জুন এবং অশন প্রভৃতি বৃক্ষের কাষ্ঠে দাঁতন করিলে দন্ত দৃঢ় হয়।

চলদন্তস্থিরকরং কার্য্যং বকুলচর্ব্বণম্।
আর্ত্তগল দলক্বাথগণ্ডুষো দন্তচালনুৎ ।
দন্তচালে হিতং শ্রেষ্ঠং তিলোগ্রাচর্ব্বণং সদা ॥

বকুলের ছাল চর্ব্বণ করিলে দন্ত দৃঢ় হয়। ঐরূপ নীল ঝাঁটিপত্রের ক্বাথের গণ্ডূষ এবং তিল ও বচ চর্ব্বণে দন্তচাল (দাঁতনড়া) নিবারণ হয়।

দন্তপুপ্পুটকে কার্য্যং তরুণে রক্তমোক্ষণম্ ।
সপঞ্চলবণ ক্ষারং সক্ষৌদ্রং প্রতিসারণম্ ॥

অচিরোৎপন্ন দন্তপুপ্পুট রোগে রক্তমোক্ষণ করিবে। এই রোগে পঞ্চলবণ ও যবক্ষার মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ (ঘর্ষণ) করিলে উপকার দর্শে।

দন্তানাং তোদহর্ষে চ বাতঘ্নাঃ কবলা হিতাঃ ॥

দন্তের তোদ (সূচীবেধবৎ বেদনা) ও হর্ষে (দাঁত আমলানতে) বাতঘ্ন কবল ধারণ ব্যবস্থেয়।

মাক্ষিকং পিপ্পলী সর্পির্মিশ্রিতং ধারয়েন্মুখে।
দন্তশূলহরং প্রোক্তং প্রধানমিদমৌষধম্ ॥

মধু, পিঁপুলচূর্ণ ও ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তশূল নিবারিত হয়।

বিস্ফারিতে দন্তবেষ্টে ব্রণস্ত প্রতিসারয়েৎ ॥
লোধ্র পত্তঙ্গ মধুক লাক্ষা চূর্ণৈর্মধূত্তরৈঃ।
গণ্ডুষে ক্ষীরিণো যোজ্যাঃ সক্ষৌদ্রঘৃতশর্করাঃ ॥

দন্তবেষ্টে ক্ষত হইলে লোধ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও লাক্ষাচূর্ণ মধু সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষতস্থান ঘর্ষণ এবং বট ও অশ্বত্থ প্রভৃতির ক্বাথে ঘৃত, মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া তাহার গণ্ডূষ ধারণ কর্ত্তব্য।

শৌষিরে হৃতরক্তে তু লোধ্রমুস্তারসাঞ্জনৈঃ।
সক্ষৌদ্রৈঃ শস্যতে লেপো
গণ্ডুষে ক্ষীরিণো হিতাঃ ॥

শৌষির রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া লোধ, মুতা ও রসাঞ্জন মধুসংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ এবং বটাদির ক্বাথের গণ্ডূষ ধারণ ব্যবস্থেয়।

ক্রিয়াং পরিদরে কুর্য্যাৎ শীতাদোক্তাং বিচক্ষণঃ ॥

পরিদর পীড়ায় শীতাদ রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

সংশোধ্যোভয়তঃ কায়ং শিরশ্চোপকুশে ততঃ।
কাকোডুম্বরিকা গোজী পত্রৈর্বিস্রাবয়েদসৃক্ ॥
ক্ষৌদ্রযুক্তৈশ্চলবণৈঃ সব্যোষৈঃ প্রতিসারয়েৎ।
পিপ্পল্যঃ সর্ষপাঃ শ্বেতা নাগরং নৈচুলং ফলম্ ॥
সুখোদকেন সংমর্দ্দ্য কবড়ং তস্য যোজয়েৎ ॥

উপকুশ ব্যাধিতে বমন, বিরেচন ও নস্য প্রদানানন্তর ডুমুরপত্র ও গোজিয়াপত্র দ্বারা রক্তনিঃসারণ করিবে। ইহাতে মধুসংযুক্ত পঞ্চলবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ দ্বারা দন্তঘর্ষণ এবং পিঁপুল, শ্বেতসর্ষপ, শুঁঠ ও হিজলফল ঈষদুষ্ণ জলে মর্দ্দন করিয়া তাহার কবলধারণ কর্ত্তব্য।

শস্ত্রেণ দন্তবৈদর্ভে দন্তমূলানি শোধয়েৎ।
ততঃ ক্ষারং প্রযুঞ্জীত ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ শীতলাঃ ॥

দন্তবৈদর্ভরোগে অস্ত্র দ্বারা দন্তমূল হইতে পূয়াদি নিঃসারণ করিয়া

ক্ষারপ্রয়োগ এবং সমস্ত শীতল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।

উদ্ধৃত্যাধিকদন্তন্তু ততোঽগ্নিমবচারয়েৎ।
ক্রিমিদন্তকবচ্চাত্র বিধিঃ কার্য্যো বিজানতা॥

অধিদন্ত উদ্ধৃত করিয়া অগ্নিপ্রয়োগ এবং ক্রিমিদন্তক রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

ছিত্ত্বাধিমাংসং সক্ষৌদ্রৈরেভিশ্চূর্ণৈরুপাচরেৎ।
তেজোবতী বচা পাঠা সর্জ্জিকা যাবশূকজৈঃ॥
ক্ষৌদ্রদ্বিতীয়াঃ পিপ্পল্যঃ কবলশ্চাত্র কীর্ত্তিতঃ॥

অধিমাংস ছেদন করিয়া আকনাদি, বচ, চৈ, সাচিক্ষার ও যবক্ষার এই সমুদায় মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা দন্তঘর্ষণ এবং মধুসংযুক্ত পিঁপুলমূলের কবল ধারণ কর্ত্তব্য।

পটোলনিম্বত্রিফলাকষায়শ্চাত্র ধাবনে।
শিরোবিরেকশ্চ হিতো ধূমো বৈরেচনশ্চ যঃ॥

অধিমাংসরোগে পটোলপত্র, নিমপত্র ও ত্রিফলার ক্বাথে ক্ষতস্থান ধৌত করা এবং নস্য ও কফনিঃসারক ধূমগ্রহণ বিশেষ উপকারী।

নাড়ীব্রণহরং কর্ম্ম দন্তনাড়ীষু কারয়েৎ।
যং দন্তমধিজায়েত নাড়ী তং দন্তমুদ্ধরেৎ॥
ছিত্ত্বা মাংসানি শস্ত্রেণ যদি নোপরিজো ভবেৎ।
শোধয়িত্বা দহেচ্চাপি ক্ষারেণ জ্বলনেন বা॥

দন্তনালীরোগে নাড়ীব্রণোক্ত চিকিৎসা করিবে। যে দন্তে নালী উৎপন্ন হয়, যদি তাহা উপরিপাটীস্থ না হয়, তাহা হইলে শস্ত্রদ্বারা মাংসচ্ছেদন ও তাহা উৎপাটন করিয়া পূয়াদি নিঃসারণ এবং ক্ষার ও অগ্নি দ্বারা দহন করা কর্ত্তব্য।

গতিৰ্হি নস্থি হন্বস্থি দশনে সমুপেক্ষিতে।
তস্মাৎ সমূলং দশনং নির্হরেদ্ ভগ্নমস্থি চ॥

দন্তনালী উপেক্ষিত হইলে হনুস্থ অস্থি পর্য্যন্ত সংহার করে। অতএব মূলসহিত দন্ত উৎপাটন ও ভগ্ন অস্থি উত্তোলন করিবে।

উদ্ধৃতে তূত্তরে দন্তে শোণিতং সম্প্রসিচ্যতে।
রক্তাতিযোগাৎ পূর্ব্বোক্তা
ঘোরা রোগা ভবন্তি চ॥
চলমপ্যুত্তরং দন্তমতো নোপহরেদ্ ভিষক্॥

উপরিস্থ দন্ত উৎপাটন করিলে অধিক রক্তস্রাব হইয়া নানাপ্রকার পীড়া উৎপন্ন হয়। অতএব উপরপাটীর দন্ত নড়িলেও তাহা উৎপাটন করা বিধেয় নহে।

কষায়ঃ জাতীমদন কটুক স্বাদুকণ্টকৈঃ।
লোধ্র খদির মঞ্জিষ্ঠা যষ্ট্যাহ্বৈশ্চাপি যৎকৃতম্।
তৈলং সংশোধনং তদ্ধি হন্যাদ্দন্তগতাং গতিম্॥

জাতীপত্র, মনছাল, কট্কী ও বঁইচির ক্বাথ এবং লোধ, খদির, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধুর সহিত পক্ক তৈল দ্বারা দন্তনালী নিবারিত হয়।

সুখোষ্ণাঃ স্নেহকবলাঃ সসর্পিস্ত্রৈবৃতস্য বা।
নির্য্যূহাশ্চানিলঘ্নানাং দন্তহর্ষপ্রমর্দ্দনাঃ।
স্নৈহিকশ্চ হিতো ধূমো নস্যং স্নৈহিকমেব চ॥

দন্তহর্ষরোগে সুখোষ্ণ স্নেহ কবল, ঘৃতসংযুক্ত তেউড়ীর কবল, বাতঘ্ন ক্বাথ, স্নৈহিক ধূম ও স্নৈহিক নস্য, প্রয়োজ্য।

অহিংসন্ দন্তমূলানি শর্করামুদ্ধরেদ্ভিষক্।
লাক্ষাচূর্ণৈর্মধুযুতৈস্ততস্তাং প্রতিসারয়েৎ॥

দন্তমূলের কোন হানি না হয় এরূপে দন্তশর্করা ছেদন করিয়া মধু মিশ্রিত লাক্ষাচূর্ণ দ্বারা তৎস্থান ঘর্ষণ করিবে।

দন্তহর্ষক্রিয়াঞ্চাপি কুর্য্যান্নিরবশেষতঃ।
কপালিকা কৃচ্ছ্রসাধ্যা তত্রাপ্যেষা ক্রিয়া হিতা।

কপালিকা রোগ কৃচ্ছ্র সাধ্য হইলেও ইহাতে দন্তহর্ষের চিকিৎসায় উপকার দর্শে।

জয়েদ্বিস্রাবণৈঃ স্বিন্নমচলং ক্রিমিদন্তকম্।
তথাবপীড়ৈর্ব্বাতঘ্নৈঃ স্নেহগণ্ডূষধারণৈঃ॥
ভদ্রদার্ব্ব্যাদি বর্ষাভূলেপৈঃ স্নিগ্ধৈশ্চ ভোজনৈঃ।
হিঙ্গুসোষ্ণন্তু মতিমান্ ক্রিমিদন্তেষু দাপয়েৎ।

ক্রিমিদন্ত রোগে দন্তে স্বেদ-প্রদান, রক্তমোক্ষণ, বাতঘ্ন অবপীড়, স্নেহগণ্ডূষধারণ, পুনর্নবা ও দেবদারু প্রভৃতির প্রলেপ এবং স্নিগ্ধ ভোজন ব্যবস্থেয়। হিং উষ্ণ করিয়া ক্রিমিদন্তে লাগাইয়া দিলে উপকার হয়।

বৃহতী ভূকদম্ব পঞ্চাঙ্গুল কণ্টকারিকাক্কাথঃ।
গণ্ডূষস্তৈলযুতঃ ক্রিমিদন্তকবেদনাশমনঃ॥

বৃহতী, মুণ্ডিরী, এরণ্ডমূল ও কণ্টকারীর ক্কাথে তৈলসংযুক্ত করিয়া গণ্ডূষ ধারণ করিলে ক্রিমিদন্তকের বেদনার শান্তি হয়।

নীলীবায়সজঙ্ঘাস্নু গ্ দুগ্ধীনান্ত মূলমেকৈকম্।
সঞ্চর্ব্ব্য দশনবিধৃতং দশনক্রিমিপাতনং প্রাহুঃ॥

নীলবৃক্ষ, কাকজঙ্ঘা, সিজ ও ক্ষীরুই ইহাদের মূল চর্ব্বণ করিয়া দন্তে সংযুক্ত করিয়া রাখিলে দন্তের ক্রিমি সকল পতিত হয়।

চলমুদ্ধৃত্য বা স্থানং দহেত্তু শুষিরস্য বা।
ততো বিদারী যষ্ট্যাহ্ব শৃঙ্গাটককশেরুভিঃ।
তৈলং দশগুণক্ষীরসিদ্ধং নস্যে তু পূজিতম্॥

শুষির রোগে চলদন্ত উদ্ধার করিয়া সেই স্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। পরে ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, পানিফল ও কেশুর এই সমুদায় কল্ক ও দশগুণ দুগ্ধ দিয়া যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া তাহা নস্যার্থে প্রয়োগ করিবে।

হনুমোক্ষে সমুদ্দিষ্টা কার্য্যা চার্দ্দিতবৎ ক্রিয়া।

হনুমোক্ষে অর্দ্দিতব্যাধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

ফলান্যম্লানি শীতাম্বু রুক্ষান্নং দন্তধাবনম্।
তথাতিকঠিনান্ ভক্ষ্যান্ দন্তরোগী বিবর্জ্জয়েৎ॥

দন্তরোগে অম্লফল, শীতল জল, রুক্ষান্ন, দন্তধাবন ও অতি কঠিন ভক্ষ্য-দ্রব্য বর্জ্জনীয়।

ওষ্ঠকোপে ত্বনিলজে যদুক্তং প্রাক্চিকিৎসিতম্।
কণ্টকেষ্বনিলোত্থেষু তৎ কার্য্যং ভিষজা খলু॥

বায়ুজন্য কণ্টকরোগে বাতজ ওষ্ঠ প্রকোপের চিকিৎসা করিবে।

পিত্তজেষু নিঘৃষ্টেষু নিঃস্রুতে দুষ্টশোণিতে।
প্রতিসারণ গণ্ডূষৌ নস্যঞ্চ মধুরং হিতম্॥

পিত্তজ কণ্টক রোগে দুষ্টরক্ত নিঃসারণ করিয়া মধুর ঔষধ দ্বারা প্রতিসারণ (ঘর্ষণ), গণ্ডূষ ও নস্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

কণ্টকেষু কফোত্থেষু লিখিতেষ্বসৃজঃ ক্ষয়ে।
পিপ্পল্যাদির্মধুযুতঃ কার্য্যন্তু প্রতিসারণঃ।

গৃহ্লীয়াৎ কবলঞ্চাপি গৌরসর্ষপসৈন্ধবৈঃ।
পটোলনিম্ববার্ত্তাকু ক্ষারযূষৈশ্চ ভোজয়েৎ॥

কফজ কণ্টকরোগে রক্তমোক্ষণ, মধুসংযুক্ত পিঁপুল প্রভৃতির (পিপ্পল্যাদিগণের) চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ, শ্বেতসর্ষপ ও সৈন্ধবলবণের কবল ধারণ এবং পটোল, নিম, বেগুন ও ক্ষারযূষ ভোজনার্থ ব্যবহার্য্য।

জিহ্বাজাড্যং মাণকভস্মতৈললবণঘর্ষণং হন্তি।
ঈষৎম্ন কৃক্ষীরাক্তং জম্বীরাদ্যম্লচর্ব্বণং বাপি॥

জিহ্বার জড়তা হইলে মাণভস্ম লবণ ও তৈল দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ এবং জামীর লেবু প্রভৃতি অম্লদ্রব্য অল্প সিজের আটার সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ব্বণ করিবে।

কর্কটাঙ্ঘ্রিঃ ক্ষীরপক্বো ঘৃতাভ্যঙ্গেন নশ্যতি।
দন্তশব্দঃ কর্কটাঙ্ঘ্রিলেপাদ্ বা দন্তযোজিতাৎ॥

কাঁকড়ার পা ও দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহা মর্দ্দন করিলে দন্তশব্দ নিবারণ হয়। ঐরূপ কাঁকড়ার পা বাঁটিয়া দন্তে প্রলেপ দিলেও উক্ত রোগ উপশমিত হয়।

চরণৌ কর্কটস্যাপি গোক্ষীরেণ বিপাচয়েৎ।
ঘনতাঞ্চ গতে তস্মিন্ রাত্রৌ চরণলেপনাৎ।
দন্তানাং কড়্মড়ীং হন্তি সত্যংসত্যঞ্চ পার্ব্বতি॥

কাঁকড়ার ২ খানি পা বাঁটিয়া গব্যদুগ্ধসহ পাক করিয়া ঘন করিবে। তদ্দ্বারা রাত্রিতে পাদদ্বয় লেপন করিলে দাঁত কড়মড়ানি নিবারণ হয়।

কৃষ্ণবর্ণাশ্বপুচ্ছস্য সপ্তকেশেন বেণিকা।
তাং বদ্ধা চ গলে দন্তকড়মড়ীং হন্তি মানবঃ।

কৃষ্ণবর্ণ অশ্বের পুচ্ছের ৭ গাছী চুলে বেণী প্রস্তুত করিয়া তাহা গলদেশে বন্ধন করিলে দাঁত কড়মড়ানি নিবারণ হয়।

উপজিহ্বান্তু সংলিখ্য ক্ষারেণ প্রতিসারয়েৎ।
শিরোবিরেক গণ্ডূষ ধূমৈশ্চৈনামুপাচরেৎ॥

উপজিহ্বরোগে ক্ষার দ্বারা প্রতিসারণ, শিরোবিরেচন, গণ্ডূষ গ্রহণ ও ধূম প্রদান আবশ্যক।

ব্যোষক্ষারাভয়া বহ্নি চূর্ণমেতৎ প্রঘর্ষণম্
উপজিহ্বাপ্রশান্ত্যর্থমেতৈস্তৈলং বিপাচয়েৎ।

ত্রিকটু, যবক্ষার, হরীতকী ও চিতামূল এই সমুদায় দ্বারা ঘর্ষণ করিলে উপজিহ্বা রোগের উপশম হয়। উল্লিখিত দ্রব্য সমুদায়ের সহিত তৈল পাক করিয়া তাহা ব্যবহার করিলেও উপকার হয়।

ছিত্ত্বা ঘর্ষেদ্ গলে শুণ্ডীং
ব্যোষোগ্রাক্ষৌদ্রসিন্ধুজৈঃ।
কুষ্ঠোষণ বচাসিন্ধু কণা পাঠাপ্লবৈরপি।
সক্ষৌদ্রৈর্ভিষজা কার্য্যং গলশুণ্ড্যাঃ প্রঘর্ষণম্।

গলশুণ্ডী (আলজিববৃদ্ধি নামক গলরোগ বিশেষ) ছেদন করিয়া ত্রিকটু, বচ ও সৈন্ধবলবণ অথবা কুড়, পিঁপুলমূল, বচ, সৈন্ধব, পিঁপুল, আকনাদি ও কৈবর্ত্তমুস্তক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রতিসারণ করিবে।

উপনাসাধ্যধো হন্তি গলশুণ্ডীং বিশেষতঃ।
গলশুণ্ডীং হরেৎ তদ্বচ্ছেফালীমূলচর্ব্বণম্।

নাসিকার সমীপদেশ বিদ্ধ করিলে অথবা শেফালিকার মূল চর্ব্বণ করিলে গলশুণ্ডীরোগ নিবারণ হয়।

বচামতিবিষাং পাঠাং রাস্নাং কটুকরোহিণীম্।
নিঃক্বাথ্য পিচুমর্দ্দঞ্চ কবলং তত্র যোজয়েৎ।
ক্ষারসিদ্ধেষু মুদ্গেষু যূষশ্চাপ্যশনে হিতঃ॥

বচ, আতইচ, আকনাদি, রাস্না, কট্‌কী ও নিমছাল এই সমুদায়ের ক্বাথে কবলগ্রহণ ও যবক্ষারের সহিত সিদ্ধ মুদ্গযূষ পান করিলে গলশুণ্ডী-রোগের উপশম হয়।

তুণ্ডিকের্য্যধ্রুবে কূর্ম্মে সংঘাতে তালুপুপ্পুটে।
এষ এব বিধিঃ কার্য্যো বিশেষঃ শস্ত্রকর্ম্ম চ॥

তুণ্ডিকেরি, অধ্রুব, কূর্ম্ম, সংঘাত ও তালুপুপ্পুটরোগে পূর্ব্বোক্ত বিধি ও শস্ত্রক্রিয়া কর্ত্তব্য।

তালুপাকে তু কর্ত্তব্যং বিধানং পিত্তনাশনম্।
স্নেহস্বেদৌ তালুশোষে বিধিশ্চানিলনাশনঃ॥

তালুপাকে পিত্তনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। তালুশোষে স্নেহ, স্বেদ ও বায়ুনাশক চিকিৎসার আবশ্যক।

সাধ্যানাং রোহিণীনান্তু হিতং শোণিতমোক্ষণম্।
ছর্দ্দনং ধূমপানঞ্চ গণ্ডূষো নস্যকর্ম্ম চ॥

চিকিৎসাযোগ্য রোহিণীরোগে রক্ত-মোক্ষণ, বমন, ধূমপান, গণ্ডূষ ও নস্য-গ্রহণ ব্যবস্থেয়।

বাতিকীন্তু হৃতে রক্তে লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ।
সুখোষ্ণাংস্তৈলকবলান্ ধারয়েচ্চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ॥

বাতিক রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া লবণ দ্বারা প্রতিসারণ (ঘর্ষণ এবং ঈষদুষ্ণ তৈলের কবল ধারণ কর্ত্তব্য।

পতঙ্গশর্করাক্ষৌদ্রৈঃ পৈত্তিকীং প্রতিসারয়েৎ।
দ্রাক্ষাপরূষকক্বাথো হিতশ্চ কবড়গ্রহে॥

পৈত্তিক রোহিণীতে রক্তচন্দন, চিনি ও মধু দ্বারা প্রতিসারণ এবং দ্রাক্ষা ও পরূষের ক্বাথে কবলগ্রহণ ব্যবস্থেয়।

অগারধূমকটুকৈঃ কফজাং প্রতিসারয়েৎ।
শ্বেতাবিড়ঙ্গদন্তীষু সিদ্ধং তৈলং সসৈন্ধবম্।
নস্যকর্ম্মণি দাতব্যং কবড়ঞ্চ কফোচ্ছ্রয়ে॥

শ্লৈষ্মিক রোহিণীতে ঝুল ও কট্‌কী দ্বারা প্রতিসারণ এবং অপরাজিতা, বিড়ঙ্গ, দন্তী ও সৈন্ধব এই সমুদায়ের সহিত সিদ্ধ তৈলের নস্য ও কবল ধারণ ব্যবস্থা করিবে।

পিত্তবৎসাধয়েদ্ বৈদ্যো রোহিণীং রক্তসম্ভবাম্॥

রক্তজ রোহিণীর চিকিৎসা পৈত্তিক রোহিণীর ন্যায়।

বিস্রাব্য কণ্ঠশালূকং সাধয়েত্তুণ্ডিকেরিবৎ।
এককালং যবান্নঞ্চ ভুঞ্জীত স্নিগ্ধমল্পশঃ॥

কণ্ঠশালূকরোগে দুষ্ট রক্তাদি নিঃসারণ করিয়া তুণ্ডিকেরীর ন্যায় চিকিৎসা করিবে এবং একবেলা অল্প পরিমাণে স্নিগ্ধ যবান্ন পথ্য দিবে।

উপজিহ্বিকবচ্চাপি সাধয়েদিরিবেল্লিকাম্।
উন্নাম্য জিহ্বামাকৃষ্য বড়িশেনাধিজিহ্বকম্॥
ছেদয়েন্মণ্ডলাগ্রেণ তীক্ষ্ণোষ্ণৈর্ঘর্ষণাদিভিঃ।
বিস্রাব্য শোণিতং স্বল্পং ততঃ শোধনমাচরেৎ॥

ইরিবেল্লিকারোগে উপজিহ্বিকার ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য। অধিজিহ্বক-রোগে জিহ্বা ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করিয়া মণ্ডলাগ্র বড়িশ দ্বারা রোগস্থান ছেদন এবং তীক্ষ্ণ ও উষ্ণদ্রব্য দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। অথবা স্বল্প শোণিত স্রাব করাইয়া শোধনক্রিয়া করিবে।

অমর্ম্মস্থং সুপক্কঞ্চ ভেদয়েদ্ গলবিদ্রধিম্‌।

গলবিদ্রধি যদি মর্ম্মস্থানোৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে সুপক্ক অবস্থায় ছেদন করিবে।

কণ্ঠরোগেঘসৃঙ্মোক্ষস্তীক্ষ্ণৈর্নস্যাদি কর্ম্ম চ।
ক্বাথপানঞ্চ দার্ব্বীত্বঙ্ নিম্বদ্রাক্ষাকলিঙ্গতঃ॥

কণ্ঠরোগে রক্তমোক্ষণ, তীক্ষ্ণদ্রব্যের নস্যাদি প্রয়োগ এবং দারুহরিদ্রা, গুড়ত্বক্, নিমছাল, দ্রাক্ষা ও ইন্দ্রযব এই সমুদায়ের ক্বাথ পান ব্যবস্থেয়।

হরীতকীকষায়ো বা পেয়ো মাক্ষিকসংযুতঃ।
কটুকাতিবিষা দারু পাঠা মুস্ত কলিঙ্গকাঃ॥
গোমূত্রকথিতাঃ পেয়াঃ কণ্ঠরোগবিনাশনাঃ॥

মধুসংযুক্ত হরীতকীর ক্বাথ অথবা কটুকী, আতইচ, দারুহরিদ্রা, আকনাদি, মুতা ও ইন্দ্রযব এই সমুদায় গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া তাহা পান করিলে কণ্ঠরোগ নষ্ট হয়।

দন্তরোগাশনিচূর্ণম্‌।

জাতীপত্রপুনর্নবা তিলকণা কৌরুণ্ট মুস্তাবচাঃ।
শুণ্ঠীদীপ্যহরীতকী চ সঘৃতং চূর্ণং মুখে ধারয়েৎ।
বাতঘ্নং ক্রিমিকর্ণশূলদহনং সর্ব্বাময়ধ্বংসনম্‌।
দৌর্গন্ধ্যাদিসমস্তদোষহরণং দন্তস্য রোগাশনিঃ॥

জাতিপত্র, পুনর্নবা, তিল, পিঁপুল, ঝাঁটিপত্র, মুতা, বচ, শুঁঠ, যমানী ও হরীতকী এই সমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ ঘৃতম্রক্ষিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তের ক্রিমি, কণ্ডু, শূল ও দৌর্গন্ধ্য প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

কালকং চূর্ণম্‌।

গৃহধূমো যবক্ষারঃ পাঠা ব্যোষং রসাঞ্জনম্‌।
তেজোহ্বা ত্রিফলালৌহং চিত্রকঞ্চেতিচূর্ণিতম্‌॥
সক্ষৌদ্রং ধারয়েদেতদ্গলরোগবিনাশনম্‌।
(কালকং তাম্রং তচ্চূর্ণং দন্তাস্যগলরোগনুৎ।)

ঝুল, যবক্ষার, আকনাদি, ত্রিকটু, রসাঞ্জন, চঁই, ত্রিফলা, লৌহ ও চিতামূল, কালশাক ও তাম্রচূর্ণ এই সমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্ত, মুখ ও গলসম্বন্ধীয় পীড়ার নিবৃত্তি হয়।

পীতকং চূর্ণম্‌।

মনঃশিলা যবক্ষারো হরিতালং সসৈন্ধবম্‌।
দার্ব্বী ত্বক্ চেতি তচ্চূর্ণং মাক্ষিকেণ সমাযুতম্‌॥
মূর্চ্ছিতং ঘৃতযোগেন কণ্ঠরোগেষু ধারয়েৎ।
মুখরোগেষু চ শ্রেষ্ঠং পীতকং নাম কীর্ত্তিতম্‌॥

মনছাল, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধব, দারুহরিদ্রা ও গুড়ত্বক্ এই সমুদায়ের চূর্ণ মধুসংযুক্ত ও ঘৃতে মূর্চ্ছিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে কণ্ঠরোগ ও মুখরোগ নষ্ট হয়।

যবাগ্রজাদিগুড়িকা।

যবাগ্রজং তেজবতীং সপাঠাং
রসাঞ্জনং দারু নিশাং সকৃষ্ণাম্‌।
ক্ষৌদ্রেণ কুর্য্যাদ্ গুড়িকাং মুখেন
তাং ধারয়েৎ সর্ব্বগলাময়েষু॥

যবক্ষার, চঁই, আকনাদি, রসাঞ্জন, দারুহরিদ্রা ও পিঁপুল এই সমুদায় দ্রব্য মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত

করিবে। এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে গলরোগ নষ্ট হয়।

দশমূলং পিবেদুষ্ণং যূষং মূলকুলথয়োঃ।
ক্ষীরেক্ষুরস গোমূত্র দধিমস্ত্বম্লকাঞ্জিকৈঃ॥
বিদধ্যাৎ কবলান্ বীক্ষ্য দোষং তৈলঘৃতৈরপি॥

গলরোগে দশমূলের উষ্ণ ক্বাথ, মূলা ও কুলত্থকলায়ের যূষ এবং দোষ বিবেচনা করিয়া দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গোমূত্র, দধির মাত, অম্লকাঁজি ও তৈল বা ঘৃতের কবল ধারণ ব্যবস্থেয়।

ক্ষারগুড়িকা।

পঞ্চকোলক তালীশপত্রৈলা মরিচত্বচঃ।
পলাশ মুষ্ককক্ষার যবক্ষারাশ্চ চূর্ণিতাঃ॥
গুড়ে পুরাণে ক্বথিতে দ্বিগুণে গুড়িকাঃ কৃতাঃ।
কর্কন্ধুমাত্রাঃ সপ্তাহং স্থিতা মুষ্ককভস্মনি॥
কণ্ঠরোগেষু সর্ব্বেষু ধার্য্যাঃ স্যুরমৃতোপমাঃ॥

পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, তালীশপত্র, এলাইচ, মরিচ, গুড়ত্বক্, পলাশক্ষার, ঘণ্টাপারুলের ক্ষার ও যবক্ষার এই সমুদায় দ্রব্য দ্বিগুণ পুরাতন গুড়ের সহিত পাক করিয়া কুল প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া ৭ দিবস ঘণ্টাপারুলের ক্ষারমধ্যে রাখিয়া দিবে। এই গুড়িকা সকলপ্রকার কণ্ঠরোগে ধারণীয়।

মূত্রসিদ্ধাং শিবাং তুল্যাং মধুরীকুষ্ঠবালকৈঃ।
অভ্যস্য মুখরোগাংস্তু জয়েদ্বিরসতামপি॥

হরীতকী, মউরী, কুড় ও বালা এই সমুদায় দ্রব্য সমান সমান লইয়া গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে মুখরোগ ও মুখের বিরসতা নিবারণ হয়।

বাতাৎ সর্ব্বসরং চূর্ণৈর্লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ।
তৈলং বাতহরৈঃ সিদ্ধং হিতং কবলনস্যয়োঃ॥

বাতিক সর্ব্বসররোগে সৈন্ধবচূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ এবং বায়ুনাশক ঔষধের সহিত সিদ্ধ তৈলের কবল ও নস্য ব্যবস্থেয়।

পিত্তাত্মকে সর্ব্বসরে শুদ্ধকায়স্য দেহিনঃ।
সর্ব্বঃ পিত্তহরঃ কার্য্যো বিধির্ম্মধুরশীতলঃ॥

পৈত্তিক সর্ব্বসরে বিরেচনাদি দ্বারা দেহ শোধন করিয়া মধুর শীতল প্রভৃতি পিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে।

প্রতিসারণ গণ্ডূযান্ ধূমসংশোধনানি চ।
কফাত্মকে সর্ব্বসরে ক্রমং কুর্য্যাৎ কফাপহম্॥

কফজ সর্ব্বসরে প্রতিসারণ, গণ্ডূষ, ধূমপ্রদান, সংশোধন ও কফঘ্ন চিকিৎসা ব্যবস্থেয়।

মুখপাকে শিরাবেধঃ শিরঃকায়বিরেচনম্।
কার্য্যঞ্চ বহুধা নিত্যং জাতীপত্রস্য চর্ব্বণম্॥

মুখপাকে শিরাবেধ, নস্য, বিরেচন ও বারংবার জাতীপত্রচর্ব্বণ বিশেষ উপকারী।

জাতীপত্রামৃতাদ্রাক্ষা পাঠা দার্ব্বী ফলত্রিকৈঃ।
ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রযুতঃ শীতো গণ্ডূষো মুখপাকনুৎ॥

জাতীপত্র, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, আকনাদি, দারুহরিদ্রা ও ত্রিফলা এই সমুদায়ের ক্বাথ শীতল ও মধুসংযুক্ত করিয়া তাহার গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখপাক নিবারণ হয়।

পটোলনিম্বজম্বাম্র মালতী নবপল্লবৈঃ।
পঞ্চপল্লবজঃ শ্রেষ্ঠঃ কষায়ো মুখধাবনে॥
পঞ্চবল্ককষায়ো বা ত্রিফলাক্বাথ এব বা।
মুখপাকেষু সক্ষৌদ্রঃ প্রযোজ্যো মুখধাবনে॥

পটোল, নিম, জাম, আম্র ও মালতী ইহাদের নূতন পত্রের ক্বাথ, বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত ইহাদের ছালের ক্বাথ অথবা ত্রিফলার ক্বাথ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা মুখ ধৌত করিলে মুখপাকের উপশম হয়।

স্বরসঃ ক্বথিতো দার্ব্ব্যা ঘনীভূতো রসক্রিয়া।
সক্ষৌদ্রা মুখরোগাসৃগদোষনাড়ীব্রণাপহা॥

দারুহরিদ্রার ক্বাথ ঘনীভূত করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে মুখরোগ, রক্তদোষ ও নাড়ীব্রণ নষ্ট হয়।

সপ্তচ্ছদাদিঃ।

সপ্তচ্ছদোশীরপটোলমুস্ত-
হরীতকীতিক্তকরোহিণীভিঃ।
যষ্ট্যাহ্বরাজদ্রুম চন্দনৈশ্চ
ক্বাথং পিবেৎ পাকহরং মুখস্য॥

ছাতিমছাল, বেণার মূল, পটোলপত্র, মুতা, হরীতকী, কটুকী, যষ্টিমধু সোঁদালমূল ও রক্তচন্দন এই সমুদায় দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে মুখের পাক নিবারণ হয়।

পটোলাদিঃ।

পটোল শুণ্ঠী ত্রিফলা বিশালা
ত্রায়ন্তি তিক্তা দ্বিনিশামৃতানাম্।
পীতঃ কষায়ো মধুনা নিহন্তি
মুখে স্থিতশ্চাস্যগদানশেষান্॥

পটোলপত্র, শুঁঠ, ত্রিফলা, রাখালশশার মূল, বলাডুমুর, কটুকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গুলঞ্চ এই সমুদায়ের ক্বাথ মধুর সহিত পান বা মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ নষ্ট হয়।

ক্বথিতাস্ত্রিফলা পাঠা মৃদ্বীকা জাতীপল্লবাঃ।
নিষেব্যা ভক্ষণীয়া বা ত্রিফলা মুখপাকহা॥

ত্রিফলা, আকনাদি, দ্রাক্ষা ও জাতিপত্রের ক্বাথ পান অথবা ত্রিফলা ভক্ষণ করিলে মুখপাক নিবারণ হয়।

কৃষ্ণা জীরক কুষ্ঠেন্দ্রযব চর্ব্বণতস্ত্র্যহম্।
মুখপাকে ব্রণক্লেদ দৌর্গন্ধ্যমুপশাম্যতি॥

পিঁপুল, জীরা, কুড় ও ইন্দ্রযব এই সমুদায় চর্ব্বণ করিলে ৩ দিবসে মুখের ক্ষত, ক্লেদ ও দৌর্গন্ধ নিবারণ হয়।

তিলা নীলোৎপলং সর্পিঃ শর্করা ক্ষীরমেব চ।
সক্ষৌদ্রো দগ্ধবক্ত্রস্য গণ্ডূষো দাহপাকহা॥
(পঞ্চ যোগাঃ। সর্ব্বত্র মধুপ্রযোগঃ। তিলকাথস্তথা নীলোৎপলক্বাথঃ।)

ক্ষারাদি দ্বারা মুখ দগ্ধ হইলে তিলের ক্বাথ, নীলোৎপলের ক্বাথ, ঘৃত, চিনি বা দুগ্ধ ও মধুসংযুক্ত করিয়া গণ্ডূষ ধারণ কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা দাহ ও পাক নিবারণ হয়।

তৈলেন কাঞ্জিকেনাথ গণ্ডূষশ্চূর্ণদাহহা॥

চূর্ণ (চুণ) ভক্ষণ জন্য মুখে দাহ উপস্থিত হইলে তৈল বা কাঁজির গণ্ডূষে তাহা নিবারণ হয়।

ঘনকুষ্ঠৈলাধান্যক যষ্টিমধ্বেলবালুকাকবড়ঃ।
বদনেঽতিপূতিগন্ধং হরতি সুরালশুনগন্ধঞ্চ।
(ঘনাদিকং মুখে নিক্ষিপ্য চর্ব্বণীয়মিতি বৃদ্ধাঃ।)

মুতা, কুড়, এলাইচ, ধনিয়া, যষ্টিমধু ও এলবালুক এই সমুদায় চর্ব্বণ করিলে মুখের পূতিগন্ধ এবং সুরাপান ও রসুন ভক্ষণ জনিত দৌর্গন্ধ্য ও নিবারণ হয়।

সহাচরতৈলম্।

তুলাং খৃতাং নীলসহাচরস্য
দ্রোণেঽম্ভসঃ সংশ্রপয়েদ্ যথাবৎ।
পূতে চতুর্ভাগরসে তু তৈলং
পচেৎ শনৈরর্দ্ধপলপ্রমাণৈঃ॥
কল্কৈরনন্তা খদিরারিমেদ-
জম্বাম্র যষ্টিমধুকোৎপলানাম্।
তত্তৈলমাশ্বেব ঘৃতং মুখেন
স্থৈর্য্যং দ্বিজানাং বিদধাতি সদ্যঃ॥

নীলঝাঁটি ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। তৈল ৪ সের। কল্কার্থ অনন্তমূল, খদিরকাষ্ঠ, গুয়েবাবলার ছাল, জামছাল, আমছাল, যষ্টিমধু ও উৎপল প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল মুখে ধারণ করিলে দন্ত দৃঢ় হয়।

অরিমেদাদ্যং তৈলম্।

অরিমেদত্বক্ পলশতমভিনব-
মাপোথ্য খণ্ডশঃ কৃত্বা।
তোয়াঢকৈশ্চতুর্ভির্নিঃক্বাথ্য চতুর্থশেষেণ॥
ক্বাথেন তেন মতিমান্
তৈলস্যার্দ্ধাঢকং শনৈর্বিপচেৎ।
কল্কৈরক্ষসমাং শৈর্মঞ্জিষ্ঠা লোধ্র মধুকানাম্॥
অরিমেদ খদির কট্ফল লাক্ষা ন্যগ্রোধমুস্তৈলা।
কর্পূরাগুরু পদ্মক লবঙ্গ কক্কোল জাতীনাম্॥
ফলপত্রঙ্গগৈরিকবরাঙ্গ গজকুসুমধাতকীনাঞ্চ।
সিদ্ধং ভিষগ্বিদধ্যাদিদং মুখোত্থেষু রোগেষু॥
পরিশীর্ণ দন্তবিদ্রধি শৌষিরশীতাদ দন্তহর্ষেষু।
ক্রিমিদন্ত দরণ চলিত প্রদুষ্ট মাংসাবশীর্ণেষু।
মুখদৌর্গন্ধ্যেষু চ কার্য্যং
প্রাগুক্তেষাময়েষু তৈলমিদম্॥

তিলতৈল ৮ সের। ক্বাথার্থ গুয়েবাবলার ছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, যষ্টিমধু, গুয়েবাবলার ছাল, খদিরকাষ্ঠ, কট্‌ফল, লাক্ষা, বটছাল, ছোটএলাইচ, কর্পূর, অগুরু, পদ্মকাষ্ঠ, লবঙ্গ, কাঁকলা, জায়ফল, ত্রিফলা, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, গুড়ত্বক্, নাগেশ্বর ও ধাইফুল প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল ব্যবহারে মুখরোগ ও দন্তের নানাপ্রকার পীড়ার নিবৃত্তি হয়।

লাক্ষাদ্যং তৈলম্।

তৈলং লাক্ষারসং ক্ষীরং পৃথক্প্রস্থং সমং পচেৎ।
চতুর্গুণেঽরিমক্বাথে দ্রব্যৈশ্চ পলসম্মিতৈঃ॥
লোধ্রকট্‌ফলমঞ্জিষ্ঠা পদ্মকেশর পদ্মকৈঃ।
চন্দনোৎপলযষ্ট্যাহ্বৈস্তৈলং গণ্ডূষধারণম্॥
দালনং দন্তচালঞ্চ দন্তমোক্ষং কপালিকাম্।
শীতাদং পূতিবক্ত্রঞ্চারুচিঞ্চ বিরসাস্যতাম্।
হন্যাদাশু গদানেতান্ কুর্য্যাদ্দন্তানপি স্থিরান্॥

তিলতৈল ৪ সের। লাক্ষারস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, খদিরের ক্বাথ ১৬ সের। কল্কার্থ লোধ, কট্‌ফল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, উৎপল ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ১ পল। এই তৈলের গণ্ডূষে দালন, দন্তচাল, দন্তমোক্ষ, কপালিকা, শীতাদ, মুখদৌর্গন্ধ্য, অরুচি

ও মুখের বিরসতা দূর হইয়া দন্ত সকল সুদৃঢ় হয়।

দশনসংস্কারচূর্ণম্।

শুণ্ঠী হরীতকী মুস্তা খদিরং ঘনসারকম্।
গুবাকভস্ম মরিচং দেবপুষ্পং তথা ত্বচম্॥
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং যত্নাম্নিক্ষিপেৎ খল্লমধ্যতঃ।
কঠিনীসম্ভবং চূর্ণং প্রক্ষিপেৎ তত্র তৎসমম্॥
এতদ্দশনসংস্কারচূর্ণং দন্তাস্যরোগজিৎ॥

শুণ্ঠী, হরীতকী, মুতা, খদির, কর্পূর, গুবাকভস্ম, মরিচ, লবঙ্গ ও গুড়ত্বক্ প্রত্যেক সমভাগ, ফুলখড়িচূর্ণ সর্ব্বসমান। এই চূর্ণ ব্যবহার করিলে দন্তরোগ উপশমিত হয়।

বকুলাদ্যং তৈলম্।

বকুলস্য ফলং লোধ্রং বজ্রবল্লী কুরণ্টকম্।
চতুরঙ্গুল বব্বোল বাজিকর্ণারিমাশনম্॥
এষাং কষায়কল্কাভ্যাং তৈলং পক্বং মুখে ধৃতম্।
স্থৈর্য্যং করোতি চলতাং দন্তানাং নাবনেন চ॥

তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ বকুলফল, লোধ, হাড়ভাঙ্গা, নীলঝাঁটী, সোঁদালপত্র, বাবলার ছাল, শালবৃক্ষের ছাল, খদিরকাষ্ঠ ও অশনছাল মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ কাথ্য দ্রব্য সমস্ত মিলিত ১ সের। এই তৈল মুখে ধৃত বা নস্যস্বরূপে গৃহীত হইলে চলিত দন্ত দৃঢ় হয়।

স্বল্পখদিরবটিকা।

খদিরস্য তুলাং সম্যক্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
শেষেঽষ্টভাগে তত্রৈব প্রতিবাপং প্রদাপয়েৎ॥
জাতীকর্পূর পূগানি বব্বোলফলকানি চ।
ইত্যেষা গুড়িকা কার্য্যা মুখসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
দন্তৌষ্ঠমুখরোগেষু জিহ্বাতাল্বাময়েষু চ॥

খদির ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই ক্বাথে জয়িত্রী, কর্পূর, সুপারি, বাবলাপত্র ও জায়ফল মিলিত ২ সের প্রক্ষিপ্ত ও যথাবিধি পাক সম্পন্ন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে দন্ত, ওষ্ঠ, মুখ, জিহ্বা ও তালুর পীড়া নিবারিত হয়।

বৃহৎখদিরবটিকা।

গায়ত্রীসারতুলমেরিমবল্কলানাং
সার্দ্ধং তুলাযুগলমম্বুঘটৈশ্চতুর্ভিঃ।
নিঃক্বাথ্য পাদমবশিষ্টস্ববস্ত্রপূতং
ভূয়ঃ পচেদথ শনৈর্মৃদুপাবকেন॥
তস্মিন্ ঘনত্বমুপগচ্ছতি চূর্ণমেষাং
শ্লক্ষ্ণং ক্ষিপেচ্চ কবড়গ্রহভাগিকানাম্।
এলা মৃণাল সিতচন্দন চন্দনাম্বু
শ্যামা তমাল বিকষা ঘন লৌহ যষ্টী॥
লজ্জা ফলত্রয় রসাঞ্জন ধাতকীভ-
শ্রীপুষ্প গৈরিক কটঙ্কট কট্ফলানাম্।
পদ্মাট লোধ্র বটরোহ যবাসকানাং
মাংসী নিশা সুরভি বল্কলসংযুতানাম্॥
কক্কোল জাতিফলকোষ লবঙ্গকানি।
শীতেঽবতার্য্য ঘনসার চতুঃপলঞ্চ
ক্ষিপ্ত্বা কলায়সদৃশীর্গুড়িকাঃ প্রকুর্য্যাৎ॥
শুষ্কা মুখে বিনিহিতা বিনিবারয়ন্তি
রোগান্ গলৌষ্ঠ রসনা দ্বিজতালুজাতান্।

কুর্য্যুর্মুখে সুরভিতা পটুতাং রুচিঞ্চ
স্থৈর্য্যং পরং দশনগং রসনালঘুত্বম্॥

খদির ১২৷৷০ সের, গুয়েবাবলার ছাল ৫১।০ সের, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাকার্থ চড়াইবে। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে এলাইচ, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বালা, অনন্তমূল, তমালছাল, মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, লৌহ, যষ্টিমধু, বরাক্রান্তা, ত্রিফলা, রসোত, ধাইফুল, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, গেরিমাটী, দারুহরিদ্রা, কট্ফল, চাকুন্দেবীজ, লোধ, বটের ঝুরি, দুরালভা, জটামাংসী, হরিদ্রা, রাস্না (অথবা কুন্দুরু) ও দারুচিনি প্রত্যেক ২ তোলা, কাঁকলা, জায়ফল, জয়িত্রী ও লবঙ্গ প্রত্যেক ৮ তোলা চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে কর্পূর অর্দ্ধ সের মিশ্রিত করিয়া মটর প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা শুষ্ক করিয়া মুখে ধারণ করিলে গল, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত ও তালুসম্বন্ধীয় রোগ নষ্ট হইয়া মুখ সুগন্ধ, সুরস ও দন্ত সকল দৃঢ় হয়। ইহাতে জিহ্বার জড়তা অপনীত ও আহারে রুচি বৃদ্ধি হয়।

মুখরোগহরো রসঃ।

রসগন্ধৌ সমৌ তাভ্যাং দ্বিগুণঞ্চ শিলাজতু।
গোমূত্রেণ বিমর্দ্দ্যাথ সপ্তধার্কদ্রবেণ চ॥
জাতী নিম্ব মহারাষ্ট্রী রসৈঃ সিধ্যতি পাকহা।
কণামধুযুতো হন্তি মুখপাকং সুদারুণম্॥
অষ্টগুঞ্জা ধৃতা বক্তে হন্তি সদ্যো বটীগদান্।
মহারাষ্ট্র্যাশ্চ কল্কেন মুখঞ্চ প্রতিসারয়েৎ।
ধারণাৎ বেদনাদেব বটী হন্তি মুখাময়ম্॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও শিলাজতু ৪ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্র, আকন্দপত্র রস, জাতীপত্র রস, নিম্বপত্র রস ও জলপিপ্পলীর রসে ৭ বার করিয়া মর্দ্দন করিয়া ৮ রতি প্রমাণ বটী করিবে। এই বটী মুখে ধারণ ও জলপিপ্পলীর কল্ক দ্বারা মুখ ঘর্ষণ করিলে মুখরোগ নষ্ট হয়।

মুখরোগে বর্জ্জনীয়ানি।

দন্তকাষ্ঠং স্নানমম্লং মৎস্যমানূপমামিষম্।
দধি ক্ষীরং গুড়ং মাষং রুক্ষান্নং কঠিনাশনম্॥
অধোমুখেন শয়নং গুর্ব্বভিষ্যন্দকারি চ।
মুখরোগেষু সর্ব্বেষু দিবানিদ্রাং বিবর্জ্জয়েৎ॥

মুখরোগে দন্তকাষ্ঠ, স্নান, অম্লদ্রব্য, মৎস্য, আনূপমাংস, দধি, দুগ্ধ, গুড়, মাষকলাই, রুক্ষান্ন, কঠিন দ্রব্য ভোজন, অধোমুখে শয়ন, গুরু ও কফজনক দ্রব্য এবং দিবানিদ্রা এই সমুদায় বর্জ্জনীয়।

রসেন্দ্রবটী।

রসেন্দ্রগন্ধাশ্মজতুপ্রবাল-
লৌহানি বৈদ্যঃ সমভাগিকানি।
রসেন্দ্রপাদপ্রমিতঞ্চ হেম
বিভাব্য নিম্বাশনবহ্নিতোয়ৈঃ॥
ততো বটীর্বল্লমিতা বিমর্দ্দ্য
বিধায় বুদ্ধা বহুবারবারা।
ফলত্রিকক্বাথজলেন বাপি
প্রাতঃ প্রযুঞ্জ্যাৎ প্রকরাম্বুনা বা॥

রসেন্দ্রবট্যাস্তগদান্ নিহন্তি
বাতাময়ান্ মেহগণান্ জ্বরাংশ্চ।
করোতি বহ্নের্বলবীর্য্যয়োশ্চ
বৃদ্ধিং বিশেষেণ রসায়নীয়ম্॥

পারদ, গন্ধক, শিলাজতু, প্রবাল ও লৌহ প্রত্যেক ১ ভাগ, স্বর্ণ।০ সিকি ভাগ। এই সকল একত্র করিয়া নিমছাল, অশনছাল ও চিতামূলের রসে ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। বহুবারছাল, ত্রিফলা বা অগুরুর ক্বাথের সহিত প্রত্যহ প্রাতে এক এক বটিকা প্রয়োজ্য। ইহা সেবন করিলে মুখরোগ, বাতব্যাধি, মেহ ও জ্বরের শান্তি এবং অগ্নি, বল ও বীর্য্যের বৃদ্ধি হয়। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন।

সহকারবটী।

সহকারস্য নিম্বস্য খদিরস্যাশনস্য চ।
তুলাং পৃথগ্ বিনিঃক্বাথ্য দ্রোণমানেন চাম্বুনা॥
একীকৃত্য কষায়াংশ্চ পাদশিষ্টান্ পুনঃ পচেৎ।
তত্র ক্ষিপেন্মলয়জং বালকং রক্তচন্দনম্॥
গৈরিকং দেবপুষ্পঞ্চ ধাতকীং রজনীদ্বয়ম্।
লোধ্রং জাতীফলং শ্যামাং চাতুর্জাতং ফলত্রয়ম্॥
বটপ্ররোহ মঞ্জিষ্ঠা মাংসীরব্দুধরং বিড়ম্।
কটুত্রয়ময়শ্চন্দ্রং প্রস্থত্যর্দ্ধপ্রমাণতঃ॥
ততঃ কলায়সদৃশীর্বিদধ্যাদ্ গুড়িকা ভিষক্।
রোগান্ কণ্ঠৌষ্ঠ রসনা দন্ততালুসমুদ্ভবান্॥
সহকারবটী হন্ত্যাদাস্যেব বদনে ধৃতা।
জনয়েন্মুখসৌরভ্যং স্বরুচিং স্থিবদন্ততাম্॥

আমছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। নিমছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। খদির কাষ্ঠ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অশনছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই চারি ক্বাথ একত্র করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। যথাসময়ে শ্বেতচন্দন, বালা, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, লবঙ্গ, ধাইফুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, জায়ফল, শ্যামালতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বটের ঝুরি, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, মুতা, বিট্‌লবণ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, লৌহ ও কর্পূর প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। পরে নামাইয়া মটরের ন্যায় বটিকা সকল প্রস্তুত করিবে। এই সহকারবটী মুখে ধারণ করিয়া থাকিলে কণ্ঠ, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত ও তালুর ক্ষতাদির নিবারণ, দন্তসকলের স্থিরত্ব, আহারে রুচি ও মুখে সৌগন্ধ উৎপন্ন হয়।

মালত্যাদ্যং ঘৃতম্।

মালত্যা দ্রোণপুষ্প্যাশ্চ নিম্ববব্বোলয়োস্তথা।
সহাচরস্য সর্জ্জস্য স্বরসেন পৃথক্ পৃথক্॥
কর্ষৈর্মলয়জোশীর রক্তচন্দন চম্পকৈঃ।
অশ্বত্থবটনীলীভী রজনীদারুসৈন্ধবৈঃ॥
দার্ব্ব্যা বিম্বাহ্বকুষ্ঠাভ্যাং কণয়া চ পচেদ্ ঘৃতম্।
শনৈস্তাম্রময়ে পাত্রে কৃতবঙ্গবিলেপনে॥
মালত্যাদ্যমিদং সর্পির্গদান্ মুখসমুদ্ভবান্।
নিহন্ত্যাম্রাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

গব্যঘৃত ৪ সের। মালতী, ঘলঘসিয়া, নিম, বাবলা, ঝাঁটী ও শাল ইহাদের

পত্র ও ত্বগাদির রস বা ক্বাথ প্রত্যেক ৪ সের। কল্কার্থ শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, রক্তচন্দন, চাঁপাছাল, অশ্বত্থছাল, বটছাল, নীলমূল, হরিদ্রা, দেবদারু, সৈন্ধবলবণ, দারুহরিদ্রা, শুঁঠ, কুড় ও পিঁপুল মিলিত ১ সের। এই সমুদয় দ্রব্য একত্র বঙ্গলিপ্ত (কলাই করা) তাম্র পাত্রে পাক করিবে। এই ঘৃত গণ্ডূষ ও পানার্থ ব্যবহার্য্য। ইহার দ্বারা সমস্ত মুখরোগের শান্তি হয়।

জাত্যাদ্যং তৈলম্।

জাতীপল্লবতোয়েন শঙ্খপুষ্পীরসেন চ।
বকুলত্বক্কষায়েণ পচেৎ তৈলং তিলোদ্ভবম্॥
গায়ত্রীমাত্রবীজঞ্চ ত্রিফলাং কটুকত্রয়ম্।
মুস্তকং বালকং লোধ্রং সিন্দূরং স্বর্ণগৈরিকম্।
কল্কীকৃত্য ক্ষিপেৎ তত্র বটরোহময়োঽপি চ॥
জাত্যাদ্যাখ্যমিদং তৈলং
নিখিলান্ মুখজান্ গদান্।
ভগন্দরোপদংশৌ চ ব্রণং দুষ্টং নিহন্তি চ॥

তিলতৈল ৪ সের। জাতীপত্ররস, চোরকাঁচকীর রস ও বকুলছালের ক্বাথ প্রত্যেক ১৬ সের। কল্কার্থ খদিরকাষ্ঠ, আম্রকেশী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, চঁই, নীলোৎপলমূল, কুড়, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, বালা, লোধ, মেটেসিন্দূর, স্বর্ণগেরি, বটের ঝুরি ও লৌহ মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে মুখরোগাদি নিবারিত হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং মুখরোগাধিকারঃ।

নাসারোগাধিকারঃ।

সর্ব্বেষু পীনসেষ্বাদৌ নির্ব্বাতাগারগো ভবেৎ।
স্নেহস্বেদঃ প্রধমনং ধূমো গণ্ডূষধারণম্॥

সকলপ্রকার পীনসরোগে প্রথমতঃ নির্ব্বাতগৃহে অবস্থান, স্নেহ, স্বেদ, ধূম ও গণ্ডূষ ব্যবস্থেয়।

বাসো গুরূষ্ণং শিরসঃ সুঘনং পরিবেষ্টনম্।
লঘ্বুষ্ণং লবণং স্নিগ্ধমুষ্ণ ভোজনমদ্রবম্॥

পীনসরোগে গুরু ও উষ্ণবস্ত্র দ্বারা মস্তক আচ্ছাদন এবং লঘু, উষ্ণ, লবণরস ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন করা আবশ্যক। ইহাতে অধিক তরল বস্তু আহার অনিষ্টজনক।

পঞ্চমূলীশৃতং ক্ষীরং স্যাচ্চিত্রকহরীতকী।
সর্পির্গুড়ং ষড়ঙ্গশ্চ যূষঃ পীনসশান্তয়ে॥

পঞ্চমূলসিদ্ধ দুগ্ধ, চিতামূল, হরীতকী, ঘৃত, পুরাতন গুড় ও ষড়ঙ্গ যূষ এই সমুদায় পীনসরোগনিবারক।

ব্যোষাদ্যং চূর্ণম্।

ব্যোষচিত্রকতালীশ তিন্তিড়ীচাম্লবেতসম্।
সচব্যাজাজি তুল্যাংশমেলাত্বকপত্রপাদিকম্।
ব্যোষাদিকং চূর্ণমিদং পুরাণগুড়সংযুতম্।
পীনসশ্বাসকাসঘ্নং রুচিস্বরকরং পরম্॥

ত্রিকটু, চিতামূল, তালীশপত্র, তেঁতুল, অম্লবেতস, চঁই ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ তোলা। এলাইচ, গুড়ত্বক্ ও তেজপত্র প্রত্যেক ২ মাষা। পুরাতন গুড় ৯ তোলা ৬ মাষা। একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। অনুপান উষ্ণ জল।

ইহা সেবন করিলে পীনস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ ও কাসরোগ উপশমিত এবং আহারে রুচি বর্দ্ধিত হয়।

পাঠাদিতৈলম্।

পাঠা দ্বিরজনী মূর্ব্বা পিপ্পলী জাতিপল্লবৈঃ।
দন্ত্যা চ তৈলং সংসিদ্ধং নস্যং সম্পক্কপীনসে॥

কটুতৈল ১ সের। কল্কার্থ আকনাদি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, পিঁপুল, জাতিপত্র ও দন্তীমূল মিলিত ১৬ তোলা, জল ৪ সের। সংপক্ক পীনস রোগে ইহার নস্য ব্যবস্থেয়।

ব্যাঘ্রীতৈলম্।

ব্যাঘ্রী দন্তী বচা শিগ্রু সুরসা ব্যোষসৈন্ধবৈঃ।
পাচিতং নাবনং তৈলং পূতিনাসাগদাপহম্॥

কটুতৈল ১ সের, জল ৪ সের। কল্কার্থ কণ্টকারী, দন্তীমূল, বচ, সজিনাছাল, কৃষ্ণতুলসী ত্রিকটু ও সৈন্ধব মিলিত ১৬ তোলা। ইহার নস্য গ্রহণে পূতিনাসা রোগ নষ্ট হয়।

ত্রিকট্বাদিতৈলম্।

ত্রিকটুক বিড়ঙ্গসৈন্ধববৃহতীফল শিগ্রুদন্তীভিঃ।
তৈলং গোজলসিদ্ধং নস্যং স্যাৎ পূতিনস্যস্য॥

তৈল ১ সের। গোমূত্র ৪ সের। কল্কার্থ ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, বৃহতীফল, সজিনাছাল ও দন্তীমূল প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈলের নস্যে পূতিনস্য রোগ নিবারিত হয়।

অবপীড়ঃ (নস্যম্)।

কলিঙ্গহিঙ্গুমরিচ লাক্ষাস্বরসকট্‌ফলৈঃ।
ব্যোযোগ্রাশিগ্রুজন্তুঘ্নৈরবপীড়ঃ প্রশস্যতে॥

ইন্দ্রযব, হিঙ্গু, মরিচ, লাক্ষারস, কট্‌ফল, ত্রিকটু, বচ, সজিনাছাল ও বিড়ঙ্গ এই সমুদায়ের অবপীড় (নস্য) পীনসরোগে প্রশস্ত।

কলিঙ্গাদিতৈলম্।

কলিঙ্গাদ্যৈর্মূত্রযুক্তৈঃ কটুতৈলং বিপাচয়েৎ।
অপীনসে পূতিনস্যে শমনং পরিকীর্ত্তিতম্॥

কটুতৈল ১ সের। গোমূত্র ৪ সের। লাক্ষারস ৪ সের। কল্কার্থ ইন্দ্রযব, হিঙ্গু, মরিচ, কট্‌ফল, ত্রিকটু, বচ, সজিনাছাল ও বিড়ঙ্গ মিলিত ১ সের। ইহার নস্যে পীনস ও পূতিনাসারোগ উপশমিত হয়।

নাসাপাকাদিষু বিধিঃ।

নাসাপাকে পিত্তহরং বিধানং
কার্য্যং সর্ব্বং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ।
হৃত্বা রক্তং ক্ষীরিবৃক্ষত্বচশ্চ
যোজ্যাঃ সেকে সর্পিষশ্চ প্রদেহাঃ॥

নাসাপাকে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক পিত্তঘ্ন ক্রিয়া করিবে এবং রক্তমোক্ষণ করিয়া বটাদি ক্ষীরীবৃক্ষের ত্বক্ ও ঘৃত দ্বরা প্রলেপ দিবে।

পূয়াস্রে রক্তপিত্তঘ্নাঃ কষায়া নাবনানি চ॥

পূয় ও রক্তস্রাবে রক্তপিত্তনাশক কষায় ও নস্য প্রয়োগ করিবে।

ক্ষবথুনাশকো যোগঃ ।

শুণ্ঠী কৃষ্ণা কণা বিল্ব দ্রাক্ষা কল্ককষায়বৎ ।
সাধিতং তৈলমাজ্যং বা নস্যং ক্ষবথুরুক্প্রণুৎ ॥

তৈল বা ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ শুঁঠ. মরিচ, পিঁপুল, বেলশুঁঠ, দ্রাক্ষা মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ক্বাথ্যদ্রব্য সমস্ত মিলিত ১ সের। এই তৈল বা ঘৃতের নস্যে ক্ষবথুরোগ (অত্যন্ত হাঁচি হওয়া) নিবারণ হয়।

দীপ্তাদিচিকিৎসা ।

দীপ্তে রোগে পৈত্তিকে পৈত্তিকন্তু
কার্য্যং কুর্য্যান্মধুরং শীতলঞ্চ ।
নাসাদাহে স্নেহপানং প্রধানং
স্নিগ্ধা ধূমা মূর্দ্ধবস্তিশ্চ নিত্যম্ ॥

পিত্তজন্য দীপ্তরোগে (নাসায় অত্যন্ত দাহ ও নাসিকা হইতে ধূম নির্গমবৎ বোধ) পিত্তঘ্ন মধুর শীতল ক্রিয়া করিবে। নাসাদাহে স্নেহপান, স্নিগ্ধ ধূম ও শিরোবস্তি ব্যবস্থেয়।

প্রতিশ্যায়চিকিৎসা ।

বাতজে তু প্রতিশ্যায়ে পিবেৎসর্পিরথাবলম্ ।
পঞ্চভির্লবণৈঃ সিদ্ধং প্রথমেন গণেন চ ॥
নস্যাদিষু বিধিং কৃৎস্নমবেক্ষেতার্দ্দিতেরিতম্ ।

বাতিক প্রতিশ্যায়ে (সর্দ্দি) প্রথমতঃ পঞ্চলবণের সহিত সিদ্ধ ঘৃতপান ও অর্দ্দিতোক্ত নস্যাদি গ্রহণ ব্যবস্থেয়।

পিত্তরক্তোত্থয়োঃ পেয়ং সর্পির্মধুরকৈঃ শৃতম্ ।
পরিষেকান্ প্রদেহাংশ্চ কুর্য্যাদপি চ শীতলান্ ॥

পিত্ত ও রক্তজন্য প্রতিশ্যায়ে মধুর দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ ঘৃত পান ও শীতল প্রলেপ ও শীতল পরিষেক ব্যবস্থেয়।

কফজে সর্পিষা সিদ্ধ তিল মাষ বিপক্কয়া ।
যবাগ্বা বাময়িত্বা বা কফঘ্নং ক্রমমাচরেৎ ॥

কফজ প্রতিশ্যায়ে ঘৃতসিদ্ধ তিল ও মাষকলাইয়ের সহিত যবাগূ পাক ও তাহা পান করাইয়া বমন করাইবে এবং অন্যান্য কফঘ্ন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।

দার্ব্বীঙ্গুদী নিকুম্ভৈশ্চ কিণিহ্বাঃ স্বরসেন চ ।
বর্ত্তয়োঽথ কৃতা যোজ্যা ধূমপানে যথাবিধি ।

দারুহরিদ্রা, ইঙ্গুদীমূল ও দন্তীমূল-চূর্ণ আপাঙ্গের রসে মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার ধূম প্রতীশ্যায়-নিবারক।

অথবা সঘৃতান্ শক্তূন্ কৃত্বামলকসম্পুটে ।
নবপ্রতিশ্যায়বতাং ধূমং বৈদ্যঃ প্রযোজয়েৎ ॥

নূতন প্রতিশ্যায়ে আমলাপত্রের ঠোঙ্গায় ঘৃত মিশ্রিত ছাতু রাখিয়া তাহার ধূম প্রদান করিলে উপকার দর্শে।

যঃ পিবতি শয়নকালে
শয়নারূঢ়ঃ সুশীতলং ভূরি ।
সলিলং পীনসযুক্তো মুচ্যতে তেন রোগেণ ॥

শয়নকালে শয্যাস্থ হইয়া প্রচুর পরিমাণে শীতল জল পান করিলে পীনসরোগ দূরীভূত হয়।

পুটপক্বং জয়াপত্রং সিন্ধুতৈলসমাযুতম্ ।
প্রতিশ্যায়েষু সর্ব্বেষু শীলিতং পরমৌষধম্ ॥

জয়ন্তীপত্র পুটপাক করিয়া সৈন্ধব-লবণ ও তৈলের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে প্রতিশ্যায় রোগ নষ্ট হয়।

সোষণং গুড়সংযুক্তং স্নিগ্ধদধ্যম্ল ভোজনম্।
নবপ্রতিশ্যায়হরং বিশেষাৎ কফপাচনম্॥

মরিচ ও গুড়ের সহিত স্নিগ্ধ দধি ও অম্ল ভোজন করিলে নূতন প্রতিশ্যায় রোগের উপশম ও কফের পরিপাক হয়।

প্রতিশ্যায়ে নবে শস্তো যূষশ্চিঞ্চাচ্ছদোদ্ভবঃ।
ততঃ পক্বং কফং জ্ঞাত্বা হরেচ্ছীর্ষবিরেচনৈঃ॥
শিরসোঽভ্যঞ্জন স্বেদ নস্য কট্বম্ল ভোজনৈঃ।
বমনৈর্ঘৃতপানৈশ্চ তান্ যথাস্বমুপাচরেৎ॥

নূতন প্রতিশ্যায়ে তেঁতুলপত্রসিদ্ধ জল পান করিলে উপকার হয়। কফের পক্বতায় নস্য, মস্তকে কফনিঃসারক তৈলাদি মর্দ্দন, স্বেদ, কটু ও অম্লদ্রব্য ভোজন, বমন ও ঘৃতপান ব্যবস্থেয়।

ভক্ষয়েত্তু ভুক্তমাত্রে সলবণসুস্বিন্নমাষমত্যুষ্ণম্।
স জয়তি সর্ব্বসমুত্থং চিরজাতঞ্চ প্রতিশ্যায়ম্॥

আহারের অব্যবহিত পরক্ষণেই লবণের সহিত সুসিদ্ধ অত্যুষ্ণ মাষকলাই ভক্ষণ করিলে সর্ব্বদোষজাত ও দীর্ঘকালোৎপন্ন প্রতিশ্যায় নষ্ট হয়।

পিপ্পল্যঃ শিগ্রুবীজানি বিড়ঙ্গং মরিচানি চ।
অবপীড়ঃ প্রশস্তোঽয়ং প্রতিশ্যায়নিবারণঃ॥

পিঁপুল, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ এই সমুদায়ের নস্যে প্রতিশ্যায় রোগ নিবারণ হয়।

সমূত্রপিষ্টাশ্চোদ্দিষ্টাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিমিষু যোজয়েৎ।
ধাবনার্থং ক্রিমিঘ্নানি ভেষজানি চ বুদ্ধিমান্॥
শেষাণান্তু বিকারাণাং
যথাস্বং স্যাচ্চিকিৎসিতম্॥

নাসিকায় ক্রিমি হইলে ক্রিমিঘ্ন ঔষধ গোমূত্রে পেষণ করিয়া নাসিকায় প্রয়োগ করিবে এবং ক্রিমিঘ্ন ঔষধ সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা নাসিকা ধৌত করিবে। নাসিকা সম্বন্ধীয় অন্যান্য রোগে দোষ বিবেচনা করিয়া যথাবিধি চিকিৎসা করিবে।

করবীরাদ্যং তৈলম্।

রক্তকরবীরপুষ্পং জাত্যাস্তথাশনমল্লিকয়োশ্চ।
এতৈঃ সমস্তৈস্তৈলং নাসার্শো নাশনং পক্বম্॥

তৈল ১ সের। কল্কার্থ লালকরবীর পুষ্প, জাতিপুষ্প, অশনপুষ্প ও মল্লিকা-পুষ্প প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈলের নস্যে নাসিকার অর্শঃ নষ্ট হয়।

শিখরিতৈলম্।

গৃহধূম কণা দারু ক্ষার নক্তাহ্ব সৈন্ধবৈঃ।
সিদ্ধং শিখরিবীজৈশ্চ তৈলং নাসার্শসাং হিতম্॥

তৈল ১ সের। কল্কার্থ জল, পিঁপুল, দেবদারু, যবক্ষার, করঞ্জবীজ, সৈন্ধব ও আপাঙ্গবীজ মিলিত ১৬ তোলা। জল ৪ সের। নাসিকার অর্শে এই তৈল উপকারী।

চিত্রকতৈলম্।

চিত্রকচবিকাদীপ্যক-
নিদিগ্ধিকাকরঞ্জবীজলবণার্কৈঃ।
গোমূত্রযুক্তৈঃ সিদ্ধং তৈলং নাসার্শসাং শান্ত্যৈ॥

তৈল ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের। কল্ক চিতামূল, চৈ, যমানী, কণ্টকারী, করঞ্জবীজ, সৈন্ধবলবণ ও আকন্দপত্র

মিলিত ১ সের। ইহার নস্যে নাসার্শঃ রোগ উপশমিত হয়।

চিত্রকহরীতকী।

চিত্রকস্যামলক্যাশ্চ গুড়ূচ্যা দশমূলজম্।
শতং শতং রসং দত্ত্বা পথ্যাচূর্ণাঢ়কং গুড়াৎ॥
শতং পচেদ্ঘনীভূতে পলদ্বাদশকং ক্ষিপেৎ।
ব্যোষত্রিজাতয়োঃ ক্ষারাৎ পলার্দ্ধমপরেঽহনি॥
প্রস্থার্দ্ধং মধুনো দত্ত্বা যথাগ্ন্যত্ত্যাদযন্ত্রণঃ।
বৃদ্ধয়েঽগ্নেঃ ক্ষয়ং কাসং পীনসং দুস্তরং ক্রিমীন্॥
গুল্মোদাবর্ত্ত দুর্নাম শ্বাসান্ হন্তি সুদারুণান্॥

পুরাতন গুড় ১০০ পল। ক্বাথার্থ চিতামূল ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২॥০ সের। আমলকীর রস অভাবে ক্বাথ ১২॥০ সের। গুলঞ্চ ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২॥০ সের। দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২॥০ সের। এই সমুদায় ক্বাথ একত্রিত করিয়া তাহাতে উক্ত গুড় গুলিয়া ছাঁকিয়া তাহাতে হরীতকীচূর্ণ ৮ সের দিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল ও যবক্ষার ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। পর দিনে মধু ২ সের মিশ্রিত করিবে। অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা সেবনে অগ্নির দীপ্তি এবং পীনসাদি রোগ নষ্ট হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং নাসারোগাধিকারঃ।

নেত্ররোগাধিকারঃ।

লঙ্ঘনালেপন স্বেদ শিরাব্যধ বিরেচনৈঃ।
উপাচরেদভিষ্যন্দানঞ্জনাশ্চ্যোতনাদিভিঃ॥

অভিষ্যন্দরোগে লঙ্ঘন, প্রলেপ, স্বেদ, শিরাবেধ, বিরেচন, অঞ্জন ও আশ্চ্যোতন ক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

শ্রীবাসাতিবিষালোধ্রৈশ্চূর্ণিতৈরল্পসৈন্ধবৈঃ।
অব্যক্তেঽক্ষিগদে কার্য্যং
প্রোতস্থৈর্গুণ্ঠনং বহিঃ॥

দেবদারু, আতইচ ও লোধচূর্ণের সহিত অল্প পরিমাণে সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত ও পোট্টলীবদ্ধ করিয়া চক্ষের বহির্ভাগে বুলাইবে।

অক্ষিকুক্ষিভবা রোগাঃ প্রতিশ্যায়ব্রণজ্বরাঃ।
পঞ্চৈতে পঞ্চরাত্রেণ প্রশমং যান্তি লঙ্ঘনাৎ॥

নেত্ররোগ, কুক্ষিরোগ, প্রতিশ্যায়, ব্রণ ও জ্বর এই পাঁচটী পীড়া পাঁচ দিন উপবাস করিলে উপশম প্রাপ্ত হয়।

স্বেদঃ প্রলেপস্তিক্তান্নং সেকো দিনচতুষ্টয়ম্।
লঙ্ঘনঞ্চাক্ষিরোগাণামামানাং পাচনানি ষট্॥
অঞ্জনং পূরণং ক্বাথপানমামে ন শস্যতে॥

স্বেদ, প্রলেপ, তিক্তান্ন, সেচন ও লঙ্ঘন দ্বারা ৪ দিন অতীত হইলে নেত্র-রোগের আমাবস্থা দূরীভূত হইয়া দোষের পরিপাক হয়। আমাবস্থায় অঞ্জন, পূরণ ও ক্বাথপান প্রশস্ত নহে।

ধাত্রীফলনির্য্যাসো নবত্বক্কোপং
হিনস্তি পূরণতঃ।
সক্ষৌদ্রঃ সৈন্ধবো বাপি শিগ্রুত্ববরসসেকঃ॥

আমলকীফলের রস চক্ষুতে পূরণ অথবা মধু ও সৈন্ধবের সহিত সজিনা-ছালের রস সেচন করিলে নেত্রকোপ নিবারণ হয়।

দার্ব্বী রসাঞ্জনং বাপি স্তন্যযুক্তং প্রপূরণম্।
নিহন্তি শীঘ্রং দাহাশ্রু বেদনাঃ স্যন্দসম্ভবাঃ ॥

দারুহরিদ্রার ক্বাথ বা রসোত স্তন-দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষে পূরণ করিলে অভিষ্যন্দ জন্য দাহ, অশ্রু-নির্গম ও বেদনার শান্তি হয়।

করবীর তরুণকিশলয়-
চ্ছেদোদ্ভবসলিলসম্পূর্ণম্।
নয়নযুগং ভবতি দৃঢ়ং
সহসৈব তৎক্ষণাৎ কুপিতম্ ॥

করবীরের কচি পত্র ছিঁড়িলে যে রস (আটা) নির্গত হয়, তাহা চক্ষে দিলে নেত্রকোপ নিবারণ হয়।

শিখরিজমূলং তাম্রভাজনকে
স্তোকসৈন্ধবোম্মিশ্রম্।
মস্তুনিঘৃষ্টং ভরণাৎ
হরতি চ নবলোচনাৎ কোপম্ ॥

আপাঙ্গের মূল অল্প সৈন্ধবলবণের সহিত তাম্রপাত্রে দধির মাতে ঘর্ষণ করিয়া চক্ষে দিলে অচিরজাত নেত্র-কোপ উপশমিত হয়।

সৈন্ধব দারুহরিদ্রা গৈরিক পথ্যা সাঞ্জনৈঃ পিষ্টৈঃ।
দত্তোবহিঃপ্রলেপো ভবিতাশেযাক্ষিরোগহরঃ ।

সৈন্ধব, দারুহরিদ্রা, গেরিমাটী, হরীতকী ও রসাঞ্জন একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে বিবিধপ্রকার চক্ষুরোগ প্রশমিত হয়।

তথা সাবরকং লোধ্রং ঘৃতভৃষ্টং বিড়ালকঃ।

সাবরক-লোধ ঘৃতে ভাজিয়া চক্ষের বহির্ভাগে প্রলেপ প্রদানে নেত্ররোগ উপশমিত হয়।

কাষ্যা হরীতকী তদ্বদ্ ঘৃতভৃষ্টা বিড়ালকঃ।
"শালাক্যেহক্ষোর্বহির্লেপো বিড়ালকউদাহৃতঃ ॥

হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া তদ্দারা চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে চক্ষু-প্রকোপ নিবারণ হয়।

চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দেওয়াকে বিড়ালক বলে।

গিরিমৃচ্চন্দন নাগর
খটিকাংশ যোজিতা বহির্লেপঃ।
কুরুতে বচয়া মিশ্রো লোচনমগদং ন সন্দেহঃ ॥

গেরিমাটী, রক্তচন্দন, শুঁঠ, খড়ি ও বচ এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষুরোগ প্রশমিত হয়।

ভূম্যামলকী ঘৃষ্টা সৈন্ধব-
গৃহবারিযোজিতা তাম্রে।
যাতা ঘনত্বমক্ষোর্জয়তি বহির্লেপতঃ পীড়াম্ ॥
(সামান্যাভিষ্যন্দে ভূম্যামলকীমূলং তাম্র-ভাজনে কাঞ্জিকসৈন্ধবযোগেন ঘৃষ্টং ঘনীভূতং চক্ষুষি, লেপিতং পীড়াং হরতি।)

ভূঁইআমলার মূল কাঁজি ও সৈন্ধব-লবণের সহিত তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া ঘনীভূত হইলে চক্ষের বহির্ভাগে প্রলেপ দিবে। ইহাতে অভিষ্যন্দ রোগ নষ্ট হয়।

আশ্চ্যোতনং মারুতজে ক্বাথো বিল্বাদিভির্হিতঃ।
কোষ্ণ সৈরণ্ডবৃহতীতর্কারীমধুশিগ্রুভিঃ ॥

বায়ুজন্য অভিষ্যন্দে আশ্চ্যোতন ক্রিয়া এবং এরণ্ডমূল, বৃহতী, জয়ন্তী,

লাল সজিনাছাল ও বিল্বাদির ঈষদুষ্ণ ক্বাথ পান ব্যবস্থেয় ।

এরণ্ডপল্লবে মূলে ত্বচি বাজপয়ঃ শৃতম্ ।
কণ্টকার্য্যাশ্চ মূলেষু সুখোষ্ণং সেচনে হিতম্ ॥

এরণ্ডবৃক্ষের পত্র, মূল বা ত্বক্ অথবা কণ্টকারীর মূলের সহিত ছাগ-দুগ্ধ পাক করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুঃ সেচন করিলে উপকার দর্শে ।

সম্পক্কেঽক্ষিগদে কার্য্যমঞ্জনাদিকমিষ্যতে ।
প্রশস্তবর্ত্মতা চাক্ষোঃ সংরম্ভাশ্রুপ্রশান্ততা ।
মন্দবেদনতা কণ্ডূঃ পক্বাক্ষিগদলক্ষণম্ ॥

চক্ষুরোগের পরিপক্বাবস্থায় অঞ্জ-নাদি ব্যবস্থেয় । পরিপক্ব নেত্ররোগের লক্ষণ এই, যথা—চক্ষুর বর্ত্মের প্রশস্ততা, শোথের হ্রাস, অশ্রুপাতের অল্পতা, বেদনার উপশম ও কণ্ডূ ।

অঞ্জনাদিবিধিঃ ।

অঞ্জনাদিবিধিশ্চাগ্রে নিখিলেনাভিধাস্যতে ।

প্রথমতঃ অঞ্জনাদির নিয়ম বিস্তা-রিতরূপে বর্ণিত হইতেছে ।

বৃহত্যেরণ্ডমূলত্বক্ শিগ্রোর্ম্মূলং সসৈন্ধবম্ ।
অজাক্ষীরেণ পিষ্টং স্যাদ্ বর্ত্তির্বাতাক্ষিরোগনুৎ ॥

বৃহতী, এরণ্ডমূলের ছাল, সজিনা-মূলের ছাল ও সৈন্ধবলবণ ছাগদুগ্ধে বাঁটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে । ইহার অঞ্জনে বায়ুজ অভিষ্যন্দ নিবারিত হয় ।

হরিদ্রে মধুকং দ্রাক্ষাং দেবদারু চ পেষয়েৎ ॥
আজেন পয়সা শ্রেষ্ঠমভিষ্যন্দে তদঞ্জনম্ ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা ও দেবদারু ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে । ইহার অঞ্জন বিশেষ উপকারী ।

গৈরিকং সৈন্ধবং কৃষ্ণা তগরঞ্চ যথোত্তরম্ ।
পিষ্টং দ্বিরংশতোঽদ্ভির্বা গুড়িকাঞ্জনমিষ্যতে ॥

গেরিমাটী ১ ভাগ, সৈন্ধব ৩ ভাগ, পিঁপুল ৫ ভাগ ও তগরপাদুকা ৭ ভাগ এই সমুদায় জলে মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে । ইহার অঞ্জন দ্বারা নেত্ররোগ উপশমিত হয় ।

প্রপৌণ্ডরীক যষ্ট্যাহ্ব নিশামলক পদ্মকৈঃ ।
শীতৈর্মধুসমাযুক্তৈঃ সেকঃ পিত্তাক্ষিরোগনুৎ ॥

প্রপৌণ্ডরীক, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, আমলা ও পদ্মকাষ্ঠ এই সমুদায় দ্রব্য শীতল জলে বাঁটিয়া মধুর সহিত চক্ষুঃ সেচন করিবে । ইহাতে পৈত্তিক নেত্ররোগ নষ্ট হয় ।

দ্রাক্ষা মধুক মঞ্জিষ্ঠা জীবনীয়ৈঃ শৃতং পয়ঃ ।
প্রাতরাশ্চ্যোতনং শস্তং
শোথশূলাক্ষিরোগিণাম্ ॥

দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা ও জীবনীয়-গণের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ দ্বারা আশ্চ্যোতন ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলে চক্ষুর শোথ, শূল ও চক্ষুরোগ নষ্ট হয় ।

নিম্বস্য পত্রৈঃ পরিলিপ্য লোধ্রং
স্বেদাগ্নিনা চূর্ণমথাপি কল্কম্ ।
আশ্চ্যোতনং মানুষদুগ্ধযুক্তং
পিত্তাস্রবাতাপহমগ্র্যমুক্তম্ ॥

লোধকাষ্ঠ, নিম্বপত্রে বেষ্টন করিয়া অগ্নিসন্তাপে উষ্ণ করিয়া লইবে । পরে

উহার চূর্ণ বা কল্ক স্তনদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা আশ্চ্যোতন করিবে। ইহাতে পিত্ত, রক্ত ও বায়ুজন্য নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

কফজে লঙ্ঘনং স্বেদং নস্যং তিক্তান্নভোজনম । তীক্ষ্ণৈঃ প্রধমনং কুর্য্যাত্তীক্ষ্ণৈশ্চৈবোপনাহনম্ ॥

কফজ নেত্ররোগে লঙ্ঘন, স্বেদ, নস্য, তিক্তান্ন ভোজন, তীক্ষ্ণ প্রধমন ও তীক্ষ্ণ নস্য ব্যবস্থেয়।

ফণিজ্ঝকাস্ফোত কপিত্থ বিল্ব-
পত্তূর পীলু সুরসার্জ্জকৈঃ ।
স্বেদং বিদধ্যাদথবা প্রলেপং
বর্হিষ্ঠ শুণ্ঠী সুরদারু কুষ্ঠৈঃ ॥

পলাশছাল, আকন্দছাল, কয়েতবেল-ছাল, বেলছাল, শাঁইছাল, পীলুছাল, কৃষ্ণতুলসী, নিসিন্দাপত্র, বালা, শুঁঠ, দেবদারু ও কুড় এই সমুদায়ের স্বেদ বা প্রলেপ দিলে নেত্ররোগ নষ্ট হয়।

শুণ্ঠীনিম্বদলৈঃ পিণ্ডঃ সুখোষ্ণৈঃ স্বল্পসৈন্ধবৈঃ । ধার্য্যশ্চক্ষুষি সংক্ষেপাৎ শোথকণ্ডূব্যথাপহঃ ॥

শুঁঠ ও নিমপত্র বাঁটিয়া তাহার সহিত অল্প পরিমাণে সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া চক্ষে ধারণ করিলে শোথ, কণ্ডূ ও বেদনা নিবারণ হয়।

বল্কলং পারিজাতস্য তৈলকাঞ্জিকসৈন্ধবম্ । কফোদ্ভূতাক্ষিশূলঘ্নং তরুঘ্নং কুলিশং যথা ॥

পালিধার ছাল বাঁটিয়া তৈল, কাঁজি ও সৈন্ধবলবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে কফজ নেত্রশূল নিবারণ হয়।

সসৈন্ধবং লোধ্রমথাজ্যভৃষ্টং
সৌবীরপিষ্টং সিতবস্ত্রবদ্ধম্ ।
আশ্চ্যোতনং তন্নয়নস্য কার্য্যং
কণ্ডুঞ্চ দাহঞ্চ রুজাঞ্চ হন্যাৎ ॥

ঘৃতভর্জ্জিত লোধকাষ্ঠ ও সৈন্ধব একত্র মিশ্রিত, কাঁজিতে পেষিত ও শুভ্রবস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা আশ্চ্যোতন করিবে। ইহাতে চক্ষের কণ্ডু, দাহ ও ব্যথা শান্তি হয়।

স্নিগ্ধৈরুষ্ণৈশ্চ বাতোত্থঃ পিত্তজো মৃদুশীতলৈঃ । তীক্ষ্ণৈরুক্ষৈঃ বিশদৈঃ প্রশাম্যতি কফাত্মকঃ ।
তীক্ষ্ণোষ্ণ মৃদুশীতানাং
ব্যত্যাসাৎ সান্নিপাতিকঃ ॥

বায়ুজ নেত্ররোগে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ক্রিয়া; পৈত্তিকে মৃদু শীতক্রিয়া · কফজে তীক্ষ্ণ, বিশদ ও উষ্ণক্রিয়া এবং সান্নিপাতিকে বিবেচনা করিয়া উল্লিখিত ক্রিয়া সকলের মিশ্রণ ব্যবস্থা করিবে।

তিরীট ত্রিফলা যষ্টী শর্করা ভদ্রমুস্তকৈঃ । পিষ্টৈঃ শীতাম্বুনা সেকো রক্তাভিষ্যন্দনাশনঃ ॥ কশেরু মধুকানাঞ্চ চূর্ণমম্বরসংবৃতম । ন্যস্তমপ্স্বন্তরীক্ষেষু হিতমাশ্চ্যোতনং ভবেৎ ॥

লোধ, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, চিনি ও মুতা এই সমুদায় দ্রব্য শীতল জলে বাঁটিয়া চক্ষুঃ সেচন করিলে রক্তাভিষ্যন্দ নষ্ট হয় এবং কেশুর ও যষ্টিমধুচূর্ণ পোট্‌লিবদ্ধ ও মেঘাম্বুসিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা আশ্চ্যোতন করিলে সত্বর উপকার দর্শে।

দার্ব্বী পটোলং মধুকং সনিম্বং পদ্মকোৎপলম্ । প্রপৌণ্ডরীকং চৈতানি পচেত্তোয়ে চতুর্গুণে ॥ বিপাচ্য পাদশেষন্তু তৎ পুনঃ কুড়বং পচেৎ ।

শীতীভূতে তত্র মধু দদ্যাৎ পাদাংশিকং ততঃ ।
রসক্রিয়ৈষা দাহাশ্রু রাগশোথরুজাপহা ॥

দারুহরিদ্রা, পটোলপত্র, যষ্টিমধু, নিমছাল, পদ্মকাষ্ঠ, উৎপল ও পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ মিলিত অর্দ্ধ সের, জল ২ সের, শেষ অর্দ্ধ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিয়া লৌহীভূত করিবে, শীতল হইলে মধু ৮ তোলা মিশ্রিত করিবে। ইহার প্রয়োগে চক্ষুর দাহ, অশ্রুপাত, শোথ ও বেদনা নিবারণ হয়।

তিক্তস্য সর্পিষঃ পানং বহুশশ্চ বিরেচনম ।
অক্ষোরপি সমন্তাচ্চ পাতনন্তু জলৌকসঃ ।
পিত্তাভিষ্যন্দশমনো বিধিশ্চাপ্যুপপাদিতঃ ॥

রক্তাভিষ্যন্দে তিক্তদ্রব্যের সহিত সিদ্ধ ঘৃতপান, পুনঃপুনঃ বিরেচন, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে জোঁক বসান এবং পিত্তাভিষ্যন্দনাশক অপরাপর ক্রিয়া সমস্ত ব্যবস্থেয়।

শিগ্রুপল্লবনির্য্যাসঃ সুঘৃষ্টস্তাম্রসম্পুটে ।
ঘৃতেন ধূপিতো হন্তি শোথ ঘর্ষাশ্রু বেদনাঃ ॥

সজিনাপত্রের রস তাম্রপাত্রে মর্দ্দন করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া চক্ষের চতুর্দ্দিকে লেপন করিলে শোথ, কণ্ডূ, অশ্রুপাত ও বেদনা নিবারণ হয়।

পিষ্টৈর্নিম্বস্য পত্রৈরতি-
বিমলতরৈর্জাতি সিন্ধুত্থ মিশ্রৈ-
রন্তর্গর্ভং দধানা পটুতর-
গুড়কা পিষ্টলোধ্রেণ ভৃষ্টা ।
চূর্ণৈঃ সৌবীরসান্দ্রেরতিশয়-
মুহুর্ভিবেষ্টিতা সা সমস্তাৎ
চক্ষুঃকোপপ্রশান্তিং চির-
মুপরি দৃশোর্ভ্রাম্যমাণা করোতি ॥

নিম্বপত্র, জাতিপত্র, সৈন্ধবলবণ ও লোধ এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন ও ভর্জন করিয়া কাঁজির সহিত মিশাইয়া পোট্‌লি বদ্ধ করিয়া চক্ষের উপরে বুলাইলে চক্ষুপ্রকোপের শান্তি হয়।

বিল্বাঞ্জনম্।

বিল্বপত্ররসঃ পূতঃ সৈন্ধবাজ্যসমন্বিতঃ ।
শুল্বে বরাটিকাঘৃষ্টো ধূপিতো গোময়াগ্নিনা ॥
পয়সালোড়িতশ্চাক্ষোঃ পূরণাচ্ছোথশূলনুৎ ।
অভিষ্যন্দেঽধিমন্থে চ স্রাবে রক্তে চ শস্যতে ॥

বিল্বপত্ররস ৪ মাষা, সৈন্ধব ২ রতি ও গব্যঘৃত ৪ রতি এই সমুদায় তাম্রপাত্রে রাখিয়া কড়ির দ্বারা উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়া ঘনীভূত করিবে। পরে ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে উত্তপ্ত ও স্তনদুগ্ধে তরলীকৃত করিয়া চক্ষে দিবে। ইহাতে চক্ষুর শোথ, শূল, অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ ও রক্তস্রাব উপশমিত হয়।

বিল্বপত্ররসং সাম্লং নিঘৃষ্টং তাম্রভাজনে।
সিন্ধুত্থ কটুতৈলাক্তং কুর্য্যান্নেত্রস্রবাদিষু ॥

বিল্বপত্র রস, কাঁজি, সৈন্ধব ও কটুতৈল এই সমুদায় তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া চক্ষে দিলে নেত্রস্রাব নিবারণ হয়।

সলবণ কটুতৈলং কাঞ্জিকং কাংস্যপাত্রে
ঘনিতমুপলঘৃষ্টং ধূপিতং গোময়াগ্নৌ ।
সপবন কফ কোপং ছাগদুগ্ধাবসিক্তং
জয়তি নয়নশূলং স্রাবশোথং সরাগম্ ।

সৈন্ধবলবণ, কটুতৈল ও কাঁজি এই সমুদায় দ্রব্য কাঁসার পাত্রে প্রস্তর দণ্ড-দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া ঘনীভূত করিবে, পরে ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে তপ্ত করিয়া ছাগদুগ্ধে গুলিয়া চক্ষে দিবে। ইহাতে বাতশ্লৈষ্মিক চক্ষুঃশূল ও শোথ নিবারণ হয়।

তরুস্থবিদ্ধামলকরসঃ সর্ব্বাক্ষিরোগনুৎ।
পুরাণং সর্ব্বথা সর্পিঃ সর্ব্বনেত্রাময়াপহম্॥

বৃক্ষস্থ আমলকীফল বিদ্ধ করিয়া তাহার রস চক্ষে দিলে সকল প্রকার চক্ষুঃরোগ নিবারিত হয়। তদ্রূপ, পুরাতন ঘৃতও সকলপ্রকার চক্ষুরোগের মহৌষধ।

অয়মেব বিধিঃ সর্ব্বো মন্থাদিষ্বপি শস্যতে।
অশান্তৌ সর্ব্বথা মন্থে ভ্রুবোরুপরি দাহয়েৎ॥

মন্থাদিরোগে উল্লিখিতরূপ চিকিৎসা কর্ত্তব্য। উপশম না হইলে ভ্রূদ্বয়ের উপরিভাগ দগ্ধ করিবে।

জলৌকঃপাতনং শস্তং নেত্রপাকে বিরেচনম্।
শিরাবেধং প্রকুর্ব্বীত সেকলেপাংশ্চ শুক্রবৎ॥

নেত্রপাকে জলৌকাদ্বারা রক্তমোক্ষণ, বিরেচন, শিরাবেধ এবং শুক্রজরোগের ন্যায় সেচন ও প্রলেপ ব্যবস্থেয়।

ষড়ঙ্গক্বাথঃ।

বিভীতক শিবা ধাত্রী পটোলারিষ্ট বাসকৈঃ।
ক্বাথো গুগ্‌গুলুনা পেয়ঃ শোথপাকাক্ষিশূলহা।
পিল্লঞ্চ সব্রণং শুক্রং রাগাদীংশ্চাপি নাশয়েৎ॥

বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, পটোলপত্র, নিমছাল ও বাসকছাল এই সমুদায়ের ক্বাথ গুগ্‌গুলুর সহিত পান করিলে চক্ষের শোথ ও পাক প্রভৃতি নিবারণ হয়।

ষড়ঙ্গঘৃতগুগ্‌গুলুঃ।

এতৈশ্চাপি ঘৃতং পক্বং
রোগাংস্তাংশ্চ ব্যপোহতি॥

বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, পটোলপত্র, নিমছাল, বাসকছাল ও গুগ্‌গুলু এই সমুদায়ের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে উপরি লিখিত রোগ সমস্ত নিবারিত হয়।

বাসকাদিঃ

অটরুষাভয়া নিম্ব ধাত্রী মুস্তাক্ষ কূলকৈঃ।
রক্তস্রাবং কফং হন্তি চক্ষুষ্যং বাসকাদিকম্॥
(ক্বাথস্য পানং চক্ষুষি সেকশ্চ ইতি বৃদ্ধাঃ।)

বাসকছাল, হরীতকী, নিমছাল, আমলকী, মুতা, বহেড়া ও পটোলপত্র, মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ ৵০ পোয়া। এই ক্বাথ পান ও চক্ষে সেচন করিলে চক্ষুঃ হইতে রক্তস্রাব ও শ্লেষ্মা নিবারিত হয়।

বৃহদ্বাসকাদিঃ।

বাসা ঘনং নিম্ব পটোলপত্রং
তিক্তামৃতা চন্দন বৎসকত্বক্।
কলিঙ্গ দার্ব্বী দহনানি শুণ্ঠী
ভূনিম্বধাত্র্যাবভয়া বিভীতম্॥

শ্যামা যবক্বাথমথাষ্টভাগং
পিবেদিমং পূর্ব্বদিনে কষায়ম্।
তৈমিষ্য কণ্ডু পটলার্ব্বুদঞ্চ
শুক্রং তথা সব্রণমব্রণঞ্চ।
নিহন্তি সর্ব্বান্নয়নাময়াংশ্চ
ভৃগুপদিষ্টং নয়নাময়েষু॥

বাসকছাল, মুতা, নিম্বমূলের ছাল, পটোলপত্র, কট্‌কী, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, শুঁঠ, চিরাতা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শ্যামালতা ও যবতণ্ডুল মিলিত ৪ তোলা, জল ১ সের, শেষ ৵০ পোয়া। প্রাতঃকালে এই ক্বাথ পান করিলে চক্ষুর কণ্ডু, তৈমির্য্য ও পটলার্ব্বুদ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

পথ্যাদিক্বাথঃ।

পথ্যাস্তিস্রো বিভীতক্যঃ ষড় ধাত্র্যো দ্বাদশৈব তু।
প্রস্থার্দ্ধে সলিলে ক্বাথমষ্টভাগাবশেষিতম্॥
পীত্বাভি ষ্যন্দমাস্রাবং রাগঞ্চ তিমিরং জয়েৎ।
সংরম্ভ র শূলাশ্রু নাশনং দৃক্‌প্রসাদনম্॥

হরীতকী ৩ টা, বহেড়া ৬ টা ও আমলকী ১২ টা এই সমুদায় ১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵০ পোয়া থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ পান করিলে চক্ষের অভিষ্যন্দ, শোথ ও অশ্রুপাতাদি নিবারণ হয়।

নেত্রে ত্বভিহতে কুর্য্যাচ্ছীতমাশ্চ্যোতনাদিকম্॥

উল্লিখিত নেত্ররোগে শীতল আশ্চ্যোতনাদি কর্ত্তব্য।

দৃষ্টেঃ প্রসাদজননং বিধিমাশু কুর্য্যাৎ
স্নিগ্ধৈর্হিমৈশ্চ মধুরৈশ্চ তথা প্রয়োগৈঃ।
স্বেদাগ্নিধূম ভয়শোক রুজাভিতাপৈ-
রভ্যাহতানপি তথৈব ভিষক্ চিকিৎসেৎ॥

ঘর্ম্ম, অগ্নি, ধূম, ভয়, শোক, রোগ ও সন্তাপ এই সমুদায় দ্বারা চক্ষের পীড়া উপস্থিত হইলে স্নিগ্ধ, শীতল ও মধুর ঔষধ প্রয়োগ এবং যাহাতে দৃষ্টি প্রসন্ন হয়, এরূপ ক্রিয়া করিবে।

আগন্তু দোষং প্রসমীক্ষ্য কার্য্যং
বক্ত্রোষ্মণা স্বেদনমাদিতশ্চ।
আশ্চ্যোতনং স্ত্রীপয়সা চ সদ্যো
যচ্চাপি পিত্তক্ষতজাপহং স্যাৎ॥

আগন্তুক দোষে প্রথমতঃ মুখের উষ্মা দ্বারা স্বেদ প্রদান ও তৎক্ষণাৎ স্তনদুগ্ধে আশ্চ্যোতন করিবে এবং পিত্ত ও রক্তজন্য চক্ষুর পীড়ার ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

সূর্য্যোপরাগানলবিদ্যুতাঞ্চ
বিলোকনেনোপহতেক্ষণস্য।
সন্তর্পণং স্নিগ্ধ হিমাদি কার্য্যং
সায়ং নিষেব্যাস্ত্রিফলাপ্রয়োগাঃ॥

সূর্য্যগ্রহণ, অগ্নি বা বিদ্যুৎ দর্শনে চক্ষুর পীড়া উপস্থিত হইলে স্নিগ্ধ ও শীতল ক্রিয়া কর্ত্তব্য এবং সায়ংকালে ত্রিফলা সেবনীয়।

নিশাব্দ ত্রিফলা দার্ব্বী সিতা মধুক সংযুতম্।
অভিঘাতাক্ষিশূলঘ্নং নারীক্ষীরেণ পূরণম্॥

হরিদ্রা, মুতা, ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, চিনি ও যষ্টিমধু এই সমুদায় স্তনদুগ্ধে

মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া চক্ষুতে পূরণ করিলে আগন্তুক নেত্রশূল নিবারণ হয়।

উৎকটাঙ্কুরজস্তদ্বৎ স্বরসো নেত্রপূরণে ॥

রক্তেক্ষুর অঙ্কুরের রস নেত্রে পূরণ করিলে চক্ষুঃশূল নিবারণ হয়।

আজং ঘৃতং ক্ষীরপাত্রং মধুকং চোৎপলানি চ।
জীবকর্ষভকৌ চাপি পিষ্ট্বা সর্পির্বিপাচয়েৎ ॥
সর্ব্বনেত্রাভিঘাতেষু সর্পিরেতৎ প্রশস্যতে ॥

ছাগঘৃত ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু, উৎপল, জীবক, ঋষভক প্রত্যেক ২ পল। এই ঘৃত সকলপ্রকার অভিঘাতজ নেত্ররোগে প্রশস্ত।

সৈন্ধবং দারু শুণ্ঠী চ মাতুলুঙ্গরসো ঘৃতম্।
স্তন্যোদকাভ্যাং কর্ত্তব্যং শুক্রপাকে তদঞ্জনম্ ॥

সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, শুঁঠ, টাবালেবুর রস ও ঘৃত, স্তনদুগ্ধ এবং জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিবে। ইহা শুক্রপাকে প্রয়োজ্য।

বাতাভিষ্যন্দবচ্চাপি বাতে মারুতপর্য্যয়ে।
পূর্ব্বভক্তং হিতং সর্পিঃ ক্ষীরং বাপ্যথ ভোজনৈঃ ॥

বায়ুজন্য নেত্রপীড়ায় আহারের পূর্ব্বে ঘৃতপান বা আহারের সহিত দুগ্ধপান কর্ত্তব্য।

বৃক্ষাদন্যাং কপিত্থে চ পঞ্চমূলে মহত্যপি।
সক্ষীরং কর্কটরসে সিদ্ধঞ্চাপি পিবেদ্ঘৃতম্ ॥

বৃক্ষাদনী (বাঁদরা বা ভূমিকুষ্মাণ্ড), কয়েতবেল ও মহৎপঞ্চমূলের কল্কে দুগ্ধ এবং কাঁকড়াশৃঙ্গীর রসের সহিত সিদ্ধ ঘৃত দ্বারা আগন্তুক নেত্ররোগ উপশমিত হয়।

অভিষ্যন্দমধীমন্থং রক্তোত্থমথবার্জ্জুনম্।
শিরোৎপাতং শিরাহর্ষ-
মন্যাংশ্চৈবাস্রবান্ গদান্ ॥
স্নিগ্ধস্যাজ্যেন কৌম্ভেন শিরাবেধৈঃ শমং নয়েৎ ॥

রক্তজনিত অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ, অর্জ্জুন, শিরোৎপাত ও শিরাহর্ষ প্রভৃতি রোগে পুরাতন ঘৃতপ্রয়োগ ও ললাটস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে।

অম্লাধ্যুষিতশান্ত্যর্থং কুর্য্যাল্লেপান্ সুশীতলান্।
তৈলঞ্চ ত্রৈফলং সর্পি-
র্জীর্ণং বা কেবলং হিতম্ ॥
শিরাবেধং বিনা কার্য্যঃ পিত্তস্যন্দহরো বিধিঃ ॥

অম্লাধ্যুষিত রোগে সুশীতল প্রলেপ ত্রিফলাসিদ্ধ তৈল ও পুরাতন ঘৃত প্রয়োগ এবং শিরাবেধ ব্যতীত পিত্তাভিষ্যন্দোক্ত চিকিৎসার অনুষ্ঠান করিবে।

সর্পিঃ ক্ষৌদ্রাঞ্জনঞ্চ স্যাচ্ছিরোৎপাতস্য ভেষজম্।
তদ্বৎ সৈন্ধবকাসীসং স্তন্যপিষ্টঞ্চ পূজিতম্ ।

শিরোৎপাতে ঘৃত ও মধুদ্বারা অথবা সৈন্ধবলবণ ও হীরাকস স্তনদুগ্ধে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষে অঞ্জন দিবে।

শিরাহর্ষেঽঞ্জনং কুর্য্যাৎ ফাণিতং মধুসংযুতম্।
মধুনা তার্ক্ষ্যশৈলং বা কাসীসং বা সমাক্ষিকম্ ॥

শিরাহর্ষে রসাঞ্জন বা হীরাকস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাহা চক্ষুতে দিবে এবং শুদ্ধ পদ্মমধুদ্বারাও শিরাহর্ষরোগ নষ্ট হয়।

ব্রণশুক্রপ্রশান্ত্যর্থং ষড়ঙ্গং গুগ্গুলুং পিবেৎ ।

ব্রণশুক্র রোগে পূর্ব্বোক্ত ষড়ঙ্গ গুগ্গুলু ব্যবস্থেয়।

করঞ্জস্য ফলং শঙ্খং তিন্দুকং রূপ্যমেব চ।
কাংস্যে নিঘৃষ্টং স্তন্যেন ক্ষতশুক্রার্ত্তিরোগজিৎ॥

ডহরকরঞ্জফল, শঙ্খচূর্ণ, লোধ ও রূপাভস্ম এই সমুদায় কাঁসার পাত্রে স্তনদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে প্রদান করিলে ব্রণশুক্র রোগ নষ্ট হয়।

ব্রণশুক্রহরী বর্ত্তিঃ।

চন্দনং গৈরিকং লাক্ষা মালতীকলিকাঃ সমাঃ।
ব্রণশুক্রহরী বর্ত্তিঃ শোণিতস্য প্রসাদনী॥

রক্তচন্দন, গেরিমাটী, লাক্ষা ও মালতীপুষ্পের কলি এই সমুদায় সমভাগে মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার দ্বারা ব্রণশুক্র নষ্ট ও রক্ত পরিষ্কৃত হয়।

শিরয়া বাহয়েদ্রক্তং জলৌকাভিশ্চ লোচনাৎ।
অক্ষমজ্জাঞ্জনং সায়ং স্তন্যেন শুক্রনাশনম্॥

ক্ষতশুক্ররোগে জোঁক বসাইয়া শিরা হইতে রক্তমোক্ষণ করিবে এবং বহেড়াফলের মজ্জা স্তনদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সায়ংকালে চক্ষুতে অঞ্জন দিবে।

একং বা পুণ্ডরীকঞ্চ ছাগীক্ষীরাবসেচিতম্।
রাগাশ্রুবেদনাং হন্যাৎ ক্ষতপাকাত্যযাজকাঃ॥
তুত্থকং বারিণা যুক্তং শুক্রং হন্ত্যক্ষিপূরণাৎ।

ছাগদুগ্ধে পদ্ম বাঁটিয়া চক্ষে সেচন করিলে চক্ষের রক্তিমা, অশ্রুপাত ও বেদনা প্রভৃতি নিবারণ হয়। জলে তুঁতে ঘসিয়া সেই জল চক্ষে দিলে শুক্ররোগ নষ্ট হয়।

সমুদ্রফেন দক্ষাণ্ডত্বক্ সিন্ধূত্থৈঃ সমাক্ষিকৈঃ।
শিগ্রুবীজযুতৈর্বর্ত্তিঃ শুক্রঘ্নী শিগ্রুবারিণা॥

সমুদ্রফেন, কুক্কুটডিম্বের ত্বক্, সৈন্ধবলবণ, মধু ও সজিনাবীজ এই সমুদায়ে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সজিনার রসের সহিত অঞ্জন দিলে শুক্ররোগ নষ্ট হয়।

ধাত্রীফলং নিম্ব কপিত্থপত্রং
যষ্ট্যাহ্ব লোধ্রং খদিরং তিলাশ্চ।
ক্বাথঃ সুশীতো নয়নে নিষিক্তঃ
সর্ব্ব প্রকারং বিনিহন্তি শুক্রম্॥

আমলা, নিমপত্র, কয়েতবেলপত্র, যষ্টিমধু, লোধ, খদির ও তিল ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়া চক্ষে সেচন করিলে সকল প্রকার শুক্ররোগ নষ্ট হয়।

কুষ্ঠপুন্নাগ পত্রেণ পরিভাবিতবারিণা।
শ্যামাক্বাথাম্বুনা বাথ সেচনং কুসুমাপহম্॥

কুট্টিত পুন্নাগ পত্রদ্বারা ভাবিত জল বা শ্যামালতার ক্বাথে চক্ষুঃ সেচন করিলে কুসুমরোগ উপশমিত হয়।

দক্ষাণ্ডত্বক্ শিলা শঙ্খ কাচ চন্দন গৈরিকৈঃ।
তুল্যৈরঞ্জনযোগোঽয়ং পুষ্পার্ম্মাদিবিলেখনঃ॥

কুক্কুটাণ্ডত্বক্, মনছাল, শঙ্খচূর্ণ, কাচলবণ, রক্তচন্দন ও গেরিমাটী এই সমুদায় দ্রব্যের অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষে দিলে কুসুম ও অর্ম্মাদিরোগ নষ্ট হয়।

শিরীষবীজ মরিচ পিপ্পলী সৈন্ধবৈরপি।
শুক্রে প্রঘর্ষণং কার্য্যমথবা সৈন্ধবেন চ॥

শিরীষবীজ, মরিচ, পিঁপুল ও সৈন্ধবলবণ এই সমুদায়ের দ্বারা অথবা শুদ্ধ সৈন্ধবলবণ দ্বারা শুক্রে ঘর্ষণ করিবে।

বহুশঃ পলাশকুসুমস্বরসৈঃ
পরিভাবিতা জয়ত্যচিরাৎ।
নক্তাহ্ববীজবর্ত্তিঃ কুসুমচয়ং দৃক্ষু চিরজমপি॥

ডহরকরঞ্জবীজ পলাশপুষ্পের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে ইহার দ্বারা বহুকালোৎপন্ন কুসুম রোগ নষ্ট হয়।

সৈন্ধবং ত্রিফলা কৃষ্ণা কটুকা শঙ্খনাভয়ঃ।
সতাম্র রজসো বর্ত্তিঃ পিষ্টা শুক্র বিনাশিনী॥

সৈন্ধব, ত্রিফলা, পিঁপুল, কট্‌কী, শঙ্খনাভি ও তাম্রচূর্ণ এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, ইহার অঞ্জনে শুক্ররোগ নষ্ট হয়।

চন্দনং সৈন্ধবং পথ্যা পলাশতরুশোণিতম্।
ক্রমবৃদ্ধমিদং চূর্ণং শুক্রার্ম্মাদিবিলেখনম্॥

রক্তচন্দন ১ ভাগ, সৈন্ধব ২ ভাগ, হরীতকী ৩ ভাগ ও পলাশের আটা ৪ ভাগ এই সমুদায় একত্র চূর্ণিত করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে শুক্র ও অর্ম্মাদি-রোগ নষ্ট হয়।

দন্তবর্ত্তিঃ।

দন্তৈর্দন্তিবরাহোষ্ট্র গবাশ্বাজ খরোদ্ভবৈঃ।
সশঙ্খ মৌক্তিকাম্ভোধিফেনৈর্ম্মরিচপাদিকৈঃ॥
ক্ষতশুক্রমপি ব্যাধিং দন্তবর্ত্তিনিবর্ত্তয়েৎ॥

হস্তী, শূকর, উষ্ট্র, গো, অশ্ব ও গর্দ্দভ ইহাদের দন্ত এবং শঙ্খচূর্ণ, মুক্তা ও সমুদ্রফেন প্রত্যেক সমভাগ এবং মরিচ চতুর্থাংশ (সিকিভাগ)। এই সমুদায়ের দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে ক্ষত শুক্ররোগ নিবারিত হয়।

শঙ্খস্য ভাগাশ্চত্বারস্ততোঽর্দ্ধেন মনঃশিলা।
মনঃশিলার্দ্ধং মরিচং মরিচার্দ্ধেন সৈন্ধবম্॥
এতচ্চূর্ণাঞ্জনং শ্রেষ্ঠং শুক্রয়োস্তিমিরেষু চ।
(এষাং চূর্ণং মধুনা বিমর্দ্দ্যাঞ্জনং দেয়ম্।)

শঙ্খচূর্ণ ৪ ভাগ, মনছাল ২ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ ও সৈন্ধব অর্দ্ধ ভাগ এই সমুদায় চূর্ণ মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে শুক্র ও তিমিররোগ নষ্ট হয়।

তাপ্যং মধুকসারো বীজমক্ষস্য সৈন্ধবম্।
মধুনাঞ্জনযোগাঃ স্যুশ্চত্বারাঃ শুক্রশান্তয়ে॥

স্বর্ণমাক্ষিক, মউলসার ও বহেড়া-বীজ অথবা সৈন্ধবলবণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন চক্ষে দিলে শুক্র রোগের শান্তি হয়।

বটক্ষীরেণ সংযুক্তং শ্লক্ষ্ণং কর্পূরজং রজঃ।
ক্ষিপ্রমঞ্জনতো হন্তি শুক্রঞ্চাতিঘনোন্নতম্॥

অতি সূক্ষ্ম কর্পূর চূর্ণ বটের আটার সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে অতি ঘন ও উন্নত শুক্রও শীঘ্র নষ্ট হয়।

তালস্য নারিকেলস্য তথৈবারুষ্করস্য চ।
করীরস্য তু বংশানাং কৃত্বাক্ষারং পরিস্রুতম্।
করভাস্থিকৃতং চূর্ণং ক্ষারেণ পরিভাবিতম্।
সপ্তকৃত্বোঽষ্টকৃত্বো বা শ্লক্ষ্ণচূর্ণন্তু কারয়েৎ॥
এতচ্ছুক্রেষু সাধ্যেষু কৃষ্ণীকরণমুত্তমম্।
যানি শুক্রাণ্যসাধ্যানি তেষাং পরমমঞ্জনম্॥

তালাঙ্কুরক্ষার, নারিকেলাঙ্কুরক্ষার, ভেলার ক্ষার ও বংশাঙ্কুরক্ষার এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া ক্ষারজল

প্রস্তুত করিবে। ঐ ক্ষারজলে হস্তি-শাবকের দন্ত চূর্ণ ৭। ৮ বার ভাবনা দিয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করিবে। ইহার দ্বারা শুক্রে কৃষ্ণবর্ণতা উৎপন্ন হয় এবং অসাধ্য শুক্রেও অনেক উপকার করে।

পটোলাদ্যং ঘৃতম্।

পটোলং কটুকা দার্ব্বী নিম্বং বাসা ফলত্রিকম্।
দুরালভাং পর্পটকং ত্রায়ন্তীঞ্চ পলোন্মিতাম॥
প্রস্থমামলকানাঞ্চ ক্বাথয়েন্নল্বণেঽম্ভসি।
পাদশেষে রসে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
কল্কৈর্ভূনিম্ব কুটজ মুস্ত যষ্ট্যাহ্ব চন্দনৈঃ।
সপিপ্পলীকৈস্তৎসিদ্ধং চক্ষুষ্যং শুক্রয়োর্হিতম॥
ঘ্রাণকর্ণাক্ষি বর্ত্মত্ব মুখরোগব্রণাপহম্।
কামলা কুষ্ঠ বীসর্প গণ্ডমালাপহং পরম্॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ পটোলপত্র, কটুকী, দারুহরিদ্রা, নিমছাল, বাসক-ছাল, ত্রিফলা, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া ও বলাডুমুর প্রত্যেক ১ পল, আমলকী ২ সের, জল ৬৪ সের ও শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ চিরাতা, কুড়চিছাল, মুতা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন ও পিঁপুল মিলিত ১ সের। ইহার দ্বারা চক্ষের শুক্রাদি-রোগ নষ্ট হয় এবং অন্যান্য রোগেও অনেক উপকার দর্শে।

কৃষ্ণাদ্যং তৈলম্।

কৃষ্ণা বিড়ঙ্গ মধুযষ্টিক সিন্ধুজন্ম-
বিশ্বৌষধৈঃ পয়সি সিদ্ধমিদং ছগল্যাঃ।
তৈলং নৃণাং তিমির শুক্রশিরোঽক্ষি শূল-
পাকাত্যয়ান্ জয়তি নস্যবিধৌ প্রযুক্তম্॥

তিলতৈল ২ সের। ছাগদুগ্ধ ৪ সের। কল্কদ্রব্য পিঁপুল, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ ও শুঁঠ মিশ্রিত ১৬ তোলা। এই তৈলের নস্যে তিমির, শুক্র, শিরঃশূল ও অক্ষিশূল প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

অজকায়াং বিধিঃ।

অজকাং পার্শ্বতো বিদ্ধা সূচ্যা বিস্রাব্য চোদকম্।
ব্রণং গোময়চূর্ণেন পূরয়েৎ সর্পিষা সহ॥

অজকারোগে পার্শ্বদেশে শিরা বিদ্ধ করিয়া রস নিঃসারণ করিয়া ঘৃত ও গোময়চূর্ণ দ্বারা ক্ষত স্থান পূরণ করিবে।

সৈন্ধবং বাজিপাদঞ্চ গোরোচনসমন্বিতম্।
শেলুত্বগ্রসসংযুক্তং পূরণং চাজকাপহম্॥

সৈন্ধবলবণ, গোক্ষুর ও গোরোচনা বহুবারবৃক্ষের ত্বকের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেই রস চক্ষে পূরণ করিলে অজকা নিবারণ হয়।

শশকাদ্যং ঘৃতম্।

শশকস্য শিরঃকল্কে শেষাঙ্গক্বথিতে জলে।
ঘৃতস্য কুড়বং পক্বং পূরণঞ্চাজকাপহম্॥

ঘৃত অৰ্দ্ধ সের। কল্কার্থ শশকের মস্তক, ক্বাথার্থ শশকের অবশিষ্টাঙ্গ, যথাশাস্ত্র পাক করিবে। এই ঘৃত চক্ষে পূরণ করিলে অজকা রোগ নষ্ট হয়।

বৃহৎ শশকাদ্যং ঘৃতম্।

শশকস্য কষায়ে তু সর্পিষঃ কুড়বং পচেৎ।
যষ্টি প্রপৌণ্ডরীকস্য কল্কেন পয়সা সমম্॥
ছাগল্যা পূরণাচ্ছুক্র ক্ষত পাকাত্যগাজকাঃ।
হন্তি ভ্রূশঙ্খশূলঞ্চ দাহরোগং বিশেষতঃ॥

ঘৃত অর্দ্ধ সের। ক্বাথার্থ শশকমাংস ১ সের, জল ৮ সের, শেষ ২ সের, ছাগদুগ্ধ ২ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু ও পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহা চক্ষে পূরণ করিলে শুক্র ও অজকা প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

কৃষ্ণজেয় বিধিঃ।

ত্রিফলাঘৃতমধুযবাঃ পাদাভ্যঙ্গাঃ শতাবরীমুদ্গাঃ।
চক্ষুষ্যঃ সংক্ষেপাদ্বর্গঃ কথিতো ভিষগ্‌ভিরয়ম্॥

ত্রিফলা, ঘৃত, মধু, যব, পাদদ্বয়ে তৈলাদি মর্দ্দন, শতমূলী ও মুগ এই সমুদায় চাক্ষুষ্য বর্গ অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা চক্ষু সুস্থ থাকে।

লিহ্যাৎ সদা বা ত্রিফলাং সুচূর্ণিতাং
ঘৃতপ্রগাঢ়াং তিমিরেঽথ পিত্তজে।
সমীরজে তৈলযুতাং কফাত্মকে
মধুপ্রগাঢ়াং বিদধীত যুক্তিতঃ॥

পিত্তজ তিমিরে ত্রিফলাচূর্ণ অধিক পরিমিত ঘৃতের সহিত বায়ুজনিত তিমিরে তৈলের সহিত এবং কফজে অধিক পরিমিত মধুর সহিত সেবনীয়।

কল্কঃ ক্বাথোঽথবা চূর্ণং ত্রিফলায়া নিষেবিতম্।
মধুনা সর্পিষা বাপি সমস্ততিমিরাপহম্॥

ত্রিফলার কল্ক, ক্বাথ অথবা চূর্ণ মধু বা ঘৃতের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার তিমির রোগ নষ্ট হয়।

যস্ত্রৈফলং চূর্ণমপথ্যবর্জী
সায়ং সমশ্নাতি হবির্মধুভ্যাম্।
স মুচ্যতে নেত্রগতৈর্বিকারৈ-
র্ভৃত্যৈর্যথা ক্ষীণধনো মনুষ্যঃ॥

কুপথ্য পরিবর্জ্জন করিয়া প্রত্যহ সায়ংকালে ঘৃত ও মধুর সহিত ত্রিফলাচূর্ণ ভক্ষণ করিলে নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

সঘৃতং বা বরাক্বাথং শীলয়েত্তিমিরাময়ী॥

তিমিররোগে ঘৃতের সহিত ত্রিফলার ক্বাথ সেবনীয়।

নেত্র রোগা বিনশ্যন্তি ন ভবন্তি কদাচন।
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ প্রাতর্নয়নধাবনাৎ॥

প্রাতঃকালে ত্রিফলার ক্বাথে চক্ষুঃ ধৌত করিলে উপস্থিত চক্ষুরোগ নষ্ট হয় এবং ভবিষ্যতে কোন পীড়া হয় না।

জলগণ্ডুষৈঃ প্রাতর্বহুশোঽম্ভোভিঃ
প্রপূর্য্য মুখরন্ধ্রম্।
নিঘ্নয় মুক্তন্নক্ষি ক্ষপয়তি তিমিরাণি না সদ্যঃ॥

প্রাতে জলগণ্ডূষ দ্বারা মুখরন্ধ্র পূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে চক্ষু ধৌত করিলে তিমির রোগ নষ্ট হয়।

ভুক্ত্বা পাণিতলং ঘৃষ্ট্বা চক্ষুষোর্দীয়তে যদি।
অচিরেণৈব তদ্বারি তিমিরাণি ব্যপোহতি॥

আহারান্তে হস্ততল ধৌত করিয়া চক্ষুতে প্রদান করিলে শীঘ্র তিমির রোগ নষ্ট হয়।

সুখাবতী বর্ত্তিঃ।

কতকস্য ফলং শঙ্খং ত্র্যূষণং সৈন্ধবং সিতা।
ফেনো রসাঞ্জনং ক্ষৌদ্রং বিড়ঙ্গানি মনঃশিলা।
কুক্কুটাণ্ডকপালানি বৰ্ত্তিরেষা ব্যপোহতি।
তিমিরং পটলং কাচমর্ম্ম শুক্রং তথৈব চ॥
কণ্ডূ ক্লেদার্ব্বুদং হন্তি মলং চাশু সুখাবতী॥

নির্ম্মলি ফল, শঙ্খ, ত্রিকটু, সৈন্ধব, চিনি, সমুদ্রফেন, রসাঞ্জন, মধু, বিড়ঙ্গ, মনছাল ও কুক্কুটাণ্ডের ত্বক্ এই সমুদায়ের দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে চক্ষের তিমির, পটল, কাচ, অর্ম্ম, শুক্র, কণ্ডূ, ক্লেদ, অর্ব্বুদ ও মল দূরীকৃত হয়।

চন্দ্রোদয়া বর্ত্তিঃ।

হরীতকী বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী মরিচানি চ।
বিভীতকস্য মজ্জা চ শঙ্খনাভির্মনঃশিলা॥
সর্ব্বমেতৎ সমাহৃত্য ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
নাশয়েত্তিমিরং কণ্ডূ পটলান্যর্ব্বুদানি চ॥
অধিকানি চ মাংসানি যচ্চ রাত্রৌ ন পশ্যতি।
অপি দ্বিবার্ষিকং পুষ্পং মাসেনৈকেন নশ্যতি।
বর্ত্তিশ্চন্দ্রোদয়া নাম নৃণাং দৃষ্টিপ্রসাদনী॥

হরীতকী, বচ, কুড়, পিঁপুল, মরিচ, বহেড়ার মজ্জা, শঙ্খনাভি ও মনছাল এই সমুদায় ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে চক্ষের কণ্ডূ, তিমির, পটল, অর্ব্বুদ, অধিমাংস, কুসুম ও রাত্র্যন্ধতা নিবারণ হয়।

বৃহচ্চন্দ্রোদয়া বর্ত্তিঃ।

রসাঞ্জনমথৈলা চ কুঙ্কুমং সমনঃশিলম্।
শঙ্খনাভি শিগ্রুবীজং শর্করা চাত্র সপ্তমী॥
এষা চন্দ্রোদয়া নাম বৰ্ত্তিশ্চক্ষুঃপ্রসাদনী।
হন্যাৎ পিচ্ছাঞ্চ কণ্ডূঞ্চ তিমিরঞ্চাপকর্ষতি।

রসাঞ্জন, এলাইচ, কুঙ্কুম, মনছাল, শঙ্খনাভি, সজিনাবীজ ও চিনি এই সমুদায় দ্রব্যে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষে দিলে চক্ষুঃ প্রসন্ন এবং পিচ্ছা, কণ্ডূ ও তিমির রোগ নষ্ট হয়।

হরীতক্যাদিবর্ত্তিঃ।

হরীতকী হরিদ্রা চ পিপ্পল্যো লবণানি চ।
কণ্ডূ তিমিরজিদ্বর্ত্তির্ন ক্বচিৎ প্রতিহন্যতে॥

হরীতকী, হরিদ্রা, পিঁপুল, পঞ্চলবণ এই সমুদায়ের বর্ত্তি দ্বারা চক্ষুর কণ্ডূ ও তিমির রোগ নষ্ট হয়।

কুমারিকা বর্ত্তিঃ।

অশীতিস্তিলপুষ্পাণি ষষ্টিঃ পিপ্পলিতণ্ডুলাঃ।
জাতীপুষ্পাণি পঞ্চাশন্মরিচানি চ ষোড়শ।
এষা কুমারিকা বৰ্ত্তির্গতং চক্ষুর্নিবর্ত্তয়েৎ।

তিলফুল ৮০ টা, পিঁপুলের চাউল ৬০ টা, জাতীফুল ৫০ টা, মরিচ ১৬ টা এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার দ্বারা নষ্ট চক্ষুও পুনর্ব্বার লব্ধ হয়।

দৃষ্টিপ্রদা বর্ত্তিঃ।

ত্রিফলা কুক্কুটাণ্ডত্বক্ কাসীসময়সো রজঃ।
নীলোৎপলং বিড়ঙ্গানি ফেনঞ্চ সরিতাং পতেঃ॥
আজেন পয়সা পিষ্ট্বা ভাবয়েত্তাম্রভাজনে।
সপ্তরাত্রস্থিতং ভূয়ঃ পিষ্টং ক্ষীরেণ বর্ত্তয়েৎ।
এষা দৃষ্টিপ্রদা বর্ত্তিরন্ধস্যাভিন্নচক্ষুষঃ॥

ত্রিফলা, কুক্কুটাণ্ডত্বক্, হীরাকস, লৌহচূর্ণ, নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ, সমুদ্রফেন এই সমুদায় তাম্রপাত্রে পেষণ করিয়া ছাগদুগ্ধে ৭ দিবস ভাবনা দিবে, পরে পুনর্ব্বার ছাগদুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার দ্বারা চক্ষুর প্রবল পীড়া নিবারণ হয়।

চন্দনাদ্যা বর্ত্তিঃ।

চন্দন ত্রিফলা পূগ পলাশতরুশোণিতৈঃ।
জলপিষ্টৈরিয়ং বর্ত্তিরশেষতিমিরাপহা॥

রক্তচন্দন, ত্রিফলা, সুপারি, পলাশের আটা এই সমুদায় জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার প্রয়োগে সকল প্রকার চক্ষু রোগ ও তিমির নষ্ট হয়।

ত্র্যূষণাদ্যা বর্ত্তিঃ।

ত্র্যূষণ ত্রিফলাবল্ক সৈন্ধবানি মনঃশিলা।
ক্লেদোপদেহকণ্ডুঘ্নী বর্ত্তিঃ শস্তা কফাপহা।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, দারুচিনি, সৈন্ধব, মনছাল এই সমুদায়ের বর্ত্তি দ্বারা চক্ষুর ক্লেদাদি দূরীভূত হয়।

নয়নসুখা বর্ত্তিঃ।

একগুণা মাগধিকা দ্বিগুণা চ
হরীতকী সলিলপিষ্টা।
বর্ত্তিরিয়ং নয়নসুখা তিমিরার্ম্ম-
পটল কাচাশ্রুহরী॥

পিঁপুল ১ ভাগ ও হরীতকী ২ ভাগ জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার দ্বারা তিমির, অর্ম্ম, পটল, কাচ ও অশ্রুপাত রোগ নিবারণ হয়।

চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তিঃ।

অঞ্জনং শ্বেতমরিচং পিপ্পলী মধুযষ্টিকা।
বিভীতকস্য মধ্যন্তু শঙ্খনাভির্ম্মনঃশিলা॥
এতানি সমভাগানি হ্যজাক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
ছায়াশুষ্কাং কৃতাং বর্ত্তিং নেত্রেষু চ প্রযোজয়েৎ॥
অর্ব্বুদং পটলং কাচং তিমিরং রক্তরাজিকাম্।
অধিমাংসাশ্মণী চৈব যশ্চ রাত্রৌ ন পশ্যতি।
বর্ত্তিশ্চন্দ্রপ্রভা নাম জাতান্ধ্যমপি নাশয়েৎ।

সুর্ম্মা, সজিনাবীজ, পিঁপুল, যষ্টিমধু, বহেড়াফলের মজ্জা, শঙ্খনাভি ও মনছাল এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ও ছায়ায় শুকাইয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার দ্বারা চক্ষুর অর্ব্বুদ, পটল, কাচ, তিমির, রক্তরাজিকা, অধিমাংস, অর্ম্ম ও রাত্র্যন্ধতা নিবারণ হয়।

পঞ্চশতিকা বর্ত্তিঃ।

নীলোৎপলপত্রশতং মুদ্গশতং
যবশতঞ্চ নিস্তুষং গ্রাহ্যম্।
মালত্যাঃ কুসুমশতং পিপ্পলীতণ্ডুলশতঞ্চ।
পঞ্চশতৈর্বর্ত্তির্বিহিতাঞ্জনং
কুর্য্যাৎ সর্ব্বাত্মকে নয়নে।
তিমিরাশ্রুকাচপটলেষু নাস্ত্যপরঃ সাধনোপায়ঃ॥

নীলোৎপলপত্র১০০টা, মুগ ১০০টা, নিস্তুষ যব ১০০টা, মালতীফুল ১০০টা, পিঁপুলের চাউল ১০০টা এই সমুদায়

একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহাতে তিমিরাদি রোগ নষ্ট হয়।

ব্যোষাদ্যবর্ত্তিঃ ।

ব্যোষোৎপলাভয়াকুষ্ঠতার্ক্ষ্যৈর্বর্ত্তিঃ কৃতা হরেৎ ।
অর্ব্বুদং পটলং কাচং তিমিরার্ম্মাশ্রুনিঃস্রুতিম্ ॥

ত্রিকটু, উৎপল, হরীতকী, কুড় ও রসাঞ্জন ইহাদের বর্ত্তির অঞ্জনে অর্ব্বুদ, পটল, কাচ, তিমির, অর্ম্ম ও অশ্রুপাত পীড়া নিবারণ হয়।

নেত্রবর্ত্তিঃ ।

তুত্থকং তোলকমিতং টঙ্গনং সর্জ্জিকং তথা ।
দ্রাবয়িত্বা মূষামধ্যে তত্র মাষমিতং ঘনম ॥
মিশ্রয়িত্বা কৃতা নেত্রবর্ত্তির্নেত্ররুজাপহা ।
ভাষিতা শ্রীমহেশেন সা চ শান্তিপ্রদা শুভা ॥

তুঁতে, সোহাগা ও সোরা প্রত্যেক ১ তোলা মাত্রায় লইয়া মূষাযন্ত্রে দ্রবীভূত হইলে তাহাতে কর্পূর ১ মাষা প্রদান করিবে। পরে শীতল হইলে ইহা দ্বারা বর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে। ইহা নেত্রে বুলাইলে সত্বর নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

সিদ্ধনাগার্জ্জুনাঞ্জনম্ ।

ত্রিফলা ব্যোষ সিন্ধুত্থ যষ্টি তুত্থ রসাঞ্জনম্ ।
প্রপৌণ্ডরীকং জন্তুঘ্নং লোধ্রং তাম্রং চতুর্দ্দশ ॥
দ্রব্যাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য বর্ত্তিঃ কার্য্যা নভোঽম্বুনা ।
নাগার্জ্জুনেন লিখিতা তন্ত্রে পাটলিপুত্রকে ।
নাশিনী তিমিরাণাঞ্চ পটলানাং বিশেষতঃ ।
সদ্যঃ প্রকোপং স্তন্যেন স্ত্রিয়া বিজয়তে ধ্রুবম্ ॥
কিংশুকস্বরসেনাথ পৈল্যং পুষ্পঞ্চ রক্ততাম্ ।
অঞ্জনাল্লোধ্রতোয়েন আসন্নতিমিরং জয়েৎ ॥
চিরং সংচ্ছাদিতে নেত্রে বস্তমূত্রেণ সংযুতা ।
উন্মীলয়ত্যকৃচ্ছ্রেণ প্রসাদং চাধিগচ্ছতি ॥

ত্রিফলা, ত্রিকটু, সৈন্ধব, যষ্টিমধু, তুঁতে, রসাঞ্জন, পুণ্ডরিয়া, বিড়ঙ্গ, লোধ, তাম্র এই চতুর্দ্দশ দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মেঘজলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। পরে স্তনদুগ্ধে ঘসিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে তিমির ও পটল রোগ নষ্ট হয়। পৈল্য, পুষ্প ও রক্তনেত্রতায় পলাশের রসের সহিত, আসন্ন তিমিরে লোধের ক্কাথের সহিত এবং সংচ্ছাদিত নেত্রে ছাগমূত্রের সহিত প্রয়োজ্য।

নিশাদ্যঞ্জনম্ ।

নিশাদ্বয়াভয়া মাংসী কুষ্ঠ কৃষ্ণা বিচূর্ণিতা ।
সর্ব্বনেত্রাময়ান্ হন্যাদেতৎ সৌগতমঞ্জনম্ ।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, জটামাংসী, কুড, পিঁপুল এই সমুদায় একত্রে চূর্ণ করিয়া অঞ্জন দিলে সকল প্রকার নেত্ররোগ নষ্ট হয়।

পিপ্পল্যাদ্যঞ্জনম্ ।

পিপ্পলীং সতগরোৎপলপত্রাং
বর্ত্তয়েৎ মধুকাং সহরিদ্রাম্ ।
এতয়া শতমঞ্জয়িতব্যং
যঃ সুপর্ণসমমিচ্ছতি চক্ষুঃ ॥

পিঁপুল, তগরপাদুকা, উৎপল, যষ্টিমধু, হরিদ্রা এই সমুদায়ের দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়।

ব্যোষাদ্যঞ্জনম্ ।

ব্যোষায়শ্চূর্ণ সিন্ধুত্থ ত্রিফলাঞ্জনসংযুতা ।
ত্রিফলাজলসংপিষ্টা কোকিলা তিমিরাপহা ॥

ত্রিকটু, লৌহ, সৈন্ধব, ত্রিফলা, সুর্ম্মা, এই সমুদায় ত্রিফলার জলে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে তিমিররোগ নষ্ট হয় ।

ত্রিকট্বাদ্যঞ্জনম্ ।

ত্রীণি কটূনি করঞ্জফলানি
দ্বে চ নিশে সহ সৈন্ধবকঞ্চ ।
বিশ্বতরোর্বরুণস্য চ মূলং
বারিচরং দশমং প্রবদন্তি ॥
হন্তি তমস্তিমিরং পটলঞ্চ
পিচ্চট শুক্রমথার্ব্বুদকঞ্চ ।
অঞ্জনকং জনরঞ্জনকঞ্চ
দৃষ্টং ন বিনশ্যতি বর্ষশতেঽপি ॥

ত্রিকটু, করঞ্জফল, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, সৈন্ধব, বিল্বমূল, বরুণমূল, বারিচর (শৈবাল বা পানা) এই সমু-দায় দ্রব্যের অঞ্জনে তিমির ও পটল প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় ।

নীলোৎপলাদ্যঞ্জনম্

নীলোৎপলং বিড়ঙ্গানি পিপ্পলী রক্তচন্দনম্ ।
অঞ্জনং সৈন্ধবৈশ্চৈব সর্ব্বতিমিরনাশনম্ ॥

নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ, পিঁপুল, রক্ত-চন্দন, সুর্ম্মা, সৈন্ধব এই সমুদায়ের অঞ্জনে তিমির রোগ নষ্ট হয় ।

পত্রাদ্যঞ্জনম্ ।

পত্র গৈরিক কর্পূর যষ্টি নীলোৎপলাঞ্জনম্ ।
নাগকেশরসংযুক্তমশেষতিমিরাপহম্ ॥

তেজপত্র, গেরিমাটী, কর্পূর, যষ্টি-মধু, নীলোৎপল, সুর্ম্মা, নাগেশ্বর এই সমুদায়ের অঞ্জনে সমস্ত তিমিররোগ নষ্ট হয় ।

শঙ্খাদ্যঞ্জনম্ ।

শঙ্খস্য ভাগাশ্চত্বারস্ততোঽর্দ্ধেন মনঃশিলা ।
মনঃশিলার্দ্ধং মরিচং মরিচার্দ্ধেন পিপ্পলী ॥
বারিণা তিমিরং হন্তি চার্ব্বুদং হন্তি মস্তুনা ।
পিচ্চটং মধুনা হন্তি স্ত্রীক্ষীরেণ তদুত্তমম্ ॥

শঙ্খ ৪ ভাগ, মনছাল ২ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, পিঁপুল অর্দ্ধ ভাগ এই সমুদায় দ্রব্যের অঞ্জন তিমিররোগে জলের সহিত, অর্ব্বুদে দধির মাতের সহিত, পিচ্চটে মধু বা স্তনদুগ্ধের সহিত প্রয়োজ্য ।

হরিদ্রাদ্যঞ্জনম্ ।

হরিদ্রা নিম্বপত্রাণি পিপ্পল্যো মরিচানি চ ।
ভদ্রমুস্তং বিড়ঙ্গানি সপ্তমং বিশ্বভেষজম্ ॥
গোমূত্রেণ গুড়ী কার্য্যা ছাগমূত্রেণ চাঞ্জনাৎ ।
জ্বরাংশ্চ নিখিলান্ হন্তি ভূতাবেশং তথৈব চ ।
বারিণা তিমিরং হন্তি মধুনা পটলং তথা ।
নক্তান্ধ্যং ভৃঙ্গরাজেন নারীস্তন্যেন পুষ্পকম্ ॥
শিশিরেণ পরিস্রাবমর্ব্বুদং পিচ্চটং তথা ॥

হরিদ্রা, নিম্বপত্র, পিঁপুল, মরিচ, মুতা, বিড়ঙ্গ ও শুঁঠ এই সমুদায় গোমূত্রে পেষণ করিয়া গুড়ী প্রস্তুত করিবে ।

ছাগমূত্রের সহিত ঘসিয়া অঞ্জন দিলে জ্বর ও ভূতাবেশ, জলের সহিত প্রদানে তিমির, মধুর সহিত পটল, ভীমরাজের রসের সহিত রাত্র্যন্ধতা, স্তনদুগ্ধের সহিত পুষ্পক এবং শিশিরের সহিত প্রদানে পরিস্রাব, অর্ব্বুদ ও পিচ্চট রোগ নিবারিত হয় ।

অঞ্জনম্ ।

ভূমৌ নিঘৃষ্টযাঙ্গুল্যাঞ্জনং সংশমনং তয়োঃ ।
তিমিরকাচার্ম্মহরং ধূমিকায়াশ্চ নাশনম্ ॥

ভূমিতে অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে তিমিরাদি রোগ নষ্ট হয় ।

মুক্তাদিমহাঞ্জনম্ ।

মুক্তাকর্পূরকাচাগুরু
মরিচকণাসৈন্ধবং শৈলবালং
শুণ্ঠীকক্কোলকাংস্যত্রপুরজনী-
শিলা শঙ্খনাভ্যভ্রভৃঙ্গম্ ।
দক্ষাণ্ডত্বক্ চ সাক্ষং ক্ষতজ-
মথ শিবা ক্লীতকং রাজবর্ত্তঃ
জাতীপুষ্পং তুলস্যাঃ কুসুম-
মভিনবং বীজকং স্যাত্তথৈব ॥
পূতীকনিম্বার্জ্জুনভদ্রমুস্তং
সতাম্রসারং রসগর্ভযুক্তং
প্রত্যেকমেষাং খলু মাষকৈকং
যত্নেন পিষ্যেন্মধুনাতিসূক্ষ্মম্ ।
ভবন্তি রোগা নয়নাশ্রিতা যে
নিতান্তমাত্রোপচিতাশ্চ তেষাং
বিধীয়তে শান্তিরবশ্যমেব
মুক্তাদিনানেন মহাঞ্জনেন ॥

মুক্তা, কর্পূর, করকচলবণ, অগুরু, মরিচ, পিঁপুল, সৈন্ধবলবণ, এলবালুক, শুঁঠ, কাকোলী, কাংস্য, বঙ্গ, হরিদ্রা, মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, অভ্র, ভূঁতে, কুঁকড়ার ডিমের খোলা, বহেড়া, কুঙ্কুম, হরীতকী, যষ্টিমধু, রাজাবর্ত্ত, জাতীপুষ্প, তুলসীর নূতন পুষ্প ও বীজ, ডহরকরঞ্জ, নিম্ব, অর্জ্জুনছাল, নাগরমুতা, তাম্র, লৌহ ও রসাঞ্জন এই সমুদায় প্রত্যেক ১ মাষা পরিমাণে লইয়া মধুর সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে। ইহাতে সকল প্রকার নেত্ররোগের শান্তি হয় ।

ত্রিফলাদ্যঞ্জনম্ ।

ত্রিফলা ভৃঙ্গ মহৌষধ মধ্বাজ্য-
চ্ছাগপয়সি গোমূত্রে ।
নাগং সপ্তনিষিক্তং করোতি
গরুড়োপমং চক্ষুঃ ॥

ত্রিফলার জল, ভীমরাজের রস, শুঁঠের কাথ, মধু, ঘৃত, ছাগমূত্র ও গোমূত্র এই সমুদায়ে সীসা ৭ বার করিয়া নিসিক্ত করিয়া ঐ সীসার শলাকা দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি ও চক্ষুরোগ নষ্ট হয় ।

অঞ্জনশলাকা ।

ত্রিফলসলিলযোগে ভৃঙ্গরাজদ্রবে চ ।
হবিষি চ বিষকল্কে ক্ষীরআজে মধুগ্রে ॥
প্রতিদিনমথ তপ্তং সপ্তধা সীসমেকম্ ।
প্রণিহিতমথ পশ্চাৎ কারয়েত্তচ্ছলাকাম্ ।

সবিতুরুদয়কালে সাঞ্জনা ব্যঞ্জনা বা।
কনকনিভসমেতানশ্ম পৈচিট্য রোগান্ ॥
অসিত সিত সমুত্থান্ সন্ধিমর্ম্মাভিজাতান্।
হরতি নয়নরোগান্ সেব্যমানা শলাকা ॥

একখণ্ড সীসা প্রতিদিন উত্তপ্ত করিয়া ত্রিফলার জল, ভীমরাজের রস, ঘৃত, বিষকল্ক, ছাগদুগ্ধ ও মধু এই সমুদায়ে, ৭ বার করিয়া নিষিক্ত করিবে। পরে ঐ সীসার শলাকা প্রস্তুত করিয়া প্রাতঃকালে অঞ্জনের সহিত বা শুদ্ধ চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে নানাবিধ নেত্ররোগ নষ্ট হয়।

চিঞ্চাদ্যঞ্জনম্।

চিঞ্চাপত্ররসং নিধায় বিমলে
শ্বৌড়ম্বরে ভাজনে।
মূলং তত্র নিঘৃষ্য সৈন্ধবযুতং
গৌঞ্জং বিশোষ্যাতপে ॥
তচ্চূর্ণং বিমলাঞ্জনেন সহিতং
নেত্রাময়ে শস্যতে।
কাচাশ্মার্জ্জুনপিচ্চটে সতিমিরে
স্রাবঞ্চ নির্নাশয়েৎ ॥

ডুমুরকাষ্ঠের পাত্রে তেঁতুলপত্রের রস রাখিয়া তাহাতে কুঁচের মূল ও সৈন্ধবলবণ মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, ঐ চূর্ণের সহিত সুর্ম্মাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে কাচ, অর্ম্ম ও অর্জ্জুন প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

চিত্রাদ্যঞ্জনম্।

চিত্রা যষ্টিযোগে সৈন্ধবমমলং বিচূর্ণ্য তেনাক্ষি।
সমমঞ্জয়ত স্তিমিরং গচ্ছতি বর্ষাদসাধ্যমপি ॥

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু ও সৈন্ধবলবণ একত্রে চূর্ণ করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে তিমিররোগ নষ্ট হয়।

উশীরাদ্যঞ্জনম্।

দত্ত্বাহুশীরনির্য্যূহে চূর্ণিতং কণসৈন্ধবম্।
তচ্ছ্রুতে সঘৃতং তত্র ভূয়ঃ ক্ষৌদ্রং ক্ষিপেদ্ঘনে ॥
শীতেচাস্মিন্ হিতমিদং সর্ব্বজে তিমিরেঽঞ্জনম্ ॥

বেণার মূলের ক্বাথে সৈন্ধবমিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে নামাইয়া ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিবে। ইহার অঞ্জনে সকল প্রকার তিমির রোগ নষ্ট হয়।

ধাত্র্যাদ্যঞ্জনম্।

ধাত্রী রসাঞ্জন ক্ষৌদ্র সর্পির্ভিস্ত রসক্রিয়া।
পিত্তানিলাক্ষিরোগঘ্নী তৈমির্য্যপটলাপহা ॥

আমলকী, রসাঞ্জন, মধু ও ঘৃত এই সমুদায়ের অবলেহবৎ ক্বাথ ব্যবহারে বাতপৈত্তিক চক্ষুরোগ, তিমির ও পটল রোগ নষ্ট হয়।

নস্যম্।

শৃঙ্গবেরং ভৃঙ্গরাজং যষ্টিতৈলেন মিশ্রিতম্।
নস্যমেতেন দাতব্যং মহাপটলনাশনম্ ॥

শুঁঠ, ভীমরাজ ও যষ্টিমধু তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য প্রদান করিলে মহাপটল রোগ নষ্ট হয়।

লিঙ্গনাশে বিধিঃ ।

লিঙ্গনাশে কফোদ্ভূতে যথাবদ্বিধিপূর্ব্বকম্ ।
বিদ্ধা দৈবকৃতে ছিদ্রে নেত্রং স্তন্যেন পূরয়েৎ ॥
ততো দৃষ্টেষু রূপেষু শলাকামাহরেচ্ছনৈঃ ।
নয়নং সর্পিষাভ্যজ্য বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ ॥
ততো গৃহে নিরাবাধে শয়ীতোত্তান এব চ ।
উদ্গার কাস ক্ষবথু ষ্ঠীবনোৎকম্পনানি চ ॥
তৎকালং নাচরেদূর্দ্ধং যন্ত্রণা স্নেহপীতবৎ ।
ত্র্যহাত্র্যহাদ্ধাবয়েত্তৎকষায়ৈরনিলাপহৈঃ ।
বায়োর্ভয়াৎ ত্র্যহাদূর্দ্ধং স্বেদয়েদক্ষি পূর্ব্ববৎ ।
দশরাত্রন্তু সংযম্য হিতং দৃষ্টিপ্রসাদনম্ ।
পশ্চাৎ কর্ম্ম চ সেবেত লঘ্বন্নঞ্চাপি মাত্রয়া ।
রাগশ্চোষোঽর্ব্বুদং শোথো বুদ্বুদং কেকরাক্ষতা ।
অধিমন্থাদয়শ্চান্যে রোগাঃ স্যুর্দুষ্টবেধজাঃ ।
অহিতাচারতো বাপি যথাস্বং তানুপাচরেৎ ॥
রুজারাগাক্ষিরাগে বা ভূয়ো যোগানিবোধ মে ।

কফজন্য লিঙ্গনাশে স্বভাবজ ছিদ্রে যথাবিধি শলাকা প্রবেশ ও স্তন্যদুগ্ধ পূরণ করিবে। অনন্তর রূপ দর্শন হইলে অল্পে অল্পে শলাকা উদ্ধৃত করিয়া চক্ষু ঘৃতাক্ত ও বস্ত্রের পটীর দ্বারা বদ্ধ করিয়া রোগীকে নির্জ্জন ও নিরুৎপাত গৃহে শয়ন করাইয়া রাখিবে। তৎকালে উদ্গার, কাসি, হাঁচী, থুথুফেলা ও কম্পনাদি যাহাতে না হয়, এরূপ সাবধান থাকিবে। তিন দিবস অন্তর বায়ুনাশক কষায় ও স্বেদপ্রদান আবশ্যক। দশ দিবসের পর দৃষ্টিপ্রসাদক ঔষধাদি ব্যবস্থা করিবে। পথ্য লঘু অন্ন। অবিহিত নেত্রবেধে চক্ষে রক্তিমা, চোষ, অর্ব্বুদ, শোথ ও বুদ্বুদ প্রভৃতি পীড়ায় উৎপত্তি হয়।

লেপাঃ ।

কাঙ্ক্ষিতা সঘৃতা দূর্ব্বা যব গৈরিক শারিবাঃ ।
সুখালেপাঃ প্রয়োক্তব্যা রুজারাগোপশান্তয়ে ।

দূর্ব্বা, যবতণ্ডুল, গেরিমাটী ও অনন্তমূল এই সমুদায় ঘৃতের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষের রক্তিমা ও ব্যথা নিবারণ হয়।

পয়স্যা শারিবাপত্র মঞ্জিষ্ঠা মধুকৈরপি ।
অজাক্ষীরান্বিতৈর্লেপঃ সুখোষ্ণঃ পথ্য উচ্যতে ।

ক্ষীরুই, অনন্তমূলপত্র, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু এইসমুদায় ছাগদুগ্ধে বাঁটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষু সুস্থ হয়।

বাতঘ্নসিদ্ধে পয়সি সিদ্ধং সর্পিশ্চতুর্গুণে ।
কাকোল্যাদি প্রতীবাপং তদ্‌যুঞ্জ্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥

ঘৃত ১ সের। ক্বাথার্থ এরণ্ডমূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কল্কার্থ কাকোল্যাদিগণ। এই ঘৃত ব্যবহারে বিবিধ নেত্ররোগের শান্তি হয়।

শাম্যত্যেবং নচেচ্ছূলং স্নিগ্ধস্বিন্নস্য মোক্ষয়েৎ ।
ততঃ শিরাং দহেচ্চাপি মতিমান্ কীর্ত্তিতং যথা ॥
দৃষ্টেরথ প্রসাদার্থমঞ্জনং শৃণু মে শুভে ।
মেষশৃঙ্গস্য পুষ্পাণি শিরীষধবয়োরপি ॥
মালত্যাশ্চাপি তুল্যানি মুক্তা বৈদূর্য্যমেব চ ।
অজাক্ষীরেণ সম্পিষ্য তাম্রে সপ্তাহমাবপেৎ ।
প্রবিধায় তু তদ্বর্ত্তীর্যোজয়েদঞ্জনে ভিষক্ ।
স্রোতোজং বিদ্রুমং ফেনং সাগরস্য মনঃশিলা ।
মরিচানি চ তাং বর্ত্তিং কারয়েদ্বাপি পূর্ব্ববৎ ।

পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়ায় শূলের শান্তি না হইলে স্নেহস্বেদ প্রদানানন্তর যথানিয়মে রক্তমোক্ষণ ও শিরাদাহ করিবে।

দৃষ্টিপ্রসাদনার্থ মেষশৃঙ্গীপুষ্প, শিরীষ-পুষ্প, ধবপুষ্প, মালতীপুষ্প, মুক্তা ও বৈদূর্য্য এই সমুদায় ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া তাম্রপাত্রে ৭ দিন রাখিবে, পরে তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে। এইরূপ সূর্ম্মা, প্রবাল, সমুদ্রফেন, মনছাল ও মরিচ এই সমুদায়ের অঞ্জন প্রয়োগও হিতকর।

রসাঞ্জনাদ্যঞ্জনম্।

রসাঞ্জনং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং তালীশং স্বর্ণগৈরিকম্।
গোশকৃদ্রসসংযুক্তং পিত্তোপহতদৃষ্টয়ে॥

পৈত্তিক দৃষ্টিবিঘাতে রসাঞ্জন, ঘৃত, মধু, তালীশপত্র ও স্বর্ণগেরি এই সমুদায় দ্রব্য গোময়ের রসের সহিত অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষে দিবে।

নলিনাদ্যঞ্জনম্।

নলিনোৎপলকিঞ্জল্কং গোশকৃদ্রসসংযুতম্।
গুড়িকাঞ্জনমেতৎ স্যাৎ দিনরাত্র্যন্ধয়োর্হিতম্॥

পদ্মকেশর ও উৎপলকেশর, গোময়-রসের সহিত অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষে দিলে দিনান্ধ্য ও রাত্র্যন্ধতা নিবারণ হয়।

নদীজাদ্যঞ্জনম্।

নদীজ শঙ্খ ত্রিকটূন্যথাঞ্জনং
মনঃশিলা দ্বে চ নিশে গবাং শকৃৎ।
সচন্দনেয়ং গুড়িকাথবাঞ্জনৈঃ
প্রশস্যতে রাত্রিদিনেষ্বপশ্যতাম্॥

সূর্ম্মা, শঙ্খ, ত্রিকটু, কৃষ্ণসূর্ম্মা, মনছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গোময় ও রক্তচন্দন এই সমুদায়ের অঞ্জনে রাত্র্যন্ধ্য ও দিনান্ধ্য নিবারণ হয়।

নক্তান্ধ্যহরো যোগঃ।

কণা ছাগযকৃন্মধ্যে পক্কা তদ্রসপেষিতা।
অচিরান্নক্তি নক্তান্ধ্যং তদ্বৎ সক্ষৌদ্রমূষণম্॥

ছাগলের যকৃতের মধ্যে পিঁপুল পাক করিয়া উহারই রসে পেষণ করিবে। ইহার দ্বারা রাত্র্যন্ধতা নিবারণ হয়। তদ্রূপ মধু ও মরিচের অঞ্জনও ইহাতে প্রশস্ত।

নিরাকরোতি নক্তান্ধ্যং সগোময়রসা কণা।
যথা রত্নেন রমণী রমণস্য মহাবলম্॥

গোময়রসের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে পিপ্পলীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া চক্ষে প্রয়োগ করিলে অবশ্য রাত্র্যন্ধতা নিরাকৃত হয়।

ত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্।

ত্রিফলাকাথকল্কাভ্যাং সপয়স্কং শৃতং ঘৃতম্।
তিমিরাণ্যচিরাদ্ধন্তি পীতমেতন্নিশামুখে॥

ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ মিলিত ত্রিফলা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ মিলিত ত্রিফলা ১ সের। সন্ধ্যার সময় এই ঘৃত পান করিলে তিমিররোগ নষ্ট হয়।

মহাত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্।

ত্রিফলায়া রসপ্রস্থং প্রস্থং ভৃঙ্গরজস্য চ।
বৃষস্য চ রসপ্রস্থং শতাবর্য্যাশ্চ তৎসমম্॥

অজাক্ষীরং গুড়ূচ্যাশ্চ আমলক্যা রসং তথা ।
প্রস্থং প্রস্থং সমাহৃত্য সর্ব্বৈরেভির্ঘৃতং পচেৎ ॥
কল্কঃ কণা সিতা দ্রাক্ষা ত্রিফলা নীলমুৎপলম্ ।
মধুকং ক্ষীরকাকোলী মধুপর্ণী নিদিগ্ধিকা ॥
তৎসাধুসিদ্ধং বিজ্ঞায় শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ।
উর্দ্ধপানমধঃপানং মধ্যে পানঞ্চ শস্যতে ॥
যাবন্তো নেত্ররোগাস্তান্ পানাদেবাপকর্ষতি ।
রক্তজে রক্তদুষ্টে চ রক্তে চাতিস্রুতেঽপি চ ॥
নক্তান্ধ্যে তিমিরে কাচে নীলিকাপটলার্ব্বুদে ।
অভিষ্যন্দেঽধিমন্থে চ পক্ষ্মকোপে চ দারুণে ॥
নেত্ররোগেষু সর্ব্বেষু বাতপিত্তকফেষু চ ।
অদৃষ্টিং মন্দদৃষ্টিঞ্চ কফবাতপ্রদূষিতাম ॥
স্রবতো বাতপিত্তাভ্যাং সকণ্ডূাসন্নদূরদৃক্ ।
গৃধ্রদৃষ্টিকরং সদ্যো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্ ॥
সর্ব্বনেত্রাময়ং হন্যাৎ ত্রিফলাদ্যং মহদ্ঘৃতম্ ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ মিলিত ত্রিফলা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। ভৃঙ্গরাজরস ৪ সের। বাসক-রস ৪ সের। (অথবা বাসক মূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের), শতমূলীর রস ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, গুলঞ্চ-রস ৪ সের (অথবা পূর্ব্ববৎ ক্বাথ ৪ সের), আমলকীরস ৪ সের। কল্কার্থ পিঁপুল, চিনি, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎ-পল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাঁকলা, গাম্ভারীছাল ও কণ্টকারী এই সমুদায়ে ১ সের। ইহাতে নানাবিধ চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

বৃহৎ ত্রিফলাদ্যঘৃতম্ ।

ত্রিফলা ত্র্যূষণং দ্রাক্ষা মধুকং কটুরোহিণী ।
প্রপৌণ্ডরীকং সূক্ষ্মৈলা বিড়ঙ্গং নাগকেশরম্ ॥
নীলোৎপলং শারিবে দ্বে চন্দনং রজনীদ্বয়ম্ ।
বার্ষিকৈঃ পয়সা তুল্যং দ্বিগুণং ত্রিফলারসম্ ॥
ঘৃতপ্রস্থং পচেদেতৎ সর্ব্বনেত্ররুজাপহম্ ।
তিমিরং দোষমাস্রাবং কামলাং কাচমর্ব্বুদম্ ॥
বিসর্পং প্রদরং কণ্ডুং রক্তং শ্বয়থুমেব চ ।
খালিত্যং পলিতঞ্চৈব কেশানাং পতনং তথা ॥
বিষমজ্বরমর্ম্মাণি শুক্রঞ্চাশু ব্যপোহতি ।
অন্যে চ বহবো রোগা নেত্রজা যে চ বর্ত্মজাঃ ॥
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা ।
নচৈতস্মাৎ পরং কিঞ্চিদৃষিভিঃ কশ্যপাদিভিঃ ॥
দৃষ্টিপ্রসাদনং দৃষ্টং যথা স্যাৎ ত্রৈফলং ঘৃতম্ ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ ত্রিফলা প্রত্যেক ২ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের। দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ ত্রিফলা, ত্রিকটু, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, কট্‌কী, পুণ্ডরীক-কাষ্ঠ, ছোটএলাইচ, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক ২ তোলা। ইহাতে তিমিরাদি নানারোগ নষ্ট হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তং ত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্ ।

ফলত্রিকং ভীরুকষায়সিদ্ধং
কল্কেন যষ্টিমধুকস্য যুক্তম্ ।
সর্পিঃ সমং ক্ষৌদ্রচতুর্থভাগং
হন্যাৎ ত্রিদোষং তিমিরং প্রবৃদ্ধম্ ॥

ঘৃত ৪ সের। শতমূলীর ক্বাথ ১৬ সের। কল্কার্থ ত্রিফলা ও যষ্টিমধু, মিলিত ১ সের। নামাইয়া মধু ১ সের মিশ্রিত করিবে। ইহাতে ত্রিদোষজ তিমিররোগ নষ্ট হয়।

ভৃঙ্গরাজতৈলম্ ।

ভৃঙ্গরাজরসপ্রস্থে যষ্টিমধুপলেন চ।
তৈলস্য কুড়বং পক্বং সদ্যো দৃষ্টিং প্রসাদয়েৎ ॥
নস্যাদ্বলীপলিতহৃৎ মাসেনৈতন্ন সংশয়ঃ ॥

তিলতৈল ৪ পল, ভৃঙ্গরাজরস ৪ সের, কল্কার্থ যষ্টিমধু ১ পল। এই তৈলের নস্যে দৃষ্টি প্রসন্ন হয়।

গোময়তৈলম্ ।

গবাং শকৃৎক্বাথবিপক্বমুত্তমম্।
হিতঞ্চ তৈলং তিমিরেষু নস্যতঃ ॥

তিমিররোগে গোময়ের ক্বাথে পক্ব তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে উপকার হয়।

ঘৃতং হিতং কেবলমেব পৈত্তিকে
তথাম্বু তৈলং পবনাসৃগুত্থয়োঃ ॥

পৈত্তিক তিমিরে কেবল ঘৃত এবং বায়ু ও রক্তজন্য তিমিরে জলসিদ্ধ তৈল উপকারক।

নৃপবল্লভং তৈলং ঘৃতঞ্চ ।

জীবকর্ষভকৌ মেদা দ্রাক্ষাংশুমতী
নিদিগ্ধিকা বৃহতী।
মধুকং বলা বিড়ঙ্গং মঞ্জিষ্ঠা শর্করা রাস্না ।
নীলোৎপলং স্বদংষ্ট্রা
প্রপৌণ্ডরীকং পুনর্নবা লবণম্ ।
পিপ্পল্যঃ সর্ব্বেষাং ভাগৈরক্ষাংশিকৈঃ পিষ্টৈঃ ।
তৈলং বা যদি বা সর্পির্দত্ত্বা
ক্ষীরং চতুর্গুণং পক্বম্ ।
আত্রেয়নির্ম্মিতমিদং তৈলং নৃপবল্লভং সিদ্ধম্ ।
তিমিরং পটলং কাচং
নক্তান্ধ্যং চার্ব্বুদং দিবান্ধ্যঞ্চ ।
শ্বেতঞ্চ লিঙ্গনাশং নাশয়তি চ নীলিকাব্যঙ্গম্ ।
মুখনাসাদৌর্গন্ধ্যং পলিতঞ্চাকালজং হনুস্তম্ভম্ ।
শ্বাসং কাসং শোষং হিক্কাং তথাত্যয়ং নেত্রে ।
মুখজৈহ্বমর্দ্ধভেদং রোগং বাহুগ্রহং শিরঃস্তম্ভম্ ।
রোগানথোর্দ্ধজত্রোঃ সর্ব্বানচিরেণ নাশয়তি ॥
পক্কব্যং কুড়বং তৈলং নস্যার্থং নৃপবল্লভম্ ।
অক্ষাংশৈঃ শাণিকৈঃ কল্কৈ-
র্বৈদ্যৈর্ভৃঙ্গাদিতৈলবং ॥

তিলতৈল বা গব্যঘৃত অর্দ্ধ সের, দুগ্ধ ২ সের। কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, দ্রাক্ষা, শালপাণী, কণ্টকারী, বৃহতী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চিনি, রাস্না, নীলোৎপল, গোক্ষুর, পুণ্ডরীক, পুনর্নবা, সৈন্ধব ও পিঁপুল প্রত্যেক ২ তোলা (তৈলপক্ষে প্রত্যেক ২৷৷০ তোলা) এই তৈলের নস্যে ও ঘৃতের সেবনে তিমির, পটল ও রাত্র্যন্ধতা প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

অজিতং তৈলম্ ।

তৈলস্য পচেৎ কুড়বং
মধুকস্য পলেন কল্কপিষ্টেন।
আমলকরসপ্রস্থং ক্ষীরপ্রস্থেন সংযুতং কৃত্বা ॥
অজিতং নাম্না তৈলং
তিমিরং হন্ত্যান্নিমিপ্রোক্তম্ ।
বিমলাং কুরুতে দৃষ্টিং নষ্টামপ্যানয়েত্তদ্বৎ ॥
(দৃষ্টিজ্ঞেয়ু।)

তিলতৈল অর্দ্ধ সের। আমলকীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু ১ পল। এই তৈল ব্যবহারে তিমিরাদি রোগ নষ্ট হইয়া দৃষ্টি পরিষ্কৃত হয়।

কৃষ্ণপ্রাপ্তার্ম্মণি বিধিঃ ।

অর্ম্ম তু ছেদনীয়ং স্যাং কৃষ্ণপ্রাপ্তং ভবেদ্যথা ।
বড়িশবিদ্ধং মনুষ্যস্য ত্রিভাগকাত্র বর্জ্জয়েৎ ॥

অর্ম্ম চক্ষের কৃষ্ণাংশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে তাহা ছেদন করিতে হইবে ।

পিপ্পলী ত্রিফলা লাক্ষা লৌহচূর্ণং সসৈন্ধবম্ ।
ভৃঙ্গরাজরসে পিষ্টং গুড়িকাঞ্জনমিষ্যতে ।
অর্ম্ম সতিমিরং কাচং কণ্ডুং শুক্রং তথার্জ্জুনম্ ।
অঞ্জনান্নেত্ররোগাংশ্চ হন্যান্নিরবশেষতঃ ॥

পিঁপুল, ত্রিফলা, লাক্ষা, লৌহচূর্ণ ও সৈন্ধব এই সমুদায় দ্রব্য ভৃঙ্গরাজরসে পেষণ করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে অর্ম্ম ও তিমির প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় ।

পুষ্পাখ্য তার্ক্ষ্য সিতোদধিফেন শঙ্খ-
সিন্ধূত্থ গৈরিক শিলা মরিচৈঃ সমাংশৈঃ ।
পিষ্টৈস্তু মাক্ষিকরসেন রসক্রিয়েয়ং
হন্ত্যর্ম্মকাচতিমিরার্জ্জুন বর্ত্মরোগান্ ॥

শ্বেত সূর্ম্মা, চিনি, সমুদ্রফেন, শঙ্খ, সৈন্ধব, গেরিমাটী, মনছাল ও মরিচ এই সমুদায় দ্রব্য মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে অর্ম্ম, তিমির, অর্জ্জুন, কাচ ও বর্ত্মরোগ নষ্ট হয় ।

কৌম্ভস্য সর্পিষঃ পানৈর্বিরেকালেপসেচনৈঃ ।
স্বাদুশীতৈঃ প্রশময়েৎ শুক্তিকামঞ্জনৈস্ততঃ ॥

শুক্তিকারোগে পুরাতন ঘৃত পান, বিরেচন, প্রলেপ, সেচন, স্বাদু, শীতল দ্রব্য ও অঞ্জন এই সমুদায় ব্যবস্থেয় ।

প্রবাল মুক্তা বৈদূর্য্য শঙ্খ স্ফটিক চন্দনম্ ।
সুবর্ণ রজত ক্ষৌদ্রমঞ্জনং শুক্তিকাপহম্ ॥

প্রবাল, মুক্তা, বৈদূর্য্য, শঙ্খ, স্ফটিক, চন্দন, স্বর্ণ, রৌপ্য ও মধু এই সমুদায়ের অঞ্জনে শুক্তিকারোগ নষ্ট হয় ।

শঙ্খ ক্ষৌদ্রেণ সংযুক্তঃ কতকঃ সৈন্ধবেন বা ।
সিতয়ার্ণবফেনো বা পৃথগঞ্জনমর্জ্জুনে ॥

মধুর সহিত শঙ্খচূর্ণ, সৈন্ধবলবণের সহিত নির্ম্মল্লিফলচূর্ণ অথবা চিনির সহিত সমুদ্রফেন চক্ষে অঞ্জনরূপে প্রযুক্ত হইলে অর্জ্জুনরোগ উপশমিত হয় ।

পৈত্তং বিধিমশেষেণ কুর্য্যাদর্জ্জুনশান্তয়ে ॥

অর্জ্জুন শান্তির নিমিত্ত পিত্তঘ্ন ক্রিয়া কর্ত্তব্য ।

বৈদেহীঃ শ্বেতমরিচং সৈন্ধবং নাগরং সমম্ ।
মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্টমঞ্জনং পিষ্টকাপহম্ ॥
(শুক্রজেষু)

পিঁপুল, সজিনাবীজ, সৈন্ধব ও শুঁঠ এই সমুদায় টাবালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে পিষ্টকরোগ নষ্ট হয় ।

ভিত্ত্বোপনাহং কফজং পিপ্পলী মধুসৈন্ধবৈঃ ।
বিলিখেন্মণ্ডলাগ্রেণ প্রচ্ছয়িত্বা সমন্ততঃ ॥

কফজ উপনাহ মণ্ডলাগ্র অস্ত্রদ্বারা ভেদ করিয়া পিঁপুল, মধু ও সৈন্ধবচূর্ণ প্রয়োগ করিবে ।

পথ্যাক্ষ ধাত্রীফলমধ্যবীজৈ-
স্ত্রিদ্ব্যেকভাগৈর্বিদধীত বর্ত্তিম্ ।
তয়াঞ্জয়েদশ্রমতিপ্রগাঢ়-
মক্ষোর্হরেৎ কোপমতিপ্রবৃদ্ধম্ ॥

হরীতকীবীজ ৩ ভাগ, বহেড়াবীজ ২ ভাগ, আমলকীবীজ ১ ভাগ এই

সমুদায়ের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া অঞ্জন দিলে নেত্রকোপ নিবারণ হয়।

স্রাবেষু ত্রিফলাক্বাথং যথাদোষং প্রযোজয়েৎ।
ক্ষৌদ্রেণাজ্যেন পিপ্পল্যা
মিশ্রং বিধ্যেৎ শিরাং তথা॥

বাতিক নেত্রস্রাবে ঘৃত, পৈত্তিকে মধু ও শ্লৈষ্মিকে পিঁপুলচূর্ণের সহিত ত্রিফলার ক্বাথ সেবনীয়, ইহাতে শিরাবিদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

ত্রিফলা তুত্থ কাসীস সৈন্ধবৈঃ সরলাঞ্জনৈঃ।
রসক্রিয়া ক্রিমিগ্রন্থৌ ভিন্নে স্যাৎ প্রতিসারণম্॥
(সন্ধিজেষু।)

ক্রিমিগ্রন্থি ভেদ করিয়া ত্রিফলা, তুঁতিয়া, হীরাকস, সৈন্ধবলবণ ও সুর্ম্মা এই সমুদায় দ্রব্য অবলেহবৎ পাক করিয়া তদ্দারা নেত্রে প্রতিসারণ (ঘর্ষণ) করিবে।

মাক্ষিকাদিবটী।

মাক্ষিকং তোলকমিতং তদর্দ্ধং গন্ধকং রসম্।
তথাভ্রঞ্চ সমাদায় মুক্তাস্বর্ণৌ চ পাদিকৌ॥
কাকমাচীপত্ররসৈস্ত্রিধা সংভাব্য যত্নতঃ।
রক্তিদ্বয়মিতা কার্য্যা মাক্ষিকাদিবটী শুভা॥
বেষ্টিতা পদ্মপত্রেণ ধান্যরাশৌ নিধাপিতা।
যথাযোগ্যানুপানেন সেবিতা সংহরেন্নৃণাম্॥
নেত্ররোগাংশ্চ নিখিলান্ নানোপদ্রবসংযুতান্।

স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, রস, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, মুক্তা ও স্বর্ণ প্রত্যেক সিকি তোলা। একত্র কাকমাচীপত্ররসে ৩ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করতঃ পদ্ম-পত্রে বেষ্টন করিয়া ৩ দিবস ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে, যথাযোগ্য অনুপানের সহিত সেবন করিলে, নানা উপদ্রব-সংযুক্ত বিবিধ নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

নেত্রাশনিরসঃ।

অভ্রং তাম্রং তথা লোহং মাক্ষিকঞ্চ রসাঞ্জনম্।
পাতনাযন্ত্রসংশুদ্ধং গন্ধকং নবনীতকম্॥
পলপ্রমাণং প্রত্যেকং গৃহ্ণীয়াচ্চ বিধানবিৎ।
সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং বৈদ্যৈঃ কুশলকর্ম্মভিঃ॥
ততস্তু ভাবনা কার্য্যা ত্রিফলা ভৃঙ্গরাজকৈঃ।
ততঃ প্রক্ষেপচূর্ণঞ্চ পিপ্পলীমূলযষ্টিকা॥
এলা পুনর্নবা দারু পাঠা ভৃঙ্গ শটী বচা।
নীলোৎপলং চন্দনঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণঞ্চ দাপয়েৎ॥
মাষমেকং প্রদাতব্যং ঘৃতশ্রীমধুমর্দ্দিতম্।
মর্দ্দনং লৌহদণ্ডেন পাত্রে লৌহময়ে দৃঢ়ে॥
অনুপানং প্রয়োক্তব্যমুক্তেন বারিণা তথা।
যাবন্তো নেত্ররোগাংশ্চ পানাদেব বিনাশয়েৎ॥
সবক্তে রক্তপিত্তে চ রক্তে চক্ষুঃস্রুতেঽপি চ।
নক্তান্ধ্যে তিমিরে কাচে নীলিকা পটলার্ব্বুদে॥
অভিষ্যন্দেঽধিমন্থে চ পিষ্টে চৈব চিরন্তনে।
নেত্ররোগেষু সর্ব্বেষু বাতপিত্তকফেষু চ॥
সর্ব্বনেত্রাময়ং হন্যাদ্বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

অভ্র, তাম্র, পারদ, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন, পাতনা-যন্ত্র-বিশুদ্ধ নবনীতাখ্য গন্ধক এই সমস্ত প্রত্যেক ১ পল, একত্র করিয়া ত্রিফলা ও ভৃঙ্গরাজরসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। অনন্তর পিপ্পলী-মূল, যষ্টিমধু, এলাইচ, পুনর্নবা, দেবদারু, আকনাদি, শুণ্ঠী, শটী, বচ, নীলোৎপল, চন্দন, এই সমস্ত চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত মিশ্রিত ঔষধের চতুর্থাংশ পরিমাণে লইয়া একত্র মিলাইবে। ইহার ১ মাষা ঔষধ লৌহ-খল্লে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করতঃ ঘৃত,

মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে সেবন করিবে। অনুপান উষ্ণ জল। ইহা নেত্ররোগের মহৌষধ।

নয়নামৃতলৌহম্ ।

ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গীশটীরাস্না মহৌষধম্ ।
দ্রাক্ষা নীলোৎপলঞ্চৈব কাকোলীমধুযষ্টিকম্ ॥
বাট্যালং কেশরাজঞ্চ কণ্টকারীদ্বয়ং পলম্ ।
লৌহাভ্রয়োঃ পলং দত্ত্বা ভাবয়েৎ বক্ষ্যমাণকৈঃ ॥
ত্রিফলায়াশ্চ তোয়েন ভৃঙ্গরাজরসেন বা ।
ভাবয়িত্বা বটী কার্য্যা বদরাস্থিনিভা শুভা ॥
যাবতো নেত্ররোগাংশ্চ নিহন্ত্যান্নাত্র সংশয়ঃ ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শঠী, রাস্না, শুণ্ঠী, দ্রাক্ষা, নীলোৎপল, কাকোলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কেশরাজ, কণ্টকারী, বৃহতী, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে ও ভৃঙ্গরাজরসে প্রত্যেক ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া বদরাস্থি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ নেত্ররোগ নষ্ট হয়।

ক্ষতশুক্রহরো গুগ্গুলুঃ ।

অয়ঃ সযষ্টি ত্রিফলা কণানাং
চূর্ণানি তুল্যানি পুরেণ নিত্যম্ ।
সর্পির্মধুভ্যাং সহ ভক্ষিতানি
শুক্লানি কাচানি নিহন্তি শীঘ্রম্ ॥

লৌহ, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, পিপ্পলী, প্রত্যেক তুল্যভাগ, সমুদয়ের তুল্য গুগ্গুলু মিশ্রিত করিয়া ঘৃত মধুর সহিত সেবন করিলে নেত্ররোগ নষ্ট হয়।

তিমিরহরলৌহম্ ।

ত্রিফলাপদ্মযষ্ট্যাহ্বযুক্তং সারং নিসেবিতম্ ।
লৌহং তিমিরকং হন্তি তীক্ষ্ণাংশুস্তিমিরং যথা ॥

ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, এই সমুদয়ের তুল্য লৌহ মিশ্রিত করিয়া সায়ংকালে সেবনে তিমির রোগ নষ্ট হয়।

সপ্তামৃতলৌহম্ ।

ত্রিফলারজ আয়সং চূর্ণং
সযষ্টিমধুকং সমাংশযুক্তম্ ।
মধুনা সর্পিষা দিনান্তে
পুরুষো নিষ্পরিহারমাদদীত ॥
তিমির ক্ষত রক্তরাজি কণ্ডু
ক্ষণদান্ধ্যার্ব্বুদ তোদ দাহশূলান্ ।
পটলং সহ কাচপিল্লকং
শময়ত্যেব নিষেবিতঃ প্রয়োগঃ ॥
ন চ কলমেব লোচনানাং
বিহিতো রোগনিবর্হণায় পুংসাম্ ।
দশনশ্রবণোদ্ধকণ্ঠজানাং
প্রশমে হেতুরয়ং মহাগদানাম্ ॥
পলিতানি বিনাশয়েত্তথাগ্নিং
চিরনষ্টং কুরুতে রবিপ্রচণ্ডম্ ।
দয়িতাভুজপঞ্জরোপগূঢ়ঃ
স্ফুটচন্দ্রাভরণাসু যামিনীষু ॥
স্মরতানি চিরং নিষেবতেঽসৌ
পুরুষো যোগবরং নিষেবমাণঃ ॥
মুখেন নীলোৎপলচারুগন্ধিনা।
শিরোরুহৈরঞ্জনমেচকপ্রভৈঃ ।
ভবেচ্চ গৃধ্রস্য সমানলোচনঃ
সুখৈর্নরো বর্ষশতঞ্চ জীবতি ॥

ত্রিফলা, যষ্টিমধু প্রত্যেক ২ ভাগ, লৌহ ৪ ভাগ এই সমুদায় দ্রব্য ও ঘৃত মধুর সহিত সায়ংকালে সেবন করিলে

তিমির, রাত্র্যন্ধতা, পটল ও কাচ প্রভৃতি চক্ষুরোগ ও অন্যান্য বিবিধ পীড়া নিবারিত ও বলবীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হয়।

মধুকাদ্যং লৌহম্।

মধুকং ত্রিফলাচূর্ণং লৌহচূর্ণং তথৈব চ।
ভক্ষয়েন্মধুসর্পির্ভ্যামক্ষিরোগপ্রশান্তয়ে॥

যষ্টিমধু ও ত্রিফলা প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ৪ তোলা এই সমুদায় একত্র মিলিত করিয়া শয়নকালে ঘৃত ও মধুর সহিত ২ মাষা পরিমাণে সেবনীয়। ইহাতে নেত্ররোগ উপশমিত হয়।

নয়নচন্দ্রলৌহম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী শটী রাস্না মহৌষধম্।
দ্রাক্ষা নীলোৎপলঞ্চৈব কাকোলী মধুযষ্টিকা॥
বাট্যালকং কেশরঞ্চ কণ্টকারীদ্বয়ং তথা।
লৌহাভ্রয়োঃ পলং দত্ত্বা ভাবয়েদৌষধৈরিমৈঃ॥
ত্রিফলাকাথতৈলেন ভৃঙ্গরাজরসেন চ
ভাবয়িত্বা বটী কার্য্যা বদরাস্থিমিতা শুভা॥
যাবন্তো নেত্ররোগাংশ্চ তান্ নিহন্তি ন সংশয়ঃ॥
(অত্র সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহাভ্রম্।)

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শটী, রাস্না, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, নীলোৎপল, কাঁকলা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, নাগেশ্বর, বৃহতী ও কণ্টকারী মিলিত ২ পল, লৌহ ১ পল, অভ্র ১ পল এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাক্রমে ত্রিফলার কাথ, তিলতৈল ও ভীমরাজের রসে ভাবনা দিয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার নেত্ররোগ নষ্ট হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং নেত্ররোগাধিকারঃ।

কর্ণরোগাধিকারঃ।

কর্ণশূলচিকিৎসা—

কপিত্থ মাতুলুঙ্গাম্ল শৃঙ্গবেররসৈঃ শুভৈঃ।
সুখোষ্ণৈঃ পূরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলোপশান্তয়ে॥

কয়েতবেলপত্রের রস, টাবালেবুর রস ও আদার রস, ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল সত্বর নিবারিত হয়।

শৃঙ্গবেরঞ্চ মধু চ সৈন্ধবং তৈলমেব চ।
কদুষ্ণং কর্ণয়োর্দ্দেয়মেতত্মা বেদনাপহম্॥

আদা, মধু, সৈন্ধব ও তৈল এই সকল ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে দিলে বেদনার শান্তি হয়।

লশুনার্দ্রক শিগ্রূণাং স্বরসো মূলকস্য চ।
কদল্যাঃ স্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদুষ্ণঃ কর্ণপূরণে॥

রসুন, আদা, সজিনাছাল, মূলা ও কদলীর রস ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া কর্ণে পূর্ণ করিলে কর্ণের যাতনা দূর হয়।

সমুদ্রফেনচূর্ণেন যুক্ত্যা বাপ্যবচূর্ণয়েৎ॥

কর্ণবেদনায় সমুদ্রফেন চূর্ণ করিয়া কর্ণে দিবে।

আর্দ্রক সূর্য্যাবর্ত্তক শোভাঞ্জন মূলক স্বরসাঃ।
মধুতৈল সৈন্ধবযুতাঃ পৃথগুষ্ণাঃ কর্ণশূলহরাঃ॥

আদা, হুড়হুড়ে, সজিনা এবং মূলার রস, মধু, তৈল ও সৈন্ধবলবণের সহিত কর্ণে দিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়।

শোভাঞ্জনস্য নির্য্যাসস্তিলতৈলেন সংযুতঃ।
ব্যক্তোষ্ণঃ পূরণঃ কর্ণে কর্ণশূলোপশান্তয়ে॥

সজিনার রস তিলতৈলের সহিত সংযুক্ত ও উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারণ হয়।

অষ্টানামপি মূত্রাণাং মূত্রেণান্যতমেন বৈ।
কোষ্ণেন পূরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলোপশান্তয়ে॥

গোমূত্র প্রভৃতি অষ্টবিধ মূত্রের কোন মূত্র ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল উপশমিত হয়।

অশ্বত্থপত্রখল্লং বা বিধায় বহুপত্রকম্।
তৈলাক্তমঙ্গারপূর্ণং নিদধ্যাৎ শ্রবণোপরি॥
যত্তৈলং চ্যবতে তস্মাৎ খল্লাদঙ্গারতাপিতাৎ।
তৎপ্রাপ্তং শ্রবণস্রোতঃ সদ্যো গৃহ্ণাতিবেদনাম্॥

কতকগুলি অশ্বত্থপত্রে পুট (ঠোঙ্গা) রচনা করিয়া তাহা তৈলাক্ত ও অঙ্গারপূর্ণ করিয়া কর্ণের উপর স্থাপন করিবে। অঙ্গারের উত্তাপে তৈলবিন্দু সকল কর্ণরন্ধ্রে পতিত হইবে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ কর্ণের বেদনা নিবৃত্ত হয়।

অর্কপত্রপুটে দগ্ধস্নুহীপত্রোদ্ভবো রসঃ।
কদুষ্ণঃ পূরণাদেব কর্ণশূলনিবারণঃ॥

আকন্দপত্রের পুটে সিজপত্র ঝলসাইয়া লইয়া তাহার ঈষদুষ্ণ রস কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারণ হয়।

অর্কস্য পত্রং পরিণামপীত-
মাজ্যেন লিপ্তং শিখিনাবতপ্তম্।
আপীড্য তোয়ং শ্রবণে নিষিক্তং
নিহন্তি শূলং বহুবেদনঞ্চ॥

পাকা আকন্দপত্রে ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তাহার রস নিপীড়ন করিয়া কর্ণে প্রবেশিত করিলে কর্ণশূল ও তজ্জনিত বেদনার নিবৃত্তি হয়।

তীব্রশূলাতুরে কর্ণে সশব্দে ক্লেদবাহিনি।
বস্তমূত্রং ক্ষিপেৎ কোষ্ণং সৈন্ধবেনাবচূর্ণিতম্॥

তীব্রশূল, শব্দ ও ক্লেদবিশিষ্ট কর্ণে সৈন্ধবচূর্ণ সহ উষ্ণ ছাগমূত্র কর্ণে পূরণ করিবে।

হিঙ্গু তুম্বুরু শুণ্ঠীভিঃ সাধ্যং তৈলন্তু সার্ষপম্।
কর্ণশূলে প্রধানস্তু পূরণং হিতমুচ্যতে॥

হিং, ধনিয়া, শুঁঠ এই সমুদায়ের সহিত সর্ষপতৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারণ হয়।

দীপিকাতৈলম্।

মহতঃ পঞ্চমূলস্য কাণ্ডান্যষ্টাঙ্গুলানি চ।
ক্ষৌমেণাবেষ্ট্য সংসিচ্য তৈলেনাদীপয়েত্ততঃ॥
যত্তৈলং চ্যবতেতেভ্যঃ সুখোষ্ণং তৎপ্রযোজয়েৎ।
জ্ঞেয়ং তদ্দীপিকাতৈলং সদ্যোগৃহ্ণাতিবেদনাম্॥
এবং কুর্য্যাদ্ ভদ্রকাষ্ঠে কুষ্ঠে কাষ্ঠে চ সারলে।
মতিমান্ দীপিকাতৈলং কর্ণশূলনিবারণম্॥

মহৎপঞ্চমূলের অষ্টাঙ্গুল পরিমিত কাষ্ঠখণ্ড সকল ছেদন করিয়া পট্টবস্ত্রখণ্ডে বেষ্টিত ও তৈলে সিক্ত করিয়া প্রজ্বালিত করিবে, ইহাতে যে সকল তৈলবিন্দু পতিত হইবে, তৎসমুদায় সুখোষ্ণ অবস্থায় কর্ণে পূরণ করিলে সদ্যো বেদনার উপশম হয়। ইহার নাম

দীপ্তিকা তৈল। এইরূপ দেবদারু, কুড় ও সরলকাষ্ঠে দীপ্তিকাতৈল প্রস্তুত করিয়া কর্ণে পূরণ করিবে।

ক্ষারতৈলম্ ।

বালমূলকশুণ্ঠীনাং ক্ষারো হিঙ্গু সনাগরম্।
সৌবর্চ্চল যবক্ষার স্বর্জ্জিকৌদ্ভিদ সৈন্ধবম্।
ভূর্জ্জ গ্রন্থি বিড়ং মুস্তং মধু শুক্তং চতুর্গুণম্॥
মাতুলুঙ্গরসশ্চৈব কদল্যা রস এব চ।
তৈলমেভির্বিপক্তব্যং কর্ণশূলহরং পরম্॥
বাধির্য্যং কর্ণনাদশ্চ পূয়াস্রাবশ্চ দারুণঃ।
পূরণাদস্য তৈলস্য ক্রিময়ঃ কর্ণসংশ্রিতাঃ॥
ক্ষিপ্রং বিনাশং গচ্ছন্তি কৃষ্ণাত্রেয়স্য শাসনাৎ।
ক্ষারতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং মুখদন্তাময়াপহম্॥
মধুপ্রধানং শুক্তন্তু মধুযুক্তং তথাপরম্।
জম্বীরস্য ফলরসং পিপ্পলীগ্রন্থিসংযুতম্॥
মধুভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ।
মাসেন তজ্জাতরসং মধুশুক্তমুদাহৃতম্॥

তৈল ৪ সের। মধুশুক্ত ১৬ সের, টাবালেবুর রস ১৬ সের, কদলীরস ১৬ সের। কল্কার্থ বালার ক্ষার, মূলার ক্ষার, শুঁঠের ক্ষার, হিঙ্গু, শুঁঠ, শুল্‌ফা, বচ, কুড়, দারুহরিদ্রা, সজিনাছাল, রসাঞ্জন, সচললবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, উদ্ভিদলবণ, সৈন্ধবলবণ, ভূর্জ্জপত্র, পিঁপুলমূল, বিট্‌লবণ ও মুতা মিলিত ১ সের এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা, কর্ণনাদ, পূয়স্রাব ও ক্রিমি নিবারণ হয়। এই তৈল ব্যবহারে মুখরোগ ও দন্তের পীড়ার সত্বর উপশম হইয়া থাকে।

মধুপ্রধান শুক্তকে মধুশুক্ত কহে। মধুশুক্ত প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই যথা—জামীর লেবুর রস ১৬ সের, পিঁপুলমূল ২ সের, মধু ৭ সের এই সমুদায় একত্রে মৃৎকলসে রাখিয়া ধান্য-রাশির মধ্যে একমাস রাখিবে। তাহা হইলে মধুশুক্ত প্রস্তুত হইবে।

কর্ণনাদক্ষ্বেড়ে বিধিঃ ।

কর্ণনাদে কর্ণক্ষ্বেড়ে কটুতৈলেন পূরণম্।
নাদবাধির্য্যয়োঃ কুর্য্যাদ্ বাতশূলোক্তমৌষধম্॥

কর্ণনাদ ও কর্ণক্ষ্বেড় রোগে কর্ণে কটুতৈল পূরণ করিবে, বধিরতা ও কর্ণনাদে বাতশূলোক্ত ঔষধ ব্যবস্থেয়।

অপামার্গক্ষারতৈলম্ ।

মার্গক্ষারজলেন চ তৎকৃত-
কল্কেন সাধিতং তৈলম্।
অপহরতি কর্ণনাদং বাধির্য্যঞ্চাপি পূরণতঃ॥

তিলতৈল ৪ সের। আপাংক্ষার ২ সের, জল ১৬ সের, ২১ বার ছাঁকিয়া ক্ষারজল প্রস্তুত করিবে। (সারসংগ্রহে উক্ত আছে যে, আপাঙ্গক্ষার ১৬ পল, ১৯ সের জলে ২১ বার স্রাবিত করিয়া ১৬ সের লইবে)। কল্কার্থ আপাঙ্গক্ষার ১ সের। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনাদ ও বধিরতা নিবারিত হয়।

স্বর্জ্জিকাক্ষারাদ্যং তৈলম্।

স্বর্জ্জিকামূলং শুক্তং হিঙ্গু কৃষ্ণা মহৌষধম্।
শতপুষ্পা চ তৈস্তৈলং পক্বং শুক্তং চতুর্গুণম্।
প্রণাদ শূল বাধির্য্যং স্রাবঞ্চাশু ব্যপোহতি।

তিলতৈল ৪ সের। কাঁজি ১৬ সের। কল্কার্থ সাচিক্ষার, শুষ্কমূলা, হিঙ্গু, পিঁপুল, শুঁঠ, শুলফা মিলিত ১ সের। ইহার দ্বারা কর্ণনাদ, কর্ণশূল, বধিরতা ও কর্ণস্রাব নিবারণ হয়।

দশমূলীতৈলম্।

দশমূলীকষায়েণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
এতৎকল্কং প্রদায়ৈব বাধির্য্যে পরমৌষধম্।

তিলতৈল ৪ সের। কাথার্থ মিলিত দশমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ দশমূল ১ সের। দশমূলীতৈল বধিরতার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিল্বতৈলম্।

ফলং বিল্বস্য মূত্রেণ পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ।
সাজক্ষীরং তদ্বিতরেদ্বাধির্য্যে কর্ণপূরণে॥

তিলতৈল ৪ সের। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ গোমূত্রপিষ্ট বেলশুঁঠ ১ সের। বাধির্য্য রোগে এই তৈল কর্ণে পূরণ করিবে।

কর্ণনাদাদিষু বিধিঃ।

এষ এব বিধিঃ কার্য্যঃ প্রণাদে নস্যপূর্ব্বকঃ।
গুড়নাগরতোয়েন নস্যং স্যাদুভয়োরপি।

কর্ণনাদরোগে নস্য প্রদানানন্তর উল্লিখিত ব্যবস্থা কর্ত্তব্য এবং কর্ণনাদ ও বধিরতা উভয়ত্রই পুরাতন গুড় ও শুঁঠের জলের নস্য ব্যবস্থেয়।

বাধির্য্যে বিধিঃ।

বিল্বতৈলম্ (তন্ত্রান্তরে।)

বিল্বগর্ভং পচেত্তৈলং গোমূত্রাজপয়োঽন্বিতম্।
বাধির্য্যে পূরয়েত্তেন কর্ণৌ সকফবাতজিৎ॥

তিলতৈল ১ সের। ছাগদুগ্ধ ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের। কল্কার্থ বেলশুঁঠ ২ পল। বাতশ্লৈষ্মিক বধিরতায় ইহা কর্ণে পূরণ করিবে।

লশুনাদ্যং তৈলম্।

লশুনামলকং তালং পিষ্ট্বা তৈলে চতুর্গুণে।
তৈলাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরং পাচ্যং তৈলাবশেষকম্।
তত্তৈলং পূরয়েৎ কর্ণে বাধির্য্যং পরিনাশয়েৎ॥

তিলতৈল ১ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ রসুন, আমলা ও হরিতাল মিলিত ২ পল। ইহা কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা নিবারণ হয়।

বাতোক্তং মাষতৈলাদি বাধির্য্যাদৌ প্রযোজয়েৎ।
বর্জ্জয়েন্মৈথুনং ক্রোধং রুক্ষং বাধির্য্যপীড়িতঃ॥

বাধির্য্যাদিতে বাতরোগোক্ত মাষতৈলাদি প্রয়োগ করিবে। বধির ব্যক্তির পক্ষে মৈথুন, ক্রোধ ও রুক্ষদ্রব্য বর্জ্জনীয়।

কর্ণস্রাবে বিধিঃ।

চূর্ণং পঞ্চকষায়াণাং কপিত্থরসসংযুতম্।
কর্ণস্রাবে প্রশংসন্তি পূরণং মধুনা সহ।

পঞ্চকষায়চূর্ণ, কয়েতবেলের রস ও মধুর সহিত কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণ হইতে পূয়াদি নিঃসারণ নিবারণ হয়।

মালতীদলরসং মধুনা পূরিতমথবা গবাং মূত্রৈঃ।
দূরেণ বিভজতে বৈ শ্রবণযুগং পূতিরোগেণ॥

মধু সংযুক্ত মালতীপত্রের রস অথবা গোমূত্রদ্বারা কর্ণ পূর্ণ করিলে পূতিরোগ (কানপচা) নিবারিত হয়।

হরিতালং সগোমূত্রং পূরণং পূতিকর্ণজিৎ।

গোমূত্রে হরিতাল ঘসিয়া তাহা কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণ নিবারিত হয়।

সর্জ্জত্বক্‌চূর্ণসংযুক্তঃ কার্পাসীফলজো রসঃ।
মধুনা সংযুতঃ সাধু কর্ণস্রাবে প্রশস্যতে॥

শালত্বক্ চূর্ণ ও কার্পাসফলের রস একত্র মিশ্রিত ও মধু সংযুক্ত করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণস্রাব নিবারণ হয়।

জম্ব্বাম্রপত্রং তরুণং সমাংশং
কপিত্থকার্পাসফলঞ্চ সার্দ্রম্।
কৃত্বা রসং তং মধুনা বিমিশ্রং
স্রাবাপহং তং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥

কচি জামপত্র, কচি আমপত্র, কয়েতবেল, কার্পাসফল ও আদা এই সমুদায়ের রস নিপীড়িত ও তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণস্রাব নিবারণ হয়।

জম্বাদ্যং তৈলম্।

এতৈঃ শৃতং নিম্ব করঞ্জ তৈলং
সসার্ষপং স্রাবহরং প্রদিষ্টম॥

উপরি উক্ত দ্রব্যের সহিত নিম, করঞ্জ ও সর্ষপ তৈল সিদ্ধ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণস্রাব নিবারণ হয়।

পুটপাকবিধিস্বিন্নো হস্তিবিড়্জাতছত্রজঃ।
রসঃ সতৈলসিন্ধূত্থঃ কর্ণস্রাবহরঃ পরঃ॥

হস্তিবিষ্ঠায় উৎপন্ন ছত্র (উদ্ভিদ্ বিশেষ) পুটপাকে ঝল্সাইয়া তাহার রস নিষ্কাশন করিবে। ঐ রসের সহিত তৈল ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণস্রাব নিবারণ হয়।

শম্বূকতৈলম্।

শম্বূকস্য চ মাংসেন কটুতৈলং বিপাচিতম্।
তস্য পূরণমাত্রেণ কর্ণনাড়ী প্রশাম্যতি॥

কটুতৈলে শামুকের মাংস সিদ্ধ করিয়া ঐ তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনালী প্রশমিত হয়।

(ধুস্তূরাদ্যং) নিশাতৈলম্।

নিশাগন্ধপলে পক্বং কটুতৈলং পলাষ্টকম।
ধুস্তূরপত্রজরসে কর্ণনাড়ীজিদুত্তমম্॥

কটুতৈল ১ সের। ধুতূরাপাতার রস ৪ সের। কল্কার্থ হরিদ্রা ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা। এই তৈল কর্ণনালী-রোগে প্রশস্ত।

কুষ্ঠাদ্যং তৈলম্।

কুষ্ঠ হিঙ্গু বচা দারু শতাহ্বা বিশ্বসৈন্ধবৈঃ।
পূতিকর্ণাপহং তৈলং বস্তমূত্রেণ সাধিতম্॥

তৈল ১ সের, ছাগমূত্র ৪ সের। কল্কার্থ কুড়, হিঙ্গু, বচ, দেবদারু, শুল্‌ফা, শুঁঠ ও সৈন্ধব মিলিত ১৬ তোলা। ইহা পূতিকর্ণে ব্যবহার্য্য।

কর্ণপ্রতিনাহে বিধিঃ।

অথ কর্ণপ্রতীনাহে স্নেহস্বেদৌ সমাচরেৎ।
ততো বিরিক্তশিরসঃ ক্রিয়াংপ্রাপ্তাংসমাচরেৎ।

কর্ণপ্রতীনাহে স্নেহক্রিয়া, স্বেদক্রিয়া ও নস্য প্রদানানন্তর যথাযোগ্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।

কর্ণপাকে বিধিঃ।

কর্ণপাকস্য ভৈষজ্যং কুর্য্যাৎ ক্ষতবিসর্পবৎ।
বিধিশ্চ কফহা সর্ব্বঃ কর্ণকণ্ড্বং ব্যপোহতি।

কর্ণপাকে ক্ষত ও বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিবে এবং কর্ণকণ্ডুতে কফনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

কর্ণগূথে বিধিঃ।

ক্লেদয়িত্বা তু তৈলেন স্বেদেন প্রবিলাপ্য চ।
শোধয়েৎ কর্ণগূথন্তু ভিষক্ সম্যক্ শলাকয়া॥

কর্ণগূথে তৈলাবসেচন ও স্বেদ প্রদানানন্তর শলাকা দ্বারা মল নিঃসারিত করিবে।

পূতিকর্ণে বিধিঃ।

নিগু‘ণ্ডীস্বরসস্তৈলং সিন্ধুধূমরজো গুড়ঃ।
পূরণাৎ পূতিকর্ণস্য শমনো মধুসংযুতঃ।

নিসিন্দাপত্র, তৈল, সৈন্ধবলবণ, ঝুল, পুরাতনগুড় ও মধু এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণ উপশমিত হয়।

জাতীপত্ররসে তৈলং বিপক্কং পূতিকর্ণজিৎ।
বরুণার্ক কপিত্থাম্র জম্ব্ পল্লবসাধিতম্।
পূতিকর্ণাপহং তৈলং জাতীপত্ররসোঽথবা।

জাতিপত্রের রসের সহিত পক্ক তৈল কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণ নিবারণ হয়। এইরূপ বরুণ, আকন্দ, কয়েতবেল, আম ও জাম ইহাদের পত্রের সহিত পক্কতৈল অথবা শুদ্ধ জাতিপত্ররস পূতিকর্ণে প্রয়োজ্য।

ক্রিমিকর্ণে বিধিঃ।

সূর্য্যাবর্ত্তকস্য রসং সিন্ধুবাররসং তথা।
লাঙ্গলীমূলজ রসং ত্র্যষণেনাবচূর্ণিতম্।
পূরয়েৎ ক্রিমিকর্ণন্তু জন্তূনাং নাশনং পরম্।

হুড়হুড়ে, নিসিন্দা বা ঈশলাঙ্গলার রস ১ তোলা, প্রক্ষেপ ত্রিকটুচূর্ণ ৪ রতি কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের ক্রিমি নষ্ট হয়।

ক্রিমিকর্ণবিনাশায় ক্রিমিঘ্নং যোজয়েদ্বিধিম্।
বার্ত্তাকুধূমশ্চ হিতঃ সর্ষপস্নেহ এব চ।

কর্ণের ক্রিমিনাশার্থ ক্রিমিঘ্ন বিবিধ অনুষ্ঠান করিবে। ইহাতে বেগুনের ধূম ও সর্ষপতৈল প্রদান প্রশস্ত।

সূর্য্যাবর্ত্ত হলীব্যোষস্বরসেনাতিপূরিতে।
কর্ণে পতন্তি সহসা সর্ব্বাস্তু ক্রিমিজাতয়ঃ।

হুড়হুড়ে, ঈশলাঙ্গলা ও ত্রিকটু ইহাদের স্বরস কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের ক্রিমি সকল বিনষ্ট হয়।

সাস্রাবপূতিকর্ণে বিধিঃ।

ঘৃষ্টং রসাঞ্জনং নার্য্যাঃ ক্ষীরেণ ক্ষৌদ্রসংযুতম্।
প্রশস্যতে চিরোত্থেঽপি সাস্রাবে পূতিকর্ণকে।

রসাঞ্জন স্তনদুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া মধুর সহিত কর্ণে প্রদান করিলে পূয়াদি-স্রাবযুক্ত পূতিকর্ণ নিবারণ হয়।

কর্ণশোথাদিষু বিধিঃ।

চিকিৎসাং কর্ণশোথানাং তথা কর্ণার্শসামপি।
কর্ণার্ব্বুদানাং কুর্ব্বীত শোথার্শোঽর্ব্বুদবদ্ভিষক্।

কর্ণশোথ, কর্ণার্শঃ ও কর্ণার্ব্বুদের চিকিৎসা সামান্য শোথ, সামান্য অর্শঃ ও অর্ব্বুদের ন্যায় জানিবে।

কর্ণপালীবিকারাণাং চিকিৎসা—

পালীসংশোষণে কুর্য্যাদ্ বাতকর্ণরুজাক্রিয়াম্।
স্বেদয়েদ্ যত্নতস্তাঞ্চ স্বিন্নাং সংবর্দ্ধয়েৎ তিলৈঃ।

পালী শুষ্ক হইলে বাতিক কর্ণ-রোগের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে রীতিমত স্বেদ প্রদান করিয়া পিষ্ট তিলের প্রলেপ দ্বারা উহার বর্দ্ধন করিবে।

শতাবরীবাজীগন্ধাপয়স্যৈরণ্ডবীজকৈঃ।
তৈলং বিপক্বং সক্ষীরং পালীং সংবর্দ্ধয়েৎ সুখম্।

তিলতৈল ১ সের। দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ শতমূলী, অশ্বগন্ধা, ক্ষীরকাকোলী ও এরণ্ডবীজ প্রত্যেক ৪ তোলা। যথা-বিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে কর্ণের পালী স্থূল ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

জীবনীয়স্য কল্কেন তৈলং দুগ্ধেন পাচয়েৎ।
চিকিৎসেৎ তেন তৈলেন হত্বাস্রং পরিপোটকম্।

জীবনীয়গণের কল্ক ও দুগ্ধের সহিত যথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া কর্ণ-পালিতে প্রয়োগ করিলে পরিপোটক রোগের উপশম হয়।

শীতলেপৈর্জ্জলৌকাভিরুৎপাতং সমুপাচয়েৎ॥

উৎপাত রোগে শীতল প্রলেপ এবং জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য।

কলিনী সুরসাভ্যাঞ্চ গোধাকঙ্কবসান্বিতম্।
তৈলং বিপক্বমভ্যঙ্গাদুন্মন্থং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্॥

ঈশলাঙ্গলা ও তুলসীপত্র এই কল্ক এবং গোধা ও কঙ্ক পক্ষীর বসার সহিত তিলতৈল পাক করিয়া কর্ণে মর্দ্দন করিলে উন্মন্থক রোগের শান্তি হয়।

দুঃখবর্দ্ধনকং সিক্ত্বা জম্ব্বাম্রবিল্বপত্রজৈঃ।
ক্বাথৈস্তৈলেন সুস্নিগ্ধং তচ্চূর্ণৈশ্চাবধূনয়েৎ।

জাম, আম ও বিল্বপত্রের দ্বারা সেচন ও স্নেহ প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল পত্রের চূর্ণ সংলগ্ন করিলে দুঃখ-বর্দ্ধন রোগের উপশম হয়।

বহুশো গোময়ৈস্তপ্তৈঃ স্বেদিতং পরিলেহিনম্।
ঘনসারৈঃ সমালিম্পেদজামূত্রেণ কল্কিতৈঃ॥

পরিলেহী রোগে পুনঃ পুনঃ উষ্ণ গোময় দ্বারা স্বেদ প্রদানানন্তর ছাগ-মূত্রের সহিত কর্পূর বাঁটিয়া লেপন করিলে পরিলেহী রোগ নষ্ট হয়।

দার্ব্ব্যাদিতৈলম্ ।

দার্ব্ব্যাশ্চ দশমূলস্য ক্বাথেন মধুকস্য চ ।
কদল্যাঃ স্বরসেনাপি পচেৎ তৈলং তিলোদ্ভবম্ ॥
কল্কৈঃ কুষ্ঠ বচা শিগ্রু শতপুষ্পা রসাঞ্জনৈঃ ।
দেবদারু যবক্ষার স্বর্জ্জিকা বিড়সৈন্ধবৈঃ ॥
কর্ণশূলং কর্ণনাদং বাধির্য্যং পূতিকর্ণকম্ ।
কর্ণক্ষ্বেড়ং জন্তুকর্ণং কর্ণপাকঞ্চ দারুণম্ ।
কর্ণকণ্ডু প্রতীনাহৌ শোথান্ কর্ণসমুদ্ভবান্ ।
তৈলং দার্ব্ব্যাদিকং হন্তি কর্ণস্রাবং তথৈব চ ॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ দারুহরিদ্রা ১২॥০, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দশমূল মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কদলীমূলের রস ১৬ সের। কল্কার্থ কুড়, বচ, সজিনাছাল, শুল্‌ফা, রসোত, দেবদারু, যবক্ষার, বিট ও সৈন্ধবলবণ মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল ও কর্ণনাদাদি বিবিধ কর্ণরোগের শান্তি হয়।

ইন্দুবটী ।

শিলাজত্বভ্রলৌহানি সমানি হেমপাদিকম্ ।
কাকমাচীবরীধাত্রীপদ্মানামম্ভসা পৃথক্ ॥
ভাবয়িত্বা বটীঃ কুর্য্যাদ্ দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ ।
ধাত্রীতোয়েন সংমর্দ্দ্য প্রাতরেব প্রয়োজয়েৎ ॥
কর্ণনাদাদয়ঃ সর্ব্বে গদা বাতোদ্ভবাশ্চ যে ।
প্রমেহা বিংশতিশ্চাপি নশ্যন্ত্যেতন্নিষেবণাৎ ॥
সুধাবিশ্রাণনাদিন্দুর্জগতাং তাপহৃদ্‌যথা ।
তথৈবেন্দুবটী নাম কর্ণতাপনিসূদনী ॥

শিলাজতু, অভ্র ও লৌহ প্রত্যেক ১ ভাগ, স্বর্ণ ।০ ভাগ এই সমুদায় একত্র করিয়া কাকমাচি, শতমূলী, আমলকী ও পদ্মের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আমলকীর রস বা ক্বাথের সহিত প্রত্যহ প্রাতে এক এক বটিকা সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে কর্ণনাদাদি রোগ সমস্ত, বাতজ ব্যাধি সকল এবং বিংশতি প্রকার প্রমেহ নিরাকৃত হয়।

সারিবাদিবটী ।

সারিবাং মধুকং কুষ্ঠং চাতুর্জ্জাতং প্রিয়ঙ্গুকম্ ।
নীলোৎপলং গুড়ূচীঞ্চ দেবপুষ্পং ফলত্রিকম্ ॥
অভ্রং সর্ব্বসমঞ্চাভ্রসমং লৌহং বিভাবয়েৎ ।
কেশরাজাম্বুনা পার্থক্বাথেন ধবজাম্ভসা ॥
কাকমাচীরসেনাপি গুঞ্জামূলদ্রবেণ চ ।
ষড়্‌গুঞ্জাপ্রমিতাঃ পশ্চাদ্বিদধ্যাদ্বটিকা ভিষক্ ।
ধারোষ্ণেনাপি পয়সা শতমূলীরসেন বা ।
একৈকং যোজয়েৎপ্রাতঃ শ্রীখণ্ডসলিলেন বা ॥
নিখিলান্ কর্ণজান্ রোগান্
প্রমেহানপি বিংশতিম্ ।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং শ্বাসং ক্লৈব্যং জীর্ণজ্বরং তথা ॥
অপস্মারমদার্শাংসি হৃদ্রোগঞ্চ মদাত্যয়ম্ ।
সারিবাদিবটী হন্যাৎ স্ত্রীগদানখিলানপি ॥

অনন্তমূল, যষ্টিমধু, কুড়, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপলমূল, গুলঞ্চ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া প্রত্যেক সমভাগ, সমষ্টিতুল্য অভ্র এবং অভ্রের সমান লৌহ এই সমুদায় একত্র করিয়া কেশুরিয়ার রস, অর্জ্জুনছালের ক্বাথ,

যবের ক্বাথ, কাকমাচীর রস ও কুঁচ-মূলের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ধারোষ্ণ দুগ্ধ, শতমূলীর রস অথবা চন্দনজল। প্রত্যহ প্রাতে এক একটী বটিকা সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে বিবিধ কর্ণরোগ, প্রমেহ ও রক্তপিত্তাদি নানা পীড়ার শান্তি হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং কর্ণরোগাধিকারঃ।

শিরোরোগাধিকারঃ।

বাতিকে শিরসো রোগে স্নেহস্বেদান্ সনাবনান্।
পানান্নমুপনাহাংশ্চ কুর্য্যাদ্বাতামযাপহান্॥
কুষ্ঠমেরণ্ডমূলঞ্চ লেপঃ কাঞ্জিকযোজিতম্।
শিরোহর্ত্তিং নাশয়ত্যাশু চূর্ণং বা মুচকুন্দজম্॥

বাতিক শিরোরোগে স্নেহ স্বেদ, নস্য, বায়ুনাশক অন্নপান ও প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে। কুড় ও এরণ্ডমূল এই উভয় দ্রব্যে অথবা কেবল মুচুকুন্দফুল কাঁজিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া নষ্ট হয়।

শিরোবস্তিঃ।

আশিরো ব্যায়তং চর্ম্ম কৃত্বাষ্টাঙ্গুলমুচ্ছ্রিতম্।
তেনাবেষ্ট্য শিরোঽধস্তাৎ মাষকল্কেন লেপয়েৎ॥
নৈশ্চল্যেনোপবিষ্টস্য তৈলৈরুষ্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ।
ধারয়েদারুজঃ শান্তের্যামং যামার্দ্ধমেব বা॥
শিরোবস্তির্জয়ত্যেব শিরোরোগং মরুদ্ভবম্।
হনুমন্যাক্ষি কর্ণার্ত্তিমর্দ্দিতং মস্তকম্পনম্॥

মস্তক সদৃশ আয়ত ৮ অঙ্গুলি উন্নত একটী চর্ম্মবেষ্টন দ্বারা রোগীর মস্তক বেষ্টিত করিয়া ঐ বস্তির নিম্নে মস্তকের উপরিভাগে মাষকলাই বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে, পরে ঈষদুষ্ণ তৈল দ্বারা ঐ চর্ম্ম-বস্তি পূর্ণ করিবে। যাবৎ স্বাস্থ্যলাভ না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত বস্তি ধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। ৪ দণ্ড বা এক প্রহর পর্য্যন্ত বস্তি ধারণ করিয়া নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট থাকা উচিত। ইহাতে বায়ুজনিত শিরোরোগ, মস্তককম্পন এবং হনু, মন্যা, চক্ষুঃ ও কর্ণের পীড়া উপশমিত হয়।

পৈত্তে ঘৃতং পয়ঃসেকাঃ শীতলেপাঃ সনাবনাঃ।
জীবনীয়ানি সর্পীংসি পানান্নঞ্চাপি পিত্তনুৎ॥

পৈত্তিক শিরঃপীড়ায়, ঘৃত, দুগ্ধ, জলসেচন, শীতল প্রলেপ, নস্য, জীবনীয়-গণের সহিত সিদ্ধ ঘৃত ও পিত্তঘ্ন অন্নপান ব্যবস্থেয়।

কফজে লঙ্ঘনং স্বেদো রূক্ষোষ্ণৈঃ পাচনাত্মকৈঃ।
তীক্ষ্ণাবপীড়ধূমাশ্চ তীক্ষ্ণাশ্চ কবড়গ্রহাঃ॥

কফজে লঙ্ঘন, স্বেদ, রূক্ষোষ্ণ পাচন, তীক্ষ্ণ নস্য, ধূম ও তীক্ষ্ণ কবল ব্যবস্থা করিবে।

সারিবাদিলেপঃ।

শারিবোৎপল কুষ্ঠানি মধুকং চাম্লপেষিতম্।
সর্পিস্তৈলযুতো লেপঃ সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদয়োঃ॥
(শারিবাদিভিঃ সমভাগৈঃ কাঞ্জিকপিষ্টৈ-ঘৃতৈতৈলসহিতৈর্লেপঃ।

অনন্তমূল, উৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজিতে বাঁটিয়া ঘৃত ও তিলতৈলের সহিত প্রলেপ দিলে

সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধভেদ (আধ কপালিয়া) নিবারণ হয়।

তত্র যোগাঃ।

সূর্য্যাবর্ত্তভবং বীজং তদ্রসেন সুপেষিতম্।
বেদনানাশনো লেপঃ সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদয়োঃ॥

হুড়হুড়ের বীজ হুড়হুড়ের রসে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক নিবারণ হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তে বিধাতব্যং নস্যকর্ম্মাদি ভেষজম্॥
পায়য়েৎ সগুড়ং সর্পির্ঘৃতপূপাংশ্চ ভোজয়েৎ॥

সূর্য্যাবর্ত্তে নস্যাদি প্রদান করিয়া এবং গুড়ের সহিত ঘৃত ও ঘৃতসংযুক্ত পিষ্টক ভোজন করাইবে।

সূর্য্যাবর্ত্তে শিরাবেধো নাবনং ক্ষীরসর্পিষা।
হিতঃ ক্ষারঘৃতাভ্যাসস্তাভ্যাঞ্চৈব বিরেচনম্।

সূর্য্যাবর্ত্তে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ ও দুগ্ধোক্ত ঘৃতের নস্য ব্যবস্থেয়। প্রত্যহ যবক্ষার ও ঘৃত ভোজন এবং মধ্যে মধ্যে তদ্দারা (যবক্ষার ও ঘৃতদ্বারা) বিরেচনে উপকার হয়।

কৃতমালপল্লবরসে খরমঞ্জরীকল্কসিদ্ধং নবনীতম্।
নস্যেন জয়তি নিয়তং সূর্য্যাবর্ত্তং সুদুর্ব্বারম্।

সোঁদালপত্র রস ৪ সের, নবনীত ১ সের, আপাঙ্গবীজ ২ পল একত্র পাক করিবে। ইহার নস্যে সূর্য্যাবর্ত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

দশমূলীকষায়স্তু সর্পিঃ সৈন্ধবসংযুতম্।
নস্যমর্দ্ধাবভেদঘ্নং সূর্য্যাবর্ত্তশিরোঽর্ত্তিজিৎ।

দশমূলের ক্বাথে ঘৃত ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া তাহার নস্য গ্রহণ করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত রোগের উপশম হয়।

শিরীষমূলকবীজৈরবপীড়ঞ্চ যোজয়েৎ।
অবপীড়ো হিতো বা স্যাদ্বচাপিপ্পলিভিঃ কৃতঃ॥

শিরীষ ও মূলার বীজ অথবা বচ ও পিঁপুল নস্যে প্রযুক্ত হইলে উক্ত রোগের উপশম হয়।

জাঙ্গলানি চ মাংসানি কারয়েদুপনাহকম্।
তেনাস্য শাম্যতে ব্যাধিঃ সূর্য্যাবর্ত্তঃ সুদারুণঃ।

বাতনাশক দ্রব্যের সহিত শশকাদির মাংস সিদ্ধ করিয়া সৈন্ধবলবণের সহিত ব্যথাস্থানে প্রলেপ দিলে এবং ঐ মাংসরস পান করিলে সূর্য্যাবর্ত্তরোগের শান্তি হয়।

ভৃঙ্গরাজরসশ্ছাগক্ষীরোঽর্কপরিতাপিতঃ।
সূর্য্যাবর্ত্তং নিহন্ত্যাশু নস্যেনৈব প্রয়োগরাট্॥

ভৃঙ্গরাজের রস ২ তোলা ও ছাগদুগ্ধ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করিবে। ইহার নস্যে সূর্য্যাবর্ত্ত রোগ নষ্ট হয়।

এষ এব বিধিঃ কৃৎস্নঃ কার্য্যশ্চার্দ্ধাবভেদকে॥

অর্দ্ধাবভেদকের চিকিৎসা সূর্য্যাবর্ত্তের ন্যায়।

পিবেৎ সশর্করং ক্ষীরং নীরং বা নারিকেলজম্।
সুশীতং বাপি পানীয়ং সর্পির্বা নস্তস্তয়োঃ॥

সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদ রোগে সশর্কর দুগ্ধ, নারিকেলজল ও শীতল পানীয় দ্রব্য পান করিলে উপকার হয়। এই উভয় রোগে ঘৃতের নস্য উপকারক।

তিলাৎ কল্কং সনলদং সক্ষৌদ্রলবণান্বিতম্।
তেনাস্য লেপয়েৎ শীর্ষমর্দ্ধভেদো ব্যপোহতি॥

নিস্তুষ কৃষ্ণতিল ও জটামাংসী পেষণ করিয়া মধু ও সৈন্ধবলবণের সহিত মিশ্রিত করতঃ মস্তকে প্রলেপ দিলে অর্দ্ধাবভেদক নিবারণ হয়।

সবিড়ঙ্গং তিলং কৃষ্ণং সমং কৃত্বা প্রপেষয়েৎ।
নস্যকর্ম্মণি দাতব্যমর্দ্ধভেদং বিনাশয়েৎ॥

বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল একত্র বাঁটিয়া উষ্ণজলে গুলিয়া নস্য লইলে অর্দ্ধাবভেদক রোগ নষ্ট হয়।

দগ্ধচুল্লীমৃদাচূর্ণং তথা মরিচচূর্ণকম্।
সমাংশং মিলিতং কৃত্বা নস্যং দেয়ং প্রযত্নতঃ॥

দগ্ধচুল্লীর মৃত্তিকাচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ সমানাংসে মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে অর্দ্ধাবভেদক নিবারণ হয়।

অনন্তবাতে কর্ত্তব্যং সূর্য্যাবর্ত্তহিতো বিধিঃ।
শিরাবেধশ্চ কর্ত্তব্যোঽনন্তবাতপ্রশান্তয়ে॥
আহারশ্চ বিধাতব্যো বাতপিত্তবিনাশনঃ॥

অনন্তবাতে শিরাবেধ, বাতপিত্তঘ্ন আহারাদি এবং সূর্য্যাবর্ত্তের ন্যায় ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

সূর্য্যাবর্ত্তে হিতং যচ্চ শঙ্খকে স্বেদবর্জ্জিতম্।
ক্ষীরসর্পিঃ প্রশংসন্তি নস্যং পানঞ্চ শঙ্খকে॥

শঙ্খকনামক শিরোরোগে স্বেদক্রিয়া ভিন্ন সূর্য্যাবর্ত্তোক্ত সমস্ত ক্রিয়া এবং দুগ্ধোত্থ ঘৃতের নস্য ও পান ব্যবস্থেয়।

শতাবরীং কৃষ্ণতিলান্ মধুকং নীলমুৎপলম্।
দূর্ব্বাং পুনর্নবাঞ্চাপি লেপং সাধ্ববতারয়েৎ।
শীততোয়াবসেকাংশ্চ ক্ষীরসেকাংশ্চ শীতলান্॥

শঙ্খকরোগে শতমূলী, নিস্তুক্ কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দূর্ব্বা ও পুনর্নবা এই সমুদায় বাঁটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে এবং শীতল জল ও দুগ্ধ দ্বারা মস্তক সেচন করিবে।

কল্কৈশ্চ ক্ষীরবৃক্ষাণাং শঙ্খকস্য প্রলেপনম॥

বট ও অশ্বত্থ প্রভৃতি ক্ষীরীবৃক্ষের ছাল বাঁটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শঙ্খকরোগের উপশম হয়।

ক্রৌঞ্চ কাদম্ব হংসানাং শরাব্যাঃ কচ্ছপস্য চ।
রসৈঃ সংবৃংহণস্যাথ তস্য শঙ্খকসন্ধিজাঃ॥
ঊর্দ্ধস্তিস্রঃ শিরাঃ প্রাজ্ঞো ভিন্দ্যাদেব ন তাড়য়েৎ॥

বক, কলহংস, হংস, শরাইপক্ষী ও কচ্ছপ এই সমুদায় জন্তুর মাংসের যূষ পান করাইয়া শঙ্খসন্ধির ঊর্দ্ধস্থ শিরাত্রয় বিদ্ধ করিবে।

গিরিকর্ণীফলরসং মূলঞ্চ নস্যমাচরেৎ।
মূলং বা বন্ধয়েৎ কর্ণে শীঘ্রং হন্তি শিরোব্যথাম্॥

অপরাজিতার ফলের রসের অথবা উহার মূলের নস্য গ্রহণ করিলে কিংবা উহার শিকড় কর্ণে বান্ধিলে শিরঃপীড়ার শান্তি হয়।

গুঞ্জাকরঞ্জবীজঞ্চ তয়োঃ কল্কো জলে কৃতঃ।
মরিচৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ শীঘ্রং হন্তি শিরোব্যথাম্॥

কুঁচ ও করঞ্জবীজ জলে বাঁটিয়া নস্য লইলে শীঘ্র শিরঃপীড়া উপশমিত হয়। তদ্রূপ মরিচ ও ভৃঙ্গরাজের নস্যেও উপকার দর্শে।

নাগরকল্কবিমিশ্রং ক্ষীরং নস্যেন যোজিতংপুংসাম্।
নানাদোষোদ্ভূতাং শিরোরুজাং হন্তি তীব্রতরাম্॥

শুঁঠ বাঁটিয়া দুগ্ধের সহিত নস্য গ্রহণ করিলে নানাদোষোৎপন্ন শিরঃ-পীড়ার নিবৃত্তি হয়।

ক্ষুদ্রতীক্ষ্ণাং তথা তীক্ষ্ণাং সু হীক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
লেপনাদাশু নশ্যন্তি বেদনাঃ সর্ব্বসম্ভবাঃ॥

ধানিলঙ্কা, লঙ্কা ও সিজআটা একত্রে বাঁটিয়া বেদনাস্থানে প্রলেপ দিলে প্রবল শিরোবেদনা নিবারণ হয়।

ষড়্বিন্দুতৈলম্।

এরণ্ডমূলং তগরং শতাহ্বা
জীবন্তী রাস্না সহ সৈন্ধবঞ্চ।
ভৃঙ্গং বিড়ঙ্গং মধুযষ্টিকা চ
বিশ্বৌষধং কৃষ্ণতিলস্য তৈলম্॥
আজং পয়স্তৈলবিমিশ্রিতঞ্চ
চতুর্গুণে ভৃঙ্গরসে বিপক্বম্।
ষড়্বিন্দবো নাসিকয়া বিধেয়া
নিহন্তি শীঘ্রং শিরসো বিকারান্॥
চ্যুতাংশ্চ কেশান্ চলিতাংশ্চ দন্তান্
দুর্ব্বদ্ধমূলাংশ্চ দৃঢ়ীকরোতি।
সুপর্ণদৃষ্টিপ্রতিমঞ্চ চক্ষু-
র্বাহ্বোর্বলঞ্চাপ্যধিকং দদাতি॥

তিলতৈল ৪ সের। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, ভীমরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ এরণ্ডমূল, তগরপাদুকা, শুল্ফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধব, গুড়ত্বক্, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও শুঁঠ মিলিত ১ সের। ইহার নস্যে শিরোরোগ দূরীকৃত এবং কেশ ও দন্তাদি দৃঢ় হইয়া দৃষ্টিশক্তি ও বাহুবল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ময়ূরাদ্যং ঘৃতম্।

দশমূলী বলা রাস্না মধুকৈস্ত্রিপলৈঃ সহ।
মায়ূরং পক্ষপিত্তান্ত্র * শকৃৎপাদাস্যবর্জ্জিতম্।
জলে পক্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং তস্মিন্ ক্ষীরসমং পচেৎ।
ময়ূরৈঃ কার্ষিকৈঃ কল্কৈঃ
শিরোরোগার্দ্দিতাপহম্।
কর্ণনাসাক্ষিজিহ্বাস্যগলরোগবিনাশনম্।
ময়ূরাদ্যমিদং সর্পিরূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্।
আখুভিঃ কুক্কুটৈর্হংসৈঃশশৈশ্চাপি হি বুদ্ধিমান।
কল্কেনানেন বিপচেৎ সর্পিরূর্দ্ধগদাপহম্॥
দশমূলাদিনা তুল্যো ময়ূর ইহ গৃহ্যতে।
অন্যে ত্বাকৃতিমানেন ময়ূর গ্রহণং বিদুঃ।

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ দশমূল প্রত্যেক ৩ পল, বেড়েলা, রাস্না ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ৩ পল, তরুণ ময়ূর-মাংস ৩ পল, (কেহ কেহ বলেন তরুণ ময়ূর ৩টা, ময়ূরের পক্ষ, পিত্ত, অন্ত্র, বিষ্ঠা, যকৃৎ, চরণ ও মুখ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট মাংস লইবে), পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানী ও মাষাণী এই জীবনীয় দশক প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত পানে শিরোরোগ ও অর্দ্দিত প্রভৃতি ঊর্দ্ধ-জত্রুগত নানা ব্যাধি নষ্ট হয়। ময়ূরাদ্য ঘৃতের নিয়মে ইন্দুর, কুক্কুট, হংস ও শশক ইহাদের মাংসেও ঘৃত পাক করা যায়। তত্তৎ ঘৃতও শিরোরোগাদি ঊর্দ্ধজত্রুগত পীড়ায় উপকার করে।

---

* যকৃৎপাদাস্যবর্জ্জিতম্ ইত্যপি পাঠঃ।

মহামায়ূরাদ্যং ঘৃতম্।

শতং ময়ূরমাংসস্য দশমূলবলাতুলাম্।
দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ কৃত্বা
তস্মিন্ পাদস্থিতে ততঃ॥
নিষিচ্য পয়সো দ্রোণং পচেত্তত্র ঘৃতাঢকম্।
প্রপৌণ্ডরীকং বর্গোক্তৈ-
র্জীবনীয়ৈশ্চ ভেষজৈঃ॥
মেধা বুদ্ধি স্মৃতিকরমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্।
মহামায়ূরমেতত্তু সর্ব্বানিলহরং পরম্॥
মন্যা কর্ণ শিরো নেত্র রুজাপস্মারনাশনম্।
বিষবাতাময়শ্বাসবিষমজ্বরকাসনুৎ॥

ঘৃত ১৬ সের। ক্বাথার্থ তরুণ ময়ূরের মাংস ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দশমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; বেড়েলা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ প্রপৌণ্ডরীক, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানী ও মাষাণী, মিলিত ৪ সের। ইহার দ্বারা শিরোরোগাদি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

গুঞ্জাতৈলম্।

বিশুদ্ধং তিলতৈলঞ্চ তৎসমং কাঞ্জিকং ভবেৎ।
আরনালসমং ভৃঙ্গদ্রবং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ॥
মন্দাগ্নিনা ততঃ পাচ্যং যাবত্তৈলস্থিতং ভবেৎ।
তৈলমধ্যে প্রদাতব্যং পিষ্ট্বা গুঞ্জাপলদ্বয়ম্॥
উত্তার্য্য তৈলশেষন্তু দিনৈকং তত্তু রক্ষয়েৎ।
শিরোরোগেষু দুষ্টেষু অর্দ্ধশীর্ষে সুদারুণে॥
ভ্রূশঙ্খ কর্ণপীড়াশ্চ নশ্যন্তি নাত্র সংশয়ঃ।
গুঞ্জাতৈলমিতি খ্যাতং দত্তং হন্তি শিরোবাধাম্॥

তিলতৈল ১ সের। কাঁজি ১ সের, ভীমরাজরস ১ সের। কল্কার্থ কুঁচফল ২ পল। মন্দ মন্দ জ্বালে তৈল পাক করিয়া তৈলাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ১ দিন রাখিবে, পরে ব্যবহার করিবে। ইহা দ্বারা শিরোরোগ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার উপশম হয়।

বৃহদ্দশমূলতৈলম্।

পঞ্চ পঞ্চ পলং নীত্বা পঞ্চমূলীযুগাৎ পৃথক্।
বিপাচয়েৎ জলদ্রোণে চাষ্টভাগাবশেষিতম্॥
আর্দ্রকস্য রসপ্রস্থং নির্গুণ্ড্যাস্তৎসমং ভবেৎ।
ত্র্যূষণং পঞ্চকোলঞ্চ জীরকদ্বয় সর্ষপম্॥
সৈন্ধবঞ্চ যবক্ষারং ত্রিবৃতা চ নিশাদ্বয়ম্।
সর্ব্বৈরেভিঃ পচেত্তৈলং
শিরোরোগং ব্যপোহতি।
ঊর্দ্ধজত্রুজরোগঘ্নং বাতশ্লেষ্মগদাপহম্॥
একজে দ্বন্দ্বজে চৈব তথৈব সান্নিপাতিকে।
অর্দ্ধাবভেদকে চৈব সূর্য্যাবর্ত্তে প্রশস্যতে॥
পানাভ্যঞ্জননস্যে চ কর্ণরোগে চ শস্যতে॥
(সিদ্ধফলমিদম্।)

কটুতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের, আদার রস ৪ সের, নিসিন্দা-পত্ররস ৪ সের। কল্কার্থ পিঁপুল, পিঁপুল-মূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, সৈন্ধব, যবক্ষার, তেউড়ী, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক ২ তোলা। পাকের জল ৮ সের। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থে প্রয়োজ্য। ইহাতে শিরোরোগ ও ঊর্দ্ধজত্রুগত নানা পীড়ার শান্তি হয়।

মহাদশমূলতৈলম্ ।

দশমূলং পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ কটু তৈলাঢ়কং পচেৎ ॥
জম্বীরার্দ্রক ধুস্তূরস্বরসং তৈলতুল্যতঃ।
কল্কঃ কণামৃতা দার্ব্বী শতপুষ্পা পুনর্নবা ॥
শিগ্রুপিপ্পলিকা তিক্তা করঞ্জং কৃষ্ণজীরকম্।
সিদ্ধার্থকং বচা শুণ্ঠী পিপ্পলী চিত্রকং শটী ॥
দেবদারু বলা রাস্না সূর্য্যাবর্ত্তক কট্‌ফলম্।
নিগুর্ণ্ডী চবিকা গৈরী গ্রন্থিকং শুষ্কমূলকম্ ॥
যমানী জীরকং কুষ্ঠমজমোদা চ তাড়কম্।
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈর্বিপচেন্মতিমান্ ভিষক্ ॥
হন্তি শ্লেষ্মাণমভ্যঙ্গাৎ পানাৎ কাসং ব্যপোহতি।
নিহন্তি বিবিধান্ ব্যাধীন্ কফবাতসমুদ্ভবান্।
শিরোমধ্যগতান্ রোগান্
শোথান্ হন্তি ব্রণানপি ॥

কটুতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ দশমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; গোঁড়ালেবুর রস ১৬ সের, আদার রস ১৬ সের, ধুতূরার রস ১৬ সের। কল্কার্থ পিঁপুল, গুলঞ্চ, দারু-হরিদ্রা, শুল্‌ফা, পুনর্নবা, সজিনাছাল, পিঁপুল, কট্‌কী, করঞ্জবীজ, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, বচ, শুঁঠ, পিঁপুল, চিতামূল, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, হুড়হুড়ে, কট্‌ফল, নিসিন্দাপত্র, চঁই, গেরিমাটী, পিঁপুলমূল, শুষ্কমূলা, যমানী, জীরা, কুড়, বনযমানী ও বিদ্ধড়কমূল প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল ব্যবহারে কফ, কাস ও শিরোরোগ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

তন্ত্রান্তরোক্তং বৃহদ্দশমূলতৈলম্ ।

দশমূলীশতং গ্রাহ্যং তথা ধুস্তূরকস্য চ।
শতং পুনর্নবায়াশ্চ নিগুর্ণ্ড্যাশ্চ শতং তথা ॥
এতৈঃ কষায়ৈর্বিপচেৎ কটুতৈলাঢ়কং ভিষক্।
বাসা বচা দেবদারু শটী রাস্না সযষ্টিকা ॥
মরিচং পিপ্পলী শুণ্ঠী কারবী কট্‌ফলং তথা।
করঞ্জ শিগ্রু কুষ্ঠঞ্চ চিঞ্চা চ বনশিম্বিকা ॥
চিত্রকঞ্চ পৃথগ্‌ভাগান্ দত্ত্বা চৈষাং পলোন্মিতান্।
শ্লৈষ্মিকং সন্নিপাতোত্থং বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং তথা ॥
কর্ণশূলং শিরঃশূলং নেত্রশূলঞ্চ দারুণম্।
নিহন্তি দশমূলাখ্যং তৈলমেতন্ন সংশয়ঃ ॥

কটুতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ দশমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ধুতূরাপত্র ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; পুনর্নবা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; নিসিন্দাপত্র ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ বাসকমূলের ছাল, বচ, দেবদারু, শটী, রাস্না, যষ্টিমধু, মরিচ, পিঁপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, কট্‌ফল, করঞ্জ-বীজ, সজিনাছাল, কুড়, তেঁতুলছাল, বনশিম ও চিতামূল প্রত্যেক ৮ তোলা। ইহা ব্যবহারে কর্ণশূল, শিরঃশূল ও নেত্রশূল নিবারণ হয়।

দশমূলতৈলম্ ।

দশমূলক্বাথকল্কৈর্নিগুর্ণ্ডীরসসংযুতম্।
কটুতৈলং সমাদায় পচেৎ প্রস্থং ভিষগ্বরঃ ॥
সন্নিপাতং হরেদেতৎ শিরোরোগং তথৈব চ।
অস্থিসন্ধি কফপ্রায়ান্ রোগান্ হন্তি ন সংশয়ঃ ॥

কটুতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ দশমূল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬

সের, নিসিন্দাপত্ররস ১৬ সের। ক্কাথার্থ দশমূল ১ সের। ইহাতে শিরঃপীড়াদি নিবারণ হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তং দশমূলতৈলম্।

দশমূলক্কাথকল্কাভ্যাং তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
চতুর্গুণং পয়ো দত্ত্বা শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্॥
দশমূলমিতি খ্যাতং শোথং হন্তি সুদারুণম্॥
নস্যেনাকালপলিতং জ্বরারোচকনাশনম্॥
অভ্যঙ্গেনৈব সর্ব্বঞ্চ শিরঃশূলং বিনাশয়েৎ॥

কটুতৈল ৪ সের। দশমূলের ক্কাথ ১৬ সের। কল্কার্থ দশমূল ১ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। ইহার নস্যে কেশের অকাল-পক্কতা নিবারণ এবং অভ্যঙ্গে শিরঃশূল প্রভৃতি রোগ ধ্বংস হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তং দশমূলতৈলম্।

দশমূলীকষায়েণ চাষ্টাঙ্গ কল্ক সংযুতম্।
ক্ষীরঞ্চ দ্বিগুণং দত্ত্বা তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
শিরোহর্ত্তিং নাশয়েদেতদ্ ভাস্করস্তিমিরং যথা।
বাতশূলং পিত্তশূলং কফশূলং ত্রিদোষজম্॥
সূর্য্যাবর্ত্তমভিষ্যন্দং জলদোষঞ্চ নাশয়েৎ।
দশমূলমিদং তৈলং শিরোরোগনিসূদনম্॥

কটুতৈল ৪ সের। দশমূলের ক্কাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ৮ সের। কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাঁকলা, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি প্রত্যেক ৮ তোলা। ইহা ব্যবহারে শিরোরোগ নষ্ট হয়।

স্বল্পদশমূলতৈলম্।

দশমূল ক্কাথ কল্কাভ্যাং কটুতৈলং বিপাচয়েৎ।
সন্নিপাতজ্বর শ্বাস কাসান্ হন্তি সুদারুণান্॥

কটুতৈল ৪ সের। দশমূলের ক্কাথ ১৬ সের। কল্কার্থ দশমূল ১ সের। ইহাতে সান্নিপাতিক জ্বর, শ্বাস, শিরো-রোগ ও কাসরোগ উপশমিত হয়।

ধুস্তূরতৈলম্।

ধুস্তূর ক্কাথ কল্কাভ্যাং কটুতৈলং বিপাচয়েৎ॥
সন্নিপাত জ্বর শ্লেষ্ম শোথ শীর্ষার্ত্তি দাহনুৎ॥
কর্ণগ্রহহরং চাস্থিসন্ধিগ্রহবিনাশনম্॥

কটুতৈল ৪ সের, ধুতূরার ক্কাথ বা রস ১৬সের। কল্কার্থ ধুতূরাপত্র ১ সের। ইহা ব্যবহারে সান্নিপাতিক জ্বর, শ্লেষ্মা, শোথ ও শিরোরোগ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়।

মধ্যমদশমূলতৈলম্।

দশমূলী করঞ্জস্য নির্গুণ্ডী চ জয়ন্তিকা।
ধুস্তূর ষট্পলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পাদশেষে রসে তৈলং কটু প্রস্থং বিপাচয়েৎ।
তৎকল্কান্ দাপয়েত্তত্র
ভাগান্ ষট্তোলকান্ পৃথক্॥
বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতং শিরোরোগং ব্যপোহতি।
কাসং পঞ্চবিধং শোথং জীর্ণজ্বরমপোহতি॥
দশমূলমিদং তৈলং শিরঃ কর্ণাক্ষিরোগনুৎ।
মন্যাস্তম্ভমন্ত্রবৃদ্ধিং শ্লীপদঞ্চ বিনাশয়েৎ॥
দশমূলমিদং তৈলমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা॥

কটুতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ দশমূল, করঞ্জবীজ, নিসিন্দাপত্র, জয়ন্তীপত্র ও

ধুতূরাপত্র প্রত্যেক ৬ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ক্বাথ্য দ্রব্য সমস্ত প্রত্যেক ৬ তোলা। ইহাতে শিরোরোগ প্রভৃতি নানাপীড়ার উপশম হয়।

কনকতৈলম্।

কনকার্ক বলা দূর্ব্বা বাসকো বৈজয়ন্তিকা।
নিগুণ্ডী পূতিকা ভার্গী নিকোঠক পুনর্নবা॥
বদরী বিজয়াপত্রং শ্রীফলং বৃহতী তথা।
চিত্রকঞ্চ স্নুহীমূলমগ্নিমন্থো ব্যড়ম্বকম্॥
ত্রিবৃদ্দন্তী গোমঠী চ পত্রমারগ্বধস্য চ।
প্রত্যেকং দ্বিপলকৈষাং গৃহ্নীয়াং তৎক্ষণাদপি॥
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য পাচয়েত্তীব্রবহ্নিনা॥
দ্রব্যাণ্যেতানি সর্ব্বাণি কল্কিতানি প্রদাপয়েৎ।
চক্ষুঃশূলং শিরঃশূলং শ্লীপদং মাংসরক্তজম্॥
আমবাতঞ্চ হৃচ্ছূলং বৃদ্ধিঞ্চ গলগণ্ডকম্।
শোথং বাধির্য্যমুদরং কাসং হন্তি ন সংশয়ঃ॥
দূর্ব্বায়াং পতিতেবিন্দৌ শুষ্কতাং যাতি তৎক্ষণাৎ।
কনকাখ্যমিদং তৈলং কফরোগকুলান্তকম্॥

কটুতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ কনক-ধুতূরা, আকন্দমূল, বেড়েলা, দূর্ব্বা, বাকসছাল, জয়ন্তীপত্র, নিসিন্দাপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ, বামনহাটী, আঁকোড়ছাল, পুনর্নবা, কুলপত্র, সিদ্ধিপত্র, বেলছাল, বৃহতী, চিতামূল, সিজমূল, গণিয়ারীমূল, এরণ্ডমূল, তেউড়ীমূল, ভাঁটী, রামবেগুন ও সোঁদালপত্র প্রত্যেক ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ক্বাথ্যদ্রব্য সমস্ত মিলিত ১ সের। ইহার দ্বারা চক্ষুঃশূল ও শিরঃশূল প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

মহাকনকতৈলম্।

কনকস্য রসপ্রস্থং প্রস্থং বর্ষাভুবস্তথা।
নিগুণ্ডীস্বরসপ্রস্থং দশমূলরসস্য চ॥
পারিভদ্ররসপ্রস্থং প্রস্থং বরুণকস্য চ।
তৈলপ্রস্থং সমাদায় ভিষগ্‌যত্নাদ্ বিপাচয়েৎ॥
কল্কৈরর্দ্ধপলৈরেতৈঃ শুণ্ঠীমরিচসৈন্ধবৈঃ।
পুনর্নবা কর্কটক শেলুত্বক্ পিপ্পলীযুগৈঃ॥
তৎসাধুসিদ্ধং বিজ্ঞায় শুভে পাত্রে নিধাপয়েৎ।
বাতশ্লেষ্মকৃতং সর্ব্বমামবাতং ভগন্দরম্॥
সন্নিপাতভবং রোগং শোথমাশু বিনাশয়েৎ।
যে কেচিদ্ ব্যাধয়ঃসন্তি শ্লৈষ্মিকাঃ সান্নিপাতিকাঃ॥
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ॥

কটুতৈল ৪ সের। ধুতূরাপত্রের রস, পুনর্নবার রস, নিসিন্দাপত্রের রস, দশমূলের ক্বাথ, পালিধার রস ও বরুণ-ছালের রস প্রত্যেক ৪ সের। কল্কার্থ শুঁঠ, মরিচ, সৈন্ধব, পুনর্নবা, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, বহুবারছাল, পিঁপুল ও গজপিঁপুল প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহার দ্বারা শোথ ও শিরঃশূল প্রভৃতি নানা পীড়ার সত্বর উপশম হয়।

রুদ্রতৈলম্।

জৈপাল দ্রোণ ধুস্তূর শিগ্রু শক্রাশনস্য চ।
সূর্য্যাবর্ত্তস্য সূর্য্যস্য পত্রাণাং স্বরসং পৃথক্॥
জম্বীর শৃঙ্গবেরস্য রসং দত্বা সমং সমম্।
কটুতৈলস্য পাত্রস্ত শোধয়িত্বা পচেদ্ভিষক্॥
রজনীদ্বয় মঞ্জিষ্ঠা কট্‌ফলং কৃষ্ণজীরকম্।
ত্রিকটু পিপ্পলীমূলং শারিবে দ্বে বিড়ঙ্গকম্॥

রাস্না দারু বলা নিম্বং মুস্তকং চন্দনং তথা।
পরশ্বৌ স্নুহীমূলং মূর্ব্বাপামার্গমূলকম্॥
স্বরস দ্রব্যমেতেষাং কল্কং দত্ত্বা তু পাদিকম্।
মৃৎপাত্রে সুদৃঢ়ে চৈব পাচয়েত্তীব্রবহ্নিনা॥
বলাসমূর্দ্ধগঞ্চৈব নাশয়েৎ ত্রিদিনাদ্ ধ্রুবম্।
মুখনাসাক্ষিরোগাংশ্চ কফশোণিতসংস্রবান্॥
শিরোরোগং সন্নিপাতং শ্লীপদং গলগণ্ডকম্।
অভ্যঙ্গান্নাশয়েদেতান্ পানাৎ কাসং ব্যপোহতি॥
কালাগ্নিরুদ্রসম্প্রোক্তং রুদ্রতৈলমিদং পুরা॥

কটুতৈল ১৬ সের। জয়পাল, ঘলঘসিয়া, ধুতূরা, সজিনা, সিদ্ধি, হুড়হুড়ে ও আকন্দ প্রত্যেকের পত্রের রস ১৬ সের, গোঁড়ালেবুর রস ১৬ সের ও আদার রস ১৬ সের। কল্কার্থ হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কট্‌ফল, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, পিঁপুলমূল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, বিড়ঙ্গ, রাস্না, দেবদারু, বেড়েলা, নিমছাল, মুতা, রক্তচন্দন, কোদালিয়া কুড়ুলিয়া, সীজমূল, মুর্গামূল, আপাঙ্গমূল, শুলুমুলা, জয়পালমূল, ঘলঘসিয়া, ধুতূরাপত্র, সজিনাছাল, সিদ্ধি, হুড়হুড়েপত্র, আকন্দপত্র, গোঁড়ালেবুর মূল ও শুঁঠ মিলিত ১ সের। ইহার অভ্যঙ্গে শিরোরোগাদি বিবিধ পীড়া এবং পানে কাসরোগ নষ্ট হয়।

তপ্তরাজতৈলম্।

লবলীনাং রসপ্রস্থং শিগ্রুধুস্তূরয়োস্তথা।
বাসকস্য রসপ্রস্থং তথা নিগুণ্ডিকার্কয়োঃ॥
দশমূলরসপ্রস্থং করঞ্জবলয়োস্তথা।
পৃথগেতৈঃ পচেদ্ধীমান্ তৈলপ্রস্থঞ্চ সার্ষপম্॥
কল্কঃ কণা বলা শুণ্ঠী পিপ্পলীমূলচিত্রকম্।
কট্‌ফলং কনকং চব্যং জীরকং শতপুষ্পিকা॥
পুনর্নবা হরিদ্রা চ দেবদারু চ লাঙ্গলী।
শুষ্কমূলঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ বাসকং কৃষ্ণজীরকম্॥
স্নুহ্যর্ক ক্ষীর জৈপালমূলং নাগদলং তথা।
বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং ক্ষারং চন্দনং শিগ্রুমুৎপলম্॥
মরিচং মধুকং রাস্না শৃঙ্গী ব্যাঘ্রী বরুণকম্।
এতেষাং কার্ষিকৈঃ কল্কৈর্বিপচেৎ পাকবিত্তিসক্॥
অভ্যঙ্গাচ্ছ্লৈষ্মিকং হন্তি পানাৎ কাসং ব্যপোহতি।
শ্বয়থুঞ্চোদরং শূলং শিরোরোগং সুদুস্তরম্॥
শিরঃশূলং নেত্রশূলং কর্ণশূলঞ্চ দারুণম্।
ত্রয়োদশ সন্নিপাতান্ বাতশ্লেষ্ম গলগ্রহান্॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্।
সর্ব্বং শোথং নিহন্ত্যেব জ্বরং প্লীহানমেব চ॥
শ্লেষ্মরোগং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
তপ্তরাজমিদং তৈলমূর্দ্ধজরুগদাপহম্॥

সর্ষপতৈল ৪ সের। নোয়াড়, সজিনা, ধুতূরা, বাসক, নিসিন্দা, আকন্দ, দশমূল, করঞ্জ ও বেড়েলা প্রত্যেকের রস ৪ সের। কল্কার্থ পিঁপুল, বেড়েলা, শুঁঠ, পিপুলমূল, চিতামূল, কট্‌ফল, ধুতূরাবীজ, চৈই, জীরা, শুল্‌ফা, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দেবদারু, ঈশলাঙ্গলা, শুষ্কমুলা, কুড়, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, সিজআটা, আকন্দআটা, জয়পালমূল, নাগদনা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, যবক্ষার, রক্তচন্দন, সজিনামূল, উৎপল, মরিচ, যষ্টিমধু, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী ও বরুণছাল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা ব্যবহারে শিরঃশূল প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

তন্ত্রান্তরোক্তং তপ্তরাজতৈলম্।

ধুস্তূরং পূতিকং পীতা জয়ন্তী সিন্ধুবারকম্।
শিরীষং হিজ্জলং শিগ্রু দশমূলং সমং ভবেৎ॥

প্রস্থং প্রস্থং সমাদায় কটুতৈলং সমাংশকম্।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্।
গোমূত্রঞ্চাঢ়কং দত্ত্বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
মদনং ত্র্যূষণং কুষ্ঠং মজ্জাজী বিশ্বভেষজম্॥
কট্‌ফলং বরুণং মুস্তং হিজ্জলং বিল্বমেব চ।
হরিতালং জবাপুষ্পমমৃতং কুনটী তথা॥
কর্কটং চন্দনং শিগ্রু যমানী ব্যাঘ্রপাদপি।
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈঃ সমভাগং প্রকল্পয়েৎ॥
তপ্তরাজমিতি খ্যাতং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্॥
শিরঃশূলং নেত্ররোগং কর্ণশূলঞ্চ দারুণম্।
জ্বরং দাহং মহাঘোরং স্বেদঞ্চৈব মহোত্তরম্॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ সহলীমকপীনসম্।
ত্রয়োদশ সন্নিপাতান্ হন্তি সদ্যো ন সংশয়ঃ॥

কটুতৈল ৪ সের। গোমূত্র ১৬ সের। ক্কাথার্থ ধুতুরা, ডহরকরঞ্জ, ঝাঁটী, জয়ন্তী, নিসিন্দা, শিরীষ, হিজল, সজিনা ও দশমূল, প্রত্যেক ২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, (এস্থলে দশমূলের প্রত্যেক অঙ্গ ২ সের পরিমাণে না লইয়া সমুদায়ে ২ সের লইতে হইবে)। কল্কার্থ মদনফল, ত্রিকটু, কুড়, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, কট্‌ফল, বরুণছাল, মুতা, হিজল, বেলশুঁঠ, হরিতাল, জবাপুষ্প, বিষ, মনছাল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রক্তচন্দন, সজিনাছাল, যমানী ও বঁইচিমূল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহার দ্বারা শিরঃশূল ও নেত্ররোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার নিবারণ হয়।

বৃহৎকিঙ্কিনীতৈলম্।

কিঙ্কিনীপ্রস্থমেকঞ্চ প্রস্থং সহচরস্য চ।
কৃষ্ণধুস্তূরকপ্রস্থং প্রস্থঞ্চ সিন্ধুবারকম্॥
পচেৎ পাত্রং জলং দত্ত্বা পাদশেষং সমুদ্ধরেৎ।
তৈলপ্রস্থং বিপক্তব্যং দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ॥
যষ্টী কণা পয়োদঞ্চ গন্ধকং কুষ্ঠমেব চ।
সমুদ্রান্তা তথা শৃঙ্গী কিঙ্কিনীবীজ হেমকম্॥
রাস্না মধুরিকা ঝিণ্টীমূলমীশ্বরমেব চ।
বিষমাধুক মঞ্জিষ্ঠা শোভাঞ্জনত্বচং তথা॥
এষাং কর্ষদ্বয়ঞ্চৈব পিষ্ট্বা চাত্র সমাবপেৎ॥
নিহন্তি পূতিকর্ণঞ্চ কর্ণস্রাবং সকণ্ডুকম্॥
কর্ণনাদং কর্ণশোথং বাধির্য্যং দারুণং তথা।
শিরোরোগং নেত্ররোগং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহম্।
এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

কটুতৈল ৪ সের। ক্কাথার্থ হুড়হুড়ে ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; ঝাঁটী ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; কালধুতুরা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। নিসিন্দা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু, পিঁপুল, মুতা, গন্ধক, কুড়, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, হুড়হুড়েবীজ, ধুতুরাবীজ, রাস্না, মউরী, ঝাঁটীমূল, ঈশলাঙ্গলামূল, বিষমাধুক (বিগমা), মঞ্জিষ্ঠা ও সজিনাছাল প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল ব্যবহারে পূতিকর্ণ, কর্ণস্রাব ও শিরোরোগ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

অর্দ্ধনারীনাটকেশ্বরঃ।

বরাটং টঙ্গনং শুদ্ধং পঞ্চভাগসমন্বিতম্।
নবভাগং মরিচস্য বিষভাগত্রয়ং মতম্॥
স্তন্যেন বটিকাং কৃত্বা নস্যং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
শিরোবিকারান্ বিবিধান্ হন্তি শ্লেষ্মোত্তরানপি॥

কড়িভস্ম ২॥০ তোলা, সোহাগার খই ২॥০ তোলা, মরিচ ৪॥০ তোলা,

বিষ ১॥০ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য স্তন-দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া ইহার নস্য গ্রহণ করিলে শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

শিরঃশূলাদ্রিবজ্ররসঃ।

পলং রসং পলং গন্ধং পলং লৌহং পলং ত্রিবৃৎ।
গুগ্‌গুলোঃ পলচত্বারি তদর্দ্ধং ত্রিফলারজঃ॥
কুষ্ঠং মধু কণা শুণ্ঠী গোক্ষুরং ক্রিমিনাশনম্।
দশমূলঞ্চ প্রত্যেকং তোলকং বস্ত্রশোধিতম্॥
ক্বাথেন দশমূল্যাশ্চ যথাস্বং পরিভাবয়েৎ।
ঘৃতযোগাৎপ্রকর্ত্তব্যা মাষিকা বটিকা শুভা॥
ছাগীদুগ্ধানুপানেন পয়সা মধুনাথবা।
শিরঃশূলাদ্রিবজ্রোঽয়ং চণ্ডনাথেন ভাষিতঃ॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব ত্রিদোষজনিতং তথা।
বাতিকং পৈত্তিকং সর্ব্বং শিরোরোগঞ্চ নাশয়েৎ॥

পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, লৌহ ১ পল, তেউড়ী ১ পল, গুগ্‌গুল ৪ পল, ত্রিফলাচূর্ণ ২ পল, কুড়, যষ্টিমধু, পিঁপুল, শুঁঠ, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ ও দশমূল প্রত্যেক ১ তোলা। এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া দশমূলের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ, জল বা মধু। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার শিরোরোগ নষ্ট হয়।

শিরোরোগহরো রসঃ।

রসং গন্ধকমভ্রঞ্চ লৌহং কর্ষমিতং পৃথক্।
স্বর্ণং শাণমিতঞ্চৈব দার্ব্বাখ্যঞ্চ বিষং তথা॥
ভৃঙ্গরাজাম্ভসা সম্যক্ মর্দ্দয়িত্বা বিচক্ষণঃ।
রক্তিকার্দ্ধমিতাঃ কুর্য্যাদ্বটীশ্চণ্ডাংশুশোষিতাঃ॥
শিরোরোগহরো নাম রসোঽয়ং হরনির্ম্মিতঃ।
হরেৎ সর্ব্বশিরোরোগান্ বিরামে যদি সেবিতঃ॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র ও লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা এবং সেঁকো অর্দ্ধ তোলা একত্র ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ রতি পরিমিত বটিকা করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। এই বটিকা পীড়ার বিরাম-কালে জলাদির সহিত সেবন করিলে শিরোরোগের ধ্বংস হয়।

শিরোরোগে পথ্যাপথ্যনির্ণয়ঃ।

শালিং যবং মাংসরসং বার্ত্তাকুঞ্চ পটোলকম্।
দ্রাক্ষাদাড়িম্বখর্জ্জূরফলানি চ পয়স্তথা॥
নিশাপানং নদীস্নানং গন্ধদ্রব্যনিষেবণম্।
শিরোরোগেষু সর্ব্বেষু হিতমুক্তং যথাযথম্॥

শালিতণ্ডুল, যব, মাংসযূষ, বেগুন, পটোল, কিস্‌মিস্, দাড়িম, খেজূর, দুগ্ধ, নিশাপান অর্থাৎ রাত্রিশেষে জলপান। নদীস্নান ও গন্ধদ্রব্য সেবন এই সমুদায়, শিরঃপীড়ায় যথাযথ ব্যবস্থা করিবে।

দ্রব্যাণি চাতিতীক্ষ্ণানি দুর্জ্জরাণি চ যানি বা।
তান্যনিষ্টপ্রদান্যত্র তীক্ষ্ণাশ্চ নিখিলাঃ ক্রিয়াঃ॥

অতি তীক্ষ্ণ ও দুর্জ্জর দ্রব্য সমস্ত এবং সকল প্রকার উগ্রক্রিয়া ইহাতে অনিষ্টকর।

রসচন্দ্রিকা বটী।

ত্রৈলোক্যবিজয়াবীজং বীজমুন্মত্তকস্য চ।
কণ্টকারীবীজকঞ্চ ঐক্ষ্মলং বীজমেব চ॥

বীজঞ্চ বৃদ্ধদারস্য সমৌ গন্ধকপারদৌ।
আর্দ্রকৈর্বটিকা কার্য্যা কলায়পরিমাণতঃ।
এষা তোয়ানুপানেন প্রাতঃ খাদ্যা হিতাশিনা।
চিরজং সর্ব্বরোগঞ্চ সন্নিপাতং সুদারুণম্॥
আমবাতং শিরোরোগং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহম্।
গ্রহণীং শ্লীপদং হন্তি অন্ত্রবৃদ্ধিং ভগন্দরম্॥
কামলাং শোথপাণ্ডুত্বং পীনসার্শোগুদাময়ান্।
বটিকা চন্দ্রিকা নাম বাসুদেবেন ভাষিতা॥

সিদ্ধিবীজ, ধুস্তূরবীজ, কণ্টকারী-বীজ, হিজ্জলবীজ, বৃদ্ধদারকের বীজ এবং তুল্যাংশ পারদ ও গন্ধক একত্রিত করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। পরে কলায় পরিমিত বটিকা করিয়া উষ্ণজল অনুপানে প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন রোগ, সন্নিপাত, আমবাত, শিরোরোগ ও গ্রহণী প্রভৃতি শ্লোকোক্ত রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বাসুদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

চন্দ্রকান্তরসঃ।

মৃতসূতাভ্রকং তীক্ষ্ণং তাম্রং গন্ধং সমং সমম্।
স্নুহীক্ষীরৈর্দিনং মর্দ্যং ভক্ষয়েন্মাষমাত্রকম্॥
মধুনা মর্দ্দিতং সেব্যং লৌহপাত্রে দিনে দিনে।
সূর্য্যাবর্ত্তাদিকান্ হন্তি শিরোরোগান্ন সংশয়ঃ॥

রসসিন্দূর বা পারদ, অভ্র, লৌহ, তাম্র ও গন্ধক সমভাগ সিজের আঠায় মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। মধুর সহিত লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিবে। ১ সপ্তাহ সেবন করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মহালক্ষ্মীবিলাসঃ।

লৌহমভ্রং বিষং মুস্তং ফলত্রয়কটুত্রয়ম্।
ধুস্তূরং বৃদ্ধদারঞ্চ বীজমিন্দ্রাশনস্য চ॥
গোক্ষুরকদ্বয়ঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেব চ।
এতৎসর্ব্বং সমং গ্রাহ্যং রসে ধুস্তূরকস্য চ।
ভাবয়িত্বা বটী কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
মহালক্ষ্মীবিলাসোঽয়ং শিরোরোগবিনাশকঃ॥

লৌহ, অভ্র, বিষ, মুতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ধুতুরাবীজ, বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধিবীজ, স্বল্পপত্র ও বৃহৎপত্রভেদে দুইপ্রকার গোক্ষুর ও পিঁপুলমূল এই সকল দ্রব্য ধুতূরার রসে ভাবনা দিয়া এক রতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা শিরোরোগ নিবারক।

মিহিরোদয়বটী।

লৌহমভ্রং সুবর্ণঞ্চ বিদ্রুমং রাজপট্টকম্।
সর্ব্বং সমং প্রদাতব্যং সিন্দূরঞ্চ দ্বিভাগিকম্॥
এরণ্ডমূলজেনৈব রসেন পরিভাবয়েৎ।
ক্বাথৈস্তথা জটামাংস্যা বটী রক্তিদ্বয়াত্মিকা॥
পথ্যাপয়োঽনুপানেন বটীয়ং মিহিরোদয়া।
অর্দ্ধাবভেদকং হন্তি পীতা বাতমনস্তকম্॥
সূর্য্যাবর্ত্তং তথা শঙ্খকৈকজঞ্চ দ্বিদোষজম্।
ত্রিদোষজংশিরোরোগংসাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥

লৌহ, অভ্র, সুবর্ণ, প্রবাল, রাজপট্ট, প্রত্যেক ১ তোলা, রসসিন্দূর ২ তোলা, এরণ্ডমূলের রসে ও জটামাংসীর ক্বাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে। অনুপান হরীতকী ভিজান জল। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং শিরোরোগাধিকারঃ।

শীর্ষাম্বুরোগাধিকারঃ।

ভেষজং রেচনং যচ্চ যচ্চ মূত্রস্য প্রবর্ত্তকম্।
রক্তদোষহরং যচ্চ তচ্ছীর্ষাম্বুগদে শুভম্॥

শীর্ষাম্বুরোগে বিরেচক, মূত্রকারক এবং রক্তদোষনাশক ঔষধ প্রযোজ্য।

মুণ্ডয়িত্বা শিরস্তচ্চ ছাদয়েদুষ্ণবাসসা।
পায়য়েন্নারিকেলস্য স্নেহঞ্চাপি নিরন্তরম্।

রোগীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া সর্ব্বদা উষ্ণবস্ত্র দ্বারা প্রাবৃত করিয়া রাখিবে। প্রত্যহ নারিকেলতৈল পানে এই পীড়ার উপশম হইতে পারে।

সেবয়েদ্রসচূর্ণঞ্চ স্তোকমাত্রং বিচক্ষণঃ।

এই পীড়ায় রসচূর্ণ সেবন দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। ইহা দিবসে অল্পমাত্রায় ২।৩ বার প্রয়োজ্য।

পীতমূলীং ত্রিবৃচ্ছ্যামে পথ্যামামলকীং শটীম্।
অনন্তাং মধুকং মুস্তাং ধন্যাকং কটুরোহিণীম্॥
হরিদ্রে দ্বে ত্রিজাতঞ্চ ক্বাথয়িত্বা যথাবিধি।
যবক্ষারেণ সহিতং পায়য়েদস্য শান্তয়ে।

রেউচিনি, তেউড়ীমূল, শ্যামালতা, হরীতকী, আমলা, শটী, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, মুতা, ধন্যা, কটুকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুড়ত্বক্, এলাইচ ও তেজপত্র ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে এই পীড়ার শান্তি হয়।

সলিলশোষণং চূর্ণম্।

রসচূর্ণং যবক্ষারং পীতমূলীং ত্রিজাতকম্।
ভার্গীমেলাং তথা লঘ্বীমভয়ামিন্দ্রবারুণীম্॥
সমাংশেন প্রগৃহ্যাথ প্রযুঞ্জ্যাৎ পয়সা সহ।
শীর্ষাম্বে তন্নিরাকুর্য্যাচ্চূর্ণং সলিলশোষণম্॥

রসচূর্ণ, যবক্ষার, রেউচিনি, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, বড়এলাইচ, ছোটএলাইচ, বামনহাটী ও রাখালশসারমূল প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ। উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রতি হইতে ৬ রতি। জল বা দুগ্ধের সহিত সেবনীয়।

কুঙ্কুমাদ্যং ঘৃতম্।

কুঙ্কুমং শারিবাং দ্রাক্ষাং জীবন্তীমভয়াং বিড়ম্।
পত্রং পটোলমূলঞ্চ সর্পিষা পাচয়েদ্ভিষক্।
অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত বীক্ষ্য ব্যাধের্বলাবলম্।
সর্ব্বান্ শীর্ষগদান্ হন্যাৎ কুঙ্কুমাদ্যমিদং ঘৃতম্॥

গব্যঘৃত ১ সের। কল্কার্থ কুঙ্কুম, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, জীবন্তী, হরীতকী, বিটলবণ, তেজপত্র ও পটোলমূল প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ জল ৪ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে সকলপ্রকার শিরোরোগের শান্তি হয়।

রসতৈলম্।

ধুস্তূরং ধাতকীং মূর্ব্বাং মধুকং মধুকং বিড়ম্।
নাগরং নীলিনীং কৃষ্ণাং কটুফলং কটুকং জলম্॥
শাণমানেন বিক্ষিপ্য কটুতৈলশরাবকে।
সংবৃতে মৃণ্ময়ে ভাণ্ডে নিশাঃ সপ্ত চ যাপয়েৎ।
ততঃ কল্কান্ বিনির্হৃত্য কজ্জলীমর্দ্ধকার্ষিকম্।
তত্র সংমিশ্র্য শিরসি মুণ্ডিতে তৎ প্রয়োজয়েৎ॥
রসতৈলমিদং হন্যাৎ শীর্ষাম্বাশু ন সংশয়ঃ।
ব্যাধিতানাং হিতার্থায় হরেণৈতৎ সমীরিতম্॥

১ সের সর্ষপতৈলে ধুতূরাবীজ, ধাইফুল, মুর্ব্বামূল, মৌলছাল, যষ্টিমধু, বিট্‌লবণ, শুঁঠ, নীলমূল, পিঁপুল, কট্‌ফল, কট্‌কী ও বালা প্রত্যেক অৰ্দ্ধ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আবৃত মৃদ্ভাণ্ডে ৭ দিবস রাখিবে। পরে কল্ক সকল ফেলিয়া দিয়া ঐ তৈলে কজ্জলী এক তোলা মিশ্রিত করিবে। রোগীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া এই তৈল লেপন করিলে শীর্ষাম্বুরোগের শান্তি হয়।

বহ্নিভাস্করো রসঃ।

স্বর্ণমভ্রং বৈক্রান্তং রজতং শাণমানকম্।
লৌহং রসং গন্ধকঞ্চ মাক্ষিকং কর্ষসম্মিতম্॥
রক্তচিত্রকতোয়েন তথা ব্রাহ্ম্যা রসেন চ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ সম্ভাব্য কুর্য্যাদ্বল্লমিতা বটীঃ॥
রসোঽয়ং সর্ব্বথা হন্তি মস্তিষ্কোদকমাশু চ।
অন্যাংশ্চ শিরসো রোগান্ বহ্নিস্তৃণগণানিব॥
বহ্নিবদ্ভাসতে যস্মাদ্বীর্য্যেণৈব রসোত্তমঃ।
খ্যাতঃ পৃথ্বীতলে তস্মাদাখ্যয়া বহ্নিভাস্করঃ॥
(মস্তিষ্কোদকং শীর্ষাম্বু।)

স্বর্ণ, অভ্র, বৈক্রান্ত ও রৌপ্য প্রত্যেক অৰ্দ্ধ তোলা, লৌহ, পারদ, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ২ তোলা এই সমুদায় চিতামূলের এবং ব্রাহ্মী-শাকের রসে ২১ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে শীর্ষাম্বু এবং অন্যান্য শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

শস্ত্রপ্রয়োগঃ।

নৈবং শান্তিঙ্গতে ব্যাধৌ মস্তিষ্কাৎ সলিলং হরেৎ।
ত্রিকূর্চ্চকেন শস্ত্রেণ যত্নতঃ কুশলো ভিষক্॥

এই সমুদায় ক্রিয়া নিষ্ফল হইলে অতি ক্ষুদ্র ত্রিকূর্চ্চক শস্ত্র দ্বারা মস্তক বিদ্ধ করিয়া মস্তিষ্ক হইতে জল বহির্গত করিবে। এই উপায় সর্ব্বশেষে অবলম্বনীয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ।

লঘু পুষ্টিকরং সর্ব্বং পানমন্নং রসঞ্চ যৎ।
মস্তিষ্কাম্বুনি তৎপথ্যং বিপরীতং হিতায় ন॥

এই পীড়ায় লঘু, পুষ্টিকারক ও সারক অন্নপানীয় পথ্য, ইহার বিপরীত অহিতজনক।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং শীর্ষাম্বুরোগাধিকারঃ।

মস্তিষ্করোগাধিকারঃ।

তত্রাদৌ মস্তিষ্কবেপনচিকিৎসা—

মনঃস্থৈর্য্যকরং কর্ম্ম কার্য্যং মস্তিষ্কবেপনে।
শিরস্যত্যুষ্ণেঽতিশীতেন তোয়েন সেচনং হিতম্॥

মস্তিষ্কবেপনরোগে মনের স্থৈর্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। মস্তক অতি উষ্ণ হইলে উহাতে সুশীতল জল সেচন করিবে।

মস্তিষ্কবেপনধ্বংসি দন্তীস্নেহেন রেচনম্॥

এই পীড়ায় জয়পালের তৈল সেবন করাইয়া বিরেচন করিলে উপকার দর্শে।

বিশেষতঃ মূর্চ্ছাবস্থায় এই তৈল ২।৩ বিন্দু পরিমাণে জিহ্বায় লাগাইয়া দিলে বিরেচন হইয়া পীড়ার আরাম হয়।

সজ্বলা বললাভায় মৃতসঞ্জীবনী সুধা।
প্রয়োক্তব্যা যথামাত্রং বল্যমন্যচ্চ ভেষজম্॥

বললাভার্থ সজল মৃতসঞ্জীবনী সুধা এবং অন্যান্য বলকারক ঔষধ প্রয়োজ্য।

বহ্ন্যুষ্মণা হরেচ্ছৈত্যমঙ্গানাং কুশলো ভিষক্।

শরীর শীতল হইলে অগ্নিসন্তাপ দ্বারা তাহার নিবারণ চেষ্টা করিবে।

ত্রিবৃতাং স্বর্ণপত্রীঞ্চ মুস্তকং মধুকং বলাম্।
হরিদ্রে দ্বে নাগরঞ্চ ত্রিফলাং কটুরোহিণীম্।
ক্বাথয়িত্বা প্রয়োক্তব্যং শীর্ষবেপনশান্তয়ে॥

তেউড়ীমূল, সোনামুখী, মুতা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শুঁঠ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও কটকী ইহাদের ক্বাথপানে মস্তিষ্ককম্প পীড়ার শান্তি হয়।

বলাক্বাথেন সিন্দূরং শীর্ষবেপথুনাশনম্॥

বেড়েলার ক্বাথের সহিত রসসিন্দূর সেবন করিলে মস্তককম্প নিবারণ হয়।

বাতব্যাধিহরং সর্ব্বং ভেষজং তস্য শান্তিকৃৎ॥

ইহাতে বিবেচনামত বাতব্যাধিনাশক সমস্ত ঔষধই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অমৃতাদিমণ্ডূরম্।

অমৃতা নিম্বভূনিম্বৌ বৃহতী বিশ্বভেষজম্।
রজন্যৌ মধুকং মূর্ব্বা মঞ্জিষ্ঠা মদভঞ্জিনী॥
তোয়াধিবাসিনী তোয়পিপ্পলী তোয়ধিপ্রিয়ম্।
এতানি সমভাগানি মণ্ডূরং দ্বিগুণং ততঃ॥
কিট্টাদষ্টগুণে মূত্রে পক্তেমানি যথাবিধি।
উড়ুম্বরপ্রমাণেন প্রযুঞ্জ্যান্মধুনা সহ॥
মস্তিষ্করোগানখিলান্ বাতপিত্তকফৈঃ কৃতান্।
বিনিহন্ত্যান্ন সন্দেহো মণ্ডূরমমৃতাদিকম্॥

শোধিত মণ্ডূর ২৮ তোলা। পাকার্থ গোমূত্র ২৮ পল। আসন্নপাকে গুলঞ্চ, নিমছাল, চিরাতা, বৃহতী, শুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, মূর্ব্বামূল, মঞ্জিষ্ঠা, শতমূলী, পারুলছাল, কাঁচড়া ও লবঙ্গ, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। ডুমুরফল প্রমাণ মাত্রায় মধুর সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে মস্তিষ্কজাত রোগসমূহের ধ্বংস হইয়া থাকে।

অভয়াদিগুগ্‌গুলুঃ।

অভয়ামলকী দ্রাক্ষাঃ শতাহ্বাং ব্রহ্মযষ্টিকাম্।
শারিবাদ্বয় মঞ্জিষ্ঠা নিশা দারুনিশা বচাঃ॥
শিথিলং বাসসা বদ্ধং গুগ্‌গুলুঞ্চাষ্টমুষ্টিকম্।
সার্দ্ধদ্রোণে জলে পক্বা পদে শিষ্টেঽবতারয়েৎ॥
ততস্তং গুগ্‌গুলুং তস্মিন্ ক্বাথতোয়ে পুনঃ পচেৎ।
সিদ্ধপ্রায়ে ক্ষিপেৎ পাকে মুশলীং মধুকং মুরাম্॥
চাতুর্জাতং বিড়ঙ্গঞ্চ দেবপুষ্পং দুরালভাম্।
ত্রিবৃতাং ত্রায়মাণাঞ্চ ত্র্যষণঞ্চ পলোন্মিতম্॥
অভয়াদিরসৌ হন্তি গুগ্‌গুলুঃ স্নায়ুসম্ভবান্।
মাস্তিষ্কানপি রোগাংশ্চ মধুনা সহ সেবিতঃ॥

হরীতকী, আমলা, দ্রাক্ষা, শুল্‌ফা, বামনহাটী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও বচ প্রত্যেক ৮ পল ও শিথিল পোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুল ৮ পল, পাকার্থ জল ৯৬ সের, শেষ

২৪ সের। ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে ঐ গুগ্‌গুল গুলিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। আসন্নপাকে তালমূলী, যষ্টি-মধু, মুরামাংসী, গুড়ত্বক্. এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বিড়ঙ্গ, লবঙ্গ, দুরালভা, তেউড়ীমূল, বলাডুমুর, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক সমাপ্ত করিবে। ১ মাষা পরিমাণে মধুর সহিত সেবনীয়। ইহার দ্বারা মস্তিষ্কজ ও স্নায়ুসম্ভূত বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

পঞ্চামৃতলৌহগুগ্‌গুলুঃ।

রস গন্ধক তারাভ্র মাক্ষিকাণাং পলং পলম্।
লৌহস্য দ্বিপলঞ্চাপি গুগ্‌গুলোঃ পলসপ্তকম্।
মর্দ্দয়েদায়সে পাত্রে দণ্ডেনাপ্যায়সেন চ।
কটুতৈলসমাযোগাদ্ যামদ্বয়মতন্দ্রিতঃ।
মাষমাত্রপ্রয়োগেণ গদা মস্তিষ্কসম্ভবাঃ।
স্নায়ুজা বাতজাশ্চাপি বিনশ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
যং পঞ্চামৃতলৌহাখ্যো গুগ্‌গুলুর্ন হরেদ্ গদম্।
নাসৌ সঞ্জায়তে দেহে মনুজানাং কদাচন।

পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ১ পল, লৌহ ২ পল এবং গুগ্‌গুল ৭ পল এই সমুদায় লৌহখলে লৌহদণ্ড দ্বারা কটুতৈলের সহিত ২ প্রহর অনবরত মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ মাষা। অনুপান জল। ইহা সেবন করিলে মস্তিষ্করোগ, স্নায়ুরোগ এবং বাতব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

বিল্বাদিচূর্ণম্।

বিল্বং মুস্তকমেলাঞ্চ চন্দনং রক্তচন্দনম্॥
যমানীমজমোদাঞ্চ ত্রিবৃতাং চিত্রকং বিড়ম্।
অশ্বগন্ধাং বলাং কৃষ্ণাং তুগাক্ষীরীং শিলাজতু।
সঞ্চূর্ণ্য পয়সা সার্দ্ধং প্রযুঞ্জ্যাৎ কাঞ্জিকেন বা।
সেবনাদস্য মস্তিষ্কা গদা স্নায়বিকা অপি।
পলায়ন্তে সুদূরং হি তার্ক্ষ্যত্রস্তা যথাহয়ঃ॥

বেলশুঁঠ, মুতা, এলাইচ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, যমানী, বনযমানী, তেউড়ী, চিতামূল, বিট্‌লবণ, অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, পিঁপুল, বংশলোচন ও শিলাজতু প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ মাষা হইতে ২ মাষা পর্য্যন্ত। অনুপান জল বা কাঁজি। ইহা সেবন করিলে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুযন্ত্রের বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

ত্রিবৃতাদিমোদকম্।

ত্রিবৃতামমৃতাং দ্রাক্ষাং জাতীকোষফলেঽভয়াম।
জীবন্তীং মধুকং শ্যামামনন্তামিন্দ্রবারুণীম্॥
অব্দমিন্দীবরং বহ্নিং মধুকং মাগধীং মুরাম্।
চবিকাং চোরপুষ্পীঞ্চ চন্দ্রশূরঞ্চ চন্দ্রিকাম্॥
চূর্ণাজ্যিমাণাং বিজয়াং শুদ্ধাংবীজবিবর্জ্জিতাম্।
সিতাং সর্ব্বদ্বিগুণিতাং নিকুম্ভেন্ধনবহ্নিনা।
যথাশাস্ত্রং ভিষক্ পক্কা মোদকং পরিকল্প্য চ।
প্রযুঞ্জ্যাৎ পয়সোষ্ণেন সায়াহ্নে শাণমাত্রয়া।
মস্তিষ্কে দারুণে রোগে স্নায়ব্যে মারুতোদ্ভবে।
পিত্তজে কফজে চাপি গ্রহণ্যাং বিকৃতেঽনলে।
ক্লীবতায়াং জ্বরে জীর্ণে দুষ্টে রজসি রেতসি।
প্রয়োজ্যং দেবদেবোক্তং মোদকং ত্রিবৃতাদিকম্।

তেউড়ীমূলের ছাল, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, জয়িত্রী, জায়ফল, হরীতকী, জীবন্তী,

যষ্টিমধু, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রাখালশসার মূল, মুতা, নীলসুঁদির মূল, চিতামূল, মউলছাল, পিঁপুল, একাঙ্গী, চঁই, চোরকাঁচকি, হালিম ও এলাইচ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, চূর্ণসমষ্টির সিকি সিদ্ধি এবং সর্ব্বদ্বিগুণ চিনি। দন্তীকাষ্ঠের অগ্নিতে যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। অগ্রে সিদ্ধিকে নির্ব্বীজ ও দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক। এই মোদকের মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। সায়ংকালে উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহার দ্বারা মস্তিষ্করোগাদি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

বৃহদ্ধাত্রীঘৃতম্।

ধাত্রীফলস্য শাল্মল্যা বৃহত্যা বাসকস্য চ।
শতাবর্য্যা বিদার্য্যাশ্চ প্রস্থমানেন চাম্ভসা ॥
কল্কৈঃ করিকণা কৃষ্ণা কক্কোলক কসেরুভিঃ।
খলিনীখদিরাভ্যাঞ্চ খণ্ডিকেন চ খণ্ডিনা ॥
গদাগদাভ্যাং গন্ধেন গোস্তন্যা গোপকন্যয়া।
ঘনাঘনাঘনাভ্যাঞ্চ ঘনাঘনঘনস্বনৈঃ ॥
পয়সা চ পয়স্বিন্যাঃ পক্কা প্রস্থমিতং ঘৃতম্।
প্রযুঞ্জ্যাৎ পয়সোষ্ণেন প্রাতরক্ষপ্রমাণতঃ ॥
মস্তিষ্কানখিলান্ ব্যাধীন্ স্নায়ুদোষসমুদ্ভবান্।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং ক্লৈব্যং কাসশ্বাসানিলাময়ান্ ॥
উন্মাদঞ্চ ভ্রমং মূর্চ্ছাং ধাত্রীঘৃতমিদং মহৎ।
সপ্তাহমভ্যবহৃতং নিরাকুর্য্যান্ন সংশয়ঃ ॥

গব্যঘৃত ৪ সের। আমলকী, শিমুলমূল, বৃহতী, বাসকছাল, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড প্রত্যেক রস ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ গজপিঁপুল, পিঁপুল, কাঁকলা, কেশুর, তালমূলী, খদিরকাষ্ঠ, মটরকলাই, বনমুগ, পারুলছাল, কুড়, সজিনাছাল, দ্রাক্ষা, অনন্তমূল, কাকমাচী, মুতা, মাষাণী, দারুচিনি ও চাঁপানটের মূল মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। কিঞ্চিৎ উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসম্বন্ধীয় বিবিধ পীড়া, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, ক্লীবত্ব, কাস, শ্বাস, বাতব্যাধি, উন্মাদ, ভ্রম ও মূর্চ্ছা এই সকল রোগের ধ্বংস হয়।

লক্ষ্মীবিলাসতৈলম্।

শতাবর্য্যা বিদার্য্যাশ্চ কদল্যা গোক্ষুরস্য চ।
নারিকেলস্য ধাত্র্যাশ্চ কুষ্মাণ্ডস্যাম্বুনা পৃথক্ ॥
মস্তুনা কাঞ্জিকেনাপি লাক্ষায়াঃ সলিলেন চ।
ছাগেন পয়সা কল্কৈঃ শটী চম্পক মুস্তকৈঃ ॥
বলা বিল্বাশ্বগন্ধাভির্বৃহত্যা বাসকেন চ।
চন্দনদ্বয় মঞ্জিষ্ঠা শ্যামানন্তা নিশাযুগৈঃ ॥
মধুকেন মধুকেন পদ্মকোৎপলবালকৈঃ।
যমান্যা চ প্রসারণ্যা গন্ধদ্রব্যৈস্তথাখিলৈঃ ॥
একাদশ্যাং পূজয়িত্বা লক্ষ্মীনারায়ণৌ শুচিঃ।
তৈলং তিলসমুদ্ভূতং পচেন্মৌনী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
মস্তিষ্কস্নায়ুজান্ ঘোরগদান্মেহাংশ্চ বিংশতিম্।
বাতব্যাধীনশেষাংশ্চ মূর্চ্ছোন্মাদাবপস্মৃতিম্ ॥
গ্রহণীং পাণ্ডুতাং শোষং ক্লীবতাং বাতশোণিতম্।
মূঢ়গর্ভং রজোদোষং দোষং শুক্রগতং তথা ॥
তৈলং লক্ষ্মীবিলাসাখ্যং নাশয়িত্বাশু বৈ বলম্।
পুষ্টিং কান্তিং ধৃতিং মেধাং জনয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥

তিলতৈল ৪ সের। শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কদলী, গোক্ষুর ও আমলকী ইহাদের প্রত্যেকের রস ৪ সের, নারিকেলজল, কুমুড়ার জল, দধির মাত,

কাঁজি, লাক্ষার জল ও ছাগদুগ্ধ প্রত্যেক ৪ সের। কল্কার্থ শটী, চাঁপাফুল, মুতা, বেড়েলা, বেলছাল, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, বাসকছাল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, মউলফুল, পদ্মকাষ্ঠ, সুঁদিমূল, বালা, যমানী ও গন্ধভাদুলিয়া মিলিত ১ সের। কল্কপাকান্তে যথাবিধি গন্ধপাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসম্বন্ধীয় বিবিধ রোগ, প্রমেহ, বাতব্যাধি, মূর্চ্ছা, উন্মাদ, অপস্মার, গ্রহণী, পাণ্ডুতা, শোষ, ক্লৈব্য, বাতরক্ত, মূঢ়গর্ভ, রজোদোষ ও শুক্রদোষ এই সকলের শান্তি হইয়া বল, পুষ্টি, কান্তি, ধৃতি ও মেধা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

চন্দনাদিক্কাথঃ।

চন্দনদ্বিতয়ং মূর্ব্বা শ্যামাদ্বন্দ্বং নিশাদ্বয়ম্।
লাক্ষা বাংশী গৈরিকঞ্চ জীবন্তী মধুকং বরী।
বাজিগন্ধা বচা কৃষ্ণা কাকোলী জীবকর্ষভৌ।
ক্কাথ মেষাং পিবেৎ প্রাতর্মস্তিষ্কহ্রাসশান্তয়ে।

শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মূর্ব্বামূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লাক্ষা, বংশলোচন, গেরিমাটী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, বচ, পিঁপুল, কাকোলী, জীবক ও ঋষভক ইহাদের ক্কাথ মস্তিষ্কহ্রাসরোগে উপকারক।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং মস্তিষ্করোগাধিকারঃ।

অংশুঘাতাধিকারঃ।

অংশুঘাতে বিধিঃ।

অঙ্গাবরণবাসাংসি দূরে নিক্ষিপ্য যত্নতঃ।
প্রচ্ছায়ে প্রবহদ্বাতে গন্ধাঢ্যে মনসঃ প্রিয়ে।
বিবিক্তে ব্যক্তনভসি বিহঙ্গগণনাদিতে।
শায়য়েৎ সুখশয্যায়ামংশুঘাতিনমঞ্জসা।
ততস্তস্য হরেৎ খেদং তালবৃন্তভবানিলৈঃ।
শীতাম্বুসেকং কুর্য্যাচ্চ চন্দনাম্বু চ পায়য়েৎ।
নাধিকং পায়য়েদম্বু সহসা কুশলো ভিষক্।
আচ্ছাদয়েৎ সর্ব্বমঙ্গং শীততোয়ার্দ্রবাসসা।

অংশুঘাতরোগাক্রান্ত ব্যক্তির অঙ্গের বস্ত্র সকল ঝটিতি দূরে নিক্ষেপ করিয়া ছায়াযুক্ত, বায়ুপ্রবাহবিশিষ্ট সুগন্ধব্যাপ্ত, চিত্ততৃপ্তিকর, জনতারহিত, বিহঙ্গরব শ্রবণযোগ্য আকাশপ্রকাশ স্থানে শয়ন করাইয়া সর্ব্বদা তালবৃন্ত ব্যজন এবং শীতলজল সেচন করিবে। চন্দনমিশ্রিত জল মুহুর্মুহুঃ অল্প অল্প পান করিতে দিবে। রোগী তৃষ্ণায় কাতর হইয়া অতি ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিলেও তাহাকে সহসা অধিক জল পান করিতে দিবে না, তাহাতে বিপদ্ সম্ভাবনা জানিবে। অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ দেওয়াই কর্ত্তব্য। শীতল জলে বস্ত্র ভিজাইয়া তদ্দারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবগুণ্ঠিত করিয়া রাখিবে।

সহস্রধারয়া স্নানমংশুঘাতগদাপহম্।

সহস্রধারায় স্নান করাইলে এই পীড়ার শান্তি হয়।

দন্ত্যান্তবেন তৈলেন রেচনং হিতমুচ্যতে।

এই পীড়ায় জয়পালের তৈল সেবন করাইয়া বিরেচন করাইবে।

অত্যুষ্ণেনাম্ভসা সিক্তং বস্ত্রমূর্ণাময়ং পৃথু।
ততো নিষ্পীড়িতোরঞ্চ শ্রীবাসপৃষতাবৃতম্॥
উষ্ণমেব চ ঘাটায়াং নিধায়ান্যেন বাসসা।
শুষ্কেন বাপি কদলীদলৈর্নাতিদৃঢ়ং তমঃ॥
বদ্ধাতিদাহং যাবচ্চ সংরক্ষেদতিযত্নতঃ।
অনেন বিধিনা মূর্চ্ছা নশ্যত্যেব হি সত্বরম্॥

এই পীড়ায় মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে তন্নিবারণার্থ নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া করিবে। যথা ঊর্ণানির্ম্মিত একখণ্ড স্থূলবস্ত্র অত্যুষ্ণ জলে সিক্ত করিয়া ঐ জল নিঙ্‌ড়াইয়া তাহাতে বহু পরিমাণে টার্পিণতৈলের ছিটা দিয়া গ্রীবাদেশে স্থাপিত করিয়া একখণ্ড অন্য শুষ্কবস্ত্র বা কদলীপত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বন্ধিয়া রাখিবে। রোগী যখন জ্বালায় অস্থির হইবে, তখন খুলিয়া দিবে। এই প্রক্রিয়ায় মূর্চ্ছা নিবারণ হয়।

অঙ্গানামুষ্মণো নাশে ধমন্যাশ্চ ব্যতিক্রমে।
স্বেদো বিধেয়ো যোজ্যা চ মৃতসঞ্জীবনী সুধা॥

দেহের উষ্ণতার হ্রাস এবং নাড়ীর ব্যতিক্রম হইলে স্বেদপ্রদান কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় মৃতসঞ্জীবনী সুধা প্রয়োজ্য।

অংশুঘাতে প্রকর্ত্তব্যো বিধির্মূর্চ্ছানিসূদনঃ।

অংশুঘাত পীড়ায় মূর্চ্ছারোগোক্ত চিকিৎসা করিবে।

রত্নেশ্বরো রসঃ।

বজ্রং বৈক্রান্তমভ্রঞ্চ সিন্দূরমপি মাক্ষিকম্।
মৌক্তিকং হেম রৌপ্যঞ্চ সমমিক্ষুজবারিণা॥
শতাবরীরসেনাপি বিদার্য্যাঃ স্বরসেন চ।
বিভাব্য বটিকাঃ কুর্য্যাদ্রক্তিকাপ্রমিতা ভিষক্॥
ত্রিফলাজলযোগেন রসো রত্নেশ্বরো হরেৎ।
মস্তিষ্কস্নায়ুজান্ ব্যাধীনংশুঘাতং বিশেষতঃ॥

হীরক, বৈক্রান্ত, অভ্র, রসসিন্দূর, স্বর্ণমাক্ষিক, মুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রত্যেক সমভাগ। ইক্ষু, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের সের পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ত্রিফলার জল। ইহার দ্বারা মস্তিষ্করোগ, স্নায়ুরোগ বিশেষতঃ অংশুঘাত রোগ শীঘ্র নিবারিত হয়।

মহাশিশিরপানকম্।

শর্করা দ্বিপলোন্মানা চন্দনঞ্চার্দ্ধিকার্ষিকম্।
জম্বীরজশ্চ পলিকো রসো বর্য্যাশ্চ তৎসমঃ॥
শাণঞ্চ মধুরীতৈলং প্রস্থার্দ্ধপ্রমিতেঽম্ভসি।
মিশ্রয়িত্বা সমালোড্য স্তোকং স্তোকং মুহুর্মুহুঃ॥
অংশুঘাতগদাক্রান্তং পায়য়েৎ সুখদং হি তৎ।
মহাশিশিরনামেদং পানকং হরিণোদিতম্॥

চিনি ২ পল, ঘৃষ্টচন্দন ১ তোলা, গোঁড়ালেবুর রস ১ পল এবং মৌরীর তৈল অর্দ্ধ তোলা, এই সমুদায় ২ সের জলে উত্তমরূপে মিশ্রিত ও বিলোড়িত করিয়া মুহুর্মুহুঃ অল্প অল্প পান করাইলে অংশুঘাত পীড়ার শান্তি হয়।

তত্র মিথ্যাহারাদৌ দোষাঃ।

অংশুঘাতে নিবৃত্তেঽপি মিথ্যাহারবিহারিণঃ।
অপস্মারাদয়ঃ প্রায়ো জায়ন্তে বহবো গদাঃ।
তস্মাত্তোঽহতো হিতং নিত্যং সেবেতাবললাভতঃ।
মনঃপ্রীতিপ্রদং কর্ম্ম বিদধীত নিরন্তরম্।

অংশুঘাতপীড়া নিবৃত্তি হইলেও অনুচিত আহারবিহারাদি দ্বারা অপস্মার প্রভৃতি বহুব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব উহার উপশমের পরও যাবৎ না সম্যক্ বললাভ হয়, তাবৎ নিত্য হিতসেবন এবং মনের প্রীতিজনক কর্ম্মের আচরণ করিবে।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামংশুঘাতাধিকারঃ।

স্ত্রীরোগাধিকারঃ।

তত্রাদৌ প্রদরচিকিৎসা—

দধ্না সৌবর্চ্চলাজাজী মধুকং নীলমুৎপলম্।
পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতং নারী বাতাসৃগ্দরপীড়িতা॥

দধি ৬ তোলা, সচললবণ ১ মাষা, কেলেজীরা ২ মাষা, যষ্টিমধু ২ মাষা, নীলোৎপল ২ মাষা ও মধু ৪ মাষা এই সমুদায় একত্র ভক্ষণ করিলে বায়ুজনিত প্রদরের উপশম হয়।

বাসকস্বরসং পিত্তে গুড়ূচ্যা রসমেব চ॥

পৈত্তিক প্রদরে বাসক বা গুলঞ্চের রস পান করিলে উপকার দর্শে।

পিবেদৈণেয়কং রক্তং শর্করা মধু সংযুতম্॥

এণের (হরিণ বিশেষের) রক্ত ১ পল, চিনি ও মধু ২ মাষা এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবনীয়।

কুশমূলং সমুদ্ধৃত্য পেষয়েত্তণ্ডুলাম্বুনা।
এতৎ পীত্বা ত্র্যহান্নারী প্রদরাৎ পরিমুচ্যতে॥

কুশমূল তণ্ডুলোদকে বাঁটিয়া ৩ দিন সেবন করিলে প্রদররোগ নিবারিত হয়।

দার্ব্ব্যাদিকাথঃ।

দার্ব্বী রসাঞ্জন বৃষাব্দ কিরাত বিল্ব-
ভল্লাত কৈরবকৃতো মধুনা কষায়ঃ।
পীতো জয়ত্যতিবলং প্রদরং সশূলং
পীতাসিতারুণবিলোহিতনীলশুক্লম্।

দারুহরিদ্রা, রসোত, বাসকমূলের ছাল, মুতা, চিরাতা, বেলশুঁঠ, ভেলার মুটী ও সুঁদি মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু। এই ক্বাথ পান করিলে প্রদররোগ উপশমিত হয়। ভেলা অসহ্য হইলে তৎপরিবর্ত্তে রক্তচন্দন প্রয়োজ্য।

প্রদরহরা যোগাঃ।

অশোকবল্কলক্বাথশৃতং দুগ্ধং সুশীতলম্।
যথাবলং পিবেৎ প্রাতস্তীব্রাসৃগ্দরনাশনম্।

অশোকমূলের ছাল ২ তোলা, দুগ্ধ ৷৷০ পোয়া ও জল ১ সের একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ নামাইয়া পান করিলে প্রবল প্রদর রোগ নিবারিত হয়।

ক্ষৌদ্রযুক্তং ফলরসমুড়ুম্বরভবং পিবেৎ।
অসৃগ্দরবিনাশায় সশর্করপয়োঽন্নভুক্।

মধুর সহিত যজ্ঞডুমুর ফলের রস পান এবং চিনি ও দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিলে প্রদরের উপশম হয়।

প্রদরং হস্তি বলায়া মূলং দুগ্ধেন সংযুতং পীতম্।
কুশবাট্যালকমূলং তণ্ডুলসলিলেন রক্তাখ্যম্॥

বেড়েলার মূল ছাগদুগ্ধের সহিত অথবা কুশ ও বেড়েলা এই উভয়ের মূল তণ্ডুলজলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে প্রদর উপশমিত হয়।

গুড়েন বদরীচূর্ণমসৃগ্দরবিনাশনম্।

কুলশুঁঠচূর্ণ গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে প্রদরের শান্তি হয়।

গুড়েন বদরীচূর্ণং মোচমামং তথা পয়ঃ।
পীতা লাক্ষা চ সঘৃতা পৃথক্ প্রদরনাশনম্॥

গুড়ের সহিত কুলশুঁঠচূর্ণ, মোচরস ও কাঁচা দুগ্ধ অথবা ঘৃতের সহিত লাক্ষা সেবন করিলে প্রদর নষ্ট হয়।

রক্তপিত্তবিধানেন প্রদরাংশ্চাপ্যুপাচরেৎ।
রক্তাতিসারবচ্চাথ রক্তার্শোবত্তথৈব চ।
অসৃগ্দরে বিশেষেণ কুটজাষ্টক ইষ্যতে।

প্রদররোগে রক্তপিত্ত, রক্তাতিসার এবং রক্তার্শের ন্যায় চিকিৎসা করিবে, ইহাতে কুটজাষ্টক বিশেষ উপকারী।

রোহীতকমূলকল্কং পাণ্ডুরেঽসৃগ্দরে পিবেৎ।
জলেনামলকীবীজকল্কং বা সসিতা মধু॥

রোহিতক বৃক্ষের মূল বাঁটিয়া জলের সহিত অথবা আমলকীবীজ চিনি ও মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে পাণ্ডু প্রদর উপশমিত হয়।

ধাতক্যাশ্চাক্ষমাত্রং বা চামলক্যা মধুদ্রবম্।
কাকজাম্বুকমূলং বা মূলং কার্পাসমেব বা।
পাণ্ডুপ্রদরশান্ত্যর্থং পিবেত্তণ্ডুলবারিণা।

পাণ্ডু প্রদরে ধাইফুল বা আমলকী-চূর্ণ ২ তোলা মধুর সহিত এবং কাক-জঙ্ঘা বা কার্পাসের মূল তণ্ডুলোদকের সহিত ভক্ষণ করিলে উপকার দর্শে।

শর্করা মধুকং শুণ্ঠী তৈলং দধি চ তৎসমম্।
খজেন মথিতং পীতং হন্ত্যাদ্বাতোত্থিতং রজঃ।

চিনি, যষ্টিমধু, শুঁঠ, তিলতৈল ও দধি এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিবে। ইহা পান করিলে বাত-প্রদর উপশমিত হয়।

ধাত্রীরসং সিতাযুক্তং যোনিদাহাপহং পিবেৎ।

চিনির সহিত আমলকীর রস পান করিলে যোনিদাহ নিবারণ হয়।

ভূম্যামলকীচূর্ণঞ্চ পীতং তণ্ডুলবারিণা।
দিনত্রয়ান্তরেণৈব স্ত্রীরোগং নাশয়েদ্ধ্রুবম্।

ভূম্যামলকীচূর্ণ তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে সত্বর স্ত্রীরোগ নষ্ট হয়।

তত্রাতিরজঃস্রুতৌ বিধিঃ।

ধাত্র্যাদিচূর্ণম্।

ধাত্রীঞ্চ পথ্যাঞ্চ রসাঞ্জনঞ্চ
কৃত্বা বিচূর্ণং সজলং নিপীতম্।
অত্যন্তরক্তোত্থিতমূত্রবেগং
নিবারয়েৎ সেতুমিবাম্বুপূরম্।

আমলকী, হরীতকী ও রসাঞ্জন পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া জলসহ মাড়িয়া

পান করিলে অধিক রক্তস্রাব নিবারণ হইয়া থাকে ।

শেলুত্বচা মিশ্রিততণ্ডুলেন
বিধায় পিষ্টং বিনিযোজনীয়ম্ ।
কন্দর্পগেহে মৃগলোচনায়াঃ
রক্তং নিহন্ত্যাচ্চ হঠেন যোগঃ ॥

চালতার বল্কল ও আতপতণ্ডুল একত্র পেষণ করিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে রক্তস্রাব নিবারণ হয় ।

কুশস্য মূলং কদলীফলং বা
বলাশিফা বা বদরীফলং বা ।
গুড়ূচিকা তণ্ডুলবারিপীতা
স্ত্রীণামনেকং রুধিরং জয়েচ্চ ॥

কুশামূল, কদলীফল, বেড়েলামূল, বদরীফল ও গুলঞ্চ তণ্ডুলোদকের সহিত ভক্ষণ করিলে অধিক রক্তস্রাব নষ্ট হইয়া থাকে ।

কুরুণ্টকস্য মূলানি মধুকং শ্বেতচন্দনম্ ।
পিষ্ট্বা প্রদরনাশায় পায়য়েত্তণ্ডুলাম্বুনা ।
সকৃৎ পীত্বা মাষযূষং প্রদরাৎ পরিমুচ্যতে ॥

ঝাঁটীমূল, যষ্টিমধু ও শ্বেতচন্দন একত্র পেষণ করিয়া আতপতণ্ডুলের জল সহ অথবা মাষযূষ পান করিলে প্রদররোগ নষ্ট হইয়া থাকে ।

চন্দনং ক্ষীরসংযুক্তং সঘৃতং পায়য়েদ্ভিষক্ ।
শর্করামধুসংযুক্তমসৃগ্‌স্রববিনাশনম্ ॥

রক্তচন্দন, দুগ্ধ, ঘৃত, শর্করা ও মধু সমপরিমাণে পান করিলে রক্তস্রাব নিবারণ হয় ।

পেটারিকায়াঃ পত্রঞ্চ মাষচূর্ণেন সংযুতম্ ।
রম্ভাদলৈর্বেষ্টয়িত্বা দাহয়েচ্চপ্রযত্নতঃ ।
তস্য ভক্ষণমাত্রেণ চাতিরক্তনিবারণম্ ।

পেটারিপত্র সহ মাষকলাইচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কদলীপত্রে বেষ্টন করিয়া দগ্ধ করিবে। ইহা সেবনে অধিক রক্তস্রাব নষ্ট হয় ।

শতাবরীঘৃতম্ ।

শতাবরীমূলরসং চত্বারিংশৎপলোম্মিতম্ ।
বস্ত্রপূতং সমাহৃত্য ক্ষীরং দদ্যাচ্চ তৎসমম্ ।
ঘৃতঞ্চ দ্বিগুণং ক্ষীরাদ্ যথাযোগং সমাহরেৎ ।
ধাতকী ক্ষীরকাকোলী জীবন্তী শেলুমজ্জকম্ ॥
মুদ্গপর্ণী মাষপর্ণী মহামেদা শতাবরী ।
দ্রাক্ষা পরূষকো যষ্টী ক্ষীরকং প্রতিকার্ষিকম্ ॥
পলার্দ্ধং মধুকং পুষ্পং সর্ব্বমেকত্র পাচয়েৎ ।
ঘৃতশেষং সমুত্তার্য্য শীতীভূতে চ নিক্ষিপেৎ ।
পলাষ্টকং শুণ্ঠীচূর্ণং ক্ষৌদ্রস্যাপি পলাষ্টকম্ ।
সিতাদশপলং যোজ্যং ঘৃতমেতৎ শতাবরী ।
লেহ্যং কর্ষঞ্চ শময়েদতিরক্তস্রুতিং দ্রুতম্ ।
কামলাং বাতরোগাংশ্চ অশ্মরীঞ্চ শিরোগ্রহম্ ॥

শতমূলীর স্বরস বস্ত্রপূত ৪০ পল, দুগ্ধ ৪০ পল, ঘৃত ৮০ পল এবং জীবন্তী, চাল্‌তার মজ্জা, ধাইফুল, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, মহামেদা, শতমূলী, দ্রাক্ষা, পরূষফল, যষ্টিমধু ও জীরা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, মউল-পুষ্প ৪ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিবে। ঘৃতমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রাখিবে। শীতল হইলে শুণ্ঠীচূর্ণ ৮ পল, শর্করা ১০ পল, প্রক্ষেপ করিবে। এই শতাবরী ঘৃত ২ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে দুঃসাধ্য রক্তস্রাব, কামলা, বাতরোগ, অশ্মরী ও শিরঃপীড়া প্রভৃতি নিবারণ হয় ।

অশোকঘৃতম্।

অশোকবল্কলপ্রস্থং তোয়াঢ়কবিপাচিতম্।
পাদশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং জীরককাথসংযুতম্॥
তণ্ডুলাম্বু ত্বজাক্ষীরং ঘৃততুল্যং প্রদাপয়েৎ।
তথৈব কেশরাজস্য প্রস্থমেকং ভিষগ্বরঃ।
জীবনীয়ৈঃ পিয়ালৈস্তু পরুষৈঃ সরসাঞ্জনৈঃ।
যষ্ট্যাহ্বাশোকমূলঞ্চ মৃদ্বীকা চ শতাবরী॥
তণ্ডুলীয়কমূলঞ্চ কল্কৈরেতৈঃ পলার্দ্ধিকৈঃ।
শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ॥
পীতমেতদ্ঘৃতং হন্তি সর্ব্বদোষসমুদ্ভবম্।
শ্বেতং নীলং তথা কৃষ্ণং প্রদরং হন্তি দুস্তরম্।
কুক্ষিশূলং কটীশূলং যোনিশূলঞ্চ সর্ব্বগম্।
মন্দাগ্নিমরুচিং পাণ্ডুং কৃশতাং শ্বাসকাসলে।
আয়ুঃপুষ্টিকরং বল্যং বলবর্ণপ্রসাদনম্।
দেয়মেতৎ পরং সর্পির্বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্।
জীবকর্ষভকৌ মেদে কাকোল্যৌ শূর্পপর্ণিকে।
জীবন্তী মধুকঞ্চেতি দশকো জীবনো গণঃ॥

গব্য ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ অশোক-মূলের ছাল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; জীরা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের; তণ্ডুলোদক ৪ সের; ছাগদুগ্ধ ৪ সের; কেশুরিয়ার রস ৪ সের। কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পিয়ালসার অথবা পিয়ালবীজ, পরুষফল, রসোত, যষ্টিমধু, অশোকমূল, দ্রাক্ষা, শতমূলী ও খুদেনটের মূল, প্রত্যেক ৪ তোলা। পাকান্তে শীতল হইলে চিনি ১ সের মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রদর ও তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব উপশমিত হয়।

ন্যগ্রোধাদ্যং ঘৃতম্।

ন্যগ্রোধাশ্বত্থ পার্থামৃত বৃষ-
কটুকা প্লক্ষ জম্বু পিয়ালাঃ
শোনাকোড়ুম্বরাখ্যা মধুক-
তরু বলা বেতসং কেন্দুনীপৌ।
রোহীতং পীতসারং বিধিবি-
হিতহৃতং সর্ব্বমেষাং তরূণাং
প্রত্যেকং বল্কলং তদ্যুগপল-
মখিলং ক্ষোদয়িত্বা ভিষগ্‌ভিঃ॥
ক্বাথং দ্রোণাম্ভসা তদ্দৃঢ়-
বিমলকটাহেঽপি পাদাবশেষং
সর্পিঃপ্রস্থন্তু পাচ্যং পচন-
কুশলিনা মন্দমন্দানলেন।
প্রস্থং ধাত্রীরসানাং বিধি-
বিহিতজলপ্রস্থমেকঞ্চ শালে-
র্দত্ত্বা দ্রাক্ষন্তু কল্কং মধুক-
মপি মধোঃ পুষ্পখর্জ্জুরদার্ব্বী।
জীবন্তী কাশ্মরীণাং ফলমপি
যুগলং ক্ষীরকাকোলীযুগ্মম্।
রক্তাখ্যং চন্দনং যত্তদ-
পরমমলং চাঞ্জনং শারিবা চ।
ন্যগ্রোধাদ্যং ঘৃতং হ্যেতদ্ দেহং প্রাপ্যামৃতায়তে।
দুস্তরং প্রদরং হন্তি নীলং রক্তং সিতাসিতম্॥
যোনিশূলং কুক্ষিশূলং বস্তিশূলং সুদুঃসহম্।
অঙ্গদাহং যোনিদাহমক্ষিকুক্ষিভবঞ্চ যম্।
মন্দদৃষ্টিমশ্রুপাতং তিমিরং বাতসম্ভবম্।
আধ্মানানাহশূলঘ্নং বাতপিত্তপ্রকোপজিৎ।
অম্লপিত্তঞ্চ পিত্তঞ্চ যোনিরোগং বিনাশয়েৎ।
দৃষ্টিপ্রসাদজননং বলবর্ণাগ্নিকারকম্।
পৈত্তিকে প্রদরে সেব্যং ঘৃতমেতৎ প্রযত্নতঃ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ বট, অশ্বত্থ, অর্জ্জুন, গুলঞ্চ, বাসক, কট্‌কী, পাকুড়, জাম, পিয়াল, সোনা, যজ্ঞডুমুর, মউল-ফুল, বেড়েলা, বেত, গাব, কদম, রক্তরোড়া

ও শাল ইহাদের প্রত্যেকের ছাল ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; শালিধান্য ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। আমলকীরস ৪ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু, মউলপুষ্প, পিণ্ডখর্জ্জুর, দারুহরিদ্রা, জীবন্তীফল, গাম্ভারীফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, রসোত ও অনন্তমূল প্রত্যেক ৬ তোলা। ইহা সেবন করিলে নানাবিধ প্রদর, যোনিশূল, কুক্ষিশূল, বস্তিশূল, গাত্রদাহ ও যোনিদাহ, চক্ষুশূল, বায়ুজন্য উদরাধ্মান, আনাহ, অম্লপিত্ত, পিত্তদোষ প্রভৃতি দুঃসাধ্য পীড়া প্রশমিত ও বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

চন্দনাদিচূর্ণম্ ।

চন্দনং নলদং লোধ্রমুশীরং পদ্মকেশরম্ ।
নাগপুষ্পঞ্চ বিল্বঞ্চ ভদ্রমুস্তঞ্চ শর্করা ।
হ্রীবেরঞ্চৈব পাঠা চ কুটজস্য ফলত্বচম্ ।
শৃঙ্গবেরং সাতিবিষা ধাতকী চ রসাঞ্জনম্ ।
আম্রাস্থি জম্বুসারাস্থি তথা মোচরসোদ্ভবম্ ॥
নীলোৎপলং সমঙ্গা চ সূক্ষ্মৈলা দাড়িমোদ্ভবম্ ।
চতুর্ব্বিংশতিমেতানি সমভাগানি কারয়েৎ ।
তণ্ডুলোদকসংযুক্তং মধুনা সহ যোজয়েৎ ।
চতুঃপ্রকারং প্রদরং রক্তাতীসারমুল্বণম্ ।
রক্তার্শাংসি নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা ।
অশ্বিভ্যাং সম্মতো যোগো রক্তপিত্তনিবর্হণঃ ॥

(এতানি চূর্ণানি সমভাগানি একীকৃত্য মাষকচতুষ্টয়ং তণ্ডুলোদকেন মধুনা চ সহ যোজয়েৎ।)

রক্তচন্দন, জটামাংসী, লোধ, বেণার মূল, পদ্মকেশর, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, মুতা, চিনি, বালা, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, শুঁঠ, আতইচ, ধাইফুল, রসোত, আম্রকেশী, জামের আঁটি, মোচরস, নীলোৎপল, বরাক্রান্তা, ছোটএলাইচ ও দাড়িমের ছাল প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ মাষা, অনুপান মধু ও তণ্ডুলোদক। ইহা সেবন করিলে চারিপ্রকার প্রদর, রক্তাতিসার, রক্তার্শঃ ও রক্তপিত্তরোগ প্রশমিত হয়।

প্রদরারিলৌহঃ ।

বংসকস্য তুলাং সম্যগ্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ।
অষ্টভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ ।
বস্ত্রপূতে ঘনীভূতে দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ ।
সমঙ্গা শাল্মলং পাঠা বিল্বং মুস্তঞ্চ ধাতকী ।
অরুণাব্যোমকং লৌহং প্রত্যেকন্তু পলংপলম্ ।
কোলমাত্রং প্রযুঞ্জীত কুশমূলং পয়ো হ্যনু ।
শ্বেতং রক্তং তথা নীলং পীতং প্রদরদুস্তরম্ ।
কুক্ষিশূলং কটীশূলং দেহশূলঞ্চ সর্ব্বগম্ ।
প্রদরারিরয়ং লৌহো হন্তি রোগান্ সুদুস্তরান্ ।
আয়ুঃপুষ্টিকরশ্চৈব বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ ।

কুড়চিছাল ১২।০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্য সকল প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ্য দ্রব্য যথা, বরাক্রান্তা, মোচরস, আকনাদি, বেলশুঁঠ, মুতা, ধাইফুল, আতইচ, অভ্র ও লৌহ প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল। মাত্রা ১ তোলা। কুশমূল বাঁটিয়া জলে গুলিয়া

তাহার সহিত এই ঔষধ সেব্য। ইহাতে নানাবিধ প্রদর ও কুক্ষিশূল নিবারণ হইয়া থাকে।

পুষ্যানুগং চূর্ণম্।

পাঠা জম্বাম্রয়োর্মধ্যং শিলাভেদং রসাঞ্জনম্।
অম্বষ্ঠকী মোচরসঃ সমঙ্গা পদ্মকেশরম্॥
বাহ্লীকাবিতিষা মুস্তং বিল্বং লোধ্রং সগৈরিকম্।
কট্ফলং মরিচং শুণ্ঠী মৃদ্বীকা রক্তচন্দনম্॥
কট্বঙ্গ বৎসকানন্তা ধাতকী মধুকার্জ্জুনম্।
পুষ্যেণোদ্ধৃত্য তুল্যানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
তানি ক্ষৌদ্রেণ সংযোজ্য পায়য়েত্তণ্ডুলাম্বুনা।
অর্শঃসু চাতিসারেষু রক্তং যচ্চোপবেশ্যতে॥
দোষাগন্তু কৃতা যে চ বালানাং তাংশ্চনাশয়েৎ।
যোনিদোষং রজোদোষং শ্বেতং নীলং সপীতকম্॥
স্ত্রীণাং শ্যাবারুণং যচ্চ তৎ প্রসহ্য নিবর্ত্তয়েৎ।
চূর্ণং পুষ্যানুগং নাম হিতমাত্রেয়পূজিতম্॥
(অম্বষ্ঠা দক্ষিণে খ্যাতা গৃহস্থ্যন্যে তু লক্ষণাঃ।)

আকনাদি, জামের আঁটির শস্য, আমের আঁটির শস্য, পাষাণভেদী, রসোত, অম্বষ্ঠা (দক্ষিণদেশীয় উদ্ভিদ্ বিশেষ, ইহার পরিবর্ত্তে লক্ষ্মণামূল, তদভাবে শ্বেতকণ্টকারীর মূল গ্রহণীয়), মোচরস, বরাক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, লোধ, গেরিমাটী, কট্ফল, মরিচ, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, সোনাছাল, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জ্জুনছাল এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ মাষা হইতে ২ মাষা পর্য্যন্ত। অনুপান মধু ও তণ্ডুলোদক। ইহাতে অর্শঃ, অতিসার, যোনিদোষ ও প্রদররোগ প্রশমিত হয়। পুষ্যানক্ষত্রযোগে ইহা প্রস্তুত ও সেবন করিতে হয়।

সিতকল্যাণকং ঘৃতম্।

কুমুদং পদ্মকোশীরং গোধূমং রক্তশালয়ঃ।
মুদ্গপর্ণী পয়স্যা কাশ্মরী মধুযষ্টিকা॥
বলাতিবলয়োর্মূলমুৎপলং তালমস্তকম্।
বিদারী শতপুত্রী চ শালপর্ণী সজীবকা॥
ফলং ত্রপুষবীজানি প্রত্যগ্রং কদলীফলম্।
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ গব্যক্ষীরং চতুর্গুণম্॥
পানীয়ং দ্বিগুণং দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
প্রদরে রক্তগুল্মে চ রক্তপিত্তে হলীমকে॥
বহুরূপঞ্চ যৎ পিত্তং কামলায়াঞ্চ শোণিতে।
অরোচকে জ্বরে জীর্ণে পাণ্ডুরোগে মদে ভ্রমে॥
তরুণী যাল্পপুষ্পা চ যা চ গর্ভং ন বিন্দতি।
অহন্যহনি চ স্ত্রীণাং ভবতি প্রীতিবর্দ্ধনম্॥

ঘৃত ৪ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ কুমুদপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, গোধূম, রক্তশালি (দাউদখানি), মুগানি, ক্ষীরকাকোলী, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলের মূল, উৎপল, তালের মাতী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, শালপাণি, জীরা, ত্রিফলা, গোমকবীজ, (অথবা কাঁকুড়বীজ) ও কাঁচাকলা প্রত্যেক ৪ তোলা। পাকার্থ জল ৮ সের। এই ঘৃত পানে শ্বেতপ্রদরাদি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়।

মধূকাদ্যবলেহঃ।

মধূকং চন্দনং লাক্ষা রক্তোৎপল রসাঞ্জনম্।
কুশবীরণয়োর্মূলং বলা বাসকয়োস্তথা॥

কোলমজ্জাম্বুদং বিল্বং পিচ্ছা দার্ব্বী চ ধাতকী।
অশোকবল্কলং দ্রাক্ষা জবাকুসুমমস্ফুটম্ ॥
আম্রজম্ব কিশলয়ং কোমলং নলিনীদলম্।
শতমূলী বিদারী চ রজতং লৌহমভ্রকম্ ॥
এষাং কোলমিতং চূর্ণং দ্বিগুণা সিতশর্করা।
বরীরসস্য প্রস্থার্দ্ধে পচেম্মন্দেন বহ্নিনা ॥
ঘনীভূতে ক্ষিপেচ্চূর্ণং শীতীভূতে পলং মধু।
মধুকাদ্যবলেহোঽয়ং মহাদেবেন ভাষিতঃ ॥
দুস্তরং প্রদরং হন্তি নানাবর্ণং সবেদনম্।
যোনিশূলং কুক্ষিশূলং বস্তিশূলং সুদুঃসহম্ ॥
রক্তাতিসারং রক্তার্শো রক্তপিত্তং চিরোদ্ভবম্।
মূত্ররোগানশেষাংশ্চ দাহং মোহং বমিং ভ্রমম্ ॥
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা।

চিনি ৫২ তোলা ও শতমূলীর রস ২ সের, একত্র পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, লাক্ষা, রক্তোৎপলের মূল, বাসকমূল, কুলআঁটির শস্য, মুতা, বেলশুঁঠ, মোচরস, দারুহরিদ্রা, ধাইফুল, অশোকছাল, দ্রাক্ষা, জবাফুলের কুঁড়ি, কচি আম্রপত্র, কচি জামপত্র, পদ্ম, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, রৌপ্য, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। শীতল হইলে মধু ১ পল মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রদর, যোনিশূল, কুক্ষিশূল, বস্তিশূল ও রক্তাতিসার প্রভৃতি দুঃসাধ্য পীড়ার সত্বর শান্তি হয়।

উৎপলাদিঃ।

কন্দং রক্তোৎপলস্যাথ রক্তকার্পাসমূলকম্।
করবীরস্য মূলানি তথা রক্তোড্রমূলকম্।
বকুলস্য তথা মূলং গন্ধমাতৃকজীরকৌ ॥
রক্তচন্দনকং চৈব সমভাগঞ্চ কারয়েৎ।
তণ্ডুলোদকসংপিষ্টং রক্তমূত্রায় দাপয়েৎ ॥
যোনিশূলং কটীশূলং কুক্ষিশূলঞ্চ নাশয়েৎ।
যোনিশূলহরঃ প্রোক্ত উৎপলাদির্ন সংশয়ঃ।
(তণ্ডুলোদকেন গোলয়িত্বা পেয়ঃ।)

রক্তোৎপলের মূল, লালকার্পাসের মূল, করবীমূল, লাল জবাবৃক্ষের মূল, বকুলমূল, গন্ধমাত্রা, জীরা ও রক্তচন্দন এই সমুদায় সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। তণ্ডুলোদকের সহিত সেব্য। ইহা সেবন করিলে রক্তমূত্র, যোনিশূল, কটীশূল ও কুক্ষিশূল নিবারণ হয়।

বাসাকষায়সহিতং রসভস্ম প্রয়োজিতম্।
প্রদরং হন্তি বেগেন সন্দেহো নাত্র সংশয়ঃ ॥

মধু ও বাসকের ক্বাথের সহিত রসসিন্দূর সেবন করিলে প্রদর রোগ উপশমিত হয়।

রক্তপিত্তহরঃ সর্ব্বঃ প্রদরে নূতনে বিধিঃ।
রক্তাতিসারযোগঞ্চ সর্ব্বমত্র প্রয়োজয়েৎ ॥

প্রদরের প্রথমাবস্থায় রক্তপিত্ত ও রক্তাতিসারের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

মূলঞ্চ শরপুঙ্খায়াঃ পেষয়েত্তণ্ডুলাম্বুনা।
পীত্বা চ কর্ষমাত্রন্তু অতিরক্তং প্রশাম্যয়েৎ ॥

শরপুঙ্খার মূল ২ তোলা, তণ্ডুলোদকে বাঁটিয়া সেবন করিলে রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

ধাত্রীঘৃতম্।

ধাত্রীফলরসপ্রস্থে বিদার্য্যাঃ স্বরসে তথা।
তৃণপঞ্চরসপ্রস্থে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
ক্ষীরস্যাপি শতাবর্য্যাঃ প্রস্থং প্রস্থং রসস্য চ।
দত্ত্বা মৃদ্বগ্নিনা বৈদ্যঃ পচেৎ সিদ্ধং বিধানতঃ॥
সুশীতে প্রক্ষিপেচ্চূর্ণমেষাঞ্চাপি পলং পলম্।
মধুকং ত্রিবৃতাঞ্চৈব ক্ষারঞ্চ বৃদ্ধদারজম্॥
শর্করায়াঃ পলাক্যষ্টৌ মধুনশ্চ পলাষ্টকম্।
চূর্ণং দত্ত্বা প্রমথিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
সোমরোগং নিহন্ত্যাশু তৃষ্ণাং দাহমরোচকম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ কৃচ্ছ্রঞ্চ বহুমূত্রং বিনাশয়েৎ।
করোতি শুক্রোপচয়ং সর্পিরেতদনুত্তমম্॥

গব্যঘৃত ৪ সের। আমলকী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কুশাদিপঞ্চতৃণ ও শতমূলী ইহাদের প্রত্যেকের রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। শীতল হইলে যষ্টিমধু, তেউড়ী, যবক্ষার ও বিদ্ধড়কবীজ প্রত্যেক ১ পল, চিনি ৮ পল ও মধু ৮ পল মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত পান করিলে সোমরোগ ও সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগের শান্তি হয়।

প্রদরান্তকো রসঃ।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং শুদ্ধবঙ্গঞ্চ রূপ্যকম্।
খর্পরঞ্চ বরাটঞ্চ শানমানং পৃথক্ পৃথক্॥
তোলকত্রিতয়ং গ্রাহ্যং লৌহচূর্ণং ক্ষিপেৎসুধীঃ।
কন্যানীরেণ সংমর্দ্দ্য দিনমেকং ভিষগ্বরঃ।
অসাধ্যং প্রদরং হন্তি ভক্ষণান্মাত্র সংশয়ঃ॥

পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, রূপা, খর্পর ও কড়িভস্ম প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, লৌহ ৩ তোলা। এই সমুদায় ১ দিন ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রদররোগ প্রশমিত হয়।

প্রদরারিরসঃ।

বঙ্গায়ঃ ফণিফেনশ্চ রসঃ ষড়্গুণজারিতঃ।
মূলং রক্তোৎপলভবং রক্তচন্দনমেব চ॥
সমং সর্ব্বমশোকস্য ক্বাথৈঃ সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ।
চণকাভা বটী কার্য্যাশোকক্বাথং পিবেদনু॥
প্রদরারিরসো হন্তি বিবিধ প্রদরাময়ম্।
বস্তৌ চ বেদনাং রক্তস্রাবং ঘোরতরং তথা॥
মূত্রাধিক্যাদিকাংশ্চৈব ভাস্করস্তিমিরং যথা।
অথবা হ্যশোকস্য গুড়ূচী বাসকত্বচঃ॥
রসাঞ্জনং মুস্তকঞ্চ রক্তচন্দনমেব চ।
এষামনু পিবেৎ ক্বাথং সর্ব্বপ্রদরশান্তয়ে॥

ষড়্গুণবলিজারিত রস, লৌহ, বঙ্গ, অহিফেনসার, রক্তোৎপলমূল এবং রক্তচন্দন প্রত্যেক সমভাগ। অশোকক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান অশোকক্বাথ, অথবা অশোকছাল, গুলঞ্চ, বাসকছাল, রক্তচন্দন, মুতা ও রসোত মিলিত ২ তোলা। জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। বটিকা সেবনান্তে এই ক্বাথ পান করিলে শ্বেত ও রক্তপ্রদর, রক্তস্রাব, বস্তিবেদনা, মূত্রাধিক্য ও জ্বর প্রভৃতি সত্বর প্রশমিত হয়।

পুষ্করলেহঃ।

রসাঞ্জনং শুভা শৃঙ্গী চিত্রকং মধুযষ্টিকম্।
ধান্যতালীশগায়ত্রী দ্বিজীরং ত্রিবৃতা বলা॥
দন্তীত্র্যূষণকঞ্চাপি পলার্দ্ধঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
চতুঃপলং মাক্ষিকস্যামলস্য চ ক্ষিপেত্ততঃ॥

জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ কক্কোলং গোস্তনী তথা।
চাতুর্জ্জাতকখর্জ্জুরং কর্ষমেকং পৃথক্ পৃথক্ ॥
প্রক্ষিপ্য মর্দ্দয়িত্বা চ স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
এষ লেহবরঃ শ্রীদঃ সর্ব্বরোগকুলান্তকঃ ॥
যত্র যত্র প্রযোজ্যঃ স্যাত্তদাময়বিনাশনঃ।
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং দেশকালানুসারতঃ ॥
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তং প্রদরং সর্ব্বসম্ভবম্।
দ্বন্দজং চিরজঞ্চৈব রক্তপিত্তং বিনাশয়েৎ ॥
শ্বাসকাসাম্লপিত্তঞ্চ ক্ষয়রোগমথাপি বা।
সর্ব্বরোগপ্রশমনো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ ॥
পুষ্করাখ্যো লেহবরঃ সর্ব্বত্রৈবোপযুজ্যতে ॥

রসোত, বংশলোচন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, চিতা, যষ্টিমধু, ধনে, তালীশপত্র, খদির, জীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, বেড়েলা, বালা, দন্তী ও ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৪ তোলা, উৎকৃষ্ট মধু ৩২ তোলা, জয়িত্রী, লবঙ্গ, কক্কোল, দ্রাক্ষা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও খর্জ্জুর প্রত্যেক ২ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া একটী স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সর্ব্বরোগনাশক। দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া অনুপান প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার উপদ্রব সংযুক্ত প্রদর, দ্বন্দ্বজ ও চিরজ রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, অম্লপিত্ত ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় এবং ইহা বল, বর্ণ ও অগ্নির বর্দ্ধক।

প্রদরান্তকলৌহম্।

লৌহং তাম্রং হরিতালং বঙ্গমভ্রং বরাটিকা।
ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং বিড়ঙ্গং পটুপঞ্চকম্ ॥
চবিকা পিপ্পলী শঙ্খং বচা হবুষপাঠকম্।
শটী পাঠা দেবদারু এলা চ বৃদ্ধদারকম্ ॥
এতানি সমভাগানি সংচূর্ণ্য বটিকাং কুরু।
শর্করামধুসংযুক্তাং ঘৃতেন ভক্ষয়েৎ পুনঃ ॥
রক্তং শ্বেতং তথা পীতং নীলং প্রদরদুস্তরম্।
কুক্ষিশূলং কটীশূলং যোনিশূলঞ্চ সর্ব্বগম্ ॥
মন্দাগ্নিমরুচিং পাণ্ডুং কৃচ্ছ্রশ্বাসঞ্চ কাসমুৎ।
আয়ুঃপুষ্টিকরং বল্যং বলবর্ণপ্রসাদনম্ ॥

লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বঙ্গ, অভ্র, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চঁই, পিঁপুল, শঙ্খভস্ম, বচ, হবুষ, কুড়, শটী, আকনাদি, দেবদারু, এলাইচ ও বৃদ্ধদারক এই সকলের সমভাগ চূর্ণ একত্র মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিয়া ঘৃত, মধু ও চিনি সহ সেবন করিলে রক্ত, শ্বেত, নীল ও পীত প্রভৃতি সুদুস্তর প্রদর, কুক্ষিশূল, কটীশূল ও যোনিশূল, মন্দাগ্নি, অরুচি ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়। ইহা পুষ্টিকর ও বলবর্ণপ্রসাদক।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রসঃ।

গগনং শোধিতং গ্রাহ্যং পলৈকমিষ্টকাসমম্।
টঙ্গনং স্যাচ্চতুর্থাংশং শাণার্দ্ধং ত্রিসুগন্ধিকম্ ॥
কর্পূরং নলদঞ্চৈব জাতীকোষং জলং ঘনম্।
নাগেশ্বরং লবঙ্গঞ্চ কুষ্ঠং সত্রিফলং তথা ॥
জলেন বটিকা কার্য্যা ছায়য়া শোষয়েত্তু তাম্।
প্রদরং নাশয়েৎ সর্ব্বং সাঙ্গমর্দ্দং সবেদনম্ ॥
অশীতির্বাতজান্ রোগান্ মন্দাগ্নিমতিদারুণম্।
সজ্বরগ্রহণীঞ্চৈব রক্তপিত্তমরোচকম ॥
কাসান্ পঞ্চপ্রতিশ্যায়ং শ্বাসং হৃদ্রোগমেব চ ॥

ইষ্টকের চূর্ণ শোধিত অভ্র ১ পল, সোহাগার খই ২ তোলা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, কর্পূর, বেণার মূল,

জয়িত্রী বালা, মুতা, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, কুড় ও ত্রিফলা প্রত্যেক চারি আনা, জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহা সেবনে অঙ্গমর্দ্দ ও বেদনা-যুক্ত সর্ব্বপ্রকার প্রদর নষ্ট হয়।

শিলাজতুবটিকা।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং রক্তোৎপলদলদ্রবৈঃ।
কৌটজেনাম্ভসা চাপি মর্দ্দয়েদ্ দিবসদ্বয়ম্॥
শিলাজতু পলান্যষ্টৌ তাবতী সিতশর্করা।
ত্বক্‌ক্ষীরী পিপ্পলী ধাত্রী কর্কটাখ্যা পলোন্মিতা॥
নিদীগ্ধী ফলমূলাভ্যাং পলং যুঞ্জ্যাত্ত্রিজাতকম্।
মধুনঃ পলসংযুক্তং কুর্য্যাদ্মাষসমান্ গুড়ান্॥
দাড়িম্বাম্বুপয়ঃ পক্ষিরসং তোয়ং সুবাসিতম্।
তাং ভক্ষয়িত্বানুপিবেন্নিরন্নো ভুক্ত এব বা॥
পাণ্ডুকুষ্ঠ জ্বর প্লীহ তমকার্শোভগন্দরান্।
পূতিবিণ্মূত্র শুক্রাদি দোষ মেহ মহোদরম্॥
কাসাস্থগ্রক্তপিত্তঞ্চ প্রদরং রক্তসম্ভবম্।
তান্ সর্ব্বান্ সত্বরাং হন্তি সর্ব্বদোষহরা শিবা॥
(চন্দ্রপ্রভোক্তং শিলাজতুশোধনং কার্য্যম্।)

পারদ ১ পল ও গন্ধক ১ পল, রক্তোৎপল-পত্রের ও কুড়চিছালের রসে ২ দিবস মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত শিলাজতু ৮ পল, চিনি ৮ পল, বংশ-লোচন, পিঁপুল, আমলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারীর ফল ও মূল, গুড়ত্বক্, তেজ-পত্র ও এলাইচ প্রত্যেক ১ পল ও মধু ১ পল মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ মাষা। অনুপান দাড়িমের রস, দুগ্ধ, পক্ষিমাংসযূষ প্রভৃতি। ইহাতে প্রদরাদি বহুরোগের শান্তি হয়।

প্রিয়ঙ্গ্বাদিতৈলম্।

প্রিয়ঙ্গুৎপলযষ্ট্যাহ্ব ফলত্রিক রসাঞ্জনৈঃ।
চন্দনদ্বয়মঞ্জিষ্ঠা শতাহ্বা সর্জ্জ সৈন্ধবৈঃ॥
মুস্তমোচরসানন্তা বায়সী বিশ্ব বালকৈঃ।
কল্কৈঃ করিকণা কৃষ্ণা কাকোলীযুগলৈস্তথা॥
গন্ধদ্রব্যৈশ্চ নিখিলৈশ্ছাগীক্ষীরেণ মস্তুনা।
দার্ব্বীক্কাথেন চ পচেৎ তৈলং তিলসমুদ্ভবম্॥
প্রিয়ঙ্গ্বাদ্যমিদং তৈলং প্রদরং যোনিজান্ গদান্।
গ্রহণীমতিসারঞ্চ হন্যাদ্ গর্ভঞ্চ রক্ষণম্॥

তিলতৈল ৪ সের। ছাগদুগ্ধ, দধির মাত ও দারুহরিদ্রার ক্কাথ প্রত্যেক ১ সের। কল্কার্থ প্রিয়ঙ্গু, সুঁদিমূল, যষ্টি-মধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসোত, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, শুল্‌ফা, ধুনা, সৈন্ধব, মুতা, মোচরস, অনন্তমূল, কাকমাচী, বেলশুঁঠ, বালা, গজপিঁপুল, পিঁপুল, কাকোলী ও ক্ষীর-কাকোলী মিলিত ১ সের। কল্ক পাক করিয়া গন্ধদ্রব্য দ্বারা যথাবিধি গন্ধপাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে প্রদর, যোনি-ব্যাপৎ, গ্রহণী ও অতিসাররোগের শান্তি এবং গর্ভ রক্ষিত হয়।

চন্দ্রাংশুরসঃ।

রসগন্ধাভ্রলৌহ বঙ্গং গন্ধকং কন্যকাম্বুনা।
মর্দ্দয়িত্বা বটীং কুর্য্যাদ্ গুঞ্জাদ্বন্দ্বপ্রমাণতঃ॥
জরায়ুদোষানখিলান্ যোনিশূলং সুদারুণম্।
যোনিকণ্ডুং স্মরোন্মাদং যোনিবিক্ষেপণং তথা।
নিরাকরোতি সন্তাপং চন্দ্রাংশুর্দেহিনাং যথা॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ ও বঙ্গ এই সমুদায় সমান সমান লইয়া ঘৃত-কুমারীর রস দিয়া মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ

বটিকা করিবে। অনুপান জীরার ক্বাথ ইহা সেবন করিলে জরায়ুদোষ, যোনি-শূল, যোনিকণ্ডূ, স্মরোন্মাদ ও যোনি-বিক্ষেপ এই সকল পীড়ার শান্তি হয়।

রত্নপ্রভা বটিকা।

স্বর্ণং মৌক্তিকমভ্রঞ্চ নাগং বঙ্গঞ্চ পিত্তলম্।
মাক্ষিকং রজতং বজ্রং লৌহং তালঞ্চ খর্পরম্॥
কদল্যাঃ কাকমাচ্যাশ্চ বাসকস্যোৎপলস্য চ।
স্বরসেন জয়ন্ত্যাশ্চ কর্পূরসলিলেন চ॥
ভাবয়িত্বা যথাশাস্ত্রমহোরাত্রমতঃ পরম্।
সংমর্দ্দ্যাতন্দ্রিতঃ কুর্য্যাদ্রক্তিগুঞ্জামিতা বটীঃ॥
একৈকাঞ্চ প্রযুঞ্জীত প্রাতরাসাং বলাথিনা।
উষ্ণেন পয়সা বাপি কেশরাজরসেন বা॥
ইয়ং রত্নপ্রভানাম্নী বটিকা সর্ব্বসিদ্ধিদা।
সর্ব্বস্ত্রীরোগহন্ত্রী চ বল্যা বৃষ্যা রসায়নী॥

স্বর্ণ, মুক্তা, অভ্র, সীসা, বঙ্গ, পিত্তল, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য, হীরক, লৌহ, হরিতাল ও খর্পর প্রত্যেক সমভাগে লইয়া কদলীমূল, কাকমাচী, বাসকছাল, সুঁদিমূল ও জয়ন্তীর রসে এবং কর্পূরের জলে যথাবিধি ভাবনা দিয়া পরে এক দিবারাত্র অনবরত মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। বেড়েলার ক্বাথ, উষ্ণদুগ্ধ অথবা কেশু-রিয়ার রসের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে সমস্ত স্ত্রীরোগের নাশ এবং বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হয়।

লক্ষ্মণালৌহম্।

লক্ষ্মণায়াঃ পলশতং ক্বাথয়িত্বা যথাবিধি।
ক্বাথে পূতে পুনঃ পক্বে ঘনীভূতে চ নিক্ষিপেৎ॥
অশোকং কুশমূলঞ্চ মধুকং মধুকং বলাম্।
পাঠাং বিল্বং পলোন্মানং লৌহং সর্ব্বসমং তথা॥
লক্ষ্মণালৌহনামেদং ভেষজং স্ত্রীগদাপহম্।
জগতামুপকারায় দস্রাভ্যাং পরিনির্ম্মিতম্॥

লক্ষ্মণামূল ১২॥০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে অশোকমূলের ছাল, কুশমূল, যষ্টিমধু, মৌলফল, বেড়েলা, আকনাদি ও বেল-শুঁঠ প্রত্যেক ১ পল এবং লৌহ ৭ পল এই সমুদায় প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক সমাপ্ত করিবে। অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ বা জলের সহিত সেবনীয়। উহা সেবন করিলে বিবিধ স্ত্রীরোগের শান্তি হয়।

পত্রাঙ্গাসবঃ।

পত্তঙ্গং খাদিরং বাসা শাল্মলীকুসুমং বলা।
ভল্লাতকং সারিবে দ্বে জবাকুসুমমস্ফুটম্॥
আম্রাস্থি দার্ব্বী ভূনিম্ব আফেনকল জীরকম্।
লৌহং রসাঞ্জনং বিল্বং কেশরাজং ত্বচং তথা॥
কুঙ্কুমং দেবকুসুমং প্রত্যেকং পলসংমিতম্।
সর্ব্বং সুচূর্ণিতং কৃত্বা দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিম্॥
ধাতকীং ষোড়শপলাং জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপেৎ।
শর্করায়াস্তুলাং দত্ত্বা ক্ষৌদ্রস্যার্দ্ধতুলাং তথা॥
একীকৃত্য ক্ষিপেদ্ভাণ্ডে নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্।
হন্ত্যুগ্রং প্রদরং সর্ব্বং শ্বেতং রক্তং সবেদনম্॥
জ্বরং পাণ্ডুং তথা শোথং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥

বকমকাষ্ঠ, খদিরকাষ্ঠ, বাসকছাল, শিমুলপুষ্প, বেড়েলা, ভেলার মুটী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, জবাপুষ্পের কুঁড়ী, আমের আঁটীর শস্য, দারুহরিদ্রা, চিরাতা, পোস্তর ঢেঁড়ী, জীরা, লৌহ, রসোত, বেলশুঁঠ, কেশুরিয়া, গুড়ত্বক্, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ প্রত্যেক ১ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, চিনি ১২॥০ সের, মধু ৬।০ সের, জল ১২৮ সের। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র আবৃত পাত্র মধ্যে ১ মাস রাখিবে। ২ তোলা মাত্রায় প্রয়োজ্য। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রদর বিশেষতঃ শ্বেতপ্রদর এবং তৎসংযুক্ত বেদনা ও জ্বরাদি উপশমিত হইয়া থাকে।

লক্ষ্মণারিষ্ট।

লক্ষ্মণায়াঃ পলশতং চতুর্দ্রোণজলে পচেৎ।
পাদশেষে কষায়েঽস্মিন্ ক্ষিপেদ্ গুড়তুলাদ্বয়ম্॥
ধাতকীং ষোড়শপলাং মুস্তকং মধুকং বলাম্।
ফলত্রয়ং নিশাদ্বন্দ্বং জীরকং চন্দনদ্বয়ম্॥
অজমোদাং যমানীঞ্চ বিল্বঞ্চ পলমানতঃ।
মাসাদূর্দ্ধন্তু সিদ্ধোঽয়মরিষ্টঃ স্ত্রীগদান্তকৃৎ॥

লক্ষ্মণামূল ১২॥০ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথে গুড় ২৫ সের গুলিয়া তাহাতে ধাইফুল ১৬ পল এবং মুতা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বনযমানী, যমানী ও বেলশুঁঠ প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আবৃত মৃৎপাত্রে একমাস রাখিবে। পরে কল্কাংশ ছাঁকিয়া ফেলিলেই অরিষ্ট প্রস্তুত হইবে। এই অরিষ্ট বিবিধ স্ত্রীরোগ নাশক।

অশোকারিষ্ট।

অশোকস্য তুলামেকাঞ্চতুর্দ্রোণে জলে পচেৎ।
পাদশেষে রসে পূতে শীতে পলশত দ্বয়ম্॥
দদ্যাদ্ গুড়স্য ধাতক্যাঃ পলষোড়শকং মতম্।
অজাজী মুস্তকং শুণ্ঠীং দার্ব্যুৎপল ফলত্রিকম্॥
আম্রাস্থি জীরকং বাসাং চন্দনঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ।
চূর্ণয়িত্বা পলাংশেন ততো ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
মাসাদূর্দ্ধঞ্চ পীত্বৈনমসৃগ্দররুজাং জয়েৎ।
জরঞ্চ রক্তপিত্তার্শো মন্দাগ্নিত্বমরোচকম।
মেহ শোথারুচিহরস্ত্বশোকারিষ্টসংজ্ঞিতঃ।

অশোকছাল ১২॥০ সের, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে গুড় ২৫ সের গুলিয়া দিয়া তাহাতে ধাইফুল ১৬ পল, কৃষ্ণজীরা, মুতা, শুণ্ঠী, দারুহরিদ্রা, রক্তোৎপলের মূল, হরীতকী, বহেড়া, আমলা, আমের আঁটির শস্য, জীরা, বাসকমূলের ছাল ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ১ পল চূর্ণ করিয়া নিক্ষেপ করিয়া ১ মাস ভাণ্ডে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া ২ তোলা মাত্রায় সেবনীয়। ইহাতে রক্তপ্রদর, রক্তপিত্ত, রক্তার্শঃ ও জ্বর প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং স্ত্রীরোগে প্রদরচিকিৎসা।

যোনিব্যাপচ্চিকিৎসা—

যোনিব্যাপৎসু ভূয়িষ্ঠং শস্যতে কর্ম্ম বাতজিৎ ।
বস্ত্যভ্যঙ্গ পরীষেক প্রলেপাঃ পিচুধারণম্ ।

যোনিব্যাপৎ রোগে বিশেষরূপে বায়ুশান্তিকর ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। এই রোগে বস্তিক্রিয়া, অভ্যঙ্গ, সেচন, প্রলেপ, পিচুক্রিয়া, তৈলাক্ত তুলা বা বস্ত্রখণ্ড যোনিতে ধারণ করা কর্ত্তব্য।

বচোপকুঞ্চিকাজাজী কৃষ্ণা বৃষক সৈন্ধবম্ ।
অজমোদাং যবক্ষারং চিত্রকং শর্করান্বিতম্ ॥
পিষ্ট্বা প্রসন্নয়ালোড্য খাদেত্তদ্ঘৃতভর্জ্জিতম্ ।
যোনিব্যাপত্তি হৃদ্রোগ গুল্মার্শোবিনিবৃত্তয়ে ॥

বচ, কৃষ্ণজীরা, জীরা, পিঁপুল, বাসকছাল, সৈন্ধব, বনযমানী, যবক্ষার, ও চিতামূল এই সমুদায় চূর্ণ ঘৃতে ভাজিয়া চিনি ও সুরামণ্ডের সহিত সেবন করিলে যোনিব্যাপৎ, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও অর্শোরোগ উপশমিত হয়।

গুড়ূচী ত্রিফলা দন্তীকাথৈশ্চ পরিষেচনম্ ।
নতবার্ত্তাকিনী কুষ্ঠসৈন্ধবামরদারুভিঃ ।
তৈলাং প্রসাধিতাৎ কার্য্যঃ
পিচুর্যোনৌ রুজাপহঃ ॥

গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও দন্তী ইহাদের কাথে যোনি পরিষেচন এবং তগর-পাদুকা, বৃহতী, কুড়, সৈন্ধব ও দেবদারুর সহিত সিদ্ধ তৈলে সিক্ত তুলা বা বস্ত্রখণ্ড যোনিতে ধারণ করিলে উপকার দর্শে।

পিত্তলানাস্তু যোনীনাং সেকাভ্যঙ্গ পিচুক্রিয়াঃ ।
শীতাঃ পিত্তহরাঃ কার্য্যাঃ স্নেহনার্থং ঘৃতানি চ ।

পিত্তলা যোনিতে সেচন, অভ্যঙ্গ, পিচুক্রিয়া, পিতঘ্ন শীতল ক্রিয়া ও ঘৃত পান ব্যবস্থেয়।

যোন্যাং বলাসদুষ্টায়াং সর্ব্বং রুক্ষোষ্ণমৌষধম্ ।
পিপ্পল্যা মরিচৈর্ম্মাষৈঃ শতাহ্বা কুষ্ঠ সৈন্ধবৈঃ ।
বর্ত্তিস্তুল্যা প্রদেশিন্যা ধার্য্যা যোনিবিশোধনী ॥

কফদুষ্ট যোনিতে রুক্ষ ও উষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং পিঁপুল, মরিচ, মাষকলাই, শুল্ফা, কুড় ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্যে তর্জ্জনী অঙ্গুলির ন্যায় বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনিতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে, ইহাতে যোনি বিশোধিত হয়।

হিংস্রাকল্কস্তু বাতার্ত্তা কোষ্ণমভ্যজ্য ধারয়েৎ ।
পঞ্চবল্কস্য পিত্তার্ত্তা শ্যামাদীনাং কফোত্তরা ।

বাতলা যোনিতে কণ্টকারী বাঁটিয়া, ঈষৎ উষ্ণ করিয়া যোনিতে ধারণ করা কর্ত্তব্য। পৈত্তিকে বটাদি বৃক্ষের কল্ক ঐরূপে ধারণীয়।

মূষিকমাংসসংযুক্তং তৈলমাতপভাবিতম্ ।
অভ্যঙ্গাদ্ধন্তি যোন্যর্শঃ স্বেদস্তন্মাংসসৈন্ধবৈঃ ॥

মূষিকমাংসসংযুক্ত তৈল রৌদ্রে উত্তপ্ত করিয়া যোনিতে মর্দ্দন করিলে যোনিগত অর্শঃ নিবারণ হয়, ইহাতে মূষিকমাংস ও সৈন্ধব দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে।

গোপিত্তে মৎস্যপিত্তে বা ক্ষৌমং সপ্তাহভাবিতম্ ।
স্রোতসাং শোধনং কণ্ডূ ক্লেদ শোথ হরঞ্চ তৎ ।

চোর নামক গন্ধদ্রব্য গোপিত্তে বা মৎস্যপিত্তে সপ্তাহ ভাবনা দিয়া তাহা

অচরণা নামক যোনিরোগে ব্যবস্থা করিবে, ইহাতে যোনির ক্লেদাদি দূরীকৃত হয়।

বামিন্যাঃ পূতিযোন্যাশ্চ কর্ত্তব্যঃ স্বেদনোঽপিবা।
ক্রমঃ কার্য্যস্ততঃ স্নেহ পিচুভিস্তর্পণং ভবেৎ॥

বামিনী ও পূতিযোনিতে স্বেদক্রিয়া এবং নিমের তৈলে সিক্ত তুলা যোনিতে প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

নল্লকী জিঙ্গিনী জম্বু ধবত্বক্ পঞ্চপল্লবৈঃ।
কষায়ৈঃ সাধিতঃ স্নেহঃ পিচুঃ স্যাদ্বিপ্লুতাপহঃ॥

নল, চোরকাঁচকী, জামছাল, ধবছাল এবং আম, জাম, কয়েতবেল, টাবালেবু ও বেল ইহাদের পত্রের ক্বাথে তৈল পাক করিয়া তুলাসংযোগে যোনিতে প্রয়োগ করিলে বিপ্লুতারোগ উপশমিত হয়।

কর্ণিন্যাং বর্ত্তিকা কুষ্ঠ পিপ্পল্যর্কাগ্রসৈন্ধবৈঃ।
বস্তমূত্রে কৃতা ধার্য্যা সর্ব্বঞ্চ কফনুদ্ধিতম্।

কর্ণিনীরোগে কুড়, পিপুল, আকন্দমূল, বচ ও সৈন্ধব এই সমুদায় দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনিতে প্রবেশ করাইয়া দিবে, ইহাতে কফঘ্ন ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

ত্রৈবৃতং স্নেহনং স্বেদ উদাবৃত্তানিলার্ত্তিষু।
তদেব চ মহাযোন্যাং স্রস্তায়াঞ্চ বিধীয়তে॥

উদাবৃত্ত ও বায়ুপীড়িত যোনিতে তেউড়ীসংযুক্ত স্নেহস্বেদ প্রদান করিবে, মহাযোনি ও স্রস্তাযোনিতেও এইরূপ ব্যবস্থা করিবে।

আখোর্মাংসং সপদি বহুধা খণ্ডখণ্ডীকৃতং তৎ
তৈলে পাচ্যং ভবতি নিয়তং যাবদেতন্ন সম্যক্।
তৈলাভ্যক্তং বসনমনিশং যোনিভাগে দধানা
হন্তি ব্রীড়াকরভগফলং নাত্র সন্দেহবুদ্ধিঃ॥

ইন্দুরের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া তৈলে পাক করিবে। এই তৈল যোনিকন্দরোগে ব্যবহার্য্য।

শতপুষ্পাতৈললেপাঃ তুবরীদলজাস্তথা।
পেটিকামূললেপেন যোনির্ভিন্না প্রশাম্যতি॥

শুল্‌ফা অথবা অড়রপত্রের সহিত সিদ্ধ তৈল যোনিতে মর্দ্দন করিলে অথবা ঝাঁপিটেপারির মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বিদীর্ণযোনি পুনঃসংযুক্ত হয়।

সুগন্ধীমূললেপেন প্রবিষ্টা তু বহির্ভবেৎ।
যোনিমূষাবসাভ্যঙ্গান্নিঃসৃতা প্রবিশেদপি।

উচ্ছের মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে প্রবিষ্টযোনি বহির্গত এবং ইন্দুরের বসা দ্বারা মর্দ্দন করিলে বহির্গত যোনি পুনঃপ্রবিষ্ট হয়।

লোধ্রতুম্বী ফলালেপো যোনিদার্ঢ্যং করোতি চ।
বেতসমূলনিঃক্বাথক্ষালনেন তথৈব চ॥

লোধ ও লাউশস্য একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে যোনির শিথিলতা দূরীকৃত হইয়া দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। তদ্রূপ বেতমূলের ক্বাথে যোনি ধৌত করিলে উল্লিখিত উপকার দর্শে।

বচা নীলোৎপলং কুষ্ঠং মরিচানি তথৈব চ।
অশ্বগন্ধা হরিদ্রা চ গাঢ়াকরণমুত্তমম্।

বচ, নীলোৎপল, কুষ্ঠ, মরিচ, অশ্বগন্ধা ও হরিদ্রা এই সমুদায় বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে যোনি দৃঢ় হয়।

পলাশোডুম্বরফলং তিলতৈলসমন্বিতম্।
মধুনা যোনিমালিপ্য গাঢ়ীকরণমুত্তমম্।

পলাশফল ও যজ্ঞডুমুর তিলতৈল এবং মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া যোনি-মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে যোনি দৃঢ় হয়।

মদনফল মধু কর্পূর প্রপূরিতং কামিনীজনস্য।
চিরগলিতযৌবনস্য চ বরাঙ্গমতিগাঢ়সুকুমারম্।

মদনফল, মধু ও কর্পূর একত্র মর্দ্দন করিয়া যোনিমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে যোনি দৃঢ় ও সুকোমল হয়।

পঞ্চপল্লব যষ্ট্যাহ্ব মালতীকুসুমৈর্ঘৃতম্।
রবিপক্কমন্যথা বা যোনিগন্ধনিবারণম্।

আম, জাম, কয়েতবেল, টাবালেবু ও বেল ইহাদের পত্র, যষ্টিমধু ও মালতী-পুষ্প এই সকল কল্কদ্রব্যের সহিত রৌদ্রে বা অগ্নিতে ঘৃত পাক করিয়া যোনিতে মর্দ্দন করিলে যোনির দুর্গন্ধ নিবারণ হয়।

ইক্ষ্বাকুবীজদন্তীচপলা গুড়মদনকলমূলযষ্ট্যাহ্বৈঃ।
সস্নুক্ক্ষীরৈর্বর্ত্তিযোজিতা কুসুমসংজননী।

তিতলাউবীজ, দন্তীমূল, পিপুল, গুড়, মদনফল, মূলার বীজ ও যষ্টিমধু এই সমুদায় দ্রব্য পেষণ করিয়া সিজের আটার সহিত যথাবিধি বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা যোনিতে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে স্ত্রীলোকের রজঃনিবৃত্তি হয়।

সকাঞ্জিকং জবাপুষ্পং ভৃষ্টং জ্যোতিষ্মতীদলম্।
দূর্ব্বাপিষ্টঞ্চ সংপ্রাশ্য বনিতা স্বার্ত্তবং লভেৎ।
(দূর্ব্বাপিষ্টং তণ্ডুলযোগাৎ।)

কাঁজির সহিত জবাফুল বাঁটিয়া লতাফট্‌কীর পত্র ভাজিয়া অথবা তণ্ডু-লের সহিত দূর্ব্বার পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে রজঃপ্রবৃত্তি হয়।

পুষ্যোদ্ধৃতং লক্ষ্মণায়াশ্চক্রাঙ্গায়াস্ত কন্যয়া।
পিষ্টং মূলং দুগ্ধঘৃতৈ ঋতৌ পীতন্তু পুত্রদম্॥

পুষ্যানক্ষত্রে উদ্ধৃত লক্ষ্মণাকন্দ ও সুদর্শনামূল ঘৃতকুমারীর সহিত বাঁটিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত ঋতুকালে ভক্ষণ করিলে গর্ভোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর হয়।

স্বর্ণস্য রূপ্যকস্য চূর্ণে তাম্রস্য চাজ্যসংমিশ্রে।
পীতে শুদ্ধে ক্ষেত্রে ভেষজযোগাস্তবেদ্গর্ভঃ।

ঋতুস্নানান্তে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র-চূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে গর্ভোৎপত্তি হয়।

কৃত্বা শুদ্ধৌ স্নানং বিলঙ্ঘ্যদিবসান্তরে ততঃ প্রাতঃ।
স্নাত্বা দ্বিজায় দত্ত্বা ভক্ত্যা সম্পূজ্য লোকন থেশম্।
শ্বেতং বাট্যালমূলং যষ্টি কর্ষং পলঞ্চ শর্করায়াঃ।
পিষ্টৈকবর্ণ জীববৎসৈকবর্ণায়া গোস্তু দুগ্ধেন॥
সমধিক ঘৃতেন পেয়ং নাত্র দিনে দেয়মন্যচ্চ।
ক্ষুধিতে সদুগ্ধমন্নং দদ্যাদাপুরুষসন্নিপেস্তস্যাঃ॥
সমদিবসে শুভযোগে দক্ষিণপার্শ্বাবলম্বিনী ধীরা।
ত্যক্তস্ত্রান্তর সঙ্গপ্রহৃষ্ট মনসোহতিবৃদ্ধধাতোঃ।
পুংসঃ সঙ্গমমাত্রাল্লভতে পুত্রং ততো নিতরাম্।

যোনিদোষসম্পন্না নারী ঋতুর চতুর্থ দিবসে স্নান ও উপবাস করিয়া পর দিবস প্রাতে স্নানান্তে শ্বেত-বেড়েলামূল ২ তোলা, যষ্টিমধু ২ তোলা ও চিনি ৮ তোলা, একবর্ণা ও জীব-বৎসা গাভীর দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রচুর ঘৃতের সহিত তাহা পান

ও তদ্দিনে উপবাস করিবেন, স্বামিসহবাসের দিবস পর্য্যন্ত অল্প পরিমাণে কেবল দুগ্ধ ও অন্নমাত্র ভোজন করিয়া থাকিবেন। পরে প্রশস্ত দিবসে পবিত্রাচারবিশিষ্ট স্বামীর সহিত সমাগত হইলে গর্ভোৎপত্তি হয়।

গোষ্ঠজাতবটস্য প্রাগুদক্‌শাখ ভবে শুভে।
শুঙ্গে মাষৌ তথা গৌরসর্ষপৌ দধিযোজিতৌ॥
পুষ্যাপীতৌ দ্রুতাপন্নসত্ত্বায়াঃ পুত্রকারকৌ॥

পুষ্যানক্ষত্রে গোষ্ঠজাত বটবৃক্ষের ঈশাণ কোণের শাখাস্থ শুঙ্গাদ্বয়, দুইটি মাষকলাই এবং দুইটি শ্বেতসর্ষপ দধির সহিত ভক্ষণ করিলে সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূরীভূত হয়।

পত্রমেকং পলাশস্য গর্ভিণী পয়সান্বিতম্।
পীত্বা চ লভতে পুত্রং রূপবন্তং ন সংশয়ঃ॥

গর্ভিণী নারী দুগ্ধের সহিত একটি পলাশপত্র বাঁটিয়া খাইলে রূপবান্ পুত্র প্রসব করে।

নষ্টপুষ্পান্তকরসঃ।

রসেন্দ্রগন্ধক লৌহং বঙ্গং সৌভাগ্যমেব চ।
রজতাভ্রঞ্চ তাম্রঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্॥
গুড়ূচী ত্রিফলা দন্তী শেফালী কণ্টকারিকা।
দারু জীবন্তী কুষ্ঠঞ্চ বৃহতী কাকমাচিকা॥
নক্তমালীশবেত্রাগ্রং শ্বদংষ্ট্রা বৃষকং বলা।
এতেষাং স্বরসৈর্ভাব্যং ত্রিবারঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
সৈন্ধবং মধুকং দন্তী লবঙ্গং বংশলোচনম্।
রাস্না গোক্ষুরবীজঞ্চ শাণমানং বিচূর্ণয়েৎ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং পেষ্যং জয়ন্তীতুলসীরসৈঃ।
মর্দ্দয়িত্বা বটীং কুর্য্যাৎ নষ্টপুষ্পকযোষিতাম্॥
নষ্টপুষ্পে নষ্টশুক্রে যোনিশূলে চ শস্যতে।
যোনিদাহে স্বেদযোগ্যাং নষ্টপুষ্পান্তকো ভবেৎ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, সোহাগা, রজত, অভ্র ও তাম্র, যথাক্রমে গুড়ূচী, ত্রিফলা, দন্তীমূল, শেফালী, কণ্টকারী, দেবদারু, জীয়াপুতা, কুড়, বৃহতী, কাকমাচী, নাটাকরঞ্জ, তালীশপত্র, বেতের অগ্র, গোক্ষুর, বাসকছাল ও বেড়েলার রসে বা কাথে পৃথক্ পৃথক্ ৩ বার ভাবনা দিয়া তাহাতে সৈন্ধব, যষ্টিমধু, দন্তীমূল, লবঙ্গ, বংশলোচন, রাস্না ও গোক্ষুরবীজ ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, সমস্ত একত্র করিয়া জয়ন্তীপত্ররস ও তুলসীপত্ররসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা নষ্টপুষ্পা, যোনিশূল প্রভৃতি ব্যাধি নিবারণ হয়।

বিশ্ববল্লভং ঘৃতম্।

কেশরাজস্য নির্গুণ্ড্যাঃ শতাবর্য্যাঃ কুশস্য চ।
বিদার্য্যাঃ স্বরসেনাপি ছাগেন পয়সা তথা॥
কল্কৈর্দাড়িম বিল্বাব্দৈর্লবঙ্গৈলা ফলত্রিকৈঃ।
মহতা পঞ্চমূলেন দ্রাক্ষা চন্দন চম্পকৈঃ॥
নিশা দারুনিশাভ্যাঞ্চ বহ্নিনা লবণৈরপি।
তোয়পিষ্টৈঃ পচেৎ সর্পিঃ পাত্রে মৃৎপরিনির্ম্মিতে॥
বিশ্ববল্লভনামেদং ঘৃতং স্ত্রীগদসূদনম্।
বল্যং রসায়নং বৃষ্যং বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনম্॥

গব্যঘৃত ৪ সের। কেশুরিয়া, নিসিন্দা, শতমূলী, কুশ ও ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইহাদের স্বরস প্রত্যেক ৪ সের। কল্কার্থ দাড়িমফলের খোলা, বেলশুঁঠ, মুতা, লবঙ্গ, এলাইচ, হরীতকী, আমলা,

বহেড়া, বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারী-ছাল, পারুল, গণিয়ারীছাল, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, চাঁপাছাল, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, চিতামূল ও পঞ্চলবণ মিলিত ১ সের। মৃৎপাত্রে যথাবিধি পাক করিবে। অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবনীয়। এই ঘৃত বলকর, রসায়ন, বৃষ্য, বালকদিগের অঙ্গপোষক এবং বিবিধ স্ত্রীরোগনাশক।

ফলকল্যাণঘৃত।

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং কুষ্ঠং ত্রিফলা শর্করা বলা।
মেদে পয়স্যা কাকোলী মূলঞ্চৈবাশ্বগন্ধজম্॥
অজমোদা হরিদ্রে দ্বে হিঙ্গু কটুকরোহিণী।
উৎপলং কুমুদং দ্রাক্ষা কাকোল্যৌ চন্দনদ্বয়ম্॥
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
শতাবরীরসং ক্ষীরং ঘৃতাদ্দেয়ং চতুর্গুণম্॥
সর্পিরেতন্নরঃ পীত্বা নিত্যং স্ত্রীষু বৃষায়তে।
পুত্রান্ সংজনয়েন্নারী মেধাঢ্যান্ প্রিয়দর্শনান্॥
যা চৈবাস্থিরগর্ভা স্যাদ্ যা চ বা জনয়েন্মৃতম্।
অল্পায়ুষং বা জনয়েদ্ যা চ কন্যাং প্রসূয়তে॥
যোনিদোষে রজোদোষে পরিস্রাবে চ শস্যতে।
প্রজাবর্দ্ধনমায়ুষ্যং সর্ব্বগ্রহনিবারণম॥
নাম্না ফলঘৃতং হ্যেতদশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতম্।
অনুক্তং লক্ষ্মণামূলং ক্ষিপন্ত্যত্র চিকিৎসকাঃ॥

গব্যঘৃত ৪ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, চিনি, বেণার মূল, মেদ, মহামেদ, ক্ষীরকাঁকলা, কাকোলী, অশ্বগন্ধামূল, বনযমানী, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, হিঙ্গু, কটকী, রক্তোৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাঁকলা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, লক্ষ্মণামূল অভাবে শ্বেতকণ্টকারীর মূল প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত পান করিলে পুরুষের বল-বীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয় এবং স্ত্রীলোকের যোনিদোষ ও গর্ভদোষ নিরাকৃত হইয়া আয়ুঃশালী, বলবান্ ও রূপবান্ পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়।

খড়্গবর্ত্তিঃ।

অয়ষ্টঙ্গন ধুস্তূরসারাণাং ভাগ একশঃ।
রসালবীজচূর্ণস্য ভাগাশ্চত্বার এব চ॥
ঘৃতেন সহ সংমর্দ্য বর্ত্তী রক্তিসমাম্বিকা।
স্থূলমূলা চ সূক্ষ্মাগ্রা সদ্যোজাতা সুকোমলা॥
যোনৌ প্রবেশিতা তূর্ণং রক্তস্রাবাদিকং জয়েৎ॥

লৌহ অথবা হিরাকস ভস্ম, সোহাগা ও কনকসার প্রত্যেক ১ ভাগ, আম্র-কেশীচূর্ণ ৪ ভাগ, ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি মাত্রায় স্থূলমুল সূক্ষ্মাগ্র সুকোমল বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা যোনিমধ্যে প্রযুক্ত হইলে রক্তস্রাব, জরায়ুশূল, যোনিব্যাপৎ প্রভৃতি সত্বর বিনষ্ট হয়। বর্ত্তিকা পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া রাখিবে না, আবশ্যক হইলে সদ্যঃ প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

কুমারিকা বটী।

কন্যাসারং কেশরং ভোগিফেনং
সর্ব্বং তুল্যং বঙ্গ দেবপ্রিয়ে চ।
ক্ষিপ্ত্বা খল্লে মর্দ্দয়েৎ জীবনেন
মাত্রা রক্তী স্বেহনুপানং জলঞ্চ॥

যোনিব্যাপদ্ বাধকৌ বেদনাশ্চ
শূলং তূর্ণং হন্তি গর্ভাশয়োত্থম্ ।
মক্কল্লোত্থং শূলমেষা কুমারী
রোগানন্যান্ তূলরাশিং যথাগ্নিঃ ॥

মুসব্বর, হীরাকস বঙ্গ, কাবাবচিনি ও অহিফেন প্রত্যেক সমভাগ জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান জল। ইহা সেবনে প্রদর, বাধকবেদনা, যোনি-ব্যাপৎ, জরায়ুশূল ও মক্কল্লশূল প্রভৃতি জ্বরাদি উপদ্রবসংযুক্ত থাকিলেও সত্বর নিবারিত হয়।

জয়াদিবটী।

মূলং রক্তোৎপলভবং বিজয়াসারমেব চ।
অপামার্গস্য মূলঞ্চ কন্যাসারং সমং সমম্ ॥
মর্দ্দয়িত্বা বটীঃ কুর্য্যাৎ রক্তিদ্বয়মিতাঃ শুভাঃ ॥
সেবনাদাশু নশ্যন্তি বেদনাঃ কটিসম্ভবাঃ ॥
জরায়ুশূলং বাধাঞ্চ তথা কষ্টরজাংসি চ।
জয়াদিবটিকা নাম মহাদেবেন ভাষিতা ॥

বিজয়াসার, রক্তোৎপলের মূল, আপাংমূল ও মুসব্বর সর্ব্বসমভাগে মাড়িয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। ইহা সেবনে তৎক্ষণাৎ জরায়ুশূল ও কটিবেদনা নিবারিত এবং বাধক ও কষ্টরজঃ প্রভৃতি পীড়া সত্বর নষ্ট হয়।

রজঃপ্রবর্ত্তিনী বটী।

টঙ্কনং হিঙ্গু কাসীসং কন্যাসারং সমাংশকম্ ।
কুমারীস্বরসেনৈব চণকপ্রমিতা বটী ॥
রজোরোধং কষ্টরজো বেদনাশ্চ তদুদ্ভবাঃ।
রজঃপ্রবর্ত্তিনী নাম বটী তূর্ণং বিনাশয়েৎ ॥
ভাষিতা নীলকণ্ঠেন বহ্নিঃ কাষ্ঠচয়ং যথা ।

সোহাগা, হিং, হীরাকস ও মুসব্বর সমস্ত সমভাগ। ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা সেবনে রজোরোধ, কষ্টরজঃ ও তজ্জনিত বেদনাদি সত্বর প্রশমিত হয়।

কুণ্ডলিনী বর্ত্তিঃ।

ছিন্নাসারশ্চতুর্ভাগঃ হেমসারৈকভাগিকঃ।
তথৈকভাগোঽহিফেনসারস্য ঘৃতমর্দ্দিতঃ ॥
ষড়্ রক্তিপ্রমিতা বর্ত্তির্যোনিমধ্যে প্রয়োজিতা।
রক্তস্রাবং তথা যোনিব্যাপদং প্রদরাদিকম্ ॥
জয়েৎ কুণ্ডলিনী বর্ত্তি স্তূর্ণং সূর্য্যো যথা তমঃ ।

গুলঞ্চের চিনি অর্থাৎ পালো ৪ রতি, কনকধুতুরার সার ১ ভাগ, অহিফেনসার ১ ভাগ, ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি মাত্রায় বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা জরায়ুমুখে প্রয়োগে রক্তস্রাব, যোনি-ব্যাপৎ, প্রদররোগ ও তজ্জনিত বেদনা সত্বর প্রশান্ত হয়।

শিখর্য্যাদিবর্ত্তিঃ।

অপামার্গমূলচূর্ণং ফণিফেনস্য সারকঃ।
খদিরং চূর্ণগোধূমং সর্ব্বং রক্তিমিতং ভবেৎ ॥
ঘৃতেন সহ সংলিপ্য শুভাং কৃত্বা চ বর্ত্তিকাম্ ।
যোনৌ প্রবেশিতা শীঘ্রং রক্তস্রাবাদিকং জয়েৎ ।

আপাংমূলচূর্ণ, অহিফেনসার, খদির, গোধূমচূর্ণ (ময়দা) প্রত্যেক ১ রতি। ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত

করিয়া যোনিমধ্যে প্রবেশে রক্তাবরোধ করে। ইহার দ্বারা রক্তপ্রদর ও বিবিধ যোনিব্যাপৎ রোগ নিবারিত হয়।

কনকসারঃ ।

বন্ধ্যধুস্তূরপত্রাণাং বস্ত্রনিষ্পীড়িতং রসম্ ।
জলস্বেদনযন্ত্রেণ সূর্য্যসন্তপনেন বা ॥
ততোঽবতার্য্য মধুনা সুরয়া বাথ যোজয়েৎ ।
মৃতসঞ্জীবনীনাম্না রক্ষয়েদতিযত্নতঃ ।
রক্তিপাদমিতামাত্রা জ্ঞেয়া রক্তিদ্বয়াত্মিকা ॥
হরেৎ কনকসারোঽয়ং ধন্বন্তরিবিনির্ম্মিতঃ ।
রোগান্ জরায়ুজান্ যোনিব্যাপদং শূলমেব চ ॥
মক্কলসংজ্ঞকং কৃচ্ছ্রমামবাতং সুদারুণম্ ।
শ্বাসং হৃদ্রোগমখিলং তুলরাশিমিবানলঃ ॥
বহিঃ সংলেপনাদেব বেদনাঃ সত্বরং জয়েৎ ।
মেরৌ লেপনমাত্রেণ ঘর্ম্মাক্রান্তস্য দেহিনঃ ।
সত্বরং নাশয়েদ্ ঘর্ম্মং ঘোরং সূর্য্যো যথা তমঃ ॥
(বন্ধ্যং অপুষ্পফলম্ ।)

অফল ও অপুষ্প কনকধুতুরার পত্রের রস বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া জলস্বেদন যন্ত্র বা সূর্য্যের উত্তাপে এরূপ গাঢ় করিবে, যেন উহাতে মুদ্রার দাগ লাগে। পরে কিঞ্চিৎ মৃতসঞ্জীবনী সুধা অথবা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া রক্ষা করিবে। মাত্রা ১ রতির ৬ ভাগের ১ ভাগ হইতে ১ রতি। ইহা সেবনে যোনিব্যাপৎ, জরায়ু ও মক্কলশূল নিবারিত হয় এবং আমবাত ও কষ্টসাধ্য শ্বাস প্রতিকৃত হয় এবং ইহার বাহ্যিক প্রলেপে সর্ব্বপ্রকার বেদনা ও হৃদ্রোগাদি বিদূরিত ও ঘর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তির মেরুদণ্ডে ইহা লেপন করিলে সত্বর ঘর্ম্ম নিবারিত হয়।

সম্বিদাসারঃ ।

সম্বিদামঞ্জরীপত্রস্বরসং বস্ত্রশোধিতম্ ।
জলস্বেদনযন্ত্রেণ গাঢ়মেবং প্রকল্পয়েৎ ॥
যাবন্মুদ্রাঙ্কণং তত্র ভবেদ্বা গোলকং তথা ।
রক্তিপাদমিতাদর্দ্ধরক্তিমাত্রং প্রদাপয়েৎ ॥
দ্বিত্রিবারং সেবনেন স্ত্রীণাং শূলং জরায়ুজম্ ।
যোনিশূলং দ্রুতং হন্যাৎ সম্বিদাসারনামকঃ ॥
প্রোক্তো গহননাথেন ফলবর্ত্তিপ্রয়োগতঃ ।
মাত্রয়া রক্তিমিতয়া যোনিব্যাপৎ প্রণশ্যতি ।
আমবাতশ্চ দুঃসাধ্যস্তমকশ্বাস এব চ ।
তথা চায়মকঃ শীঘ্রং সিংহাক্রান্তো যথা করী ॥
সম্বিদামঞ্জরী পত্র স্বরসাভাবতোঽথবা ।
শুষ্কমঞ্জরীপত্রাণাং ক্বাথো দেয়ো যথাবিধি ॥

সিদ্ধির পত্র ও মঞ্জরীর স্বরস স্থূল-বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া জলস্বেদন যন্ত্রে এরূপ গাঢ় করিবে যে, তাহাতে মুদ্রার চিহ্ন লাগিতে পারে বা বর্ত্তুল বাঁধিতে পারা যায়। মাত্রা ১ রতির ৮ ভাগের ১ ভাগ হইতে অর্দ্ধ রতি। ইহা দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে স্ত্রীদিগের জরায়ুশূল ও যোনিশূল আশু নিবারিত হয়। ইহার ১ রতি মাত্রায় ফলবর্ত্তিরূপে ব্যবহার করিলে নানাপ্রকার যোনিব্যাপৎ রোগ উপশমিত হয়। অধিকন্তু ইহা সেবনে দুঃসাধ্য আমবাত, তমকশ্বাস ও ধনুষ্টঙ্কারাদি রোগ প্রশমিত হয়। স্বরসাভাবে মঞ্জরী (গাঁজা) ও সিদ্ধি সমভাগে লইয়া চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া

লইবে। পরে পূর্ব্ববৎ জলস্বেদন যন্ত্র দ্বারা বটিকা বন্ধনোপযোগী সার প্রস্তুত করিবে। সম্বিদাসারের অভাবে চরস্ ।০ সিকি রতি হইতে ১ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

ত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্।

ত্রিফলাং ত্রিবৃতাং শুণ্ঠীং গুড়ূচীং সপুনর্নবাম্।
বিদারিকাং হরিদ্রে দ্বেরাস্নামেদাশতাবরীঃ॥
কল্কীকৃত্য ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ ক্ষীরে চতুর্গুণে।
তৎসিদ্ধং পায়য়েন্নারীং যোনিরোগপ্রশান্তয়ে॥

গব্যঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ হরীতকী, আমলা, বহেড়া, তেউড়ী, শুঁঠ, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, মেদ ও শতমূলী মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে যোনিরোগের শান্তি হয়।

শিবকরী বটী।

লৌহকামৃতসারাখ্যং ফণিফেনং ঘনং বিড়ম্।
বহ্নিতোয়েন সংমর্দ্দ্য মাষমাত্রাং বটীং চরেৎ।
বটী শিবকরী হেযা যোনিকণ্ডূপ্রশান্তিকৃৎ।

অমৃতসার লৌহ, অহিফেন, অভ্র ও বিট্‌লবণ প্রত্যেক সমভাগ, চিতার রসে মর্দ্দন করিয়া উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবনে যোন্যাক্ষেপ রোগ নষ্ট হয়।

টঙ্গনাদি চূর্ণম্।

টঙ্গনং পঞ্চলবণং তুগাক্ষীরীং শিলাজতু।
নাগরং মুস্তকং বহ্নিং পদ্মকং নীলমুৎপলম্।
জীবন্তীং মধুকং দ্রাক্ষাং গুড়ূচীং চন্দনদ্বয়ম্।
চূর্ণয়িত্বাম্ভসা নারী পিবেৎ কণ্ডুপ্রশান্তয়ে।

সোহাগার খই, পঞ্চলবণ, বংশলোচন, শিলাজতু, শুঁঠ, মুতা, চিতামূল, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন, প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ করিয়া জলের সহিত সেবন করিলে যোনিকণ্ডূ রোগের শান্তি হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং যোনিব্যাপচ্চিকিৎসা।

গর্ভাজনকভেষজম্।

ধাত্র্যর্জ্জুনাভয়াচূর্ণং তোয়পীতং রজো হরেৎ।
শেলুচ্ছদমিশ্রপিষ্টভক্ষণঞ্চ তদর্থকৃৎ॥

আমলকী, অর্জ্জুনছাল ও হরীতকীচূর্ণ জলের সহিত অথবা বহুবার পত্র মিশ্রিত পিষ্টক ভক্ষণ করিলে রজোনিবৃত্তি হয়।

পাঠাপত্রং ঋতুস্নাতা পীত্বা গর্ভং ন ধারয়েৎ॥

ঋতুস্নান করিয়া আকনাদি পত্র জলের সহিত বাঁটিয়া খাইলে গর্ভোৎপত্তি হয় না।

রসাঞ্জনং হৈমবতী বয়ঃস্থা
চূর্ণীকৃতং শীতজলেন পীতম্।
রজোবিনাশং নিয়তং করোতি
শঙ্কাত্র কা গর্ভসমাগমস্য।

রসাঞ্জন, হরীতকী ও আমলকী এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিলে রজোলোপ ও গর্ভোৎপত্তির আশঙ্কা নিবারণ হয়।

বন্ধ্যাচিকিৎসা —

জন্মবন্ধ্যা কাকবন্ধ্যা মৃতবৎসা ক্বচিৎ স্ত্রীয়ঃ।
তাসাং পুত্রোদয়ার্থঞ্চ শম্ভুনা সূচিতং পুরা ॥

জন্মবন্ধ্যা, কাকবন্ধ্যা ও মৃতবৎসা প্রভৃতি নারীগণের পুত্রজননার্থ পূর্ব্বকালে মহাদেব যে সকল ঔষধাদি বলিয়াছেন তাহা কথিত হইতেছে।

সমূলপত্রাং সর্পাক্ষীং রবিবারে সমুদ্ধরেৎ।
একবর্ণগবীক্ষীরৈঃ কন্যাহস্তেন পেষয়েৎ ॥
ঋতুকালে পিবেদ্বন্ধ্যা পলার্দ্ধং তদ্দিনে দিনে।
ক্ষীরশাল্যন্নমুদ্গঞ্চ লঘ্বাহারং প্রদাপয়েৎ ।
এবং সপ্তদিনং কৃত্বা বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী।
উদ্বেগং ভয়শোকঞ্চ ব্যায়ামঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
অনঙ্গং ক্রোধমোহৌ চ দিবানিদ্রাং বিবর্জ্জয়েৎ।
ন কর্ম্ম কারয়েৎ কিঞ্চিদ্বর্জ্জয়েচ্ছীতমাতপম্ ।
ন তয়া পরমাং সেবাং কারয়েৎ পূর্ব্ববৎক্রিয়াম্।
পতিসঙ্গাদ্গর্ভলাভো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

রবিবারে মূল ও পত্রের সহিত শালিঞ্চ শাক উৎপাটন করিয়া একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত অবিবাহিতা কন্যা দ্বারা পেষণ করিবে, এই ঔষধ বন্ধ্যানারী ঋতুকালে ৪ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধ, শালিতণ্ডুলের অন্ন ও মুগের দাইল এই সকল অল্প পরিমাণে পথ্য করা বিধেয়। এইরূপ সপ্তদিন ঔষধ সেবন করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়। এই ঔষধ সেবনকালে উদ্বেগ, ভয়, শোক, ব্যায়াম ও দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করিবে। কোন পরিশ্রমজনক কর্ম্ম ও শীত কিংবা রৌদ্র সেবা করিবে না। এইরূপ ঔষধ সেবা করিয়া পতিসঙ্গ করিলে নিশ্চয়ই গর্ভগ্রহণ হয়, ইহার অন্যথা হয় না।

একমেব তু রুদ্রাক্ষং সর্পাক্ষী কর্ষমাত্রকম্।
পূর্ব্ববচ্চ গবাং ক্ষীরৈঃ ঋতুকালে প্রদাপয়েৎ।
মহাগণেশমন্ত্রেণ রুক্ষাং তস্যাশ্চ কারয়েৎ ॥
(মন্ত্রস্তু—ওঁ দদন্মহাগণপতে! রক্তামৃতং মৎসুতং দেহি।)

একটী রুদ্রাক্ষ ও শালীঞ্চ শাক ২ তোলা পরিমাণে লইয়া গব্যদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ঋতুকালে ভক্ষণ করিলে বন্ধ্যানারীর গর্ভ হয়।

পত্রমেকং পলাশস্য গর্ভিণী পয়সান্বিতম্।
পীত্বা তু লভতে পুত্রং রূপবন্তং ন সংশয়ঃ ॥
পথ্যমুক্তং যথা পূর্ব্বং তদ্বৎ সপ্তদিনাবধি ॥

একটী পলাশবৃক্ষের পত্র গর্ভিণী নারীর দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে বন্ধ্যানারী নিশ্চয় রূপবান্ পুত্র লাভ করে। এই ঔষধ সেবনকালে পূর্ব্ববৎ পথ্যাদি সেবন করিতে হইবে; এবং সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য।

দেবদানীয়মূলন্তু গ্রাহয়েৎ পুষ্যভাস্করে।
নিষ্কত্রয়ং পিবেৎ ক্ষীরৈঃ পূর্ব্ববৎ ক্রমযোগতঃ।
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং দেয়ং পথ্যং যথা পুরা ॥

রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে দেবদানী বৃক্ষের মূল আহরণ করিয়া ১২ মাষা পরিমাণে দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবনকালে পূর্ব্ববৎ নিয়ম পালন ও পথ্য সেবন করিবে। ইহাতে বন্ধ্যানারী পুত্রলাভ করে।

শীততোয়েন সংপিষ্টং শরপুঙ্খীয়মূলকম্।
কর্ষং পীত্বা লভেদ্গর্ভং পূর্ব্ববৎ ক্রমযোগতঃ ॥

শরপুঙ্খার মূল শীতল জলে পেষণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ ভক্ষণ করিয়া পূর্ব্ববৎ নিয়ম পালন ও পথ্য সেবন করিলে বন্ধ্যা নারীর গর্ভ হয়।

মুস্তাপ্রিয়ঙ্গুসৌবীরং লাক্ষাক্ষৌদ্রং সমং পিবেৎ।
কর্ষং তণ্ডুলতোয়েন বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী।
পথ্যমুক্তং যথাপূর্ব্বং তদ্বৎসপ্তদিনং পিবেৎ॥

মুতা, প্রিয়ঙ্গু, কাঁজি, লাক্ষা ও মধু এই সকল সমভাগে একত্রিত করিয়া ২ তোলা পরিমাণে লইয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়, এই ঔষধ সেবনেও পূর্ব্ববৎ পথ্যাদি সেবন করা কর্ত্তব্য।

সমূলাং সহদেবীঞ্চ সংগৃহ্য পুষ্যভাস্করে।
ছায়াশুষ্কঞ্চ তচ্চূর্ণং একবর্ণগবীপয়ঃ।
পূর্ব্ববৎ পিবতে নারী বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী॥

রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে মূলের সহিত দণ্ডোৎপল বৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া ছায়াতে শুষ্ক ও চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত পান করিয়া পূর্ব্ববৎ পথ্য সেবন ও নিয়ম পালন করিলে বন্ধ্যা নারী গর্ভিণী হয়।

মূলং শিফাং বা কিল লক্ষণায়া
ঋতৌ নিপীয় ত্রিদিনং পয়োভিঃ।
ক্ষীরাম্বুচর্য্যাং নিয়মেন ভুংক্তে
পুত্রং প্রসূতে বনিতা ন চিত্রম্॥

বেড়েলার মূল ও শিকড় ঋতুকালে তিন দিবস দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিয়া দুগ্ধ সেবন করিলে বন্ধ্যা নারী পুত্র লাভ করে। এই ঔষধ সেবনেও পূর্ব্ববৎ পথ্য বিধান ও নিয়ম পালন করিবে।

সপিপ্পলীকেশরশৃঙ্গবেরং
ক্ষুদ্রোষণং গব্যঘৃতেন পীতম্।
বন্ধ্যাপি পুত্রং লভতে হঠেন
যোগোত্তমোঽয়ং মুনিভিঃ প্রদিষ্টঃ॥

পিপ্পলী, নাগেশ্বর, আদা, কণ্টকারী ও মরিচ এই সকল সমভাগে গব্যঘৃতের সহিত পান করিলে বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়। এই যোগ পূর্ব্বোক্ত সকল যোগের প্রধান, বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তুরঙ্গগন্ধাঘৃতবারিসিদ্ধং
সাজ্যং পয়ঃ স্নানদিনে চ পীত্বা।
প্রাপ্নোতি গর্ভং বিষয়ং চরন্তী
বন্ধ্যাপি পুত্রং পুরুষপ্রসঙ্গাৎ॥

(ঘৃতঞ্চ শয়নসময়ে পেয়ম্।)

অশ্বগন্ধা, ঘৃত ও জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ঋতুস্নান দিনে ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত শয়নকালে পান করিলে বন্ধ্যা নারীর গর্ভ গ্রহণ হয় এবং সেই গর্ভে পুত্র জন্মে।

পুষ্যার্কযোগোদ্ধৃতলক্ষণায়া.
মূলং তথা বজ্রতরোশ্চ পিষ্ট্বা।
অপ্যেকবর্ণাপয়সা নিপীতং
স্ত্রিয়ঃ স্মৃতং পুত্রকরং মুনীন্দ্রৈঃ।

রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতবেড়েলার মূল উদ্ধৃত করিয়া একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত পান করিবে।

পুষ্যোদ্ধৃতং লাক্ষণমেব চূর্ণং
পুংসা নিপিষ্টং সঘৃতং নিপীয়।
ক্ষীরৌদনং প্রাশ্য পতিপ্রসঙ্গাৎ
গর্ভং বিদধ্যাত্তরুণী ন চিত্রম্॥

পুষ্যানক্ষত্রে বেড়েলার মূল আহরণ করিয়া চূর্ণ করিবে। তৎপরে ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহা সেবনের পর দুগ্ধান্ন ভোজনীয়। ইহাতে নারী নিশ্চয় গর্ভধারণ করে। এই ঔষধ পুরুষের প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণাপরাজিতামূলং বস্তক্ষীরেণ সংপিবেৎ।
ঋতুস্নাতা ত্রিধা যা তু বন্ধ্যা গর্ভবতী ভবেৎ॥

ঋতুস্নাতা নারী কৃষ্ণাপরাজিতার মূল ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ৩ দিন পান করিলে বন্ধ্যানারীর গর্ভ হয়।

নাগকেশরকং চূর্ণং সংযুতং গব্যদুগ্ধতঃ।
পিবেৎ সপ্তদিনং দুগ্ধং ঘৃতৈর্ভোজনমাচয়েৎ।
তদৃতৌ লভতে গর্ভং সা নারী পতিসঙ্গতঃ।

নাগকেশরচূর্ণ দুগ্ধের সহিত সপ্তদিন পর্য্যন্ত পান করিয়া দুগ্ধপান ও ঘৃতান্ন ভোজন করিবে। ঋতুকালে এই ঔষধ সেবন করিতে হইবে।

পুত্রঞ্জীবস্য পত্রৈকং পিবেৎ ক্ষীরৈ ঋতৌ তু যা।
পতিসঙ্গাচ্চ সা নারী সত্যং পুত্রবতী ভবেৎ।
তস্য মূলং চৈক বর্ণাক্ষীরৈঃ পীত্বা চ পুত্রিণী।

ঋতুকালে জিয়াপুতা বৃক্ষের পত্র দুগ্ধের সহিত অথবা ঐ বৃক্ষের মূল একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে নারী পুত্রলাভ করে।

কাকোল্যৌ লক্ষ্মণামূলং তথা ষষ্টিকতণ্ডুলম্।
নার্য্যেকবর্ণাপয়সা পীত্বা গর্ভবতী ঋতৌ॥

কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলার মূল এবং ষষ্টিধান্যের তণ্ডুল এই সকল দ্রব্য ঋতুকালে একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে নারী গর্ভবতী হইয়া থাকে।

অশ্বিন্যাং বোধিবৃক্ষস্য বন্দাকং গ্রাহয়েদ্‌বুধঃ।
গোক্ষীরৈঃ পানমাত্রেণ বন্ধ্যা পুত্রবতী ভবেৎ॥

অশ্বিনী নক্ষত্রে অশ্বত্থবৃক্ষের পরগাছা আহরণ করিয়া গব্যদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়।

তিলরসকুড়বৈকং গোকরীষাগ্নিযোগা-
ত্তরুণবৃষভমূত্রং প্রস্থযুক্তং বিপক্বম্।
ঋতুষু দিবসমধ্যে সপ্তবারৈশ্চ পীতং
জনয়তি সুতমেতন্নিশ্চিতং পুষ্পিতৈব।

তিলতৈল এক সের শুষ্ক গোময়ের অগ্নিতে পাক করিবে। পাককালে অল্পবয়স্ক বৃষের মূত্র চারি সের দিবে। এই তৈল ঋতুকালে প্রত্যহ সপ্তবার পান করিবে। ইহাতে নিশ্চয় নারী পুত্র লাভ করে।

কদম্বপত্রং শ্বেতঞ্চ বৃহতীমূলমেব চ।
এতানি সমভাগানি অজাক্ষীরেণ পেষয়েৎ॥
ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা পিবেদেতন্মহৌষধম্।
অস্মিন্নিপীয়মানে তু গর্ভো ভবতি নিশ্চিতম্।

শ্বেতকদম্বের পত্র ও বৃহতীমূল সম ভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিবে। এই মহৌষধ ঋতুকালে ত্রিরাত্র বা পঞ্চ রাত্র পান করিলে নিশ্চয় নারীর গর্ভ হয়।

গোক্ষুরস্য তু বীজন্তু পিবেন্নির্গুণ্ডিকারসৈঃ।
ত্রিরাত্রং সপ্তরাত্রং বা বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী॥

ঋতুকালে গোক্ষুরবীজ নিসিন্দার রসে পেষণ করিয়া ত্রিরাত্র কিম্বা

সপ্তরাত্র পান করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়।

কর্কোটবীজচূর্ণন্তু একবর্ণগবাং পয়ঃ।
ঋতৌ নিপীয়মানে তু বন্ধ্যা ভবতি পুত্রিণী॥

কাঁকরোলের বীজ চূর্ণ করিয়া এক-বর্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত ঋতুকালে পান করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়।

ভগাপ্যে চৈব নক্ষত্রে বটবৃক্ষস্য মূলকম্।
হস্তে বদ্ধা লভেৎ পুত্রং সুন্দরং কুলবর্দ্ধনম্॥

পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে বটবৃক্ষের মূল আহরণ করিয়া হস্তে বন্ধন করিলে বন্ধ্যানারী কুলবর্দ্ধক এবং অতি সুন্দর পুত্রলাভ করে।

অশ্বত্থস্য তু বন্দাকং পূর্ব্বেদ্যুঃ সুনিমন্ত্রিতম্।
ঋতুস্নানে তু পীতং স্যাদপি বন্ধ্যা লভেৎ সুতম্॥

পূর্ব্বদিবস একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের পরগাছাকে আমন্ত্রণ করিয়া রাখিবে, তৎপরদিবস ঐ বৃক্ষের মূল আহরণ করিয়া ঋতুস্নান দিনে ভক্ষণ করিবে। ইহাতে বন্ধ্যানারী পুত্রলাভ করে।

একবর্ণসবৎসায়া গোক্ষীরেণ সুপেষিতম্।
ভাবিতং বটবন্দাকং পীতং বন্ধ্যা সুতং লভেৎ॥

বটবৃক্ষের পরগাছার মূল একবর্ণা সবৎসা গাভীর দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে বন্ধ্যানারী পুত্র-লাভ করে।

ক্বাথেন হয়গন্ধায়াঃ সাধিতং সঘৃতং পয়ঃ।
ঋতুস্নাতাবলা পীত্বা গর্ভং ধত্তে ন সংশয়ঃ॥

অশ্বগন্ধামূল ২ তোলা, জল ১ সের, দুগ্ধ ।০ পোয়া, শেষ ।০ পোয়া, প্রক্ষেপ ঘৃত অর্দ্ধ তোলা। ঋতুস্নানান্তে ইহা পান করিলে গর্ভোৎপত্তি হয়।

পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ মরিচং নাগকেশরম্।
ঘৃতেন সহ পাতব্যং বন্ধ্যাপি লভতে সুতম্॥

ঋতুস্নান দিবসে পিঁপুল, শুঁঠ, মরিচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ১ মাষা ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে গর্ভবাধা নিবারণ হয়।

কাকবন্ধ্যাচিকিৎসা—

পূর্ব্বং পুত্রবতী ভূত্বা পশ্চান্নো সূয়তে যদি।
কাকবন্ধ্যা চ সা জ্ঞেয়া চিকিৎসাস্যাশ্চ কথ্যতে॥

যে নারী একবার মাত্র একটি পুত্র বা কন্যা প্রসব করিয়া পুনর্ব্বার আর প্রসব করে না, তাহাকে কাকবন্ধ্যা বলে। এই কাকবন্ধ্যা দোষের চিকিৎসা কথিত হইতেছে।

বিষ্ণুক্রান্তাং সমূলাঞ্চ পিষ্ট্বা দুগ্ধেন মাহিষেঃ।
মহিষীনবনীতেন ঋতুকালে চ ভক্ষয়েৎ।
এবং সপ্তদিনং কুর্য্যাৎ পথ্যমুক্তঞ্চ পূর্ব্ববৎ।
গর্ভং সা লভতে নারী কাকবন্ধ্যা সুশোভনম্॥

অপরাজিতা লতা সমূলে উৎপাটন করিয়া মাহিষ দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া মাহিষ নবনীতের সহিত ভক্ষণ করিবে। এইরূপ সপ্তদিবস পর্য্যন্ত ঔষধ সেবন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে পথ্য সেবন ও নিয়ম পালন করিলে কাকবন্ধ্যা দোষ শান্তি হইয়া নারী সুশোভন পুত্র প্রসব করে।

অশ্বগন্ধীয়মূলন্তু গ্রাহয়েৎ পুষ্যভাস্করে।
যোজয়েন্মহিষীক্ষীরৈঃ পলার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা।
সপ্তাহাল্লভতে গর্ভং কাকবন্ধ্যা ন সংশয়ঃ ॥

রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে অশ্বগন্ধার মূল আহরণ করিয়া মহিষের দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ৪ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন সেবন করিবে। এইরূপ সপ্তাহ পর্য্যন্ত ঔষধ সেবন করিলে কাকবন্ধ্যা নারী নিশ্চয় গর্ভগ্রহণ করে।

মৃতবৎসাচিকিৎসা—

গর্ভসম্ভূতমাত্রেণ পক্ষান্মাসাচ্চ বৎসরাৎ।
ম্রিয়তে দ্বিত্রিবর্ষাদ্বা যস্যাঃ সা মৃতবৎসিকা।
অত্র প্রয়োগঃ কর্ত্তব্যো যথাশঙ্করভাষিতঃ ॥

যাহার সন্তান হইলে পর একপক্ষ, একমাস, এক বৎসর, দুই বৎসর, কিংবা তিন বৎসরের মধ্যে ঐ সন্তান নষ্ট হয়, সেই নারীকে মৃতবৎসা বলা যায়। এই মৃতবৎসা দোষ শান্তির জন্য মহাদেবের বাক্যানুসারে প্রক্রিয়া করা কর্ত্তব্য।

মার্গশীর্ষে তথা জৈষ্ঠে পূর্ণায়াং লেপিতে গৃহে।
নূতনং কলসং পূর্ণং গন্ধতোয়েন কারয়েৎ ॥
শাখাফলসমাযুক্তং নবরত্নসমন্বিতম্।
সুবর্ণসূত্রিকাযুক্তং ষট্‌কোণমণ্ডলে স্থিতম্ ॥
তন্মধ্যে পূজয়েদ্দেবীমেকান্তীং মনসা স্থিতঃ।
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্দ্দীপৈর্ধূপৈর্নৈবেদ্যসংযুতৈঃ ॥
অর্চ্চয়েদ্ভক্তিভাবেন মৎস্যমাংসৈঃ সমদ্যকৈঃ।
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা ॥
বারাহী চ তথা চৈন্দ্রী ষট্‌পত্রেষু চ মাতরঃ।
পূজয়েন্মন্ত্রবীজেন ওঁকারেণ বিধিশ্রুতেঃ ॥
দধিভক্তৈশ্চ পিণ্ডানি সপ্তসংখ্যানি কারয়েৎ।
ষট্‌সংখ্যাঃ ষট্‌সু পত্রেষু মাতৃভ্যঃ কল্পয়েৎ পৃথক্ ॥
বিল্বাভং সপ্তমং পিণ্ডং শুচিস্থানে বহিঃ ক্ষিপেৎ।
তৈর্ভুক্তে গৃহমাগচ্ছেচ্চক্রাঙ্গং যাবদাচরেৎ ॥
কন্যকাযোগিনীং বালাং ভোজয়েৎ সকুটুম্বকৈঃ।
দক্ষিণাং দাপয়েত্তাসাং দেবতাগ্রে ন চান্যথা ॥
বিসর্জ্জ্য দেবতাঞ্চাথ নদ্যাং তৎফলমোদকম্।
সকুলং বীক্ষয়েদ্ধীমান্ শুভেন শুভমাদিশেৎ।
বিপরীতে পুনঃ কার্য্যং যোগান্তরসুসিদ্ধিদম্।
প্রতিবর্ষমিদং কৃত্বা দীর্ঘজীবী সুতং লভেৎ ॥

(ওঁ হ্রীঁ ক্লৈঁ একান্তীদেবতায়ৈ নমঃ। অনেন মন্ত্রেণ পূজা জপশ্চ কার্য্যো।)

অগ্রহায়ণ কিংবা জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা তিথিতে গৃহলেপন করিয়া সেই গৃহে গন্ধোদক দ্বারা পরিপূর্ণ নূতন একটি কলসী স্থাপন করিবে। ঐ কলসীটি শাখাপল্লব দ্বারা শোভিত ও নবরত্নযুক্ত করিবে এবং সুবর্ণ সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ষট্‌কোণমণ্ডলে সংস্থাপন করিতে হইবে। স্থিরচিত্ত হইয়া এই কলসীর উপরে দেবীর অর্চ্চনা করিবে। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, মৎস্য, মাংস ও মদ্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী ও ইন্দ্রাণী এই সকল মাতৃগণের ভক্তি-ভাবে ষট্‌কোণে পূজা করিবে। ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ ইত্যাদি রূপে পূজা করিতে হইবে। তৎপরে দধি ও অন্ন দ্বারা সপ্ত পিণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া মাতৃগণের ষট্‌পিণ্ড বলিরূপে ঐ ষট্‌কোণে অর্পণ করিবে। সপ্তম পিণ্ড বিল্বপ্রমাণ করিয়া বহিঃস্থ পবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে বহির্দ্দেশে বলি প্রদান করিয়া ঐ বলি-পিণ্ড গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন

পূর্ব্বক স্বীয় কুটুম্ববর্গের সহিত বালিকা ও কুমারীগণকে ভোজন করাইয়া তাহাদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। ঐ সকল কুমারীগণ সন্তুষ্ট হইলেই দেবতা প্রসন্না হইয়া থাকেন। তৎপরে দেবতাকে বিসর্জ্জন করিয়া নদীতে ক্ষেপণ করিয়া আত্মীয়বর্গের নিকট শুভ প্রার্থনা করিবে। এইরূপ প্রতিবর্ষে এক একবার উক্তরূপ দেবার্চ্চনাদি করিলে মৃতবৎসা নারী দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ করে। ওঁ হ্রীঁ ফেঁ একান্তীদেবতায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে জপ ও পূজা করিবে।

প্রাঙ্মুখী কৃত্তিকা ঋক্ষে বন্ধ্যকর্কোটকীং হরেৎ।
তৎকন্দং পেষয়েত্তোয়ৈঃ কর্ষমাত্রং সদা পিবেৎ॥
ঋতুকালে তু সপ্তাহং দীর্ঘজীবিস্থতং লভেৎ॥

কৃত্তিকানক্ষত্রে পূর্ব্বমুখী হইয়া বন্ধ্যাকর্কোটকী বৃক্ষের মূল আহরণ করিবে। এই মূল জলে পেষণ করিয়া দুই তোলা পরিমাণে ঋতুকালে ভক্ষণ করিবে। এইরূপ ৭ দিন ঔষধ সেবন করিলে দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ হয়।

যা বীজপূরদ্রুমমূলমেকং
ক্ষীরেণ সিদ্ধং হবিষা বিমিশ্রম্।
ঋতৌ নিপীয় স্বপতিং প্রয়াতি
দীর্ঘায়ুষং সা তনয়ং প্রসূতে।

দাড়িম্ববৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিয়া দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করতঃ ঘৃতসংযোগে ঋতুকালে পান করিলে নারী দীর্ঘায়ুঃ পুত্র লাভ করে।

দ্রুমমূলঘৃতম্।

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং দ্রাক্ষা ত্রিফলা শর্করা বলা।
মেদা পয়স্যা কাকোলীমূলঞ্চৈবাশ্বগন্ধজম্॥
অজমোদা হরিদ্রে দ্বে হিঙ্গু কটুকরোহিণী।
উৎপলং কুমুদং কুষ্ঠং কাকোল্যৌ চন্দনদ্বয়ম্॥
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
শতাবরীরসং ক্ষীরং ঘৃতাদ্দেয়ং চতুর্গুণম্॥
সর্পিরেতন্নরঃ পীত্বা নিত্যং স্ত্রীষু বৃষায়তে।
পুত্রান্ জনয়তে নারী মেধাঢ্যান্ প্রিয়দর্শনান্॥
যা চৈবাস্থিরগর্ভা স্যাদ্ যা নারী জনয়েন্মৃতম্।
অল্পায়ুষং বা জনয়েৎ যা চ কন্যা প্রসূয়তে॥
যোনিদোষে রজোদোষে গর্ভস্রাবে চ শস্যতে।
প্রজাবর্দ্ধনমায়ুষ্যং সর্ব্বগ্রহনিবারণম্॥
নাম্না দ্রুমঘৃতং হ্যেতদশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতম্।
তদ্‌যুক্তং লক্ষ্মণামূলং ক্ষিপন্ত্যত্র চিকিৎসকাঃ॥
জীববৎসৈকবর্ণায়া ঘৃতমত্র তু দীয়তে।
আরণ্যগোময়েনৈব বহ্নিজ্বালা প্রদীয়তে॥

(অত্র পয়স্যা ভূমিকুষ্মাণ্ডঃ। উৎপলং নালমিতি।)

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শর্করা, বেড়েলা, মেদা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, অশ্বগন্ধামূল, যমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিঙ্গু, কট্‌কী, নীলোৎপল, কুমুদ, কুড়, কাকোলী, ক্ষীরককোলী, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক দুই তোলা, ঘৃত ৪ সের একত্র পাক করিবে। পাককালে শতমূলীরস ১৬ সের ও দুগ্ধ ১৬ সের দিতে হইবে। এই ঘৃত বিধিপূর্ব্বক পাক করিয়া পান করিলে পুরুষ অধিক বীর্য্যবান্ হয়। নারী পান করিলে মেধাবী ও সুন্দর পুত্র প্রসব করে। যে নারীর গর্ভস্রাব

হয়, কিংবা মৃতসন্তান জন্মে এবং যাহার সন্তান হইয়া অল্প বয়সে মরিয়া যায় অথবা যাহার কেবল কন্যা সন্ততি জন্মে, এই ঘৃত সেবন করিলে সেই সকল দোষ শান্তি হয়। রজোদোষ, যোনিদোষ ও গর্ভস্রাবাদি দোষে এই ঘৃত প্রশস্ত। আর এই ঘৃত সেবন করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি, প্রজাবৃদ্ধি ও সকল-প্রকার গ্রহদোষ নিবারণ হইয়া থাকে। ইহার নাম ফ্রমঘৃত, এই ঘৃত পূর্ব্ব-কালে স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনীকুমার আবিষ্কার করিয়াছেন। কোন কোন চিকিৎসক এই ঘৃত পাকে লক্ষ্মণামূল প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন। এই ঘৃত পাকে জীব-বৎসা ও একবর্ণা গাভীর ঘৃত দিতে হইবে এবং অরণ্যস্থ শুষ্ক গোময়ের অগ্নিতে পাক করিবে।

সোমঘৃতম্ ।

সিদ্ধার্থকং বচা ব্রাহ্মী শঙ্খপুষ্পী পুনর্নবা ।
পয়স্যাময় যষ্ট্যাহ্বং কটুকা চ ফলত্রয়ম্ ॥
শারিবে রজনী পাঠা ভৃঙ্গং দারু সুবর্চ্চলাঃ ।
মাঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা শ্যামা বৃষপুষ্পং সগৈরিকম্ ॥
ধীমান্ পক্কা ঘৃতপ্রস্থং সম্যঙ্মন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্ ।
দ্বিমাসগর্ভিণী নারী ষণ্মাসানুপযোজয়েৎ ॥
সর্ব্বাঙ্গং জনয়েৎ পুত্রং সর্ব্বাময়বিবর্জ্জিতম্ ।
অস্য প্রয়োগাৎ কুক্ষিস্থং স্ফুটবন্ধ্যা হরত্যপি ॥
যোনিদুষ্টাশ্চ যা নার্য্যো রেতোদুষ্টাশ্চ যে নরাঃ ।
স্ত্রীণাং পুংসাং দোষহরং ঘৃতমেতদনুত্তমম্ ॥
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং শূরং পণ্ডিতমানিনম্ ।
জড় গদ্গদ মূকত্বং পানাদেবাপকর্ষতি ॥
সপ্তরাত্র প্রয়োগেণ নরঃ শ্রুতিধরো ভবেৎ ।
নাগ্নির্দহতি তদ্বেশ্ম ন বজ্রমুপহন্তি চ ॥
ন তত্র ম্রিয়তে বালো যত্রাস্তে সোমসংজ্ঞিতম্ ॥

(কটুকা চ ফলত্রয়মিত্যত্র কটুকৈলাফল-ত্রয়মিতি পাঠঃ প্রাচীনসম্মতঃ। অত্র ফলত্রয়ং দ্রাক্ষা কাশ্মরী পরূষকাণি, শ্যামা প্রিয়ঙ্গুঃ, শেষং সুবোধম্। কল্কার্থং প্রতি ২ তোলা ৩ মাসা। মন্ত্রশ্চ গায়ত্রী। যদাহ সুশ্রুতঃ। "যত্র নোদীরিতো মন্ত্রো যোগেষু যেষু সাধকৈঃ। সর্ব্বত্র গদিতা তত্র গায়ত্রী ফলসিদ্ধিদা"। মন্ত্রশ্চায়ম্। ওঁ নমো মহাবিনায়কায় অমৃতং রক্ষ রক্ষ মম ফলসিদ্ধিং দেহি দেহি রুদ্র-বচনেন স্বাহা। ইতি সপ্তধাভিমন্ত্রয়েৎ। ইতি গ্রন্থান্তরদৃষ্টং লিখিতম্।)

গব্যঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ শ্বেতসর্ষপ, বচ, ব্রহ্মীশাক, চোরকাঁচকী, পুনর্নবা, ক্ষীরকাঁকলা, কুড়, যষ্টিমধু, কট্কী, দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল, পরুষফল, (মতা-ন্তরে হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, এলাইচ), শ্যামালতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, আকনাদি, ভৃঙ্গরাজ, দেবদারু, সচল-লবণ, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, প্রিয়ঙ্গু, বাসক-পুষ্প ও গেরিমাটী মিলিত ১ সের। গর্ভসঞ্চারের দ্বিতীয় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়মাস পর্য্যন্ত সেব্য। ইহা সেবনে গর্ভের সমস্ত দোষ নিরাকৃত হইয়া বলবীর্য্যাদিসম্পন্ন সুন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়।

কুমারকল্পদ্রুমঘৃতম্ ।

পঞ্চাশচ্ছাগমাংসস্য দশমূল্যাস্তথৈব চ ।
জলমষ্টগুণং দত্ত্বা কাথয়েন্মৃদুনাগ্নিনা ॥
চতুর্ভাগাবশেষঞ্চ কাথং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ ।
গব্যং প্রস্থদ্বয়ং সর্পির্গৃহ্ণীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ॥

ক্ষীরং ঘৃতসমং দত্ত্বান্নারায়ণ্যা রসং তথা।
তাম্রে বা মৃণ্ময়ে পাত্রে কুর্য্যৎকত্র পচেচ্ছনৈঃ॥
কুষ্ঠং শটী চ মেদে দ্বে জীবকর্ষভকৌ তথা।
প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা দারু পত্রমেলা শতাবরী॥
কাশ্মরী মধুকং ক্ষীরকাকোলী মুস্তমুৎপলম্।
জীবন্তী চন্দনঞ্চৈব কাকোলী শারিবাযুগম্॥
শ্বেতবাট্যালজং মূলং মূলঞ্চ শরপুঙ্খজম্।
বিদারীদ্বয়মঞ্জিষ্ঠা পর্ণিনীদ্বয়মেব চ।
নাগপুষ্পং তথা দারু হরিদ্রা রেণুকং তথা।
জ্যোতিষ্মতীভবং মূলং শঙ্খিনী নীলিনী বচা॥
অগুরু ত্বগ্ লবঙ্গঞ্চ কুঙ্কুমং নিক্ষিপেত্ততঃ।
এতেষাং কার্ষিকং কল্কং দত্ত্বা শুভদিনে সুধীঃ॥
শুভনক্ষত্রযোগে চ সম্পূজ্য গণনায়কম্।
শঙ্করঞ্চ মৃড়ানীঞ্চ নমস্কৃত্যাতিভক্তিতঃ॥
পাকং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন বিজানন্ মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
সিদ্ধশীতে ক্ষিপেত্তত্র পারদং পরিনির্ম্মলম্॥
সুজীর্ণং শোধিতঞ্চাভ্রং গন্ধকং কার্ষিকং ন্যসেৎ।
ততঃ পুষ্পরসং তত্র প্রস্থার্দ্ধঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ॥
কাচসম্পুটকে বাম্রপাত্রে বা স্থাপয়েৎ সুধীঃ।
পরাশরমুনিঃ প্রীতিককৃণাবারিধির্মুদা।
বন্ধ্যাময়বিনাশায় শিশুকল্পদ্রুমং ঘৃতম্।
চকারাস্য প্রসাদেন জন্মবন্ধ্যা লভেৎ সুতম্॥
খাদেৎ কর্ষদ্বয়ং সর্পির্দত্ত্বা বিপ্রায় দানকম্।
অনুপানং প্রকুর্ব্বীত পয়শ্ছাগং বিশেষতঃ॥
গব্যং বাপি পিবেৎ ক্ষীরং শীতং পলযুগং তথা।
ঘৃতস্যাস্য সুসিদ্ধস্য গুণান্ শৃণু সমাহিতঃ॥
অস্য প্রসাদাৎযশ্চোহপিবন্ধ্যায়াং জনয়েৎ সুতম্।
রজোদোষেণ যা দুষ্টা শুক্রদোষেণ যোহপি চ॥
স্ত্রী ভগাঙ্কুরদেনৈব পীড়িতা যা চ সর্ব্বদা।
ভূত্বা ভূত্বা চ নশ্যন্তি সুতা যাসাং মুহুর্মুহুঃ।
অনেকৌষধযোগেন মন্ত্রযোগেন বা পুনঃ॥
অনেকব্রতযোগেন যাসাং পুত্রো ন জায়তে।
তাসাং কামসমাঃ পুত্রা জায়ন্তে চিরজীবিনঃ॥
এতদ্ঘৃতং গৃহে যস্য ন তস্য কুলিশাদ্ভয়ম্।
ন রাক্ষসৈঃ পিশাচৈশ্চ গৃহ্যতে তস্য বালকঃ॥
নাপসর্পতি সর্পোহপি দর্পাত্তস্য গৃহান্তিকম্॥

গব্যঘৃত ৮ সের। ক্বাথার্থে ছাগমাংস ৬।০ সের, দশমূল ৬।০ সের, পাকার্থ জল ১০০ সের, শেষ ২৫ সের। (ছাগ-মাংস ও দশমূলের পৃথক্ পৃথক্ ক্বাথও করা যাইতে পারে)। দুগ্ধ ৮ সের, শতমূলীর রস ৮ সের। কল্কার্থ কুড়, শটী, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, দেবদারু, তেজপত্র, এলাইচ, শতমূলী, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাঁকলা, মুতা, পদ্ম, জীবন্তী, রক্ত-চন্দন, কাকোলী, শ্যামালতা, অনন্ত-মূল, শ্বেতবেড়েলার মূল, শরপুঙ্খমূল, কুষ্মাণ্ড, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুলিয়া, শালপানি, নাগেশ্বর, দেবদারু, হরিদ্রা, রেণুক, লতাফট্‌কীমূল, চোরকাঁচকী, নীলমূল, বচ, অগুরু, গুড়ত্বক্, লবঙ্গ ও কুঙ্কুম প্রত্যেক ২ তোলা। তাম্রময় বা মৃণ্ময় পাত্রে পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে পারদ, অভ্র ও গন্ধক প্রত্যেক ২ তোলা এবং মধু ২ সের, মিশ্রিত করিবে। ইহা পান করিলে নানাবিধ স্ত্রীরোগ ও গর্ভদোষ নিবারিত হইয়া বলবীর্য্যাদিসম্পন্ন পুত্র জন্মে।

হয়মারাদিতৈলম্।

হয়মারামৃতাব্যোষসিদ্ধার্থৈঃ সরসাঞ্জনৈঃ।
ত্রিবৃদ্দন্তী নিশাভিশ্চ পথ্যাকট্‌ফলমুস্তকৈঃ॥
ইন্দ্রবারুণিকা পাঠা নাগকেশর চিত্রকৈঃ।
সিদ্ধং তৈলং নিহন্ত্যাশু যোনিকণ্ডুং সুদারুণম্॥
ভগাঙ্কুরস্য সংবৃদ্ধিং স্মরোন্মাদঞ্চ যোষিতাম্।
যোনিব্রণঞ্চ তৎক্লেদং তদর্শাংসি চ সর্ব্বথা॥

(তৈলমত্র সার্ষপং, বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশাৎ।)

সর্ষপতৈল ৪ সের। কল্কার্থ করবীর মূল, গুলঞ্চ, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, রসাঞ্জন, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, হরিদ্রা, হরীতকী, কট্‌ফল, মুতা, রাখালশসার মূল, আকনাদি, নাগেশ্বর ও চিতামূল, মিলিত ১ সের, যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল যোনিতে মর্দ্দন করিলে যোনিকণ্ডূ, ভগাঙ্কুরবৃদ্ধি, স্মরোন্মাদ, যোনিক্ষত, যোনিক্লেদ ও যোন্যর্শঃ প্রশমিত ও গর্ভবাধা বিদূরিত হয়।

হিঙ্গ্বাদিতৈলম্ ।

হিঙ্গুকাসীসসিন্ধূত্থৈঃ শুণ্ঠী পত্রক চিত্রকৈঃ।
সহাসারাব্ধিফেনেন্দু ক্ষারত্রয়নিশাযুগৈঃ ॥
বিপক্বং সার্ষপং তৈলং পুষ্পসংজননং পরম্।
রজঃকৃচ্ছ্রহরঞ্চাপি যোনিশূল নিসূদনম্ ॥

সার্ষপতৈল ৪ সের। কল্কার্থ হিং, হীরাকস, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, তেজপত্র, চিতামূল, মুসব্বর, সমুদ্রফেন, কর্পূর, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা মিলিত ১ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল রজঃপ্রবর্ত্তক, রজঃকৃচ্ছ্রনাশক, গর্ভবাধা ও যোনিশূল নিবারক।

সুধাকরতৈলম্ ।

বলায়াঃ কেশরাজস্য দূর্ব্বায়াশ্চ যবস্য চ।
পারিভদ্রস্য পদ্মস্য স্বরসেন চ মস্তুনা ॥
তণ্ডুলস্য চ তোয়েন লাক্ষায়াঃ সলিলেন চ।
কাঞ্জিকেন তথা কল্কৈর্ধাত্রীধান্যক মুস্তকৈঃ ॥
কাকোলীক্ষীরকাকোলীজীবকর্ষভকোৎপলৈঃ।
বাজিগন্ধা তুগাক্ষীরী শিলাজতু রসাঞ্জনৈঃ ॥
যষ্টীমধুক মঞ্জিষ্ঠা মুরামাংসী যবাসকৈঃ।
গন্ধদ্রব্যৈশ্চ নিখিলৈঃ পচেত্তৈলং তিলোদ্ভবম্ ॥
সুধাকরাভিধং তৈলমেতৎ স্ত্রীগদসূদনম্।
বল্যং রসায়নং বৃষ্যমায়ুষ্যং স্মরদীপনম্।

তিলতৈল ৪ সের। বেড়েলা, কেশুরিয়া, দূর্ব্বা, ধাওয়া, পালিধা ও পদ্ম ইহাদের প্রত্যেকের রস ৪ সের, দধির মাত, তণ্ডুলজল, লাক্ষার জল ও কাঁজি প্রত্যেক ৪ সের। কল্কার্থ আমলা, ধন্যা, মুতা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, সুঁদিমূল, অশ্বগন্ধা, বংশলোচন, শিলাজতু, রসোত, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, একাঙ্গী, জটামাংসী ও দুরালভা মিলিত ১ সের। এই তৈল বিবিধ স্ত্রীরোগনাশক, বলকর, রসায়ন, বৃষ্য, আয়ুর্বর্দ্ধক ও কামোদ্দীপক।

ইতি মৃতবৎসাচিকিৎসা।

জরায়ুরোগচিকিৎসা—

শারিবাদি চূর্ণম্ ।

শারিবাদ্বয়মঞ্জিষ্ঠাত্রিবৃদ্‌দ্রাক্ষা বরী বলাঃ।
শতপুষ্পাকণাদ্বন্দ্ব দারুদারুনিশা নিশাঃ।
ক্ষারত্রয়ং চতুর্জ্জাতং তথা লবণপঞ্চকম্।
ফলত্রয়ং মুস্তকঞ্চ মধুকং বিশ্বভেষজম্ ॥
চূর্ণয়িত্বা পিবেন্নারী প্রাতঃ প্রাতঃ প্রসন্নয়া।
জরায়ুরোগঃ প্রশমং যাত্যনেন ন সংশয়ঃ ॥

অনন্তমূল, শ্যামালতা, মঞ্জিষ্ঠা, তেউড়ী, দ্রাক্ষা, শতমূলী, বেড়েলা, শুলফা, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, যবক্ষার, সাচিক্ষার,

সোহাগা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা, যষ্টিমধু ও শুঁঠ প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া সুরামণ্ডের সহিত সেবন করিলে জরায়ুরোগের শান্তি হয়।

প্রমদানন্দো রসঃ।

অয়ো রৌপ্যং তথা হেম রসং গন্ধং শিলাজতু।
বহ্নিদ্রবেণ সম্মর্দ্দ্য রক্তিমানা বটীশ্চরেৎ॥
নাম্নাসৌ প্রমদানন্দো রসো হান্তি বিনাশয়েৎ।
ত্রিফলাতোয়যোগেন জরায়ুজনিতান্ গদান্॥

লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণ, পারদ, গন্ধক ও শিলাজতু প্রত্যেক সমভাগ, চিতার রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ত্রিফলার জল। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার জরায়ু-রোগের শান্তি হয়।

ইতি জরায়ুরোগচিকিৎসা।

অণ্ডাধাররোগচিকিৎসা—

পটোলাদিক্বাথঃ।

পটোলং মধুকং দ্রাক্ষাং ধন্যাকং বিশ্বভেষজম্।
পীতমূলীং বলাং রাস্নাং মূর্ব্বামিন্দ্রযবং বিড়ম্।
কণাদ্বন্দ্বং নিশাদ্বন্দ্বমিন্দ্রপুষ্পং ত্রিজাতকম্।
ক্বাথয়িত্বা পিবেত্তোয়মণ্ডাধারগদে সদা॥

পটোলপত্র, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ধন্যা, শুঁঠ, রেউচিনি, বেড়েলা, রাস্না, মূর্ব্বা, ইন্দ্রযব, বিট্‌লবণ, পিঁপুল, গজপিঁপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্, এলাইচ ও তেজপত্র ইহাদের ক্বাথ পান করিলে অণ্ডাধার পীড়ার উপশম হয়।

যোষিদ্বল্লভো রসঃ।

সিন্দুরমভ্রং রৌপ্যঞ্চ বৈক্রান্তং হেম টঙ্গনম্।
বরাম্ভসা ভাবয়িত্বা বল্লমাত্রা বটীশ্চরেৎ॥
যোষিদ্বল্লভনামায়ং রসোঽণ্ডাধারসম্ভবান্।
নিহন্তি নিখিলান্ রোগান্ হর্য্যক্ষো হরিণানিব॥

রসসিন্দুর, অভ্র, রৌপ্য, বৈক্রান্ত, স্বর্ণ ও সোহাগার খই প্রত্যেক সমভাগ লইয়া ত্রিফলার ক্বাথে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে অণ্ডাধার পীড়ার শান্তি হয়।

চন্দনাদ্যং চূর্ণম্।

চন্দনদ্বিতয়ং মূর্ব্বা নীলিন্যেলাদ্বয়ং মুরা।
কণাদ্বয়ং ত্রিবৃদ্দ্রাক্ষা মাংসীমধুকমস্তকম্।
এতৎ সর্ব্বং চূর্ণয়িত্বা ডিম্বাধারগদাপহম্।
উষ্ণেন পয়সা নারী পিবেন্নিত্যং সুতার্থিনী॥

শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মূর্ব্বামূল, নীলমূল, ছোটএলাইচ, বড়এলাইচ, একাঙ্গী, পিঁপুল, গজপিঁপুল, তেউড়ী, দ্রাক্ষা, জটামাংসী, যষ্টিমধু ও মুতা প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া ৪ রতি হইতে ১ মাষা মাত্রায় উষ্ণ-দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অণ্ডাধার পীড়ার শান্তি হয়।

ইত্যণ্ডাধারপীড়াচিকিৎসা।

গর্ভিণীচিকিৎসা—

প্রথমে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা ।
চন্দনং শতপুষ্পা চ শর্করা মদয়ন্তিকা ॥
এতানি সমভাগানি পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা ।
পায়য়েৎ পয়সালোড্য গর্ভিণীং মাত্রয়া ভিষক্ ॥
তথা তিলান্ পদ্মকঞ্চ শালূকং শালিতণ্ডুলান্ ।
ক্ষীরেণ পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ সিতা ক্ষৌদ্রান্বিতেন চ ॥
আলোড্য পায়য়েন্নারীং ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্ ।
তস্মিন্ সুজীর্ণে দাতব্যং ভোজনং ক্ষীরসংযুতম্ ।

গর্ভাবস্থার প্রথম মাসে গর্ভে বেদনা উপস্থিত হইলে শ্বেতচন্দন, শুল্‌ফা, চিনি ও ময়নাফল সমান পরিমাণে লইয়া তণ্ডুলজলের সহিত বাঁটিয়া দুগ্ধে গুলিয়া গর্ভিণীকে পান করাইবে, অথবা তিল, পদ্মকাষ্ঠ, শালূক ও শালিতণ্ডুল এই সমুদায় দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চিনি, মধু ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে, ইহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধান্ন ভোজন করাইবে ।

দ্বিতীয়ে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা ।
তদোৎপলস্য কল্কঞ্চ শৃঙ্গাটকং কশেরুকম্ ॥
তণ্ডুলোদকপিষ্টন্তু পায়য়েত্তণ্ডুলাম্বুনা ।
নিবার্য্য গর্ভশূলঞ্চ স্থিরং গর্ভং করোতি চ ॥

দ্বিতীয় মাসে গর্ভে বেদনা উপস্থিত হইলে পদ্ম, পানিফল ও কেশুর তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া তণ্ডুলজলেরই সহিত সেবন করাইবে । ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থিরভাব প্রাপ্ত হয় ।

তৃতীয়ে ক্ষীরকাকোলী কাকোল্যামলকীফলম্ ।
পিষ্টমুষ্ণোদকেনৈতৎ পায়য়েদ্ গর্ভিণীং ভিষক্ ॥
শাল্যন্নং পয়সা জীর্ণে ভোজয়েদম্বুগর্ভিণীম্ ।
তথা পদ্মোৎপলং কুষ্ঠং শালূকঞ্চ সমাংশকম্ ।
সিতোদকেন পিষ্ট্বা তু ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ ।
তেন শূলং নিবর্ত্তেত ন গর্ভো ব্যথতে ধ্রুবম্ ॥

তৃতীয় মাসে ক্ষীরকাঁকলা, কাঁকলা ও আমলকী একত্র পেষণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত গর্ভিণীকে পান করাইবে, ক্ষুধাকালে দুগ্ধের সহিত শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে। তদ্রূপ পদ্ম, কুড় ও শালুক চিনির জলের সহিত পেষণ করাইয়া পান করাইবে। ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হয় ।

চতুর্থে তু বিধানজ্ঞঃ পায়য়েদিদমৌষধম্ ।
পিষ্ট্বোৎপলঞ্চ শালূকং কণ্টকারীং ত্রিকণ্টকম্ ॥
যথাগ্নিমাত্রয়া কালে গর্ভিণীং পয়সা সহ ।
তথা গোক্ষুরকং সিংহীং বালকং নীলমুৎপলম্ ।
পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ পাতব্যং গর্ভশূলনিবারণম্ ।

চতুর্থ মাসে উৎপল, শালূক, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সমুদায় অথবা গোক্ষুর, কণ্টকারী, বালা ও নীলোৎপল এইগুলি দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করাইলে গর্ভশূল নিবারণ হয় ।

পঞ্চমে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা ।
তত্র নীলোৎপলং বীরাং পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ পাচনম্ ।
ঘৃতক্ষৌদ্রান্বিতং পীত্বা গর্ভস্য চ রুজাং হরেৎ ।
তথা নীলোৎপলং নারী
কাকোলীং সমভাগিকাম্ ।
শীততোয়েন পিষ্ট্বা চ ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ ।
অনেনবিধিনা গর্ভঃস্থিরঃ স্যাৎরুক্‌প্রশাম্যতি ।

পঞ্চম মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে নীলোৎপল ও ক্ষীরকাঁকলা পেষণ করিয়া দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে অথবা নীলোৎপল ও কাকোলী

সমভাগে পেষণ ও শীতল জলে আলোড়ন করিয়া পান করাইবে। ইহাতে বেদনাদি নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থির হয়।

ষষ্ঠে মাসি যদা গর্ভে বেদনা জায়তে তথা।
মাতুলুঙ্গস্য বীজানি প্রিয়ঙ্গু চন্দনোৎপলম্॥
ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং গর্ভশূলনিবারণম্।
তথা পিয়ালবীজানি মৃদ্বীকা লাজশক্তবঃ॥
এতৎ সুশীতলং কালে পীত্বা চ সুখমশ্নুতে।

ষষ্ঠমাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে টাবালেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, চন্দন ও উৎপল, দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে, অথবা পিয়ালবীজ, দ্রাক্ষা ও খইচূর্ণ সুশীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে ব্যথা নিবারণ হয়।

সপ্তমে শতপুত্রীঞ্চ মৃণালসহিতং পিবেৎ।
পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ শূলার্ত্তা গর্ভিণী যা সুখার্থিনী॥
কপিত্থক্রমুকামূলং সলাজং শর্করাযুতম্।
শীততোয়েন সংপিষ্টং ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
পীত্বা চন্দ্রাবলা শীঘ্রং শূলং গর্ভসমুদ্ভবম্॥

সপ্তম মাসে শতমূলী ও পদ্মমূল বাঁটিয়া দুগ্ধের সহিত পান করাইবে, অথবা কয়েতবেল, সুপারিমূল, খই ও চিনি শীতল জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

অষ্টমে তু যদা মাসে গর্ভে ভবতি বেদনা।
তদা পিষ্ট্বা তু ধন্যাকং পায়য়েত্তণ্ডুলাম্বুনা॥
শূলং নিবর্ত্ততে তেন গর্ভঃ সংধার্য্যতে স্ত্রিয়াঃ।
এবং পলাশস্য দলং সুপিষ্টং
সংপীয় তোয়েন সুশীতলেন।
অত্যন্ত ঘোরাষ্টমমাস গর্ভ-
ব্যথাতুরা যান্তি সুখং তরুণ্যঃ॥

অষ্টম মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে তণ্ডুলোদকের সহিত ধন্যা বাঁটিয়া সেবন করাইবে, অথবা সুশীতল জলে পলাশপত্র বাঁটিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভবেদনা দূরীকৃত হয়।

গর্ভিণ্যা নবমে মাসি যদা ভবতি বেদনা।
এরণ্ডমূলং কাকোলীং পিষ্ট্বা শীতোদকেন চ॥
পীত্বা শূলাদ্বিমুচ্যেত তদা নারী ন সংশয়ঃ।
তথা পলাশবীজঞ্চ সকাকোলীকুরণ্টকম্।
ভক্তেন বারিণা পিষ্ট্বা গর্ভশূলং ব্যপোহতি॥

নবম মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে এরণ্ডমূল ও কাকোলী শীতল জলের সহিত, অথবা পলাশবীজ, কাকোলী ও ঝাঁটিমূল কাঞ্জির সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইলে গর্ভশূল নিবারণ হয়।

অথবা দশমে মাসে বেদনা জায়তে যদা।
তদা নালোৎপলং যষ্টীমধুকং মুদ্গসংযুতম্॥
সসিতং চাম্ভসা পীত্বা ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
দোষঞ্চ নাশয়েদেষু শূলং গর্ভসমুদ্ভবম্॥

দশম মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে নীলোৎপল, যষ্টিমধু, মুগ ও চিনি দুগ্ধের সহিত ভোজন করাইবে, ইহাতে গর্ভের দোষ ও বেদনা নিবারিত হয়।

তথা চৈকাদশে মাসি গর্ভে ভবতি বেদনা।
মধুকং পদ্মকঞ্চৈব মৃণালং নীলমুৎপলম্॥
শীততোয়েন পিষ্ট্বা তু ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
তেনৈব বেদনাতীব নাশমায়াতি সত্বরম্॥
ক্ষীরিকামুৎপলং কুষ্ঠং সমঙ্গামূলকং সিতা।
পিবেদেকাদশে মাসি গর্ভিণী শূলশান্তয়ে॥

একাদশ মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল ও নীলোৎপল অথবা ক্ষীরকাঁকলা, উৎপল,

কুড়, বরাক্রান্তামূল ও চিনি এই সমুদায় শীতল জলে বাঁটিয়া সেবন করিতে দিবে।

সিতা বিদারী কাকোলী তথা ক্ষীরবিদারিকা।
গর্ভিণী দ্বাদশে মাসি পিবেচ্ছূলঘ্নমৌষধম্।

দ্বাদশ মাসে চিনি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাঁকলা এই সমুদায় একত্রে বাঁটিয়া ভক্ষণ করিলে গর্ভশূল নিবারণ হয়।

মধুকং শাকবীজঞ্চ পয়স্যা সুরদারু চ।
অশ্মান্তকং কৃষ্ণতিলা তাম্রবল্লী শতাবরী॥
বৃক্ষাদনী পয়স্যা চ তথৈবোৎপল শারিবা।
অনন্তা সারিবা রাস্না পদ্মা মধুকমেব চ॥
বৃহতীদ্বয় কাশ্মর্য্য ক্ষীরিশুঙ্গাস্ত্বচো ঘৃতম্।
পৃথক্‌পর্ণী বলা শিগ্রু শ্বদংষ্ট্রা মধুযষ্টিকা॥
শৃঙ্গাটকং বিসং দ্রাক্ষা কশেরু মধুকং সিতা।
মাসেষু সপ্তযোগাঃ স্যুরর্দ্ধশ্লোক সমাপকাঃ॥
যথাক্রমং প্রয়োক্তব্যা রক্তস্রাবে পয়োঽন্বিতাঃ॥

প্রথম মাসে যষ্টিমধু, মাকড়চাউলী-শাকের বীজ, ক্ষীরকাঁকলা ও দেবদারু। দ্বিতীয় মাসে কুলত্থকলাই, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী। তৃতীয় মাসে গুলঞ্চ, ক্ষীরকাঁকলা, নীলোৎপল ও অনন্তমূল। চতুর্থমাসে, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামনহাটী ও যষ্টিমধু। পঞ্চম মাসে বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারীফল, বটের ঝুরি, গুড়ত্বক্ ও ঘৃত। ষষ্ঠমাসে চাকুলে, বেড়েলা, সজিনার বীজ, গোক্ষুর ও যষ্টি-মধু। সপ্তম মাসে পানিফল, মৃণাল, দ্রাক্ষা, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি দুগ্ধ সহ সেবনীয়। এই সমস্ত রক্তস্রাবে প্রয়োজ্য।

কপিত্থ বিল্ব বৃহতী পটোলেক্ষু নিদিগ্ধিকা।
মূলানি ক্ষীরপিষ্টানি দাপয়েদ্ ভিষগষ্টমে॥

অষ্টম মাসে কয়েতবেল, বেল, বৃহতী, পটোল, ইক্ষু ও কণ্টকারী ইহা-দের মূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিতে দিবে।

নবমে মধুকানন্তা পয়স্যা সারিবাঃ পিবেৎ॥

নবমমাসে যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীর-কাঁকলা ও শ্যামালতা জলে বাঁটিয়া সেবন করাইবে।

পয়স্তু দশমে শুণ্ঠ্যা শৃতং শীতং প্রশস্যতে।
সক্ষীরা বা হিতা শুণ্ঠী মধুকং দেবদারু চ॥
এবমাপ্যায়তে গর্ভস্তীব্রা রুক্ চ প্রশাম্যতি॥

দশমমাসে শুঁঠ ২ তোলা ও দুগ্ধ ।০ পোয়া, ১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ।০ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহা পান করিতে দিবে, অথবা শুঁঠ, যষ্টিমধু ও দেবদারু দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে। এই সমুদায় ক্রিয়া দ্বারা বেদনাদি নিবারিত হইয়া গর্ভ সুস্থ থাকে।

কুশকাশোরুবূকাণাং মূলৈর্গোক্ষুরকস্য চ।
শৃতং দুগ্ধং সিতাযুক্তং গর্ভিণ্যাঃ শূলনুৎ পরম্॥

কুশমূল, কেশেমূল, এরণ্ডমূল ও গোক্ষুরমূল দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া চিনির সহিত সেবন করাইলে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

কশেরু শৃঙ্গাটক জীবনীয়
পদ্মোৎপলৈরণ্ডশতাবরীভিঃ।
সিদ্ধং পয়ঃ শর্করয়া বিমিশ্রং
সংস্থাপয়েদ্গর্ভমুদীর্ণবেগম্॥

গর্ভস্রাবের লক্ষণ উপস্থিত হইলে কেশুর, পানিফল, জীবনীয়গণ (জীবক,

ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীর-কাঁকলা, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টি-মধু), পদ্মকেশর, উৎপল, এরণ্ডমূল ও শতমূলী এই সমুদায়ের সহিত সিদ্ধ চিনির সহিত পান করাইবে। ইহাতে গর্ভস্রাব নিবারণ হয়।

মধুনা ছাগদুগ্ধেন কুলালকরকর্দ্দমঃ।
অবশ্যং স্থাপয়েদ্গর্ভং চলিতং পানযোগতঃ॥

ছাগদুগ্ধ ।০ পোয়া, মধু ২ মাষা ও কুম্ভকারমর্দ্দিত হস্তিকাস্থ মৃত্তিকা ৪ মাষা একত্রিত করিয়া পান করিলে গর্ভপাত নিবারণ হয়।

কশেরুশৃঙ্গাটক পদ্মকোৎপলং
সমুদ্গপর্ণী মধুকং সশর্করম্।
সশূল গর্ভস্রুতি পীড়িতাঙ্গনা
পয়ো বিমিশ্রং পয়সান্নভুক্ পিবেৎ॥

গর্ভস্রাবের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে কেশুর, পানিফল, পদ্মকেশর, উৎপল, মুগানী, যষ্টিমধু ও চিনি দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে এবং দুগ্ধ ও অন্ন পথ্য দিবে।

গর্ভে শুষ্কে তু বাতেন বালানাঞ্চাপি শুষ্যতাম্।
সিতা মধুক কাশ্মর্য্যৈর্হিতমুত্থাপনে পয়ঃ॥

বায়ুদ্বারা গর্ভ বা বালক শুষ্ক হইলে চিনি, যষ্টিমধু ও গাম্ভারীফলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পানার্থ ব্যবস্থা করিবে, ইহাতে গর্ভের পুষ্টি হয়।

গোক্ষীরং শর্করাযুক্তং শুষ্কগর্ভপ্রশান্তয়ে;
পিবেদ্বা মধুকং চূর্ণং গাম্ভারীফলচূর্ণকম্।
সমাংশং গব্যদুগ্ধেন গর্ভিণী তৎপ্রশান্তয়ে॥

দুগ্ধ ও চিনি সহ মৌলফুলচূর্ণ অথবা গাম্ভারীফলচূর্ণ সেবনে শুষ্কগর্ভ পুষ্ট হইয়া থাকে।

চন্দনং শারিবা লোধ্রং মৃদ্বীকা শর্করান্বিতম্।
ক্বাথং কৃত্বা প্রদাতব্যং গর্ভিণ্যা জ্বরনাশনম্॥

গর্ভাবস্থায় জ্বর হইলে রক্তচন্দন অনন্তমূল, লোধ ও দ্রাক্ষা এই সমুদায় দ্রব্যের ক্বাথ চিনির সহিত পান করা-ইবে। ইহাতে জ্বরশান্তি হয়।

এরণ্ডাদিঃ।

এরণ্ডমূলমমৃতা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্।
দারুপদ্মর্যুতঃ ক্বাথো গর্ভিণ্যা জ্বরনাশনঃ॥
(অত্র সামান্যজ্বরোক্তাঃ কষায়াশ্চ বুদ্ধ্যা দেয়াঃ।)

এরণ্ডমূল, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্ত-চন্দন, দেবদারু ও পদ্মকাষ্ঠ এই সমু-দায়ের ক্বাথ পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর নিবারণ হয়।

সিংহাস্যাদিগুড়ূচ্যাদিঃ পঞ্চমূলীরসোঽপিবা॥
মধুনা শময়ন্ত্যেতে গর্ভিণ্যা জ্বরনাশনঃ॥
পঞ্চমূলীশৃতং ক্ষীরং গর্ভিণ্যা জ্বরমাশু চ॥
(ইতি জ্বরাধিকারে চক্রদত্তেন লিখিতম্।)

গর্ভাবস্থায় জ্বরে বিবেচনাপূর্ব্বক সাধারণ জ্বরোক্ত কষায় সকল ব্যবস্থা করিবে। চক্রদত্ত লিখিয়াছেন, সিংহাস্যাদি, গুড়ূচ্যাদি বা স্বল্পপঞ্চমূলীর ক্বাথ মধুর সহিত কিংবা পঞ্চমূল সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর শান্তি হইয়া থাকে।

গর্ভপীযূষবল্লীরসঃ ।

সূতং গন্ধং তথা স্বর্ণং লৌহং রজতমাক্ষিকম্ ।
হরিতালং বঙ্গভস্মাপ্যভ্রকং সমভাগিকম্ ।
ভাবনা খলু দাতব্যা রসৈরেষাং পৃথক্ পৃথক্ ।
ব্রাহ্মী বাসা ভৃঙ্গরাজং পর্পটং দশমূলকম্ ॥
সপ্তধা ভাবয়েদ্বৈদ্যো গুঞ্জামানাং বটীং চরেৎ ।
গর্ভপীযূষবল্ল্যাখ্যো গর্ভিণীরোগহৃৎ পরঃ ॥

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, লৌহ, রজত-মাক্ষিক, হরিতাল, বঙ্গ ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগ, ব্রাহ্মী, বাসক, ভৃঙ্গরাজ, ক্ষেতপাপড়া ও দশমূল ইহাদের রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে গর্ভিণীর জ্বরাদিরোগ প্রশমিত হয়।

গর্ভবিলাসতৈলম্ ।

বিদারী দাড়িমং পত্রং রজনী চ ফলত্রয়ম্ ।
শৃঙ্গাটকস্য পত্রঞ্চ জাতীকুসুমমেব চ ॥
বরী নীলোৎপলং পদ্মং তৈলমেতৈঃ পচেৎ সুধীঃ ।
এতদ্গর্ভবিলাসাখ্যং গর্ভসংস্থাপনং পরম্ ॥
নিহন্তি গর্ভশূলঞ্চ শোণিতস্রুতিসংহরম্ ।
পরং বৃষ্যতরং হ্যেতৎ কাশীরাজেন নির্ম্মিতম্ ।

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ ভূমিকুষ্মাণ্ড, দাড়িমপত্র, কাঁচা হরিদ্রা, ত্রিফলা, পানিফলপত্র, জাতীপুষ্প, শতমূলী, নীলোৎপল ও পদ্মপুষ্প মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে গর্ভশূল ও রক্তস্রাবাদি নিবারণ হইয়া পতনোন্মুখ গর্ভও স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়।

ইন্দুশেখররসঃ ।

শিলাজত্বভ্র সিন্দূর প্রবালায়োরজাংসি চ ।
মাক্ষিকঞ্চ তথা তালং সমভাগানি মর্দ্দয়েৎ ।
ভৃঙ্গরাজস্য পার্থস্য নির্গুণ্ড্যা বাসকস্য চ ।
স্থলপদ্মস্য পদ্মস্য কুটজস্য চ বারিণা ।
ভাবয়িত্বা বটীং কৃত্বা কলায়পরিমাণতঃ ।
যথাদোষানুপানেন গর্ভিণীষু প্রয়োজয়েৎ ।
গর্ভিণীনাং জ্বরং ঘোরং শ্বাসং কাসং শিরোরুজম্ ।
রক্তাতিসারং গ্রহণীং বান্তিং বহ্নেশ্চ মন্দতাম্ ।
আলস্যমপি দৌর্ব্বল্যং হন্যাদেব ন সংশয়ঃ ।
কলেরাদৌ সসর্জ্জেমং ভগবানিন্দুশেখরঃ ॥

শিলাজতু, অভ্র, রসসিন্দূর, প্রবাল, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও হরিতাল প্রত্যেক সমভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া ভৃঙ্গরাজ, অর্জ্জুনছাল, নিসিন্দা, বাসক, স্থলপদ্ম, পদ্ম ও কুড়চিছালের রসে ভাবনা দিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে গর্ভিণীর জ্বর, শ্বাস, কাস, শিরঃপীড়া, রক্তাতিসার, গ্রহণী, বমন, ক্ষুধামান্দ্য, আলস্য ও দৌর্ব্বল্য নিরাকৃত হয়।

মূঢ়গর্ভস্য চিকিৎসা—

যাভিঃ সঙ্কটকালেঽপি বহ্ব্যো নার্য্যঃ প্রসাবিতাঃ ।
সম্যগ্ লব্ধং যশস্তাস্তু নার্য্যঃ কুর্য্যুরিমাং ক্রিয়াম্ ।
গর্ভে জীবতি মূঢ়ে তু গর্ভং যত্নেন নির্হরেৎ
হস্তেন সর্পিষাক্তেন যোনেরন্তর্গতেন সা ।
মৃতে তু গর্ভে গর্ভিণ্যা যোনৌ শস্ত্রং প্রবেশয়েৎ ।
শস্ত্রশাস্ত্রার্থবিদুষী লঘুহস্তা ভয়োজ্ঝিতা ।
সচেতনন্তু শস্ত্রেণ ন কথঞ্চন দারয়েৎ ।
স দীর্য্যমাণো জননীমাত্মানঞ্চাপি মারয়েৎ ।

নোপেক্ষেত মৃতং গর্ভং মুহূর্ত্তমপি পণ্ডিতঃ ।
তদাশু জননীং হন্তি প্রভূতান্নং যথা পশুম্ ॥
(প্রভূতান্নমতিমাত্রমন্নম্ ।)

যে সকল ধাত্রী সঙ্কটাবস্থাতেও বহু নারীকে প্রসব করাইয়াছেন এবং সম্যক্ যশোলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রসব করাইতে যোগ্যা। মূঢ়গর্ভ জীবিত থাকিতে ঘৃতাক্ত হস্ত যোনিমধ্যে প্রবেশ করাইয়া সন্তান নিঃসারণ করিবেন। গর্ভ বিনষ্ট হইলে শস্ত্র-শাস্ত্রার্থপণ্ডিতা, লঘুহস্তা ও ভয়শূন্যা ধাত্রী যোনিমধ্যে শস্ত্রপ্রয়োগ করিবেন। সচেতন গর্ভবিদারণ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য, কারণ উহা বিদীর্ণ হইলে স্বয়ং বিনষ্ট হয় এবং জননীকেও বিনষ্ট করে। মৃতগর্ভ নিঃসারণে ক্ষণমাত্র উপেক্ষা করিবে না, কারণ তাহাতে জননীর প্রাণনাশ হয়।

যদ্যদঙ্গং হি গর্ভস্য যোনৌ সক্তন্তু তত্তিষক্ ।
সম্যগ্ বিনির্হরেচ্ছিত্বা রক্ষেন্নারীং প্রযত্নতঃ ॥

ভ্রূণের যে যে অঙ্গ যোনিতে সংসক্ত হয়, সেই সেই অঙ্গ শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া নিঃসারণ করিবে। শস্ত্রপ্রয়োগ কালে যাহাতে গর্ভিণীর কোন আঘাত না লাগে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইতে হইবে।

শঙ্কুনা নির্হরেদ্গর্ভমথবা যৌগ্মশঙ্কুনা ॥

শঙ্কু অথবা যৌগ্মশঙ্কু দ্বারা মূঢ়গর্ভ আকর্ষণ করিবে।

এবং নির্হৃতশল্যানাং সিঞ্চেদুষ্ণেন বারিণা ।
ততোঽভ্যক্তশরীরায়া যোনৌ স্নেহং বিধারয়েৎ ।
এবং মৃদ্বী ভবেদ্ যোনিস্তচ্ছূলঞ্চোপশাম্যতি ॥

এইরূপে মূঢ়গর্ভ আকর্ষণ করিয়া উষ্ণজল সেচন, শরীরে ঘৃতাভ্যঙ্গ এবং যোনিতে স্নেহ প্রয়োগ করিবে, ইহাতে যোনি মৃদু ও শূল শান্তি হয়।

তুম্বীপত্রং তথা লোধ্রং সমভাগং সুপেষয়েৎ ।
তেন লেপোভগেকার্য্যঃ শীঘ্রংস্যাদ্ যোনিরক্ষণম্ ॥

লাউপত্র ও লোধ সমানভাগে জলে পেষণ করিয়া লেপন করিলে শীঘ্র যোনির ক্ষত নিবারণ হয়।

প্রসূতা বনিতা বৃদ্ধকুক্ষিহ্রাসায় সংপিবেৎ ।
প্রাতর্মথিতসংমিশ্রং ত্রিসপ্তাহাৎ কণাজটাম্ ॥

প্রসূত নারীর প্রবৃদ্ধ কুক্ষির হ্রাস জন্য প্রত্যহ প্রাতে তক্রের সহিত পিঁপুল মূল সেবন করিবে। ইহা তিন সপ্তাহ ব্যাপিয়া সেবনীয়।

যা সূতে ষোড়শে বর্ষে তত্র বা ধৃতগর্ভিকা ।
মৃত্যুস্তস্যাঃ সপুত্রায়াস্তৎপিতুশ্চাপি সম্মতঃ ॥

যে নারী ষোড়শবর্ষে গর্ভধারণ বা প্রসব করেন, সেই নারীর, তাহার গর্ভস্থ সন্তানের এবং ঐ সন্তানের পিতার মৃত্যু হয়। ইহা জ্যোতিঃশাস্ত্রের মত।

সর্ব্বৌষধাম্বুনা স্নানং সর্ব্বাং দৈবীং ক্রিয়ামপি ।
প্রযত্নেন প্রকুর্ব্বীত তদ্দোষস্য প্রশান্তয়ে ॥

ঐ দোষের শান্তির জন্য সর্ব্বৌষধি জলে স্নান ও দৈব কর্ম্মসকল কর্ত্তব্য।

মক্কল্লশূলস্য চিকিৎসা—

সঞ্চূর্ণিতং যবক্ষারং পিবেৎ কোষ্ণেন বারিণা।
সর্পিষা বা পিবেন্নারী মক্কল্লস্য নিবৃত্তয়ে॥

উষ্ণজল বা ঘৃতের সহিত যবক্ষার-চূর্ণ সেবন করিলে মক্কল্লশূলের শান্তি হইয়া থাকে।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং গজপিপ্পলী।
নাগরং চিত্রকং চব্যং রেণুকৈলাজমোদিকাম্॥
সর্ষপো হিঙ্গু ভার্গী চ পাঠেন্দ্রযবজীরকাঃ।
মহানিম্বশ্চ মূর্ব্বা চ বিষা তিক্ত বিড়ঙ্গকম্॥
পিপ্পল্যাদির্গণো হ্যেষঃ কফমারুতনাশনঃ।
ক্বাথমেষাং পিবেন্নারী লবণেন সমন্বিতম্॥
গুল্মশূলজ্বরহরং দীপনঞ্চামপাচনম্।
মক্কল্লশূলগুল্মঘ্নং কফানিলহরং পরম্॥

পিঁপুল, পিঁপুলমূল, মরিচ, গজপিঁপ্পলী, শুঁঠ, চিতামূল, চৈ, রেণুক, এলাইচ, বনযমানী, সর্ষপ, হিং, বামনহাটী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, জীরা, মহানিমছাল, মূর্ব্বামূল, আতইচ, কট্‌কী, ও বিড়ঙ্গ এই সকলের ক্বাথ সৈন্ধবলবণের সহিত সেবন করিলে মক্কল্লশূল, গুল্ম এবং বাতশ্লৈষ্মিক প্রভৃতি বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয়।

প্রসূতা যুক্তমাহারং বিহারঞ্চ সমাচরেৎ।
ব্যায়ামং মৈথুনং ক্রোধং শীতসেবাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
মিথ্যাচারাৎ সূতিকায়া যো ব্যাধিরুপজায়তে।
সকৃচ্ছ্রসাধ্যোঽসাধ্যো বা ভবেত্তৎ পথ্যমাচরেৎ॥

প্রসূতা নারী উপযুক্ত আহার ও বিহার করিবেন। ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ ও শীতসেবা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর। অযোগ্য আচরণদ্বারা প্রসূতা নারীর যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য জানিবে। অতএব সর্ব্বতোভাবে পথ্যাবলম্বন করা উচিত।

সূতিকাচিকিৎসা—

পাঠা লাঙ্গলি সিংহাস্য ময়ূরকজটৈঃ পৃথক্।
নাভিবস্তিভগালেপাৎ সুখং নারী প্রসূয়তে॥
মাতুলুঙ্গস্য মূলানি মধুকং মধুসংযুতম্।
ঘৃতেন সহ পাতব্যং সুখং নারী প্রসূয়তে॥

আকনাদিমূল, ঈশলাঙ্গলামূল, বাসকমূল অথবা আপাঙ্গমূল বাঁটিয়া নাভি, বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিলে এবং ছোলঙ্গমূল, যষ্টিমধু, ঘৃত ও মধুর সহিত পান করাইলে গর্ভিণী নির্ব্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করেন।

ইহামৃতঞ্চ সোমশ্চ চিত্রভানুশ্চ ভাবিনি।
উচ্চৈঃশ্রবাশ্চ তুরগো মন্দিরে নিবসন্তু তে॥
ইদমমৃতমপাং সমুদ্ধৃতং
ভৈরব লঘু গর্ভমিমং বিমুঞ্চতু স্ত্রী।
তদনল পবনার্ক বাসবার্কৈঃ
সহ লবণাম্বুধরৈর্দিশন্তু শান্তিম্॥
মুক্তাঃ পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেন্দুরশ্ময়ঃ।
মুক্তাঃ সর্ব্বভয়াদ্গর্ভ এহ্যেহি মাচিরং স্বাহা॥

(ইতি শ্রাবয়েৎ।)

জলং চ্যবনমন্ত্রেণ সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্।
পীত্বা প্রসূয়তে নারী দৃষ্ট্বা চোভয়ত্রিংশকম্।
তথোভয় পঞ্চদশ দর্শনং সুখসূতিকৃৎ॥

(চ্যবনমন্ত্রো যথা। ওঁ ক্ষিপ নিক্ষিপ উন্মথ প্রমথ মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। ইতি মন্ত্রেণ জলং সপ্তধাভিমন্ত্রিতং পায়য়েৎ। অথোভয়ত্রিংশকং পঞ্চদশকঞ্চ দর্শয়েৎ।) যথা—

বসুগুণ বেদেন্দুবাণ নবষট্ সপ্তযুগৈঃক্রমাৎ।
সর্ব্বং পঞ্চদশং দ্বিস্তু ত্রিংশকং নবকোষ্ঠকে॥
নাড়ী ঋতু বসুভিঃ সহ পক্ষ দিগষ্টাদশভিরেব চ।
অর্কভুবনাব্ধিসহিতৈরুভয়ত্রিংশকমাশ্চর্য্যম্॥
(উভয়োরেকতরং শরাবে লিখিত্বা দর্শয়েৎ।

(প্রসবপত্রম্। যমুনা সরটকরটতীরে জম্ভলানাম রাক্ষসী তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ সদ্যো-নারী প্রসূয়তে। ইতি দ্রষ্টব্যম্।)

উভয় পঞ্চদশকম্।

৮	৩	৪
১	৫	৯
৬	৭	২

উভয় ত্রিংশকম্।

১৬	৬	৮
২	১০	.৮
২	১৪	৪

উপরি লিখিত মন্ত্রাদি পাঠ ও ক্রিয়া সমস্ত কোন সুযোগ্য ব্রাহ্মণ দ্বারা নির্ব্বাহিত করিবে।

গৃহাম্বুনা গেহধূমপানং গর্ভাপকর্ষণম্॥

কাঁজিতে ঝুল গুলিয়া পান করিলে শীঘ্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

পুটদগ্ধসর্পকঞ্চুকমস্থণমসী কুসুমসার সহিতাক্ষি।
ঝটিতি বিশল্যা জায়তে গর্ভিণী মূঢ়গর্ভাপি॥

সাপের খোলস শরাবপুটে দগ্ধ করিবে, ঐ ভস্ম মধুর সহিত মাড়িয়া গর্ভিণীর চক্ষে অঞ্জন দিবে। ইহাতে প্রসববাধা দূরীভূত হয়।

স্নুহীক্ষীরং তথা স্তোকং
গর্ভিণ্যাঃ শিরসি ক্ষিপেৎ।
মৃত গর্ভং তদা সূতে গর্ভিণী রমণী দ্রুতম্॥

গর্ভিণীর মস্তকে কিঞ্চিৎ সিজআটা নিক্ষিপ্ত করিলে গর্ভস্থ মৃত সন্তান বহির্গত হয়।

গৃহাম্বুনা হিঙ্গুসিন্ধুপানং গর্ভাপকর্ষণম্॥

কাঁজি ২ পল, হিঙ্গু ২ রতি ও সৈন্ধব ১ মাষা একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে গর্ভ নিঃসৃত হয়।

করিদমনদহনমূলং পিষ্টং সলিলেন পাতনং সদ্যঃ।
চিরগচিরজং গর্ভং মৃতমমৃতং বা নিপাতয়তি॥

নাগদনামূল ১ মাষা ও চিতামূল ১ মাষা বাঁটিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে শীঘ্র গর্ভ নিঃসৃত হইয়া থাকে।

কটুতুম্ব্যহিনির্ম্মোক কৃতবেধন সর্ষপৈঃ।
কটুতৈলান্বিতৈর্ধূপো যোনৌ পাতয়তেঽমরাম্॥

সর্ষপতৈলের সহিত তিতলাউ, সাপের খোলস, ঘোষাফল ও সর্ষপ এই সমুদায় দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিলে অমরা(ফুল) শীঘ্র পতিত হয়।

কচবেষ্টিতয়াঙ্গুল্যা ঘৃষ্টে কুণ্ডে পতত্যমরা।
মূলেন লাঙ্গলিক্যাঃ সংলিপ্তে হস্তপাদে চ॥

অঙ্গুলিতে কেশ বেষ্টন করিয়া যোনিদ্বারে ঘর্ষণ করিলে অথবা প্রসূতির হস্তে ও পদে ঈশলাঙ্গলার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র অমরা পতিত হয়।

অমরাপাতনং মদ্যৈঃ পিপ্পল্যাদিরজঃ পিবেৎ।
শালিমূলাক্ষমাত্রং বা মদ্যেনাম্লেন বা প্লুতম্॥

পিপ্পল্যাদিগণের চূর্ণ মদ্যের সহিত অথবা শালিধান্যের মূল মদ্য বা কাঁজির সহিত সেবনে অমরা পতিত হয়।

উপকুঞ্চিকাং পিপ্পলীঞ্চ মদিরাং লাভতঃপিবেৎ।
সৌবর্চ্চলেন সংযুক্তাং যোনিশূলনিবারিণীম্॥

কৃষ্ণজীরা, পিঁপুল ও সচললবণ মদ্যের সহিত সেবনে যোনিশূল নিবারিত হয়।

সূতায়া হৃচ্ছিরোবস্তিশূলং মক্কল্লসংজ্ঞিতম্।
যবক্ষারং পিবেত্তত্র সর্পিষোষ্ণোদকেন বা।

প্রসূতা স্ত্রীর হৃদয়, মস্তক ও বস্তি-দেশের শূলবেদনাকে মক্কল্লশূল কহে। ইহাতে ঘৃত বা উষ্ণ জলের সহিত যবক্ষার সেবনীয়।

পিপ্পল্যাদিগণক্কাথং পিবেদ্বা লবণান্বিতম্।

পিপ্পল্যাদিগণের ক্কাথে সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে মক্কল্লশূল, নিবারিত হয়।

পারাবতশকৃৎপীতং শালিতণ্ডুলবারিণা।
গর্ভপাতানন্তরোত্থরক্তস্রাবনিবারণম।

গর্ভপাতের পর অধিক রক্তস্রাব হইলে শালিতণ্ডুলের জলে পায়রার বিষ্ঠা গুলিয়া পান করাইবে।

জলপিষ্টবরুণপত্রৈঃ সঘৃতৈরুদ্বর্ত্তনালেপৌ।
কিক্কিশরোগং হরতো গোময়ঘর্ষাদথো বিহিতৌ।

বরুণপত্র জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ঘৃতসংযোগে উদ্বর্ত্তন ও লেপন করিলে অথবা গোময় ঘর্ষণ করিলে কিক্কিশ রোগ নষ্ট হয়।

অমৃতাদি।

অমৃতা নাগর সহাচর
ভদ্রোৎকটপঞ্চমূল জলদজলম্
পীতং মধুসংযুক্তং নিবারয়তি সূতিকাতঙ্কম্।

গুলঞ্চ, শুঁঠ, ঝাঁটীমূল, গন্ধভাদুলিয়া, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও মুতা সমুদায়ে ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু, অর্দ্ধ তোলা। এই ক্কাথ পানে সূতিকারোগ নষ্ট হয়।

সহাচরাদি।

সহাচর পুষ্কর বেতসমূলং
বিকঙ্কত দারু কুলত্থ সমম্।
জলমত্র সসৈন্ধব হিঙ্গুযুতং
সজোজ্বর সূতিক শূলহরম্।

ঝাঁটীমূল, কুড়, বেতের মূল, বঁইচ-মূল, দেবদারু, কুলত্থকলাই, মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ সৈন্ধব ৪ মাষা, হিঙ্গু ২ রতি। ইহা পানে সূতিকাজ্বর ও শূল নষ্ট হয়।

দশমূলক্কাথঃ।

দশমূলীকৃতঃ ক্কাথঃ সাজ্যঃ সূতিরুজাপহঃ।

দশমূলের ক্কাথে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে সূতিকারোগ নষ্ট হয়।

সূতিকাদশমূলম্।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরম্।
দাসী প্রসারণী বিশ্ব গুড়ূচী মুস্তকং তথা।
নিহন্তি সূতিকারোগং জ্বরং দাহসমন্বিতম্।

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্ট-কারী, গোক্ষুর, নীলঝাঁটীমূল, গন্ধভাদু-লের মূল, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও মুতা মিলিত ২ তোলা, জল ৷৷০ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। এই ক্কাথ পানে সূতিকাসম্বন্ধীয় দাহসংযুক্ত জ্বর প্রশমিত হয়।

তন্ত্রান্তরোক্তং সহাচরাদিঃ।

সহাচর মুস্তগুড়ূচী ভদ্রোৎকট
বিশ্ববালকৈঃ কথিতম্।
পেয়মিদং মধুমিশ্রং সদ্যো জ্বরশূলঘ্নং সূত্যাঃ।

ঝাঁটীমূল, মুতা, গুলঞ্চ, গন্ধভাদুলে, শুঁঠ ও বালা মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু অর্দ্ধ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে প্রসূতির জ্বর ও বেদনাদি নিবারণ হয়।

সহাচরকৃতঃ ক্বাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ।
দীপনো জ্বরদোষামসূতিকারোগনাশনঃ॥

ঝাঁটী ২ তোলা, জল ॥০ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ পিঁপুলচূর্ণ ১ মাষা। ইহা পান করিলে অগ্নির দীপ্তি এবং প্রসূতীর জ্বরাদি নষ্ট হয়।

পীতকুরুণ্টকথিতং রজনী-
পর্য্যুষিতং পীতমপহরতি।
সূতিরোগান্ সহস্রং তন্মূলং চর্ব্বিতং তদ্বৎ॥

সন্ধ্যার সময় নীলঝাঁটীর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পরদিন তাহা পান করিলে সূতিকা রোগ নষ্ট হয়। তদ্রূপ উক্ত বৃক্ষের মূল চর্ব্বণেও ঐ পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

বজ্রকাঞ্জিকম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যং শুণ্ঠী যমানিকা।
জীরকে দ্বে হরিদ্রে দ্বে বিড়ং সৌবর্চ্চলং তথা॥
এতৈরেবৌষধৈঃ পিষ্টৈরারনালং বিপাচয়েৎ।
এতদামহরং বৃষ্যং কফঘ্নং বহ্নিদীপনম্॥
কাঞ্জিকং বজ্রকং নাম স্ত্রীণামগ্নিবিবর্দ্ধনম্।
মক্কল্লশূলশমনং পরং ক্ষীরাভিবর্দ্ধনম্॥
ক্ষীরপাকবিধানেন কাঞ্জিকস্যাপি সাধনম্॥

কাঁজি ১ সের, কল্কার্থ পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, শুঁঠ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট্‌লবণ, সচললবণ মিলিত ১ পল, পাকার্থ জল ৪ সের, শেষ কাঁজি ১ সের। মাত্রা ১ পল। কল্ক সহিত পেয়। ইহা পান করিলে মক্কল্লশূল, আম ও কফ নষ্ট হইয়া বলবীর্য্য, অগ্নি ও স্তনের দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

ভদ্রোৎকটাদ্যবলেহঃ।

ভদ্রোৎকটতুলাক্বাথে পাদশেষে বিনিক্ষিপেৎ।
শর্করায়াঃ পলত্রিংশৎ চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ॥
বৎসকং ধান্যকং মুস্তমুশীরং বিল্বমেব চ।
শাল্মলীবেষ্টকঞ্চৈব পিপ্পলী মরিচানি চ॥
বলা চাতিবিষা মাংসী হ্রীবেরং সদুরালভম্।
এষাঞ্চ পলিকৈর্ভাগৈশ্চূর্ণৈরেনং সমাচরেৎ॥
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি সূতিকাঞ্চ সুদুস্তরাম্।
বহ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং শূলানাহবিবন্ধনুৎ॥

গন্ধভাদুলিয়া ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। চিনি ৩৸০ সের। প্রক্ষেপার্থ ইন্দ্রযব, ধনিয়া, মুতা, বেণার মূল, বেলশুঁঠ, মোচরস, পিঁপুল, মরিচ, বেড়েলা, আতইচ, জটামাংসী, বালা, ও দুরালভা প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল। ইহাতে সংগ্রহগ্রহণী ও সূতিকাদি রোগ সত্বর নষ্ট হয়।

ভদ্রোৎকটাদ্যং ঘৃতম্।

সমূলপত্রশাখাস্ত শতং ভদ্রোৎকটস্য চ।
বারিদ্রোণেন সংসাধ্যং স্থাপ্যং পাদাবশেষিতম্॥

ঘৃতপ্রস্থং বিপক্তব্যং গর্ভং দত্ত্বা তু কার্ষিকম্ ।
সব্যোষং পিপ্পলীমূলং চিত্রকং জীরকং তথা ॥
পঞ্চমূলং কনিষ্ঠঞ্চ রাস্নৈরণ্ডসমন্বিতম্ ।
বলা সিন্ধু যবক্ষার সজ্জিকা কৃষ্ণজীরকম্ ॥
সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং সদ্যো নিহন্যাৎ সূতিকাময়ান্ ।
গ্রহণীং পাণ্ডুরোগঞ্চ হ্যর্শাংসি বিবিধানি চ ॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং স্ত্রীণাং স্তন্যবিশোধনম্ ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্কাথার্থ মূল, পত্র ও শাখা সহিত গন্ধভাদুলিয়া ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ত্রিকটু, পিঁপুলমূল, চিতামূল, জীরা, স্বল্পপঞ্চমূল, রাস্না, এরণ্ডমূল, বেড়েলা-মূল, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা সেবন করিলে সূতিকারোগ, গ্রহণী ও পাণ্ডু প্রভৃতি অনেক দুঃসাধ্য পীড়ার শান্তি হয়।

সৌভাগ্যশুণ্ঠী ।

কশেরু শৃঙ্গাট বরাট মুস্তং
দ্বিজীরকং জাতিফলং সকোষম্ ।
লবঙ্গ শৈলেয় সনাগপুষ্পং
পত্রং বরাঙ্গং শটী ধাতকী চ ॥
এলা শতাহ্বা ধনিকেভপিপ্পলী
সপিপ্পলী সোষণকা শতাবরী ।
প্রত্যেকমেষামিহ কর্ষযুগ্মং
পলানি ত্রিংশৎ সিতশর্করায়াঃ ॥
পলানি চাষ্টাবপি সর্পিষশ্চ
মহৌষধীচূর্ণপলানি চাষ্টৌ ।
প্রস্থদ্বয়ং ক্ষীরমিহ প্রযুক্তং
পচেদ্বিধিজ্ঞঃ পরমাদরেণ ॥
খাদেদিদং কর্ষমথার্দ্ধকর্ষং
কর্ষদ্বয়ং বাপি সমীক্ষ্য শস্তম্ ।
সৌভাগ্যশুণ্ঠী কথিতা ভিষগ্‌ভিঃ
অগ্নিপ্রদা সূতিগদাপহা চ ।
সর্ব্বাতিসারগ্রহণীহরা চ ॥

কেশুর, পানিফল, পদ্মবীজ, মুতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, শটী, ধাইফুল, এলাইচ, শুল্‌ফা, ধন্যা, গজপিপ্পলী, পিপ্পলী, মরিচ ও শতমূলী প্রত্যেক ৪ তোলা, শুঁঠ চূর্ণ ১ সের, মিছরি ৩০ পল, ঘৃত ১ সের, গব্যদুগ্ধ ৮ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। মাত্রা এক তোলা। ইহা সেবন করিলে সূতিকারোগ, অতিসার ও গ্রহণী নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়।

বৃহৎ সৌভাগ্যশুণ্ঠী ।

ত্রিকটু ত্রিফলাজাজী চাতুর্জ্জাতক মুস্তকম্ ।
জাতীকোষফলং ধান্যং লবঙ্গং শতপুষ্পিকা ॥
নলিকা মাদনফলং যমানীদ্বয় ধাতকী ।
শতাবরী তালমূলী লোধ্রং বারণপিপ্পলী ॥
পিয়ালবীজমমৃতা কর্পূরং চন্দনদ্বয়ম্ ।
কর্ষপ্রমাণান্যেতেষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ ॥
নাগরস্য চ চূর্ণস্য প্রস্থদ্বয়মিতং ক্ষিপেৎ ।
দৃঢ়ে চ মৃণ্ময়ে পাত্রে পাচয়েন্মৃদুনাগ্নিনা ॥
যত্নতঃ পাকবিদ্বৈদ্যো গুড়িকাং কারয়েত্ততঃ ।
ঘৃতমষ্টপলং দদ্যাৎ ক্ষীরপ্রস্থদ্বয়ং তথা ॥
সার্দ্ধপ্রস্থদ্বয়ং চাত্র শর্করায়াস্ততঃ ক্ষিপেৎ ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় হ্যজাক্ষীরং পিবেদনু ॥
আমবাতং নিহন্ত্যাশু কাসং শ্বাসং নপীনসম্ ।
গ্রহণীমম্লপিত্তঞ্চ রক্তপিত্তং ক্ষয়ং ক্ষতম্ ॥
স্ত্রীরোগান্ বিংশতিঞ্চৈব তৎক্ষণাদেব নাশয়েৎ ।
অহন্যহনি চ স্ত্রীণাং স্তনদার্ঢ্যকরং পরম্ ॥
সৌভাগ্যজননং স্ত্রীণাং পুষ্টিদং ধাতুবর্দ্ধনম্ ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুতা, জয়িত্রী, জায়ফল, ধনিয়া, লবঙ্গ, শতমূলী, নালুকা, ময়নাফল, যমানী, বনযমানী, ধাইফুল, শতমূলী, তালমূলী, লোধ, গজপিপ্পলী, পিয়ালবীজ, গুলঞ্চ, কর্পূর, চন্দন ও রক্তচন্দন প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, শুঁঠ ৪ সের। ঘৃত ১ সের, দুগ্ধ ৮ সের, চিনি ৫ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহার মাত্রা ৪ মাষা। অনুপান ছাগদুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে সূতিকা, গ্রহণী, নানাবিধ স্ত্রীরোগ ও অন্যান্য অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

জীরকাদ্যো মোদকঃ।

জীরকস্য পলান্যষ্টৌ শুণ্ঠী ধান্যং পলত্রয়ম্।
শতপুষ্পা যমানী চ কৃষ্ণজীরং পলং পলম্॥
ক্ষীরদ্বিপ্রস্থসংযুক্তং খণ্ডস্যার্দ্ধশতং পলম্।
ঘৃতস্যাপি পলান্যষ্টৌ শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
ব্যোষং ত্রিজাতকঞ্চৈব বিড়ঙ্গং চব্য চিত্রকম্।
মুস্তকঞ্চ লবঙ্গঞ্চ পলাংশং সংপ্রকল্পয়েৎ॥
মন্দেন বহ্নিনা পক্ত্বা মোদকং কারয়েদ্ভিষক্।
সর্ব্বযোনিবিকারাণাং নাশনং বহ্নিদীপনম্॥
সূতিকারোগশমনং বিশেষাদ্ গ্রহণীহরম্॥

জীরা ৮ পল, শুঁঠ ৩ পল, ধনিয়া ৩ পল, শুল্‌ফা, যমানী ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ পল, দুগ্ধ ৮ সের, চিনি ৬।০ সের, ঘৃত ৮ পল। মৃদু অগ্নিতে শনৈঃ শনৈঃ পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, চৈ, চিতামূল, মুতা ও লবঙ্গ প্রত্যেক ১ পল। মাত্রা ৪ মাষা। ইহা সেবনে সূতিকা ও গ্রহণীরোগ নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়।

সূতিকারিরসঃ।

রসং গন্ধং মৃতাভ্রঞ্চ মৃততাম্রঞ্চ তুল্যকম্।
চূর্ণিতং মর্দ্দয়েদ্ যত্নাদ্ধেকপর্ণীরসেন চ॥
ছায়াশুষ্কা গুড়ী কার্য্যা কলায়সদৃশী ততঃ।
মাত্রয়া কটুনা দেয়া সূতিকাতঙ্কনাশিনী॥
জ্বরতৃষ্ণারুচিহরী শোথঘ্নী বহ্নিদীপনী॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র ও তাম্র এই সমুদায় সমভাগে লইয়া থুলকুড়ির রসে মর্দ্দন করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া মটর প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস প্রভৃতি। ইহা সেবনে সূতিকারোগ, জ্বর, তৃষ্ণা, অরুচি ও শোথ নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়।

বৃহৎসূতিকাবিনোদরসঃ।

শুণ্ঠ্যা ভাগো ভবেদেকো দ্বৌ ভাগৌ মরিচস্য চ।
পিপ্পল্যাশ্চ ত্রিভাগং স্যাদর্দ্ধভাগঞ্চ রোমকম্॥
জাতীকোষস্য ভাগৌ দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ তুত্থকস্য চ।
সিন্ধুবারজলেনৈব মর্দ্দয়েদেকযামতঃ॥
মধুনা সহ সেবেত সূতিকাতঙ্কনাশনম্॥

শুঁঠ ১ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, পিঁপুল ৩ ভাগ, সৈন্ধব ॥০ ভাগ, জয়িত্রী ২ ভাগ ও তুঁতিয়া ২ ভাগ এই সমুদায় একত্রে নিসিন্দার রস বা কাথে ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধুর সহিত সেব্য। ইহাতে সূতিকারোগ প্রশমিত হয়।

বৃহৎসূতিকাবল্লভরসঃ।

সূতং গন্ধং মাক্ষিকঞ্চ ব্যোমেন্দুং হেমতালকম্।
রজতং ফণিফেনঞ্চ জাতীকোষফলে তথা॥
মুস্তকস্য বলায়াশ্চ শাল্মল্যাঃ স্বরসেন চ।
ভাবয়িত্বা বটীঃ কুর্য্যাদ্ দ্বিগুঞ্জাপরিমাণতঃ॥
সূতিকাবল্লভো নাম প্রযুক্তোঽয়ং মহারসঃ।
নিহন্ত্যাৎ সূতিকারোগান্ দুর্ব্বারান্ গ্রহণীগদান্॥
অতীসারং সুঘোরঞ্চ দৌর্ব্বল্যং বহ্নিমন্দতাম্।
জনয়েদাশু পুষ্টিঞ্চ কান্তিং মেধাং ধৃতিং তথা॥

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, কর্পূর, স্বর্ণ, হরিতাল, রৌপ্য, অহিফেন, জয়িত্রী ও জায়ফল এই সমুদায় সমান ভাগে লইয়া মুতা, বেড়েলা ও শিমুল-মূলের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত প্রয়োজ্য। ইহা সেবন করিলে সূতিকারোগ, গ্রহণী, অতিসার, দৌর্ব্বল্য ও অগ্নিমান্দ্য এই সকলের নিবৃত্তি এবং দেহের পুষ্টি সাধনাদি হইয়া থাকে।

সূতিকাহরো রসঃ।

হিঙ্গুলং হরিতালঞ্চ শঙ্খভস্মায়সো রজঃ।
খর্পরং ধূর্ত্তবীজঞ্চ যবক্ষারঞ্চ টঙ্গনম্।
বিভীতককষায়েণ ভাবয়িত্বা বিধানতঃ।
মর্দ্দয়িত্বা বিদধ্যাচ্চ কলায়সদৃশীর্বটীঃ॥
যথাদোষানুপানেন প্রযুক্তোঽয়ং রসোত্তমঃ।
নিহন্ত্যাৎ সূতিকাতঙ্কান্ বহ্নিস্তৃণগণানিব॥

হিঙ্গুল, হরিতাল, শঙ্খভস্ম, লৌহ, খর্পর, ধুতূরাবীজ, যবক্ষার ও সোহাগার খই এই সমুদায় সমান ভাগে লইয়া বহেড়ার ক্বাথে ভাবনা দিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত প্রয়োজ্য। ইহা সেবন করিলে সমস্ত সূতিকারোগ নিরাকৃত হয়।

ধাতক্যাদিতৈলম্।

ধাতকী ধব ধন্যাক ধাত্রীধুস্তূরধূপনৈঃ।
নীলী নীপ নতৈর্নিম্ব নিম্বু নীরদ নাগরৈঃ॥
পথ্যা পদ্ম পৃথাপুত্রৈঃ পত্র পত্রোর্ণ পূতিকৈঃ।
ফণিজ্ঝকফলেন্দ্রাভ্যাং ফঞ্জিকাফেনকেনিলৈঃ॥
কল্কৈঃ কোলকপিত্থাভ্যাং কুষ্মাকন্যাকসেরুভিঃ।
পিষ্টৈঃ পচেৎ পয়স্বিন্যাঃ পয়সা পাকপণ্ডিতঃ॥
তৈলং তিলভবং ভিষক্ তিষ্যাতোয়েন তন্মনাঃ।
পূজয়িত্বা পরানন্দাং প্রয়তঃ পরমেশ্বরীম্॥
স্মরস্মন্দিরমিদং সূতিকাময়সূদনম্।
সেবেত সততং সূতা সুখদং সুখসেবিনী॥
(সুখসেবিনী পথ্যসেবিনী।)

তিলতৈল ৪ সের। আমলকীর রস ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ ধাইফুল, ধাওয়াছাল, ধন্যা, আমলা, ধুতূরামূল, ধুনা, নীলমূল, কদমছাল, তগরপাদুকা, নিমছাল, পাতিলেবুর মূল, মুতা, শুঁঠ, হরীতকী, পদ্মমূল, অর্জ্জুনছাল, তেজপত্র, সোনাছাল, করঞ্জবীজ, তুলসীপত্র, ময়নাফল, জামছাল, বামনহাটী, সমুদ্রফেন, রিঠা, কুলশুঁঠ, কয়েতবেল, পিঁপুল, ঘৃতকুমারী ও কেশুর মিলিত ২ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা মর্দ্দনে সূতিকারোগের শান্তি হয়।

জীরকাদ্যরিষ্টঃ।

জীরকস্য তুলাদ্বন্দ্বং চতুর্দ্রোণজলে পচেৎ।
দ্রোণশেষে ক্ষিপেৎ তত্র তুলাত্রয়মিতং গুড়ম্॥

ধাতকীং ষোড়শপলাং শুণ্ঠীঞ্চ দ্বিপলোন্মিতাম্।
জাতীফলং মুস্তকঞ্চ চাতুর্জ্জাতং যমানিকাম্।
কঙ্কোলং দেবপুষ্পঞ্চ পলমানেন নিক্ষিপেৎ।
মাসং সংস্থাপ্য ভাণ্ডে চ মৃত্তিকাপরিনির্ম্মিতে।
ততঃ কল্কান্ বিনিষ্কৃত্য পায়য়েৎ কর্ষমাত্রয়া।
অরিষ্টো জীরকাদ্যোঽয়ং নিহন্যাৎ সূতিকাময়ান্।
গ্রহণীমতিসারঞ্চ তথা বহ্নেশ্চ বৈকৃতম্।

জীরা ২৫ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথে গুড় ৩৭৷৷০ সের, ধাইফুল ১৬ পল, শুঁঠ ২ পল, জায়ফল, মুতা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, যমানী, কাঁকলা ও লবঙ্গ প্রত্যেক ১ পল প্রক্ষিপ্ত করিয়া আবৃত মৃৎপাত্রে একমাস রাখিবে। পরে কল্ক সকল ছাঁকিয়া ফেলিবে। এই অরিষ্টের মাত্রা ২ তোলা। ইহা সেবনে সমস্ত সূতিকারোগ নষ্ট হয়।

স্তন্যবর্দ্ধনম্।

বনকার্পাসকেক্ষূণাং মূলং সৌবীরকেণ বা।
বিদারীকন্দং সুরয়া পিবেদ্বা স্তন্যবর্দ্ধনম্।

বনকার্পাসমূলচূর্ণ ২ তোলা অথবা ইক্ষুমূলচূর্ণ ৮ তোলা, কাঁজির সহিত সেবন করিলে স্তন্য বৃদ্ধি হয়। তদ্রূপ ভূমিকুষ্মাণ্ডমূল ২ তোলা, ৮ তোলা মদ্যাম্লের সহিত পানে স্তনের দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধ ও অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য।

দুগ্ধেন শালিতণ্ডুলচূর্ণপানং বিবর্দ্ধয়েৎ।
স্তন্যং সপ্তাহতঃ ক্ষীরসেবিন্যাস্ত ন সংশয়ঃ॥

৭ দিবস প্রত্যহ শালিতণ্ডুলচূর্ণ ৪ মাষা ও দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে এবং অন্নের সহিত দুগ্ধ পান করিলে স্তন্য বৃদ্ধি হয়।

হরিদ্রাদিং বচাদিং বা পিবেৎ স্তন্যবিবৃদ্ধয়ে।

স্তন্য বৃদ্ধির নিমিত্ত হরিদ্রাদি বা বচাদির কাথ পেয়।

তত্র বাতাধিকে স্তন্যে দশমূলীজলং পিবেৎ।
পিত্তদুষ্টেঽমৃতাভীরু পটোলং নিম্ব চন্দনম্।
ধাত্রী কুমারশ্চ পিবেৎ ক্বাথয়িত্বা সশারিবম্।

বায়ুকৃত স্তনদোষে দশমূলের ক্বাথ এবং পৈত্তিকে গুলঞ্চ, শতমূলী, পটোল-পত্র, নিমছাল, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল এই সমুদায়ের কাথ, ধাত্রী ও শিশুকে পান করাইবে।

ধাত্রী স্তন্যবিবৃদ্ধ্যর্থং মুদ্গযূষরসাশনা।
ভার্গী দারু বচা পাঠাঃ পিবেৎ সাতিবিষাঃ শৃতাঃ।

বামনহাটী, দেবদারু, বচ, আকনাদি ও আতইচ মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। এই ক্বাথ পানে স্তন্য বৃদ্ধি হয়। পথ্য মুদ্গযূষাদি।

স্তনকীলাদিচিকিৎসা—

কুক্কুরমেণ্ডুকমূলং চর্ব্বিতমাস্যেন ধারিতং জয়তি।
সপ্তাহাৎ স্তনকীলং স্তন্যং চৈকান্ততঃ কুরুতে।
(কুক্কুরমেণ্ডুকা গোরক্ষচাকুলেতি।)

গোরক্ষচাকুলের মূল চর্ব্বণ করিয়া মুখে ধারণ করিলে সপ্তাহ মধ্যে স্তনকীল নষ্ট হইয়া স্তন্যবৃদ্ধি হয়।

শোথং স্তনোত্থিতমবেক্ষ্য ভিষগ্বিদধ্যাদ্
যদ্বিদ্রধাবভিহিতং বহুধা বিধানম্।
আমে বিদহ্যতি তথৈব গতে চ পাকং
তস্যাঃ স্তনৌ সততমেব হি নির্দুহীত ॥

স্তনোত্থিত শোথে ক্রমে আম, পচ্যমান ও পক্ক বিদ্রধির বিধি অনুসারে যথাক্রমে চিকিৎসা করিবে, ইহাতে সর্ব্বদা স্তন দোহনপূর্ব্বক নিঃশেষরূপে দুগ্ধ নিঃসারণ করা কর্ত্তব্য।

বিশালামূললেপস্তু হন্তি পীড়াং স্তনোত্থিতাম্।
নিশাকনকমূলাভ্যাং লেপশ্চাপি স্তনার্ত্তিহা ॥

রাখালশসার মূল অথবা হরিদ্রা ও ধুতুরামূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে স্তনের শোথ নস্ট হয়।

স্তনপীনীকরণম্।

মূষিকবসয়া শৌকরমাহিষগজমাংসচূর্ণযুতয়া।
অভ্যঙ্গমর্দ্দনাভ্যাং সুকঠিনপীনৌ স্তনৌ ভবতঃ ॥

শূকর, মহিষ ও হস্তীর মাংস চূর্ণ করিয়া ইন্দুরের বসার সহিত মিশ্রিত করিয়া স্তনে মর্দ্দন করিলে স্তনদ্বয় সুকঠিন ও স্থূল হয়।

মহিষীভবনবনীতং
ব্যাধিবলোগ্রা তথৈব নাগবলা।
পিষ্ট্বা মর্দ্দনযোগাৎ পীনং কঠিনং স্তনং কুরুতে ॥

মাহিষ নবনীত, কুড়, বেড়েলা, বচ ও গোরক্ষচাকুলে এই সমুদায় পেষণ করিয়া একত্র মিশাইয়া স্তনে মর্দ্দন করিলে স্তন স্থূল ও কঠিন হয়।

কাশীশ তুরগগন্ধা শাবর গজপিপ্পলীবিপক্কেন।
তৈলেন যান্তি বৃদ্ধিং স্তন কর্ণ বরাঙ্গলিঙ্গানি ।

হীরাকস, অশ্বগন্ধা, লোধ, গজপিপ্পলী এই সমুদায় কল্ক দ্বারা সিদ্ধ তৈল মর্দ্দন করিলে স্তনাদি পুষ্ট ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

প্রথমর্ত্তৌ তণ্ডুলাম্ভোনস্যযোগাৎ স্তনৌ স্থিরৌ।

প্রথম ঋতুতে তণ্ডুলোদকের নস্য গ্রহণ করিলে স্তনদ্বয় উন্নত থাকে।

গোমহিষীঘৃতসহিতং তৈলং
শ্যামাকৃতাঞ্জলিবচাভিঃ।
সকটু নিশাভিঃ সিদ্ধং নস্যং স্তন্যবর্দ্ধনং পরমম্ ।

গব্যঘৃত, মাহিষঘৃত, তিলতৈল, শ্যামালতা (প্রিয়ঙ্গু), লজ্জালু (বামনহাটী), বচ, ত্রিকটু ও হরিদ্রা-চূর্ণের নস্য গ্রহণ করিলে স্তনদ্বয় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

স্তনুকরোতি মধ্যং পীতং মথিতেন মাগধীমূলম্।

পিঁপুলমূল বাঁটিয়া নির্জ্জল তক্রের সহিত পানে মধ্যদেশ ক্ষীণতর হয়।

বেতসস্য তু মূলানি ক্বাথয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
ভগং প্রক্ষালিতং তেন গাঢ়ং সমুপজায়তে ॥

মৃদু অগ্নিতে বেতসমূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দারা প্রক্ষালন করিলে যোনি দৃঢ় হয়।

শ্রীপর্ণীতৈলম্।

শ্রীপর্ণীরসকল্কাভ্যাং তৈলং সিদ্ধং তিলোদ্ভবম্।
তত্তৈলং তূলকেনৈব স্তনস্যোপরি ধারয়েৎ।
পতিতাবুত্থিতৌ স্ত্রীণাং ভবেতাঞ্চ পয়োধরৌ ।

গাম্ভারী মতান্তরে গণিয়ারির রস, ক্বাথ ও কল্কের সহিত তিলতৈল যথাবিধি

পাক করিয়া উহাতে তুলা ভিজাইয়া স্তনের উপরি স্থাপিত করিলে লম্বিত স্তন পুনর্ব্বার উত্থিত হয়।

শ্যামাদিতৈলম্।

শ্যামা নিশা বলা লাজা লবণং কাথয়েৎ সমম্।
তোয়ে চতুর্গুণে পাচ্যং পাদশেষং সমাহরেৎ॥
তিলতৈলং কাথপাদং তৈলার্দ্ধং মাহিষং ঘৃতম্।
স্নেহশেষং পচেত্তৈলং নস্যেন স্তনবর্দ্ধনম্॥

শ্যামালতা, হরিদ্রা, বেড়েলা, খই ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে চতুর্গুণ জলে পাক করিবে। জলের চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথের চতুর্থাংশ তিলতৈল ও তৈলের অর্দ্ধেক মাহিষ ঘৃত একত্র পাক করিবে। তৈলাবশেষ থাকিতে নামাইবে। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে স্তন বর্দ্ধিত হয়।

বিল্বতৈলম্।

এরণ্ডতৈলং শকুলস্য তৈলং
তথামবিল্বস্য রসং গৃহীত্বা।
একত্র পক্ত্বা পরিলেপনেন
স্তনৌ সুপীনৌ ভবতো নিকামম্॥

এরণ্ডতৈল, সৌলমাছের তৈল ও কচিবেলের কাথ একত্র পাক করিয়া লাগাইলে স্তন বর্দ্ধিত হয়।

বচাদিতৈলম্।

তৈলং বচা দাড়িমকল্কসিদ্ধং
সিদ্ধার্থজং লেপনতো নিতান্তম্।
নারীকুচৌ চারুতরৌ চ পীনৌ
কুর্য্যাদিদং তৈলবরং নিকামম্॥

কটুতৈল, বচ ও দাড়িমের কল্কে পাক করিয়া লেপন করিলে স্তন স্থূল হয়।

শুণ্ঠ্যাদিতৈলম্।

শুণ্ঠীচূর্ণং দশপলং পচেত্তোয়ৈশ্চতুর্গুণৈঃ।
অর্দ্ধশেষং হরেৎ কাথং কাথার্দ্ধং তিলতৈলকম্॥
তৈলশেষং পচেত্তেন নস্যং পানঞ্চ কারয়েৎ।
পতিতং যৌবনং স্ত্রীণাং মাসাদূর্দ্ধ্বং ভবেৎ স্বয়ম্॥

শুঁঠচূর্ণ ৮০ তোলা, চতুর্গুণ জলে পাক করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে কাথ গ্রহণ করিবে, ঐ কাথ সহ কাথের অর্দ্ধাংশ তৈল পাক করিবে। তৈলাবশেষ থাকিতে নামাইবে। ইহা নস্য ও পান করিলে স্তন উত্থিত হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং স্ত্রীরোগাধিকারঃ।

বালরোগাধিকারঃ।

বালকভেদাঃ।

ত্রিবিধঃ কথিতো বালঃ ক্ষীরান্নোভয়বর্ত্তকঃ।
স্বাস্থ্যং তাভ্যামদুষ্টাভ্যামন্যথা রোগসম্ভবঃ॥
ক্ষীরপস্যৌষধং ধাত্র্যাঃ ক্ষীরান্নাদস্য চোভয়োঃ।
অন্নেন বা শিশৌ দেয়ং ভেষজং ভিষজা সদা॥

বালক ত্রিবিধ, যথা—দুগ্ধজীবী, দুগ্ধান্নজীবী ও অন্নজীবী। যতদিন পর্য্যন্ত কেবল দুগ্ধ পান করিয়া শিশুর জীবন রক্ষা হয়, তাবৎ তাহাতে দুগ্ধজীবী কহা যায়। যাবৎ দুগ্ধ ও অন্ন উভয় দ্রব্য দ্বারা জীবন রক্ষা হয়, ততদিন পর্য্যন্ত

শিশুকে দুগ্ধান্নজীবী কহে। তৎপরে আর যখন স্তন-দুগ্ধ পানের বিশেষ আবশ্যকতা থাকে না, কেবল অন্ন ভোজনেই প্রাণ রক্ষা হইতে পারে, তদবধি তাহাকে অন্নজীবী কহা যায়। ঐ দুগ্ধ ও অন্নের দোষেই বালকের পীড়া হইয়া থাকে, দুগ্ধ ও অন্ন নির্দ্দোষ থাকিলে বালকের পীড়া হয় না। দুগ্ধজীবী শিশুর পীড়া হইলে ধাত্রীর ঔষধ সেবনাদি আবশ্যক। দুগ্ধান্নজীবীর পীড়া হইলে ধাত্রী ও শিশুর উভয়েরই ঔষধ সেবন আবশ্যক। অন্নাশী বালকের পীড়া হইলে ধাত্রীর ঔষধ সেবনের প্রয়োজন নাই। অন্নের সহিত ঔষধ মিশ্রিত করিয়া শিশুকে সেই অন্ন ভোজন করাইবে।

শিশৌ রুগ্নে ধাত্র্যাঃ কর্ত্তব্যম্।

মাত্রয়া লঙ্ঘয়েদ্ধাত্রীং শিশোর্নেষ্টং বিশোষণম্।
সর্ব্বং নিবার্য্যতে বালে স্তন্যন্তু ন নিবার্য্যতে।

শিশুর পীড়া হইলে প্রয়োজন মত ধাত্রীকে লঙ্ঘন করাইবে, শিশুর পক্ষে উপবাসাদি ব্যবস্থেয় নহে। শিশুর অপর সমস্ত নিষেধ করা যাইতে পারে, কিন্তু কদাচ স্তন্য বারণ করা যাইতে পারে না।

স্তন্যাগ্রহণচিকিৎসা—

যো বালোঽচিরজাতঃ স্তন্যং
ন গৃহ্ণাতি তস্য সহসৈব।
ধাত্রী মধুঘৃতপথ্যাকল্কেনাথ ঘর্ষয়েজ্জিহ্বাম্।

অচিরজাত শিশু যদি স্তন পান না করে, তাহা হইলে আমলকী ও হরীতকী-চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশাইয়া তদ্দ্বারা শিশুর জিহ্বা ঘর্ষণ করিবে।

কুষ্ঠঃ বচাভয়া ব্রহ্মী কনকং ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
বর্ণায়ুঃ কান্তিজননং লেহং বালস্য দাপয়েৎ।

কুড়, বচ, হরীতকী, ব্রহ্মীশাক ও ধুতূরামূল (অত্যল্প) একত্রে চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করাইলে বালকের বর্ণ, কান্তি ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

স্তন্যপ্রতিনিধিঃ।

স্তন্যাভাবে পয়শ্ছাগং গব্যং বা রাসভং পিবেৎ।

স্তনদুগ্ধের অভাবে শিশুকে ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ বা গর্দ্দভদুগ্ধ পান করাইবে। ইহারাও স্তনদুগ্ধের ন্যায় গুণকর।

নাভিশোথচিকিৎসা—

মৃৎপিণ্ডেনাগ্নিতপ্তেন ক্ষীরসিক্তেন সোষ্মণা।
স্বেদয়েদুত্থিতাং নাভিং শোথস্তেনোপশাম্যতি॥

যদি নাভিতে শোথ হয়, তাহা হইলে কোন মৃত্তিকাপিণ্ড অগ্নিতে তপ্ত করিয়া দুগ্ধে ডুবাইয়া উষ্ণ উষ্ণ নাভিতে স্বেদ দিবে, ইহাতে নাভির শোথ ও বেদনাদি নিবারিত হয়।

নাভিপাকচিকিৎসা—

নাভিপাকে নিশালোধ্র প্রিয়ঙ্গু মধুকৈঃ শৃতম্।
তৈলমভ্যঞ্জনে শস্তমেভির্ব্বাপ্যবচূর্ণনম্॥

নাভিপাকে হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ তৈল নাভিতে মাখাইবে, অথবা ঐ সমুদায় দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা নাভি ব্যাপ্ত করিবে।

আহণ্ডিকাচিকিৎসা—

সোমগ্রহণে বিধিবৎ
কেকিশিখামূলমুদ্ধৃতং বদ্ধম্।
জঘনেঽথ কন্ধরায়াং ক্ষপয়ত্যাহণ্ডিকাং নিয়তম্।

চন্দ্রগ্রহণের সময়ে যথাবিধি উদ্ধৃত আপাঙ্গের মূল শিশুর জঘনে অথবা গ্রীবাদেশে বন্ধন করিলে আহণ্ডিকা রোগ নষ্ট হয়।

সপ্তদল ত্বঙ্মরিচং পিষ্টং গোরোচনাসহিতম্।
পীতং তদ্বৎ তণ্ডুলভক্তকৃতদগ্ধপিষ্টকপ্রাশঃ।

অন্নের পিষ্টক দগ্ধ করিয়া ভোজন করাইলে অথবা ছাতিমছাল, মরিচ ও গোরোচনা একত্রে পেষণ করিয়া জলের সহিত পান করাইলে আহণ্ডিকা রোগ প্রশমিত হয়।

বালানাং ভেষজমাত্রা।

ভেষজং পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং নরাণাং যজ্জ্বরাদিষু।
কার্য্যং তদেব বালানাং মাত্রা চাত্র কনীয়সী।

জ্বরাদিরোগে যে সমস্ত ঔষধ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, বালকদিগকে সেই সমুদায় সেবন করান যাইতে পারে, কিন্তু অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার্য্য।

প্রথমে মাসি জাতস্য শিশোর্ভেষজরক্তিকা।
অবলেহ্যা তু কর্ত্তব্যা মধুক্ষীরসিতা ঘৃতৈঃ।
একৈকাং বর্দ্ধয়েত্তাবদ্ যাবৎ সংবৎসরো ভবেৎ।
তদূর্দ্ধং মাষবৃদ্ধিঃ স্যাদ্ যাবদাষোড়শাব্দিকঃ।

এক মাস বয়স্ক শিশুর ঔষধের মাত্রা ১ রতি। শিশুর নিমিত্ত মধু, দুগ্ধ, চিনি ও ঘৃতসংযোগে অবলেহ প্রস্তুত করিয়া দিবে। দ্বিতীয় মাস হইতে দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত প্রতিমাসে ১ রতি পরিমাণে মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। পরে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর এক এক মাষা করিয়া বৃদ্ধি করিবে। এই বিধি অনুগ্র অবলেহাদি বিষয়ক জানিবে।

শিশোর্জ্বরাতিসারে—

হরিদ্রাদিঃ।

হরিদ্রাদ্বয় যষ্ট্যাহ্ব সিংহী শক্রযবৈঃ কৃতঃ।
শিশোর্জ্বরাতিসারঘ্নঃ কষায়ঃ স্তন্যদোষনুৎ।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কণ্ট-কারী ও ইন্দ্রযব মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। এই ক্বাথ দ্বারা স্তন্যদোষ নিবারণ ও শিশুর জ্বরাতিসার শান্তি হয়।

কর্কটাদিঃ।

কর্কটাতিবিষা শুণ্ঠী ধাতকী বিল্ববালকম্।
মুস্তং মজ্জা চ কোলস্য মধুনা সহ মেলয়েৎ॥
হন্তি জ্বরমতীসারং দুর্ব্বারং গ্রহণীগদম্।
ছর্দ্দিং রক্তস্রুতিং কাসং শ্বাসং পশ্চাজ্জ্বরং তথা।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, আতইচ, শুঁঠ, ধাই-ফুল, বেলশুঁঠ, বালা, মুতা, কুলআঁটির

শস্ত এই সমুদায় পেষণ করিয়া মধু-সংযোগে অবলেহ প্রস্তুত করিবে। শিশুকে ইহা সেবন করাইলে জ্বর, অতিসার, দুর্ব্বার গ্রহণী, বমি, রক্তস্রাব, শ্বাস, পশ্চাদ্রুজরোগ (ইহার লক্ষণ পরে বলা যাইবে) প্রশমিত হয়।

বালচতুর্ভদ্রিকা।

বনকৃষ্ণাকণা শৃঙ্গীচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্।
শিশোর্জ্বরাতিসারঘ্নং শ্বাসকাসবমিহরম্॥

মুতা, পিঁপুল, আতইচ ও কাঁকড়া-শৃঙ্গী এই সমুদায়ের চূর্ণ মধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া সেবন করাইলে শিশুর জ্বরাতিসার, শ্বাস, কাস ও বমি নিবারণ হয়।

যমানীপঞ্চকম্।

যমানী জীরকং দেবপুষ্পং জাতীফলং বিড়ম্।
ভর্জ্জিতং চূর্ণমেতেষাং সমাংসং বারিপাচিতম্॥
রক্তিদ্বয়মিতং বাল্যে যূনি মাষকসম্মিতম্।
যমানীপঞ্চকং নাম বারিণা সহ যোজয়েৎ।
অগ্নিমান্দ্যমতীসারং গ্রহণীং হন্তি সত্বরম্।

যমানী, জীরা, লবঙ্গ, জায়ফল ও বিট্‌লবণ এই পাঁচ প্রকার দ্রব্য সমভাগ ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া জল দিয়া পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি হইতে ১ মাষা। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি ব্যাধি সত্বর বিনষ্ট হয়।

বালযকৃদরিলৌহঃ।

সহস্রপুটিতঞ্চাভ্রং লৌহঞ্চৈব তথা রসম্।
জম্বীরবীজাতিবিষে মূলং প্লীহারিসম্ভবম্॥
রক্তচন্দনমশ্মঘ্নঃ প্রত্যেকশ্চ সমাংশকঃ।
গুড়ূচীস্বরসেনৈব ধান্যদ্বয়মিতা বটী॥
বালানাং যকৃতং ঘোরং জ্বরং প্লীহানমেব চ।
শোথং বিবন্ধং পাণ্ডুঞ্চ কাসং মুখগদং তথা।
উদরং নাশয়েদাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
বালযকৃদরির্নাম লৌহঃ শ্রীশিবভাষিতঃ।

সহস্র পুটিত অভ্র ও লৌহ, ষড়্‌গুণ বলিজারিত রস, জম্বীরবীজ, আতইচ, শরপুঙ্খমূল, রক্তচন্দন ও পাষাণভেদী প্রত্যেক সমভাগ। গুলঞ্চের রসে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ রতি মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে বালক-দিগের যকৃৎ, প্লীহা, জ্বর, শোথ ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ সমস্ত সত্বর প্রশমিত হয়।

ধাতক্যাদিঃ।

ধাতকী বিল্ব ধন্যাক লোধ্রেন্দ্রযববালকৈঃ।
লেহঃ ক্ষৌদ্রেণ বালানাং জ্বরাতীসারবান্তিজিৎ॥

ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনিয়া, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা এই সমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বালকের জ্বরাতিসার ও বমন নিবারণ হয়।

রজন্যাদ্যবলেহঃ।

রজনী দারু সরলং শ্রেয়সী বৃহতীদ্বয়ম্।
পৃশ্নিপর্ণী শতাহ্বা চ লীঢ়ং মাক্ষিকসর্পিষা।
গ্রহণীং দীপনো হন্তি মারুতার্ত্তিং সকামলাম্।
জ্বরাতীসারং পাণ্ডুঞ্চ বালরোগমশেষতঃ।

হরিদ্রা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গজপিপ্পলী, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে ও শুলফা প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করাইলে বালকের জ্বরাতিসার প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

ক্ষীরছর্দ্দিচিকিৎসা—

মিসি কৃষ্ণাঞ্জনং লাজা শৃঙ্গী মরিচ মাক্ষিকৈঃ।
লেহঃ শিশোর্বিধাতব্যশ্ছর্দ্দিকাসজ্বরাপহঃ॥

মউরী, পিঁপুল, রসোত, খইচূর্ণ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মরিচ ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে (শিশুদিগের দুগ্ধতোলা) বমি, কাস ও জ্বর নিবারণ হয়।

শৃঙ্গ্যাদি।

শৃঙ্গীং সমস্তাতিবিষাং বিচূর্ণ্য
লেহং বিদধ্যান্মধুনা শিশূনাম্।
কাসজ্বরচ্ছর্দ্দিভিরর্দ্দিতানাং
সমাক্ষিকাং বাতিবিষামথৈকাম্।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুতা ও আতইচ এই সমুদায়ের চূর্ণ একত্রিত করিয়া অথবা কেবল আতইচচূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করাইলে শিশুদিগের কাস, জ্বর ও বমি নিবারণ হয়।

পীতং পীতং বমেদ্ যস্তু স্তন্যং তন্মধুসর্পিষা।
দ্বিবার্ত্তাকীফলরসং পঞ্চকোলঞ্চ লেহয়েৎ।

যে শিশুর স্তন্যপানান্তেই বমন হইয়া যায়, তাহাকে বৃহতী ও কণ্টকারীফলের রস এবং পঞ্চকোলের অবলেহ সেবন করাইবে।

আম্রাস্থি লাজ সিন্ধূত্থৈর্লেহঃ ক্ষৌদ্রেণ ছর্দ্দিনুৎ।

আমের আঁটির শস্য, খইচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া শিশুকে অবলেহ করাইলে বমন নিবারণ হয়।

পিপ্পলী মরিচানাঞ্চ চূর্ণং সমধুশর্করম্।
রসেন মাতুলুঙ্গস্য হিক্কাছর্দ্দিনিবারণম্॥

পিঁপুল, মরিচচূর্ণ, মধু, চিনি ও ছোলঙ্গলেবুর রসের সহিত সেবন করাইলে বালকের হিক্কা ও বমি নিবারণ হইয়া থাকে।

পেটীপাঠামূলজম্বু সহকারবল্কতঃ কল্কঃ।
ইত্যেকশশ্চ পিণ্ডো বিধৃতো হৃন্নাভিতাল্বাদৌ।
ছর্দ্দ্যতিসারজ্বরোগং প্রবলং হন্তি তদেব নিয়মেন॥

টেপারীমূল, আকনাদিমূল, জামছাল ও আমছাল এই সমুদায় পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করিবে, ইহা হৃদয়, নাভি ও তালু প্রভৃতি স্থানে ধারণ করিলে শিশুর বমি ও অতিসার নিবারণ হইয়া থাকে।

পত্রৈর্ব্বদর চাঙ্গেরী কাকমাচী কপিত্থজৈঃ।
শিশো রুগ্বম্যতীসারনাশনং মূর্দ্ধলেপনম্।

কুল, আমরুল, কাকমাচী ও কয়েতবেল ইহাদের পত্র বাঁটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শিশুর অতিসার ও বমি নিবারণ হয়।

ক্ষীরাদস্য শিশোরামং শুষ্কং দৃষ্ট্বা তু দারুণম্।
মাষযূষং পিবেদ্ধাত্রী পিপ্পলীচূর্ণসংযুতম্॥

দুগ্ধপায়ী শিশুর অতিসারের আমাবস্থা শুষ্ক হইলে ধাত্রীকে পিঁপুলচূর্ণ সহিত মাষকলায়ের যুষ পান করাইবে।

স্তন্যপস্য কুমারস্য সর্ব্বস্যামাতিসারিণঃ।
ধাত্রীং বিলঙ্ঘয়েদ্ধীমান্ দেহদোষাদ্যপেক্ষয়া ॥
পঞ্চকোলকসিদ্ধং বা পেয়াদিঞ্চ প্রয়োজয়েৎ।

স্তন্যপায়ী শিশুর আমাতিসারে ধাত্রীর উপবাস অথবা পঞ্চকোলসিদ্ধ পেয়াদি পান করা কর্ত্তব্য।

বচা মুস্তং ভদ্রদারু নাগরাতিবিষাগণঃ।
হরিদ্রাদ্বয় যষ্ট্যাহ্ব সিংহী শক্রযবৈঃ কৃতঃ।
এতৌ বচাহরিদ্রাদী গণৌ স্তন্যবিশোধনৌ।
আমাতিসারশমনৌ কফমেদোবিশোষণৌ ॥

বচ, মুতা, দেবদারু, শুঁঠ ও আতইচ এই কয়েকটী দ্রব্যকে বচাদিগণ এবং হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, বৃহতী ও ইন্দ্রযব এই কয়েকটী দ্রব্যকে হরিদ্রাদিগণ কহে। এই উভয়গণ স্তন্যবিশোধক, আমাতিসারনাশক, কফঘ্ন ও মেদোনাশক। ইহাদের ক্বাথাদি শিশুর স্তন্যদায়িনীকে এবং আবশ্যক হইলে শিশুকেও সেবন করাইবে।

মুস্তকাদি।

মুস্তকাতিবিষাশুণ্ঠীবালকেন্দ্রযবৈঃ কৃতম্।
ক্বাথং শিশুঃ পিবেৎ প্রাতঃ সর্ব্বাতিসারনাশনম্।

মুতা, আতইচ, শুঁঠ, বালা ও ইন্দ্রযব মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। এই ক্বাথ প্রাতঃকালে স্তন্যদায়িনীকে এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিশুকে পান করাইলে সকলপ্রকার অতিসার প্রশমিত হয়।

বালাতিসারে বিধিঃ।

বিল্বঞ্চ পুষ্পাণি চ ধাতকীনাং
জলং সলোধ্রং গজপিপ্পলী চ।
ক্বাথাবলেহৌ মধুনা বিমিশ্রৌ
বালেষু যোজ্যাবতিসারিতেষু।

বেলশুঁঠ, ধাইফুল, বালা, লোধ ও গজপিপ্পলী মধুর সহিত এই সমুদায়ের ক্বাথ ও অবলেহ সেবনে বালকের অতিসার উপশমিত হয়।

আম্রাতকাম্রজম্বূনাং ত্বচমাদায় চূর্ণয়েৎ।
মধুনা লেহয়েদ্বালমতীসারবিনাশনম্ ॥

আমড়াছাল, আমছাল ও জামছাল এই সমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করাইলে বালকের অতিসার নিবারিত হয়।

সিতজীরকসর্জ্জচূর্ণং
বিল্বদলোত্থাম্বুমিশ্রিতং পীতম্।
হন্ত্যামরক্তশূলং গুড়সহিতঃ শ্বেতসর্জ্জো বা।

শ্বেতজীরা ও শ্বেতধুনাচূর্ণ বিল্বপত্রের রসের সহিত অথবা শ্বেতধুনা গুড়ের সহিত সেবন করাইলে বালকের আমরক্ত ও তজ্জনিত শূল (পেটকামড়ানি) নিবারণ হয়।

সমঙ্গাদি।

সমঙ্গাধাতকীলোধ্রসারিবাভিঃ শৃতং জলম্।
দুর্দ্ধরেঽপি শিশোর্দেয়মতীসারে সমাক্ষিকম্ ॥

বরাক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ, অনন্ত মূল প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু অর্দ্ধ তোলা। এই ক্বাথ ধাত্রী ও শিশুকে পান করাইবে। ইহাতে অতিসার উপশমিত হয়।

নাগরাদি।

নাগরাতিবিষামুস্তবালকেন্দ্রযবৈঃ শৃতম্।
কুমারং পায়য়েৎ প্রাতঃ সর্ব্বাতীসারনাশনম্॥

শুঁঠ, আতইচ, মুতা, বালা ও ইন্দ্রযব এই সমুদায়ের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শিশুকে পান করাইলে অতিসার নিবৃত্ত হয়।

সমঙ্গা ধাতকী পদ্ম বয়ঃস্থা কচ্ছুরা তথা।
পিষ্টৈরেতৈর্যবাগূঃ স্যাদতীসারবিনাশিনী॥

বরাক্রান্তা, ধাইফুল, পদ্মকাষ্ঠ, আমলা ও আলকুশীবীজ এই সমুদায় পেষণ করিয়া তদ্দারা যবাগূ প্রস্তুত করিবে। ইহার দ্বারা অতিসার রোগ নষ্ট হয়।

বিল্বচূতকষায়াভ্যাং লাজাং চৈব সশর্করাম্।
অলোড্য পায়য়েদ্বালং ছর্দ্দ্যতীসারনাশনম্॥

বিল্বমূলের, আম্রকেশীর ও আম্রমূলের ক্বাথে খই ও চিনি গুলিয়া শিশুকে পান করাইলে বমি ও অতিসার নিবারণ হইয়া থাকে।

কল্কঃ প্রিয়ঙ্গু কোলাস্থিমধ্য মুস্ত রসাঞ্জনৈঃ।
ক্ষৌদ্রলীঢ়ঃ কুমারস্য ছর্দ্দিতৃষ্ণাতিসারণুৎ॥

প্রিয়ঙ্গু, কুলআঁটির শস্য, মুতা ও রসোত বাঁটিয়া মধুর সহিত লেহন করাইলে শিশুর বমি, তৃষ্ণা ও অতিসার নিবারণ হয়।

সমঙ্গা ধাতকী মোচরসঃ পদ্মস্য কেশরম্।
পিষ্টৈরেতৈর্যবাগূঃ স্যাদ্রক্তাতীসারনাশিনী॥

মোচরস, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, পদ্মকেশর এই সমুদায় পেষণ করিয়া তদ্দারা যবাগূ প্রস্তুত করিয়া শিশুকে পান করাইবে। ইহাতে রক্তাতিসার আরোগ্য হয়।

বালপ্রবাহিকাচিকিৎসা—

লেহস্তৈল সিতাক্ষৌদ্র তিল যষ্ট্যাহ্বকল্কিতঃ।
বালস্য রুদ্ধ্যান্নিয়তং রক্তস্রাবং প্রবাহিকাম্॥

তিলতৈল, চিনি, মধু, তিল ও যষ্টিমধু এই সমুদায় পেষণ করিয়া শিশুকে সেবন করাইলে রক্তস্রাব ও প্রবাহিকা (আমাশয়) রোগ প্রশমিত হয়

লাজা সযষ্টিমধুকশর্করাঃ ক্ষৌদ্রমেব চ।
তণ্ডুলোদকসংযুক্তং ক্ষিপ্রং হন্তি প্রবাহিকাম্॥

খই, যষ্টিমধু, চিনি ও মধু এই সমুদায় পেষণ করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করাইলে শীঘ্র প্রবাহিকা রোগ নষ্ট হয়।

অঙ্কোঠমূলমথবা তণ্ডুলসলিলেন কুটজমূলং বা।
পীতং হন্ত্যতিসারং গ্রহণীরোগঞ্চ দুর্ব্বারম্॥

আঁকোড়মূল অথবা কুড়মূল তণ্ডুলজলে বাঁটিয়া খাওয়াইলে অতিসার ও গ্রহণী রোগের শান্তি হয়।

মরিচমহৌষধকুটজং
দ্বিগুণীকৃতমুত্তরোত্তরং ক্রমশঃ।
গুড়তক্রযুতমেতদ্ গ্রহণীরোগং নিহন্ত্যাশু॥

মরিচ ১ ভাগ, শুঁঠ ২ ভাগ, কুড়চিমূলের ছাল ৪ ভাগ এই সমুদায় পেষণ করিয়া গুড় ও তক্রের সহিত সেবন করাইলে গ্রহণী রোগ নষ্ট হয়।

বিল্ব শক্রাম্বু মোচাব্দ সিদ্ধমাজং পয়ঃ শিশোঃ।
সমাংসরক্তাং গ্রহণীং পীতং হন্যাত্রিরাত্রতঃ॥

বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস ও মুতা মিলিত ২ তোলা, দুগ্ধ ।০ পোয়া, জল ১ সের, শেষ দুগ্ধ। ইহা পান করাইলে ৩ দিবসে মাংস ও রক্তক্ষরণ সহিত গ্রহণীরোগ নষ্ট হয়।

তদ্বদজাক্ষীরসমো জম্বুত্বগুদ্ভবো রসঃ।

ছাগদুগ্ধ ও জামছালের রস সমভাগে মিশ্রিত করিয়া শিশুকে পান করাইলে গ্রহণীরোগের শান্তি হয়।

গুহ্যপাকচিকিৎসা—

গুদপাকে তু বালানাং পিত্তঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্।
রসাঞ্জনং বিশেষেণ পানালেপনয়োর্হিতম্॥

বালকের গুহ্যপাকে পিত্তঘ্ন ক্রিয়া কর্ত্তব্য, ইহাতে রসোতের প্রলেপ দেওয়া ও তাহা সেবন করান বিশেষ হিতজনক।

পশ্চাদ্রুজলক্ষণং তচ্চিকিৎসা চ।

দুষ্টমন্নাদিভির্মাতুঃ স্তন্যং সংপিবতঃ শিশোঃ।
যদা প্রকুপিতং পিত্তং গুদং সমভিধাবতি॥
তদা সংজায়তে তত্র জলৌকোদরসন্নিভঃ।
ব্রণঃ সদাহো ব্যক্তোষ্মা তদাস্য স্যাজ্জ্বরঃ পরঃ॥
হরিতং পীতকং বাপি বর্চ্চস্তেন ভবেদ্ধ্রুবম্।
ব্রণঃ পশ্চাদ্রুজো নাম ব্যাধিঃ পরমদারুণঃ॥

মাতার কদন্নাদি ভোজন জন্য বিকৃত স্তন্যপানে শিশুর দেহস্থ পিত্ত প্রকুপিত হইয়া গুহ্যদেশে উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা ঐ স্থানে জোঁকের উদরসদৃশ ব্রণ উৎপন্ন হয়। ইহাতে গুহ্যদেশে দাহ ও উত্তাপ, মল হরিত বা পীতবর্ণ এবং প্রবল জ্বর হয়। এই পীড়ার নাম পশ্চাদ্রুজ, ইহা অতি কষ্টদায়ক।

চন্দনং শারিবে দ্বে চ শঙ্খিনীভিঃ সমাযুতৈঃ।
পশ্চাদ্রুজে প্রলেপোঽয়মবলেহস্তু শস্যতে॥

পশ্চাদ্রুজরোগে রক্তচন্দন, অনন্তমূল, শ্যামালতা ও চোরকাঁচ্‌কি এই সমুদায়ের প্রলেপ ও অবলেহ প্রশস্ত।

মূত্রগ্রহচিকিৎসা—

কণোষণ সিতা ক্ষৌদ্র সূক্ষ্মৈলা সৈন্ধবৈঃ কৃতঃ।
মূত্রগ্রহে প্রয়োক্তব্যঃ শিশূনাং লেহ উত্তমঃ॥

শিশুর মূত্ররোগ হইলে, পিঁপুল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোটএলাইচ ও সৈন্ধব এই সমুদায় দ্রব্যের অবলেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে।

আনাহশূলচিকিৎসা—

ঘৃতেন সিন্ধু বিশ্বৈলা হিঙ্গু ভার্গীরজো লিহন্।
আনাহং বাতিকং শূলং জয়েত্তোয়েন বা শিশুঃ॥

শিশুর আনাহ ও বাতশূলে ঘৃতের সহিত সৈন্ধব, শুঁঠ, এলাইচ, হিঙ্গু ও বামনহাটী এই সমুদায়ের চূর্ণ বা কাথ প্রয়োজ্য।

তালুপাতচিকিৎসা—

হরীতকী বচা কুষ্ঠকল্কং মাক্ষিকসংযুতম্।
পীত্বা কুমারঃ স্তন্যেন মুচ্যতে তালুপাতনাৎ॥

হরীতকী, বচ ও কুড় এই সমুদায় বাঁটিয়া মধু ও স্তনদুগ্ধের সহিত পান করাইলে শিশুর তালুপাত নিবারণ হয়।

মুখপাকচিকিৎসা—

মুখপাকে তু বালানাং সাম্রসারময়োরজঃ।
গৈরিক ক্ষৌদ্র সংযুক্তং ভেষজং সরসাঞ্জনম্॥
অশ্বত্থত্বগ্দলৈঃ ক্ষৌদ্রৈর্মুখপাকে প্রলেপনম্।
দার্ব্বী যষ্ট্যভয়া জাতীপত্র ক্ষৌদ্রৈস্তথা পরম্॥

শিশুর মুখপাকে আম্রাস্থিশস্য, লৌহচূর্ণ, গেরিমাটী, মধু ও রসোত একত্রিত করিয়া সেবন করাইবে এবং অশ্বত্থের ছাল ও পত্র একত্রে বাঁটিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, হরীতকী ও জাতীপত্র বাঁটিয়া মধুর সহিত মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার দর্শে।

সহ জম্বীররসেন সুন্দলবসঘষণং সত্বঃ।
কৃতমুপহান্তি হি পাকং মুখজং শালস্ত চাশ্বেব॥

গোঁড়ালেবুর রস ও সিজপত্রের রস একত্রিত করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখপাক নিবারণ হয়।

লাবতিত্তিরবল্লূররসঃ পুষ্পরসান্বিতঃ।
দ্রুতং করোতি বালানাং পুষ্পকেশরবন্মুখম॥

লাব ও তিত্তির পক্ষীর মাংসের যূষ মধুর সহিত পান করাইলে মুখের শোথ শুষ্ক হয়।

দন্তোদ্ভেদগদচিকিৎসা—

দন্তোদ্ভবেষু রোগেষু ন বালমতিযন্ত্রয়েৎ।
স্বয়মেবোপশাম্যন্তি জাতদন্তস্য তে গদাঃ॥

শিশুদিগের দন্তোদ্গম কালে আক্ষেপাদি নানাপ্রকার পীড়া উপস্থিত হয়, তাদৃশ অবস্থায় বিশেষ চিকিৎসা অবলম্বন করিয়া শিশুকে যন্ত্রণা দিবার আবশ্যক নাই। দন্ত উঠিলে আপনা আপনিই উল্লিখিত পীড়া সকল নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

পূতিকর্ণচিকিৎসা—

বিভীতকফলং কুষ্ঠং হরিতালং মনঃশিলা।
এভিস্তৈলং বিপক্তব্যং বালানাং পূতিকর্ণকে।

তিলতৈল ১ সের। কল্কার্থ বহেড়া, কুড়, হরিতাল ও মনছাল প্রত্যেক ৪ তোলা, পাকের জল ১৬ সের। বালকের পূতিকর্ণে ইহা প্রয়োজ্য।

বালহিক্কাচিকিৎসা—

পঞ্চমূলীকষায়েণ সঘৃতেন পয়ঃ শৃতম্।
সশৃঙ্গবেরং সগুড়ং শীতং হিক্কার্দ্দিতঃ পিবেৎ ॥
স্বর্ণগৈরিকস্যাপি চূর্ণানি মধুনা সহ।
লীঢ়া সুখমবাপ্নোতি ক্ষিপ্রং হিক্কার্দ্দিতঃ শিশুঃ ॥

পঞ্চমূলের ক্বাথ ও ঘৃতের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া শুঁঠচূর্ণ ও গুড়ের সহিত পান করাইলে শিশুর হিক্কা নিবারণ হয়। তদ্রূপ মধুর সহিত স্বর্ণ গৈরিক-চূর্ণের অবলেহ বিশেষ উপকারক।

চিত্রকং শৃঙ্গবেরঞ্চ তথা দন্তী গবাক্ষ্যপি।
চূর্ণং কৃত্বা তু সর্ব্বেষাং সুখোষ্ণেনাম্বুনা পিবেৎ।
কাসং শ্বাসমথো হিক্কাং কুমারাণাং প্রণাশয়েৎ ॥

চিতামূল, শুঁঠ, দন্তীমূল ও গবাক্ষী-মূল (গোমুকমূল) এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করা-ইলে বালকের শ্বাস, কাস ও হিক্কা নিবারণ হয়।

দ্রাক্ষা যাসাভয়া কৃষ্ণা চূর্ণং সক্ষৌদ্রসর্পিষা।
লীঢ়ং কাসং নিহন্ত্যাশু শ্বাসঞ্চ তমকং তথা ॥

দ্রাক্ষা, দুরালভা, হরীতকী ও পিঁপুল এই সমুদায়ের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইলে কাস ও তমকশ্বাস রোগের শান্তি হয়।

পুষ্করাদিচূর্ণম্।

পুষ্করাতিবিষা শৃঙ্গী মাগধী ধন্বযাসকৈঃ।
তচ্চূর্ণং মধুনা লীঢ়ং শিশূনাং পঞ্চকাসনুৎ ॥

কুড়, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিঁপুল ও দুরালভা এই সমস্ত দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুর পঞ্চবিধ কাস প্রশমিত হয়।

তৃষ্ণাচিকিৎসা—

দাড়িমস্য চ বীজানি জীরকং নাগকেশরম্।
চূর্ণিতং শর্করাক্ষৌদ্রলীঢ়ং তৃষ্ণানিবারণম্ ॥

দাড়িমবীজ, জীরা ও নাগেশ্বর প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া চিনি ও মধুর সহিত অবলেহন করাইলে শিশুর তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

মুখশোষচিকিৎসা—

ময়ূরপক্ষভস্মব্যুষিতজলং তেন ভাবিতং পেয়ম্।
তৃষ্ণাঘ্নং বটকাষ্ঠজভস্মজলং বক্ত্রশোষজিদ্বক্তে ॥

ময়ূরপক্ষভস্ম জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন তাহা পান করাইলে শিশুর তৃষ্ণা নিবারণ হয়, তদ্রূপ বটকাষ্ঠের ভস্মজলেও মুখশোষ নিবারিত হয়।

পিষ্টৈশ্ছাগেন পয়সা দার্ব্বী মুস্তক গৈরিকৈঃ।
বহিরালেপনং শস্তং শিশোর্নেত্রামযার্ত্তিজিৎ ॥

দারুহরিদ্রা, মুতা ও গেরিমাটী ছাগ-দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষের বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে শিশুর নেত্র-পীড়ার উপশম হয়।

মনঃশিলা শঙ্খনাভিঃ পিপ্পল্যথ রসাঞ্জনম্।
এভির্বর্ত্তিঃ ক্ষৌদ্রযুতা বালসর্ব্বাক্ষিরোগনুৎ ॥

মনছাল, শঙ্খনাভি, পিঁপুল ও রসা-ঞ্জন মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে বালকের সকল প্রকার চক্ষুর পীড়ার শান্তি হয়।

মাতৃস্তন্য কটুস্নেহ কাঞ্জিকৈর্ভাবিতো জয়েৎ।
স্বেদাদ্দীপশিখাতপ্তো নেত্রামযমলক্তকঃ।

একখানি আল্‌তা মাতার স্তনদুগ্ধে, কটুতৈলে ও কাঁজিতে ভাবনা দিয়া প্রদীপের শিখায় তপ্ত করিয়া স্বেদ প্রদান করিলে নেত্ররোগের শান্তি হয়।

কুকূনকচিকিৎসা—

শুণ্ঠী ভৃঙ্গ নিশাকল্কঃ পুটপক্কঃ সসৈন্ধবঃ।
কুকুনকেঽক্ষিরোগেষু তদ্রসাশ্চ্যোতনং হিতম্।

শুঁঠ, গুড়ত্বক্ ও হরিদ্রা পুটপক্ক করিয়া সৈন্ধবলবণের সহিত তাহার রস আশ্চ্যোতিত করিলে কুকূনক নামক নেত্ররোগ উপশমিত হয়।

ক্রিমিঘ্নাল শিলা দার্ব্বী লাক্ষা চন্দন গৈরিকৈঃ।
চূর্ণাঞ্জনং কুকুনে স্যাচ্ছিশূনাং পোথকীষু চ।

বিড়ঙ্গ, হরিতাল, মনছাল, দারু-হরিদ্রা, লাক্ষা, রক্তচন্দন ও গেরিমাটি এই সমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে কুকূনক ও পোথকী রোগ উপশমিত হইয়া যায়।

সুদর্শনামূলচূর্ণাঞ্জনং স্যাত্তু কুকুনকে।

কুকূনক রোগে সুদর্শনামূল চূর্ণের অঞ্জন প্রশস্ত।

সিধ্মাদিচিকিৎসা—

গৃহধূম নিশা কুষ্ঠ রাজিকেন্দ্রযবৈঃ শিশোঃ।
লেপস্তক্রেণ হন্ত্যাশু সিধ্মপামাবিচর্চ্চিকাঃ।

শিশুর সিধ্ম, পামা ও বিচর্চ্চিকা রোগে ঝুল, হরিদ্রা, কুড়, রাইসর্ষপ ও ইন্দ্রযব এই সমুদায় তক্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

অশ্বগন্ধাঘৃতম্।

পাদকল্কেঽশ্বগন্ধায়াঃ ক্ষীরে দশগুণে পচেৎ।
ঘৃতং পেয়ং কুমারাণাং পুষ্টিকৃদ্বলবর্দ্ধনম্।

ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ৪০ সের, কল্ক অশ্বগন্ধা ১ সের। এই ঘৃত পানে বালকের দেহপুষ্টি ও বলবৃদ্ধি হয়।

বালচাঙ্গেরীঘৃতম্।

চাঙ্গেরীস্বরসে সর্পিশ্ছাগক্ষীরসমং পচেৎ।
কপিত্থ ব্যোষ সিন্ধূত্থ সমঙ্গোৎপল বালকৈঃ।
সবিল্বধাতকী মোচৈঃ সিদ্ধং সর্ব্বাতিসারনুৎ।
গ্রহণীং দুস্তরাং হন্তি বালানান্তু বিশেষতঃ।

ঘৃত ৪ সের, আমরুলের রস ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, কল্কার্থ কয়েতবেল, ত্রিকটু, সৈন্ধব, বরাক্রান্তা, উৎপল, বালা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল, মোচরস মিলিত ১ সের। এই ঘৃত পানে বালকের অতিসার ও গ্রহণী সত্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

কুমারকল্যাণঘৃতম্।

শঙ্খপুষ্পী বচা ব্রাহ্মী কুষ্ঠং ত্রিফলয়া সহ।
দ্রাক্ষা সশর্করা শুণ্ঠী জীবন্তী জীরকং বলা।
শটী দুরালভা বিল্বং দাড়িমং সুরসা স্থিরা।
মুস্তং পুষ্করমূলঞ্চ সূক্ষ্মৈলা গজপিপ্পলী।

এষাং কর্ষসমৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।
কষায়ে কণ্টকার্য্যাশ্চ ক্ষীরে তস্মিংশ্চতুর্গুণে ॥
এতৎ কুমারকল্যাণং ঘৃতরত্নং সুখপ্রদম্ ।
বলবর্ণকরং ধন্যং পুষ্ট্যগ্ন্যোরতিবর্দ্ধনম্ ॥
ছায়াসর্ব্বগ্রহালক্ষ্মীক্রিমিদন্তগদাপহম্ ।
সর্ব্ববালাময়ং হন্তি দন্তোদ্ভেদং বিশেষতঃ ॥

ঘৃত ৪ সের, ক্বাথার্থ কণ্টকারী ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ চোরকাঁচকী, বচ, ব্রাহ্মী, কুড়, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, চিনি, শুঁঠ, জীবন্তী, জীরক, বেড়েলা, শটী, দুরালভা, বেলশুঁঠ, দাড়িমফলের ছাল, তুলসী, শালপাণি, মুতা, কুড়, ছোট-এলাইচ ও গজপিপ্পলী প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা পানে বালকের দেহপুষ্টি, অগ্নির দীপ্তি ও বল বৃদ্ধি হয়। ইহার দ্বারা দন্তোদ্ভেদজনিত পীড়ার ও অন্যান্য ব্যাধির উপশম হয়।

অষ্টমঙ্গলঘৃতম্ ।

বচা কুষ্ঠং তথা ব্রাহ্মী সিদ্ধার্থকমথাপি চ ।
শারিবা সৈন্ধবঞ্চৈব পিপ্পলী ঘৃতমষ্টমম্ ॥
মেধ্যং ঘৃতমিদং সিদ্ধং পাতব্যঞ্চ দিনে দিনে ।
দৃঢ়স্মৃতিঃ ক্ষিপ্রমেধাঃ কুমারো বুদ্ধিমান্ ভবেৎ ।
ন পিশাচা ন রক্ষাংসি ন ভূতা ন চ মাতরঃ ;
প্রভবন্তি কুমারাণাং পিবতামষ্টমঙ্গলম্ ।

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ বচ কুড়, ব্রাহ্মীশাক, শ্বেতসর্ষপ, অনন্তমূল, সৈন্ধব ও পিপ্পলী মিলিত ১ সের। এই ঘৃত পানে নানাবিধ দৈব উৎপাত নিবারিত হইয়া বালকের বুদ্ধি ও মেধা সংবৰ্দ্ধিত হয়।

লাক্ষাদিতৈলম্ ।

লাক্ষারসসমং সিদ্ধং তৈলং মস্ত চতুর্গুণম্ ।
রাস্না চন্দন কুষ্ঠাব্দ বাজিগন্ধা নিশাযুগৈঃ ॥
শতাহ্বা দারু যষ্ট্যাহ্ব মূর্ব্বা তিক্তা হরেণুভিঃ ।
বালানাং জ্বররক্ষোঘ্নমভ্যঙ্গাদ্বলবর্ণকৃৎ ॥

তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষার ক্বাথ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ রাস্না, রক্তচন্দন, কুড়, মুতা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শুল্‌ফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মুগ্‌রামূল, কট্‌কী ও রেণুক, মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে বালকের জ্বরাদির উপশম ও বলবৃদ্ধি হয়।

ধূপঃ ।

সর্পত্বগ্ লশুনং মূর্ব্বা সর্ষপারিষ্টপল্লবাঃ ।
বিড়ালবিড়জালোম মেষশৃঙ্গী বচা মধু ॥
ধূপঃ শিশোর্জ্বরঘ্নোঽয়মশেষগ্রহনাশনঃ ॥

সাপের খোলস, রস্থন, মুগ্‌রামুল, সর্ষপ, নিমপত্র, বিড়ালের বিষ্ঠা, ছাগলোম, মেষশৃঙ্গী, বচ ও মধু এই সমুদায়ের ধূপে শিশুর পীড়া ও গ্রহাদির শান্তি হইয়া থাকে।

বালরোগান্তকরসঃ ।

শাণং সূতস্য শুদ্ধস্য গন্ধকস্য চ তৎসমম্ ॥
সুবর্ণমাক্ষিকস্যাপি চার্দ্ধভাগং বিনিক্ষিপেৎ ॥
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা লৌহপাত্রে দৃঢ়ে নবে ।
কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ড্যাঃ পত্রসম্ভবম্ ॥
স্বরসং কাকমাচ্যাশ্চ গ্রীষ্মসুন্দরকস্য চ ।
সূর্য্যাবর্ত্তক শালিঞ্চ ভেকপর্ণীরসং তথা ॥

শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ মূলং দত্ত্বাদ্ বিচক্ষণঃ।
দেয়ং রসার্দ্ধভাগেন চূর্ণং মরিচসম্ভবম্॥
শুভে শিলাময়ে পাত্রে লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ।
শুষ্কমাতপসংযোগাদ্ বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
প্রমাণং সর্ষপস্যেব বালানাং বিনিযোজয়েৎ।
হন্তি ত্রিদোষকঞ্চৈব জ্বরমামং সুদারুণম্॥
কাসং পঞ্চবিধঞ্চাপি সর্ব্বরোগং নিহন্তি চ।
শিশূনাং রোগনাশায় নির্ম্মিতোঽয়ং মহারসঃ॥

পারা ও গন্ধক প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ মাষা, উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া লৌহপাত্রে কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, কাকমাচী, গিমা, হুড়হুড়ে, শালিঞ্চ ও থুলকুড়ি এই সমুদায়ের রসে ভাবনা দিয়া শ্বেতাপরাজিতার মূল ২ মাষা ও মরিচ ২ মাষা উহার সহিত মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। ইহাতে বালকের জ্বর ও কাস প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়।

কুমারকল্যাণো রসঃ।

সিন্দূরং মৌক্তিকং হেম ব্যোমায়ো হেমমাক্ষিকম্।
কন্যাতোয়েন সংমর্দ্য কুর্য্যান্মুদ্গমিতা বটীঃ॥
বটিকাং বটিকার্দ্ধং বা বয়োঽবস্থাং বিবিচ্য চ।
ক্ষীরেণ সিতয়া সার্দ্ধং বালেষু বিনিযোজয়েৎ॥
কুমারাণাং জ্বরং শ্বাসং বমনং পারিগর্ভিকম্।
গ্রহদোষাংশ্চ নিখিলান্ স্তন্যস্যাগ্রহণং তদা॥
কামলামতিসারঞ্চ কৃশতাং বহ্নিবৈকৃতম্।
রসঃ কুমারকল্যাণো নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

রসসিন্দূর, মুক্তা, স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সমুদায় সমানভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রস দিয়া মাড়িয়া মুগের ন্যায় বটিকা করিবে। বালকের বয়স ও রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এক বা অর্দ্ধ বটিকা প্রয়োগ করিবে। অনুপান দুগ্ধ ও চিনি। ইহা সেবন করাইলে বালকের জ্বর, শ্বাস, বমন, পারিগর্ভিক রোগ (এঁড়ে লাগা), গ্রহদোষ, কামলা, অতিসার, কৃশতা ও অগ্নিবিকৃতি প্রভৃতি সমস্ত রোগ নিরাকৃত হয়।

দন্তোদ্ভেদগদান্তকঃ।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্য চিত্রক নাগরৈঃ।
অজমোদা যমানীভ্যাং নিশয়া মধুকেন চ॥
দারু দার্ব্বী বিড়ঙ্গৈলা নাগকেশর নীরদৈঃ।
শটী শৃঙ্গী বিড়ৈর্ব্যোম্ন শঙ্খায়ো হেমমাক্ষিকৈঃ॥
বিধায় পয়সা পিষ্টৈর্বটিকা বল্লসম্মিতাঃ।
দন্তঘর্ষেঽভ্যবহৃতৌ যোজয়েচ্চ প্রয়োগবিৎ॥
প্রয়োগাদস্য দন্তানাং স্বরয়োদ্গমতো গদাঃ।
জ্বরাক্ষেপাতিসারাদ্যা নিবর্ত্তন্তে ন সংশয়ঃ॥

পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, বনযমানী, যমানী, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুতা, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিট্‌ লবণ, অভ্র, শঙ্খভস্ম, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সমুদায় সমানভাগে লইয়া জল দিয়া মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা জলে ঘসিয়া দন্তে লাগান এবং উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবন ব্যবস্থা করিবে। শিশুদিগের দন্তোদ্‌গমের উপক্রমে জ্বর, আক্ষেপ ও অতিসার প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্রণাদায়ক পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহার প্রয়োগে

উদ্গমাভিমুখ দন্ত সকল ত্বরায় উদ্গত হওয়াতে সেই সকল পীড়ার নিবৃত্তি হয়।

লবঙ্গচতুঃসমম্ ।

জাতীফলং ত্রিদশপুষ্প সমন্বিতঞ্চ
জীরঞ্চ টঙ্গনযুতং চরকৈঃ প্রযুক্তম্ ।
চূর্ণানি মাক্ষিক সিতা সহিতানি লীঢ়া
সামাতিসারমখিলং গুরু হন্তি শূলম্ ॥

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খই ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া চিনি ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে আমাতিসার ও তজ্জনিত শূলের শান্তি হয়।

দাড়িম্বচতুঃসমম্ ।

এতদ্দ্রব্যচতুষ্কঞ্চেদ্ দাড়িমীফলমধ্যগম্ ।
পুটপক্বং পয়ঃপিষ্টং তদ্দাড়িম্বচতুঃসমম্ ॥

(পয়োহত্র ছাগ্যাঃ তস্যাতিসারহরত্বাৎ, পয়ঃশব্দোঽত্র জলবাচকমিতি চ কেচিৎ ।)

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খই দাড়িমফলের অভ্যন্তরগত ও পুটপক্ক করিয়া ছাগদুগ্ধ বা জলের সহিত পেষণ করিয়া লইলে তাহাকে দাড়িম্বচতুঃসম বলা যায়। বয়স ও বলাদি বিবেচনা করিয়া অর্দ্ধ রতি হইতে ২ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধাদি। ইহা বালকদিগের উদরাময়ে বিশেষ উপকারী।

পিপ্পলাদ্যং ঘৃতম্ ।

পিপ্পলী ধাতকীপুষ্প ধাত্রীফল কশেরুভিঃ ।
বচা মূর্ব্বামৃতা পাঠা কটুকাতিবিষা ঘনৈঃ ।
জীবনীয়ৈর্ঘৃতং সিদ্ধং শস্তং দশমজন্মনি ।
সুখোষ্ণেন যথামাত্রং পয়সৈতৎ প্রপায়য়েৎ ॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ পিঁপুল, ধাইফুল, আমলা, কেশুর, বচ, মুর্ব্বামূল, গুলঞ্চ, আকনাদি, কট্‌কী, আতইচ, মুতা, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত যথাযোগ্য মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। শিশুদিগকে দন্তোদ্গমের উপক্রমে ইহা সেবন করাইলে দন্তোদ্গমকালীন পীড়া সকলের উৎপত্তি হয় না এবং উৎপন্ন পীড়া সকলের নিবৃত্তি হয়।

শিবামোদকম্ ।

শিবা তামলকী মূর্ব্বা শতপুষ্পা নিশাদ্বয়ম ।
আত্মগুপ্তা বলা বিল্বং দেবপুষ্পং শতাবরী ।
মুরা মধুরিকা মাংসী বিদারী বিশ্বভেষজম্ ।
অনন্তামলকী শ্যামা ভার্গী করিকণা কণা ॥
চাতুর্জাতং চতুর্বীজং চন্দনং রক্তচন্দনম্ ।
মুশলী বাজিগন্ধা চ বীজং গোক্ষুরসম্ভবম্ ।
সর্ব্বাণ্যেতানি তুল্যানি দ্রাক্ষা সর্ব্বসমা মতা ।
সিতা দ্রাক্ষাসমা চৈবেত্যেতানি মধুনা সহ ।
সংমর্দ্দ্য মোদকান্ কৃত্বা মাষক প্রমিতান্ ভিষক্ ।
একৈকমেষাং পয়সা প্রাতঃ প্রাতঃ প্রয়োজয়েৎ ।
বালানাং সর্ব্বরোগঘ্নং পুষ্টিকৃদ্ বলবর্দ্ধনম্ ।
পরং বহ্নিকরং মেধ্যমায়ুষ্যং গ্রহদোষহৃৎ ॥

ভগবত্যৈ সমুদ্দিতং শিবায়ৈ লোকমঙ্গলন্।
এতন্মোদকমীশেন যুগে ভগবতা কৃতে ॥

হরীতকী, ভূঁইআমলা, মুর্ব্বামূল, শুল্‌ফা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আলকুশী-বীজ, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, লবঙ্গ, শতমূলী, মুরামাংসী, মৌরী, জটামাংসী, ভূমি-কুষ্মাণ্ড, শুঁঠ, অনন্তমূল, আমলা, শ্যামালতা, বামনহাটী, গজপিঁপুল, পিঁপুল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মেথী, হালিম, কৃষ্ণজীরা, যমানী, শ্বেত-চন্দন, রক্তচন্দন, তালমূলী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুরবীজ, প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্ব-সমান দ্রাক্ষা এবং দ্রাক্ষার সমান চিনি, এই সমুদায় উপযুক্ত পরিমাণে মধুর সহিত মাড়িয়া ১ মাষা পরিমিত মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রাতে দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহা বালকদিগের সর্ব্বরোগ-নাশক, পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক, অগ্নিদীপ্তি-কারক, মেধাবর্দ্ধক, আয়ুষ্য ও গ্রহদোষ-নাশক।

সর্ব্বৌষধিস্নানম্।

মুরামাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদ্বয়ম্।
শটী চম্পক মুস্তঞ্চ সর্ব্বৌষধিগণঃ স্মৃতঃ ॥
সর্ব্বৌষধ্যম্বুনা স্নানং বালানাং গদনাশনম্।
গ্রহরক্ষঃপ্রশমনমায়ুষ্যং কান্তিবর্দ্ধনম্ ॥

মুরামাংসী (একাঙ্গী), জটামাংসী, বচ, কুড়, শৈলজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শটী, চম্পক ও মুতা এই কয়েকটী দ্রব্যকে সর্ব্বৌষধিগণ বলে। সর্ব্বৌষধির জলে স্নান করাইলে বালকের ব্যাধি-নিবৃত্তি, গ্রহাদির শান্তি, আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ও লাবণ্যোৎপত্তি হয়।

কণ্টকারিঘৃতম্।

কণ্টকার্য্যা বৃহত্যাশ্চ ভার্গী বাসকয়োরপি।
স্বরসেন তথা চ্ছাগীক্ষীরেণ বিপচেদ্ ঘৃতম্ ॥
কল্কৈঃ করিকণা কৃষ্ণা মরিচৈর্ম্মধুকেন চ।
বচা গ্রন্থিক মাংসীভিশ্চব্য চিত্রক চন্দনৈঃ ॥
মুস্তামৃতা মলয়জৈর্যমান্যা জীরকেণ চ।
বলা বিশ্বৌষধাভ্যাঞ্চ দ্রাক্ষা দাড়িম দারুভিঃ ॥
সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং সদ্যঃ শিশূনাং শ্বাসকাসহৃৎ।
জ্বরারোচকশূলঘ্নং কফনুদ্ বলবহ্নিকৃৎ ॥

ঘৃত ৪ সের। কণ্টকারী, বৃহতী, বামনহাটী ও বাসকছাল ইহাদের রস বা ক্বাথ প্রত্যেক ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ গজপিঁপুল, পিঁপুল, মরিচ, যষ্টিমধু, বচ, পিঁপুলমূল, জটামাংসী, চৈ, চিতামূল, রক্তচন্দন, মুতা, গুলঞ্চ, শ্বেত-চন্দন, যমানী, জীরা, বেড়েলা, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, দাড়িমফলের খোলা ও দেবদারু মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা শিশুদিগের শ্বাস, কাস, জ্বর, অরুচি, শূল ও কফের শান্তি এবং বল ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

ব্যাঘ্রীতৈলম্।

ব্যাঘ্রী বাসক বিল্বানাং কেশরাজস্য চাম্বুনা।
কাঞ্জিকেন তথা কল্কৈর্মুস্ত মোচ রসাঞ্জনৈঃ ॥
শতাহ্বা দারু যষ্ট্যাহ্ব বলা রাস্না নিশাযুগৈঃ।
চন্দনদ্বয় মঞ্জিষ্ঠা প্রিয়ঙ্গুৎপল কেশরৈঃ ॥

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী চাতুর্জাতক বালকৈঃ।
মৃদঃ পাত্রে পচেৎ তৈলমরিষ্টেন্ধনবহ্নিনা॥
শ্বাসং কাসঞ্চ বালানাং জ্বরং বহ্নেশ্চ বৈকৃতম্।
ব্যাঘ্রীতৈলমিদং হন্যাৎ ত্বগ্‌গদান্ নিখিলানপি।

তিলতৈল ৪ সের। কণ্টকারী, বাসক, বেলছাল ও কেশুরিয়া ইহাদের রস প্রত্যেক ৪ সের, কাঁজি ৪ সের। কল্কার্থ মুতা, মোচরস, রসাঞ্জন, শুলফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, বেড়েলা, রাস্না, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকেশর, শালপাণি, চাকুলে, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর ও বালা মিশ্রিত ১ সের। নিমকাষ্ঠের অগ্নিতে মৃত্তিকাপাত্রে যথাবিধি তৈল পাক করিবে। ইহার মর্দ্দনে বালকদিগের শ্বাস, কাস, জ্বর, অগ্নিবিকৃতি ও বিবিধ ত্বক্‌পীড়া নিরাকৃত হয়।

শঙ্খপুষ্পীতৈলম্।

শঙ্খপুষ্পী মহানিম্ব বাসানামর্জ্জুনস্য চ।
স্বরসেনারনালেন লাক্ষাতোয়েন মস্তুনা॥
কল্কৈশ্চ দাড়িমী দারু নিশাযুগ ফলত্রিকৈঃ।
চন্দনোশীর বালৈশ্চ শ্রীখণ্ড মধুকাম্বুদৈঃ॥
শ্যামা শৈবাল শেফালী রক্তোৎপল রসাঞ্জনৈঃ।
গন্ধদ্রব্যৈস্তু নিখিলৈঃপচেত্তৈলং তিলোদ্ভবম্॥
প্রয়োগাদস্য নশ্যন্তি বালানামখিলা গদাঃ।
কান্তির্মেধা ধৃতিঃ পুষ্টির্বর্দ্ধতে নাত্র সংশয়ঃ॥
কল্যাণায় কুমারাণাং কপর্দ্দী করুণাকরঃ।
সসর্জ্জেদং শতপুষ্পীতৈলং ভুবনমঙ্গলম্॥

তিলতৈল ৪ সের। চোরকাঁচকী, ঘোড়ানিম, বাসক ও অর্জ্জুন ইহাদের রস বা ক্বাথ প্রত্যেক ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, লাক্ষার জল ৪ সের ও দধির মাত ৪ সের। কল্কার্থ দাড়িমফলের খোলা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন, বেণার মূল, বালা, শ্বেতচন্দন, যষ্টিমধু, মুতা, শ্যামালতা, শেফালীছাল, রক্তোৎপলের মূল ও রসোত মিশ্রিত ১ সের। কল্ক পাকান্তে যথাবিধি গন্ধপাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে বালকদিগের বিবিধ পীড়ার শান্তি এবং কান্তি, মেধা, ধৃতি ও পুষ্টিলাভ হয়।

অরবিন্দাসবঃ।

অরবিন্দমুশীরঞ্চ কাশ্মীরং নীলমুৎপলম্।
মঞ্জিষ্ঠৈলা বলা মাংসীরম্বুদং শারিবাং শিবাম্॥
বিভীতক বচা ধাত্রীঃ শঠীং শ্যামাং সনীলিনীম্।
পটোলং পর্পটং পার্থং মধুকং মধুকং মুরাম্॥
পলমানেন সংগৃহ্য দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিম্।
ধাতকীং ষোড়শপলাং জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপেৎ॥
শর্করায়াস্তুলাস্তত্র তুলার্দ্ধং মাক্ষিকস্য চ।
মাসং সংস্থাপয়েদ্ভাণ্ডে মৃত্তিকাপরিনির্ম্মিতে॥
বালানাং সর্ব্বরোগঘ্নো বলপুষ্ট্যগ্নিবর্দ্ধনঃ।
অরবিন্দাসবঃ প্রোক্তশ্চায়ুষ্যো গ্রহদোষহৃৎ॥

পদ্ম, বেণার মূল, গাম্ভারীফল, নীলোৎপল, মঞ্জিষ্ঠা, বেড়েলা, জটামাংসী, মুতা, অনন্তমূল, হরীতকী, বহেড়া, বচ, আমলা, শটী, শ্যামালতা, নীলমূল, পটোলপত্র, ক্ষেতপাপড়া, অর্জ্জুনছাল, মউলফল, যষ্টিমধু ও মুরামাংসী প্রত্যেক ১ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, চিনি ১২॥০ সের, মধু ৬।০ সের, জল ১৮ সের। এই সমুদায় আবৃত মৃৎপাত্রে

একমাস রাখিয়া কল্ক ছাঁকিয়া লইলে আসব প্রস্তুত হইবে। ইহা সেবনে বালকদিগের বিবিধ পীড়ার শান্তি, গ্রহদোষ নিবারণ এবং বল, পুষ্টি, অগ্নি ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

বালকুটজাবলেহঃ।

মূলত্বচং বৎসকস্য পলমেকং সুকুট্টিতম্।
অষ্টভাগং জলং দত্ত্বা চতুর্ভাগাবশেষিতম্।
অতিবিষা চ পাঠা চ জীরকং বিশ্বমেব চ।
আম্রাস্থি শতপুষ্পা চ ধাতকী মুস্তকং তথা।
জাতীফলঞ্চ সংচূর্ণ্য নিক্ষিপেত্তত্র যত্নতঃ।
বালানামামশূলঘ্নো রক্তস্রাবং সুদারুণম্॥
অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্তং জয়েদেতন্ন সংশয়ঃ।

কুড়মূলের চাল ৮ তোলা, জল ১ সের, শেষ ১ পোয়া, প্রক্ষেপার্থ আতইচ, আকনাদি, জীরা, বেলশুঁঠ, আমের আঁটির শস্য, শুলফা, ধাইফুল, মুতা ও জায়ফল প্রত্যেক।০ আনা। ইহা বালকের আমশূল ও রক্তস্রাবের মহৌষধ।

রামেশ্বররসঃ।

শাণং সূতস্য গন্ধস্য স্বর্ণমাক্ষিকস্য চ।
যত্নতঃ কজ্জলীং কৃত্বা লৌহপাত্রে বিমর্দ্দয়েৎ।
কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ড্যাঃ পর্ণসম্ভবম্।
স্বরসং কাকমাচ্যাশ্চ শ্রীমৎসুন্দরকস্য চ।
সূর্য্যাবর্ত্তক শালিঞ্চ ভেকপর্ণীরসং তথা।
দেয়ং রসার্দ্ধভাগেন চূর্ণং মরিচসম্ভবম্।
শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ মূলং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
শুষ্কমাতপসংসর্গাৎ গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্।
প্রমাণং সর্ষপাকারং বালানাঞ্চৈব যোজয়েৎ।
হন্তি ত্রিদোষসম্ভূতং জ্বরং ঘোরং সুদারুণম্।
শিশূনাং রোগনাশায় বিশ্ববোধেন নির্ম্মিতঃ।

পারদ, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ১ তোলা, কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, গুড়কাউলি, গিমা, হুড়হুড়ে, সালিঞ্চ ও থুলকুড়ি ইহাদের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিয়া তাহাতে মরিচ অর্দ্ধ তোলা ও শ্বেতাপরাজিতামূল অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। সর্ষপাকৃতি বটিকা কর্ত্তব্য। ইহা সেবনে বালকের জ্বরাদিরোগের শান্তি হয়।

ভৈষজ্যং পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং নরাণাং যজ্জ্বরাদিষু।
কার্য্যং তদেব বালানাং মাত্রা তত্র কনীয়সী।

সাধারণের জ্বরাদিরোগে যে সমস্ত ঔষধের বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, বালকদিগের পক্ষেও তৎসমুদায় প্রয়োজ্য, কিন্তু উহা অতি অল্প মাত্রায় দেওয়া উচিত।

পথ্যাঘৃতম্।

পথ্যা বচা কণা শুণ্ঠী সৈন্ধবং মরিচং তথা।
শিগ্রু প্রতিপলং চূর্ণং দ্বাবিংশতিপলং ঘৃতম্।
ঘৃতাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরং দত্ত্বা সর্ব্বং বিপাচয়েৎ।
ঘৃতশেষং পিবেন্নিত্যং বাঙ্মেধাস্মৃতিবৃদ্ধিদম্।

হরীতকী, বচ, পিঁপুল, সৈন্ধব, মরিচ ও সজিনাবীজ প্রত্যেক ১ পল। ঘৃত ২২ পল, দুগ্ধ ৮৮ পল। একত্র পাক করিয়া ঘৃতাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করাইলে বালকের বাক্‌শক্তি পরিস্ফুট ও বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

ব্রাহ্মীঘৃতম্ ।

ব্রাহ্মীফলং বচা কুষ্ঠং সৈন্ধবং তিলপুষ্পকম্ ।
চূর্ণয়িত্বা দ্রবৈর্ভাব্যং মণ্ডূকী ব্রাহ্মীসম্ভবৈঃ ।
দিনমেকং ততঃ পাচ্যং ঘৃতং কল্কাচ্চতুর্গুণম্ ।
ঘৃতাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরং পেয়ং ব্রাহ্মীরসং তথা ।
ঘৃতশেষং সমুত্তার্য্য লিহেদ্বাগ্‌বৃদ্ধিদায়কম্ ।

ব্রাহ্মীফল, বচ, কুড়, সৈন্ধব ও তিলপুষ্প প্রত্যেক চূর্ণ সমান, চূর্ণের চতুর্গুণ দুগ্ধ, ব্রাহ্মীরস দুগ্ধতুল্য, ঘৃতাবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ইহা সেবনে বালকের বাক্য স্পষ্ট ও বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়।

অথ রাবণকৃতং কুমারতন্ত্রম্ ।

বলি শান্তীষ্টকর্ম্মাণি কার্য্যাণি গ্রহশান্তয়ে ।
মন্ত্রশ্চায়ং প্রয়োক্তব্যস্তত্রাদৌ সার্ব্বকার্ম্মিকঃ ।
(মন্ত্রো যথা। ওঁ নমো ভগবতে গরুড়ায় ত্র্যম্বকায় সদ্যঃ স্তবস্তুতঃ স্বাহা ওঁ কঁ টঁ যঁ গঁ বৈনতেয়ায় ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ ক্ষঃ।)
বালদেহ প্রমাণেন পুষ্পমালান্ত সর্ব্বতঃ ।
প্রগৃহ্য মৃচ্ছিকাং ভক্তং বলির্দেয়স্ত শান্তিকৃৎ ।
(ওঁকারী স্বর্ণপক্ষীশ বালকং রক্ষ রক্ষ স্বাহা ওঁ রাবণায় নমঃ।)

প্রথমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্লাতি নন্দা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। অশুভশব্দং মুঞ্চতি, আংকারঞ্চ করোতি, স্তন্যং ন গৃহ্লাতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যুভয়তটমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা শুক্লোদনং শুক্লপুষ্পং সপ্তধ্বজাঃ সপ্তপ্রদীপাঃ সপ্তবটকাঃ সপ্তমুষ্টিকাঃ সপ্তশষ্কুলিকাঃ জম্বুড়িকা গন্ধপুষ্পং তাম্বূলং মৎস্যং মাংসং সুরাং অগ্রভক্তঞ্চ পূর্ব্বস্যাং দিশি চতুষ্পথে মধ্যাহ্নে বলির্দাতব্যঃ। অশ্বত্থপত্রং কুম্ভে নিক্ষিপ্য শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ। রসোন-সিদ্ধার্থক-মেষশৃঙ্গ নিম্বপত্র শিবনির্ম্মাল্যৈর্বালকং ধূপয়েৎ। ওঁ নমো রাবণায় হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্। ১

দ্বিতীয়ে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্লাতি সুনন্দা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। চক্ষুরুন্মীলয়তি, গাত্রমুদ্বেজয়তি, ন শেতে, ক্রন্দতি, স্তন্যং ন গৃহ্লাতি, আংকারঞ্চ করোতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। তণ্ডুলং হস্তমুষ্টৈকং গৃহীত্বা দধি গুড় ঘৃত মিশ্রিতং কৃত্বা শরাবৈকং গন্ধং তাম্বূলং পীতপুষ্পং সপ্তপীত ধ্বজাঃ সপ্ত প্রদীপাঃ সপ্ত স্বস্তিকাঃ মৎস্যং মাংসং সুরাং তিলচূর্ণঞ্চ পশ্চিমায়াং দিশি চতুষ্পথে দিবা বলির্দাতব্যঃ। দিনানি ত্রীণি সন্ধ্যায়াঞ্চ। ততঃ শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ। শিবনির্ম্মাল্য সিদ্ধার্থক মার্জ্জাররোমোশীর বাসক ঘৃতৈর্ধূপং দদ্যাৎ। ওঁ রাবণায় অমুকস্য ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ হুং ফট স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্। ২

তৃতীয়ে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্লাতি পূতনা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গাত্রমুদ্বেজয়তি স্তন্যং ন গৃহ্লাতি। মুষ্টিং বধ্নাতি। ক্রন্দতি। উর্দ্ধং নিরীক্ষতে। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যুভয়তটমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা গন্ধং তাম্বূলং রক্তপুষ্পং রক্তচন্দনং রক্তাঃ সপ্ত ধ্বজাঃ সপ্ত প্রদীপাঃ সপ্ত স্বস্তিকাঃ পক্ষিমাংসং সুরাং অগ্রভক্তঞ্চ দক্ষিণস্যাং দিশি অপরাহ্নে চতুষ্পথে বলির্দাতব্যঃ। শিবনির্ম্মাল্য গুগ্‌গুলু সর্ষপ নিম্বপত্র মেষশৃঙ্গৈর্দিনত্রয়ং ধূপয়েৎ। ওঁ রাবণায় বালস্য ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ ত্রাসয় স্বাহা।

চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, তেন সম্পদ্যতে শুভম্। ৩

চতুর্থে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্লাতি মুখমুণ্ডিতিকা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গ্রীবাং নাময়তি চক্ষুরুন্মীলয়তি স্তন্যং ন গৃহ্লাতি রোদিতি স্বপিতি মুষ্টিং বধ্নাতি চ। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যুভয়কূলমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা উৎপলপুষ্পং গন্ধং তাম্বূলং দশ শুক্লধ্বজাঃ চত্বারঃ প্রদীপাস্ত্রয়োদশ স্বস্তিকাঃ মৎস্যং মাংসং সুরা অগ্রভক্তঞ্চ উত্তরস্যাং দিশি চতুষ্পথে অপরাহ্নে বলির্দাতব্যঃ। ওঁ রাবণায় অমুকস্য ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্। ৪।

পঞ্চমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্লাতি কটপূতনা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গাত্রমুদ্বেজয়তি মুষ্টিং বধ্নাতি স্তন্যং ন গৃহ্লাতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। কুম্ভকারস্য চক্রমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা গন্ধং তাম্বূলং শুক্লৌদনং শুক্লপুষ্পং পঞ্চ ধ্বজাঃ পঞ্চ বটকাঃ পঞ্চ প্রদীপাঃ ঐশান্যাং দিশি বলির্দাতব্যঃ। ততঃ শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ। শিবনির্মাল্য সর্পনির্মোক গুগ্গুলু নিম্বপত্র বাসক ঘৃতৈর্ধূপং দদ্যাৎ। ওঁ রাবণায় চূর্ণয় চূর্ণয় স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্।

ষষ্ঠে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্লাতি শকুনিকা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গাত্রভেদঞ্চ দর্শয়তি দিবা রাত্রৌ উত্তানো ভবতি ঊর্দ্ধং নিরীক্ষতে। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্ পিষ্টেন পুত্তলিকাং কৃত্বা শুক্লপুষ্পং রক্তপুষ্পং পীতপুষ্পং গন্ধং তাম্বূলং দশ প্রদীপাঃ দশ পীতধ্বজাঃ দশ স্বস্তিকাঃ দশ বটকাঃ ক্ষীরগুড়িকা মৎস্যং মাংসং সুরা আগ্নেয্যাং দিশি নিশি নিক্রান্তে মধ্যাহ্নে বলির্দাতব্যঃ। শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ। শিবনির্মাল্য রসোন গুগ্গুলু সর্পনির্মোক নিম্বপত্র ঘৃতৈর্ধূপং দদ্যাৎ। ওঁ রাবণায় চূর্ণয় চূর্ণয় হন হন স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ। ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্। ৬

সপ্তমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্লাতি শুষ্করেবতী নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গাত্রমুদ্বেজয়তি মুষ্টিং বধ্নাতি রোদিতি। বলিং তস্যাঃ প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। রক্তপুষ্পং শুক্লপুষ্পং গন্ধং তাম্বূলং রক্তৌদনং কৃশরা ত্রয়োদশ স্বস্তিকাস্ত্রয়োদশ শষ্কুলিকা জম্বুড়িকা মৎস্যং মাংসং সুরা ত্রয়োদশ ধ্বজাঃ পঞ্চ প্রদীপাঃ পশ্চিমে দিগ্‌ভাগে গ্রামনিক্রান্তে অপরাহ্নে বৃক্ষমাশ্রিত্য বলিং দদ্যাৎ। ততঃ শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ। গুগ্গুলু মেষশৃঙ্গ সর্ষপোশীর বাসক ঘৃতৈর্ধূপয়েৎ। ওঁ রাবণায় দীপ্তদেহায় হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ। ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্। ৭

অষ্টমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্লাতি অর্য্যমা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গৃধ্রগন্ধঃ পূতিগন্ধশ্চ জায়তে, আহারঞ্চ ন গৃহ্লাতি, উদ্বেজয়তি গাত্রাণি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। রক্ত পীত ধ্বজাশ্চন্দনং পুষ্পং শষ্কুল্যঃ পর্পটিকাং মৎস্যং মাংসং সুরা জম্বুড়িকা প্রত্যূষে বলির্দাতব্যঃ। প্রাতরেব মন্ত্রঃ পাঠ্যঃ। ওঁ রাবণায় ত্রৈলোক্যবিদ্রাবণায় চতুর্দ্দিশাং মোক্ষণায় জ্বল জ্বল দহ দহ ওঁ হুং ফট্ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ। ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্। ৮

নবমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্লাতি সূতিকা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য

প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। নিত্যং ছর্দ্দির্ভবতি গাত্রভেদং দর্শয়তি মুষ্টিং বধ্নাতি স্বাপো ভবতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যুভয়কূলমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা বস্ত্রেণাবেষ্টয়েৎ। শুক্লপুষ্পং গন্ধং তাম্বূলং ত্রয়োদশ শুক্ল ধ্বজাস্ত্রয়োদশ প্রদীপাস্ত্রয়োদশ স্বস্তিকাস্ত্রয়োদশ পূপিকা মৎস্যং মাংসং সুরা উত্তরস্যাং গ্রামনিষ্কাশে বলিং দাপয়েৎ। ততঃ শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ। গুগ্‌গুলু নিম্বপত্র গোশৃঙ্গ শ্বেতসর্ষপ ঘৃতৈর্ধূপয়েৎ। ওঁ রাবণায় চতুর্ভুজায় হন হন স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ। ততঃ সুস্থো ভবতি। ৯

দশমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্লাতি নির্ঋতির্নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গাত্রমুদ্বেজয়তি আংকারঞ্চ করোতি, রোদিতি মূত্রং পুরীষঞ্চ মুঞ্চতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যুভয়কূলমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা গন্ধং তাম্বূলং রক্তপুষ্পং রক্তচন্দনং পঞ্চবর্ণ পঞ্চধ্বজাঃ পঞ্চপ্রদীপাঃ পঞ্চস্বস্তিকাঃ পঞ্চপূপিকা মৎস্যং মাংসং সুরা বায়ব্যাং দিশি বলিং দদ্যাৎ। কাকবিষ্ঠা গোমাংস গোশৃঙ্গ রসোন মার্জ্জাররোম নিম্বপত্র ঘৃতৈর্ধূপয়েৎ। ওঁ রাবণায় ঘূর্ণিতহস্তায় মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ। ততঃ সুস্থো ভবতি বালকঃ। ১০

একাদশে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্লাতি পিলিপিচ্ছিকা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। আহারং ন গৃহ্লাতি ঊর্দ্ধদৃষ্টির্ভবতি গাত্রভঙ্গ আংকারশ্চ ভবতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। পিষ্টেন পুত্তলিকাং কৃত্বা রক্তচন্দনাক্তং তস্যা মুখং দুগ্ধেন সেচয়েৎ। পীতপুষ্পং গন্ধং তাম্বূলং সপ্তপীতধ্বজাঃ সপ্তপ্রদীপাঃ অষ্টৌ বটকাঃ অষ্টৌ পূপিকা অষ্টৌ শষ্কুলিকা মৎস্যং মাংসং সুরা পূর্ব্বস্যাং দিশি বলিং দদ্যাৎ। শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ। শিবনির্ম্মাল্য গুগ্‌গুলু গোশৃঙ্গ সর্পনির্ম্মোক ঘৃতৈর্ধূপয়েৎ। ওঁ রাবণায় মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ। ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্। ১১

দ্বাদশে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্লাতি কামুকা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। বিহসতি বাদয়তি করেণ তর্জ্জয়তি স্তন্যং ন গৃহ্লাতি ক্রন্দতি নিঃশ্বসিতি মুহুর্মুহুরাহারং ন করোতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। ক্ষীরেণ পুত্তলিকাং কৃত্বা গন্ধং তাম্বূলং শুক্লপুষ্পং শুক্লাঃ সপ্তধ্বজাঃ সপ্ত প্রদীপাঃ সপ্ত শষ্কুলিকাঃ করভেণ সর্ব্ব কর্ম্ম বলিং দদ্যাৎ। শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ। শিবনির্ম্মাল্য গুগ্‌গুলু সর্ষপ ঘৃতৈর্ধূপয়েৎ। ওঁ রাবণায় মুঞ্চ মুঞ্চ হন হন স্বাহা চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ। ততঃ সুস্থো ভবতি বালকঃ। ১২

ইতি রাবণকৃতং কুমারতন্ত্রম্।

প্রথম দিবসে, প্রথম মাসে বা প্রথম বর্ষে বালক নন্দাদিমাতৃকা দ্বারা আবিষ্ট হইলে তৎপ্রতিকারার্থ ব্রাহ্মণ দ্বারা রাবণকৃত কুমারতন্ত্রোক্ত প্রণালীর অনুষ্ঠান ও বলি প্রদান কর্ত্তব্য। এইরূপ দ্বিতীয়, তৃতীয় বর্ষমাষাদিতেও মাতৃকা গ্রহাবেশ ঘটিলে বলি প্রদানাদি কর্ত্তব্য।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বালরোগাধিকারঃ।

ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ ।

অজগল্লিকাচিকিৎসা—

তত্রাজগল্লিকামামাং জলৌকাভিরুপাচরেৎ ।
শুক্তিসৌরাষ্ট্রিকাক্ষারকল্কৈশ্চালেপয়েন্মুহুঃ ॥
নবীন কণ্টকার্য্যাশ্চ কণ্টকৈর্বেধমাত্রতঃ ।
কিমাশ্চর্য্যং বিপচ্যাশু প্রশাম্যন্ত্যজগল্লিকাঃ ॥

মুদ্গপ্রমাণ স্বাভাবিক বর্ণযুক্ত, বেদনাশূন্য, স্নিগ্ধ, গ্রথিত পীড়কাকে অজগল্লিকা বলে। ইহা প্রায় বালকদিগের হইয়া থাকে ।

অজগল্লিকারোগের অপক্বাবস্থায় জোঁক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ এবং ঝিনুকচূর্ণ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা ও যবক্ষার দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য। তরুণ কণ্টকারী বৃক্ষের কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিলে উহা পাকিয়া শীঘ্র প্রশমিত হয় ।

বৃষমূল বিশালাভ্যাং লেপো হন্ত্যজগল্লিকাম্ ।

বাসকমূল ও রাখালশসার মূল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে অজগল্লিকারোগ নষ্ট হয় ।

কঠিনাং ক্ষারযোগৈশ্চ দ্রাবয়েদজগল্লিকাম্ ।

অজগল্লিকা অতি দুঃসাধ্য হইয়া উঠিলে ক্ষারযোগে তাহা বিদীর্ণ করিতে হইবে ।

অনুশয়ী-বিবৃতেন্দ্রবিদ্ধা-গর্দ্দভী-জালগর্দ্দভেরিবেল্লিকা-গন্ধমালাচিকিৎসা—

শ্লেষ্মবিদ্রধিকল্পেন জয়েদনুশয়ীং ভিষক্ ।
বিবৃতামিন্দ্রবিদ্ধাঞ্চ গর্দ্দভীং জালগর্দ্দভম্ ।
ইরিবেল্লিকাং গন্ধমালাং জয়েৎ পিত্তবিসর্পবৎ ॥
মধুরৌষধসিদ্ধেন সর্পিষা শময়েদ্ ব্রণম্ ।

অনুশয়ী রোগে কফজ বিদ্রধির ন্যায় এবং বিবৃতা, ইন্দ্রবিদ্ধা, গর্দ্দভিকা, জালগর্দ্দভ, ইরিবেল্লিকা ও গন্ধমালা রোগে পিত্তবিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিয়া মধুর ঔষধের সহিত সিদ্ধ ঘৃত দ্বারা ক্ষত শুষ্ক করিবে ।

বিদারিকা-পনসিকা-কচ্ছপিকা-চিকিৎসা—

রক্তাবসেকৈর্বহুভিঃ স্বেদনৈরপতর্পণৈঃ ।
জয়েদ্বিদারিকাং লেপৈঃ শিগ্রু দেবদ্রুমোদ্ভবৈঃ ॥
পনসিকাং কচ্ছপিকামনেন বিধিনা ভিষক্ !
সাধয়েৎ কঠিনানন্যান্ শোথান্ দোষসমুদ্ভবান্ ।

বিদারিকা রোগে পুনঃ পুনঃ রক্তমোক্ষণ, স্বেদপ্রদান, শোষণক্রিয়া এবং সজিনামূলের ছাল ও দেবদারুর প্রলেপ প্রদান করিবে। পনসিকা, কচ্ছপিকা এবং অন্যান্য কঠিন শোথে এই প্রণালীতেই চিকিৎসা করিবে ।

অন্ত্রালজী-কচ্ছপিকা-পাষাণগর্দ্দভ চিকিৎসা—

অন্ত্রালজীং কচ্ছপিকাং তথা পাষাণগর্দ্দভম্ ।
সুরদারু শিলা কুষ্ঠৈঃ স্বেদয়িত্বা প্রলেপয়েৎ ।
কফ মারুত শোথঘ্নো লেপঃ পাষাণগর্দ্দভে ॥

অন্ত্রালজী, কচ্ছপিকা ও পাষাণগর্দ্দভ রোগে দেবদারু, মনছাল ও কুড় বাঁটিয়া

প্রলেপ দিবে। পাষাণগর্দ্দভে বাত-শ্লৈষ্মিক শোথঘ্ন প্রলেপ প্রশস্ত ।

বল্মীকচিকিৎসা—

যন্ত্রেণোদ্ধৃত্য বল্মীকং ক্ষারাগ্নিভ্যাং প্রসাধয়েৎ।
মনঃশিলাল ভল্লাত সূক্ষ্মৈলাগুরু চন্দনৈঃ ॥
জাতীপল্লবকল্কৈশ্চ নিম্বতৈলং বিপাচয়েৎ।
বল্মীকং নাশয়েত্তদ্ধি বহুচ্ছিদ্রং বহুস্রবম্।
সশোথং ব্রণগন্ধঞ্চ প্রবৃদ্ধং মর্ম্মসু স্থিতম্।
হস্তপাদস্থিতঞ্চাপি বল্মীকং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

বল্মীকরোগ হইলে তাহা অস্ত্র দ্বারা উৎপাটন করিয়া ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিবে এবং মনছাল, হরিতাল, ভেলা, ছোট এলাইচ, অগুরু, রক্তচন্দন ও জাতীপত্র এই সকলের কল্ক দ্বারা নিমের তৈল পাক করিয়া তাহা উহাতে লেপন করিবে। ইহাতে বহুচ্ছিদ্র ও বহুপূয়বিশিষ্ট বল্মীক নষ্ট হয়। শোথ-যুক্ত দুর্গন্ধবিশিষ্ট, অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, মর্ম্মোৎপন্ন এবং হস্তে বা পদে উৎপন্ন বল্মীক অপ্রতিকার্য্য।

পাদদারীচিকিৎসা—

পাদদারীষু তু শিরাং বেধয়েত্তলশোধিনীম্।
স্নেহস্বেদোপপন্নৌ তু পাদৌ চালেপয়েন্মুহুঃ ॥
মধুচ্ছিষ্ট বসা মজ্জ ঘৃত ক্ষারৈর্বিমিশ্রয়েৎ ॥

পাদদারী রোগে তলশোধিনী শিরা বিদ্ধ করিয়া স্নেহস্বেদ প্রদান এবং মোম, বসা, মজ্জা, ঘৃত ও ক্ষার দ্বারা প্রলেপ দিবে।

গুড় লবণ ঘৃতং চেত্তিন্তিড়ীযুক্তমেতদ্
দ্বিগুণমিহ বিদধ্যান্মূত্রমেকত্র কৃত্বা।
দিন কতিচিদথেদং কিঞ্চিদাশোষ্য লেপাৎ
স্ফুটিতপদতলং স্যাৎ পদ্মপত্রাভমাশু ॥

গুড়, সৈন্ধবলবণ, ঘৃত, তেঁতুলছাল প্রত্যেক ১ ভাগ, সমষ্টির দ্বিগুণ পরিমিত গোমূত্রে বাঁটিয়া কিঞ্চিৎ শুকাইয়া পদের বিদীর্ণস্থলে প্রলেপ দিবে, কিছুদিন এইরূপ করিলে আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে।

সর্জ্জাখ্য সিন্ধুত্থয়োশ্চূর্ণং মধুঘৃতপ্লুতম্।
নির্ম্মথ্য কটুতৈলাক্তং হিতং পাদপ্রমার্জ্জনম্ ।

ধুনা ও সৈন্ধবলবণচূর্ণ মধু ও কটু-তৈলে মিশ্রিত করিয়া পায়ের বিদীর্ণ স্থানে প্রলেপ দিবে।

উপোদিকা সর্ষপ নিম্ব মোচ-
কর্কারুকের্ব্বারুকভস্মতোয়ে।
তৈলং বিপক্বং লবণং সকল্কং
যৎ পাদদারীং বিনিহন্তি শীঘ্রম্ ।

পুঁইপত্র, শ্বেতসর্ষপ, নিমছাল, মোচা, কুমুড়া ও কাঁকুড়, এই সমুদায় ভস্ম করিয়া ক্ষারজল প্রস্তুত করিবে, সেই ক্ষারজলে লবণের সহিত তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা লেপন করিলে পাদদারী প্রভৃতি রোগ শীঘ্র উপশমিত হইয়া থাকে।

অলসচিকিৎসা—

অলসেঽম্লৈশ্চিরং সিক্তৌ চরণৌ পরিলেপয়েৎ।
পটোলারিষ্ট কাসীস ত্রিফলাভির্মুহুর্মুহুঃ ।

অলসরোগে অম্লদ্বারা অনেকক্ষণ পদদ্বয় ভিজাইয়া রাখিয়া পটোলপত্র, হীরাকস ও ত্রিফলা বাঁটিয়া মুহুর্মুহুঃ প্রলেপ দিবে।

করঞ্জবীজং রজনী কাসীসং মধুকং মধু।
রোচনা হরিতালঞ্চ লেপোঽয়মলসে হিতঃ॥

করঞ্জবীজ, হরিদ্রা, হীরাকস, যষ্টিমধু, মধু, গোরোচনা ও হরিতাল এই সমুদায়ের দ্বারা প্রলেপ দিলে অলস রোগ নষ্ট হয়।

লাক্ষাভয়ারসালেপঃ কার্য্যং রক্তস্য মোক্ষণম।
বৃহতীরসসিদ্ধেন তৈলেনাভ্যজ্য বুদ্ধিমান্॥
শিলা রোচন কাসীস চূর্ণৈর্বা প্রতিসারয়েৎ॥

লাক্ষা ও হরীতকীর রস লেপন, রক্তমোক্ষণ, বৃহতীর রসে সিদ্ধ তৈল লেপন এবং মনছাল, গোরোচনা ও হীরাকস এই সমুদায়ের চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিলে অলস রোগের সত্বর উপশম হইয়া থাকে।

কদরচিকিৎসা—

দহেৎ কদরমুদ্ধৃত্য তৈলেন দহনেন বা॥

কদর রোগ হইলে উহা অস্ত্র দ্বারা উৎপাটন করিয়া ঐ স্থান উষ্ণ তৈল কিংবা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে।

চিপ্পচিকিৎসা—

চিপ্পমুষ্ণাম্বুনা স্বিন্নমুৎকৃত্যাভ্যজ্য তং ব্রণম্।
দত্ত্বা সর্জ্জরসং চূর্ণং বুদ্ধ্বা ব্রণবদাচরেৎ॥

চিপ্পরোগে উষ্ণ জলের স্বেদ, ঐ স্থান ছেদন এবং তৈলাদি লেপন করিয়া ধূনাচূর্ণ লাগাইয়া দিবে। পরে বিবেচনা করিয়া ব্রণ চিকিৎসা করিবে।

স্বরসেন হরিদ্রায়াঃ পাত্রে কৃষ্ণায়সেঽভয়াম্।
ঘৃষ্ট্বা তজ্জেন কল্কেন লিম্পেচ্চিপ্পং মুহুর্মুহুঃ॥

লৌহপাত্রে হরিদ্রার রস নিপীড়িত করিয়া তাহাতে হরীতকী ঘর্ষণ করিয়া চিপ্পস্থানে বারংবার প্রলেপ দিবে।

কুনখচিকিৎসা—

নখকোটীপ্রবিষ্টেন টঙ্গনেন প্রশাম্যতি।
কুনখশ্চেৎ তদা ভ্রাতঃ শৈলোঽপি প্লবতে জলে॥

নখমধ্যে সোহাগাচূর্ণ প্রবেশ করাইলে কুনখ রোগ নষ্ট হয়।

অঙ্গুলিবেষ্টকচিকিৎসা -

কাশ্মর্য্যাঃ সপ্তভিঃ পত্রৈঃ কোমলৈঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অঙ্গুলীবেষ্টকঃ পুংসো ধ্রুবমাশু ব্যপোহতি॥

গাম্ভারীবৃক্ষের ৭টী কোমল পত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিলে অঙ্গুলিবেষ্টক রোগের ধ্বংস হয়।

পদ্মিনীকণ্টকচিকিৎসা—

নিম্বোদকেন বমনং পদ্মিনীকণ্টকে হিতম্।
নিম্বোদককৃতং সর্পিঃ সক্ষৌদ্রং পানমিষ্যতে॥

পদ্মিনীকণ্টক রোগে নিমছালের ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। ইহাতে নিমছালের ক্বাথের সহিত ঘৃত

পাক করিয়া তাহা মধুর সহিত পান করিতে দিবে।

পদ্মনালকৃতঃ ক্ষারঃ পদ্মিনীং হন্তি লেপনাৎ।
নিম্বারগ্বধকল্কৈর্বা মুহুরুদ্বর্ত্তনং হিতম্॥

পদ্মের ডাঁটা দগ্ধ করিয়া সেই ক্ষার দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা নিমছাল ও সোঁদালপত্র বাঁটিয়া তদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিলে পদ্মিনীকণ্টক রোগের উপশম হয়।

জালগর্দ্দভচিকিৎসা—

নীলীপটোলমূলাভ্যাং সাজ্যাভ্যাং লেপনং হিতম্।
জালগর্দ্দভরোগে তু সদ্যো হন্তি চ বেদনাম্॥

নীলবৃক্ষ ও পটোলমূল বাঁটিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে জালগর্দ্দভ রোগের বেদনা দূর হয়।

অহিপূতনকচিকিৎসা—

অহিপূতনকে ধাত্র্যাঃ পূর্ব্বং স্তন্যং বিশোধয়েৎ।
ত্রিফলা খদিরক্বাথৈর্ব্রণানাং ধাবনং সদা॥

অহিপূতন (শিশুর গুহ্যক্ষত) রোগে প্রথমতঃ ধাত্রীর (স্তনদায়িনীর) স্তনদুগ্ধের দোষ সংশোধন করিয়া এবং ত্রিফলা ও খদিরের ক্বাথ দ্বারা বারংবার ক্ষত ধৌত করিয়া দিবে।

করঞ্জত্রিফলাতিক্তৈঃ সর্পিঃ সিদ্ধং শিশোর্হিতম্॥
রসাঞ্জনং বিশেষেণ পানালেপনয়োর্হিতম্॥

করঞ্জবীজ, ত্রিফলা ও তিক্তদ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া অহিপূতন রোগে ব্যবহার করিবে। ইহাতে রসাঞ্জন অর্থাৎ রসোত সেবন করাইলে এবং তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

গুদভ্রংশচিকিৎসা—

গুদভ্রংশে গুদং স্নেহৈরভ্যজ্যাশু প্রবেশয়েৎ।
প্রবিষ্টে স্বেদয়েচ্চাপি বন্ধং গোফণয়া ভৃশম্॥
(গোফণা বন্ধনবিশেষঃ। মলনির্গমার্থং সচ্ছিদ্রেণ চর্ম্মণা কৌপীনবন্ধনম্।)

গুদভ্রংশ রোগে বহির্গত গুহ্যাংশে তৈল মর্দ্দন করিয়া উহা প্রবিষ্ট করিয়া দিবে, প্রবিষ্ট হইলে স্বেদপ্রদান করিয়া গোফণা বন্ধন করিবে। গোফণা বন্ধনের অর্থ সচ্ছিদ্র চর্ম্মদ্বারা গুহ্যদেশে কৌপীন বন্ধন করা, ঐ ছিদ্র দ্বারা মল নির্গত হয়, অথচ মলভাণ্ড নির্গত হয় না।

কোমলং নলিনীপত্রং যঃ খাদেচ্ছর্করান্বিতম্।
অচিরেণ শমং যাতি গুদভ্রংশো রুজান্বিতঃ॥

চিনির সহিত কোমল পদ্মপত্র ভক্ষণ করিলে শীঘ্র গুদভ্রংশ ও তজ্জন্য যাতনা নিবারণ হয়।

বৃক্ষাম্লানল চাঙ্গেরী বিশ্ব পাঠা যবাগ্রজম্।
ক্ষারেণ শীলয়েৎ পায়ুভ্রংশার্ত্তোঽনলদীপনম্॥

মহাদা, চিতামূল, আমরুল, শুঁঠ, আকনাদি ও যবতণ্ডুল এই সমুদায় দ্রব্য যবক্ষারের সহিত মধ্যে মধ্যে সেবন করাইলে গুদভ্রংশে উপকার দর্শে।

গুদস্ক গব্যবসয়া ম্রক্ষয়েদবিশঙ্কিতঃ।
তৎপ্রবেশো গুদভ্রংশো বিশত্যাশু ন সংশয়ঃ॥

গরুর বসা দ্বারা বহির্গত গুহ্যাংশ মর্দ্দন করিলে উহা শীঘ্র প্রবিষ্ট হয়।

মূষিকাণাং বসাভির্বা গুদে সম্যক্ প্রলেপনম্।
স্বিন্নমূষিকমাংসেনাথবা সংস্বেদয়েদ্ গুদম্॥

ইন্দুরের বসা দ্বারা গুহ্যদেশে প্রলেপ দিলে অথবা ইন্দুরের মাংস সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে উপকার দর্শে।

গোতৈলমর্দ্দনাৎ শীঘ্রং প্রবিশেন্নির্গতো গুদঃ।

গোরুর বসা দ্বারা মর্দ্দন করিলে নির্গত গুহ্যাংশ শীঘ্র প্রবিষ্ট হইয়া যায়।

চাঙ্গেরীঘৃতম্।

চাঙ্গেরী কোল দধ্যম্ল নাগর ক্ষারসংযুতম্।
ঘৃতমুৎক্বথিতং পেয়ং গুদভ্রংশরুজাপহম্॥
(শুণ্ঠ্যাঃ ক্ষারস্য বা কল্কৌ, শিষ্টঞ্চ দ্রবমিষ্যতে।)

ঘৃত ১ সের, আমরুলের রস ৪ সের, কুলশুঁঠের ক্বাথ ৪ সের, অম্ল দধি ৪ সের। কল্কার্থ শুঁঠ অর্দ্ধপোয়া, যবক্ষার অর্দ্ধ পোয়া। ইহা পান করিলে গুদভ্রংশ নিবারণ হয়।

মূষিকাদ্যং তৈলম্।

ক্ষীরে মহৎপঞ্চমূলং মূষিকামন্ত্রবর্জ্জিতাম্॥
পক্ত্বা তস্মিন্ পচেত্তৈলং বাতঘ্নৌষধসংযুতম্॥
গুদভ্রংশমিদং তৈলং পানাভ্যঙ্গাৎ প্রসাধয়েৎ।

বৃহৎ পঞ্চমূল ও নিষ্কাশিতান্ত্র মূষিক, দুগ্ধে পাক করিয়া সেই দুগ্ধ এবং বাতঘ্ন ঔষধের সহিত সিদ্ধ তৈল গুহ্যদেশে মর্দ্দন এবং পান করাইলে গুদভ্রংশরোগ উপশমিত হয়।

চর্ম্মকীল-জতুমণি-মশক-তিল-কালকচিকিৎসা—

চর্ম্মকীলং জতুমণিং মশকাংস্তিলকালকান্।
উৎকৃত্য শস্ত্রেণ দহেৎ ক্ষারাগ্নিভ্যামশেষতঃ॥

চর্ম্মকীলক, জতুমণি, মশক ও তিলকালক শস্ত্রদ্বারা কর্ত্তন করিয়া ক্ষার ও অগ্নিদ্বারা নিঃশেষরূপে দগ্ধ করিবে।

রুবুনালস্য চূর্ণেন ঘষো মশকনাশনঃ।
নির্ম্মোকভস্মঘর্ষাদ্বা মশকঃ শান্তিমাপ্নুয়াৎ॥

এরণ্ডনালচূর্ণ অথবা সাপের খোলস ভস্মদ্বারা ঘর্ষণ করিলে মশকরোগ নষ্ট হয়।

যুবানপিড়কা-ন্যচ্ছ-নীলিকা-ব্যঙ্গ-শর্করাচিকিৎসা—

যুবানপিড়কা ন্যচ্ছ নীলিকা ব্যঙ্গ শর্করাঃ।
শিরাবেধৈঃ প্রলেপৈশ্চ জয়েদভ্যঞ্জনৈস্তথা॥

প্রথম যৌবনকালীন মুখব্রণ, ন্যচ্ছ, নীলিকা, ব্যঙ্গ ও শর্করারোগে শিরাবেধ, প্রলেপ ও উপযুক্ত তৈলাদি মর্দ্দন ব্যবস্থা করিবে।

লোধ্র ধান্য বচা লেপস্তারুণ্যপিড়কাপহঃ।
তদ্বদ্ গোরোচনাযুক্তং মরিচং মুখলেপনম্॥
বমনঞ্চ নিহন্ত্যাশু পিড়কাং যৌবনোদ্ভবাম্॥

যৌবনজাত মুখব্রণে লোধ, ধনিয়া ও বচ এই সমুদায় কিংবা গোরোচনা

ও মরিচচূর্ণ একত্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে বমন করাইলে বিশেষ উপকার হয়।

ব্যঙ্গেষু চার্জ্জুনত্বগ্ বা মঞ্জিষ্ঠা বা সমাক্ষিকা।
মসী সনবনীতা বা শ্বেতাশ্বখুরজা শুভা॥

ব্যঙ্গরোগে অর্জ্জুনছাল বা মঞ্জিষ্ঠা মধুর সহিত এবং শ্বেতাপরাজিতা ও অশ্বের খুর ভস্ম জাত মসী নবনীতের সহিত প্রলেপ দিবে।

রক্তচন্দন মঞ্জিষ্ঠা কুষ্ঠ লোধ্র প্রিয়ঙ্গবঃ।
বটাঙ্কুরা মসূরাশ্চ ব্যঙ্গঘ্না মুখকান্তিদাঃ।
(বটাঙ্কুরাঃ বটস্য অভিনবপত্রমুকুলাঃ।)

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, বটের অচিরোৎপন্ন পত্র (কুঁড়ি) ও মসূরের দাইল এই সমুদায় বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে মেচেতা দূরীকৃত হইয়া মুখের বর্ণ উজ্জ্বল হয়।

ব্যঙ্গানাং লেপনং শস্তং রুধিরেণ শশস্য চ।
(দৃষ্টফলমেতৎ।)

শশকের রক্ত লেপন করিলে মুখ-ব্যঙ্গ দূরীকৃত হয়।

শাল্মলীকণ্টকচিকিৎসা—

কেবলান্ পয়সাপিষ্ট্বা তীক্ষ্ণান্ শাল্মলীকণ্টকান্।
আলিপ্তং ত্র্যহমেতেন ভবেৎ পদ্মোপমং মুখম্॥

তীক্ষ্ণ শিমুলকাঁটা জলের সহিত বাঁটিয়া ৩ দিন প্রলেপ দিলে পদ্মের ন্যায় মুখের শ্রী হয়।

মসূরৈঃ সর্পিষা ভৃষ্টৈর্লিপ্তমাস্যং পয়োঽন্বিতৈঃ।
সপ্তরাত্রাদ্ভবেৎ সত্যং পুণ্ডরীকদলপ্রভম্॥

মসূরের দাইল ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া ৭ দিন মুখে লেপন করিলে মেচেতা প্রভৃতি দূরীকৃত হইয়া মুখের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

মাতুলুঙ্গজটা সর্পিঃ শিলা গোশকৃতো রসঃ।
মুখকান্তিকরো লেপঃ পিড়কাতিলকালজিৎ॥

টাবালেবুর মূল, ঘৃত, মনছাল ও টাট্‌কা গোবরের রস এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে মুখের ব্রণ ও তিলকালক রোগ নষ্ট হয়।

নবনীত গুড় ক্ষৌদ্র কোলমজ্জ প্রলেপনম্।
ব্যঙ্গজিদ্বরুণত্বগ্ বা ছাগীক্ষীরপ্রপেষিতা।

নবনীত, গুড়, মধু ও কুলআঁটির শস্য এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া অথবা বরুণছাল ছাগদুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গরোগ দূরীকৃত হয়।

জাতীফলকল্কলেপো নীলীব্যঙ্গাদিনাশনঃ।
সায়ঞ্চ কটুতৈলেনাভ্যঙ্গো বক্ত্রপ্রসাধনঃ।

জায়ফল বাঁটিয়া লেপন করিলে নীলিকা ও ব্যঙ্গাদি রোগ নিবারিত হয় এবং সায়ংকালে মুখে কটুতৈল মাখিলে মুখ উজ্জ্বল হয়।

কালীয়কোৎপলাময় দধিসর
বদরাস্থিমধ্যফলিনীভিঃ।
লিপ্তং ভবতি হি বদনং শশিপ্রভং সপ্তরাত্রেণ॥

কালীয়ক (সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ অথবা দারুহরিদ্রা), উৎপল, কুড়, দধির সর, কুলআঁটির শস্য ও প্রিয়ঙ্গু এই সমুদায় বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে

৭ দিবসের মধ্যে মুখ অতিশয় সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট হয়।

তুষরহিত মসৃণ যবচূর্ণ সম-
যষ্টিমধুক লোধ্রলেপেন।
ভবতি মুখং পরিনির্জ্জিত-
চামীকরচারু সৌভাগ্যম্॥

নিস্তুষ যবচূর্ণ, যষ্টিমধু ও লোধ এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে পরম রমণীয় মুখজ্যোতিঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

রক্ষোঘ্ন শর্ব্বরীদ্বয় মঞ্জিষ্ঠা গৈরিকাজ্য বস্তপয়ঃ।
সিদ্ধেন লিপ্তমাননমুদ্যদ্বিধুবিম্ববদ্বিভাতি॥

শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, গেরিমাটী, ঘৃত ও ছাগদুগ্ধ এই সমুদায়ের দ্বারা প্রলেপ দিলে মুখের শোভা বৃদ্ধি হয়।

পরিণত দধিশরপুংখৈঃ
কুবলয়দল কুষ্ঠ চন্দনোশীরৈঃ।
মুখকমলকান্তিকারী
ভ্রুকুটীতিলকালকান্ জয়তি।

শরপুঙ্খ, নীলোৎপলপত্র, কুড়, চন্দন ও বেণার মূল এই সমুদায় বাঁটিয়া মুখে মাখিলে তিলকালক প্রভৃতি রোগ দূর হইয়া মুখের শোভা বৃদ্ধি হয়।

অর্কক্ষীর হরিদ্রাভ্যাং মর্দ্দয়িত্বা বিলেপনাৎ।
মুখকার্ষ্ণ্যং শমং যাতি চিরকালোদ্ভবং ধ্রুবম্।

আকন্দের আটা ও হরিদ্রা একত্রে পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে মুখের কালিকা দূরীভূত হয়।

হরিদ্রাদ্যং তৈলম্।

হরিদ্রাদ্বয় যষ্ট্যাহ্ব কালীয়ক কুচন্দনৈঃ।
প্রপৌণ্ডরীক মঞ্জিষ্ঠা পদ্ম পদ্মক কুঙ্কুমৈঃ।
কপিত্থ তিন্দুক প্লক্ষ বটপত্রৈঃ পয়োঽন্বিতৈঃ।
লেপয়েৎ কল্কিতৈরেভিস্তৈলঞ্চাভ্যঞ্জনং পচেৎ।
পিপ্লবং নীলিকাং ব্যঙ্গাং স্তিলকান্ মুখদূষিকাম্।
নিত্যসেবী জয়েৎ ক্ষিপ্রং মুখং কুর্য্যান্মনোরমম্।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কালীয়ক, রক্তচন্দন, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, কয়েতবেলের পত্র, গাবপত্র, পাকুড়পত্র ও বটপত্র এই সমুদায় দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া প্রত্যহ প্রলেপ দিলে অথবা এই সমুদায় কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া তাহা লেপন করিলে পিপ্লব, নীলিকা, ব্যঙ্গ, তিলক ও মুখদূষিকা পীড়া প্রশমিত হয়।

কনকতৈলম্।

মধুকস্য কষায়েণ তৈলস্য কুড়বং পচেৎ।
কল্কৈঃ প্রিয়ঙ্গু মঞ্জিষ্ঠা চন্দনোৎপলকেশরৈঃ।
কনকং নাম তত্তৈলং মুখকান্তিকরং পরম্।
অভীরু নীলিকা ব্যঙ্গ শোধনং পরমার্চ্চিতম্।

তিলতৈল অর্দ্ধ সের। ক্বাথার্থ যষ্টিমধু ১ সের, জল ৮ সের, শেষ ২ সের। কল্কদ্রব্য প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও পদ্মকেশর প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ জল ২ সের। এই তৈল লেপনে অভীরু, নীলিকা ও ব্যঙ্গরোগ দূরীকৃত হইয়া মুখের কান্তি বর্দ্ধিত হয়।

মঞ্জিষ্ঠাদ্যং তৈলম্ ।

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং লাক্ষা মাতুলুঙ্গং সযষ্টিকম্ ।
কর্ষপ্রমাণৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং তথা ॥
আজং পয়স্তদ্দ্বিগুণং শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ।
নীলিকা পিড়কা ব্যঙ্গানভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ ॥
মুখং প্রপদ্মোপচিতং বলিপলিতবর্জ্জিতম্ ।
সপ্তরাত্রং প্রয়োগেণ ভবেৎ কনকসন্নিভম্ ॥

তিলতৈল অর্দ্ধ সের, ছাগদুগ্ধ ১ সের, কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, মউলফল, লাক্ষা, টাবালেবুর মূল ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা পান ও মর্দ্দন করিলে নীলিকা, পিড়কা ও ব্যঙ্গরোগ দূরীকৃত ও মুখ উজ্জ্বল হয়।

কুঙ্কুমাদ্যং তৈলম্ ।

কুঙ্কুমং চন্দনং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা মধুযষ্টিকা ।
কালীয়কমুশীরঞ্চ পদ্মকং নীলমুৎপলম্ ॥
ন্যগ্রোধপাদাঃ প্লক্ষস্য মূলং পদ্মস্য কেশরম্ ।
দ্বিপঞ্চমূলসহিতৈঃ কষায়ৈঃ পলিকৈঃ পৃথক্ ॥
জলাঢ়কং বিপক্তব্যং পাদশেষমথোদ্ধরেৎ ।
মঞ্জিষ্ঠা মধুকং লাক্ষা পতঙ্গ মধুযষ্টিকে ॥
কর্ষপ্রমাণৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং পচেৎ ।
অজাক্ষীরং দ্বিগুণিতং শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥
সম্যক্ পক্কং পরং হ্যেতন্মুখবর্ণপ্রসাদনম্ ।
নীলিকা পিড়কা ব্যঙ্গানভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ ॥
সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ ভবেৎ কাঞ্চনসন্নিভম্ ।
কুঙ্কুমাদ্যমিদং তৈলমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা ॥

(কষায়ার্থং পঠিতমপি কুঙ্কুমং সিদ্ধতৈলে প্রক্ষিপন্তি বৃদ্ধাঃ।)

তিলতৈল অর্দ্ধ সের। ক্বাথার্থ রক্তচন্দন, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কালিয়াকাষ্ঠ, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, বটের ঝুরি, পাকুড়বৃক্ষের মূলের ছাল, পদ্মকেশর ও দশমূল প্রত্যেক ১ পল, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, মউল, লাক্ষা, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ২ তোলা। ছাগদুগ্ধ ১ সের। পাক সিদ্ধ হইলে কুঙ্কুম ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। এই তৈল মর্দ্দনে নীলিকা, পিড়কা ও ব্যঙ্গরোগ দূর হইয়া মুখজ্যোতিঃ পরম রমণীয় হয়।

মহাকুঙ্কুমাদ্যং তৈলম্ ।

কুঙ্কুমং কিংশুকং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্ ।
কালীয়কং পদ্মকঞ্চ মাতুলুঙ্গস্য কেশরম্ ॥
কুসুম্ভং মধুযষ্টি চ ফলিনী মদয়ন্তিকা ।
নিশে দ্বে রোচনা পদ্মমুৎপলঞ্চ মনঃশিলা ॥
কাকোল্যাদিসমাযুক্তৈরেতৈরক্ষসমৈর্ভিষক্ ।
লাক্ষারসপয়োভ্যাঞ্চ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
কুঙ্কুমাদ্যমিদং তৈলমভ্যঙ্গাৎ কাঞ্চনোপমম্ ।
করোতি বদনং সদ্যঃ পুষ্টিলাবণ্যকান্তিদম্ ॥
সৌভাগ্যলক্ষ্মীজননং বশীকরণমুত্তমম ॥

তিলতৈল ৪ সের। লাক্ষার কাথ ৮ সের, ছাগদুগ্ধ ৮ সের। কল্কার্থ কুঙ্কুম, পলাশপুষ্প, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কৃষ্ণাগৌর, পদ্মকাষ্ঠ, টাবালেবুপুষ্পের কেশর, কুসুমফুল, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, যূঁইপুষ্প, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গোরোচনা, পদ্মপুষ্প, সুঁদিপুষ্প, মনছাল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবক, ঋষভক, মেদ ও মহামেদ প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা মুখে মাখিলে মুখের শোভা বৃদ্ধি হয়।

বর্ণকঘৃতম্।

মধুকং চন্দনং কঙ্গু সর্ষপং পদ্মকং তথা।
কালীয়কং হরিদ্রা চ লোধ্রমেভিশ্চ কল্কিতৈঃ।
বিপচেদ্ধি ঘৃতং বৈদ্যস্তৎপক্কং বস্ত্রগালিতম্।
পাদাংশং কুঙ্কুমং সিক্থং ক্ষিপ্ত্বা মন্দানলে পচেৎ।
তৎসিদ্ধং শিশিরে নীরে প্রক্ষিপ্যাকর্ষয়েত্ততঃ।
তদেতদ্বর্ণকং নাম ঘৃতং বক্ত্রপ্রসাধনম্।
অনেনাভ্যাসলিপ্তং হি বলীভূতমপি ক্রমাৎ।
নিষ্কলঙ্কেন্দুবিম্বাভং স্যাদ্বিলাসবতীমুখম্॥

(কুঙ্কুমসিক্থয়োর্মিলিত্বা পাদাংশঃ। সিক্থকস্য দ্রবীকরণার্থং স্বল্পপাকং দত্ত্বা শীতলজলে কিয়ৎক্ষণং স্থাপয়িত্বা শীতলং সৎ অনুগুপ্তং নিধাপয়েৎ।)

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, কঙ্গু (ধান্যবিশেষ), শ্বেতসর্ষপ, পদ্মকাষ্ঠ, কৃষ্ণাগুরু, হরিদ্রা ও লোধ মিলিত ১ সের। যথানিয়মে পাক করিয়া বস্ত্র দ্বারা ঘৃত ছাঁকিয়া লইবে। পরে উহাতে কুঙ্কুম অর্দ্ধ পোয়া ও মোম অর্দ্ধ পোয়া প্রক্ষিপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। অতি অল্প পাক দিয়া কিয়ৎক্ষণ শীতল জলের উপর ঐ ঘৃতপাত্র স্থাপন করিয়া পরে নির্জ্জন স্থানে রাখিবে। মধ্যে মধ্যে এই ঘৃত লেপন করিলে বিলাসবতী রমণীর মুখ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবিম্ববৎ সৌন্দর্য্যশালী হয়।

অরুংষিকাচিকিৎসা—

অরুংষিকায়াং রুধিরেঽবসিক্তে
শিরাব্যধেনাথ জলৌকসা বা।
নিম্বাম্বুসিক্তে শিরসি প্রলেপো
দেয়োঽশ্ববর্চ্চোরসসৈন্ধবাভ্যাম্॥

অরুংষিকা (শিরোব্রণ) রোগে প্রথমতঃ শিরাবিদ্ধ করিয়া অথবা জোঁক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। নিমছাল ৮ তোলা ৪ সের জলে পাক করিয়া ১ সের থাকিতে নামাইয়া তদ্দ্বারা মস্তক ধৌত করিয়া অশ্ববিষ্ঠার রস এবং সৈন্ধবলবণ একত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। এই রোগের প্রথমে মস্তক মুণ্ডন করা আবশ্যক।

পুরাণমথ পিণ্যাকং পুরীষং কুক্কুটস্য বা।
মূত্রপিষ্টং প্রলেপোঽয়ং শীঘ্রং হন্যাদরুংসিকাম্।

পুরাতন সার্ষপ খইল অথবা কুক্কুটের বিষ্ঠা গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র অরুংষিকারোগ প্রশমিত হয়।

অরুংষীঘ্নং ভৃষ্টকুষ্ঠচূর্ণং তৈলেন সংযুতম্।
(খোলকে কুষ্ঠং ভৃষ্ট্বা কটুতৈলেন তদ্ভস্মলেপঃ।)

খোলায় কুড় ভাজিয়া ভস্ম করিবে। ঐ ভস্ম কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্রণস্থানে প্রলেপ দিবে, ইহাতে অরুংষিকা রোগ নষ্ট হয়।

দ্বিহরিদ্রাদ্যং তৈলম্।

হরিদ্রাদ্বয় ভূনিম্ব ত্রিফলারিষ্ট চন্দনৈঃ।
এতত্তৈলমরুংষীণাং সিদ্ধমভ্যঞ্জনে হিতম্॥

কটুতৈল ৪ সের। কল্কার্থ হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিরাতা, ত্রিফলা, নিমছাল ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ১ পল, জল ১৬ সের। এই তৈল মস্তকে লেপন করিলে অরুংষিকা রোগ উপশমিত হয়।

দারুণকচিকিৎসা—

দারুণে তু শিরাং বিধ্যেৎস্নিগ্ধস্বিন্নাং ললাটজাম্ ।
অবপীড় শিরোবস্তীনভ্যঙ্গাংশ্চাবচারয়েৎ ॥

দারুণকরোগে ললাটদেশে স্নেহ-স্বেদ প্রদানানন্তর তত্রস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে; ইহাতে অবপীড়, শিরোবস্তি ও তৈলাদি লেপন কর্ত্তব্য ।

কোদ্রবাণাং তৃণক্ষারপানীয়ং পরিধাবনে ॥

কোদধান্যের তৃণ ভস্ম করিয়া তাহা জলে গুলিয়া সেই ক্ষারজল দ্বারা মস্তক ধৌত করাইবে ।

কার্য্যো দারুণকে মূর্দ্ধি প্রলেপো মধুসংযুতঃ ।
পিয়ালবীজ মধুক কুষ্ঠমাষৈঃ সসৈন্ধবৈঃ ।
কাঞ্জিকস্থাস্ত্রিসপ্তাহং মাষা দারুণকাপহাঃ ॥

এই রোগে পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই, সৈন্ধব একত্র পেষণ করিয়া মধুর সহিত প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। কতকগুলি মাষকলাই ২১ দিন পর্য্যন্ত কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে তাহা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে এই রোগ দূরীকৃত হয় ।

সহ নীলোৎপলকেশর যষ্টিমধুতিলসমমামলকম্ ।
চিরজাতমপি শীর্ষে দারুণরোগং শমং নয়তি ॥

নীলোৎপলের কেশর, যষ্টিমধু, তিল ও আমলা এই সমুদায় একত্রে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন দারুণক রোগ উপশমিত হয় ।

রুক্ষিকাচিকিৎসা—

ত্রিফলাদ্যং তৈলম্ ।

ত্রিফলায়োরজো যষ্টী মার্কবোৎপল শারিবৈঃ ।
সসৈন্ধবৈঃ পচেতৈলমভ্যঙ্গাদ্রুক্ষিকাং জয়েৎ ॥

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ, যষ্টিমধু, ভৃঙ্গরাজ, নীলোৎপল ও অনন্তমূল সমুদায়ের ১ সের, পাকের জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে রুক্ষিকা রোগ নিবারণ হয় ।

কেশদদ্রুচিকিৎসা—

বহ্নিতৈলম্ ।

চিত্রকং দন্তীমূলঞ্চ কোষাতকীসমন্বিতম্ ।
কল্কং পিষ্ট্বা পচেত্তৈলং কেশদদ্রুবিনাশনম ॥

চিতামূল, দন্তীমূল ও ঘোষালতা এই সমুদায় কল্কদ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিবে। তাহা মর্দ্দন করিলে কেশদাদ আশু প্রনষ্ট হয় ।

গুঞ্জাতৈলম্ ।

গুঞ্জাফলৈঃ পচেত্তৈলং ভৃঙ্গরাজরসেন তু ।
কণ্ডুদারুণজিৎ কুষ্ঠ কপাল ব্যাধি নাশনম্ ॥

তিলতৈল ৪ সের, ভীমরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ কুঁচফল ১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে কণ্ডু ও দারুণক প্রভৃতি রোগ সত্বর প্রশমিত হয় ।

স্বল্পভৃঙ্গরাজতৈলম্।

ভৃঙ্গরজস্ত্রিফলোৎপল শারি
লৌহপুরীষ সমন্বিতকারি।
তৈলমিদং পদদারুণহারি
কুঞ্চিতকেশঘনস্থিরকারি॥

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ ভীমরাজ, ত্রিফলা, নীলোৎপল, অনন্তমূল, ও মণ্ডূর এই সমুদায় ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। শেষ ৪ সের, এই তৈল মাথায় মাখিলে দারুণক রোগ নষ্ট হইয়া কেশের সৌষ্ঠব সম্পাদিত হয়।

মহাভৃঙ্গরাজতৈলম্।

আনূপদেশসম্ভূতং গৃহীত্বা মার্কবং শুভম্।
সুধৌতং জর্জ্জরীকৃত্য স্বরসং তস্য চাহরেৎ॥
চতুর্গুণেন তেনৈব তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ক্ষীরপিষ্টৈরিমৈর্দ্রব্যৈঃ সংযোজ্যস্থমতির্ভিষক্॥
মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকং লোধ্রং চন্দনং গৈরিকং বলা।
রজন্যৌ কেশবঞ্চৈব প্রিয়ঙ্গুর্মধুযষ্টিকা॥
প্রপৌণ্ডরীকং গোপী চ পলিকান্যত্র দাপয়েৎ।
সম্যক্‌পক্বংততোজ্ঞাত্বা শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
কেশপাতে শিরোদুষ্টে মন্যাস্তম্ভে গলগ্রহে।
শিরঃকর্ণাক্ষিরোগেষু নস্যেঽভ্যঙ্গে চ যোজয়েৎ॥
কুঞ্চিতাগ্রানতিস্নিগ্ধান্ কচান্ কুর্য্যাদ্বহূংস্তথা।
খালিত্যমিন্দ্রলুপ্তঞ্চ তৈলমেতদ্ব্যপোহতি॥

তিলতৈল ৪ সের। অনূপদেশোৎপন্ন সুধৌত ভৃঙ্গরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, বেড়েলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, প্রপৌণ্ডরীক ও শ্যামালতা প্রত্যেক ১ পল। কল্কদ্রব্য সকল দুগ্ধের সহিত কুটিয়া পাক করিবে। এই তৈল মাথায় মাখিলে কেশ পতন নিবারিত হয়। মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ ও চক্ষুরোগ প্রভৃতিতে ইহার নস্য ও অভ্যঙ্গে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহা মর্দ্দনে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) প্রভৃতি রোগ উপশমিত হইয়া কেশের সৌষ্ঠব সাধিত হয়।

প্রপৌণ্ডরীকাদ্যং তৈলম্।

প্রপৌণ্ডরীক মধুক পিপ্পলী চন্দোৎপলৈঃ।
কার্ষিকৈস্তৈল কুড়বস্তৈর্দ্বিরামলকীরসঃ॥
সাধ্যঃ সপ্রতিকর্ষঃ স্যাৎ সর্ব্বশীর্ষগদাপহঃ॥

তিলতৈল অর্দ্ধ সের, আমলকীর রস ১ সের। কল্কার্থ প্রপৌণ্ডরীক, যষ্টিমধু, পিঁপুল, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈলের নস্যে সকল প্রকার শিরোরোগ নষ্ট হয়।

মালত্যাদ্যং ঘৃতম্।

মালতী করবীরাগ্নি নক্তমাল বিপাচিতম্।
তৈলমভ্যঞ্জনে শস্তমিন্দ্রলুপ্তাপহং পরম্।
ইদং হি ত্বরিতং হন্তি দারুণং দারুণং নৃণাং॥

তিলতৈল ১ সের। কল্কার্থ মালতীপত্র, করবীমূল, চিতামূল ও ডহরকরঞ্জবীজ প্রত্যেক ৪ তোলা, পাকের জল ৪ সের। এই তৈল মাথায় মাখিলে ইন্দ্রলুপ্ত ও দারুণকরোগ দূরীকৃত হয়।

ধাত্র্যাম্রমজ্জলেপাৎ স্যাৎ স্থিরোরুস্নিগ্ধকেশতা॥

আমলকী ও আম্রের মজ্জা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে কেশ সকল স্থির, ঘন ও স্নিগ্ধ হয়।

ইন্দ্রলুপ্তচিকিৎসা—

ইন্দ্রলুপ্তে শিরাং বিদ্ধা শিলা কাসীস তুত্থকৈঃ।
লেপয়েৎ পরিতঃ কল্কৈস্তৈলঞ্চাভ্যঞ্জনে হিতম্।
কুটন্নট শিখী জাতী করঞ্জ করবীরজৈঃ॥

টাকরোগে তৎস্থানের শিরা বিদ্ধ করিয়া মনছাল, হীরাকস ও তুঁতিয়া এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিবে এবং কৈবর্ত্তমুস্তা, আপাঙ্গমূল, জাতীপত্র, ডহরকরঞ্জ ও করবীমূল এই সমুদায় কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল দিয়া মালিশ করিবে।

অবগাঢ়পদঞ্চৈব প্রচ্ছয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
গুঞ্জাফলৈশ্চিরং লিম্পেৎ কেশভূমিংসমন্ততঃ॥

টাকস্থান ক্ষতবিক্ষত করিয়া গোমূত্রপিষ্ট রক্তবর্ণ গুঞ্জাফল দ্বারা প্রলেপ দিবে।

হস্তিদন্তমসীং কৃত্বা মুখ্যঞ্চৈব রসাঞ্জনম্।
লোমান্যনেন জায়ন্তে নৃণাং পাণিতলেষ্বপি॥

পুটদগ্ধ হস্তিদন্তভস্ম ও রসাঞ্জন একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে টাকস্থানে পুনর্ব্বার কেশোদ্ভব হয়।

হস্তিদন্তমসীং কৃত্বা তৈলেন সহ যোজয়েৎ।
হস্তেষ্বপি প্রজায়ন্তে কেশা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

হস্তিদন্তের ভস্ম তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে টাকরোগ দূরীকৃত হয়।

ভল্লাতক বৃহতীফল গুঞ্জামূল ফলেভ্য একেন।
মধুসহিতেন বিলিপ্তং সুরপতিলুপ্তং শমং যাতি।

ভেলা, বৃহতীফল, কুঁচমূল বা কুঁচফল বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে টাক নিবারণ হইয়া থাকে।

গুঞ্জাফলরসপিষ্টং গুঞ্জামূলমিন্দ্রলুপ্তস্য।
কনকফলনিঘৃষ্টস্য সতোয়ং
দাতব্যং প্রচ্ছিতস্য সদা॥

কুঁচের মূল কুঁচফলের রসের সহিত পেষণ করিয়া জলের সহিত টাকস্থানে প্রলেপ দিবে, প্রলেপ দিবার পূর্ব্বে ঐ স্থান ধুতূরাফল দিয়া ঘর্ষণ করিবে।

ঘৃষ্টস্য কর্কশৈঃ পত্রৈরিন্দ্রলুপ্তস্য গুণ্ঠনম্।
চূর্ণিতৈর্মরিচৈঃ কার্য্য মিন্দ্রলুপ্তবিনাশনম্॥

কর্কশপত্র দ্বারা টাকস্থান ঘর্ষণ করিয়া সেই স্থানে মরিচচূর্ণ ঘর্ষণ করিবে।

ছাগক্ষীরং রসাঞ্জনং পুটদগ্ধ গজদন্ত মসীলিপ্তাঃ।
জায়ন্তে সপ্তদিনাৎ খল্যামপি কুঞ্চিতাশ্চিকুরাঃ॥

ছাগদুগ্ধ, রসাঞ্জন, পুটদগ্ধ গজদন্তভস্ম এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া ৭ দিন প্রলেপ দিলে টাকস্থানে পুনর্ব্বার কেশ উৎপন্ন হয়।

মধুকেন্দীবর মূর্ব্বা
তিলাজ্য গোক্ষীর ভৃঙ্গলেপেন।
অচিরাদ্ভবন্তি কেশা ঘনদৃঢ়মূলায়তানৃজবঃ॥

যষ্টিমধু, নীলোৎপল, মুর্গ্রামূল, তিল, ঘৃত, দুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজ এই সমুদায় একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে ঘন, দৃঢ়মূল ও কুঞ্চিত কেশ উৎপন্ন হয়।

স্নুহ্যাদ্যং তৈলম্।

স্নুহীপয়ঃ পয়োঽর্কস্য মার্কবো লাঙ্গলী বিসম্।
মূত্রমাজং সগোমূত্রং রক্তিকা সেন্দ্রবারুণী॥
সিদ্ধার্থং তীক্ষ্ণতৈলঞ্চ গর্ভং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ।
বহ্নিনা মৃদুনা পক্বং তৈলং খালিত্যনাশনম্।
কূর্ম্মপৃষ্ঠসমানাপি কৃজ্যা যা রোমতস্করী।
দিগ্ধা সানেন জায়েত ঋক্ষশারীরলোমশা॥

কটুতৈল ৪ সের। ছাগমূত্র ৮ সের, গোমূত্র ৮ সের। কল্কার্থ সিজের আটা, আকন্দের আটা, ভৃঙ্গরাজ, ঈশলাঙ্গলা, মৃণাল, কুঁচ, রাখালশসার মূল ও শ্বেত সর্ষপ প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল দ্বারা মালিশ করিলে টাক নিবারণ হয়।

আদিত্যপক্বগুড়ূচী তৈলম্।

বটাবরোহকেশিন্যোশ্চ র্ণেনাদিত্যপাচিতম্।
গুড়ূচীস্বরসে তৈলমভ্যঙ্গাৎকেশরোহণম্॥

সার্ষপ তৈলের সহিত কিঞ্চিৎ গুলঞ্চের রস, বটের ঝুরি ও জটামাংসীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যপক্ব করিয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দনে কেশোদ্ভব হয়।

চন্দনাদ্যং তৈলম্।

চন্দনং মধুকং মূর্ব্বা ত্রিফলা নীলমুৎপলম্।
কান্তা বটাবরোহশ্চ গুড়ূচী বিসমেব চ॥
লৌহচূর্ণং তথা কেশী শারিবে দ্বে তথৈব চ।
মার্কবস্বরসেনৈব তৈলং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
শিরস্যুপচিতাঃ কেশা জায়ন্তে ঘনকুঞ্চিতাঃ।
স্নিগ্ধাশ্চ দৃঢ়মূলাশ্চ তথা ভ্রমরসন্নিভাঃ।
নস্যেনাকালপলিতং নিহন্যাত্তৈলমুত্তমম্॥

তিলতৈল ৪ সের। ভৃঙ্গরাজরস ১৬ সের। কল্কার্থ রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, মূর্ব্বামূল, ত্রিফলা, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, বটের ঝুরি, গুলঞ্চ, মৃণাল, লৌহচূর্ণ, ভূতকেশী, শ্যামালতা ও অনন্তমূল, মিলিত ১ সের। ইহার নস্য লইলে ও কেশে লাগাইলে কেশ সকল ঘন, কুঞ্চিত, দৃঢ়মুল, কৃষ্ণবর্ণ ও বৃদ্ধিশীল হয়। ইহাতে কেশের অকালপক্বতা নিবারণ হয়।

যষ্টীমধ্বাদ্যং তৈলম্।

তৈলং সযষ্টিমধুকৈঃ ক্ষীরে ধাত্রীফলৈঃ শৃতম্।
নস্যে দত্তং জনয়তি কেশান্ শ্মশ্রূণি চাপ্যথ॥

তৈল ১ সের। দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু ৮ তোলা। আমলকী ৮ তোলা। ইহার নস্য গ্রহণ ও মর্দ্দন করিলে কেশ ও শ্মশ্রু উৎপন্ন হয়।

কেশরঞ্জকবিধিঃ।

ত্রিফলা নীলিনীপত্রং লৌহং ভৃঙ্গরজঃ সমম্।
অবিমূত্রেণ সংযুক্তং কৃষ্ণীকরণমুত্তমম্॥

ত্রিফলা, নীলবৃক্ষের পত্র, লৌহ ও ভীমরাজ এই সমুদায় সমান ভাগে লইয়া মেষমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া কেশে মাখাইলে কেশ সকল উত্তম কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ত্রিফলাচূর্ণসংযুক্তং লৌহচূর্ণং বিনিক্ষিপেৎ।
ঈষৎপক্বে নারিকেলে ভৃঙ্গরাজরসান্বিতে॥
মাসমেকন্তু নিক্ষিপ্য সম্যগ্গর্ত্তাৎ সমুদ্ধরেৎ।
ততঃ শিরো মুণ্ডয়িত্বা লেপং দত্ত্বা ভিষগ্বরঃ॥
সংবেষ্ট্য কদলীপত্রৈর্মোচয়েৎ সপ্তমে দিনে।
ক্ষালয়েৎ ত্রিফলাক্বাথৈঃ ক্ষীরমাংসরসাশনঃ॥
কপোলরঞ্জনঞ্চৈতৎ কৃষ্ণীকরণমুত্তমম্॥

ঈষৎ পক্ক একটী নারিকেলের মধ্যে ভীমরাজের রস, লৌহচূর্ণ ও ত্রিফলা চূর্ণ নিহিত করিয়া গর্ত্তের মধ্যে এক মাস পুঁতিয়া রাখিবে। ইহাতে ঐ নারিকেলাদি পচিয়া যাইবে। পরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া, উহার দ্বারা প্রলেপ দিয়া কদলীপত্রে বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। ৭ দিবসের পর ঐ প্রলেপ তুলিয়া ত্রিফলার ক্বাথে মস্তক ধৌত করিবে। উক্ত ৭ দিবস দুগ্ধ ও মাংসের যূষ পথ্য দিবে। ইহাতে মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ কেশ উদ্ভূত হইয়া থাকে।

উৎপলং পয়সা সার্দ্ধং মাসং ভূমৌ নিধাপয়েৎ।
কেশানাং কৃষ্ণীকরণং স্নেহনঞ্চ বিধীয়তে॥

নীলোৎপলপুষ্প দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া এক মাস গর্ত্তে নিহিত করিয়া রাখিবে। ইহা কেশে মাখিলে কেশ সকল স্নিগ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ভৃঙ্গপুষ্পং জবাপুষ্পং মেষদুগ্ধপ্রপেষিতম্।
তেনৈবালোড়িতং লৌহপাত্রস্থং ভূম্যধঃ কৃতম্।
সপ্তাহাদুদ্ধৃতং পশ্চাদ্ ভৃঙ্গরাজরসেন তু।
আলোড্যাজ্যেন চ শিরো বেষ্টয়িত্বা বসেন্নিশাম।
প্রাতস্তু ক্ষালনং কার্য্যমেবং স্যান্মূর্দ্ধরঞ্জনম্।
এবং সিন্দুরবালাম্রশঙ্খ ভৃঙ্গরসৈঃ ক্রিয়াঃ॥

ভীমরাজপুষ্প ও যবাপুষ্প মেষ দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পুনর্ব্বার তদ্দ্বারাই আলোড়ন করিয়া লৌহভাণ্ডে পুরিয়া ৭ দিবস গর্ত্তের মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। ৭ দিবসের পর গর্ত্ত হইতে তুলিয়া ভীমরাজের রস ও ঘৃতের সহিত আলোড়নপূর্ব্বক মস্তকে লেপন করিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিবে, প্রাতঃকালে মস্তক ধৌত করিয়া ফেলিবে। ইহাতে কেশ সকল লোহিতবর্ণ হয়। এইরূপ মেটেসিন্দুর, বালা, আম্রকেশী, শঙ্খচূর্ণ ও ভীমরাজের রস এই সমুদায়ের দ্বারা মস্তক লিপ্ত করিলে পূর্ব্বোক্ত ফল হয়।

নবদগ্ধ শঙ্খচূর্ণ কাঞ্জিক-
রসসংযুতং হি সীসকং ঘৃষ্ট্বা।
লেপাৎ কচানর্কদলাবদ্ধান্
শুভ্রান্ করোতি নীলতমান্॥

রামকর্পূর তৃণভস্ম, শঙ্খচূর্ণ ও সীসা এই সমুদায় কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া কেশে লেপন করিয়া আকন্দপত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিলে শুভ্র কেশ নীলবর্ণ হইয়া থাকে।

লৌহ মল কল্কৈঃ সজবাকুসুমৈর্নরঃ সদা স্নায়ী।
পলিতানীহ ন পশ্যতি গঙ্গাস্নায়ীব নরকাণি॥

প্রত্যহ স্নানকালে লৌহমল ও জবাপুষ্প একত্র পেষণ করিয়া মাথায় মাখিলে কেশের পক্কতা নিবারণ হয়।

নিম্বস্য বীজানি হি ভাবিতানি
ভৃঙ্গস্য তোয়েন তথাসনস্য।
তৈলন্তু তেষাং বিনিহন্তি নস্যাৎ
দুগ্ধাম্বুভোক্তুঃ পলিতং সমূলম্॥

ভীমরাজ ও অসনবৃক্ষের রসে নিমের বীজ ভাবনা দিয়া তাহা হইতে তৈল নিষ্পীড়ন করিয়া লইবে। এই তৈলের নস্য গ্রহণ ও দুগ্ধান্ন ভোজন করিয়া কেশের অকালপক্কতা নিবারণ হইয়া থাকে।

নিম্বস্য তৈলং প্রকৃতিস্থমেব
নস্তো নিষিক্তং বিধিনা যথাবৎ।
মাসেন গোক্ষীরভুজো নরস্য
যবাগ্রভূতং পলিতং নিহন্তি।

একমাস কেবল নিমের তৈলের নস্য গ্রহণ ও গব্যদুগ্ধ পান করিলে অতিশয় শুক্লবর্ণ কেশও পুনর্ব্বার কৃষ্ণ-বর্ণ হয়।

ক্ষীরাৎ সমার্কবরসাৎ দ্বিপ্রস্থে মধুকাৎ পলে।
তৈলস্য কুড়বং পক্বং তন্নস্যং পলিতাপহম্।

তিলতৈল অর্দ্ধ সের, দুগ্ধ ৪ সের ও ভীমরাজের রস ৪ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু ৮ তোলা। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের অকালপক্বতা নিবারণ হয়।

অঙ্কোলকোত্থিতং তৈলং কান্তপাষাণচূর্ণকম্।
ফলন্তু শ্রীফলং কৃষ্ণাং চূর্ণয়িত্বা প্রযত্নতঃ॥
ধান্যরাশৌ বিনিক্ষিপ্য মাসার্দ্ধে শিরসি স্থিতম্।
নস্যং দিনত্রয়ং তেন কেশরঞ্জনকং ভবেৎ॥
বর্ষার্দ্ধং তিষ্ঠতে কৃষ্ণং ভ্রমরাঞ্জনসন্নিভম্।

আঁকোড়ফলের তৈলের সহিত লৌহ, জায়ফল, বেলশুঁঠ ও পিপ্পলীচূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ মিশ্রিত করিয়া ভাণ্ড-মধ্যে রাখিয়া ধান্যরাশির মধ্যে অর্দ্ধ মাস রাখিবে। ৩ দিন ইহার নস্য গ্রহণ ও কেশে মাখাইলে শুভ্রকেশ ভ্রমরের ন্যায় নীলবর্ণ হইবে এবং কৃষ্ণতা এক বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবে।

ত্রিফলা লৌহচূর্ণঞ্চ ইক্ষুভৃঙ্গরসস্তথা।
কৃষ্ণমৃত্তিকয়া সার্দ্ধং ভাণ্ডে মাসং নিরোধয়েৎ।
তল্লেপাত্রঞ্জিতাঃ কেশাশ্চতুর্ম্মাসং স্থিরাঃ স্মৃতাঃ।

ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ, ইক্ষুরস, ভীম-রাজের রস ও কৃষ্ণমৃত্তিকা প্রত্যেক সমভাগ মিশ্রিত করিয়া ১ মাস ১টী পাত্র মধ্যে রাখিবে, পরে উহা কেশে মাখিলে ৩ দিনের মধ্যে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইবে ঐ কৃষ্ণবর্ণতা ৪ মাস পর্য্যন্ত থাকিবে।

লৌহকিট্টং জবাপুষ্পং পিষ্ট্বা ধাত্রীফলং সমম্।
ত্রিদিনং লেপয়েৎ শীর্ষং ত্রিমাসং কেশরঞ্জনম্।

লৌহমণ্ডুর, জবাপুষ্প ও আমলা একত্র পেষণ করিয়া ৩ দিন মস্তকে লাগাইলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

মহানীলতৈলম্।

আদিত্যবল্ল্যা মূলানি কৃষ্ণশৈরীয়কস্য চ।
সুরসস্য চ পত্রাণি ফলং কৃষ্ণশণস্য চ।
মার্কবঃ কাকমাচী চ মধুকং দেবদারু চ।
পৃথক্ দশপলাংশানি পিপ্পল্যস্ত্রিফলাঞ্জনম্॥
প্রপৌণ্ডরীকং মঞ্জিষ্ঠা লোধ্রং কৃষ্ণাগুরুৎপলম্।
আম্রাস্থি কর্দ্দমঃ কৃষ্ণো মৃণালং রক্তচন্দনম্।
নীলী ভল্লাতকাস্থীনি কাসীসং মদয়ন্তিকা।
সোমরাজ্যশনং শস্ত্রং কৃষ্ণা পিণ্ডীতচিত্রকৌ।
পুষ্পাণ্যর্জ্জুন কাশ্মর্য্যোরাম্র জম্বু ফলানি চ।
পৃথক্ পঞ্চপলৈর্ভাগৈঃ সুপিষ্টৈরাঢ়কং পচেৎ।
বিভীতকস্য তৈলস্য ধাত্রীরসচতুর্গুণম্।
কুর্য্যাদাদিত্যপাকং বা যাবৎ শুষ্কো ভবেদ্রসঃ।
লৌহপাত্রে ততঃ পূতং সংশুদ্ধমুপযোজয়েৎ।
পানে নস্যক্রিয়ায়াঞ্চ শিরোঽভ্যঙ্গে তথৈব চ॥
এতচ্চক্ষুষ্যমায়ুষ্যং শিরসঃ সর্ব্বরোগনুৎ।
মহানীলমিতি খ্যাতং পলিতঘ্নমনুত্তমম্।

বহেড়ার তৈল ১৬ সের। আমল-কীর রস ৬৪ সের। কল্কার্থ ঘোষালতার

মূল, কালঝাঁটিমূল, তুলসীপত্র, কৃষ্ণশণের ফল, ভীমরাজ, কাকমাচী, যষ্টিমধু, ও দেবদারু প্রত্যেক ১০ পল, পিঁপুল, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, প্রপৌণ্ডরীক, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কৃষ্ণাগুরু, নীলোৎপল, আম্রকেশী, কৃষ্ণকর্দ্দম, মৃণাল, রক্তচন্দন, নীলকাষ্ঠ, ভেলার মুটী, হীরাকস, মল্লিকা পুষ্প, সোমরাজী, অশনছাল, লৌহচূর্ণ, পিঁপুল, মদনফল, চিতামূল, অর্জ্জুনপুষ্প, গাম্ভারীপুষ্প, আম্রফল ও জামফল প্রত্যেক ৫ পল। যথাবিধি পাক করিবে। অথবা সমুদায় রস শোষণ পর্য্যন্ত সূর্য্য-পক করিয়া লইবে। পাক সম্পন্ন হইলে ছাঁকিয়া লৌহপাত্রে রাখিবে। ইহা পান, নস্য ও মস্তকে মর্দ্দনার্থ প্রয়োজ্য। ইহাতে সকল প্রকার শিরোরোগ ও কেশের পক্কতা নিবারণ হইয়া চক্ষুর তেজ ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়।

ভৃঙ্গরাজতৈলম্।

ভৃঙ্গরাজরসে পক্বং শিখিপিত্তেন কল্কিতম্।
ঘৃতং নস্যেন পলিতং হন্যাৎ সপ্তাহযোগতঃ॥

ঘৃত ১ সের, ভীমরাজের রস ৪ সের। কল্কার্থ ময়ূরপিত্ত ১৬ তোলা। সপ্তাহ এই ঘৃতের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের পক্কতা নিবারণ হয়।

কাঞ্জিকপিষ্ট শেলুফল মজ্জনি সচ্ছিদ্রলৌহগে।
যদর্কতাপাৎ পততি তৈলং তন্নস্যম্রক্ষণাৎ॥
কেশা নীলালিসংকাশাঃ সদ্যঃ স্নিগ্ধা ভবন্তি চ।
নয়ন শ্রবণ গ্রীবা দন্তরোগাংশ্চ হন্ত্যদঃ॥

বহুবারফলের মজ্জা কাঁজিতে পেষণ করিয়া সচ্ছিদ্র লৌহপাত্রে রাখিবে, ঐ পাত্র রৌদ্রে ধরিলে তাহা হইতে যে তৈল চুয়াইয়া পড়িবে, তাহার নস্য ও অভ্যঙ্গ দ্বারা কেশ সকল নীলবর্ণ এবং চক্ষু, কর্ণ, গ্রীবা ও দন্ত সম্বন্ধীয় পীড়া উপশমিত হয়।

কাসীস রোচনা তুত্থ হরিতাল রসাঞ্জনৈঃ।
অম্লপিষ্টৈঃ প্রলেপোঽয়ং বৃষণকচ্ছুহিপূতয়োঃ।

হীরাকস, গোরোচনা, তুঁতিয়া, হরিতাল ও রসাঞ্জন এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বৃষণকচ্ছু ও অহিপূতন রোগ উপশমিত হয়।

পটোলপত্র ত্রিফলা রসাঞ্জন বিপাচিতম্।
পীতং ঘৃতং নাশয়তি কৃচ্ছ্রামপ্যহিপূতনাম্॥

পটোলপত্র, ত্রিফলা ও রসাঞ্জন এই সমুদায় দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া তাহা পান করিলে অহিপূতন রোগ নষ্ট হয়।

রজনীমার্কবমূলং পিষ্টং শীতেন বারিণা তুল্যম্।
হন্তি বিসর্পং লেপাদ্ বরাহদশনাহ্বয়ং ঘোরম্॥

হরিদ্রা ও ভীমরাজের মূল শীতল জলের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে শূকরদংষ্ট্রক রোগ প্রশমিত হয়।

নাড়ীচবীজকল্কঃ পীতো গব্যেন সর্পিষা প্রাতঃ।
শময়তি শূকরদংষ্ট্রং সদাহপাকজ্বরং ঘোরম্॥

নালিতার বীজ বাঁটিয়া গব্যঘৃতের সহিত প্রাতে সেবন করিলে শূকরদংষ্ট্রক রোগ উপশমিত হয়।

বিসর্পোক্তপ্রতীকারঃ কার্য্যঃ শূকরদংষ্ট্রকে।

শূকরদংষ্ট্রক রোগে বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

অমৃতাঙ্কুরবটী।

অমৃতং পারদং গন্ধং লৌহমভ্রং শিলাজতু।
গুঞ্জামাত্রাং বটীং কুর্য্যান্মর্দ্দয়িত্বামৃতাম্ভসা।
এষামৃতাঙ্কুরবটী পীতা ধাত্র্যম্ভসা সহ।
ক্ষুদ্ররোগানশেষাংস্তু গদান্ পিত্তাস্রকোপজান্॥
জ্বরং জীর্ণং প্রমেহঞ্চ কার্শ্যমগ্নিক্ষয়ং তথা।
নাশয়েজ্জনয়েৎ পুষ্টিং কান্তিং মেধাং শুভাং মতিম্॥

বিষ, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও শিলাজতু এই সমুদায় সমান ভাগে লইয়া গুলঞ্চের রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আমলকীর রস। ইহা সেবন করিলে বিবিধ ক্ষুদ্র রোগ, পিত্ত ও রক্তের প্রকোপ জন্য পীড়া সমস্ত, জীর্ণজ্বর, প্রমেহ, কার্শ্য ও অগ্নিমান্দ্য এই সমুদায়ের নিবৃত্তি হইয়া পুষ্টি, কান্তি ও শুভমতি উৎপন্ন হয়।

চন্দ্রপ্রভারসঃ।

চন্দ্রপ্রভাং তুগাক্ষীরীং সৈন্ধবঞ্চ শিলাজতু।
কৌশিকঞ্চাক্ষমাণন্তু হেমারং রৌপ্যমভ্রকম্॥
মাক্ষিকং শাণমাত্রঞ্চ মধুনা পরিমর্দ্দয়েৎ।
ততো দ্বিবল্লমানেন বটিকাঃ পরিকল্পয়েৎ॥
অনুপানবিশেষেণ যোজিতোঽয়ং মহারসঃ।
সর্ব্বান্ ক্ষুদ্রগদান্ হন্তি প্রমেহানপি দুস্তরান্॥
বাতব্যাধীনশেষাংশ্চ পিত্তজান্ কফসম্ভবান্।
চির প্রনষ্টমগ্নিঞ্চ দীপয়েজ্জনয়েদ্বলম্॥

সোমরাজীবীজ, বংশলোচন, সৈন্ধবলবণ, শিলাজতু ও গুগ্‌গুল প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ, পিত্তল, রৌপ্য, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য মধুর সহিত মাড়িয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ব্যাধি ও দোষাদি বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে বিবিধ ক্ষুদ্ররোগ এবং প্রমেহ প্রভৃতি নানা পীড়ার শান্তি হয়।

কুঙ্কুমাদিঘৃতম্।

কুঙ্কুমেন নিশাভ্যাঞ্চ কণয়া বহ্নিবারিণা।
ঘৃতং পক্কং নিরাকুর্য্যান্নীলিকাং মুখদূষিকাম্।
সিধ্মাদীং স্ত্বগ্‌গদান্ সর্ব্বান্ ব্যাধীন্ কফসমুদ্ভবান্।
শিরোঽর্ত্তিং নাশয়েচ্চাশু লাবণ্যং জনয়েৎ পরম্।
জগতামুপকারায় দস্রাভ্যাং বিহিতন্ত্বিদম্।
পানেঽভ্যঙ্গে তথা নস্যেযুক্ত্যা যোজ্যং বিচক্ষণৈঃ॥

মূর্চ্ছিত ঘৃত ১ সের। চিতামূলের ক্বাথ ৪ সের। কল্কার্থ কুঙ্কুম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও পিঁপুল প্রত্যেক ৪ তোলা। এই ঘৃত ব্যবহারে নীলিকা, মুখদূষিকা ও সিধ্ম প্রভৃতি ত্বগ্‌রোগ, কফজ ব্যাধি সমস্ত ও শিরোরোগ বিনষ্ট এবং মনোহর কান্তি উৎপন্ন হয়। ইহা বিবেচনামত পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যে প্রয়োজ্য।

সপ্তচ্ছদাদিতৈলম্।

সপ্তচ্ছদস্য বাসায়াঃ পিচুমর্দ্দস্য চাম্ভসা।
তৈলপ্রস্থং পচেৎ কল্কৈর্নিশাদার্ব্বী ফলত্রিকৈঃ।
ব্যোষেন্দ্রযব মঞ্জিষ্ঠা খদিরক্ষার সৈন্ধবৈঃ।
গোমূত্রস্যাঢ়কং দত্ত্বা শনৈশ্চ মৃদুনাগ্নিনা।

পদ্মিনীকণ্টকং চিপ্পং কদরং ব্যঙ্গ নীলিকে।
জালগর্দ্দভকঞ্চৈতৎ ত্বগ্‌গদাংশ্চ বিনাশয়েৎ ।

তিলতৈল ৪ সের। ছাতিমছাল, বাসকছাল ও নিমছাল ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথ ১৬ সের। কল্কার্থ হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, খদিরকাষ্ঠ, যবক্ষার ও সৈন্ধব মিলিত ১ সের। গোমূত্র ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা মর্দ্দন করিলে পদ্মিনীকণ্টক, চিপ্প, কদর, ব্যঙ্গ, নীলিকা, জালগর্দ্দভ ও বিবিধ ত্বগ্‌রোগ নিরাকৃত হয়।

সহাচরঘৃতম্ ।

সহাচরতুলাক্বাথে ক্বাথে চ দশমূলজে।
শিরীষস্য কষায়ে চ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।
কল্কান্ দত্ত্বা পঞ্চকোলং ক্রিমিঘ্নং পটুপঞ্চকম্।
ক্ষারত্রয়ং বৃশ্চিকালীং সিন্দুরমপি গৈরিকম্ ॥
হন্যাদেতদ্‌ঘৃতং ন্যচ্ছং নীলিকাং তিলকালকম্।
অঙ্গুলীবেষ্টকং পাদদারীঞ্চ মুখদূষিকাম্ ॥

গব্যঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ পীতঝাঁটী ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দশমূল মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; শিরীষছাল ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ পিঁপুল, পিঁপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, বিছাটীমূল, মেটেসিন্দূর ও গেরিমাটী মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃতের মর্দ্দনে ন্যচ্ছ, নীলিকা, তিলকালক, অঙ্গুলীবেষ্টক, পাদদারী ও মুখদূষিকা রোগ নিরাকৃত হয়।

ক্ষারঘৃতম্ ।

মুষ্ককং কুটজং গুঞ্জাং চিত্রকং কদলীং বৃষম্।
অর্কস্নুহ্যাবপামার্গমশ্বমারং বিভীতকম্ ॥
পলাশং পারিভদ্রঞ্চ নক্তমালঞ্চ সন্দহেৎ ।
ততঃ প্রস্থং সমাদায় ক্ষারস্য ষড়্‌গুণাম্ভসা ॥
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো বিস্রাব্য পচেৎ সর্পিস্তদম্বুনা।
কল্কং ক্ষারত্রয়ং দত্ত্বা নাতিতীব্রেণ বহ্নিনা ॥
ক্ষারসর্পিরিদং হন্যাৎ মশকং তিলকালকম্।
পদ্মিনীকণ্টকং চিপ্পমলসং দদ্রুসিধ্মনী ॥

ঘণ্টাপারুল, কুড়চি, কুঁচ, চিতা, কদলী, বাসক, আকন্দ, মনসাসিজ, আপাঙ্গ, করবী, বহেড়া, পলাশ, পালিধা ও করঞ্জ ইহাদের গাছ খণ্ড খণ্ড করিয়া সমান সমান ভাগে লইয়া একত্র দগ্ধ করিবে। পরে এই ভস্ম ২ সের, ১২ সের জলে গুলিয়া ক্রমান্বয়ে ২১ বার ছাঁকিবে। এই ১২ সের ক্ষারজল দ্বারা যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগা মিলিত ১ সের, কল্ক দিয়া ৪ সের গব্য ঘৃত পাক করিবে। অনতিতীব্র অগ্নিতে পাক কর্ত্তব্য। এই ঘৃতের মর্দ্দনে মশক, তিলকালক, পদ্মিনীকণ্টক, চিপ্প, অলস, দদ্রু ও সিধ্ম রোগের শান্তি হয়।

মধূথাদিঃ ।

মধূথং ত্রিভাগং বসায়া দ্বিভাগং
তথা নারিকেলোদ্ভবং তৈলমেকম্।

অম্লালস্য ভাগং দ্রুতং বহ্নিতাপৈ-
স্ততো বস্ত্রখণ্ডে বিলগ্নং বিদধ্যাৎ ॥
ক্ষতং সর্ব্বরূপং নখোত্থঞ্চ চিপ্পা-
ঙ্গুলীবেষ্টকৌ চ মধূত্থাদি হন্তি।

মোম ৩ ভাগ, মেষের বসা ২ ভাগ, নারিকেলতৈল ১ ভাগ ও ধুনা ১ ভাগ এই সমস্ত একত্রে মৃদু অগ্নিসন্তাপে গলাইয়া লইবে। এই মলম বস্ত্রখণ্ডে লাগাইয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে নখকুনী, আঙ্গুলহাড়া ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষত সত্বর প্রশমিত হয়।

শয্যামূত্রচিকিৎসা—

কৃতমূত্রার্দ্রভূভাগমৃদমাকৃষ্য খোলকে।
সংভজ্য মধুসর্পির্ভ্যাং লেহয়েন্মূত্রিতং জনম্।
শয্যায়াং মূত্ররোধঃ স্যান্মূত্রিতস্য ন সংশয়ঃ।

(শয্যাতলস্তিমিতমৃত্তিকাং গৃহীত্বা খোলকে ভর্জ্জয়িত্বা ঘৃতমধুভ্যাং লেহয়েৎ।)

যে ব্যক্তির শয্যায় প্রস্রাব করা রোগ থাকে, তাহার শয্যাতলস্থ মূত্রসিক্ত মৃত্তিকা খোলায় ভাজিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করাইলে উক্ত রোগ নিবারণ হয়।

বিম্বমূলরসঃ পীতঃ শয্যামূত্রং নিবারয়েৎ।

তেলাকুচামূলের রস ২ তোলা, ২ মাষা চিনির সহিত সায়ংকালে পান করিলে শয্যামূত্র নিবারণ হয়।

অহিফেন প্রয়োগেণ মূত্ররোগো বিনশ্যতি।

সায়ংকালে অর্দ্ধ বা এক রতি মাত্রায় অহিফেন সেবন করাইলে নিশ্চয়ই শয্যামূত্র রোগ নিবারণ হয়।

লোমশাতনবিধিঃ।

হরিতালচূর্ণকণিকালেপাত্তপ্তেন বারিণা সদ্যঃ।
নিপতন্তি লোমনিচয়াঃ কৌতুকমিদমদ্ভুতং মন্যে।

উষ্ণজলে হরিতালচূর্ণ মর্দ্দন করিয়া লোমস্থানে লেপন করিলে সদ্যঃ লোম সকল পতিত হয়।

দগ্ধ্বা শঙ্খং ক্ষিপেদ্রম্ভাম্বুরসে তচ্চ পেষিতম্।
তুল্যং প্রলেপতো হন্তি লোম গুহ্যাদিসম্ভবম্ ॥

শঙ্খভস্ম ও হরিতাল কদলীর রসে মর্দ্দন করিয়া লেপন করিলে গুহ্যাদি স্থানস্থ লোম সকল নিপতিত হয়।

রক্তাঞ্জনীপুচ্ছচূর্ণযুক্তং তৈলন্তু সার্ষপম্।
সপ্তাহমুষিতং হন্তি মূলাদ্রোমাণ্যসংশয়ম্ ॥

রক্তবর্ণ অঞ্জনীর (আঞ্জিনার) পুচ্ছ চূর্ণ করিয়া ৭ দিবস সর্ষপ তৈলে ভিজাইয়া রাখিবে। ইহা লোমস্থানে লেপন করিলে লোমসকল সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়।

পলাশভস্মান্বিত তালমূলৈ-
রম্ভাম্বুমিশ্রৈরুপলিপ্য ভূয়ঃ।
কন্দর্পগেহে মৃগলোচনানাং
রোমাণি রোহন্তি কদাপি নৈব ॥

পলাশছালভস্ম ও হরিতাল সমভাগে কদলীমূলের রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া লোমস্থানে লাগাইলে লোম সকল সত্বর নিপতিত হয়।

একঃ প্রদেয়ো হরিতালভাগঃ
পঞ্চ প্রদেয়া জলজস্য ভাগাঃ।
ষড়্ভস্মনঃ পর্ণতরোস্তথৈব
প্রোক্তাশ্চ ভাগাঃ কদলীজলার্দ্রাঃ ॥

সংমিশ্র্য পাত্রেষু দিনানি সপ্ত
কৃত্বা স্মরাগারবিলেপনঞ্চ।
রোমাণি সর্ব্বাণি বিলাসিনীনাং
পুনর্ন রোহন্তি কদাচিদেব॥

হরিতাল ১ ভাগ, শঙ্খভস্ম ৫ ভাগ, পলাশক্ষার ৬ ভাগ এই সমুদায় দ্রব্য ৭ দিন কদলীর রসে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহা লোমস্থানে লেপন করিলে লোম নিপতিত হয়।

রম্ভাজলে সপ্তদিনং বিভাব্য
ভস্মানি কম্বোর্ম্মস্থণানি পশ্চাৎ।
তালেন যুক্তানি বিলেপনেন
লোমানি নির্ম্মূলয়তি ক্ষণেন॥

শঙ্খভস্ম ও হরিতাল কদলীর রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা লেপন করিলে লোম সকল নির্ম্মূলিত হয়।

কুসুম্ভতৈলাভ্যঙ্গো বা রোম্নামুৎপাটকোঽস্তকৃৎ।

লোমস্থানে কুসুম্ভতৈল মর্দ্দন করিলে লোম সকল উৎপাটিত হয়।

কর্পূর ভল্লাতক শঙ্খচূর্ণং
ক্ষারো যবানাঞ্চ মনঃশিলা চ।
তৈলং সুপক্বং হরিতালমিশ্রং
রোমাণি নির্ম্মূলয়তি ক্ষণেন।

কর্পূর, ভেলার মুটি, শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, মনছাল ও হরিতাল এই সমুদায়ের সহিত সিদ্ধ তৈল লোমস্থানে লেপন করিলে লোম সকল নির্ম্মূলিত হয়।

ক্ষারতৈলম্।

শুক্তি শম্বূক শঙ্খানাং দীর্ঘবৃন্তাৎ সমুষ্ককাৎ।
দগ্ধ্বা ক্ষারং সমাদায় খরমূত্রেণ ভাবয়েৎ॥
ক্ষারাষ্টভাগং বিপচেত্তৈলং বৈ সার্ষপং বুধঃ।
ইদমন্তঃপুরে দেয়ং তৈলমাত্রেয়পূজিতম্॥
বিন্দুরেকঃ পতেদ্যত্র তত্র লোমাপুনর্ভবঃ।
মদনাদিব্রণে তৈলমশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতম্॥
অর্শসাং কুষ্ঠরোগাণাং পামাদদ্রুবিচর্চ্চিনাম্।
ক্ষারতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বক্লেদরুজাপহম্॥

ঝিনুক, শামুক ও শঙ্খভস্ম, সোণা ও ঘণ্টাপারুলের ক্ষার, গর্দ্দভের মূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ক্ষারের অষ্টভাগ সার্ষপতৈলের সহিত উহা পাক করিবে। ইহা দ্বারা লোম নাশ এবং পামা ও দদ্রু প্রভৃতি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

পথ্যাপথ্যনির্ণয়ঃ।

বাতানুলোমনং যচ্চ শকৃন্মূত্রপ্রবর্ত্তনম্।
শোধনং শোণিতস্যাপি ত্রিদোষঘ্নানি যানি চ॥
দ্রব্যাণি ক্ষুদ্ররোগেষু হিতান্যেবংবিধানি চ।
বিপরীতানি সর্ব্বাণি বর্জ্জনীয়ানি যত্নতঃ॥

বায়ুর অনুলোমক, মলমূত্রপ্রবর্ত্তক, রক্তশোধক এবং ত্রিদোষপ্রশমক দ্রব্য সকল ক্ষুদ্ররোগ সমস্তে হিতকর। ইহার বিপরীত অনিষ্টজনক।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ।

বিষাধিকারঃ।

সর্ব্বৈরেবাদিতঃ সর্পৈঃ শাখাদষ্টস্য দেহিনঃ।
দংশস্যোপরি বধ্নীয়াদরিষ্টাশ্চতুরঙ্গুলে॥
ন গচ্ছতি বিষং দেহমরিষ্টাভির্নিবারিতম্।
দহেদ্দংশমথোৎকৃত্য যত্র বন্ধো ন জায়তে॥

যদি হস্তে বা পদে সর্পে দংশন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ দষ্টস্থান হইতে চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে তাগা বাঁধিবে, ইহাতে বিষ দেহব্যাপি হইতে পারে না। তাগা বাঁধিয়া দষ্ট স্থান চিরিয়া রক্তমোক্ষণ ও অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে তাগা বাঁধিবার উপায় নাই, তথায় শস্ত্র-প্রয়োগ ও দাহ প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

মূলংতণ্ডুলবারিণা পিবতি যঃ প্রত্যঙ্গিরাসম্ভবং
নিষ্পিষ্টং শুচিভদ্রযোগদিবসে
তস্যাহিভীতিঃ কুতঃ?
দর্পাদেব ফণী যদা দশতি
তং মোহান্বিতো মূলপং।
স্থানে তত্র স এব যাতি
নিয়তং বক্তুং যমস্যাচিরাৎ॥

আষাঢ় মাসের পুষ্যাদি শুভ নক্ষত্রে তণ্ডুলোদকে শিরীষমূল বাঁটিয়া পান করিলে সর্পভয় নিবারিত হয়, যদিও সর্পে দংশন করে, তাহা হইলে ঐ সর্প তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

মসুর নিম্ব পত্রাভ্যাং যোহত্তি মেষগতে রবৌ।
অব্দমেকং ন ভীতিঃ স্যাদ্বিষাত্তস্য ন সংশয়ঃ॥

বৈশাখ মাসে মসুর কলাই ও নিম্ব-পত্র ভক্ষণ করিলে এক বৎসর সর্পভয় থাকে না।

ধবল পুনর্নব জটয়া তণ্ডুল জল পীতয়া চ পুষ্যর্ক্ষে।
অপসরতি খলু বিষধরোপদ্রব আবৎসরং পুংসাম্॥

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতপুনর্নবার মূল তণ্ডুলোদকের সহিত বাঁটিয়া খাইলে এক বৎসর সর্পভয় থাকে না।

গৃহধূমো হরিদ্রে দ্বে সমূলং তণ্ডুলীয়কম্।
সর্পির্বাস্তুকিনা দষ্টঃ পিবেদ্দধিঘৃতাপ্লুতম্॥

সর্পাঘাত হইলে ঝুল, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা ও মূলসহিত ক্ষুদেনটে এই সমুদায় বাঁটিয়া দধি ও ঘৃতের সহিত সেবন করা কর্ত্তব্য।

কুলিকমূলনস্যেন কালদষ্টোঽপি জীবতি॥

কালিয়াকড়ার মূলের নস্যে সর্পবিষ নষ্ট হয়।

শিরীষপুষ্পস্বরসে ভাবিতং মরিচং সিতম্।
সপ্তাহং সর্পদষ্টানাং নস্যপানাঞ্জনে হিতম্॥

সজিনাবীজ শিরীষপুষ্পের রসে ৭ দিন ভাবনা দিবে। সর্পদষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ইহার নস্য, পান ও অঞ্জন বিশেষ উপকারক।

দ্বিপলং নতকুষ্ঠাভ্যাং ঘৃতক্ষৌদ্র চতুঃপলম্।
অপি তক্ষকদষ্টানাং পানমেতৎ সুখপ্রদম্॥

তগরপাদুকা ও কুড় প্রত্যেক ১ পল, ঘৃত ও মধু প্রত্যেক ২ পল এই সমুদায় একত্রে সেবন করিলে তক্ষক-দষ্ট ব্যক্তিও স্বাস্থ্যলাভ করে।

বন্ধ্যকর্কোটজং মূলং ছাগমূত্রেণ ভাবিতম্।
নস্যং কাঞ্জিকসংপিষ্টং বিষোপহতচেতসঃ॥

সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ছাগমূত্রে ভাবিত বন্ধ্যকাঁকরোলমূল কাঁজিতে পেষণ করিয়া নস্য প্রদান করিবে।

দহেদ্ দংশমথোৎকৃত্য যত্র বন্ধো ন জায়তে ।
আচূষণচ্ছেদদাহাঃ সর্ব্বত্রৈব তু পূজিতাঃ ॥

দষ্টস্থান উদ্বর্ত্তন করিয়া তাহার কিছু নিম্ন হইতে দহন করিবে। চূষণ, ছেদন ও দহন ক্রিয়া সর্ব্বত্র হিতকর।

দেবব্রহ্মর্ষিভিঃ প্রোক্তা মন্ত্রাঃ সত্যতপোময়াঃ ।
ভবন্তি নান্যথা ক্ষিপ্রং বিষং হন্যুঃ সুদুস্তরম্ ॥

দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি কর্ত্তৃক প্রোক্ত, সত্যতপোময় মন্ত্রসকল ব্যর্থ হয় না, মন্ত্রদ্বারা সুদুস্তর বিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

মন্ত্রাস্ত্ববিধিনা প্রোক্তা হীনা বা স্বরবর্ণতঃ ।
যস্মান্ন সিদ্ধিমায়ান্তি তস্মাদ্ যোজ্যোঽগদক্রমঃ ॥

মন্ত্রসকল অবিধিরূপে প্রোক্ত অথবা স্বর ও বর্ণহীন হইলে কার্য্যকর হয় না। অতএব কেবল মন্ত্রের উপর নির্ভর না করিয়া ঔষধ প্রয়োগেও যত্নবান্ হইবে।

সমন্ততঃ শিরাদংশাদ্বিধ্যেত্তু কুশলো ভিষক্ ।
শাখাগ্রে বা ললাটে বা বেধ্যাস্তা বিসৃতে বিষে ॥
রক্তে নির্হ্রিয়মাণে তু কৃৎস্নং নির্হ্রিয়তে বিষম্ ।
তস্মাদ্বিস্রাবয়েদ্রক্তং সা হ্যস্য পরমা ক্রিয়া ॥

দষ্টস্থানের চারিদিকে শিরাবেধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে, বিষ দেহব্যাপ্ত হইলে শাখাগ্রের অথবা ললাটের শিরাসকল বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য। রক্তনির্হৃত হইলে সমস্ত বিষ নির্হৃত হয়, অতএব সর্পদষ্ট ব্যক্তির প্রথমতঃ সর্ব্বপ্রযত্নে রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। রক্তমোক্ষণ এবিষয়ে বিশেষ হিতকর।

সমন্তাদগদৈর্দংশং প্রচ্ছয়িত্বা প্রলেপয়েৎ ।
চন্দনোশীরযুক্তেন বারিণা পরিষেচয়েৎ ॥

দষ্টস্থান লেখন করিয়া অগদনামক ঔষধদ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। চন্দন এবং বেণার মূলসংযুক্ত জলদ্বারা সেচন ক্রিয়াও কর্ত্তব্য।

পায়য়েদগদাংস্তাংস্তান্ ক্ষীরক্ষৌদ্রঘৃতাদিভিঃ ।
তদভাবে হিতা বা স্যাৎ কৃষ্ণা বল্মীকমৃত্তিকা ॥

দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত প্রভৃতির সহিত সেই সেই অগদ সেবন করাইবে। অগদের অভাবে কৃষ্ণবর্ণ উইমৃত্তিকা সেবন করাইবে।

কোবিদারশিরীষার্ককটভীর্বাপি ভক্ষয়েৎ ।
ন পিবেৎ তৈলকৌলত্থমদ্যসৌবীরকাণি চ ॥
দ্রবমন্যত্তু যৎকিঞ্চিৎ পীত্বা পীত্বা তদুদ্বমেৎ ।
প্রায়ো হি বমনেনৈব সুখং নির্হ্রিয়তে বিষম্ ॥

রক্তকাঞ্চনের ছাল, শিরীষছাল, আকন্দমূলের ছাল এবং লতাফটকী ইহাদের ক্বাথ পান দ্বারা বমন কর্ত্তব্য। তিলতৈল, কুলত্থযূষ এবং সৌবীর বা অন্য প্রকার মদ্য পেয় নহে। অন্যান্য দ্রব বস্তুর পুনঃ পুনঃ পানদ্বারা পুনঃ পুনঃ বমন কর্ত্তব্য। যেহেতু প্রায় বমন দ্বারা অক্লেশে বিষ নির্হৃত হইয়া থাকে।

জয়পালভবং মজ্জাং ভাবয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ ।
একবিংশতিবেলস্তু ততো বর্ত্তিং প্রকল্পয়েৎ ॥
মনুষ্যলালয়া ঘৃষ্ট্বা ততো নেত্রে তথাঞ্জয়েৎ ।
সর্পদষ্টবিষং জিত্বা সঞ্জীবয়তি মানবম্ ॥

জয়পালের মজ্জা লেবুর রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি মনুষ্যের লালায় ঘর্ষণ করিয়া নেত্র অঞ্জিত করিলে সর্পবিষ বিনষ্ট হইয়া রোগী স্বাস্থ্যলাভ করে।

বিষস্থ বমনং পানে ত্বগ্‌যোগে সেচনাদিকম্।

বিষপান করিলে বমনক্রিয়া এবং উহা ত্বকে লাগিলে সেচন ও লেপনাদি ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

কোষ্ঠদাহরুজাধ্মান মূত্রসঙ্গরুগন্বিতম্।
বিরেচয়েচ্ছকৃদ্বায়ুসঙ্গপিত্তাতুরং নরম্॥

কোষ্ঠে দাহ ও বেদনা, আধ্মান, মূত্ররোধ, মলরোধ ও অধোবায়ুর অপ্রবৃত্তি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে বিরেচন কর্ত্তব্য।

শূনাক্ষিকূটং নিদ্রার্ত্তং বিবর্ণাবিললোচনম্।
বিবর্ণক্ষ্যাপি পঞ্চস্তমঞ্জনৈঃ সমুপাচরেৎ॥

নেত্রে শোথ, অধিক নিদ্রাবির্ভাব এবং চক্ষুর আবিলতা ও বৈবর্ণ্য উপস্থিত হইলে অঞ্জন প্রয়োজ্য।

শিরোরুগ্‌গৌরবালস্যহন্বস্তম্ভগলগ্রহে।
শিরো বিরেচয়েৎ ক্ষিপ্রং মন্যাস্তম্ভে চ দারুণে॥

শিরোবেদনা, গুরুতা, আলস্য, হনুস্তম্ভ, গলগ্রহ ও মন্যাস্তম্ভ উপস্থিত হইলে নস্য প্রয়োগ করিবে।

নষ্টসংজ্ঞং বিবৃত্তাক্ষং ভগ্নগ্রীবং বিরেচনৈঃ।
চূর্ণৈঃ প্রধমনৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিষার্ত্তং সমুপাচরেৎ॥

সংজ্ঞানাশ, নেত্রবিবৃত্তি ও গ্রীবাভঙ্গ হইলে তীক্ষ্ণ প্রধমন নস্য প্রয়োগ করিবে।

তাড়য়েচ্চ শিরাঃ ক্ষিপ্রং তস্য শাখাললাটজাঃ।
তাস্বপ্‌সু সিচ্যমানাসু মূর্দ্ধ্নি শস্ত্রেণ শস্ত্রবিৎ।
কুর্য্যাৎ কাকপদাকারং ব্রণমেবং স্রবন্তি তাঃ॥

সংজ্ঞানাশাদি হইলে শাখা ও ললাটের শিরাসকল বেধ করিবে, ইহাতে রক্তস্রাব না হইলে শস্ত্রদ্বারা মস্তকে কাকপদাকার ক্ষত করিবে, ইহাতে রক্তস্রাব হইবে।

বাদয়েচ্চাগদৈর্লিপ্তা দুন্দুভীস্তস্য পার্শ্বয়োঃ॥

তাহার দুই পার্শ্বে অগদলিপ্ত দুন্দুভি সকল বাজাইবে।

লব্ধসংজ্ঞং পুনশ্চৈনমূর্দ্ধ্বাধশ্চ শোধয়েৎ॥

এইরূপ ক্রিয়া সকল দ্বারা সংজ্ঞালাভ হইলে পুনর্ব্বার বমন ও বিরেচন করাইবে।

নিঃশেষং নির্হরেচ্চাপি বিষং পরমদুর্জ্জরম্।
অল্পমপ্যবশিষ্টং হি ভূয়ো বেগায় কল্পতে॥

বিষ অতি দুর্জ্জর বস্তু, অতএব ইহাকে নিঃশেষরূপে নির্হরণ করাই কর্ত্তব্য। কারণ অল্পমাত্র বিষ অবশিষ্ট থাকিলেও উহা পুনর্ব্বার বেগবান্ হইয়া উঠে।

কুর্য্যাদ্বা সাদবৈবর্ণ্যে জ্বরকাসশিরোরুজঃ।
শোথশোষপ্রতিশ্যায় তিমিরারুচিপীনসান্॥
তেষু চাপি যথাদোষং প্রতিকর্ম্ম প্রয়োজয়েৎ।
বিষার্ত্তোপদ্রবাংশ্চাপি যথাস্বং সমুপাচরেৎ॥

ঐ অবশিষ্ট অল্প বিষ প্রাণনাশকও হইতে পারে অথবা দেহের অবসন্নতা, বৈবর্ণ্য, জ্বর, কাস, শিরোরোগ, শোথ, প্রতিশ্যায়, তিমির, অরুচি ও পীনস এই সকল পীড়াও উপস্থিত করিতে পারে। ঐ ঘটনা হইলে যথাদোষ চিকিৎসা ও উপদ্রবসকলের নিবারণ করিবে।

এবং ক্রিয়াক্রমৈর্ম্মন্ত্রৈরোষধীভিশ্চ যত্নতঃ।
বিষে হৃতগুণে দেহাদ্যদা দোষঃ প্রকুপ্যতি॥
তদা পবনমুদ্বৃত্তং স্নেহাদ্যৈঃ সমুপাচরেৎ।
তৈলমৎস্যকুলত্থাম্লবর্জ্জৈর্মারুতনাশনৈঃ॥

পিত্তজ্বরহরৈঃ পিত্তং কষায়ৈঃ স্নেহবস্তিভিঃ।
কফমারগ্বধাদ্যেন সক্ষৌদ্রেণ গণেন তু।
শ্লেষ্মঘ্নৈরগদৈশ্চাপি তিক্তৈরুক্ষৈশ্চ ভোজনৈঃ।

এইরূপ ক্রিয়া সমস্ত দ্বারা, মন্ত্রদ্বারা ও ঔষধি দ্বারা বিষ নির্হৃত হইলেও যদি দোষ প্রকুপিত হয়, তাহা হইলে তাহার যথাবিধি চিকিৎসা করিবে। বায়ু কুপিত হইলে স্নেহাদি দ্বারা এবং তৈল, মৎস্য, কুলত্থ ও অম্ল ভিন্ন বায়ুনাশক দ্রব্য দ্বারা, পিত্ত কুপিত হইলে পিত্তজ্বরঘ্ন কষায় ও স্নেহবস্তি দ্বারা এবং কফ কুপিত হইলে মধুযুক্ত আরগ্বধাদিগণ, কফঘ্ন ঔষধ ও তিক্ত, রুক্ষ ভোজন দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

বিষমেকবিধং হন্ত্যাদ্বিষমন্যৎ তথাগুণম্।
অতো ভিষগ্‌ভিরুদ্দিষ্টং বিষস্য বিষমৌষধম্॥

একজাতীয় বিষকে, তাহার তুল্য গুণবিশিষ্ট অন্যজাতীয় বিষ বিনাশ করে। অতএব চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে, বিষের ঔষধই বিষ।

পীতে বিষে স্যাদ্বমনং
ত্বকস্থে প্রদেহসেকাদি সুশীতঞ্চ।

যদি কেহ বিষ পান করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বমন করাইবে, ত্বকে বিষসংযোগ হইলে সুশীতল প্রলেপ ও সেচনাদি প্রদান করা কর্ত্তব্য।

অগারধূম মঞ্জিষ্ঠা রজনী লবণোত্তমৈঃ।
লেপো জয়ত্যাশু বিষং শোণিতস্রবণং তথা॥

ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধব এই সমুদায়ের প্রলেপ এবং রক্তমোক্ষণ দ্বারা ইন্দুরের বিষ নিবারণ হয়।

সোমবল্কোঽশ্বগন্ধা চ গোজিহ্বা হংসপাত্তপি।
রজন্যৌ গৈরিকং লেপো নখদন্তবিষাপহঃ।

শ্বেতখদির, অশ্বগন্ধা, গোজিয়ালতা, গোয়ালিয়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গেরিমাটী এই সমুদায়ের প্রলেপে নখবিষ ও দন্তবিষ দূরীকৃত হয়।

যঃ কাসমর্দ্দনেত্রং
বদনে নিক্ষিপ্য কর্ণে ফুৎকারম্।
মনুজো দদাতি শীঘ্রং
জয়তি বিষং বৃশ্চিকানাং সঃ॥

কালকাসন্দার নলের দ্বারা কর্ণে ফুৎকার দিলে বৃশ্চিকের বিষ নিবারিত হয়।

উষ্ণং গব্যঘৃতঞ্চাপি সৈন্ধবেন সমন্বিতম্।
বৃশ্চিকস্য বিষং হন্তি লেপনাৎ পর্ব্বতাত্মজে।

উষ্ণ গব্যঘৃত সৈন্ধবসংযুক্ত করিয়া দংশনস্থানে লেপন করিলে বৃশ্চিকের বিষ নষ্ট হয়।

শিরীষস্য তু বীজং বৈ স্নুহীক্ষীরেণ ঘর্ষিতম্।
তল্লেপেন মহাদেবি নশ্যেৎ কুক্কুরজং বিষম্।

কুকুরে কামড়াইলে সিজের আটায় শিরীষবীজ ঘসিয়া দংশনস্থানে লেপন করিবে।

পিষ্টতণ্ডুলমধ্যস্থং ভক্ষিতং মেষলোমকম্।
কুক্কুরস্য বিষং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।

চাউল বাঁটিয়া তাহার মধ্যে মেষের লোম পূরিয়া ভক্ষণ করিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

বচা হিঙ্গু বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং গজপিপ্পলী।
পাঠা প্রতিবিষা ব্যোষং কাশ্যপেন বিনির্ম্মিতম্।
দশাঙ্গমগদং পীত্বা সর্ব্বকীটবিষং জয়েৎ।

বচ, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, আকনাদি, আতইচ, শুঠ, পিঁপুল ও মরিচ এই দশ দ্রব্যের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার কীটের বিষ নষ্ট হয়।

ত্রিবৃতাদিমহাগদঃ।

ত্রিবৃদ্বিশল্যে মধুকং হরিদ্রে
রক্তা নরেন্দ্রো লবণশ্চ বর্গঃ।
কটুত্রিকং চৈব বিচূর্ণিতানি
শৃঙ্গে নিদধ্যাম্মধুসংযুতানি ॥
এষোঽগদো হন্তি বিষং প্রযুক্তঃ
পানাঞ্জনাভ্যঞ্জননস্যযোগৈঃ।
অবার্য্যবীর্য্যো বিষবেগহন্তা
মহাগদো নাম মহাপ্রভাবঃ ॥

তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুঁচ, সোঁদালআটা, পঞ্চলবণ ও ত্রিকটু প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গোশৃঙ্গে রাখিয়া ও গোশৃঙ্গদ্বারা আবৃত করিয়া এক পক্ষ রাখিবে। সর্পদষ্ট বা বিষপীত ব্যক্তিকে এই ঔষধ পান, অঞ্জন, অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থে প্রয়োগ করিবে। ইহার বীর্য্য ও প্রভাব অতি বলবান্। ইহার দ্বারা বিষবেগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধের নাম মহাগদ।

অজিতাগদঃ।

বিড়ঙ্গ পাঠা ত্রিফলাজমোদা
হিঙ্গূনি বক্রং ত্রিকটূনি চৈব।
তথৈব বর্গো লবণস্য সূক্ষ্মঃ
সচিত্রকঃ ক্ষৌদ্রযুতো নিধেয়ঃ ॥
শৃঙ্গে গবাং শৃঙ্গময়েণ চৈব
প্রচ্ছাদিতঃ পক্ষমুপেক্ষিতশ্চ।
এষোঽগদঃ স্থাবরজঙ্গমানাং
জেতা বিষাণামজিতো হি নাম্না ॥

বিড়ঙ্গ, আকনাদি, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বনযমানী, হিং, তগরপাদুকা, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, পঞ্চলবণ ও চিতামূল প্রত্যেক সমভাগে লইয়া যথোপযুক্ত মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া গোশৃঙ্গে নিহিত ও গোশৃঙ্গ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া একপক্ষ রাখিবে। তাহা হইলেই অগদ প্রস্তুত হইবে। তাহা ১ তোলা মাত্রায় সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে সেবন করাইলে উপকার সম্ভাবনা। এই ঔষধ দ্বারা অন্যবিধ বিষেরও প্রতীকার হয়।

তার্ক্ষ্যাগদঃ।

প্রপৌণ্ডরীকং সুরদারু মুস্তা
কালানুসার্য্যা কটুরোহিণী চ।
স্থৌণেয়ক ধ্যামক পদ্মকানি
পুন্নাগ তালীশ সুবর্চ্চিকাশ্চ ॥
কুটন্নটৈলাসিতসিন্ধুবারাঃ
শৈলেয় কুষ্ঠে তগরং প্রিয়ঙ্গু।
লোধ্রং জলং কাঞ্চনগৈরিকঞ্চ
সমাগধং চন্দনসৈন্ধবে চ ॥
সূক্ষ্মাণি চূর্ণানি সমানি কৃত্বা
শৃঙ্গে নিদধ্যাম্মধুসংযুতানি।
এষোঽগদস্তার্ক্ষ্য ইতি প্রদিষ্টো
বিষং নিহন্যাদপি তক্ষকস্য ॥

পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, দেবদারু, মুতা, কালিয়াকাষ্ঠ, কট্‌কী, গেঁটেলা, গন্ধতৃণ,

পদ্মকাষ্ঠ, পুন্নাগপুষ্প, তালীশপত্র, সাচিক্ষার, সোণাছাল, এলাইচ, শ্বেতনিসিন্দা, শৈলজ, কুড়, তগরপাদুকা, প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বালা, স্বর্ণগেরি, শুক্লজীরা, রক্তচন্দন ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশাইয়া মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া একপক্ষ রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা। ইহাদ্বারা তক্ষকাদির বিষ নষ্ট হয়।

কুলিকাদিবটী ।

কুলিকং সপ্তপর্ণঞ্চ কুষ্ঠং তোলকসম্মিতম্ ।
মাষমানং তথা দারু মর্দ্দয়েদর্কবারিণা ।
সর্ষপাভাং বটীং কৃত্বা যোজয়েৎ পয়সা সহ ।
অপি তক্ষকদষ্টঞ্চ মৃতকল্পং হতস্বরম্ ।
পুনঃ সঞ্জীবয়েদাশু সর্ব্বক্ষ্বেড়বিনাশিনী ।
কুলিকাদিবটী হন্তি জ্বরাংশ্চ বিষমাংস্তথা ॥

কালিয়াকড়ার মূল, ছাতিমমূলের ছাল ও কুড় প্রত্যেক ১ তোলা এবং দারুমুজ ১ মাষা এই সমুদায় আকন্দমূলের কাথ দিয়া মাড়িয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান জল। সর্পদষ্ট ব্যক্তি মৃতকল্প ও হতস্বর হইলেও ইহা সেবনে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে। ইহা সর্ব্বপ্রকার বিষনিবারক এবং বিষমজ্বরনাশক।

ভীমরুদ্রো রসঃ ।

মনঃশিলাল মরিচৈর্দারুণা দরদেন চ ।
অপামার্গস্য হেম্নশ্চ হয়মারশিরীষয়োঃ ।
মূলৈ রুদ্রাক্ষতোয়েন বিষ্ণুক্রান্তাম্বুনা তথা ।
শতধা ভাবিতৈঃ কুর্য্যাদ্ বটিকামুদ্গসম্মিতাঃ ।
ব্যালদষ্টং পীতবিষং নিরিন্দ্রিয়মচেতনম্ ।
পুনঃ সঞ্জীবয়েদেষ ভীমরুদ্রাভিধো রসঃ ।

মনছাল, হরিতাল, মরিচ, দারুমুজ, হিঙ্গুল, আপাঙ্গমূল, ধুতুরামূল, করবীমূল ও শিরীষমূল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, রুদ্রাক্ষ ও অপরাজিতার স্বরসে ১০০ বার ভাবনা দিয়া মুগের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। সর্পাদির দংশন বা বিষপানজন্য বিকৃতেন্দ্রিয় ও চেতনাশূন্য ব্যক্তিকে ইহা সেবন করাইলে তাহার পুনর্জ্জীবন লাভ হয়।

মৃতসঞ্জীবনোঽগদঃ ।

পৃক্কাপ্লবস্থৌণেয়কাক্ষীশৈলেয়রোচনা তগরম্ ।
ধ্যামকং কুঙ্কুমং মাংসী সুরসাগ্রেলালকুষ্ঠঘ্নম্ ॥
বৃহতীশিরীষপুষ্পশ্রীবেষ্টকপদ্মচারটীবিশালাঃ ।
সুরদারুপদ্মকেশরশাবরকমনঃশিলাকৌন্ত্যঃ ।
জাত্যর্কপুষ্পসর্ষপরজনীদ্বয়হিঙ্গুপিপ্পলীলাক্ষাঃ ।
জলমুদ্গপর্ণীমধুকমদনসিন্ধুবারাশ্চ ॥
সম্পাকলোধ্রময়ূরকগন্ধফলীনাকুলীবিড়ঙ্গাঃ ।
পুষ্যেণোদ্ধৃত্যসমং পিষ্ট্বা গুড়িকাবিধেয়াঃ স্যুঃ ।
জন্তুবিষঘ্নো জয়কৃদ্ব্যোমৃতসঞ্জীবনো জ্বরনিহন্তা ।
ভ্রেয়বিলেপনধারণধূমগ্রহণৈর্গৃহস্থশ্চ ।
ভূতবিজয়স্তলক্ষ্মীকার্ম্মণমন্ত্রাগ্ন্যশন্যরীন্ হন্যাৎ ।
দুঃস্বপ্ন স্ত্রীদোষানকালমরণাম্বুচৌরভয়ম্ ।
ধনধান্যকার্য্যসিদ্ধিশ্রীপুষ্ট্যায়ুর্ব্বিবর্দ্ধনো ধন্যঃ ।
মৃতসঞ্জীবন এষ প্রাগমৃতাদ্‌ব্রহ্মণাভিহিতঃ ।

পৃক্কা (পিড়িংশাক), কৈবর্ত্তমুস্তক, গেঁঠেলা, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, শৈলজ, গোরোচনা, তগরপাদুকা, গন্ধতৃণ, কুঙ্কুম, জটামাংসী, নিসিন্দামঞ্জরী, এলাইচ, হরিতাল, এড়গজ, বৃহতী, শিরীষপুষ্প,

নবনীতখোটী, কুস্তারুলতা, গোরক্ষ-চাকুলে, দেবদারু, পদ্মকেশর, লোধ, মনঃশিলা, রেণুক, জাতীপুষ্প, আকন্দ-পুষ্প, সর্ষপ, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, হিঙ্গু, পিপ্পলী, লাক্ষা, বালা, মুদগপর্ণী, যষ্টি-মধু, মদনফল, নিসিন্দা, শোণালু, লোধ, অপামার্গ, প্রিয়ঙ্গু, রাস্না ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য পুষ্যানক্ষত্রে সংগ্রহ করতঃ একত্র পেষণ করিয়া যথারীতি গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সর্ব্ববিধ বিষ-নাশক ; এবং বিষজন্য মৃতপ্রায় ব্যক্তির পক্ষে অমৃতের ন্যায় হিতকর ও জ্বর-নাশক। ইহার আঘ্রাণ, বিলেপন, ধারণ ও ধূম গ্রহণ করিবে এবং গৃহে রাখিবে। ইহা ভূত, অলক্ষ্মী, পরদ্রোহোপায়, মন্ত্র, অগ্নি, অশনি ও শত্রু বিনষ্টকারক ; এবং দুঃস্বপ্ন, স্ত্রীদোষ, অকালমৃত্যু, জলপতন ও চৌরভয় নিবারক। অপর ধন, ধান্যবর্দ্ধক ও কার্য্যসাধক এবং দৃষ্টি, বর্ণ ও আয়ুষ্কর ও ধন্য। অমৃত তুল্য এই মৃত-সঞ্জীবন পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছিল।

তণ্ডুলীয়কঘৃতম্।

তণ্ডুলীয়কমূলেন গৃহধূমেন চৈকতঃ।
ক্ষীরেণ চ ঘৃতং সিদ্ধং সমস্তবিষরোগনুৎ ॥

গব্যঘৃত ১ সের। দুগ্ধ ৫ সের। কল্কার্থ চাঁপানটের মূল অর্দ্ধ পোয়া ও ঝুল অর্দ্ধ পোয়া। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা সেবন করিলে বিষজন্য পীড়া সকলের শান্তি হয়।

মৃত্যুপাশচ্ছেদিঘৃতম্।

অভয়াং রোচনাং কুষ্ঠমর্কপত্রং তথোৎপলম্।
নলবেতসমূলানি গরলং সুরসাং তথা।
সকলিঙ্গাং সমঞ্জিষ্ঠামনন্তাঞ্চ শতাবরীম্।
শৃঙ্গাটকং সমঙ্গাঞ্চ পদ্মকেশরমিত্যপি ॥
কল্কীকৃত্য পচেৎ সর্পিঃ পয়ো দত্ত্বাচ্চতুর্গুণম্।
সম্যক্ পক্বেঽবতীর্ণে চ শীতেতস্মিন্বিনিক্ষিপেৎ ॥
সর্পিস্তুল্যং ভিষক্ ক্ষৌদ্রং কৃতরক্ষং নিধাপয়েৎ।
বিষাণি হন্তি দুর্গাণি গরদোষকৃতানি চ ॥
স্পর্শাদ্ধন্তি বিষং সর্ব্বং গরৈরুপহতাং ত্বচম্।
যোগজং তমকং কণ্ডুঃ মাংসসাদং বিসংজ্ঞতাম্ ॥
নাশয়ত্যঞ্জনাভ্যঙ্গ পান বস্তিষু যোজিতম্।
সর্পকীটাখুলূতাদিদষ্টানাং বিষহৃৎ পরম্ ॥

ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ হরীতকী, গোরোচনা, কুড়, আকন্দপত্র, সুঁদিমূল, নলমূল, বেত্রমূল, মিঠাবিষ, তুলসীপত্র, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, শতমূলী, পানিফল, বরাক্রান্তা ও পদ্ম-কেশর মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। পরে কল্ক ছাঁকিয়া ফেলিয়া তাহাতে সমপরিমাণে মধু মিশ্রিত করিবে। ইহা ব্যবহারে বিষবীর্য্য নষ্ট হয়।

শৃগালাদিবিষকার্য্যংতচ্চিকিৎসা চ—

শৃগালাশ্বতরক্ষ্বৃক্ষব্যাঘ্রাদীনাং যদানিলঃ।
শ্লেষ্মপ্রদুষ্টো মুষ্ণাতি সংজ্ঞাং সংজ্ঞাবহাশ্রিতঃ ॥
তদা প্রস্রস্তলাঙ্গূলহনুস্কন্ধোঽতিলালবান্।
অত্যর্থবধিরোঽন্ধশ্চ সোঽন্যোন্যমভিধাবতি ॥
তেনোন্মত্তেন দষ্টস্য দংষ্ট্রিণা সবিষেণ তু।
সুপ্ততা জায়তে দংশে কৃষ্ণঞ্চাতিস্রবত্যসৃক্ ॥
দিগ্ধবিদ্ধস্য লিঙ্গেন প্রায়শশ্চোপলক্ষিতঃ।
যেন চাপি ভবেদ্দষ্টস্তস্য চেষ্টারতো নরঃ ॥

বহুশঃ প্রতিকুর্ব্বাণঃ ক্রিয়াহীনো বিনশ্যতি।
দংষ্ট্রিণা যেন দষ্টশ্চ তদ্রূপং যদি পশ্যতি॥
অপ্সু বা যদি বাদর্শে রিষ্টং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ।
ত্রস্যত্যকস্মাদ্যোঽভীক্ষ্ণং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বাপি বা জলম॥
জলত্রাসন্তু বিদ্যাৎ তং রিষ্টং তদপি কীর্ত্তিতম্।
অদষ্টো বা জলত্রাসী ন কথঞ্চন সিধ্যতি॥
প্রসুপ্তোঽথোত্থিতো বাপি স্বস্থস্ত্রস্তো ন সিধ্যতি॥

শৃগাল, কুক্কুর, তরক্ষু, ভল্লূক ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুর বায়ু কুপিত ও কফ কর্ত্তৃক দুষ্ট হইয়া সংজ্ঞাবহা নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া সংজ্ঞার বৈলক্ষণ্য উপস্থিত করিলে উহারা লাঙ্গূলাদি স্রস্ত করিয়া অত্যন্ত বধির ও অন্ধপ্রায় হইয়া লালা-নিঃসারণপূর্ব্বক বেগে ধাবমান হয়। ঐ উন্মত্ত সবিষ দংষ্ট্রীতে দংশন করিলে দষ্টস্থানের স্পর্শশক্তির হানি, ঐ স্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ শোণিতস্রাব এবং বিষলিপ্ত শস্ত্রাহতের লক্ষণ সমস্ত উপস্থিত হয়। যে জন্তুতে দংশন করে, দষ্টব্যক্তি ঐ জন্তুর চেষ্টা ও স্বরের পুনঃ পুনঃ অনুকরণ করিয়া ক্রিয়াহীন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। জলে বা দর্পণে দংশনকারী জন্তুর দর্শন করিলে মৃত্যু নিশ্চিত। যে ব্যক্তি জল দেখিয়া বা জলের নাম শুনিয়া ভীত হইয়া উঠে, তাহারও মৃত্যু ধ্রুব। এই অরিষ্ট লক্ষণকে জলত্রাস বলে। কোন জীবের দংশন ব্যতিরেকেও যদি অকস্মাৎ জল-ত্রাস উপস্থিত হয়, তাহাও মরণের কারণ জানিবে। কোন সুস্থ ব্যক্তি যদি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত ভয় পায়, তাহাও মৃত্যুর হেতু বলিয়া স্থির করিবে।

বিস্রাব্য রক্তং তৈর্দষ্টে সর্পিষা পরিদাহিতম্।
প্রদিহ্যাদগদৈঃ সর্পিঃ পুরাণং বাপি পায়য়েৎ॥
অর্কক্ষীরযুতঞ্চাস্য দদ্যাচ্ছীর্ষবিরেচনম্।
শ্বেতাং পুনর্নবাঞ্চাস্য দদ্যাদ্ধুস্তূরকাযুতম্॥

ঐ সকল জন্তুতে দংশন করিলে দষ্টস্থান হইতে রক্তস্রাব করিয়া উষ্ণ ঘৃতদ্বারা দগ্ধ করিয়া অগদদ্বারা প্রলেপ দিবে এবং পুরাতন ঘৃত পান করাইবে। আকন্দের আঠার সহিত মিশ্রিত তীক্ষ্ণ দ্রব্যের নস্য দিলে এবং শ্বেতপুনর্নবার মূল ও ধুতূরার মূল একত্র সেবন করাইলে ঐ সকল জন্তুর বিষ নষ্ট হয়।

কুপীলুবিজয়াসর্পিঃসেবনাদ্দৈবকর্ম্মণা।
উন্মত্তজম্বুকাদীনাং বিষমাশু বিনশ্যতি॥

কুঁচিলা, সিদ্ধি ও ঘৃত সেবন দ্বারা এবং দৈবকর্ম্মদ্বারা উন্মত্ত শৃগালাদির বিষ বিনষ্ট হয়।

পললং তিলতৈলঞ্চ রূপিকায়াঃ পয়ো গুড়ঃ।
নিহন্তি বিষমালর্কং মেঘবৃন্দমিবানিলঃ॥

তিলচূর্ণ, তিলতৈল, শ্বেতাকন্দের আটা ও পুরাতন গুড় এই সমুদায় দ্বারা উন্মত্ত কুক্কুরের বিষ নষ্ট হয়।

যদা যস্য চ দোষস্য প্রকোপঃ পরিলক্ষ্যতে।
তদা তং প্রতিকুর্ব্বীত পায়য়েদগদাংস্তথা॥

যখন যে দোষের প্রকোপ লক্ষিত হইবে, তখন তাহার যথাবিধি প্রতিকার করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত অগদ সকল সেবন করাইবে।

ধুস্তূরস্য শিফা পেয়া ক্ষীরেণ পরিপেষিতা।
অঙ্কোটস্য শিফা চাপি শ্ববিষঘ্নী প্রকীর্ত্তিতা॥

ধুতুরা বা আঁকোড়ের মূল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

রজনীযুগ্ম পত্তঙ্গ মঞ্জিষ্ঠা নাগকেশরৈঃ।
শীতাম্বুপিষ্টৈরালেপঃ সদ্যো লূতাবিষং হরেৎ।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বকমকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা ও নাগেশ্বর এই সমুদায় দ্রব্য শীতল জলে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে মাকড়সার বিষ নষ্ট হয়।

জীরকস্য কৃতঃ কল্কো ঘৃত সৈন্ধব সংযুতঃ।
সুখোষ্ণো মধুনা লেপো বৃশ্চিকস্য বিষং হরেৎ॥

জীরা বাঁটিয়া উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত, মধু ও সৈন্ধবলবণের সহিত মিশাইয়া ও মাড়িয়া অল্প উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বৃশ্চিকের বিষ নষ্ট হয়।

বিষস্য সমবলচিকিৎসা—

তদন্যং তৎসমবলং দ্রব্যং তদ্ধি বিনাশয়েৎ।
নতু হীনবলং দ্রব্যং বারয়েদ্বলবত্তরম্॥
আহুশ্চ মুনয়ঃ সর্ব্বে ভিষজশ্চ পুরাতনাঃ।
প্রতিযোগিনমালক্ষ্য প্রতিযোগী নিবর্ত্ততে॥
(প্রতিযোগ্যত্র সমবলবিরোধী।)

তদন্য অথচ তত্তুল্য বলবিশিষ্ট দ্রব্য তাহাকে বিনাশ করিতে পারে, কিন্তু হীনবল দ্রব্য বলবত্তর দ্রব্যকে বিনাশ করিতে পারে না। পূর্ব্বতন ঋষি ও চিকিৎসকগণ বলিয়াছেন যে, সমবল বিরোধীকে দেখিয়া সমবল বিরোধী নিবৃত্ত হয়।

মনে কর, কাহাকেও সর্পে দংশন করিয়াছে, তাহার বিষকে নষ্ট করিতে হইবে। ঐ বিষ নষ্ট করিতে হইলে তাহার তুল্য বলবিশিষ্ট দ্রব্যের প্রয়োজন, বিষই ঐ বিষের সমান বলশালী। তবে কি তাহাকে পুনর্ব্বার সর্পদ্বারা দংশন করাইতে হইবে? কারণ বিষই বিষের তুল্য বলবান্। তাহাতে হইবে না, তাহাতে অনিষ্টের দ্বৈগুণ্যই হইবে। যদি ও ঐ বিষ পূর্ব্ববিষের ন্যায় বলবিশিষ্ট বটে, কিন্তু তদন্য অর্থাৎ তদ্ভিন্ন জাতীয় নহে। সর্পবিষ, দারুবিষ (সেঁকো) দ্বারা নিবারিত হইতে পারে। কারণ দারুবিষ সর্পবিষ হইতে ভিন্নজাতীয় অথচ সর্পবিষের ন্যায় বলসম্পন্ন। অতএব তদ্ভিন্নজাতীয় অথচ তত্তুল্য বলবিশিষ্ট দ্রব্যদ্বারা তদ্বস্তুর বিনাশ হয়।

হরিণা হন্যতে হস্তী হরিণেন কদাপি ন।
জম্বুকাঃ পরিভূয়স্তে শ্বভিরুগ্রৈস্তুজৈর্নহি॥

হস্তীকে বধ করিতে সিংহই সমর্থ, হরিণ কদাচ নহে। শৃগালগণ, উগ্র-কুক্কুরসমূহ কর্ত্তৃক পরিভূত হয়, ছাগ-সমূহ দ্বারা নহে।

শিখরিঘৃতম্।

শিখরিস্বরসেনৈব কল্কান্ দত্ত্বা চ দাড়িমম্।
কুষ্ঠমেলাদ্বয়ং শৃঙ্গীং শিরীষমমৃতং বচাম্॥
পরশুং পারিভদ্রঞ্চ চন্দনং তগরং মুরাম্।
পচেৎ সর্পিস্তুসলিলং মন্দমন্দেন বহ্নিনা॥
ঘৃতমেতন্নিহন্ত্যাশু নিখিলান্ বিষজান্ গদান্।
সন্নিপাতজ্বরং ঘোরং জ্বরাংশ্চ বিষমাংস্তথা॥

ঘৃত ১ সের। কল্কার্থ দাড়িমফলের খোলা, কুড়, ছোটএলাইচ, বড়এলাইচ,

কাঁকড়াশৃঙ্গী, শিরীষমূলের ছাল, মিঠা, বচ, কোদালিয়া, বুড়ুলিয়া, পালিধাছাল, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা ও মুরামাংসী মিলিত ।০ পোয়া। আপাঙ্গের রস ৪ সের। ঘৃতে জল না দিয়া কেবল আপাঙ্গের রস দ্বারাই পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে বিষজ রোগ সমস্ত এবং সান্নিপাতিক ও সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর সত্বর নিরাকৃত হয়।

শিরীষারিষ্টঃ।

পচেৎ তুলার্দ্ধং দ্বিদ্রোণে শিরীষস্য জলে সুধীঃ।
পাদশেষে কষায়েঽস্মিন্ ক্ষিপেদ্ গুড়তুলাদ্বয়ম্॥
কৃষ্ণা প্রিয়ঙ্গু কুষ্ঠৈলা নীলিনীং নাগকেশরম্।
রজন্যৌ পলমানেন দদ্যাদত্র চ নাগরম্॥
মাসাদূর্দ্ধং জাতরসং যথামাত্রং প্রযোজয়েৎ।
শিরীষারিষ্টনাম্নৈষ বিষব্যাপদ্বিনাশকৃৎ॥

শিরীষছাল ৬।০ সের, পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। এই ক্বাথজলে ২৫ সের গুড় গুলিয়া দিয়া তাহাতে পিঁপুল, প্রিয়ঙ্গু, কুড়, এলাইচ, নীলমূল, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও শুঁঠ প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া আবৃতপাত্রে একমাস রাখিবে। তাহা হইলে অরিষ্ট প্রস্তুত হইবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইলে বিষরোগ নিরাকৃত হয়।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বিষাধিকারঃ।

অপমুমূর্ষ্বধিকারঃ।

শ্বাসরোধো মতো হেতুর্মরণে মজ্জনাদিনা।
অতঃ শ্বাসে সমানীতে প্রাণী প্রাণিতি যত্নতঃ॥
উষ্ণঃ কায়োঽস্তি বৈযাবদঙ্গানি শিথিলানি চ।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা প্রায়ো দণ্ডান্ততো মৃতিঃ॥

জলমজ্জনাদি দ্বারা যে মৃত্যু হয়, তাহার প্রধান কারণ শ্বাসরোধ। অতএব ঐরূপে মুমূর্ষু ব্যক্তির কৌশলে শ্বাস পুনরানয়ন করিয়া উপযুক্ত যত্ন করিলে ঐ ব্যক্তি পুনর্জীবিত হইতে পারে। যাবৎ দেহ উষ্ণ ও অঙ্গ সকল শিথিল থাকে, তাবৎ চিকিৎসা কর্ত্তব্য। একদণ্ড অতীত হইলে প্রায় আর জীবনাশা থাকে না।

জলমগ্নচিকিৎসা—

জলমগ্নং সমুত্থাপ্য ব্যবলম্ব্যোর্দ্ধবর্ষ্ম চ।
মুখান্নিঃসারয়েত্তোয়ং কফং লালাঞ্চ নির্হরেৎ।
জনতাং বারয়েৎ তত্র যথা বায়ুর্ন দুষ্যতি॥

জলমগ্ন ব্যক্তিকে জল হইতে উত্থাপিত ও তাহার ঊর্দ্ধ দেহ অবনামিত করিয়া মুখদিয়া সমস্ত জল এবং কফ ও লালা নিঃসারণ করিবে। ঐ স্থানের বায়ু দূষিত না হয়, এই জন্য তথায় জনতা নিবারণ করিবে।

লুপ্তশ্বাসস্য পুনরানয়নবিধিঃ।

শায়িতস্যাস্য পার্শ্বে তু তীব্রনস্যং নসি ক্ষিপেৎ।
অঙ্গুল্যা সংস্পৃশেৎ কণ্ঠং মুক্ষেন দারুণাথবা॥
অনেন বিধিনা বেগে ক্ষবস্য বমনস্য বা।
জাতে শ্বাসঃ সমায়াতি বিপন্নশ্চাপি জীবতি॥

মুখং বক্ষশ্চ সংঘৃষ্য তত্র শীতাম্বুসেচনম্।
কুর্য্যাচ্ছ্বাসস্তথায়াতি বিপন্নশ্চাপি জীবতি॥

বিপন্ন ব্যক্তিকে পার্শ্বে শায়িত করিয়া তাহার নাসিকায় তীব্র নস্য প্রদান এবং অঙ্গুলি বা মসৃণ কাষ্ঠিকা দ্বারা তাহার কণ্ঠদেশ স্পর্শ করিবে। ইহাতে হাঁচি বা বমনের উপক্রম হইলে শ্বাসক্রিয়া আগত ও রোগী জীবিত হয়।

অথবা উহার মুখ ও বক্ষঃ উত্তমরূপে ঘর্ষণ দ্বারা উষ্ণ করিয়া হঠাৎ শীতল জল সেচন করিলে শ্বাসক্রিয়া পুনঃপ্রবৃত্ত ও বিপন্ন ব্যক্তি জীবিত হইতে পারে।

এবং শ্বাসো নচেদায়াস্তিষক্ কুর্য্যাৎ ক্রিয়ামিমাম্।
শ্বাসক্রিয়াপ্রবৃত্ত্যর্থং জিতহস্তঃ কৃতক্রিয়ঃ॥
(ইমাং বক্ষ্যমাণাম্।)

এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা শ্বাসপ্রবৃত্তি না হইলে নিম্নলিখিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।

কৃত্বাবাক্শায়িনং বৈদ্যস্তথোপধানবক্ষসম্।
পার্শ্বে ততঃ শায়য়িত্বা তদ্যুগ্মং পরিপীড়য়েৎ।
ষড়্ধা বা সপ্তধা কুর্য্যাৎ পলমধ্যে ক্রিয়ামিমাম্।
যাবচ্ছ্বাসো ন চায়াতি নাথবা মৃত্যুনিশ্চয়ঃ।

প্রথমে রোগীকে উপুড় করিয়া শয়ন করাইয়া তাহার বক্ষের নীচে বালিশ দিবে, পরে আবার পার্শ্বশায়ী করিয়া হস্ত দ্বারা পার্শ্বদ্বয় পরিপীড়ন করিবে, পলমধ্যে এইরূপ ৬।৭ বার করিবে। যাবৎ শ্বাসপ্রবৃত্তি অথবা মৃত্যুনিশ্চয় না হয়, তাবৎ অবিরামে এইরূপ ক্রিয়া করিতে থাকিবে।

কুব্জোপধানপৃষ্ঠং বা তমুত্তানং প্রশায়য়েৎ।
ততশ্চাকর্ষয়েজ্জিহ্বাং কর্ষেদ্বাহূং স্বয়ং তথা॥
শীর্ষ্ণঃ সমীপ আসীনঃ কুর্য্যাদ্ধস্তাবুরোগতৌ।
ষট্কৃত্বঃ সপ্তকৃত্বো বা পলে কুর্য্যাৎ ক্রিয়ামিমাম্।
যাবচ্ছ্বাসো ন চায়াতি নাথবা মৃত্যুনিশ্চয়ঃ॥

আর এক প্রকারে শ্বাসক্রিয়ার আনয়ন করা যাইতে পারে। যথা,—রোগীর পৃষ্ঠদেশের নীচে বালিশ দিয়া তাহাকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া কোন ব্যক্তি দ্বারা তাহার জিহ্বা আকর্ষণ করাইয়া স্বয়ং তাহার মস্তকের দিকে বসিয়া তাহার বাহুদ্বয় টানিয়া লইবে এবং পুনর্ব্বার ফিরাইয়া লইয়া ঐ হস্তদ্বয় তদীয় বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিবে। যাবৎ শ্বাসপ্রবৃত্তি অথবা মৃত্যুনিশ্চয় না হয়, তাবৎ প্রতিপলে ৬।৭ বার করিয়া এইরূপ ক্রিয়া অবিরামে করিতে থাকিবে।

শ্বাসো নায়াতি যদ্যেবং বাহূং সক্থ্নী চ যত্নতঃ।
বিমর্দ্দ্য নিম্নতশ্চোর্দ্ধং রুক্ষস্বেদঞ্চ কারয়েৎ।
নিখিলৈঃ কর্ম্মভিশ্চৈবং শ্বাসে বৃত্তে চ জীবতি।
বিপন্নে পায়য়েদেতং সুরাং সলিলসংযুতাম্॥
নিদ্রাবেগে স্বাপয়েচ্চ পথ্যেনাতশ্চ বর্দ্ধয়েৎ।

ইহাতেও যদি শ্বাসপ্রবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার বাহু ও সক্থিদ্বয়ের নিম্নদিক্ হইতে উপরদিক্ উত্তমরূপে চঁ্চিয়া উষ্ণবালুকা দ্বারা স্বেদ দিবে। এইরূপ ক্রিয়াসকলের দ্বারা শ্বাস আগত ও বিপন্নব্যক্তি পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিলে তাহাকে কিঞ্চিৎ সজল সুরা পান করাইবে এবং নিদ্রার বেগ হইলে নিদ্রা যাইতে দিবে। অতঃপর

উহাকে কিছুদিনের জন্য সুপথ্য দিবে ও সাবধানে রাখিবে।

উদ্বন্ধনচিকিৎসা—

অনেনৈব বিধানেন চিকিৎসেৎ কুশলো ভিষক্।
উদ্বন্ধনবিমুক্তঞ্চ শ্বাসসন্তানয়নাদিনা।
রজ্জুং কণ্ঠস্য সংছিদ্য সর্পিষোষ্ণেন মর্দ্দয়েৎ।
সম্যগ্বাতপ্রবাহার্থং তালবৃন্তং প্রচালয়েৎ।
চৈতন্যে পুনরায়াতে দ্রবং পথ্যং প্রদাপয়েৎ।
যাবৎ সম্যগ্বলং ন স্যাচ্ছ্রমাদিভ্যশ্চ বারয়েৎ।

অবিকল এইরূপ শ্বাসসংস্থাপনাদি বিধিতে উদ্বন্ধনমুক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা করিবে। ইহার কণ্ঠরজ্জু শীঘ্র ছেদন করিয়া ঐ স্থানে উষ্ণ ঘৃত মর্দ্দন করিবে এবং অবিরত পাখার বাতাস করিতে থাকিবে। এইরূপ ক্রিয়ার দ্বারা চৈতন্য পুনরাগত হইলে দুগ্ধাদি তরল আহার দিবে এবং যাবৎ না সম্যক্ বললাভ হয়, তাবৎ পরিশ্রমাদি বারণ করিবে।

ভয়াদিভির্নষ্টসংজ্ঞস্য চিকিৎসা—

ভয়াদত্যুৎকটাদ্বাপি বজ্রাগ্নিপরিতাপতঃ।
নষ্টসংজ্ঞং চিকিৎসেচ্ছ পূর্ব্বরীত্যনুসারতঃ।
বজ্রাগ্নিপরিতপ্তস্য হিতাতিশীতলা ক্রিয়া।
বৃক্ষাদিপতিতঞ্চাপি চিকিৎসেদেবমেব হি।

অতি উৎকট ভয় বা বজ্রাগ্নির প্রচণ্ড তাপহেতু কোন ব্যক্তি নষ্টসংজ্ঞ হইলে ঐ নিয়মেই চিকিৎসা করিবে। বজ্রতপ্ত ব্যক্তির পক্ষে অতিশয় শীতল ক্রিয়া আবশ্যক। বৃক্ষাদি হইতে পতিত ব্যক্তির চিকিৎসাও পূর্ব্ববৎ।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামপমৃত্যধিকারঃ।

বীর্য্যস্তম্ভাধিকারঃ।

শূরণং তুলসীমূলং তাম্বূলৈঃ সহ ভক্ষয়েৎ।
ন মুঞ্চতি নরো বীর্য্যমেকৈকেন ন সংশয়ঃ।

ওল বা তুলসীর মূল তাম্বূলের সহিত ভক্ষণ করিলে বীর্য্যস্তম্ভ হয়।

কৃষ্ণমার্জ্জারসব্যাঙ্ঘ্রি সম্ভবাস্থি রতোদ্যমে
দক্ষিণে ধ্রিয়তে যেন তস্য বীর্য্যস্য ন চ্যুতিঃ।

কালবিড়ালের বামপদের অস্থি দক্ষিণাঙ্গে ধারণ করিয়া রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে বীর্য্যক্ষরণ হয় না।

চটকাণ্ডস্য সংগৃহ্য নবনীতেন পেষয়েৎ।
তেন লেপয়তঃ পাদৌ শুক্রস্তম্ভঃ প্রজায়তে।
যাবন্ন স্পৃশতে ভূমিং তাবদ্বীর্য্যং ন মুঞ্চতি।

চড়ুই পক্ষীর ডিম্ব নবনীতের সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা পদদ্বয় লেপন পূর্ব্বক রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে যাবৎ ভূমিস্পর্শ না করা যায়, তাবৎ বীর্য্যপাত হয় না।

নীলোৎপল সিতপঙ্কজকেশরমধুশর্করাবলিপ্তেন।
সুরতে সুচিরং রমতে দৃঢ়লিঙ্গো নাভিবিবরেণ।

নীলোৎপল, শ্বেতপদ্মকেশর, মধু ও চিনি এই সমুদায় নাভিরন্ধ্রে লেপন করিয়া স্ত্রীসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শান্তিলোপ হয় না।

সিদ্ধং কুসুম্ভতৈলং ভূমিলতাচূর্ণমিশ্রিতং কুরুতে।
চরণাভ্যঙ্গেন রতৌ বীর্য্যস্তম্ভাৎ দৃঢ়ং লিঙ্গম্।

কুসুম্ভতৈল ১ সের, কিঞ্চুলুক (কেঁচোচূর্ণ) ।০ পোয়া, পাকার্থ জল ৪ সের। এই তৈল পাদদ্বয়ে মর্দ্দন করিয়া রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে বীর্য্যস্তম্ভ হয়।

গোরেকোন্নতশৃঙ্গত্বগ্‌ভবচূর্ণেন ধূপিতং বস্ত্রম্‌।
পরিধায়ভজতোললনাং নৈকান্তো ভবতিহর্ষান্তঃ॥

গোরুর উন্নত শৃঙ্গের ত্বক্ চূর্ণ দ্বারা ধূপিত বস্ত্র পরিধান করিয়া রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে সত্বর বীর্য্যপাত হয় না।

যোগজ্বরাঙ্গবন্ধং মথিতেন ক্ষালিতং হন্তি।

তক্র দ্বারা যোনি ধৌত করিলে দুষ্ট ব্যক্তি কৃত স্ত্রীলোকের রতিশক্তির প্রতিবন্ধক নিবারণ হয়।

উন্মুখগোশৃঙ্গোত্থবলেপো যোগজধ্বজভঙ্গহরঃ॥

দুষ্ট স্ত্রীলোক প্রভৃতি দ্বারা যদি পুরুষের পুরুষত্বের হানি হয়, তাহা হইলে উন্নত গোশৃঙ্গচূর্ণ দ্বারা লিঙ্গ লেপন করিলে পুনর্ব্বার শক্তিলাভ হয়।

অর্জ্জকাদিবটিকা।

মূলমর্জ্জকশঙ্খিন্যোর্নিগুণ্ডীকেশরাজয়োঃ।
জাতীফলং দেবপুষ্পং বিড়ঙ্গং গজপিপ্পলীম্‌।
চাতুর্জ্জাতং তুগাক্ষীরীমনন্তাং মুশলীং বরীম্‌।
বিদারীং গোক্ষুরং বীজঞ্চাভাতোয়েন মর্দ্দয়েৎ।
মাষমাণাং বটীং কৃত্বা সুরামণ্ডেন যোজয়েৎ।
বীর্য্যস্তম্ভকরী বৃষ্যা বটীকেয়ং প্রকীর্ত্তিতা॥

বাবুইতুলসী, চোরকাঁচকী, নিসিন্দা ও কেশুরিয়ার মূল, জায়ফল, লবঙ্গ, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, অনন্তমূল, তালমূলী, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও গোক্ষুরবীজ এই সমুদায় সমানভাগে লইয়া বাবলার আঠায় মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান সুরামণ্ড। এই ঔষধ বীর্য্যস্তম্ভকর ও বৃষ্য। বীর্য্যস্তম্ভার্থ শয়নের এক বা অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ২ বটিকা অর্দ্ধ পোয়া সুরামণ্ড বা সুরার সহিত অথবা উষ্ণ দুগ্ধসহ সেবনীয়।

নাগবল্ল্যাদ্যং চূর্ণম্‌।

নাগবল্লী বলা মূর্ব্বা জাতীকোষফলে মুরা।
অপামার্গস্য বীজঞ্চ কাকোলীযুগলং তথা॥
কঙ্কোলোশীর যষ্ট্যাহ্ব বচাশ্চৈতানি মর্দ্দয়েৎ।
বীর্য্যস্তম্ভকরং বৃষ্যং চূর্ণমেতদ্রসায়নম্‌॥

পানের শিকড়, বেড়েলামূল, মূর্ব্বামূল, জৈত্রী, জায়ফল, মুরামাংসী, আপাঙ্গবীজ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী কাঁকলা, বেণামূল, যষ্টিমধু ও বচ প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা বীর্য্যস্তম্ভকর, বৃষ্য ও রসায়ন। মাত্রা অর্দ্ধ মাষা হইতে ১ মাষা। অনুপান জল।

শক্রবল্লভো রসঃ।

রস গন্ধক লৌহাভ্র রৌপ্য হেমানি মাক্ষিকম্‌।
শাণমানেন সংগৃহ্য তুগাক্ষীরীঞ্চ কার্ষিকীম্‌॥
পলপ্রমাণং বিজয়াবীজঞ্চৈকত্র মর্দ্দয়েৎ।
বিজয়াবারিণা পশ্চাম্মাষমাণাং বটীং চরেৎ॥
একৈকা ভক্ষণীয়ৈষা পেয়ঞ্চাম্বু পয়ঃপলম্‌।
শ্রীশক্রবল্লভো নাম রসো বাজীকরঃ পরঃ॥
বীর্য্যস্তম্ভকরোঽত্যর্থং প্রমদাদর্পনাশনঃ।
গতো হ্যপ্সরসাং শক্রো বাল্লভ্যং যৎপ্রসাদতঃ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, বংশলোচন ২ তোলা এবং সিদ্ধিবীজ ৮ তোলা

এই সমুদায় সিদ্ধির ক্বাথে মাড়িয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। শয়নের এক বা অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে একটী করিয়া সেবনীয়। অনুপান দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া। ইহাতে বীর্য্যস্তম্ভ হয়।

কামিনীবিদ্রাবণো রসঃ।

আকারকরভং শুণ্ঠী লবঙ্গং কুঙ্কুমং কণাম্।
জাতীফলঞ্চ তৎকোষং চন্দনং কার্ষিকং পৃথক্॥
হিঙ্গুলং গন্ধকং শাণং ফণিফেনং পলোন্মিতম্।
গুঞ্জাত্রয়মিতাং কুর্য্যাৎ সংমর্দ্দ্য বটিকাং ভিষক্।
পয়সা পরিপীতোঽয়ং শুক্রস্তম্ভকরো রসঃ।
বিদ্রাবণঃ কামিনীনাং বশীকরণ এব চ॥

আকরকরা বচ, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিঁপুল, জায়ফল, জয়িত্রী ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা, হিঙ্গুল ও গন্ধক প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা এবং অহিফেন ৮ তোলা। এই সমুদায় জল দিয়া মাড়িয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। শয়নের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ইহা কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহা শুক্রস্তম্ভের ও রমণীরঞ্জনের মহৌষধ।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বীর্য্যস্তম্ভাধিকারঃ।

রসায়নাধিকারঃ।

যজ্জরাব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্।
পূর্ব্বে বয়সি মধ্যে বা শুদ্ধকায়ঃ সমাচরেৎ॥
নাবিশুদ্ধশরীরস্য যুক্তো রাসায়নো বিধিঃ।
ন ভাতি বাসসি ক্লিষ্টে রঙ্গযোগ ইবার্পিতঃ॥

যে ঔষধ দ্বারা জরা (বলীপলিতাদি) ও ব্যাধি নষ্ট হয়, তাহাকে রসায়ন কহে। যৌবনের প্রারম্ভে বা যৌবনান্তে রসায়ন সেবনীয়। রসায়ন সেবনের পূর্ব্বে বিরেচনাদি দ্বারা কোষ্ঠস্থ মল দূরীকরণ আবশ্যক। যেরূপ মলিন বস্ত্রে রঙ্গযোগ করিলে তাহা সুরঞ্জিত হয় না, তদ্রূপ দেহের মল অপসারিত না করিয়া রসায়ন সেবন করিলে উপকার না হইয়া বরং তাহাতে অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে।

যে মাসমেকং স্বরসং পিবন্তি
দিনে দিনে ভৃঙ্গরজঃ সমুত্থম্।
ক্ষীরাশিনস্তে বলবর্ণযুক্তাঃ
সমাশতং জীবিতমাপ্নুবন্তি॥

একমাস যথাযোগ্য মাত্রায় ভৃঙ্গরাজের রস ও উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ পান করিলে বল, বর্ণ ও আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসঃ প্রয়োজ্যঃ,
ক্ষীরেণ যষ্টীমধুকস্য চূর্ণম্
রসো গুড়ূচ্যাস্তু সমূলপুষ্প্যাঃ
কল্কঃ প্রযোজ্যঃ খলু শঙ্খপুষ্প্যাঃ।
আয়ুঃপ্রদান্যাময়নাশনানি
বলাগ্নিবর্ণস্বরবর্দ্ধনানি
মেধ্যানি চৈতানি রসায়নানি।
মেধ্যা বিশেষেণ তু শঙ্খপুষ্পী॥

থুলকুড়ির রস, দুগ্ধের সহিত যষ্টিমধুচূর্ণ, মূল ও পুষ্প সহিত গুলঞ্চের রস, চোরকাঁচকির কল্ক এই সমুদায় রসায়ন, আয়ুপ্রদ, রোগনাশক এবং বল, অগ্নি, বর্ণ, স্বর ও স্মরণশক্তিবর্দ্ধক।

পীতাশ্বগন্ধা পয়সার্দ্ধমাসং
ঘৃতেন তৈলেন সুখাম্বুনা বা।

কৃশস্য পুষ্টিং বপুষো বিধত্তে
বালস্য শস্যস্য যথাম্বুপাতঃ।

একপক্ষ দুগ্ধ, ঘৃত, তিলতৈল বা উষ্ণ জলের সহিত অশ্বগন্ধার ক্বাথাদি সেবন করিলে জলবর্ষণে নবশস্যের ন্যায় সত্বর কৃশ দেহের পুষ্টি হয়।

ধাত্রীতিলান্ ভৃঙ্গরজোবিমিশ্রান্
যে ভক্ষয়েয়ুর্মনুজাঃ ক্রমেণ।
তে কৃষ্ণকেশা বিমলেন্দ্রিয়াশ্চ
নির্ব্যাধয়ো বর্ষশতং ভবেয়ুঃ।

আমলকী ও তিল ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে কেশসকল কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয় সকল সতেজ ও ব্যাধি দূরীকৃত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে।

বৃদ্ধদারকমূলানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
শতাবর্য্যা রসেনৈব সপ্তবারাংশ্চ ভাবয়েৎ।
অক্ষমাত্রন্তু তচ্চূর্ণং সর্পিষা সহ যোজয়েৎ।
মাসমাত্রোপযোগেন মতিমান্ জায়তে নরঃ।
মেধাবী স্মৃতিমাংশ্চৈব বলীপলিতবর্জ্জিতঃ।

বিদ্ধড়কের মূলচূর্ণ শতমূলীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ তোলা মাত্রায় ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বুদ্ধি ও মেধা প্রভৃতি বর্দ্ধিত ও বলীপলিতাদি দূরীকৃত হয়।

হস্তিকর্ণরজঃ খাদেৎ প্রাতরুত্থায় সর্পিষা।
যথেষ্টাহারচেষ্টোঽপি সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ॥
মেধাবী বলবান্ কামী স্ত্রীশতানি ব্রজত্যসৌ।
মধুনা ত্বশ্ববেগঃ স্যাদ্বলিষ্ঠঃ স্ত্রীসহস্রগঃ।
মন্ত্রশ্চাসৌ প্রয়োক্তব্যো ভিষজা চাভিমন্ত্রণে।

(মন্ত্রো যথা – ওঁ নমো মহাবিনায়কায় অমৃতং রক্ষ মম ফলসিদ্ধিং দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা।)

হস্তিকর্ণ পলাশের পত্রের বা ত্বকের চূর্ণ ঘৃত বা মধুর সহিত প্রত্যহ প্রাতে ভক্ষণ করিলে বল, বীর্য্য, ইন্দ্রিয়শক্তি ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

ধাত্রীচূর্ণস্য কর্ষং স্বরসপরিগতং
ক্ষৌদ্রসর্পিঃ সমাংশং
কৃষ্ণামাণী সিতাষ্টপ্রসৃতযুতমিদং
স্থাপিতং ভস্মরাশৌ।
বর্ষান্তে তৎ সমশ্নন্ ভবতি
বিপলিতো রূপবর্ণপ্রতাপৈ-
র্নির্ব্যাধির্বুদ্ধিমেধাস্মৃতিবচন-
বলস্থৈর্য্যসত্ত্বৈরুপেতঃ।

আমলকীর রসে ভাবিত আমলকী-চূর্ণ ৮ সের, ঘৃত ৮ সের, মধু ৮ সের, পিঁপুল ১ সের ও চিনি ২ সের এই সমুদায় একত্রে মিশ্রিত করিয়া ভস্মরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। ইহা শরৎকালে সেব্য। এই ঔষধ সেবন করিলে বলীপলিতাদি দূরীকৃত হইয়া বলবীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হয়।

গুড়ূচ্যপামার্গ বিড়ঙ্গ শঙ্খিনী
বচাভয়া শুণ্ঠী শতাবরী সমা।
ঘৃতেন লীঢ়া প্রকরোতি মানবং
ত্রিভির্দিনৈঃ শ্লোকসহস্রধারিণম্।

গুলঞ্চ, আপাংমূল, বিড়ঙ্গ, চোরকাঁচকী, বচ, হরীতকী, শুঁঠ ও শতমূলী প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

ব্যঙ্গবলীপলিতঘ্নং পীনসবৈস্বর্য্যকাসহরম্।
রজনীক্ষয়েঽম্বুনস্যং রসায়নং দৃষ্টিজননঞ্চ।

ঔষধ সেবনকালে অধিক কটু, অম্ল ও লবণ আহার নিষিদ্ধ। ইহা সেবন করিলে বল, বীর্য্য ও ইন্দ্রিয়শক্তি প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীসিদ্ধমোদকঃ।

ত্রিকটোস্ত্রিপলং চূর্ণং ত্রিফলায়াঃ পলত্রয়ম্।
গুড়ূচ্যাশ্চ বিড়ঙ্গানাং গ্রন্থিকগ্রন্থিপর্ণয়োঃ।
রক্তচিত্রাজ্ঝিজং চূর্ণং গ্রাহ্যঞ্চাপি পৃথক্ পৃথক্।
প্রত্যেকং দ্বিপলঞ্চৈষাং গৃহ্নীয়ান্মতিমান্ নরঃ।
কামরূপোদ্ভবা গ্রাহ্যা গুড়স্যার্দ্ধতুলা তথা।
সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য সষষ্টিত্রিশতং শুভম্।
মোদকং কারয়েদ্ধীমান্ সমভাগেন যত্নতঃ।
প্রত্যহং প্রাতরেবৈতৎ পানীয়েনৈব ভক্ষয়েৎ।
এবং নিরন্তরং কার্য্যং সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ।
প্রথমে মাসি বাগ্যুক্তো দ্বিতীয়ে বলবর্ণবান্।
তৃতীয়ে নাশয়েৎ কুষ্ঠং শ্বাসকাসৌ তুরীয়কে।
পঞ্চমে স্ত্রীপ্রিয়ত্বঞ্চ ষষ্ঠে চ পলিতক্ষয়ঃ।
সপ্তমে কান্তিযুক্তশ্চ অষ্টমে বলবান্ ভবেৎ।
নবমে চ শতায়ুঃ স্যাদ্ দশমে চ স্বরান্বিতঃ॥
মহাবলস্ত্বেকাদশে অদৃশ্যো দ্বাদশে ভবেৎ।
ইচ্ছাহারবিহারী স্যাৎ ততো দৈত্যরিপোঃসমঃ।
ষড়ূর্ম্মিরহিতো দেহী প্রাপ্নোতি কল্পজীবিতম্।
যুবা নিরন্তরং তিষ্ঠেদ্ যাবৎ কালঞ্চ জীবতি।
ভবন্তি সিদ্ধয়োঽস্যাষ্টৌ যাশ্চাপি পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শ্রীসিদ্ধমোদকো হ্যেষ সিদ্ধাদিষু নিষেবিতঃ।

ত্রিকটু ৩ পল, ত্রিফলা ৩ পল, গুলঞ্চ, বিড়ঙ্গ, পিঁপুলমূল, গেটেলা ও চিতামূল, প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল, কামরূপ-দেশীয় গুড় ৬।০ সের। এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া ৩৬০টী মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রাতে জলের সহিত সেব্য। ইহা এক বৎসর সেবন করিলে বিবিধ পীড়ার ধ্বংস এবং বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হয়।

বসন্তকুসুমাকররসঃ।

প্রবাল রস মৌক্তিকাম্বরমিদং চতুর্ভাগভাক্।
পৃথক্ পৃথগথ স্মৃতে রজত হেমতো দ্ব্যংশকে।
অয়োভুজগবঙ্গকং ত্রিলবকং বিমর্দ্দ্যাখিলম্।
শুভেঽহনি বিভাবয়েদ্ভিষগিদং ধিয়া সপ্তশঃ।
দ্রবৈর্বৃষনিশেক্ষুজৈঃ কমলমালতীপুষ্পজৈঃ।
পয়ঃ কদলিকন্দলৈর্মলয়জৈণনাভ্যুদ্ভবৈঃ॥
বসন্তকুসুমাকরো রসপতির্দ্বিবল্লোঽশিতঃ।
সমস্তগদহৃদ্ভবেৎ কিল নিজানুপানৈরয়ম্।

প্রবাল, রসসিন্দূর, মুক্তা ও অভ্র প্রত্যেক ৪ ভাগ, রৌপ্য ও স্বর্ণ, প্রত্যেক ২ ভাগ, লৌহ, সীসা ও বঙ্গ প্রত্যেক ৩ ভাগ এই সমুদায় একত্র করিয়া বাসক, হরিদ্রা, ইক্ষু, পদ্ম ও মালতীপুষ্প রসে, দুগ্ধে, কদলীমূলের রসে এবং শ্বেত-চন্দন ও মৃগনাভির ক্বাথে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থেয়। ইহা সেবন করিলে বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

অষ্টাবক্ররসঃ।

রসরাজস্য ভাগৈকং দ্বিভাগং গন্ধকস্য চ।
ভাগমেকং সুবর্ণস্য ভাগার্দ্ধং রজতস্য চ॥
নাগং তাম্রং খর্পরঞ্চ বঙ্গঞ্চৈব সমাংশকম্।
প্রত্যেকং রজতার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ।
বটাঙ্কুররসৈর্যামং যামং কন্যারসৈঃ সহ।
কূপীমধ্যে চ সংস্থাপ্য ত্রিদিনং পাচয়েৎ সুধীঃ।
দাড়িম্বকুসুমপ্রখ্যং জায়তে হ্যবিকল্পতঃ।

বলীপলিতবিধ্বংসী বলপুষ্টিকরো মহান্ ॥
আরোগ্যজনকো মেধাকান্তিবৃষ্যত্বশুক্রবর্দ্ধকঃ।
মহৌষধবরশ্চৈষ স্বষ্টাবক্রেণ নির্ম্মিতঃ ।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, রৌপ্য অর্দ্ধ ভাগ, সীসা, তাম্র, খর্পর ও বঙ্গ প্রত্যেক।০ ভাগ। এই সমুদায় দ্রব্য বটাঙ্কুরের রসে ১ প্রহর ও ঘৃতকুমারীর রসে ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার নিয়মানুসারে পাক করিবে। ২ রতি মাত্রায় পানের রসের সহিত সেব্য। ইহা দ্বারা বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়। ইহা পরীক্ষিত উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

শিবাগুড়িকা।

কালে তু রবিতাপাঢ্যে
কৃষ্ণায়সজং শিলাজতুপ্রবরম্।
ত্রিফলারসসংযুক্তং ত্র্যহঞ্চ শুষ্কং পুনঃ শুষ্কম্ ॥
দশমূলস্য গুড়ূচ্যা রসে বলায়াস্তথা পটোলস্য।
মধুকরসৈর্গোমূত্রে ত্র্যহঞ্চ ত্র্যহং ভাবয়েৎ ক্রমশঃ ॥
একাহং ক্ষীরেণ তু তং পুনর্ভাবয়েৎ শুষ্কম্।
সপ্তাহং ভাব্যং স্যাৎ ক্বাথৈনৈষাং যথালাভম্ ॥
কাকোল্যৌ দ্বে মেদে বিদারীযুগ্মং
শতাবরী দ্রাক্ষা ঋদ্ধিযুগযভ-
বীরা মুণ্ডিতিকা ক্ষীরকেঽংশুমত্যৌ চ।
রাস্নাপুষ্করচিত্রকদন্তীভকণাকলিঙ্গচব্যাব্দাঃ।
কটুকাশৃঙ্গীপাঠৈতানি পলাংশিকানি কার্য্যাণি।
অব্দ্রোণে সাধিতানাং রসেন
পাদাংশিকেন ভাব্যানি।
গিরিজস্যৈবং ভাবিতশুদ্ধস্য পলানি দশ ষট্ চ।
দ্বিপলঞ্চ বিশ্বমাগধিকাকটুকর্কটাখ্যমরিচানাম্ ॥
চূর্ণং পলঞ্চ বিদার্য্যাস্তালীশপলানি চত্বারি।
ষোড়শ সিতাপলানি চত্বারি
ঘৃতস্য মাক্ষিকস্যাষ্টৌ।
তিলতৈলস্য দ্বিপলং চূর্ণার্দ্ধপলানি পঞ্চানাম্ ॥
ত্বক্‌ক্ষীরিপত্রত্বঙ্‌নাগৈলানাং মিশ্রয়িত্বা তু।
গিরিজস্য ষোড়শপলৈ-
র্গুড়িকাঃ কার্য্যাস্ততোঽক্ষসমাঃ।
তাঃশুষ্কানবকুম্ভেজাতীপুষ্পাধিবাসিতে স্থাপ্যাঃ।
তাসামেকা কালে ভক্ষ্যা পেয়াপিবা সততম্ ॥
ক্ষীররসদাড়িমরসাঃ সুরাসবং
মধু চ শিশিরতোয়ানি।
আলোড়নানি তাসামনুপানে বা প্রশস্যন্তে ॥
জীর্ণে লঘ্বন্নপয়োজাঙ্গলিনির্যূহযূষভোজী স্যাৎ।
সপ্তাহং যাবদতঃপরং ভবেৎ সর্ব্বং সামান্যম্ ॥
ভুক্তাপি ভক্ষিতেয়ং যদৃচ্ছয়া নাবহেত্তয়ং কিঞ্চিৎ।
নিরুপদ্রবা প্রযুক্তা সুকুমারকৈঃ কামিভিশ্চৈব ॥
সংবৎসরপ্রযুক্তা হন্ত্যেষা বাতশোণিতং প্রবলম্।
বহুবার্ষিকমপি গাঢ়ং যক্ষ্মাণং চাঢ্যবাতঞ্চ ॥
জ্বরযোনিশুক্রদোষপ্লীহার্শঃপাণ্ডুগ্রহণীরোগান্।
ব্রধ্নবমিগুল্মপীনসহিক্কাকাসারুচিশ্বাসান্ ॥
জঠরং শ্বিত্রং কুষ্ঠং ষাণ্ড্যং
ক্লৈব্যং মদং ক্ষয়ংশোষম্।
উন্মাদাপস্মারৌ বদনাক্ষিশিরোগদান্ সর্ব্বান্ ॥
আনাহমতীসারং সাসৃগ্দরং কামলাপ্রমেহাংশ্চ।
যকৃদর্ব্বুদানি বিদ্রধিং ভগন্দরং রক্তপিত্তঞ্চ।
অতিকার্শ্যমতিস্থৌল্যং
স্বেদমথ শ্লীপদঞ্চ বিনিহন্তি।
দংষ্ট্রাবিষং সমৌলং গরাণি বহুপ্রকারাণি ॥
মন্ত্রৌষধিযোগান্ বিপ্রযুক্তান্
ভৌতিকাংস্তথা ভাবান্।
পাপালক্ষ্ম্যৌ চেয়ং শময়েদ্‌গুড়িকা শিবানাম্না ॥
বল্যা বৃষ্যা ধন্যা কান্তিযশঃ শ্রীপ্রজাকরী চেয়ম্।
দত্যান্ প্রবলভতাং জয়ং বিবাদে মুখস্থা চ।
শ্রীমান্ প্রকৃষ্টমেধঃ স্মৃতিবুদ্ধি-
বলান্বিতোঽতুলশরীরঃ।

পুষ্ট্যোজোঽতিবিমলেন্দ্রিয়-
তেজোবলসম্পদুপেতঃ ॥
বলীপলিতরোগরহিতো
জীবেচ্ছরদাং শতদ্বয়ং পুরুষঃ ।
সংবৎসরপ্রয়োগাদ্দাভ্যাং শতানি চত্বারি ॥
সর্ব্বাময়জিৎ কথিতং
মুনিগণভক্ষ্যং রসায়নরহস্যম ॥
সমুদ্রভূবামৃতমন্থনোত্থঃ
স্বেদঃ শিলাভ্যোঽমৃতবহ্গিরেঃ প্রাক্ ।
যো মন্দরস্থাস্বভূবা হিতায়
নস্তঃ স শৈলেষু শিলাজরূপী ॥
শিবাগুড়িকেতি রসায়নমুক্তং
গিরীশেন গণপতয়ে ॥
শিববদনবিনির্গতা যস্মান্নাম্না
তস্মাচ্ছিবাগুড়িকেতি ॥
(শৈবসিদ্ধান্তোক্তা শিবাগুড়িকেয়ম্ ॥)

গ্রীষ্মকালে লৌহনিঃস্রুত শ্রেষ্ঠ, শিলাজতু ত্রিফলার রসে একবার আপ্লুত করিয়া শুষ্ক করিয়া পুনর্ব্বার ঐ রসে আপ্লুত করিয়া শুষ্ক করিবে, এইরূপ ক্রমে তিন দিবস করিবে। তৎপরে দশমূলের ক্বাথ, গুড়ূচী, বেড়েলা, পটোলপত্র ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের রস ও গোমূত্র দ্বারা ক্রমে প্রত্যেক তিন দিবস করিয়া ভাবনা দিবে। অনন্তর এক দিবস পুনঃ পুনঃ দুগ্ধে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া তৎপরে কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদা, মহামেদা, ভূমিকুষ্মাণ্ডদ্বয়, শতমূলী, দ্রাক্ষা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, ঋষভক, জটামাংসী, মুণ্ডিরী, কৃষ্ণজীরা, শুক্লজীরা, শালপানি, পৃশ্নিপর্ণী, রাস্না, পুষ্করমূল, চিতা, দন্তী, গজপিপ্পলী, ইন্দ্রযব, চঁই, মুতা, কট্‌কী, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও আকনাদি দ্রব্য সমূহের মধ্যে যথালাভ প্রত্যেক এক পল পরিমাণে লইয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করতঃ ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে ক্বাথ গ্রহণ করিয়া ক্রমে সপ্তাহ পর্য্যন্ত ভাবনা দিবে। অনন্তর উক্তরূপে ভাবিত ও শোধিত শিলাজতু ১৬ পল, শুঁঠ, পিপ্পলী, কট্‌কী, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মরিচ ইহাদিগের চূর্ণ ২ পল, ভূমিকুষ্মাণ্ড ১ পল, তালীশপত্র ৪ পল, শর্করা ১৬ পল, ঘৃত ৪ পল, মধু ৮ পল, তিলতৈল ২ পল এবং বংশলোচন, তেজপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর ও এলাইচচূর্ণ ৪ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে এবং শুষ্ক করিয়া জাতীপুষ্প প্রভৃতি দ্বারা অধিবাসিত করতঃ নূতন কলসীতে স্থাপন করিবে এবং যথাসময়ে একটী বটী ভক্ষণ করিবে। দুগ্ধ, মাংসরস, দাড়িম্বরস, সুরা, আসব, মধু ও শিশিরজল ইহাদের যে কোনটীর সহিত ঔষধ আলোড়ন করতঃ সেবন করিবে অথবা অনুপান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে লঘু অন্ন, দুগ্ধ, জাঙ্গল মাংসের যূষ প্রভৃতি সেবন করিবে। সপ্তাহকাল এইরূপ আহারাদি করিয়া পরে সাধারণ আহারাদি করিবে। উক্ত ঔষধ আহারান্তেও ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে, তাহাতে কোন ভয়ের কারণ নাই। ইহা সুকুমার, সবল ও কামী ব্যক্তিগণ নিরুপদ্রবে সেবন করিতে পারে। এই ঔষধ সংবৎসরকাল সেবন করিলে প্রবল বাতরক্ত, বহুবর্ষের যক্ষ্মা, উদরী, শ্বিত্র,

কুষ্ঠ, যোনিদোষ, শুক্রদোষ, অর্শঃ, ক্লীবত্ব, ক্ষয়রোগ, উন্মাদ, অপস্মার এবং সর্ব্ববিধ মুখ, চক্ষু ও শিরোরোগ, আনাহ, অতীসার, অসৃগ্দর, কামলা, ভগন্দর, অতি কৃশতা, অতি স্থূলতা, শ্লীপদ, দংষ্ট্রাবিষ, মূলবিষ, বিবিধ সংযোগ বিষ ও ভৌতিকভাব বিনষ্ট হয়। ইহা বৃষ্য, বল্য, সন্তানকারক। ইহা দ্বারা শ্রী, প্রকৃষ্টমেধা, স্মৃতি, বুদ্ধি, বল, ইন্দ্রিয়সমূহের বিমলতা ও তেজঃ বৃদ্ধি হয়। মুনিগণের সেবিত এই রসায়ন অমৃততুল্য ও রোগনাশক। সমুদ্র-মন্থন কালে মন্দর পর্ব্বতের শিলাময় কলেবর হইতে যে স্বেদনির্গত হইয়াছিল, তাহাই ব্রহ্মা জগতের হিতের জন্য পর্ব্বতের শিলাজতুরূপে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই শিবাগুড়িকা সৈবসিদ্ধান্তে বর্ণিত হইয়াছে।

অমৃতভল্লাতকঃ।

সুপক্বভল্লাতকফলানি সম্যগ্
দ্বিধা বিদার্য্যাঢকসম্মিতানি।
বিপাচ্য তোয়েন চতুর্গুণেন
চতুর্থশেষে ব্যপনীয় তানি।
পুনঃ পচেৎ ক্ষীরচতুর্গুণেন
ঘৃতাংশযুক্তেন ঘনং যথা স্যাৎ।
সিতোপলাষোড়শভিঃ পলৈস্তু
বিমিশ্র্য সংস্থাপ্য দিনানি সপ্ত॥
ততঃ প্রযোজ্যাগ্নিবলেন মাত্রাং
জয়েদ্গুদোত্থানখিলান্ বিকারান্।
কচান্ সুনীলান্ ঘনকুঞ্চিতাগ্রান্
সুপর্ণদৃষ্টিং সুকুমারতাঞ্চ।
জবং হয়ানাঞ্চ মতঙ্গজং বলং
স্বরং ময়ূরস্য হুতাশদীপ্তম্।
স্ত্রীবল্লভত্বং লভতে প্রজাঞ্চ
নীরোগমব্দদ্বিশতানি চায়ুঃ।
ন চান্নপানে পরিহার্য্যমস্তি
ন চাতপে চাধ্বনি মৈথুনে চ।
প্রয়োগকালে সকলাময়ানাং
রাজা হ্যয়ং সর্ব্বরসায়নানাম্॥

(ভল্লাতকশুদ্ধিরিহ প্রাগিষ্টকচূর্ণঘর্ষণাৎ। ঘৃতাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরং ঘৃতস্য প্রস্থ ইষ্যতে।)

সুপক্ব শোধিত ও দ্বিখণ্ডীকৃত ভেলা ৮ সের, চতুর্গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে বস্ত্রপূত করিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে। অনন্তর উক্ত ক্বাথ এবং ঘৃতের চতুর্গুণ অর্থাৎ ১৬ সের দুগ্ধ ও ৪ সের ঘৃত সহ একত্র পাক করিবে, ক্রমে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইলে উহাতে ১৬ পল শর্করা মিশ্রিত করতঃ ধান্যরাশিমধ্যে সাত দিবস রাখিয়া দিবে। অনন্তর রোগীর বল ও অগ্নি প্রভৃতি সম্যক্ বিবেচনা করতঃ মাত্রা স্থির করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্ব-প্রকার গুদজরোগ বিনষ্ট এবং কৃষ্ণ, ঘন ও কুঞ্চিতাগ্র কেশোৎপত্তি, গরুড়ের ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সুকুমারতা, স্ত্রীবল্লভত্ব, পুত্রবিশিষ্টত্ব, নীরোগত্ব ও দ্বিশত বৎসর পরমায়ুঃ লাভ করা যায়। ইহা সেবন করিয়া আহার, বিহার, আতপ, পরিশ্রম ও মৈথুন ইচ্ছানুরূপই করিবে। ইহা ব্যাধিসমূহের এবং রসায়নসমূহের রাজতুল্য। প্রথমে ইষ্টকচূর্ণ দ্বারা ভেলা

শোধন করিয়া লইবে এবং ঘৃতের চতুর্গুণ দুগ্ধ ও ঘৃত ১ প্রস্থ গ্রহণ করিবে।

মহানীলকণ্ঠরসঃ।

পলৈকং নাগভস্মাথ ভাবয়েত্তিমিপিত্ততঃ।
তন্নাগং সুমৃতং স্বর্ণং তোলৈকং বাপি মিশ্রয়েৎ॥
দ্বিপলং ভস্ম সূতস্য ত্রিপলং মৃতমভ্রকম্।
ত্রিপলং লৌহভস্মাথ সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
ভাবয়েচ্চ পৃথক্ কন্যা ব্রাহ্মী নির্গুণ্ডিকা শমী।
মুণ্ডী শতাবরী ছিন্না কোকিলাক্ষস্য বীজকৈঃ।
মুষলী বৃদ্ধদারোঽগ্নি দ্রবৈরেভির্ভিষগ্বরঃ।
ততঃ সংচূর্ণয়েৎ সর্ব্বং তুল্যমেকাদশাভিধম্॥
বরা ব্যোষাব্দ বহ্ন্যেলা জাতীফল লবঙ্গকম্।
পূজয়েদ্ বৃষপুষ্পাদ্যৈর্নীলকণ্ঠং মহেশ্বরম্॥
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েদস্য মৃত্যুঞ্জয়মন্ত্রং স্মরন্।
ক্ষয়মেকাদশবিধং গ্রহণীং রক্তপিত্তকম।
বিবিধান্ বাতজান্রোগানচত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্।
হন্তি সর্ব্বাময়ানেষকামিনীনাং শতং ব্রজেৎ॥
একবিংশতি রাত্রার্দ্ধং পরিহার্য্যং ত্যজেদিহ।
যথেষ্টাহারচেষ্টো হি কন্দর্পসদৃশো নরঃ॥
মেধাবী বলবন্ প্রাজ্ঞো বহ্বাশী ভীমবিক্রমঃ।
পুত্রার্থিনী তথা নারী সৈব পুত্রং প্রসূয়তে॥
অস্যৌষধস্য মাহাত্ম্যং বেত্তি শম্ভুর্ন চাপরঃ॥

তিমি অভাবে রোহিত মৎস্যের পিত্তে ভাবিত সীসক ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, রসসিন্দূর ১৬ তোলা, অভ্র ২৪ তোলা ও লৌহ ২৪ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারী, ব্রাহ্মী, নিসিন্দা, শমী, মুণ্ডিরী, শতমূলী, গুলঞ্চ, কুলেখাড়াবীজ, তালমূলী, বিদ্ধড়ক ও চিতা ইহাদের প্রত্যেকের রসে অভাবে কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া পরে ত্রিফলা, ত্রিকটু, মুতা, চিতা, এলাইচ, জায়ফল, ও লবঙ্গ প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল মিশ্রিত করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা ক্ষয়াদি বিবিধ রোগনিবারক, মেধা ও বলকারক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

সিদ্ধমকরধ্বজঃ।

পলমানং রসং সম্যগ্ বহুসংস্কারসংস্কৃতম্॥
তথা পলদ্বয়ং গন্ধং শুদ্ধং হেম দ্বিকার্ষিকম্॥
কৈলাসাচলসম্ভূতে সুদৃঢ়ে চ সুচিক্কণে।
শোণপ্রস্তরজে খল্লে সর্ব্বং সংস্থাপ্য মিশ্রয়েৎ।
মর্দ্দয়েদ্ যত্নতো বৈদ্যো যামানষ্টৌ নিরন্তরম্।
রক্তকার্পাসপুষ্পস্য শ্বেতাঙ্কোঠফলস্য চ।
কুমার্য্যাশ্চ রসৈঃ সম্যগ্ ভাবয়িত্বা পৃথক্ পৃথক্।
স্থাপয়িত্বা কাচকূপীমধ্যে সর্ব্বং প্রযত্নতঃ।
রক্তাঙ্গ-সাল সরল খদির শ্রীফলোদ্ভবাম্।
কাষ্ঠেনাগ্নুতমেনৈব নীরসেন প্রতাপয়েৎ।
মৃদুনানলযোগেন প্রাগ্ যামদ্বিতয়ং পচেৎ।
পুনর্যামদ্বয়ং পাচ্যং মধ্যতাপেন বহ্নিনা॥
অগ্নিনা প্রখরেণৈব ততো যামদ্বয়ং পচেৎ।
ভূয়ো মন্দাগ্নিনা পাচ্যমবশিষ্টদ্বিযামকম্।
স্বাঙ্গশীতমথোদ্ধৃত্য নবচূতদলোপমম্।
ভঙ্গুরং লোহিতং পিষ্টে দাড়িম্বকুসুমোপমম্।
ততোঽবতার্য্য গন্ধেন দ্বিগুণেন বিমর্দ্দয়েৎ।
ভাবয়েদ্ পূর্ব্ববদ্ভূয়ঃ পাচয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।
এবং বারদ্বয়ং কুর্য্যাৎ সম্যগৌষধসিদ্ধয়ে।
সন্নিপাতং জ্বরং ঘোরং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
আমশূলং কটীশূলং হৃচ্ছূলং পক্তিশূলকম্।
কাসং শ্বাসঞ্চ যক্ষ্মাণং শূলং কুষ্ঠমশেষতঃ।
গলোত্থানন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ তথাতীসারমেব চ॥
শ্লীপদং কফবাতোত্থং চিরজ্বং কুলজং তথা।
নাড়ীব্রণং ব্রণং ঘোরং গুদাময়ং ভগন্দরম্।
বায়ুং বহুবিধং হন্তি ধ্বজভঙ্গং বিশেষতঃ।

সেবনাদস্য নশ্যন্তি সর্ব্বে রোগা ন সংশয়ঃ ॥
করোত্যগ্নিং বলং বীর্য্যং বলীপলিতনাশনঃ।
বিধিবৎ সেবিতো হ্যেষ মুমূর্ষুমপি জীবয়েৎ।
স্বেচ্ছাহারবিহারোঽপি ন কদাচিৎ বিপদ্যতে।
মেধায়ুঃকান্তিজননঃ কামোদ্দীপনকৃন্মহান্ ॥
বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী স্ত্রীষু চাপি বৃষায়তে।
সেবনাদস্য সম্রাজ্ঞো গচ্ছন্তি প্রমদাশতম্।
ত্রৈলোক্যে শুভদং শ্রীমদেষ এব মহৌষধম্।
মৃত্যুঞ্জয়ো যথাভ্যাসান্মৃত্যুং জয়তি দেহিনাম্।
তথায়ং সাধকেন্দ্রস্য জরামরণনাশনঃ।
স্বয়ং ত্রৈলোক্যনাথেন ত্রৈলোক্যহিতমিচ্ছতা।
সমর্পিতোঽয়ং সিদ্ধেভ্যঃ করুণার্দ্রেণ বৈ যতঃ।
অতোঽয়ং ভুবনে খ্যাতঃ শ্রীসিদ্ধমকরধ্বজঃ।
ভাস্বান্ যথা তমো হন্তি কেশরী করিণং যথা।
তুলসংঘং যথা বহ্নিস্তথা রোগানসৌ হরেৎ ॥

যথাবিধি পরিশোধিত পারদ ৮ তোলা, শোধিত গন্ধক ১৬ তোলা ও বিশুদ্ধ সুবর্ণ ভস্ম ৪ তোলা একত্রিত করিয়া কৈলাসগিরিসম্ভূত সুকঠিন সুচিক্কণ রক্তপ্রস্তরনির্ম্মিত খলে ৮ প্রহর মর্দ্দন করিয়া পরে শ্বেতাঙ্কোঠফলের রস, রক্তকার্পাসপুষ্প ও ঘৃতকুমারীর রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া শুষ্ক ও চূর্ণিত করিয়া একটী বোতলের মধ্যে স্থাপিত করিবে। পরে সাল, সরল, খদির ও বিল্ব ইহাদের মধ্যে যে কোন শুষ্ককাষ্ঠ দ্বারা অনবরত ৮ প্রহরকাল জ্বাল দিবে। প্রথম ২ প্রহরে মৃদু জ্বাল, পরে ২ প্রহর মধ্য জ্বাল, আর ২ প্রহর খরজ্বাল ও শেষ ২ প্রহর পুনর্ব্বার মৃদু জ্বাল দিয়া নামাইবে। (হাঁড়ির তলদেশ পর্য্যন্ত মৃদু জ্বাল, গলা ছাড়াইয়া উঠিলে তাহাকে খরজ্বাল বলে) পরে শীতল হইলে বোতলের মধ্য হইতে ঔষধ বহিষ্করণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার উহাতে দ্বিগুণ গন্ধক দিয়া পূর্ব্ববৎ একত্র মর্দ্দন ও পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের রসে ভাবনা দিয়া বোতলের মধ্যে রাখিয়া পূর্ব্ববৎ বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। এইরূপ আর দুইবার মর্দ্দন, ভাবনা ও পাক করিয়া শীতল হইলে সিদ্ধমকরধ্বজ প্রস্তুত হইবে। আম্রের নবপল্লবসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট ও ভঙ্গুর অর্থাৎ হাত লাগিলেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং মর্দ্দন করিলে দাড়িম কুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। ইহা অনুপান বিশেষের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বরোগই বিনষ্ট হয়। এই মহৌষধ সেবনে রোগী যথেচ্ছ আহার বিহার করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। ইহা ধ্বজভঙ্গের এক মাত্র মহৌষধ। যদি ঔষধকে মহৌষধ আখ্যা দিতে হয়, তবে ইহাই সেই অদ্বিতীয় মহৌষধ আখ্যা পাইবার যোগ্য। অদ্যাপি এতাদৃশ উপকারক আশুফলপ্রদ অব্যর্থ মহৌষধ আর দ্বিতীয় প্রকাশ হয় নাই। স্বয়ং ত্রিলোকনাথ মৃত্যুঞ্জয় এই ঔষধ প্রকাশ করিয়া সিদ্ধলোকদিগকে প্রদান করেন, তজ্জন্য ইহার নাম সিদ্ধ মকরধ্বজ। ইহা সেবনে জ্বর, সন্নিপাত, গ্রহণী, মেহ, অরুচি, অম্লপিত্ত, শূল, বিবিধ স্ত্রীরোগ, শিশু ও বৃদ্ধদিগের রোগ প্রভৃতি ব্যাধি সত্বর প্রশমিত হয়। ইহা সেবনে বলীপলিত নষ্ট, বল, বীর্য্য, আয়ুঃ ও মেধা প্রভৃতি পরিবর্দ্ধিত হয়।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণিঃ।

রসং বজ্রং হেম তারং তাম্রং তীক্ষ্ণং মৃতাভ্রকম্।
মৌক্তিকং গন্ধকং শঙ্খং প্রবালং তালকং শিলা॥
শোধিতঞ্চ সমং সর্ব্বং সপ্তাহং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ম্।
বহ্নিমূলকষায়েণ ভানু-দুগ্ধে দিনত্রয়ম্॥
নির্গুণ্ডী শূরণ দ্রাবৈর্বজ্রীদুগ্ধৈর্দিনত্রয়ম্।
এতৎপূরিতগর্ভাঞ্চ পীতবর্ণবরাটিকাম্॥
টঙ্গনং রবিদুগ্ধেন পিষ্ট্বা তস্যা মুখং লিপেৎ।
রুদ্ধা ভাণ্ডমুখং পাচ্যং স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণয়েৎ।
চূর্ণতুল্যং মৃতং সূতং বৈক্রান্তং সূতপাদিকম্।
শোভাঞ্জনদ্রবৈঃ সর্ব্বং সপ্তবারান্ বিভাবয়েৎ।
বহ্নিমূলকষায়েণ ভাবনাদ্বয়মীহতে।
এবং সংশুদ্ধসূতেন্দ্রঃ সর্ব্বব্যাধিকুলান্তকঃ।
মাসার্দ্ধেন নিহন্ত্যাশু জরাং মৃত্যুং ন সংশয়ঃ॥
বাতং বিদ্রধিশূলপাণ্ডুগ্রহণীরক্তাতিসারাঞ্জয়েৎ।
মেহপ্লীহজলোদরাশ্মরিতৃষাশোথংহলীমোদরম্॥
মূত্রাঘাত ভগন্দর জ্বরগদান্ সর্ব্বাণি কুষ্ঠান্যপি।
সাধ্যাসাধ্যভবান্‌গদান্বিহতরান্‌সংসাধয়েদেষা গতঃ॥

পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, অভ্র, মুক্তা, গন্ধক, শঙ্খ, প্রবাল, হরিতাল ও মনছাল প্রত্যেক সমভাগ চিতামূলের রসে ৭ দিন এবং আকন্দের আটায়, নিসিন্দার রসে, ওলের রসে ও সিজের আটায় ৩ দিন ভাবনা দিয়া কতকগুলি পীতবর্ণ কড়ির অভ্যন্তরস্থ করিবে। অনন্তর আকন্দের আটায় সোহাগা মাড়িয়া তদ্দারা কড়িগুলির মুখ লিপ্ত করিবে। পরে ঐ কড়িসকল ভাণ্ডমধ্যে স্থাপিত ও ভাণ্ডের মুখ রুদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া উহার সহিত চূর্ণ তুল্য রসসিন্দূর ও রসসিন্দূরের ।০ সিকি বৈক্রান্ত মিশ্রিত করিয়া সজিনার রসে ৭ বার ও চিতামূলের রসে ২ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা সেবন করিলে বিবিধ ব্যাধি নষ্ট ও বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

পূর্ণচন্দ্ররসঃ।

দ্বিকর্ষং শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধকঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্।
লৌহভস্মপলঞ্চৈকং জারিতাভ্রং পলাংশকম্॥
দ্বিতোলং রজতঞ্চৈব বঙ্গভস্ম দ্বিকার্ষিকম্।
সুবর্ণং তোলকঞ্চৈব তাম্রং কাংস্যঞ্চ তৎসমম্॥
জাতীফলঞ্চেন্দ্রপুষ্পমেলাং ভৃঙ্গঞ্চ জীরকম্।
কর্পূরং বনিতাং মুস্তং কর্ষং দদ্যাৎ পৃথক্ পৃথক্॥
সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যারসবিমর্দ্দিতম্।
ভাবয়িত্বা বরাতোয়ৈ রুবুকাণাং রসৈস্তথা॥
এরণ্ডপত্রৈঃ সংবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্।
উদ্ধৃত্য মর্দ্দয়িত্বা তু বটিকাং চণকপ্রভাম্॥
খাদেচ্চ বটিকামেকাং পর্ণখণ্ডেন সংযুতাম্।
সর্ব্বব্যাধিবিনাশায় কাশীরাজেন নির্ম্মিতা॥
বল্যো রসায়নো বৃষ্যো বাজীকরণ উত্তমঃ।
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ গ্রহণীং চিরজামপি॥
আমবাতমম্লপিত্তং জীর্ণজ্বরমরোচকম্।
আমশূলং কটীশূলং হৃচ্ছূলং পক্তিশূলকম্॥
কামশোকোদ্ভবং রোগং প্রমেহং বহুমূত্রকম্।
বায়ুং বহুবিধং হন্তি ধ্বজভঙ্গং বিশেষতঃ॥
মেধাঞ্চ লভতে রাজ্ঞি তুষ্টি পুষ্টিসমন্বিতাম্।
বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী স্ত্রীষু চাপি বৃষায়তে॥
দৃষ্টঃ সিদ্ধফলো হ্যেষ রসায়নবরঃ স্মৃতঃ॥

পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা, স্বর্ণ, তাম্র ও কাঁসা প্রত্যেক ১ তোলা, জায়ফল, লবঙ্গ, এলাইচ, গুড়ত্বক্, জীরা, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু ও মুতা প্রত্যেক ২ তোলা এই

সমুদায় একত্রে ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ত্রিফলার কাথে ও এরণ্ডের রসে ভাবনা দিয়া এরণ্ডপত্রে বেষ্টিত করিয়া ৩ দিন ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিয়া পরে চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। পানের সহিত সেব্য। ইহাতে বিবিধ পীড়ার শান্তি ও বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হয়।

মহালক্ষ্মীবিলাসরসঃ।

পলং বজ্রাভ্রচূর্ণস্য তদর্দ্ধৌ গন্ধপারদৌ।
তদর্দ্ধং বঙ্গভস্মাপি তদর্দ্ধং তারকং তথা॥
তৎসমং মাক্ষিকঞ্চৈব তদর্দ্ধং তাম্রভস্মকম্।
রস তুল্যঞ্চ কর্পূরং জাতীকোষফলে তথা॥
বৃদ্ধদারকবীজঞ্চ বীজং স্বর্ণফলস্য চ।
প্রত্যেকংকার্ষিকং ভাগং মৃতং স্বর্ণংদ্বিশাণকম্॥
নিষ্পিষ্য বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
নিহন্তিসন্নিপাতোত্থান্ গদান্ ঘোরান্ সুদারুণান্॥
গলোত্থানন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ তথাতীসারমেব চ।
কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং প্রমেহান্ বিংশতিং তথা॥
শ্লীপদং কফবাতোত্থং চিরজং কুলজং তথা।
নাড়ীব্রণং ব্রণং ঘোরং গুদাময়ভগন্দরম্॥
কাস পীনস যক্ষঘ্নঃ স্থৌল্যদৌর্গন্ধ্যরক্তনুৎ॥
আমবাতং সর্ব্বরূপং জিহ্বাস্তম্ভং গলগ্রহম্॥
উদরং কর্ণনাসাক্ষি মুখবৈজাত্যমেব চ।
সর্ব্বশূলং শিরঃশূলং স্ত্রীণাং গদনিসূদনঃ॥
বটিকাং প্রাতরেকৈকাং খাদেন্নিত্যং যথাবলম্।
অনুপানমিহ প্রোক্তং মাংসপিষ্টং পয়ো দধি॥
বারি ভক্ত সুরাসীধু সেবনাৎ কামরূপধৃক্।
বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী নচ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ॥
ন চ লিঙ্গস্য শৈথিল্যং ন কেশানাঞ্চ পক্কতা।
নিত্যং গচ্ছেৎ শতং স্ত্রীণাং মত্তবারণবিক্রমঃ॥
দ্বিলক্ষযোজনী দৃষ্টির্জায়তে পৌষ্টিকস্তথা।
প্রোক্তঃ প্রয়োগরাজোঽয়ং নারদেন মহাত্মনা॥
রসো লক্ষ্মীবিলাসোঽয়ং বাসুদেবে জগৎপতৌ।
অভ্যাসাদস্য ভববান্ লক্ষনারীষু বল্লভঃ॥

অভ্র ৮ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, পারদ ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা, জয়িত্রী, জায়ফল, বিদ্ধড়ক্কবীজ ও ধুতুরাবীজ প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা। এই সমুদায় পানের রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে বিবিধ পীড়ার শান্তি ও বল-বীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়।

শ্রীনীলকণ্ঠরসঃ।

রসস্য ভাগাশ্চত্বারো হেম্নো ভাগচতুষ্টয়ম্।
অভ্রং লৌহঞ্চ মুক্তা চ বৈক্রান্তং যুগ্মভাগিকম্॥
রৌপ্যং প্রবালং তাপ্যঞ্চ বঙ্গমেকৈকভাগিকম্।
ত্রিধা জীবন্তী লাক্ষাগ্নিমূলক্কাথেন ভাবয়েৎ॥
এরণ্ডপত্রৈঃ সংবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ।
ততো দিনত্রয়াদূর্দ্ধমুদ্ধৃত্য চণকপ্রভাঃ॥
নীলকণ্ঠং সমভ্যর্চ্চ্য শুচিঃ সংযতমানসঃ।
প্রযুঞ্জ্যাদ্ বটিকাং ধীমান্ যথা ব্যাধ্যনুপানতঃ॥
রসায়নবরঃ শ্রীদো বাতব্যাধিবিনাশনঃ।
রসঃ শ্রীনীলকণ্ঠাখ্যো নীলকণ্ঠেন ভাষিতঃ॥
কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং প্রমেহান্ বিংশতিং তথা।
নেত্ররোগং তথা দোষান্ রক্তঃশুক্রসমুদ্ভবান্॥
সন্নিপাতজ্বরং ঘোরং হন্নাসামুখকর্ণজান্।
রোগং বহুবিধং হন্তি ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

ষড়্গুণ বলিজারিত রস ৪ ভাগ, স্বর্ণ ৪ ভাগ, অভ্র, লৌহ, মুক্তা ও বৈক্রান্ত প্রত্যেক ২ ভাগ, রৌপ্য, প্রবাল,

স্বর্ণমাক্ষিক ও বঙ্গ প্রত্যেক ১ ভাগ। এই সকল দ্রব্য জীবন্তী, লাক্ষা ও চিতামূলের মিলিত ক্কাথে ৩ দিবস ভাবনা দিয়া এরণ্ডপত্রে বেষ্টন করিয়া ৩ দিবস ধান্যরাশি মধ্যে স্থাপন করিবে। মাত্রা ২ রতি। যথাবিধি ও যথাব্যাধি অনুপানের সহিত সেবন করিবে। ইহা রসায়নশ্রেষ্ঠ ও কান্তিপ্রদ। বিবিধ বাতব্যাধি, বিংশতি প্রকার মেহ, ধ্বজভঙ্গ, হৃদ্রোগ, চক্ষুরোগ ও কর্ণরোগ প্রভৃতি ইহা দ্বারা উপশমিত হয়।

উদয়ভাস্করো রসঃ।

তোলৈকং শুদ্ধসূতস্য গন্ধকং তচ্চতুর্গুণম্।
কৃত্বা কজ্জলিকামাদৌ মর্দ্দয়েৎ তদনন্তরম্ ॥
পক্বং নিচুলতোয়েন যথা কল্কঃ প্রজায়তে।
ততো দ্বয়স্য তাম্রস্য কৃত্বা পত্রাণ্যতঃ পরম্ ॥
কজ্জল্যা সহ পত্রাণি পক্বং নিচুলবারিণা।
প্লাবয়িত্বা তু বহুধা স্থাপয়েদাতপে খরে ॥
তৎ ক্ষিপ্ত্বা চান্ধমূষায়াং পুটপাকং সমাচরেৎ।
চুলিকামুদ্ধৃতং মূষাং কৃত্বা ত্রীণি প্রদাপয়েৎ ॥
পুটানি কুক্কুটাখ্যানি সূতসংস্কারসিদ্ধয়ে।
সিদ্ধসূতং সমাদায় গুঞ্জামানং প্রদাপয়েৎ ॥
চিত্রকার্দ্রক সিন্ধূত্থৈর্নাগবল্ধ্যা দলেন বা।
শূলেষু পাণ্ডুরোগেষু কামলায়াং হলীমকে ॥
গুল্মেষু বাতরোগেষু শ্লেষ্মরোগেষু সেবয়েৎ।
অতীসারে গ্রহণ্যাঞ্চ সন্নিপাতে মহাজ্বরে ॥
দীয়তে রসনারোঽয়ং নির্দ্দিশন্তি ভিষগ্বরাঃ।
উপচারস্তু নির্দ্দিষ্টং যথা প্রাণেশ্বরে রসে ॥

শোধিত পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ৪ তোলা কজ্জলী করিবে, ঐ কজ্জলী হিজলের রসে বা ক্কাথে মাড়িয়া পাক করিবে, পরে ঐ কজ্জলী ও হিজলের রসের সহিত তাম্রপত্র ২ তোলা মাড়িয়া প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, পরে অন্ধমূষায় কুক্কুটাখ্য পুটপাক বিধানে ৩ বার পুটপাক করিবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে ১ রতি মাত্রায় চিতার রস, আদার রস, সৈন্ধবলবণ অথবা পানের রস সহ মাড়িয়া সেবন করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বরোগ নাশ ও শরীর হৃষ্টপুষ্ট এবং বলিষ্ঠ হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন।

বারিসাররসঃ।

শুদ্ধাভ্রকস্য গন্ধস্য রসস্য চ ততঃ পরম্।
তোলকং কল্পয়িত্বা তু সুগন্ধস্য চ সংখ্যয়া ॥
নির্গুণ্ডী কাকমাচী চ ধুস্তূরার্দ্রক শিগ্রুভিঃ।
গিরিকর্ণী জয়ন্তী চ ভৃঙ্গঞ্চ তিলপর্ণিকা ॥
দণ্ডোৎপলৌ তথা জাতীকন্দঞ্চ কেশরাজকম্।
চিত্রকঞ্চ মহারাষ্ট্রং তথাজ্ঝা পিপ্পলী জটা ॥
এতাসামৌষধীনাঞ্চ ব্যোম গন্ধং তথা রসম্।
রসৈঃ প্রমর্দ্দয়েৎ খল্লে ক্রমেণানেন যত্নতঃ ॥
ততো নিরুন্ধয়েৎ সম্যক্ কৃত্বা সংপুটমধ্যগম্।
আরোপ্য সংপুটং চুল্যাং কাষ্ঠাগ্নিং জ্বালয়েদধঃ।
যামমাত্রং ততো ধ্মাত্বা স্বাঙ্গশীতলতাঙ্গতম্।
সংপুটস্তং সমাকর্ষেৎ সিদ্ধসূতং প্রযত্নতঃ ॥
সিদ্ধসূতাৎ প্রদাতব্যাশ্চিত্রকেণ সমন্বিতাঃ।
তিস্রো গুঞ্জাশ্চতস্রো বা সন্নিপাতেঽতিদারুণে ॥
ত্র্যূষণং জীরকে দ্বে চ যমানী বচয়া সহ।
আর্দ্রকঞ্চ তথা পঞ্চলবণানি প্রয়োজয়েৎ ॥
ক্ষারত্রয়ং তথা সর্ব্বং সমভাগং প্রকল্পয়েৎ।
তৎ সর্ব্বমেকতঃ কৃত্বা রসমেবংবিধং পরম্ ॥
দেয়ং তথানুপানার্থং তস্য মাষচতুষ্টয়ম্।
সন্নিপাতে জ্বরে দেয়মগ্নিমান্দ্যে বিশেষতঃ ॥
ক্ষতে চৈবাতিসারে চ প্রতিশ্যায়ে চ শোথকে।

শ্লেষ্মব্যাধৌ গ্রহণ্যাঞ্চ বিশেষেণ প্রয়োজয়েৎ।
গব্যং দধি তথা ক্ষীরমস্মিন্নেব প্রয়োজয়েৎ।
মাহিষঞ্চ প্রযুঞ্জীত রসবীর্য্যবিবর্দ্ধনঃ।

শোধিত অভ্র, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক ১ তোলা, নিসিন্দা, কাকমাচী, ধুস্তূর, আর্দ্রক, সজিনা, গিরিকর্ণী, জয়ন্তী, ভীমরাজ, রক্তচন্দন, দণ্ডোৎপল, জাতী, কেশরাজ, চিতা, মহারাষ্ট্র, পিঁপুল, রুদ্রজটা এই সকল দ্রব্যের রসে মর্দ্দন করিয়া রুদ্ধমুখ ভাণ্ডে স্থাপন করিয়া পুটপাকবিধানে পাক করিবে। পরে উপযুক্ত অনুপান সহ সর্ব্বব্যাধিতে প্রয়োগ করিবে। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন।

সর্ব্বতোভদ্রলৌহম্।

বিড়ঙ্গসারো মেঘাখ্যো রক্তবহ্নিরুস্করঃ।
হস্তিকর্ণঃ সিতার্কশ্চ তথা শ্বেতপুনর্নবা॥
বাগুজী মুণ্ডিকা ভৃঙ্গরাজকো বৃদ্ধদারকঃ।
গুড়ূচ্যতিবলা রাস্না তালমূলী শতাবরী॥
পিণ্ডারোচ্চাটক গজাঃ সমূলঃ কেশরাজকঃ।
পারদঞ্চ পৃথক্ কর্ষং লৌহস্য পলপঞ্চকম্।
পলানি পঞ্চ চাভ্রস্য পলমেকন্তু গুগ্গুলোঃ।
দ্বিপলং গন্ধকাৎ প্রোক্তং ষট্‌কর্ষাণি মনঃশিলা।
স্বর্ণমাক্ষিককর্ষৈকং পলং সার্দ্ধং শিলাজতোঃ।
ত্রিফলা ত্রিকটূনাঞ্চ প্রত্যেকং কার্ষিকদ্বয়ম্।
সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য ঘৃতেন মধুনা সহ।
ঘৃতভাণ্ডে সমালোড্য ভক্ষয়েৎ ক্রমযোগতঃ।
অম্লপিত্তং পক্তিশূলং হৃচ্ছূলং কুক্ষিসংশ্রিতম্।
বাতরক্তং ক্ষয়ং কুষ্ঠং কাসং শ্বাসং হলীমকম্।
অর্শো ভগন্দরং গুল্মং কামলা গর গৃধ্রসী।
আমবাতং তথা শোথং বহ্নিমান্দ্যং নিহন্তি চ॥
যে চান্যে বাতজা রোগাঃ কফপিত্তসমুদ্ভবাঃ।
তাংশ্চ সর্ব্বান্নিহন্ত্যাশু কুর্য্যাচ্চ বলরেতসী।
সর্ব্বব্যাধিহরং বৃষ্যং যথেষ্টাহারসেবিতম্।
সংজ্ঞয়া সর্ব্বতোভদ্রং নিরত্যয়মুদাহৃতম্।

বিড়ঙ্গ, অভ্র, রক্তচিতা, ভেলা, হস্তিকর্ণ পলাশ, শ্বেতাকন্দ, শ্বেতপুনর্নবা, সোমরাজী, মুণ্ডিরী, ভীমরাজ, বীজতাড়ক, গুড়ূচী, অতিবলা, রাস্না, তালমূলী, শতমূলী, পিণ্ডারক, শ্বেতগুঞ্জা, হাতিশুঁড়া ও কেশুরিয়া এই সকলের চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, পারদ ২ তোলা, লৌহ ৫ পল, অভ্র ৫ পল, গুগ্গুল ১ পল, গন্ধক ২ পল, মনছাল ৬ কর্ষ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ কর্ষ, শিলাজতু ১॥০ পল, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেক ২ কর্ষ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধু সহ মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বরোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

রসাভ্রগুড়িকা।

সহদেবী বলা চৈব সূর্য্যাবর্ত্তোঽথ মারিষঃ।
অপামার্গোঽমৃতা চেতি সম্যক্ সম্পাদয়েদ্ভিষক্।
এষাং পলানি চত্বারি প্রত্যেকং কুট্টয়েত্ততঃ।
অর্দ্ধেংশ্চ তদ্দত্ত্বা মণ্ডূরং যৎ পুরাতনম্।
গোমূত্রেণ পচেত্তাবদ্যাবদ্গোমূত্রশোষণম্।
তস্মাদুদ্ধৃত্য তচ্চূর্ণং কুর্য্যাৎ পলচতুষ্টয়ম্।
ত্রিকটু ত্রিফলামুস্ত গুড়ূচী চিত্রকং ত্রিবৃৎ।
দন্তী বিড়ঙ্গমেকৈকং কর্ষমেবাত্র চূর্ণয়েৎ।
একপত্রীকৃতস্যাথ বজ্রকাভ্রস্য যৎ পলম্।
বাধ্যন্নাত্ত্রিরাত্রস্থং বারীপর্ণীরসাপ্লুতম্॥
আতপে শোষয়েত্তীক্ষ্ণে দিনমেকং স্থূরক্ষয়া।
শূরণস্য রসৈঃ পিষ্ট্বা তত্র টঙ্গণকস্য চ।
দত্ত্বাষ্টৌ মাসকাংস্তত্র পুটপাকেন পাচয়েৎ।
মৃণ্ময়ে সুদৃঢ়ে পাত্রে মৃদুনা গোময়াগ্নিনা।

রসা দ্বাদশমাসাশ্চ কর্ষং গন্ধকতঃ পৃথক্।
রসে মণ্ডুকপর্ণ্যাশ্চ মূর্চ্ছিতৌ কজ্জলীকৃতৌ॥
ঘৃতস্য মধুনশ্চাপি পৃথক্ পলচতুষ্টয়ম্।
তৎসর্ব্বমেকতঃ কৃত্বা স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
ততোঽষ্টৌ মাসকান্ খাদেদ্দশ বা দ্বাদশৈব চ।
কর্ষং বাপি তথা কুর্য্যাদ্বুদ্ধা দোষবলাবলম্॥
দুগ্ধং চাপি পিবেদ্ রোগী বহ্নৌ মন্দভবে ততঃ।
তপ্তোদকানুপানং বা সেবেচ্চ গ্রহণীগদে॥
অজাক্ষীরানুপানঞ্চ শ্বাসকাসে প্রযোজয়েৎ।
অর্শাংসি কামলাং শূলপ্লীহ গুল্মোদরান্ ক্রিমীন্॥
বিদ্রধিং সর্ব্বরোগাংশ্চ হন্তি ধ্বান্তং রবির্যথা।
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
ন কুত্রাপি নিষেধোঽস্তি বাগ্‌ভটেন প্রকাশিতম্॥

মহাবলা, বলা, হুড়হুড়ে, মারিষ, অপামার্গ ও গুড়ূচী, ইহাদের প্রত্যেক ৪ পল, উত্তমরূপে কুটিয়া পুরাতন মণ্ডুরের উপরে ও নিম্নে ঐ চূর্ণ দিয়া গোমূত্র সহ পাক করিবে। গোমূত্র শুষ্ক হইলে নামাইয়া চূর্ণ করিয়া তাহার ৪ পল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, গুড়ূচী, চিত্রক, তেউড়ী, দন্তী ও বিড়ঙ্গ ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক ১ কর্ষ, জারিত অভ্র ১ পল এই সমস্ত চূর্ণ বারিপর্ণীর রসে মাড়িয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে ওলের রসে পেষণ করিয়া তাহাতে সোহাগাচূর্ণ ৮ মাষা দিয়া মৃণ্ময়পাত্রে রাখিয়া পুটপাকবিধানে গোময়াগ্নি দ্বারা পাক করিবে। তৎপরে পারদ ১২ মাষা, গন্ধক ১ কর্ষ, পৃথক্‌ভাবে মণ্ডুকপর্ণীর রসে মূর্চ্ছিত ও কজ্জলী করিয়া তাহাতে ৪ পল ঘৃত ও মধু দিয়া মাড়িয়া সমস্ত একত্রিত করিবে এবং একটী মৃদ্ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ৮ মাষা। অনুপান দুগ্ধ। ইহা সর্ব্বরোগনাশক ও উৎকৃষ্ট রসায়ন।

মৃতজীবনী গুড়িকা।

পারদং সারলৌহঞ্চ কান্তলৌহসমন্বিতম্।
মাক্ষিকস্যাপি সত্বঞ্চ সত্বং গগনসম্ভবম্॥
এতানি সমভাগানি মর্দ্দয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।
নিচুলফলতোয়েন গোলকং কারয়েত্ততঃ॥
নবাঙ্গুলপ্রমাণেন মূষাগর্ভেঽথ পিণ্ডিকা।
নিগুণ্ডী কাকমাচী চ গোজিহ্বা দুগ্ধিকা তথা॥
গৃহকন্যা মধুকঞ্চ সৈন্ধবং পিণ্ডিকাং ততঃ।
স্বেদয়েৎ পুটযোগেন সা পিণ্ডী দৃঢ়তাং ব্রজেৎ॥
ততস্তাং ধারয়েদ্বক্ত্রে গুড়িকাং মৃতজীবনীম্।
নাশিনীং সর্ব্বরোগাণাং স্তম্ভনীং বয়সস্তথা॥
কণ্ঠে শিরসি হস্তে চ কেশে বা দ্বৌ চ ভূষিতা।
ধৃতা রোগং তথামৃত্যুং রোগান্ হন্ত্যাদিহেতুকান্॥
হন্যান্ন তত্র সন্দেহো বিষদোষানশেষতঃ।
অব্দেনৈকেন বক্ত্রস্থা গুড়িকামৃতজীবনী॥

পারদ, সারলৌহ, কান্তলৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগ, হিজলফলের রসে মর্দ্দন করিয়া নবাঙ্গুল পরিমাণ গোলক করিয়া মুষাগর্ভে স্থাপন করিবে। পরে নিসিন্দা, কাকমাচী, গোজিহ্বা, ক্ষীরুই, ঘৃতকুমারী, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব এইগুলি চূর্ণ করিয়া ঐ গোলকের চতুর্দ্দিকে লাগাইয়া পুটপাক করিবে। এইরূপে ঐ পিণ্ড দৃঢ় হইলে নামাইয়া শীতল হইলে মুখে ধারণ করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপীড়া নষ্ট ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন।

সর্ব্বেশ্বরচূর্ণম্ ।

চিত্রকং মাণকঞ্চৈব শূরণং ঘণ্টকর্ণকম্ ।
গ্রন্থিকং ত্রিফলা ব্যোষং কটফলং সপুনর্ণবম্ ॥
দণ্ডোৎপলং বৃশ্চিকালী রুদন্তী কাকমাচিকা ।
সূর্য্যাবর্ত্তং ত্রিবৃদ্দন্তী ক্রিমিঘ্নং কুষ্ঠমুস্তকম্ ।
শতপুষ্পা বচা চব্যং পত্রং রাস্না চ তোলকম্ ।
মাক্ষিকাণাঞ্চ তাম্রাণাং পলং গন্ধকসূতয়োঃ ॥
অভ্রকং দ্বিপলং গ্রাহ্যং পাত্রে কৃত্বা দৃঢ়োপলে ।
সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য দ্বিগুণং ঘৃতমায়সম্ ॥
চূর্ণং সর্ব্বেশ্বরং নাম সর্ব্বাময়নিবর্হণম্ ।
সর্ব্বেশং ভাস্করং বিষ্ণুং গণনাথঞ্চ পূজয়েৎ ॥
বিপ্রান্ সংপূজ্য মতিমান্ মাসমেকং প্রদাপয়েৎ ।
মধুনা ভক্ষয়েৎ প্রাতঃ শীতঞ্চানু পিবেজ্জলম্ ॥
কফপিত্ত বিকারাণি শূলঞ্চ পরিণামজম্ ।
বাতশূলং যকৃচ্ছূলং গুল্মপ্লীহোদরং জয়েৎ ॥
পার্শ্বশূলঞ্চ ছর্দ্দিঞ্চ অম্লপিত্তমরোচকম্ ।
কামলা ক্রিমি পাণ্ডুঘ্নং কাসং পঞ্চবিধং তথা ॥
কৃশত্বমন্ত্রবৃদ্ধিত্বমুদরাণি চ নাশয়েৎ ।
প্রমেহং বিংশতিঞ্চৈব অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রকম্ ॥
যচ্চৈতান্ গুদজান্ হন্তি সংগ্রহগ্রহণীহরম্ ।
পামা বিচর্চ্চিকা কণ্ডু কুষ্ঠ হৃদ্গ্রহনাশনম্ ॥
শ্রীপদঞ্চামবাতঞ্চ রোগানীকবিনাশনম্ ॥
শ্রীকরং কান্তিজননং বর্ণায়ুর্বলবর্দ্ধনম্ ॥

চিত্রক, মাণ, ওল, ঘেঁটু, গেঁটেলা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, কট্ফল, পুনর্নবা, দণ্ডোৎপল, বিছাটী, রুদন্তী, কাকমাচী, হুড়হুড়ে, তেউড়ী, দন্তীবীজ, বিড়ঙ্গ, কুড়, মুতা, শুল্ফা, বচ, চৈই, তেজপত্র ও রাস্না ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক, তাম্র, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক ১ পল, অভ্র ২ পল, লৌহ ২ পল, সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃতের সহিত মাড়িয়া একটী দৃঢ়পাত্রে রাখিবে। পরে যথাযথ মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পীড়া নাশ ও বলবীর্য্য বর্দ্ধিত হয়। ইহা অতি উৎকৃষ্ট রসায়ন।

শৃঙ্গারাভ্রকম্ ।

শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণং দ্বিপল-
পরিমিতং শাণমানং যদন্যৎ
কর্পূরং জাতিকোষং
সজলমিভকণা তেজপত্রং লবঙ্গম্ ।
মাংসী তালিশ চোচং করি
কুসুমগদং ধাতকী চেতি তুল্যম্ ॥
পথ্যা ধাত্রী বিভীতং ত্রিকটুমথ
পৃথক্ স্বর্দ্ধশাণং দ্বিশাণম্ ।
এলা জাতীফলাখ্যং ক্ষিতিতল-
বিধিনা শুদ্ধগন্ধাশ্ম কোলং
কোলার্দ্ধং পারদস্য প্রতিপদ-
নিহিতং পিষ্টমেকত্র মিশ্রম্ ।
পানীয়েনৈব কার্য্যাঃ পরিণত-
চণকস্বিন্নতুল্যাশ্চ বট্যঃ ॥
প্রাতঃ খাদ্যাশ্চতস্রস্তদনু চ
হি কিয়ৎ শৃঙ্গবেরং সপর্ণম্ ।
পানীয়ং পীতমস্তে ধ্রুবমপহরতি
ক্ষিপ্রমাদৌ বিকারান্ ॥
কোষ্ঠে দুষ্টাগ্নিজাতান্
জ্বরমুদররুজো রাজযক্ষ্ম ক্ষয়ঞ্চ
কাসং শ্বাসং সশোথং নয়ন-
পরিভবং মেহ মেদো বিকারান্ ।
ছর্দ্দিং শূলাম্লপিত্তং তৃষমপি
মহতীং গুল্মজালং বিশালং
পাণ্ডুত্বং রক্তপিত্তং সকলগরগদান্
পীনসং প্লীহরোগম্ ॥
হন্যাদামানিলোত্থান্ কফপবন-
কৃতান্ পিত্তরোগানশেষান্
বল্যো বৃষ্যশ্চ যোগস্তরুণ-

তরকরঃ সর্ব্বরোগেষু শস্তঃ ।
পথ্যৈর্ম্মাংসৈশ্চ যূষৈর্ঘৃতপরি
নিহিতৈঃ স্বাদুযুক্তৈঃ সুপক্বৈ-
র্ভোজ্যং শিষ্টং যথেষ্টং সুললিত-
ললনাদীয়মানং মুদা যৎ ।
শৃঙ্গারাদ্রেণ কামী যুবতী-
জনশতাভোগযোগাদতুষ্টঃ ।
বর্জ্জ্যং শাকাম্লমাদৌ দিনমপি চ
কিয়ৎ স্বেচ্ছয়া ভোজ্যমন্যং
দীর্ঘায়ুঃকামমূর্ত্তির্জ্জিতবলি-
পলিতো মানবোঽস্য প্রসাদাৎ ॥

অভ্র ১৬ তোলা, কর্পূর, জয়িত্রী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগকেশর, কুড় ও ধাইফুল প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও ত্রিকটু প্রত্যেক ।০ আনা, এলাইচ ও জায়ফল প্রত্যেক ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ ॥০ অর্দ্ধ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া চণক প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। কিঞ্চিৎ আদা ও পানের সহিত সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ জলপান কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা অনেক রোগের নাশ ও বল, বীর্য্য ও পরমায়ুঃ বৃদ্ধি হয়। ইহা রসায়ন-প্রধান।

শুক্রসঞ্জীবনীয়মোদকঃ ।

বিদারীকন্দজং চূর্ণং চতুর্দ্দশ পলোন্মিতম্ ।
শাখোটবীজং দ্বিপলং লাজা পল চতুষ্টয়ম্ ॥
সিতাপলশতং দেয়ং ক্ষীরং দত্ত্বা বিপাচয়েৎ ।
জাতীফলং ত্রিজাতঞ্চ সশটী গ্রন্থিপর্ণিনী ॥
যমানিকা তথা ব্যোষং প্রত্যেকং চূর্ণশুক্তিভিঃ ॥
সিদ্ধেপাকে ক্ষিপেৎ সর্ব্বং মোদকং শুক্রজীবনম্ ।
সম্বর্দ্ধয়তি বীর্য্যঞ্চ তেজোবলকরং পরম ।
শেফস্তব্ধে বিশেষেণ শুক্রপাতে বলক্ষয়ে ।
নারীণাং যোনিদোষে চ জরাপলিতনাশনঃ ।
শৈথিল্যে লিঙ্গনাশে চ বজ্রবৎ সুদৃঢ়ং ভবেৎ ।
বুদ্ধিপ্রসাদনকরঃ শৃঙ্গারে রতিবর্দ্ধনঃ ।
মেধাগ্নিং কুরুতে দীপ্তং কামিনীপ্রিয়বল্লভঃ ।

ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ ১৪ পল, শেওড়ার বীজ ২ পল, খইচূর্ণ ৪ পল, চিনি ১০০ পল, দুগ্ধ ১২৮ পল সহ পাক করিবে। জায়ফল, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, শটী, গ্রন্থিপর্ণী, যমানী, শুঁঠ, পিঁপুল ও মরিচ প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বব্যাধি নষ্ট হয় ও জরামরণবর্জ্জিত হওয়া যায়।

অমৃতসারগুড়িকা ।

ফলত্রিকামৃতামুস্ত বৃদ্ধদার বিড়ঙ্গকম ।
বচানামেকশশ্চৈব দ্বিপলং দ্বিপলং ভবেৎ ॥
কটুত্রিকং কণামূলং জলমুস্তক চিত্রকৈঃ ।
ত্বগেলা নাগচূর্ণানাং প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্ ।
সর্ব্বং চূর্ণমিদং শ্লক্ষ্ণং পলানাং পঞ্চবিংশতিঃ ।
দ্বিগুণেন গুড়েনৈব মোদকং পরিকল্পয়েৎ ।
শতত্রয়ং ষষ্ট্যধিকং প্রত্যহং ভোজনোপরি ।
সুবিশুদ্ধশরীরস্তু শস্তে কালে শুভে দিনে ।
একৈকং মোদকং কৃত্বা ভক্ষয়েদ্বামৃতোপমম্ ।
জলং বা অনুপাতব্যং ভোজনং সার্ব্বকামিকম্ ।
মাসে তু প্রথমে সর্ব্বান্ ব্যাধীংশ্চ নাশয়েদ্ধ্রুবম্ ।
দ্বিতীয়ে পুষ্টিজননস্তৃতীয়ে কনকপ্রভঃ ।
চতুর্থে শুক্রবহুলঃ পঞ্চমে তু মহামতিঃ ।
ষষ্ঠে নাগসহস্রাণাং বলাদেবাতিরিচ্যতে ।

সপ্তমে বাজিবেগঃ স্যাদষ্টমে মন্ত্রসাধকঃ।
সর্ব্বজ্ঞো নবমে মাসি দশমে পবনোপমঃ।
স্ত্রীজিদেকাদশে মাসে নাগ্নিনা দ্বাদশে দহেৎ।
বলীপলিতনির্ম্মুক্তো যুবকাদধিকো ভবেৎ।
এবং সংবৎসরং যাবৎ যঃ করোতি পুমানিহ।
বৎসরাণাং সহস্রাণি জীবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।

হরীতকী, বিভীতকী, আমলকী, গুড়ূচী, মুতা, বীজতাড়ক, বিড়ঙ্গ ও বচ প্রত্যেক ২ পল, ত্রিকটু, পিঁপুলমূল, জলমূলক, চিত্রক, গুড়ত্বক্, এলাইচ ও নাগকেশর প্রত্যেক ১ পল। সমুদায় চূর্ণ একত্র দ্বিগুণ গুড় সহ মর্দ্দন করিয়া মোদক বান্ধিবে। ৩৬০টী বটী হইবেক। প্রত্যহ ভোজনের পরে এক একটী সেবনীয়। অনুপান জল।

শর্করালেহঃ।

ক্বাথে মধুরবর্গস্য প্রস্থে প্রস্থে তথৈব চ।
পঞ্চমূল্যাস্তৃণাখ্যায়াঃ সিতাপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
দত্ত্বার্দ্ধকুড়বং সর্পির্নারিকেলজলস্য চ।
প্রস্থত্রয়ং বিনিক্ষিপ্য দৃঢ়ে পাত্রে শনৈঃ শনৈঃ॥
সিদ্ধেঽবতারিতে শীতে চূর্ণমেষাং বিনিক্ষিপেৎ।
মুস্তৈলা পত্রধন্যাকজীরকাণাং গুড়ত্বচঃ।
কারব্যা বংশজায়াশ্চ রোচনায়াস্তথৈব চ।
শাণদ্বয়মিদং কৃত্বা প্রত্যেকং কেশরস্য চ।
খাদেদগ্নিবলাপেক্ষী পথ্যভুক্ মাত্রয়া নরঃ।
হন্যাৎ পিত্তভবং কৃচ্ছ্রং বাতজং বাতপিত্তজম্।
মূত্রাঘাতং তথাত্যুগ্রং প্রমেহং পৈত্তিকং তথা।
অম্লপিত্তং তথা কাসং শ্বাসং মন্দাগ্নিতামপি।
রক্তপিত্তং গুদে কীলং রক্তজং পিত্তজং তথা।
প্রদরং পৈত্তিকং গুল্মং কামলাঞ্চ হলীমকম্।
যক্ষ্মাণং পাণ্ডুরোগঞ্চ শূলঞ্চৈবাপ্যরোচকম্।
ন তস্য পৈত্তিকো রোগো ন চ বাতপ্রকোপনম্।
ন নাশয়তি যোগোঽয়ং শর্করা লেহ উত্তমঃ।
রসায়নবরঃ শ্রীমান্ ভেলেন পরিকীর্ত্তিতঃ॥

মধুরবর্গ অর্থাৎ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাঁকলা, যষ্টিমধু, মাষাণী, মুগানী ও জীবন্তী প্রত্যেক ৪ তোলা, ৫ মাষা, ৫ রতি; কুশমূল, কাশমূল, উলুমূল, শরমূল ও ইক্ষুমূল ইহাদের প্রত্যেক ৩ তোলা, ১ মাষা, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। নারিকেলোদক ১২ সের। ঘৃত ৪ পল। শর্করা ১৬ পল। পাক করিয়া শীতল হইলে তাহাতে মুতা, এলাইচ, তেজপত্র, ধন্যা, জীরক, দারুচিনি, কৃষ্ণজীরক, বংশলোচন, গোরোচনা ও নাগেশ্বর প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা। ইহা যথাবিধি সেবন করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বরোগের নাশ, আয়ুঃ, বীর্য্য, বল, পুষ্টি ও কান্তি বৃদ্ধি হয়।

সারস্বতারিষ্টঃ।

সমূলপত্রশাখায়া ব্রাহ্ম্যা ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তকে।
গৃহীত্বা বিংশতিপলং পুষ্যযোগে শতাবরী।
বিদারিকাভয়োশীরাণ্যার্দ্রকঞ্চ তথা মিশিঃ।
পঞ্চ পঞ্চ পলান্যেষাং জলদ্রোণে পচেদ্ ভিষক্॥
পাদাবশেষে বিস্রাব্য রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ।
মাক্ষিকস্য দশপলং সিতায়াঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
ধাতকী পঞ্চপলিকা রেণুকা ত্রিবৃতা কণা।
দেবপুষ্পং বচা কুষ্ঠং বাজীগন্ধা বিভীতকী।
অমৃতৈলা বিড়ঙ্গং ত্বক্ প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্।
ক্বাথে তস্মিন্ সমস্তানি সমাক্ষিপ্য প্রযত্নতঃ।

স্বর্ণকুম্ভে নিদধ্যাদ্ বা নবে মৃদ্ভাজনেঽপি বা
স্বর্ণপ্রতনুপত্রঞ্চ ক্ষিপ্ত্বাস্মিন্ কর্ষসম্মিতম্ ॥
মাসাজ্জাতরসং দৃষ্ট্বা হৈমপত্রে ক্ষয়ং গতে ।
বাসসা চ পরিস্রাব্য স্থাপয়েদ্ ঘৃতভাজনে ।
সারস্বতাভিধোঽরিষ্ট এষোঽমৃতসমঃ পুরা ।
শিষ্যাণামুপকারার্থং ধন্বন্তরিবিনির্ম্মিতঃ ॥
আয়ুর্বীর্য্যং ধৃতিং মেধাং বলং কান্তিং বিবর্দ্ধয়েৎ ।
বাগ্বিশুদ্ধিকরো হৃদ্যো রসায়নবরঃ স্মৃতঃ ॥
বালকানাঞ্চ যূনাঞ্চ বৃদ্ধানাঞ্চ হিতং সদা ।
নরনারীহিতো নিত্যং পরমোজস্করো মতঃ ॥
বারয়েৎ স্বরকার্কশ্যং তথা চাস্পষ্টভাষণম্ ।
স্বরং পয়ভৃতস্যেব জনয়েৎ সেবনাৎ সদা ॥
রজোদোষেণ দুষ্টানাং যোষিতাং শুক্রদোষিণাম্ ।
পুংসাঞ্চাপি শুভকরঃ সর্ব্বদোষহরো মতঃ ॥
অত্যধ্যয়নগীতাদিক্ষীণস্মৃতিবলা নরাঃ ।
লভন্তে চিত্তসন্তোষং স্মৃতিঞ্চাস্য নিষেবণাৎ ॥
পয়সা সহ পাতব্যোঽরিষ্টোঽয়ং শাণমাত্রতঃ ।
মাসাভ্যাং রোগহৃচ্চায়ং শরদা সর্ব্বসিদ্ধিদঃ ॥

অকালমৃত্যোর্হরণে যদীচ্ছা
নারীপ্রিয়ত্বং যদি বাঞ্ছিতং স্যাৎ ।
বাক্‌শুদ্ধিধৈর্য্যস্মৃতিলব্ধিরিষ্টা
নিসেব্যতাং তর্হ্যমৃতং ভবদ্ভিঃ ॥

(শরদা বর্ষেণ ।)

প্রত্যূষে পুষ্যানক্ষত্রযোগে উদ্ধৃত মূল, পত্র ও শাখা সহিত ব্রাহ্মীশাক ২০ পল, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, হরীতকী, বেণার মূল, আদা ও মউরী প্রত্যেক ৫ পল এই সমুদায় একত্রে ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ঐ কাথে মধু ১০ পল, চিনি ২৬ পল গুলিয়া তাহাতে ধাইফুল ৫ পল, রেণুক, তেউড়ী, পিঁপুল, লবঙ্গ, বচ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বহেড়া, গুলঞ্চ, এলাইচ, বিড়ঙ্গ ও গুড়ত্বক্ প্রত্যেক কুট্টিত ২ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আবৃত স্বর্ণকুম্ভে অভাবে নূতন মৃৎপাত্রে রাখিবে, উহাতে স্বর্ণের সূক্ষ্মপত্র অর্থাৎ তবক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া দিবে। একমাস পরে স্বর্ণপত্র সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া উহা বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা। জল বা দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। শিষ্যগণের উপকারার্থ ভগবান্ ধন্বন্তরি স্বয়ং এই কল্যাণকর অরিষ্ট প্রকাশ করেন। ইহা সেবন করিলে আয়ুঃ, বীর্য্য, বল ও স্মৃতিশক্তি প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়। অস্পষ্ট-ভাষণ ও স্বরের কর্কশতা বিদূরিত এবং স্ত্রীদিগের রজোদোষ ও পুরুষের শুক্র-দোষ নিবারিত হয়। ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন এবং বালক, যুবা ও বৃদ্ধ সকলেরই পরম হিতকর।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং রসায়নাধিকারঃ।

বাজীকরণবৃষ্যাধিকারঃ।

শুক্রক্ষয়কারণানি।

চিন্তয়া জরয়া শুক্রং ব্যাধিভিঃ কর্ম্মকর্ষণাৎ ।
ক্ষয়ং গচ্ছত্যনশনাৎ স্ত্রীণাঞ্চাতিনিষেবণাৎ ॥

চিন্তা, জরা, ব্যাধি, ক্লেশজনক কর্ম্ম, উপবাস এবং অধিক স্ত্রীসঙ্গ দ্বারা দেহের শুক্র ক্ষয় হয়।

বাজীকরণব্যুৎপত্তিঃ।

বাজং শুক্রং তদস্যাস্তীতি বাজী, অবাজী বাজীক্রিয়তে পুরুষোঽনেনেতি বাজীকরণম্। অথবা বাজীব যোগাৎ। যদুক্তং চরকে—"যেন নারীষু সামর্থ্যং বাজীবল্লভতে নরঃ। যেন বাপ্যধিকং বীর্য্যং বাজীকরণমেব তৎ।"

যদ্দ্বারা পুরুষের স্ত্রীসঙ্গম বিষয়ে অশ্বের ন্যায় শক্তি ও সমধিক শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাজীকরণ কহে।

অবাজীকরণে দোষাঃ।

গ্লানিঃ কম্পোঽবসাদস্তদনু চ
কৃশতা ক্ষীণতা চেন্দ্রিয়াণাং
শোষোচ্ছ্বাসোপদংশজ্বরগুদজ-
গদাঃ ক্ষীণতা সর্ব্বধাতৌ।
জায়ন্তে দুর্নিবারাঃ পবন-
পরিভবাঃ ক্লীবতা লিঙ্গভঙ্গো
বামাবশ্যাতিযোগাদ্ ভজত
ইহ সদা বাজিকর্ম্মচ্যুতস্য॥

যদি অধিক স্ত্রীসঙ্গম করা যায়, অথচ বাজীকরণ ঔষধ সেবন না করা যায়, তাহা হইলে গ্লানি, কম্প, অবসন্নতা, কৃশতা, ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য, শোষ, উচ্ছ্বাস, উপদংশ, জ্বর, অর্শঃ, ধাতুসকলের ক্ষীণতা, দুর্নিবার্য্য বায়ুপ্রকোপ, ক্লীবতা, লিঙ্গভঙ্গ ও স্ত্রীর অপ্রিয়তা, এই সমুদায় ঘটনা উপস্থিত হয়।

বৃষ্যাণি দ্রব্যাণি।

যৎ কিঞ্চিন্মধুরং স্নিগ্ধং জীবনং বৃংহণং গুরু।
হর্ষণং মনসশ্চৈব সর্ব্বং তদ্‌বৃষ্যমুচ্যতে॥

যে সমস্ত দ্রব্য মধুর, স্নিগ্ধ, আয়ুষ্কর, ধাতুপোষক, গুরু ও চিত্তের আহ্লাদজনক তাহাদিগকে বৃষ্য বলা যায়।

বাজীকরা যোগাঃ।

ঘৃতভৃষ্টমাষদ্বিদলং দুগ্ধসিদ্ধঞ্চ শর্করাবিমিশ্রম্।
ভুক্ত্বা সদৈব কুরুতে তরুণীশতমৈথুনং পুরুষঃ॥

মাষকলাই ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

শতাবরীশৃতং ক্ষীরং প্রপিবেৎ সিতয়া যুতম্।
রমমাণস্য বিরতিং মুহুর্ত্তাং যাতি নেন্দ্রিয়ম্॥

শতমূলী ২ তোলা, দুগ্ধ ।০ পোয়া, জল ১ সের, শেষ ।০ পোয়া। ইহা পান করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

বৃদ্ধশাল্মলিমূলস্য রসং শর্করয়া সমম্।
প্রয়োগাদস্য সপ্তাহাজ্জায়তে রেতসোঽম্বুধিঃ॥

পুরাতন শিমুলবৃক্ষের মূলের রস চিনির সহিত ৭ দিন সেবন করিলে অত্যন্ত শুক্র বৃদ্ধি হয়।

লঘুশাল্মলিমূলেন তালমূলীং সুচূর্ণিতাম্।
সর্পিষা পয়সা পীত্বা রতৌ চটকবল্লভেৎ॥

ক্ষুদ্র শিমুলের মূল ও তালমূলী একত্রে চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

বিদারীকন্দচূর্ণঞ্চ ঘৃতেন পয়সা পিবেৎ।
উডুম্বররসেনৈব বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥

ভূমিকুষ্মাণ্ডের মূলচূর্ণ ঘৃত, দুগ্ধ বা যজ্ঞডুমুরের রসের সহিত ভক্ষণ

করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিরও যুবার ন্যায় সামর্থ্য উৎপন্ন হয়।

সপ্তধামলকীচূর্ণমামলক্যম্বুভাবিতম্।
ঘৃতেন মধুনা লীঢ়া পীবেৎ ক্ষীরপলং নরঃ।
বাজীকরণযোগোঽয়মুত্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

আমলকীচূর্ণ আমলকীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ বা ৪ মাষা মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিয়া অর্দ্ধ পোয়া গব্যদুগ্ধ পান করিলে বীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

অত্যন্তমুষ্ণ কটু তিক্ত কষায়মম্লং
ক্ষারঞ্চ শাকমথবা লবণাধিকঞ্চ
কামী সদৈব রতিমান্ বনিতাভিলাষী
ন ভক্ষয়েদিতি সমস্তজনপ্রসিদ্ধিঃ।

অত্যন্ত উষ্ণ, কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, ক্ষার, শাক ও অধিক লবণ এই সমুদায় ভোজন করিলে বীর্য্যহানি হয়।

পিপ্পলীলবণোপেতৌ বস্তাণ্ডৌ ক্ষীরসর্পিষা
সাধিতৌ ভক্ষয়েদ্যস্তু স গচ্ছেৎ প্রমদাশতম্।

পিঁপুলচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ, ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ ছাগলের কোষদ্বয় ভক্ষণ করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

বস্তাণ্ডসিদ্ধে পয়সি ভাবিতাংশ্চ সকৃত্তিলান্।
যঃ খাদেৎ স নরো গচ্ছেৎ স্ত্রীণাং শতমপূর্ব্ববৎ।

নিস্তুষ তিল, ছাগলের অণ্ডকোষের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধে একবার ভাবনা দিয়া ভক্ষণ করিলে অধিক রতিক্ষমতা উৎপন্ন হয়।

চূর্ণং বিদার্য্যাঃ সুকৃতং তদ্রসেনৈব ভাবিতম্।
সর্পিঃ ক্ষৌদ্রযুতং কৃত্বা শতং গচ্ছেন্নরোঽঙ্গনাঃ।

ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ডেরই রসে ভাবনা দিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

এবমামলকং চূর্ণং স্বরসেনৈব ভাবিতম্।
শর্করামধুসর্পির্ভির্যুক্তং লীঢ়া পয়ঃ পিবেৎ।
এতেনাশীতিবর্ষোঽপি যুবেব পরিহৃষ্যতি॥

আমলকীর চূর্ণ আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া ২ বা ৪ মাষা মাত্রায় প্রত্যহ ঘৃত, চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিলে অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধও যুবার ন্যায় রতিশক্তিসম্পন্ন হয়।

বিদারীকন্দকল্কস্তু ঘৃতেন পয়সা নরঃ।
উড়ুম্বরসমং ভুক্ত্বা বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥

ভূমিকুষ্মাণ্ডের মূল ও যজ্ঞডুমুর পেষণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও তরুণত্ব প্রাপ্ত হয়।

স্বয়ং গুপ্তেক্ষুরকয়োর্বীজং সমধুশর্করম্।
ধারোষ্ণেন নরঃ পীত্বা পয়সা ন ক্ষয়ং ব্রজেৎ॥

আলকুশীবীজ ও কুলেখাড়ার বীজ-চূর্ণ মধু, চিনি ও ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শুক্রোপচয় ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

উচ্চটাচূর্ণমপ্যেবং ক্ষীরেণোত্তমমুচ্যতে।
শতাবর্য্যুচ্চটাচূর্ণং পেয়মেবং সুখার্থিনা॥

শতমূলী ও কুঁচমূলচূর্ণ অথবা কেবল কুঁচমূলচূর্ণ দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে বীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

কর্ষং মধুকচূর্ণস্য ঘৃতক্ষৌদ্রসমন্বিতম্।
পয়োঽনুপানং যো লিহ্যান্নিত্যবেগঃ স না ভবেৎ।

যষ্টিমধুচূর্ণ ২ তোলা, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিলে অধিক বীর্য্য উৎপন্ন হয়।

গোক্ষুরকঃ ক্ষুরকঃ শতমূলী
বানরী নাগবলাতিবলা চ।
চূর্ণমিদং পয়সা নিশি পেয়ং
যস্য গৃহে প্রমদাশতমস্তি॥

গোক্ষুরবীজ, কুলেখাড়ার বীজ, শতমূলী, আলকুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলে ও বেড়েলামূল এই সমুদায়ের চূর্ণ রাত্রিতে দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। ইহাতে অধিক রতিক্ষমতা উৎপন্ন হয়।

আর্দ্রাণি মৎস্যমাংসানি শফরীর্ব্বা সুভর্জিতাঃ॥
তপ্তে সর্পিষি যঃ খাদেৎ স গচ্ছেৎ স্ত্রীষু ন ক্ষয়ম্॥

সদ্যঃ মাংস ও মৎস্য বিশেষতঃ সরলপুঁটি মৎস্য ঘৃতে ভাজিয়া প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে স্ত্রীসঙ্গম করিয়া ক্ষীণতা উপস্থিত হয় না।

বাজীকরণে গুণাঃ।

যোগান্ সংসেব্য বৃষ্যান্
বিমিতমথ পয়ঃ শীতলঞ্চাপ্যু পীত্বা
গচ্ছেন্নারীং রসজ্ঞাং স্মরশরতরণীং
কামুকঃ কামমত্তো।
যামে হৃষ্টঃ প্রহৃষ্টাং ব্যপগত-
সুরতস্তৎ সমুৎপাদ্য সদ্যঃ
কান্তঃ কান্তাঙ্গসঙ্গাদমহদপি
ন বৈ ধাতুবৈষম্যমেতি॥

বৃষ্য ঔষধ সেবনান্তে উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ ও শীতল জল পান করিয়া প্রফুল্লচিত্তে ইন্দ্রিয়বেগাক্রান্তা ও রসজ্ঞা রমণীর সহিত রতিক্রীড়া করিলে কিঞ্চিন্মাত্র ধাতুবৈষম্য উপস্থিত হয় না।

বৃষ্যতমাঃ।

সুরূপা যৌবনস্থা চ লক্ষণৈর্যদি ভূষিতা।
বয়স্থা শিক্ষিতা যা চ সা স্ত্রী বৃষ্যতমা মতা॥

যে নারী সুরূপা, যুবতী, সুলক্ষণসম্পন্না, বয়স্থা ও সুশিক্ষিতা, তাহাকে বৃষ্যতমা বলা যায়।

বাজীকরণার্হাঃ।

স্ত্রীষ্বক্ষয়ং মৃগয়তাং বৃদ্ধানাঞ্চ রিরংসতাম্।
ক্ষীণানামল্পশুক্রাণাং স্ত্রীষু ক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ॥
বিলাসিনামর্থবতাং রূপযৌবনশালিনাম্।
বহ্বীপতীনাং নৃণাঞ্চ যোগা বাজীকরা হিতাঃ॥

বৃদ্ধ, রতিলালস, ক্ষীণধাতু, অল্পশুক্র, বিলাসী, ধনবান্, রূপবান্, যুবা ও বহুভার্য্যার পতি এরূপ ব্যক্তিদের পক্ষে বাজীকরণ ঔষধ হিতকারী।

নরসিংহচূর্ণম্।

শতাবরীরজঃপ্রস্থং প্রস্থং গোক্ষুরকস্য চ।
বারাহ্যা বিংশতিপলং গুডূচ্যাঃ পঞ্চবিংশতিঃ॥
ভল্লাতকানাং দ্বাত্রিংশচ্চিত্রকস্য দশৈব তু।
তিলানাং শোধিতানাঞ্চ প্রস্থং দদ্যাৎ সুচূর্ণিতম্॥
ত্র্যূষণস্য পলান্যষ্টৌ শর্করায়াশ্চ সপ্ততিঃ।
মাক্ষিকং শর্করার্দ্ধেন মাক্ষিকার্দ্ধেন বৈ ঘৃতম্॥
শতাবরীসমং দেয়ং বিদারীকন্দজং রজঃ।
এতদেকীকৃতং চূর্ণং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
পলার্দ্ধমুপযুঞ্জীত যথেষ্টঞ্চাস্য ভোজনম্।
মাসৈকমুপযোগেন জরাং হন্তি রুজামপি॥

বলী পলিত খালিত্য মেহ পাণ্ড্বাঢ্য পীনসান্।
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি তথাষ্টাবুদরাণি চ ॥
ভগন্দরং মূত্রকৃচ্ছ্রং গৃধ্রসীঞ্চ হলীমকম্।
ক্ষয়ঞ্চৈব মহাব্যাধিং পঞ্চ কাসান্ সুদারুণাম্ ॥
অশীতিং বাতজান্ রোগাং-
শ্চত্বারিংশচ্চ পিত্তজান্।
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চাপি
সংসৃষ্টসান্নিপাতিকান্ ॥
সর্ব্বানর্শোগদান্ হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥
স কাঞ্চনাভো মৃগরাজবিক্রম-
স্তুরঙ্গমঞ্চাপ্যনুযাতি বেগতঃ।
স্ত্রীণাং শতং গচ্ছতি সোঽতিরেকং
প্রহৃষ্টপুষ্টশ্চ যথা বিহঙ্গঃ ॥
পুত্রান্ সঞ্জনয়েদ্ধীমান্ নরসিংহনিভাংস্তথা।
নরসিংহমিদং চূর্ণং সর্ব্বরোগহরং নৃণাম্ ॥
(বারাহীকন্দসংজ্ঞস্তু চর্ম্মকারালুকো মতঃ।
পশ্চিমে ঘৃষ্টিশব্দাখ্যো বরাহ ইব লোমবান্।)

শতমূলীচূর্ণ ২ সের, গোক্ষুরবীজ ২ সের, চুবড়ি আলু ২॥০ সের, গুলঞ্চ ৩৵০, ভেলাচূর্ণ ৪ সের, চিতামূলচূর্ণ ১।০ সের, তিলতণ্ডুল ২ সের, ত্রিকটুচূর্ণ মিলিত ১ সের, চিনি ৮৸০ সের, মধু ৪৵০ চারি সের ছয় ছটাক, ঘৃত ২৶০ ছটাক, ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ ২ সের। এই সমুদায় একত্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা। ইহা সেবন করিলে নানাবিধ রোগ ও জরা দূরীকৃত হইয়া বল, বীর্য্য ও ইন্দ্রিয়শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

গোধূমাদ্যং ঘৃতম্।

গোধূমাত্তু পলশতং নিঃক্বাথ্য সলিলাঢ়কে।
পাদশেষে চ পূতে চ দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ ॥
গোধূমং মুঞ্জাতফলং মাষং দ্রাক্ষা পরূষকম্।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবন্তী চ শতাবরী ॥
অশ্বগন্ধা সখর্জ্জূরা মধুকং ত্র্যূষণং সিতা।
ভল্লাতকমাত্মগুপ্তা সমভাগানি কারয়েৎ।
ঘৃতপ্রস্থং পচেদেবং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্।
মৃদ্বগ্নিনা চ সিদ্ধে তু দ্রব্যাণ্যেতানি নিক্ষিপেৎ।
ত্বগেলা পিপ্পলী ধান্য কর্পূরং নাগকেশরম্।
যথালাভং বিনিক্ষিপ্যসিতা ক্ষৌদ্রং পলাষ্টকম্।
দত্ত্বেক্ষুদণ্ডেনালোড্য বিধিবদ্ বিনিযোজয়েৎ।
শাল্যোদনেন ভুঞ্জীত পিবেন্মাংসরসেন বা।
কেবলস্য পিবেদস্য পলমাত্রং প্রমাণতঃ।
ন চাস্য লিঙ্গশৈথিল্যং ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ।
বল্যং পরং বাতহরং শুক্রসঞ্জননং পরম্ ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রশমনং বৃদ্ধানাঞ্চাপি শস্যতে ॥
পলদ্বয়ং তদশ্নীয়াদ্ দশরাত্রমতন্দ্রিতঃ।
স্ত্রীণাং শতঞ্চ ভজতে পীত্বা চানুপিবেৎ পয়ঃ ॥
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং চৈব গোধূমাদ্যং রসায়নম্।

(জলদ্রোণোঽত্র গোধূমক্বাথস্তচ্ছেষ আঢ়কম্। মুঞ্জাতকস্য স্থানে তু তদ্গুণং তালমস্তকং দেয়ম্। কল্কদ্রব্যসমং মানং ত্বগাদেঃ সাহচর্য্যতঃ। ইতি বচনাৎ।)

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ গোধূম ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ গোধূম, মুঞ্জাতফল অভাবে তালের মাতী, মাষকলাই, দ্রাক্ষা, পরুষফল (ফলসা), কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, জীবন্তী, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, পিণ্ডখর্জ্জুর, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, চিনি, ভেলার মুটী, আলকুশীর মূল বা বীজ প্রত্যেক ৩ তোলা, ৪ মাষা, ৫ রতি। দুগ্ধ ১৬ সের। প্রথমে ঘৃত পাক করিয়া পাকের কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে কল্কদ্রব্য ছাঁকিয়া ফেলিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাকসিদ্ধ হইলে

গুড়ত্বক্, এলাইচ, পিঁপুল, ধনিয়া, কর্পূর ও নাগেশ্বর প্রভৃতি কল্কদ্রব্য যথালাভ মাত্রায় প্রক্ষেপ দিবে। পশ্চাৎ চিনি ॥০ সের ও ঘৃত অর্দ্ধ সের প্রক্ষেপ দিয়া ইক্ষুদণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিবে। মাত্রা ২ তোলা। অনুপান দুগ্ধ। পথ্য শালি-তণ্ডুলের অন্ন ও মাংসের যূষ প্রভৃতি। এই ঘৃত পানে অত্যন্ত বীর্য্যবৃদ্ধি হয়।

বৃহদশ্বগন্ধাঘৃতম্।

অশ্বগন্ধা পলশতং শুভদেশসমুদ্ভবম্।
পৌর্ণমাস্যাং সমাহৃত্য সাধয়েৎ শ্লক্ষ্ণকুট্টিতম্।
দ্রোণেঽম্ভসি পচেত্তাবদ্ যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
সর্পিঃপ্রস্থং পচেত্তেন গব্যক্ষীরং চতুর্গুণম্॥
কষায়ং ছাগমাংসস্য দত্ত্বাদ্বিশতমাত্রকম্।
কল্কানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি তদামূনি প্রদাপয়েৎ।
কাকোলীযুগ মৃদ্বী দ্বে মেদে দ্বে চাথ জীবকম্।
স্বয়ংগুপ্তামৃষভকমেলাং মধুকমেব চ॥
মৃদ্বীকাং শূর্পপর্ণ্যৌ চ জীবন্তীং চপলাং বলাম্।
নারায়ণীং বিদারীঞ্চ দত্ত্বা সম্যগ্ বিপাচয়েৎ।
সিতা মাক্ষিকয়োঃ শীতে গৃহ্নীয়াৎকুড়বৌ পৃথক্।
লীঢ়া পানিতলং ভুঞ্জ্যাৎপরিহারবিবর্জ্জিতম্॥
ক্ষীণেন্দ্রিয়াঃ ক্ষীণশুক্রাঃ বৃদ্ধা বালাস্তথাবলাঃ।
হীনমাংসাশ্চ যে কেচিৎ প্রাশ্নেদং মাত্রয়া ঘৃতম্।
ওজঃ স্বাস্থ্যঞ্চ তেজশ্চ প্রসাদমিন্দ্রিয়স্য চ।
লভতে সূর্য্যসঙ্কাশো ভ্রাজতে বিগতজ্বরঃ।
বৃদ্ধো বৃষায়তে স্ত্রীষু নিত্যং ষোড়শবর্ষবৎ।
নারীণাঞ্চ শতং গচ্ছেৎ ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ।
বন্ধ্যা চ লভতে পুত্রং বুদ্ধিমেধাসমন্বিতম্॥
মাসমাত্রপ্রয়োগেণ বলীপলিতনাশনম্।
খালিত্যতিমিরব্যাধিবাতিকানৃকফপিত্তজান্॥
পঞ্চকাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং হিক্কাঞ্চ বিষমজ্বরম্।
হন্তি সর্ব্বগদান্ শীঘ্রমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা॥

(অত্র ছাগমাংসশতদ্বয়ে জলদ্রোণদ্বয়ং দত্ত্বা চতুর্ভাগাবশেষঃ কাথ্যঃ। তুলাদ্রব্যে জলদ্রোণ ইতি বচনাৎ।)

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগমাংস ২৫ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ কাকোলী, ক্ষীরকাঁকলা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, আলকুশীবীজ, এলাইচ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, পিঁপুল, বেড়েলা, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড মিশ্রিত ১ সের। পাকের কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে কল্ক ছাঁকিয়া, পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাকসিদ্ধে শীতল হইলে চিনি অর্দ্ধ সের ও মধু অর্দ্ধ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ তোলা। ইহা পান করিলে বল, বীর্য্য ও ইন্দ্রিয়শক্তি প্রভৃতি অতিশয় বর্দ্ধিত এবং নানাপীড়ার শান্তি হয়।

গুড়কুষ্মাণ্ডকম্।

কুষ্মাণ্ডকাৎ পলশতং সুস্বিন্নং নিষ্কুলীকৃতম্।
প্রস্থঞ্চ ঘৃততৈলস্য তস্মিংস্তপ্তে নিধাপয়েৎ॥
ত্বক্ পত্র ধান্যক ব্যোষ জীরকৈলাদ্বয়ানলম্।
গ্রন্থিকং চব্য মাতঙ্গ পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্॥
শৃঙ্গাটকং কশেরুঞ্চ গুড়স্য তুলয়া পচেৎ।
শীতীভূতে পলাস্যষ্টৌ মধুনঃ সংপ্রদাপয়েৎ॥
কফপিত্তানিলহরং মন্দাগ্নীনাঞ্চ শস্যতে॥
কৃশানাং বৃংহণং শ্রেষ্ঠং বাজীকরণমুত্তমম্।
প্রমদাসু প্রসক্তানাং যে চ স্যুঃ ক্ষীণরেতসঃ॥
ক্ষয়েণ তু গৃহীতানাং পরমেতদ্ ভিষগ্জিতম্।
কাসং শ্বাসং জ্বরং হিক্কাং হন্তি ছর্দ্দিমরোচকম্।

গুড়কুষ্মাণ্ডকং খ্যাতমশ্বিভ্যাং সমুদাহৃতম্ ।
খণ্ডকুষ্মাণ্ডবচ্চাত্র স্বিন্নকুষ্মাণ্ডকদ্রবঃ ॥

ত্বক্ ও বীজরহিত কুষ্মাণ্ডশস্য ১২॥০ সের, ভর্জ্জনার্থ ঘৃত ২ সের, তিলতৈল ২ সের। প্রক্ষেপার্থ গুড়ত্বক্, তেজপত্র, ধনিয়া, ত্রিকটু, জীরা, এলাইচ, ছোট-এলাইচ, চিতামূল, পিঁপুলমূল, চৈ, গজ-পিপ্পলী, শুঁঠ, পানিফল, কেশুর, শশার বীজ ও তালের মাতী প্রত্যেক ১ পল। শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ পুষ্টিকর, শুক্রজনক ও কাসাদি বিবিধ রোগনাশক।

বৃহচ্ছতাবরীমোদকঃ ।

শতাবরী শ্বদংষ্ট্রা চ বলা চাতিবলা তথা ।
মর্কটীক্ষুরবীজঞ্চ বিদারীকন্দজং রজঃ ॥
এতানি সমভাগানি পলিকানি বিচূর্ণয়েৎ ।
তস্মাচ্চতুর্গুণং দেয়ং ত্রৈলোক্য বিজয়ারজঃ ।
এতদেকীকৃতং তাবৎ তদর্দ্ধং মাহিষং পয়ঃ ।
তাবন্মাত্রেণ দাতব্যঃ শতাবর্য্যা রসস্তথা ॥
বিদার্য্যাঃ স্বরসপ্রস্থং সিতাপলশতদ্বয়ম্ ।
গোলয়িত্বা সিতাঞ্চৈব পাত্রে তাম্রময়ে দৃঢ়ে ॥
পাচয়েৎ পাকবিদ্বৈদ্যো মোদকং পরমং হিতম্ ।
ত্র্যষণং ত্রিফলা দন্তি ত্রিজাতং সৈন্ধবং শটী ॥
ধান্যকং বালকং মুস্তং কস্তূরী গোস্তনী তুগা ।
জাতীকোষফলং মাংসী পত্রং বারেন্দ্র গ্রন্থিকম্ ॥
শতপুষ্পা চবী দারু প্রিয়ঙ্গু সলবঙ্গকম্ ।
সরলং শৈলজং কুষ্ঠং জাতীপুষ্পং যমানিকা ॥
কট্ফলং কেশরং মেথী মধুরং সুরদারু চ ।
মিষী তালীশপত্রঞ্চ খর্জ্জুরো রসগন্ধকৌ ॥
চন্দনং তগরং ক্ষারং প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্ ।
আলোড্য ত্রিসুগন্ধেন কর্পূরেণাধিবাসয়েৎ ॥
কাঞ্চনে রাজতে পাত্রে স্থাপ্যমেতদ্ভিষগ্বরৈঃ ।
কর্ষপ্রমাণং কর্ত্তব্যং ক্ষীরং চানুপিবেৎ পলম্ ॥
প্রাতর্ভোজনকালে বা ভক্ষয়েত্তু বিচক্ষণঃ ।
প্রমদানাং শতং গচ্ছেন্ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ ॥
ন তস্য লিঙ্গশৈথিল্যং শুক্রসংজননং পরম্ ॥
ক্ষয়ঞ্চৈব মহাব্যাধিং পঞ্চ কাসান্ সুদুস্তরান্ ॥
বাতপিত্তকফভবান্ সন্নিপাতভবানপি ।
তথাষ্টাদশ কুষ্ঠানি বাতরক্তাদিকানি চ ॥
প্রমেহং শ্লীপদং শোথং লক্ষ্মীকান্তিবিবর্দ্ধনম্ ।
সর্ব্বানর্শোগদান্ হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥
ব্যাধীন্ কোষ্ঠগতানন্যান্ জনার্দ্দন ইবাসুরান্ ।
নাতঃ পরতরঃ শ্রেষ্ঠো বিদ্যতে বাজিকর্ম্মসু ॥
স্ত্রীণাঞ্চৈবানপত্যানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাম্ ।
ক্লীবানামল্পশুক্রাণাং জীর্ণানামল্পরেতসাম্ ।
ওজস্তেজঃ স্বরং বুদ্ধিমায়ুঃ প্রাণান বিবর্দ্ধয়েৎ ॥

শতমূলী, গোক্ষুর, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, আলকুশীবীজ, কুলেখাড়াবীজ ও ভূমিকুষ্মাণ্ড প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল, সিদ্ধিচূর্ণ ২৮ পল। মাহিষ দুগ্ধ ১৭॥০ পল, শতমূলীর রস ১৭॥০ পল, ভূমি-কুষ্মাণ্ডের রস ৪ সের, চিনি ২৫ সের। এই সমুদায় একত্রে তাম্রপাত্রে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্য সকল প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তি, গুড়ত্বক্, তেজ-পত্র, এলাইচ, সৈন্ধব, শটী, ধনিয়া, বালা, মুতা, কস্তূরী, দ্রাক্ষা, বংশলোচন, জয়িত্রী, জায়ফল, জটামাংসী, তেজপত্র, পচাপাতা, গেঁটেলা, শুল্ফা, চৈ, দারু-হরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, লবঙ্গ, সরলকাষ্ঠ, শৈলজ, গুগ্গুল, জাতীপুষ্প, যমানী, কট্ফল, নাগেশ্বর, মেথী, যষ্টিমধু, দেব-দারু, মউরী, তালীশপত্র, পিণ্ডখর্জ্জুর,

পারদ, গন্ধক, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা ও যবক্ষার প্রত্যেক ২ তোলা। পাক সম্পন্ন হইলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ মিশ্রিত করিয়া আলোড়িত এবং কর্পূর দ্বারা অধিবাসিত করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা। অনুপান দুগ্ধ ১ পল। প্রাতে বা আহারের সময় সেবনীয়। ইহাতে শুক্রবৃদ্ধি ধাতুপুষ্টি এবং কাস প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়।

রতিবল্লভো মোদকঃ।

শক্রাশনস্য বীজানাং চূর্ণানি পলপঞ্চ চ।
হবিষঃ কুড়বঞ্চৈকং সিতাপ্রস্থং প্রগৃহ্য চ ॥
শতাবরীরসপ্রস্থং তথা শক্রাশনস্য চ।
গব্যমাজং পয়ঃ প্রস্থং ততঃ প্রস্থদ্বয়ং পচেৎ ॥
ধাত্রী দ্বিজীরকং মুস্তং ত্বগেলা পত্র কেশরম্।
আত্মগুপ্তা চাতিবলা তালাঙ্কুর কশেরুকম্ ॥
শৃঙ্গাটকং ত্রিকটুকং ধান্যমভ্রঞ্চ বঙ্গকম্।
পথ্যা দ্রাক্ষা চ কাকোল্যৌ খর্জ্জূরং ক্ষুরকস্তথা ॥
কটুকা মধুকং কুষ্ঠং লবঙ্গং সার সৈন্ধবম্।
যমানী চাজমোদা চ জীবন্তী গজপিপ্পলী ॥
প্রত্যেকং কর্ষমেকন্তু চূর্ণিতানি শুভানি চ।
কুড়বার্দ্ধং পাকশেষে মধুনঃ প্রক্ষিপেত্ততঃ ॥
মৃগাণ্ডজং সকর্পূরং যথালাভং বিনিক্ষিপেৎ।
রতিবল্লভনামায়ং সেব্যমানো মহারসঃ ॥
পরমোজস্করো বল্যো বাতব্যাধিবিনাশনঃ।
বাতপিত্তহরো বৃষ্যো দৃষ্টিসন্দীপনঃ পরঃ ॥
পিত্তশ্লেষ্মাস্রপিত্তঘ্নো বিষগুল্মজ্বরাপহঃ।
পাতয়ত্যেয মন্দাগ্নিং রোগাণাং ক্ষয়হেতুকঃ।
ন ভবেল্লিঙ্গশৈথিল্যং বৃদ্ধানাং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ॥
যস্য গেহে সদা বহ্ব্যঃ পত্ন্যঃ স্যুঃ সুমনোহরাঃ।
তস্য সেব্যঃ সদৈবায়ং মোদকো রতিবল্লভঃ ॥

সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৫ পল, ঘৃত ৪ পল, চিনি ২ সের, শতমূলীর রস ৪ সের, সিদ্ধির রস ৪ সের, গব্যঘৃত ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের। প্রক্ষেপার্থ আমলা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, আলকুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলে, তালের আঁটির অঙ্কুর, কেশুর, পানিফল, ত্রিকটু, ধনিয়া, অভ্র, বঙ্গ, হরীতকী, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীর-কাঁকলা, পিণ্ডখর্জ্জূর, কুলেখাড়াবীজ, কট্‌কী, যষ্টিমধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈন্ধব, যমানী, বনযমানী, জীবন্তী ও গজ-পিপ্পলী প্রত্যেক ২ তোলা। পাকশেষে শীতল হইলে মধু ২ পল মিশ্রিত করিয়া মৃগনাভি ও কর্পূর দ্বারা অধিবাসিত করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা। ইহা সেবন করিলে বিবিধ রোগের শান্তি এবং বল, বীর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

যে কেচিদ্ বিজয়াযোগা লৌহবঙ্গাভ্রসংযুতাঃ।
যুক্তাশ্চ রসগন্ধাভ্যাং রসায়নবরা মতাঃ ॥

সিদ্ধিসংযুক্ত ঔষধ, লৌহ, বঙ্গ ও অভ্র অথবা পারদ ও গন্ধকের সহিত মিশ্রিত হইলে উৎকৃষ্ট রসায়ন হয়।

কামেশ্বর মোদকঃ।

চূর্ণাংশং গগনং ঘনার্দ্ধ বিমলং গন্ধঞ্চ কুষ্ঠামৃতা।
মেথীমোচরসো বিদারিমুষলী গোক্ষুরকঞ্চেক্ষুরঃ ॥
ভীরুশ্চৈবকশেরুকং যমনিকাতালাঙ্কুরংধান্যকং।
যষ্টীনাগবলা তিলা মধুরিকা জাতীফলং সৈন্ধবম্ ॥
ভার্গী কর্কটশৃঙ্গকং ত্রিকটুকং জীবদ্বয়ং চিত্রকম্।

চাতুর্জ্জাত পুনর্নবা করিকণা
দ্রাক্ষা শটী কট্‌ফলম্‌।
শাল্মল্যঙ্ঘ্রি ফলত্রিকং
কপিভবং বীজং সমং চূর্ণয়েৎ
চূর্ণার্দ্ধা বিজয়া সিতা
দ্বিগুণিতা মধ্বাজ্যমিশ্রস্তু তৎ।
কর্ষার্দ্ধা গুড়িকাথ কর্ষমথবা সেব্যা সদা সর্ব্বদা।
পেয়ং ক্ষীরমনু স্ববীর্য্যকরণে
স্তম্ভেঽপ্যয়ং কামিনাম্‌॥

(বামাবশ্যকর ইত্যাদি গুণাঃ সম্যগ্মারিত-মভ্রকমিত্যাদিনোক্তস্য কামেশ্বরস্য সমাঃ। অংশশ্চতুর্থো ভাগঃ। কুষ্ঠাদি কপিবীজপর্য্যন্ত-চূর্ণানামংশমভ্রকম্‌। অভ্রার্দ্ধং গন্ধকম্‌। বিমলং নির্ম্মলম্‌। চূর্ণার্দ্ধা বিজয়েতি অভ্রাদি-সর্ব্বচূর্ণানামর্দ্ধা। ঘৃতং মধু চ মোদককরণ-যোগ্যমিতি শেষঃ।)

কুড়, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কুলে-খাড়াবীজ, শতমূলী, কেশুর, যমানী, তালাঙ্কুর, ধনিয়া, যষ্টিমধু, গোরক্ষ-চাকুলে, তিলতণ্ডুল, মউরী, জায়ফল, সৈন্ধব, বামনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্নবা, গজপিপ্পলী, দ্রাক্ষা, শটী, কট্‌ফল, শিমুলমূল, ত্রিফলা ও আলকুশীবীজ, প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, এই সমুদায় চূর্ণের সিকি অভ্র, অভ্রের অর্দ্ধেক গন্ধক। এই সমুদায়ের অর্দ্ধেক সিদ্ধি। সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুসংযুক্ত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। অনুপান দুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে বল ও বীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়।

কামাগ্নিসন্দীপনো মোদকঃ।

কর্ষো রসো গন্ধকমভ্রকঞ্চ
দ্বিক্ষার চিত্রে লবণানি পঞ্চ।
শটী যমানীদ্বয় কীটহারি
তালীশ পত্রাণ্যপরং দ্বিকর্ষম্‌॥
জীরং চতুর্জ্জাত লবঙ্গ জাতী-
ফলঞ্চ কর্ষত্রয়মেবমস্তৎ।
সবৃদ্ধদারং কটুকত্রয়ঞ্চ
তথা চতুঃকর্ষমিতং নিবোধ॥
ধন্যাক যষ্টী মধুরী কশেরু
কর্ষাঃ পৃথক্‌ পঞ্চ বরী বিদারী।
বরেভকর্ণেভ বলাত্মগুপ্তা-
বীজং তথা গোক্ষুরবীজযুক্তম্‌॥
সবীজপত্রেন্দ্ররজঃ সমানং
সমা সিতা ক্ষৌদ্রঘৃতঞ্চ তুল্যম্‌।
কর্ষৈকমিন্দোরথ মোদকং তৎ
কামাগ্নিসন্দীপনমেতদুক্তম॥
বৃষ্যাস্ততঃপরতরং সততং ন দৃষ্ট-
মেনং নিষেব্য মনুজঃ প্রমদাসহস্রম।
গচ্ছন্ন লিঙ্গশিথিলত্বমবাপ্নুয়াচ্চ
নাগাধিপং বিজয়তে বলতঃ প্রমত্তম্‌।
কান্ত্যা হুতাশনমপি স্মরতো ময়ূবান্‌
বাতং জবেন নয়নেন মহাবিহঙ্গম্‌।
বাতানশীতিরথ পিত্তগদং সমগ্রং
শ্লেষ্মোত্থবিংশতিরুজঃ পরমগ্নিমান্দ্যম্‌।
দুর্নাম কামল ভগন্দর পাণ্ডুরোগং
মেহাতিসার কৃমিহৃদ্‌ গ্রহণী প্রদোষান্‌।
কাস জ্বর শ্বসন পীনস পার্শ্বশূলং
শূলাম্লপিত্ত সহিতাংশ্চিরজান্‌ সমস্তান্‌।
হত্বা গদানপি চ তৎ পুমপত্যকারি
সর্ব্বর্ত্তু পথ্যমথ সর্ব্বসুখপ্রদায়ি।
বৃষ্যং বলীপলিতহারি রসায়নং স্যাৎ
শ্রীমূলদেবকথিতং পরমং প্রশস্তম্‌।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, যবক্ষার, সাচি-ক্ষার, চিতামূল, পঞ্চলবণ, শটী, যমানী,

বনযমানী, বিড়ঙ্গ ও তালীশপত্র প্রত্যেক ২ তোলা, জীরা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ ও জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা, বিন্ধড়কবীজ, ত্রিকটু, প্রত্যেক ৬ তোলা, ধনিয়া, যষ্টিমধু, মউরী ও কেশুর প্রত্যেক ৮ তোলা, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ত্রিফলা, হস্তিকর্ণ পলাশের ছাল, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশীবীজ ও গোক্ষুর প্রত্যেক ১০ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণের সমান সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ। সর্ব্বসমান চিনি। উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা কর্পূর দ্বারা অধিবাসিত করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা হইতে ১ তোলা। সচরাচর এরূপ বৃষ্য ঔষধ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি বিবিধ রোগের ধ্বংস এবং বল, বীর্য্য, অগ্নি ও ইন্দ্রিয়শক্তি প্রভৃতির বিশেষ বৃদ্ধি হয়।

খণ্ডাম্রকম্।

পক্কচূতরসদ্রোণং পাত্রং স্যাৎ শুদ্ধ খণ্ডতঃ।
ঘৃতমর্দ্ধং ততো গ্রাহ্যং চতুর্থাংশঞ্চ নাগরম্॥
তদর্দ্ধং মরিচং প্রোক্তং তদর্দ্ধা পিপ্পলী মতা।
তোয়ং খণ্ডসমং দদ্যাৎ সর্ব্বমেকত্র সংস্থিতম্॥
বিপচেন্মৃণ্ময়ে পাত্রে যদা দর্ব্বী প্রলেপনম্।
চূর্ণান্যেষাং ততো দদ্যাৎ পত্রং পল চতুষ্টয়ম্।
গ্রন্থিকং চিত্রকং মুস্তং ধন্যাকং জীরকদ্বয়ম্।
ত্র্যুষণং জাতি তালীশং চূর্ণমেষাং পলং পলম্।
ত্বগেলাকেশরাণাঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ পলং তথা।
সিদ্ধশীতে চ মধুনঃ প্রস্থং দত্ত্বা বিঘট্টয়েৎ॥
তৎসর্ব্বমেকতঃ কৃত্বা শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
ভোজনাদাবতঃ খাদেৎ পলমানং প্রমাণতঃ॥
গচ্ছেৎ কন্দর্পদর্পাঢ্যো রাগবেগাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
শতং বাপি তদর্দ্ধং বা রমেৎ স্ত্রীণাং পুমানয়ম্॥
সংসেব্য ভেষজং হ্যেতদ্বন্ধ্যায়াং জনয়েৎসুতম্।
বীরং সর্ব্বগুণোপেতং শতায়ুশ্চ ভবেদয়ম্॥
মৃতবৎসা চ যা নারী যা চ গর্ভোপঘাতিনী।
সাপি সূতে সুতং সভ্যং নারায়ণপরায়ণম্॥
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে।
তুরঙ্গ ইব সংহৃষ্টো মাতঙ্গ ইব বিক্রমী॥
সদা ভেষজসংসেবী ভবেন্মারুতবেগবান্।
হন্তি সর্ব্বাময়ং ঘোরং কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং তথা।
দুর্নামাজীর্ণকঞ্চৈব হ্যম্লপিত্তং সুদারুণম্॥
তৃষ্ণাং ছর্দ্দিঞ্চ মূর্চ্ছাঞ্চ শূলমষ্টবিধং জয়েৎ॥
খণ্ডাম্রকমিদং প্রোক্তং ভার্গবেণ স্বয়ম্ভুবা।
বয়স্যং মেধ্যমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্॥
গ্রহরক্ষঃপিশাচঘ্নমপস্মারবিনাশনম্।
পাণ্ডুরোগং প্রমেহঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ নাশয়েৎ॥
বন্ধ্যাযোষিদ্ভবেৎপুংসাং পুমান্ বশ্যশ্চযোষিতাম্।
দৃষ্টং বারসহস্রঞ্চ কথমত্র বিচারণা॥

সুপক্ক মধুরাম্ররস ৬৪ সের, চিনি ৮ সের, গব্যঘৃত ৪ সের, শুঁঠচূর্ণ ৮ পল, মরিচ ৪ পল, পিঁপুলচূর্ণ ২ পল ও জল ৮ সের। এই সমুদায় একত্র করিয়া মৃত্তিকাপাত্রে বিধিপূর্ব্বক পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ তেজপত্রচূর্ণ ৪ পল, গেঁটেলা, চিতামূল, মুতা, ধনিয়া, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, জায়ফল, তালীশপত্র, গুড়ত্বক্, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ পল। শীতল হইলে মধু ৪ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৪ তোলা। আহারের পূর্ব্বে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে বল, বীর্য্য ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

মন্মথাভ্ররসঃ ।

রসগন্ধকয়োর্গ্রাহ্যং পলমেকং সুশোধিতম্ ।
অভ্রং নিশ্চন্দ্রকং দদ্যাৎ পলার্দ্ধঞ্চ বিচক্ষণঃ ॥
কর্পূরং তোলকং দদ্যাৎ বঙ্গঞ্চ কোলসম্মিতম্ ।
তাম্রং তোলার্দ্ধকং তত্র নিঃশেষং মারিতং পুনঃ ।
লৌহং কর্ষং সুজীর্ণঞ্চ বৃদ্ধদারঞ্চ জীরকম্ ।
বিদারীং শতমূলীঞ্চ ক্ষুরবীজং বলাং তথা ।
মর্কটাতিবিষাঞ্চৈব জাতীকোষফলে তথা ।
লবঙ্গং বিজয়াবীজং শ্বেত সর্জ্জং যমানিকাম্ ।
শাণভাগান্ গৃহীত্বৈতান্ একীকৃত্যৈব পেষয়েৎ ।
গুঞ্জাদ্বয়ন্তু কর্ত্তব্যং কোষ্ণং ক্ষীরং পিবেদনু ॥
গৃহে যস্য শতং নার্য্যো বিদ্যন্তেহতিব্যবায়িনঃ ।
ন তস্য লিঙ্গশৈথিল্যমৌষধস্যাস্য সেবনাৎ ॥
ন চ শুক্রং ক্ষয়ং যাতি ন বলং হ্রাসমাব্রজেৎ ।
কামরূপী ভবেন্নিত্যং বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ ।
রসঃ শ্রীমন্মথাভ্রোহয়ং মহেশেন প্রকাশিতঃ ।
অস্য ভক্ষণমাত্রেণ কাষ্ঠং জীর্য্যতি তৎক্ষণাৎ ।
নাশয়েদ্ ধ্বজভঙ্গাদীন্ রোগান্ যোগকৃতানপি ।

পারদ, গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেক ৪ তোলা, কর্পূর ও বঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা, তাম্র ৪ মাষা, লৌহ ২ তোলা, বিদ্ধড়কবীজ, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়াবীজ, বেড়েলা, আলকুশীবীজ, আতইচ, জৈত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ, শ্বেতধূনা ও যমানী প্রত্যেক ৪ মাষা। এই সমুদায় দ্রব্য জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে ধ্বজভঙ্গাদি-রোগের শান্তি হইয়া বলবীর্য্য ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

মকরধ্বজোরসঃ ।

স্বর্ণাদষ্টগুণং সূতং মর্দ্দয়েৎ ত্রিকগন্ধকৈঃ ।
রক্তকার্পাসকুসুমৈঃ কুমার্য্যাস্তির্বিমর্দ্দয়েৎ ।
শুষ্কং কাচঘটীং রুদ্ধ্বা বালুকাযন্ত্রগং হঠাৎ ।
ভস্ম কুর্য্যাদ্রসেন্দ্রস্য নবার্ককিরণোপমম্ ॥
ভাগোহস্য ভাগাশ্চত্বারঃ কর্পূরস্য সুশোভনাঃ ।
লবঙ্গং মরিচং জাতীফলং কর্পূরমাত্রয়া ।
মেলয়েন্মৃগনাভিঞ্চ গদ্যানকমিতং ততঃ ।
শ্লক্ষ্ণপিষ্টো রসো নাম জায়তে মকরধ্বজঃ ।
বল্লং বল্লদ্বয়ং বাথ তাম্বূলীদল সংযুতম্ ।
ভক্ষয়েন্মধুরং স্নিগ্ধং মৃদুমাংসমবাত্তলম্ ।
শৃতশীতং সিতাযুক্তং দুগ্ধং গোভবমাজ্যকম্ ।
মধ্বাজ্যং পিষ্টমপরং মদ্যানি বিবিধানি চ ।
করোত্যগ্নিং বলং পুংসাং বলীপলিতনাশনঃ ।
মেধায়ুঃকান্তিজননঃ কামোদ্দীপনকৃন্মহান্ ।
অভ্যাসাৎ সাধকঃস্ত্রীণাং শতং জয়তি নিত্যশঃ ।
রতিকালে রতান্তে চ পুনঃ সেব্যো রসোত্তমঃ ॥
মানহানিং করোত্যেষপ্রমদানাং সুনিশ্চিতম্ ।
কৃত্রিমং স্থাবরবিষং জঙ্গমং বিষবারি চ ।
ন বিকারায় ভবতি সাধকানাঞ্চ বৎসরাৎ ॥
মৃত্যুঞ্জয়ো যথাভ্যাসান্মৃত্যুং জয়তি দেহিনাম্ ।
তথায়ং সাধকেন্দ্রস্য জরামরণনাশনঃ ॥

(অত্র গদ্যানং যণ্মাষকম্ । বল্লং দ্বিগুঞ্জকম্ । অত্রার্থে পরিভাষামাহ ।
"যবদ্বয়েন গুঞ্জা স্যাৎ দ্বিগুঞ্জো বল্ল উচ্যতে ।
ধরণঃ স্যাচ্চতুর্মাষৈঃ ষড়্ভির্গদ্যানমুচ্যতে" ॥)

শোধিত সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র ১ পল, পারদ ৮ পল, গন্ধক ২৪ পল, রক্তবর্ণ কার্পাসপুষ্প ও ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ধ্বজভঙ্গাধিকারোক্ত বৃহচ্চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী অনুসারে পাক করিবে। বোতলের ঊর্দ্ধে সংলগ্ন রস ১ তোলা, কর্পূর, লবঙ্গ, মরিচ ও

জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা ও মৃগনাভি ৬ মাষা এই সমুদায় একত্রে সুন্দররূপে মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। পানের সহিত সেব্য। পথ্য সুস্নিগ্ধ মধুর দ্রব্য, কোমল মাংস, চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ ও গব্যঘৃত প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে অগ্নি ও বলবৃদ্ধি, বলী-পলিতাদি নিবারণ, স্মরণশক্তির বৃদ্ধি ও কামোদ্দীপন হয়। ইহা কামিনী-গণের দর্পনাশের মহৌষধ।

কামিনীমদভঞ্জনঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং ত্র্যহং কহ্লারকদ্রবৈঃ।
মর্দ্দিতং বালুকাযন্ত্রে যামং সম্পুটকে পচেৎ॥
রক্তাঙ্গস্য দ্রবৈর্ভাব্যং দিনৈকন্তু সিতাযুতম্।
যথেষ্টং ভক্ষয়েচ্চানু কাময়েৎ কামিনীশতম্॥

পারদ ১ পল ও গন্ধক ১ পল এই উভয় দ্রব্য শুঁদিপুষ্পের রসে ৩ দিন মাড়িয়া পূর্ব্ববৎ বালুকাযন্ত্রে ১ প্রহর পাক করিবে। পরে ঔষধ বাহির করিয়া লইয়া কুঙ্কুমের রসে ১ দিন ভাবনা দিবে। ২ রতি মাত্রায় চিনির সহিত সেবনীয়। ইহাতে রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

হরশশাঙ্কঃ।

শাল্মল্যাস্ত্বচমাদায় শ্লক্ষ্ণ চূর্ণানি কারয়েৎ।
শুদ্ধ গন্ধক চূর্ণানি তদ্রসেনৈব ভাবয়েৎ।
মাস মাত্র প্রয়োগেণ শৃণু বক্ষ্যামি যে গুণাঃ।
মকরধ্বজরূপোঽপি স্ত্রীশতানন্দবর্দ্ধনঃ॥
শতায়ুশ্চ ভবেদ্দেবি বলীপলিতবর্জ্জিতঃ।
তেজস্বী বলসম্পন্নো বেগেন তুরগোপমঃ।
সততং ভক্ষয়েদ্যস্তু তস্য মৃত্যুর্ন জায়তে।

শিমুলমূলের ছালচূর্ণ ও শোধিত গন্ধকচূর্ণ একত্রিত করিয়া শিমুলমূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। ইহা ২ মাষা মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধ ১ পল পেয়। ইহা সেবন করিলে বলী পলিতাদি দূরীকৃত ও রতিশক্তি সংবর্দ্ধিত হয়।

কামধেনুঃ।

গন্ধমামলকং চূর্ণং ধাত্রীরসবিভাবিতম্।
সপ্তধা শাল্মলীতোয়ৈঃ শর্করামধুযোজিতম্॥
লীঢ়া চানু পয়ঃ পানং প্রত্যহং কুরুতে তু যঃ।
এতেনাশীতিবর্ষোঽপি শতধা রমতে স্ত্রিয়া॥

শোধিত গন্ধকচূর্ণ ৫ পল ও সুপক্ক আমলকীচূর্ণ ৫ পল একত্র করিয়া আমলকীর রসে ও শিমুলমূলের রসে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত চিনি ১০ পল মিশ্রিত করিবে। ৪ মাষা পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পেয়। ইহা সেবন করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

লক্ষ্মণালৌহম্।

লক্ষ্মণা হস্তিকর্ণাভ্যাং ত্রিকত্রয় সমন্বয়াৎ।
অশ্বগন্ধা সমাযোগাল্লৌহং পুংসবনং মতম্॥
পুত্রোৎপত্তিকরং বৃষ্যং কন্যাসূতিনিবর্ত্তকম্।
কৃশস্য বলদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বাময়হরং পরম্॥

লক্ষ্মণামূল, হস্তিকর্ণপলাশমূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, চিতা-মূল, মুতা) ও অশ্বগন্ধামূল প্রত্যেক ১ তোলা, লৌহ ১২ তোলা। এই সমুদায় একত্রে মর্দ্দন করিবে। ঘৃত ও মধুর সহিত সেব্য। ঔষধ সেবনান্তে চিনির সহিত কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। ইহা সেবন করিলে কন্যা প্রসব নিবৃত্ত হইয়া পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহা বিশেষ বলকারক।

গন্ধামৃতরসঃ।

ভস্মসূতং দ্বিধা গন্ধং কন্যকাম্ভির্বিমর্দ্দয়েৎ।
রুদ্ধা লঘুপুটে পচ্যাদুদ্ধৃত্য মধুসর্পিষা॥
বল্বং খাদেজ্জরাং মৃত্যুং হন্তি গন্ধামৃতো রসঃ।
সমূলং ভৃঙ্গরাজঞ্চ ছায়াশুষ্কং বিচূর্ণয়েৎ॥
তৎসমং ত্রিফলাচূর্ণং সর্ব্বতুল্যা সিতা ভবেৎ।
পলৈকং ভক্ষয়েচ্চানু সেবনাচ্চ জরাপহঃ॥

পারদভস্ম ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, অভাবে হিঙ্গুলোত্থ রস ১ ভাগ ও শোধিত গন্ধক ২ ভাগ একত্রে ঘৃত-কুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া কৌটার মধ্যে স্থাপিত করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। ২ রতি মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে সমূল ভৃঙ্গরাজচূর্ণ ১ ভাগ ও চিনি ২ ভাগ এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহা সেবন করিলে জরাব্যাধি নিবারিত ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

স্বর্ণসিন্দূরম্।

পলং রসেন্দ্রস্য চ গন্ধকস্য
হেম্নোঽপি কর্ষং পরিগৃহ্য সম্যক্।
বটপ্ররোহস্য রসেন যামং
যামং বিমর্দ্দ্যাথ কুমারিকায়াঃ॥
তৎ কাচকূপ্যাং নিহিতং প্রযত্নাৎ
পচেদ্বিধিজ্ঞঃ সিকতাখ্যযন্ত্রে।
ততো রজশ্চোর্দ্ধগতং সুরম্যং
প্রগৃহ্য যত্নাদরুণপ্রভং যৎ॥
তদ্যোজয়েৎ সর্ব্বগদেষু বীক্ষ্য
ধাতুং বলং বহ্নিমথো বয়শ্চ।
রসায়নং বৃষ্যতরঞ্চ বল্যং
মেধাগ্নিকান্তিস্মরবর্দ্ধনঞ্চ॥

পারা ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা। এই সমুদায় বটাঙ্কুরের রসে ১ প্রহর ও ঘৃতকুমারীর রসে ১ প্রহর মাড়িয়া মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার নিয়মানুসারে বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। কাচকূপীর উর্দ্ধভাগগত লোহিতবর্ণ রজঃ সমস্ত গ্রহণীয়। ইহার নাম স্বর্ণসিন্দূর। অনুপান বিশেষের সহিত বিবিধ রোগে প্রয়োগ করা যায়। ইহা সেবন করিলে বল, বীর্য্য, অগ্নি ও মেধা প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়। মাত্রা ২ রতি।

সুরসুন্দরী গুড়িকা।

অভ্রকং মাক্ষিকং বজ্রং কান্তং হেম সমং সমম্।
সর্ব্বাণি সমভাগানি সূতযুক্তানি কারয়েৎ॥
গোলকঞ্চ ততঃ কৃত্বা পক্বং নিচুলবারিণা।
ততস্তং পুটপাকেন স্তম্ভয়িত্বা প্রযত্নতঃ॥
বাহ্যে চাস্যাপি লিপ্তা চ বক্ত্রস্থা গুড়িকোত্তমা।
স্তম্ভয়েচ্ছুক্র সংঘাতং বিষরোগাংশ্চ নাশয়েৎ॥

অন্দৈনৈকেন বক্তস্থা বয়ঃস্তম্ভং করোতি চ।
বলীপলিতহন্ত্রীয়ং গুড়িকা সুরসুন্দরী।

অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হীরক, লৌহ, স্বর্ণ ও পারদ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া হিজলের রসে মাড়িয়া পুটপাক করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে বল ও বীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

(মোফর ইতি প্রসিদ্ধং যবনকৃতৌষধম্।)

জাতীপল্লবাদ্যবলেহঃ।

জাতীপল্লব নাগকেশর কণা কক্কোল মজ্জাফলম্।
শ্যামাকট্‌ফলসারিবাগুরু বচামুস্তং শটীমস্তকী।
মাংসীশাল্মলি ধাতকীকটুলতা গোক্ষুরমেথীবরী
বীজং বানরি কোকিলাক্ষি চ
গুহা ধূর্ত্তঃ পরং পঙ্কজম্॥
কুষ্ঠং চোৎপলকেশরঞ্চ
মধুকং শ্রীখণ্ড জাতীফলং
চূর্ণং কন্দ বিদারিকা মুষলিকা
রম্ভা প্রিয়ঙ্গোঃ ফলম্।
জীবন্দ্ব সবিশ্বমূষণ বরা এলা ত্বচো ধান্যকং
চীনীচোপ সমুদ্রশোষ শিখরং
চাকারকরভং কচম্।
ইন্দুঃকুঙ্কুমনাভিজং সগগনং চূর্ণং সমং কারয়েৎ
স্বর্ণং তার ভুজঙ্গ বঙ্গময়সা বজ্রং তথা তাম্রকম্
মুক্তাশাম্ভব তালকানি
বিধিনা শুদ্ধং মৃতং যোজয়েৎ
তুর্য্যাংশং বিজয়াদলস্য বিমলং
চূর্ণং ততো দাপয়েৎ॥
তেষামর্দ্ধাংশযুক্তা বিমলতর-
সিতা ক্ষৌদ্রমেবং সিতাংশং
তোয়ং স্বল্পং প্রদেয়ং মৃদুতর-
দহনৈর্লেহসিদ্ধির্বিধেয়া।
শীতে ক্ষিপ্ত্বা তু চূর্ণং
ঘৃতপরিলুলিতং ঘট্টয়েত্তচ্চ দর্ব্ব্যা
ম্লেচ্ছেনোক্তঃ সুলেহো মুফর
ইতি মতঃ সেব্যতাং সর্ব্বকালম্।
কাম্যো বামাপ্রমোদঃ
সকলগদহরো রাজযোগ্যঃ প্রদিষ্টঃ।

(অস্যাপরগুণা বৃহৎকামেশ্বরবদেব। মজ্জফলং মাজুফলমিতি প্রসিদ্ধং বণিগ্‌দ্রব্যং এবং মস্তকীতি গুহাবদরীফলশস্যং, কটুলতা কটুকী, ধূর্ত্তো ধুস্তূরবীজং, চীনীচোপঃ তোপচিনীতি প্রসিদ্ধং কাষ্ঠবন্মূলং সিংহলাদৌ প্রসিদ্ধং, সমুদ্রশোষঃ হিজলবীজং, শিখরং লবঙ্গং, আকারকরভং আকরকরা বচেতি খ্যাতং, কচং বালা, ইন্দুঃ কর্পূরং, শাম্ভবঃ পারদঃ।)

জাতীপত্র, নাগেশ্বর, পিঁপুল, কাঁকলা, মাজুফল, শ্যামালতা, কট্‌ফল, অনন্তমূল, অগুরু, বচ, মুতা, শটী, রুমিমস্তকী, জটামাংসী, শিমুলমূল, ধাইফুল, কট্‌কী, গোক্ষুরবীজ, মেথী, শতমূলী, আলকুশীবীজ, কুলেখাড়াবীজ, চাকুলে, ধুতুরাবীজ, পদ্ম কুড়, উৎপল-কেশর, যষ্টিমধু, চন্দন, জায়ফল, ভূমি-কুষ্মাণ্ডচূর্ণ, তালমূলী, কদলী, প্রিয়ঙ্গু, জীবক, ঋষভক, শুঁঠ, মরিচ, ত্রিফলা, এলাইচ, গুড়ত্বক্, ধন্যা, তোপচিনি, হিজলবীজ, লবঙ্গ, আকরকরা, বালা, কর্পূর, কুঙ্কুম, মৃগনাভি, অভ্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, বঙ্গ, লৌহ, হীরা, তাম্র, মুক্তা, রসসিন্দুর ও হরিতাল প্রত্যেক সমানভাগ, সমুদায়ের সিকি সিদ্ধিচূর্ণ। সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধেক চিনি, চিনিরসমান মধু, অল্প জল। মৃদু অগ্নিতে যথাবিধি লেহপাক করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত

করিবে। মাত্রা ২ মাষা হইতে ৪ মাষা। ইহা সেবনে দেহের পুষ্টি ও বলবীর্য্যাদি এবং রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

পল্লবসারতৈলম্ ।

ত্রিফলায়া রসপ্রস্থং ভৃঙ্গরাজরসং তথা।
শতাবরীরসং ক্ষীরং কুষ্মাণ্ডস্য রসং পৃথক্ ॥
প্রস্থৈকং তিলতৈলস্য পচেন্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্ ।
লাক্ষারনাল সিদ্ধাম্বু প্রস্থং প্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
কল্কং কণা শিবা দ্রাক্ষা ত্রিফলা নীলমুৎপলম্ ।
মধুকং ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্ ॥
কর্পূরঞ্চ নখং গন্ধমগুজং বিরজা সমম্ ।
জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ প্রতিকর্ষদ্বয়ং পচেৎ ॥
মহাবাতহরং তৈলং মহাপিত্তবিনাশনম্ ।
নেত্ররোগেষু সর্ব্বেষু অপস্মারেঽনিলাময়ে ॥
বিদ্রধি ব্রণ শোথঘ্নং মেহদোষহরং পরম্ ।
শূলরোগপ্রশমনমানাহকৃচ্ছ্রনাশনম্ ॥
গুল্মঘ্নং হৃদি শূলঘ্নং মূত্রাঘাতবিনাশনম্ ।
প্রশস্তং গ্রহণীরোগে প্রমেহজ্বরনাশনম্ ॥
নাম্না পল্লবসারাখ্যং তৈলং বিদ্যাদ্ভিষগ্বরঃ ॥

তিলতৈল ৪ সের, ত্রিফলার রস ৪ সের, অভাবে মিলিত ত্রিফলা ৪ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। ভৃঙ্গরাজ-রস, শতমূলীর রস, দুগ্ধ ও কুষ্মাণ্ডরস প্রত্যেক ৪ সের, লাক্ষা ১ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, কাঁজি ৪ সের। কল্কার্থ পিঁপুল, হরীতকী, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীর-কাকোলী প্রত্যেক ১ পল। গন্ধদ্রব্য কর্পূর, নখী, মৃগনাভি, গন্ধবিরজা, জয়িত্রী ও লবঙ্গ প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে বায়ু ও পিত্তজনিত বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। ইহা গ্রহণী ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগে প্রয়োজ্য। ইহার ব্যবহারে বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

শ্রীগোপালতৈলম্ ।

রসাঢকং শতাবর্য্যাঃ কুষ্মাণ্ডামলয়োস্তথা।
বাজীগন্ধা সহচর বলানাঞ্চ শতং পৃথক্ ॥
পরিপচ্যাম্ভসাং দ্রোণে পাদশেষেঽবতারয়েৎ ।
পঞ্চমূলং মহদ্ব্যাঘ্রী মূর্ব্বা কেতক পূতিকাঃ ॥
পারিভদ্রশ্চ সর্ব্বেষাং গ্রাহ্যং দশপলং শুভম্ ।
কাথয়িত্বা জলদ্রোণে তৎপাদমবশেষয়েৎ ॥
আঢ়কং তিলতৈলস্য কল্কৈরেতৈশ্চ সম্পচেৎ ।
অশ্বগন্ধা চোরপুষ্পী পদ্মকং কণ্টকারিকা ॥
বলাগুরু ঘনং পূতি শিহ্লকাগুরু চন্দনম্ ।
চন্দনং ত্রিফলা মূর্ব্বা জীবনীয়ঃ কটুত্রয়ম্ ॥
পূতি কুঙ্কুম কস্তূর্য্যশ্চাতুর্জাতঞ্চ শৈলজম্ ।
নখ মুস্ত মৃণালানি নীলোৎপলমুশীরকম্ ॥
মাংসী মুরা সুরতরু বচা দাড়িম তম্বুরু ।
ঋদ্ধি বৃদ্ধি দমনকং ক্ষুদ্রৈলার্দ্ধপলং পৃথক্ ॥
এতত্তৈলবরং হন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবান্ ।
ব্যাধীনশেষাঞ্জনয়েৎ স্মৃতিং মেধাং ধৃতিং ধিয়ম্ ।
বাতরোগান্ বিশেষেণ প্রমেহান্ হন্তি বিংশতিং ।
গর্ভং সংস্থাপয়েৎ স্ত্রীণাং সর্ব্বং শূলং ব্যপোহতি ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রমপস্মারমুন্মাদান্ নিখিলানপি ।
স্থবিরোঽপি জরাজীর্ণস্তৈলস্যাস্য নিষেবণাৎ ॥
লীলয়া প্রমদানাঞ্চ উন্মদানাং শতং জয়েৎ ।
তিষ্ঠেদ্যস্য গৃহে তৈলং শ্রীগোপালাভিধং শুভং ॥
ন তত্র ভূতাঃ সর্পন্তি ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ ।
ন দারিদ্র্যং ভবেত্তস্য বিঘ্নঃ কশ্চিন্ন জায়তে ॥
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হ্যেতদ্ বিশ্বকল্যাণহেতবে ॥

তিলতৈল ১৬ সের। শতমূলীর রস, কুমড়ার জল, আমলার রস বা কাথ প্রত্যেক ১৬ সের। কল্কার্থ অশ্বগন্ধা,

পীতঝাঁটী ও বেড়েলা প্রত্যেক ১০০ পল, প্রত্যেকে জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, (পৃথক্ পৃথক্ ক্বাথ কর্ত্তব্য), বৃহৎ পঞ্চমূল, কণ্টকারী, মূর্ব্বামূল, কেঁয়ার মূল, নাটাকরঞ্জমূল ও পালিধাছাল প্রত্যেক ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ অশ্বগন্ধা, চোরকাঁকচী, পদ্মকাষ্ঠ, কণ্টকারী, বেড়েলা, অগুরু, মুতা, খাট্টাশী, শিলারস, অগুরু, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, ত্রিফলা, মূর্ব্বামূল, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, খাটাশী, কুঙ্কুম, মৃগনাভি, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, শৈলজ, নখী, নাগরমুতা, মৃণাল, নীলোৎপল, বেণার মূল, জটামাংসী, মুরামাংসী, দেবদারু, বচ, দাড়িমবীজ, তুম্বুরু, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দনা ও ছোটএলাইচ, প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে বাতব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি ও বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হয়।

মদনমোদকঃ।

ত্রৈলোক্যবিজয়াপত্রং সবীজং ঘৃতভর্জ্জিতম্।
সমে শিলাতলে পশ্চাচ্চূর্ণয়েদতিচিক্কণম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী কুষ্ঠং সৈন্ধব ধান্যকম্।
শটী তালীশপত্রঞ্চ কট্ফলং নাগকেশরম্।
মেথী জীরকযুগঞ্চ গৃহীত্বা স্বল্পভর্জ্জিতম্।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদেব তদৌষধম্।
তাবত্যেব সিতা দেয়া যাবত্যায়াতি বন্ধনম্।
ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং মোদকং পরিকল্পয়েৎ।
ত্রিসুগন্ধিসমাযুক্তং কর্পূরেণাধিবাসয়েৎ।
স্থাপয়েদ্ ঘৃতভাণ্ডে চ শ্রীমন্মদনমোদকম্।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় বাতশ্লেষ্মনিবারণম্।
কাসঘ্নং সর্ব্বশূলঘ্নমামবাতবিনাশনম্।
সর্ব্বরোগহরঞ্চৈতৎ সংগ্রহগ্রহণীহরম্।
এতস্য সততাভ্যাসাৎ বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে।
ব্রহ্মণঃ প্রমুখাৎ শ্রুত্বা বাসুদেবে জগৎপতৌ।
এতৎ কামস্য বৃদ্ধ্যর্থং নারদপ্রতিপাদিতম্॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কুড়, সৈন্ধব, ধন্যা, শটী, তালীশপত্র, কট্ফল, নাগেশ্বর, মেথী, ঈষৎ ভর্জ্জিত জীরকদ্বয় প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান ঘৃতভর্জ্জিত বীজ সহিত সিদ্ধিচূর্ণ। উপযুক্ত পরিমানে চিনি, ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। পরে গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও কর্পূর দ্বারা অধিবাসিত করিবে। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ রোগনাশ ও বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়।

মাহেশ্বররসঃ।

রসভস্মীকৃতং কোলং গন্ধকং শোধিতং সমম্।
লৌহং কর্ষদ্বয়ং তাম্রমর্দ্ধকোলকসম্মিতম্।
সুবর্ণং জারিতং দত্ত্বাচ্ছাণার্দ্ধং সুবিচক্ষণঃ।
অভ্রং কর্ষদ্বয়ং দত্ত্বাচ্ছাণার্দ্ধং চন্দ্রচূর্ণকম্।
শ্যামাবীজং বরীঞ্চৈব বলামতিবলাং তথা।
এলাঞ্চ শঙ্খপুষ্পঞ্চ শাণমানং বিনিঃক্ষিপেৎ।
জলেন বটিকাং কৃত্বা গুঞ্জামাত্রাং প্রদাপয়েৎ।
সেবনাদস্য কন্দর্পরূপোঽভবতি মানবঃ।
সহস্রং যাতি নারীণামুৎসাহো জায়তেঽধিকঃ।
নিত্যং স্ত্রীসেবনাদ্যস্য ক্ষীণশুক্রো ভবেন্নরঃ।
মহাশুক্রো ভবেৎ সোঽপি সেবনাদস্য নান্যথা।
মহাবলো মহাবুদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥

স্থূলানাং কর্ষকঃ শ্রেষ্ঠঃ কৃশানাং পুষ্টিকারকঃ।
রসো মাহেশ্বরো হন্ত্যাদ্রোগান্ সপ্তাহভক্ষণাৎ॥

রসসিন্দূর ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, তাম্র ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা, জারিত স্বর্ণ ২ মাষা, অভ্র ৪ তোলা, কর্পূর ২ মাষা, বৃদ্ধদারকবীজ, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, এলাইচ ও শঙ্খপুষ্পী প্রত্যেক ৪ মাষা; একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে মানব কন্দর্পসদৃশ রূপবান্ হয়। ক্ষীণশুক্র ব্যক্তি অতি বীর্য্যবান্ হয়। ইহা দ্বারা মনুষ্য বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ হয়। অত্যন্ত স্থূল ব্যক্তির এই ঔষধ সেবনে স্বাভাবিক শরীর এবং কৃশ ব্যক্তির শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইবে।

শ্রীকামদেবরসঃ।

পারদং পলমেকং স্যাদ্দ্বিপলং শুদ্ধগন্ধকম্।
রক্তকার্পাসতোয়েন ঘৃষ্ট্বা কাচস্য কূপীতঃ॥
নিঃক্ষিপ্য টঙ্কনেনৈব মুখং তস্য নিরোধয়েৎ।
বালুকাযন্ত্রমধ্যস্থাং কূপীঞ্চ কুরুতে দৃঢ়াম্॥
অহোরাত্রং পচেদগ্নৌ শাস্ত্রবিৎ কুশলো ভিষক্।
শীতে চাদায় পাত্রস্থং কূপিকান্তরলম্বিতম্।
দরদেন সমং রক্তং সোজ্জ্বলং ভস্ম যত্নবেৎ।
ভক্ষয়েন্মাষমেকঞ্চ ঘৃতেন মধুনা সহ।
পশ্চাদ্ দুগ্ধং গুড়ঞ্চাজ্যং কৃষ্ণেক্ষুমপি শর্করাম্॥
দ্রাক্ষা খর্জ্জুরমধুকপ্রভৃতীনথ ভক্ষয়েৎ।
ত্রিফলা মধুনা শান্তিং যাতি পিত্তং চিরোদ্ভবম্॥
নির্গুণ্ডিকারসেনাত্র দুর্ব্বারবাতবেদনাম্।
প্রশমং যাতি বেগেন নূতনঞ্চ বপুর্ভবেৎ॥
অর্দ্ধাবশিষ্টদুগ্ধেন গৃহ্যতে যত্নয়ং রসঃ।
বন্ধ্যাপিচ ভবত্যেব জীববৎসা সুপুত্রিকা॥
কামদেবরসঃ শ্রীমান্ কামিনাং কামদঃ সদা।
যস্য প্রসাদতোবল্যো রম্যশ্চ রমতে স্ত্রিয়ঃ॥

পারদ ১ পল, শোধিত গন্ধক ২ পল, রক্ত কার্পাসের রসে মর্দ্দন করিয়া একটী বোতলের ভিতর পুরিবে। পরে সোহাগা দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিবে। সমস্ত দিন ও রাত্রি অগ্নিতে পাক করিয়া শীতল হইলে উত্তোলন করতঃ দেখিবে যে, তাহার মধ্যে হিঙ্গুলের ন্যায় রক্তবর্ণ ভস্ম রহিয়াছে। সেই ভস্মের ১ মাষা, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিবে। ঔষধ সেবনের পর দুগ্ধ, গুড়, ঘৃত, কাজ্‌লী ইক্ষু, চিনি, দ্রাক্ষা, খেজুর ও মৌলফল ভক্ষণ করিবে। যদি পিত্তাধিক্য থাকে, তাহা হইলে ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিবে। বাতবেদনাতে নিসিন্দাপাতার রস অনুপান। ইহাতে অতি সত্বর সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হইয়া নূতন শরীর হয়। এক বল্কা দুগ্ধের সহিত এই রস পান করিলে বন্ধ্যাও জীববৎসা এবং সুপুত্রিকা হয়। কামীর কামদ এই কামদেব রস সেবন করিলে মানব বলবান্, রমণীয় ও রতিশক্তিমান্ হয়।

বৃহৎশতাবরীঘৃতম্।

শতাবর্য্যাস্তু মূলানাং রসপ্রস্থদ্বয়ং মতম্।
তৎসমঞ্চ ভবেৎ ক্ষীরং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
জীবকর্ষভকৌ মেদা মহামেদা তথৈব চ।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মৃদ্বীকা মধুকং তথা।
মুদ্গপর্ণী মাষপর্ণী বিদারী রক্তচন্দনম্।
শর্করা মধুসংযুক্তং সিদ্ধং বিস্রাবয়েদ্ভিষক্॥

রক্তপিত্তবিকারেষু বাতরক্তগদেষু চ।
ক্ষীণশুক্রেষু দাতব্যং বাজীকরণমুত্তমম্।
অঙ্গদাহং শিরোদাহং জ্বরং পিত্তসমুদ্ভবম্।
যোনিশূলঞ্চ দাহঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ পৈত্তিকম্॥
এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ছিন্নাভ্রাণীব মারুতঃ।
শতাবরীসর্পিরিদং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
স্নেহপাদঃ স্মৃতঃ কল্কঃ কল্কবন্মধুশর্করে।
ইতিবাক্যবলাৎ স্নেহঃপ্রক্ষেপ্যঃপাদিকো ভবেৎ।

ঘৃত ৪ সের। শতমূলীর রস ৮ সের, দুগ্ধ ৮ সের, কল্কার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, মুগানী, মাষাণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও রক্তচন্দন, মিলিত ১ সের প্রক্ষেপ দিবে। সিদ্ধ হইলে ইহাতে শর্করা ও মধু প্রক্ষেপ করিবে। ইহা রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, অঙ্গদাহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগনাশক, বল, বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রকারক এবং উৎকৃষ্ট বাজীকরণ।

কামদেবঘৃতম্।

অশ্বগন্ধাপলশতং তদর্দ্ধং গোক্ষুরস্য চ।
শতাবরী বিদারী চ শালপর্ণী বলা তথা॥
অশ্বত্থস্য চ শুঙ্গানি পদ্মবীজং পুনর্নবা।
কাশ্মরীফলমেতত্তু মাষবীজং তথৈব চ॥
পৃথক্ দশপলান্ ভাগাংশ্চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ।
চতুর্ভাগাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ॥
মৃদ্বীকা পদ্মকং কুষ্ঠং পিপ্পলী রক্তচন্দনম্।
বালকং নাগপুষ্পঞ্চ আত্মগুপ্তাফলংতথা॥
নীলোৎপলং শারিবে দ্বে জীবনীয়ং বিশেষতঃ।
পৃথক্ কর্ষসমঞ্চৈব শর্করায়াঃ পলদ্বয়ম্॥
রসস্য পৌণ্ড্রকেক্ষূণামাঢ়কং তত্র দাপয়েৎ।
চতুর্গুণেন পয়সা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
রক্তপিত্তং ক্ষতক্ষীণং কামলাং বাতশোণিতম্।
হলীমকং তথা শোথং স্বরভেদং বলক্ষয়ম্॥
অরোচকং মূত্রকৃচ্ছ্রং পার্শ্বশূলঞ্চ নাশয়েৎ।
এতদ্রাজ্ঞাং প্রযোক্তব্যং বহ্বন্তঃপুরচারিণাম্॥
স্ত্রীণাং চৈবানপত্যানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাম্।
ক্লীবানামল্পশুক্রাণাং জীর্ণানামল্পরেতসাম্॥
শ্রেষ্ঠং বলকরং হৃদ্যং বৃষ্যং পেয়ং রসায়নম্।
ওজস্তেজস্করঞ্চৈব আয়ুঃপ্রাণবিবর্দ্ধনম্॥
সংবর্দ্ধয়তি শুক্রঞ্চ পুরুষং দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ম্।
সর্ব্বরোগবিনির্মুক্তস্তোয়সিক্তো যথা দ্রুমঃ॥
কামদেব ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বর্ত্তুষু চ শস্যতে॥

ঘৃত ৪ সের। অশ্বগন্ধা ১০০ পল, গোক্ষুর ৫০ পল, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালপাণি, বেড়েলা, অশ্বত্থের ঝুরি, পদ্মবীজ, পুনর্নবা, গাম্ভারীফল ও মাষকলাই প্রত্যেক ১০ পল; এই সমস্ত ২৫৬ সের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের থাকিতে নামাইবে। কল্কার্থ দ্রাক্ষা, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, পিঁপুল, রক্তচন্দন, বালা, নাগকেশর, আলকুশীবীজ, নীলোৎপল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি প্রত্যেক ২ তোলা, চিনি ১৬ তোলা। ইক্ষুরস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত ব্যবহার করিলে রক্তপিত্ত ও ক্ষতক্ষীণ প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত এবং বল, বীর্য্য, অগ্নি, রতিশক্তি ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়।

অপূর্ব্বানন্দাভ্রম্।

পলং কৃষ্ণাভ্রস্য প্রকৃতিপুটনৈশ্চন্দ্ররহিতং
কদম্বঃ শালিঞ্চঃ কুটজঘনজম্বাম্রসলিলম্।
সচাঙ্গেরী পাঠা রুচকজফলং দাড়িমফলং
রসৈরেষাং মর্দ্দ্যং পলিক পলিকৈঃপ্রস্তরতলে।
লবঙ্গৈলা জাতীফল দল বরাঙ্গ ত্রিকটুকং
সুবর্ণং শাণাংশং পরিমিলিতমাদায় বটিকা।
নিষেব্যা গুঞ্জৈকা যদি ভুজগবল্লীদলযুতা
গ্রহণ্যাং মন্দাগ্নৌ জ্বর গদযুতে শ্বাসকষণে॥
তৃষা হিক্কাযুক্তেঽনিলকফযুতে পিত্তসহিতে
সশূলে হৃল্লাসে শ্বয়থু যকৃতি প্লীহ্নি সুদৃঢ়ে।
হলীমে পাণ্ডুত্বে ক্রিমি বমি যুতে চার্শসি পুনঃ।
চিরোদ্ভূতে গুল্মে সমলজগদে স্ত্রীরুগরুচৌ।
বলাধানে ক্ষীণে কৃশবপুষি দাহে শ্রবগদে
মনোব্যাধৌ চোগ্রে বহুবিধরুজায়াং যদি পুনঃ।
অপূর্ব্বানন্দাভ্রং জয়তি সকলান্ রোগনিবহান্।
মহাবল্যং বৃষ্যং স্থিরতরকরং বার্দ্ধকহরম্॥

নিশ্চন্দ্রক কৃষ্ণাভ্রভস্ম, ৮ তোলা, কদম্ব, শালিঞ্চ, কুড়চী, মুতা, জম্বু, আম্র, বালা, চাঙ্গেরী, আকনাদি, টাবা-লেবু ও দাড়িম্ব ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে প্রস্তরখলে ক্রমে ক্রমে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে ইহার সহিত লবঙ্গ, এলাইচ, জায়ফল, জয়িত্রী, কলমিদারুচিনি, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ ও স্বর্ণভস্ম প্রত্যেক ॥০ তোলা মিশ্রিত ও মর্দ্দন করিয়া ১ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। অনুপান তাম্বূলদল। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার পীড়া নাশ, বল, বীর্য্য, আয়ু এবং রতিশক্তি বর্দ্ধিত, জরা নষ্ট ও যৌবন পুনরাগত হয়।

মৃতসঞ্জীবনী।

নবং গুড়ঞ্চ সংগৃহ্য শতমেকং পলং তথা।
বাবর্য্যাস্ত্বচমাদায় বদরীত্বচমেব চ॥
প্রস্থং প্রস্থং প্রদাতব্যং পূগং দেয়ং যথোদিতম্।
লোধ্রঞ্চ কুড়বং দত্ত্বা পলদ্বয়মথার্দ্রকম্।
তোয়মষ্ট গুণং দত্ত্বা গুড়ং সংগোলয়েৎ সুধীঃ।
প্রথমে, চার্দ্রকং দদ্যাৎ দ্বিতীয়ে বাবরীত্বচম্।
তৃতীয়ে বদরীং দত্ত্বা গোলয়িত্বা ভিষগ্বরঃ।
মুখে শরাবকং দত্ত্বা যত্নাৎ কৃত্বা চ বন্ধনম্॥
মুখসংবন্ধনং কৃত্বা স্থাপয়েদ্দিন বিংশতিম্॥
মৃণ্ময়ে মোচিকাযন্ত্রে ময়ূরাখ্যেঽপি যন্ত্রকে।
যথাবিধি প্রকারেণ মন্দমন্দেন বহ্নিনা।
চুল্লীমধ্যে বিধাতব্যং মৃত্তিকাদৃঢ়ভাজনে।
তদৌষধঞ্চ তন্মধ্যে সমুদ্ধৃত্য বিনিক্ষিপেৎ।
নলঞ্চ যুগলং দত্ত্বা কুম্ভৌ চ গজকুম্ভবৎ।
কুম্ভমধ্যে নিধাতব্যং পূগঞ্চ শৈলবালুকম্।
দেবদারু লবঙ্গঞ্চ পদ্মকোশীর চন্দনম্॥
শতপুষ্পা যমানী চ মরিচং জীরকদ্বয়ম্।
শটী মাংসী ত্বগেলা চ জাতীফলং সমুস্তকম্।
গ্রন্থিপর্ণী তথা শুণ্ঠী মেথী মেষী চ চন্দনম্।
এষাং চার্দ্ধপলান্ ভাগান্ কুট্টয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
যথাবিধি প্রকারেণ চালনং দাপয়েৎ সুধীঃ।
বুদ্ধিমান্ সৌজনং কৃত্বা উদ্ধরেদ্বিধিবৎ সুধাম্॥
এতদদ্রব্যং পিবেন্নিত্যং যথাধাতু বয়ঃক্রমম্।
আরোগ্যজননং দেহদার্ঢ্যকৃদ্বলবর্দ্ধনম্।
মেধাগ্নিস্মৃতিকৃদ্বীর্য্যশুক্রকৃদ্বাতনাশনম্।
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব কামসন্দীপনং পরম।
দশস্ত্রিয়ো রমেন্নিত্যমানন্দ উপজায়তে।
রণে তেজোময়ঃ সদ্যো যথা ভীমপরাক্রমঃ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্ রতোৎসাহবলপ্রদম্।
দেবাসুরৈর্যুদ্ধকালে শুক্রেণ পরিনির্ম্মিতম্।

নূতন গুড় ১২॥০ সের, বাবলাছাল, কুলছাল ও সুপারি প্রত্যেক ২ সের। লোধ অর্দ্ধ সের, আদা ।০ পোয়া,

সমুদায়ের অষ্টগুণ জল। প্রথমে জলে গুড় গুলিয়া তাহাতে আদা, বাবলাছাল, কুলছাল, সুপারি ও লোধ প্রক্ষিপ্ত করিয়া শরাদ্বারা পাত্রমুখ আচ্ছাদন ও উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া ২০ দিন রাখিবে। অনন্তর মৃণ্ময় মোচিকাযন্ত্রে অথবা ময়ূরাখ্যযন্ত্রে মন্দ মন্দ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। পরে পাত্র মধ্যে সুপারি, এলবালুক, দেবদারু, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, রক্তচন্দন, শুলফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, জটামাংসী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, জায়ফল, মুতা, গেঁটেলা, শুঁঠ, মেথী, মেষশৃঙ্গী ও রক্তচন্দন প্রত্যেক কুট্টিত ৪ তোলা, প্রক্ষেপ করিয়া চুয়াইয়া লইবে। ধাতু ও বয়ঃক্রম অনুসারে মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবনে বল, অগ্নির বৃদ্ধি ও দেহের পুষ্টি ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়। ইহা বিবিধ রোগে প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

দশমূলারিষ্টঃ।

পর্ণ্যৌ বৃহত্যৌ গোকণ্টো বিল্বোঽগ্নিমথনোঽরলুঃ।
পাটলা কাশ্মরী চেতি দশমূলমিহোচ্যতে॥
দশমূলানি কুর্ব্বীত ভাগৈঃ পঞ্চপলৈঃ পৃথক্।
পঞ্চবিংশৎপলং কুর্য্যাচ্চিত্রকং পৌষ্করং তথা॥
কুর্য্যাদ্বিংশৎপলং লোধ্রং গুড়ূচী তৎসমা ভবেৎ।
পলৈঃ ষোড়শভির্ধাত্রী রবিসংখ্যৈর্দুরালভা॥
খদিরো বীজসারশ্চ পথ্যা চেতি পৃথক্ পলৈঃ।
অষ্টাভির্গুণিতৈঃ কুষ্ঠং মঞ্জিষ্ঠা দেবদারু চ॥
বিড়ঙ্গং মধুকং ভার্গী কপিত্থোঽক্ষঃ পুনর্নবা।
চব্যং মাংসী প্রিয়ঙ্গুশ্চ সারিবা কৃষ্ণজীরকম্।
ত্রিবৃতা রেণুকা রাস্না পিপ্পলী ক্রমুকঃ শটী।
হরিদ্রা শতপুষ্পা চ পদ্মকং নাগকেশরম্॥
মুস্তমিন্দ্রযবঃ শৃঙ্গী জীবকর্ষভকৌ তথা।
মেদা চান্যা মহামেদা কাকোল্যৌ ঋদ্ধিবৃদ্ধিকে॥
কুর্য্যাৎ পৃথগ্ দ্বিপলিকান্ পচেদষ্টগুণে জলে।
চতুর্থাংশ শৃতং নীত্বা মুস্তাণ্ডে সন্নিধাপয়েৎ॥
ততঃ ষষ্টিপলাং দ্রাক্ষাং পচেন্নীরে চতুর্গুণে।
ত্রিপাদশেষং শীতঞ্চ পূর্ব্বক্কাথে শৃতং ক্ষিপেৎ॥
দ্বাত্রিংশৎ পলিকং ক্ষৌদ্রং দদ্যাদ্ গুড়চতুঃশতম্।
ত্রিংশৎপলানি ধাতক্যাঃ কঙ্কোলং জলচন্দনম্॥
জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ ত্বগেলাপত্রকেশরম্।
পিপ্পলী চেতিসংচূর্ণ্য ভাগৈর্দ্বিপলিকৈঃ পৃথক্॥
শাণমাত্রাঞ্চ কস্তূরীং সর্ব্বমেকত্র নিক্ষিপেৎ।
ভূমৌ নিখনয়েদ্ভাণ্ডং ততো জাতরসং পিবেৎ॥
কতকস্য পলং ক্ষিপ্ত্বা রসং নির্ম্মল[illegible]য়েৎ।
কৃশানাং পুষ্টিজননো বন্ধ্যানাং পুত্রদঃ [illegible]।
অরিষ্টো দশমূলাখ্যস্তেজঃ শুক্রবলপ্রদঃ॥

দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, চিতামূল ২৫ পল, কুড় ২৫ পল লোধ ২০ পল, গুলঞ্চ ২০ পল, আমলা ১৬ পল, দুরালভা ১২ পল, খদির, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, প্রত্যেক ৮ পল, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, বামনহাটী, কয়েতবেলের ছাল, বহেড়া, পুনর্নবা, চৈ, জটামাংসী, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, রেণুক, রাস্না, পিঁপুল, সুপারি, শটী, হরিদ্রা, শুলফা, পদ্মকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, মুতা, ইন্দ্রযব, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাঁকলা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, প্রত্যেক ২ পল, পাকার্থ সমুদায়ের ৮ গুণ জল, শেষ চতুর্থাংশ। দ্রাক্ষা ৬০ পল, জল ৩০ সের, শেষ ২২॥০ সের। এই

উভয় ক্বাথ একত্র মৃণ্ময়পাত্রে রাখিয়া তাহাতে মধু ৪ সের, গুড় ৫০ সের, ধাইফুল ৩০ পল, কাঁকলা, বালা, রক্তচন্দন, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও পিঁপুল প্রত্যেক ২ পল এবং মৃগনাভি ॥০ তোলা, মিশ্রিত করিয়া একমাস মাটীতে পুতিয়া রাখিবে। পরে উহা তুলিয়া নির্ম্মল্লিফলযোগে নির্ম্মল করিবে। ইহা অতিশয় পুষ্টিজনক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক ও কামোদ্দীপক।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং বাজীকরণাধিকারঃ।

পরিশিষ্টম্।

দ্বৈকালিকজ্বরে—লোকনাথবটী।

জীবকর্ষভকৌ মেদে চম্পকং নাগরং বিষাম্।
কাসীসঞ্চ সমং সর্ব্বং সর্ব্বতুল্যং রসাঞ্জনম্।
যষ্টিমধুকষায়েণ রসৈঃ খর্জ্জুরপত্রজৈঃ।
মর্দ্দয়িত্বা বটী কার্য্যা রক্তিদ্বয়মিতা শুভা।

জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, চাঁপাছাল, শুঁঠ, আতইচ ও হীরাকস প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বতুল্য রসোত একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে। ইহা দ্বারা যকৃৎ প্লীহাযুক্ত দ্বৈকালীক বিষমজ্বর প্রশমিত হয়।

অম্লশূলে—অম্লপিত্তান্তকচূর্ণম্।

দ্বিজীরকং যমান্যৌ চ লবঙ্গং বিজয়া তথা।
সর্ব্বং সমং সমাদায় সুভৃষ্টং চ বিচূর্ণয়েৎ।
দ্বিক্ষারং পঞ্চলবণং সমং পূর্ব্বৈশ্চ যোজয়েৎ।
দ্বিত্রিমাষমিতাং খাদেৎ নারিকেলফলাম্বুনা।
অম্লপিত্তান্তকং চূর্ণমম্লপিত্তং সুদারুণম্।
সর্ব্বশূলং হরেৎ তূর্ণং ভাস্করস্তিমিরং যথা।

জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, লবঙ্গ ও সিদ্ধি প্রত্যেক ১ পল এই সমস্ত দ্রব্য ভর্জ্জিত ও চূর্ণিত করিয়া তাহাতে যবক্ষার, সাচিক্ষার ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল মিশ্রিত করতঃ ডাবের জলের সহিত ২।৩ মাষা মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা অম্লপিত্ত ও শূল নষ্ট হয়।

বিসর্পে—মুষ্টিযোগঃ।

বিসর্পব্যাধিনাশায় কাশীশং শোধিতং সুধীঃ।
দ্বিরক্তিকপ্রমাণেন দিবা যুঞ্জ্যাদ্ দ্বিবারকম্।
তস্য সিক্তজলেনাথ বিসর্পমভিষেচয়েৎ।
শাণমানে তু কাশীশে জলং দদ্যাচ্চতুঃপলম্।

প্রত্যহ দুইবার ২ রতি পরিমাণে শোধতি হীরাকস জলের সহিত সেবনে অতি ঘোরতর বিসর্প রোগ নষ্ট হয়। হীরাকস অর্দ্ধ তোলা, অর্দ্ধ সের জলে মিলাইয়া সেই জল দ্বারা বিসর্প ভিজাইয়া রাখিলে বিসর্প বৃদ্ধি হয় না।

পটোলাদিক্কাথঃ ।

পটোলপত্রং নিম্বত্বক্ গুড়ূচী চ দুরালভা ।
অভয়া মুস্তকশ্চৈব ক্কাথমেষাং প্রদাপয়েৎ ।

পটোলপত্র, গুড়ূচী, নিম্বছাল, দুরালভা, হরীতকী ও মুতা ইহাদের ক্কাথ পানে বিসর্প নষ্ট হয় ।

প্রবালাদিঃ ।

প্রবালমুক্তা মৃগনাভিযুক্তা
স্বর্ণসিন্দূরমথার্দ্ধ গুঞ্জম্ ।
নক্তং সুসেব্যং মধুনা বিমর্দ্দ্যং
বিসর্পমুগ্রং সরুজং বিহন্ত্যাৎ ॥

প্রবালভস্ম, মুক্তাভস্ম, স্বর্ণসিন্দূর, প্রত্যেক অর্দ্ধ রতি মধুসহ মাড়িয়া প্রত্যহ রাত্রিতে একবার করিয়া সেবনে বিসর্প রোগ নষ্ট হয় ।

কাশীশাদিবটী ।

কাশীশং চিত্রকং পাঠা গুড়ূচী রক্তচন্দনম্ ।
রসাঞ্জনং ধূর্ত্তবীজং তথা নাগরমুস্তকম্ ॥
বিষ্ণুক্রান্তারসেনৈব ভাবয়েৎ সকলং ত্রিধা ।
গুঞ্জাদ্বয় প্রমাণেন বটিকাং কারয়েৎ সুধীঃ ।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব সেবনীয়া বিসর্পিভিঃ ।

কাসীস, রসাঞ্জন, আকনাদি, চিতামূল, ধুতুরাবীজ, নাগরমুতা, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দন প্রত্যেক সমভাগ, অপরাজিতা-পত্ররসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। আদার রস সহ সেব্য। ইহা সেবনে দুঃসাধ্য বিসর্প ও আনুষঙ্গিক জ্বরাদি উপদ্রব নষ্ট হয় ।

বাতরক্তে—বৃহদ্বাতরক্তান্তকলৌহঃ ।

অয়োভাগদ্বয়ং দেয়ং প্রত্যেকঞ্চৈকভাগকম্ ।
রস গন্ধক মুক্তাভ্র খর্পরাণাঞ্চ কাঞ্চনম্ ।
ভাগার্দ্ধঞ্চ তথা তালং সর্ব্বমেকত্র মিশ্রয়েৎ ।
কুপীলোভেকপর্ণ্যাশ্চ দ্রোণপুষ্প্যা রসৈস্ত্রিধা ॥
ভাবয়েদ্ভাববিজ্ঞাত্রা জ্ঞেয়ো রক্তিদ্বয়াত্মিকা ।
পথ্যাপয়োঽনুপানঞ্চ কর্ত্তব্যং হিতমিচ্ছতা ।
বৃহদ্বাতান্তকো লৌহঃ সেবিতো নিতরাং হরেৎ ।
সোপদ্রবং দারুণবাতরক্তং
গম্ভীরমুত্তানমথোপদংশম্ ।
প্রমেহমত্যুগ্রমথাতিকৃচ্ছ্রং
জাতং বিকারং বিবিধং নরাণাম্ ॥
কাপালমৌড়ুম্বরমৃক্ষজিহ্বং
সিধ্মং তথা মণ্ডলপুণ্ডরীকে ।
কুর্য্যাদ্বিশুদ্ধিং খলু শোণিতস্য
বর্ণপ্রকর্ষঞ্চ বলাগ্নিবৃদ্ধিম্ ।

লৌহ ২ তোলা, রস, গন্ধক, মুক্তা, অভ্র ও খর্পরি প্রত্যেক ১ তোলা, হরিতাল ও স্বর্ণ প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা এই সমস্ত কুঁচিলাপত্র, থানকুনী ও ঘলঘসের রসে একত্রে তিনবার ভাবনা দিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিবে। অনুপান হরীতকী ভিজান জল। ইহা সেবনে গম্ভীর ও উত্তান বাতরক্ত প্রশমিত হয়।

জ্বরাতিসারে—রবিপ্রভা বটী ।

অর্কমূলত্বচশ্চূর্ণং রক্তিকাদ্বয়মাত্রকম্ ।
আভারসং মাষমাত্রং ফণিফেনং যবোন্মিতম্ ॥
সর্ব্বাণেকত্র সংমর্দ্য খাদেচ্ছীতাম্ভসা নরঃ ।
জ্বরাতিসারং হন্ত্যাশু বটিকেয়ং রবিপ্রভা ॥

আকন্দমূলের ছালচূর্ণ ২ রতি, বাবলার আটা ১ মাষা ও অহিফেন

১ যব, এই সকল একত্র করিয়া মাড়িয়া ১টী বটিকা করিবে। অনুপান শীতল জল ইহা জ্বরাতিসার নাশক।

যকৃৎপ্লীহরোগে কাসীসাদ্যা বটী।

কাসীসং কর্ষসম্মানং রামঠঞ্চ দ্বিকর্ষকম্।
পীতমূলীং চতুঃকর্ষং মর্দ্দয়েদ্ বিধিনা ভিষক্॥
মাষমাত্রাং বটীং কৃত্বা সুরয়া চাসবেন বা।
রসোনস্য রসেনাপি পায়য়েৎ প্লীহশান্তয়ে॥

হীরাকস ১ কর্ষ, হিঙ্গু ২ কর্ষ ও রেউচিনি ৪ কর্ষ একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিয়া সুরা, আসব বা রসুনের রসের সহিত সেব্য। ইহা যকৃৎ ও প্লীহারোগের মহৌষধ।

অগ্নিপ্রভা বটী।

সৈন্ধবং নরসারঞ্চ যবক্ষারং তথা বিড়ম্।
মর্দ্দয়েদ্রসসিন্দূরং পটোলমূলজৈঃ রসৈঃ।
মাষমাত্রাং বটীং কৃত্বা ছায়াশুষ্কাং সমাচরেৎ।
প্রাতঃ প্রাতঃ পায়য়েত্তাং কোকিলাক্ষাম্ভসা সমম্।
যকৃদ্রোগং মহাঘোরং প্লীহানমপকর্ষতি।

সৈন্ধবলবণ, নিসাদল, যবক্ষার, বিট্‌লবণ ও রসসিন্দূর প্রত্যেক সমানভাগ, পটোলমূলের রসে মাড়িয়া এক মাষা প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইবে। এক একটী প্রত্যহ প্রাতে কুলেখাড়ার রস সহ সেব্য। ইহা যকৃৎ ও প্লীহারোগের মহৌষধ।

কলধৌতাদি রসঃ।

রস গন্ধক লোহাভ্র তারমাক্ষিক সংযুতম্।
সূতপাদমিতং হেম মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রবৈঃ।
ধান্যরাশৌ নিশাস্তিস্রো বাসয়েদ্রসকর্ম্মবিৎ।
রসোঽয়ং কলধৌতাদির্বল্লমাত্রাং প্রযুজ্যতে॥
যকৃৎপ্লীহহরো নিত্যং ভাস্করস্তিমিরং যথা।

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, রৌপ্য ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ, ।০ তোলা এই সমুদায় ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তিন দিবস ধান্যরাশিমধ্যে রাখিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা যকৃৎ ও প্লীহারোগের মহৌষধ।

যকৃচ্ছূলবিমর্দ্দিনী বটিকা।

নরসারং কর্ষমাত্রং সৈন্ধবঞ্চ দ্বিকর্ষকম্।
কোকিলাক্ষোদ্ভবং বীজং ত্বচং রোহীতকস্য চ॥
যমানী চিত্রকঞ্চাপি দশকর্ষপ্রমাণকম্।
সংমর্দ্দ্য বদরাস্থ্যাভাং বটিকাং পূতিকাম্বুনা॥
কৃত্বা তাং যোজয়েদ্ধীমান্ কারবেল্লাম্ভসা সমম্।
হন্ত্যেষা যকৃতো ব্যাধীন্ গুল্মপ্লীহোদরাণি চ॥

নিসাদল ২ তোলা, সৈন্ধব ৪ তোলা, কুলেখাড়ার বীজ, রোহিতকছাল, যমানী ও চিতামূল প্রত্যেক ২০ তোলা এই সমুদায় দ্রব্য নাটাকরঞ্জের রসে মর্দ্দন করিয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা করিবে। ইহার এক একটী করোলাপত্রের রসের সহিত সেবনীয়। ইহা যকৃৎরোগের মহৌষধ।

যকৃদ্বারণসিংহঃ ।

সিন্দুরমভ্রকং তালং লৌহং কর্ষপ্রমাণকম্ ।
মাক্ষিকক্কাভয়াক্কাথৈর্মর্দ্দয়েদতিযত্নতঃ ॥
বল্লমাত্রাং বটীং কৃত্বা ছায়াশুষ্কাং সমাচরেৎ ।
যকৃদ্বারণসিংহোঽসৌ রসো যকৃন্নিকৃন্তনঃ ॥

রসসিন্দূর, অভ্র, হরিতাল, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ২ তোলা, সমুদায় একত্র করিয়া হরীতকীর ক্কাথ দিয়া মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে যকৃতের পীড়া প্রশমিত হয়।

রাজযক্ষ্মণি—বৃহজ্জ্বরচূড়ামণিঃ ।

স্বর্ণং সুবর্ণসিন্দূরং লৌহং তারং মৃগাণ্ডজম্ ।
জাতীফলং জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ ত্রিকণ্টকম্ ।
কর্পূরং গগনঞ্চৈব চোচং মূষল তালকম্ ।
প্রত্যেকং কর্ষমাত্রঞ্চ বঙ্গঞ্চৈব দ্বিকার্ষিকম্ ।
বিদ্রুমং ভস্ম সূতঞ্চ মৌক্তিকং মাক্ষিকং তথা ।
রাজপট্টং শিখিগ্রীবং সর্ব্বং সংচুর্ণ্য যত্নতঃ ।
খল্লে তু চূর্ণমাদায় ভাবয়েৎ পরিকীর্ত্তিতৈঃ
নিগুণ্ডী যষ্টিকা বাসা রবিমূল ত্রিকণ্টকৈঃ ।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি রাজযক্ষ্মাবিনাশকঃ ।

স্বর্ণসিন্দূর, স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, কস্তূরী, জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, গোক্ষুর, কর্পূর, অভ্র, গুড়ত্বক্ ও তাল মূলী প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক, প্রবাল, রসসিন্দূর, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, রাজপট্ট, তুঁতিয়া প্রত্যেক ৪ তোলা। একত্র করিয়া নিসিন্দা, পলাশ, বাসক, আকন্দ-মূল ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা ব্যবহারে অষ্টবিধ জ্বর ও যক্ষ্মারোগ নিবারিত হয়।

হৃদ্রোগে—রত্নাকরো রসঃ ।

হেম হীরক বৈক্রান্ত বঙ্গাভ্র রস গন্ধকাঃ ।
সমভাগমিতা যোজ্যাঃ সর্ব্বতুল্যময়ো মতম্ ॥
খল্বে নিক্ষিপ্য সর্ব্বাণি ভাবয়েৎ ককুভাম্ভসা ।
গোধূমস্য যবস্যাপি ক্কাথেন সপ্তধা পৃথক্ ॥
ততঃ কন্যাম্বুনা প্রাজ্ঞস্ত্রীন্ বারান্ পরিষেচয়েৎ ।
রক্তশাল্যন্তরে পিণ্ডং নিশাঃ সপ্ত চ ধাপয়েৎ ।
সমুদ্ধৃত্য বটীশ্চাথ কুর্য্যাৎ স্বিন্নকলায়বৎ ।
অর্জ্জুনস্য কষায়েণ কাঞ্জিকেনাসবেন বা ॥
গোধূমস্য যবস্যাপি ক্কাথেন হবিষাপি বা ।
যথাদোষানুপানৈর্বা প্রদদ্যাৎ পরমৌষধম্ ।
এষ রত্নাকরো নাম রসো হৃদ্রোগনাশকঃ ॥

স্বর্ণ, হীরক, বৈক্রান্ত, বঙ্গ, অভ্র, রস ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান লৌহ; একত্র করিয়া অর্জ্জুনছাল, গোধূম ও যব ইহাদের প্রত্যেকের ক্কাথে পৃথক্ পৃথক্ ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া পরিশেষে ঘৃতকুমারীর রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া ঔষধ পিণ্ডীকৃত করিয়া দাউদখানি ধান্যের রাশির মধ্যে সাত দিবস নিহিত রাখিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধ মটরপ্রমাণ বটিকা করিবে। অর্জ্জুনছাল, যব বা গোধূমের ক্কাথ, কাঁজি, আসব, ঘৃত অথবা উপযুক্ত অনুপানের সহিত ব্যবস্থেয়। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার হৃদ্রোগ ও অন্যান্য অনেক পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

হেমামৃতরসঃ।

ভাগমেকং পারদস্য বলের্ভাগদ্বয়ং তথা।
হেম্নঃ পাদমিতং ভাগমেকৈকং তারবঙ্গয়োঃ॥
অর্জ্জুনস্য কষায়েণ সংমর্দ্দ্য রক্তিকোন্মিতাম্।
বটীং কৃত্বা দাপয়েচ্চ সিতাজ্যমধু সংযুতাম॥
শাম্যন্ত্যনেন হৃদ্রোগাঃ সর্ব্ব এব ন সংশয়ঃ॥

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, স্বর্ণ সিকি ভাগ, রৌপ্য ১ ভাগ, বঙ্গ ১ ভাগ, এই সমুদায় অর্জ্জুনছালের রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঘৃত, চিনি ও মধুর সহিত প্রযোজ্য।

হৃদয়েশ্বরো রসঃ।

রসগন্ধক লৌহাভ্রং বিদ্রুমং মৌক্তিকং তথা।
কান্যদ্রবেণ সংমর্দ্দ্য গুঞ্জাদ্বয়মিতাং বটীম্॥
কৃত্বা সংশোষয়েদ্রৌদ্রবহ্নিযোগং বিনা ভিষক্।
পার্থাম্ভসা সর্পিষা চ দদ্যাদ্ধৃদ্রোগশান্তয়ে॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, প্রবাল ও মুক্তা প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঐ বটীসকল ছায়ায় শুকাইবে। ঘৃত ও অর্জ্জুন ছালের কাথের সহিত সেবনীয়।

মসূরিকারোগে—বসন্তসুন্দরো রসঃ।

মাক্ষিকং রজতং ব্যোম তুগাক্ষীরং মহৌষধম্।
যত্নাচ্ছিরীষতোয়েন মর্দ্দয়িত্বা দিনত্রয়ম্॥
মুদ্গমানা বটীঃ কৃত্বা প্রযুঞ্জ্যাৎ পয়সা সহ।
মসূরিকাভিভূতেভ্যঃ প্রাতঃ সায়ঞ্চ নিত্যশঃ॥
শীতার্দিতা যথা বৃক্ষা বসন্তস্য সমাগমে।
তথাস্য সেবনান্মর্ত্ত্যাঃ সুন্দরত্বমবাপ্নুয়ুঃ॥

স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য, অভ্র, বংশলোচন ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিরীষছালের রসে ৩ দিন উত্তম রূপে মর্দ্দন করিয়া মুগ প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান দুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে শীঘ্র মসূরিকার শান্তি হয়।

শীতলানন্দো রসঃ।

হেমরৌপ্যরসব্যোমগন্ধকায়াংস্তথো জতু।
কন্যাম্ভির্মর্দ্দয়িত্বাথ মুদ্গমাত্রাং বটীঙ্করেৎ॥
যথাদোষানুপানেন প্রয়োগাদস্য নিশ্চিতম্।
মসূরিকাদয়ঃ সর্ব্বে নশ্যন্তি ত্বরয়া গদাঃ॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, অভ্র, গন্ধক, লৌহ ও শিলাজতু এই সমুদায়, সমানভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া মুগের ন্যায় বটিকা করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থেয়। ইহাতে মসূরিকা পীড়ার শান্তি হয়।

কুষ্ঠে—মহাপিণ্ডতৈলম্।

সারিবা সর্জ্জ মঞ্জিষ্ঠা যষ্টিসিক্থৈঃ পয়োঽন্বিতৈঃ।
তৈলংপক্বং প্রযোক্তব্যং পিণ্ডাখ্যং বাতশোণিতে।

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ অনন্তমূল, ধূনা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু ও মোম মিলিত ১ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা বাতরক্তনাশক।

আমবাতে—আমপ্রমাথিনী বটিকা।

সোরকং রবিমূলঞ্চ গন্ধকং লৌহমভ্রকম্॥
পিষ্ট্বারগ্বধতোয়েন কুর্য্যান্মাষমিতাং বটীম্।
ত্রিবৃৎকাথেন সা সেব্যা আমবাতনিসূদনী॥

সোরা, আকন্দমূলের ছালচূর্ণ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র সোঁদালপত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটী করিবে। ইহা তেউড়ীর ক্বাথ সহ সেব্য। ইহা আমবাতনাশক।

বৃদ্ধৌ—শতপত্রাদ্যং তৈলম্।

দশমূলং তুলামানাং গন্ধাঢ্যা তৎসমা মতা।
বারিদ্রোণে পৃথক্ পক্ত্বা পাদশেষং সমুদ্ধরেৎ ॥
আঢ়কং কটুতৈলস্য তৎকষায়ে বিপাচয়েৎ।
স্বরসঃ শতপত্রস্য সমৃণালচ্ছদস্য চ ॥
তৈলতুল্যঃ প্রদাতব্যঃ পেষ্যাণীমানি দাপয়েৎ।
শতপত্রং বলা রাস্না পাঠা মূর্ব্বা চ চিত্রকম্ ॥
ভল্লাতকং বাজিগন্ধা সৈন্ধবং খদিরং কণা।
শিগ্রু ধুস্তুরমূলঞ্চ গ্রন্থিকং রক্তচন্দনম্ ॥
ত্রায়ন্তী সরলোশীরং কারবী পর্ণিনীদ্বয়ম্।
কালীয়কং মুশলী চ প্রত্যেকং পলসম্মিতম্।
অণ্ডবৃদ্ধ্যন্ত্রবৃদ্ধিং বা পাঙ্গুল্যং শ্লীপদং হরেৎ ॥

মূর্চ্ছিত সর্ষপতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ দশমূল মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গন্ধভাদুলে ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, পদ্মের পত্র, পুষ্প, মূল ও মৃণাল এই সমস্তের রস ১৬ সের। কল্কার্থ পদ্মপুষ্প, বেড়েলা, রাস্না, আকনাদি, মুর্ব্বামূল, চিতামূল, ভেলারমুটী,, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, খদিরকাষ্ঠ, পিঁপুল, সজিনামূল, গেঁটেলা, রক্তচন্দন, বলাডুমুর, সরলকাষ্ঠ, বেণার মূল, কৃষ্ণজীরা, শালপাণি, চাকুলে, কৃষ্ণাগুরু ও তালমূলী প্রত্যেক ১ পল। যথাবিধি তৈল পাক করিবে। ইহা বৃদ্ধিরোগের মহৌষধ।

গ্রহণীরোগে—বৃহৎপ্রাণেশ্বরঃ।

পলাষ্টং চূর্ণধন্যাকং ত্বগেলাগজপুষ্পকম্।
পত্রং লবঙ্গং জীরঞ্চ লৌহং বঙ্গং তথাভ্রকম্ ॥
জাতীকোষং মুস্তকঞ্চ মধুরী মরিচং তথা।
তুগাক্ষীরী মৃণালঞ্চ কাকোলী চৈব চন্দনম্ ॥
এষাং কর্ষমিতং চূর্ণং শর্করা তু চতুর্গুণা।
মোদকং পরিকল্প্যাথ শীতঞ্চানুপিবেজ্জলম্ ॥
শাণমাত্রপ্রয়োগেণ সরক্তং গ্রহণীং জয়েৎ ॥

ধনিয়াচূর্ণ ৮ পল, গুড়ত্বক্, এলাইচ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, লবঙ্গ, জীরা, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, জয়িত্রী, মুতা, মৌরী, মরিচ, বংশলোচন, মৃণাল, কাকলা ও রক্তচন্দন এই সমুদায়ের চূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা। সর্ব্বদ্রব্যের চতুর্গুণ চিনি, মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। অনুপান জল। ইহা রক্তামাশয় ও গ্রহণীর মহৌষধ।

শুক্রমেহে—কামচূড়ামণিঃ।

মৌক্তিকং মাক্ষিকঞ্চৈব স্বর্ণভস্ম পৃথক্ পৃথক্
কর্পূরং জাতীকোষঞ্চ জাতীফল লবঙ্গকম্ ॥
বঙ্গভস্ম তথা গ্রাহ্যং রূপ্যঞ্চাপি তদর্দ্ধকম্।
চাতুর্জ্জাতঞ্চ সংগ্রাহ্যং সর্ব্বমেকত্র চূর্ণিতম্ ॥
শতমূলী রসেনৈব ভাবয়েৎ সপ্তবারকম্।
খাদেদ্ গুঞ্জাপ্রমাণেন শুক্রমেহোপশান্তয়ে ॥

মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, কর্পূর, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ ও বঙ্গ প্রত্যেক ১ তোলা। রূপা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ॥০ তোলা। শতমূলীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। রোগানুরূপ অনুপানসহ সেবিত হইলে প্রমেহাদি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

ক্ষুদ্ররোগে—সারিবাদি ক্বাথঃ।

শারিবাম্বষষ্ট্যাহ্ব ত্রিবৃদেলাযমানিকাঃ।
তালমূলী বরী দ্রাক্ষা বিদারী কটুরোহিণী॥
ফলত্রয়ঞ্চ জীবন্তী ক্বাথ এষাং রসায়নঃ।
রক্তদোষহরঃ সর্ব্বক্ষুদ্রাময়নিসূদনঃ॥
ময়ূরাখ্যেন যন্ত্রেণ যচ্চৈষাং স্রাব্যতে রসঃ।
স পীযূষনিভো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বব্যাধিহরঃ পরঃ॥

শ্যামালতা, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, তেউড়ী, এলাইচ, যমানী, তালমূলী, শতমূলী, কিসমিস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কট্‌কী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও জীবন্তী ইহাদের ক্বাথ রসায়নগুণযুক্ত। উহাদের রস ময়ূরাখ্য যন্ত্রে চুয়াইয়া লইলে অমৃততুল্য ফলপ্রদ হয়।

রসায়নে—মহানীলকণ্ঠ রসঃ।

পলৈকং নাগভস্মাথ ভাবয়েত্তিমিপিত্ততঃ।
তন্নাগং সুমৃতং স্বর্ণং তোলৈকং বাপি মিশ্রয়েৎ॥
দ্বিপলং ভস্ম সূতস্য ত্রিপলং মৃতমভ্রকম্।
ত্রিপলং লৌহভস্মাথ সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ॥
ভাবয়েচ্চ পৃথক্ কন্যা ব্রহ্মী নির্গুণ্ডিকা শমী।
মুণ্ডী শতাবরী ছিন্না কোকিলাক্ষস্য বীজকৈঃ॥
মুষলী বৃদ্ধদারোঽগ্নির্দ্রবৈরেভির্ভিষগ্‌বরঃ।
ততঃ সংচূর্ণয়েৎ সর্ব্বং তুল্যমেকাদশাভিধম্॥
বরা ব্যোষাব্দ বহ্ন্যেলা জাতীফল লবঙ্গকম্।
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষিতো হ্যেষ রসায়নবরঃ স্মৃতঃ॥

তিমি অভাবে রোহিত মৎস্যের পিত্তে ভাবিত সীসক ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, রসসিন্দূর ১৬ তোলা, অভ্র ২৪ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারী, ব্রাহ্মী, নিসিন্দা, শমী, মুণ্ডিরী, শতমূলী, গুলঞ্চ, কুলেখাড়া, তালমূলী, বিদ্ধড়ক ও চিতা ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া পরে ত্রিফলা, ত্রিকটু, মুতা, চিতা, এলাইচ, লবঙ্গ ও জায়ফল প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল মিশ্রিত করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা বিবিধ রোগনাশক, মেধ্য ও বলকারক।

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাঃ পরিশিষ্টম্।

আয়ুর্ব্বেদবিবোধনায় বিদুষাং যাবিষ্কৃতা মে পুরা
ভৈষজ্যাকরগুম্ফিতা সুবিষদা ভৈষজ্যরত্নাবলী।
তৎসপ্তমিতসংস্কৃতিঃ কৃতিবরপ্রীত্যৈ কৃপাতো হরেঃ
শাকে ভূশরগোত্রচন্দ্রবিমিতে সংবর্দ্ধ্য সম্মুদ্রিতা॥

সম্পূর্ণেয়ং ভৈষজ্যরত্নাবলী।